শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬শ বর্ষের সূচীপত্র

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

——:০:(০):০:——

১৬শ বর্ষের সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
নববর্ষারম্ভে কৃপাভিক্ষা	১
শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা	১, ১৪, ১৬-১৭, ৯৫, ৯৬, ৯৮
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহমহোৎসব	১
সাধন	২
ভক্তিনীতি	„
আত্মনিবেদন	৩
প্রত্যাহার	„
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা	৪
শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ	৪, ১১, ১৬-১৭, ২৪, ৩১, ৮৫-৮৬
শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব	৪
নির্যাণ	„
শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়	৫-৬
শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ করুণা	„
আর কৃষ্ণ মাগিব না	„
ভজন	„
পরিক্রমা-প্রবন্ধ	„
শ্রীগৌরসুন্দর	৭ ৮
দুর্দৈব	„
শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম	„
ভজন কাহাকে বলে ?	৯-১০
বিভিন্ন মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব	৯-১৯, ২৫-২৬
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা	„
দয়া	„
কৃপা	১১
স্বল্পপুণ্যবান	„
আত্মনিবেদন ও দৈন্য	„
শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী	১২-১৩
ভক্তের প্রার্থনা	„
কুবুদ্ধি	„
নবদম্পতির কর্ত্তব্য	„
ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা	„
মঠ ও গৃহ	১৪
সেবা-ধর্ম্ম	১৫
প্রশ্নাবলী	„
শ্রীপাদ [illegible] প্রভুর বিরহ-মহোৎসব	„
[illegible]	১৬-১৭
[illegible]চতুষ্টয় ও তৎশিক্ষা	„
কুরুক্ষেত্রে শ্রীমহাপ্রভু	১৮-১৯
শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও ভক্তি	„
[illegible]	„
জীবনীর অনুকম্পা	„
[illegible]চার্য্যবিচার	২০
[illegible]	„
[illegible]	„
[illegible] পূর্ণসিদ্ধি, সিদ্ধি	২১
[illegible]	„
[illegible]	২২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
জীবের স্বতন্ত্রতা ও ভগবৎ-করুণা	২১
আত্মরক্ষার উপায়	„
কবে আত্মম্ভরিত্ব চূর্ণ হইবে ?	২৩
শ্রীতুলসী	„
স্বার্থ	২৪
প্রাকৃত বন্ধু	„
তৈর্থিক বিপ্র	২৫-২৬
জীবের জগদ্ভ্রমণ	„
শ্রীমহাপ্রসাদ	২৭-২৮
অকিঞ্চন	„
কৃপা	„
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু	২৯
ভক্তের অবস্থা	„
সম্বন্ধ	„
শ্রীধামে শ্রীরামনবমী-উৎসব	„
বৈরাগ্য	৩০-৩১
পরীক্ষা	„
দর্শক ও দর্শন	„
কর্মার্পণ শুদ্ধভক্তি নহে	৩২-৩৩
প্রতিষ্ঠা	„
প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ	৩৪
শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা	„
শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনার রীতি	„
শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ	৩৫ ৩৬
ধর্ম্ম ও ভক্তি	„
সত্যানুসন্ধান	„
শ্রবণ	৩৭
ব্যক্তিগত জীবন	„
সেবা	৩৮
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম	৩৯
কৃপার জন্য কাঁদিতে হইবে	„
কৃপা চে'য়েও পাই কৈ ?	৪০
বৈষ্ণব-সেবা	„
শ্রীঅম্বরীষ	৪১-৪২
প্রশ্নোত্তর	৪১-৪২, ৪৩ ৪৪, ৯৪, ১২৫-১২৬, ১৩৩-১৩৪, ১৪২-১৪৩, ১৪৯-১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ২২৫, ২২৭-২২৮, ২৩০, ২৩২-২৩৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪২-২৪৩, ২৪৯, ২৫১-২৫৩, ২৫৬, ২৬২, ২৬৩, ২৭৫ ২৭৭, ২৮১
অন্যাভিলাষই অশান্তি	৪৩-৪৪
নিজের কথা চিন্তা করি কি ?	৪৫
শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর হরিকথা	৪৬, ৪৭-৪৮, ৭৮-৭৯, ১২৩-১২৪
আমার অবস্থা	৪৬
শ্রীগুরুতত্ত্ব	৪৭-৪৮
সাত্বত-সম্প্রদায়	„
ভজনের শত্রু কে ?	„
জীবের পতন	৪৯
জগতের প্রবৃত্তি কোন্ দিকে ?	„
শ্রীগায়ত্রী দেবী	
শ্রীকৃষ্ণ	৫০
নির্মৎসর	„

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
বৈষ্ণবধর্ম্ম	৫০
অনর্থ	৫১
যোষিৎসঙ্গের কুফল	৫২
শ্রীভগীরথ ও শ্রীখট্টাঙ্গ রাজা	৫৩
সাধক-যাত্রী	„
দৈন্য	৫৪
বৈষ্ণবের কৃপা-ভিন্ন কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব	„
সাময়িকী	„
হরিভজন কি করিব না ?	৫৫
চেতনের ধর্ম্ম	„
গুরুসেবাই কি কৃষ্ণসেবা ?	৫৬ ৫৭
ভগবৎ-সাম্মুখ্য	„
স্বধামে	„
চিত্তশুদ্ধি	৫৮
দুই একটী কথা	৫৮, ৮৭-৮৮, ১৩১-১৩৪, ১৪৭ ১৪২, ১৫৫, ১৬২, ১৬৭ ১৬৮, ১৬৯, ২২৪ ২৫৫
শ্রীসুদামা বিপ্র	৫৯
পারমার্থিক	„
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	„
ছয় ঋতু	৬০-৬১
বিভিন্ন স্থানে শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-তিথি-পূজা	৬২, ৬৪
প্রাকৃত-বস্তু-নামাভাস	৬২
সম্বন্ধ ও পরিচয়	„
প্রায়শ্চিত্ত	৬৩
[illegible]	„
ব্রহ্মবিমোহন	৬৪
নিন্দকের গতি নাই	৬৫-৬৬
উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য	„
শ্রীঋষভদেব	৬৭
নিমন্ত্রণ-পত্র	„
শ্রীহরিকথায় রুচিই ভক্তি	৬৮-৬৯
জগদ্গুরু শ্রীলাহ্লাদেবী	„
শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব	„
শ্রীভরত	৭০ ৭১
সারপ্রশ্ন	৭২
ভক্তের অনুগ্রহ	„
শ্রীতপনমিশ্র	৭৩
পবিত্র ও অপবিত্র	„
কৃষ্ণাকর্ষণ	„
মহৎ	৭৪
শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীর দিগ্দর্শন	„
ব্রহ্মলোক ও সাযুজ্য	৭৫
শ্রীকৃষ্ণ	„
শ্রীল ঠাকুর হরিদাস	৭৬-৭৭
সুকৃতি ও শ্রদ্ধা	„
শ্রীগঙ্গামাতা	৭৮-৭৯
প্রভুপদেশ	„
আমি কৃষ্ণ চাই, না মায়া চাই ?	„
ভক্তিলতা	„
শিক্ষা	৮০
[illegible] জোরই ভগবদ্দর্শনের নেত্র	৮২
[illegible]	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
বিরহ-মহোৎসব	„
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু	৮৫ ৮৬
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	„
অর্থের প্রকৃত ব্যবহার	৮৭ ৮৮
আমার কি [illegible] আশা নাই ?	„
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	„
দুঃখ দূরীভূত হয় কিরূপে ?	৮৯ ৯২
বৈষ্ণব ও গুরু	„
জীবের ধর্ম্ম কি ?	„
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র	„
শ্রীবাস পণ্ডিত	৯১
গুরু বৈষ্ণব এ জগতের বস্তু নহেন	„
ভক্তির প্রতি অপরাধ	৯২ ৯৩
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	„
ভক্ত্যাভাস	৯২-৯৩, ৯৭
আত্মবঞ্চনা	৯৪
নিষ্কপটতা ও গুরুকৃপা	৯৬
বিরহ-মহোৎসব	„
শ্রীমদ্ভাগবত	৯৭
বিভিন্ন মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব	„
পুরশ্চরণ	৯৮
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষার ফল	৯৯
শুদ্ধভজন	„
দর্শনমূল-নির্য্যাস	১০০
লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা	„
অনন্য ভক্ত	১০১, ১০২
শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য	১০৩
শ্রীভক্তিবিনোদোপদেশ	১০৩, ১০৭-১০৮, ১২৯-১৩০, ১৪৫-১৪৬, ১৫১-১৫২, [illegible]
শ্রীধামে চাতুর্ম্মাস্যব্রত	১০৩
কনিষ্ঠ ও মধ্যম	১০৪-১০৫
আত্মতত্ত্ব	১০৬
অপরাধ	„
শ্রীভগবান্ আচার্য্য	[illegible]
বৈষ্ণব-সঙ্গ	„
পঞ্চ-সংস্কার	„
শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ-মহোৎসব	„
শ্রীঅচ্যুতাবতার	১০৯-১১০
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মর্য্যাদা	„
দ্বাদশ গোপাল	১১১
শ্রীধামে সংকীর্ত্তনোৎসব	„
শ্রীঅভিরাম ঠাকুর	„
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র	„
শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর	১১২
শ্রীমোদদ্রুম ছত্রে কীর্ত্তন	„
দিব্যদর্শন ও মাংসদর্শন	১১৩-১১৪
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-তিথি-পূজা	„
শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই	„
[illegible]	„
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত	১১৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
নৈষ্কর্ম্য	১১৫
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব	"
শ্রীতুলসীদেবী	১১৬
শ্রীপরমেশ্বরী দাস	"
শ্রী... ন	১১৭
শ্রীসনত্তম পণ্ডিত	"
জয় বিজয়	"
শ্রীনামকীর্ত্তন	১১৮
শ্রী... শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রতিষ্ঠা	"
শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু	"
গৌড়ীয় মিশনের সেবাইতএর মোকদ্দমা	"
শ্রীমহেশ পণ্ডিত	১১৯ ১২০
শ্রদ্ধা ও সংশয়	"
শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত ও শ্রীবলরামদাস	১২১
প্রাণবন্ধক	"
বন্ধু কে?	"
গুরুসেবকের অমঙ্গল নাই	১২২
শ্রীপুরুষোত্তম দাস	"
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	১২৩ ১২৪
ভক্তির আশ্রয়ভূমিকা	"
শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত	১২৫-১২৬
মায়াজয়ের উপায়	১২৭-১২৮
শ্রীনাম-মহিমা	"
স্বাস্থ্য	১২৯-১৩০
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	"
শ্রীধামে শ্রীল রূপপ্রভুর বিরহ-মহোৎসব	১৩১ ১৩২
সেবাপ্রণতি	"
শ্রীকৃষ্ণদাস	১৩৩ ১৩৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব	"
শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম	১৩৫
অর্থ	"
প্রকৃত ধনী	"
দশাবতার	১৩৬-১৩৭
বলদেবের বলই যথার্থ বল	১৩৮-১৩৯
দৃঢ়তা	"
শ্রীধামে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী উৎসব	"
আত্মনিবেদন	১৪০-১৪১
জগদ্গুরু শ্রী... আচার্য্যদেব	"
ঐকান্তিকত্ব	১৪২-১৪৩
হরিকথা	"
স্নান বিধি	"
বিভিন্ন মঠে শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী ও নন্দোৎসব	১৪২-১৪৩, ১৪৪
মহোৎসব	১৪৪
আ... জয়	১৪৫-১৪৬
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম	"
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা	"
শ্রীশ্রী...পূজা-বাসরে বিজ্ঞপ্তি	"
শ্রীগুরুদেব	১৪৭-১৪৮
শ্রীধামে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব	"
শ্রীধামে গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	"
রূপ	১৪৯-১৫০
শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধা...ব্রত	"

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
শ্রীগৌরকিশোরবাণী	১৫১-১৫২
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের উপদেশ	"
সজ্জন—অকিঞ্চন	"
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	"
সজ্জন—...	১৫৩
শ্রদ্ধা ...নাম	"
বিভিন্ন মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব	"
সজ্জন—বদান্য	১৫৪
বিভিন্ন মঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব	"
সজ্জন—মৃদু	১৫৫
সাধুসঙ্গ	"
জীবের অবস্থা	"
শ্রীধামে বিরহ মহোৎসব	১৫৫, ১৬১, ১৯২, ২১৬, ২৩৪-২৩৫
সজ্জন—কৃপালু	১৫৬
অশঙ্কা ও সংশয়	"
আনুগত্যই সেবা	১৫৭
সজ্জন—নির্দ্দোষ	"
গুরুসেবা	"
স্বধামে	১৫৭
মন্ত্রোপদেশদাতা	১৫৮
শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম	১৫৮, ১৫৯-১৬০,
লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব	১৫৮
শ্রীগুরুপাদপদ্মস্মৃতি হৃদয়ে রাখিতে হইবে	১৫৯-১৬০
নিত্যধামে শ্রীপাদ রেবতীরমণ প্রভু	১৫৯-১৬০
শ্রীচৈতন্যের দয়া	"
নিত্যতত্ত্বের সন্ধান	"
আত্মনিবেশ	১৬১
আত্মনিবেদন ও ঐক্য	"
শ্রীধামে যাত্রি-সমাগম	"
কর্ম্ম ও ভক্তি	১৬২
শরণাগতই রক্ষিত	"
শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা	"
শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব	"
দাম্ভিকতা ও দীনতা	১৬৩
শ্রবণ ও কীর্ত্তন	"
শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া	"
বৈষ্ণবের লক্ষণ	"
আমার হরিভজন হইল কৈ?	১৬৪-১৬৫
কেন অপরাধ যায় না?	"
মায়া-জয়	১৬৬
বৈরাগ্য	১৬৭-১৬৮
অপরাধ	"
শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন	"
বৈষ্ণব কোন কুলের অন্তর্গত নহেন	১৬৯
দান্ত	"
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র	"
উৎসব-পঞ্জী	"
ক্রমপন্থা	১৭০-১৭১
সুখ ও দুঃখ	"

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
প্রকৃত বন্ধু কে?	১৭০-১৭১
স্বরূপ-ধর্ম্ম	"
শ্রবণ	"
শ্রীধামে শ্রীঊর্জ্জব্রত	১৭৩ ১৭৪
ভীতি ও ভক্তি	"
নির্ব্বাণ	"
সারকথা	"
অসাধুসঙ্গে হরিনাম হয় না	১৭৫
সাধুনিন্দা	১৭৬
কর্ম্ম ও ভক্তি	"
শ্রীধামে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব	"
শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড	১৭৭-১৭৮
বৈষ্ণবধর্ম্ম	"
সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল	"
শ্রীল বীরভদ্র প্রভু	১৭৯-১৮০
কর্ম্ম ভক্তির জনক নহে	"
স্বাদেশ	"
শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাবিধি	১৮১
শ্রীগুরুনিত্যানন্দ	"
জীব কি স্বতন্ত্র?	১৮২
লীলা নিত্যা	"
শ্রীকৃষ্ণের রজকবধলীলা	"
কালিয়দমন	১৮৩
শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা	১৮৪-১৮৫
ভক্তিপ্রদা প্রকৃতি	"
স্বাস্থ্য	"
বিভিন্ন মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব	১৮৪ .৮৫, ১৮৭-১৯১ ১৯৩
"বিশ্বম্ভর" ও "নিমাই"	১৮৬
ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপরীক্ষিৎ	"
দন্তবক্র-বধ	১৮৭
শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু	১৮৮-১৮৯
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর উপদেশামৃত	১৮৮-১৮৯
কীর্ত্তন	১৮৮ ১৮৯, ২৮৬, ২৮৭
শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা	১৯০-১৯১
শ্রীমথুরাধাম	"
নমো নমঃ শ্রীগৌরকিশোর	"
শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা	১৯২
প্রসাদ	"
প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ দিতে হইবে না	১৯৩
শ্রীনন্দ	১৯৪-১৯৫
প্রণব কি?	"
শক্তিতত্ত্ব	১৯৬
শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেব প্রভু	"
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা	১৯৭
প্রজল্প	১৯৮-১৯৯
শরণাগতি ও আত্মনিবেদন	"
আলো ও কালো	২০০-২০১
গৌরভজন	"
পূজা ও সেবা	"
মহৎসেবা	২০২
পাটনা-গৌড়ীয়মঠে বিরহ-মহোৎসব	"
শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও পৌত্তলিকতা	২০৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
প্রভু ও সেবক	২০৩
শ্রীগুরূপদেশ	"
প্রকৃত শ্রীগুরুসেবকের স্বরূপ	২০৪
কর্ম্মকাণ্ড ও সেবাকার্য্য	"
লিপিকর-প্রমাদ	"
সাধন	২০৫
মাৎসর্য্য	"
গৌড়ীয় মিশন কি পিজরাপোল?	২০৬
সর্ব্বকৃত্যে সম্মান	২০৭ ২০৮
'গৌড়ীয় মিশন' কি আলসে-খানা?	"
মায়ার সংসার	২০৯
নির্জ্জনে অনর্থ	"
নৃগরাজ	২১০
প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন	২১১
গৌড়ীয়-মিশন কি জড়-হাসপাতাল?	"
সরলতা ও কপটতা	২১২
সংসারাসক্তির পরিণাম	"
শ্রীগুরু-পাদুকা	"
শ্রীনন্দ-মোচনলীলা	২১৩-২১৪
স্বপ্ন	"
গৌড়ীয়-মিশন কি আরাম-আবাস?	"
শ্রীনাম	২১৫
সম্বন্ধ	"
অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতিই পরম লাভ	২১৬
শ্রীঅজামিল	২১৭-২১৮
আশা-ভরসা	"
মানব-দেহধারী অসুর-দৈত্য	"
নামাভাস	২১৯
নরকাসুর	"
প্রভু আজ কোথায়?	২২০-২২১
বিরহ-তিথিপূজায় দীনের উপায়ন	"
বিজ্ঞপ্তি	"
দুর্ব্বলতা ও অপরাধ	২২২
অত্যাজ্য	"
"শ্রীগুরু করুণাময়"	"
নরক	২২৩ ২২৪
উচ্চকীর্ত্তন	"
বিবিধ	"
সারকথা	"
বিভিন্ন মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব	২২৩-২২৪, ২২৬, ২৩০-২৩৩
কএকটি জ্ঞাতব্য বিষয়	২২৩-২২৪
ঐকান্তিক কে?	২২৫
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি	"
শ্রীগুরুবর্গের বিরহ-দুঃখ	২২৬
বিষয়-প্রীতি ও কৃষ্ণ-প্রীতি	২২৭-২২৮
আমার জীবন	"
অজ্ঞাত ও জ্ঞাত অপরাধ	২২৯
অপরাধ-নিষ্কৃতির উপায়	"
সেবানন্দ	২৩১
শ্রীগৌর-কৃষ্ণ	২৩২-২৩৩
"নিশ্চিন্ত ব্যক্তি পশু অপেক্ষাও অধম"	"
ঢাকামঠে বিরহ-মহোৎসব	"
শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু	২৩৪-২৩৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
"তাতেও না, যাতেও না"	২৩৪-২৩৫
শ্রীগৌরলীলা-শিক্ষামৃত	২৩৪-২৩৫, ২৩৮
ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল	২৩৪-২৩৫
আমার গুর্বদেবের কথা	২৩৬, ২৩৭, ২৭৫
শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত	২৩৬
সমসাময়িক জগৎ	২৩৭
"গৌড়ীয়-মিশন জগৎ ছাড়া"	২৩৮
"কল টিপেন—কৃষ্ণ"	২৩৯
গুর্বদেব বার না কেন ?	২৪০
নির্বাণ	„
সেবা ও কৃপা	২৪২-২৪৩
জীব ও ভগবান্‌	„
'কায়-শাঠ্য'	২৪৪
শ্রীধাম	২৪৫
অধোক্ষজসেবা	„
শ্রীনাম-গ্রহণ	২৪৬
স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব	„
চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ	২৪৭
সম্বন্ধজ্ঞান ও শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা	„
প্রকৃতি-কবলিত জীব	২৪৮
শ্রীশ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা	„
শ্রীগঙ্গা	২৪৯
নিয়মাগ্রহ	২৫০
প্রকৃত সত্ত্ব ও কাল্পনিক সত্ত্ব	„
শ্রীভগবৎ প্রসাদ	২৫১
অত্যাহার	২৫২
শ্রীহরিকথা	২৫৩
প্রয়াস	„
শ্রীমদ্ভাগবত	২৫৪-২৫৫
'বাক্‌শাঠ্য'	২৫৬
ভক্তি	„
সেবা ও হরিকথা-শ্রবণ	২৫৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
সঙ্গের প্রস্তাব	২৫৭
শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী	২৫৮
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব	„
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু	২৫৯
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়	„
শ্রীধামে শ্রীশ্রীগৌরগণ-আবির্ভাব-উৎসব	„
শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর	২৬০
শ্রীসরস্বতী-পূজা	„
শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহানুভূতি	২৬১
শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য	„
সাধকের দৈনন্দিন জীবন	২৬২
অবজ্ঞা ও অভিবাদন	২৬৩
শ্রীধামে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তিরোভাবোৎসব	„
শ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃত	২৬৪-২৬৫, ২৬৬
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা	২৬৬
শ্রীবরাহদেব	২৬৭-২৬৮
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজার নিমন্ত্রণ-পত্র	„
শ্রীনাম-ভজন	„
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র	২৬৭-২৬৯, ২৭৩, ২৭৪
শ্রীধামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাবোৎসব	২৬৭-২৬৮
ভগবান্‌ ও ভক্তের দর্শন	২৬৯
শ্রীসরস্বতীপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা	২৭০-২৭১
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীব্যাসপূজা	„
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু	২৭২
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহে শ্রীল আচার্য্যদেব	„
ভ্রম-সংশোধন	„
"গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা"	২৭৩
তর্ক ও কৃপার ফল	„

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
শ্রীধামে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব	২৭৩
শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য	২৭৪, ২৭৬
অর্থশাঠ্য	২৭৬
বিজ্ঞপ্তি কুসুমাঞ্জলি	„
অবধূত-যদু-সংবাদ	২৭৭, ২৮০, ২৮১
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা	২৭৭
বিভিন্ন মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব	„
বিভিন্ন মঠে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-মহোৎসব	„
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-প্রভু	২৭৮, ২৭৯
গৌড়ীয় মিশনের মেম্বরগণের প্রতি নোটিশ	২৭৮-২৮০
শ্রীশ্রীল জগন্নাথাষ্টকম্‌	২৭৯
মুদ্রাকর-প্রমাদ	„
শ্রীল রসিক-মুরারি প্রভু	২৮০, ২৮১
নিমন্ত্রণ-পত্র	„
শ্রীধামে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিপূজা	২৮১
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা	২৮২, ২৮৩,
নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা	২৮২
শ্রীগৌরবন ও শ্রীব্রজবন	২৮৩
শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমোৎসব	২৮৪, ২৮৫
শ্রীঅন্তর্দ্বীপ	২৮৪
আত্মনিবেদন	„
শ্রীসীমন্তদ্বীপ	২৮৫
শ্রবণ	„
পদ্মাকৃতি শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল	„
শ্রীনবদ্বীপধামের স্বরূপ ও শ্রীধাম-বাস	২৮৬
শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ	„
শ্রীগৌরধাম-মহিমা	২৮৬, ২৮৭, ২৯৪, ২৯৫
শ্রীধাম-যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য	২৮৬

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
শ্রীধাম-দর্শন	২৮৭
স্মরণ	„
শ্রীমধ্যদ্বীপ	„
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী	২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৬,
শ্রীগৌরধাম	২৮৮
শ্রীকোলদ্বীপ	„
শ্রীপাদসেবন	„
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আবশ্যকতা কি ?	„
শ্রীচৈতন্যশ্রাম্নত	২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯৪,
শ্রীগৌরধাম ও ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ	২৮৯, ২৯০,
শ্রীঋতুদ্বীপ	২৮৯
অর্চ্চন	২৮৯, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৭
শ্রীগৌরধাম ও শ্রীল প্রভুপাদ	২৯০
শ্রীগৌরধাম ও শ্রীল আচার্য্যদেব	„
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের আগমনী-গীতি	২৯১-২৯২
শ্রীগৌরাবির্ভাব	„
শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরজন্ম	„
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল	২৯১-২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯-৩০০
শ্রীল প্রভুপাদের চরম উপদেশ	২৯৩
শ্রীজহ্নুদ্বীপ	„
শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ	„
শ্রীরুদ্রদ্বীপ	„
সারকথা	„
ভ্রম সংশোধন	„
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন	২৯৫
শ্রীধামে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব	২৯৬
নবপ্রকাশিত শ্রীভক্তি-সাহিত্য	„
বন্দন	২৯৮
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম	„
বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি	২৯৯-৩০০
দাস্য	„
বিভিন্ন মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব	„

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—দৈনিক শ্রীমায়াপুর

REGD. NO. C 1344

শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
—:o:—
শ্রীল জগদানন্দ রচিত
...ত্র পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল
ভক্তিবিনোদের বিরচিত
...সী ও ভাষাসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে অনেক
...ন্য উপদেশ আছে।
ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—o—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজী
ভাষায় সুন্দর বাঁধাই।
ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ২৩শে ফাল্গুন ১৩৪৭ ৭ই মার্চ্চ ১৯৪১ শুক্রবার [১ম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(o)::—

জার্ম্মাণ সৈন্য ও ইতালীয়দের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ

ডেলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার বেলগ্রেডস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, ৩০ নং ছত্রক-বাহিনী ও ২২ নং বেতার ভেদেকসহ এক বিশাল জার্ম্মাণ দুর্বাহিনী ইতালীতে পৌঁছিয়াছে বলিয়া বেলগ্রেড সংবাদ আসিয়াছে। জার্ম্মাণ বাহিনীর বহু বিমানক্ষেত্র তত্ত্বাবধায়কও ইতালীতে গিয়াছে এবং ইতোমধ্যেই তাহারা ইতালীর ডাকবিভাগের চিঠিপত্র সেন্সার ভার গ্রহণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয় লণ্ডনে সম্প্রতি জার্ম্মাণ ও ইতালীয় সৈন্যদের মধ্যে এক সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তুরিণেও গুরুতর শান্তিভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া বন্দরস্থিত হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যদের হাতে তিনজন ইতালীয় উচ্চপদস্থ সেনানায়ক নিহত হইয়াছেন। মিলানে নাৎসী সৈন্যেরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, পোষ্টাফিস, রেলষ্টেশন ও অনেকগুলি কারখানা দখল করিয়া বসিয়াছে।

অন্য সংবাদে প্রকাশ, পো উপত্যকা ও উত্তর-পূর্ব্ব ইতালীতে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। সেখানে নাৎসী সৈন্যেরা ইতালীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করিতে দ্বিধা করে নাই।

ইতালীতে বর্ত্তমান ধারণা এই যে, ব্রিটিশ দ্বীপ আক্রমণ করিয়া সফল হওয়ার উপরই ইতালীর আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে। বেতারঘোষকদের মধ্যে নির্ব্বাচিত বহু প্যারাস্যুট-সৈনিক বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর লেক কনষ্টান্স ব্রুডেন্স অঞ্চলে কুচকাওয়াজ করিতেছে। এই প্যারাস্যুট সৈনিকদের সম্ভবতঃ ব্রিটেন আক্রমণের জন্যই ব্যবহার করা হইবে, কারণ শিক্ষা সমাপ্ত হওয়া মাত্রই তাহাদিগকে পশ্চিম দিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ভারত সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টা

বর্ত্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে ইতঃপূর্ব্বে যে সকল জিনিষ এদেশে প্রস্তুত হইত না, তাহা উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে।

ঈশাপুর মেটাল এণ্ড ষ্টিল ফ্যাক্টরীর জন্য দুই হাজার টন ওজনের একটি বন্দুক ছাঁচে ঢালিবার চাপযন্ত্র (ফোর্জিং প্রেস) আনা হইয়াছে। এটিকে ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় বন্দুক ঢালাইয়ের চাপযন্ত্র বলা যাইতে পারে।

এরোপ্লেন ইঞ্জিনের লুব্রিকেটিং তৈল প্রস্তুতের জন্য এটক অয়েল কোম্পানীর সহিত একটি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কোম্পানী নিজেদের কারখানায় একটি তুলাদণ্ড মেসিন বসাইবে।

টিনে ফলসব্জি এবং জাম (আচার) সংরক্ষণের কারখানাগুলিতেও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের প্রস্তুত জিনিষের নমুনা পরীক্ষার পর উহা সৈন্যবাহিনীর উপযোগী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মুক্তেশ্বরের রাজকীয় পশুচিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট) পশুচিকিৎসার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যানথ্রাক্স (পশুদের এই রোগ হয়) প্রতিষেধক সিরাম্ প্রস্তুত হইতেছে। অতঃপর ইহার জন্য আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

ভারত-সরকারের সরবরাহ বিভাগ গত দুই সপ্তাহে অষ্ট্রেলিয়া, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে তাহাদের জন্য বস্ত্রাদি কিনিবার অর্ডার পাইয়াছে। তাহা ছাড়া মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পাটের থলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ২০ লক্ষ গজ তেরপল (চট) কিনিবার অর্ডারও পাওয়া গিয়াছে।

হিট্‌লারের জয় সম্ভবপর নহে

নাৎসীরা সমগ্র ইউরোপে যে দখল প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে, দিন দিনই তাহার শক্তি কমিয়া যাইতেছে। আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত এবং উত্তর মেরু হইতে গ্রীসদেশীয় দ্বীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপের নানা দেশে নাৎসী বাহিনী ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং অনেকস্থলে দেশবাসীর প্রকাশ্য বিরোধিতার মধ্যেই তাহাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে।

নাৎসীদের এই বিরাট বাহিনী যে যথেষ্ট শক্তিমান্, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এক বক্তৃতায় সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধের সঙ্কটময় পরিস্থিতি আসন্ন। "নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রিকায় ডরোথী টমসন্ এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"জার্ম্মাণ সেনাদল এ পর্য্যন্তও পরাজিত হয় নাই, কিন্তু হিট্‌লারের পরাজয় সূচিত হইয়াছে। কারণ, যে বিজয়ের উপর তাঁহার আশাভরসা সব কিছু নির্ভর করিতেছে, জার্ম্মাণ সেনাদল তাঁহার জন্য সে বিজয় অর্জ্জন করিয়া আনিতে পারিবে না।"

নিজের স্বভাবসিদ্ধ নীতি অনুযায়ী আরও অনেক ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হিট্‌লার করিতে পারেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নূতন নূতন অঞ্চলে কিম্বা পুরাণ অঞ্চলেই হিট্‌লারী তাণ্ডবের নব-বিকাশ প্রত্যক্ষ করা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, হিট্‌লার কোনক্রমেই বিজয়ী হইতে পারিবেন না। তিনি যুদ্ধ বাধাইবার ভীতি প্রদর্শন চেষ্টা, রুমানিয়ার মধ্য দিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দিকে সৈন্য চালনা, বৃটেনকে জয় করার নিত্য নূতন কায়দা, এসবের ভিতর দিয়া এই কথাটিই বর্ত্তমানে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চক্রশক্তি স্বাভাবিক পরাজয় আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

এরিত্রিয়ার প্রধান বন্দর মাসওয়ার সম্ভাব্য বিপদ আশঙ্কায় শীঘ্রই যুদ্ধের নূতন অধ্যায় সুরু হইবে বলিয়া আশঙ্কা যায়।

উত্তর দিক হইতে যে ব্রিটিশ বাহিনী অগ্রসর হইতেছে তাহারা ক্রমেই সহরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনী নিঃবরা সীমান্ত হইতে ২০ মাইল ও কিরেনের ৪৫ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের গৌড়ীয়বৈষ্ণব এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদ্য করিয়া চিরকাল কৃতার্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হইবেন। অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রাদি বিশিষ্ট হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে ৬৩৭ অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা বাঁধাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), লেখকের ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমে সাজান স্থাপত্য ইত্যাদি (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, জেল—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্দশাধ্যায়ক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কলিকাটীকা' বিবরণের সহিত ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভূতপূর্ব্ব নব্যাক্ষরের নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারার্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৫৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক আকারে পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯ বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। শ্রীল প্রভুর ॥০
১৯ তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। ... ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বিশ্বনাথ-টীকাসহ) ১৲
২৫। গীতা (বলদেব টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতা বঙ্গানুবাদ মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৶১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ৬।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶১০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶১০
৪৬। স্বপ্নবিলাসামৃত ৶১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৶১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ...
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ...
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ...
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ...
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সারগ্রাহী ৶০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্তদর্পণ দিগ্দর্শনঃ ।০
৬৫ সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬ ... ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৶০
৬৯। সারসংগ্রহ ম ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্স্ অন বৈদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৶০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মর্ফলজী এণ্ড অন্টলজী ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্ট্স্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৶০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৶১০
৮৭। গীতাবলী ৶১০
৮৮। শরণাগতি ৶০
৮৯। প্রার্থনাকীর্ত্তনবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৩ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৩শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ১ম সংখ্যা

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলার্থী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৫০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় যে সকল কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, সে সকল কথা বল্‌বার জন্য আমার কোটি কোটি জিহ্বা হউক—কোটি কোটি মুখ হউক—কোটি কোটি বৎসর পরমায়ুঃ হউক—আমি যেন সেই কোটি কোটি জিহ্বায়, কোটি কোটি মস্তকে কোটি কোটি বৎসরে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরুপাদপদ্মের অতুলনীয়া অমন্দোদয়দয়ার কথা কীর্ত্তন কর্‌তে পারি, তা' হ'লে আমার গুরুপূজা হ'বে—তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন' প্রসন্ন হ'য়ে আমার প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করবেন, যা'তে ক'রে আমি তাঁ'র দয়ার কথা আরও কোটি-জিহ্বায় কীর্ত্তন কর্‌তে পার্‌ব।

এই বর্ষ প্রারম্ভে আমার পূজা করবার জন্য চেষ্টা গুরুদেব কতটা গ্রহণ কর্‌বেন জানি না; কিন্তু অযোগ্যকে তিনি অধিক দয়া ক'রে থাকেন, এই আমার ভরসা। আমি তাঁ'র অহৈতুকী দয়ায় আশাবদ্ধ নিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর লোলুপযুক্ত হ'ব। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম। যাঁ'রা রূপানুগ হ'বার জন্য যত্ন করেন, তাঁ'দের মঙ্গলের কথা ব্রহ্মা তাঁ'র সমগ্র জীবনে ব'লেও শেষ কর্‌তে পারেন না। আমার গুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দসাগরে মগ্ন কর্‌তে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কতই না দয়া ক'রে আমাকে বল্‌তেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যে'তে হ'বে না; তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পা'বে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। 'ঘর হউক, দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক', এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়িও না—সাধারণ লোক যা'কে 'প্রয়োজন' মনে কর্‌ছে, তা'কে 'প্রয়োজন' মনে ক'রো না।

যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুন্‌বার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কা'রো কাছে যে'তে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্‌ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত-পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা'হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। ইতর কথা প্রবল হ'লেই সংসারে প্রবৃত্তি হয়। যে পরিমাণে হরিবিস্মৃতি হ'বে, সেই পরিমাণে এই চক্ষুর দ্বারা দেখ্‌বার চেষ্টা হ'বে, এই নাসা দ্বারা জগতের গন্ধ গ্রহণ কর্‌বার স্পৃহা হ'বে, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খা'ব, শীতকালে লেপমুড়ি দিয়ে স্পর্শসুখানুভব কর্‌বো—এরূপ লালসা হৃদয়ে স্থান পা'বে।

নিজে আচরণ ক'রে যিনি অগ্রসর হন, অপরের পক্ষে তাঁ'র অনুসরণ কর্‌বার পরম-সুযোগ হয়। কাল চ'লে যা'চ্ছে, তা'তে আয়ুঃ-হরণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কে সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন। বাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোন দিন প্রতিষ্ঠা নাই, কিন্তু শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

আত্মনিবেদনের মূল অমায়ায় কৃপা পাওয়ার অভিলাষ। শরণাগতি ও কৃপা যুগপৎ হয়। অকপটভাবে নির্ব্যলীক হ'য়ে কৃপা চাওয়া, ফাঁকি না দিয়ে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে কৃপা চাওয়া জীবের স্বরূপগত নির্ম্মল অহঙ্কার বা অভিমান। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের কৃপাকাঙ্ক্ষাই সেই জিনিষ। কৃপা কি ক'রে চাই'তে হয় নদীয়া-প্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণ কল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে তা' সুষ্ঠুরূপে শিখা'য়েছেন। তাঁ'র শিক্ষার মধ্যে প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত কেবল কৃপা—কৃপা—কৃপা, কৃপা ছাড়া উপায় নাই। প্রসাদ—কৃপা—করুণাই প্রয়োজন।

প্রথমে দীক্ষা। বৈষ্ণবের কাছে বা সাধুর কাছে গিয়ে আগে গুরুপদাশ্রয়। এই আশ্রয়ের নাম দীক্ষা। তখনই আত্মসমর্পণ। আশ্রয়-গ্রহণ সর্ব্বাগ্রে, ইহাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। ইহারই নাম আত্মসমর্পণ ক'রে খাপে খাপে মিলে যাওয়া, কৃষ্ণ কার্ষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজ ইচ্ছা মিশান, বিজাতীয় ভাব না রেখে dovetailed হওয়া, parallel না থাকা, অদ্বয়জ্ঞানের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে নিজ সুখ বা ইচ্ছা মিশান ও দ্বৈত ধারণা বা স্বতন্ত্রচিত্তবৃত্তি না রাখা। ভক্তিরাজ্যে প্রথমেই নবদ্বীপধামের আশ্রয়। গৌর ও গৌরধামের প্রথম দক্ষিণা স্বতন্ত্র পরিত্যাগ ক'রে, পৃথক্ স্বতন্ত্রতা ত্যাগ ক'রে অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরের ইচ্ছার সঙ্গে, নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দবৈভব গৌড়ীয়গণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিশান। ইহারই নাম আত্ম-নিবেদন—শরণাগতি। পরিক্রমা হ'য়ে যদি আমাদের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি বা ইচ্ছা হয়, [illegible]।

কৃষ্ণকে আপন ক'রিয়া জান হ'বে—এর নাম ভক্তি। সর্ব্বতোভাবে শরণাগতকেই কৃষ্ণ আপন করিয়া লন। কৃষ্ণ যখন কৃপা করেন, মায়ার সংসার যখন ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই কৃষ্ণভজন হয়। হরিভজনের অধিকার আমাদের কোথায়? আমরা বেশ [illegible] সহিত মায়ার সংসার করিতেছি। [illegible] বৈষ্ণবগণের সহিত [illegible] identify না করিলে হরিভজন হইবে না।

হরিনামের কৃপাতেই সব হইবে। আমরা কেবল সেই কৃপার প্রার্থী হইব। সাধুর সঙ্গে হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই জীবের একমাত্র কার্য্য। জীবের পক্ষে অন্য কোন কৃত্য নাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সাধুসঙ্গ ও হরিনাম করিতে হইবে। সকল সময়েই সাধুসঙ্গ করিতে হ[illegible]। সাধুর সঙ্গের জন্য সাধুর বাণীশ্রবণের জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্ত সাধুর সঙ্গছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না।

নিত্যকাল শিষ্য থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য। শিষ্যের দাস্যাভিমানই প্রবল। সেবকাভিমান থাকলেই মঙ্গল। শ্রীনামের সুখ, ইহাই সর্ব্বতোভাবে কাম্য। নিজের দর্শন, শ্রবণ বা যে কোনও ক্রিয়া শ্রীনামপ্রভুর সুখকর হইতেছে কি না, এ বিষয়ে আগ্রহ থাকিবে। তাহা হইলে আর ইতর রাগ আসিবে না। উচ্চ-বিষয়ে লক্ষ্যটা থাকা দরকার। কৃষ্ণের কৃপা পাইবার জন্য লালসা হওয়া দরকার।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ গোবিন্দ নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৪

বর্ষারম্ভে কৃপাভিক্ষা

পরমকরুণ বৈকুণ্ঠাবতার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের মঙ্গলময় উপদেশ প্রত্যহ কীর্ত্তন করিতে করিতে আজ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আমাদের নানাপ্রকার অযোগ্যতা ও অসুবিধা থাকিলেও অমন্দোদয়দয়াবতার পরদুঃখদুঃখী শ্রীনদীয়াপ্রকাশ নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটী ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে সেবাসুযোগ প্রদান করিতেছেন। তাঁহার সেই অযাচিত কৃপা বরণ করিবার সৌভাগ্য স্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আমাদের লাভ হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

অনুক্ষণ সংকীর্ত্তনই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কৃত্য। কৃষ্ণ কার্ষ্ণ গুণানুকীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীনদীয়াপ্রকাশের অন্য কোন কৃত্য নাই। সেবায় বহু বাধা। তাহা অনর্থের বিনাশনের জন্য গুরুবৈষ্ণব ভগবানেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন গুরুদেব শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ। আমরা সর্ব্বপ্রথমে সপরিকর শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম-বন্দনা করিতেছি। তাঁহার কৃপাতেই আমরা ভগবানের স্বরূপ, নাম রূপ গুণ-লীলা সব জানিতে পারি। তাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, তাঁহার কৃপায় জীবের জিহ্বায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার কৃপায় জীব হরিগুণ-কীর্ত্তনে অধিকারী হন। তাঁহার শ্রীমুখেই শ্রীহরির যশোরত্নভাণ্ডার। এই অমূল্যনিধি শ্রীহরি একমাত্র তাঁহার প্রিয়তম (শ্রীগুরুদেব) সন্নিধানেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন। আমাদের নিত্যোপাস্য জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জানাইয়াছেন,—

ইহেন বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্রমুখে কৃষ্ণযশোধাম॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
'যশোরত্ন-ভাণ্ডার' শ্রীঅনন্ত-বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্যকীর্ত্তন॥
এ সব চরিত্র বেদ শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁ'রে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তাঁ'রে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁ'র শুদ্ধা সরস্বতী॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগুরুনিত্যানন্দের মত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় আর কেহ নাই। প্রাণপ্রিয়জন শ্রীগুরুদেবের প্রেমবার্ত্তা। সেই পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেবের অভিন্নস্বরূপ চরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তনে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর পরমসন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরু নিত্যানন্দের কৃপায় যাবতীয় অমঙ্গল অনর্থ বিদূরিত হয় এবং সর্ব্বোপরি জিহ্বায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে। এক শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণ শরণকারীর মুখেই গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান তিনেরই স্মরণ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত মহত্ত্ব। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান একই তত্ত্ব, তিন এক, এক তিন—পরস্পর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নীতি। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ স্মরণ নিত্যান্ত জীবের বিঘ্ন-বিনাশ ও অভীষ্ট-পূরণ হয়। কিন্তু কপটতাপূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মের স্মরণ করিলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। বহির্ম্মুখ জগৎ দুঃসঙ্গ ভরা। এইজন্য করুণাময় ভগবান তাঁহার কোন প্রিয়তম নিজজনকে সাধু ও মহান্ত গুরুরূপে এখানে প্রেরণ করেন। সকল সময়েই ভগবানের নিজজন কেহ না কেহ এ জগতে থাকেনই। দুরতিক্রমণীয়া মায়ার হাত হইতে, মায়ার নানাবিধ প্রলোভন হইতে, দুঃসঙ্গ করার কবল হইতে রক্ষা করিতে একমাত্র ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবই সমর্থ। তিনিই জীবের একমাত্র পালক, রক্ষক, আশ্রয় ও বন্ধু। সেই গুরুনিত্যানন্দপাদপদ্ম নিত্যসত্য বস্তু। কিন্তু সেই অপ্রাকৃতবস্তু শ্রীগুরুদেব আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া যদি আমরা তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি, তাঁহাকে আমরা আমাদের শাসক ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে না করি, তাহা হইলে কোটী জন্মেও আমাদের মঙ্গল ত' হইবে না পরন্তু অমঙ্গলই বাড়িয়া চলিবে। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিয়াও আমার অনর্থনিবৃত্তি বা ভক্তিলাভ হয় না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ভক্তিপথের প্রথমেই আমাদের গলদ হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবদভিন্ন-তনু শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের অসুবিধা কাটিতেছে না এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহার শ্রীচরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছি না, সুতরাং আমাদের অনর্থনিবৃত্তি ও ভক্তি কি করিয়া হইবে? ভক্তির মূলে ত' সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা, যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে কি করিয়া? রক্ষকের প্রতি সন্দেহ হইলে কি কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? ভগবৎকৃপার প্রতি সংশয় থাকিলে কি কেহ ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে? শ্রীগুরুদেব ত' ভগবৎকৃপার মূর্ত্তি। সেইজন্যই হতভাগ্য আমরা আজ কাতরভাবে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে কৃপাবিন্দু ভিক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদের সমস্ত অপরাধ দূর করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ করুন—শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন, আমাদিগকে সেবাবল দান করুন, ইহাই বর্ষারম্ভে কাতর নিবেদন।

সাধুগুরুর কৃপা ছাড়া গতি নাই। আশ্রয় ভিক্ষাই ভক্তি। আশ্রিতই ভক্ত। সুতরাং পরদুঃখদুঃখী দয়ার সাগর শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত পর জন্ম আমরা যেন আর হইতে দৃঢ়সংকল্প ও ব্যাকুল হইতে পারি, প্রভুর হইয়া যেন প্রভুসেবার সৌভাগ্য পাই এবং বৈষ্ণবঠাকুরের শ্রীচরণে যেন নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ নিবেদন করিতে পারি,—

বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধ হে আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া
দেহ' কৃষ্ণনাম-ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদাচার্য্যপাদাম্ভোজরজঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(২)

এই প্রকারে তিনটি পদ ভগ্ন হইবার পর ধর্ম্মের 'সত্য' নামক পদটি অবশিষ্ট ছিল, দ্বাপর যুগান্তে কলি প্রবল হইয়া মিথ্যারোপী তর্কপন্থার সৃষ্টি করিয়া সেই পদটিকেও ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে রাজবেশধারী শূদ্রকে দেখিয়াছিলেন, সে-ই কলি। পরীক্ষিৎ তখন কলিকে সংহার করিবার উপক্রম করিলেন, কলি আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পরীক্ষিতের পদতলে পড়িয়া প্রাণভিক্ষা করিল। পরীক্ষিৎ তাহাকে বধ না করিয়া তাঁহার অধিকৃত রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। সসাগরা পৃথিবীর সমগ্র অংশই মহারাজ পরীক্ষিতের শাসনাধীন ছিল; কাজেই কলি কোথায়ও স্থান না পাইয়া পরীক্ষিতের নিকটই স্থান প্রার্থনা করিল। পরীক্ষিৎ তখন তাহাকে দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা এই চারিটি স্থানে অবস্থান করিবার অধিকারের অনুমতি প্রদান করিলেন। দ্যূত বলিতে তাস, পাশা, দাবা, বাজীবন্দী, বিশ-পচিশ, লটারী, cross word প্রভৃতি সমস্তই বুঝায়। 'পান' শব্দে মদ্যপান, গঞ্জিকা, অহিফেন প্রভৃতি সেবন, চা, পান, সুপারী, নস্য, সিগারেট প্রভৃতি ব্যবহার—সমস্তই বুঝিতে হইবে। 'স্ত্রী'শব্দে বৈধ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। 'সূনা' শব্দের অর্থ হইতেছে হিংসা বা পশুবধ। যাহারা নিজের জিহ্বাতৃপ্তির জন্য পশুবধ করে, তাহাদের ন্যায় মহাপাতকী আর নাই। মৎস্য, গো, মেষ, কচ্ছপ, কুক্কুটাদি পক্ষীর মাংস যাহারা ভক্ষণ করে, তাহাদের জীবনান্তে নরকে গমন করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এ জন্মে যাহারা নরদেহ লাভ করিয়া অন্যান্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিতেছে, পরজন্মে ঐ সকল প্রাণীই আবার উহাদের খাদক হইবে। শ্রীভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধান এড়াইয়া যাইবার সাধ্য কাহারও নাই। আপনারা সুরথ রাজার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছেন। এই সুরথ রাজা নিজ অভীষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশ্যে মহামায়ার নিকট লক্ষ বলি প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর সেই লক্ষ পশু তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছিল। রসনার তৃপ্তির জন্য যাহারা পশুবধ করে, তাহারা আত্মঘাতী। তাহাদের কখনও শ্রীভগবানের গুণশ্রবণকীর্ত্তনে রুচি উৎপন্ন হয় না।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

(ভাঃ ১০।১।৪)

পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট হইতে চারিটি স্থান লাভ করিয়াও কলির সন্তোষ হইল না। সে আরও একটি স্থান তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন তাহাকে জাতরূপ অর্থাৎ স্বর্ণের বা কনকের উপর অধিকার প্রদান করিলেন। অর্থে পূর্ব্বোক্ত দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা একাধারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অর্থের জন্যই লোকে জুয়া, লটারী প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়, অর্থশালী ব্যক্তিই মদ্যপানাদিতে আসক্ত হইয়া বহু অর্থব্যয় করে। অর্থের মদে মত্ত ব্যক্তিই স্ত্রী-সম্ভোগের জন্য নানাপ্রকারে অর্থের অসদ্ব্যবহার করে। অর্থের জন্য লোক পশুহত্যা, নরহত্যা প্রভৃতি করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অর্থ হইতে অনৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর—এই পাঁচপ্রকারের অধর্ম্মের উদ্ভব হইয়া থাকে। 'অনৃত' শব্দের অর্থ—মিথ্যা, 'মদ' শব্দের অর্থ—অহঙ্কার বা পাপাসক্তি, কাম—ভোগবাসনা, 'রজঃ' শব্দে মৎসরতা ও 'বৈর' শব্দে শত্রুতা বুঝায়। অর্থের জন্য লোকে মিথ্যাকথা বলে ও মিথ্যা-আচরণ করে। অর্থ থাকিলে তজ্জন্য গর্ব্ব উপস্থিত হয়; অর্থের সচ্ছলতা থাকিলেই তদ্দ্বারা নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার স্পৃহা হয়। অর্থই পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা বা

হর্ত্তা কর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ। নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥

হিংসার সৃষ্টি করে। এক কথায় অর্থ অনর্থের মূল, অর্থ কলির স্থান। এইজন্যই মহাজন গাহিয়াছেন,—

কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব।
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।
প্রতিষ্ঠাশা তরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত' বৈষ্ণব॥
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই কি আর কহব॥
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলই মাধব।

বিষয়সমূহ অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই মাধবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, মাধবের সেবার উপকরণ; সুতরাং মাধব হইতে অভিন্ন—এই দর্শন হয় না কেন? এই দর্শন হইলে আর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বা জগতের কোন জিনিষ কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সকল বস্তুতে মাধবদর্শনই সমদর্শন অর্থাৎ মহা-শ্রীরাধিকা সহ বর্ত্তমানঃ—সমঃ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ, সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপে বিরাজমান সেই শ্রীরাধাগোবিন্দের দর্শনই সমদর্শন। শ্রীনারায়ণ চতুঃশ্লোকীতে ব্রহ্মাকে স্বীয় স্বরূপতত্ত্ব এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
(ভাঃ ২।৯।৩২)

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বর্ত্তমান ছিলাম। তখন স্থূল-সূক্ষ্ম বা কার্য্য-কারণের অতীত তত্ত্ব ব্রহ্মেরও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। আবার সৃষ্টির পর এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের বৈচিত্র্য অনুভূত হইতেছে, ইহাও আমিই; আমা হইতে অতিরিক্ত বা স্বতন্ত্র কোন বস্তুসত্তা নাই। আবার প্রলয়ে এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ ধ্বংস হইয়া গেলে একমাত্র আমিই পূর্ণস্বরূপে অবশিষ্ট থাকিব।

এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতেছি যে, কলিযুগের দোষের অন্ত নাই। তথাপি কলিযুগ সর্ব্বদোষের আকর হইলেও ইহার একটি মহদ্গুণ এই যে, এই কলিযুগেই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে নামপ্রেম আপামর সাধারণকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই নামপ্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবা দ্বারাই কলিযুগের জীব চতুর্থ পুরুষার্থ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারে। অন্যান্য যুগে বহু সাধনের দ্বারাও যাহা দুর্লভ, কলিকালে একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাবলে লাভ হইয়া থাকে।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৬)

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং
দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ
সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

কলিযুগে কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তি যদি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীনামসংকীর্ত্তনরূপ ভজনের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, আর যাঁর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে সে কলির চর, তাহার ন্যায় পাষণ্ড নরাধম আর নাই। এই দুয়ের মধ্যে মাঝামাঝি কিছু নাই। কলিকালের জীব হয় শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে শ্রীনামপ্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবা করিবে, না হয় কলির দাস হইয়া অধঃপাতে যাইবে। সেইজন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
(নবদ্বীপ-শতকম্)

জীব কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠার ভোক্তা নহে। এই সার সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই বলিয়াই প্রায় পঞ্চাশটি লোক গৌড়ীয়মঠের আশ্রিত নামে পরিচিত হইয়াও এখন আবার গৌড়ীয়মঠেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ইহারা সকলেই অসুরভাবাপন্ন, কলির অনুচর। ইহারা নিজদিগকে গৌড়ীয়মঠের আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দেয় এবং ইহাদের মধ্যে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ-বেশধারী রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা সকলেই ছদ্মবেশী কলির চর। ইহারা গৌড়ীয়মঠ কখনও দর্শনই করে নাই, আশ্রিত হওয়া ত' দূরের কথা। ইহাদের মুখদর্শন করিলেও সুকৃতি নষ্ট হয়। মহাত্মা তোতারাম বাবাজী তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া,
দরবেশ, সাঁই।
সখীভেকী, সহজিয়া, স্মার্ত্ত, জাত গোসাঁই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী (গোপীছাড়ি)
গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে, এই তের'র সঙ্গ নাহি করি॥

এই ১৩ প্রকার অপসম্প্রদায়ের পর বর্ত্তমানে গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী নামে আর একটি অপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুপাদপদ্ম-মধু পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট ও একনিষ্ঠ সেবক, তাঁহাদের উপর আজ প্রায় চারি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার ও নির্য্যাতন, এমন কি, নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। গুরুদেবতাত্ম শুদ্ধবৈষ্ণবগণ দ্রৌপদীর ন্যায় কৃষ্ণে অনন্য শরণাগতির সহিত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বিদ্বেষীকুলের সকল প্রকার নির্য্যাতনই সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। অপ্রকটলীলাবিষ্কারের সাতদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিষ্কপট সেবকগণকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মান্তিকে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে চলবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ ভজন নিজ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন।" ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গৌড়ীয়মঠের ইতিহাস আলোচনা করিলেই আপনারা এই বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়লাভ করিয়া যদি সম্বন্ধজ্ঞান লাভ না হইল, যদি ভক্তি, পরেশানুভব ও অন্যত্র বিরক্তি যুগপৎ উদিত না হইল, তাহা হইলে গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় প্রকৃতপক্ষে হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই লোকগুলি শ্রীগুরুদেবের প্রকট লীলাকালে তাঁহাকে নিজেদের অন্যাভিলাষ-পরিপূরণের যন্ত্র বলিয়া মনে করিত। গুরুদেব যে বলিয়া গেলেন,—

বাদাবাদে বহি,' ছাড় ভোগ অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধানিত্যজন, তাহা ছাড়ি মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন কৈতব॥

এই গুরুবাক্য অবহেলা করিয়া উহারা দম্ভভরে নিজের বিজ্ঞাপনই প্রচার করিয়া বেড়াইত। যন্ত্রী—গুরুদেব, শিষ্য তাঁহার হস্তের যন্ত্র মাত্র। গুরুদেব—কীর্ত্তনীয় এবং শিষ্য তাঁহার অনুকীর্ত্তনকারী বা দোহার। ইহা ভুলিয়া গিয়া উহাদের এই ধারণা হইয়াছিল যে, উহারাই যন্ত্রী, কীর্ত্তনকারী ও গুরুর উপর আরও একটু বড় অর্থাৎ গুরুর গুরু। 'আমি ভাল বক্তৃতা করিতে পারি, বড় অর্থ ভিক্ষা করিতে পারি, আমি গুরু-গৌরাঙ্গের মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিয়াছি' —এই সকল অহঙ্কার বা দম্ভই উহাদের পতনের কারণ। ইহারা কখনও গুরুমুখে শ্রবণ করে নাই, গুরুপাদপদ্ম দর্শন করে নাই বা শ্রবণ করে কীর্ত্তিত একটি মাত্র বাণীও ইহাদের কর্ণে কোনদিন প্রবেশ করে নাই, করিলে আজ এতদূর অধঃপতন হইত না।

বিদ্বেষীর নির্য্যাতন, অত্যাচার যত প্রবলই হউক না কেন, তাহাতে আমাদের কোন চিন্তা বা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের অন্য কোন বল-ভরসা নাই, একমাত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম এবং সেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণানুচর, তদীয় বৈভবস্বরূপ বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা বা সম্বল। 'সংসারে যে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণবকৃপা।'

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥

* * * *

সেবকের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত সেবক সেবাশ্রীব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-তিথি অনুষ্ঠান তাঁহার অনন্য গুরুসেবাদর্শের কথা কীর্ত্তন ও স্মরণমুখে প্রতিপালিত হয়। ঐ দিবস শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সংগৃহীত গৌড়ীয় পাঠ এবং মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু হইতে তাঁহার আদর্শ-চরিত্র ও সেবাদর্শের বিষয় আলোচনা হয় এবং তাঁহার বিরচিত অমূল্য উপদেশাবলী পাঠ ও আলোচনা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুদেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ, শতপাঠ প্রভৃতি সাধুসঙ্গ কীর্ত্তন হয়।

এতদ্ব্যতীত মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈকালে ইষ্টগোষ্ঠী ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি পাঠ হইয়া থাকে। মঠসেবকগণ প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন স্থানে যাইয়া শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন ও মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক - শ্রীকেশবনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮.১৪
সেবক—শ্রীনবকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এ

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসত্যবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজপত্তন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক – শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক – শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক – শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীজীবন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক – শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউভারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীভানু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক – শ্রীকিশোরীপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদন্তস্বরূপ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীদামোদর দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণ্ডাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক – শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড গয়া
সেবক- শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮ ১৭ বড় মহল্লা, ইন্দোর সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপানন্দদাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক – শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীপ্রেমপ্রদ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রীরাধাচন্দ্র দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাসমণ্ডল দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক- শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীধ্রুবমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীনীলমাধব দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)
সেবক—শ্রীনরনারায়ণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিউনেস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন,
লণ্ডন ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আর্য্যনগর (আর্য্যনগর) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেপালানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক – শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দ দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসাগ্রজ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ. পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীনগরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
– শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গৌতমগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রমূলক দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, যাহাতে সম্প্রদায়-স্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুযান ও আচার্য্যসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তত্ত্বিরাসক সৎসিদ্ধান্ত সকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান — মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর -গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব গবেষণামূলক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য আপন সম্পত্তির পবিত্র দান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত তৎপরে বেদ, ৯৯ বা গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় টীকার অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ৮। ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিশিষ্ট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও ব্যক্তি প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৷৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলাকারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্‌.এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২১	৭ ১৪	[illegible]	৩-১০	১৬-১৬	১৭-৫৭	[illegible]
দমদম	৫-৫৬	৬-৩০	৭ ২৮	১০-১৮	[illegible]			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-১৮	১৪ ৫৭	১৮-০১	১৯-৩৫	০-৫৮
(রবল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯ ২৩	১৩-০৩	১৫ ৫	১৮-৩৯	১৯-৫০	১-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৮	১০-০৪	১৫-৪১	১৯ ১৫	২০-১৫	১-০১

(রবল) ছাঃ	৭-০৭	১০-০১	১৭ ৩৮	২০ ৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২৭-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
" ছাঃ	১৩-৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(রবল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৫

ডাউন

রবিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	-৬	৯১-৪	১১-২২	১৩৬	১৮-৩৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৯	১১-৪২	১৫-৮	১৬-৮৯	১৯-১১

ছাঃ	৪-১০	৮ ৫১	১১-৪৫	১৫-১০	১৬ ৫৮	১৫-২২	২০-৪৬	২-০১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫-৫০	১৭ ৫০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(রবল) ছাঃ	৭-৫৩	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪ ১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ১৬	২৩ ০	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪ ১৬	১৭-৪৮	২১-৪৬	২৩-১৫	৬ ১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—বিদ্যাবিনোদ একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীযুক্ত নবীন বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সড় ও ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গীতবিদ্যাবিশারদ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ তথা দেশের প্রদেশসমূহের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের সহিত যে সকল আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ ভক্তসিদ্ধান্তসম্পদে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্ত যে অপ্রাকৃত গৌরকৃষ্ণভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৷৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরতের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-দাতা একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD. NO, C 1544

পদ্যপ্রসূনমালা
—:•:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদ্যাবলী শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের বিরচিত 'সৌরভ' ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান —
মহুয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:•:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ছাপাই। ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ২৪শে ফাল্গুন ১৩৪৭ ৮ই মার্চ্চ, ১৯৪১ শনিবার [২য় সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

পটিয়ায় শরীরচর্চ্চাবিষয়ক শিক্ষা শিবির

প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া শরীরচর্চ্চার ফলে জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নের নিমিত্ত জেলায় শরীরচর্চ্চা সম্পর্কিত সংগঠনকারীর উদ্যোগে মধ্য ইংরাজী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য তিন সপ্তাহ কালের নিমিত্ত পটিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে শরীরচর্চ্চা-বিষয়ক শিক্ষা-শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ৪৮ জন এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও জুনিয়র-মাদ্রাসা হইতে ১৯ জন, মোট ৬৭ জন শিক্ষক এই উপলক্ষে শিবিরে যোগদান করিয়া একাধারে শারীরিক ও সামাজিক তুলনামূলক পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। গত ২৯শে জানুয়ারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, বি, জেমসন এম, সি, আই, সি এস, মেজর ডি, এফ, হোয়াইট এম, আই ও এবং চট্টগ্রাম জেলার ইন্সপেক্টর মিঃ এম, আলি সমভিব্যাহারে এই শিবির পরিদর্শন করেন। সেই সময় বালাটালি ও পটিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পটিয়া বার-এসোসিয়েশনের উকিলগণ, পটিয়া সিভিল কোর্টের মুন্সেফ ও কেরাণিগণ এবং আরও বহু লোকের সম্মুখে শিক্ষার্থিগণ বহু খেলাধূলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শিক্ষকগণ যে ধরণের ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন করেন, তাহা দেখিয়া উপস্থিত জনগণ বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছিলেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শরীরচর্চ্চা সম্পর্কে শিক্ষার্থিগণকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে চমৎকার শিক্ষালাভ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ প্রদান করেন। শিবিরের অভ্যন্তরে তাঁহারা যে উৎসাহ লইয়া কাজ করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবেই কাজ করিয়া যাইতে তিনি শিক্ষকগণকে অনুরোধ জানান। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাদের উপস্থিতি দ্বারা শরীরচর্চ্চা বিষয়ে যে প্রেরণা জাগাইয়াছেন, তজ্জন্য জেলা-সংগঠনকারী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিলে পর অনুষ্ঠানের কার্য্য শেষ হয়।

তুরস্কের মনোভাব

কর্ণেল ডোনোভান গত সোমবার রাত্রে প্যালেষ্টাইন ও মিশর যাইবার জন্য আঙ্কারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আঙ্কারায় তিনি প্রধানমন্ত্রী রাফিক সৈদাম, পররাষ্ট্রসচিব সেরাজগলু ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। যদিও কর্ণেল ডোনোভান বে-সরকারীভাবেই তুরস্কে আগমন করিয়াছিলেন, তবুও তুরস্কের সংবাদপত্রগুলি ইহার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। ইউরোপের যুদ্ধ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কি, কর্ণেল ডোনোভান তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায় তুরস্ক বিশেষ প্রীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এদিকে "ইয়েনী সাবাহ" নামক সংবাদপত্র ৫ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় দুইটি সংবাদের প্রতিবাদ করেন। সংবাদ দুইটি জার্ম্মাণদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, হিটলারের গত বক্তৃতাটি শুনিবার পর তুরস্কের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন তিন শ্রেণীর লোককে সৈন্য হইবার দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। এই সম্পর্কে পত্রিকাটি লিখিয়াছেন,—হিটলারের বক্তৃতাটি শুনিয়া তুরস্ক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা শৈথিল্য প্রদর্শন করা অপেক্ষা আরও ব্যাপক ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন মনে করিতেছে। অন্য সংবাদটিতে বলা হইয়াছিল যে যদি তুরস্কের উপর চাপ না দেওয়া হয়, তবে জার্ম্মাণী বুলগেরিয়া আক্রমণ করিলেও তুরস্ক তাহাতে কোনও উচ্চবাচ্য করিবে না। ইহা তো একেবারেই মিথ্যা।

আবিসিনিয়ায় সঙ্কট আসন্ন

আবিসিনিয়ার রাজপ্রতিনিধি ডিউক-অব আওষ্টা কর্ত্তৃক মুসোলিনীর নিকট প্রেরিত একটি তারের মর্ম্ম রোম-বেতারযোগে প্রচারিত হইয়াছে। উহা মনে হয় যে, পূর্ব্ব আফ্রিকার আসন্ন সঙ্কটের কথা ইটালীয়গণ বুঝিতে পারিয়াছে। বিমান বহরের জেনারেল পদে উন্নীত করার জন্য মুসোলিনীকে ধন্যবাদ জানাইয়া ডিউক বলিয়াছেন—"যে ভাবেই হউক না কেন, আমরা টিকিয়া থাকিব।" ডিউক আরও লিখিয়াছেন যে, ইটালীয়গণ জন্মভূমির জন্য যে কোনপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

দক্ষিণ আবিসিনিয়ায় ইটালীয়দের আত্মসমর্পণ

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে নাইরোবীর সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ আবিসিনিয়ার মেগাস্থিত ইটালীয়ান সৈন্যদল সাউথ আফ্রিকান সৈন্যদলের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ৬০০ শত ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ইউরোপীয়ান। বহু কামান ও মেশিনগান হস্তগত করা হইয়াছে। সরকারীভাবে ইহাও ঘোষিত হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাহিনী সাফল্যের সহিত ইটালীয়ানদের সমস্ত পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া জুবা নদী অতিক্রম করিয়াছে। তদুপরি ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই অঞ্চলে সন্তোষজনকভাবে সংগ্রাম চলিতেছে; অন্যান্য রণাঙ্গনে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মাল্টায় বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টকে ১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে সামরিক কার্য্যে যোগদানের জন্য তলব করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

সুয়েজ ক্যানেল অঞ্চলে শত্রু-বিমানপোত

একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সুয়েজ ক্যানেল অঞ্চলে শত্রু-বিমানপোত হানা দিয়াছিল। বিমানপোত হইতে বোমাবর্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই কিম্বা কেহ হতাহত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইংরাজী বিভাগের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমূল্য অবদান ... কারণ একাধারে দর্শন ... ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ... । ... বুঝাইতে ... ও ... গ্রন্থ মানচিত্র ... চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের ... আলোচনা। প্রথম খণ্ড ... অধ্যায়ে ... পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রী ... গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), ... ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface) ... সূচী (Contents) ও ... শেষভাগে বর্ণানুক্রমে ... (Index Glossary) সহ ... । ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্দশাধ্যায়ক ... প্রত্যেক ... শ্রীমদ্ ... শ্রীল ... 'অণুভাষ্য' টি ... ও ... ক্রমে মুদ্রিত। ... সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বিবৃতি' টীকা ... গৌড়ীয় মিশন ... প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার ... ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা —৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান —শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	৬০
৯	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় প্রবন্ধাবলী	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১
১৩	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সন্দর্ভ-কণ্ঠহার (... সংস্করণ)	৷০
১৫	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	৷০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	বৈষ্ণবোপনিষদ্	৷০
১৮।	...	৷৷০
১৯	তত্ত্ববিবেক	৷০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৵০
২২।	ভজন রহস্য	৷৷০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (... -টীকা সহ)	১৲০
২৫।	গীতা (... টীকাসহ)	১৲
২৬	গীতা ... মাধবভাষ্য	৷৷০
২৭।	... (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	৷০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	দীপ-দর্পণ	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	৷৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	⁄১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	৷০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	⁄১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	৬৷০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄১০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	⁄১০
৪৬।	অর্চ্চনকণ	⁄১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	১৷
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৩।
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	৷০
৫৫।	ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	৷০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯	সিদ্ধান্তদর্পণ	⁄০
৬০।	সা ধারণী	⁄০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲
	সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	৷০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ	৷০
৬৫	সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	৷০
৬৬	...	৷০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬৯।	সারাৎসার ...	৶০
	ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০।	রায় রামানন্দ	৷৷০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	৷৷০
৭২।	নামভজন	⁄০
৭৩।	বেদান্ত ... এণ্ড ...	৷৷০
৭৪।	... ওয়ার্ডস	৷৵০
৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৷৷০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	৷৷০
৭৭।	রেয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ ...	⁄০
৭৮।	দি ভাগবত	৷০
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	৷০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৩
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
	উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৸০
৮৫।	সাধনপথ	৷০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৮৭।	গীতাবলী	⁄১০
৮৮।	শরণাগতি	⁄০
৮৯।	প্রার্থনাবলী	৷৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	৷৷০
	তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১।	শরণাগতি	৷৷
	তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

=•=

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

—•—

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৯ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৫শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৪১, শনিবার { ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা' হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দি'য়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যে-ভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ব্যতীত আমার আর গতি নাই।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ 'কামাদীনাং' শ্লোকে যেরূপ কথা ব'লেছেন, সেরূপ ধরণের একটী আবেদন-পত্র অকপটভাবে কৃষ্ণপাদ-পদ্মের দিকে প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অনর্থের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া বিচার করলে কৃষ্ণভজন কি, তা' জানতে পারব। অপ্রাকৃত শব্দের আশ্রয় না করলে আমাদের পতিত হ'য়ে যেতে হ'বে। প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টা হরিনাম গ্রহণ করতে হ'বে। সকল সময় যাঁ'র ভজনে অধিকার হ'য়েছে, তিনি 'সকল লোকই হরিভজন করছে, আমারই হরিভজন হ'লো না'—এরূপ বিচার ক'রে থাকেন। 'আমি সকলের গুরু হ'য়ে গিয়েছি, সকলেই আমার শিষ্য'—এরূপ বিচারের নাম—অহঙ্কার। এই জগতে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের নীচবর্ণ, কর্কশতা, আলস্য প্রভৃতি স্বাভাবিক দোষ বা কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন ও পীড়াজনিত কুদর্শন প্রভৃতি শারীরিক দোষ কখনও প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখতে নাই। বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট নৈরন্তর্য্য, তা' দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবই 'বৈষ্ণব' চিনতে পারেন।

কৃষ্ণসেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহ, কৃষ্ণ-সেবায়ই সমস্ত মঙ্গল হ'তে পারে—এরূপ নিশ্চয়, যে যে কার্য্যে কৃষ্ণের সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কার্য্য সাধন, কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গত্যাগ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ পরিবর্জ্জন, সাধু-মহাজনের সদাচারের অনুবর্ত্তন—এই ছয় প্রকার ভক্তির অনুকূল কার্য্যের দ্বারা ভক্তিসিদ্ধি হয়।

শ্রীরূপের আনুগত্য যাঁ'রা স্বীকার ক'রেছেন, তাঁ'রাই মহাপ্রভুর কথা জগতে বলতে পারেন। শ্রীরূপই শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টের প্রচারক। শ্রীরূপের কথার প্রচার হ'লেই শ্রীচৈতন্যের কথার প্রচার হ'বে, শ্রীরূপের আচার অনুসৃত হ'লেই শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচারে আমরা যোগ্যতা লাভ করতে পারব। আচরণরহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত। কর্ম্মবীর নিজ দম্ভ প্রকাশের জন্য যে ক্রিয়াদাক্ষ্য প্রকাশ করে, তাহা জগতে বহুমানিত হ'লেও তদ্দ্বারা আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না। যে পরিমাণে সেবার মনোঽভীষ্টপূরণের চেষ্টা, সেই পরিমাণে অনুকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের বহুমাননের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। 'অন্যান্য লোক জাগতিক বিষয়ে খুব বড় হ'য়েছেন ও হ'চ্ছেন, সেই সকল আদর্শ আমিও গ্রহণ করবো বা আমিও সেইরূপ বড় হ'ব'—এরূপ বুদ্ধির প্রতি বিরাগ সঙ্গে সঙ্গে সেবকে প্রকাশিত দেখতে পাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে আছে অসামান্য দৈন্য, যাহা অন্য কোন ব্যক্তিতে পাওয়া যা'বে না।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

গৌরধাম মহাবদান্য। তাঁ'র দয়ার তুলনা নাই। মথুরা হ'তেও তাঁ'র দয়া বেশী। ঔদার্য্য দ্বারা মাধুর্য্য প্রকাশ হ'বে। গৌর-ধামের কৃপায় ব্রজধামে প্রবেশ হ'বে। কৃষ্ণের চেয়ে গৌরের দয়া বেশী। গৌরধামকে আমি কি দক্ষিণা দিয়েছি—আত্মনিবেদন করতে এসেছি, না মাটি দেখতে এসেছি? মাটি অচেতন, ধামটিরা চেতন। অকিঞ্চন দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়েছি কি? যদি তত [illegible] ধাম রূপা করবেন। এই ধাম মাটিকে স্পর্শ ক'রে আছেন [illegible] মাটি নন। এখান-কার প্রত্যেক অণু পরমাণু দয়া করবার জন্য প্রস্তুত।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহের কৃপায় সমস্ত বস্তুতে সচ্চিদানন্দানুভূতি হওয়ায় বিশ্ব সুখস্বরূপ মনে হয়। বিশ্বে গোলোক ভায়। সেখানে বিশ্বদর্শন নাই। বিশ্বম্ভরের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র দেখছে। বিশ্বম্ভরের সেবক অভিমানে সকলকে বিশ্বম্ভরের সেবক ব'লে দর্শন হ'চ্ছে। গৌরকারুণ্যকটাক্ষ লাভ হ'লে এইরূপই জ্ঞান হয়, বৈষ্ণবের পদধূলি হ'বার জন্য অদম্য পিপাসা জাগে। বৈষ্ণবপাদপদ্ম-ধূলির এত বড় মহিমা। শ্রীচৈতন্যের দয়া হ'লেই মঙ্গল হ'বে, বৈষ্ণবপদধূলিতে আদর হ'বে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন, "কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।" অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে যাওয়া যায় না। তাঁ'রাও সঙ্গে নেন না। অকিঞ্চন হওয়া মানে দীন কাঙ্গাল অমানী-মানদ হওয়া। অকিঞ্চনের জড় দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই, কিন্তু শুদ্ধ-অহঙ্কার আছে। 'আমি তোমার' ইহা শুদ্ধ অহঙ্কার। চেতনের অভিমানই বা সেবকাভিমানই "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে"—এ বিচার প্রবল হয়। যেখানে এইরূপ অকৈতব—সেইখানেই দয়া।

অভিনিবেশ হওয়া দরকার। চিত্ত-অভিনিবেশ না হ'লে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করা যাইবে না। ব্রহ্মাণ্ডে থাকা পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না।

নিত্যানন্দের কৃপা পাইতে হইলে কাঙ্গাল হওয়া চাই। কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার দয়া হয়। কাঙ্গালের রূপের মত রূপ নাই। নিত্যানন্দ সেই রূপে সন্তুষ্ট হন এবং শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সেবায় সেই রূপকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই—পাপী-পুণ্যবান, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক [illegible] বিচার নাই। কেবল অকপটে শরণ লইলেই হইল।

কে সাধু ও কে অসাধু ইহা না জানিলে, ইহাতে নিরপেক্ষ থাকিলে তদ্দ্বারা প্রকৃত সাধুর নিন্দা ও অসাধুকে সাধুর সহিত সমপর্য্যায়ে স্থাপনের প্রচুর চেষ্টাই হইল। সাধু ও অসাধু পার্থক্য জানিতে না পারিলে কখনও শুদ্ধ হরিনাম হইবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুর নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি কায়মনোবাক্যে যত অধিক পরিমাণে [illegible] হইতে পারিবেন, তাঁহার ভক্তি তত অধিক। বৈষ্ণবসেবকেরই গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহার সম্মান করিতে হইবে। বৈষ্ণবসেবার [illegible] গুরুত্বের অভিমান পশুত্বেরই পরিচায়ক, কৃষ্ণই তাঁহার তাদৃশ অভিমানকে চূর্ণ করিবেন। বৈষ্ণবকে কৃষ্ণের বিশ্বাসপাত্র জানিয়াই তদুপরি প্রভুত্ব-বিচার আসিবে না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ গোবিন্দ বুধবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৪

হরিকথা-প্রসঙ্গ

নিষ্কিঞ্চন মহাজনের শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইতে না পারিলে ভজন আরম্ভই হয় না। যখনই আমি সাধুগুরুর চরণে আত্মনিবেদন করিতে যাই, তখনই আমার মন বাধা দিয়া বলে যে, সাধুর চরণে যদি চিরবিক্রীত হও, তাহা হইলে তোমার এত সাধের গোবিন্দস্ব, দৈগোগিরি বা স্বতন্ত্রস্বপ্ন কিরূপে চলিবে? মনের পরামর্শ শুনিয়া আমি তখন আনুগত্য ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র বা ভোগোন্মুখ থাকাকেই শ্রেয়ঃ মনে করি। তাই সাধুসঙ্গ তখন আমার আর ভাল লাগে না—কায়মনোবাক্যে দ্বারা শ্রীধাম ও শ্রীনাম বাসীর আনুগত্য করিতে ইচ্ছা হয় না। সাধুকে গুরু না করিয়া আমি ভণ্ড শঠ ও অসৎ মনকেই আমার গুরু করিয়াছি এবং প্রাত্যহিক কার্য্যে মনকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি। সেইজন্যই আমার লক্ষ্য স্থির হইতেছে না, আমি মঙ্গলের পথ দেখিতে পাইতেছি না, শ্রৌতপথ—দর্শন পথ শরণাগতির পথকেই একমাত্র আত্মরক্ষার পথ বলিয়া বরণ করিতে পারিতেছি না। বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট মনই আমার গুরু, তাই আজ আমার এই দুরবস্থা। আমি যদি আমার মনোধর্মকে গুরু না করিয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদতলে বিক্রীত হইতে পারিতাম, যদি প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাকেই আমার একমাত্র কর্ণধার ও রক্ষক বলিয়া বরণ করিতাম, তাহা হইলে আমার দেহ-তরণী আমাকে শ্রীগুরুকৃপারূপ বায়ুতে অচিরেই বৈকুণ্ঠরাজ্যে লইয়া যাইত। সেইজন্যই বলিতেছি, আমার মত হতভাগ্য, আমার মত হরিকথাবিমুখ, আমার মত প্রকৃত মঙ্গলের কথায় বধির ব্যক্তি দ্বিতীয় আর নাই। এইরূপ মনোধর্ম্মের তাড়নায় বিতাড়িত আমাকে কে রক্ষা করিবেন? আমার মনে হয়—

এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥

এই নিত্যানন্দ আমার মনের ছাঁচে গড়া নিত্যানন্দ নয়, মনোধর্ম্মের নিত্যানন্দ নয়। যেখানে কল্পনা, সেখানে মনের ধর্ম্ম, সেখানেই মায়া। এ নিত্যানন্দ অধোক্ষজ নিত্যানন্দ-স্বরূপ শ্রীগুরুদেব। এই নিত্যানন্দ ... আমাকে নির্ম্মলচিত্ত করিতে পারেন, আমাকে মনোধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাঁহার কৃপা হইলে সংসার বাসনা তুচ্ছ হয় এবং হৃদয়ে পুরুষাভিমান নষ্ট হইয়া সেবকাভিমান প্রবল হয়। আমি যেন নিষ্কপটে সেই শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইতে পারি, ইহাই গুরুবৈষ্ণব ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

আত্মা যাঁহার শুদ্ধ অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ, দেহমনের সার্ব্বিক অস্বাস্থ্য কখনই তাঁহাকে তাঁহার শরণাগতি বৃদ্ধি হইতে নষ্ট করিতে পারে না। শুদ্ধ আত্মা অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মা সর্ব্বদাই শরণাগত। দেহমনের সাময়িক প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের মধ্যেও তিনি নিরন্তর অন্তরে প্রেমময় ভগবদ্ভজনে অভিনিবিষ্ট। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মার স্বাস্থ্যই দেহমনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মা সেবোন্মুখ, তাঁহারই মন শান্ত।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন —
কৃষ্ণভক্ত —নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই 'অশান্ত'॥

যাহারা আত্মার স্বাস্থ্যহেতু—আত্মবৃত্তির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া—গুরুবৈষ্ণবভগবানের সেবা বাদ দিয়া শান্তি, শান্তি বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়, তাহারা কখনও শান্তি পায় না। আত্মা যাঁহার শুদ্ধ অর্থাৎ সেবোন্মুখ, তাঁহারই হৃদয় আনন্দময়—প্রসাদময়—উৎসাহময়—শান্তিময়। তাঁহার দেহমন আত্মাকে বঞ্চনা করে না, তাঁহার মন আত্মার প্রকৃত স্বাস্থ্য অন্বেষণ করে, দেহ তাঁহার অনুকূল হয়। এইরূপ দেহবানের জীবন সার্থক হয়।

সেবা আত্মার বৃত্তি। আত্মা—চেতন। গতিশীলতাই চেতনের স্বভাব। দেহমন—অচেতন। দেহমনের বৃত্তি কর্ম্ম। এই কর্ম্মে লোকের একদিন না একদিন বিরক্তি আসিবেই। কিন্তু সেবার বিরতি বা বিরক্তি নাই। সেবা পরানন্দময়—নবনবায়মানভাবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধন। কর্ম্মরাজ্য ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মহাভাগ্যবান্ জীবের যখন কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উপস্থিত হয়, তখন তিনি নিত্য অপ্রতিহত সেবালতার বীজসংগ্রহের জন্য কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হন। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে সেই সেবাবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে তিনি হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জল-সেচনের দ্বারা সেবালতার সমৃদ্ধি করিতে থাকেন। সাধক হৃদয়ক্ষেত্রে সেবালতার বীজ প্রাপ্ত হইয়াও যদি সতত সাবধান না থাকেন—সতত নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবসেবায় অভিনিবিষ্ট না থাকেন অনুক্ষণ সৎসঙ্গে সেবাপ্রাপকের হৃদয়ে প্রকাশিত না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে অনর্থময় ছাগল আসিয়া—বিবিধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা প্রভৃতি আসিয়া সেবাবৃত্তিকে শুষ্ক করে। সুতরাং আত্মকল্যাণকামী সাধকমাত্রেরই প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে কি হ্রাস হইতেছে অথবা শুষ্ক হইতেছে। সেবায় নিরুৎসাহ বা শুষ্কভাব সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কা-জনক। সুতরাং প্রতিমুহূর্ত্তে সেবালতাকে গুরুকৃষ্ণকৃপায় শ্রবণকীর্ত্তন-জলসেচনে সতেজ, পল্লবিত, বিকশিত ও পত্র-পুষ্প ফুলে সুশোভিত করিতে না পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। সাধকমাত্রেরই সর্ব্বদা নিজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া গুরুবৈষ্ণবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সেবাপথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

সাধন

জীবের সর্ব্বসিদ্ধি বা চরম পরমমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাপ্রাপ্তি। প্রত্যেক জীবের স্বরূপের নিত্যবৃত্তিই ভক্তি। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম দুই প্রকারে লাভ হইয়া থাকে। এক প্রকার শ্রদ্ধার সহিত সাধন, আর এক প্রকার রুচির সহিত ভজন। একটী বৈধী ভক্তি অপরটী রাগভক্তি। বৈধী ভক্তির গতি ধীর শম্বুকগতি, আর রাগভক্তির গতি অতি দ্রুত। সাধনভক্তিতে বিষয়প্রমত্তচিত্তকে শাস্ত্র-শাসনের দ্বারা নিয়মন—চঞ্চল মনকে জোরপূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণসেবার নিয়মিত করা হয়, আর রাগভক্তিতে স্বাভাবিক প্রীতির সহিত—যাহা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, না করিলে প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত ভক্তি বা নির্ম্মল চেতনের ধর্ম্ম, স্বাভাবিক বৃত্তি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের চরণে অপরাধফলে জীবের এই নিত্য, শুদ্ধ, স্বাভাবিক বৃত্তি অবিদ্যাদ্বারা লোহিত, আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। জীবের ভগবদ্বিমুখতার একমাত্র কারণ—জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সাধুগুরুর চরণে অপরাধ। অজ্ঞাতসারে অপরাধ অনুতাপের সহিত সাধুগুরুর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে সাধুমুখবিগলিত বীর্য্যবতী চেতনবাণীর দ্বারা নিয়মিত হইতে চেষ্টা করিলে বিদূরিত হয়, কিন্তু জ্ঞানজনিত অপরাধ অত্যন্ত ভয়াবহ। ইহা সহজে যায় না। ইহাকে কপট বলে। জ্ঞাতসারে যে অপরাধ করে, তাহাকে কপটী বলে। কপটীর অনুশোচনা বা অনুতাপ হয় না, কৃষ্ণবিস্মৃতির অবস্থাকে যন্ত্রণাদায়ক মনে করিতে পারে না—সাধুর নিকট শ্রবণ করিয়াও তাঁহার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না ও বুঝিতে চেষ্টাও করে না। ইহাদের চেতন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মঙ্গল কোন কালেই নাই।

যাঁহারা কপট নহেন, যাঁহারা বাস্তবিক মঙ্গল চাহেন, হরিভজন করিতে চাহেন, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অপরাধবশতঃ পারেন না, তাঁহাদের মঙ্গল লাভ হইবে—তাঁহারা সাধুগুরুকৃপায় অপরাধ-নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন। এই প্রকার চিত্তবৃত্তি যাঁহাদের, তাঁহাদের জন্যই সাধনভক্তি। এই সাধন-ভক্তি নবধা। বিষ্ণুর শ্রবণ, বিষ্ণুর কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, বিষ্ণুর বন্দন, বিষ্ণুর দাস্য, বিষ্ণুর সহিত সখ্য ও বিষ্ণু পাদপদ্মে আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনই মূল। আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র করিয়াই সাধনভক্তি যাজন করিতে হয়। আত্মনিবেদন না করিলে কিছুই হয় না। নোঙ্গর না তুলিয়া নৌকা চালাইবার যে প্রয়াস এবং তাহাতে যে ফল লাভ হয়, আত্মনিবেদন না করিয়া সাধনভক্তির প্রয়াসও তদ্রূপ এবং তাহার ফলও সেইরূপই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিয়াই সমস্ত ভক্ত্যঙ্গযাজন করিতে হয়। যিনি আমাদিগকে ভক্তিপথে পরিচালিত করেন, ভক্তিপথ প্রদর্শন করেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই বৈকুণ্ঠাবতার শ্রীগুরুপাদ-পদ্মেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আত্ম-সমর্পণ অর্থে—"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার" এই অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। নিবেদিতাত্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—

"আমার আমি ত' নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥
আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল॥"

নিত্যানন্দভাবকে হৃদয়ে প্রকট করার নাম সাধন। আমি গুরুর—আমি বৈষ্ণবের—আমি কৃষ্ণের,—এই অভিমান প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবেই ভক্ত হইবে। ইহাই চেতনের স্বভাব—গুরুবৈষ্ণবকৈঙ্কর্য্যই জীবের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তি। নিরন্তর সাধুসঙ্গে থাকিয়া ভগবন্নামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণফলেই জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-সম্পত্তি লাভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে শ্রবণ, তদনন্তর কীর্ত্তন এবং তৎপরে স্মরণ। শ্রবণ প্রধানাঙ্গ হইলেও কীর্ত্তনই অঙ্গী। কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হয়। এই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পরায়ণ জনই ত্রিদণ্ডী। ত্রিদণ্ডীই ভক্ত। ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করিলে ভক্তিযাজন হয় না। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী সকলেরই ত্রিদণ্ডী হওয়া কর্ত্তব্য। যে কোন বর্ণ বা আশ্রমে থাকিয়াই ত্রিদণ্ডী হওয়া যাইতে পারে। বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াও ত্রিদণ্ডী না হইতে পারেন, আবার গৃহে থাকিয়াও ত্রিদণ্ডী হইতে পারেন। কায়, মন ও বাক্য যাঁহার দণ্ডিত হইয়াছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী। হরিভজন বাহিরে লোকদেখান ব্যাপার নহে। বাহিরের আচার-বিচার, হাব-ভাব দেখিয়া ভক্তাভক্ত নির্ণয় করা চলে না। অভক্ত ভক্তকে জানিতে ও চিনিতে পারে না, ভক্তই ভক্তকে চিনেন ও তিনিই শরণাগত জনকে সাধুর সন্ধান দিতে পারেন। এই ভক্তাশ্রয়ত্বেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি যাজিত হওয়া উচিত।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রত্যেক ভক্তিযাজনেই বিক্ষিপ্তচিত্ত আমাদিগকে সাধুগুরু ব্যতীত নিয়মিত ও পরিচালিত করিবেন কে? সেই-জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অপ্রগত্ভময়ী চিত্তবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি। অনুকূল-অনুশীলন অর্থে একান্তভাবে ভক্তের অনুগত হইয়া ভজন। 'অনু'শব্দে—পশ্চাৎ পশ্চাৎ, ব্যবধানরহিত, অনুক্ষণ বুঝায়। 'শীল' ধাতুর অর্থ একান্তভাবে প্রবৃত্ত হওয়া। কৃষ্ণের অনুকূল ও প্রতিকূল দুইভাবে অনুশীলন হয়। জরাসন্ধ, কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিয়াছে। প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হইলেও তাহাতে সেবা-বিপর্য্যয় ঘটায়, তাহাকে ভক্তি বলা যায় না। প্রতিকূল-অনুশীলনে কৃষ্ণকে সুখ দিবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাতে কৃষ্ণের সুখ হইয়া যায় বলিয়া তাহাকে অনুশীলন বলা হইয়াছে। তবে তাহাতে সেবকের সেবা-বাঞ্ছা না থাকায় তাহাকে ভক্তি বলা যায় না। সেবাবাঞ্ছার সহিত অনুশীলনকেই ভক্তি বলা যায়। ভগবানের ভক্তের একান্ত অনুকূলতার সহিত কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি, তাহাতেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা থাকিবে না এবং একমাত্র কৃষ্ণসুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা আদৌ থাকিবে না; থাকিলে তাহাকে শুদ্ধা ভক্তি বলা হইবে না। কৃষ্ণসুখবাসনা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আনুকূল্য-সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও তাহাকে ভক্ত বলা যায় না। যাঁহার চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণাশা আছে, যাঁহার সুনাম, খ্যাতি, আরাম, পূজা, প্রতিষ্ঠাকামনা আছে, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তির অনুষ্ঠান—কপটতা-যুক্ত।

সাধনভক্তির অঙ্গ চৌষট্টি প্রকার। তন্মধ্যে পাঁচটী সর্ব্বপ্রধান। এই পাঁচটির একটী সুষ্ঠুভাবে পালিত হইলেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়, এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

এই সাধুই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি সাধুশিরোমণি। একমাত্র তাঁহার সঙ্গ হইলেই জীবের কৃষ্ণপাদপদ্মপ্রাপ্তি হয়। এই সাধুসঙ্গেই নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, শ্রীধামবাস, শ্রীবিগ্রহসেবা করিতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ও আনুগত্য না থাকিলে শ্রীধামবাস, শ্রীনাম-সেবা, শ্রীবিগ্রহসেবা, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র আলোচনা প্রভৃতি কিছুই হয় না। তাঁহার আনুগত্য বাদ দিয়া ভক্তিচেষ্টা দাম্ভিকতা। গুরুপাদপদ্ম লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে গেলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সাধুর সঙ্গ অর্থাৎ সাধুর অনুগমন। সাধুর নির্দ্দেশ অনুসারে চলাই সাধুর অনুগমন। সঙ্গ অর্থে—অভিনিবেশ, সম্যগ্‌রূপে গমন, প্রাপ্তি। মনঃসংযোগকেই সঙ্গ বলে। সাধু—সৎ, শ্রীমদ্ভাগবত—সৎ, শ্রীতুলসী—সৎ, শ্রীগঙ্গা—সৎ, শ্রীধাম—সৎ। ইঁহাদের সঙ্গই সৎসঙ্গ, ইঁহাদের সেবাই সাধুসেবা। এই সঙ্গের অনুশীলন হইলে—সেবাচিন্তায় ভরপুর হইলে দুর্ব্বলতা চলিয়া যাইবে—হরিভজনে বল পাওয়া যাইবে। ইঁহাদের যে কোন একজনের কৃপা হইলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।

অনর্থযুক্ত আমাদিগকে মঙ্গললাভ করিতে হইলে সাধনপথে চলিতে হইবে। সাধু-শাস্ত্রের শাসন স্বীকার করিয়া চলিলেই আমাদের মনের চঞ্চলতা কমিবে এবং সুদৃঢ়চিত্ত হইয়া বাস্তবমঙ্গলের পথে চলিতে পারিব। সাধকের কি ভাবে সর্ব্বক্ষণ আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে তৎসম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে রুগ্নপথ্য। তাহাতে সর্ব্বাগ্রে সদ্গুরু-পাদাশ্রয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রদত্ত ঔষধ, সুপথ্য ও যাবতীয় ব্যবস্থা অকপটে, একান্তভাবে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই অনর্থরোগ বিদূরিত হইবে। প্রতিপদ-বিক্ষেপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হওয়া চাই, mechanical আনুগত্য নহে, routine-বদ্ধ আনুগত্য নহে। আমাদের প্রত্যেক হাত্রির শ্রীনামাচার্য্য ও শ্রীনামপ্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে। প্রতি পদবিক্ষেপে কর্ণের দ্বারা পরিসেবিত গুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্ত্তন করি, দর্শন করি, আস্বাদন করি, ঘ্রাণ করি, অথবা স্পর্শ করি, তদ্দ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে, অথবা ঐ সকল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চালাইছে?—ইহা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর কষ্টিপাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। শ্রীনামপ্রভুর কৃপালাভের জন্য অবিরাম আর্ত্তি ও আত্ম-নিবেদন চাই, তাঁহাতে শরণাগতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-ভজন। Gurudev is the giver of Bhakti. গুরু ভক্তিকে প্রকট করেন। গুরুদেবকে ছেড়ে ভক্তি থাকে না। সেবকাভিমান যেখানে, 'আমি তোমার সেবক' এই শুদ্ধ অহঙ্কার বা আমি তোমার শরণাগত অকিঞ্চন সেবক—দাস। এই আত্মদান যেখানে, সেখানে সব জিনিষ শুরু। যদি অকপটে তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই—'আমি কে, আমাকে তাহা জানাইয়া দাও', তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে 'আমি' যাহা, সেই স্বরূপটী উপলব্ধি করাইবেন। আমার প্রার্থনার মধ্যে যদি ভেজাল না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত সাধু পাঠাইয়া দিবেন। যদি তাঁহার দয়াই না থাকিবে, তবে তাঁহার অবতার, তাঁহার শাস্ত্র ও নিজজনের অবতার কেন? অকপট হইয়া তাঁহাকে চান দেখি? তিনি ত' কৃপা করিবার জন্যই ব্যস্ত।"

ভক্তিনীতি

জাগতিক অসৎকর্ম্মী ও সৎকর্ম্মী—উভয় সম্প্রদায়ই পারমার্থিকগণের বিচার ধরিতে পারেন না। পারমার্থিকগণ কোন দিনই প্রাকৃত সৎ ও অসৎ নীতির দ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য্য করেন না। প্রাকৃত নীতির তৌলদণ্ডে যাহা নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা বলিয়া পরিচিত—যাহা সৎ বা অসৎ বলিয়া বিচারিত, ঐরূপ কোন বস্তুই তাঁহারা বহুমানন করেন না। পারমার্থিকগণ এই সকল নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কখনও চলেন না। তাঁহাদের মূল নীতি—পরাৎপর বস্তুতে ভক্তি। তাঁহারা এই ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত কার্য্য করেন। ভক্তি অর্থে ভগবৎপ্রীতি। পারমার্থিকের নীতির অনুগত হইয়া চলিতে হইলে প্রথমেই সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। সদ্গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত না হইলে পরমার্থরাজ্যে প্রবেশাধিকারই পাওয়া যায় না। পূর্ণ শরণাগতির সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ, সুপথ্য ও যাবতীয় ব্যবস্থা অকপটে গ্রহণ করাই পারমার্থিকনীতিবিদ্‌গণের কর্ত্তব্য। যাঁহারা অতিশয় দুর্ব্বল, যাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি যায় নাই, দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনে যাঁহাদের আসক্তি রহিয়াছে, গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ ও শ্রীনামের প্রতি যাঁহাদের অপ্রাকৃতবুদ্ধি উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা যদি পারমার্থিক নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের পতন অনিবার্য্য।

মূলটা ঠিক থাকিলেই সব ঠিক থাকিবে। সকল নীতি ও অখিল সদ্গুণের আকর স্থানে কেন্দ্র ঠিক না থাকিলে বিপথে চলিয়া যাইতে হইবে। মূল ঠিক থাকিলে—লক্ষ্য স্থির হইলে মাঝপথের সকল ব্যবস্থা ঠিক হইবে। প্রয়োজন ঠিক না থাকিলে সেবায় উৎসাহ আসিতে পারে না। গন্তব্যস্থান কি আগে জানা দরকার। প্রয়োজন জানা থাকিলে সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক হইবে ও ঠিক ঠিক ভাবে অভিধেয় যাজিত হইবে। ভগবদ্বিস্মৃতি হওয়ার জন্যই জীবের ঐ সকল অসুবিধা হইয়াছে। ভগবান্ কি জিনিষ, আমি কি জিনিষ তাহা জানা না থাকায় এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের অভাবে নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত আসিয়া আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। বিস্মৃতিই জীবের সর্ব্বনাশের জনক। কৃষ্ণস্মৃতিই একমাত্র বিধি এই বিধিপালন করিলেই মঙ্গললাভ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

শ্রীধামমায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সমাগত সহস্র সহস্র ভক্ত ও সজ্জনগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় কোন সময়েই তাঁহার হরিকথা-কীর্ত্তনের বিরাম নাই।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তগণ বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীচৈতন্য-মঠ সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় মুখরিত আছে দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে আহূত মহতী সভায় ভক্তগণ বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রায় দেড় হাজার লোক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিতেছেন।

গত ১৯শে ফাল্গুন সোমবার, অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমার দিন সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'আত্মনিবেদন' সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর দিবস অপরাহ্নে গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব "আত্মনিবেদন ও শ্রবণ" সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা-কাল বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া প্রশ্নোত্তরমুখে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রীজী আত্মনিবেদন ও [illegible] কথা প্রায় একঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

গত ২১শে ফাল্গুন বুধবার, গোদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমার দিন শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'কীর্ত্তন' সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করেন। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের সুবর্ণসুযোগ পাইয়া সকলেই পরমোপকৃত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫০১৫

সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক — শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক — শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্বাপুর গৌড়ীয়মঠ

জাউভাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরবীন্দু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক — শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীক্ষিতিপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক— শ্রীশিবদেবানন্দবিগ্রহ বিদ্যাবন্ধু বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাণ্ডাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক — শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর পাটনা

সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

কাষ্ঠা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক - শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণগৌরদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক শ্রীপ্রেমময় দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীঋষিকেশ দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী

পোঃ কোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব

সেবক--শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

নং বোম্বে ২৬

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক— শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁণগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীরূপ ভুবনপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ বড়খেমুণ্ডী, গঞ্জাম

সেবক— শ্রীমদনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিক্‌লিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক — শ্রীদীনবন্ধু দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)

সেবক--শ্রীনরনারায়ণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক— শ্রীবনমালী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন্,

লণ্ডন, ই ৫

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১০।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

আমিনাবাদ (আমানগঞ্জ) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক — শ্রীঅধরগোবিন্দ দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীনরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক

সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়।

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মহুয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে গণতন্ত্র মতবাদে [illegible] সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, সমন্বয় ও ভক্তিসম্বন্ধে [illegible] শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ মানবমস্তিষ্ক সমাধান [illegible] ভাবময়, তাত্ত্বিক সর্বসিদ্ধান্ত সকলই প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান — মহুয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাভূষণ্প্র এই মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ গীতার এই অপূর্ব্ব সংস্করণ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকাশিত করিয়া তাঁহার জীবন পরিসমাপ্তি [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল শিক্ষা তৎপরে শ্লোক অনুসারে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৷৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ: ৫-৫৬ ৬-২১ ৭ ১৪ ১১-৬ ১৩-১০ ১৬-২৬ ১৭-৫৬ ২২ ০
দমদম: ৪-৫৬ ৬-৩১ ৭ ২৮ ১০-১৮ ১৩-২০ ২২
রাণাঘাট পৌঃ: ৬-১৬ ৮ ১ ৯ ১৮ ১৩-২৮ ১৪ ৫৭ ১৮-৩১ ১৯-৩৫ ০-২৬
(বদল) ছাঃ: ৬-২৮ ৮-৬ ৯ ৩৩ ১২-৩৩ ১৫ ৫ ১৮ ৩৯ ১৯-৪০ ১-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ: ৭-৫ ৮-৪০ ১০-৬ ১০-৫৪ ১৫ ৪১ ১৯ ১৫ ২০-১৫ ১-৩১

(বদল) ছাঃ: ৭-১০ ১০-১১ ১৭ ৩৮ ২০ ৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ: ৭-৪৮ ১০-৫৯ ১৮ ১০ ২০-৫০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ: ১১ ৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ: ১-৫৫
" ছাঃ: ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ: ১৩-২৮
(বদল) ছাঃ: ১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ: ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ: ৬-১ ৮-৬ ১১-৪ ১৪-২২ ১৬-৮ ১৮-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ: ৬-৩৯ ৮-৪৪ ১১-৪২ ১৫-০ ১৬ ৯৯ ১৯-১১

ছাঃ: ৭-১০ ৮ ৫৭ ১১-৪৭ ১৫-১০ ১৬ ৫৭ ১৯-২২ ২০-৪৬ ৪-০১
রাণাঘাট পৌঃ: ৭-৪৪ ৯-২৫ ১২ ২৬ ১৫ ৫০ ১৭-৩০ ২০-৩ ২১ ১৯ ৪ ১০
(বদল) ছাঃ: ৭-৫১ ৯-৩০ ১২-৩৬ ৫-৫৫ ১৭-৪২ ২০-১১ ২১-২৫ ৪ ১৮
দমদম: ১১-৮ ১৭ ৩৬ ১৯-৯ ২১-২৬ ২৩-৩
কলিকাতা পৌঃ: ৯-২১ ১২-২৫ ১৪ ১৬ ১৭-৪৬ ২২-৪০ ২৩-১৫ ৬-১৬

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ 'বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—দিল্লীতে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। নয়া দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। পাবনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গগনবিহারী অপ্রাকৃত বেদগোর মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ও বন্দ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে দেশ-বিদেশের তথা স্বদেশের নানা দেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী মহোদয়গণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-কৃপাস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৭।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নষ্টম-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD. NO. C 1544

পত্রপ্রসূনমালা
—:০:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পদ্যাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'সৌরভ' ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
বসুধা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৷৽
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর - ২৬শে ফাল্গুন ১৩৪৭, ১০ই মার্চ্চ ১৯৪১ সোমবার [৩য় সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::০::—

গ্রীনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের পেট্রোলের ঘাঁটি

এরোপ্লেনের পেট্রোল লইবার জন্য গ্রীনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডে বড় রকম তৈলঘাঁটি স্থাপন করার সম্ভব কিনা বর্ত্তমানে ইংরেজ, ক্যানাডীয় ও আমেরিকান বিমান-বিশেষজ্ঞেরা সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ঐ দুইস্থানে এরোপ্লেনের তৈল লইবার উপযুক্ত ঘাঁটি নির্ম্মিত হইলে এই সুবিধা হইবে যে, ক্যানাডায় ও আমেরিকায় প্রস্তুত যে সকল যুদ্ধবিমানপোত ব্রিটেনে প্রেরিত হইতেছে, সেগুলি একবারে এতদূর উড়িয়া যাইবার পরিবর্ত্তে মাঝে দুইবার বিশ্রাম লইয়া যাইতে পারিবে। এই তৈল লইবার ঘাঁটিগুলি খোলা হইলে নিম্নলিখিত সুবিধা হইবে :—

(১) হাল্কা বোমারু, হাল্কা টহলদার এবং অন্যান্য কয়েক ধরণের জঙ্গী বিমান যাহা বর্ত্তমানে জাহাজে করিয়া পাঠান হইতেছে, তাহা উড়িয়াই ব্রিটেনে আসিতে পারিবে। (২) "উড়ন্ত দুর্গ" ও অনুরূপ শ্রেণীর অন্যান্য গুরুভার বিমানপোত আরও বর্দ্ধিত পরিমাণে ব্রিটেনে পাঠান সম্ভব হইবে, কারণ দুইবার থামিয়া পথ অতিক্রম করা সম্ভব হইলে ভাল আবহাওয়ার প্রত্যাশায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। (৩) আমেরিকায় প্রস্তুত অধিকাংশ বোমারু বিমান এবং কিছু কিছু জঙ্গীবিমান ব্রিটেনে উড়িয়া আসিতে সমর্থ হওয়ায় ব্রিটেনের মালবাহী জাহাজ পাহারা দিবার জন্য যে সকল ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ নিযুক্ত আছে তাহাদের উপর চাপ কমিবে। সুতরাং ইহাদিগকে অন্যত্র কাজে লাগান যাইবে। (৪) ব্রিটেনের পক্ষে যথাসম্ভব শীঘ্র অধিক বিমানপোত পাওয়া সম্ভব হইবে এবং জলপথে আসিতে না হওয়ায় নিরাপদভাবে ইহাদের আমদানী হইতে পারিবে।

—

সোভিয়েটবাদের অগ্নি-পরীক্ষা

কিছুকাল পূর্ব্বে রাশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব মঁসিয়ে মলটোভ বার্লিনে হের হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ইহার ঠিক পূর্ব্বেই ব্রিটেন রাশিয়ার নিকট এক পত্র প্রেরণ করে। তাহাতে ব্রিটেন তিনটি জিনিষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথমতঃ রাশিয়ার সহিত লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি তিনটি বাল্টিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধান্তে যে শান্তি অধিবেশন হবে, তাহাতে রাশিয়ার যোগদানের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। তৃতীয়তঃ ইহাতে বলা হয়, ব্রিটেন একা বা অন্যান্য রাজ্যের সহযোগে এমন কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইবে না যাহাতে সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাধীনতা ও ঐক্য বিপন্ন হইতে পারে।

ব্রিটেনের অনেক কূটনৈতিক যে রাশিয়ার প্রতি প্রসন্ন নহেন, তাহা অস্বীকার করা চলে না। তবে ইহারাই যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতিকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত করে, তাহা মনে করাও অত্যন্ত ভুল।

—

বৃটিশ দূতাবাসের কর্ম্মচারী উধাও

বুলগেরিয়ার ব্রিটিশ কনসালের অফিসের কর্ম্মচারী মিঃ গ্রেণউইচ গত ২৪শে তারিখে বুলগেরিয়ার সীমান্তের নিকট নিখোঁজ হইয়াছেন। এপর্য্যন্তও তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই বা এই রহস্যের কোনও সমাধান হয় নাই। সাধারণের বিশ্বাস, তিনি গেষ্টাপোর চরদের দ্বারা অপহৃত হইয়াছেন। বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ফিলোফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুলগেরিয়ায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জানান যে, এই ব্যাপারটিকে ব্রিটেন অতিশয় গুরুতর বলিয়া মনে করিতেছে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের ধরিবার জন্য বুলগেরিয়া গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন।

—

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের উপর জাপানের লোভ

সুদূর প্রাচ্যে জাপানের কার্য্যকলাপ প্রধানতঃ ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডে সীমাবদ্ধ মনে হইলেও জাপানের নিকট ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের মূল্য কম নহে। জাপান দক্ষিণাভিমুখী অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেও ইষ্ট ইণ্ডিজ জাপানের অন্যতম লক্ষ্য হইবে বলিয়া মনে হয়। জাপান সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিজের নিকট বিভিন্ন দাবী করিয়াছিল; কিন্তু এই ইষ্ট ইণ্ডিজের বর্ত্তমান বৈদেশিক নীতি দেখিয়া মনে হয়, সে জাপানের "নয়া ব্যবস্থার" অন্তর্ভুক্ত হইতে রাজী নয়।

জাপান ইষ্ট ইণ্ডিজের অকর্ষিত স্থানে আবাদ করিবার যে দাবী করিয়াছে, তাহার প্রত্যুত্তরে নিউগিনির অরণ্য-অঞ্চলে এবং অন্যান্য অকর্ষিত স্থানে রবার, কোকো এবং তৈলপ্রদ পামগাছ আবাদ করিবার জন্য নেদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিজ ও নিউগিনি ডেভেলাপমেণ্ট কোম্পানী নামক একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

—

ভারতবর্ষে গোলাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলিতে উৎপন্ন কামানের গোলা, বন্দুকের কার্ত্তুজ, ছোট বোমা, রাইফেল, বন্দুকের সঙ্গীন, শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করিবার গ্যাসের আধার প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাটফিল্ড কমিটি গঠিত করিয়া ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রগুলির গোলাগুলির পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে এবং বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে। এই বৎসরের মাঝামাঝি কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সম্প্রতি লাহোরের প্রদর্শনীতে বিভিন্ন অস্ত্রনির্ম্মাণ-কারখানা হইতে প্রাপ্ত ২৮১ প্রকারের নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সামরিক বিভাগে ব্যবহৃত বহু জিনিষের ড্রইং ও বিশেষ বিবরণসহ কারখানাগুলির বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রদর্শনীর ফলে মোট ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার ১৭টির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ৬০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিল।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible], [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] ভূমিকা [illegible] (Preface) [illegible] (Contents) [illegible] Index (Glossary) [illegible] ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর পোঃ—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] মুদ্রিত। [illegible] ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible],

[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ [illegible]-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। [illegible] [illegible] ও অনুবাদ [illegible] শ্রী [illegible] ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ণ সংস্কৃত [illegible] ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ১১৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—১৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, [illegible] প্রণীত সম্প্রতি এই গ্রন্থ একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র) ৪০৲
[illegible] ১৮৲
[illegible] ৯৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৯৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲, [illegible]
[illegible] ৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১০
৮। [illegible] ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
[illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ [illegible] (বাংলা সংস্করণ) ৸০
১৪ [illegible] (বাংলা সংস্করণ) ।০
১৫ [illegible] বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। [illegible] ৸০
১৭ [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯ [illegible] ।০
২০ গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১ [illegible] ৸০
২২। [illegible] ॥০
২৩। [illegible] ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪ [illegible] ১৲
২৫। [illegible] ১৲
২৬ [illegible] ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। [illegible] (অবাঁধা ৸০ বাঁধা ৸০)
৩০ [illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী [illegible] দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) [illegible]
৩৫ [illegible] ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) [illegible]
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। [illegible] ।০
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] (সমগ্র) [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴১০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১৵
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৩।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী [illegible]
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপদেশ নিবন্ধ (ভাষানিবন্ধ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সা [illegible] ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্য [illegible]সারঃ ॥০
৬৪ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫ সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬ [illegible] ।০
৬৭ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮ গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজী ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উদ্বোধন ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
৮৮। শরণাগতি ৴০
৮৯। প্রাকৃত [illegible] ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০ আনা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
বিভিন্ন স্তব ও গীত সম্বলিত এই গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫শ বর্ষ } ২৬ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৬শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১০ই মার্চ্চ ইং ১৯৪১. সোমবার { ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

—:•::•::•:—

যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অচলা ভক্তি আছে তিনিই ভক্ত। দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, কে ভগবদ্ভক্ত ও কে অভক্ত। ধূর্ত্ততা ও অনবধানতাযুক্ত অবস্থায় হরিভক্ত হওয়া যায় না। হরিভজনে মনোযোগ না থাকিলে শ্রীভগবানের অর্চ্চন সেবায় ব্যাঘাত হইবে। অর্চ্চনাধিকার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার মাত্র। যাহার শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সে ভগবদ্ভজনরাজ্যে প্রবেশের দ্বারেও উপস্থিত হয় নাই। ভগবদ্দাস ও ভক্তদাসে ভগবদ্ভজন হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান থাকিলে হরিভজন সুরু হয় না।

সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপট না হইলে হরিসেবার গন্ধও পাওয়ার উপায় নাই। নিষ্কপটে অর্চ্চন করিতে করিতে তবে ভজনে উৎসাহ হইবে। ভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, তাহারই ভগবদ্ভক্ত আসিয়া যায়। হরিসেবাকারী মঠবাসী, মঠবাসই নির্গুণ বাস। শুদ্ধভক্তিমঠের ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম। মঠের বাহিরে ধর্ম্মের নামে যাহা চলিতেছে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হয়। বৈষ্ণবের সঙ্গী হইতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে হরিভক্তির চতুঃসীমানায় প্রবেশ লাভ হইবে না। হরিগুরুবৈষ্ণব জীবের যোগ্যতানুসারে কৃপা ও বঞ্চনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেবক, তাঁহারা নিষ্কপটে বাঁদের জন্য প্রাণ কোন আচরণের প্রচার করিবেন, যাহা জগতে কখনও কেহ কোনদিন শুনে নাই, ঐরূপ অপ্রাকৃত কথায় তন্ময় থাকিবেন। যাঁহারা ঐরূপ আচরণ দ্বারা সেবা করেন, তাঁহারাই মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠবাসী, অন্যে নহে, নিশ্চয় নহে— নিশ্চয় নহে—নিশ্চয় নহে।

সদগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। যে দিন আমরা সেবক বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। সেইদিন আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা আমাদের বিভিন্ন রতিতে করিতে থাকব।

বৈষ্ণব—পতিতপাবন, আমি —পতিত। তাঁদের শরণাপন্ন হ'লে তাঁরা আমাকে রক্ষা করবেন। বৈষ্ণবগণ কল্পতরু —তাঁরা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করতে সমর্থ। ভগবান্ তাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা বদান্য ক'রে জগতে প্রেরণ ক'রেছেন। আমরা মঙ্গলপ্রার্থী হ'য়েও যদি বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের নিকট গমন করি, তা' হ'লে অভীষ্ট লাভ ত' হবেই না, পরন্তু আমাদের অমঙ্গলই হ'বে।

কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ-মদ-মাৎসর্য্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া—কৃষ্ণকার্ষ্ণবিরোধী হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া, কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্যস্মরণ হ'লে এই অভদ্র হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতিপথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায় আর আমি যে নিত্য কৃষ্ণদাস—এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তা'হ'লে সমস্ত অভদ্রে আগুন লেগে যায়—অভদ্রগ্রামের মূল পর্য্যন্ত পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়।

———

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

আমাদের জড়তা খুব বেড়ে গেছে। ভূমিকম্প না হ'লে এ জড়তা ভাঙ্গবে না। সর্ব্বশক্তির কৃপার নাম কম্পন। যাঁর প্রতি সর্ব্বশক্তির কৃপা হ'য়েছে, তিনি হরিভজনের পথে জড়তা ত্যাগ ক'রেছেন। আমরা যদি মঙ্গল চাই, তা' হ'লে আমরা অচিদ্বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ ক'রে চিদ্বস্তুর সঙ্গ গ্রহণ করব। হরিভজনের দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই। [illegible] ভাবনাই ক'রে চেতনতা দিতে হ'বে জড়তাময় ক'রে লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাদির আশায় সব ভাসিয়ে দিতে হ'বে। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মঙ্গলের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের সেবাবিমুখতা দে'খে চ'লে গেলেন। আমরা তাঁর কথা না শু'নে—সেবা না করলে তিনি আর কি করবেন?

জাগতিক কোন জিনিস দিয়ে গুরুকে বশ করা যায় না। তাঁতে গুরুসেবা হয় না। কাণ ধরে উঠাবার ও বসাবার পাত্র গুরুদেব ন'ন। তিনি নিজে স্বতন্ত্র, মায়াবদ্ধ কা'রও কথা শুনেন না, কিন্তু তিনি শরণাগতের বশীভূত। কৃষ্ণ স্বভাবতঃ ভক্তের প্রেমবশ্য। সেই প্রভুর প্রিয় আমরা। এমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পেয়েও আমাদের চিত্তবৃত্তি একটুও পরিবর্ত্তিত হ'ল না! কি দুর্দ্দৈব! আমাদের চিত্ত ও দেহে বিষ্ঠার কৃমিকীটও লজ্জা পায়, কিন্তু আমাদের লজ্জা বা জ্ঞান হ'চ্ছে না! হারমেবার পরিবর্ত্তে সেইই সর্ব্বস্ব হ'য়ে দাঁড়া'ল! তথাপি শ্রীল প্রভুপাদ দয়া ক'রে —প্রভু আমাকে ভালবাসেন, আমার জন্য তিনি কাঁদেন। প্রভুপাদের কাছে এত কথা শুনেও আমাদের স্বরূপ জ্ঞান হ'ল না। দেহাত্মবুদ্ধি গেল না।

ভজনাই করতে হ'বে, গুরুদেবের কথাতে চ'লবে না। গুরু বৈষ্ণবের নিকটে চলা —কপটতা নয়। গুরু নিন্দা করতে হ'বে না। ভক্ত কা'রও অপরাধ নেন না। কৃষ্ণ কিন্তু ভক্তের চরণে অপরাধ ক্ষমা করেন না। ভক্ত দুর্ব্বাসা মুনিকে বিষ্ণুর চরণে আরোপ করেন। ভক্ত নিজের প্রতি দ্রোহকারীর অপরাধ ন'ন না। ভক্ত নিজে অপরাধীর প্রতি কোন কারণে দয়া করেন, তা' হ'লে severe punishment হয়। [illegible] প্রতি বা অন্য প্রতি অপরাধ কৃষ্ণ সহ্য করেন না। ভক্ত ক্ষমা না করলে সর্ব্বনাশ হবে।

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যস্থিতি, সেই স্থানে থেকে অনুরাগভাবে কৃষ্ণকে আহ্বান করা যায়, এইরূপ ভজন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু চাইতে দিবেন না। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন স্থানে পৌঁছে না। একমাত্র কৃষ্ণকথাই মূল্যবান্।

শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবা করা, তথাপি কৃষ্ণভক্ত বিমুখ সঙ্গ-গ্রহণ করেন না। নবদ্বীপের অপরাধ প্রবণ লোকেরা বৈষ্ণবকে চিনতে পারে না। বৈষ্ণব অচেতনতাগ্রস্ত জীব। যেখানে বৈষ্ণব থাকতে চান, তাঁরা নানাকামী, "তোমাকে কি দিব, আমাকে পূজা দাও" এই তাঁদের বিচার। বিষ্ণুর ইচ্ছায় তাঁরা কি দিতে পারেন। ভগবদিচ্ছা ব্যতীত কিছুই মোক্ষ দিবার সাধ্য নাই। কামনাশূন্য হইলেই বৈষ্ণবের সেবা শ্রেষ্ঠ নাম নামীর দাস হ'বার যোগ্যতা হয়।

———

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ গোবিন্দ দর্শকশিন সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৪৪

আত্মনিবেদন

ভগবানের সেবা ভগবানকে প্রাপ্ত না করা পর্য্যন্ত তাহার আর পরিত্রাণ নাই। আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত করিবার জন্য নানা প্রকার সাধন-ভজন করিতেছি বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আমরা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের ভজন-সাধন ফলপ্রদ হইবে না। ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন না করিয়া—ভগবৎসেবক গুরু-দেবের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে বলি না দিয়া, এক কথায় গুরুপদাশ্রয় না হইয়া যতই সাধন-ভজনের আড়ম্বর করা হউক না কেন, সে সকল চেষ্টা [illegible] পরিশ্রমের ন্যায় পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়।

ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নিঃশেষে আত্মনিবেদন। আত্মা অর্থে দেহ ও দেহী উভয় হয়। আত্মদান অর্থে দেহ দান ও দেহী দান উভয়ই বুঝায়। আত্মনিবেদনের অপর নাম শরণাগতি। আত্মনিবেদন ষড়্বিধ শরণাগতির অন্যতম। নববিধা ভক্তির অন্যতম আত্মনিবেদন। জীবের আত্মসমর্পণের পরে নিজের দেহস্মৃতি আর থাকে না। একমাত্র কৃষ্ণসুখে জীবের সমস্ত সুখ পর্য্যবসান হয়। তখন তিনি মুক্ত—বৃন্দাবন-বাসী। তখন তাঁহার চিত্তবৃত্তি এরূপ—

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন
'মনে বনে' এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

যেখানে আত্মসমর্পণ, সেখানে দাসাভি-মান। যে পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ উপলব্ধিও হয় নাই এবং ভগবানে আত্ম-সমর্পণও হয় নাই জানিতে হইবে। নিবেদিতাত্মা বা শরণাগত জন প্রভুর সকল বিধানকেই কৃপা বলিয়া সানন্দে বরণ করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা—

না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥

হরিভজনে শরণাগতি বা আত্মনিবেদনই প্রথম। শ্রদ্ধা ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শরণা-গতি হয়। শ্রদ্ধাই প্রেমভক্তির প্রথম কথা। শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তিতে অধিকারই হয় না। 'শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমার মঙ্গল নাই। অতএব আমি সেই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইলাম' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি। অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধার অভাবেই বস্তু দর্শন হয় না—ভগবদ্দর্শন, গুরুদর্শন, বৈষ্ণব-দর্শন হয় না। দর্শন হয় না বলিয়া আকর্ষণ হয় না। চেতনের আকর্ষণ হয় না বলিয়া জড়াকর্ষণও ছাড়ে না। যেখানে শরণাপত্তি বা আত্মনিবেদন, সেখানে নমস্কার বা প্রণতি আছেই। নিবেদিতাত্মা বা শরণাগত প্রণত, শরণাগত প্রণত। নিবেদিতাত্মার স্বতন্ত্রতা নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "জীব যদি ভগবানের অধীন এবং ভগবদধীন-জীবনাবলম্বী হইয়া নিঃশেষরূপে স্বকীয় সামর্থ্য পরিত্যাগ করেন। ঈশ্বরের সামর্থ্যাভাবে তাঁহার কোন বস্তুর অভাব হয় না। যে জীব তাঁহার ... সমর্পণে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা শরণ করিয়া থাকেন।" আত্মনিবেদনই সকল সাধনের মুখ্য ভিত্তি স্বরূপ। শাস্ত্রে, আত্মনিবেদন বা আত্মগতি কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ। ... শরণাগতি বা আত্মগতিই ভগবৎসাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়। যাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দ্বারা শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই মুক্তি লাভ করেন। শরণাগত ব্যক্তি বাক্যের দ্বারা 'হে ভগবন্! আমি আপনার আশ্রিত হইলাম', এই উচ্চারণ, মনদ্বারা তাদৃশ চিন্তা এবং শরীর দ্বারা তদীয় স্থান আশ্রয় সহকারে হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করেন।

ভগবৎকৃপাই—ভগবদ্ভক্তিই ভগবানকে দেখায়, জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। ভগবৎকৃপা বা ভগবদ্ভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ হইতেছেন সদ্গুরু। সুতরাং সদ্গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভরতা একই কথা। যেখানে গুরুর প্রতি নির্ভরতা আছে, সাধুকে আপনজন বা ভগবজ্জন বলিয়া উপলব্ধি আছে, সেখানেই ভগবৎকৃপার উপলব্ধি আছে বুঝিতে হইবে। ভগবদ্ভজনে সাধুর কৃপাই মূল। কিন্তু কৃপাপাত্রের জন্য সাধনও করিতে হইবে। তাঁহার শুভদৃষ্টি হইলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। দৈন্য থাকিলেই সাধুর কৃপা পাওয়া যায়। যিনি দীন হীন কাঙ্গাল, তাঁহার প্রতি সাধুর কৃপা হয়। অকিঞ্চনই গুরুকৃপা পায়।

ভগবচ্চরণে একটি শরণাগতির নাম আত্ম-নিবেদন। আত্মনিবেদন শব্দের অর্থ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন, 'দেহসমর্পণ যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে, তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তা বর্জ্জনমিত্যর্থঃ।' যেরূপ বিক্রীত গাভী বা অশ্বের ভরণপালনের জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না, সেইরূপ তাঁহাকে দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার বিষয়ে চিন্তা-ত্যাগই আত্ম-নিবেদন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ লিখিয়াছেন, "আত্মনিবেদনম্ আত্মসমর্পণং দেহ-সমর্পণঞ্চ তচ্চ ভাববিশেষেণ সহিতং রহিতঞ্চ যথা রুক্মিণ্যাদিনাং বৈরোচন্যাদিনাঞ্চ।" প্রেয়সীভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতিতে ও প্রভুভাববর্জ্জিত কেবল আত্ম-নিবেদন দানকালে বলিরাজ প্রভৃতিতে লক্ষিত হয়। জীবপ্রভু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন, দেহ হইতে শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন নামে কথিত হয়। আত্মনিবেদন বলিতে নিজের চেষ্টাশূন্য হইয়া তাঁহারই কার্য্য এবং নিজের সাধন সাধ্য সমস্ত তাঁহাতে ন্যস্ত করাকে বুঝায়। একমাত্র তাঁহারই নিমিত্ত সমস্ত চেষ্টা প্রযুক্ত হইবে। যেমন বিক্রীত গরুর পোষণের জন্য বিক্রেতা আর চেষ্টা করেন না, ক্রেতাই তাহার মঙ্গলবিধানের যত্ন করেন এবং উক্ত গরুও ক্রেতারই কার্য্য করে, পরন্তু বিক্রেতার কোন কার্য্য করে না, সেইরূপ আত্মনিবেদনে দেহী দেহাদি বিক্রয় করিয়া দিয়া আর তাহার যত্নবিধান করেন না, সেগুলি শ্রীভগবানের সেবাতেই সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে এই আত্মনিবেদনই প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—'হে বিভো! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি। সুতরাং আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।' ভক্তিবিবেকে লেখা আছে—বিক্রয়কারী পুরুষ যেরূপ বিক্রীত পশুর পালন-বিষয়ে কোন চিন্তা করে না, সেইরূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।

গুরুর নিকট অভিগমন বা শ্রীগুরুর চরণান্তেই আত্মনিবেদন। যেখানে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অভিগমন বা আত্মনিবেদন নাই, সেখানে সেবাও নাই। আশ্রিতই নিবেদি-তাত্মা। সেইজন্য শাস্ত্র প্রথমেই অভিগমন বা আত্মনিবেদনের কথা বলিয়াছেন। আদৌ শ্রদ্ধা—আদৌ আত্মনিবেদন—আদৌ সদ্গুরুচরণাশ্রয়—আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। আগে অর্পণ তা'র পর ক্রিয়া। আগে গুরুকৃষ্ণের চরণে, তা'রপর তাঁহাদের সেবা। যেখানে আত্মনিবেদন নাই, সেখানে শ্রবণোন্মুখতাও নাই। যেখানে শ্রবণোন্মুখতা নাই সেখানে সেবোন্মুখতাও নাই। নিবেদিতাত্মাই শ্রবণোন্মুখ, শ্রবণোন্মুখই সেবোন্মুখ। শরণাগতই সেবোন্মুখ। ষড়্বিধ শরণাগতিই শ্রদ্ধার লক্ষণ অর্থাৎ যেখানে গুরুকৃষ্ণে শ্রদ্ধা আছে, সেখানে প্রভুসেবার অনুকূল গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জন, প্রভু নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস, গুরুকৃষ্ণকে একমাত্র পালক ও রক্ষক বলিয়া বরণ, আত্মনিবেদন ও কার্পণ্য অর্থাৎ দৈন্য আছেই। শ্রদ্ধার অপর নাম নির্ভরতা। শরণাগতি বা শ্রদ্ধার বিপরীত ভাব নাস্তিকতা বা অশ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ই নিবেদিতাত্মা, শ্রদ্ধাবান্ই দীন। শ্রদ্ধাবান বা সেবোন্মুখই সেবালাভের অধিকারী। যেখানে সেবোন্মুখতা, সেই-খানেই শ্রবণোন্মুখতা আর যেখানে শ্রবণো-ন্মুখতা সেইখানেই সেবোন্মুখতা। দুইটী যুগপৎ থাকিবে। একটীকে বাদ দিয়া আর একটী হয় না। শ্রবণোন্মুখই নিবেদিতাত্মা। সুতরাং শুশ্রূষু না হইলে উপায় নাই। শুশ্রূষা অর্থে শ্রবণেচ্ছা ও সেবাকাঙ্ক্ষা।

আত্মসুখ যাঁহার আছে, তিনি অকিঞ্চন নহেন। আত্মসুখরাগ যাঁহার নাই, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন—বৈষ্ণবের দাস। তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি নাই। অকিঞ্চন সর্ব্বস্ব সমর্পণের জন্য তীব্র আর্ত্তিবিশিষ্ট। আত্মনিবেদনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিলে অকিঞ্চনতা পরিস্ফুট হয়। আত্মসমর্পণের জন্য যিনি প্রস্তুত নহেন, তিনি অকিঞ্চন হইতে পারেন না। অকিঞ্চনের অপর নাম দীন—কাঙ্গাল। 'আমি পতিত অধম, আমার কোন যোগ্যতা বা সামর্থ্য নাই। তুমি পতিতপাবন ও করুণাময়। তোমার করুণাই আমার একমাত্র ভরসা' ইহাই অকিঞ্চনের স্বরূপগত বিচার। অকিঞ্চনতার পূর্ণবিকশিত অবস্থাই শরণাগতি। অকিঞ্চন ব্যতীত অপর কেহ শরণাগতি লাভ করিতে পারে না। দৈন্যই অকিঞ্চনতা। অকিঞ্চন ব্যতীত কেহ নিজের দীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। অকিঞ্চনের প্রভুত্ব করিবার স্পৃহা—ভোগ্যবুদ্ধি বা ভোগদর্শন নাই। আমার কৃষ্ণাধীন কোন বস্তু আছে—এই অভিমান থাকিলে অকিঞ্চনতা থাকে না। অকিঞ্চনই সৎসঙ্গ পায়। জগদ্ভোগের পিপাসা বা ক্ষুধা লইয়া অর্থাৎ সকিঞ্চন থাকিয়া সাধুসঙ্গ করা যায় না। অসৎসঙ্গের প্রতি লোভ থাকিলে সৎসঙ্গ কি করিয়া হইবে? কৃষ্ণৈকশরণাগতই ভক্তের স্বরূপ-লক্ষণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু এই কৃষ্ণৈকশরণতা বা আত্মনিবেদনের মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণের সৌভাগ্য হইলে আমরাও হৃদয়ে আত্মনিবেদনের বল পাইব—গুরুদেবতাত্মা হইতে পারিব।

আত্মনিবেদন করিতে হইলে আত্মবস্তুটী কি এবং যাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে, তাঁহার পরিচয় জানা দরকার। কিঞ্চনতা বা জাগতিক অভিমান থাকিলে ইহা জানা যায় না। তৃণাদপি সুনীচ—'গুরুর আমি'ই গুরুকৃপায় নিজেকে ও প্রভুকে জানিতে পারেন। জড়ৈশ্বর্য্যজাতীয় অভিমান ছাড়িয়া দিলে জীব অকিঞ্চন হইতে পারে। তখন ভগবান্ নিজেই তাঁহার সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয় হন। যখনই ভগবদনুভূতি হয়, তখনই আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত শরণাগতের আর কি কৃত্য আছে? মনোধর্ম্ম প্রবল থাকিলে আত্মসমর্পণ করা যায় না। মনোধর্ম্ম হইতে

অথবা ঐশ্বর্যাদির অভিমান হইতে ছুটী লাভ করিয়া যিনি আত্মসমর্পণের জন্ম প্রস্তুত—'আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন' বলিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভে ব্যাকুল, তিনিই অকিঞ্চন। শ্রীকৃষ্ণ অকিঞ্চনকে বড় ভালবাসেন। তাঁহারা অকিঞ্চনের রূপে সন্তুষ্ট। কাঙ্গাল অকিঞ্চনের রূপের মত রূপ নাই। কাঙ্গাল অকিঞ্চনের প্রতিই তাঁহাদের দয়া হয়। অকিঞ্চন কৃপাভিখারী। 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে' ইহাই শরণাগতের বিচার। নিবেদিতাত্মার হৃদয়ে 'আমি তোমার' এই সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। 'আমি আত্মনিবেদন করিতেছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর' এইরূপ প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয় ভরপুর আছে। তাঁহার হৃদয় দৈন্তে ভরা। আমি অধম হইয়াও নিজেকে অধম বলিয়া বুঝিতে পারি না। এমনই আমার দুরবস্থা! এখন বৈষ্ণবগণ আমাকে কেশ ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করাইতে আকর্ষণ করুন বলিয়া উচ্চরবে তাঁহাদের চরণে শরণগ্রহণ ব্যতীত উপায় দেখি না। তাঁহারা মাদৃশ অযোগ্যকে অমায়ায় কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রত্যাহার

——:*:*:——

ভগবত্তত্ত্ব-বিষয় যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভগবানের বস্তুর নিরসন করিয়াছেন। ভগবান্ কি বস্তু, তাহা জানাইতে গেলে, তিনি কি নহেন তাহাও বলিতে হয়। নিজের ধারণার দ্বারা ভগবান্ বা তত্ত্বস্তুকে জানিতে গিয়া বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে তাঁহাকে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এবং সেই কল্পনার দ্বারা ভগবানের স্বরূপও নিরূপণ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ত্ব-আলোচনায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের বিচার আছে। এই তিন তত্ত্বের বিচারে অনৈক্যের জন্ম জগতে বহু সম্প্রদায় দেখা যায়। কোথাও তিন তত্ত্বের অমিল, আবার কোথাও একটিতে মিল দেখা গেলেও অপরগুলিতে দেখা যায় না। আবার কোথাও কোথাও ঠিক মিল না হইলেও বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। বেদবাহ্য ধর্ম্মের সহিত বেদান্তর্গত ধর্ম্মের কোন মিল না থাকাই সম্ভব। বেদাবহিত পথসমূহের মধ্যে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই চারটিকে শাস্ত্রসম্মত-পথ বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। কর্ম্মী ভগবানকে কর্ম্মফলদাতা এবং নিজেকে কর্ম্মফলভোক্তা বলিয়া জানেন। পুণ্যের দ্বারা [illegible] ক্ষুদ্রসুখ লাভ হইতে পারে, কিন্তু পুণ্যের দ্বারা পাপ বা পাপপ্রবৃত্তি দূর হয় না।

১০ একই সঙ্গে পুণ্য কর তাহারও ফল পাইবে আবার পাপ কর তাহারও ফল পাইবে। দুইটিই পরস্পর নিরপেক্ষ এবং পৃথক্—স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের অধিষ্ঠান আছে। দুইটিই আগন্তুক। কোনটিই নিত্য নহে। জ্ঞানী তত্ত্বস্তু বলিতে ব্রহ্মকে উদ্দেশ করেন এবং নিজকে অবিদ্যাগ্রস্ত ব্রহ্ম বলেন। এই অবিদ্যাই তাঁহাদের মতে অতদ্বস্তু। বৈরাগ্যাদি-দ্বারা অতৎকে নষ্ট করিতে পারিলেই তত্ত্বস্তুর প্রকাশ হইবে। তত্ত্বস্তুর অনুশীলন জ্ঞানীদের নাই। তাহাদের অতন্নিরসন-দ্বারা 'তদ্'বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেলে অনুশীলন-ক্রিয়া লোপ পায়। তাহাদের বিচারে তত্ত্বস্তুর অনুশীলন হইলেই যে অতত্ত্বস্তুর নিরাস হইবে, তাহা নয়।

পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়োপবেশনব্রত গ্রহণ করিয়া সমাগত লক্ষ লক্ষ উগ্রতপা শাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞ মুনিঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি একজন অনর্থ-গ্রস্ত জীব এবং সম্প্রতি ব্রাহ্মণের অবমাননা করায় মহা-অনর্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার আয়ুষ্কাল অতি অল্পই আছে, এখন অনর্থ দূর করিয়া প্রকৃত প্রয়োজন বা ভগবদ্ধর্ম্ম কি করিয়া লাভ হইতে পারে? ঋষিগণ এক এক জন এক এক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু শ্রীশুকদেব আসিয়া যখন প্রশ্নের উত্তর দিলেন, তখন নক্ষত্র-মণ্ডলে চন্দ্রিকার মত তাঁহার আদর হইল। তিনি বলিলেন—ভগবান্ শব্দরূপে জগতে অবতীর্ণ বা নিত্য প্রকট আছেন। এই অনন্ত বা অনর্থময় বিশ্বে তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে সেই তদ্-বস্তুরই আলোচনা করুন, অনর্থ বা মায়া বা অতৎ তখন আপনিই চলিয়া যাইবে। কর্ম্মীর ন্যায় প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া অতন্নিরসন-চেষ্টা করিতে হইবে না, জ্ঞানীর ন্যায় অতৎ-এর আবরণ সরাইয়া তৎ-এর প্রকাশ করিতে হইবে না অথবা যোগীর ন্যায় যমনিয়মাদি-দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি করিয়া প্রয়োজনবস্তু ভগবানের অনুশীলন করিতে হইবে না। হরিকথা আলোচনা জ্ঞানী বা যোগীর ন্যায় একটি সোপানমাত্র নহে। অনর্থনিবৃত্তি হইলে ইহার আর দরকার নাই, তাহা নহে। কর্ম্মী যে পাপ করে, তাহার প্রতিকারকল্পে একটি পুণ্য অনুষ্ঠান করে। পাপের গুরুত্ব অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। হরিকথা-শ্রবণ সেরূপ নহে। শ্রোতা শ্রবণ করিতে করিতে কথারূপী কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করেন, কৃষ্ণ আসিলেই মায়া আপনিই পলাইয়া যায়। মায়া তাড়াইবার জন্ম হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিচার আরও পরিষ্কারভাবে জগৎকে জানাইয়াছেন। সুবুদ্ধি রায় নামে গৌড়ে একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে তাঁহার অধীনস্থ কোন অহিন্দু কর্ম্মচারী শাসনকর্ত্তা হইয়া পূর্ব্ব অপমানের জন্ম তাঁহার জাতি নষ্ট করিলে তিনি বারাণসী যাইয়া পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানিতে চাহিলেন। তাঁহাদের এক এক জন এক এক রকম বলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতের অনৈক্য দেখিয়া সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর নিকট গেলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপদোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লইতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৯২-১৯৩)

"এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে" ইহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, প্রথম যে নাম তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পাপদোষ নষ্ট করিবার জন্মই গৃহীত হইয়াছিল। অনর্থ থাকা-কালে নামের স্ফূর্ত্তি হয় না। যে স্বল্প স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি নিজের পাপ-প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পরে যখন আরও স্ফূর্ত্তি হইল, তখন নিজেকে কেবল পাপ নয়, পুণ্যেরও অতীত জানিলেন। মহাজনগণ বলিয়াছেন—স্বর্গ বা দোষ সকলই অতৎ, সকলই নিজের তৎ-স্বরূপ—কৃষ্ণদাস-স্বরূপ ভুলিবার ফলেই ভগবৎস্বরূপে লাভ হয়। নামের স্ফূর্ত্তিতে অতৎ-এর আবরণ সরিয়া গেলে তিনি নিজেকে দেখেন। পাপপুণ্যাতীত শুদ্ধ জীব আমি, শ্রীনামপ্রভু আমার সেব্য, আমি তাঁহার নিত্য সেবক' ইহাও জানিলেন। কৃষ্ণনাম সূর্য্যের ঈষৎ প্রকাশই নামাভাস। সূর্য্যের উদয়কালে প্রথমে চারিদিক আলোর আভাস দেখা যায়। তাহা দ্বারা যেন অন্ধকার আলোর খানিকটা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ কেহ মনে করে না, তেমনই শ্রীনামও পাপ দূর করিবার জন্ম নামাভাসরূপে প্রতিভাত হন না। সূর্য্যের প্রকাশে অন্ধকারাপগমের ন্যায় নামের স্ফূর্ত্তিতে এই অনিত্যাভিমান আপনিই দূর হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিচারই রূপানুগ-সম্প্রদায়ের বিচার। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর বিচারের সহিত ভক্তির পার্থক্য সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তত্ত্বস্তু-নির্ণয়ে সম্বন্ধ ও প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ে ভক্ত এবং কর্ম্মী ও জ্ঞানীর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এইজন্ম অভিধেয়ে আপাত মিল কোথাও কোথাও দেখা গেলেও বাস্তবপক্ষে সেখানে কোন মিল নাই। কাজেই সেখানে অতদ্বস্তু বা তাহার নিরসনে যে পার্থক্য উপস্থিত হইবে, ইহাতে বলিবার কিছু নাই। ভক্ত স্বীকার করিয়াও বহুস্থলে ভেদ দেখা যায়। শ্রী-সম্প্রদায় প্রভৃতি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে ভেদ না থাকিলেও বৈশিষ্ট্য আছে। তত্ত্ববাদী বা শ্রী-সম্প্রদায় প্রভৃতিতে ভগবদ্দাস্যপর মুক্তি-কামনা আছে, এইজন্ম তাঁহাদের অভিধেয়ে অতন্নিরসনের কিছু আদর দেখা যায়, তাহা অবশ্য মায়াবাদীর অতন্নিরসনের মত নহে। শ্রীরূপানুগসম্প্রদায় ঐরূপ কোন মুক্তিকামনা করেন না। তাঁহাদের অভিধেয় অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনেরই কথা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, অন্য বা অনুকূল-অনুশীলনের ফলে প্রত্যাহার আপনিই হবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণীতে আমরা জানিতে পারি যে, অতদ্বস্তুকে অতদ্ বস্তু বলিয়াই জানিতে হইবে এবং তদ্বস্তুকেও তৎ বলিয়াই জানিতে হইবে। অন্যে যদি কেহ তাহার বিপরীত কথা বলে, তথাপি তাহার নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচলিত হইতে হইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সিদ্ধান্ত জানাইতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন যে, একমাত্র ভক্তিবিনোদানুগসম্প্রদায় ছাড়া যিনি যে কোন প্রকার অনুশীলন করুন না কেন, সকলই অতৎ বা অসৎ। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

ভক্তিবিনোদ-ধারার অনুগামিগণের এই বিচারটীই একমাত্র প্রত্যাহারস্বরূপ। এইটী ভুল হইলে ভক্তিবিনোদধারা হইতে অবশ্যই বিচ্যুত হইতে হইবে। বাহিরের কাঠামো বজায় থাকিলেও তাহার অভিধেয়ে নিশ্চয় দোষ স্পর্শ করিবে।

ভক্তি বা অহৈতুকী সেবা-ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে জাগা দরকার। সেবাই যদি একমাত্র কাম্য হয়, তাহা হইলে সেবা ব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ আপনা হইতেই দূর হইবে।

প্রত্যাহার ও পরানুশীলন যুগপৎ হওয়া চাই। তবে পরানুশীলনে প্রত্যাহার হওয়া দরকার। সদ্গুরুর অনুশীলন করিতে যাহা বাধা-স্বরূপ তাহাকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। [illegible] থাকিলে হইবে না। তত্ত্বস্তুর অনুশীলন [illegible] করিতে হইবে। [illegible] অনুশীলন [illegible] মায়ার, ভোগ্য বস্তুর [illegible] [illegible] কারণ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। [illegible] অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলেও অসৎসঙ্গ হয় না। সেবোন্মুখতা আসিলেই ভোগোন্মুখতা আপনা হইতেই চলিয়া যায়।

ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্ত অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক শ্রীভক্তিবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮০০

সেবক—শ্রী[illegible] দাস [illegible]

শ্রীযোগমায়া-পুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]মঠ

[illegible], পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক — [illegible] ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—[illegible] দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক – শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর নদীয়া

সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ([illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক — শ্রী[illegible] সেবাধিকারী

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

সেবক – শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]-গোপাশ্রমঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

সেবক – শ্রী[illegible] অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

সেবক — শ্রী[illegible] বিদ্যাবন্ধু বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] কামরূপ (আসাম)

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জিঃ [illegible] ইউ, পি

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] পাটনা

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার [illegible] (ইউ পি)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

সেবক - শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক — শ্রী[illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবর্দ্ধন মথুরা

সেবক — শ্রী[illegible] দাস

[illegible]বিহারীমঠ

বর্ষাণ মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোপীবিহারী মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব

সেবক– শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড নিউ দিল্লী

সেবক— শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং, নং বোম্বে ২৬

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী

সেবক— শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

[illegible], পোঃ [illegible], উড়িষ্যা

সেবক— শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন

পোঃ [illegible], [illegible]

সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

[illegible], পোঃ [illegible] মেদিনীপুর

সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক— শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] মানভূম)

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২, ৫১, [illegible] রোড [illegible], লণ্ডন, [illegible]

সেবক — কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] ([illegible]) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক – শ্রী[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—[illegible] শ্রী[illegible] [illegible]

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible]

সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কটক

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধকগণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে গণতান্ত্রিক স্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুায়ন ও তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তাহার সংশোধন সম্যক্ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষক মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসীম পরিশ্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক ও পরে বৈষ্ণব অর্থ গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হ'তে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর; নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৬॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্‌ এ, বি-এল্‌, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্‌)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৯-৩৬	৬-২১	৭ ১৪	১১ ৬	১৩-১০	১৬-৫৬	১৭-৫০	২২ ০
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১০-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪ ৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬ ২৮	৮-৬	৯ ৪৭	১৭-৩৩	১৫ ২	১৮-৫৯	১৯-৪০	১-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১০-৫৪	১৫ ৪১	১৯ ১৪	২০-১৫	১-০১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম” ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
” ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮।
(বদল) ছাঃ ১৩-৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১ ৪	১৪-২২	১৬ ৬	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৭	১৯-১১

” ছাঃ	৭-১০	৮ ৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫০	১৯-২২	২০-৪৬	৬-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৫	১২ ২৭	১৫ ৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	১৯-৪০	২৩-১৫	৬-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭, ষাণ্মাসিক ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিপুরাধামে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী প্রচারক গোস্বামীর মুখ্যশ্রেষ্ঠ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া দেশ বিদেশের সমাগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ সিদ্ধান্তসমুদ্রে অবগাহন করিয়া তদনুকূল সিদ্ধান্তবাণী শুদ্ধভক্তি গৌরকৃষ্ণভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের নিজজনস্মৃতির অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্য সেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে দেশের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

৭১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। ইহার কাটতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C.1544

পত্রপ্রবন্ধাবলী
—:০:—
শ্রীল প্রভুপাদের রচিত বিভিন্ন পত্রাবলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত 'গৌরব' ভাবাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা আট আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
নমুনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—আটী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ২৭শে ফাল্গুন ১৩৪৭ ১১ই মার্চ্চ ১৯৪১ মঙ্গলবার [৪র্থ সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::০::—

জার্ম্মাণ গুপ্তচরদের ফাঁসি

গত ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেটবৃটেনে দু'জন জার্ম্মাণ গুপ্তচর ধরা প'ড়েছে। পন্টেনভিল কারাগারে তা'দের ফাঁসি দেওয়া হ'য়েছে। এবারের যুদ্ধে এই প্রথম বিদেশী গুপ্তচর ধরা পড়্‌ল, গত মহাযুদ্ধের সময়ে গ্রেট বৃটেনে ৩০ জন গুপ্তচর ধরা প'ড়েছিল। তা'দের ১২ জনকে গুলী ক'রে হত্যা করা হয় এবং তিন জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আর একজন আত্মহত্যা করে ফাঁসির হাত এড়িয়েছিল, এদের মধ্যে কার্ল লোডীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টাওয়ার অব্ লণ্ডনে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। নাম করা গুপ্তচরদের মধ্যে কার্ল মুলারই প্রথম ধরা পড়ে। সে আগে জার্ম্মাণ নৌবাহিনীর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিল। তা'কে যখন বধ্যভূমিতে নেওয়া হল, তখন যারা গুলী করতে উপস্থিত ছিল সবারই সঙ্গে সে করমর্দ্দন ক'রেছিল।

সেবারে কয়েকজন মেয়ে গোয়েন্দাকেও গ্রেপ্তার করা হ'য়েছিল। তাদের কাউকেই হত্যা করা হয়নি, জেলে আটক রাখা হ'য়েছে, কিন্তু সেবারে ফ্রান্সে ধরা পড়লে মেয়ে গুপ্তচরদের ফাঁসিতে ঝুলতে হ'য়েছে। ফ্রান্সে যুদ্ধ এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মেয়ে গোয়েন্দা মাতাহারীর নাম খুব প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে। মাতাহারীর কাহিনীকে অবলম্বন করে যে সবাক চিত্র তৈয়ারী হ'য়েছে, তা বোধহয় আপনাদের অনেকেই দেখে থাকবেন।

লণ্ডনে থালা বাসনের ছত্র

সম্প্রতি লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল—অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় কতকগুলি গৃহস্থালীর তৈজসপত্রের ডিপো খুলেছেন। ডিপোগুলিতে থালা, বাসন, ছুরি, কাটা, চামচ, ডেগ্‌চি হাঁড়ি প্রভৃতি অন্যান্য রান্নাবান্নার সরঞ্জাম মজুদ রাখা হয়। যা'দের বাড়ীঘর জার্ম্মাণ বোমায় নষ্ট হ'য়েছে তাদের জন্য এই সকল বিশ্রামকেন্দ্র ও হোটেল আছে। তারা এই মিউনিসিপ্যালিটির ডিপোতে এ সব জিনিষ পে'তে পারে। শুধু বাসনপত্রই নয়, ডিপোগুলিতে বিছানা, কাপড়চোপড়, রান্নার চুলো এবং ডাক্তারী ঔষধপত্রও রাখা হয়। হঠাৎ যদি কোন রাত্রে খুব জোর বোমাবর্ষণের ফলে অনেক বাড়ী-ঘর চুরমার হয় তখন সেখানকার গৃহহীন, অন্নহীন বুভুক্ষুদের জন্য বিশ্রামকেন্দ্র ও হোটেলগুলিতে অনেক বেশী জিনিষপত্রের দরকার হয়। সময় সময় আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বেশী হ'লে আলাদা ক'রে নূতন বিশ্রামকেন্দ্র খুল্‌তে হয়। এই ডিপোগুলি থেকেই তখন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়া যায়। কাজেই বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও লণ্ডনের পক্ষে এ ডিপোগুলি একরূপ সহজেই অবস্থান করতে পারবেন।

—

নূতন টিউব ট্রেণ

যুদ্ধের গোড়াতে লণ্ডনের (ট্রান্সপোর্ট বোর্ড) যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সমিতি স্থির করেন যে বিমান আক্রমণের সময়ে টেম্‌স্ নদীর নিচেকার টিউব রেলওয়ের ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখবেন। কারণ নদীর তলায় সুড়ঙ্গের ছাদ যদি কোন জায়গায় বোমাবর্ষণে ফেটে যায় তবে নদীর জল ঢুকে সমস্ত ভাসিয়ে দেবে। সে আশঙ্কা ক'রে কর্ত্তৃপক্ষ নদীর নীচে দু'দিকে ভারি লোহার মস্ত মস্ত দুটো ফ্লাডগেট (জল আটকাবার দরজা) তৈরী ক'রেছিলেন, যেন বিমান আক্রমণ সঙ্কেত পেলেই দরজা দু'টো বন্ধ করে সুড়ঙ্গের মুখ আটক দেওয়া যায়। কিন্তু আজকাল বিমান আক্রমণের সময়েও যা'তে নদীর তলা দিয়ে গাড়ী চলাচল একেবারে বন্ধ না হয়, সে ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। সম্প্রতি এ লাইনের জন্য কতগুলি নূতন ধরণের গাড়ী প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। গাড়ীগুলিকে খানিকটা নীল আর খানিকটা রূপালী রং করা হ'য়েছে। ষ্টেশনে আসলে গাড়ীর দরজাগুলি আপনি খুলে যায় এবং আবার চল্‌তে সুরু করলেই দরজাগুলি আপনা থেকেই বন্ধ হ'য়ে যায়। গাড়ীর দু'পাশে লাইন ক'রে মুখোমুখী বসবার জায়গা—গাড়ীর মেঝে থেকে একটু উঁচুতে। কাজেই ভীড়ের মধ্যে যখন দাঁড়িয়ে যেতে হয়, তখন অন্যান্যকে উপবিষ্ট কোন ভদ্রব্যক্তির চরণযুগল মাড়িয়ে দিয়ে 'সরি' (দুঃখিত) হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

—

এরিত্রিয়ায় ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্ব

এরিত্রিয়া সীমান্তের কাসালা হইতে ইতালীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ঐ যুদ্ধের যে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, ব্রিটিশদের প্রধানতঃ দুইটি বাহিনী এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। একজন ভারতীয় কমিশণ্ড অফিসার গোগ্‌লি নামক স্থানে শত্রুপক্ষের গোলাগুলির মধ্য দিয়া তাহার বাহিনীকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যান এবং একটি চড়াই গিরিসঙ্কট অধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু শত্রুপক্ষের উপর্য্যুপরি আক্রমণে অবশেষে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু শত্রুপক্ষের গোলাতে আহত হইলেও দলের সৈন্যদের তিনি নিরাপদ স্থানে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে একজন ভারতীয় ষ্ট্রেচারবাহক একটি আহত সিপাহীকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া আসবার সময় চতুর্দ্দিকেই শত্রুকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছিল। কিন্তু সে বিশেষ তৎপরতা সহকারে সিপাহীর বন্দুক তুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় এবং আহত সিপাহীকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। আর একজন ভারতীয় গোলন্দাজ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেও সে নির্ভীকভাবে তাহাদের উপর মেসিনগান চালাইতে থাকে। অতঃপর শত্রুপক্ষের একটা বোমার আঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। শত্রুপক্ষ বিতাড়িত হইলে দেখা গেল, মেসিনগানের "ট্রিগারের" (ঘোড়া) উপর তাহার আঙ্গুল স্থির হইয়া রহিয়াছে।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট [illegible] আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] মহোদয়ের গৌড়ীয়বেদান্ত এবং গবেষক লেখনীর অমূল্য [illegible] কাব্য একাধারে দর্শন [illegible] ভক্ত ও ভগবানের লীলাচিত্র [illegible] [illegible] অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানবজাতির [illegible] [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] অধ্যায়ে সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও প্রকাশক কর্ত্তৃক [illegible] (Preface) বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য [illegible] [illegible] সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ 'তত্ত্বদীপিকা' টীকা [illegible] বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য এবং মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট [illegible] নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৬৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ১৲, তৃতীয় খণ্ড ৷৵০ ৪র্থ খণ্ড ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। ভজনরহস্য (দ্বিতীয় সংস্করণ) ০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রবন্ধ আলম্বন ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (অন্বয়ে টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। [illegible] মাধবপন্থা ৷০
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা পদ্মোত্তর (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসারঃ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৷০)
৩০। শ্রীল-দিগ্‌দর্শন ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা ।১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমার্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ।১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ৷॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।১০
৪৫। নবদ্বীপশতক ।১০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ।১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ।১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ।১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১৯
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভাগবতার্ক ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। সাধুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৯। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অর্গ্যানাইজেশন ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইকো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড অ্যানম্যালজেড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ৷০
৮৫। সাধনপথ ৷০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ।১০
৮৭। গীতাবলী ।১০
৮৮। শরণাগতি /০
৮৯। প্রার্থনাপ্রেমবাণী ৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীভক্তিসাহিত্যে শ্রীভক্তি-বিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৺০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব স্তোত্রাদি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৺০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৭ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৭শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১১ই মার্চ্চ ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে আত্ম-নিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্ত-গুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্ত-গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্ম-প্রসাদ লাভ অসম্ভব। অক্ষজবস্তুর সেবায় মনেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

সর্ব্বতোভাবে কেহ যদি হরিকীর্ত্তন করেন, তবেই তাঁ'র হরিস্মরণ হয়, তা' হ'লেই তিনি অমানী-মানদ, তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পারেন। "তৃণাদপি" শ্লোকে 'সদা' শব্দের অর্থ—কাম-ক্রোধাদির অবসর না দিয়ে অবিক্ষেপে হরিকীর্ত্তন। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্ভরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণাদপি সুনীচত্ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব-মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানা অভিশাপ উপস্থিত হ'বে। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কি ভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে, কি ভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হ'বে, এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্তরত্নও হারিয়ে ফেলতে হয়।

'আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে হরিকীর্ত্তন করি, ২৪ ঘণ্টাই হরি-কীর্ত্তন করি'—এরূপ বিচার কেবলা ভক্তি পথের পথিকের। কেবলা ভক্তির পথে কীর্ত্তন ছাড়া কোনও অবান্তর সাধনের সাহায্য বা মিশণ স্বীকৃত হয় না। কারণ কীর্ত্তন একমাত্র নিরপেক্ষ অব্যর্থ অস্ত্র। প্রথমে কাণ দিয়ে শুনতে হয়। পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা দর্শন হয়।

হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা দরকার। হরিকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি নিহিত র'য়েছে—সর্ব্বপ্রয়োজন শিরোমণি অনুস্যূত আছে। অবিমিশ্রভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারা হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ কর্লে তাঁ'র শতকরা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাময় যদি সুষ্ঠুভাবে দেখ্‌বার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা কর্‌তে পারি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন—জল, সেবনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মা-শ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য।

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এ জন্ম সব চেয়ে দুর্লভ—শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। ধীর যিনি, প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য বিষয়কর্ম্ম সব ছেড়ে' দি'য়, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণলাভের চেষ্টা করেন। চরম মঙ্গললাভ কর্‌তে হ'লে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় কর্‌তে হ'বে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

যাঁহারা আমাদিগকে সুস্থ দেখিতে চান, তাঁহাদের মধ্যে গুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমাদিগকে মিছরী সেবন করান। অন্য লোক অন্য কিছু দিতে পারে, তাঁহারা মিছরী ব্যতীত অন্য কিছু দেন না। তাঁহারা জোর করিয়া মিছরী সেবন করান এবং সেটা আরক গোলাপের মাখান নয়, তাহা শুধু রোগের বীজ নষ্ট করিবে না, পরন্তু স্বাদ লাগিবে। সন্তান অথবা মাতা, যিনি কেবলমাত্র আরোগ্য চান না পরন্তু আরোগ্য লাভ করাইয়া তাহার সহিত স্নেহের সম্বন্ধ রাখিয়া সুখী করিতে চান, সেই মাতার দেওয়া মিছরী purge করাইয়া মিছরীর প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করাইতে থাকিবে। বর্ত্তমানে যে চারিটী অনর্থ আছে, তাহা আবার চারিপ্রকারে প্রত্যেকটী বিভক্ত। রুচির বিরুদ্ধ এই ষোল প্রকার দোষ। ইহা যতই যাইবে, ততই সম্বিদা-পদ্ম মিছরী ভাল লাগিবে, নাম-রূপ-গুণ লীলা-পরিকরযুক্ত নাম ততই ভাল লাগিবে—অনর্থ যত যাইবে, ততই অর্থের উপলব্ধি হইবে—অর্থের আদর হইবে—চিদ্বিলাসের প্রতি রুচি হইবে।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।" "কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে"।, "এই মত সংসার ভ্রমিতে কেহ তরে" প্রভৃতি বাক্যে ভাগ্য বা সুকৃতির কথা পাওয়া যায়। কৃষ্ণের গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে, ইহারই নাম ভাগ্য। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত আমাদের উপায় নাই। কাহার উপর কৃপা বর্ষিত হইতেছে, কি করিয়া বুঝা যায়? তাঁহার ক্রিয়ার দ্বারাই বুঝা যায়। যাঁহার উপর কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে, তিনি অকিঞ্চন অতি গোপনে প্রচুর অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া প্রভুপাদের নিকট হরিনামের রুচির জন্য আবেদন জানাইবেন। হরিনামের মধ্যেই গুরুদেব আছেন। নামকারী নাম হইতে পৃথক্ নহেন, যে স্থানে নাম আছেন, সে স্থানে নামকারী গুরুদেব থাকেন। যে স্থানে সাক্ষাৎ দর্শন হয় না, সে স্থানেই বিরহ। আবার নামরূপে অবতীর্ণ গুরুকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি না হওয়া অর্থাৎ জিহ্বায় নামের উদয় না হওয়াও বিরহ। কপট কৃত্রিম দুঃখ করিলে হইবে না, শ্রীনামের কৃপালাভের জন্য সত্য সত্যই অকপট হওয়া চাই।

শ্রদ্ধা বলিতে শাস্ত্রে বিশ্বাস। সাধু হইতে-ছেন শাস্ত্রের মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁহার লক্ষণ—তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সেবা করেন। সেই সাধুতে একটা আস্থা হওয়া দরকার—তাঁহার নিকট নিজেকে বলি দেওয়া—সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া দরকার। তাঁহার হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। আমার যা' কিছু ভজনের বাধাবিঘ্ন আছে, সে সকল তিনিই দূর করিয়া দিবেন। আবার নিজেরও প্রবল যত্ন ও চেষ্টা থাকিবে যে, কোথায় আমার কোন্ গলদ আছে। সাধুর কৃপায় সেই সকল গলদ্ দূর করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। তাহাতে আমার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক যাহা কিছু ক্লেশ বরণ করিতে হয় হউক। এইরূপ নিত্যানন্দের কৃপায় ও নিজের সদাগ্রহ-ক্রমে অনর্থ দূরীভূত হইলে নিষ্ঠা হইবে। অনর্থ দূরীভূত হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নিরন্তর হয়। নিরন্তর ভজনফলে শ্রীনামে ও ভজনে একটা রুচি হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ গোবিন্দ ৪৪৫ শকাব্দা, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

সাধনভক্তির চৌষট্টি প্রকার অঙ্গের মধ্যে পরিক্রমা একটী অঙ্গ বলিয়া কথিত। যে স্থানের চারিদিক ভ্রমণ করা যায়, তাহার প্রতি স্বভাবতঃই একটা আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অনিত্য গৃহের চারিদিকে পরিক্রমা করিলে অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়, আর ভগবদ্ধাম পরিক্রমা করিলে তাঁহাতে আসক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন, যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শ্রীধামপরিক্রমা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আর কর্ম্মবিমুখ হইয়া সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না।

শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রী, ভূ ও লীলা—এই ত্রিবিধ শক্তি। লীলাশক্তি শ্রীধামরূপে বদ্ধ জীবকুলকে কৃপা করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদি নববিধা ভক্তিদীপ স্থানই নবদ্বীপধাম। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনের স্থান। এস্থানে গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের জন্য কায়, মন, প্রাণ, বাক্য—সব নিবেদন করিয়া, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার অনুগমনে শ্রীধামপরিক্রমা করিতে হয়। এইরূপ সেবোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি শ্রীধাম কৃপাপূর্ব্বক নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কেহ স্বতন্ত্রভাবে ও স্বীয় চেষ্টার দ্বারা জড় চক্ষে ও জড় মনে কখনও শ্রীধামের স্বরূপ মহিমা দেখিতে কিম্বা জানিতে পারে না। প্রথমে অন্তর্দ্বীপে আত্মনিবেদন না হইলে শ্রবণ হয় না। দ্বিতীয় সীমন্তদ্বীপে শ্রবণ না করিলে গোদ্রুমদ্বীপে কীর্ত্তন হয় না। কলিকালে অন্যান্য ভক্তি কর্ত্তব্য হইলেও কীর্ত্তনমুখে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে শীঘ্র ফলোদয় হয়। কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ হয় না। ভোগোন্মুখ মন যাহা কিছু চিন্তা করে, তাহা জড়চিন্তা। সেবোন্মুখ হৃদ মনে স্বতঃই অপ্রাকৃত চিন্ময়-লীলা স্ফূর্ত্তি হয়, বাহ্য কৃত্রিমচেষ্টা দ্বারা স্মরণ করিতে হয় না। সাধুসঙ্গ বিনা কখনও জড় চক্ষু দ্বারা শ্রীধাম-দর্শন হয় না। শ্রীধামের কৃপাতেই শ্রীধামদর্শন হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগমনে এই নয়টী দ্বীপ অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিলে জীবের আর জন্ম-জরা-মৃত্যু-পরিব্যাধি অশেষ দুঃখময় সংসারক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যাঁহারা অকপটচিত্তে শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর কৃপাকাঙ্ক্ষী হইয়া শ্রীধাম পরিক্রমা শ্রীগৌরসুন্দরের সুখের জন্য গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীধাম-পরিক্রমা করেন, তাঁহারা নিত্যধামে নিত্য সেবানন্দ লাভ করিয়া পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়া ধন্য হন। শ্রীধামের ৫৬ প্রকার অপরাধ। শ্রীমণ্ডল পরিক্রমা, শ্রীব্রজ-বৃন্দাবন পরিক্রমা, শ্রীধাম মায়াপুর গমন ও শ্রীমায়াপুরবাস এবং নবধা ভক্তির অঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান। ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত হইয়া অপরাধের উপশমন করিয়া থাকেন।

ভোগোন্মুখী বুদ্ধি লইয়া শ্রীধাম পরিক্রমা, শ্রীধামবাস বা শ্রীধামসেবা হয় না। সুতরাং ভোগোন্মুখ বুদ্ধি নিজ আবাস, আরাম ও ইন্দ্রিয় পরিতোষ পূর্ব্বক সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীধামের শ্রী-দর্শন হয় না। কারণ স্বরূপ না জানিলে অনর্থযুক্ত অবস্থায় এরূপ দর্শন করিলেও শ্রীধামের স্বরূপ জানা যায় না। তথন শ্রীধাম চিন্ময় স্বরূপ দর্শন হয় না। জড়চক্ষুর দ্বারা এই মায়িক দেশীয় ও ত্রিগুণ মায়াত্মক জড়জগৎ দর্শন হয়।

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপগোপীসঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥
(চৈঃ চঃ)

আত্মচক্ষে বা ভক্তিচক্ষে চিন্ময় দর্শন হয়। শ্রীবৈকুণ্ঠ ও ব্রজমণ্ডল ত্রিগুণাতীত। সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। চৌরাশী ক্রোশ যেরূপ ব্রজমণ্ডল, ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ সেইরূপ গৌড়মণ্ডল। এই চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে যেমন দ্বাদশক্রোশ বৃন্দাবন ধাম, তদ্রূপ চৌরাশী ক্রোশ গৌড়মণ্ডলের মধ্যে ষোলক্রোশ পরিমিত স্থান নবদ্বীপ ধাম।

এবার শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে প্রায় দেড় সহস্র লোক শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা করিয়াছেন। পরিক্রমাকারিগণ সংকীর্ত্তনমুখে গত ১৯শে ফাল্গুন অন্তর্দ্বীপ, ২০শে ফাল্গুন সীমন্তদ্বীপ, ২১শে ফাল্গুন গোদ্রুমদ্বীপ, ২২শে ফাল্গুন মধ্যদ্বীপ, ২৩শে ফাল্গুন কোলদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ এবং ২৪শে ফাল্গুন জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীধাম পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এবার পরিক্রমাকারিগণ প্রত্যহই বিভিন্ন দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পরিক্রমার সময় সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণই পাঠ ও বক্তৃতামুখে নিরন্তর হরি-কথা-কীর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীধাম-পরিক্রমায় প্রায় একসঙ্গে শ্রীধামসেবা, সাধুসঙ্গ, সাধুগুরু সেবা ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি যাজনের এমন অপূর্ব্ব সুযোগ দেখা যায় না। এই ভুবনমঙ্গল শ্রীধাম পরিক্রমায় সুব্যবস্থা করিয়া গুরুবর্গ মাদৃশ বদ্ধজীবের প্রতি যে কি অপার করুণা করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদের এই পরম মঙ্গলময়ী করুণা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আমাদের হউক, তাহা হইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

— — —

যৎকিঞ্চিৎ

বদ্ধজীব আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে যাতায়াত করি। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই সাতটী হরিবিমুখ ঊর্দ্ধলোক আর অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সাতটী হরিবিমুখ নিম্নলোক। হরিবিমুখ জীবগণ এখানে বাস করে। আমরা ভূলোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বাস করি। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিবিধ লোক সকাম পুণ্যকামী গৃহমেধিগণের ভোগস্থান। আর মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই চারিটী লোক অভ্যুদয় ব্যক্তিগণের প্রাপ্য স্থান। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তের অবস্থান নাই। ভগবদ্ভক্তগণ নিষ্কপট ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। ভক্তগণ ধামবাসী। পরব্যোমে যে যে ধাম আছে, সেই সেই ধামই এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হইয়া সংসারবর্গে যখন পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চ-সম্পর্কযুক্ত হইয়া গোলোক পৃথিবীতে অবস্থান করেন। যাহাদের চিত্ত সেবোন্মুখ নহে, তাহারা প্রপঞ্চে অবস্থিত শ্রীধামের অলোকত্ব অনুভব করিতে পারে না। মুক্তজীবগণ ভক্তিচক্ষে শ্রীধামদর্শন ও শ্রীধামের সেবা করিয়া থাকেন। মুক্তজীবের ভোগদর্শন নাই। মুক্তজীব জড় জগৎ দর্শন করেন কিন্তু সঙ্গ নাই, মুক্তের সহিত মায়ার সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। এইরূপ মুক্তের সঙ্গই আমাদের কাম্য। নতুবা শ্রীধামদর্শন বা হরিদর্শন হইবে না। ভোগবুদ্ধিতে যে কোন বস্তুর সঙ্গই যোষিৎসঙ্গ। যাহারা নিজে যোষিতের সঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার অভিলাষ পোষণ করে। তাহাকে যোষিৎসঙ্গ বলে, তাহাদের সঙ্গই অসৎসঙ্গ। জগতে যদি এই প্রকার লোক অধিক সংখ্যক থাকে, এমন কি, শতকরা প্রায় শতজনই থাকে, তথাপি তাহাদের সঙ্গ হইতে কৌশলে স্বতন্ত্র ও সতর্ক থাকিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য অপ্রাকৃত শ্রীহরির সেবোন্মুখ ও হরিকথার প্রচারময় জীবনযাপনরূপ সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন আপোষ নাই। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্তিকতাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব।

আমাদের একটী কথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, হরিকথা-প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক এবং সেই আচার শাস্ত্রীয় সদাচার হওয়া উচিত। কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তি-অনুষ্ঠান করিলেই যে ভক্তশ্রেষ্ঠ হন, এরূপ নয়। অনন্ত-শক্তিমান্ যাঁহার অনন্তশ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর সেবা বিধান করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে যে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি তদনুরূপ পক্ষপাতে সেই প্রকার দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে তিনি যান না বা বসেন না। লোকাপেক্ষায় তাঁহারা কখনও ভক্তির বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। কৃষ্ণৈকান্তি পক্ষাবলম্বী শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। তবে প্রাকৃত নিরপেক্ষতা শুদ্ধভক্তের নাই। সর্ব্বদা শরণাগতিময় জীবনই শুদ্ধভক্তির স্বরূপ। শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইয়া তাঁহাদের সেবা করাই শুদ্ধভক্তের লক্ষণ। শ্রীগুরুবৈষ্ণব এরূপ শরণাগত শিষ্যকে কখনও কপটরূপা দ্বারা বঞ্চিত করেন না। ধন, শাস্ত্র, পুত্রাদির আরোগ্যপ্রাপ্তি বা স্বর্গসুখাদি-লাভ এসব মায়ার কপটকৃপা। এই কপটকৃপা দ্বারা জীবের সংসারভ্রমণ হয়। এই কপটকৃপা বা মায়ার দয়াই বঞ্চনা। বঞ্চনা। আমরা স্বভাবতঃই জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক এরূপ কপটকৃপা বা বঞ্চনার প্রতিই রুচিবিশিষ্ট, এমনই আমাদের দুর্দ্দৈব।

এই পৃথিবী ভূর্লোক। ভুবর্লোকে গ্রহ ও উপগ্রহসকল আছে। ভুবর্লোক ভূর্লোককে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ভুবর্লোকের পর স্বর্লোক বা স্বর্গলোক। এই স্বর্গে দেবতাগণ বাস করেন। ইহা মহাভোগসুখের স্থান। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্ম করিলে এই স্থান পাওয়া যায়। এই দিব্য স্বর্গ অদিতিনন্দন শ্রীবিষ্ণু উপেন্দ্রই সকলের পূজিত ভগবান্। শ্রীউপেন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াও ইন্দ্রের দ্বারা পূজিত হন। এখানে নন্দন-বন, পারিজাত ও রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি কামিনীগণ আছেন। বিষ্ণুর আজ্ঞাপ্রভাবে ও দেবগুরু বৃহস্পতির প্রেরণানুসারে দেবতাগণের দ্বারাই ইন্দ্র দেবরাজপদে অধিষ্ঠিত হন। কিছুদিন ইন্দ্রত্ব করিবার পর ইন্দ্রের পতন ঘটে। শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের স্বর্গে আগমনের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কোন কোন সময় ইন্দ্র বলপূর্ব্বক মুনিপত্নীগণের সতীত্ব হরণ করিয়া শাপভয়ে ও লজ্জায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"দেবতার জন্ম থেকেও মনুষ্যজন্ম ভাল; দেবতারা এত সুখস্বচ্ছন্দে থাকেন যে, ভবিষ্যতে যে

তাঁ'দের, জন্ম দুঃখভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে র'য়েছে, তা' তাঁ'রা বিশেষ চিন্তা করতে পারেন না। সাময়িক সুখের নেশায়ই তাঁ'রা মগ্ন থাকেন। দেবতা ত' কিছু সময়ের জন্য। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"।

মহর্লোক স্বর্গের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। স্বর্গপ্রাপক পুণ্যকর্ম্ম হইতেও মহত্তর ও বৃহত্তর যাগযোগাদি কর্ম্মের দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মরাত্রি অর্থাৎ কল্পাবসানে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক এই ত্রিলোকের প্রলয় হইলেও মহর্লোক নষ্ট হয় না। এখানে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞ বিস্তার করিয়া প্রাজাপত্যপদে অধিষ্ঠিত আছেন। সাম্রাজ্যসুখ হইতে ইন্দ্রপদে কোটীগুণ সুখ, আবার ইন্দ্রপদ হইতে প্রাজাপত্যপদে কোটীগুণ সুখ আছে। এখানে ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বররূপে বিরাজিত আছেন। এখানে প্রতি গৃহেই যজ্ঞকুণ্ড জ্বলিতেছে। এখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ অবস্থান করিতে পারেন না। এই মহর্লোকেও মধ্যে মধ্যে মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয়। সহস্র চতুর্যুগপ্রমাণ এক ব্রহ্মদিনের অন্তে ত্রিলোক দগ্ধ হয়। সেই তাপে ত্রিলোকের সন্নিহিত ও উপরিস্থিত মহর্লোকও তাপিত হয়। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান করেন।

মহর্লোক ও জনলোক প্রায়ই অভিন্ন, সামান্য কিছু বিশেষত্ব আছে। জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান থামিয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মরাত্রি উপস্থিত হইলে ভগবানের সহিত ব্রহ্মা একার্ণবে শয়ন করেন। তখন জনলোকে যজ্ঞ নিবারিত হয়। সেই সময়টী রাত্রি বলিয়া গণিত। যজ্ঞেশ্বরের অদর্শনে তখন হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, তাহা ত্রিলোক-দাহক তাপ হইতেও উৎকট ও কষ্টকর।

জনলোকের ঊর্দ্ধে তপোলোক অবস্থিত। একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-বলে এই লোক লাভ হয়। এখানে ঊর্দ্ধরেতাগণই বাস করেন। সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন এখানে অবস্থান করিতেছেন। ধ্যান ও সমাধি ব্যতীত এই স্থান লাভ হয় না। প্রাজাপত্য-সুখ হইতে এখানে কোটীগুণ সুখ আছে। অণিমাদি সুখ এখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া আত্মারামগণের সেবা করিতেছে। এখানে অহঙ্কারবুদ্ধির অধিষ্ঠান নাই, চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব মুনিগণের দ্বারা মানসধ্যানের বিষয় হইয়া রহিয়াছেন। তপোলোকের অধিষ্ঠাতা নরসখ-নারায়ণ (নরনারায়ণ) পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে গন্ধমাদনপর্ব্বতে শ্রীবিগ্রহরূপে বাস করিতেছেন।

সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডসীমার সর্ব্বশেষভাগে অবস্থিত। ইহা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক। শত-জন্মকৃত শুদ্ধ সাত্ত্বত স্বধর্ম্মের দ্বারা এই লোক লাভ করা যায়। এখানে শোক, সন্তাপ ও দুঃখ নাই, সর্ব্বত্রই পরমবিভূতি ও আনন্দ পরিব্যাপ্ত। এখানে ভগবানের তাঁহার একটী বৈকুণ্ঠলোক—যথায় তিনি সহস্রশীর্ষ পুরুষরূপে প্রকটিত থাকেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শেষনাগের শয্যায় লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত হইয়া বাস করিতেছেন। তথায় গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন। তপোলোক অপেক্ষা এখানে সুখ সর্ব্বতোভাবে অধিক। এখানেও দৈত্যভয় আছে। দৈত্যের ভয়ে ব্রহ্মা পলায়ন করেন, তখন ভগবান দৈত্যকে বধ করিয়া অপর কোন যোগ্য পুরুষকে ব্রহ্মার পদে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মাকেও চিন্তাতুর হইতে হয়। ব্রহ্মার আয়ুঃ দ্বিপরার্দ্ধকাল হইলেও তাঁহাকে কালভয়ে ভীত হইতে হয়।

যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেইখানেই ভয়। ভক্তগণের দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই, তাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহাদের ভয় নাই। এ জগতের ঊর্দ্ধলোকই বলুন, অধঃলোকই বলুন, সবই মায়াকারাগার, সবই অনিত্য। ভক্তগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিভিন্ন লোকে বাস করিলেও তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড-বাসী নহেন। তাঁহাদের দেবমনুষ্যাদির ন্যায় জন্মমৃত্যু নাই। এই ভক্তসঙ্গই সকল মঙ্গলের আকর।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় এই সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার সুযোগ লাভ হয়। দেবতাই বলুন, মনুষ্যই বলুন, পশুপক্ষী-কীট পতঙ্গই বলুন, এখানে সকলেই কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে বিষয় ভোগ করিতেছে। ভক্তিগন্ধ ইহাদের হৃদয়ে নাই। সুতরাং ইহারা সকলেই ভবরোগী। সেইজন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মাণ্ডবাস আমাদের প্রার্থনীয় নহে। এখানে জড়ানন্দ ছাড়া অন্য কিছু নাই। কিন্তু বৈকুণ্ঠানন্দ বা সেবানন্দ জড়ানন্দ ত' দূরের কথা, ব্রহ্মানন্দকেও ধিক্কার দেয়। সেই সেবানন্দই আমাদের লোভনীয় হউক।

শত কর্ম্ম শত যাগ দিলে ভগবান্ আমাদিগকে উদ্ধার করিবেনই। ভগবানকে ষোল আনা না দিয়া যদি আমাদের প্রভু হইয়া সেবা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাদের দিব্যজ্ঞান বা সদ্গুরু চরণাশ্রয় হয় নাই জানিতে হইবে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির ভজনের সাহায্য করেন, তাঁহাদের সেবা করেন, তাঁহাদেরই জীবন সার্থক।

গর্ভস্থজীবের তিন প্রকার অবস্থা দেখা যায়। একপ্রকার জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মরণ করিয়া থাকে। অন্যপ্রকার জীবগণ সাংখ্য-যোগাদির অভ্যাস করেন এবং অপর জীবগণ পরম্পরাক্রমে অনুশীলন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভজন অতি সৌভাগ্যবান্ জীবেরই হইয়া থাকে। যে সকল জীব একান্ত ভগবদ্বিস্মৃতি ও অত্যন্ত সংসারদশা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মমাত্র স্মরণ হয়, গর্ভবাসকালে তাহাদের ভগবজ্জ্ঞান হয় না।

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীধামসুধাকরের নিষ্কিঞ্চন ও নিত্যসঙ্গী পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপান্তর্গত কোলদ্বীপস্থ তাঁহার ভজনকুটীর কিছুদিন আত্মগোপনপূর্ব্বক মাদৃশ পতিত জীবগণকে অযাচিত কৃপা করিয়াছেন। জীবের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া। তাঁহার অলৌকিক অতিমর্ত্ত্য অগাধ চরিত্র সাধারণের বোধগম্য নহে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদর্শনে পরম পবিত্রতা লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রেমবাধ্য। তিনি গৌরকৃষ্ণভজনে স্বাধ্যভাবানন্দে মগ্ন আছেন। এই পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরের শুভদৃষ্টিলাভের সৌভাগ্য হইলে জীবন ধন্য হয়। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি ও কৃপা আমাদের নিত্য আকাঙ্ক্ষণীয় হউক। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১২ই ফাল্গুন সোমবার শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে শুভবিজয় করিয়া পথে কাটোয়ায় দুই দিন অবস্থান করেন। নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ গত ৩রা মার্চ্চ গয়াধামে শুভবিজয় করিয়াছেন এবং তথায় তিনদিন অবস্থান করিয়া গত ৬ই মার্চ্চ কাশী দশাশ্বমেধঘাটে শুভাগমন করিয়াছেন।

নির্ব্বাণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ দীনবন্ধু ব্রহ্মচারী প্রভু গত ৪ঠা মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তগণের মুখে হরিনাম মহামন্ত্র শ্রবণ ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে বেলা ১॥ ঘটিকার সময় স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইনি অল্পবয়সেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক মঠে আসিয়া গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে বিভিন্ন মঠের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার বিরহে আমরা দুঃখিত।

শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম-এ, কবিরাজ মহোদয় সবান্ধবে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য আগমন করেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল উপদেশক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গগত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ৬ই মার্চ্চ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গগত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু এম্‌, এ, আর, শর্ম্মা, ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসর খুরদা, মহোদয়ের নিকট প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী কীর্ত্তন করেন। শর্ম্মা মহোদয়ের পরিবারবর্গও বিশেষ আগ্রহ সহকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করেন এবং উত্তরোত্তর আরও শ্রবণের জন্য আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মচারীজীর নিকট সদ্গুরুমহিমা শ্রবণে ইঁহারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পুরীর সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সেন গুপ্ত মহোদয়ের সহিত শ্রীপাদ গৌরাঙ্গগত ব্রহ্মচারী প্রভুর বহুক্ষণ যাবৎ পরমার্থ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সিভিল সার্জ্জন মহোদয় তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন এবং আরও শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস প্রাতে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠসেবকগণ "শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম" ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে চটক পর্ব্বতস্থ শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর পরিক্রমা করেন। তদনন্তর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন, তৎপরে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের নাটমন্দিরে সমবেত ভক্তগণ গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব "গুরবে ... গোবিন্দ বিদা" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে মঠসেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গগত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীব্যাসপূজা-সম্বন্ধে ... পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। ভোগারাত্রিকের পর মঠসেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের মহিমাত্মক "জয়রে জয়রে জয়" গীত ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে মঠসেবকগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চাবিগ্রহের শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অপরাহ্ণে পুনরায় সাপ্তাহিক সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট ভক্তিশাস্ত্রী বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীল আচার্য্যদেব ও পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮ ০২
সেবক—শ্রীনবকিশোর দাস অধিকারী বি, এ,

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমাধবানন্দ অধিকারী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
শ্রীপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলানিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনঙ্গরাগ ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ ভাণ্ডার (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
মাহেশপুর, পোঃ শুকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীভক্তিকুমার ব্রজবাসী

শ্রীবাণীঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীবেঙ্কটনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারিন্দা, পোঃ কমাদি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবানন্দ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাস জনার্দ্দন বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীভক্তিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোড়া, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কৃষ্ণবিহারীমঠ
সেবক শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমানন্দন ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীরামচন্দ্র দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভক্তিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
নং বোম্বে ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরমণীমোহন ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, চেণ্ড গোদাবরী মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবঙ্কিম দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীমদনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিকেণ্ডা (মানভূম)
সেবক—শ্রীনবীনচন্দ্র ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
১০১ নং লিউইস স্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন,
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আরিয়ানগর (আর্য্যনগর) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীবেদানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীগদাধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়।
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বৈচিত্র্য অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অনভিজ্ঞ হাতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, যাহাতে গড্ডলিকাস্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, বহুজন, অবতার, একায়ন, বন্ধন ও মোক্ষসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তত্ত্বিষয়ক সৎসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সুদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সম্পাদনযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, আভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও পদ্য প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া; অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল্, পুরানাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৩	৬-২১	৭-১৪	১১-৬	১৩-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৬	২২-০
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৩	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩১	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	১-০৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-৪১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
" ছাঃ ১৩-৭
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৪-২২	১৬-৮	১৮-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬ ৪৫	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬-৫০	১৯-২২	২০-৪৬	০-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৫	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	১-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-১১	২১-২৫	১-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-১৬	২৩-০	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৫৪	২১-৪০	২৩-১৫	৩-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—কলিকাতার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতী বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কাশীর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবাভিধান অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকট হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগানুকূলসিদ্ধান্তদর্শনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্বজনপ্রিয় জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

RI GD

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীগৌররত্নমালা

[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৯ গোবিন্দ ৪৫৪ গৌরাব্দ ২৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৩ই মার্চ্চ ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৫৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব

গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রই কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ। রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচার্য্যরূপে কৃষ্ণভজন প্রদর্শন করেন। তিনি বিপ্রলম্ভরসে নিমজ্জিত হইয়া রাধাদাস্যের মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য—বিতরণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাদাস্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যভোগের কোন কথা নাই। মাধুর-বিরহে—বিপ্রলম্ভের পূর্ণমাত্রা শ্রীগৌরসুন্দরে প্রকাশিত।

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর। শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা তাঁহার সুপ্ত হৃদয়ে প্রকটিত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে সেব্যরূপে থাকিয়া সেবকের মহিমা জানিতে পারেন নাই, তাই শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহার নিত্য আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যদেব ষড়ৈশ্বর্য্যবিগ্রহ সেব্য-ভগবান্ হইয়াও নিজকে 'সেবক' অভিমান করাতেই তিনি সকল তত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গৌরসুন্দর স্বরূপ ও স্বয়ংরূপের বিগ্রহ একত্র করিয়া প্রকট হইয়াছেন।

কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য প্রাপ্তে যত উপাদেয়তা আছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপাদেয়তা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় বর্ত্তমান।

কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র সেব্য—আমরা সেবক, আমাদের [illegible] কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আমাদের নাই। গৌরসুন্দরের বাক্য হইতে জানিয়াছি, কৃষ্ণই তিনি। [illegible] আছে। এই ধারণা, বিশ্বাস আমাদের যত দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, শ্রীগৌরপাদপদ্মের সেবাও সেই পরিমাণে বাড়িবে। শ্রীচৈতন্যদেব অল্পকথায় বলিয়া দিয়াছেন—কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, তাঁহার সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার প্রদান করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে জানিলে জীবের মঙ্গল হয়। শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা। শ্রীনিত্যানন্দের করুণা ব্যতীত শুদ্ধ-বিচার পাওয়া যাইবে না। আমরা এই জগতে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আছি। এখানে কোন বস্তুর আশা-ভরসা পাই না। কেবল আশা এই যে—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুরও প্রভু, সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি প্রভুরূপে পাইয়াছি।

গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

যে যত অযোগ্য, তাহাকে নিত্যানন্দ প্রভু তত অধিক কৃপা করেন, যদি সেই ব্যক্তি অকপটে নিজের অযোগ্যতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করেন। পাপী ব্যক্তির ভগবদুন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে। পাপীর জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর ক্ষমা নাই। গৌরনিত্যানন্দ পাত্রাপাত্র বিচার করেন না। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের এতই দয়া যে, অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবও অকপটে তাঁহাদের নিকট অভিগমন করিলে বা শরণাগত হইলে তাঁহারা দয়া করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদের জিহ্বায় কৃষ্ণনামের উদয় করাইয়া থাকেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অনুগত ব্যক্তিকেই কৃষ্ণ শীঘ্র দয়া করেন। [illegible] কৃপার জন্য আর্ত্তি নাই, তথাপি [illegible] নাই। শ্রীনিত্যানন্দের বৈভব বা অপ্রকাশ শ্রীরাম। সেই শ্রীরাম প্রতি অপরাধ করিলে শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করেন না। যাঁহারা 'আর নাহি পাপ' অর্থাৎ পুনর্ব্বার আর পাপাচার করিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্ব্বভাবে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে শরণাগত হন, তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ কৃপা করেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়া—অনুগত হইয়া কৃষ্ণনাম করিলেই নাম ফল দান করেন। শ্রীধামবাসের যোগ্যতা একমাত্র নিতাইচাঁদ দিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সেবাবিগ্রহ হওয়ায় [illegible] বিতরণ করিবার জন্য [illegible] প্রকট করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার প্রেমময়তা। ভজনকালীন শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] স্বরূপ, আর [illegible] সেবকরূপ [illegible] 'সেবক-স্বরূপ' নহেন। তাঁহারা কি [illegible] করিবেন? [illegible] Chief justice [illegible] হইয়াছেন। [illegible]

[illegible] Calcutta [illegible]

[illegible] তাঁহার বাণীর [illegible] আর কোন [illegible] নাই।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া যখন [illegible] জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার স্বরূপ [illegible] ধন্য ও কৃতার্থ হন। তাঁহার পাদপদ্ম [illegible] জীবের হৃদয়ে [illegible] হইয়া থাকে।

জানা যায়, [illegible] শ্রীনবদ্বীপ [illegible] বৈদিক ব্রাহ্মণ [illegible] আগমন করিয়া [illegible] বাস করিতে থাকেন। শ্রীহট্টের [illegible] মিশ্র [illegible] পুত্র [illegible] ছিল। [illegible] উপেন্দ্র মিশ্র [illegible] কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ এই সাত পুত্র। [illegible] জগন্নাথ মিশ্র অধ্যয়নের জন্য শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে শুভাগমন করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপের শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিত্যসিদ্ধ [illegible] জানা যায়, পর্জ্জন্য নামক গোপ, যিনি কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, তিনিই পরে শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং যিনি বৃন্দাবনে ব্রজরাজ নন্দের পিতা [illegible] তিনিও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র [illegible] অবতীর্ণ হন। [illegible] তাঁহারাই শচী জগন্নাথ নামে এ জগতে আগমন করেন।

শ্রীশচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটি কন্যা [illegible] হইবার পর অল্পকাল [illegible] তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত হন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাহাতে [illegible] হইয়া পুত্রকাম-সাত্ত্বিক [illegible] আরাধনা করিতে থাকেন [illegible] সন্তান শ্রীবিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। যিনি [illegible] দেবকী, [illegible] ইঁহারা [illegible] অবতীর্ণা। [illegible] তাঁহার [illegible] ভগবৎস্বরূপ এই কন্যার [illegible] কিরূপে হইতে পারে—ভগবদ্বিমুখ বঞ্চিত ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রশ্নের সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া অনেক সময় ঈশ্বরবস্তুকে [illegible] সাধারণ [illegible] জ্ঞান করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকে এবং [illegible] ভগবৎ-[illegible] হইতে বঞ্চিত হয়।

ভগবানের লীলা অচিন্ত্য। সেবোন্মুখ ভক্তগণ ভগবৎকৃপায় সেই লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতের লোক-কল্যাণার্থ তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিলে অমঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে।

গৌরলীলায় শ্রীশচীদেবীর অষ্ট কন্যার এক এক করিয়া মৃত্যু এবং [illegible] নবম গর্ভে শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং দশম গর্ভে শ্রীগৌরসুন্দরের উদয়ের বিষয়ে তাৎপর্য্য [illegible] বর্ণন করিয়া থাকেন, অষ্ট কন্যা প্রকৃতির আবরণে আবদ্ধ থাকাকালীন [illegible] জীবাত্মরূপের উদয় হয় না। অষ্ট প্রকার স্থূল কারণ [illegible] অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহ আবদ্ধ থাকিলে জীবাত্মার [illegible] নবম অবস্থায় [illegible] উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] এই অষ্ট [illegible] পুত্র [illegible] বিগত [illegible] শুদ্ধভাবে অবস্থিত হইলে। অতএব আবার [illegible] সংযুক্ত হইলে, [illegible] আবার পরমাত্মার [illegible] থাকিলে ভাবোদ্দীপনী শক্তিশালীর উদয় হয়।

সর্ব্ব স্বরূপ বিশ্বরূপ বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেব্যতত্ত্ব স্বয় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর উদিত হন অর্থাৎ অষ্ট অথবা প্রকৃতির বিষয়ে যখন জীবাত্মা [illegible] ধারণ করে, সেই সময় তাহার সেবাপ্রবণতা আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ [illegible] শ্রীমদ্বিশ্বরূপ সেবাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রদান করেন। এই [illegible] শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রথমে অষ্ট কন্যার মৃত্যু, তৎপরে শ্রীবিষ্ণু [illegible] শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং তদনন্তর স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের উদয় [illegible] হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও জগন্মাতা শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তাঁহার দেহ ও দেহ [illegible] কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম বসুদেব। বসুদেবেই ভগবান্ বাসুদেব অবতীর্ণ হন। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] বক্তা [illegible] সেই শ্রীপুরুষের কালক্রীড়া [illegible] শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলনে শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই। সুতরাং [illegible] মনে চিন্তা করাও [illegible] জীবের অপরাধ। ভগবৎ [illegible] শুক্লসত্ত্বময়ী শচীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভমাহাত্ম্য অনুভব হইবে।

—

বৈকুণ্ঠকথাই আমার স্বাস্থ্য। আর ভোগপরতা বা কর্ম্মজ্ঞান অস্বাস্থ্য [illegible] আমার অস্বাস্থ্য। যে কথাকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি, এরূপ কথার মধ্যে থাকিতে হইবে না। যে কথা আমাকে মাপিয়া লইতে পারে, সেই বৈকুণ্ঠকথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। গৃহব্রত ব্যক্তি সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিয়াও মঙ্গললাভ করিতে পারে না। গৃহব্রত কৃষ্ণব্রত হইতে পারে না। ভক্তগণ কর্ম্মিগণের ন্যায় নর-নারী-ভোগ করেন না; পরন্তু প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে ভগবৎসিংহাসন জানিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিগ্রহক্ষেত্র জানিয়া তাঁহাদিগকে গুরু ও পূজ্যজ্ঞানে সম্মান দিয়া থাকেন। প্রত্যেক নর ও প্রত্যেক নারী পরমাত্মাতে অধিকারী ও অধিকারিণী। কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়া সম্মান বা পূজা করিলে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধিনী কোন ভোগবুদ্ধি স্থান পাইতে পারে না। তখন আপনাকে ও সমগ্র নরনারীকে কৃষ্ণ-গোপীরূপে উপলব্ধি হয়। তখন নর বা নারী কাহারও পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান থাকে না। তখন নারীও নিজকে নর-অভিমানী [illegible] করেন না। তখন সর্ব্বত্র কৃষ্ণভোগ্য-[illegible] বুদ্ধির উদয় হয়। ভগবদ্ভাব-বর্দ্ধিনী পরব্যোমস্থ [illegible] রোহিণী প্রমুখ লক্ষ্মী, শচী, রতি পার্ব্বতী, জয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, ইলা এবং যাবতীয় বারাঙ্গী, কমলা, বৈশ্বী, দুর্গা, অম্বিকা ও চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিত সকল নারীই শক্তিতত্ত্ব—শ্রীমতী অর্থাৎ ইঁহারা সকলে ইঁহা হইতে উদ্ভূত ও প্রকাশিত। ইঁহাদের যথাবিহিত সেবা না করিয়া কাহারও শ্রীকৃষ্ণের অনুগত ও সাম্রাজ্য সম্ভবপর নহে।

এ সংসারে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। জগতে যে সুখ আছে, তাহা দুঃখেরই অগ্রদূত বা দুঃখেরই দালাল। এই নশ্বর ইন্দ্রিয়সুখ দুঃখ হইতেও বেশী অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে দেখিয়া এবং আমাদের অনেক সময় আর্ত্ত বা ভগবচ্চরণে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে পাছের শক্র সুখের মোহন-বেশে মোহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কষ্টভোগ যে কত বেশী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপট সাধুগণের শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

এই বিশ্বে তাহার কোন ভোগ্যপদার্থ নাই। কারণ, জীবের স্বরূপগত ভোক্তৃত্ব নাই। জীব স্বয়ংই ভোগ্য। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সকল বস্তুই ভগবানের ভোগ্য, জীবও ভগবানের ভোগ্য। যখন এই প্রকার জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে, তখন [illegible] কাহারও ভোগবুদ্ধি-সহকারে অন্য [illegible] অর্থাৎ ভোক্তাভিমান করা উচিত নহে। জীব স্বরূপতঃই ভগবানের চাকর। সে কখনও প্রভু নহে। যে বৈকুণ্ঠে অনাবৃত স্বরূপে সে অখণ্ড পূর্ণবস্তুর চাকর, আর এই অনিত্য জগতে ভোগবুদ্ধির [illegible] খণ্ডবস্তুর চাকর। জীবের স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাস, আমি ভগবানের ভোগ্যপদার্থ, আমি ভোক্তা নহি, [illegible] ভোক্তা, একমাত্র কৃষ্ণ—এই দিব্যজ্ঞান সাধুগুরুকৃপায় উপস্থিত হইলে জীব এখানে নিজ ভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সর্ব্বত্র উদ্দীপনা অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু দর্শন করেন—সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের বিচরণ-ভূমিকা অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করেন।

———

বৈষ্ণবদর্শন বা বৈষ্ণবসেবাই বিষ্ণুদর্শন বা বিষ্ণুসেবা। বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ চিন্ময় হৃদয়েই ভগবানের অবস্থান। অতএব বৈষ্ণবের মুখে হরিকথাশ্রবণরূপ বৈষ্ণব-সেবাপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়স্কর বস্তু জীবের আর কি থাকিতে পারে? বিষ্ণু, বৈষ্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধি চিন্ময় বস্তুর সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধজ্ঞান হীন অধিকারীর [illegible] সেবার দ্বারা কখনই নিত্যমঙ্গল পাইবার সম্ভাবনা নাই, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে গঙ্গার মৎস্যাদি জলজন্তুসমূহও পরা গতি লাভ করিত। অপ্রাকৃত বুদ্ধি উদিত হইলে জীবের ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া সমস্ত বস্তুতে বিষ্ণুসম্বন্ধ উপলব্ধি হয়।

———

সদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে, ইহাই বিধি এবং বিষ্ণুকে কোন ক্ষণেই বিস্মৃত হইতে হইবে না, ইহাই নিষেধ। শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধি-নিষেধের সংখ্যা এই দুইটিকে অবলম্বন করিয়া, সুতরাং জগতে তিনি যত বড়ই ধার্ম্মিক বা নৈতিক বলিয়া পরিচিত হউন, তাঁহার সে ধর্ম্ম বা নীতি শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর না হইলে বিজ্ঞ-সমাজ তাহার কোন মূল্যই দিবেন না। আবার জগতের ধারণায় যদি ভয়ানক অধর্ম্ম বা নীতিবিগর্হিত কার্য্যও হয়, তাহা যদি ভগবৎপ্রীণন হইলে বিজ্ঞগণ তাহাকে ধর্ম্ম ও সুনীতি বলিয়া প্রশংসা করেন। ভগবৎপ্রীতিসম্পাদনই ধর্ম্ম বা ন্যায়, তদ্বিপরীত কার্য্য অধর্ম্ম বা অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত। কেবল ভক্তির আশ্রয় লইলে সেই ভক্তিই জীবকে সর্ব্ববিধ অভাব-অসুবিধা হইতে রক্ষা করেন। ভক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য আর্থিক জগতের কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। ভক্তিদেবী কৃষ্ণানন্দা। কৃষ্ণানন্দ-বিধান ব্যতীত তাঁহার কোন ইতরকার্য্য নাই।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সকল অমঙ্গলই নাশ করিয়া থাকেন এবং অভক্তগণের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দেন। ভগবান্ কাঙ্গালের বন্ধু। তিনি বিদ্যা ধন কুল-রূপ-মদে মত্ত ব্যক্তির কেহই নহেন। ভগবান্ যে ভাবে রাখিয়া সুখী হন, তাহাই সানন্দে বরণীয়। অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও ভগবানকেই ডাকিতে হইবে। ভগবানকে ডাকার জন্যই সে সকল অসুবিধা আসে। ঐ অসুবিধাগুলি ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবানের কৃপার কথা যাঁহার যত উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহার তত মঙ্গল। যাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে একমাত্র নিত্যবান্ধব জানিয়া তাঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত সকল ব্যবস্থাকেই অবনত মস্তকে স্বীকার করেন, তাঁহারাই মঙ্গল হয়। আর যাঁহারা তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ভারটা নিজেই লইতে যান, তাঁহারা অসুবিধায় পড়েন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ গোবিন্দ আদি কাঁরণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়

নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ-পূর্ণ-ইন্দু॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৩।২৭২

আজ অন্তর্দ্বীপ শ্রীধামমায়াপুর-গৌরগৃহে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইতেছে। এই শ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব। শ্রীবলদেবের আবির্ভাবের পরেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পূজায় চিত্তশুদ্ধ—বিশুদ্ধ চিত্ত হইলে সেই বিশুদ্ধসত্ত্বভূমিকায় শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। গৌরজন শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি ও স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট তিথি এই উভয়েই পতিতপাবনী, ভুবনমঙ্গলময়ী ও ভক্তিস্বরূপিণী।

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। তাই গৌরপার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

'কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥'

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ ও গৌরনাম উভয়েই নামীর সহিত অভিন্ন বটে, কিন্তু কৃষ্ণনামের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও একান্ত আশ্রিত জনগণের উপর। আর শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামের ঔদার্য্যস্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জনগণও ভোগনর অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। তাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নাম উদার এবং ঔদার্য্যের অন্তরে মধুর ও অনর্থযুক্ত সাধকগণের যোগ্যতা-প্রদানে কৃপাময়। শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের নিকট সিদ্ধ অভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায় যদি আমরা উপস্থিত হই, তাহা হইলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম আমাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদের স্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের উপলব্ধি করান, তাহাতেই জীবের স্বরূপানন্দের উদয় হয়।

তাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তা'রে মুই যাঙ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে,
নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ॥

শ্রীব্রজবন ও গৌরবন অভিন্ন চিন্ময় ভূমি বলিয়া যাঁহার জ্ঞান হয়, তিনি ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্য ও ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত নামের স্বরূপ বুঝিতে পারেন, তাঁহারই হৃদয়ে কৃষ্ণের কথা ও সেই কথার পরিবেশনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধুর্য্য উদিত হইয়া তাঁহাকে কেবল কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করায়। গুরুপূজা না হইলে গৌরপূজা হয় না। শ্রীগুরুদেবই উপদেশাকারে শ্রীগৌরসুন্দরকে বিতরণ করেন। নিরন্তর গুরুস্মৃতি হৃদয়ে স্থান পাইলে সেই হৃদয়ে গৌরাবির্ভাব সম্ভব হয়। যেখানে গুরুর আবির্ভাব নাই, সেখানে কেবল মনোধর্ম্মের তাণ্ডব, সুতরাং সেখানে গৌরাবির্ভাবও নাই। যাহারা গৌরজন শ্রীগুরুদেবের সম্পূর্ণ অনুগত, তাঁহাদের প্রতিই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হয়। তাঁহারাই শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সৌভাগ্য পান। তাই নিত্যানন্দগত-প্রাণ গুরুদেবতাত্মা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তা'রে পরম সহায়।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরু পাদপদ্ম হইতে কীর্ত্তনশ্রবণরূপ শ্রীব্যাসপূজাই শ্রীগুরুপূজা। গুরুপূজকই গৌরপূজক—গুরুসেবকই গৌরসেবক। যেখানে শ্রীব্যাস-পূজায় উদাসীনতা, সেখানে গৌরপূজার কোন কথা নাই। শ্রীব্যাসপূজা সুষ্ঠু। অনুষ্ঠিত হইলেই হৃদয়ে শ্রীগৌরাবির্ভাব উপলব্ধি হইবে। শ্রীব্যাসের কীর্ত্তন শ্রবণ না করার ফলেই—গৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে গুরুমুখপদ্ম বাণী হৃদয়ে ধারণ না করার ফলেই আমাদের এত অনর্থ উৎপাত হইয়াছে। শ্রবণ করা ও শিষ্য হওয়া একই কথা। আমরা শিষ্য হইয়াছি কি? যদি শিষ্য হইতাম—শরণাগত হইতাম—আত্মনিবেদন করিতাম—পূর্ণ শ্রবণ করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই পূর্ণবস্তু শ্রীগৌরচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি ত' তা করি নাই, সুতরাং আমি না চাহিলে কি করিয়া পাইব? এমন যদি আত্মনিবেদনের শেষ সীমায় [illegible] আত্মনিবেদন [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] আত্মসাৎ করিয়া [illegible] দান করেন। [illegible] ভাগ্যবান [illegible] [illegible] শ্রীগৌরচন্দ্রের [illegible] পাইতে পারে না। তিনি [illegible] [illegible] পরবর্তী [illegible] অনাদিকাল [illegible] হন। [illegible] ও [illegible] প্রকাশময়। [illegible] আবির্ভূত।

শ্রীগুরুপূজার পরেই অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কীর্ত্তন শ্রবণ করার [illegible] সকল কথা [illegible] উপলব্ধি হয়। [illegible] দিব্যজ্ঞান সম্প্রদানের জন্য [illegible] দেবের আবির্ভাব, [illegible] উদিত [illegible] শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয় সম্ভব। [illegible] দর্শন না হইলে গৌরদর্শন হয় না। এই গৌরদর্শন করাইতে পারেন [illegible] গৌর নিত্যানন্দ [illegible]। দর্শন [illegible] নহে, কিন্তু [illegible] দর্শন, সেই দুর্দর্শন বা [illegible] কামদর্শনের কোন মূল্য নাই। তাই [illegible] দর্শন হয় না। [illegible] যে দর্শন তাহাই সুদর্শন বা দর্শন। [illegible] ভগবদ্দর্শন হয়। কিন্তু [illegible] তাহার শিষ্য হই কি, তাহার [illegible] নির্ভর করা [illegible] হওয়া যায়, গুরুকে [illegible] যায়। সেই গৌরজন ত' আমাদের [illegible] জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আপনজন বলিয়া [illegible] করি?—তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ না করা [illegible] আর কি [illegible]? সেইজন্য বলিতেছি, শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনের [illegible] ও পূর্ণতা। [illegible] করি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কীর্ত্তনপ্রধান [illegible] প্রকট পূর্ণিমার [illegible] আবাহনা। গুরুরূপ [illegible] ছাড়া গতি নাই। তাই আজ আমরা গুরুরূপী-[illegible] গৌরহরি [illegible] পাদপদ্মে [illegible] নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ করুণা

([illegible])

[illegible] আমরা [illegible] মান [illegible] নাই। [illegible] নিমন্ত্রিত [illegible] আসিয়াছেন। [illegible] শ্রীগৌর [illegible] আনন্দের নিত্য প্রভুমকলে [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন, [illegible] কৃপা করিবার জন্য [illegible] তাঁহারা আমাদিগকে [illegible] কৃপা করিবেন। [illegible] কৃষ্ণকৃপা-বুদ্ধি [illegible] আর্ত্তনাদ [illegible] তাঁহারা [illegible] কৃপা [illegible] পারিলেও কৃষ্ণকৃপা [illegible] কৃষ্ণের [illegible] কৃষ্ণকৃপা [illegible] হরিভজন [illegible] গুরুসেবামুখী না হইলে [illegible] হরিভজন [illegible] না। [illegible] হরিভজন [illegible] পারে না। গৌরজনের কৃপা ছাড়া [illegible] কৃপা [illegible] পারে না। [illegible] করিয়া [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] [illegible]

শ্রীগুরুদেব সুখী হন। অন্য কোন বস্তু প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রীত করা যায় না।

শ্রীগুরুদেব ভগবান আমাদিগকে মঙ্গলবরণের জন্য নানাভাবে প্রভূত সুবিধা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে [illegible] শ্রীনামপরিক্রমা অন্যতম। শ্রীনাম পরিক্রমায় যুগপৎ কায়, বাক্য ও মন [illegible] হয়—একাধারে [illegible] সঙ্গ [illegible] হয়। [illegible] শ্রীনাম-পরিক্রমা—[illegible] সেবা [illegible] দেহাত্মবোধ দূর করিবার অন্য কোন উপায় নাই। পরিক্রমাকারীগণ ইহা অনুভব বুঝিতে পারেন। যাঁহারা সেবোন্মুখ হইয়া শরণাগতি ও [illegible] কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্ন করেন, তাঁহারাই শুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা যোগ্যতানুসারে উপলব্ধি করিতে পারেন। অতএব প্রতি শ্রীগুরুদেবের কত করুণা। ইহা আমরা হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে কোটি কোটিবার বলিতে পারি যে, এ জগতে [illegible] দেবের ন্যায় শ্রীনাম-কীর্তন ও [illegible] কীর্তনকারী আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার শাসনদণ্ড অজ্ঞাতিগামী আমাদের নিকট যদিও আপাতকঠোর বা নির্মম বলিয়া মনে হউক না কেন, তন্মধ্যে তাঁহার অপূর্ব ও অকৃত্রিম পরদুঃখকাতরতার ও স্নেহপূর্ণ কোমল [illegible] সন্ধান পাওয়া যায়। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি বানপ্রস্থ, কি [illegible]—সকলের জন্যই তাঁহার হৃদয় সর্বদা ক্রন্দন করিতেছে। কৃপাময় শ্রীল আচার্যদেবের করুণার সীমা নাই। তিনি আমাদের [illegible] বাক্যে গুরুত্বাবকে আদর করেন না। আমরা যাহাতে সবিশেষ হরিভজন-যোগ্যতা লাভ করিতে পারি—যাহাতে আমাদের [illegible] অনর্থসমূহ ঘুচিয়া যায়—আমাদের হরিভজনের পথে গতি খুব তীব্র হয়—অন্যাভিলাষ, [illegible] আসক্তি নষ্ট হইয়া যায়, [illegible] তন্ময় হইয়া, সতর্ক, সজাগ হইয়া আমাদের আরাধ্য বস্তুর সেবায় অনুক্ষণ তন্ময় থাকিতে পারি, তজ্জন্য তিনি সর্বক্ষণ আপাত তীব্র বাণী বর্ষণ করিয়া কৃপা করিতেছেন। কারণ, ঐরূপ গতিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকা যাইবে না—ত্রিগুণের আকর্ষণের মধ্যে না পড়িলে অচিন্ত্যশক্তি মায়া আকর্ষণ করিয়া ভোগের রাজ্যে লইয়া যাইবে। হরিভজন পথে গতিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকার ভবিষ্যৎ ফল পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল আচার্যদেব আমাদিগকে ভজনরাজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান প্রগতি লাভ করাইবার জন্য সর্বক্ষণ তীব্রবতী উক্তির দ্বারা সকলের মনোনাশক ছেদন করিতেছেন। যিনি শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইবেন, তাঁহাকেই তিনি কৃপা করিবেন। দেহাত্মবোধের তীব্র গ্রাহ [illegible] আমাদের অনর্থশোধনাগ্র [illegible] দূরীভূত, [illegible] নিত্যকর্ম-

ভিন্ন শ্রীল আচার্যদেবের তীব্রবাণী নিরন্তর যাহা পুনঃ পুনঃ [illegible] না হইলে কিছুতেই [illegible] হইতে পারে না। হরিভজনের দিকে আমাদের লক্ষ্য আদৌ নাই। [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ছাড়া আমাদের এই জড়তা ঘুচিবে না। তাঁহার কৃপা না হইলে হরিভজনের [illegible] আগে না [illegible] টানাটানি [illegible] হইবে। তাঁহার প্রতি [illegible] [illegible] তিনিই [illegible] [illegible] পথে অগ্রসর [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া [illegible] তীব্র নষ্ট হইতে পারে না। আমাদের [illegible] কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ [illegible] তাঁহার [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধ্যমে, [illegible] ও [illegible] আমার চিত্তের [illegible] হইবে না। [illegible] অনাস্থার অধীনতার [illegible] পাইয়াও তাঁহার [illegible] কাটিতে [illegible] না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট এই কথা শুনিয়া স্মরণ আবশ্যক হইবে।

গুরুবর্গের কৃপানির্দিষ্ট পন্থাগমন বা নীতি আমাদের [illegible] অন্য পন্থা উপায় নাই। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন [illegible] অতএব [illegible] মত করিও না। [illegible] [illegible] [illegible] নিন্দুক [illegible] [illegible] সদ্গুরু [illegible] [illegible] উৎসাহী থাকিবে। [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিবে ও [illegible] থাকিবে, [illegible] নাম গ্রহণ করিবে। সকল [illegible] দিবে যাহাতে [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] অনুসন্ধান করিবে। [illegible] নিজের গলদগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে।

শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন—"জীবন সর্বস্ব শ্রীগুরুবর্গের রাম পাদের আদির সহিত চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যদি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা পথ দেখাইবেন। সমস্ত সমস্যার সমাধান বা মীমাংসা তাঁহারা করিয়া দিবেন। অকিঞ্চন না কাঁদিলে তাঁহারা [illegible] দয়া করিবেন; কিছু [illegible] [illegible] রহিবে না। সম্বন্ধটা ঠিক রাখিয়া যদি গুরুবর্গের ইচ্ছার সহিত dovetailed হওয়া যায়, তাহা হইলে সবই হবে। 'গুরুগণ আমার, আমি তাঁহাদের' এই সম্বন্ধটি দৃঢ় হইলে তবেই কল্যাণ হবে। শ্রবণ কীর্তনটা যেন routine work না হ'য়ে যায়, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখতে হ'বে। আদরের সহিত করিয়া [illegible] শ্রবণকীর্তন করতে হ'বে। প্রত্যেক কাজটাই প্রাণ থেকে বা প্রীতি থেকে করা চাই, তা' হ'লে ফল হ'বে। [illegible] [illegible] হ'বে, কিন্তু তা না ক'রে আমি যদি বলি [illegible] অথচ [illegible] ছাড়ব না, আর আমার কাজ করবে, তাতে মহাপুরুষগণ সাহায্য করবেন না কেন, [illegible] [illegible] ভাবে, কিন্তু [illegible] না, [illegible] উহাদের [illegible] কথা [illegible] উহাতে দিব না। এরূপ কাজ কি হরিভজন হ'বে? [illegible] [illegible] দিতে পারেন। কৃষ্ণানুশীলনের [illegible] তিনি [illegible] [illegible] কথা [illegible] হয়, সেগুলি যদি হৃদয়ে দাগ কাটিয়া বসে, তবেই মঙ্গল হইবে। এত ক'রেও আমাদের হৃদয়ে দাগ বসে না বা [illegible] না। আমরা তাঁকে না চাইলে তিনি আর কি করবেন?"

আমরা [illegible] [illegible] [illegible] ভরসা [illegible], শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠ নিজজনকে গুরুরূপে পাইয়াছি। অযোগ্য হইলেও তাঁহার [illegible] করুণার সীমা নাই। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমাদের নিত্য প্রভুরূপে [illegible] হইয়াছেন। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। পাপী-তাপী, দীন দরিদ্র সকলেরই প্রতি তাঁহার করুণার অন্ত নাই। নিতাই [illegible] প্রতি তাঁহার করুণা [illegible] [illegible] করা যায় না। অযোগ্যকে [illegible] প্রদান করিবার [illegible] কৃপা করিবার মালিক একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণ [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] না। তাঁহার [illegible] [illegible] নিযুক্ত হইয়া অলৌকিক [illegible] [illegible] হইবার অধি উপস্থিত হয়। যদি শ্রীগৌর মহাপ্রভুর [illegible] আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের প্রসন্নতা বিধান ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। তিনি প্রসন্ন হইলেই শ্রীগৌরসুন্দর প্রসন্ন হইবেন। তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি মধ্য আসিতে পারিলেই শ্রীগৌরসুন্দরের শুভদৃষ্টি আমাদের প্রতি পতিত হইবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীগুরু নিত্যানন্দ প্রভু, ইহারাই ভরসা।

'ভরসা আমার [illegible] নাথ
তাঁর ও' করুণাময়।
আমার অদ্ভুত প্রভু গৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।'

শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম স্থাপনে অনুক্ষণ ব্যস্ত। তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদক্ষেত্রে শ্রীগৌর ভক্তির বীজবপনে ব্যস্ত। [illegible] উৎপাদন করিয়া সকলকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য [illegible] নাই। সকলেই [illegible] উন্মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবা লাভ করুক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনিই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-স্থাপনকারী। তাঁহার কৃপা ছাড়া শ্রীগৌরভগবানের সেবা লাভ অসম্ভব।

তাই যদি আমরা শ্রীগৌর-মহাপ্রভুর কৃপা [illegible]—সেবা লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতে হইবে। তাঁহার কৃপালাভের জন্য সর্বক্ষণ ব্যাকুলতা জাগিলে তিনি অযাচিত করুণা করিবেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আমাদের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল হউক, তচ্চরণে ঐকান্তিক শরণাগতি লাভ হউক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম [illegible] লাভ অভাব বা [illegible] জাগুক, তাঁহার কৃপায় দেহাত্মবুদ্ধি নিদূরিত হইয়া তচ্চরণসেবাবুদ্ধি জাগ্রত হউক, অপ্রাকৃত বস্তুতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া বঞ্চিত হইবার দুর্বুদ্ধি না হউক, তাঁহার [illegible] বাণী আমাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করুক, তচ্চরণাকৃষ্টি আমাদের দিন দিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, তাঁহাকেই একমাত্র [illegible] গ্রহণ করিবার অভিলাষ ও আপ্রাণ [illegible] লাভ হউক, তাহা হইলেই তাঁহার কৃপা হইবে। তাই প্রার্থনা—

গুরুদেব!
নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান॥
গুরুদেব!
আমি ত তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন।
গুরুদেব!
তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জন দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ' স্থান॥

আর কৃষ্ণ সাজিব না

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

পরমকরুণাময় সর্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ যে আমি অপরাধী। কত করুণা করিয়া [illegible] জীবশক্তি আমি আমাকে স্বতন্ত্রতা [illegible] দিয়াছেন, যাহাতে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করে। তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ মহাভাব [illegible] ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের সেবাধিকার লাভ করিতে পারি। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করাই উচিত, অসদ্ব্যবহার করা উচিত নহে—ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন—মায়িক জড়ের সহিত অভেদ 'অহঙ্কার' পর্যন্ত পরমানন্দ-লাভের অনিষ্ট বাধাস্বরূপ মায়িক আবরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণসেবানন্দ-প্রাপ্তিই আমার প্রয়োজন—মায়া-কারাগারে ক্লেশ-ভোগ করা প্রয়োজন নহে—ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা।

তটস্থ-জীবশক্তি আমি নিত্যপতি কৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করিলাম না—কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নিজসুখানুসন্ধানে মায়ার প্রতি আত্মনিবেশ করিলাম—নিজেই কৃষ্ণ সাজিয়া নিদারুণ ক্লেশের সাগরে নিমজ্জিত হইলাম।

আমি স্বেচ্ছায় ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া ভগবান্ ত' আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। পরমকরুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত অবতরণ করিয়াছেন—আমাকে উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করিবার জন্য। আমি যে কৃষ্ণ নই, আমি তটস্থশক্তি ... ও ভোগ—ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীমায়াপুরে অবতরণ করিয়া নিজেকে আশ্রয়জাতীয় জীবাভিমানে বলিতেছেন, "জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিবা।" স্বয়ং কৃষ্ণই কৃষ্ণভজন করিয়া মাদৃশ অপরাধী জীবকে শিক্ষা দিতেছেন—কৃষ্ণভজন করাই আমার একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম—কৃষ্ণসাজা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক, অনুচিত ও অপরাধ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদাশ্রিত বিগ্রহ শ্রীমদাচার্য্যবৃন্দ কত কৃপা করিয়া বলিতেছেন—"হে জীব, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন কর। কৃষ্ণ সাজিও না।" তাঁহাদের কথা কেন শুনিব না? কৃষ্ণ সাজার অন্ত প্রতি ... হিসে। ... নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জড়সম্ভোগ-বাসনারূপ ক্লেশ কি অনুভব করি নাই? আমি বুঝিয়াছি 'কৃষ্ণসাজার মত' কৃষ্ণের চরণে অপরাধ, বোকামী, নিষ্ঠুরতা ও ... আর কিছু নাই। কৃষ্ণ ... দর্শন করা বিষ খাইয়া আত্মহত্যা অপেক্ষাও মন্দ। অনাদিকাল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, আর বঞ্চিত হইব না, যে আমাকে কৃষ্ণ ... প্রীতিময়ী ... অবিদ্যা ... অজ্ঞানগর্ত্তে ফেলিয়া ভয়ানক ক্লেশ ভোগ করাইতে চাহে, সেই মায়া পিশাচীর কথা আর শুনিব না। আমি সাধুগুরুকৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি, আমার একমাত্র বন্ধু ও আমার আশ্রয় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদাশ্রিত ... । আমি তাঁহাদের কথাই সর্ব্বক্ষণ ও নিত্যকাল শুনিব, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিব। ইহাই আমার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আদেশে 'আর নাচে না'—অর্থাৎ আর আমি কৃষ্ণ সাজিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা সর্ব্বক্ষণ করিবই। আমি নিঃসংশয়ে জানিয়াছি, 'আর কৃষ্ণ সাজিব না'—এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে না পারিলে শ্রীগুরুনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় পাইব না ও শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা না হইলে, শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ-কৃষ্ণভজন অবধারণ হইবে না। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছায় কৃষ্ণ সাজিয়াছিলাম,—এখন শ্রীগুরুকৃপা বরণ করিয়া স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছায় 'কৃষ্ণ সাজার' দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবই—স্বেচ্ছায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকালের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য—বিপ্রলম্ভ কৃষ্ণভজনের জন্য শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ পাদপদ্ম আশ্রয় করিবই—বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস-গোস্বামি-প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিব—

"সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥"

ভজন

——:০:০:০:——

আমরা সদ্গুরুর সন্ধান পাইয়াও অনেক সময় ভজনে উন্নতি লাভ করিতে বা অগ্রসর হইতে পারি না। ভজন ত' দূরের কথা, অনর্থনিবৃত্তি পর্য্যন্তও হয় না। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শুদ্ধভজন হয় না, ইহা আমরা শাস্ত্রে পাই। সুতরাং যিনি অনর্থের কবল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহার হরিভজন কিরূপে হইবে? সাধুতে সাধুবুদ্ধি—সাধুকে সাধু ... ভজনের মূল। যেখানে সাধুগুরুর প্রতি সম্বন্ধ-দৃঢ়তার অভাব, সেখানে সাধুর দর্শন পাইয়াও প্রকৃত সাধুদর্শন বা সাধুসঙ্গ হয় না। ... সম্পদ এবং সুখের বাধাকেই বিপদ বলিয়া মনে করি, ভজন ... আমাদের ... সহায়তা করেন, তাঁহাদিগকে শত্রু জ্ঞান করি। ... নিকট আমরাও ... আমি' নিরাকরণে ভুল হইতেই এইরূপ ... ঘটে। যদি আমার 'আমি' নিরূপণ ঠিক হয়, তবে সেখানে মহাবিপজ্জনক ইন্দ্রিয়তর্পণ-পক্ষ ও কাম বিষয় হয় না। 'আমি ভগবানের, ভগবান্ আমার' এতদ্ব্যতীত যত অভিমান, সব কাল্পনিক। 'আমি' বস্তুটী কৃষ্ণদাস এবং 'আমার' বস্তুটী 'কৃষ্ণ'। সুতরাং আমার সুখ বলিতে যে, কৃষ্ণেরই সুখ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা যেখানে, সেখানে হরিভজন। সেইজন্যই বলিতেছি, অস্থাভিলাষই ভজনের বাধা।

প্রভু হইবার ইচ্ছাই বদ্ধতা। বদ্ধজীবমাত্রই এই রোগে আক্রান্ত। প্রভুত্ব করা ত' আর সেবা নহে। দাস্যই জীবের স্বরূপের বৃত্তি। সুতরাং প্রভুত্বাভিমানের কবল হইতে ... শ্রীগুরুকৃপার বল না পাইলে ... কি করা যাইবে? প্রভুত্ব আর দাস্য ত' যুগপৎ থাকিবে না। আলো ও অন্ধকার, কাম ও প্রেম কি একস্থানে থাকে? যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা বা প্রভুত্বাভিমানের লেশমাত্র আছে, সেখানে সেবা কি করিয়া থাকিবে? সেখানে কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মায়াই, সেবার পরিবর্ত্তে ভোগাই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সেবক সেবার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু চান না; পরন্তু উত্তরোত্তর সেবাই চান, ইহাই সেবকের সত্তা। যেখানে কর্ত্তাভিমান বা ফলাকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার ফলটা ভগবান্ পান না, সেখানে কর্ম্মের আবাহন ব্যতীত সেবার স্থান কর নাই। কর্ম্মের ফল নিজেন্দ্রিয়তর্পণ, আর সেবার ফল কৃষ্ণসুখবিধান। ভজনের মূল আত্মনিবেদন বা সাধুগুরুতে শ্রদ্ধা বা ... ভক্তিভজন ... । ... সেবাকার্য্যের পর্য্যালোচন বিষয়—প্রভুর সহিত ... বা প্রীতি। প্রভু হওয়ার ... প্রভুসেবারূপ ভজন হইবে না। হরি যাঁহাকে হরণ করেন—আত্মসাৎ করেন তিনিই হরিজনা। অকিঞ্চন হইয়া ... লাভ করিতে পারেন। হরি কৃপাময়। তাঁহার কৃপার শেষ নাই, দয়ার তুলনা নাই। 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস, তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই'—এই কথা অকপটে ... হরি ও হরিজন ... প্রতি ... করেন। ... দীনতা ও ... যেখানে প্রকাশিত, ... উদয়। সেইজন্য ..., যিনি হরিগুরু-চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাকে ... অঙ্গীকার করেন, তাঁহারাই ... নিজের সুখ কাহার জানিতে পারেন, তাঁহার ... নিজস্ব ... বলিয়া বরণ করেন যাঁহার হরিভজন হইতে পৃথক্ অবস্থান নাই, ... দৃঢ় উপলব্ধি হয়, যিনি প্রভুর ... নিজের সুখ বলিয়া মনে করেন, তিনিই হরিভজন লাভ করিতে পারেন।

নিরপরাধে হরিকথা ও হরিনাম শ্রবণ করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ক্রমশঃ হৃদয়ে বিচারপরতা বা কৃষ্ণতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। কপটতা করিয়া নিজেকে উচ্চাধিকারী বা রাগানুগ ভক্ত মনে করিলেও ভজন হয় না। প্রকৃত বৈষ্ণবতায় পরমভক্ত হইয়াও মহাভাগবত অভিমান কার্পণ্য, আর্ত্তি ও দৈন্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত গুরুবৈষ্ণবের শুশ্রূষাকারী অকিঞ্চন শরণাগত নিবেদিতাত্মা শিষ্যের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম উদিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে, সুবচন অর্থাৎ কীর্ত্তন করিতে করিতে ও বিচার অর্থাৎ স্মরণ করিতে করিতে সেই ভক্তের দ্বারা জীব নির্ম্মল ... মুক্ত হন অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন। ভজনে কষ্ট নাই, তাহা পরমানন্দময়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নহে। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ ব্যতীত অন্য কোন কথার স্থান নাই। নিজে শুদ্ধ না হইলে ভজন শুদ্ধ হয় না। পরমশুদ্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৈঙ্কর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আত্মশুদ্ধি। শ্রদ্ধা ও দৈন্যই ভজনের মূল। যেখানে শ্রদ্ধা বা দৈন্য নাই, সেখানে অশ্রদ্ধা বা দাম্ভিকতা আছেই। ভগবদ্দাস্য ব্যতীত ... কিছু অভিমান ... দাম্ভিকতা। ... ভজন ... দাস্য ও বাক্য এই ত্রিবিধ আনুগত্যই ভজন।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

——:০:——

... দিনপঞ্জিকা ... সেবাধিকতায় নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ... রূপ সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে ... উপস্থিত হইয়া শ্রীমায়াপুরবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। ... আচার্য্যদেব ও ... গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ... সাগর ... প্রমুখ ভক্তগণ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন শ্রীপাদ ... প্রভুপাদের ... আহুত ... ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ ... মহারাজ ... এবং ... হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ... ও ... ফাল্গুন ... দুই ঘণ্টা অবিরত ... শ্রোতৃমণ্ডলীর ... নিবিষ্টচিত্তে ... বাগ্মিতা প্রতিষ্ঠিত ... করেন। ২৫শে ফাল্গুন ... প্রাতেও তাঁহার ভজনকুটীরের সম্মুখে ... হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ... নাটমন্দিরে ... পাঠ কীর্ত্তন হইতে থাকে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ... সাগর মহারাজ, ... পণ্ডিত ... বিদ্যাবিনোদ এবং মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল ... কিশোরীমোহন ... ইহার পর হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

... শ্রীপাদ ... সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ ... প্রভু শ্রীল ... হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ... ফাল্গুন প্রাতে ... বিদ্যাভূষণ ... শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা ... অপরাহ্নেও হরিকথা ... মধ্যাহ্ন ... সন্ধ্যায় ও রাত্রে সর্ব্বক্ষণই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কীর্ত্তিত হইতেছে। ... সুবর্ণ-সুযোগ, হরিকথা-শ্রবণের এমন সুযোগ আর পাওয়া যায় না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক — শ্রীমদ্ [illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী [illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রী [illegible] দাস [illegible]

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

নৃসিংহ কৃষ্ণাশ্রম [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরানন্দ মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর নদীয়া
সেবক — শ্রী গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (উক্ত [illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক — শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক — শ্রীঅমৃতানন্দ দেশিকাচার্য্য

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক — শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক — শ্রী [illegible]

ক্ষীরপাবাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ
চাঁদপুর [illegible]
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক — শ্রী [illegible]

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

সদাশিব গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible]
সেবক — শ্রী [illegible]

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক — শ্রী [illegible]

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক — শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা বাজার (আসাম)
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক — শ্রী [illegible]

সংকীর্ত্তন গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] সাহাবাদপুর ইউ, পি
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর পাটনা
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার গৌড়াপুর (ইউ পি)
সেবক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক — শ্রী [illegible] অধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক — শ্রী [illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক — শ্রী [illegible] দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক — শ্রী [illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক — শ্রী [illegible] শাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] কল্যাণদাস বিল্ডিং, নং [illegible] ২৬
সেবক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] গোদাবরী [illegible]
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক — শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
সেবক — শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁধপাড়া, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক — শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

ভার্গবভুজমানন্দমঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি মেদিনীপুর
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, [illegible] রোড [illegible],
লণ্ডন [illegible]
সেবক — [illegible]

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৯৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক — শ্রী [illegible] গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ ([illegible]) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম
সেবক — শ্রী [illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস,
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক — পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, [illegible],
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক — শ্রী [illegible] অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কটক
সেবক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রত্যেক বারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গৌড়গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে ভাসমান আধুনিকগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বর্জ্জন ও তাহাদের যে প্রচলিত মিথ্যা-বিশ্বাসসমূহ, শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ কর্ত্তব্যসমূহ, অভিধেয় সম্বন্ধীয় সকল প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেক বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্ববিশ্রুত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়া এই অপূর্ব্ব অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকতা, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের ব্যাখ্যা, প্রত্যেক অধ্যায়ের সারাংশ, তৎপরে সংস্কৃত গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, তাহার তাৎপর্য্য, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, সর্ব্ব প্রাণের বক্তব্য প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে যোগ করা হইয়াছে। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী।
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ পদাবলীর বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও পাত্র প্রভৃতি সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সঙ্কলনে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভিক্ষা চার আনা, ছাত্রদের পক্ষে দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, অথবা শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, বি-এল্, গুপ্তাপাড়া, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ্

কলিকাতা ছাঃ	২-৫৮	৬-২১	৭-১৪	১১-২	৩-১০	১৬	৫ ১৭-৫৭	২২ ০
দমদম	৪-৪০	৬-৩	৭-৫৮	১১-৩৮	১৫-৩৮			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮-১	৯-১৮	১৩-২৮	১৭-৫১	১৯-৩০	১৯-৩৫	০-৫৮
(রাণা) ছাঃ	৬-২৮	৮-৮	৯-২২	১৩-৩৩	১৮-২	১৮-৫৯	১৯-৫০	১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৮-৪১	২০-১৪	২০-৩৫	১-১

(রাণা) ছাঃ	৭-১০	১০-১	১৭-৩৮	২০-৫০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-৫৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৪৪
" ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮
(রাণা) ছাঃ ১৩ ৩৩ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৫

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৬-১ ৮-৬ ১১-৪ ১১-১২ ১৬-১ ১৮-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬-৫১ ৮-৫৪ ১১-৪২ ১৫-০ ১৬-৫১ ১৯-৪১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫১	১১-৪৭	১৪-১০	১৬-৫০	১৯-২২	২০-৪৬	২-৩১	
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৪	১২-২৬	১৫-৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-৩৯	৪-২০	
(রাণা) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৫২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮	
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১২৬	২৩-৩		
কলিকাতা পৌঃ	৯-৫১	১১-২০	১৪-১৬	১৭-৪৬	২২-৪০	২৩-১৫	৬-১৬		

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র

২। ভাগবত — হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ বি এ সম্পাদিত সাপ্তাহিক। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিহিত সমন্বয়ের বেদান্তের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীমন্মাধ্বগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে ভূ-মণ্ডলের নানা দেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও বহুবাদী জিজ্ঞাসুবৃন্দগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরকালিক সিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথ-সিদ্ধান্তের ও তদনুগ সিদ্ধান্তবাণীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়-ভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য ও আস্বাদনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাষাপাড়া ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন, পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C.1544

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৪ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ৩রা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৪১, সোমবার { ৭ম-৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

ভক্ত ভজনীয় বস্তুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তাঁহার সেবা করেন। বিশ্বে পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য উপাস্য বস্তুর অভাব আছে। ভগবদ্ভক্ত বলেন—ভগবান্ প্রাকৃত দর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। চক্ষুদ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা সঙ্গীত, নাসাদ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা রস, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র মালিক তিনি। ভগবদ্ভক্ত নিজের সেবাময় নিত্য-স্বরূপটী ভগবানের দৃশ্য পদার্থরূপে উপস্থিত করেন। ভগবান্‌কে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না; এই কার্য্যটীকে তিনি আত্মসম্ভোগ বলিয়াই জানেন। ভগবান্ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, এটাই ভক্তের ইচ্ছা।

যে বাস্তববস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরাধনা করা যায়, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, যেহেতু তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বকে আমাদের নিকট জানাইয়া দিয়া থাকেন। যিনি গুরু, তিনি ভগবচ্ছক্তিবিশিষ্ট এবং যিনি প্রকৃত শিষ্য তিনিও গুরুর শক্তিতে শক্তিমান্। সেই জন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গতি নাই। আমরা শক্তিহীন, কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অনন্ত শক্তি আছে। সুতরাং গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে জীব পুনরায় মায়াভূমিতে গমন করিবে।

ভগবন্মন্দির ও ভগবদ্ধামে যাইতে হইলে নগ্নপদ ও নম্রতাযুক্ত হইয়া যাইতে হয়, নতুবা সেবাপরাধ হয়। ভগবদ্গৃহে যান বা পাদুকা অবলম্বন করিয়া আসা অনুচিত। তবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদুকা কিছু অপবিত্র নহে। তাহা বিষ্ণুমন্দিরে রক্ষিত ও সেবিত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা ভগবানের আসনের সহিতই একত্রে বসিতে পারেন।

কৃষ্ণ বস্তুটী ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তববস্তুই আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেব্য ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেব্যের মাধুর্য্য-লোভে সেবোন্মুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষক বস্তুর এমন শক্তি আছে—যাহা দ্বারা তিনি আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া যান। মধ্যস্থলে বা পথে বাধা পড়িলে অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ বা অন্য হেতু ও ব্যবধান ঘটিলে আকর্ষণ কম হয়। মধ্যস্থলে বা পথে আকৃষ্ট যদি অপর কোন অবাস্তব-বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট অর্থাৎ বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে মূল আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়।

এ জগতে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। আমি দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। সেইজন্যই হরিকথা অনবরত শ্রবণ করিতে থাকিলেই তবে ঐ নিকটস্থ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। ভগবান্ আমাদিগকে না টানিলে মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে। ভগবদ্ভক্ত যে পথে গমন করিয়া ভগবৎসেবা পাইয়াছেন, আমি তাঁহার সেই পথই নিরন্তর অনুসরণ করিব। আমি ভগবদ্ভক্তের অনুগমনের চেষ্টা করিব। মূল বস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক। তদীয় সেবায়ই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

মহাভাগবতগণ যে ভাবে সম্বোধন ক'রে কৃষ্ণকে সুখ দিচ্ছেন, সেই ভাবে ডাক্‌লে আমাদের উপর শীঘ্র কৃপা হ'বে। সেই সম্বোধন কৃষ্ণের খুব প্রিয়। এইরূপ সম্বোধনে নামপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ শীঘ্র হ'বে। কৃষ্ণনামই ত' করতে হ'বে—এতে আর মর্য্যাদা লঙ্ঘন কি হ'বে? উহা ত' কৃষ্ণের খুব প্রিয়। কৃষ্ণ বা নাম আমার গুরুর বাধ্য। Queen Kingকে যেভাবে address করেন, সে-ভাবে প্রজা ডাক্‌লে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয়, কিন্তু সেখানে তা' নেই।

সাধু হওয়ার জন্য যে অনুশীলন, তাহাই সাধুসঙ্গ। কেবল সাধুর কাছে বসিয়া থাকা 'সাধুসঙ্গ' নহে। সাধুসঙ্গ-ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। সাধুসঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অনুক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে। অনুগত সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হইবে।

যে সকল বিষয় হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনের পক্ষে প্রতিবন্ধকরূপে উপস্থিত হয় বা তাহারা কোনরূপ প্রাতিকূল্যবিধান করে, সেইগুলিকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে হইবে। 'অদ্য প্রতিকূল বিষয় কিছু গ্রহণ করি, কল্য বা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করা যাইবে',—এইরূপ বিচারকে প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের সঙ্কল্প বলা যায় না। যখনই প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হইবে বা হইয়াছে, তখনই কালবিলম্ব না করিয়া সুদৃঢ়তার সহিত তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে।

শুদ্ধভক্তিতে কর্ত্তব্য বা কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধি নাই, তাহা কেবল আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ-মূলা। 'তোমার ইচ্ছায় আমার দুর্গতি হয় হউক, কষ্ট হয় হউক, অশান্তি হয় হউক, কোটী কোটী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় হউক, কোটী কোটী জন্ম হয় হউক, কিন্তু তোমার সেবায় যেন উত্তরোত্তর রতি বর্দ্ধিত হয়।' ইহাই শুদ্ধভক্তের কথা।

প্রভুর যা'তে সুখ হয়, সেইটাই দরকার। আমার ভাল লাগাটা ভক্তি নয়, সেটা—অভক্তি। ভুল-বিচারটা ছাড়তে হ'বে। প্রীতি থাক্‌লেই সঙ্গ হয়, যত দূরেই থাকুক। যেখানে রুচি, সেখানে সঙ্গ। রুচির বা আবেশের অভাব যেখানে সেখানে সঙ্গ হয় না। প্রীতি না থাক্‌লে কি সঙ্গ হয়? প্রীতি থাক্‌লে এক সুরে বাজবে। গুরুকে সব দিতে হ'বে। নিজের জন্য কিছু রাখ্‌লে হ'বে না। ঐকান্তিক হ'তে হ'বে—সতীত্ব রাখতে হ'বে। দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা না থাক্‌লে হ'বে না। একদিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। একমুখী হ'তে হ'বে, অন্য দিকে মন দিলে হ'বে না।

নিষ্কপটতা, অকুটিলতা থাক্‌লে সুবিধা হ'বে। অন্যাভিলাষাদি থাক্‌লে সুবিধা হ'বে না। অকুটিল থাক্‌লে কৃষ্ণই এগিয়ে দেবেন। শাস্ত্রকথা—মহাজনবাক্য। তাহা কায়মনোবাক্যে গ্রহণ ক'রে পালন করতে হ'বে। যে শুশ্রূষু হ'ন না—গ্রহণ করেন না, সে কৃপা পাবে না।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার জন্য যে নিজকে বলি দেওয়া—এর নামই ভক্তি। গুরুর আনুগত্যে কৃষ্ণভজন হ'বে। ভজন বা সেবন একই কথা। গুরুভজন গুরুসেবন একই।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বিষ্ণু সর্ব্বশিরা মঙ্গলবার গৌরাব্দ ৪৫৭

শ্রীগৌরসুন্দর

বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ দেহ মনের অধীন কোন মর্ত্ত্য জীব হইতে জাত বা উৎপন্ন জীবাবেশ শ্রীগৌরসুন্দর নহেন। তিনি অনাদির আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ হইয়াও শ্রীশচী জগন্নাথের শুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কোন গবেষণার বস্তু নহেন, তিনি স্বপ্রকাশ, অপ্রাকৃত বস্তু। তিনি নিজেকে নিজে না জানাইলে কেউ তাঁহাকে জানিতে পারে না। ঐতিহাসিকের কাছে তিনি আবিষ্কৃত হন না। তিনি কোন প্রাপঞ্চিক ব্যাপারগত বস্তু নহেন। প্রাকৃত দেশ, কাল, পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া তাঁহাকে কেহ মাপিয়া লইতে পারে না। তিনি মায়াতীত, অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহার নাম, ধাম, কাম সবই অপ্রাকৃত। নিজের চেষ্টায় কেহ তাঁহাকে জানিতে বা চিনিতে পারে না। তাঁহার কৃপায়ই তাঁহাকে জানা ও চেনা যায়। তাঁহার ভক্তে শরণাগতিই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। শ্রীগৌরসুন্দর অজিত হইলেও শরণাগতের নিকট জিত। তিনি অধোক্ষজভাবে সেবা-গ্রহণও করেন আবার অনুগত সেবকের লীলাও করেন। তিনি পরমসেব্যবিগ্রহ হইয়াও জীবমঙ্গলের জন্য সেবাবিগ্রহ আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

ভক্তের হৃদয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-ক্ষেত্র। ভক্তের হৃদয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের বিহার স্থলী। ভক্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবদনুভাব কখনও উপলব্ধির বিষয় হয় না। বিষয়-বিগ্রহ অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহের সেবা-চমৎকারিতাকে অধিকতরভাবে বরণ করিতে না পারিলে ভক্তিপথের চতুঃসীমানায়ও প্রবেশের কোন অধিকার নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্যলীলাময় ভগবান্। তিনি কাঙ্গালের উদ্ধারের জন্য অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ এবং শ্রীধামসহ এই ভৌম নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে মহাযোগপীঠে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্‌ই পঞ্চতত্ত্বরূপে জীবকল্যাণের জন্য—ব্রহ্মাদির দুর্লভ প্রেম জীবে প্রদানার্থ এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক আগমন করেন। তিনি সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক। কলিজীবের মঙ্গলের পথ সুগম করিবার জন্য তিনি একমাত্র নামসংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম-প্রচারার্থ এ জগতে আসিয়াছিলেন। একমাত্র নামসংকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার সেবা হয়।

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥

পঞ্চতত্ত্বের পাঁচটী তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ভক্তরূপ—শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু, ভক্তস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, ভক্তাবতার—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর প্রভু আর ভক্ত—শ্রীশ্রীবাস ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥

স্বয়ং ভগবানই পঞ্চতত্ত্ব ও দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুতত্ত্ব—এতদ্রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জীবের মঙ্গলময় পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ইঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রপঞ্চে কৃষ্ণদর্শন নাই। যে স্থানে দর্শনের অভাব, সেস্থানে বিরহ। এ জগতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার একমাত্র নামে। নামরূপেই কৃষ্ণ এ জগতে প্রকটিত হন। অপর প্রকাশ এ জগতে নাই। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন। মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম জগতে দান করিয়াছেন—কৃষ্ণই কৃষ্ণকে পাইবার উপায় জানাইয়াছেন। কৃষ্ণনামোচ্চারণ দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে হইবে—এখানে অনুসন্ধানই সাক্ষাৎকার—ইহাও গৌরসুন্দর জানাইয়াছেন।

মহাপ্রভু স্বয়ং-ভগবান্ হইয়াও জীবোদ্ধারের জন্য আচার্য্যলীলায় একটি কার্য্য স্বয়ং আচরণমুখে জীবের হরিভজনের সুগম পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন'—এইরূপ বিপ্রলম্ভের সহিত কৃষ্ণের জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল হওয়াই জীবের একমাত্র প্রয়োজন, ইহা তাঁহার আচরণে দেখা যায়।

আদিলীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের নাম—'বিশ্বম্ভর', সন্ন্যাসলীলায় তাঁহার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণনামপ্রেম প্রদান করিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া—জীবের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তদীয় অনুগত জীবগণের চৈতন্য সম্পাদন করেন। শ্রীচৈতন্যের ভৃত্যগণই প্রকৃত নাম-ভজনকারী। অণুচিৎ জীবের ধর্ম্মই শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মভজন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত কেহই কৃষ্ণভজনে অধিকার পাইতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই উপাস্য; কিন্তু কৃষ্ণভজনে একমাত্র মুক্তেরই অধিকার। গৌরকে লঙ্ঘন করিয়া কেহ কৃষ্ণভজন করিতে পারে না।

গৌরের সকলই বদান্য। তাঁহার নাম, ধাম, কাম, পরিকর—সকলেই মহাবদান্য। গৌরজনের কৃপায় বদ্ধজীবগণ শ্রীগৌরের সেবার অধিকার লাভ করিতে পারে। গৌরজনের কৃপা ব্যতীত গৌরতত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ॥

যৎকিঞ্চিৎ

ভগবানের অযাচিত কৃপায় আমরা অসৎসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিবার এবং সাধুসঙ্গে মঠে বাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। এই মঠ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষীর মঠ নহে, ইহা শুদ্ধভক্ত-মঠ। এই মঠ ভোগাগার নহে, ইহা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাস্থলী। মঠ গৃহ নহে, গৃহ হইতে মঠ সম্পূর্ণ পৃথক। মঠবাসী সকলেরই সমবেত চেষ্টা হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান। গৃহ ভোগাগার—হরিবিস্মৃতির দ্বারস্বরূপ, আর মঠ হরিস্মৃতির—হরিসেবার আগার। গৃহস্থ সকলেই ভোগে ব্যস্ত থাকায়, নিজ সুখানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকায় সকলেই নিজ নিজ প্রাধান্য-বিস্তারে যত্নপর। সেখানে সকলেই প্রভু সাজিতে চায়। গৃহে একজন কর্ত্তা বা মালিক থাকিলেও অন্তরে কেহই তাঁহাকে মানে না। বাহ্যভাবে তাঁহার আনুগত্য করিয়া—তাঁহার অধীন বা শাসনে থাকিয়া নিজ নিজ ভোগ সংগ্রহ করিয়া থাকে মাত্র। মঠে কিন্তু এরূপ ধরণের কোন কথা নাই। পূর্ণ আনুগত্যধর্ম্মই এই মঠের প্রাণ। মঠের সকলেই নিরপেক্ষ ত্যাগী। বিধি ভগবদ্বিজ্ঞ-জনানুগত্যে ভগবানের সুখবিধানে তৎপর। প্রকৃত মঠবাসী যাঁহারা, তাঁহারা অকিঞ্চন। তাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার জন্যই মঠবাস করেন। তাঁহাদের অন্যাভিলাষাদি নাই। তাঁহারা একমাত্র সেবাকামনা লইয়াই মঠে বাস করিতেছেন। প্রকৃত মঠবাসিগণের কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হয় না। কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেই একপথের পথিক, একের অনুগত। সকলেরই উদ্দেশ্য ও চেষ্টা একতাৎপর্য্যপর হওয়ায় তাহা বড়ই সুন্দর—শান্তিময়। সেখানে পরস্পর পরস্পরে সহানুভূতি বর্ত্তমান। সেখানে পরস্পরের চিত্তবৃত্তিতে হিংসা বা মৎসরতা নাই, কিন্তু একতা এবং প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যায়। শ্রীগুরুকৃষ্ণের কে কত বেশী সুখবিধান করিতে পারিবে, ইহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা প্রবল যত্ন-চেষ্টা, উদ্যম ও উৎসাহ আছে। এই যে উদ্যম, উৎসাহ ও যত্ন-চেষ্টা, তাহাতে সেবকের চিত্তবৃত্তিতে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু ও অমানি-মানদত্বের ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকৃত মঠবাসী বলেন—'সকলেই আমার প্রভুর সুখবিধান করুন, সকলেই প্রভুর হইয়া যান। তাহা হইলে প্রভু আমাকেও নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। আমি সকলেরই পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সেবালাভের যত্ন করিব।' তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি এত উদার! তাঁহারা জীবের প্রতি এত কৃপালু।

আনুগত্যই ভক্তির মেরুদণ্ড। সেইজন্যই কৃপাপ্রার্থী ভক্তিলাভেচ্ছু জনগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। সংসারী লোকসকল যেরূপ কৃত্রিম আনুগত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ কৃত্রিম আনুগত্য দ্বারা মঠবাস হইতে পারে না। আন্তরিকতার সহিত সকল কার্য্য না হইলে তাহা কপটতায় পর্য্যবসিত হইবে। কপটতা করিয়া সেবা হয় না—ভক্তিলাভ হয় না, বঞ্চনাই লাভ হয়। কপটকে গুরু-বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিয়া থাকেন। নিষ্কপটতাই ভক্তির সোপান। একমাত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সুখ-বিধান করা ব্যতীত আমি আর কিছুই চাহি না। তাঁহাদের সুখবিধান ব্যতীত যে আমার নিজ মঙ্গল, তাহা চাহি না—এইরূপ চিত্তবৃত্তি হরিভজনকারী ব্যক্তির। মঠবাসীর আনুগত্য যদি কৃত্রিম হয়, সরলতা যদি কৃত্রিম হয়, তবে তাহার মঠবাসও কৃত্রিম হইবে। নতুবা মঠবাসের অভিনয় করিয়াও আমরা দিন দিন মঠবাসের পরিবর্ত্তে গৃহব্রতী বা প্রচ্ছন্ন ভোগী হইয়া পড়িব, স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হইব। দুর্ব্বল অনর্থগ্রস্ত আমরা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য করিতে না পারিলেও তজ্জন্য প্রয়াসী হইব এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিব। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাই আমাদের নিত্য কৃত্য। গুরুসেবা না হইলে কাহারও মঠবাস, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম সংরক্ষিত হইতে পারে না। সকল ধর্ম্মেরই মূলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়াই সকল ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। গুরুসেবাই ভক্তিধর্ম্মের মেরুদণ্ড।

গুরুবৈষ্ণবভগবান্ আমাদের সম্মুখে থাকিলে আমরা অনাচার করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের অসাক্ষাতে অনেক সময় অনেক দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয় এবং অনেক অন্যায় কার্য্যও করিয়া ফেলি। গুরুবৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী, তাঁহারা সর্ব্বত্রই আছেন, আমরা দেখিতে না পাইলেও তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছেন, আমরা মনে কি চিন্তা করি, তাহাও তাঁহারা জানেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া ভগবৎ-সেবা লাভ করিবার উপায় নাই। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় হৃদয় ভরপুর করিয়া রাখিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া ফাঁকতালে কৃষ্ণকে পাইবার উপায় নাই। যিনি যাহা, তাঁহাকে সেইরূপ বিশ্বাস না করাই অন্যায়।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অভ্যাদিত্যে সন্নিহানরূপ নাস্তিকবুদ্ধি না যাওয়া পর্য্যন্ত মঙ্গললাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেই ভগবৎ-সেবা-অভিলাষী। এই সেবা লাভ করিতে হইলে আমাদের খুব সতর্কতার সহিত সেবা করিতে হইবে। আমাদের খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া দরকার। জগতের সকল লোকও যদি স্বতন্ত্র হইয়া যায়, ভক্তি ছাড়িয়া যথেচ্ছাচারিতা চালায়, গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য না করে, গুরুর উপর গুরুগিরি চালায়, তাহা হইলেও অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্যাধম আমি কিছুতেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাব্রত পরিত্যাগ করিব না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বিশিষ্ট হইয়া সেবাক্ষেত্রে নামিলে—শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবসেবা-লাভেচ্ছু হইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে। আমাদের আদর্শ হইবে অতিমর্ত্ত্য গুরুসেবকগণ, তাঁহাদের গুরুসেবাময় জীবনই আমাদের আদর্শ। আমরা সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিব, যদি গুরুবৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ লোক-বঞ্চনার জন্য অন্যরূপ আদর্শ প্রকট করেন, তাহা হইলে সেই আদর্শ আমাদের গ্রহণীয় নহে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান দিতে বলেন, নিজেকে অমানি-মানদ, কাঙ্গাল হইতে বলেন। অমানি-মানদ না হইলে হরিনামকীর্ত্তনে অধিকার হয় না।

গুরুবর্গ বলেন, বাহিরের কাজকর্ম্মে সময় কম দিয়া যাহাতে হরিভজনের দিকে বেশী সময় দেওয়া যায়, তাহাই করিতে হইবে। এইরূপভাবে চলিলে ক্রমে ২৪ ঘণ্টাই হরি-ভজনের পথে চলিতে পারা যাইবে। চোখের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কাণটিকে সজাগ রাখিতে হইবে। শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই কাণের দ্বারা করিতে হইবে, তবেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারা যাইবে নতুবা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু করা যাইবে তাহা সবই ভোগ হইয়া যাইবে, ফলে নরক। দৃঢ়তা না থাকিলে হরিভজন হইবে না। দৃঢ়তা, সরলতা ও অভিনিবেশ থাকিলেই আমাদের সুবিধা হইবে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম-বিস্মৃতি যাহাতে না আসে তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট থাকিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণমুখে জীবন যাপন করিতে হইবে। তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বদা হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনমুখে জীবনযাপন করিলে অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনে যোগ্যতা লাভ হইবে। শুদ্ধভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

দুর্দ্দৈব

——]:•:(•):•:[——

বহুভাগ্যফলে ভুবনৈকবন্দ্য শ্রীগুরুপাদ-পদ্মতলে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। দেবতাগণ যাঁহার সন্ধান পান না সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের প্রিয়তম শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম অহৈতুকী কৃপা করিয়া স্বেচ্ছায় দর্শন-দান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ের সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। আমি অসংখ্য প্রকার দোষে দোষী হইলেও—আমার সংসারে আসক্তি থাকিলেও কৃপা-বতার শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কৌশলে আকর্ষণ করিয়া মঠবাসের সৌভাগ্য ও সাধুসঙ্গের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। হরিভজনের অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। হরিধামে বাস, হরিজনের সঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ ভগবৎকৃপায়ই লাভ হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগা আমি, এত সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও আমার নিত্যমঙ্গলসংগ্রহে উদাসীন থাকিলাম। আমার দুর্দ্দৈবের কথা আর কি বলিব? এত সুযোগ-সুবিধা কি কেহ কখনও পাইয়াছে? চতুর্দ্দিক্ হইতে এত অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াও যখন আমি মঙ্গল লাভ করিতে পারিলাম না ও পারিতেছি না, তখন আমার মত দুর্ভাগা আর বিশ্বে কে আছে? শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া কখনও স্বয়ং আবার কখনও বা তাঁহার একান্ত অনুগত প্রিয়জনের দ্বারা আমাকে সংশোধনের জন্য আমাকে নিকটে রাখিয়া কখনও স্নেহবাক্য, কখনও বা তীব্র ভর্ৎসনার দ্বারা আমার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কখনও কখনও নির্ব্বেদ আসে এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া আর এরূপ অন্যায় করিয়া তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা দিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু হায়, আমার কি দুর্দ্দৈব যে, দুই একদিন পর পুনরায় সেই পূর্ব্ব অভ্যস্ত কার্য্যই করিয়া বসিতেছি। তজ্জন্য তাঁহারা পুনরায় দুঃখিতই হইতেছেন। আমার এ দুর্দ্দৈবের কথা আর কি বলিব?

এমন করুণাময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের দেবদুর্ল্লভ সঙ্গসুযোগ পাইয়াও তাঁহাদের সেবা করা ত' দূরের কথা, তাঁহাদিগকে কেবল সর্ব্বক্ষণ উদ্বেগ প্রদানই করিতেছি। হরিভজন করিতে আসিয়া আমি আজ ভজনে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। আমি কার্য্যতঃ গুরুসেবায় উদাসীন থাকিয়া নিজেকে একজন গুরুর একান্ত অনুগত শিষ্য বলিয়া প্রচার করিবার জন্যই উৎসাহযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহা আমার চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। গুরুসেবা না করিয়াই মনে করিতেছি, আমি গুরুপাদ-পদ্মের একজন অন্তরঙ্গ সেবক। কপটতার আশ্রয় লইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে আমার সেবাবিমুখতা জানিতে না দিয়া আমার সেবাবিমুখতা বা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাকেই শ্রীগুরু-সেবা বলিয়া চালাইবার জন্য আমি নিজেই নিজের প্রচারক হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! আমি একবারও চিন্তা করিবার অবসর পাই না যে, আমি কোন পথে চলিয়াছি। আমি একবারও নিষ্কপটভাবে আমার অযোগ্যতা চিন্তা বা আমার হৃদয়ের অনর্থগুলি গুরুবৈষ্ণবগণকে জানাইতে পারিতেছি না, অন্তর্যামী গুরুবৈষ্ণবগণকে ফাঁকি দিয়া 'আমি সর্ব্বক্ষণ বড়ই সেবারত'—দেখাইবার জন্য কতই না কৌশলজাল বিস্তার করিতেছি। আমি যে ডালে বসিয়াছি, সেই ডালকেই কাটিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি যাহা প্রচার করিতেছি, তাহার বিপরীতই আচরণ করিতেছি। আমি মুখে প্রাকৃত-সহজিয়াকে নিন্দা করি, কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া অপেক্ষাও যে আমার চিত্তবৃত্তি অতীব ঘৃণ্য, সেদিকে আমার আদৌ লক্ষ্য নাই। অন্তর্যামী গুরুবৈষ্ণবগণকে ফাঁকি দিতে গিয়া যে আমি নাস্তিকতার চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছি, কপটতা রাক্ষসীর কবলে কবলিত হইয়া আমি তাহা বুঝিতেই পারিতেছি না। মুখে অসৎকে অসৎ বলিলেও যদি অসতের চিত্তবৃত্তিই আমার থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আমার অসৎকে গর্হণ করার মূল্য কি আছে?

আমি আপনার দোষে আপনিই বঞ্চিত। আমি বৈষ্ণবসেবা না করিয়া বৈষ্ণব হইতে বড়ই অভিলাষী। কেহ আমাকে বৈষ্ণব বলিলে—ভাল বলিলে—আমার প্রশংসা করিলে আমি বড়ই উল্লসিত হই, সেবায় আমার বড়ই উৎসাহ হয়। আমি নিজের সেবাদক্ষতার বড়াই করিয়া গুরুবৈষ্ণবকে উল্লঙ্ঘন করিতেছি। তাঁহাদের পদধূলিই আমার সত্তা—দাম্ভিকতামোহে এ উপলব্ধি আজ আমার নাই। নিজেকে বৈষ্ণব অভিমান করায় বহুদিন গুরুবৈষ্ণবগণের নিকটে থাকবার অভিনয় করিয়াও গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গ আমার হইল না। বৈষ্ণবগণ আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কতই না সম্মান-সূচক বাক্য বলেন, কিন্তু সেই সময় আমি আমার দুর্দ্দৈব ও দুর্দ্দশার কথা না ভাবিয়া মনে করি, আমি যখন বৈষ্ণবের সম্মানের পাত্র হইয়া পড়িয়াছি, তখন আমি কি আর বৈষ্ণব না হইয়াছি? এইরূপে আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই আত্মবঞ্চনার পথে ছুটিয়া চলিয়াছি।

আমি স্থূলভাবে গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু অন্যাক্ত বাক্যবাগীশ হইয়া সর্ব্বক্ষণই প্রচ্ছন্ন প্রজল্পের ফুলঝুড়ি ছুটাইতেছি। নানা প্রকার প্রজল্প, বৈষ্ণবনিন্দা, বৃথা হাস্য-পরিহাস প্রভৃতিতেই মত্ত হইয়া রহিয়াছি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অপার করুণায় হরিভজনের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইলেও নিজের দুর্দ্দৈববশে আমার কিছুই হইল না। আমার দুর্দ্দৈব এতই বেশী হইয়াছে যে, আমি আজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখিতে পারিতেছি না গুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণা আমি কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। আমার প্রবন্ধ লেখা, হরিকথা বলা, বক্তৃতা প্রদান করা আচরণহীন হওয়ায় সবই বৃথা বাগ্‌বৈখরীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। গুরু-বৈষ্ণবের বাণীশ্রবণই হয় নাই, এমতাবস্থায় আমার কীর্ত্তনের যে প্রয়াস, তাহা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষামূলেই যে হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

তাই দেখিতেছি, নিজের দুর্দ্দৈববশে আমি আজ হরিভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না—অনর্থনিবৃত্তি হইতেছে না। ইহা আমারই কর্ম্মের ফল।

করি নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে।

গুরুবৈষ্ণবগণের কোন দোষ নাই—তাঁহাদের কৃপাপ্রদানের কোন কৃপণতা নাই। তাঁহারা আমাকে সংশোধনের জন্য সর্ব্বক্ষণই তীব্রবাণীর দ্বারা শাসন করিতেছেন, আমার মঙ্গলের জন্য নিজের হরি-ভজনের কত অমূল্য সময় ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু আমার জড়তা এতই প্রবল হইয়াছে, বহির্ম্মুখতা এতই মজ্জাগত হইয়াছে যে, তাঁহাদের এত যত্নচেষ্টা সবই বিফল হইতেছে। আমার দুর্দ্দৈবের কথা বলিয়া আর শেষ করা যায় না। কেবল দুই একটা জানাইবার প্রয়াস পাইলাম মাত্র।

শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম

——:•:•:•:——

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ।

শ্রীনাম চিন্তামণি, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তিনি চৈতন্যরসবিগ্রহ। নামী হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্রীনাম নামীরই ন্যায় পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত।

প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা ঔদার্য্যময় অবতার শ্রীনাম। নাম স্বয়ং পরব্রহ্ম। পঞ্চরাত্রে যে পূজা-বিধির ব্যবস্থা দেখা যায়, উহা অর্চ্চানুশীলন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীনামভজন—পরানুশীলন। শ্রীভগবানের প্রথম প্রকাশ—শ্রীঅর্চ্চা, আর পরতত্ত্ব শ্রীনাম নিত্যসেবায় সুপ্রতিষ্ঠিত অপ্রাকৃত সেবকগণের সম্বিদ্বৃত্তিতে একমাত্র সেবনীয় বস্তুরূপে পরিদৃষ্ট হন।

'অর্চ্চন' ভজনাঙ্গ-সমূহের অন্যতম; কিন্তু শ্রীনামানুশীলন ভজনের অঙ্গমাত্র নহে, পরন্তু উহাই একমাত্র ভজন। অন্যান্য ভজনাঙ্গ-সমূহ যে পরিমাণে শ্রীনামানুশীলনের অনুকূল বা অনুকূল, সেই পরিমাণেই তাহা [illegible]

বা কৃষ্ণ-সুখ-পরতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। পঞ্চরাত্র কথিত অর্চ্চন বিধি যদি শ্রীমদ্ভাগবত-নির্দ্দিষ্ট শ্রীনামাশ্রয়ীস্বরূপ ভজনের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলেই উহা শুদ্ধভক্তির পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে। ভগবদ্দাস্যতা ছাড়িয়া দিলে উহা কর্ম্মকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ যেখানে শব্দের প্রকাশ আংশিক মাত্র, সেখানেই 'অর্চ্চন', আর যেখানে শব্দ বা নাম পরিপূর্ণ অর্থাৎ সমগ্রভাবে অবস্থিত, তাহাই কীর্ত্তন। শ্রীনামের বা বৈকুণ্ঠ শব্দের আশ্রয় যখন পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়, তখন তাহাই ভজন। আর যেখানে শব্দের বিলাসের পূর্ণোপলব্ধি নাই, সেখানেই ক্রিয়াপর অর্চ্চন। অর্চ্চা-বিগ্রহও ব্রহ্মবস্তু। প্রাকৃতিকের নিকট শ্রীনাম শব্দসামান্যরূপে দৃষ্ট হইলেও সেবকের দর্শনে শ্রীনাম পরব্রহ্ম।

শ্রীনাম—অসমোর্দ্ধ বিলাসপরায়ণ, অপ্রতিহতবিক্রমশালী ও বেগবান্। শ্রীনাম স্বীয় মাধুর্য্য, স্বীয় চাকচিক্যে নিজ আশ্রয় প্রেমিক ভক্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলেন, তাঁহার প্রভাবের তুলনা নাই। কিন্তু সেই অদ্ভুতরূপ শ্রীনাম বহির্ম্মুখের নিকট যে কোন প্রকার বিক্রম প্রকাশ করেন না, জাগতিক শব্দের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্যরূপে, অধীন, অণুরূপে প্রতিভাত হন, বদ্ধজীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি। বদ্ধজীব শ্রীনামে বিশ্বাসহীন, সংশয়যুক্ত। এ সংশয় কিছুতেই যায় না, যতদিন শ্রীনামের প্রভাব নিজ-মধ্যে এবং বস্তুতে উপলব্ধির বিষয় না হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

চিচ্ছক্তি ও জীবশক্তির সহিত শ্রীনামের যে বিচিত্রপ্রকার বিলাস, তাহার উপলব্ধিই নামের বিক্রম-উপলব্ধি বা নামের দর্শন। যখন অখিলাত্মার অর্থাৎ ত্রিবিধ শক্তি-পরিণত বস্তুর সহিত অখিলাত্মা শ্রীনামের বিলাস-বৈচিত্র্য উপলব্ধির বিষয় হয়, তখনই প্রকৃত-পক্ষে সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়। বস্তুর সাক্ষাৎকার ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব বা স্বভাব-বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ কখনই যাইবার নহে। নিজের চেষ্টায়, নিজের জ্ঞানে, নিজের বিচার-বুদ্ধিবলে আমরা সংশয় বা অবিশ্বাসের হস্ত হইতে কখনও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি না। তত্ত্ববস্তু যখন স্বয়ং কৃপা করিয়া অবতরণ করেন, তখন তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহাকে দর্শন করিলে সংশয় বা অবিশ্বাস দূর হয়।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য আমাদের স্বতন্ত্র চেষ্টা নিরর্থক। কেবল নিরর্থক নহে, উহা শ্রীনামের শক্তিতে অবিশ্বাসেরই সূচনা করে মাত্র। সকল অনর্থের মূল যে অবিদ্যা বা মায়া, তাহা অসীমশক্তিশালিনী। জীবের সাধ্য নাই যে, সে নিজে চেষ্টা করিয়া দুরতিক্রম্যা মায়াকে জয় করিতে পারে। জীবের পক্ষে একমাত্র কৃত্য—নিষ্কপট আর্ত্তি-আকুলতার সহিত শ্রীনামকে আহ্বান করা। বাস্তবিকই তাঁহার আর কোন কৃত্য নাই। নিষ্কপট শরণা-গতের আহ্বানে শ্রীনাম তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ংই উদিত হন। অনর্থগ্রস্ত হৃদয়ে শ্রীনাম আবির্ভূত হন না সত্য, কিন্তু যদি নিষ্কপটতা থাকে, যদি সত্য সত্য আর্ত্তি দেখা যায়, তাহা হইলে শ্রীনাম স্বয়ং অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই সেবোন্মুখের হৃদয় অনর্থমুক্ত করিয়া নিজে রমণীয়ধনস্বরূপস্বরূপ-রূপে গোকুল-মহামহোৎসব প্রকট করেন। তাঁহার আসন তিনি নিজে করিয়া লন, জীবের পক্ষে কেবল—'আমার হৃদয়ে শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্ম উদিত হউক'—এইরূপ নিষ্কপট ইচ্ছা ও তজ্জন্য প্রবল আর্ত্তিপূর্ণ আহ্বান—এইটুকু মাত্র প্রয়োজন। অনর্থের জন্য হতাশ হইবার বা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণপাদপদ্মের আবির্ভাব হউক, অনর্থ আপনিই পলায়ন করিবে—তাঁহার আগমনের অভাবে।

শৃণ্বতঃ স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥

শ্রীনাম সর্ব্বশক্তিমান্। বদ্ধজীবকে তিনি উপেক্ষা করেন না, পরন্তু তিনি স্বয়ং সেবোন্মুখ জীব হৃদয়ে অনাহূত হইয়া সকল অমঙ্গল, সকল অনর্থ বিধূনিত করেন, তিনি এত বড় দয়ালু। এই দয়া, এই করুণাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন, জীবের পক্ষে ইহাই একমাত্র কৃত্য।

শ্রীনামের অবতরণ, শ্রীনামের বিলাস-বিক্রমের উপলব্ধি কখন হয়, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি-মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয়ে সুধা অনুপম॥

বিষয়-বাসনা অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে অনাদি-কাল মায়ার কর্ম্মচক্রে আরোহণ করাইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণ করাইতেছে। এই বিষয়-বাসনা জীবের যাবতীয় ক্লেশ, দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ হইলেও বদ্ধজীবের কিন্তু উহা উপলব্ধির বিষয় হয় না। অবশ্য কোন কোন সময় কোন অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে অথবা প্রাপ্ত বস্তুর অভাবে আমাদের মনে একটু তাৎকালিক শ্মশান বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হয় বটে, কিন্তু তাহার আয়ুষ্কাল অতি অল্প। পরক্ষণেই অন্য নূতন বাসনা প্রবলতর হইয়া সেই সাময়িক বৈরাগ্যকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। আবার যাঁহারা বিষয়-ভোগ-বাসনার ক্লেশ অনুভব করিয়া মোক্ষকেই বাসনা-বিনাশকরূপে বহু-মানন করেন, তাঁহারা স্থূল দৃষ্টিতে বাসনাশূন্য-রূপে লক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বাসনা-রহিত নহেন। ভোগী স্থূল বিষয়-ভোগবাসনার জ্বালা অনুভব করে না; মোক্ষকামী স্থূল বিষয়ভোগস্পৃহার জ্বালাময়ত্ব বা দুঃখদায়কত্ব অনুভব করিলেও মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ সূক্ষ্ম বিষয়বাসনার জ্বালা অনুভব করে না, মোক্ষ-বাঞ্ছা তাহাকে সুখই দিয়া থাকে। কিন্তু স্থূলই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক, বিষয়বাসনা মাত্রই যে অত্যন্ত জ্বালাদায়ক, এটি উপলব্ধি না হইলে শ্রীনামের কৃপা হয় না। বিষয়-বাসনা যে অনলস্বরূপ, উহা যে অত্যন্ত ক্লেশকর, এইটির উপলব্ধি হওয়া আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। বিষয়বাসনাই সমস্ত দুঃখ আনয়ন করে, ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, বিষয়-বাসনা আমাদের প্রাণে জ্বালা আনে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বতঃই আমাদের চেষ্টা হইত। বিষয়বাসনা আমাদের নিকট বড় রুচিকর, বড় স্বাদু বলিয়াই মনে হয়, নতুবা তাহা ছাড়িতে চাহি না কেন?

ধর্ম্মার্থ-কামকামী স্থূল ভোগীকে বিষয়-বাসনা বিন্দুমাত্র জ্বালা প্রদান করে না অর্থাৎ 'কেন আমার চিত্তে এরূপ বিষয়ভোগ-কামনা রহিয়াছে'—এরূপ চিন্তা করিয়া ভোগী কখনও দুঃখ অনুভব করে না। মোক্ষকামী স্থূল বিষয়-ভোগলিপ্সার জ্বালা অনুভব করে। কারণ, মোক্ষকামী জানে, স্থূল বিষয়-ভোগেচ্ছা থাকিলে মোক্ষলাভ হয় না, সুতরাং সাধন-কালে যদি কখনও তাহার চিত্তে স্থূল ভোগ কামনার উদয় হয়, তাহা হইলে সে উহাকে মোক্ষলাভের প্রতিকূল বোধে—'কেন এরূপ অবাঞ্ছনীয় বাসনা আসিয়া চিত্তবিক্ষোভের সৃষ্টি করিতেছে?'—এরূপ চিন্তা করিয়া ক্লেশ অনুভব করে। অনাহূত বিষয়ভোগ-কাম ঈপ্সিত বস্তু-প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া উহার প্রাদুর্ভাবে সে জ্বালা বোধ করে, উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। কিন্তু মুমুক্ষুর নিকট স্থূলভোগকামনা জ্বালাদায়ক হইলেও মোক্ষবাসনা কিন্তু তাহাকে পীড়িত করে না বা উত্ত্যক্ত করে না। মোক্ষকামনা তাহার নিকট প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয়। মোক্ষবাসনা ও কৃষ্ণেতর বাসনামাত্রই অত্যন্ত জ্বালাময় বলিয়া উপলব্ধি হয় কখন? শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

অবিদ্যারূপ পিত্তের তাপে বদ্ধজীবের জিহ্বা তপ্ত হইয়া থাকে, সেই জিহ্বায় ঘন-মাধুর্য্যময় শ্রীনাম রুচিকর হয় না। কিন্তু শ্রীনামে যে রুচি হইতেছে না, তজ্জন্য এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার দুঃখবোধও হয় না। যখনই শ্রীনামের কৃপায় নামে আদর হয় অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, যখনই 'নামই একমাত্র প্রভু'—এরূপ উপলব্ধি হয়, তখনই সেই নামের সুখের প্রতিবন্ধক যে বিষয়-বাসনা, তাহা অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে থাকে। তখন বিষয়বাসনারূপ অনলতাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেবোন্মুখ জীব শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্মে আকুল প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এইরূপ আকুল আর্ত্তিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি তখন স্বতঃই বাহির হইতে থাকে,—

গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে রয়েছে ঘোর॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥

ভোগোন্মত্ত মন শাসন মানে না, তজ্জন্য প্রাণে দুঃখ-বেদনার সীমা নাই, তথাপি স্বতন্ত্রভাবে নিজ চেষ্টায় সেই অবাধ্য মনকে সংযত করিবার সাধ্যও নাই। তাই ভক্তের প্রার্থনা—

গোপীনাথ!
হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে
ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে আর সংশয় থাকে না, তজ্জন্য ভক্ত তখন শ্রদ্ধালু, কৃপালাভে দৃঢ়নিশ্চয় এবং ভগবৎপাদপদ্মের সহিত প্রীতিসূত্রে সম্বন্ধযুক্ত হন। তারপর যখন ভজন পুষ্টতালাভ করে, উৎকণ্ঠা যখন তীব্র হইতে তীব্রতর, তীব্রতম হইয়া উঠে, তখনই শ্রীনাম সেবোন্মুখ রসনায় স্বীয় রসময়স্বরূপ প্রকটিত করেন।

শ্রীনাম যখন সেবককে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করেন, তখন তাঁহার সমস্ত চিন্ময় ইন্দ্রিয়ে অপ্রতিহত বিলাসপরায়ণ-রূপে বিহার করেন। শ্রীনামের নিরঙ্কুশ অত্যাচারে উন্মাদ—বাতুল হওয়াই সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। সেই চরম—পরম সৌভাগ্যলাভের আশা যেন আমাদের শ্রীনাম ও শ্রীনামভজনপরায়ণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় কখনও লাভ হয়। শ্রীনামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে যত্নশীল হওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। "শ্রীনাম আমাদের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের উপর যথেচ্ছাচার করুন, সর্ব্বত্র শ্রীনাম ও শ্রীনামের বিলাস বৈভব-দর্শন আমাদের হউক—আমাদিগকে আপন দাস জ্ঞান করুন।"—এই প্রার্থনা অহরহঃ আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত উদিত হউক। সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা শ্রীনাম ও শ্রীনাম-বৈভবের উপলব্ধি না হইলে ভোগ-ত্যাগ, সংশয়-সন্দেহ, প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিকতার করাল গ্রাস হইতে আমরা কোন প্রকারেই রক্ষা পাইব না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১৬ই মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হল নাই।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক - শ্রী মধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন ঃ বড়বাজার ৮.১৫
সেবক—শ্রী ভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী রঘুচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক - শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী অনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীপ্রেমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী শ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী অমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীইন্দু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক - শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীকীর্ত্তনপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবরামগৌরবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক - শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ নহিমার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক - শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক— শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
হনুমান রোড, গয়া
সেবক শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক - শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন বাটী
সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীহরিবন্ধু দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোবিন্দবিহারী মঠ
শেরগড়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক - শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মান্দ্রাজ
সেবক - শ্রীরুক্মগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক- শ্রীগৌরবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীকৃষ্ণমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক - শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ সদন
পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিতকুড়া, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন,
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ (আমিনগঞ্জ) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক— শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক - পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীধৃতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিভালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শত অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবর্ত্তের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয়-মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৪৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। বাণী আম্বর — ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক — ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ।৵০
২২। ভজন-রহস্য — ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) — ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য — ॥০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত (সানুবাদ) — ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ) — ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন — ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) — ৵০
৩৫। গীতমালা — ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) — ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড — ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ — ।০
৪০। শরণাগতি — ৵০
৪১। গীতাবলী — ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা — ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) — ৩॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴১
৪৫। নবদ্বীপশতক — ৴১৮
৪৬। অর্থপঞ্চক — ৴১৫
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ — ১৯
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) — ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ৩।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণার্থ নির্ণয় — ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।০
৫৮। শ্রীভূপনাথ — ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — /০
৬০। সাংখ্যবাণী — /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ — ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ — ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — /০
৬৯। সারসংগ্রহ-ম্ — ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ — ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত — ॥০
৭২। নামভজন — /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি — ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ — ।৵০
৭৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ চৈতন্যমহাপ্রভু — ॥০
৭৬। বৈষ্ণবিজম্ — ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং — /০
৭৮। দি ভাগবত — ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন — ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৸০
৮৫। সাধনপথ — ।০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু — ৴১০
৮৭। গীতাবলী — ৴১০
৮৮। শরণাগতি — /০
৮৯। প্রার্থনা-প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী — ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি — ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতার-সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি দীর্ঘ ভূমিকা-সহ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুখবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ।।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান —মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সনাতন ধর্মস্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সনাতন, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুয়ান ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শাস্ত্র ও যুক্তির বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ প্রশ্নসমূহ, তাহাদের সংসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা, তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

অপ্

কলিকাতা ছাঃ	৬-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-২৬	১৭-৫৬	২২ ০
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১১ ১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৪	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩১	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-২	৮-৪০	১০-৬	১৩-৫৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-১১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২১-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম”	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
” ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	-৬	১১-৪	১৭ ২৯	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮ ৫১	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১০-২২	২০-৪৬	১-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৮-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫ ৫০	১৭ ৫০	২০-৩	২১-১৯	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৯	৯-৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৪৯	২০-২১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩-৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪ ১৬	১৭-৪৬	২১-৪০	২৩-১৫	৫-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—দিল্লীনগরের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধানাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মিশনের অপ্রাকৃত বেদান্তের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে ভারত ও অন্যান্য দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরজনসঙ্গের নিত্য সঙ্গলাভে অপ্রাকৃত গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::০::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বজনবিদিত জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও আদর অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা,

বেহালা ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

RECD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৬ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৪১, বুধবার | ৯ম-১০ম সংখ্যা

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রার্থনা এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ বিষ্ণু কৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৪

ভজন কাহাকে বলে?

ভক্তিই ভগবানের ভজন। কৃষ্ণপ্রীতিই ভক্তি, ভক্তি কৃষ্ণসুখবিধায়িনী—কৃষ্ণসন্তুতা—সতী-শিরোমণি। তিনি নিত্য কৃষ্ণসঙ্গিনী। তিনি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও সঙ্গ করেন না। শ্রীভক্তিদেবীর কৃপালাভ হইলে অপরে সৎসঙ্গ বা কৃষ্ণসঙ্গের সৌভাগ্য পায়। ভক্তি কৃষ্ণাকর্ষিণী ও কৃষ্ণবশকারিণী। ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখায়—জীবকে ভগবানের কাছে লইয়া যায়। ভক্তিই ভগবানের সহিত যোগসূত্র। ভক্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট আর অভক্ত মায়ার আকৃষ্ট। ভোগোন্মুখ ও ভোগ্য ভোগের প্রতি আকৃষ্ট, সেবোন্মুখ ও সেবক সেব্যের প্রতি আকৃষ্ট অর্থাৎ ভোগ্য ভোগীকে আর সেব্য সেবককে আকর্ষণ করেন। চুম্বক লৌহকেই আকর্ষণ করে, প্রস্তরকে বা সমস্ত লৌহকে করে না।

আমরা বর্ত্তমানে মায়াকবলিত হইয়া হরিবিমুখ জগতে আসিয়া পড়িয়াছি। এই মায়ার হস্ত হইতে সহজে উদ্ধার পাওয়া যায় না। মায়ার শরণাপন্ন হইয়া কেহ মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না, তাহাতে আরও মহামায়ার মহাজালে আবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবৎপাদপদ্মেই শরণাগত হন, তাঁহারাই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

মায়াক্রান্ত জীব যদি সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্যে গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজন করেন, তবে তিনি মায়াজাল অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবারূপ পরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"ভক্তি-শব্দো ভগবৎসেবাবাচ্যঃ প্রসিদ্ধার্থ এবাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমুচ্যতে ইত্যর্থঃ।" ভক্তি-শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ইহাই প্রসিদ্ধ অর্থ এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ও ভগবৎসেবেতর [illegible] কামনা নিরাসপূর্ব্বক কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে প্রেমদ্বারা তন্ময়ত্বই ভগবদ্ভজন। এই ভজন প্রধানতঃ নববিধ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা-শক্তি॥
সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

শরণাগতিই ভজনের মূল। এই মূলকে ছেদন করিয়া অর্থাৎ শরণাগত না হইয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আনুগত্য বা শরণাগতিই বৈষ্ণবধর্ম্মের—ভক্তির প্রাণ। আবার দৈন্য ও অকিঞ্চনতা না থাকিলে শরণাগত হওয়া যায় না। প্রথমেই দৈন্য থাকা চাই, কেননা, অহঙ্কার থাকাকালে জীব কখনই ভগবানের শরণাপন্ন হইতে চাহে না। সুতরাং দীনতা, সরলতা, দৃঢ়তা ও অকুটিলতা নিষ্কপটতা না থাকিলে কিছুই হইবে না। হরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই সেবা বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। আনুগত্য বা সেবাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। যেখানে আনুগত্য সেইখানেই সেবোন্মুখতা। স্বতন্ত্রতা যেখানে সেখানে সেবা নাই। যেখানে সেবা নাই সেখানে ভোগ বা ত্যাগের তাণ্ডব নৃত্য আছে। আনুগত্যই ভক্তিমার্গ আর স্বতন্ত্রতাই কর্ম্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ। ভক্তিমার্গে প্রথমেই আত্মনিবেদনের কথা। ভক্তের আত্মনিবেদন অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের ন্যায় ক্ষণিক নহে, তাহা নিত্য। অভক্তগণের গুরু ও শিষ্য-সম্বন্ধ অনিত্য। তাঁহাদের গুরুপ্রণতি নিত্য নহে। তাঁহাদের মতে সিদ্ধাবস্থায় গুরু ও শিষ্যে কোন ভেদ নাই। ভক্তের বিচার এরূপ নহে। হরিভজনপরায়ণ ভক্ত শ্রীগুরুর নিত্যদাস—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক। তিনি নিত্যকাল শ্রীগুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস, তাহা হরিভজন নহে—মায়ার ভজন। সাধুগুরুর আনুগত্য বাদ দিয়া আমরা যতই ভজনসম্বন্ধীয় আড়ম্বর করি না কেন, তাহাতে হরিভজন হইবে না। পরন্তু তদ্দ্বারা নিজেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ হইবে মাত্র। গুরুবৈষ্ণব-আনুগত্যই হরিভজনের মূল। ভজনের মূলে শরণাগতির অভাব থাকিলে ভজন [illegible] হইয়া পড়িবে। বদ্ধাবস্থায় ত' শ্রীগুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের রাজ্যে প্রবেশলাভই হইতে পারে না, আবার সিদ্ধাবস্থায় যে সিদ্ধদেহে হরিভজন তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের নিত্য আনুগত্য বর্ত্তমান।

ভক্তিতে 'আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস' এই সম্বন্ধজ্ঞান আছে, ভক্তি জিনিষটী কৃষ্ণদাস্য। তাহা কাহারও উপর প্রভুত্ব করা নহে। প্রভুত্বাভিমান যেখানে সেখানে ভক্তি নাই। প্রভু বা ভোক্তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত সেই ভোক্তারই ভোগ্য অর্থাৎ দাসী। কর্ত্তৃত্বাভিমান বা পুরুষাভিমান কৃষ্ণেরই একচেটিয়া। তিনিই একমাত্র প্রভু আর সকলেই তাঁহার দাস। ভোক্তাভিমানে জীব নিজকর্ম্মবশে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে সাধুগুরুর কৃপায় যখন কৃষ্ণোন্মুখ হয়—যখন তাহার সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই সে ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া—ভগবান্‌কে গোপ্তৃত্বে বরণ করতঃ গুরুর আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করে। তাহাতেই তাহার মঙ্গল হয়।

সাধুসঙ্গই ভক্তির জনক। সঙ্গই আনুগত্য, সঙ্গই আশ্রয়। আবার সঙ্গ করিতে হইলে সাধুতে শ্রদ্ধা থাকা চাই। সুতরাং শ্রদ্ধাই যে হরিভজনের মূল তাহা বলাই বাহুল্য। ষড়্বিধ শরণাগতিই শ্রদ্ধার লক্ষণ। অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণই সদাচার। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে সৎসঙ্গ হয় না। আবার সৎসঙ্গ না করিলে অসৎসঙ্গের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। বদ্ধজীব আমরা হরিভজনের রহস্য অবগত নহি। তাই ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছায় এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে হরিভজন শিক্ষা দেন। তাঁহার কৃপাই জীবের একমাত্র

অতএব শ্র . . . .

ছাড়ি অন্য গুরুপাদপদ্ম।

কর আত্মনিবেদন, দেহ গেহ পরিজন

গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥

(বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রেণী)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

জ্ঞানাদি সে সব ছার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর

নাহি গুচে জীবের সংসার।

কর্ম্ম, জ্ঞান, তপ, যোগ,

সকলই ত' কর্ম্মভোগ,

কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।

সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাহি

যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥

যোগ যাগ সব ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার,

সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে যাহার।

উদিয়াছে একবিন্দু, ক্রমে ভক্তিরস'সিন্ধু

পাবে তা'র হয় আবিষ্কার॥

জ্ঞান কর্ম্ম দেব-দেবী, এত যতনে ত সেবি,'

পাইলে হৈল তুচ্ছ জ্ঞান।

সাধুজন-সমাবেশে, কৃষ্ণকথার শেষে

বিশ্বাস ত' হয় বলবান্॥

সেই ত' বিশ্বাসে ভাই, শ্রদ্ধা বলি' সদা গাই

ভক্তিলতা-বীজ বলি তা'রে।

কর্ম্মী জ্ঞানী জন যা'রে শ্রদ্ধা বলে বারে বারে

সেহ বৃত্তি শ্রদ্ধা হৈতে নারে॥

শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা বা সাধুর চরণাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম কথা। প্রথমেই শ্রদ্ধা, প্রথমেই শরণাগতি, প্রথমেই আনুগত্য, প্রথমেই দাস্য। তা ছাড়িয়া নমস্কার বা প্রণতি, তা'র পর শ্রবণকীর্ত্তনাদি যা কিছু সব। ইহাই ভক্তিপথ। শ্রদ্ধা বা আত্মনিবেদন না থাকিলে সবই বৃথা। এই শ্রদ্ধা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি বশতঃ সাধুগুরুর সঙ্গ-কৃপাবলে লাভ হয়। শ্রদ্ধাবানই সাধুসঙ্গের অধিকারী। সাধুসঙ্গীই ভক্ত।

সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ সন্দিগ্ধচিত্ত নহে। শ্রদ্ধাবানই সেবোন্মুখ। যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সেবোন্মুখতাও নাই। শ্রদ্ধাই আদর। শ্রদ্ধা শরণাপত্তিলক্ষণা। শ্রদ্ধাভাব ও শ্রদ্ধা এক জিনিষ নহে। শ্রদ্ধা যাহাকে ভক্তিলতার বীজ বলে। এই শ্রদ্ধার মধ্যে আত্মনিবেদন ত' আছেই, তা'ছাড়া দৈন্য, গোপ্তৃত্বে-বরণ প্রভৃতি আরও পাঁচটা লক্ষণ আছে। শ্রদ্ধাবান্ জীবই ভক্তির অধিকারী।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

গত ২৮শে ফাল্গুন বুধবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞানপুরী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও নির্দ্দেশানুসারে এবং বর্ত্তমান সেবাযোগে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে প্রভাতে শ্রীমঙ্গল-আরাত্রিক-কীর্ত্তনাদি সম্পাদিত হয়। শ্রীশ্রীগৌর-জন্ম-মহোৎসবের অধিবাসোপলক্ষে উপলক্ষ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীযোগপীঠ প্রাঙ্গণে বিস্তৃত মণ্ডপে এক মহতী ভক্তমণ্ডলীতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীশ্রী আচার্য্যদেব বৈষ্ণববৃন্দসহ তথায় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রী আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীনাম মাহাত্ম্য, শ্রীধামপরিক্রমা, শ্রীনামাশ্রয়, শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়, অজ্ঞাতিসারহিত্য শরণাগতি ও গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মমহিমা প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে অকপটে আত্মনিবেদনের সহিত শ্রীনাম গ্রহণ, শ্রীধাম মায়াপুরে বাস প্রভৃতি ধামবাসেচ্ছা ও জড়কাম দূরীকরণের আবশ্যকতা, শ্রীগুরুর নিকট নিষ্কপট সাধুগুরুকৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তন অধিকার, শ্রবণের কৃপাই কৃষ্ণনাম-ভজনের প্রধান সহায়, জীবের গ্রহণের নিষ্কপটতা করিবার জন্য শ্রবণের প্রণালী অবশ্য, সকল মহাজনেরই শ্রীনামের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ, শারীরিক, মানসিক শাসন দেহের উপর কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু মহাজনের আদর্শ ও উপদেশাবলী আমাদের চেতন আত্মার উপর কার্য্য করিয়া থাকে, শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শরণাগতিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় প্রভৃতি বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতার পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ পুনরায় শ্রীনাম মাহাত্ম্য ও আত্মনিবেদনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিষয়ে কীর্ত্তন করেন।

২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম মহোৎসব দিবস উষঃকালে শ্রীযোগমায়াপুরপীঠে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌরগদাধরের মঙ্গলারাত্রিকের পর সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে দিবারাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়। ত্রিদণ্ডি . . . . শ্রীমদ্ . . . . ব্রহ্মচারী, ... তীর্থ, ... ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা ও তাহার তাৎপর্য্য বিষয়ে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনামপ্রকাশকারী গুরুবর্গের অহৈতুকী করুণা, শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিত ব্রজপ্রেমবিতরণলীলা ও শ্রীগৌর-জয়ন্তী তিথির মাহাত্ম্য আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণকালে অকলঙ্ক শ্রীগৌরসুধাকরের আবির্ভাব লগ্নের সময় ভক্তবৃন্দসহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীযোগপীঠে শুভাগমন করিলে সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী বিপুল জয়ধ্বনি ও প্রণতি সহকারে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম অভিনন্দন ও অভিবন্দন করেন। অতঃপর উচ্চ-সংকীর্ত্তন ও 'জয় জয়' কারের মধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পঞ্চতত্ত্বের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হয়। অনন্তর পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সুললিতকণ্ঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরজন্মলীলা-প্রসঙ্গ মৃদঙ্গ-করতাল-সহযোগে কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নবপ্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্' নামক গ্রন্থটী পাঠ করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল . . . সাগর মহারাজ বহুক্ষণ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রাত্রি ১১॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীগৌর-জন্মদিনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীহরিবাসর-তিথি পালন করেন।

পরদিন ৩০শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত অসংখ্য শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এবার চন্দ্রগ্রহণ থাকায় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আগত অসংখ্য শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন, হরিকথা-শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবের অধিবাস, শ্রীগৌরজয়ন্তী ও তৎপর দিবস আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠেও পতিতপাবনশিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল সাগর মহারাজ, শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এবার শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে বহু দূর দেশ হইতে অনেক ভক্তবৃন্দ সমাগত . . . . আগমন করেন। গত . . . . শ্রীযোগপীঠে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার প্রায় দ্বিগুণ যাত্রীর সমাবেশ হইলেও মঠসেবকগণের সেবাচেষ্টা ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় উৎসব সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা

গত ১ বিষ্ণু, ১৬ই মার্চ্চ, ৩০শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন সেবকজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয়ের প্রস্তাবে ও মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর সমর্থনে শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম সেবক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের নিকট কৃপাভিক্ষা করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ১৮শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে গত বর্ষের সভার বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ শিবরত্ন বিগ্রহ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উরুক্রমদাস চক্রবর্ত্তী অ্যাডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত রতনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত দে ষ্টেশন মাষ্টার, বিশিষ্ট সজ্জনগণ সভার সদস্য হন। অতঃপর শ্রীপাদ শুভবিলাস দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত বৎসর শ্রীচৈতন্যমঠে . . . ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম পাঠ করিলে পর শ্রীপাদ কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে স্বাগত গৌরবিহিতক্রিয়াসম্পন্নভ্রাতৃগণের নাম উল্লেখ করিয়া বিবরণ প্রদান করেন। অনন্তর যাঁহারা নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম-প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইলে পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

দুঃখ ছাড়া এ সংসারে আর কিছু নাই। হরিকথা ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি, ত্রিতাপ হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই—নাই—নাই। কেবল হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, হরিভজন কি, তাহা বুঝিতে হইবে। হরিকথা ব্যতীত অন্য সব কথাই কেবল সংসার বা মায়া। এই জগতে জীবের নিকট দুই তত্ত্ব ছাড়া তিন তত্ত্ব নাই। এক নিত্যতত্ত্ব—কৃষ্ণ, আর দ্বিতীয় অনিত্য তত্ত্ব—সংসার বা মায়া। ইহার মাঝখানে কোন কথা নাই।

ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। যাঁহারা শুদ্ধভাবে হরিনাম করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণকে পাইয়াছেন, যেহেতু নাম কৃষ্ণের অভিন্ন অবতার। যিনি হরিনাম করেন না, তিনি ভোগ বা ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। এক মিনিট কালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে।

যত dear and near ones—সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হ'বে যদি তাঁ'রা চৈতন্য-বিমুখ হন। চৈতন্যবিমুখ কিনা তা' জান্বার উপায় প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরতা ক'ার কতটুকু আছে, তাই দেখে। চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তি চৈতন্যবিমুখ। আর চৈতন্যভক্তের মনোঽভীষ্টপূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ। শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা' জান্বার ইচ্ছা হ'বে যাঁ'র তাঁ'র সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হ'চ্ছে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ।

যাঁ'রা কৃষ্ণকথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁ'রাই সৎ বা সাধু, আর যাঁ'রা জগদ্ভোগের অনিত্য কথা নিয়ে বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিলাসের কথা বাদ দিয়ে নির্ব্বিশেষ বিচারের কথা নিয়েই দিন কাটান, তাঁ'রাই হ'লেন অসৎ বা অসাধু। আমাদের কার্য্য হচ্ছে দুঃসঙ্গটা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃত্রিম সাধুতে পরিনিষ্ঠিত হওয়া। বিশ্ব—সৎ, কিন্তু অনিত্য। বিশ্বের অস্তিত্ব আছে। ইহার অস্তিত্বের যে বৃত্তি আছে, তাহা নির্ব্বিশেষবাদিগণ ধ্বংস করতে পারে না। আমরা যেরূপভাবে বিশ্বদর্শন করছি সেটাই হ'চ্ছে অসুবিধার কথা। আমরা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবো—এইভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে বিশ্বদর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধান-কারক, এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি। জগৎটায় কেবল দুঃখের উপর দুঃখ, তা'র উপর দুঃখ।

হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নৈরন্তর্য্য না থাকিলে ভোগবিচার আমা-দিগকে গ্রাস করিবে। আমরা প্রমত্ত হইয়া ধামবাসের বিচার হারাইব, গ্রামবাস করিয়া বসিব, নানা অসুবিধায় পড়িব। কত ভাগ্যফলে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হয়। প্রজল্পেই সময় কাটাইলে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইল।

সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে শ্রদ্ধাই মূল, ভাবভক্তি-পর্য্যায়ে রতি ও প্রেমভক্তি-পর্য্যায়ে প্রীতি বা রসই মূল বিষয়। প্রপঞ্চে চিদ্রস পাওয়া যায় না। প্রয়োজনবোধের বিপরীত-ভাবই অনর্থ।

কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই পুনঃ পুনঃ বল্‌ব—জীবনের শেষ দিন, শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত বল্‌ব। আমাদের গুরুদেবের কথা, পরমগুরুদেবের কথা, পরাৎপর গুরুদেবের কথা চিরদিনই বল্‌ব। তা'হ'তে একচুলও ভ্রষ্ট হ'ব না। এতদ্ব্যতীত অপরের সঙ্গ কর্‌ব না। তা'দের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'ব না। যে কয়দিন বেঁচে থাকি, যেন সমগ্র বিশ্বের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীগৌর-সুন্দরের বাণী সহস্রমুখে কীর্ত্তন করতে পারি।

হরিনাম যে কেবল চুপ্ ক'রেই করতে হ'বে, তা' নয়, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করলে একাধারে আমার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং অপরের শ্রবণকীর্ত্তনের সুযোগ হ'বে। কোন নির্জ্জনে ব'সে হরিনাম কর্‌ব, তা' নয়। প্রবল জনতার মধ্যেও হরিনাম কর'ব। হরিসেবার জন্য কথা বল'তে বল'তেও হরিনাম করতে কিছু আপত্তি নাই, কারণ হরিনাম ও হরিসেবার কথা একই বস্তু; কিন্তু হরিকথার ছলনায় বিষয়-কথা হ'লেই অসুবিধা।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া কর্ম্ম করিলে ভয়ঙ্কর দুঃখকে ডাকা হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ বা অসৎ-সঙ্গ করা উচিত নয়। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভগবান্ যাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, ভক্ত কি করেন। বৈষ্ণবের জীবনপ্রণালীটা বিচারপূর্ব্বক অনুসরণ করিলে এবং 'আমি অধম' এরূপ ধারণাবিশিষ্ট হইয়া দীনতার সহিত দর্শন করিলে তবে প্রকৃত মঙ্গল হইবে, হরিভজনই সর্ব্বদা করিব—এইরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নামপরায়ণের আনুগত্যে নাম করিলে তবে ভজন হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় অধিকার লাভ ক'রবার পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য তাঁর নিজজনের নিকট সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া আবশ্যক। নিবৃত্ত অনর্থ না হ'লে শ্রবণ সুষ্ঠু হয় না। শ্রবণকারীর একমাত্র নিত্যবান্ধব—শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত শুদ্ধ জ্ঞান হয় না।

হরিকীর্ত্তক যদি কাহারও সেবা গ্রহণ ক'রেন, তাঁ'রা আমাকে বাহ্যিকভাবে বিদ্বেষ করলেও আমি যেন তাঁ'দিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষভাব পোষণ না করি। যেখানেই থাকি নির্ভীক হ'য়ে যেন আশ্রয়বিগ্রহের নিত্য আশ্রিত থাক্‌তে পারি।

যে হরিভজন করে না, তাহার স্বভাবই এই হয় যে, সে গুরুবৈষ্ণবের উপর এবং যাঁহারা হরিভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং খুব সাবধান! তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে হয় তাহাকে বাহিরে সম্মান দেখাইয়া এরূপভাবে বঞ্চনা করিতে হইবে যেন সে কিছু বুঝিতে না পারে অথচ নিজের পথ নিষ্কণ্টক হয়, অথবা যদি [illegible] ততটা বল না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইবে।

দেহাত্মাভিমান প্রবল থাকিলে সাধুগুরু-কীর্ত্তিত চেতনবাণী শ্রবণ করিলেও হৃদয়ে হরিভজনের উদ্দীপনা উদিত হয় না। এবং দেহাত্মাভিমান হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়, যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করা। তিনি ক্ষমা করিলে তবেই নিষ্কৃতি, নতুবা কৃষ্ণও তাহাকে ক্ষমা করেন না। অপরাধ নানা কারণে হইতে পারে; তবে প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মঙ্গল-বিধানের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা যাইতে পারে। অগ্রসর হইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নচেষ্টা হওয়া উচিত। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ সর্ব্বদা তীব্রভাবে অনুভবের বিষয় হউক, তাহা হইলেই দৈন্য আসিবে। নিজের প্রতি সহস্র অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদা সহ্য করিবে না। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার—যতটুকু সাধ্য হয়, তাহা করিতে হইবে। নিতান্ত অসমর্থ হইলে তাঁহার অমর্য্যাদা ঘটিবার সম্ভাবনার স্থল তৎক্ষণাৎ বা পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জীবে দয়া করিতে হইবে। জীবে দয়া-প্রবৃত্তি না থাকিলে শ্রীনাম-স্ফূর্ত্তি হয় না।

বাহিরের লোককে ব্যবহারিক সম্মান বা মর্য্যাদা যথাযোগ্যভাবেই দিতে হইবে। যাহারা হরিকথা শুনিলেই শুনিতে পারে, তাহাদের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করাই জীবের প্রতি দয়া। জীবের প্রতি যতটা দয়াবিশিষ্ট হওয়া যাইবে, ততই শ্রীনামের সেবায় উন্মুক্ত হওয়া যাইবে। নিজের প্রতি স্তুতি বা নিন্দা কিছুতেই বিচলিত হইলে হইবে না। নিন্দা-স্তুতি সমভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে বৈষ্ণবোচিত সম্মান ও ব্যবহারিক সম্মানে পার্থক্য আছে, সেদিকে যেন লক্ষ্য থাকে। যাহারা এ জন্মে এখনও বৈষ্ণববিদ্বেষ করে নাই, যাহারা হরিকথায় অনাদর করে না, তাহাদের নিকট হরিকথা বলা বা জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া করিবার জন্য যদি ব্যক্তিগত মানসম্মানাদির হানি বা অন্য কোনপ্রকার আগন্তুক ক্লেশ উপস্থিত হয়, তথাপি তাহা হইতে বিরত হইলে হইবে না। নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার সহিত প্রচারপ্রণালী। জীবে দয়ার প্রবৃত্তি উদিত হইলেই ভজনবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেবাধিকার দিবে। জীবে দয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভজনবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাদের সেবা-প্রগতি তীব্রতর হউক, ভজনবলবৃদ্ধি-ক্রমে অগ্রগতির বাধাস্বরূপ অনর্থাদি দূরীভূত হউক।

কৃষ্ণের প্রসাদ জ্বলন্ত আগুনের মত মহাপ্রতাপী। উহা শান্তভাবে হজম করিয়া ফেলা যায় না। কৃষ্ণের কৃপা—এই বুদ্ধিতে, সেবাবুদ্ধিতে না লইতে পারিলে পোড়াইয়া মারিবে।

একমাত্র উপায়—শরণাগত হইয়া যাওয়া, নিতাইচাঁদের হইয়া যাওয়া। সম্পূর্ণ ষোল আনা দিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ-নন্দন প্রভুর নিকট আত্ম-নিবেদন করিলে, সম্পূর্ণ নিতাইচাঁদের হইয়া যাইতে পারিলে আর চিন্তা নাই, তখন আর কিছুতে ভোগবুদ্ধি আসিবে না। নিতাই-চাঁদের সংসারে প্রবেশলাভ হইলে কৃষ্ণ-প্রসাদবুদ্ধিতে সকল বস্তুর আহরণের বা গ্রহণের অধিকার তৎক্ষণাৎই আসিয়া যাইবে। কৃষ্ণের প্রসাদ পাইলে ভোগ-ত্যাগের আগুন অনায়াসে দূর হয়।

সর্ব্বাত্মনিবেদিত, প্রপন্ন, শরণাগতের সেবোন্মুখী জিহ্বায়ই শ্রীনামপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত প্রতিকূল বিঘ্নসমূহ বিদূরিত করেন। অকপট শ্রদ্ধা বা শরণা-গতির পরিমাণ-অনুসারে জিহ্বায় হরিনাম আভাস বা স্বরূপে উচ্চারিত হন।

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ চরিত। ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে,—জানিহ নিশ্চিত॥

দয়া

——:০:০:০:——

অপরের দুঃখদর্শনে চিত্তে যে আর্দ্রভাবের উদয় হয়, উহাই 'দয়া' নামে পরিচিত। অপরের দুঃখ যাঁহারা আপন হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই উহাতে সমদুঃখী হইয়া উহা দূর করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পান, উহার মূলে আছে অভাব। সেই অভাবমোচনের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া মহানুভব ব্যক্তি আপন স্বার্থের হানি করিয়াও যথাসাধ্য নিজভোগ্য বস্তু দান করিয়া অপরের দুঃখমোচনের চেষ্টা করেন। অন্ন, অর্থ, উপদেশ, কিম্বা নানাপ্রকার দানের মধ্য দিয়া অন্যের দুঃখের অংশ গ্রহণ করেন।

জীবের সব অভাবের মূলব্যাধি নিরূপণ করিয়া তাহা প্রতিকারের উপায় আবিষ্কারের চেষ্টাও জগতে দেখা যায়। মূল অভাবের শান্তি হইলে আনুষঙ্গিক, তাৎকালিক, আপেক্ষিক সমস্ত অভাব, সমস্ত দুঃখ দূর হবে, কিন্তু এই মূল রোগের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাঁহারা স্বমত অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় বা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জাগতিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের দানের সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক দুঃখ বা অভাবমোচনের উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যে পথের সন্ধান দিয়াছেন উহা দ্বারা জীবের পারমার্থিক দারিদ্র্য চির-দারিদ্র্যে পরিণত হয়। ঐ দান জীবকে কোন মতেই লাভবান্ করিতে পারিবে না। যে বৃত্তি হইতে তাঁহাদের চিত্তে দান করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইয়াছে, সেই দয়া প্রকৃতপক্ষে দয়া নহে, পরন্তু উহাই নিষ্ঠুরতা। জগতে ধন, অর্থ প্রভৃতি দান জীবের ক্লেশ দূর করে না, পরন্তু সেই অভাবের রাজ্যেই তাহাকে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখে বলিয়া উক্ত দানের মূলে যে বৃত্তি বর্ত্তমান, তাহাকে দয়ার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন হিংসা বলা হইয়াছে। সেই তথাকথিত দয়া পরিণামে মন্দ-উদয়কারিণী, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া অমন্দোদয়া।

মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের দান অনর্পিত-চর। শ্রীগৌরসুন্দর পরতত্ত্ব। তিনি যত দয়া করিতে পারেন, যত দান করিতে পারেন, এরূপ আর কেহই পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া কি প্রকার, তাহা জানাইতে গিয়া শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া অমন্দ-উদয়া, তাহা কখনও ভোগ দিয়া অবশেষে বঞ্চনা করে না। 'অমন্দ-উদয়া' শব্দে কেবল যে অমন্দ বা অমঙ্গল নিরাস করিয়াই দয়ার কার্য্য স্থগিত হইয়া পড়ে, তাহা নহে। শ্রীচৈতন্যের দয়া জীবের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া চরম কল্যাণের খনি যোগ্যাযোগ্য নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট আবিষ্কার করিয়া দেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভু এরূপ বলিয়াছেন,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া প্রারম্ভেই সাধন-পরায়ণ জীবের হৃদয়স্থিত সমস্ত প্রকার ক্লেশ এবং খেদগুলি দূর করিয়া দেয়। আরোহ-পন্থায় আশ্রিত অগণিত মতবাদের পূর্ণাবর্ত্তে পতিত অশান্ত জীবের নিকট শাস্ত্রবাণীর নামসংকীর্ত্তনপর প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া তাহাকে শান্তির সন্ধান দিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ জীবহৃদয়ে অঙ্কুরিত ভক্তিবীজ সেই দয়াবলেই সঞ্জীবিত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের দয়াপ্রাপ্ত মহাপুরুষের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাও সেই করুণানিধিপদে সর্ব্বাত্মসমর্পিত হইয়া যান। শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা প্রেমভক্তের চিত্তে অসীম মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলে।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনাকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিবার জন্য অত্যন্ত করুণা করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ নিজেকে নিজে না জানাইলে নিজেকে নিজে না দিলে তাঁহাকে কেহ জানিতে বা লাভ করিতে পারে না। শ্রীভগবানের অভিন্ন-প্রকাশ, শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ বিভিন্ন সময়ে জগতে আবির্ভূত হইয়া অজ্ঞান জীবকুলকে ভগবজ্জ্ঞান দান করিয়া করুণা করিয়া থাকেন। জগদ্‌গুরু লীলাভিনয়কারী পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরে সেই করুণার সর্ব্বোত্তমতা ও অসমোর্দ্ধতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের দানও অসমোর্দ্ধ, তাহা বেদের সত্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। ইহা মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সেই মহাকৃপাময়, মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার বৈশিষ্ট্য যাঁহারা জগৎকে জানাইয়াছেন, সেই শ্রীস্বরূপ রূপানুগ চৈতন্য-পার্ষদবৃন্দ মহামহাকরুণ ও মহামহাবদান্য। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তি। জগাই-মাধাই স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় পাপ অথবা অপরাধ করিব না—এরূপ সঙ্কল্প করিয়া শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পান নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশাধিকার সকলের নাই। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরত কপট ব্যক্তির প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হয় না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণের দয়ার নিকট কোন কিছুরই অপেক্ষা নাই। শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণের মূলপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছেন, সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জগাই-মাধাই অপেক্ষাও অধিক পাপিষ্ঠ, অপরাধী ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য [illegible] ব্যয় করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। মহাবদান্য শ্রীগৌর-পার্ষদবৃন্দের দয়ার অংশমাত্র বৈশিষ্ট্যের এক কণাও যেদিন তাঁহাদের কৃপায় আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে, সেইদিন আমরা জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী, ব্রতী প্রভৃতির দানের হেয়ত্ব ও ফল্গুত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীচৈতন্যের অভিন্নপ্রকাশ, করুণাবতার গৌরনিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবালাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব।

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

——::•::——

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৯ ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠসেবকগণ শ্রীমঠের শ্রবণসদনে সমবেত হন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে প্রথমে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মঙ্গল প্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য হইতে শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মূল কারণ ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক তথ্য আলোচনা করা হয়। তৎপর বেলা ৮ ঘটিকা হইতে সমস্ত দিন শ্রীচৈতন্যদেবের গ্রন্থ পারায়ণ হইতে থাকে।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রবণসদনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও প্রার্থনাময়ী গীতিসমূহ কীর্ত্তন করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ বি-এল মহোদয় শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ হইতে হরিকথা-প্রসঙ্গ প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রায় ঘণ্টাধিক কাল অতি সরল ও সহজভাবে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে প্রসঙ্গটী বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় সেবকবৃন্দ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া তিথিবরার সম্মান করিয়াছেন। তৎপর দিবস সন্ধ্যায় শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

গত ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নিয়ামকত্বে সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সেবকগণ মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীচটকপর্ব্বত ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন করেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরু-পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, "গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ", "গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু", "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। অনন্তর শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিজ্ঞান ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে পুনরায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমা-সূচক পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা হয়। সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা-সূচক মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-লীলা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী প্রভু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে বিচিত্র প্রকারের ভোগসামগ্রী সহ শ্রীবিগ্রহের ভোগ নিবেদন করা হয়।

ঐ দিবস সেবকবৃন্দ উপবাসী থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনমুখে এই তিথিবরার পূজা করেন। তৎপর দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় শ্রদ্ধালু সজ্জন ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনী ও তাঁহার মহাবদান্যতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীমঠের সেবকগণ সহরের বিভিন্ন স্থানেও গমন করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅখণ্ডমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪০১৫
সেবক—শ্রীভবরোগচ্ছিন্ন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপঞ্চাননদাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউভারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ দেশবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীকিশোরপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবানন্দবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণ্ডাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরঞ্জন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীচন্দ্রমণ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীঋদ্ধিবন্ধু দাস

সঙ্কেত-বিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রাকৃতদাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবজ্রমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয় শ্রবণ-সদন
পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিঙ্গুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিড়কুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং নিউটন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ,ক্ল্যাপটন,
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ (আমানগর) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅখিলগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শত অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকারে পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	৸০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	খাদশ আদর্শ	॥০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২।	ভজন রহস্য	॥০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥০
২৭।	প্রাক্রমালিকা পদসৌন্দর্য (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	⁄১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপ ভাব তরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	⁄১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	৴॥০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	⁄১১
৪৬।	অর্থপঞ্চক	⁄১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	১৯
৫০।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৩।
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	শ্রীকৃষ্ণার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষে ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যানুবাদসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯	সিদ্ধান্তদর্পণ	⁄০
৬০।	সাংখ্যবাণী	⁄০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲
	সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫।	সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭।	সাধ্বী শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ	⁄০
৬৯।	সারসংগ্রহণম্	৶০
	ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০।	রায় রামানন্দ	॥০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২	নামভজন	⁄০
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি	॥০
৭৪।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৭৫।	লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	⁄০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৩
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
	উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫।	সাধনপথ	॥০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৮৭।	গীতাবলী	⁄১০
৮৮।	শরণাগতি	⁄০
৮৯।	প্রার্থনা-প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	॥৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥০
	তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১।	শরণাগতি	॥০
	তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতি-পাতের প্রতি লাইনে	৷৹	।৶৹	।৶৹	।৹
" " টুক্রি	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টুক্রি ৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত। বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে গড্ডলিকাস্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহ্বায়ন ও তাহাদের ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তন্নিরাসক সংসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে

প্রাপ্তিস্থান — মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে শব্দার্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট্ সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ তাৎপর্য্য। বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়বিদ্বদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৸০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১১-৬	১৩-১০	১৬-২৬	১৭-৫৬	২২ ৫
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০-১৮	১৩-৫০			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৮
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	৯-৩৫	১৩-৩৩	১৫-৫	১৮-৩৯	১৯-৪০	২-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮-৪০	১০-৬	১৩-৩৪	১৫-৪১	১৯-১৫	২০-১৫	১-১১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪৮	১০-১৯	১৮-১০	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম”	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
” ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১ ৪	১৪-১২	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৬-৪৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	৮-৫২	১১-৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	৩-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫ ৫০	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	৪-১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫৩	৯-৩০	১২-৩৬	১৫-৫৫	১৭-৪২	২০-২১	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১১-৮			১৭-৩৬	১৯-২	২১-২৬	২৩-৩
কলিকাতা পৌঃ		৯-২১	১১-২৫	১৪-১৬	১৭-৪৬	২১-৪০	২৩-১৫	৬-১৬

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভারতবর্ষের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিগ্রহ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাত্মা সজ্জন মহোদয়গণ যে সমস্ত পারমার্থিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর্গসিদ্ধান্তসংস্থাপনে ও তদনুকূল সদাচারস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও প্রচার অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকগণের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। ভিক্ষা ... টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযুক্ত ... কার্য্যালয়, পোঃ—... ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
অদ্ভুত ... মহাপ্রভুর জীবনী ও ... কথা সুন্দর ... লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ছাপা।
... ভিক্ষা ... টাকা
ঠিকানা
শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ৬ই চৈত্র ১৩৪৭ ২০শে মার্চ্চ ১৯৪১ বৃহস্পতিবার [১১শ সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

বিষপানে মৃত্যু

গত ৯ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্নে ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের বটানীর প্রধান অধ্যাপক হেমেন্দ্রকিশোর দত্ত মহাশয় তাঁহার ওয়ারীর বাসভবনে ক্লোরিক্যাল সাল্লিমেট নামক উগ্র বিষ ভক্ষণে মিটফোর্ড হাসপাতালে নীত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐদিন বেলা দুই প্রহরের পরেই তাঁহার বিষভক্ষণের অবস্থা ধরা পড়ে, অল্প পরেই তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়; কিন্তু সেখানে কিছুকাল মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হেমেন্দ্র বাবু ধীর, স্থির, নিরীহ ও অমায়িক লোক ছিলেন। এহেন শিক্ষাব্রতীর ঐরূপ আত্মঘাতি হওয়ার সংবাদে চতুর্দ্দিকে সমগ্র উয়ারী-বাসিগণ চমকিয়া উঠে এবং অচিরে সহরময় এ সংবাদ প্রচারিত হইয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তাঁহার একপুত্র ও একমাত্র কন্যা জামাতা এখন বিলাতে আছেন। তাঁহাদের জন্য হেমেন্দ্র বাবুকে কিছুকাল যাবৎ চিন্তাযুক্ত দেখা গিয়াছিল এবং তাঁহার অনিদ্রার উদ্বেগ চলিতেছিল। ইহা ভিন্ন এই দুইটি বা আর কোন কারণ জানা যায় নাই। তাঁহার বয়স মাত্র ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত স.তোষ দত্ত কলিকাতা রিপন কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত চিন্তুতোষ দত্ত বর্ত্তমানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এস সি উপাধীর জন্য থিসিস লিখন কার্য্যে বিলাতে আছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দাস ঢাকা [illegible] গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা এবং তাঁহার ঐ কন্যার স্বামী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস বিলাতে চার্টার্ড একাউণ্টেণ্টসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

———

ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

শুনা যায় যে, ভারতের লোকসংখ্যা এইবার বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ কোটি হইবে এবং শতকরা প্রায় ১৫ জন করিয়া লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত আদমসুমারীর সময় লোকসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১০.১১ জন ছিল। দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারত অঞ্চলেই অধিকাংশ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। ইহার মধ্যে পাঞ্জাব, ভাওয়ালপুর সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ ও পূর্ব্ববঙ্গ উন্নত হওয়ায় তথায় অধিক লোকের বসতি স্থাপিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত বহু প্রাচীন এবং ঘন বসতিপূর্ণ। কাজেই তথায় লোকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যতীত বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি কারণ হইল যে, গত ১০ বৎসর যাবৎ দেশে খুব শস্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে; কাজেই লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের সেন্সাস কমিশনার মিঃ ডাব্লিউ, এম, ইয়েটস গণনাকারীদের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং তিনি মনে করেন যে, গণনাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পল্লী অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, লোকগণনাকার্য্য ব্যাপক ও নির্ভুল হইয়াছে এবং পৃথিবীর মধ্যে ভারতের এই লোকগণনাকার্য্য সর্ব্বোত্তম বলিয়া তুলনা করা যায়। সহর অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে লোকগণনা সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ দেখা গিয়াছিল এবং উহার ফলে গণনাকার্য্য ব্যাপক হইয়াছে ও প্রায় সকলেই গণনার মধ্যে পড়িয়াছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল হওয়ায় গণনাকারিগণের কাজ ভাল হয় নাই বলিয়া তিনি মনে করেন না।

এই লোক গণনাকার্য্য দ্বারা ভারতের গৌরব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং এই দেশের ভারতীয় গণনাকারিদের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

———

বগুড়ার স্কাউট শিবির

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত চন্দনবাইশা গ্রাম নারায়ণী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বগুড়া জেলার বাৎসরিক স্কাউট শিবির অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্কাউটদলের ১০৩ জন স্কাউট ও জেলা স্কাউট মাষ্টার মিঃ এচ, ক, মণ্ডল প্রভৃতি ১২ জন অফিসার ও চন্দনবাইশার আরও স্কাউটগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই স্কাউটদলের সহিত ৬২ জন বগুড়ার নাগরিক রক্ষী যোগদান করিয়াছিল।

স্কাউটগণ নানা প্রকার খেলাধুলা প্রদর্শন করে। তাহাদের সমস্ত ক্রীড়া অতীব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ৬৬ জন স্কাউটকে ব্যাজ প্রদান করেন ও মিসেস কে, সি বসাক নিজেই স্কাউটদের বিভিন্ন নিদর্শন প্রদান করেন। নারায়ণী পি, এন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্কাউট ও নাগরিক রক্ষীগণকে উৎসাহে আপ্যায়িত করেন। এই প্রদর্শনী খেলা দেখিবার জন্য দূর দূর পল্লী হইতে প্রায় ৭০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। বগুড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, সি, বসাক স্কাউট প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শিবির-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত হন।

ভৈরব নদীর সংস্কার পরিকল্পনা

সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লাহ বাহাদুর নদীয়া আর ... যশোহর জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সম্পর্কে একান্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

যশোহর এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বাংলার আরও কয়েকটি জেলায় ম্যালেরিয়া রোগে যে বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে প্রাকৃতিক এবং মানুষের তৈরী দোষদুষ্ট জলনিকাশের ব্যবস্থা এবং বদ্ধ জলপথ। [illegible] বৎসরে [illegible] ফলে বর্ত্তমান যশোহর জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সকল প্রাকৃতিক জলস্রোতকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল কারণ দূরীকরণার্থে স্বদেশীয় জনসাধারণ [illegible]। সমস্ত জেলা হইতে ব্যাপক ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক পরিকল্পনা আহ্বান করিয়াছেন। যশোহর জেলাবোর্ড এই বিভাগের নির্দেশমত পরিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এখনও দাখিল করে নাই। চীফ ইঞ্জিনিয়ার সেচ-বিভাগে উক্ত জেলার জন্য কতকগুলি নদী সম্পর্কীত পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিভাবিনোদ উপাধিভূষিত মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের ত্রৌদ্যগবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ আলেখ্য অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৩ অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের প্রস্তাবনা ও ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিস্তৃত সূচীপত্র (Contents) ও শব্দ-কোষ বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অঙ্গ সম্পূর্ণ। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য একত্রে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২০ মাত্র।

———

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি' টীকা, তিথির ব্যাখ্যা ভূমিকা ও সূচীসহ ভক্তিপ্রবর সর্ব্বজনসুলভ নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

———

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

———

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বাসুদেব মিশ্র ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিশদ্ধ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ বাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধ বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা। ২০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমণি (তৃতীয় সংস্করণ) ॰
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। প্রবন্ধ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাণ আত্মার ॥০
১৯। ভক্তিবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌরী-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজনরহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব টীকাসহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬ গীতার কোন মাহাত্ম্য ॥০
২৭। পুরুষার্থনির্ণয় অর্থাৎ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অর্দ্ধ বাঁধা ।৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমানির্ণয় ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীতত্ত্বসূত্র (সমগ্র) ৲।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯ অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৩।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। তত্ত্বার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তাৎপর্য্য ও তাত্ত্বিক ৶০
৫৭। শ্রীনামাষ্টক (ভাষাবিবরণসহ) ।০
৫৮। শ্রীভাগবতার্ক ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সঃ প্রাণাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিশ্বগুণঃ ।০
৬৫ সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬ তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সংস্কৃত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০ রায় রামানন্দ ॥০
৭১। কিউ ওয়ার্ডস্ অব বেদান্ত ॥০
৭২ ব্রহ্মসূত্র ৴০
৭৩। বেদান্ত উটস্ ম্যাক্সিম এণ্ড অ্যাপ্লিকেশন ॥০
৭৪ বিদেশীর অর্ডার্স ।৶০
৭৫ লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ চৈতন্য মহাপ্রভু ॥০
৭৬ চৈতন্যগীতম্ ॥০
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৴০
৭৮। ভিড়িবরণ ।০
৭৯। রথযাত্রা উইথ সিদ্ধান্ত এণ্ড অ্যাপ্লিকেশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীল প্রভুপাদ ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
৮৮। শরণাগতি ৴০
৮৯ প্রার্থনা-পদাবলী ।৶০
৯০। প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বঙ্গের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীশ্রীভাগবতে শ্রীভক্তি-বিনোদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵৹ আনা।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবমালা
বিভিন্ন স্তব ও গীতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৵৹ মাত্র
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

.শ্রী বর্ষ } ৭ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২০শে মার্চ্চ ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১১৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বিষ্ণু আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

কৃপা

——::•::——

কৃপাশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ। কৃপা তীত প্রেম হয় না। অনুক্ষণ কৃপা-প্রার্থনাই করার কার্য্য। শ্রীনামপ্রভুর কৃপা পাতের অবিরাম আর্ত্তি ও আত্মনিবেদন এবং হাতে শরণাগতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-ভজন। া-সার্থই সাধন। 'নিজের চেষ্টায় উদ্ধার করিতে পারিব' এরূপ দাম্ভিকতা বা রে শৈথিল্য সাধকের নাই। সাধনে া ও ভক্তির সমন্বয় আছে। ভগবানের হইতে অহৈতুকী কৃপাধারা, আর জীবের হইতে পূর্ণশরণাগতি—উভয়ই দরকার। নভক্তি ও কৃপা যুগপৎ একসঙ্গে মিলিত ই তাহা ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করায়। বৈষ্ণবের আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নর কোন মূল্য নাই। আবার কৃপার ার কপটতাপূর্ব্বক সাধনভক্তিকে বাদ ও সেবালাভ অসম্ভব। সেবোন্মুখতাই ৎকৃপার মূল। আবার ভগবৎকৃপাও ান্মুখী বৃত্তিকে ক্রমবিকশিত ও পরিস্ফুট রি কারণ। সুতরাং সেবা ও কৃপা ার একসূত্রে গ্রথিত, একটীকে বাদ দিয়া টী সিদ্ধ হইতে পারে না।

শরণাগতকে আমি সর্ব্বপ্রকার অনর্থ মুক্ত করিব'—এই ভগবদুক্তি হইতে ভগবান্ ও জীব পরস্পরেরই কর্ত্তব্য প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের দিক্ হইতে শরণাগতি, আর ভগবানের দিক্ হইতে সেবা-প্রদান। সুতরাং শরণাগতিই সেবা বা কৃপাপ্রাপ্তির উপায়। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবোন্মুখতা নাই সেখানে ভগবৎকৃপাও উপলব্ধ হয় না। ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপাই একমাত্র সম্বল। সরল হইয়া অর্থাৎ হরিনামের প্রীতিবিধান ছাড়া চিত্তে অন্য কোন প্রকার অভিসন্ধি না রাখিয়া কৃপা-ভিক্ষা করিতে হইবে, তবেই কৃপা হইবে। প্রার্থনা বা ডাকার মধ্যে কোন ভেজাল না থাকিলে তাঁহাদের কৃপা-উপলব্ধি হয়। ডাকিয়া যেখানে সাড়া পাওয়া যাইতেছে না, সেখানে ডাকার মধ্যে ভেজাল আছে জানিতে হইবে। কৃপা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। সুতরাং কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ বা ফলকামনা না রাখিয়া নিরন্তর শ্রীধামের ও শ্রীধামবাসীর নিকট সর্ব্বক্ষণ কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। কৃপা-প্রার্থনার মধ্যে অন্যাভিলাষ না থাকিলে অবশ্যই গৌরধাম ও গৌরজনের কৃপা লাভ হইবে। অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, অহঙ্কার, শিথিলতা, অন্য বস্তুতে অভিনিবেশ ও সর্ব্বোপরি মহদপরাধ থাকিলে হরিভজন হইবে না। জড় দম্ভ, দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার, অভিমান, প্রতিষ্ঠাশা বা মাৎসর্য্য প্রভৃতিই কৰায়। এগুলি হরিভজনের অত্যন্ত বাধা। এ সকল অনর্থ দূর হওয়া আবশ্যক। শুধু নিজের চেষ্টায় অনর্থগুলি দূর করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সাধনচেষ্টা-রহিত হইয়া কেবল-মাত্র শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাপ্রার্থী হইলে চলিবে না। নিজের দিক্ হইতে চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় থাকিবে এবং অকপটে কৃপা প্রার্থনাও করিতে হইবে। এই দুইএর যোগাযোগের ফল অনর্থনিবৃত্তি হইবে। গুরুবর্গের দয়ার তুলনা নাই। সরল কৃপা-প্রার্থীকে তিনি দয়া করেনই। সরলকে হরিনাম ও হরিজনগণ জোর করিয়া আকর্ষণ করেন। শরণাগত হইয়া নিত্য পতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারিলে চৈত্যগুরুর কৃপায় কোথায় অসুবিধা হইতেছে, তাহা বুঝা যাইবে। অকপট হইতে হইবে। দৃঢ়তা না থাকিলে হরিভজন হইবে না। দৃঢ়তা ও সরলতা থাকিলে নিশ্চয়ই সুবিধা হইবে। চক্ষুর ক্রিয়াটী একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কাণটিকে সর্ব্বক্ষণ সজাগ [illegible] রাখিতে হইবে। সেবাপ্রবৃত্তিতে সতত উন্মুখ থাকাই সজাগ থাকা। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ-গ্রহণ বিষয়ে খুব সতর্ক ও সজাগ না থাকিলে সুবিধা হইবে না। অনর্থনিবৃত্তি ও অর্থপ্রাপ্তি যুগপৎ হইবে। একের সম্পূর্ণ অভাব হইলে অপরের উদয় হইবে এরূপ নহে। অর্থের দিকে যতটা প্রবৃত্তি হইবে অনর্থ ততটা দূর হইয়া যাইবে। তজ্জন্য আর স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। সূর্য্যোদয়েই অন্ধকার যায়। অন্ধকার চলিয়া গেলে সূর্য্যোদয় হয়, এরূপ কথা নয়। ভক্তির সাধনে [illegible] তাতে যেন দৃঢ়তা থাকে। তাহাতে শৈথিল্য বা অন্যমনস্কতা আসিলে সৎসঙ্গের প্রতিও শৈথিল্য আসিয়াছে জানিতে হইবে।

সাধুর পদাশ্রয় না করিলে কিছুই হইবে না। এই সাধুর চরণাশ্রয় একটা কথার কথা নয়। সাধুর শ্রীচরণে পূর্ণশরণাগতিই সাধুপদাশ্রয়। সাধুবাক্যের ঔষধ, সুপথ্য ও ব্যবস্থা অকপটে একান্তভাবে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই অনর্থরোগ বা ভবরোগ সারিয়া যাইবে। অনেকে বলেন,'আমি যদি শরণাগতই হইলাম, তবে কৃপার মূল্য কি থাকিল?' কৃপা সর্ব্বক্ষণই আছে। [illegible] শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন যত্নের দ্বারা কৃপা [illegible] উপলব্ধি হয় না—এ কথা না জানার দরুণই আমাদের অন্তরে এরূপ প্রশ্ন উদিত হয়। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি আমাদের শরণাগতি আসুক। তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

মুখে কৃপাপ্রার্থনা আর অন্তরে কৃপাগ্রহণে অনিচ্ছা থাকিলে কৃপা লাভ হইবে না। [illegible] হইয়া প্রভুর সেবা করিবার প্রবৃত্তি-মূলেই কৃপাপ্রার্থনার উদয় হয়। সেবা-[illegible] কৃপাকাঙ্ক্ষা। সেবায় উদাসীন ব্যক্তি কৃপাপ্রার্থী নহে, সে কপট। যে পরিমাণে আমাদের সেবোন্মুখতা জাগে, [illegible] নিষ্কপটে সেবা করি সেই পরিমাণে আমরা সত্য সত্য কৃপাপ্রার্থী হই। যিনি কৃপা চান, তিনি সাধন করিবেন অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইবেন। তিনি সেবাপ্রবৃত্তির সহিতই প্রভুর কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেবোন্মুখ বা সেবা-তৎপরই সেবা বা কৃপা পায়। শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতেই স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। আমরা অনেকসময় 'কৃপা কৃপা' বলিয়া চীৎকার করি, কিন্তু সাধুগণ যখন সত্য সত্য কৃপা করিতে চান অর্থাৎ আমাকে সেবা দান করিতে প্রস্তুত হন, তখন আমি পলাইবার পথ পাই না। কৃপা আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবে না, পরন্তু আমাকে সেবায় নিযুক্ত করিবে একথা শুনিলেই আর কৃপার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে না। কৃপা যে আমার উপর প্রভুত্ব করিয়া—আমার সর্ব্বনাশ করিয়া—আমার সুখের ঘরে আগুন লাগাইয়া—আমার পুরুষাভিমান নষ্ট করিয়া আমাকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করে, কৃপার এই অসীম শক্তির কথা প্রকৃত

সাধুসঙ্গের অভাবে আমার উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাই আমি কৃপাও পাই না।

ভক্তকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ সেবা লাভ হয় না—এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের চিত্তে বিপরীত হইতেছে। ভক্তের চরণে শরণাগতি ও ভক্তের চরণে শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাবে আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিও গিয়া কাঙ্গালতার বিষয়েই নিযুক্ত হইয়া পড়িতেছি। আমাদিগকে কেহ হরিভজন করিতে বলিলে আমরা ভগবান্ ও গুরুর কৃপা চাহিয়া বসিয়া থাকি—কৃপা ছাড়া ত' উপায় নাই প্রভো। ভগবৎ কৃপার অভাব তাই বিষয়ে মগ্ন আছি। ভগবৎ কৃপা হইলে সেবা করিতে পারি। আমাদের কৃপা মিলিতেছে না, তাই উদ্ধার পাইতেছি না, সুতরাং কি করিব? কিন্তু একটা কথা, আমরা কৃপা চাই কি? ভক্ত যখন আমাদের সেবায় নিযুক্ত করেন, সেইটাই আমার প্রতি কৃপা তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি কি? সংসারকারী কর্তা আমরা ভক্তের সেবানিয়োগ ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া অন্য কিছু মনে করি এবং ভক্তি করিয়া পুনরায় কৃপাপ্রার্থনার ভাণ দেখাইয়া থাকি। এরূপই আমাদের চেষ্টা। কিন্তু যিনি সত্যসত্যই নিষ্কপট, যিনি কৃপাকাঙ্ক্ষীর সেবাবিগ্রহরূপে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য ভগবানে দেখিতে পান। নিষ্কপট কৃপাভিখারী তখন কৃপা দেখিতে পান। তখন অত্যন্ত উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য, সহকারে সেবাবিরোধী ও সুখ-কৃপাভিখারী কপটতাকে পরিত্যাগ, অনুকূল সেবাদান ও সেবায় অনুপ্রাণিত হইয়া কেবলমাত্র অনুক্ষণ নবনবায়মান সেবাপ্রদ কৃপাদাতা সাধুগণের সঙ্গে নিত্যকাল সেবায় নিযুক্ত থাকেন। যে দুর্লভ কার্য দ্বারাই ভগবান্ ও গুরুর কৃপালাভ ও সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয়, আর সেবাবিমুখ কর্মের দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি না হইয়া দুর্গতি লাভ হয়। সুতরাং তিনি সেবাবিমুখ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া—দেহ-গেহের ও প্রভাব পাইয়া কপটপূর্বক ভাবী কৃপার সুখস্বপ্ন দেখেন, তিনি নিজে বেদনাপ্রাপ্ত হন। তাঁহার ভাগ্যে ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। সেবোন্মুখ তাই ভগবৎকৃপা। মধুরের আনুগত্য ও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না। কৃপা ও সাধন পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত: একটী ব্যতীত অপরটী সম্ভব হয় না। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী প্রবৃত্তি লক্ষিত হইতেছে, তিনিই কৃষ্ণকৃপা পাইতেছেন, জানিতে হইবে। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় বা সাধনই সেবার প্রাগবস্থা। উহা সেবা বিমুখ কর্মচেষ্টা নহে। সুতরাং সাধন বা সেবোন্মুখ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কর্মই ভগবৎ কৃপাসঞ্জাত ব্যাপার। ভগবৎ-সেবানুকূল চেষ্টা ও কৃপা পৃথক্ বস্তু নহে। সাধনভক্তি বা সেবাই শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞানের জনক। আবার শুদ্ধ সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়েই অহৈতুকী নিত্যসিদ্ধা পরা ভক্তির আবির্ভাব। সেইজন্যই বলিতেছি, সাধন বা সেবা বাদ দিয়া কখনও কৃপা-লাভ হইতে পারে না।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' গ্রন্থে সাধনাভিনিবেশজ ও কৃষ্ণকার্ষ্ণ প্রসাদজ ভাবের কথা বলিয়াছেন। এই সাধনাভিনিবেশজ ভাব দুই প্রকার—বৈধ সাধনাভিনিবেশজ ও রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজ ভাব। সাধন ব্যতীত সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয় তাহাই কৃষ্ণকার্ষ্ণ-প্রসাদজ ভাব। সাধুকৃত সাধনের সাধনাভিনিবেশজই ক্রমশঃ পরবশতা জন্মিয়া থাকে। যেই চিত্ত পরে আসক্তি জন্মে প্রেম লাভ হয়। স্বল্পপুণ্যকে রাগানুগা ভক্ত জীব ভাবোন্মুখ রাগানুগা সাধনাভিনিবেশজ না হইয়া উদ্ভূত হইলে, কৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব আছে, আবার কৃপাদান ও হাদ। ভগবান্ যখন তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ আনন্দ বিধান করেন তখন 'বাচিক প্রসাদ' হয়। ভগবান যখন মূর্তি দর্শন করাইয়া কৃপা দেন, তাহাকে 'আলোক-দান' বলে। অন্তরে প্রেরণা বা হৃদয়ে যখন উদয় হইয়া ভাব উদয় হয় তাহাকে 'হার্দ প্রসাদ' বলে। ভক্তপ্রসাদও লোকের অনুগ্রহে হইয়া থাকে। প্রহ্লাদ ইহার দৃষ্টান্ত তাহার আদর্শ। ভক্তগণ যে কোন ব্যক্তিকে কৃপা বিতরণ করিতে পারেন, এরূপ অসীম শক্তি তাঁহাদের আছে। তবে এ প্রসাদ খুব বিরল। সুতরাং আমরা যেন অলস হইয়া কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া সাধন ছাড়িয়া না দিই। সুতরাং ভগবান্ ও ভক্তপ্রসাদজ ভগবদ্ভক্তির বিচার সর্বদা দেখিবে। ভগবৎ সেবোন্মুখের উপরই বর্ষিত হয়। ভগবান্ ও ভগবদ্-ভক্তগণ স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময়। তাঁহারা সবই করিতে পারেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। শ্রীভগবান্ সর্বদা আমাদিগকে কৃপাকরণ করিতেছেন। তিনি গৌরহরি ও বৈষ্ণবকারণ, সাধুমুখে ও শাস্ত্রাদি অনন্ত জীবগণকে নিত্যই আহ্বান করিতেছেন। ভগবানের কৃপাকরণ নাই, ইহা ভুল কথা। তবে আমরা বহির্মুখ সদ্ব্যবহার না করিলে—তাঁহার কৃপা বরণ না করি। তিনি আর কি করিবেন? ভগবৎ-সাধু সাক্ষাৎ না থাকিলে কি থাকিবে, আর, স্বতন্ত্র নহে। স্বল্পপুণ্য হরিভক্ত সম্বন্ধ-প্রাপ্ত হইলে ও মঙ্গলাভ হয় এবং স্বরূপ হইতে ভগবান লাভ জানি। সেইজন্যই বলিতেছি, সাধুর কৃপা ছাড়া, সাধুর সঙ্গ ছাড়া, সাধুর সেবা ছাড়া, সাধুর পদাশ্রয় ছাড়া মঙ্গলের অন্য পথ নাই।

স্বল্পপুণ্যবান্

——::•::——

স্বল্পপুণ্যবান অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিসুকৃতি হীন, অন্যাভিলাষী, জ্ঞানী বা কর্মী। তাঁহারা শ্রীনামব্রহ্মের অপ্রাকৃতত্বে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী—এক কথায় অভক্ত-সম্প্রদায়ের অর্চা-বিগ্রহেই শ্রদ্ধা নাই সুতরাং, পরতত্ত্বস্বরূপ শ্রীনামের বিক্রম বা প্রভাব যে তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হবে না, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ইঁহাদের ধারণা—নাম কখনও 'ব্রহ্ম' হইতে পারেন না। শ্রীনাম জড়াকাশে উৎপন্ন অন্যান্য প্রাকৃত শব্দেরই সমপর্যায়ভুক্ত বস্তু-বিশেষ। শ্রীনামের শক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারেন না বলিয়াই ইঁহারা অন্যান্য শুভকর্ম বা অন্য সাধনকে শ্রীনামের সমান অথবা শ্রীনামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্য পথ আশ্রয় করেন, শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে স্তবনা-মাত্র জ্ঞান করেন, শ্রীনামকে স্বীয় ভোগ্য, অধীন-জ্ঞানে নিজ প্রাকৃত অভিজ্ঞতাকে সম্বল করিয়া উহার যথেচ্ছ অর্থবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। শ্রীনামে বিশ্বাস হয় না বলিয়া শ্রীনামভজনকারী সাধুগণও ইঁহাদের নিকট সর্বদা অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়েন।

স্বল্পপুণ্যবান্ আর এক প্রকার আছেন। প্রাকৃতশ্রদ্ধাবিশিষ্ট বা নিষ্ঠাধিকারী ভক্তপ্রধান। এক সম্প্রদায় উন্নতিবাদী, নিষ্কপট। তাঁহারা সাধুসঙ্গবলে শীঘ্রই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার অধিকারী হন। আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যতক্ষণ নিজ নিজ প্রাকৃত মনোধর্মের ধারণার অনুকূলে হরি-গুরুবৈষ্ণবকে অর্থাৎ শ্রীনাম ও নামাচার্যগণের নামসেবককে দেখিতে পান, ততক্ষণ তাঁহাদের প্রতি ছায়ানামমী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখনই তাঁহারা হরি গুরু বৈষ্ণবকে অনুরূপ দেখিতে পান, তখন আর তাঁহাদের সে শ্রদ্ধা ভাবটুকুও থাকে না। বদ্ধজীবের রুচির অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে যে দর্শন, তাহার কোনটাই হরিগুরুবৈষ্ণবের স্বরূপ-দর্শন নহে। বদ্ধজীব যতক্ষণ নিজ ধারণা বা কল্পনার অনুরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দর্শন করিতেছে বলিয়া অভিমান করে, ততক্ষণই তাঁহাদের উপর বিশ্বাস থাকে। আবার যখন মনোধর্মের তাড়নায় তাঁহাদের নূতন একটা রূপ—যাহা তাহার রুচির অনুকূল নহে—দেখিতে পাইতেছে বলিয়া মনে করে, তখনই সেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসাভাসটুকুও বিসর্জন দিয়া ক্ষীণপুণ্য বা স্বল্পপুণ্যবান্ আখ্যা লাভ করে।

এই স্বল্পপুণ্যবান্‌গণের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, তাঁহাদের হৃদয়ে একটি সুদৃঢ় ধারণা থাকে যে, তাঁহারাই ঠিক, আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবই বেঠিক। গুরুবৈষ্ণব যখন তাঁহাদের খেয়াল বা কল্পনানুযায়ী প্রকাশিত হইতেছেন না, তখন গুরু-বৈষ্ণবেরই গলদ আছে।

স্বল্পপুণ্যবান্‌দিগের শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্বে কিছুতেই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ইহাদিগকে যতই না কেন সাধু-শাস্ত্র-বাণী শ্রবণ করান যাক্, ইহারা ইহাদের গোঁড়ামি কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না; সুতরাং যাঁহারা আত্মমঙ্গল-কামী, তাঁহারা ইহাদিগকে অসত্যে অভিনিবিষ্ট, আত্মঘাতী জানিয়া ইহাদের দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবেন। কনিষ্ঠের যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, তাহা বস্তুতঃ আরোপিত মাত্র। কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীনামের বিলাস, শ্রীনামের কর্তৃত্ব বা অধোক্ষজত্ব বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিশ্বাস করিবার চেষ্টা তাঁহার আছে, কিন্তু যতক্ষণ শাস্ত্র-সম্মত বিশ্বাসের উদয় না হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহার যে শ্রদ্ধাভাস বা বিশ্বাসাভাস তাহা অশ্রদ্ধালুগণের সহিত তুলনায় প্রশংসার্হ বা আদরণীয় হইলেও তাহার উপর অধিকদিন নির্ভর করা যায় না। জীবের স্বভাব বা বৃত্তি গতিশীল, এক স্থানে স্থায়ী হইয়া থাকে না। শ্রদ্ধাভাস যদি ক্রমশঃ প্রকৃত শ্রদ্ধার অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে উহা পরিণামে অশ্রদ্ধা বা অপরাধে পর্যবসিত হইবেই হইবে। সুতরাং যাহাতে আমরা সত্যসত্যই খুব শীঘ্র শ্রীনামের প্রতি ও শ্রীনামাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারি, তজ্জন্য যত্নপরায়ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভাগ্য যখন অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হয়, শ্রীনাম কৃপোন্মুখ হইতে থাকেন, তখনই বিষয়-বাসনা অনল-সদৃশ বলিয়া মনে হয়। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিষয়ই যে অনলের জ্বালাদায়ক বলিয়া বোধ হয়, তাহা নহে নাই। তখন বিষয়ভোগ করিবার স্পৃহাটিই যেন অত্যন্ত ক্লেশকর, পীড়াদায়ক—এরূপ বোধ হইতে থাকে। বিষয়ভোগের বাসনা তখনও যায় নাই, তবে সে বাসনা আর ভাল লাগে না। অবাধ্য চিত্ত তখনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, তখনও বিষয়ভঙ্গ হয় নাই, মন ইতরবাসনামুক্ত হয় নাই, বিষয়ভোগ-লালসা তখনও চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই; যদিও পূর্বের ন্যায় বিষয়ভোগপরায়ণতা আর নাই, তথাপি পূর্বসংস্কারবশতঃ বিষয়ভোগের মোহ হইতে তখনও ছুটি হইতেছে না, তজ্জন্য মন বিষয়ের প্রতি তখনও ধাবিত হইতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবল দুঃখ, প্রবল বেদনা-বোধও হইতেছে। তখন "বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে" এই জ্বালাবোধ অত্যন্ত প্রবল হয়। 'বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা চিত্তে এখনও অত প্রবল রহিয়াছে'—এই আকৃতি যখন অত্যন্ত প্রবল,

হিতে থাকে, তখনই হৃৎকেন্দ্র বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্তি পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগে, তখনই শ্রীনাম প্রভু হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয় হইতে প্রাকৃত কাম বিদূরিত করেন, তৎপূর্ব্বে নহে।

আত্মনিবেদন ও দৈন্য

শরণাগতের, অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

অকিঞ্চনতা ও শরণাগতি একই বৃত্তি, তবে শরণাগতির মধ্যে একটি লক্ষণ বেশী দেখা যায়—সেইটী আত্মসমর্পণ। অকিঞ্চনতার পূর্ণ-বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি। অকিঞ্চন ব্যতীত অপর কেহ শরণাগতি লাভ করিতে পারেন না। দৈন্যই অকিঞ্চনতা। অকিঞ্চন ব্যতীত কেহ নিজের দীনতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোগ্যদর্শন যাঁহার সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে তিনিই অকিঞ্চন। আমার কর্ত্তৃত্বাধীন কোন বস্তু আছে—এই অভিমান থাকিলে অকিঞ্চনতা থাকে না।

আত্মসমর্পণ করিতে হইলে আত্মবস্তুটি এবং যাঁহার নিকট তাহা সমর্পিত হইবে, তাঁহার পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। সেব্যবস্তুকে—গ্রহীতাকে আমরা জানিতে পারি না কখন?

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
(ভাঃ ১।৮।২৬)

উচ্চবংশজাত্যভিমান, ধনজনের অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান এবং সৌন্দর্য্যের অভিমান থাকার নামই কিঞ্চনতা। যতক্ষণ এই চারিটির লেশমাত্র আছে, ততক্ষণ ভগবান্‌কে জানা যায় না। এই চারিটি ছাড়িয়া দিলে জীব অকিঞ্চনতা লাভ করিতে পারেন। তখন ভগবান্ নিজেই তাঁহার গোচরীভূত অর্থাৎ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাদনুভূতির পাত্র হইয়া পড়েন। যখন ভগবদনুভূতি লাভ হয়, তখন আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত শরণাগতের আর কিছু থাকে না। মত্ততা হইতে—জন্মৈশ্বর্য্যাদি অভিমান হইতে ছুটি লাভ করিয়া যিনি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত—'আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন' বলিয়া যিনি গ্রহীতার কৃপার জন্য তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যগ্র-ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনিই অকিঞ্চন। কেবল জন্মৈশ্বর্য্যাদি অভিমান-হীনতা অকিঞ্চনের মুখ্য লক্ষণ নহে। আমার কিছু নাই—এই লক্ষণ অকিঞ্চনতার বাহ্য লক্ষণ মাত্র। ভক্তের অকিঞ্চনতা কি? তিনি 'জাগতিক কিছু আমার নাই'—এই অভিমানকেই যথেষ্ট মনে করেন না। তিনি বলেন,—

"আমি ত' তোমার —তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥"

কেবল 'নেতি নেতি' বিচার ভক্তের নহে। ভক্ত ধনী—ঋণী নহেন। শরণাগত আত্মনিবেদন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার," এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। তাঁহার বিন্দুমাত্রও ভয় নাই, তিনি সদানন্দময়সাগ্নত—চৌদিকে কেবল আনন্দই দেখেন। ইতর বা দ্বিতীয় বস্তুর সম্বন্ধে ভাবিবার তাঁহার অবসরই নাই। অকিঞ্চন সর্ব্বদাই 'কি কাজ অপর ধনে?' এই চিন্তাতে ব্যাকুল। "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার" এইটি যতই দৃঢ়ভাবে হইতে থাকে, ততই তাঁহার ব্যাকুলতা আসে—"কি কাজ অপর ধনে?" তাঁহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আর্ত্তি—বিজ্ঞপ্তি বা নিবেদন ধ্বনিত হইতে থাকে—

আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি—এ চিন্তা বিশাল॥

"ভালমন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন" এ অবস্থাটা তখন আর থাকে না। কেবল ভাল খাওয়া পরা ছাড়িলে হইবে না, চিন্তাহীনতাকেও ছাড়িতে হইবে। কেবল সংসার-বৈরাগ্য হইলে হইবে না, 'কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি' এ চিন্তাও আনা প্রয়োজন, তবেই অকিঞ্চনতা লাভ হইবে। অকিঞ্চন সর্ব্বস্বসমর্পণের জন্য তীব্র আতিবিশিষ্ট। গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে দাতার আর জীবনধারণের পর্য্যন্ত প্রয়োজন নাই।

কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাৎ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

অকিঞ্চনেরই অপর নাম দীন। দীনতার পরিচয় দিতেছেন—'শক্তিবুদ্ধিহীন'—"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই"। কিন্তু যোগ্যতা না থাকিলেও—তোমার করুণার উপর আমার ভরসা আছে। তাই তিনি বলিতেছেন—"কর মোরে আত্মসাৎ" অর্থাৎ 'আমি আত্মনিবেদন করিতেছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর'। অকিঞ্চনতার কথাই পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"দণ্ড দিবে দাও, কিন্তু ছাড়িও না"। আত্মসমর্পণের জন্য যিনি প্রস্তুত নহেন, তিনি অকিঞ্চন হইতে পারেন না। এজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু "আত্মনিক্ষেপ" আগে বলিয়া পরে দীনতা বা অকিঞ্চনতার কথা বলিয়াছেন।

অকিঞ্চন বা দীন জাগতিক অভিমান হইতে মুক্ত, তজ্জন্য তিনি জানেন, জগতের কিছুই তাঁহার নহে। আবার সেব্যের অনুসন্ধানে তিনি সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল, এইজন্য তাঁহার অভাববোধ—তাঁহার দৈন্যোপলব্ধি অত্যন্ত প্রবল। জড় সংসারই মায়া এবং কৃষ্ণের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু; কাজেই ইহাকে যেন তিনি আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখনই দীনতা বা অকিঞ্চনতা আমাদের প্রবল হইবে, তখনই হৃদয়ে হরিকে ধারণ করিয়া তদীয় কৃপালাভের আশায় নির্ব্বেদ স্বীকার করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিব—ভোগ-ত্যাগের গৃহ ছাড়িয়া সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিব। কৃষ্ণচিন্তা যদি প্রবল না হয়, তবে ভোগত্যাগরূপা চেষ্টা কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি আনে না। তখন গৃহব্রত-ধর্ম্মকে নিশ্চিন্তমনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া বেশ পরিতৃপ্ত থাকিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকেও অকিঞ্চনেরই পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব সর্ব্বদা নিজেকে অকিঞ্চন বলিয়া অভিমান করেন। শরণাগত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'প্রভু কবে আমায় গ্রহণ করিবেন'। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকিঞ্চন কথাটি অনেক স্থলেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মনিবেদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিলে অকিঞ্চনতা পরিস্ফুট হইবে। অকিঞ্চনতা অর্থাৎ 'কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি' এই চিন্তা বিশাল হইলেই সংসারের প্রতি বিরক্তিরূপ সেবা-দৈন্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। যতই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-চিন্তা হইবে, ততই সংসারের অভাববোধ বেশী হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ সপ্তাহে একবার, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রতিপক্ষে একবার নিজেকে পরীক্ষা করিতে বলিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্য-দেব প্রাত্যহিক progress এর tangible result এর কথা বলিয়াছেন, আত্ম-নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা একটু জাগে কি না, তাহারই উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করিয়া গুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করাইতে আকর্ষণ করুন বলিয়া তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত উপায় দেখি না। কারণ আত্ম-সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত দৈন্য বা নির্ব্বেদ সুষ্ঠুভাবে জাগ্রত হয় না।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ

সকলেই অবগত আছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন পরমারাধ্যতম পতিতপাবন পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ধাম হইতে শ্রীব্রজমণ্ডলাভিমুখে শুভযাত্রা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ কাটোয়া, ভাগলপুর, গয়া, কাশী ও অযোধ্যা হইয়া গত ১১ই মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রয়াগে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ ষ্টেশনের নিকট একটী বৃক্ষতলে একদিন অবস্থান করিয়া তৎপরদিবস শিবকোটীতে গমন করেন। তথায় অবস্থান করিতেছেন। এই মহাভাগবত-বরের শ্রীপাদপদ্মদর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া তথাকার সকলেই ধন্য হইয়াছেন ও হইতেছেন।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীগৌরনিজজন পরমারাধ্যতম পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানুসারে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ১৯শে ফাল্গুন হইতে ক্রমান্বয়ে নয় দিবস কাল শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নয়টী দ্বীপের মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন।

গত ২৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌরপ্রকট-পূর্ণিমা-তিথিদিবসে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি,' 'উদিল অরুণ', 'ভজহুঁ রে ভজরে আমার মন অতি মন্দ' প্রভৃতি বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মঠসেবক-গণ নিরাহার উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকান্তে 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', পঞ্চতত্ত্ব এবং বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সেবকগণ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি-বরার মহিমা ও গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা ও অপ্রাকৃত গুণাবলীর কথা প্রায় ১ ঘণ্টাকাল বাঙ্গলা, হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস বহু শ্রদ্ধালু ভদ্র ব্যক্তি ও ভদ্র মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রেঙ্গুণে প্রচার

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ব্রহ্মদেশের বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১লা মার্চ্চ সেকেণ্ড নিচ্ বঙ্গানপন বেসিন নামক সহরে চেট্টিয়ার টেম্পলে শ্রীপাদ জ্ঞানবান ব্রহ্মচারীজী ছাত্রাচারগণের তাঁহার ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় এক শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরদিবস তথায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরবাড়ীতে ব্রহ্মচারীজী ছাত্রাচারগণের হিন্দিভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠেও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় পাঠ কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে হরিকথা আলোচিত হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮০০৫
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল,

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রণবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরি ... ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ ..., নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—...নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পাহাটী (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধরদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্বস্বরূপ গৌড়ীয়মঠ
ঘাটভাঙ্গা (শ্রীবাসুদেব দত্তের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীক্ষিতিপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নন্দনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদনান্দবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি, এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীদামোদর দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাথাং ..., দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীপ্রজ্ঞান দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ডালিগঞ্জ, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭।৭৬ গণেশ মং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীচন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রীরাধারমণ দাস

সঙ্কেত ভাগবতমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডাল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয় মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিবিহারী ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
ব্লক নং ২৬
সেবক—শ্রীকানাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবাঁশীবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমদ্‌বলদেব দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীনবজীবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রপন্ন সদন
পোঃ বড়কুলা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীবনশ্যাম দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীসজ্জনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীমহাপ্রভুচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিকুন্দা (মানভূম)
সেবক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্লাপটন,
লণ্ডন ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ (আমানগঞ্জ) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবস্তুনিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দ দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পর্ণ স্থাপীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনন্দন ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরাঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
সেবক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ স্রোতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পাণ্ডুলিপিরূপে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারবর্গের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সাম্প্রদায়িকতাস্রোতে ভাসমান মানবগণের প্রাণ, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুয়ন ও তাহাসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা-নিরসনমূলে শাস্ত্র ও যুক্তির বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমের, অভিজ্ঞানক সর্বসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান — মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর — গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এ্যাটাচ্‌ড বোর্ডিং খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাযুক্ত। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুখদ বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেক বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব গবেষণামূলক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পূর্ণ জীবনচরিত কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্বাসাগ্রহী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল বনমালী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সংস্করণের সম্পাদন প্রকাশন করিয়া তাঁহার আদর্শ গুরুনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব ও মৌলিকতা আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল শিক্ষা, তৎপরে বৃহদক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিপদ, তৎপরে প্রাচীন শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, নবদ্বীপের মানচিত্র, বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থান ও [illegible] অনুক্রমণিকা সহ গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৷৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী, কাব্যালোচনা আকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের [illegible] শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, [illegible] পুরানাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১-৬	৬ [illegible]	১৬-১৬	১৭-৫৭	[illegible]
দমদম	৬ ৫৮	৬-৩	৭ ২৮	১-	[illegible]			[illegible] ২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৭	১৩-২৮	১৪-৫৭	১৮-০১	১০-৫৫	[illegible]
(বদল) ছাঃ	৬-২৮	৮-৬	[illegible]	১৩-৩৩	[illegible]	৮ ৩৯	১৯-৩০	[illegible]
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫	৮ ৪০	১০-৩	১০-৫৪	১৪ ৪১	১৯ ১৪	২০ ৪	১- ১

(বদল) ছাঃ	৭-১০	১০- ১	১৭ ৩৩	২০ ৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৮	১০-৫৯	[illegible]	২০-১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১ ৬
দমদম " ১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১-৫৫
" ছাঃ ১২-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ ১৩ ৩৩ (নেরো গেজ লাইন)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৭ ১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৩৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৫-০	১৭-০৬	১৯-১১

ছাঃ	৭-১০	[illegible]	১১-৪৭	১৫-১০	১৮ ৫৭	২০-২২	২০-৪৬	২-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৫	৯-২৫	১২ ২৬	১৫ ৫০	১৭-৩০	১০-৩	২১ ১২	৪ ১০
(বদল) ছাঃ	৭-৫১	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭-৯২	[illegible]	২১-২৫	৪-১৮
দমদম		১০-৮		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২৩ ৩	
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৫ ১৬	১৭-৫৬	২২-৫০	২৩-৮৫	৬-১৬	

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত কলিকাতার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] 'সম্প্রদায় আচার্য্য' বি-এ সম্পাদিত বাংলা [illegible] পত্র। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-[illegible] শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত [illegible] পরমহংসগণের সদুপদেশ সহিত ও [illegible] সংযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ [illegible] 'সদাচার্য্যগণের' অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-ভক্তিস্বরূপ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য।

ভিক্ষা—দশ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—— ::o:: ——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ গুরুনের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। [illegible] লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্-শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীশিক্ষাষ্টকের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৶০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২২শে মার্চ্চ ইং ১৯৪১, শনিবার { ১২-১৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিষ্ণু অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী

জগদ্গুরু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইনি নিত্যসিদ্ধ [illegible]গামী। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান [illegible]-স্বরূপ তিনি। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—

[illegible]মঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
গোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী॥

ইনি শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌর[সুন্দ]রের মনোঽভীষ্ট-প্রচারের জন্য এবং [তাঁহা]র অন্তরঙ্গ সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌর[সুন্দ]রের সহিত এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত [হই]য়াছিলেন। অকপট গৌরভক্ত ব্যতীত [কেহ] এই পরমহংসকুলচূড়ামণি গৌর[জ]নের মহত্ত্ব অন্যজ্ঞানে বুঝিতে [পারে] না। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুই [গো]স্বামীর অগ্রণী। শ্রীল গোপালভট্ট [গোস্বা]মী প্রভু শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ। তিনি [স]জাতীয় [illegible]গ্রহ। তিনি রূপানুগবর। [illegible] ব্রজজন—গৌরাধানিত্যজন। তাঁহার [illegible] আমাদের সত্তা, ইহা তাঁহার কৃপায় [illegible] হউক, ইহাই প্রার্থনা।

[illegible] কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

[শ্রীরূ]প-সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
[শ্রীজী]ব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ।
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি-নমস্কার॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও গাহিয়াছেন—

শ্রীরূপ-সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্টপূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁ'র মুই তাঁ'র দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥

১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণাত্যে তীর্থপর্য্যটন-চ্ছলে ভক্তগণকে কৃপা করেন। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেই সময়ে ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট ও গোপালগুরু নামক তিন ভ্রাতা মহীশূর প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেন। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীরঙ্গবাসী উত্তরদেশীয় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। ইনি বড়গলই শাখার রামানুজীয় বৈষ্ণব। ইঁহারা তিন ভ্রাতা। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম ত্রিমল্ল বা তিরুমলয় ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট নারায়ণপরায়ণ গৃহস্থ-বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। এই শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্টেরই পুত্ররত্ন আমাদের পরমারাধ্যতম পতিতপাবনশিরোমণি গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু। শ্রীমন্-মহাপ্রভু যখন শ্রীব্যেঙ্কটভট্টগৃহে উপনীত হন, তখন বালক শ্রীগোপালভট্ট নিত্য-প্রাণনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছিলেন। ইনি পিতৃব্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপালের অতুল্য সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ কৃপা করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বলরস প্রদানের জন্য কলিকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মাধুর্য্যরসবণিক একমাত্র রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। মাধুর্য্যরসে ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। কিন্তু মাধুর্য্যের নিকট উহার প্রভাব নাই। ঐশ্বর্য্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহ পরব্যোমে শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যরসে গৌরব বর্ত্তমান। গৌরব আশ্রয়কে বিষয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করায়। কিন্তু মাধুর্য্যরসে সেইরূপ গৌরবজনিত ব্যবধান নাই। সেখানে সম্পূর্ণ বিশ্রম্ভ বর্ত্তমান।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তা'র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম-হীন॥
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন।
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন॥
অতি হীন জ্ঞানে করে লালনপালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

(চৈঃ চঃ)

এই মাধুর্য্যভাবটী বড় প্রাণমাতান ভাব, ইহাতে বড়-ছোট জ্ঞান নাই। বড়ই আপনার ভাব—প্রাণের সহজ স্বাভাবিক টান। এই নির্ম্মল প্রেমরাগে নিজসুখকামের লেশমাত্রও নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কটভট্টকে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখিলেন শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপে আরও উন্নত রসের ভাব আছে। ভট্ট এখনও তাহার সন্ধান পান নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণসেবা-সৌষ্ঠব দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভট্টকে রহস্য করিয়া বলিলেন,—"পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী নিরন্তর শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থিতা হইয়াও কেন আমার প্রাণের ঠাকুর গোচারক গোপালের সঙ্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠিতা? শুধু উৎকণ্ঠিতা নন, সাধ্বী সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিনী।" তদুত্তরে ভট্ট বলিলেন,—"প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণে কোন ভেদ নাই। তবে শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধর, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর। শ্রীনারায়ণে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও কৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদিরূপ লীলা নাই। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মী দেখিলেন যে, কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতাধর্ম্ম নাশ হয় না, অথচ রাসবিলাসরূপ অধিকন্তু কৃষ্ণসঙ্গে পাওয়া যায়, নারায়ণের সঙ্গে পাওয়া যায় না। সেইজন্যই শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ অভিলাষ করেন, ইহাতে দোষ কি?' শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, "ভট্ট! ইহাতে কোন দোষ নাই, তাহা আমি জানি। তবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর রাসে প্রবেশ লাভ হয় নাই। [illegible] ভট্ট বলিলেন,—'প্রভো! [illegible] লক্ষ্মী ঠাকুরাণী শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থিতা হইয়াও [illegible] আদি ব্রতাচরণ করিয়াও রাসে প্রবেশের অধিকার পাইলেন না কেন, আর শ্রুতিগণ তপাচরণ করিয়া কিরূপে তাহা লাভ করিলেন? আমি ক্ষুদ্র জীব। ইহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এই

লীলারহস্য বলুন।" তখন শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—"ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণের এক অসমোর্দ্ধ লক্ষণ এই যে, তিনি নিজ মাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত, এমন কি, নিজেই নিজের চিত্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজবাসিগণ সেই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে দর্শন করেন না। ব্রজবাসীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের দ্বারা আচ্ছাদিত। শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে থাকিলেও মাধুর্য্যের নিকট তাহার প্রভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময় রসস্বরূপ, তাঁহার সমস্তই মাধুর্য্যময়। ব্রজজনের ভাবে ব্রজজনের অনুগত হইয়া যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারাই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পান। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না এবং কেবল অন্তর্গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করত গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে যোগদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্বীয় রূপে কৃষ্ণসঙ্গম পাওয়া যায় না। শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজ দেহেই কৃষ্ণসঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই, এইজন্য গোপী হইতে পৃথক্ দেহে রাসলীলায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই।"

ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে তত্ত্ব-সন্দর্ভের আদিতে শ্রীরূপ-সনাতনের প্রণামমঙ্গলের পর লিখিত আছে—শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে বিচারাদি সঙ্কলন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের প্রিয় সুহৃৎ দাক্ষিণাত্যবাসী দ্বিজকুলোদ্ভূত শ্রীগোপালভট্ট একখানি গ্রন্থ লিখেন। তাহাতে কোথায়ও ক্রমভাবে, কোথায়ও ব্যুৎক্রম অর্থাৎ ক্রমভঙ্গভাবে কোথায়ও বা খণ্ড খণ্ড ভাবে যাহা লিখিত ছিল, তাহা ক্ষুদ্র জীব আমি পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে যথাযথ লিখিতেছি। 'ভগবৎ' প্রভৃতি অন্যান্য সন্দর্ভের প্রারম্ভেও এইরূপ কথা আছে। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু সৎক্রিয়া-সারদীপিকা-রচনাকারী, হরিভক্তিবিলাসের সম্পাদক ও ষট্‌-সন্দর্ভের পূর্ব্ব লেখক। তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি টিপ্পনীও করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর রুচিতে শ্রীরাধারমণ-সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য ও গোপীনাথ পূজারী ইঁহার শিষ্য। এই সেবা অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমান। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পাই,—

গোপালের মাতা-পিতা মহাভাগ্যবান্।
শ্রীচৈতন্যপদে যে সঁপিল মনঃ-প্রাণ॥
বৃন্দাবন যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া।
দেহ সঙ্গোপন কৈলা প্রভু সোঙরিয়া॥
কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন।
রূপ-সনাতন সঙ্গে হইল মিলন॥
গোপালভট্ট বেঙ্কটভট্টের নন্দন।
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥
শ্রীরূপ সনাতন হৈতে প্রেমময়।
শ্রীগোপালভট্টসহ অদ্ভুত প্রণয়॥
করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল উদ্যম।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥
শ্রীবিগ্রহ সেবা গোপালের ইচ্ছা হৈল।
শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপেরে স্বপ্নে আদেশিল॥
শ্রীরূপগোস্বামী ভট্টে প্রাণসম জানে।
শ্রীরাধারমণ-সেবা করাইলা তানে॥

ভক্তের প্রার্থনা

——:•:•:•:— —

ভগবান্ আমাদের যে অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহাই সাদরে বরণীয়। সুখ-দুঃখ উভয়কেই ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করা দরকার। সুখ-দুঃখ উভয়েরই দাতা ভগবান্। ভগবান্ কৃপাময়। তাঁহার যাহা কিছু বিধান সমস্তই মঙ্গলজনক। সুতরাং সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, সকলই ভগবানের কৃপা। সুখকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করিব, আর দুঃখকে উপেক্ষা করিব—ইহা ভক্তের বিচার নহে। ভক্তের বিচার—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥"

ভক্ত ভগবানের কৃপার কাঙ্গাল। তিনি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবিন্দু প্রার্থনা করেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও প্রার্থনা নাই। ভক্ত জানেন—কৃপাপ্রার্থী কৃপাই পান। ভগবানের যাহা বিধান—সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, দয়াই হউক, আর দণ্ডই হউক, উভয়কে তিনি কৃপা বলিয়াই বরণ করেন। শরণাগত বা আশ্রিতকে কেহ শাস্তি প্রদান করেন না, কৃপা বিতরণ করেন, অভয় প্রদান করেন। সুতরাং আমি যদি শরণাগত হইয়া—কৃপাপ্রার্থী হইয়া ভগবানের নিকট হইতে দণ্ডও পাই, তাহা হইলেও তাহা দণ্ড নহে কৃপাই—দণ্ডের আকারে। তিনি লোকশিক্ষার্থ নিজজনকেও ত' দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ড কাহাকে দিবেন? যাঁহারা আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকেই ত'? আমি শরণাগত কৃপাপ্রার্থী কিনা তাহাই বিচার্য্য হওয়া উচিত। অনেক সময় আমরা মনে করি, গুরুবৈষ্ণব বোধ হয় আমাকে পর মনে করিয়াই বঞ্চনা করেন, নিন্দা-তিরস্কারাদি করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমাদের বিচার হওয়া উচিত আমরা গুরুবৈষ্ণবকে কতটা ভালবাসি, কতটা ভক্তি করি। যদি আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তি করি—তাঁহাদের সুখের জন্যই আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করি, তবে তাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চনা করিবেন কেন? কিন্তু আমরা কি তাঁহাদিগকে ভক্তি করি, ভালবাসি? যদি ভালবাসি, যদি ভক্তিই করি তাহা হইলে বুঝিব, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই আমার মঙ্গলজনক। 'গৌরের আমার সব ভাল'—ইহাই ভক্তিমানের লক্ষণ। প্রীতি—ভালবাসার এমনি লক্ষণ যে, ভালবাসার পাত্রের দোষ কিছুতেই দেখা যায় না। ভক্ত নিজের জন্য কিছু করেন না, সমস্ত ভগবানের সুখের জন্যই করেন।

যে কার্য্যে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সে কার্য্য করয়ে সদা, না করয় রোষ॥
সেই 'শুদ্ধভক্ত,' যে তোমা ভজে
তোমা লাগি'।
আপনার সুখ দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ॥

সেবকের একমাত্র প্রার্থনা—সেবা। যেখানে কৃষ্ণের সুখ—কৃষ্ণের সন্তোষ, ভক্তের তাহাই একমাত্র কাম্য। সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, যাহাতে কৃষ্ণবিস্মৃতিরহিত হইয়া ভগবৎস্মৃতি আসে, যাহাতে গুরুকৃষ্ণের সুখ আছে, তাহাই ভক্তের প্রার্থনীয়।

কুবুদ্ধি

——::•::——

যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধি বা সুমেধা। আর ভক্তির কোন সন্ধান না রাখিয়া ভোগ বা ত্যাগে রত জনগণই কুবুদ্ধি বা কুমেধা। ভক্তের শরণাগতি ও সদাচার আছে। কিন্তু অভক্তগণ কর্তৃত্বাভিমানী ও যথেচ্ছাচারী বা অনাচারী। সুবুদ্ধিগণ হরিকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ—কৃষ্ণ-সুস্মরণ। আর কুবুদ্ধিগণ নিরন্তর অর্থচিন্তায় ব্যস্ত। কুবুদ্ধি পিশাচী আমাদিগকে ভক্ত সাজাইয়া এরূপভাবে আকাশে উঠায় যে, আমরা কিছুতেই নিজ অবস্থা বিচার করিতে পারি না। কিন্তু সুবুদ্ধির সহিত যদি দেখা হয়, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবস্থার কথা জানাইয়া দিয়া রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু কুবুদ্ধি কিছুতেই আমাদিগকে সুবুদ্ধির কাছে যাইতে দিবে না। আমাদিগকে পাগল করিয়া সে কেবল আমাদের জীবন বৃথা নষ্ট করিবে।

কুবুদ্ধি হইতে প্রভু হওয়ার ইচ্ছা হয়। তখন গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের দাস্য ভাল লাগে না। তখন মনে হয়, কৃষ্ণের দাস হইয়া কি হইবে? দাস্য ত' তুচ্ছ জিনিষ। তখন কৃষ্ণের দাস হওয়া অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াকেই ক্ষতিজনক মনে হয়। কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দিয়া সেবা করিলে যে তাঁহার দাস হওয়া যায়, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, নিত্যকালের জন্য অশান্তি বা মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এ কথা কুবুদ্ধি সকল সময়েই জড় সুবুদ্ধিগণের নিকট হইতে তফাতে রাখিবার যত্ন করে।

সময় সময় ক্ষণিকের জন্য সুবুদ্ধিদেবীর দর্শন পাইয়া আমরা হরিভজনের সঙ্কল্প করি এবং সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া সদ্‌গুরুর আনুগত্যে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু কুবুদ্ধিরাক্ষসী সর্ব্বদা আমাদের পশ্চাতে এমনভাবে বসিয়া আছে যে, যখনই আমরা হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ হরিসেবায় একটু অমনোযোগী হই, তখনই ফাঁক বুঝিয়া আমাকে ইতরবিষয়ে প্রলুব্ধ করিবার যত্ন করে।

কুবুদ্ধি আমাদিগকে পদে পদে ঠকায়, কিন্তু কিছুতেই আমরা তাহার বঞ্চনা ধরিতে পারি না, এমনি আমাদের দুরবস্থা! কুবুদ্ধি আমাদিগকে পরামর্শ দেয়—প্রকৃত সাধুর কাছে যাইও না। যদি দৈবাৎ কোন খাঁটি সাধুর কাছে গিয়া পড়, তাহা হইলে তাঁহার কথায় মনোযোগ দিও না, কারণ সাধুর কথার এমনি মোহিনী শক্তি আছে যে, একটু মনোযোগ দিলেই তিনি চিত্তবিত্ত সমস্ত হরণ করিয়া লইবেন। সুতরাং তুমি নকল সাধুর কাছে যাও, সেখানে গেলে তোমার সর্ব্বনাশের ভয় থাকিবে না, সংসার অটুট থাকিবে।'

যদি আমাদের গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা থাকিত, যদি সম্বন্ধজ্ঞান সুদৃঢ় থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সাধুসঙ্গ নিশ্চয়ই হইত এবং সাধুসঙ্গ হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও কুবুদ্ধি বা মায়া আমাদের নিকট আসিবার সুযোগ পাইত না। সতত কৃষ্ণনিষ্ঠ গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আমাদের আঠা বা টান হয় নাই; তাই কুবুদ্ধি দুর্ব্বল পাইয়া আমাদিগকে ইতর পরামর্শ দিয়া নিত্য একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিত না। কপাল অভাবে থাকায় দুর্দ্দৈব অতি প্রবল। তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি বা সুদৃঢ় সম্বন্ধ হইতেছে না। তজ্জন্যই কুবুদ্ধির হাত হইতে নিষ্কৃতিও পাইতেছি না। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশার কোন কথা নাই। এখনও সময় আছে। এখনও সময় থাকিতে থাকিতে যদি যাঁহাদের কৃষ্ণে আঠা হইয়াছে, এরূপ সাধুগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করি, তাহা হইলে আবার সুবুদ্ধি-দেবীর সহিত আমাদের দেখা হইবে।

কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতিবুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি অনুসঙ্গে পায়॥
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়॥

কুবুদ্ধির পরামর্শে পড়িয়া ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের

সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কনক-কামিনী ছাড়া যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠা ছাড়া খুবই কঠিন। সুতরাং এখন সুবুদ্ধিজনের সঙ্গ ও কৃপা ছাড়া এ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় নাই। তাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা—

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধ হে আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ' দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ' হে আমারে
ব'সেছি সঙ্গের আশে॥

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

——:•:•:•:——

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ ভগবানের মত বা তদপেক্ষা মানবজাতির প্রতি অধিকতর করুণাবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ন্যায় কলিহত পতিত দুর্গত জীবকে পাবন, উদ্ধার ও ভগবানের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য স্বেচ্ছায় যে কোন স্থানে, যে কোন কুলে আবির্ভূত হন। যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ—এই চারিরূপে ভগবান্ বা পক্ষিকুলে বৈষ্ণববর গরুড় ও জটায়ু, কপিকুলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হনুমান ও সুগ্রীবাদি, শূদ্রাত্মজকুলে ধর্ম্মব্যাধ, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, বলি ও বৃত্র, রাক্ষসকুলে বিভীষণ, পশুকুলে গজেন্দ্রাদি, বৃক্ষকুলে তুলসী, শিলাকুলে শ্রীশালগ্রাম ও গোবর্দ্ধন, জলকুলে গঙ্গা, যমুনা ও শ্রীকুণ্ডাদি সরোবর এবং অহিকুলে বৈষ্ণবরাজ শেষ স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদিগকে তত্তৎকুলে অবতীর্ণ বলিয়া তত্তৎ জাতিসামান্যে দর্শন করিলে অনন্ত নরক অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে জাতিবুদ্ধি করিলে সেই জঘন্যতম পাষণ্ডতার ফলে অনন্ত নরক অবশ্যম্ভাবী। এই নরক হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই।

কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের বিদ্বেষ-নিন্দাদি-বিষয়ে অসহিষ্ণুতাই বৈধ ভক্তির বিশেষ অঙ্গ। ইহা প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায় ও শুদ্ধভক্তি হইতে পতিত হইতে হইবে। বৈষ্ণবনিন্দার প্রতি অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শনই ভক্তি। বৈষ্ণবদ্রোহফলে যে নরকপাত হয় সেই নরক হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই, যে পর্য্যন্ত না সেই বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবের চরণে অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে'—ইহাই ভক্তি। এইরূপ বিচারেই শ্রীল প্রভুপাদ—"গুরুনিন্দা শুনিয়া যাহাদের ক্রোধ হয় না, তাহাদের যথেষ্ট অন্যাভিলাষ আছে," জানাইয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমাদিগকে শাসন করিবেন না, এই বিচারে যদি কেহ শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র জীবনের চিন্তাক্ত জল করা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি করে, সেরূপ পাষণ্ডতা কিছুতেই সহ্য করা যাইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার প্রতি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রকারে অসহযোগ প্রদর্শন করিতে হইবে।

হরিগুরুবৈষ্ণবদাস্য এত বড় জিনিষ যে, পৃথিবীর বিচারে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই সংহার-মূর্ত্তি রুদ্র শিবস্বরূপ পর্য্যন্ত গুরুদাস্যের জন্য পাগল। শ্রীশিব গুরুদাস্যের চিহ্নস্বরূপ সর্পরূপী সঙ্কর্ষণকে অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন।

যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকের পৃথক্ সুখবাঞ্ছা নাই, আশ্রয়বিগ্রহের সুখকে কোটিপ্রাণাপেক্ষা অধিক আরতি করা হয়, তথায়ই কৈবল্য বা নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। জগদ্গুরুগণ সকলেই আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যের লীলা জগতে প্রকাশের জন্য আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাতেই তাঁহাদের জগদ্গুরুত্ব। আশ্রয়বিগ্রহানুগত্য ব্যতীত কেহই নন্দনন্দনের সেবাপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

কৃষ্ণভক্তের ভক্তগণের বিনাশ নাই। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-স্বরূপ তাঁর পাদপদ্মে সর্ব্বদা ধ্যানরূপে সংলগ্ন-সংশ্লিষ্ট থাকিলে তাহার কখনও চ্যুতি নাই। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন—"শ্রীবার্ষভানবী লোকগঞ্জনার ভয়ে কখনও কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না।" আমরা আশ্রয়বিগ্রহের সেই আদর্শের অনুসন্ধান ব্যতীত অন্যপথে—কুপথে, বিপথে চলিব না, আশ্রয়বিগ্রহের পাদপদ্মের সংলগ্ন-সংশ্লিষ্ট নিত্যধূলি হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিব না ইহাই আমাদের একমাত্র সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হউক। আমরা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই আমাদের জন্মে জন্মে জীবনে মরণে সর্ব্বস্ব জানিব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিষ্কারের পর তাঁহার বিরহসাগরে নিমজ্জমান শুদ্ধ-সংকীর্ত্তনব্রতে দীক্ষিত গৌড়ীয়গণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল অপেক্ষাও অধিকতর বিপদ্ নক্রমকরাদি ও নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাবাত সেবকগণের নিষ্কপট গুর্ব্বানুগত্য ও বাস্তবনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছে ও আরও অধিকতরভাবে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

——::•::——

'আমি' ও 'ভগবানে'র মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধ আছে। দুইটি জিনিষ থাক্‌লেই সম্বন্ধ হয়। ভগবদ্ভক্তের ভাষায় 'সম্বন্ধ' কথাটী পরম প্রয়োজনীয়; যেহেতু তাঁ'রা ভগবানের ভক্তি আলোচনা করেন। সেই ভক্তি 'অভিধেয়'-শব্দবাচ্য। উপাস্য-বিচারে যখন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম এবং তাঁ'র সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, তখন বাক্যের বেগ ব'ল্‌তে—ইতর কথার বেগ। কৃষ্ণের সেবা-বুদ্ধি ব্যতীত যে-সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তা'র বেগ নিরস্ত হওয়া দরকার। কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত ইতর কথা বলা জীবের একটা প্রধান ব্যাধি।

বিষ্ণুর আরাধনা বা বিষ্ণুকথাই অভিধেয় ও প্রয়োজন। সকল কথাই বিষ্ণু। যত কথা সব ঘুরে ফিরে বিষ্ণুতে পর্য্যবসিত হয়। যত কিছু শব্দ আছে, তা'তে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ যোজনা না ক'র্‌তে পার্‌লেই তা' শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বা অবিদ্বদ্রূঢ়ি। আর কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ কর্‌তে পার্‌লেই তা'তে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। অন্য দিকে গমনের চেষ্টার দ্বারা কৃষ্ণ-বৈমুখ্য এ'সে উপস্থিত হয়। যে শব্দে কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, তা'তে নিশ্চয়ই ভোগ-চেষ্টা এসে উপস্থিত হ'বে।

দশটি ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা আমরা ভোগের চেষ্টা ক'র্‌তে থাকি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের স্রোতে আমরা ভেসে যাচ্ছি। অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির দ্বারা শব্দসমূহকে ভোগের পথে ধাবিত করবার জন্য যে চেষ্টা হয়, তা' নিরস্ত ক'রে সকল শব্দকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই বাক্যবেগ-দমন। বাক্যবেগ যদি বিদ্বদ্রূঢ়ি আকর্ষণ না করে, তা' হ'লে তা'তে অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না—কদবেশী প্রতিকূল-ভাবের অনুশীলন হ'য়ে যায়। অনর্থযুক্ত জীব কৃষ্ণেতর বিষয়ের অনুশীলনকেই কৃষ্ণানুশীলন ব'লে ভুল করে। কারণ যদি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথা এ'সে উপস্থিত হয়, তা' হ'লেই অনর্থ হ'ল। যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হ'ক না কেন, তা'তে কি প্রকারে কৃষ্ণসেবা হ'চ্ছে, সেই শব্দে কি প্রকার সেবন-ধর্ম্ম অর্পিত আছে, তা' অনুভব করবার বুদ্ধি উদিত হ'লেই সর্ব্ব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

অন্য কেহ যদি দয়া ক'রে কৃষ্ণকথা বলেন, তা' হ'লেই আমাদের কর্ণের বধিরতা দূর হ'তে পারে। অপ্রাকৃত গুরুপাদ-পদ্মের অপ্রাকৃত-শব্দ-ঝঙ্কার সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত জীবের বধিরতা দূর হয় না।

কৃষ্ণ পরমচৈতন্যময়। শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ। যদি জড়ের কথা কাণে নিয়ে কৃষ্ণকথা শুন্‌তে না পাই, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের কথাকে ঠিক মনে করি, তা' হ'লে কোন দিনই অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার পাব না।

শ্রীমতী বার্ষভানবী সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা ক'রন। তাঁ'র মত শ্রীকৃষ্ণের সেবক আর কেউ হ'তে পারেন না। শ্রীবার্ষভানবীতে সমস্ত বিচার শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবার জন্য পূর্ণভাবে র'য়েছে।

জগতের রূপ-রসাদির বিচার সব ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের রূপ-রসাদির বিচার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের কথা বুঝা যায় না। আমরা মনে করি, জগতের রূপ রসাদির বিচার ছেড়ে দিলে থাক্‌বে কি?—থাক্‌বে সবই। কৃষ্ণপ্রাতিকূল্যভাব সব ছেড়ে যাবে, এতদ্ব্যতীত সবই থাক্‌বে।

শ্রীবার্ষভানবীর ভাবের অনুকূল যদি চিত্তবৃত্তি হয়, তা' হ'লেই সর্ব্বমুক্ত হ'তে পা'র—সাংসারিক স্ত্রী-পুরুষের বিচার হ'তে মুক্ত হ'য়ে যা'ব।

শ্রীবার্ষভানবী এখন যে নেই, তা নয়। এখন তাঁ'কে কোথায় পা'ব? এখনই আমরা তাঁ'কে পেতে পারি, তাঁ'র সেবা লাভ কর্‌তে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীবার্ষভানবীর পদনখশোভা দর্শন করি, তা' হ'লে শ্রীবার্ষভানবীকে এখন কোথায় পা'ব, এরূপ বিচার নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মেই শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপদনখ সেবা আমরা লাভ ক'র্‌তে পারি।

শরীরবেগ তিন প্রকার। খে'তে পা'র,—এটা উদরবেগ, ভাল খা'ব—এটা জিহ্বাবেগ, আর তা'র ফলস্বরূপ উপস্থবেগ। সর্ব্বদোষ কামের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে হ'লে অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-চরিতার্থকারী সেবকগণের সেবায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে হবে। নিজে কামুক হ'য়ে পড়্‌লে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব।

কৃষ্ণই একমাত্র বস্তু, অর্থাৎ নিত্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক নিত্য বাস্তববস্তু অর্থাৎ চিদ্বিলাস ব্যাপার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য বস্তু, কর্ণদ্বারা শ্রবণযোগ্য বস্তু, নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণযোগ্য বস্তু, ত্বকের দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; কিন্তু এ কৃষ্ণবস্তু কাহার ও কোন্ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার? তিনি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। যাহার মাপিয়া লওয়া যায়, তাহার নাম মায়া। অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মায়া মাপিতে পারে না। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোষ্ঠীভূত হন না।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিব্রাজকগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই

পরিমাণে চৈতন্যের সেবার লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলাবিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে যোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বান্তঃকরণ দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত না হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা

(গৌরাব্দ ৪৫৫ বর্ষপূর্ত্তি)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসর

[কাল ১০ দণ্ড (৪ ঘণ্টা) পূর্ণসংখ্যা ১০০]

১। দ্বিজগণের দশসংস্কার কাহাকে বলে? দীক্ষিত বৈষ্ণবগণের পঞ্চসংস্কার কি? দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়নসংস্কার আবশ্যক কেন? ২০

২। নামাপরাধ কি কি? অপরাধ-প্রশমনের উপায় কি? কোন্ কোন্ অপরাধফলে অধঃপতন ঘটে? ১৫

৩। প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি বর্ণন করুন। নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রণালী কি? কোন্ কোন দ্বীপে কি কি লীলামাহাত্ম্য আছে? ২০

৪। শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিমা কত প্রকার? সাধু ও অসাধু কত প্রকার? সাধুসঙ্গের সুফল ও অসাধুসঙ্গের কুফল বর্ণন করুন। ১৫

৫। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণন করুন। ১৫

৬। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পার্থক্য?

(ক) শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা, (খ) প্রেম ও কাম (গ) যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য, (ঘ) বৈকুণ্ঠ ও মায়া, (ঙ) শ্রৌতপথ ও তর্কপথ। ১৫

সদসদ্‌বিচার কর্ত্তব্য

সাধু অসাধু চেনা দরকার। সাধু ও অসাধুর পার্থক্য জানিতে না পারিলে কখনও শুদ্ধ হরিনাম হইবে না। সাধু—বৈষ্ণব, ভক্ত, আর অসাধু ভোগী বা ত্যাগী—নির্ব্বিশেষবাদী। সাধু-চিদ্‌বিলাসী, আর অসাধু—জড়বিলাসী বা বিলাস বিরোধী—মায়াবাদী। ভগবান ও ভক্তের বিলাস নিত্যকাল চলিতেছে। এইরূপ চিদ্‌বিলাসী সাধু ও অসাধু। জড়ভোগী ও ত্যাগী অসাধু চিনিতে না পারিলে অসাধুকে সাধু এবং সাধুকে অসাধু মনে করিয়া ঐরূপ নামাপরাধী সাধুর চরণে অপরাধ হয়। হৃদয় অপরাধ-জনিত কঠিন হইলে কৃষ্ণভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয় না।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

একমাত্র নামভজন ব্যতীত কলিকালে আর অন্য গতি নাই—নাই—নাই। আবার সাধুর কৃপালাভিষিক্ত হইতে না পারিলে শুদ্ধনামও হইবে না। সাধু অসাধু না চিনিলে পারমার্থিক জীবনযাপন করা যায় না। শুদ্ধসাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। রক্ষাকর্ত্তা না থাকিলে এই বিপৎসঙ্কুল ভবাটবীতে কি করিয়া রক্ষা পাওয়া যাইবে? অসাধুকে শুদ্ধসাধু মনে করিয়া তাহার হরিকথাকে (?) রক্ষাকর্ত্তা মনে করিলে সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধপানকারীর অবস্থাই লাভ হইবে। খাদ্যাখাদ্য-বিচারে নিরপেক্ষ থাকিলে কি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? তদ্রূপ পারমার্থিক জীবনযাপন করিতে হইলে—শুদ্ধহরিনামকীর্ত্তন করিতে হইলে সাধু-অসাধু চিনিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে অন্যমনস্ক হইলে শুদ্ধনাম কোন-কালেই হইবে না। সকলেই সাধু, সকলেই হরিভজন করিতেছেন, ইহা মহাভাগবতের বিচার। মধ্যম সাধু অসাধু বিচার করেন। তাঁহার দর্শনে সবই সমান নহে, ভাল-মন্দ বিচার আছে। মনুষ্য-জাতির মধ্যে সবল দুর্ব্বল, সুরূপ-কুরূপ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী দরিদ্র, শিশু-যুবক ও বৃদ্ধের বিচার আছে—স্ত্রীজাতির মধ্যে সতী-অসতী ভেদ আছে। সুতরাং মঙ্গলাভের জন্য আসিয়া সাধু অসাধু, ভোগী ত্যাগী ও ভক্তকে সমান মনে করিলে প্রকৃত সাধুর সঙ্গ পাওয়া যাইবে না এবং তদভাবে শুদ্ধহরিনাম-কীর্ত্তনও হইবে না।

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীগৌরনিজজন গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার দিবস কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব নিরন্তর শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং উচ্চসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১২ই মার্চ্চ অধিবাস দিবস শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীহরি গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিবিধ গৌরবিহিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ হয়। পরে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

আবির্ভাবদিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর হরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরু-পরম্পরা, 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', "উদিল অরুণ পূরব ভাগে" ও "জীব জাগ", "দয়াল নিতাই-চৈতন্য বলে" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। তৎপরে মঠসেবকগণ-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইতে থাকে এবং রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত পারায়ণ হয়। অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া', 'গৌরাঙ্গের দুটী পদ', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে', 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ', 'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু', 'ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন', 'যশোমতীনন্দন ব্রজবরনাগর', 'নারদমুনি বাজায় বীণা রাধিকারমণ নামে' প্রভৃতি গৌরবিহিত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে এবং সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় অর্চ্চনের পর উচ্চসংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীবিগ্রহের ভোগ ও আরাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হয়।

এতদুপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বহু শ্রদ্ধালু শিক্ষিত সজ্জন ও মহিলাবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পরদিবস ১৪ই মার্চ্চ বেলা ১২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরম-হংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ও আনুগত্যে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি-পূজা অনুষ্ঠান কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে এবং পরদিবস শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় সেবক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসবও হরিকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব-দিবস মঠ-সেবকগণ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরজয়ন্তী-তিথিবরার পূজা করিয়াছেন। পরদিবস সমাগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

গত ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌরনিজজন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী-তিথি মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছেন।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। ঐ দিবস প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যদেবগ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারায়ণ শেষ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, "গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু", "এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে" প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মলীলা বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

পরদিবস যথাবিধি পাঠকীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের ত্রিসন্ধ্যা আরতি ও ভোগ-রাগাদি হইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইলে মঠসেবকগণ শ্রীগুরুবন্দনা ও কীর্ত্তনাদির পর বক্তৃতামুখে প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীগৌরসুন্দরের ও তন্নিজজনগণের অপ্রাকৃত মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। পরে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর- শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬০২৫
সেবক—শ্রীভক্তিরঞ্জন দাস ভক্তিশাস্ত্রী, এম

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপঞ্চানন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়-মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনন্তানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীভানু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলন, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীকিশোরীপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
কৃষ্ণনগরবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবপ্রসাদ বিদ্যাবন্ধু বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীইন্দ্রমণ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রীঋড়িকেশ দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রীরমণদাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ী মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগৌরবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
ব্লক নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক- শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ সদন
পোঃ বকুলকুণ্ডা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়াময় দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রী ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২, ৫১, ডাউনরোড ক্ল্যাপটন
লণ্ডন, ই ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র গোবৰ্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
আমিনাবাদ (আমানগঞ্জ) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাস দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিতাসীনা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩৩শত অদ্যাবে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও বর্ণানুক্রমিক সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বৃত্তি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এ বার আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সংক্ষিপ্ত ঐ (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ধর্ম্মের আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিসারসমুচ্চয় (স্বল্প) ৵।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৩।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতার্থ নিরূপণ ৵০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সারস্বতবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়বৈষ্ণব চরিতঃ ৴০
৬৯। সারাৎসারবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। ভাইস্ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মর্ফলজী এণ্ড অন্টলজী ॥০
৭৪। বিদেহীর ওয়ার্ডস্ ।৶০
৭৫। দি টিচিংস্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। ভোবাট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। থিয়োরী অব ফ্রিল্যান্স এণ্ড আনএফিলিয়েটেড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬। কল্যাণ কল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
৮৮। শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীভক্তিবিনোদবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	৷৶৹	৷৶৹	৷৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷৹	১৷৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রসহ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে পরস্পরবিরুদ্ধ মতস্রোতে ভাসমান মানবগণের প্রচার, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহ্বায়ন ও আত্মপক্ষে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমস্যাবহুল, ভক্তিমানবসহ সর্বসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোদ্রুমপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, গৌরচন্দ্রের অঙ্গন, গ্রাম, বৃন্দাবনের পাওয়াবিনা বিবরণ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও লীলা প্রভৃতি নাইও গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা বেশ ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী, কাব্যপ্রণালীতে গ্রন্থকার শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ধারা বর্ণিত। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুধাংশুরঞ্জন নাথ এম এ, বিদ্যাপুরাণাসেতন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(হাওড়া টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১১ ৬	১৩ ১৬	১৬-১৬	১৭-৫০	২২ ০
দমদম	৪-৫৬	৬ ৩১	৭ ২৮	১১ ২০	১৩ ৫৫			২২
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১৬	৮ ১	৯ ১৮	১৩-২৮	১৪ ৫৭	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৬
(বগুলা) ছাঃ	৬ ২৮	৮-৮	৯ ৩১	১৩-৩৩	১৫ ৫	১৮-৪৯	১৯-৫০	১-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৪	৮ ৪০	১০ ৬	১০ ৩৪	১৫ ৪১	১৯ ১৪	২০ ২৫	১- ১

(বগুলা) ছাঃ	৭ ১০	১০-১১	১৭-৩৮	২০-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৪৮	১০-১৯	১৮ ১০	২০ ১০

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম”	১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১-৫৫
” ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৫৩ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪

ডাউন

শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১	৮-৬	১১-৪	১৩ ১২	১৬ ৬	১৮-৩৬
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪৪	১১-৪২	১৪ ০	১৬ ৬৭	১৯-১৯

ছাঃ	৭ ১০	৮ ৫১	১১ ৪৭	১৫-১০	১৬ ৫৬	১৯-২২	২০-৪৬	০-৫১	
রাণাঘাট পৌঃ	৭-৪৪	৯-২৫	১২ ২৬	১৫ ৫০	১৭ ৫০	২০ ৩	২১ ১৯	৪ ১০	
(বগুলা) ছাঃ	৭-৫৩	৯ ৩০	১২-৩৬	৫-৫৫	১৭ ৫২	২০-১১	২১-২৫	৪-১৮	
দমদম		১১-৮		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২৩-৩		
কলিকাতা পৌঃ	৯-২১	১১-২০	১৪ ২৬	১৭-৪৬	১৯-৪০	২৩-১৫	৬ ১৬		

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত বাঙ্গালার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা মাসিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারক বৈষ্ণবগণের মঙ্গলপ্রদ পরমার্থালোচনার ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে জিজ্ঞাসু দেশবিদেশের বহু শিক্ষিত পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ রূপানুগ সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়-ভক্তিসিদ্ধান্ত আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——— ::০:: ———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, বহিয়াছে হাটে বাটে বিশেষ আদৃত। প্লীহা, যকৃৎ, সংযুক্ত কামলা এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা।

[illegible] শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

শ্রীচৈতন্যদেব
—০—
প্রভু জগদ্বন্ধু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান
[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible]
[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।
[illegible]
প্রাপ্তিস্থান
[illegible]
পোঃ—[illegible], ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ১০ই চৈত্র ১৩৩১ ২৪শে মার্চ্চ ১৯৩১ সোমবার [১৪শ সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

কৃষিক্ষেত্রে তুষারপাত নিবারণ

অধুনা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে প্রতিদিনই যুগান্তর আসিতেছে। বিজ্ঞান আর শুধু বৈজ্ঞানিকদের সম্পত্তি নহে, ইহাকে [illegible] ও কাজে লাগান হইতেছে। শুধু কলকারখানা নয়, কৃষকদের প্রয়োজনেও ইহাকে নিয়োগ করা হইতেছে। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই যে, বহুপ্রকার কীটপতঙ্গ আমাদের কৃষিক্ষেত্র এবং ফল বাগানকে আক্রমণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। সেজন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন শত্রু [illegible] হইতে কৃষকের প্রভূত [illegible] করা। বিভিন্ন প্রকারের কীট-পতঙ্গ বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালাইয়া থাকে এবং [illegible] এই আক্রমণ [illegible] বিভিন্ন প্রকারের পন্থা [illegible] হইয়াছে। রাসায়নিক দ্রব্য [illegible] [illegible] লাগাইতে পারে। কিন্তু [illegible] সাহায্যে [illegible], [illegible] বাগান এবং কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। [illegible] দেখা গিয়াছে যে, তুষার পড়া আরম্ভ [illegible] সেই গুটি পোকা প্রভৃতি [illegible] আক্রমণ করিতে থাকে এবং গাছপালাকে নিস্পত্র করিয়া [illegible]। সেজন্যই [illegible] তুষার নিবারণ করিবার একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। [illegible] যন্ত্রের সাহায্যে [illegible] একর [illegible] উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পার্শ্বের এইটি [illegible] পার্শ্বের অঞ্চলের তাপ বৃদ্ধি করিয়া তুষারপাত বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে গুটি পোকা প্রভৃতি বাগানের দিকে আর অগ্রসর হয় না। মানুষের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের এই অভিনব আবিষ্কারের কথা ভাবিলে বিস্ময়বোধ হয়।

বজ্রপাতে মৃত্যু

প্রকাশ যে, বিক্রমপুর দেওভোগ থানার নটেশ্বর গ্রামের তিনটি মুসলমান স্ত্রীলোক যখন একটা চালা ঘরে বসিয়া ধান ভানিতেছিল, তখন বজ্রপাতে তৎক্ষণাৎ তাহারা সকলে মারা যায়।

আমেরিকায় প্রচণ্ড ঝড়

গত ২৫ মার্চ্চ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ডাকোটা ও পশ্চিম মিনেসোটার পূর্ব্ব অঞ্চলের উপর দিয়া অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই মোটর-যাত্রী। ঝড়ের সময় মোটর ছাড়িয়া তাহারা আশ্রয় প্রাপ্তির আশায় বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ আবহাওয়ার উত্তাপ কমিয়া নামিয়া যায় এবং তাহাদের অধিকাংশের শরীরই তুষার আঘাতে জখম হইয়াছে। ঝড়ের পর অনুসন্ধানকারী দল বহু মৃতদেহ [illegible] থাকিতে দেখিতে পায়। ঝড়ের ফলে সংবাদ আদান-প্রদানের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে ও বহু সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে।

বাংলা সরকারের নূতন পরিকল্পনা

বাংলা সরকারের জনস্বাস্থ্য এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগ বাংলার প্রধান প্রধান মহকুমা-স্থিত হাসপাতালসমূহে অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ-সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনার প্রবর্তন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য 'বগত ১৩৩৭ সনে জেলার সদর হাসপাতালে অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময় ইহা স্থির হয় যে, সদর হাসপাতালেই শুধু অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হইবেন। কারণ পরীক্ষামূলক অবস্থায় অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসারগণকে সরকারীভাবে সিভিল সার্জ্জনের পর্য্যবেক্ষণাধীনে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। পাঁচ বৎসর সদর হাসপাতালের ক্ষেত্রে সুফল প্রদর্শন করিয়াছে। এক্ষণে সরকার মনে করিতেছেন যে, বড় বড় মহকুমা হাসপাতালে অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ হইলে উক্ত হাসপাতাল-সমূহের উন্নতি সাধিত হইবে। কারণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায়ই জন দুইয়ের বেশী বেতনভোগী মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করিতে চাহিলে মিটাইতে অসমর্থ। স্থানীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মধ্য হইতে যদি মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে হাসপাতালসমূহের সুনাম বৃদ্ধি পাইবে এবং [illegible] জনসাধারণের নিকট হইতে উক্ত হাসপাতালসমূহের জন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

স্থির হইয়াছে যে, যে সকল বড় বড় মহকুমা হাসপাতালে দৈনিক ১৫০ জন আউটডোর রোগী এবং ২০ জন ইনডোর রোগী আসে, শুধু সেইরূপ হাসপাতালগুলির জন্যই অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হইবে।

আফগান বাণিজ্য-প্রতিনিধি দল

জাতীয় অর্থনীতি বিভাগের সহকারী সচিব গুলাম গাসের নেতৃত্বে একটি আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধি দল [illegible] পৌঁছিয়াছেন।

আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য এবং জাপানে তুলা, রেশম, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচা মাল রপ্তানি সম্পর্কিত বাণিজ্য সম্বন্ধের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহারা জাপানে যাইতেছেন।

[illegible]

[illegible] [illegible] অন্তর্গত [illegible] গ্রামে একটি [illegible] বাঘের [illegible] উপদ্রবের সংবাদ আসিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, [illegible] বাঘটিকে দেখিতে পাইয়া উহাকে [illegible] করে এবং বাঘটিকে [illegible] করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে [illegible] হইয়া বাঘটি [illegible] [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] তিন ব্যক্তিকে দাঁতের কাছে [illegible] আক্রমণ করে। গ্রামবাসীগণ [illegible] লাঠি ও বর্শার আঘাতে বাঘটিকে [illegible] ফেলে। বাঘটি ৫ হাত লম্বা। আহত ব্যক্তিগণ সদর হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যালের [illegible] আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসুধাকর, [illegible], মহোপদেশক-[illegible] গৌড়ীয়দর্শন এবং [illegible] আকারে লিখিত [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে [illegible] অভিনব [illegible] পাঠক ও পাঠিকা [illegible] শ্রীমায়াপুর প্রচারিত [illegible] প্রথম খণ্ড ৩৩৩ [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা (Foreword), লেখক ও প্রকাশকের ভূমিকা (Prefaces) বিষয় সূচী (Contents) ও [illegible] (Index, Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] আকারে [illegible] ও শ্রীপাদ [illegible] 'অনুভাষ্য' টীকা [illegible] ও তাৎপর্য্য [illegible] মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

[illegible] শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বিবৃতি' টীকা [illegible] গৌড়ীয় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম-এ, বি এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইংরাজী অনুবাদ। গীতার [illegible] ও অনুবাদ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-[illegible] ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে [illegible] অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত [illegible] ও [illegible] অধ্যায়ের শেষে [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] কঠিন শ্লোকের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

[illegible] কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

[illegible] শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] প্রণীত। [illegible] একটী নূতন সংস্করণ [illegible] পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	[illegible] স্কন্ধ—	৯৲
২।	[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	[illegible] (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	[illegible], ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় [illegible] —৸০ [illegible] খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড	৸০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১৲
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধনকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	[illegible]
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	প্রবন্ধ আদর্শ	।০
১৯।	ভক্তিবিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২।	ভজন-রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীত ও কেবল [illegible]	॥০
২৭।	পুরুষার্থ [illegible] (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তদর্শনম্ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	শ্রীপ-[illegible]	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	[illegible]
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৶০
৪১।	গীতাবলী	৴১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	৬।০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১
৪৬।	অর্চ্চনকণ্ঠ	৴১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১
৪৯।	অৰ্চ্চনপথ	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড এক ত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	শ্রীকৃষ্ণার্থ বিবেক	।০
৫৫।	[illegible] গীতা [illegible]	০
৫৬।	ভাগবত ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	[illegible] (ব্যাখ্যাসহ)	।০
৫৮।	শ্রীমুকুন্দমালা	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
৬০।	সাধারণী	৴০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২.০
৬২।	শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	[illegible]	।০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সংবাদ বিশ্রুতম্	।০
৬৫	সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬	[illegible]	।০
৬৭।	[illegible] শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮।	গৌড়ীয়বৈষ্ণব সংস্কারঃ	৴০
৬৯।	[illegible]	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	[illegible]	॥০
৭১।	[illegible] অব বেদাস্	॥০
৭২	[illegible]	৴০
৭৩।	বেদান্ত উইদ্ [illegible] ১ম অধ্যায়	॥০
৭৪।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৭৫।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭।	[illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন্ ইং [illegible]	৴০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	[illegible]	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৩
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রী [illegible]	৸
৮৫।	সাধনপথ	।০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭।	গীতাবলী	৴১০
৮৮।	শরণাগতি	৴০
৮৯।	প্রার্থনা [illegible]	।৶০
৯০।	[illegible]	।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

অকৃত্রের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিমল নামক বিস্তৃত ভাষ্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৶০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

...শ বর্ষ | ১১ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ১০ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৪শে মার্চ ইং ১৯৪১, সোমবার | ১৬৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

——::••::——

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে

জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার প্রাতে মঠসেবকগণ শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতিকান্তে শ্রীগুরুবন্দনা, গুর্বষ্টক, 'কলিকুক্কুর কদন যদি চাও হে' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-বিষয়ে পাঠ হয়।

উক্ত দিবস এবং তৎপরদিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যা রাত্রিকালে দুই দিনই স্বয়ং ভগবান সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকটের রহস্য, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু হিন্দিভাষায় একটা বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৪ই মার্চ উপস্থিত প্রায় ৪ শত সজ্জনকে ও ভদ্রমহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। মহোৎসবে যোগদান কারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকটী নাম উল্লেখ করা হইল,—

শেঠ লক্ষ্মীদাস গোকুলদাস তেজপাল (সপরিবার), মিঃ রামদাস মিস্ত্রী (সপরিবার), মিঃ এন্ ভি, ত্রিবেদি ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ, মিঃ পি, বেঙ্কটেশ্বর আই, সি, এস, (সপরিবার), মিঃ এন্, ভি, এস, মূর্ত্তি, আই এস, ই, মিঃ এস কাঞ্চন (সপরিবার), ঠাকুরদাস এন মার্চেন্ট বি-এ, এল্ এল্ বি, সলিসিটার, মিঃ ছোটালাল জেকিষণদাস মিশ্র বি-এ, এল্ এল্ বি, (য়্যাডভোকেট), মিঃ কানাইলাল দাস এম, সাবজজ (রিটায়ার্ড চীফ্ জাষ্টিস্) মিঃ পি, এ মাহা..., বি-এ, এল এল্ বি, মিঃ বি, এস ভার্গব বি এ, এল এল্ বি, মিঃ কে, এম ভার্গব বি-এ, মিঃ কালিদাস নারায়ণদাস বি-এ, মিঃ দাউজী মেহরবান, বি এস সি, মিঃ এইচ, ... (রিটায়ার্ড কণ্ট্রোলার অব কারেন্সি), শেঠ নারায়ণদাস কার্ষনদাস তেজরিওয়াল শেঠ টোডরমল সাকারিয়া (সপরিবার), মিঃ ভি, এন্ ঠাকুর বি-এ, এল্. এল্. বি, (য়্যাডভোকেট) শেঠ পুরুষোত্তম হরগোবিন্দদাস, মিঃ জমনাদাস ..., মিঃ ... ..., মিঃ এম্ এ মজমদার এম-এ, এল্ এল্ বি, (য়্যাডভোকেট), মিঃ রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বি এ, মিঃ ... চাটার্জ্জী, মিঃ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মিঃ ... বোরেছয়া, মিঃ ... দাস মুখার্জী, মিঃ পরিমল দত্ত, মিঃ ...নাথ ঘোষ প্রভৃতি।

তৎপরদিবস ১৫ই মার্চ প্রায় সহস্র কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীপরমহংসমঠে

গত ১৩ই মার্চ আকনাবাদস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠে জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে পর গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, "গৌরাঙ্গের দুটি পদ" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসীমঞ্চ পরিক্রমা হয়। তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলে।

[illegible] বক্তা ভাগবতিক কীর্ত্তনের পর শ্রীগুরুপ্রণালী [illegible] হইতে [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যায় [illegible] শ্রীবিগ্রহের পূজা, [illegible] সন্ধ্যারতির পর শ্রীমন্দিরের [illegible] [illegible] [illegible] 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে' প্রভৃতি [illegible] বিবিধ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। [illegible] চরিতামৃত আদি লীলা [illegible] হইতে প্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন হয় [illegible] নিয়মিতভাবে প্রত্যহ পাঠ [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible]।

———

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে

শ্রীধাম [illegible] [illegible] বিষ্ণুপাদ পরমহংস [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী [illegible] পূজ্যপাদ [illegible] ও গৌড়ীয় মিশনের [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] হইবার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই মার্চ হইতে ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত [illegible] [illegible] নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে পালিত হইয়াছে। ১৩ই মার্চ রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগুরু বৈষ্ণববন্দন, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ [illegible] [illegible] প্রভু [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিতরণ করা হয়।

১৪ই মার্চ পূর্ব্বাহ্ণ [illegible] ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

———

মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠে

[illegible] [illegible] বিষ্ণুপাদ পরমহংস [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগ্রহে মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই মার্চ হইতে [illegible] শ্রীগৌরাবির্ভাবের উৎসব [illegible] অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ [illegible] হইতে থাকে। সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তনের [illegible] পদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব, [illegible] কীর্ত্তন ও [illegible] [illegible] ও [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্দিরে [illegible] [illegible] চরিতামৃত [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ঘটিকা [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর হরিসংকীর্ত্তন হয়। [illegible] উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ [illegible] করা হয়।

———

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে।

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

--শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] বিষ্ণুপাদ্মাব্দ [illegible] ৪৫৫

মঠ ও গৃহ

[illegible] এক মন [illegible] আকাশ [illegible]। [illegible] নিজ [illegible] গৃহ, [illegible] মঠ [illegible]। [illegible] গৃহাসক্ত ও মঠ- [illegible]। মঠ [illegible], আর [illegible] আশ্রয়ে। [illegible] গৃহ [illegible] মঠবাস [illegible]। গৃহবাসী পুনঃ পুনঃ জন্ম [illegible] মঠবাসীর আর জন্মগ্রহণ [illegible] না। [illegible] বা [illegible] গৃহ [illegible] যায় না, [illegible]। ভোক্তৃ অভিমানে [illegible] গৃহ [illegible] ভোগ [illegible] তাহার সেবা। [illegible] —গৃহ, সেবার [illegible] আমাদের [illegible] কারণ [illegible] গমনপূর্ব্বক ভগবান্ লাভের আশ্রয়গ্রহণে [illegible]। কারণ, [illegible] কীট যেরূপ নিজে নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে [illegible] ছাড়িতে পারে না, তদ্রূপ [illegible] গৃহ [illegible] আত্মার মুক্তি [illegible] করিয়া দেয়। অধিক কি [illegible] তাহাদিগকে প্রবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট হইয়া [illegible] পালনে রত থাকিলে আত্মা [illegible] সমর্থ হয় না।

ভোগোন্মুখ থাকাকালে কেহ ভোগ আহরণে নিযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যেখানে ভোগোন্মুখতা, সেইখানেই ভোগের সুখ। ভোগোন্মুখতা থাকাকালীন সেব্যের সন্ধান হয় না। সেবোন্মুখই সেব্যের সন্ধান করিতে পারে এবং তিনিই প্রভুর কৃপা বা সেবা পান। গৃহবাসী—ভোগোন্মুখ, মঠবাসী—সেবোন্মুখ। ভোগোন্মুখতা অনিত্য—আগমশায়ী, তাহা ধ্বংসশীল। সেবোন্মুখতা চেতনের নিত্যা বৃত্তি। মঠ গৃহের ন্যায় ধ্বংসশীল নহে। [illegible] গৃহে বাস করেন আর আত্মারামগণ মঠে বাস করেন। যাঁহারা গৃহের ন্যায় ভোগবুদ্ধিতে মঠে প্রবেশ করেন, তাঁহারা [illegible] গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকেন। মঠ [illegible] নিত্য বৈকুণ্ঠ নিকেতন। মঠবাস [illegible]-বাস, রাজস বাস বা সাত্ত্বিক বাস নহে, তাহা নির্গুণ বাস বা সেবায় অবস্থিতি। মঠ সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনমুখরিত। হরিকীর্ত্তনই মঠবাসের প্রাণ। উহার অভাব যেখানে, সেখানে মঠবাসের কোন কথা নাই। মঠবাসীর স্বতন্ত্রতা, স্বেচ্ছাচারিতা বা [illegible] নাই। 'আমি কৃষ্ণদাস, আমি বৈষ্ণবকিঙ্কর' মঠবাসী এই স্বরূপাভিমানে প্রতিষ্ঠিত। আর গৃহবাসী পুরুষাভিমানী অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা' এই অভিমান তাহার প্রবল। মঠপ্রবেশই বৈকুণ্ঠপ্রবেশ। মঠসেবাভিমুখীই কৃষ্ণানুগী। [illegible] সুতরাং নরকে [illegible] গৃহাশ্রিত [illegible]। গৃহব্রতী [illegible] হয় আর মঠাভিমুখী [illegible] প্রবেশ [illegible] হয়, তখন। এমন [illegible] আবার [illegible] হয়। [illegible] গৃহবাসী [illegible]। গৃহী [illegible] মঠবাসী [illegible]। গৃহে ভোগাসক্তি হয়, [illegible] মঠে [illegible]। [illegible] গৃহবাস [illegible] এবং। কোন [illegible] কোন [illegible] ক্রম হইলে তাহার [illegible] বা সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য হয়। আবার সেবানিষ্ঠ গৃহই মঠ। যেখানে সেবা [illegible] মঠ, যেখানে ভোগ সেইখানেই গৃহ। [illegible] প্রত্যেককেই মঠবাস করিতে [illegible] ভূমিকায় [illegible] করিয়া [illegible] সংরক্ষণ করিতে [illegible] না। মঠ বা গুরুগৃহে [illegible] গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় অভিনিবিষ্ট হইতে [illegible] মঠবাস হইবে। মঠাভিলাষী মঠবাসী [illegible]। নিষ্কপট না হইলে মঠবাস করা যাইবে না। গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াই কপটগণের নিষ্কপট হইবার একমাত্র উপায়। যে গৃহের গৃহদেবতা শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই মঠ বা কৃষ্ণের সংসার। গৃহবাস বিরূপের ধর্ম্ম, আর মঠবাসই জীবের চেতনের ধর্ম্ম—সহজধর্ম্ম। এই মঠবাস যতদিন সহজ ও আনন্দপ্রদ না হইবে, ততদিন আমাদের পূর্ণমঙ্গল নাই।

জননী ও ধাত্রীর আচরণ, ক্রিয়াকলাপ বা চালচলন এক প্রকার হইলেও বস্তুতঃ উভয় এক নহে। জননীর আত্মস্নেহ ধাত্রীতে জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোমতী ও পূতনার ব্যবহার বাহ্যতঃ এক প্রকার হইলেও বস্তুতঃ এক নহে, পরন্তু বিপরীত। অজ্ঞতাবশতঃ শ্রীযশোদা ও পূতনাকে সমজ্ঞান করিলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে। মঠ ও গৃহ সম্বন্ধেও সেইরূপ বিচার। আমরা যেন মঠকে গৃহ এবং গৃহকে মঠ—ভগবানের সেবা ও নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণকে এক মনে না করি। মঠ বাহিরের দৃষ্টিতে গৃহস্থালীর ন্যায় প্রতীত [illegible] বস্তুতঃ উহা গৃহস্থালী নহে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগ হইতে তুচ্ছ [illegible] গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে আশ্রয় লইয়া অহর্নিশ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিরত, তাঁহারাই মঠবাসী। মঠবাসী কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট ও সর্ব্বজীবে দয়ালু। মঠবাসিগণ সর্ব্বস্ব সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন আর গৃহী সর্ব্বস্ব অর্পণ করা দূরে থাকুক, কপর্দ্দকমাত্রও অনেক সময় শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে চাহে না। মঠবাসী সৎ, অকুটিল, প্রাণবান, সেবোৎসাহী, নিরলস ও অমৎসর হরিবৈষ্ণবসেবানিরত, আর গৃহী কুটিল, মৎসর ও সেবায় উদাসীন।

মঠবাসীর নিজেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই। মঠবাসী শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া সর্ব্বস্ব দিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই সেবাকার্য্যে মঠবাসীর স্বতন্ত্রতা নাই, বরং গুরুনিত্যানন্দের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই মঠবাসীর একমাত্র কৃত্য। মঠবাসীর দুর্দর্শন বা ভোগদর্শন নাই। তাঁহার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন। মঠবাসী সাধুসেবী আর গৃহী যোষিৎসঙ্গী। ভগবৎ-সেবাপরায়ণ [illegible] গৃহস্থ গৃহী বা গৃহব্রত নহেন। তিনি কৃষ্ণসংসারের সংসারী। মঠবাসীর সঙ্গ করিতে করিতেই গৃহবাসীর ভোগবুদ্ধি বা গৃহাসক্তি অপসারিত হয়।

গৃহে আসক্তি বা ভোগবুদ্ধিই গৃহের অস্তিত্ব। যে গৃহী গৃহে আসক্ত নহেন, হরিভজনই যাঁহার একমাত্র কৃত্য, তিনি গৃহে থাকিয়াও গৃহবাসী নহেন, বরং মঠবাসীর নিত্য বন্ধু। মঠবাসী তাঁহার সঙ্গের জন্য লালায়িত। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

গৃহে বা বনেতে থাকে

'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,

নরোত্তম মাগে তাঁ'র সঙ্গ॥

———

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(শ্রীচৈতন্যমঠ, ১৯-৩-৪১)

যাঁহা হইতে এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে, যিনি এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা বা পালন করেন, যাঁহাতে প্রলয়কালে এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করে, যিনি সকল জীব ও জগতের উপাস্যবস্তু, যাঁহাকে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ সর্ব্বদা স্তব, স্তুতি ও প্রণাম করেন—সেই সর্ব্বজগৎ-পালক, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করুন। ইহাই গায়ত্রীর শ্রীগৌরবিহিত ব্যাখ্যা।

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

(মনুসংহিতা)

যে দ্বিজ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুদেবের আনুগত্যে বেদের প্রতিপাদ্য কৃষ্ণ—সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন, এই ত্রিবিধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যে জড়বিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য অন্যত্র পরিশ্রম করে, সেই দ্বিজ বংশানুক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ না করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য গুরুগৃহে বাস করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। অর্থাৎ তিনি আচার ও প্রচারপরায়ণ হইয়া ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মনামে, ব্রহ্মধামে ও কৃষ্ণকামে বা কৃষ্ণ-সেবায় বিচরণ করেন।

ব্রহ্মচারী কখনও ভোগবুদ্ধিতে স্ত্রী, পুরুষ বা জড়দর্শন, প্রপঞ্চদর্শন বা কুৎসিত দর্শন করেন না। ব্রহ্মচারীর দুর্দর্শন নাই। তিনি সাধুর কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের সাহায্যে সর্ব্বভূতে সমদর্শী। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্যামী হৃষীকেশ শ্রীনারায়ণকে দর্শন করেন এবং শ্রীনারায়ণে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার নাম সমদর্শন। সমা (বাধা বা লক্ষ্মী) সহ বর্ত্তমান ইতি সম, অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

সুতরাং যাঁহারা সমদর্শী অর্থাৎ সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীনারায়ণকে দর্শন করেন, তাঁহারা পণ্ডিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সকলেই পণ্ডিত।

'মা' শব্দের অর্থ স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা বা লক্ষ্মী। 'ধব' শব্দের অর্থ স্বামী। সুতরাং 'মাধব' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়।

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"আসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

"বিশ্বমহূৎ সর্বা-। মাধব"—অর্থাৎ সকল বস্তুতেই ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন। সকল বস্তুতে ভগবদধিষ্ঠান লক্ষ্য করিলে জড়দর্শন থাকে না।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

(চৈঃ চঃ)

দীক্ষা অর্থে দিব্যজ্ঞান লাভ।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ
পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

(হরিভক্তি৷২৷৯)

দীক্ষাকালে অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার সময় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। নতুবা কৃষ্ণ তাহাকে আত্মসম করিবেন না অর্থাৎ আপনার নিজজন বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আত্মসমর্পণ অর্থ—সমগ্র জীবনীশক্তি, সমগ্র আত্মীয়স্বজন, সমগ্র স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যথাসর্বস্ব কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ। তবে সেই জীবের সেই দেহ চিদানন্দময় বা অপ্রাকৃত হয়। সেই অপ্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীগুরুর বৈভব শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্ম, শ্রীনাম প্রভু, শ্রীধাম, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা, শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী, শ্রীমদ্ভাগবত, নবধা ভক্তি (শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন) যাজন ও সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ হয়, যেহেতু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর"—এই সূত্রানুসারে প্রাকৃত-বুদ্ধি-সমন্বিত ব্যক্তি অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানী বা পুরুষাভিমানী বা ভোক্তৃ-অভিমানী কখনও উপর্য্যুক্ত অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা করিতে পারে না।

দর্শন শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। দর্শন দুই প্রকার—সুদর্শন ও কুদর্শন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনান্তে যে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম সুদর্শন; আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়িয়া দিয়া নিজের অক্ষজজ্ঞানমূলে যে দর্শন হয়, তাহা কুদর্শন। সুতরাং শ্রীধামে বাস করিয়া কুদর্শন বা জড়দর্শন করিতে নাই। যিনি শ্রীধামবাসিগণের শ্রীচরণরেণু সর্বাঙ্গে মাখিয়া শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রার্থনা করেন, শ্রীধাম তাঁহার নিকট তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন। অকিঞ্চনের নিকটই শ্রীনামের স্বরূপ, শ্রীধামের স্বরূপ এবং সেবার স্বরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। যিনি "সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি ত' ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে॥" শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই বাণী কায়মনোবাক্যে পালন করেন, তিনিই অকিঞ্চন। যথা—শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু।

"সেবকের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।"

(কল্প পঞ্চকল্পতরু)

"কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥"

(শরণাগতি)

"কাঙ্গাল" অর্থাৎ অকিঞ্চন। স্বরূপে অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশ পালন করিতে করিতে ব্রজের পথে দৌড়াইতে হইবে—ইহাই "ধাই তব পাছে পাছে" বাক্যের অর্থ।

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-
গোচরম্॥"

(ভাঃ ১৷৮৷২৬)

শ্রীকুন্তীদেবী বলিলেন, "হে কৃষ্ণ, যাঁহারা জন্মমদে, ঐশ্বর্য্যমদে, পাণ্ডিত্যমদে এবং রূপমদে মত্ত, তাঁহাদের তত্তদভিমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সংসারে আবদ্ধ হয়। তাঁহারা তোমার নাম উচ্চারণ করিবার অধিকারী হন না। কিন্তু হে কৃষ্ণ, তুমি একমাত্র অকিঞ্চনের গোচর। অর্থাৎ যাঁহারা সর্বস্ব তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তোমার শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকারী।"

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো
যথা তমঃ॥

(ভাঃ ২৷৯৷৩৩)

কৃষ্ণ ব্যতীত যাহা প্রতীত হয় বা দৃষ্ট হয়, তাহা মায়া। যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়া নাই। যেখানে মায়াদর্শন, সেখানে কৃষ্ণদর্শন নাই। চর্ম্মচক্ষে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-দর্শন হয় না।

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তৈছে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে যৈছে স্বরূপ-বিলাস।
গোপগোপী-সঙ্গে যথা রাস-বিলাস॥

(চৈঃ চঃ)

"কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া—অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥"

(চৈঃ চঃ)

"নাম বিনা আর নাহিক কিছু
চৌদ্দ ভুবন মাঝে॥"

(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

সূর্য্যের আলোকে যেমন সূর্য্যদর্শন, জগৎ-দর্শন, আত্মীয় বা অনাত্মীয় দর্শন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ও হিংস্র জন্তু, চোর, দস্যু, ডাকাত প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ নামসূর্য্যের আলোকে অর্থাৎ গুরুপ্রদত্ত সম্বন্ধজ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানান্ধকার অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি বা পুরুষাভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান এবং তজ্জন্য কাম ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুসমূহ ও নির্বিশেষবাদ, কুটিনাটি, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি পলায়ন করে এবং কৃষ্ণের স্বরূপ, গুরুর স্বরূপ, বৈষ্ণবের স্বরূপ, নামের স্বরূপ, ধামের স্বরূপ, ভক্তির স্বরূপ বা সেবার স্বরূপ এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন অন্ধকার আভাস বা অরুণোদয় থাকে না। তখন সূর্য্য কিরণরূপে অন্ধকার দূর করে এবং জগতে আলোক দান করে। তদ্রূপ যে মুহূর্ত্তে তটস্থ জীব চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুদেবের (আচার্য্য-ভাস্করের) আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মুহূর্ত্তে সে আর তটস্থ থাকে না, সেবোন্মুখ বা কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

"যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" তাহার দৃষ্টান্ত—একদিন কৃষ্ণের সহিত যখন কুরুক্ষেত্রে মহামায়াবীর শাল্বের যুদ্ধ হইতেছিল, তখন শাল্ব কৃষ্ণের সম্মুখে দ্বারকা সৃষ্টি করিল এবং মায়াবলে দ্বারকা হইতে বসুদেবের কেশাকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং তৎক্ষণাৎ বসুদেবের মস্তকটী একটি তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলিল। কৃষ্ণের সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মায়াধীশ কৃষ্ণ শাল্বের এই সমস্ত মায়ার খেলা ও ভেল্কী বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সুদর্শন চক্র দ্বারা শাল্বের মস্তকটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন।"

এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াকে জয় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তবে মহাজন (ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম) বলিয়াছেন,—

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায়॥"

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

(গীতা ৭।১৪)

কৃষ্ণ বলিলেন, 'এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়াকে কেহই জয় করিতে পারেন না, যাঁহারা একান্তভাবে আমার শরণাশ্রয় করেন।' সাধুগুরুকৃপাবলে কৃষ্ণশক্তি। এই কৃষ্ণশক্তিকৃপাবলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবার অধিকারী। "কৃষ্ণশক্তি বিনা তাহা নহে প্রবর্ত্তন।" শ্রীব্রজগোপীকুল যখন কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন তখনই "কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদমাঝে প্রবেশিয়া, পরিবেশ সুধা রসধার।"

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবতম ১০ স্কন্ধ)

উদ্ধব বলিলেন, "আমি নন্দব্রজস্ত্রীগণের অর্থাৎ গোপাঙ্গনাগণের পাদপদ্মরেণু নিত্যকাল বন্দনা করি। যেহেতু তাঁহাদের কৃষ্ণ-গুণগান উচ্চারণে (উচ্চৈঃ স্বরে কীর্ত্তনে) ত্রিভুবন পবিত্র হয়।"

"কলিযুগের ধর্ম—কৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন॥"

(চৈঃ চঃ)

অতএব যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রোক্ত "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই সম্বন্ধজ্ঞান তাঁহার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছে কি না? যাঁহার সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক আছে, তাঁহার অভিধেয় ও প্রয়োজন ঠিক আছে। যেখানে সম্বন্ধজ্ঞান নাই, সেখানে শুদ্ধভক্তিও নাই।

যাবৎ জনম তব মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির।
ভক্তসেবা, কৃষ্ণনাম, যুগলভজন।
বিষয়ে শৈথিল্যভাব রাখ সর্বক্ষণ॥
"নামকৃপা, ধামকৃপা, ভক্তকৃপাবলে।
অসাধুসঙ্গ দূরে রাখহ কৌশলে॥
অচিরাৎ পা'বে তুমি নিত্যধামে স্থান।
শুদ্ধ শ্রীযুগল সেবা হইবে প্রকাশ॥"

(শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

সেবোন্মুখ হইলে শ্রীনাম জীবের রসনায় স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তি লাভ করিবেন না। যদি শ্রীনাম রসনায় স্ফূর্ত্তিলাভ না করেন, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, সাধক [illegible] সেবা করিলেও তাহার হৃদয়ে নিশ্চয়ই কিছু অনর্থ আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় হৃদয় নির্মল হইলে অর্থাৎ অনর্থনিমুক্ত হইলে জীব বৈকুণ্ঠভূমিতে উদিত হইবেন। তখন তাঁহার রসনায় সর্বদা শ্রীনামপ্রভু নৃত্য করিতে পারিবেন।

যতদিন দেহে অহং-মমতা থাকে, ততদিন জীব ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করে। ততদিন তাঁহার কখনও সেবা হয় না এবং তাঁহার শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীধাম [illegible] হয় না। [illegible] বৈকুণ্ঠভূমি প্রাপ্ত [illegible] [illegible]

শ্রীনামের স্বরূপ [illegible] বৈকুণ্ঠ নাম উচ্চারিত হইলে জীবের [illegible] বিদূরিত হয়। সুতরাং [illegible] তাঁহাদের সঙ্গ [illegible] অনর্থ [illegible] অবশ্যই হওয়া আবশ্যক।

[illegible]

ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
[illegible]
সেবক—[illegible]

শ্রীগদাধর [illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অপ্রকট কুঞ্জ [illegible]
[illegible] মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
[illegible] পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগোদ্রুম [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পাহাটী (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয় মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীস্বরূপ গৌড়ীয়মঠ
মাউহার (শ্রীকৃষ্ণনগর পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

[illegible] পাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible]

গোপালজীউ মঠ
পোঃ রমনাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible]

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible], গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible] মঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারী মঠ
সেবক—[illegible] কারী

রাধাকুণ্ড [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

শ্রী[illegible] মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

[illegible] মঠ
[illegible], মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

[illegible] মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং [illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible] বিল্ডিং
[illegible] নং ১৬
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
[illegible], পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় [illegible] সদন
পোঃ [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড় প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২, ৪, [illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, [illegible] চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] (মাদ্রাজ) [illegible], ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী [illegible] গৌড়ীয় মঠালয়
[illegible] চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible] গৌড়ীয় মঠ অফিস
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] মঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] বাবা তীর্থ

[illegible] মঠ, [illegible],
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীঅদ্বৈত-অঙ্গন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	৶৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চ	২৲	১৷৹	১।৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৹, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পাঠক রুচিতে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও বাক্যের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সমগ্র জগতে প্রচলিত ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুযান ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রম-প্রমাদ-নিরসনপূর্বক যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তত্ত্বিজ্ঞাসু সংশিক্ষার্থী সকলের জন্য প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অক্লান্তকর্মা। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।৹ এবং ৮ম শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ গত বৎসরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি স্বর্ণ বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক-সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব জীবনচরিত, মূল্য। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২ টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রণেতা ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ প্রধানাধ্যক্ষ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল ... ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য ... মহোদয় কর্তৃক পূর্ণ প্রকাশিত এই অপূর্ব গ্রন্থের ... ইহার আদর্শ ... পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতা ... এই গ্রন্থে মূল শ্লোক, অন্বয়, ... প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক শ্লোকের মূল ও প্রত্যেক শ্লোকের ... অনুবাদ ... শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল ... বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বিষয় এই সংস্করণে ... যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে সর্ব্বোত্তমাংশ তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, পাঠান্তর, বঙ্গানুবাদ ভক্তিপদাবলি বিবৃতি নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য বস্তু। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৯॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের বর্ণনা। ভিক্ষা বার আনা ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম এ, বিএল পুরানাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের গ্রন্থ হইতে সমস্ত এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অতুলনীয় গ্রন্থ-রত্ন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ঘরে বসিয়াই শ্রীধামের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকার উপযোগী তারিখ, একাদশী, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি বিষয় অদ্ভুত পৃথক্ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-শ্রীবাসবিশ্ব ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমহংসকুল-চূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখবাণী সম্বন্ধে তথা দেশের সাধকসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সম্প্রদায়গণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার তত্ত্বজিজ্ঞাসামূলক সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তত্ত্বব্যাখ্যানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়ভক্তিসিদ্ধান্ত আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই অনুশীলনীয়।

ভিক্ষা—৯০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৬, শ্রীগৌড়ীয়মঠ (ক্রস) স্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীট অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এস্থান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শুক্রাণোর পাঁচন

সর্ব্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

বাল্যবিবাহ-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবাবু যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণঘাতক—এইরূপ উৎকট রোগের ইহা অব্যর্থ ঔষধ। বিহার, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের এবং পুরাতন ক্ষতে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

খোলা,২৪, পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী বৃত্তি-
সুধাবৃত্ত এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায়, বিশুদ্ধ
ছন্দে ও টীকা ও অনুবাদ
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
বৈশ, বেদ, গীতাদি সমস্ত,
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়াড়ী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে উহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ : ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ১১ই চৈত্র ১৩৪৭ ২৫শে মার্চ্চ ১৯৪১ মঙ্গলবার [১৫শ সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—:০:—

সর্ব্বত্রই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

বাঙ্গলার সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পোর্টার এ আই ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেন যে, এ পর্য্যন্ত লোকগণনার যে সব ফলাফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩১ সালের তুলনায় লোকসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির হার বিগত আদমসুমারীর তালিকা অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ময়মনসিংহ, নদীয়া, রংপুর, খুলনা, যশোহর ও ত্রিপুরা এই ছয়টি জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলাগুলি হইতে সামরিকভাবে লোকগণনার ফলাফল পাওয়া গিয়াছে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত নোয়াখালিতে লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

—

কলিকাতায় ২১ লক্ষ লোক হইবে বলিয়া অনুমান

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের লোকগণনা অনুযায়ী কলিকাতার লোকসংখ্যা ১৯৩১ অপেক্ষা শতকরা ৫০ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মনে হয় তাহা একুশ লক্ষের কম হইবে না।

গত লোকগণনায় কলিকাতার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪৮৫ ৮২।

—

কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়াম

বাঙ্গলা সরকার একটি কমার্শিয়াল মিউজিয়াম গঠিত করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামটি দ্বারা উচিত কিনা কর্পোরেশনের "ষ্টেটস এণ্ড জেনারেল পার্পাসেস কমিটি" সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন।

কর্পোরেশন ১৯৩৬ সালে তাহাদের এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা করেন, তদবধি ইহার জন্য বৎসরে প্রায় ২০ হাজার টাকা করিয়া ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। সরকারী মিউজিয়ামটি ইহার তিন বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

—

শ্রীরামপুরের এক বাড়ীতে দুর্ঘটনা

শ্রীরামপুরের (হুগলী) এক হিন্দু ভদ্রলোকের গৃহে এক শোচনীয় দুর্ঘটনার ফলে একটি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার দুই ভগ্নী আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বড় ভগ্নী শিশুটিকে কোলে করিয়া রান্নাঘরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া ছিল, নিকটেই একটি পাত্রে জল গরম হইতেছিল। প্রকাশ; এই সময় ছোট ভগ্নী দ্রুত সেই ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহার ধাক্কায় বড় ভগ্নী শিশুটিসহ হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যায়। ফলে পাত্রটি হইতে উত্তপ্ত জল ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাতে তিনজনই দগ্ধ হয়। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে শিশুটির মৃত্যু হইয়াছে। বালিকাদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

—

মিলসমূহের পাট ক্রয়

১৫ই এপ্রিলের মধ্যে ১৮৭০৫ লক্ষ মণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় শেষ করার কথা আছে, তাহার জন্য মাত্র এক মাস বাকী থাকিলেও এ পর্য্যন্ত মিলসমূহ যে পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে তাহাতে যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করা স্থির হইয়াছে তাহার মধ্যে এখনও বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মিলসমূহ মোট যে পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে—তাহা ১৩৭ লক্ষ মণ অপেক্ষা সামান্য কিছু কম। অথচ ঐ মাসের মধ্যে ১৬২৫ লক্ষ মণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করা স্থির হইয়াছিল।

—

কুড়িগ্রামে রেলগাড়ী লাইনচ্যুত

ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লালমণির হাট হইতে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। ইস্তাহারে প্রকাশ, ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের কুড়িগ্রাম ও টোগরাই হাট ষ্টেশনের মধ্যে ২৭৮ ডাউন মিক্সড গাড়ীটি গত ২০শে মার্চ্চ একটি গরুর গাড়ী চাপা দেয়। ফলে গাড়ীর ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হইয়া যায়। তিন ঘণ্টা ১০ মিনিট পরে পুনরায় গাড়ীটি চলিতে আরম্ভ করে। কেহ নিহত কিংবা আহত হয় নাই।

—

সিন্ধুনদে শোচনীয় নৌকা-ডুবি

সিন্ধুনদে এক নৌকাডুবির ফলে তিনজন স্ত্রীলোক ও ছয়টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, কোন বিবাহ উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে মোট একুশজন লোক একটি নৌকাযোগে সিন্ধুনদের মধ্য দিয়া যাইতেছিল পথে নৌকাটি ডুবিয়া যায়। অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বহু কষ্টে উদ্ধার করিয়াছে।

—

ত্রিপুরার রাজমাতার মৃত্যু

গত ২১শে মার্চ্চ শেষ রাত্রি তিনটার সময় উজ্জয়িনী প্রাসাদে ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের মাতা মহারাণী মহাদেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। সেনাদল ও পুলিশ বাহিনীসহ স্বয়ং মহারাজা, ঠাকুরগণ, রাজকর্ম্মচারীগণ ও বহু বিশিষ্ট বেসরকারী ব্যক্তি তাঁহার শবানুগমন করেন।

—

যশোহরে বিরাট অগ্নিকাণ্ড

গত ২২শে মার্চ্চ সকালে যশোহরের সেলুলয়েড ও চিরুণীর কারখানায় আগুন লাগিয়াছে। কারখানার পরিচালক স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কিরণ দত্ত যশোহরে অনুপস্থিত। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

—

বখশীবাজারে অগ্নিকাণ্ড

ঢাকার বখশীবাজারে যে অগ্নিকাণ্ড হয় তাহার ফলে একটি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। পশ্চিমা বাতাসে আগুন শীঘ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বহু লোক গৃহশূন্য হইয়াছে এবং তাহাদের দুর্দ্দশার চরম হইয়াছে।

—

সারণ জেলায় অগ্নিদগ্ধ হইয়া দুইটি শিশুর মৃত্যু

সারণ জেলার কোন থানার অধীন পাহিচক গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২৫,০০০ টাকার সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছে। ২ জন শিশু, ৯০টি গৃহপালিত জন্তু মারা গিয়াছে এবং আরও তিন ব্যক্তি এবং বহু গৃহপালিত পশুও দগ্ধ হইয়াছে।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবাচার্য, এম এ মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অপূর্ব ফল আমাদের প্রস্তুত হইয়াছে এবং কৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু উৎসুক। ইহাতে আরও অনেক দুষ্প্রাপ্য চিত্র মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সংগ্রহ আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩০ অধ্যায়ে সর্বশুদ্ধ পৃষ্ঠা আছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থে ব্যবহৃত বৈদিক শব্দের সংস্কৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুঃশ্লোকাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা। শ্রীমন্মধ্বাচার্য সংক্ষেপে শ্লোকাকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা মিশ্রের আলোচ্য তাৎপর্য ও সূচীসহ অনুভূতপূর্ব সংস্করণ নব সঙ্ঘ হইতে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস এম এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ব্যাখ্যা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার আকার পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাণ তাণ্ডব ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বিশ্বনাথ-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতা কেবল মাধ্ব ব্যাখ্যা ৷০
২৭। মুক্তিমর্দ্দিকা ক্রমে তঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তরত্নমালা (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। জৈব-ধর্ম দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷০
৩৩। নবদ্বীপভাব-প্রভাবলী ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৴
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (সমগ্র) ৹০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১
৪৯। অর্চ্চনকণ ৯৲
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (পরিশিষ্ট ৫ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। প্রমেয়রত্নাবলী ও প্রমার্থ নির্ণয় ।৶
৫৫। ভক্তমুক্তাপরিবাদ বা মায়াবাদ-শতদূষণী ০
৫৬। ভারতবর্ষ ও প্রতিপক্ষ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴১
৬০। সাধারণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৯৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সংবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সাধনদর্পণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। দি গোল্ডেন মিডিকেশন ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়-মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
৮৮। শরণাগতি ৴০
৮৯। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।৶০
৯০। শ্রীচৈতন্যবাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অতুল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিবর্দ্ধিত নামক বিবৃত ভাষ্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১ম বর্ষ } ১২ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ১১ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ ২৫শে মার্চ্চ ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার } ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ বিষ্ণু স্থাণু প্রভাত গৌরাব্দ ৪৫৫

সেবা-ধর্ম্ম

——:•:•:•:——

বদ্ধ অর্থে বিমুখ। নিত্যবদ্ধ জীবগণ অনাদিকাল হইতে ভগবৎপরাঙ্মুখ, আর নিত্যমুক্ত জীবগণ অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ। 'আব' বলিতে জীবের দেহ বা মন নহে। আত্মাই জীব। জীব চেতন, তাহার জীবন আছে। ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখত্ব, আর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ দ্বারা ভগবদুন্মুখত্ব প্রকাশিত হয়। ভগবদুন্মুখ জীবসকল অন্তরঙ্গা শক্তির অনুগৃহীত নিত্য ভগবৎপার্ষদ। নিত্য-বদ্ধ জীবসকল ভগবৎপরাঙ্মুখতাবশতঃ অন্তরঙ্গা শক্তির সহায়তা-শূন্য হওয়ায় সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাকে পরাভূত করিয়া সংসারে আবদ্ধ করিয়াছে। যাহারা বিমুখ হইয়াছে, ভগবৎসান্মুখ্য দ্বারাই তাহাদের বিমুখতা যাইবে। সঙ্গই সেবা। নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্গ করা দরকার—সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অভিনিবেশ না হইলে সঙ্গ হয় না। সাধুগুরুর সঙ্গই প্রকৃত উন্মুখতা। সেবোন্মুখ ব্যতীত অপরে সঙ্গ করিতে পারে না। মনের ছাঁচে অপ্রাকৃত ও স্বপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ সেবাদেবীকে গড়া যায় না। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভাবে ইহা স্বতঃই শুদ্ধচিত্তে উদিত হয়। ভগবৎকৃপা মূর্ত্তি ধরিয়া সাধুরূপে বিরাজমান। কৃষ্ণোন্মুখ বা কৃষ্ণসেবকই সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে কৃষ্ণসান্মুখ্য—কৃষ্ণসাক্ষাৎকার বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইতে পারে না অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখতা যায় না।

তারল্য জলের নিত্য স্বভাব। কিন্তু জল যখন কোন নৈমিত্তিক কারণ বশতঃ বরফে পরিণত হয়, তখন তাহার কাঠিন্যই স্বভাব বলিয়া বোধ হয়। জলের এই কাঠিন্যরূপ নৈমিত্তিক স্বভাবটী নিসর্গ, উহা জলের নিত্যস্বভাব নহে; কিন্তু তৎকালে স্বভাবের মতই দেখাইয়া থাকে। এই অবস্থায় যাহা কিছু প্রতীতি, সবই মনোধর্ম্ম বা ভ্রান্ত প্রতীতি। 'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥' জীবাত্মা শুদ্ধাবস্থায় একমাত্র কৃষ্ণসেবাতৎপর, ইহাই তাহার স্বভাব। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলে সে অসুবিধায় পড়ে। তখন দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ তাহার জাগতিক অভিমান প্রবল হয়। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। এই ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ মূল-কারণ দূরীভূত করিবার চেষ্টা না করিয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখতাকে বাড়াইয়া তোলা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বা চেতনের ধর্ম্ম নহে। হরিকথায় রুচিই সমস্ত মঙ্গলের বীজ বা মূল কারণ। হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। ভগবৎকথামৃত যাঁহারা আচার করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ভূরিদ অর্থাৎ মহাবদান্য। হরিকথা কীর্ত্তনের ন্যায় বদান্যতা বা সেবাধর্ম্মের দ্বিতীয় উদাহরণ আর নাই। হরিকথার দ্বারা জীবের আত্মার নিত্যকল্যাণ হয়—জীবের নিত্য স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণসেবাবৃত্তি উদ্বুদ্ধ ও উন্মেষিত হয়। আর ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধদান প্রভৃতি করিলে বদ্ধজীবের স্থূলদেহের তাৎকালিক মঙ্গল হয়।

যে ধর্ম্ম দেশ কাল পাত্রের অধীন, তাহা জীবের স্বধর্ম্ম নহে, তাহা অনাত্মধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ও পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম। তাহা জীবের নিত্য-স্বভাব নহে। নিত্যস্বভাব দেশ ও কাল দ্বারা প্রতিহত হয় না। এইজন্য সেবা বা ভক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবত অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা বলিয়াছেন। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার জন পরদুঃখদুঃখী মহাজন, তাঁহারা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] এতে হতভাগ্য জীবকে সেবাধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করেন নাই। [illegible] করিয়া [illegible] মূল বীজ ধ্বংস করত জীবকে সেবানন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করিবার জন্য [illegible] করিয়াছেন। যে কোন অবস্থাতে থাকিয়াও সেবাধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকা যায়। নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়া কেহ নিজ কর্ম্মের কর্ম্মফলভোগ [illegible] নিয়মকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। এরূপ চেষ্টা করিতে গেলে মূর্খতা প্রকাশ হয়। আমাদের এতাদৃশী চেষ্টা কুকুরের লাঙ্গুল সোজা করিবার চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াস নয় কি? আমরা কি মনে করিয়াছি সমুদ্র শুকাইলে পরে পার হইব? দেশ স্বাধীন করিয়া, জগতের মহামারী দুর্ভিক্ষ তাড়াইয়া পরে হরিভজন করিব? জগতের অভাব, অসুবিধা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, দারিদ্র্য ও বিপ্লব এ সকল ত্রিতাপ। এই দৌরাত্ম্য—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগারের ইহা নিত্য ঘটনা, সংসার কারাগারের কয়েদীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট দণ্ড। এই সকল কোনকালে কেহ নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই বা কোনকালে কেহ পারিবেন না। [illegible] নামের [illegible] কথা উচিত নয়। কৃষ্ণবিমুখ জীবের [illegible] কদাই জীব মঙ্গল পাইবে। সুতরাং [illegible] ইহা আমি [illegible] কৃষ্ণসেবাই [illegible] [illegible] নিকট হইতে [illegible] [illegible] জীবের নিকট ভগবৎকথামৃত কীর্ত্তন করা জীবের স্বরূপজ্ঞান উন্মেষ। কারণ তাঁহাদের নিজ [illegible] করা কর্ত্তব্য। ইহা জীবের [illegible] নহে, পরন্তু জীব দয়া ও ভগবৎসেবা। যেখানে ভক্তি, সেখানে জীবে দয়া আছেই। [illegible] সেবাধর্ম্ম জীবাত্মার স্বাভাবিক বা স্বভাবধর্ম্ম, সুতরাং তাহা নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

বুদ্ধিমান্ জীব ব্যবহারিক দারিদ্র্য বা দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, দুঃখ-দারিদ্র্য [illegible] কোন সংস্থায় থাকুন না কেন, নশ্বরের পশ্চাৎ ধাবমানেই যেমন আমরা [illegible] হই, তদ্রূপ এই জীবের হরিকথা-শ্রবণপ্রভাবে সেবার উদয় হইবে। হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই [illegible] বহু জন্মের সঞ্চিত [illegible] বিদূরিত হইবে [illegible] অর্চ্চিরাদির [illegible] নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভগবৎসেবা ফুটিয়া উঠিবে। ভগবৎসেবাকে অভ্যাস বা বাহিরের কোন কৃত্রিম উপায়ে লাভ করা যায় না। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভাবে ইহা স্বতঃই প্রকাশিত হয়। এই নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকাশ করাবার জন্যই সাধন। কলিকালের লোক অল্পায়ুঃ, মন্দ, সুমন্দমতি, বিপ্লুত ও রোগাদির [illegible]

আত্মীকৃত। [illegible] একমাত্র ব্যবস্থা। [illegible] শরীর অসুস্থ হয় [illegible] ভক্তের বিচার এরূপ [illegible] অভাব থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা দুঃখী। যাঁহাদের সৌভাগ্য নাই, যাহারা অত্যন্ত দুষ্কৃত ও অত্যন্ত বহির্মুখ, তাঁহাদের দেহ আহারাদি দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট থাকিলেও তাহারা ভগবদুন্মুখী হইবে না। তাহারা দেহের স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া [illegible] নাস্তিকতা অবলম্বন করিবে, নিত্যবোধ করিবে, কখনও অকার্য, বিকর্ম বা কখনও জড়ীয় প্রতিষ্ঠালাভ সংগ্রহে লিপ্ত হইবে। যিনি হরিভজনেচ্ছু, তিনি সুস্থ বা অসুস্থ সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকিয়া [illegible] সেবা করিবেন। সুস্থ [illegible] থাকিলে না, ধনী [illegible] কোন কথা নাই। [illegible] হরিকীর্তন করিবেন। 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।'

সর্বদা হরিকথা কীর্তন করিতে হইবে — ইহার [illegible] নিরন্তর [illegible] করা যাইবে না [illegible] মানব [illegible]। তাহাতে সেবাময়, সাধুসঙ্গ বা [illegible] পরিবর্তে অবসর না [illegible] ভোগাসক্তি লাভ হইয়া পড়িবে। হরিকথা-কীর্তন দ্বারা স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সাধিত হয়। সেইজন্য মহাপ্রভু, 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' [illegible] নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন করিতে আদেশ দিয়াছেন। জগতের এই [illegible] উপর সম্পূর্ণ নির্ভর থাকিতে না পারিলে সম্পূর্ণ মঙ্গল হইবে না। কৃষ্ণের না হইলে কি কৃষ্ণকীর্তন করা যায়? যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা সমস্ত [illegible] অর্থাৎ [illegible] দাস, সুতরাং তাঁহারা [illegible] জ্ঞানে দর্শন করিয়া হরিকথাকীর্তন দ্বারা তাঁহাদের সেবাবিধান করেন। শুদ্ধ [illegible] মধ্যে আন্তরিক ব্যক্তির [illegible]। ভক্তি কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন, —

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে শুদ্ধভক্তির অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন,—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি—ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, 'তৎপরত্ব' শব্দের অর্থ আনুকূল্য, 'সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত' শব্দে অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, 'নির্মল' শব্দে জ্ঞান-কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, শান্তি প্রভৃতি সমস্ত অন্যাভিলাষ। ইহার মূলে প্রচ্ছন্ন ভোগলিপ্সা পূর্ণ কামনা বা প্রতিষ্ঠাদি ভোগলিপ্সা আছে। সুতরাং এই জড় দেহের সেবা বা পর [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ [illegible] সেবা হইতে পারে না। উহা [illegible] সেবা নহে, উহা কৃষ্ণপরত্ব নহে—বহির্মুখ জীবের দেহ-মনঃ [illegible] ও কৃষ্ণপ্রতিকূল চেষ্টা।

প্রেম বা ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু। শুদ্ধ চেতনে শুদ্ধ চেতনে প্রেম হয়। জড়ে জড়ে অচেতনে অচেতনে বা চেতনে অচেতনে প্রেম হয় না, উহা কাম। কাম নানা বৃত্তি ধরিয়া লোককে প্রতারণা করে। কখনও অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভাবে দেহেতে [illegible] বা স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারে, কখনও আবার ত্যাগ, পরার্থপরতা, আত্মদান ও মাতৃস্নেহ, [illegible] ও দেশপ্রীতির সজ্জায় প্রচ্ছন্নভাবে উদিত হয়। মাতৃস্নেহ, সমাজপ্রীতি, দেশপ্রীতি, পরোপকার, অন্নদান ও বস্ত্রদান প্রভৃতি [illegible] নিজ সুখ না থাকিত, তাহা হইলে কেহ তাহা করিত না। অনেকে [illegible] জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যে [illegible] করি, তাহা কৃষ্ণের জন্য না হইলে ত' আর সেবা হইবে না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি' কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা সেখানেই অন্তরের [illegible] নিহিত, সেইখানেই কাম। জড়ে জড়ে যে প্রীতি, তাহা কাম ছাড়া আর কিছু নহে। একটা বদ্ধজীব আর একটি বদ্ধজীবের জড়দেহের ভাবে [illegible] হইয়া, তাহার [illegible] দূর করিবার জন্য ব্যস্ত। উহাকে কাম ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু একটী ভগবদুন্মুখ আত্মা [illegible] আর একটী আত্মার কৃষ্ণসেবা [illegible] বিমুখ [illegible] উপদেশ দ্বারা উহাকে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, উহাকে [illegible] কাম বলা যাইতে পারে না। চিন্ময় ভগবানের প্রতি অণুচিৎ জীবের যে প্রীতি, অহৈতুক অকৃত্রিম, তাহাই সেবা। সেই সেবার পরিপক্কাবস্থাই প্রেম। তবে মুখে [illegible] বলিলে, [illegible] বুদ্ধ, [illegible] সেইরূপ [illegible] ভাব ও [illegible] কিছু [illegible] হয়। কেন না, প্রত্যেক [illegible] অসম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত [illegible]। ভগবান্ সৌভাগ্য হইলে—প্রভুর কৃপা হইলে প্রভুর নিজ দাস্যও [illegible] দেন। [illegible] সেই [illegible] ভগবৎসম্বন্ধ [illegible] দিয়া বা [illegible] হইয়া কোন কার্যকে সেবা বলা যাইতে পারে না। শ্রীসেবাসেবী ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী। সুতরাং যেখানে ভগবান্ নাই, সেখানে সেবাও নাই। ভগবানের সেবার দ্বারাই সমস্ত লাভ হয়। ইহাতে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহা গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা নহে। এইরূপ দৃঢ়তাই দরকার, নতুবা হরিভজন করা যাইবে না। [illegible] সাধুসঙ্গে এই দৃঢ়তা বাড়ে এবং সেবা করা সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

– —::(•)::— –

একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্য বিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছে না। যতদিন পর্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি "ছোট" জ্ঞান থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত জগতের সকল লোক হরিভজন করিতেছেন—'সব কৃষ্ণ ভক্ত এইমাত্র জান' এই প্রতীতিটি না হইবে, সে কাল পর্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জিত হইবে না।

কৃষ্ণকীর্তন—ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণকারী। কৃষ্ণনাম কীর্তনই একমাত্র চরম শ্রেয়োলাভ হয়। উহা পরমানন্দ। কৃষ্ণকীর্তন বিদ্যাবধূজীবনস্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—"হরিনাম"। পাণ্ডিত্য না হইলে হরিনাম হয় না।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাই করিতে হইবে। কনক ত্যাগ করিতে হইবে না বা [illegible] বাসনায় ফল্গুত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে 'ভোগ্য' বা 'প্রাকৃত' না করিয়া 'চিন্ময়' করিতে হয়। [illegible] —যে কনক হরিভজন করে, তাহা [illegible] জাতীয় কনক। চিন্ময় কনক হরিভজনের সাহায্য করে, হরিভজন ও হরিসেবায় আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূল বস্তুকে প্রাকৃতিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা [illegible] প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি? [illegible] পুরুষ [illegible] দিয়া [illegible] করেন। [illegible] আসিয়াছেন, [illegible] মুক্ত।

আমরা [illegible] বিষয় গ্রহণ করব, [illegible] নহে। [illegible] আমরা সর্বদা হরিকীর্তনের অনুশীলনে [illegible] জীবন যাপন করিব। [illegible] সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের [illegible] নাই। বস্তুতঃ হরিকীর্তনের দ্বারা [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়।

একটীমাত্র অভ্যাস যাহার তিনি ঐকান্তিক বা ভক্তভৃত্য। লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রদান করে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার, সর্বভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। যেখানে সজাতীয়-আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষমজাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার।

যিনি শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহার হৃদয়ে পারমার্থিক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন।

জীব তাহার নিত্য স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস—বৈষ্ণবের নিত্য 'স্বভাবধর্ম'। চেতনতার সদ্ব্যবহারই—ভগবদুন্মুখতা বা ভগবৎসেবানুকূল্য [illegible], আর চেতনতার অপব্যবহারই ভগবদ্বিমুখতা বা [illegible] কার্যে আগ্রহ।

সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যে দিন আমরা সেবকাগ্রগণ্য শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। আমরা যদি নিত্য আশ্রয়জাতীয় বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোন প্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা মনের অপব্যবহার হেতু পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে মমতা-নিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত' এ কথাও ঠিক নয়। কারণ, চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল। তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথার্থ ব্যবহার, যখন আত্মবৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্যস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্তমান আছে, কিন্তু অন্য বস্তুতে ধাবিত হইয়াছে, এই মাত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বতোভাবে নন্দনন্দনের সেবা করেন। শ্রীগুরুদেবের এই প্রবৃত্তি দর্শন না করা পর্যন্ত আমরা গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হই না। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত মুহূর্তের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্য কোন কার্য নাই।

ইহা লক্ষ্য না ক'রে ... শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করি না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন আমাদিগকে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মন্ত্র প্রদান করেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের নিদান। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা আরম্ভ ক'রে সমগ্র বৎসর গুরুপাদপদ্মসেবা করব, পরজন্মে গুরুপাদপদ্মসেবা করব। যদি গুরুপাদপদ্মসেবার ফলে আমাদের কোনদিন মুক্ত জীবন হয়, তখনও আমরা গুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্রম্ভপাত্র হ'য়ে নন্দনন্দনের সেবা করব। সর্ব্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবাই আমার নিত্যধর্ম।

গুরুপাদপদ্ম নিত্য। তাঁহার সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই। অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে ক্ষণমাত্রও যেন গুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দিই—অন্য বাজে লোকের পরামর্শ শুনে যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বঞ্চিত না হই।

ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে। তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজ ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে চতুর্মান অর্থাৎ তুরীয় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থাবলী

কল্যাণ-কল্পতরু

এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীগৌরনিজজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত। এবার শ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসরে শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে ও বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে পরিমল-ভাষ্য সহ কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থের ১১শ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অকপটচিত্তে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে নিত্যকল্যাণ প্রাপ্ত অবশ্যম্ভাবী, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এই গ্রন্থ এই বিশ্বে ১২৮৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে একটি 'বিষয় সূচী' ও পদসূচীও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৵০ দুই আনা। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকি—এই দ্বাদশটী উপনিষদ শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা গ্রন্থে প্রথম খণ্ডরূপে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহস্মৃতি-পূজাবাসরে প্রকাশিত হইয়াছে। পরমপূজ্যপাদ অধ্যাপকবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইহাতে প্রত্যেক উপনিষদের কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা, সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্র, বিশেষতঃ আচার্য্যগণ যে সকল মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাদের একটী বিস্তৃত সূচী মাতৃকাক্রমে সংযুক্ত হইয়াছে। শ্লোকের প্রয়োজনীয় সমস্ত পাদের সূচী ইহাতে আছে। ইহা শাস্ত্র ও ভাষা আলোচনাকারী ব্যক্তিগণের বিশেষ সহায়ক হইবে। ভিক্ষা ১॥০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ঐ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর রচিত শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, গৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রীনবদ্বীপ-শতকের পদ্যানুবাদ, শ্রীনরহরি ঠাকুর কৃত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গধৃত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, তদ্রচিত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-পদ্ধতি নামক পৃথক্ পদ্য-গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য, পরিক্রমা খণ্ড ও প্রমাণখণ্ড—এই সাতটী গ্রন্থের সমাবেশে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামগ্রন্থমালা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—ঐ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরচিত এই গ্রন্থটী শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণঘেরায় বিখ্যাত পণ্ডিত স্বধামগত মধুসূদনদাস গোস্বামী মহোদয়ের পদ্যানুবাদ সহ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অভীষ্টানুসারে গৌড়ীয়মিশন হইতে শ্রীগৌর আবির্ভাববাসরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দেবনাগর অক্ষরে মাদ্রাজ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

SRI CHAITANYA MAHA-PRABHU—HIS LIFE AND PRECEPTS

এই গ্রন্থ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত। এবার বিবর-নির্দ্দেশ, গ্রন্থকারের পরিচয় ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন হইতে এই গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পঞ্চম-সংস্করণ গৌরজন শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমাত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গলময় অপ্রাকৃত চরিত ও শিক্ষার সন্ধান অবগত হইতে পাইবেন, সন্দেহ নাই।

বিরহ-মহোৎসব

—::(•)::—

গৌড়ীয়মিশনের নিষ্কপট সেবকগণের অন্যতম, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত, মার্ত্তাপ্রমের শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভক্তিমহিম প্রভু গত ২৫শে মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ভক্তগণের নিকট হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। অপ্রকটের পূর্ব্বে তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট কৃপাপ্রার্থনা ও জয়গান করিয়াছেন।

তিনি ঐকান্তিক ভক্ত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট তিনি হরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও অপ্রকটের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণপণে আন্তরিকতার সহিত সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়াছেন। তিনি বহুবার তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত বগুড়া, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতে করিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবোপকরণসহ শ্রীধামপরিক্রমায় যোগদান করিয়া আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মদিবসে আত্মনিবেদন করিয়া নবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখপদ্ম হইতে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার নিষ্কপট চিত্তবৃত্তি, হরিকথায় রুচি ও মহাসৌভাগ্যের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতেছেন।

ঐ দিবস বিরহব্যথিত ভক্তগণ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে সংকীর্ত্তনমুখে পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাবিক্ষতায় বিরহমহোৎসব করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেতন সাগর মহারাজ শ্রীধামবাসী গৃহস্থভক্তগণের গৃহ ও ছাত্রাবাসে শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিকট উৎসবের জন্য মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবদরীহরণ নাটমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, বিরহ ও কৃপাপ্রার্থনা সূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সভায় শুভাগমন করিলে সভায় সকলেই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি দ্বারা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে বন্দনা করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে আচার্য্য শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমান কানাইলাল প্রভুর সেবাদর্শের কথা বৈষ্ণব কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিলে পতিতপাবন শিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অনেকক্ষণ যাবৎ তাঁহার গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে প্রায় তিনশত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীধামবাসী ভক্তগণ সকলকেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

—::•::—

শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠে

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুকম্পা ও তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আমলাযোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠের সেবকগণ দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর শাস্ত্রশ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে পরমপবিত্র শ্রীগৌরজয়ন্তী পালন করেন।

গত ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থ পারায়ণ হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'পরম করুণ পহু দুইজন' ইত্যাদি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মলীলারহস্য পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

তৎপর দিবস উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের সংরক্ষিতবিভাগের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে গত ২৮শে ফাল্গুন বুধবার অধিবাস উৎসব ও ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-মহামহোৎসব দিবারাত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ ও পাঠকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবে বহু সজ্জনের সমাবেশ হইয়াছিল। পরদিবস সংকীর্ত্তনান্তে সমাগত সজ্জন ও ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাটনায় প্রচার

গত [illegible] আকবরপুর [illegible] পাটনা [illegible] স্থানীয় [illegible] মহাশয়ের [illegible] তাঁহার [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব [illegible] ... [illegible] প্রভু [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] করেন। সভায় বহু [illegible] উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬. ৪

সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অম্বুকুল কৃষ্ণাম্বীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ দেশবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীভারবিনোদ ব্রহ্মচারী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চাকিরপুর থানা

সেবক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীকিশোরীমোহন ব্রহ্মচারী

চন্দ্রাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

পুরুষবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদাস ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীদামোদর দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাহাড়বাড়ী রোড, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কবিনগর, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮ ১১ বড় গঙ্গাবাসের, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীকৃপারামদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীনীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমন্মথনাথ দাসাধিকারী

বৃন্দাবনকুঞ্জসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রীকৃষ্ণমন্দির দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

সেবক—শ্রীনারায়ণচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ, লয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীঋষিকেশ দাস

সঙ্কেত গৌড়ীয়মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

সেবক—শ্রীরামশরণ দাস

গোবিন্দ ব্রহ্ম মঠ

শেষশায়ী

পোঃ হোডোল, জেলা গুরুগাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,

বোম্বে নং ৭

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীরত্নমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁকাবালি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রচার সদন

পোঃ নন্দনকুঠী, পঞ্জাব

সেবক—শ্রীবলরাম দাসাধিকারী

ভা বর্ত্তজনানন্দমঠ

চিকলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণবর ব্রহ্মচারী

আমলাযোড় প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীরাধাচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুতুরকুণ্ডা, পোঃ চিংকুড়া, (মানভূম)

সেবক—শ্রীঅনঙ্গ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২, ৪০, ডাউনরোড ক্লাপটন,

লণ্ডন, ই ৫

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬.৪, কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

আমিনাবাদ (আগ্রাগঞ্জ) লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅদ্বৈতগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

নরসমপুর, পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীবিলাসানন্দ দাসাধিকারী

পর্ণ ছাপাঠ

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২	১॥০	১॥০	১
" " সিকি কলম	৫	৪	৪	৩
" " অর্দ্ধ কলম	৮	৬	৬	৫
" এক কলম	১২	১০	১০	৮

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫	১২
" অর্দ্ধ কলম ২৪	১৮
" এক কলম ৩৬	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart এ) অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু সংগৃহীত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ভাগবান মানবগণের সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুায়ন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রমধারণা নিরসনমূলে শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রম, ভক্তিবাসকে সংশয়োক্ত সকল প্রশ্ন খণ্ডিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সুদর্শনধর্মী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৮ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রদিগের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব জীবন চরিত, গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্ত সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভৃতি মহাজনগণের অনুকরণে পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া গীতার আদর্শ পরমার্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক, শ্লোকের অন্বয় গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, তাহার প্রতিশব্দ এবং শ্রীল ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের অনুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত [illegible] সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিশব্দ, বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য গ্রন্থ। [illegible] আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের [illegible] লিখিত [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible]। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল [illegible] ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণ প্রমুখ যে যে [illegible] এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক [illegible]-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া [illegible] শ্রীধামের [illegible] সেবায় [illegible] পারিবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে [illegible] তালিকা [illegible] আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস [illegible] হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] 'ভক্তিশাস্ত্রী' বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। সজ্জনতোষণী—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিহিত [illegible] ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ [illegible] তথা [illegible] পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী [illegible] যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ [illegible] সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণভক্তিপ্রদ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক [illegible] ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য।

ভিক্ষা— দশ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:o:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রী[illegible] প্রেস

[illegible] ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত [illegible] একমাত্র [illegible]। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। ছোট বোতল [illegible] দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। [illegible]।

— ১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৯ বিষ্ণু ৪৪৪ গৌরাব্দ ১৩ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ২৬শে মার্চ্চ ইং ১৯৩১, বৃহস্পতিবার { ১৬১৭শ সংখ্যা

সর্ব্বার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত [illegible] কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিষ্কার [illegible] অক্ষরে [illegible] সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পত্র ও [illegible] অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহা [illegible] নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ বিষ্ণু আবির্ভাব [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৫

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

যাঁ'রা মেপে দেওয়ার পন্থে আবদ্ধ, তাঁ'রা কি ক'রে বাস্তব সত্য বুঝবে? যে-পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ের কবিষ্ট না হবে, সে পর্য্যন্ত 'অন্যা আরাধিতঃ'' এবম্ব রাজ্যের ব্যবসায়া, 'অন্যা নীরতে''র প্রাপ্তই ততদিন জীব [illegible]। Hillistinism বা পণ্যনীতি commercial interest ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। পণ্যনীতি এই যে পার, [illegible], গোধন, রজক, পরক, [illegible], দাম, যশোমতী, নন্দ, ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে [illegible] যাচ্ছিল, সুতরাং তাঁ'র exchange value কিছু payment ক'রে কৃষ্ণকে [illegible] আসা যা'ক—ইহাই Shylock-এর [illegible] বুদ্ধি ছিল।

[illegible] মতের পরিবর্ত্তে যদি আমি [illegible] সত্যি একটি বাস্তব পেতাম, তা'হ'লে [illegible] আমাকে বেশী [illegible] ক'রতাম। [illegible] চাই চেতনের ধর্ম্ম। চৈতন্যময় [illegible] জন্যই এত মঠস্থাপনের প্রয়োজন [illegible]।

শ্রীচৈতন্যের চরণে একান্ত আত্মসমর্পণ না [illegible] নির্ভীকতা আসে না। জগতের [illegible] লোক যদি সত্যকথার বিরোধী হ'য়েও [illegible], তথাপি শ্রীচৈতন্যের নিজ দাসগণের [illegible] মাথার মুকুট তৈরী ক'রে নির্ভীক [illegible]

[illegible] পেলে লোকপ্রিয়তা, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যা'য় না। একথা বল্‌ছি না যে, দুনিয়ার লোকের চটা'য় দিলেই সত্য কথা বলা হ'ল। যিনি সত্যের প্রচারক, তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্য প্রচার করবেন, তিনি যেন মনে না করেন, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করাই অর্থাৎ লোকের নিকট জড়প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তিই—অপর তাহার মতকে আবরণ করাই তৃণাদপি সুনীচতা।

মত্ত জাতির মনোধর্ম্মের সহিত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের পার্থক্য র'য়েছে। আমাদের এ সকল কথা এখন শোনা যাক্‌, পরে এ সকল কথা হয় ত' বুঝবে মানবজাতি, [illegible] থেকে চ'লে গেলে। আজকাল 'দেশাত্মবোধ' প্রভৃতি কতকগুলি কথা তৈরী হ'য়েছে, এ উপযুক্ত পরিভাষা বটে। এরই নাম জড়াত্মবোধ—অর্থাৎ আত্মাকে, চেতনকে জড় মনে করা। ইহার আর একটি পর্য্যায়-শব্দ দেহাত্মবোধ। মহাজন [illegible] মুদ্রা পড়নের চেষ্টায় তাঁর জড়াত্মাবোধযুক্ত ব্যক্তিগণও পরিণামে স্ব স্ব ক্রিয়া-মুদ্রা দ্বারাই [illegible] হ'বেন। আমাদের কথা জগতের [illegible] জগতে বিষ্ণুবাদও মুনিবাদের [illegible] আছে, তাঁ'রা ধরতে পারবেন না।

যে জাতি যতটা দুঃখের মধ্যে পড়ে, সে জাতির ততটা ঈশ্বরের আলোচনা, সত্যের আলোচনা, পারমার্থিক আলোচনার সুবিধা হয়। তাদের পরমার্থ-যাজনের অনুকূল না ক'রে তাঁকে কৃষ্ণকৃপা না [illegible] যাঁ'রা কেবল ভোগের অতৃপ্ত লালসায় বাধিত হয়, তাঁ'রা কোনদিন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না।

তর্ক পরিত্যাগ ক'রে শ্রৌতপথ গ্রহণ ক'রতে হ'বে। শ্রবণ ক'রতে হ'বে, [illegible] হ'বে না, তা'

হ'লে [illegible] হ'য়ে প'ড়তে হ'বে। মহাজনের আচরণ দেখেই চোখ [illegible] সেটা দাম্ভিকতা হয়ে অসুবিধায় প'ড়তে হবে।

যাঁরা অতিবিরাগী তাঁ'রা ভগবদ্ভজন বুঝতে পারে না, যাঁ'রা অতি আসক্ত, তাঁ'রাও বুঝতে পারেন না।

আমাদের 'স্বতন্ত্রতা' বলিয়া একটি মহামূল্য বস্তু আছে বটে, কিন্তু তাহা ভগবৎপরতন্ত্র। যে মুহূর্ত্তে আমরা এই বিচারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

[illegible] দেবের [illegible] লোকের নিষ্কপট আর্ত্তি একত্র হইলে জীবের অনায়াসে ভবক্ষয় ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি হয়। যাহারা [illegible] পোষাক পরিচ্ছদ পরা এবং [illegible] ভোজন করাকে শ্রেয় মনে করে, তাহারা [illegible] রাজ্য হইতে বিষয়ে পতিত হয়।

হরিসেবকগণের মতে যাহারা [illegible] মনকে শাসন করিবার না করিলে উঁহাকে [illegible] যাইবে না। মনোধর্ম্মের অধিকার-বিচার ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মফলভোগী হইয়া পতিত হইবে। মায়াবাদ ও মহাপাপ ছাড়িয়া দিলে বহির্মুখ জীব [illegible] হয়।

বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, গুরুসেবা করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে। কিন্তু কোন অন্যাভিলাষী উঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। অতো সেবা করিতে হইবে [illegible] সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। [illegible] মত করিতে হইবে। কিন্তু [illegible] পরিণত করিতে হইবে না।

জীব নিষ্কপট হইলে [illegible] থাকিয়া হরিভজন করিতে পারেন। হরিভজন বাদ দিলেই জীব পতনোন্মুখী হয়। হরিভজনকারীগণই প্রকৃত বৈষ্ণবজন।

ভগবানের লীলাকথার ধারা বিবর্ত্তন [illegible] পান করিতে [illegible] উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য পথ নাই। [illegible]-প্রসঙ্গবিমুখ হইলে জীবের [illegible] অবশ্যম্ভাবী।

আমরা একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম আশ্রয় করি। এই জন্যই সকল কথা [illegible] করিব। মধ্যে মধ্যে [illegible] আসিয়াও পুনরায় জীবের পতন হইতে পারে। সুতরাং সাধুদিগের সর্ব্বক্ষণ কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার লোভ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। হরিকথার কথা শুনিলে সকল [illegible] ও আমি চিন্তা দূর হইবে। [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের কথা [illegible], [illegible] তাহার [illegible] উপকার। [illegible] হয় না [illegible] ও [illegible]। [illegible] প্রভুপাদের [illegible]। [illegible] প্রচারকারী, তাহা [illegible] দরকার। [illegible] প্রকাশ [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] আমাদিগকে [illegible]।

[illegible] পরিবর্ত্তন [illegible] করিবার জন্য [illegible] হইল।"

[illegible] শিখাত আপনে॥

যৎকিঞ্চিৎ

[illegible]

[illegible] জীব [illegible] মায়াদেবী [illegible] বিমুখ-বিমোহিনী মায়াশক্তি কৃপাপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখেন। মায়াদেবী [illegible] এবং [illegible] ভোগ [illegible] কর্ম্ম [illegible]।

[illegible] প্রকৃতপক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া [illegible] না হইলে আত্মা [illegible] লাভ করিতে পারে না। [illegible] তাহার স্বরূপের [illegible] কখনও [illegible] হয় না। [illegible] মায়াদেবীর [illegible] জীব ভোগময় জগতে [illegible] জীব এই জগতের [illegible] নিমিত্ত [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] সর্ব্বদাই [illegible] 'জীব' উহাদের 'ভোক্তা'।

[illegible] তাহাদের [illegible] জীবের [illegible] পূর্ব্বকার বিবাদ। [illegible] তাহা [illegible] হইতে পারেন [illegible] করে। [illegible] অমূল্য [illegible] তাঁহার স্বতন্ত্র [illegible] যোগ্যতা আছে। [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] তাঁহার নিত্যপ্রভু [illegible] ইন্দ্রিয়ের [illegible] নিযুক্ত হয়।

[illegible] স্বভাব গ্রহণ করে, [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] হইবার [illegible] [illegible] মায়াদেবী [illegible] জীবকে [illegible] করিবার চেষ্টা করে। জীবাত্মা [illegible] হইতে [illegible] মুক্তি লাভ করিতে পারে, অন্যথা তাহার মুক্তি অসম্ভব।

জীবের পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। [illegible] ইচ্ছাক্রমে পৃথগ্‌ভাবে [illegible] – ইহাই অপস্বার্থপরতা।

[illegible] তাহার [illegible] [illegible] হইতে [illegible] স্বীকার না [illegible] তাঁহার নিত্যপ্রভু, ভগবানেরই জীবের একমাত্র ও নিত্য কর্ত্তব্য। জীব যে পর্য্যন্ত এই কর্ত্তব্যপালনে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইবার বাসনা না করে, সে [illegible] ভগবানের [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারে না। আত্মগত [illegible] নিত্য স্বরূপের [illegible] নিমিত্ত অনুশীলনা [illegible] হইতে পারে। ভগবদ্‌বিরোধ [illegible] সৌভাগ্যের উদয় হওয়া বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে [illegible] স্বেচ্ছায় [illegible] হইয়া [illegible] তাঁহার নিত্যপ্রভু অনুশীলনাকারী [illegible] নিকট কৃপাপ্রার্থনা করেন। ভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষী অনুতপ্ত জীব ভগবৎকৃপায় ভগবানের নিত্যদাসরূপ তাঁহার স্বাভাবিক উপাদেয় অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

পণ্ডিত শ্রীনিজের চেষ্টা দ্বারা উন্নীত হইয়া সত্যের অগ্রে পৌঁছিতে পারে না। বদ্ধজীবের ধারণা এই যে, সে নিজের চেষ্টায় সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ। এরূপ ধারণা দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহার পূর্ব্বক অনুশীলনা, নিত্য [illegible] এবং ভগবানের নিত্যদাস সম্পূর্ণ অভাব মাত্র প্রমাণিত হয়। [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক [illegible] বাসন। – [illegible] হয় না। সত্যানুসন্ধানের জন্য আরোহ [illegible] আরোহবাদীগণের বিশ্বাস এই যে, তিনি নিজের স্বতন্ত্র চেষ্টাদ্বারা, যে সত্য বর্ত্তমানে তাঁহার অজ্ঞাত, তাহা ক্রমে [illegible] করিতে পারিবেন। তিনি যাবৎ [illegible] [illegible] আরোহ [illegible] তিনি [illegible] [illegible] পারিবেন। বৈকুণ্ঠ [illegible] করেন না, তাঁহারা প্রকৃত [illegible] স্বভাব [illegible] যে পন্থা অবলম্বন করেন, তাহার নাম শ্রৌতপন্থা।

ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু। [illegible] [illegible] ভগবানের সেবা করিতে একান্ত বাসনা করেন, [illegible] হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ভগবান্‌ এই অজ্ঞানপূর্ণ জগতে অবতীর্ণ হন। তখনই সেবোন্মুখ জীব তাঁহার কৃপার [illegible] লাভ করেন না, বা [illegible] বিবাহ [illegible] হয়। ইহাই [illegible] অনুসন্ধান [illegible] [illegible] অবতরণ।

[illegible] অহৈতুকী কৃপাবারা [illegible] অনুতপ্ত সেবোন্মুখ [illegible] না হইলে বদ্ধজীব [illegible] তাঁহার দর্শন [illegible] হয় না।

[illegible] সত্য লাভ করিয়া থাকে—এইরূপ ভ্রান্তি হইতেই জড়বাদ, কর্ম্মবাদ, শাস্তি এবং পুরস্কারবাদ প্রভৃতি [illegible] উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত [illegible] ধারণা জড়জগতের জন্য, চিজ্জগতে ইহাদের কোন অবস্থান নাই। চিজ্জগতের বিধি জড়জগতের বিধির সমজাতীয় নহে। জড়জগৎ যে সমুদয় বিধি দ্বারা চালিত হয়, জড়বিজ্ঞান সেই সমুদয়ের অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধানের [illegible] জড়বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, জড়বিজ্ঞানের এই বিধানগুলি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট, অপরিবর্ত্তনীয় এবং এই নিয়মাধীনে চেতনতার কোন পরিচয় নাই। চিজ্জগতের সমস্ত ব্যাপার স্বাধীন ইচ্ছা ও অনন্ত চিদ্‌শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বদা উঁহাদিগের [illegible] অত্যন্ত প্রীতির সহিত সেবা করেন।

সত্য [illegible] নিকটে 'সত্য' স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করেন। জাগতিক [illegible] সত্যের দর্শনলাভ হয় না, [illegible] জাগতিক মঙ্গল সাধিত হইলেও উহা সত্যানুসন্ধানের অন্তরায় হইতে পারে। কারণ সত্যদর্শন যে একান্ত অহৈতুকী ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ, ইহা জাগতিক [illegible] সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে সাধারণতঃ প্রস্তুত নহেন। ভগবৎকৃপা [illegible] জীবের ভগবৎসেবালাভের উপায় নাই। সুতরাং আরোহপন্থা দ্বারা সত্যের [illegible] না হইয়া সেবাবিমুখতার বৃদ্ধি হয়।

এই জগতে জ্ঞান এবং [illegible] পরস্পর পৃথক্‌। প্রাকৃত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও জগতে [illegible] সম্পাদন অসম্ভব হয় না। [illegible] জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি [illegible] সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেও [illegible] না। কিন্তু সম্পর্ক [illegible] না করিয়া ভগবানকে [illegible] পারা যায় না। [illegible] [illegible] জ্ঞান ও সেবা [illegible] [illegible] করিতে পারেন না।

[illegible] জ্ঞান হইতে সর্ব্বদাই পৃথক্‌, কিন্তু চিজ্জগতে জ্ঞান সেবার অভিন্ন [illegible] বিদ্যমান। তত্ত্ববিচারে চিজ্জগতে সেবা মুখ্য, জ্ঞান সেবার অনুগামী [illegible]। সুতরাং ভগবৎসেবা সম্বন্ধে জাগতিক বিবাদ-প্রবণতা স্বতঃই অত্যন্ত উপাদেয় এবং জ্ঞানের পূর্ণতাসাধক।

— —

প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা

(প্রাপ্ত)

প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা জীবের নিরূপের ধর্ম্ম জড়াভিমান হইতে অহং প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা জাগে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও শ্রী অভিমান যাহার যত অধিক, প্রভুত্ব করিবার পিপাসাও তাহার সেই পরিমাণে দেখা যায়। হীনকুলজাত ব্যক্তি অথবা দরিদ্র, মূর্খ ও কুৎসিতদর্শন ব্যক্তির যে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা থাকে না এরূপ নহে, ন্যূনাধিক বদ্ধ জীবমাত্রেরই তাহা থাকিবে। জীবের বদ্ধদশায় দেহাত্মাভিমান প্রবল হইয়াই তাহাকে বিরূপের পথে চালিত করে।

প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা হইতে পরছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং আত্মদোষদর্শনে উদাসীনতা আসে। নিজেকে যেখানে শ্রেষ্ঠ অভিমান, সেখানে অন্য সকলকে নিজাপেক্ষা হীন বিচার হয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য এরূপ প্রতীতি হয় না। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগুরুর উদয় হয়। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অন্যের প্রাপ্য সম্মান দাবী করেন এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপনে [illegible]। প্রভুত্বপরায়ণ ব্যক্তি কোন প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, সর্ব্বদাই চিত্তের বিক্ষেপ অস্থির মনশ্চক্ষু। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা জীবের চরম অপরাধ প্রদান করে। স্বরূপবিস্মৃত জীব এতাদৃশ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াও আত্মস্বরূপ-বিষয়ে বড়ই উদাসীন। প্রভুত্বপরায়ণ ব্যক্তির এইভাবে জীবের উপর প্রভুত্ব করিতে করিতে অবশেষে বৈষ্ণবের উপরও প্রভুত্ব করিবার দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়।

নিরপেক্ষভাবে একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রভুত্ব [illegible] জীব যতই বাধিত হউক না কেন, যাহা তাহার [illegible] করিতে পারে না। [illegible] বা বস্তুর উপর প্রভুত্ব করিবার আশায় [illegible] ছুটিয়া যায়, সেই বিষয় বা বস্তু [illegible] তাহার মনের [illegible] চেষ্টা প্রভাব বিস্তার করে যে, ঐ বিষয় বা বস্তু তখন তাহার নিয়ামক হইয়া তাহাকে চালিত করে। দেখায় যেন ব্যক্তি স্বয়ং এই ব্যক্তি উহার [illegible] পিছনে অবশভাবে ছুটিতে থাকে। প্রভুত্ব করিতে যাইয়া [illegible] দাসের দাসকে বরণ করিয়া [illegible]। [illegible] তাহার উপলব্ধির [illegible] হয় না। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা যাহা [illegible] কোনপ্রকারেই জীবের মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা জীবকে [illegible] হীনবুদ্ধিসম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রভুত্বপ্রিয়তা আত্মগতধর্মের মূলোচ্ছেদ করে। সুতরাং আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে [illegible] প্রয়োজন।

[illegible]

জীবের যেমন বিরূপের ধর্ম প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা, তেমনি প্রভুর স্বরূপের পরিচয় প্রভুত্ব করা। প্রভুর প্রভুত্ব করাই স্বাভাবিক ধর্ম। প্রভুর প্রভুত্ব কোন কারণেই ব্যাহত হয় না, কেহই তাঁহাতে বাধা জন্মাইতে পারে না। প্রভুত্ব করিবার জন্য তাঁহাকে [illegible] ছুটিতে হয় না, নিজ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা তিনি প্রকাশ করেন। কোন ভাগ্যবান্ জীবের উপর যদি প্রভু তাঁহার প্রভুত্ব বা স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই ভাগ্যবান্ জীবটি ধন্যাতিধন্য হইয়া যায়, তাঁহার আর চাওয়া বা পাওয়ার কিছু বাকী থাকে না।

জীব অধীন বা বশ্যতত্ত্ব, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব। বিন্দু যেরূপ সিন্ধু হইতে পারে না, [illegible] কখনই সেবা বা প্রভুত্ব হইতে পারে না। [illegible] নিরন্তরই জীবের স্বভাবের [illegible] কার্য্য করিতেছে, তথাপি অজ্ঞাতসারে প্রকৃত স্বভাবের পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে—অর্থাৎ বিরূপে আহ্বান-হেতু [illegible] তাহার হৃদয়ে জাগরূক হইলেও অবশভাবেই তাহাকে অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। অতএব এই যে—স্বরূপভ্রান্তি হওয়ার দরুণ সেব্যবস্তুর অধীনতা বা দাস্যের পরিবর্তে মায়ার দাসত্ব করিতে হইতেছে।

আনুগত্যই জীবের স্বরূপের ধর্ম, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা থাকা পর্য্যন্ত আনুগত্যধর্মের চমৎকারিতা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বা প্রকাশিত হয় না। ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণকারী কোন ভাগ্যবান্ জীব যদি নিজ স্বরূপের বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য নিষ্কপট ইচ্ছাবিশিষ্ট হন, সাধুগুরুর কৃপায় কেবলমাত্র সেই হৃদয়েই সেবা-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে একবার পড়িলে জগতের আর কোন ইতর আকর্ষণ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবার রূপটি দেখিলেই আনন্দ লাভ করেন এবং সেই সৌন্দর্য্য কিভাবে লাভ করা যায়—সর্ব্বক্ষণ তাহাই কীর্ত্তন করিয়া জীবকুলের প্রতি তাঁহার অশেষ কৃপা বর্ষণ করেন। প্রতি জীবহৃদয়েই সেবাপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান। তবে বর্ত্তমানে তাহা সুপ্ত। সদ্গুরুর কৃপাবল লাভ করিয়া জীব ক্রমে বস্তুবিষয়ক তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সেবাধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহাই পতিত, দুর্গত, [illegible] জীবের একমাত্র ভরসা।

প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা জীবের থাকিতে নাই, প্রভুত্বপ্রয়াসী জীব কখনই নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারেন না—এই কথা শুনিয়া কোন জীব যদি প্রভুত্বপিপাসা দূর করিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে অকপটে প্রভুতত্ত্বের শ্রীপাদপদ্মে নিজ অযোগ্যতা নিবেদন পূর্ব্বক কৃপাপ্রার্থনা করিতে পারিলে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা দূর হইতে পারে। যে যত নিষ্কপট আর্ত্তি বিজ্ঞপ্তি জানাইতে পারিবে, তাহার তত শীঘ্র কৃপা উপলব্ধি হইবে। প্রত্যেকটি বিষয় আন্তরিক হইবে [illegible] নিশ্চিত। কপটতা [illegible] আমরা কৃপা [illegible] পারি না। হরিভজনের প্রবল অন্তরায় কপটতা। অন্তরে ফলকামনা রাখিয়া মৌখিক কৃপা-প্রার্থনায় অভীষ্ট লাভ হয় না, ইহাই কপটতা। এই কপটতা বদ্ধজীবহৃদয়ে ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান, ইহার সমূলে উচ্ছেদ না করা পর্য্যন্ত সাধনে অগ্রগতি হওয়া অসম্ভব।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভের জন্য যাহাতে সদাগ্রহবিশিষ্ট হইতে পারি, অকপট [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। শ্রীগৌর-[illegible] কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের কৃপালাভ হয়।

এই কৃপা কর [illegible]।
নিত্যানন্দ [illegible] ॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

— [illegible] —

কৃষ্ণোপলব্ধি [illegible] সম্বন্ধ। [illegible] "টান" [illegible] কথা আছে, [illegible] "টান" [illegible]। যদি তত্ত্ব[illegible] অত উন্মুখতা—অত ব্যগ্রতা, তাহা হইলে তাঁর কাছকে আমার [illegible] "টান" কৈ? তত্ত্বকথা-শ্রবণের ফলে ত' কৃষ্ণের প্রতি আমার এই "আপনার" বলিয়া "টান" বাড়িবে। তাহাই যখন নাই, তখন তত্ত্বকথা শ্রবণ হইতেছে না বুঝিতে হইবে। চেতনময় গুরুদেবের চেতনময়ী [illegible] বা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে। উহা জীব-হৃদয়ের [illegible] ভোগ-প্রবৃত্তির [illegible] নাশ করিয়া সেই হৃদয়কে নিষ্কপট [illegible] করিয়া নিজের বিহারক্ষেত্র করেন। চেতনময়ী কীর্ত্তনধারার এতই [illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণ ভিন্ন [illegible] আমার [illegible] চেতনময় [illegible] ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়া বা ইন্দ্রিয়ভোগ-[illegible] সব সংজ্ঞা বস্তুকে দেওয়া হয়, [illegible] বিষ্ণুরই অবাস্তব বৈভবজ্ঞানে এরূপ সংজ্ঞা দিলেও উহাকে হরিবিমুখের ন্যায় ভোগ্য-জ্ঞান করেন না।

হরিবিমুখগণ প্রত্যেক বস্তুকে নিজ প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নির্দ্দেশ করেন—"ইদম্ বা এতৎ", [illegible] চেতনময়ী সেবাবৃত্তিতে উহাদিগকে [illegible] করেন "ঈশাবাস্য", অর্থাৎ [illegible], আমার পরিবার, [illegible] বিষ্ণুবৈভব। ব্রহ্মদর্শন বা স্বদর্শন এবং অচিৎ বা দুর্দ্দর্শনের মূল এই [illegible] সমন্বয় বা সামঞ্জস্য হয় না বা হইতে পারে না—পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধধর্ম্মিণী। যতদিন জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এইরূপ পার্থক্য থাকিবে। জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা চেতনময় সদ্গুরুর চেতন-ময়ী [illegible] দূর হইলে [illegible] একমুখী চেষ্টা বা স্বদর্শন দেখা যাইবে।

[illegible] না থাকায় সেবার [illegible] দর্শন [illegible] আসক্তি [illegible] তৎপর পর্য্যন্ত [illegible] এই বিমুখী চেষ্টা। [illegible] বা আসক্তি হইতে [illegible] কৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে পারেন। তখনই [illegible] আরম্ভ হয়। [illegible] আরম্ভ হয়।

[illegible] একমাত্র তাঁহারই কৃপায় বৃন্দাবনে [illegible] অধিকার পাওয়া যায়। তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া ও কৃষ্ণ-পাদপদ্ম বলিয়া আমরা তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ ও তাঁহার আনুগত্যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া [illegible]। কৃষ্ণপাদপদ্ম [illegible] তুলসীর [illegible] আনুগত্যেই [illegible] পাদপদ্মে আকৃষ্ট করে।

শ্রীনামানন্দ [illegible]। সেই নাম [illegible] করে। দস্যু, [illegible] ধর্ম, অধার্ম্মিকের [illegible] দেন। [illegible]

শ্রীগৌর[illegible] যাঁহারা [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] তাহারা [illegible] নাম ও [illegible] শুদ্ধ [illegible]।

বৈষ্ণব [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] বৈষ্ণবের সেবন [illegible] বৈষ্ণব। [illegible] বৈষ্ণবশিরোমণি অর্থাৎ [illegible] শ্রীগুরুদেব।

সম্বন্ধযুক্ত [illegible] প্রকাশিনী। কৃষ্ণ, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সেবার [illegible] কোন [illegible] বলিয়া [illegible] নাই। [illegible] আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়। [illegible] শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ও শ্রীকৃষ্ণকৃপার আর [illegible] শ্রীগুরুদেবের বন্দনা [illegible]।

বৈষ্ণব[illegible] সেবা হয়। [illegible] চেষ্টা [illegible] স্বরূপ, তাহা [illegible] নিকট [illegible] বৃন্দাবন [illegible]।

[illegible]

[illegible] তিনি চৈতন্যদেবের শিক্ষার [illegible] করিয়াছেন, [illegible] প্রামাণ্য [illegible] নাই।

[illegible]

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[illegible]

কৃষ্ণদাসস্বরূপ সম্বন্ধজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া হয় [illegible] (ভোগী), নয় ত্যাগী (নির্বিশেষবাদী), নয় অহংকারী, নয় [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] কারয়া নিরয়গামী হয়েন।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible]

[illegible] [illegible], কৃষ্ণের [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্তন [illegible] [illegible] শ্রীনাম [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "উপবাস" না [illegible] বাস হইবে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়, [illegible]

একদিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত হইলেন। [illegible] দিলেন এবং [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রমাণে [illegible]।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"

জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের হাতের পুতুল। পুতুলনাচে যে প্রকার সূত্র [illegible] [illegible] [illegible] পুতুলগুলি সূত্রধরের হস্তে নাচে, তদ্রূপ বদ্ধজীবগুলি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণরূপ সূত্রদ্বারা আবদ্ধ হইয়া মায়ার দ্বারা ক্রীড়নক হইয়াছে।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

(গীতা ৭।১৪)

কিন্তু মুক্তজীব নির্গুণ প্রেমডোরে আবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হাতের ক্রীড়নক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যেরূপ নাচান, যেরূপ বলান ও যেরূপ বসান, তিনি সেরূপ নাচেন, সেইরূপ বলেন ও সেরূপ বসেন। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। যথা—

"হাসি, কান্দি নাচি আমি গাইনু উচ্চৈঃ।
কৃষ্ণনাম লোকে হাসায়, কান্দায়, নাচায়॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"নাম নাচে, জীব নাচে, নাচে প্রেমধন।
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]॥"

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো
দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্
নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪০)

শ্রীনবদ্বীপধামে গমনমাত্রই নাচে। যথা :—

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]॥"

(শ্রীনবদ্বীপ [illegible])

শ্রীগুরুদেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। দর্পণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেও [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] স্বরূপ ও শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়।

চিত্রচতুষ্টয় ও তৎশিক্ষা

([illegible])

(১)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায়।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদরে।
নয় নাহি [illegible] [illegible],—[illegible] [illegible] দূরে॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

(২)

তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যাচে জল সকাতরে।
স্ফটিকের পাত্রে প্রভু দিল দয়া করে॥
চিবুক আঘাতে পাত্র জল ফেলে দিল।
প্রত্যর্পি' পাত্রেরে প্রভু সরোষেতে নিল॥
ঘোলা করি' [illegible] জল [illegible] পান করে।
পাবার অভাব এই বিদিত সংসারে॥

(৩)

জীর্ণ দণ্ড দুই পার ধরাজীর্ণ নরে।
উঠাইতে তার নাহি সাহস অন্তরে॥
দৈবে সে উঠিল ধেয়ে পড়িল ভূতলে।
ছিটকায়ে দশন তার [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] সেই মূঢ় জন।
[illegible] কৃষ্ণের কৃপা বুঝিল তখন॥

(৪)

সসর্প সুজীর্ণ গৃহে করে দীন বাস।
ঝড়ে কিম্বা সর্পে তার অবশ্য বিনাশ॥
তেমেও তাহার মোহ ছাড়াইতে নারে।
দয়া করি' সাধু দিল আঁখি তার দ্বারে॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেবদ্বারে।
ভয় গেল, শান্তি পেল,—উল্লাস অন্তরে॥

(৫)

নিতাইর সকলি আন—আনন্দ, আনন্দ।
"[illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
অহল্যা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

(৬)

কেই যায় এক আশা, কিছু নাহি আর।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] কিম্বা [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] কৃপায় [illegible]॥

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নিউ দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব গত [illegible], [illegible] ও [illegible] ফাল্গুন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও পৌরোহিত্যে পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদবিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত [illegible] ফাল্গুন অধিবাসদিবস কীর্তন-উৎসব হয়। [illegible] ফাল্গুন [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হলঘরে [illegible] যথাক্রমে শ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা [illegible], [illegible], '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], '[illegible] [illegible] [illegible] দয়া [illegible]' [illegible] [illegible] কীর্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবতপাঠমুখে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] [illegible] ও তাঁহার কারণ এবং তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ ব্যাখ্যা করেন। [illegible] দিবারাত্রব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে আসনঘরে একটী সভার আয়োজন হয়। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তর পঞ্চতত্ত্ব ও [illegible] [illegible] কীর্তনান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদৃক্ দাসাধিকারী প্রভু পর পর "শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে মহামন্ত্র-কীর্তনযোগে রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

পরদিবস সমাগত প্রায় ১৫০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

——::(০)::——

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্বক অনুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অন্যতম প্রচারক শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীল [illegible] সাগর মহারাজও অধিকাংশ সময় [illegible] ভক্তগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীধাম সর্বক্ষণ হরি কীর্তনমুখরিত আছে।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ

——::০০::——

পতিতপাবনাগ্রগণ্য সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গত ১১ই মার্চ্চ প্রয়াগে শুভবিজয় করতঃ ত্রিবেণীতে ১০ দিন যাবৎ কৃপাপূর্বক অবস্থান করিয়া গত ২১শে মার্চ্চ ব্রজমণ্ডলাভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন। গয়া, কাশী, এলাহাবাদ সর্বত্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবার জন্য সর্বতোভাবে যত্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদও পাইয়াছেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই গৌরকৃষ্ণপ্রিয় শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আন্তরিকতার সহিত [illegible] করা উচিত। তাহাতেই নিত্যমঙ্গল হইবে।

গত ২২শে মার্চ্চ তারিখে মথুরা হইতে প্রেরিত নিম্নস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজ অদ্য [illegible] শুভাগমন করিয়াছেন।

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় ক্রমান্বয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত, গৌড়ীয় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধূত ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪০১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক —[illegible] ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
বামনপুকুর শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌর [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রীগোবিন্দ [illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রী গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্বাপ গৌড়ীয়মঠ
ব্রাউভাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত জনম
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীভক্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুকুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক শ্রীশিক্ষিপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

ঢাকা [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] হরিহর, [illegible] ষ্ট্রীট, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
ফল্গু রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮ ১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারেস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

[illegible] মঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপারী
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
[illegible] নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(জগৎগুরু [illegible])
পুরী
সেবক—শ্রীগোপীনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ সদন
পোঃ বহুলকণ্ঠ, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়াময় দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
১০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ নং [illegible] [illegible]
[illegible]
সেবক—কুমারী [illegible]

গৌড়ীয় [illegible] ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় [illegible] মন্দির
১নং [illegible] রোড, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

শ্রী[illegible] গৌড়ীয় [illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয় [illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

[illegible],
[illegible]
সেবক—[illegible]

[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible]

[illegible]
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] নদীয়া
সেবক—[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] আচার্য্য পাণ্ডত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। [illegible] অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রে বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা মূলে [illegible] প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ [illegible] প্রথম খণ্ডই [illegible] সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible]।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য [illegible] প্রতি সংক্ষেপে [illegible] শ্রীপাদ বলদেব [illegible]-বিরচিত 'ব্রহ্মসূত্র' টীকা [illegible] ও [illegible] মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] ভূমিকা ও [illegible] অতি সুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত [illegible] এম্-এ, বি এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] গোস্বামী শ্রীল [illegible] তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] অনুবাদ। [illegible] অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় [illegible] সম্মত [illegible] অনুবাদ [illegible] এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের [illegible] সংক্ষিপ্ত [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে [illegible] সারের [illegible] হইয়াছে। [illegible] কঠিন [illegible] সরল সহজ [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] কাপড় বোর্ডে [illegible] আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

[illegible] প্রভু প্রণীত। [illegible] একটী [illegible] শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। ভজন রহস্যমণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা [illegible] ।০
১৬। [illegible] ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ॥০
১৯। ভক্তিবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গাথিকা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বিশ্বনাথ-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসারঃ (সানুবাদ)
২৯। বেদান্তসূত্র (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] (সচিত্র) ।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /১
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। উপদেশামৃত বা মায়াবাদখণ্ডন [illegible]
৫৬। ভাবতার্থ ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভূমণ্ডল ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক-দর্পণ /০
৬০। সা [illegible] /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিংশকঃ ।০
৬৫। সবিবৃতি শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। ভক্তিতত্ত্বম্ ।০
৬৭। সাঙ্গ্যায় শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্তব পরিচয়ঃ /০
৬৯। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। দি ঈষ্ট এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। [illegible] গৌড়ীয় [illegible] /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible]
৮৫। সাধনপথ [illegible]
৮৬। কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
৮৮। শরণাগতি /০
৮৯। প্রার্থনা [illegible] ।৵০
৯০। [illegible] ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণাময় ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (Chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও [illegible] সকল পারমার্থিক উপদেশ সজ্জনগণের [illegible] করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের [illegible] ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে [illegible] মানবগণের সম্প্রদায়, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, অবতার, একায়ন, বহুমান ও [illegible] নিরসনমূলক ও [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধ্য ও সাধনমূল, ভক্তিমার্গের সর্ব্বসিদ্ধান্ত সকলই প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের [illegible] চরিত, সিদ্ধান্ত ও [illegible] আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশক শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] কথা, শিক্ষা ও [illegible] সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রতি [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের [illegible], প্রত্যেক [illegible] অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, [illegible] তাহার প্রাঞ্জল [illegible] শ্রীবিশ্বনাথ [illegible] টীকা, ঐ টীকার [illegible], মূল [illegible] প্রভৃতি [illegible]। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন [illegible]। উৎকৃষ্ট [illegible] এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত [illegible] উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত [illegible] কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, [illegible] বিবরণ [illegible] সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible]। ভিক্ষা [illegible] আনা ছাত্রদের পক্ষে [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান— [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া [illegible] ইহার ভিক্ষা [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে [illegible] উপবাসের [illegible] পৃথক ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

[illegible] মন্দির
পোঃ [illegible]
[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

২। [illegible] একমাত্র পারমার্থিক [illegible] পত্র। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible]-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বি-এ সম্পাদিত [illegible]। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] উপদেশপূর্ণ [illegible]।

ভিক্ষা—[illegible] আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—— ::o:: ——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible], পোঃ [illegible], কলিকাতা।

৩। শ্রী[illegible] প্রেস

[illegible] এখান হইতে [illegible] গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। যেখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া [illegible] কঠিন [illegible] জ্বরে [illegible] মূল্য ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷৴০ [illegible] আনা। [illegible]

[illegible], কলিকাতা

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৬ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৪১, শনিবার { ১৮ ১২শ সংখ্যা

জগতের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থ পরিকর নামক বিবৃত-র সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ বিষ্ণু শ্রীধাম শ্রীগোদ্রুমবাসী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীকূর্ম্মদেব নিত্য বিরাজমান আছেন। শ্রীকূর্ম্মদেব ভগবান্ বিষ্ণু। শুনা যায়, একাদশ শক-শতাব্দীতে শ্রীরামানুজাচার্য্য যে কালে শ্রীজগন্নাথদেব কর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রোপকূল হইতে কূর্ম্মাচলে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তিনি কূর্ম্মমূর্ত্তিকে 'শিবমূর্ত্তি' মনে করিয়া অনশনে থাকিতে ইচ্ছা করেন। পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া শ্রীকূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন। প্রপন্নামৃতে কথিত আছে যে,—শ্রীহরি যোগমায়াবলে রাত্রিতে যোগিবর লক্ষ্মণাচার্য্যকে নবর শ্রীকূর্ম্মাচলে স্থাপন করাইলেন। সেই রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীমান্ লক্ষ্মণদেশিক হঠাৎ 'হরি' 'হরি' উচ্চারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রকে কূর্ম্মনামক স্থান জানিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সেই কূর্ম্মের অধিপতিকে লোকপ্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ বিবেচনা করত সেই লোকগুরু উপবাস করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস করিলেন। শ্রীকূর্ম্মপতি ভগবান্ স্বপ্নে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"হে যতীন্দ্র, অন্যত্র লোকসকল মায়ায় অন্ধ হইয়া অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমাকে শিবলিঙ্গ বলিয়া থাকেন। আমি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া বাস করিতেছি। হে লক্ষ্মণাচার্য্য, তুমি আমাকে সম্যক্ প্রকারে অবলোকন কর। তুমি আমার অর্চ্চন করিয়া কিয়দ্দিন এ স্থানে বাস কর।" অনন্তর যোগীন্দ্র জাগরিত হইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলেন এবং কূর্ম্মদেবের উপদিষ্ট উপায়ে কূর্ম্মনাথের আরাধনা সম্পাদন করিলেন এবং নিবেদিত প্রসাদ ভোজনপূর্ব্বক সুখে শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্রীচরণপ্রসমীপে বাস করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে ঐ স্থান যতিরাজের আগমন-প্রভাবে শ্রীকূর্ম্মনামক মহাবিষ্ণুস্থান বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত রহিয়াছে।

জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দার মাঘমাসে শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণলীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া নীলাচলে শুভাগমন করেন। তাহার কয়েকমাস পর তিনি জীবমঙ্গলার্থ দক্ষিণদেশে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভক্তের গোষ্ঠীবর্দ্ধন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীকূর্ম্মদেবকে দর্শন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রেই লোকসকল ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমাবেশে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সেই সকল লোকের মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া আবার অন্যান্য গ্রামের বহু বহু লোক শ্রীকৃষ্ণনামে দীক্ষিত হইলেন। এইরূপে পরম্পরায় সমস্ত দেশ বৈষ্ণবতা লাভ করিতে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার এত প্রভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত' কথাই নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত মহাভাগবত বৈষ্ণবের দর্শনেও সেবোন্মুখচিত্তে হরিনাম স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। একটা কথা—গো-দর্শনে পুণ্যলাভ হয়, কিন্তু ব্যাঘ্রের গো-দর্শনে পুণ্য ত' হয়ই না, পরন্তু হিংসার উদ্রেক হওয়ায় পাপই হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন করিয়াও ত' আমাদের মুখে হরিনাম আসে না। তাহা আমার দোষ। মহাভাগবতকে মহাভাগবতরূপে, বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবরূপে ও গুরুকে গুরুরূপে দর্শন না করিলে দর্শন ফল লাভ হয় না। জননীকে ভুলক্রমে দাসী বলিয়া দর্শন করিলে কি মাতৃদর্শনের উল্লাস বা ফললাভ হয়? ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তগণ স্বতন্ত্র; তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক মহাপাষণ্ডকেও উদ্ধার করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। ভগবান্ বা সেবোন্মুখচিত্তেরই চেতনের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে।

এই শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীকূর্ম্মনামক এক বৈদিক বিপ্র বাস করিতেন। তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি মহাপ্রভুর দর্শন-প্রাপ্তিমাত্রেই প্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হন এবং অগাধ শ্রদ্ধাভক্তির সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে অকৃত্রিম প্রেমপ্রভাবে নিজগৃহে আনয়নপূর্ব্বক মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালন করেন এবং সবংশে তাহা পান করিয়া ধন্য হন। বৈষ্ণববিপ্র কূর্ম্ম অতীব প্রীতির সহিত বিচিত্র ভোজ্য-সামগ্রী দ্বারা মহাপ্রভুকে ভোজন করান এবং তদুচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা-শিবাদি-দেবদুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র হইতে অন্যত্র গমনোদ্যত হইলে শ্রীকূর্ম্ম প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং প্রভুর বিরহে তিনি কিছুতেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন না জানাইয়া প্রভুর অনুগমন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ জানান। মহাপ্রভু সেই কূর্ম্ম বিপ্রের গৃহবাস হরিসেবার প্রতিকূল নহে জানিয়া এবং তাঁহাতে অকৃত্রিম স্বাভাবিক বৈষ্ণবতা দেখিয়া গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ এবং আচার্য্যরূপে সকলের নিকট হরিকথা প্রচার করিবার আদেশ প্রদান করেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীকূর্ম্ম বলেন,—"সকলকে হরিকথার উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার অভিমানকর প্রতিষ্ঠা আসিয়া তাঁহাকে ভজন হইতে পাতিত করিবে এবং বিষয়-ভোগে ভ্রমাইয়া লইয়া যাইতে পারে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু কূর্ম্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"নিষ্কপট হরিভজনকারীকে কোনদিনই বিষয় ভোগ আক্রমণ করিতে পারে না। আচার্য্যাভিমান—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, উহাই স্বরূপের 'আমি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস'—এই বুদ্ধিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট কৃষ্ণকথা-প্রচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবের প্রকৃষ্ট সন্তুষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া সকল লোককে কৃষ্ণকথা উপদেশ কর।"

> প্রভু কহে ঐছে—বাত কভু না কহিবা।
> গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
> যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
> কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
> পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৭-১২৯)

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এতৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"শ্রীমহাপ্রভুর যাঁহারা সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সেবা করিতে সংকল্প

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

করেন, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ 'উৎকটভজনপরায়ণ' অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনামগ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণনাম-ভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে সর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট-ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনামগ্রহণাচার ও শুদ্ধনামপ্রচাররূপ গুরু কার্য্য করিলে তজ্জন্য প্রতিষ্ঠারূপ বিষয় তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথদাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীমদ্‌বাসুদেব, শ্রী মধ্ব রামানুজাদির বহুশিষ্যকরণকে ভক্তাঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের দুষ্ট গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্য পূর্ব্বক যাহাতে নিজভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য অদ্বয়জ্ঞান আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষা প্রদান।"

শ্রীবাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিবস রাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন সংবাদ পাইয়া প্রাতঃকালে দর্শন করিতে না পাইয়া কূর্ম্মগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীঅঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাহাতে অসংখ্য কৃমি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছিল। ব্রাহ্মণের কুষ্ঠময় অঙ্গ হইতে এক একটি কৃমি নির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে ঐ ব্রাহ্মণ আবার তাহাকে উঠাইয়া পুনর্ব্বার রাখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের এই কার্য্য বাহ্য আকার দর্শন বা কুদর্শনের দ্বারা চালিত হইয়া জীবদেহের সেবার জন্য ব্যস্ততা নহে। ইহা তথাকথিত জীবসেবা নহে, পরন্তু ভগবৎসেবা। সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন বা প্রত্যেকটী কৃমিকে নিজ বৈভবরূপে দর্শন করিতেই তাঁহার এই প্রয়াস। কূর্ম্মের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিরেই সেই স্থান পরিত্যাগের কথা শুনিয়া শ্রীবাসুদেব মহা আর্ত্তনাদে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাঁহার মহা-আর্ত্তিময় বিলাপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ আলিঙ্গন দিলেন গলিতকুষ্ঠগ্রস্ত একজন ব্রাহ্মণকে। বৈষ্ণবে তাঁহার এত প্রীতি! বৈষ্ণব তাঁহার এত প্রিয়। শ্রীবাসুদেব চেতনে উদ্বুদ্ধ—বৈষ্ণব। তাঁহার দেহস্মৃতি নাই। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় মগ্ন। প্রভুর স্পর্শমাত্র বাসুদেবের যাবতীয় দুঃখ এবং কুষ্ঠ নিবৃত্ত হইল তাঁহার অঙ্গের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল মহাপ্রভুর কৃপাদর্শনে বিস্মিত হইয়া বাসুদেব বলিতে লাগিলেন—"কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, আর কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ? অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়াও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়?" অনন্তর তিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—'প্রভো, আমি এতদিন কর্ম্মফলের দণ্ডস্বরূপ কুষ্ঠরোগে ভুগিতেছিলাম, তাহা বরং ভালই ছিল, কারণ তাহাতে অভিমান-বুদ্ধির অবসর ছিল না। এখন সুন্দর দেহ লাভ হওয়ায় আমার হৃদয়ে আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার প্রবল হইয়া উঠিবে।' এ কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"বাসুদেব, তুমি তোমার আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্যকে হরিকীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে ঐ সকল তোমার অহঙ্কারের কারণ না হইয়া তোমার ভগবৎ-সেবাতেই বিশেষ আনুকূল্য করিবে। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ এবং সকল জীবের নিকট কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে থাক, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে কখনও অহঙ্কার আসিতে পারিবে না। নারায়ণ তোমাকে অচিরেই অঙ্গীকার করিবেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে এই লীলা প্রকট করিয়া জানাইলেন, আচার্য্য বা ভগবদ্ভক্তগণের পরোপকার কেবলমাত্র সাময়িক দৈহিক উপকার নহে, তাহা অনন্যোপকারের উদাহরণ এবং যথার্থ পরোপকার। ভগবদ্ভক্তগণের মুখ্য উদ্দেশ্য—জীবের কৃষ্ণসেবা। অন্য নিবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করা। তাঁহারা কখনও স্বার্থের বশীভূত হইয়া রোগ নিবৃত্তি করিয়া কাহারও নিকট হইতে পরোপকার বলেন না। যদি কাহাকে হরিভজনের জন্য রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন, যদি ভগবানের জন্য কাহারও শারীরিক রোগ নিবৃত্তি করিতে পারেন, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তগণ—আচার্য্যগণ সেইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হন। সেইরূপ অনন্ত ঐশ্বর্য্য অতি নগণ্যভাবে ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মে বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলার রহস্য বুঝিতে না পারিয়া যাহারা তাঁহাকে ব্যারাম ভাল করা মানুষ মনে না করি। মহাপ্রভু মুহূর্ত্তমাত্রে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম-সম্পদে মহাধনী করিতে পারেন। মোক্ষ পর্য্যন্ত বিকারী কৃষ্ণপ্রেমের নিকট দেহ-রোগ-নিবৃত্ত্যাদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং তাহা নশ্বর স্বপ্ন নগণ্য। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসুদেবকে কৃষ্ণপ্রেম-সম্পদের জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এই লীলায় মহাপ্রভুর নাম 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হইল। বাসুদেবকে মহাপ্রভু কেবল দুইদিনের জন্য বাঁচাইলেন না, পরন্তু তাঁহাকে অমর করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু সেই কূর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিলে প্রভুর গুণমুগ্ধ কূর্ম্ম ও বাসুদেব বিপ্রদ্বয় প্রভুর বিরহে উভয়ে উভয়ের গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

——::(•)::——

দাম্ভিকের কখনও হরিভজন হইবে না। গুরু-বৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত গুরুবৈষ্ণবের প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা যাঁরা কোনও দিন হরিভজনের ত্রিসীমানায় ধারেও যাওয়া যাইবে না।

শ্রীগুরুদেব নিত্য-বস্তু। যদি গুরুদেব নিত্য না হন, তাহা হইলে তাঁহার উপদিষ্ট বস্তুও তাঁহার নিত্য-সত্তা, নিত্য-চেতন ও নিত্য-আনন্দ বা চিদ্বিলাস রক্ষা করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মেই নিত্য পরতত্ত্ব-বস্তু সংশ্লিষ্ট।

অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দীতে কোন ভেদ নাই। এ জগতের শব্দের বাচ্য ও বাচকে ভেদ আছে। যে শব্দ নিজের স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা রাখেন, যে শব্দ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কৃতিত্বকে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিজের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব প্রকট করিতে পারেন, সেই শব্দই শব্দীর সহিত অভিন্ন।

যে শক্তির সাহায্যে বস্তুর ধারণা ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার বিচার হয়, তাহাই বঞ্চনাময়ী বা ছলনাময়ী 'মায়া'। যে শক্তি জীবের পুরুষাভিমান উৎপাদন করিয়া বাস্তববস্তুর সাক্ষাৎকারে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, তাহাই 'মায়া'।

যে শক্তি তাঁহাকে আরাধনা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীবকেও তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত করিবার জন্য মহা মহাবদান্যলীলা বিস্তার করেন—বাস্তববস্তুর স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম প্রকট করিয়া সকল জীবশক্তিকে সেই অধোক্ষজ বস্তুর ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন, তাহাই চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি।

চিৎ ও অচিৎ—একই শক্তির বিভিন্ন বিক্রম বা প্রভাবমাত্র। একটি শক্তি—উন্মুখতোষিণী হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎপ্রাপ্তির সহায়তাকারিণী, আর একটি শক্তি—বিমুখমোহিনী হইয়া জীবের ভগবদ্বিমুখতার আনয়নকারিণী।

স্বয়ং সূত্রকারকেই যদি তাঁহার সূত্র-ব্যাখ্যাকর্ত্তৃরূপে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই সূত্রের প্রকৃত অর্থ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। স্বয়ং Court বা Judge (বিচারক) নিজেই যদি Advocate (উকীল)-রূপে পক্ষ-সমর্থন করেন, তবে সেই পক্ষবিশেষেরই জয় যেমন ধ্রুব—অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ বেদান্ত-সূত্রকার স্বয়ং তাঁহার রচিত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, তাহাই নিঃসন্দেহ-রূপে বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

সেব্য-ভগবান্‌ই তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেবক-ভগবান্ বা আচার্য্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাস-গুরুর কৃপা না হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত শ্রীমদ্‌-ভাগবত-তাৎপর্য্য বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সুতরাং শ্রীব্যাসের পূজা বা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী গুরুপারম্পর্য্যের পূজা আমাদের সর্ব্বপ্রধান ভজন-সাধন—যথাসর্ব্বস্ব।

আশ্রয়ের পদধূলিই আমাদের স্বরূপ—এই জ্ঞান হইলে সর্ব্বত্র গুরু, পূজ্য বা আরাধ্য দর্শন হইতে থাকে। ধূলিকে সকলেই পদ-দলিত করিয়া যায়, সুতরাং স্বরূপের তাদৃশ অভিমানেই ঔপাধিক জড় দম্ভ, অহঙ্কার অভিমান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়।

যাঁহারা মূল আকর হইতে ভজনসম্পত্তি লাভ করিয়া তাহা আমাদিগকে বিতরণ জন্য আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের পূজা না করিয়া মূল বস্তুর পূজার দাম্ভিকতা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়।

অপরাধ—ভগবানের প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি, নিজের প্রতি। ভক্ত, ভগবান্ ও নিজের প্রতি অবিচার। নামের প্রতি দশাপরাধ। সাধুনিন্দা, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি প্রভৃতি নামাপরাধ। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি ভক্তের চরণে অপরাধ। দেহাত্মবুদ্ধিতে নিজের প্রতি অবিচার। আত্মসুখ যাঁ'র আছে, সে বৈষ্ণব নহে। কিঞ্চনতা যেখানে, সেখানেই রাগ বা দ্বেষ—গ্রহণ বা ত্যাগ। রাগ—গ্রহণ, দ্বেষ—ত্যাগ। অকিঞ্চন হ'চ্ছে—বৈষ্ণবের দাস। যাঁ'র প্রতি বৈষ্ণবের দয়া হ'চ্ছে, পৃথিবীর কোন জিনিষ তাঁ'কে টলা'তে পারে না। মিশ্‌ছে, কিন্তু অভিনিবেশ নাই—পদ্মপত্রের মত জলে থাকে; কিন্তু জলের সঙ্গে মিশে না। তাঁ'দের দর্শন আলাদা।

সাধক-অবস্থায় সঙ্ঘে থাকার আবশ্যকতা আছে। দয়া আছে ব'লে অবতার। সেবকাভিমান থাক্‌লেই মঙ্গল। সেখানে গ্রহণ বা ত্যাগ নাই। Individual (ব্যক্তিগত)-ভজনে কৃপা পা'বে না। সেখানে দোষ সংশোধন কর্‌বে কে? এই জন্য প্রভুপাদ ব'লেছেন—'সঙ্ঘে থাক'। ব্যক্তিগত ভজনে বা নির্জ্জনে বিপদ্ বেশী। মিলনে সুযোগ বেশী। নিত্যানন্দের আশ্রয়ে, তাঁহার যূথে কৃষ্ণভজনের সুযোগ বেশী। নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য বা কৃপা ছাড়া গতি নাই। যূথে না থাক্‌লে সে সুবিধা হয় না—প্রভুপাদের দয়া যে কত বড় তা'র উপলব্ধি হয় না। যদি নিষ্কপট হই, তিনি চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাদের বুঝা'বেন। যূথের মধ্যে যে সুবিধা, ব্যক্তিগত বা নির্জ্জন-ভজনে তা নেই। কৃষ্ণের সংসারের নাম—মিলন—চিদ্বিলাসের আধার মিলন। এই বিলাসে থাক্‌তে হ'বে। সাধক অবস্থাও সুবিধা। 'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।' ভক্তি আচার, আর অভক্তি—অনাচার। অনাচার ক'রো না।

শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও ভক্তি

(প্রাপ্ত)

মহাজনবাণীতে জানা যায়, শ্রদ্ধার অপর নাম সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের অপর নাম শরণাগতি। ভক্তিরাজ্যের প্রথম সোপানেই আদৌ শ্রদ্ধা, 'আদৌ অর্পিতা সতী', এই দুইটী কথা শোনা যায়। যত প্রকার সাধন-ভজনের অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া এই দুইটীকে বাদ দিয়া কাহারও অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। যেরূপ একককে কেন্দ্র করিয়া উত্তরোত্তর ক্রম বর্দ্ধমানভাবে দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটী প্রভৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু এক বাদ দিয়া যতই শূন্য বসান থাউক, তাহারও কোনই মূল্য থাকে না, তদ্রূপ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি থাকিলেই আমরা শ্রীভক্তিদেবীর কৃপালাভ করিতে পারি। যেখানে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি নাই, তথায় ভক্তির নামে যত ক্রিয়াকলাপ সবই এক বাদ দিয়া শূন্য বসাইবার ন্যায় বৃথা। 'আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত' এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে শ্রদ্ধা, শরণাগতি বা আত্মনিবেদন না হইলে কোন ক্রিয়াই কার্য্যকরী হয় না বা শুভ ফলোদয় করে না। সুতরাং ভক্তিরাজ্যে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও শরণাগতি এই দুইটী বিষয়ের আবশ্যকতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন আছে।

শাস্ত্র-কথিত 'আদৌ শ্রদ্ধা,' 'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়,' 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী' এই সকল বাক্য যদি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি অর্থাৎ শ্রদ্ধাই সকলের মূল ইহা জানিতে পারি, তবে আমাদের সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস [illegible] শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির [illegible] লাভ হইবে। ভাগ্যহীন আমরা, আমাদের দিক্ হইতে যদি এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমাদের ভাগ্য নাই কাজেই শ্রদ্ধা ও শরণাগতি হয় না বা হয় নাই, কিন্তু ভাগ্য মন্দ বলিয়া কি শ্রদ্ধা ও শরণাগতি লাভ করিবার কোনও উপায় নাই? তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥"

কেবল প্রশ্ন করিলেই মঙ্গল করতলগত হয় না। গুরুবৈষ্ণবের নিকট শরণাগতি-শিক্ষার জন্য নিষ্কপটে কাঁদিতে হইবে, নিজের পাতিত্য উপলব্ধি করিতে হইবে, তবেই পতিতপাবন গুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় মঙ্গললাভ হইবে। শাস্ত্রও অভয় দিয়া বলিয়াছেন, 'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।' সাধুসঙ্গ ত' আমরা বহুদিন ধরিয়া করিলাম, কিন্তু ফলকালে শ্রদ্ধা ও শরণাগতির বিপরীত তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে তাহাই আমার জানা নাই। আমার ধারণা, সাধুর কাছে বসিয়া থাকিলে বা চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সাধু দেখিলেই সাধুসঙ্গ হয়। কিন্তু সাধুশাস্ত্র-বাণী ইহাই জানাইয়াছেন যে, সাধুর কথা সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করিয়া সেই বাণীর দ্বারা নিজে নিয়মিত হইবার ইচ্ছা-বিশিষ্ট হইলে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সাধু দেখিয়া ফেলিয়াছি এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং কাণ দিয়া সাধু দেখিবার সুবুদ্ধি ও শ্রদ্ধার উদয় হইলেই সাধুদর্শন এবং সাধুসঙ্গফলে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা ও শরণাগতি লাভ হইতে পারে। ভাগ্য বা সুকৃতি না থাকিলে নিজের চেষ্টা বা প্রয়াসে কোন শ্রদ্ধা, শরণাগতি বা ভক্তি হইতে পারে না।

শ্রদ্ধা ও শরণাগতির কথা উঠিলেই আমাদের মনে হয়, শ্রদ্ধা ও শরণাগতি এত সস্তা বস্তু, তাহাকে আমরা মুখের কথায় বিলাইয়া দিব? নিতান্ত বোকা বা বয়োন্মত্ত ব্যক্তিই এরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসজ্‌জ্ঞান
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরমমহত্ত্ব॥

গুরুবাক্য পরম মহান্। যাঁহা হইতে বড় বা যাঁহার সমান কোন বস্তু পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নাই, হইতে পারে না বা হইবে না। এই বাণীর উপরে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিয়াই গুরুদেব শরণাগত হইতে উপদেশ করেন, কিন্তু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই উপদেশ ত' বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তারপর আচার্য্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদের সহিতও আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে আমরা বহুদিন বা বহুবার দর্শন করিয়াছি, তাঁহার বাণী আমরা বহুদিন শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়েরও অভিনয় করিয়াছি এবং আমি তাঁহার শিষ্য বলিয়াও অভিমান করি কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস আমাদের কতদূর হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ একদিনও হইয়াছে কি? যদি শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা হইত, তবে শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের অভাব কখনই হইত না। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্য-দেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রকৃত শ্রদ্ধা, শরণাগতি, আত্মনিবেদন ও ভক্তির আদর্শ বা আচরণ প্রকট করিয়া আমাদিগকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার ইঙ্গিত প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া, ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।' আমরা বলিতে পারি, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের শ্রদ্ধা হইয়াছিল বলিয়াই আমরা প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্র কথিত শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ, তৎপর ভজনক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে পর পর ক্রমপন্থায় নিষ্ঠা-রুচি প্রভৃতি লক্ষণ গুলি কি আমাতে বিন্দুমাত্রও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি বলিতে পারি? কিছু যদি না বলিতে পারি তবে কি জানিতে হইবে না যে আমার শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে ঐশ্বর্য্যে বা অন্য কিছুতে শ্রদ্ধা হইয়াছিল। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ, তৎপর ভজনক্রিয়া। সর্ব্বক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিকটে থাকিয়াও সাধুসঙ্গ যে আমার কিছুমাত্র হয় নাই, পরন্তু অন্য কিছুর সঙ্গ হইয়াছে তাহা কি প্রভুপাদের প্রকটকালেই সেবার অভিমান প্রসঙ্গে মশকের, ছারপোকা প্রভৃতির চিরন্তন শোষণের উদাহরণ দ্বারা আমি আমার স্বাস্থ্য কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই?

এখনও আমরা শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই। শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও ভক্তি কাহাকে বলে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদেরই দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে জানিবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু আমি এমনই অন্ধ যে, সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য বলি। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কৃপাগ্রহণে পূর্ব্বের মত পরাঙ্মুখই আছি। নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের শ্রদ্ধা [illegible] মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতা স্থান পাইত না। 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী'। ভক্তিতে অধিকারী হইলে ভক্তিদেবী [illegible] করিতে না। শ্রীনিত্যানন্দই [illegible] ভক্তি দান করিয়া থাকেন।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥

বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধা মাত্র লয়ে দেন পরম আনন্দ।
একবার দেখ্‌ [illegible]
গৌর বলে নিতাই দেন সকল সঙ্গ।
দেন শুদ্ধকৃষ্ণশিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যা না করে অপেক্ষা
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল॥
আর নাই কো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয়॥

দুঃসঙ্গ

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী)

কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনাই কপটতা বা দুঃসঙ্গ। কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্তের অভ্যুদয়কামনা, জগতের হিতকামনা, দীন দুঃখী আর্ত্তের সেবাকামনা প্রভৃতি সমস্তই দুঃসঙ্গ-স্পৃহা। এই সকল দুঃসঙ্গের সহিত যিনি সন্ন্যাস করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। এই দুঃসঙ্গত্যাগরূপ সন্ন্যাস সকলকেই করিতে হইবে—সৎসঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে হরিভজন হইবে। দুঃসঙ্গ প্রবল থাকিলে হরিভজনের অভিলাষকে অভিনয়ই বলা যাইতে পারে।

দুঃসঙ্গ কি?

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
[illegible] কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

[illegible] ভগবৎসুখ-কামনা ব্যতীত অন্য কামনার নামই দুঃসঙ্গ। দুঃসঙ্গই হরিভক্তির [illegible] অন্তরায়। দুঃসঙ্গ কৃষ্ণভক্তির [illegible] হরিভজনোন্মুখ চিত্ত বৃত্তিকে আবৃত করে।

ভোগের অভিলাষ, ত্যাগের অভি-লাষ। অভিলাষ যাঁহার নাই, তিনি ভক্ত। [illegible] ছাড়িয়া সেবাসুখ-[illegible], তাহাই [illegible]। ভক্তই প্রকৃত সন্ন্যাসী। [illegible] সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। আসক্তি রহিত হইয়া [illegible] সহিত [illegible] মুক্তবৈরাগ্য। মুক্তবৈরাগীই সন্ন্যাসী। [illegible] তাঁহারা অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্মস্পৃহা ও জ্ঞান-স্পৃহা—উভয় [illegible] হইতে মুক্ত। কেবল কনককামিনী নহে, প্রতিষ্ঠা [illegible] তাঁহারা [illegible] করেন না। তাঁহারা সমস্ত [illegible] জানেন। তাঁহারা জানেন, [illegible] তাঁহার [illegible] মায়িক [illegible] ভাগ্য। [illegible] কাম্য [illegible] হয় না। গৃহী বা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী [illegible] চুরি করিয়া [illegible] তাহাদের [illegible] ও [illegible] উল্লিখিত [illegible] সন্ন্যাসী দান [illegible] করে-[illegible] না [illegible] করিতে [illegible] গোস্বামী। তাঁহারা [illegible] সেবা করেন।

কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
(ঠাকুর শ্রীনরোত্তম)

তাঁহারা ভগবানের সেবা ব্যতীত কেবল বা কাল্পনিক পরার্থের সেবা করেন না। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' এই নামের প্রচারের জন্য তাঁহারা সর্ব্ববিধ বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারেন। গাড়ি-ঘোড়া, মোটরগাড়ীতে, ট্রেণে, ষ্টীমারে, এরোপ্লেনে চড়িয়া তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের সন্ন্যাসের বা ভক্তির হানি হয় না। যাহাতে ভগবানের সেবার সহায়তা হইবে, তাহা পরিত্যাগ করার নাম ভক্তি নহে, তাহা গ্রহণ করাই ভক্তি।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যে বিরাগের ফলস্বরূপে ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ঐরূপ বৈরাগ্য জীবন ধারণ করিয়াও মৃত। আমাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্য—নিত্য ভগবৎসেবা। সেই সেবা-বিমুখ অবস্থায় যে জীবনধারণ তাহাও মৃত্যুই। যাঁহার হরিভজন যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ভগবদিতর বস্তুতে তাঁহার আসক্তিও সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। জড়সম্পর্কশূন্যতাই ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্তকম।

যাঁহারা ভগবানের বাণীর সেবা অর্থাৎ ভগবানের নামপ্রচারের সেবা করেন, তাঁহারা সেবার অনুকূল যে সকল বিষয় গ্রহণ করেন, তাহা ভোগীর বা ত্যাগীর অর্থাৎ ভোগাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর ভোগ বা বিষয়গ্রহণের ন্যায় নহে। উভয়ের ভূমিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুকে কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া জগতে নিযুক্ত থাকিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের চরণ ভৃত্যের সেবায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তাঁহাকে নিযুক্ত দেখিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রের তাঁহাকে সাধারণ বিষয়ী ও ভোগী বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর লীলাতেও এইরূপ বিচার ভ্রান্তির লীলা প্রদর্শনের কথা শুনা যায়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর এইরূপ বিচার-ভ্রান্তি হইতে পারে না। তবে বদ্ধজীবের এইরূপ বিচারভ্রান্তি হইতে পারে এবং তৎফল-স্বরূপ অনন্ত নিরয়প্রাপ্তি হইতে পারে উক্ত তাঁহারা নিষ্কপট বদ্ধজীবের লীলা প্রদর্শন করত সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

সাধুগণ জানেন—পৃথিবীর একটি পরমাণুও বিষয়ী বা ভোগীর নহে। তাঁহারা জানেন, সমস্ত বিষয়ের মূল মালিক একমাত্র কৃষ্ণ। তাই চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী অজ্ঞ ও ভ্রান্ত বিষয়ীর সমস্ত অর্থ, বিত্ত ও বস্তু মূল মালিক শ্রীকৃষ্ণের নামপ্রচারসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের সেবার আনুকূল্য, বিষয়িগণের মঙ্গল ও তাহাদের সমাজের উপকার করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভোগী সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বস্ত্র বা প্রদত্ত বস্তু ভোজন করিয়া জীবনধারণ করেন না। তাঁহারা ভগবানের বাণী প্রচার করিয়া—চৈতন্যের বাণী কীর্ত্তন করিয়া স্ব পরমঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বৃক্ষের নিষ্কপট দাসগণের পদরেণু মস্তকের মুকুটরূপে ধারণ করিয়া স্বরাট লীলাপুরুষোত্তমের পদাঙ্কপূত পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা যাবতীয় চিত্ত অনাসক্তিই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস। তিনি ত্রিদণ্ডি, তাঁহার দেহে কাম ও ক্রোধ বৃত্তি নাই। তাঁহার পরিচয় প্রকৃত সন্ন্যাস। আসক্তিবর্জিত হইয়া গৃহ বা মঠে যে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম যাজিত হইতে পারে। বাহিক সন্ন্যাসবেশ ধারণের নাম সন্ন্যাস নহে। ভোগ্য বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণভাবে আসক্তি ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। সন্ন্যাসীর প্রয়োজন একমাত্র হরিভজন। সেখানে থাকিয়া তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তাহাই সন্ন্যাসীর বাসস্থান। আমাদের আবশ্যক হরিভজন, গৃহও নয়, বনবাসও নয়। যখন যেটী ভজনের অনুকূল হইবে তখন তাহাই গ্রহণীয়। এক কথায় সর্ব্বতোভাবে অসৎ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গগ্রহণই প্রকৃত সন্ন্যাস। সাধুসঙ্গ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সাধুসঙ্গই তাঁহাদের উপকার। আর তাহা অনাদির অনাদি-কালের বিষয়ভোগাভিলাষরূপ অনর্থের ছেদনে তৎপর। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সংসারবাসনার বীজ নষ্ট করিবার আর অন্য উপায় নাই। সুতরাং, নিরন্তর সাধুসঙ্গে থাকিয়া অনুক্ষণ ভগবৎসেবানুকূল থাকিবার জন্য ভোগ্য দেশ, কাল, পাত্র ত্যাগ পরিবর্জ্জনই সন্ন্যাসগ্রহণ।

কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। সন্ন্যাসগ্রহণ না করিলে পুরুষাভিমান যাইবে না—স্বসুখবাসনা যাইবে না! পুরুষাভিমান বা নিজসুখবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণদাস্য-উপলব্ধিই প্রকৃত ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণ।

অভাবনীয় অনুকম্পা

(শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী)

সাধ্য কি আমার ছিল তুলিতে নোঙ্গর।
বৃথা চেষ্টা ক'রেছিনু আমি ত' বিস্তর॥
ঈশ জানে, আমি জানি সে বিঘ্ন কেমন।
অপরে বুঝাতে নারি করিয়া বর্ণন॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম যত।
বিঘ্ন ছিল উচ্চ শির পাহাড়ের মত॥
বৈষ্ণবচরণে তাই ছিল আবেদন।
অচিন্ত্য উপায়ে হোক উদ্ধার সাধন॥
"অন্ততঃ একটি বর্ষ জীবন থাকিতে।
পারি যেন শ্রীহরির ভজন করিতে॥"
বংশীদাস বাবাজীর চরণে পড়িয়া।
এ প্রার্থনা ক'রেছিনু কাকুতি করিয়া॥
আচার্য্যদেবের পদে সেই নিবেদন।
করিনু অনেক তাঁ'র স্মরিয়া চরণ॥
অদ্ভুত পন্থা যথা নোঙ্গর তুলিতে।
ব্যর্থকাম হ'য়েছিনু স্বকীয় শক্তিতে॥
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত উঠিলেক ভারী।
ছিন্ন হ'ল অনায়াসে নোঙ্গরের দড়ি॥
মুহূর্ত্তে বেধেছে ঝড়,—সকলি প্রশান্ত।
চলিবে কি জীর্ণতরী না হ'বে বিভ্রান্ত॥
ইহা যে "বিশেষ কৃপা" সন্দেহ কি তা'য়।
পরিণাম তাই তাঁ'র ঈশ্বর ইচ্ছায়॥
যে হাসে চাহুক মোর অবস্থা হেরিয়া।
যে নিন্দে নিন্দুক মোরে উপেক্ষা করিয়া॥
আছাড়ে পদ্মের লাভ, অভিশাপে বর।
হইতে দেখুক যত, বিশ্ববাসী নর॥
"প্রোজ্ঝিত কৈতব" যত বৈষ্ণবের গণ।
কৃপা মাগি তাঁহাদের ধরিয়া চরণ॥
তাঁহাদের কৃপা হ'লে অতি অনায়াসে।
মজ্জমান তরণীও পুনঃ জলে ভাসে॥
গতকালে অপরাধ যাঁ'র পদে যত।
স্বীয় গুণে ক্ষেমিবেন প্রার্থনা সতত॥

কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার দিবস সমস্ত দিন নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীশ্রীগৌরজন্মতিথি নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন-মুখে পালন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীগৌর-মহিমাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। সমস্ত দিবস পারায়ণ চলিতে থাকে। অপরাহ্নে মঠের শ্রবণসদনে একটী সভার অধিবেশন হয়। গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ জগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিমঙ্গল ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বেলা ৪॥ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপর দিবস সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিউদিল্লীতে প্রচার

নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণানুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালকসমিতির নিয়ামকত্বে নিউদিল্লীর বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন জাতির নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় মঠসেবকসহ গত ১৬শে মার্চ্চ রায়সাহেব রামলাল জৈন মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমন করিয়া গুরু বৈষ্ণববন্দনার পর পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ পদ্মপলাশপত্রজদৃক্ ভক্তিপ্রসূন প্রভু হিন্দি ভাষায় অনেকক্ষণ যাবৎ "সৎসঙ্গ" বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রোতৃবৃন্দ কীর্ত্তন ও পাঠ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন ও ভবিষ্যতে আরও শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু লেজিস্, লেটিভ অ্যাসেম্বলীর ডেপুটী প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র দত্ত এম, এল, এ মহোদয়ের নিকট সাক্ষাৎ করিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন। তিনি হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন ও যাহাতে মিশনের উন্নতি হয়, সেই বিষয়ে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

ঐ দিবসই ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ডক্টর পি, এন, ব্যানার্জ্জি পি এইচ ডি, এম, এল এ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত হরিকথা আলোচনা করেন।

পরদিবস ২১শে মার্চ্চ মিঃ বৈজনাথ-লেজোরিয়া এম, এল, এ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইংরাজী ভাষায় অনেকক্ষণ যাবৎ মিশনের প্রচার-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেন এবং রায়বাহাদুর শেঠ ভাগচাঁদ সোগানি এম, এল এ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় আলোচনা করেন। ঐ দিবস দেওয়ান লালচাঁদ নাভালনী এম, এল এ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইংরাজী ভাষায় বহুক্ষণ যাবৎ "মায়াবাদ ও শুদ্ধভক্তি" সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে মঠের যাবতীয় সেবাকার্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। মঠে ত্রিসন্ধ্যা পাঠ কীর্ত্তন হইতেছে।

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ চরিত। ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে,—জানিহ নিশ্চিত॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধবন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ ল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
শ্রীপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদ্ভাগবত সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীকিশোরীপাবন ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদশাবতারবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীঋড়িবন্ধু দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ী মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ সদন
পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়াময় দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যান্সেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
১নং গণেশগঞ্জ লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ
পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের গৌড়ীয়-সেবা এবং পারিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত দান আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ... ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। ... যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ... অধ্যায় ... পৃষ্ঠা ব্যাপী। ... শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের বাংলা ... শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবর্ত্তের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট ... নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ... পৃষ্ঠায় ... সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—দ০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—দ০ ৪র্থ খণ্ড—দ০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—দ০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	দ০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	৯০
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	দ০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	দ০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	দ্বাদশ আলবর	॥০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২।	ভজন রহস্য	॥০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥০
২৭।	মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ॥৵০ বাঁধা দ০)	
৩০।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	দ০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	⁄১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭।	শ্রী প্রেমবিবর্ত্ত	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়পরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	⁄১০
৪২।	শ্রীনবমণ্ডল-পরিক্রমা	দ০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২॥০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	⁄১
৪৬।	অর্থপঞ্চক	⁄১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	⁄১
৪৯।	অর্চ্চনকণ	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৩৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	দ০
৫৪।	শ্রীকৃষ্ণার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	⁄০
৬০।	সাংখ্যবাণী	⁄০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫।	সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬৯।	সারাৎসারবর্ণনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রামানন্দ	॥০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২।	নামভজন	⁄০
৭৩।	বেদান্ত ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি	॥০
৭৪।	রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৭৫।	লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	⁄০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৩
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	দ
৮৫।	সাধনপথ	৷০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৮৭।	গীতাবলী	⁄১০
৮৮।	শরণাগতি	⁄০
৮৯।	শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	॥৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিপুল শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে গড্ডলিকাস্রোতে ভাসমান মানবগণের ধর্ম্ম, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুয়ন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ প্রশ্নসমূহ, তন্নিরাসক সৎসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিচার গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই [illegible] যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ে [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার [illegible], শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অর্থ, ব্যাখ্যা, বর্ণানুক্রমে প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ এম্‌ এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌড়পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থ যেরূপ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১৲ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে দিনপঞ্জী ব্যতীত ব্রত-উপবাসের তালিকা, ভক্তবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস প্রভৃতি পৃথক্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৫। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিবিধ পদ্যানুবাদসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—বিভিন্ন ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ... সম্পাদিত উৎকল সাপ্তাহিক, কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর ... বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্‌ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌর-বিশ্বাস ... বৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখের উপদেশ তথা দেশের প্রধানগণের সহিত পণ্ডিত ও মহাত্মাগণের সহিত তাঁহার যে সমস্ত প্রশ্নোত্তর হইয়াছিলেন, তাহার ... প্রবন্ধসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ... ও তদনুকূল সিদ্ধান্তসমূহে ... গৌরকৃষ্ণভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে গৌড়ীয়ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় শিশু, পল্লীবাসীর প্রাণদাতা একমাত্র ঔষধ বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং সুতিকা-জ্বরেও একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা।

REGD NO. C. 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ১৭ই চৈত্র ১৩৪৭ ৩১শে মার্চ্চ ১৯৪১ সোমবার [২০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

দিল্লীর শেষ ভারতীয় সম্রাটের পৌত্রের মৃত্যু

রেঙ্গুন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মির্জ্জা জাহির উদ্দিন নামক দিল্লীর শেষ মুঘল সম্রাটের একজন পৌত্রের মৃত্যু হইয়াছে। মির্জ্জা সাহেব বহু বৎসর যাবৎ রেঙ্গুনে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেছিলেন।

শ্রীরামপুরে গরু চুরির হিড়িক

কিছুদিন হইতে শ্রীরামপুরে বিশেষতঃ আড়পাড়া ও বল্লভপুর অঞ্চলে গরু চুরির একটা হুজুগ পড়িয়াছে। বহু গৃহস্থের গরু ও বাছুর নিরুদ্দেশ হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী খোঁয়াড়গুলিতে অনুসন্ধান করিয়া কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই। এযাবৎ প্রায় ৫০টি গরু ও বাছুর উধাও হইয়াছে। থানায় অনেকে সংবাদ দিয়াছেন, তবে এ যাবৎ কোন ফল হয় নাই। অনেকের ধারণা যে, একটি সুসংবদ্ধ গরু চোরের দল এই চুরিকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে; এ বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের তৎপরতা বাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপক কমলকৃষ্ণ বসু

ভাগলপুরের "তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের" "ইতিহাসের" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বসু ইতিহাসে "ডক্টর" উপাধি গত কনভোকেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লাভ করিয়াছেন। ইনি ভাগলপুর নিবাসী অমৃতকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পুত্র।

বিষ প্রয়োগে সংজ্ঞালোপ ও গহনা অপহরণ

পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে দুইজন নারী জনৈকা স্ত্রীলোককে ভাতের সহিত বিষ মিশাইয়া খাওয়াইয়া তিনজন পশ্চিমা তাহার গায়ের অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া পলায়ন করে। এ সম্পর্কে অভিযুক্ত রামোয়ারী আহীর, বংশী বেনিয়া ও সুন্দর কেওট নামক তিন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট দায়রা সোপর্দ্দ করেন।

ডাঃ তিন্দু অধ্যাপকের সম্মান

বাঙ্গালোর "ইণ্ডিয়ান ইন্ষ্টিটিউট অব সায়েন্স"এর থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের (পদার্থ বিজ্ঞানতত্ত্ব) রীডার মিঃ এইচ জে ভাভা রয়েল সোসাইটির ফেলো (এফ আর এস) মনোনীত হইয়াছেন।

"মহাকাশ রশ্মি বুঝিবার ব্যাপারে এবং মৌলিক পরমাণুসমূহের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁহার দানের জন্য তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন"—এই বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আরও ১৯ জন রয়েল সোসাইটির ফেলো হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্যের আটক বন্দীগণ

হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন জেলে বর্ত্তমানে ১২ জন রাজনৈতিক কয়েদী আটক আছে। ইহাদের মধ্যে অধুনালুপ্ত দেশীয় রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক স্বামী রামানন্দ তীর্থও রহিয়াছেন।

আসামে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বড়ুয়া আসামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৭০ হাজার টাকা দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে কর্তৃপক্ষ যদি শিলং অথবা শ্রীহট্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করেন তবে তিনি অর্থসাহায্য করিবেন না এবং আরও অর্থসাহায্য করিয়া গৌহাটিতে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন।

সিন্ধু পরিষদে উপনির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত এইচ এস পামনানির মৃত্যুতে সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে যে উপনির্ব্বাচনের আবশ্যক হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু বিভাগ হইতে কংগ্রেসমনোনীত প্রার্থী লালা মঙ্গারাম হিন্দু মহাসভার মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত তুলসী দাসকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া শোনা গিয়াছে।

ডাঃ বিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী

তালিকাভুক্ত সত্যাগ্রহী ডাঃ বিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তীকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে আসাম ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা প্রদেশে বাস করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে অথবা কলিকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে তাঁহার গতিবিধির বিবরণ জানাইতে হইবে। ২৩শে মার্চ্চ হইতে এই আদেশ বলবৎ হইয়াছে।

হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন

কলিকাতা হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশন যুক্তপ্রদেশের আদালতের বিচারপতি স্যার শাহ মহম্মদ সোলেমানের আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

চারু বসু শোক মেলা

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় চারু বসু শোক যে মেলা হইয়াছিল তাহাতে মোট ৮৬০০২৮৯ আনা আয় ও ৮০-৭৬॥৯/০ পাই নিট লাভ হইয়াছে। লাভের সম্পূর্ণ টাকা লেডী মেরী হার্বার্ট যুদ্ধ-তহবিলে প্রদান করা ও ৮০ হাজার টাকা দিয়া কাঁচড়াপাড়া উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পূর্ব ভারতীয় রণবিমান তহবিলে প্রদান করা হইবে।

অতর্কিত আক্রমণ

[illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের মোঃ নসির উদ্দিন তালুকদার গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে [illegible] গাইবান্ধা হইতে ... ষ্টেশনে নামিয়া ... ও বৃদ্ধ চাষী সহ বাড়ী ফিরিবার কালীন ... গ্রামের নিকট দশ বার জন লোক লাঠি ও ... লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। ... ডাক্তারকে ... হাসপাতালে আনা হইয়াছে। তাহাদের উভয়ের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ... তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে ... জনের নাম বলিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রাভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব উপদেষ্টা (অবসরপ্রাপ্ত) এবং বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব [illegible] মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, এম.এ. বিদ্যাভূষণ সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম. এ. মহোদয়ের প্রণীত [illegible] এবং অধ্যাপক [illegible] অধ্যাপক [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত ও শিক্ষা [illegible] গ্রন্থ [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। [illegible] [illegible] [illegible] Foreword, [illegible] Preface, [illegible] contents ও [illegible] Index, Glossary [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] মাত্র। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর, [illegible] নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] টীকা [illegible] [illegible] প্রথম মুদ্রিত। [illegible] ভিক্ষা ২॥০ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত [illegible] ‘অনুবৃত্তি’ টীকা [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—।৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত [illegible]

পুরাণা [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] ও বঙ্গানুবাদ [illegible] গীতার এই প্রথম প্রকাশ। [illegible] [illegible] ভাষায় [illegible] হইয়াছে। [illegible] তত্ত্বের বোধগম্য [illegible] প্রকার হইয়াছে।

[illegible] ৬৬৮ পৃষ্ঠায় [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর, [illegible] প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১	শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধ্য)	৬৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সজ্জনতোষণী (অর্বাধ্য)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড —৸০, ২য় খণ্ড —১৲; তৃতীয় [illegible] খণ্ড ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	।০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	২০
৯	বৈষ্ণব [illegible]	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	০
১৫	বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-নিরূপণ	০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	বাংলা আসবর	॥০
১৯	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৶০
২১	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৶০
২২।	ভজন রহস্য	৸০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	।০
২৭।	প্রমেয়রত্নাবলী ও [illegible] (সানুবাদ)	১৲
২৮।	বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৶০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	দীপ-দিগ্দর্শন	৹০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৶০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	নবদ্বীপভাবতরঙ্গ (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৩	গীতমালা	৵১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶
৩৭।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপধাম-[illegible]	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৶০
৪১।	গীতাবলী	৵১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	৹॥০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৵১
৪৬।	উপদেশক	৵১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৵১
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৵১
৪৯।	[illegible]	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারি খণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	শ্রীকৃষ্ণার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভক্তিভূষণ	৶০
৫৯	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০।	সাংখ্যবাণী	৵০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২।০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিলাসঃ	।০
৬৫	সটীক শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৵০
৬৯।	সারসংগ্রহম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রামানন্দ	॥০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২।	নামভজন	৵০
৭৩।	বেদান্ত ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী	॥০
৭৪।	বিদেশীয় চার্জ্জেস্	।৶০
৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	বৈষ্ণবীয়ম্	।০
৭৭।	কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং	৵০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	রেলো টক্ প্রোপাগেণ্ডা এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৩
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীভজনামৃতচরিতাবলী	৸০
৮৫।	সাধনপথ	॥০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	৵১০
৮৭।	গীতাবলী	৵১০
৮৮।	শরণাগতি	৵০
৮৯।	প্রাসঙ্গিক নবধানী	৸৶০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৮ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩১শে মার্চ্চ ইং ১৯৪১, সোমবার { ২০তম সংখ্যা

সর্ব্বত্র কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিমল নামক নিগূঢ় তাৎপর্য্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে পরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিচিত্র স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ বিষ্ণু সর্ব্বজিৎ সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবান্ বৈকুণ্ঠবস্তু। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্। জীব কৃষ্ণবিমুখ হইলে তাহার মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই প্রবল হয়। মাপিয়া লওয়া অর্থে ভোগ করা বা প্রভুত্ব করা। এই প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা বা মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই বদ্ধতা। কৃষ্ণবিমুখ হইলেই জীব মায়ার ভৃত্য হইয়া যায়। আবার ভগবানের সেবা করিতে গিয়া প্রপন্ন হইলে মায়ার বৃত্তি ছাড়িয়া যায়। প্রপন্ন ব্যক্তি সেবাবৃত্তি-সম্পন্ন; মাপিয়া লওয়ার বৃত্তি তাঁহাতে লেশমাত্রও নাই। দাস্যই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। দাস্য ছাড়া সে থাকিতে পারে না। ভগবানের দাস্যবিমুখ হইয়া জীব মায়ার প্রভু হইতে অভিলাষ করে। উহাই তাহার মায়াদাস্য। মায়ার দাস হইলে অন্যাভিলাষিতা প্রবল হয়। তখন আর কৃষ্ণদাস্য থাকিতে পারে না। মায়াভিনিবিষ্ট বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি বা কৃষ্ণাভিনিবেশ থাকে না। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হইলে জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইয়া শুদ্ধ আত্মবৃত্তির উদয় হয়। কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিলে জীবের যাবতীয় অভদ্র বা অমঙ্গল নাশপ্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বতোভাবে ভদ্র হইয়া থাকে। ভগবৎ-ভজন প্রভাবে, বকপুচ্ছবৃত্তি ও কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত ইতর ভোগপ্রবৃত্তি নষ্ট হয় না।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এই রিপুগুলি জীবকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে লইয়া যায়, তৎফলে কৃষ্ণভোগ্য জীব জড়ের ভোক্তা হইয়া পড়ে, জড়কামে প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হয়। কামক্রোধাদি কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে জীব বিষয়ী হইয়া পড়ে। জীব নিজ বিমুখ-চেষ্টা দ্বারা কখনও মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইলে সেই দুস্তরা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সেবাধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে ভোগধর্ম্ম আসিয়া আমাদিগকে আপাত-মধুর পরিণামে বিষপ্রদ ভোগত্যাগে প্রমত্ত করে। তখন আমরা আমাদের নিজস্বের উপলব্ধি করিতে পারি না। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী—এই প্রবলা বৃত্তি-দ্বয়ের ক্রিয়া আমাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিলে ভগবৎকৃপাসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নিরন্তর সাধুসঙ্গ করিলে কৃপাবন্ধন অটুট রাখা যায় এবং প্রীতিসূত্রে ভগবৎপাদপদ্মে আবদ্ধ থাকিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

যেখানে প্রভুত্বকামনা বা ভোগবাসনা, সেখানেই অশান্তি বা নিরানন্দ, আর যেখানে নিত্যানন্দের আশ্রয়, সেইখানে জীব সেবানন্দে মগ্ন। সুতরাং বিভিন্নাংশ জীব কখনই স্বাংশরূপ শ্রীনিত্যানন্দকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিবে না। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীগুরুদেবই শ্রীনিত্যা-নন্দপাদপদ্ম। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার শ্রীনামভজন-প্রবৃত্তি নামাপরাধেই পর্য্যবসিত হয়। তিনি দ্বিধাকরবিক্ষিপ্ত, গুরু-অবজ্ঞা-প্রাপ্ত ও অত্যাচারই হন অর্থাৎ হরিসেবোন্মুখ্য তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে। শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্য বাদ দিয়া বদ্ধজীবের মুখে ভগবন্নাম উচ্চারিত হন না। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাক্রমেই আমাদের সেবাচেষ্টা। তদভাবে যে সেবার ভাণ, তাহা দম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরুর আনুগত্যই ভক্তির প্রথম সোপান। গুরুপূজারহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা, তাহা কর্ম্মকাণ্ডেই পর্য্যবসিত। হিংসুক বা মৎসর কখনও শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে পারে না। যখন জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ জগদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার সকল বিষয় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। শুদ্ধজীবাত্মার নিত্যবৃত্তি যে ভক্তি তাহা নিরন্তর গুরুসেবার দ্বারাই সম্প্রকাশিত হয়।

পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। ত্রিবিধ লোকের গতি শাস্ত্র এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন,—সকাম-কামনাযুক্ত পুণ্যবান্ গৃহিগণ ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক প্রাপ্ত হন। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই চারিটী লোক অগৃহ অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণের স্থান। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাঁহারা মহর্লোকাদি চতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই সেই সেই লোক ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন; যাঁহারা নিষ্কাম তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ান্তে মুক্ত হন। জ্ঞানী ও যোগী ইঁহারা উভয়েই মুমুক্ষু। এই দুইপ্রকার মুমুক্ষুগণের মধ্যে কেহই সবিশেষ পরমপদ লাভ করিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষ পরমপদই ইঁহাদের প্রাপ্য। 'পরমপদ' বলিতে সপ্তলোকাতীত অবস্থাবিশেষ বুঝিতে হইবে।

যোগিগণ তেজোময়, অণপ্রাণ অণিমাদি মার্গে অষ্টাঙ্গ সিদ্ধি ভোগ করিতে করিতে শান্ত হইলে মুক্তি লাভ করেন এবং জ্ঞানিগণ দেহান্তেই পরমপদে মুক্তি পান। সকাম ও নিষ্কামভেদে ভগবদ্ভক্তগণ দ্বিবিধ। সবিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান। সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ আছে, তাহা আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাকাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভোগাভিলাষের সহিত ভজন কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তর এই যে, যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থক অনর্থ জানিয়া গ্রহণ করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ভোগ-পরিত্যাগে অসমর্থপ্রযুক্ত কিছু ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভোগকেই প্রাপ্য জানিয়া তদর্থে চেষ্টাবিশিষ্ট হন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ ভোগী। অন্যাভিলাষরহিত নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত-গণ সেই স্থান লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার জন্য বিবিধ সুখ অনুভব করেন। সেই সেবাসুখের নিকট মুক্তিও তুচ্ছবোধ হয়। ভগবদ্ভক্তগণ স্থূল বা সূক্ষ্মের অতীত বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন। সেই স্থানে রজঃ ও তমোগুণ ত' দূরের কথা, সত্ত্বগুণও নাই, তাহা ত্রিগুণাতীত বস্তু। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান। তথায় লৌকিক সুখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়া লেশমাত্র নাই। সেই স্থান পরম সানন্দময় ও জ্ঞানময়। ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের প্রাপ্যস্থান [illegible] হইতে সূক্ষ্মতর। সুতরাং [illegible] ও যোগী সকলেই সূক্ষ্মদেহে

তথায় অবস্থান করেন এবং ভোগকাল সমাপ্ত হইলে তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ ভূর্লোককে অবগ্রহণ করেন।

লোকান্তর্গত জীবসমূহ পুনরায় কিরূপে এ জগতে আসে তত্তত্ত্ব বেদ বলিয়াছেন, স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া জীব স্থাবর শরীরে প্রবেশ করে। স্থাবর হইতে পিতৃশরীরে যায়, পিতৃশরীর হইতে মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়, তৎপরে শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করে। শাস্ত্রে [illegible] উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মীরা ব্রীহি, যব, ওষধী, বনস্পতি ও [illegible] হইয়া পিতৃশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই শ্রুতির অর্থবিচারে মধ্বানুগ শ্রীপাদ জয়তীর্থমুনি 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকায় বলিয়াছেন,—কর্ম্মিগণ স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে মেঘ, মেঘ হইয়া [illegible] বর্ষণ করে। [illegible] স্থাবরাদি অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত ব্রীহি, যব ও [illegible]। [illegible] পিতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয় [illegible] মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের সহিত [illegible] করে।

আচার্য্যাবতার

বাস্তবিক [illegible] মহাপুরুষ ও পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের কার্য্য স্বতন্ত্র। ভজনানন্দী পুরুষ [illegible] ভজন করিয়াই আত্ম, তাঁহারা প্রচার করেন না—লোককে হরিভজনের উপদেশ দেন না। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য [illegible] সকল [illegible] কৃষ্ণসেবা [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তন [illegible] করিতে [illegible] তাঁহার [illegible] হইতে জীবের [illegible] করিয়া জীবকে উপদেশ প্রদান ও শাসন-তোষণাদি করিয়া থাকেন। আচার্য্য পরম বিরক্ত ভজনানন্দী ও নিষ্কিঞ্চন হইয়াও প্রয়োজনানুসারে [illegible] করেন, ইহা তাঁহার মহাবদান্যতার পরিচায়ক। গুরুবর্গ যদি কৃপাপূর্ব্বক শাসন ও তোষণাদি না করিতেন—যদি হরিভজনময় আদর্শ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে জীবের কি সাধ্য আছে যে সে তাহার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া হরিভজন করিতে পারে। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] হইয়াও [illegible] বদান্য নিজে [illegible] আচার [illegible] তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনগণও [illegible] শিক্ষা দিবার জন্য নিয়ামকত্বের [illegible] থাকেন। এইরূপ করাতে তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি হয় না। এইরূপ আচরণ তাঁহাদের মহাবদান্যতারই পরিচায়ক।

আচার্য্য—শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ। আচার্য্য—অবতার। শ্রীআচার্য্য বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরই। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যের অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সুতরাং কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎ-প্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের পূর্ব্ব আচরণের ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব—সেবা ভগবানের অভিন্নাংশ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ কালে ভগবান্ ও তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়া জীবের দুর্গতি হয়। গুরুদেব স্বয়ং [illegible] হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিগ্রহ জানিবেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'ভগবান্' জানিয়া সম্মান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনাপদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধ ভজনগীতগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয় সখী বা নিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্যতীত সকলেই তাঁহার দাস সুতরাং গুরুদেবে [illegible] প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া সেবক। সেবা সকলবিগ্রহ গুরুদেব [illegible] সেবা [illegible] প্রকাশিত থাকেন। প্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবে বিষয়বিগ্রহ বুদ্ধির অবকাশ নাই। আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে [illegible]।"

[illegible] আচার্য্য মহা-মহাবদান্য। আচার্য্য [illegible] তিনি [illegible] কাম ক্রোধাদি ষড় রিপুর বশীভূত নহেন। তাঁহার [illegible] তাঁহার মনে [illegible] থাকিতে [illegible] না। তিনি অক্রোধ-পরমানন্দময়। কাহারও প্রতি আচার্য্যের ক্রোধ বা দ্বেষ নাই; তিনি নির্ম্মৎসর। তিনি অক্রোধ হইয়াও ভক্তি ও ভক্তবৈরীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। [illegible] সাধু ও অসাধু চিনিয়া লইতে পারেন না। তাঁহারা [illegible] সাধুকে [illegible] অসাধুকে সাধু বলিয়া মনে করে। আচার্য্য, [illegible] সাধুর লক্ষণ ও অসাধুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। নির্ম্মৎসর পরদুঃখদুঃখী পতিতপাবন শ্রীআচার্য্যের প্রতি অন্যাভিলাষী ভোগিগণ মৎসরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যাভিলাষীর অন্যাভিলাষ ধরাইয়া দিলে, ভোগীর ভোগে বাধা পড়িলে তাহারা পরমদয়ালকেও নিষ্ঠুর মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু বলার নামই নিন্দা। সাধুকে সাধু এবং অসাধুকে অসাধু বলা নিন্দা নহে, পরন্তু না বলাই অন্যায়। পরচর্চ্চা মনে করিয়া অসাধুকে অন্তর হইতে অসাধু বলিতে অসমর্থ হওয়াই নিজের হৃদয়ের অসাধুভাবকে পোষণ করা। আচার্য্য—নিরপেক্ষ প্রচারক। দুর্ভাগাগণ শিক্ষকের কৃপাশাসন ও আচার্য্যের মহানুভবতাকে পরনিন্দা বলিয়া অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হয়। বালক যদি পশ্চাদ্দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ছাদ হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করে। তখন যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি আপাত অপ্রিয় হইয়াও পতন হইতে তাহাকে রক্ষা করে, ইহা কি তাঁহার কৃপালুতার পরিচয় নহে?

এ জগৎ ভগবদ্ভক্তের আবাসের উপযুক্ত স্থান নহে। এখানে কেবল হিংসা, মৎসরতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কালের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। তথাপি করুণাময় আচার্য্যের চেষ্টা—যদ্যপি একটি লোকও হরিভজন করে, একটি লোকেরও যদি মঙ্গল করিতে পারেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের একান্তভাবে ঐরূপ আচার্য্যের শরণগ্রহণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহার চরণে শরণাগতি ভিন্ন কোন দিন মঙ্গলাভ করিতে পারে না।

কলি

অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে [illegible] গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী রাজবেশধারী শূদ্র অধম একটী গাভী ও একটী বৃষকে দণ্ডদ্বারা প্রহার করিতেছে এবং তাহাতে উক্ত নিরীহ প্রাণী দুইটী অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা দর্শন করিলে ঐ পাষণ্ড ব্যক্তির তিরস্কারপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন,—'রে মূর্খ! তোর অচিরেই দণ্ডবিধান হইবে।' এই বলিয়া তিনি বৃষ ও গাভীকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ দুইটী প্রাণী [illegible] কেহই নয়, ধর্ম্মই বৃষের রূপ এবং পৃথ্বীই গাভীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর বৃষরূপধারী ধর্ম্ম মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—"হে রাজন্! সুখদুঃখের কর্ত্তা কে, এ বিষয়ে বহু লোকের বহু মত। কেহ বলে, নিজেই নিজের সুখদুঃখের কর্ত্তা, কেহ বলে, গ্রহদেবতারাই সুখদুঃখের বিধাতা। কেহ বলে, যে যেমন কর্ম্ম করে সে তেমন ফলভোগ করে। আবার যাঁহাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা বলেন, স্বভাব বা প্রকৃতিই সুখদুঃখের কারণ। আবার কেহ বলেন, পরমেশ্বরই সুখদুঃখের বিধানকর্ত্তা। কিন্তু ইঁহাদের সকলের মতই মনগড়া বলিয়া বোধ হয়, কেহই ঠিক তত্ত্ব জানে না। আপনি রাজা ও ঋষি। সুতরাং সাত্বতগণ সুখদুঃখসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আপনার অবিদিত নাই।"

তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—"হে ধর্ম্ম! শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে জীব নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন। ভগবানের সেবাবিমুখ হইলে ভোগবুদ্ধিবশতঃ জীবগণ কখনও সুখ, কখনও দুঃখ কল্পনা করে। সত্যযুগে ভগবদারাধনা, সদাচার, দয়া ও সত্য এই চারিটী বস্তু থাকাতে তোমার চারিটী পদই বর্ত্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এখন কলিতে ভ্রম, ঐশ্বর্য্য, মদ ও সৌন্দর্য্যের অভিমান, স্ত্রীলোকে আসক্তি ও নেশার বশবর্ত্তিতা—এই তিনটী অধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা তোমার তিনটী পদ ভগ্ন হইয়াছে। কলিতে 'সত্য' নামক মাত্র একটী পদ আছে। তাহার উপরে তুমি কোনরূপে দাঁড়াইয়া আছ, তাহাও কলি 'মিথ্যা' দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পৃথিবীকে পুনরায় শূদ্ররাজগণ ভোগ করিবে, বোধ হয় এই মনে করিয়া পৃথিবী ক্রন্দন করিতেছেন। এই বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐ রাজবেশধারী শূদ্রকে খড়্গদ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ শূদ্র পাষণ্ড ব্যক্তিটী কলি। কলি তখন আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কলি নানাবিধ দোষের আকর। কলিতে অশেষ গুণসম্পন্ন ভগবদ্ভজন-পরায়ণ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ দুর্লভ। কলিতে লোকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীঅচ্যুতকে পূজা না করিয়া বিভিন্ন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নানা মত ও নানা পাষণ্ড পথ কল্পনা করিবে। যে হরিনাম অপরাধশূন্য হইয়া নিষ্কপটে যে কোন অবস্থায়ও একবার মাত্র গ্রহণ করিলে জীব উত্তমা গতি লাভ করেন; সেই হরিনাম গ্রহণ করিতে লোক অনিচ্ছুক হইবে। কেহ বা নামাপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আবাহন করিবে। এইরূপ কলিতে বহু দোষ থাকিলেও একটী মহদ্গুণ আছে,—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

যদি সত্য সত্য কৃষ্ণের কীর্ত্তন হয়, তাহা হইলে ভোগময় মায়ার কীর্ত্তন হইবার

সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনও অপ্রাকৃত বস্তু। সেই অপ্রাকৃত বস্তু "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"—শ্রীকৃষ্ণে সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত কীর্ত্তন স্বতঃই জীবের জিহ্বায় উদিত হয়। একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারাই কলিযুগের জীব সর্ব্ববন্ধ-মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণবরাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্ব্বেই এই সকল তত্ত্ব জানিয়া কলিকে প্রাণে বিনাশ না করিয়া কৌশল-জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিলেন। মহারাজ বলিলেন, এটা আর্য্যাবর্ত্ত দেশ। এখানে ভক্তগণ নিত্যকাল যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সুতরাং যথায় তথায় তুমি থাকিতে পারিবে না। তোমাকে এই চারিটী স্থান দিতেছি, যথা—দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা। তুমি এই চারিটী স্থান অর্থাৎ যেখানে দাবা বা পাশা প্রভৃতি খেলা হয়, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ ও জীবহিংসা হয়, সেই স্থান ছাড়া অন্যত্র যাইবে না। কিন্তু এই চারিটী স্থান পাইয়াও কলির মন উঠিল না। সে আর একটী এমন স্থান চাহিল যেখানে একই সময়ে এই সবগুলি অধর্ম্ম সমভাবে আছে। তখন পরীক্ষিৎ তাহাকে কনকের মধ্যে স্থান দিয়া বলিলেন—তুমি ইহাতে সবগুলি পাইবে পারিবে। এই কনক হইতে আবার পাঁচটী বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, মিথ্যাকথা, অহঙ্কার, কাম, হিংসা ও শত্রুতা। তখন হইতে কলি এই সকল স্থানে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখনও এই কলিপঞ্চক গ্রহণ করিবেন না। যাঁহার কনককামিনী আছে, তিনি কনকের দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন, কামিনীকে নিজ ভোগ্য জ্ঞান না করিয়া ভগবদ্ভোগ্য-জ্ঞানে তাহাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

স্বরূপ-লক্ষণ

——::(০)::——

যাহা দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। এই লক্ষণ দুই প্রকার, স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই বস্তুর স্বরূপলক্ষণ। আবার যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থলক্ষণ।

জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কিরণস্বরূপ। সূর্য্যকিরণ সকল কখনও বহির্গত হইয়া রূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ স্বরূপবিস্মৃত হইয়া নিগড়-বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

জীবের স্বরূপলক্ষণই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না। কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলেই পুনরায় প্রকাশিত হয়। যখন জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় স্বরূপধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে, তখন কতকগুলি মায়িকধর্ম্ম জীবকে আবৃত করিয়া রাখে। সেই অবস্থায় ষড় রিপু, ভোগমোক্ষপিপাসা প্রভৃতি জীবের সঙ্গী হইয়া থাকে। কিন্তু মায়ামুক্ত অবস্থায় জীবের ঐ সকল আবরণ বা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি থাকে না। অনাবৃত নির্ম্মল অবস্থায় জীব ভগবানের নিত্য কিঙ্করানুকিঙ্কর। শুদ্ধ মুক্ত জীবের ভগবানের সুখবিধানই একমাত্র জীবাতু। অনর্থমুক্ত জীবের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে হয়। জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার স্বরূপের বৃত্তি ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার গতি কেবল বিপরীতমুখিনী হইয়াছে মাত্র, সেবাপ্রবৃত্তি আবৃত হইয়া ভোগপ্রবৃত্তি প্রাধান্যপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জীব মায়া ত্যাগের—আবরণ-উন্মোচন করিবার একমাত্র উপায় যে সাধুসঙ্গ, তাহা যখন ভাগ্যক্রমে লাভ করে, তখনই তাহার স্বরূপধর্ম্ম পুনরুদিত হয়। তখন তাহার শ্রীভগবানের দিকে স্বাভাবিক গতি হইতে থাকে। সাধুসঙ্গে স্বরূপের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে থাকে, তাহাতে তাহার চেতনের উন্মেষ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইতে থাকে।

'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'।

যে সময়ে সাধুসঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতির আলোচনা চলিতে থাকে, সেই সময়ে মায়িক গুণসকল বিনষ্ট হইয়া জীবের স্বরূপের চিদ্গুণসকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে।

প্রত্যেক জীব স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। বৈষ্ণবের অসংখ্য গুণগণের মধ্যে ছাব্বিশটী গুণই প্রধান। তন্মধ্যে আবার মুখ্য গুণ কৃষ্ণৈক-শরণতা। ইহাই তাঁহার স্বরূপলক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থ-লক্ষণ। ভক্তপ্রমুখ স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপানিষ্ঠ হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না, সত্যবস্তুকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন। তিনি সকল জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি নির্দ্দোষ, বদান্য, ধীর, পবিত্র ও দৈন্য-সংভূষিত। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সুখকামনা থাকে না। তিনি নিজের জন্য ভুক্তিমুক্তিকামনাশূন্য হন। তিনি জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহোচিত উদ্যমান্বিত, স্থিরবুদ্ধি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাশূন্য। তাঁহার অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, জড়তা প্রভৃতি নাই। তিনি নিজে অমানী হইয়া সকলকে যথাযোগ্য মানদান করেন। নিজে গুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি অভিমানহীন। তিনি অসার আলোচনারহিত। তিনি অপরাধীর প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি ভগবৎসেবা-কার্য্যে দক্ষ।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে পচিশ প্রকার তটস্থগুণ উদিত হইয়াছে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত‍ই বৃদ্ধি হইবে। যেস্থলে এই সকল গুণের অভাব দেখা যায়, সেখানে ভক্তির অর্থাৎ কৃষ্ণে শরণাগতির অভাব অনিবার্য্যভাবে আছেই। ভগবানে শরণাগতিই ভক্তির মূল। শরণাগত ভক্ত। ভগবান্ ভক্তের বশীভূত—শরণাগতের আশ্রয়। ভগবান্ শরণাগত বৎসল। শরণাগতের আশ্রয় একমাত্র ভগবান্। সুতরাং ভগবচ্চরণে শরণাগতিই জীবস্বরূপের নিত্য শুদ্ধবৃত্তি। শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ—জীবের জীবন। অশরণাগত ভক্ত নহে। অভক্তের কোন গুণ নাই। অভক্ত সর্ব্বদোষাকর। গুণ—ভক্তের। শরণাগতি যাহার নাই, তাহাতে কোন গুণ থাকিতে পারে না। সুতরাং শরণাগতিই জীবস্বরূপের মুখ্য লক্ষণ আর অন্যান্য সকল গুণ তটস্থ। অশরণাগতের গুণসকল বস্ত্রহীন দেহে অলঙ্কার পরাইবার ন্যায়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

চট্টগ্রামে

শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টতম শাখা শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ অভয়গোবিন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১৬ই মার্চ্চ রবিবার দিবস চট্টগ্রাম সহরের সদরঘাটস্থ শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলা নবম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য তীর্থ-ভ্রমণ-লীলা আলোচনা করেন।

গত ১৭ই মার্চ্চ শ্রীবিদ্যানিধিগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারীজী ও শ্রীপাদ ত্রিভুবনমোহনদাস ব্রহ্মচারীজী মিরসরাই থানার ধুমনামক গ্রামের অধিবাসিগণের আগ্রহাতিশয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া স্থানীয় স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুত জে, এন রায় চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবসও তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ১৯শে মার্চ্চ শ্রীযুত নীরেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসাক্ষিগোপালের প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথা হইতে তাঁহারা মিঠানালা গ্রামনিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত মতিলাল দে তালুকদার মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া ২০শে মার্চ্চ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২১শে মার্চ্চ শ্রীপাদ অভয়গোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয় মঠ হইতে উক্ত তালুকদার মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর তীর্থভ্রমণ-লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২৩শে মার্চ্চ শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু সদরঘাটস্থ শ্রীশ্রীরাজ-রাজেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তীর্থভ্রমণ-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ শ্রীবিদ্যানিধিগৌড়ীয়-মঠে প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত, নবদ্বীপ প্রকাশ, গৌড়ীয় ও শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ আলোচিত হইতেছে।

জয়পুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পণ্ডপালশঙ্করদূত দাসাধিকারী ভক্তিপ্রসূন প্রভু দিল্লী গৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবকসহ গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে জয়পুর স্টেটে রওনা হন। তিনি ২১শে মার্চ্চ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ-চন্দ্র [illegible] মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করেন। তিনি ২২শে মার্চ্চ তারিখে একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিসার শ্রীযুত পি, এন্ মাথুর মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান হিন্দিভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা ভক্তির বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে স্থাপন করেন। প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলেও যে পাপবীজ অবিদ্যা থাকে, তাহা নামগ্রহণেই বিদূরিত হওয়া এবং আনুষঙ্গিকভাবে ঐ সমস্ত ফল নাম প্রদান করিলেও কৃষ্ণপ্রেম মুখ্যরূপে প্রদান করিয়া থাকেন [illegible] কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। [illegible] বহু সজ্জন [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায়

[illegible] অন্যতম প্রচারক উপদেশক [illegible] হইতে [illegible] শ্রীযুত [illegible] মহাশয়ের [illegible] তাঁহার [illegible] উপস্থিত হন [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬০০৫
সেবক—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এ

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রীজগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপচাতনয় দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রেমদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীপ্রদ্যুম্ন গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীবৃন্দাবনদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুগানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহপল্লী, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরামঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেশ্বরনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
বারদী, পোঃ বারদি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
মুক্তাগাছার পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীপরমানন্দবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া,
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীচন্দ্রমুখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীঋদ্ধিচন্দ্র দাস

সঙ্কেত বিহারীমঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীসুধীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবনি-বিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিনাশক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

অর্চ্চাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপ তিনাশক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীরত্নমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রদর্শ সদন
পোঃ রসুলপুর, পঞ্জাব
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়াময় দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমহকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডিডস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ক্যাভেণ্ডার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনন্দন ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীপরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসুন্দরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রাইভেটের প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রাইভেট প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৮৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিস্তৃত অবতারসম্বন্ধে বিশদ প্রেরিতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এ গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) ও অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মূল্য মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প প্রবাদ ও প্রবচনাদি দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। সম্পাদক মহাশয় ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ পোঃ ওয়ারী নারিন্দা ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, ইহাতে শাস্ত্রযুক্তিসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মানবগণের ধর্ম সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুমত ও ভক্তিসম্বন্ধে বহু ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ধর্ম, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান — মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসানের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদপ্রবর মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার গুরুদেবের পূর্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গুরুসেবার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য ও গৌরব আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র। তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ও টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে একত্র পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রাকৃপাদা বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও [illegible] [illegible] সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের এক অবলম্বন গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৯॥ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া নিবন্ধ আকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপারিন্টেন্ডেন্ট [illegible], [illegible] পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীল শ্রীধাম সম্বন্ধে গোস্বামিবর্গ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনকৃত গ্রন্থ, বেদ একত্র সমাবেশ [illegible] আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকল ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের [illegible] সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে [illegible] ব্রত উপবাসের তালিকা, [illegible] [illegible] ভাবে সম্বলিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫ ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] মাত্র [illegible] শ্রী[illegible] হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌর বিহার [illegible] গৌর মুখোপাধ্যায় [illegible] ও [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] উপদেশ [illegible] পণ্ডিত ও [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আচার্যবর্গের সিদ্ধান্তস্মৃতি অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক [illegible] আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্য সেবনীয়।

ভিক্ষা— [illegible] আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে নিখিল জগতের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১, ৩ নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

ফোন নং ২৪ পরগণা

REGD NO. C. 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ১৮ই চৈত্র ১৩৪৭ ১লা এপ্রিল, ১৯৪১ মঙ্গলবার [২১শ সংখ্যা

... প্রকাশিত হইয়াছে ... মূল্য ... উপন্যাস ... পোঃ—ধামরাই, ঢাকা

... পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

বাংলার বর্তমান লোকসংখ্যা

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন, সরকারী আদম-সুমারী হইতে জানা গিয়াছে, স্টেটস্‌ বাদে বাংলা দেশের ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা ৬ কোটির কিছু বেশী। ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা হইতে ইহা প্রায় শতকরা ২০জন বেশী। গত আদমসুমারীতে লোকসংখ্যা ছিল ৫,০১,১৪,০০০। কৈবর্ত্ত জানা ও মাহিষ্য ... পারা লোকের সংখ্যাও বেশ বাড়িয়াছে।

আসামের লোকসংখ্যা

ইউনাইটেড প্রেস আরও জানিতে পারিয়াছেন, গত ১০ বৎসরে আসামের লোকসংখ্যা ১৮'৯ জন বাড়িয়া ১৯৪১ সালে ১০২,২৭,০০০ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৭, ৪৮, ০০০ জন পুরুষ, ৫১,৮০০০০ জন স্ত্রীলোক। ২২, ৩০, ৭০০ শিক্ষিতের ১০ ৩২, ৮০০ জন পুরুষ ও ১১১, ৯০০ জন স্ত্রীলোক।

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের "জর্জ দি ফিফথ" অধ্যাপক ডাঃ স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ উক্ত পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা' বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের (স্যার) পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী জুলাই তিনি নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহার ... পদের নাম হইবে 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার 'স্যার সয়াজি রাও অধ্যাপক।' এই নিয়োগ দ্বারা তাঁহার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য অথবা বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের কার্য্য-সম্পাদনে অসুবিধা ঘটিবে না। প্রকাশ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে ও বরোদা মহারাজের সমর্থনে স্যার সর্ব্বপল্লী নূতন কার্য্যে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট গত শুক্রবার এক সভায় স্যার সর্ব্বপল্লীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গুণবত্তার প্রশংসা করিয়া সিণ্ডিকেট সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ইমারিটাস (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসার পদে গণ্য করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

গত ২০ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তিনি যে সদয় ব্যবহার পাইয়াছেন, স্যার রাধাকৃষ্ণণ পদত্যাগপত্রে তাহার উল্লেখ করেন। তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলার অধিবাসীদের সেবায় তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটিয়াছে। জুলাই মাসে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলেও ইহার প্রতি তাঁহার ভালবাসা স্থায়ী হইবে। কর্তব্যের অনুরোধেই তিনি পদত্যাগ করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মূল্যবান্ সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সিণ্ডিকেট তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে স্থির করিয়াছেন।

২জন হত ও ৮জন আহত

শিকারপুরের নিকট একটি জমি লইয়া বিতর্কের ফলে কয়েকজন সেপুচি-স্থানবাসী অপর এক দলের উপর গুলী বর্ষণ করে, ফলে দুইজন নিহত ও আট জন আহত হইয়াছে। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আসাম-আইন সংশোধন বিল

আসাম পরিষদে অন্য আইন-সংশোধন বিল (১৯৪০) গৃহীত হইয়াছে। বিলটিতে ১৮৯১ সালের অন্য আইনের ৬৩নং ধারাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছে। আসাম রাজস্ব ট্রাইবুনাল বিলটি (১৯৩৯) সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ২০শে জুন তারিখে উক্ত কমিটি তাহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। বিলটিতে ট্রাইবুনাল গঠন তন্ত্রটি কিরূপ হইবে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার একজন সদস্যের হাইকোর্টের বিচারপতির যোগ্যতা থাকিবে।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ

এই প্রদেশের মাদ্রাসা-শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্বন্ধে বিবেচনার ও তৎসম্পর্কে সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার ১৯৩৮ সনের জুলাই মাসে সরকারী ও বেসরকারী সদস্য দ্বারা এবং পণ্ডিতদের ও ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। খাঁ বাহাদুর ... মৌলাবক্স কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং বাংলা সরকার উহা মূল রিপোর্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, নূতন ও পুরাতন সকল মাদ্রাসা এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রাদেশিক আইন-সভার অনুমোদিত আইনের দ্বারা ইস্‌লামিক বিদ্যালয়সমূহের একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপন করার জন্য অবিলম্বে চেষ্টা করা হউক এবং তজ্জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশন অথবা যথাসম্ভব শীঘ্র একটি বিল উপস্থিত করা হউক।

মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ক্ষমতা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্পণ করা হউক।

কমিটির মতে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্তদের নিয়োগ দ্বারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে না। নূতন ও পুরাতন মাদ্রাসায় ছাত্রদিগকে অধিকসংখ্যক বৃত্তি ও পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

উত্তর বাংলায় ... 'দক্ষিণ বঙ্গে' শিক্ষা ... দেখার উদ্দেশ্যে রাজশাহী মাদ্রাসাকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করা হউক।

... ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পাঠ্যতালিকায় ... উপর জোর দেওয়া হউক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] Foreword, [illegible] Preface [illegible] Contents [illegible] Index Glossary [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] বঙ্গভাষায় [illegible] সংস্করণ [illegible]

সটীক শরণাগতি

[illegible] শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] শরণাগতি [illegible] টীকা, [illegible] গৌড়ীয় [illegible]

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দ কশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত [illegible] এম এ [illegible]

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- [illegible] এই প্রথম প্রকাশ। [illegible] হইয়াছে।

[illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিঃ, ৩।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

[illegible] শ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সজ্জনতোষণী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড—৷০, ২য় খণ্ড—৲, তৃতীয় খণ্ড—৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৷০, ২য় খণ্ড—৲, ৩য় খণ্ড	৷০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১০
৯	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৷০
১৪।	ভক্ত-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে নিবন্ধ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৷০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	স্বানন্দ সুখদ	৷০
১৯	তর্ক-বিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৵০
২২।	ভজন রহস্য	৷০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতা কেবল মূলমাত্র	৷০
২৭।	মুক্তিমল্লিকা জগন্মোহনঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তস্যমন্তকঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৷০)	
৩০।	শ্রীনবদ্বীপ দর্শন	০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	৷০
৩৩।	নবদ্বীপভাব-তরঙ্গ	৷০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	০
৩৫	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৵০
৩৭।	ঐ বড় ও	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	৴১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৷০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২৷০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৴১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১
৪৯।	অর্চ্চনকল্প	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷০
৫৪।	শ্রীকৃষ্ণার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	তারতম্য ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫৯	সিদ্ধান্তদর্পণ	/০
৬০।	সাংখ্যবাণী	/০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	৷০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ	।০
৬৫।	সটীকা শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	/০
৬৯।	সারাংশবর্ণনম্	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রামানন্দ	৷০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	৷০
৭২।	নামভজন	/০
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজি এণ্ড অন্টলজি	৷০
৭৪।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড	৷৵০
৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৷৵
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	৷০
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইট	/০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	০
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৮৫।	সাধনপথ	৷০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭।	গীতাবলী	৴১০
৮৮।	শরণাগতি	/০
৮৯।	প্রার্থনা-প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা	৷৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	সদ্বাণী	৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY 'NADIA PRAKASH'

শ্রীধামের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ } ১৯ বিষ্ণু ৪৫৪ গৌরাব্দ ১৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১লা এপ্রিল ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ২১শ সংখ্যা

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিমল নামক বিবৃত ভাষ্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ বিষ্ণু শ্রাবণ প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৫

দীক্ষার পূর্ণাপ্তিই সিদ্ধি

অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেব বদ্ধজীবকে যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহাই দীক্ষা। সেই দিব্যজ্ঞানে অপ্রাকৃত বিবেক উদিত হয়। অপ্রাকৃত বিবেকাভাবেই জীব প্রাকৃত বিবেকানন্দ থাকে এবং সেই প্রাকৃত বিবেকানন্দে মত্ত হইয়া অর্থাৎ প্রাকৃত বিবেকানন্দকে বহুমানন করিয়া আরোহবাদী হইয়া পড়ে। দীক্ষার অনুকরণ বা দীক্ষাবাধকে দীক্ষা বলা যায় না। বর্ত্তমানে হরিবিমুখভোগময়ী চেষ্টাকে যে দীক্ষা-ক্রিয়া বলা হইতেছে, তাহা প্রকৃত দীক্ষা পদবাচ্য নহে। তাহা গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় একজনের দেখাদেখি আর একজনের মতে মত দেওয়ার ন্যায়। দীক্ষা একটী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া বা জড় ব্যাপার মাত্র নহে। ইহা চেতনের বৃত্তি। যেখানে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান, সেখানে ভোগবুদ্ধি ও অন্যাভিলাষিতা নাই। সমধর্ম্মই সমধর্ম্মকে আকর্ষণ করে। সমভাবে সমভাবেই বন্ধুত্ব হয়। সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট না হইলে বন্ধুত্ব, প্রীতি বা সম্বন্ধ হয় না। 'আমি কৃষ্ণের দাসানুদাস' এই দিব্যজ্ঞান কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই দিতে পারেন। এই অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান যেখানে নাই, সেখানে আবার দীক্ষার কি কথা আছে? দীক্ষা একটা কথার কথা নহে, তাহাতে চেতনের সাড়া আছে—কৃপার উপলব্ধি আছে—চেতনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। তত্ত্ব কোবিদগণ যাহা হইতে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, তাহাকেই দীক্ষা বলিয়াছেন।

অপ্রাকৃত জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞানের অপর নামই দীক্ষা। দীক্ষাদাতার সহিত দীক্ষিতের সম্বন্ধ নিত্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ' মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥

শ্রৌতপন্থীই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষালাভের অধিকারী। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুর শ্রীপাদপদ্মে অনুগত ও প্রপন্ন না হইলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। দীক্ষা, দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃতানুভূতি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগপথের পথিক থাকাকালে লাভ হয় না। দিব্যজ্ঞান-হীন ব্যক্তি দুর্ব্বল। মায়ার উপর প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা এবং মায়া ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইবার আকাঙ্ক্ষা—এই দুই প্রকার দুর্ব্বলতা বলদেবের কৃপায় দীক্ষালাভপ্রভাবে যায়। অপ্রাকৃত জ্ঞানই বল, আর প্রাকৃত অভিমানই দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বল বা প্রাকৃত বলী ভীত ও সন্ত্রস্ত, কিন্তু অপ্রাকৃত বল যেখানে, সেখানে ভীতি নাই। যিনি নিবেদিতাত্মা, দীক্ষিত, বলী বা রক্ষিত, তাঁহার আবার ভয় কিসের? ভীতি ও ভক্তি, আলো ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রভুত্ব ও দাস্য, 'গুরুর আমি' ও 'লঘুর আমি' যুগপৎ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। ভক্তিতে ভয়, ক্লেশ, অশুভ প্রভৃতি নাই। যে দীক্ষায় নিজেকে কৃষ্ণদাসানুদাস বলিয়া অভিমান নাই, তাহা দীক্ষার পরিবর্ত্তে দীক্ষা-অভিনয় মাত্র। দীক্ষা সামাজিক ও ব্যবহারিক কৃত্যবিশেষ নহে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দীক্ষানুকরণ-চেষ্টার সহিত ভক্তিযাজীর দীক্ষা এক নহে। দীক্ষার দ্বারা অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভ এবং পাপের সম্যগ্‌রূপ ক্ষয় অর্থাৎ ফলোন্মুখ প্রারব্ধ, প্রারব্ধের উন্মুখ বীজ, বীজকারণ কূট ও অপ্রারব্ধ পাপ, এবং অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয়। কর্ম্মদীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষয় হইলেও পাপবীজ ও অবিদ্যা নষ্ট না হওয়ায় পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান বা যোগদীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ পাপ-বীজের সহিত বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ পাপ ও অবিদ্যাসমূহ বিনষ্ট না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে আত্যন্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। এইজন্যই জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ পাপভোগ ও পুনরাবৃত্তির কথা শাস্ত্রে শুনা যায়। কিন্তু ক্লেশঘ্নী বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রারম্ভমাত্রে সমগ্র পাপমূল উৎপাটিত হইয়া থাকে। তবে যে অনেকস্থলে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ বা পাপপ্রবৃত্তি প্রতীয়মান হয়, উহা উৎপাটিতমূল বৃক্ষের সজীবতা-লক্ষণের ন্যায় অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাতে সজীবতার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ।

দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও প্রাকৃত থাকিতে পারেন না। অন্যথা প্রাকৃত কি করিয়া দেবতা বা অপ্রাকৃতের সেবা করিবে? ঐ প্রাকৃত অভিমান লইয়া অর্থাৎ জড়ত্ব থাকিতে পরম তত্ত্বের সেবা হয় না। সেইজন্যই শাস্ত্রে পুরাণ পূর্ণে আত্মশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধির কথা আছে। 'আমি কৃষ্ণের দাসানুদাস' এই অপ্রাকৃত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ভূতশুদ্ধি। অপ্রাকৃত সাধুগুরুর সঙ্গপ্রভাবে এই অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ হয়। দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত। তিনি স্পর্শমণি। স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিয়া কোন ধাতুবিশেষ পূর্ব্বাবস্থা সংরক্ষা করিতে পারে না। সেইরূপ স্পর্শমণিসদৃশ সাধুগুরুর সংস্পর্শ আসিলে তাঁহাদের সঙ্গ-সৌভাগ্য হইলে কাহারও পূর্ব্ব ইতিহাস বা প্রাকৃত অভিমান থাকিতে পারে না। গুরুদেবের সঙ্গপ্রভাবে কুৎসিতও সুন্দর হইয়া যায়, ইহাই সৎসঙ্গের ধর্ম্ম। কিন্তু সাধুগুরু চরণাশ্রয় করিয়াও যেখানে প্রাকৃত অভিমান যাইতেছে না, অন্যের অশুদ্ধতা বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইতেছে না, তখন যে সাধুগুরুর প্রসঙ্গ বা সংস্পর্শ হইতেছে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মহাসৌভাগ্যবান্ শ্রদ্ধাযুক্ত জীব গুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া শরণাগত বা প্রপন্ন হইলে গুরুকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে আত্মসম অর্থাৎ অপ্রাকৃত করিয়া থাকেন। যিনি অপ্রাকৃত হইতে পারিলেন না তাঁহার দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই। তিনি কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার অধিকার পাইলেন না। কারণ, 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' এই ন্যায়ানুসারে প্রাকৃত কখনও অপ্রাকৃতের সেবা করিতে পারে না।

গুরু ও শিষ্য উভয়েই অপ্রাকৃত। যাঁহার অস্মিতা প্রাকৃত রাজ্যে কোন বস্তুতে নাই, তিনিই অপ্রাকৃত। দেহ ও মনোধর্ম্মের কোন প্রাকৃত অভিমান অপ্রাকৃতে নাই। অপ্রাকৃত কখনও প্রাকৃত ভূমিকায় প্রাকৃত মনের দ্বারা বিচার্য্য হয়েন না। সুতরাং

তাঁহার যে প্রাকৃত অভিমান থাকিতেই পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এ সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়া গেন,—

পুষ্প ফলহীন, তুমি সর্ব্ব,
দেখেছ দেখে মন।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥

অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে প্রাকৃত সাময়িক বস্তুর অনিত্য অভিমান ছাড়িয়া কৃষ্ণদাসে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উপদেশ দেন। শ্রীগুরু পাদপদ্ম সমর্পণে কৃষ্ণসাধনার নামের শ্রবণরূপে সখ্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে পারিক্ষণ দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যেন অর্জন করিতে শিষ্য যখন সম্যক্‌ভাবে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ভোগোন্নত সম্পত্তি লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন, তখনই তাঁহার দীক্ষার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়।

অনেকে মনে করেন, দীক্ষার বাহ্য অনুষ্ঠান কার্যটি হইলেই তাঁর দীক্ষা শেষ হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথা তাহা নহে। জীব সদ্‌গুরুপাদপদ্ম হইতে মন্ত্র পাইবার মুহূর্ত হইতেই দিব্যজ্ঞানলাভের পথের পথিক হন। অপরপক্ষে কোর্ণ ছাত্র কলেজে প্রবেশ করিবার দিন মনে করে যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিলেই এ বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারি না। ছাত্র যদি কলেজে ভর্তি হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করত পরিশ্রমের সহিত নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করে তবে উপাধি লাভ হয়। সেইরূপ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভক্তিসাধনার নিয়মের সহিত গুরুসেবা ও সাধনভজন করিয়া নিজ নিষ্কিঞ্চন ভাবে অবস্থিত, হৃদয়ের দুর্বলতা ও আসক্তি প্রাকৃত স্থূলত্ব অতিক্রম করিয়া সাধ্য ভগবদ্ভক্তি ও শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। সেই দিব্যজ্ঞান ও প্রেম লাভ করিবার সৌভাগ্য হইলে জীবের দীক্ষার পূর্ণতা লাভ হয়।

দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট প্রপত্তিস্বীকার না করা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পড়িয়াও লোক জগতে শুধু ভার বহন করিতে হয়। গুরুতে আত্মস্বীকার না করিয়া নিজের মনের খেয়ালে চলিলে কোন কালেও মঙ্গল হইবে না। সুতরাং দীক্ষাগ্রহণ ছাড়া গতি নাই। অতএব দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে যতদিন প্রপত্তিস্বীকার না করিব, ততদিন আমরা মঙ্গলের রাস্তা দেখিতে পাইব না। অদীক্ষিত অর্চ্চন করিতে পারে না। মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চন হয়। মন্ত্রের দ্বারা সংসারমোচন এবং মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম দ্বারা হরিচরণ-প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রে যাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও রুচি আছে, তাঁহাদের বাহ্য দীক্ষাগ্রহণের অপেক্ষা নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কোন অনর্থগ্রস্ত জীব যদি দীক্ষাগুরুগণের প্রতি অবজ্ঞা করে, তবে সে ব্যক্তি গুর্ব্ববজ্ঞা-জনিত মহা অপরাধী হয় এবং ভগবানের নিকট দিন দিন পাপ হয় না। শুদ্ধান্তঃকরণে পবিত্রের অন্তরঙ্গতা যেখানে স্থান পাইয়াছে, সেখানে হরিভজনের কোন কথা নাই। তাই বদ্ধজীবমাত্রেরই মন্ত্রগ্রহণের কথা শাস্ত্রে শুনা যায়। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন যে, স্বভাবতঃ দেহাদি সম্বন্ধ দ্বারা কদর্য্যচরিত্র, বিক্ষিপ্তচিত্ত, অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের অনর্থ সংকোচনার্থ শাস্ত্রাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাগ্রহণ-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি সেই শাস্ত্রশাসন উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগের শাস্ত্রাবজ্ঞারূপ দোষ বা নামাপরাধ হইয়া থাকে। সুতরাং সেইরূপ নামাপরাধী ব্যক্তি নামাভাস গ্রহণ করিয়াও কোনদিন মঙ্গললাভ করিতে পারে না।

দীক্ষামন্ত্রে পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে বিভিন্ন ভাব গ্রহণের কথা আছে। উপাসনা পঞ্চবিধ—বৈদিকী, পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। এই ত্রিবিধ দীক্ষার কোনটিই সাধিত হয় না। দীক্ষাবিধানটি বৈধী ভক্তির ক্রিয়াবিশেষ বৌধভক্তি লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রমুখে উহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। শ্রীমদ্‌ ভাগবতের 'বিনীতানধ প্রত্যালীন্ স্বকৃত্যা কাঙ্ক্ষিতোহথেষু' প্রভৃতি বাক্য শাস্ত্রোক্ত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কারের বিধান প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ দিগ্‌দর্শনী টীকায় দীক্ষিত নরমাত্রেরই বিপ্রভাব সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩য় অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে 'দীক্ষাপরপ্রকরণাৎ' বাক্যের টীকায় স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দীক্ষার প্রভাবে জীব, ব্রাহ্মণ, তুল্য হয়।

পাষণ্ড, ভক্তি ও সেবাহীন হইলে দীক্ষা গ্রহণ করা যায় না। তিনি দীক্ষা অর্থাৎ অপ্রাকৃত জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে চান, তিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শ্রীগুরুর সমীপে অভিগমন করিবেন। এ জগতের কোন আশা রাখিয়া দীক্ষাগ্রহণ করা হয় না। শ্রেয়স্কর শাস্ত্র দীক্ষাকালে আত্মসমর্পণের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং যেখানে আত্মসমর্পণ নাই, সেখানে দীক্ষাও নাই।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"যখন সংসার অবরোধে হয়, তখন গুরুর কাছে দীক্ষাপ্রার্থনা হয়। তখন অচ্যুতের নিজজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। শরণাগত হ'লে—অকিঞ্চন হ'লে সেই দেহ আর জড় দেহ নয়। বাসনাযুক্ত জীবের ভোগ্যপুষ্প ও ঠাকুর-সেবার পুষ্প পৃথক্‌। প্রসাদ ও ডালভাত এক নয়। শরণাগতের দেহ আবরণ নয় বলা দেহ না। যিনি গুরুকৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ করেছেন, তিনি কৃষ্ণের জন হ'য়ে গেলেন। ভক্ত অপ্রাকৃত। ভক্তিময় দেহটী প্রাকৃত নয়। আত্মসমর্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিনোদী ভাবযুক্ত দেহটীর উদয় ভক্তিময় দেহটী আসছে। জড় চিৎ হ'চ্ছে না। জড় কখনও চিৎ হয় না। ডালভাত কখনও প্রসাদ হয় না। প্রসাদ কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করেন। ভোগ্য সেবা হ'ল বা জড় চিৎ হ'ল একরূপ নয়। সেবাময় দেহটী বাহিরে প্রকাশ হ'চ্ছে। ভগবৎকৃপায় ভক্তি-বিরোধিতারূপ জড়ত্ব ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। অধোক্ষজ অক্ষরাকারে নাম ও মন্ত্ররূপে যেখানে অবতীর্ণ, সেখানে দীক্ষা। আত্ম-নিবেদনকারী বা প্রপন্ন শরণাগত ব্যক্তি যখন দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করে, তখন তাঁ'র স্বরূপের দেহ অবতীর্ণ হয়। যদি স্বরূপের দেহ প্রকাশিত না হয়, ভোগের বুদ্ধি থাকে, তবে দীক্ষা হয় নাই বুঝতে হ'বে। দীক্ষা সন্ধ্যা পাঠের কয়েক মুহূর্ত বা মন্ত্রগ্রহণ, বা মন্ত্রদানকালমাত্র-ব্যাপিরূপে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। উহা সিদ্ধি পর্য্যন্ত নিয়ম পূর্ব্বক জীবনব্যাপী ব্যাপী। ইহা ভুলিলে চলিবে না। দীক্ষার পরেও যদি ভোগবুদ্ধি থাকে, তবে দেহ চিদানন্দময় হয় নাই। ভজন করতে করতে বিষয়-ভোগবাসনা কমতে থাকে, ক্রমশঃ হরির দিকে রুচি হয়। ইহাই দীক্ষার ফল। কিন্তু তা না হ'য়ে যদি মায়ার দিকে রুচি থাকে, তবে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান হয় না। ভগবৎকৃপায় যদি ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্ত বর্ত্তমান, অহৈতুকী ভগবৎপ্রীতি বা সেবা জগতে প্রকাশিত না হয়, তা' হ'লে দীক্ষা হ'য়েছে কি ক'রে বলব? ভক্তি হ'ল না। ভক্তির ক্রিয়াগুলি আছে, বা বলছি, স'রে যাচ্ছে এবং স্বরূপ প্রকাশিত হ'চ্ছে।

দীক্ষা সাধনকাল পর্য্যন্ত, দীক্ষার পূর্ণপ্রাপ্তি সিদ্ধি। অপ্রাকৃত দেহই আত্মা। অপ্রাকৃত ব্রজবাসীর গৃহে অপ্রাকৃত জন্মগ্রহণ করার নাম দীক্ষা। যখন স্বপ্রকাশজ্ঞান লাভ হয়, যখন প্রেমের উদয় হয়, তখনই দীক্ষার পূর্ণপ্রাপ্তি। যেখানে দেহ ও মনের বিশ্বের সহিত সম্পর্ক, সেখানে উহাকে অভক্ত বলা হয়। কৃষ্ণদাসবৃত্তি যেখানে সেইখানেই চিদানন্দ। খাবের মধ্যে পর ফাছে হ'লে পাথের মূল্য। Pipeএর প্রয়োজন আছে। যে পাত্রে গঙ্গাজল আছে সে পাত্রটী পূজ্য। গঙ্গাজল ও পাত্র একজাতীয় না হইলেও পাত্র গঙ্গাজল ধারণ ক'রেছে ব'লে তাহা পূজ্য নয়। পাঞ্চভৌতিক দেহের উপকরণ আলাদা, তবে কৃষ্ণনাম যখন আত্মা হ'তে মনে ও দেহে ব্যাপ্ত হয় তখন তাহা চিদানন্দময় হয়। রসোদয় পর্য্যন্ত দীক্ষা। রসোদয়ের জন্য ভজনের যে নিয়ম বা whole course of regulation and regularity তাহাই দীক্ষা। দুইদিক হ'তে সেই নিয়ম পালনপূর্ব্বক নিজ স্বরূপকে প্রকট করা'বার জন্য যত্ন করতে হ'বে। অনুকূলগ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জন যুগপৎ চলতে থাকবে। এরূপ ক'রে দীক্ষা চলতে থাকে। দীক্ষা হ'লে সেই শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণের জন্ম হয়।"

—-—

অর্চ্চন

—:০:—

নবধা ভক্তির পঞ্চমাঙ্গ অর্চ্চন। অর্চ্চন বলিতে মন্ত্রাদি সহযোগে বিধি অনুসারে প্রয়োগপদ্ধতিক্রমে শ্রীবিগ্রহের পূজা বুঝায়। অর্চ্চনকারী অবশ্য মন্ত্রগুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। অর্চ্চন-প্রভাবে আমাদের সেবাবৃত্তি পারমার্থিক হয়; সুতরাং ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত সেবকের অর্চ্চন অবশ্য করণীয়, সুতরাং দীক্ষাও একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য শ্রীনামসংকীর্ত্তন-স্মরণে দীক্ষার অনিবার্য্য অপেক্ষা নাই; যথা, "দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।" কিন্তু শ্রীনামগ্রহণকীর্ত্তনকারিগণের সেবায় লাভ পারমার্থিক সেবাবুদ্ধি-যোগ্যে। সেই নিমিত্ত অর্চ্চন ও মন্ত্র দীক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নিরন্তর দেহোদ্ভব জীবের একান্তভাবে সেবাই কর্ত্তব্য হয়। যথা—

শ্রী-বিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ
কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ
পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ
সখ্যেহর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং
পরম্॥

পরীক্ষিৎ বিষ্ণু শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন, শুকদেব কীর্ত্তন দ্বারা, প্রহ্লাদ স্মরণদ্বারা, লক্ষ্মী পাদসেবন দ্বারা, পৃথু অর্চ্চন দ্বারা, অক্রূর বন্দন দ্বারা, হনুমান দাস্য দ্বারা, অর্জ্জুন সখ্য দ্বারা ও বলি আত্মনিবেদন দ্বারা সম্যক্‌রূপে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। তাহা হইলেও এ সকল অনুরাগমার্গের কথা। কিন্তু বৈধমার্গে অর্চ্চনমার্গ অবশ্য অবলম্বনীয়। যাঁহারা সম্প্রতিষ্ঠান্ গৃহস্থ, তাঁহাদের অর্চ্চন-মার্গই প্রধান। তাহা না করিলে নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল শ্রবণাদিতে নিষ্ঠা দেখাইলে কপট বিষয়ীরই প্রকাশ পায়।

আর অপর কর্ত্তৃক অর্চ্চন করান—যেমন বৃত্তিক বেতন দ্বারা বিগ্রহসেবা—ইহাতে ব্যবহারনিষ্ঠার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। ইহা অশ্রদ্ধাময় বলিয়া হীন। কেহ কেহ বলেন, গৃহস্থের দেবসেবার প্রয়োজন, তাহার অর্চ্চনে প্রতাবায়। কিন্তু উহা শাস্ত্রাজ্ঞাদিতে উক্ত

সেরূপ। স্থূল অনুষ্ঠান করিলে যেমন স্বতন্ত্রভাবে পত্র ও শিরায় জলসেকের আবশ্যকতা নাই, মূলদেশে বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধিত হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর অর্চ্চনে দেবতা-পিতৃগণের তৃপ্তিযজ্ঞ সাধিত হয়, স্বতন্ত্র ভাবে ঐগুলি সাধনের আবশ্যক নাই। অতএব ঐ পক্ষে ধনবৃদ্ধির জন্য ভগবদর্চ্চন একান্ত আবশ্যক, অকরণে মহান্ দোষ। দীক্ষিতগণ অর্চ্চন না করিলে তাঁহাদের নরকপাত হইয়া থাকে। তবে অপরজনের প্রতি অগ্নিপুরাণানুসারী এই ব্যবস্থা,—

"পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এখানে বলিয়াছেন,—"যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ" অর্থাৎ অর্চ্চন। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে হরির পূজা দর্শন করেন বা পূজিত হরিদর্শনে আনন্দ লাভ করেন, তিনি অর্চ্চনের ফল লাভ করেন।

অর্চ্চন দ্বিবিধ, কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। কেবলার্চ্চন নিরপেক্ষ প্রধান ভক্তদিগের পক্ষে। আর কর্ম্মমিশ্র তাঁহাদের পক্ষে, যাঁহাদের প্রায় বাহ্যিক ভক্তাভিমান লক্ষণে লক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, একাদশীব্রত অর্চ্চনের অন্তর্ভুক্ত। অর্চ্চনমার্গে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ বর্জ্জনীয়। এই সকল অপরাধ খণ্ডনের অনেক ব্যবস্থা আছে। সকলেরই মূল আচার এই যে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ও তুলসীর কাষ্ঠের অর্চ্চন।

অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে মানসপূজা বিহিত। [illegible] "[illegible] মানসং [illegible] প্রিয়ঃ। [illegible] কীর্ত্তিঃ [illegible]। [illegible] অষ্টধা প্রতিমার অন্তর্গত মনোময়ী।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

যদি বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে মানস পূজারও বিশেষ গৌরব আছে। এই মানসপূজাতেই অষ্টে সার্ব্বিকী সেবা বিশেষভাবে কৃত হয়। পূজার উপচারসমূহ সমস্তই মানসিক, তবে মানস পূজায় একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মানসপূজার উৎকর্ষ একটী উপাখ্যানে উক্ত আখ্যানে দেখা যায়। দাক্ষিণাত্য দেশে প্রতিষ্ঠানপুর নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও নিজেকে কপর্দ্দকের ভাগী জানিয়া অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার চিত্ত দারিদ্র্যপ্রযুক্ত কোনরূপ গ্লানি ছিল না। সদ্‌বুদ্ধিপ্রযুক্ত তিনি চিত্তে শান্তি পাইয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি বিপ্রবৃন্দগণের সভায় বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম মানসেও সিদ্ধ হয়, শ্রবণ করিয়া তিনি দারিদ্র্যজনিত অভাবের কাম হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ভাবিলেন যদি মনে মনে পূজায় ভক্তি হয়, তবে অর্থ না থাকিলেও ক্ষতি নাই। এইভাবে তিনি মানসপূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি গোদাবরীতে স্নান করিয়া প্রাণায়ামাদি করণ এবং মানস আহ্নিক হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজে কৌষেয় বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক রত্নসুবর্ণ ঘট গঙ্গাদি সকল তীর্থের জল আহরণপূর্ব্বক স্নান [illegible] দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক মনোময় বিগ্রহের স্নান হইতে আরাত্রিক পর্য্যন্ত ষোড়শ উপচারে পূজা করিয়া প্রত্যহ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। এইরূপে বহুকাল মানস উপচারে পূজা করিতে করিতে একদা মনে মনে ঘৃত সহিত পরমান্ন পাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে ভগবানকে ভোগ দিতে গিয়ে অঙ্গুষ্ঠ পায়স যেমন ছুঁইলেন অমনি অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন। সেই কষ্টে সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন বাস্তবেও অঙ্গুষ্ঠপ্রান্ত দগ্ধ দেখিয়া ক্লিষ্ট হইলেন। একাগ্রচিত্তে তন্ময় হওয়ায় তাঁহার এই মানস-পূজার অদ্ভুত মহিমা। এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া বৈকুণ্ঠ উপস্থিত বৈকুণ্ঠপতি হাসিলেন। তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী পতির হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বিপ্রকে বিমানযোগে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে স্বনিকট রাখিলেন। [illegible] সৌভাগ্য লোকের বৈকুণ্ঠবাসী [illegible] [illegible] [illegible] ধর্ম্ম পালন করিতেন। অতএব মনোময় বিগ্রহ স্থাপন করিয়া মনোময় উপচারে [illegible] শ্রীহরির পূজা করিতে পারিলে তাহার [illegible] আর অন্য সৌভাগ্য হইতে পারে না। তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহার শ্রীহরির পূজার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহার দ্রব্যের অভাব নাই, [illegible] অভাব নাই। তিনি নিষ্কপটে নির্জ্জন একান্তে শ্রীহরির পূজার উপযোগী দেহ ও মন পাইয়াছেন, তাঁহার যাঁহার নিকট পাওয়া গিয়াছে তাঁহারই পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত করিতে পারিলে তাঁহার আর বেশী বেগ পাইতে হইবে না।

তবে সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক প্রকারান্তরে সাধুসঙ্গ। সাধুগুরুপাদাশ্রয় হওয়া চাই। তাহা হইলেই সুষ্ঠু ভজন কিম্বা আরম্ভ হইবে। তৎপূর্ব্বে যে ভাব-চেষ্টা তাহা উৎপাতেরই কারণ।"

কনিষ্ঠাধিকারীর প্রতি অনুগ্রহ কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান্ স্বয়, অর্চ্চাবিগ্রহরূপে এই বিশ্বে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদের বলিয়া থাকেন,— 'অর্চ্চাবিগ্রহের কৃপা হইতে সংখ্যাধীন কৃপা হইবে এবং ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তির অধিকার [illegible] বৈষ্ণবতারগণের কৃপায় স্ফূর্ত্তি হইবে। শ্রবণাদির পরিমার্জ্জনাদ্বারে শ্রীশ্রী গ্রহ অপ্রাকৃত বস্তু। অর্চ্চন শব্দের (প্রয়োগ) আশ্রয় লইতেই হইবে। শব্দাবতারের অবতরণ ব্যতীত কোন ভাগ্যেরই কলিযুগে কাম্যকরী হয় না। হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র পরতম অনুশীলন [illegible] একমাত্র হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য খুঁটিনাটির দিকে মন দিবার আমাদের সময় থাকিবে না, তবে সৌভাগ্যের উদয় হইবে। [illegible] ও চিত্ত-দর্পণ-মার্জ্জনের জন্য অর্চ্চনের ব্যবস্থা। [illegible] না করিয়া ও [illegible] নানা [illegible]। করিবার জন্য অর্চ্চন নামে নানাবিধ বিধি দেখিতে পাই। যথা,—মনে মনে শ্রীবিগ্রহের [illegible] [illegible] অনন্য [illegible] ব্যবস্থ, মন্দির মার্জ্জনাদি ও আরাত্রিক-কালে [illegible] সহস্র দণ্ডবৎ প্রণামাদি [illegible] প্রভৃতি। অর্চ্চন মার্গীর [illegible] পরিক্রমার চিহ্নস্থানে [illegible] অনুশীলন [illegible] যে [illegible] দণ্ড প্রতি, তাহা একটী [illegible] ব্যাপার তাহাই পূর্ণ আত্মনিবেদন। কিন্তু [illegible] শ্রীরাধার [illegible] প্রণাম [illegible] নাই, [illegible] [illegible] বিশেষ।"

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ।

শ্রীমা[illegible] ভক্তি [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] ক্রমশঃ [illegible] [illegible] ভগবদ্ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা [illegible] [illegible] [illegible] ক্রমশঃ [illegible] ঐকান্তিক [illegible] [illegible] আসক্তি, ভাব ও প্রেম [illegible] [illegible] কৃষ্ণ [illegible] হয়।

— — —

প্রচার-প্রসঙ্গ

—::•::—

বার্দ্ধায়

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা [illegible] গৌড়ীয় মঠের [illegible] গত [illegible] তারিখ [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] নামক নগরে স্থানীয় [illegible] শ্রীযুক্ত অনুরোধে [illegible] মহোদয়ের [illegible] উপস্থিত [illegible] করেন। [illegible] স্থানীয় [illegible] মিঃ এস, সি [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ [illegible] [illegible]।

গত ৫ই হইতে ৮ই মার্চ্চ [illegible] [illegible] টেম্পল [illegible] ধর্ম্মশালা ও রেঙ্গুণ সোসিয়াল ক্লাবে [illegible] শ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলা-প্রদর্শনমুখে যথাক্রমে তেলেগু হিন্দি, তামিল ও বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৯ই তারিখে [illegible] নামক স্থানে গৌরাঙ্গমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ১১ই মার্চ্চ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হরি [illegible] [illegible] [illegible] সম্পন্ন করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহোদয়গণ [illegible] করা হয়। উহাতে [illegible] [illegible], এম-এ, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], মিঃ এস, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রোপ্রাইটার মি প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১৭ই মার্চ্চ হইতে [illegible] মার্চ্চ পর্য্যন্ত [illegible] [illegible], নানা স্থানে ও [illegible] সহরসমূহে [illegible] কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা ধারাওয়াড়ী নামক স্থানে গমন করিয়াছেন।

— —

জয়পুরে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ [illegible]

কলিকাতা [illegible]

সেবক [illegible]

[illegible] মন্দির

[illegible]

সেবক – শ্রী[illegible]দাস [illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible] নদীয়া

সেবক – [illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহারাজপুরের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি [illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible]

সেবক শ্রী[illegible]

প্রভুপাদ [illegible]

[illegible]

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible] পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগোপীনাথ [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ সমুদ্র[illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক – [illegible] ব্রহ্মচারী

সারস্বত [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক শ্রী[illegible] অধিকারী

কৃষ্ণনগর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, [illegible]

সেবক – শ্রী[illegible] অধিকারী

সুবর্ণ বিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible])

পোঃ [illegible], নদীয়া

সেবক – শ্রী[illegible] বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক —শ্রী[illegible]

[illegible] ভবন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক [illegible] ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible] পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক — শ্রী[illegible]

[illegible] গৌড়ীয় মঠালয়

সেবক – শ্রী[illegible]

চুঁচুড়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

সেবক – শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

গোপালজিউ মঠ

[illegible] ঢাকা

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ

[illegible] (ঢাকা)

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

সেবক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible]

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible], আসাম

সেবক শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক – শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮ নং [illegible], বেনারস সিটি

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible] চৈতন্যমঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত মঠপীঠ

[illegible] বৃন্দাবন

সেবক – শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক – শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক — শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ,লয়

[illegible] মথুরা

সেবক [illegible] দাস

[illegible] হারিমঠ

[illegible] মথুরা।

সেবক [illegible] দাস

গৌরহরি মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

বাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৮নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক— শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] মাদ্রাজ

সেবক— শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক — শ্রী[illegible] বিহারী দাস অধিকারী

অর্চ্চাশ্রম

(ভগবৎ কৃপাভিবন্ধক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অর্চ্চাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবন্ধক)

পুরী

সেবক— শ্রী[illegible] দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শান্তিকুটী

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] পুরী

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক – শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ সদন

পোঃ [illegible], গঞ্জাম

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ভা বর্তজনানন্দমঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমকা, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

১০০নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ [illegible] রোড, [illegible] গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক – কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক— শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] বিল্ডিং

ট্রুপ রোড, লক্ষ্ণৌ ইউ-পি

সেবক শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক – পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক— শ্রী[illegible] অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক— শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।•	।৵•	।৵•	।•
" " ইঞ্চি	২৲	১॥•	১॥•	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥•
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸•
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুস্থা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক গল্পচ্ছলে, গল্প প্রবাদ ও বাক্যের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সংশোধন করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ।৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মধুস্থা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে গণপ্রতিনিধিত্বের আনুমানিক মানবগণের ধর্ম, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুায়ন ও ভক্তিসম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য-নিরপেক্ষরূপে শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সামঞ্জস্য, সুযুক্তিপূর্ণ সর্বসিদ্ধান্ত সকলই প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান — মধুস্থা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ অবদানভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক। তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল ব্যাখ্যা, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, পয়ারগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৷৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশান্তিরঞ্জন দাস এম্ এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থ যেখানে যাহা সন্নিবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলে বুঝিবেন শ্রীধামের প্রকৃত আকর দর্শনের সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে সাধারণ বারব্রত উপবাসের তালিকা এবং শ্রীগৌরপার্ষদগণের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস প্রভৃতি পৃথক ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গৌরাব্দ ৪৪৫ ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা সমেত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-সম্প্রদায় ও প্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ উপদেশ তথা দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরস্বরূপ সিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর্গ-সম্প্রদায়ের ও তদনুগ সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা— ৷৷০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবাস মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। পিলার, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

গ্রাম—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীগৌর শ্রীমায়াপুর

রেজিঃ নং সি. ৩৫৮

শ্রীশ্রীগৌর ভজনমালা
—গ্রন্থ—
শ্রীল ... ভক্তি ... প্রণীত ও সংকলিত।
... অধ্যায়, বিস্তৃত
ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সম্বলিত নূতন
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
উৎকৃষ্ট কাগজ, ... বাঁধাই
... সংস্করণ।
ভিক্ষা ... টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
... ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী...
—গ্রন্থ—
... শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভুর জীবনী ও বিভিন্ন
কথা ... উপাদেয়
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর ছাপাই।
... ভিক্ষা ...
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ ...
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ১৯শে চৈত্র ১৩৪৭ ২রা এপ্রিল, ১৯৪১ বুধবার [২২শ সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(•)::—

ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণী বিল

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণী বিলের খসড়া সম্পর্কে যে রিপোর্ট সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার আর্থিক দায়িত্বের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী ও ডাঃ আর আহমদ বলিয়াছেন যে, কলিকাতার উপকণ্ঠে যে ভিক্ষুক-নিবাস স্থাপিত হইতেছে এবং বর্ত্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের নিকট ভিক্ষুকদের প্রেরণের পূর্ব্বে চিকিৎসক দ্বারা তাহাদের পরীক্ষা করাইবার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা যাইতেছে। অনাথ এবং অকর্ম্মণ্যদের যে সকল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের কোন একটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে এই কাজ শুরু হইতে পারে। কলিকাতা সহরের ভিক্ষুকদের সংখ্যা মোটামুটি ৫ হাজার। প্রস্তাবিত আইন কার্য্যকরী হইলে ইহার মধ্যে শতকরা ২৫ জন কলিকাতা ত্যাগ করিবে অথবা বিতাড়িত হইবে। এ ছাড়া শতকরা আরও ২৫ জনকে শ্রমিক হিসাবে কর্পোরেশন, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, মিল প্রভৃতির কাজে লাগান যাইবে। ইহার ফলে ভিক্ষুকের সংখ্যা মোটামুটি ২৫০০তে দাঁড়াইবে। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল ইন-ফার্ম্মারী, গোবরা কুষ্ঠ হাসপাতাল, মুক্তি ফৌজ এবং খাদিম উল ইনসান এর একটি হয় ২ হাজার ভিক্ষুককে স্থান দিতে পারিবে। ইহার পর আর ৫০০শত ভিক্ষুককে স্থান দান করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান হইবে। ... জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে যে বাসভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে জমি দালান ও আসবাবের ব্যয় বাবদে ১, ৩৫, ০০ টাকা লাগিবে। ইহা ও কর্ম্মচারীদের মাহিনা বাবদে এই বাসভবনের জন্য বাৎসরিক ৫১৯৪ টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। এই উভয় ব্যয়ের আধা-আধি হিসাবে কলিকাতা কর্পোরেশন এবং বাঙ্গলা সরকারের বহন করা উচিত হইবে।

—

ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রী তমিজুদ্দিন খাঁ "মেডিকেল" বিভাগ বাবদ ৫০, ১৩, ০০০ টাকা এবং 'জনস্বাস্থ্য' বিভাগ বাবদ ৫৪, ৫২, ০০০৲ টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হয়।

মেডিকেল বাজেট উপস্থাপিত করিয়া মন্ত্রী তমিজুদ্দিন খাঁ বলেন যে, সদর হাসপাতাল সমূহকে আরও আধুনিকতর ব্যবস্থায় উন্নত করার পরিকল্পনা কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অনেকখানি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সাব ডিভিসনাল হাসপাতালসমূহকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। গ্রামের লোকেরা যাহাতে সহরের-হাসপাতালের মত চিকিৎসা পায় তাহার জন্য এবং সহরের হাসপাতালে রোগীর ভীড় কমাইবার জন্য ইহা করা হইতেছে।

মেডিকেল কলেজে কয়েকটা মাত্র বিছানা এবং মফঃস্বলের কয়েকটা হাসপাতাল ছাড়া যক্ষারোগীদের চিকিৎসার জন্য এই প্রদেশে যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালই একমাত্র হাসপাতাল। বর্ত্তমান বৎসরের জমি ক্রয়, ড্রেণ ও বাড়ীর উন্নতির জন্য ৫৬, ০০০ টাকা দান করা হইয়াছে। তা'ছাড়া সরকারের নির্দ্দেশমত মফঃস্বলের রোগীদের কতক-গুলি অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার সর্ত্তে আরও এক লক্ষ টাকা এই বৎসরে দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

চক্ষু চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয় বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। যাহাতে প্রতি মহকুমায় একটি করিয়া এই রকম চিকিৎসালয় হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—

হাসপাতালে ৬ লক্ষ টাকা দান

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতায় কর্পোরেশনের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে সহরের বিভিন্ন হাস-পাতাল ও চিকিৎসালয়ে ছয় লক্ষ টাকা এবং অনাথ আশ্রম ও অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ ১৫ হাজার টাকা সাহায্য দিবার প্রস্তাব সভায় মঞ্জুর করা হয়। গত বৎসর যে শতকরা ২৫ টাকা হ্রাস করা হইয়াছিল তাহা আর কম হইবে না এবং যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে পূরণ করা হইবে। এই ব্যবস্থার সম্পর্কে সমালোচনা করিয়া মেয়র বলেন, 'সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা দ্বারা বাজেটের সমতা রক্ষিত হয় নাই। এই বাজেট দ্বারা কেবলমাত্র ইহাই প্রমাণ হয় যে, সভ্যরা এই সমস্ত বিষয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই।'

মিঃ এস পি চাটার্জ্জী বলেন যে, বাজেট গৃহীত হইবার পর বিভিন্ন প্রকার কর বাবদ তাহারা লক্ষ টাকা বেশী পাইয়াছিলেন। মেয়র বলেন—আমরা যদি আরও অর্থ পাই তাহা হইলে আমাদের ঋণগ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু যে বাজেট গৃহীত হইল আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। ইহা জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধী। মিঃ এম এইচ ইস্পাহানি বলেন যে, এই সিদ্ধান্তে তাহাদের ঋণগ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে।

—

নিখিল বঙ্গ শিক্ষকসম্মেলন

আগামী ইষ্টারের ছুটির সময় বহরমপুরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী ১৩ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদে কুমার বিমলেন্দু সিংহের সভাপতিত্বে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, ডঃ মুখার্জ্জী তাহাতেও যোগদান করিবেন। এই সম্পর্কে ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

—

ছাত্র সংস্কৃতি সংসদ

গত ২৮শে মার্চ্চ কলেজের উৎসাহী ছাত্রের উদ্যোগে ছাত্র সংস্কৃতি সংসদের উদ্বোধন উৎসব মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটার্জ্জী সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ছাত্র অধ্যাপক ও সংস্কৃতি অনুরাগী বহু বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলনে যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদার ছাত্র সংস্কৃতি সংসদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ একটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া সমবেত জনসাধারণকে জ্ঞাপন করেন।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, ... এই গ্রন্থে ... গৌড়ীয়বেদান্ত এবং পাশ্চাত্য লেখনীর অমৃত ... ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। ... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... তুলনা করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের ... Foreword), ... Preface ... contents ও ... Index Glossary) সহ ... প্রকাশিত। ... টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, পো:—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

... শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ... 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা ... মুদ্রিত। ... সংস্করণ ... ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

... শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'অমিয়' টীকা ... গৌড়ীয় মিশন ... প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পো: বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত ... বি-এল,

পুরাণপল্টন, পো: রমনা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

... শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ... অনুবাদ ... এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে ... অধ্যায়ের ... অধ্যায়ের শেষে ... সংযোজিত হইয়াছে। ... বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন ... প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ... ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ ... ভিক্ষা— ... মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পো: বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

... ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী ... প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ... পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।৹
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১৲
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। প্রবন্ধ আবলী ৷৹
১৯। তত্ত্বসূত্র ।৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵৹
২২। ভজন রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বিশ্বনাথ-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ।৹
২৭। ভক্তিসন্দর্ভ ... (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রম্: (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵৹ বাঁধা ৸৹)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶৹
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৴১৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২৷৹
৪৪। বেদান্তজিজ্ঞাসা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। প্রকৃতার্থ বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। শিক্ষাষ্টদর্পণ ৴৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴১
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷৹
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৹
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।৹
৬৫ সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৬৯। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ৷৹
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ৷৹
৭২। নামভজন ৴৹
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজি এণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵৹
৭৫। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ টিউ ভুইং ৴৹
৭৮। দি থীইজম ।৹
৭৯। হ্যোয়ার টু প্রিঅ্যাচ এণ্ড আনরিয়ালাইজড ডিভোশন ।৹
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸৹
৮৫। সাধনপথ ৷৹
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৴১৹
৮৭। গীতাবলী ৴১৹
৮৮। শরণাগতি ৴৹
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৸৹
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ৷৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পো: বাগবাজার, কলিকাতা।

সর্ব্বার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিমল নামক বিবৃত ভাষ্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵৹

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৩শ বর্ষ } ২ মধুসূদন ৪৫৫ গৌরাব্দ ১৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ২রা এপ্রিল ইং ১৯৪১, বুধবার { ২২৪ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বিষ্ণু বুধ অনিরুদ্ধ ৪৫৫

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

——::(০)::——

যেখানে অণুবস্তু ও বৃহদ্বস্তু-দর্শন সুষ্ঠু হয়, সেখানে অমানি-মানদ হ'য়ে সকলকে মানদানের ইচ্ছা প্রকটিত। নিজকে 'তৃণাদপি সুনীচ' মনে ক'রে সকলকে সম্মান দানই বৈষ্ণব-দর্শনের কথা। নিজেকে ব্রহ্ম বা বড় মনে করা ভ্রান্তি।

বৈষ্ণবগণের সুখে দুঃখে সুখী দুঃখী হইয়া যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাত্মসমর্পণপূর্ব্বক নিষ্কপট ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত হরিভজন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মিশনের সেবক।

দারিত্ব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া মিশনের সেবা না করা পর্য্যন্ত কাহারও প্রকৃত হরিভজন আরম্ভ হইবে না। হরিভজনের অর্থ সম্পূর্ণ বৈষ্ণবসেবার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখা।

সর্ব্বস্ব দ্বারা হরিসেবার বৃদ্ধি হবে জাগরুক হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বস্ব না দিলে শ্রীল প্রভুপাদের মন উঠিত না. কেন না, তিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে নিত্য কৃষ্ণসেবা করেন। শুক্রাচার্য্য সর্ব্বস্ব-প্রদানের বিরোধী, তিনি নানাপ্রকারে ভয় দেখান—ভাবিয়াৎ কি হইবে? কিন্তু বামনাচার্য্যের বিচার তাহা নহে। তিনি সব ছাড়াইয়া হরিভজন করান।

গুরুবৈষ্ণবসেবা করিলেই নিরপরাধে হরিনাম-গ্রহণে রুচি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববিচার বা সিদ্ধান্ত-শ্রবণে শ্রদ্ধা ও রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। ভক্তগণের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহে পরস্পর পৃথগ্‌বুদ্ধি করিতে হইবে না।

যাঁহার লক্ষ্য স্থির আছে, একায়ন পন্থা যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বাধা বা ত্রুটি দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অন্য রকম কিছু আশঙ্কা করিতে হইবে না। অনর্থ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বাধা বা দোষ আছেই; উহা দেখিতে হইবে না। শরণাগত ভক্ত ক্রমশঃ ঐ সকল বাধা দূর করিয়া অগ্রসর হন,—ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে।

কৃষ্ণকৃপায় সৌভাগ্যোদয়ে অসহযোগ পরিত্যাগের উন্মুখতা হইলে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রতি ঈষৎ আদর আসে। ঈষৎ আদরই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা। আদরের পরে গৌরব বা মাহাত্ম্য-জ্ঞান—শ্রদ্ধার আরও ঘন অবস্থা। মহিম-জ্ঞান বা গৌরববুদ্ধিতে সম্বন্ধ আছে। 'গুরু' বস্তুতেও 'গৌরববুদ্ধি'। গুরু কেন? কৃষ্ণের সম্বন্ধের জন্য। কৃষ্ণের সেবক বলিয়া আমার গুরু—প্রণম্য। আপন বা মমতাবুদ্ধিই এখানে দেখা যাইতেছে। তাহার পর সেবা। সেবাই শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ অবস্থা। সেবাতেই আদরের পূর্ণতা এবং মমত্বের পূর্ণতা আছে।

ভাল খাওয়া ভাল পরা—একমাত্র গোবর্দ্ধনেরই একচেটিয়া। গোবর্দ্ধনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য গুরুবর্গ ভোজ্য প্রস্তুত করেন।

মৈত্রী অর্থাৎ আদর, প্রণিপাত ও শুশ্রূষা কিছু খারাপ নহে, যদি তাহার দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখতা আসে। কৃষ্ণ মাঝে থাকিলে সবই ভাল। কৃষ্ণ মাঝে না থাকিলে তাঁহারা দুইজনকে বঞ্চনা করিতেছে—ইহাই জানিতে হইবে। কৃষ্ণকে বাদ দিলেই গ্রাম্যরস আসিয়া পড়ে। মদনমোহনের শৃঙ্গার রস-কথা বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সুখকর গ্রাম্যকথা নহে, তাহা পৃথক্‌। জড় প্রাণ বাদ দিয়া চিন্ময় প্রাণের কথা, চিন্ময় ধামের কথাই বলিতে হইবে। মৌন থাকাটা অসহযোগ, তাহাতেও গ্রাম্যরসের হাত হইতে প্রকৃত ছুটী পাওয়া যায় না। হরিকথা না বলিলে অপরের প্রতি হিংসা করা হয়।

যদি [illegible] প্রতিষ্ঠা চাই, তাহা হইলে আমাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া উচিত। আমার একমাত্র প্রভু ও ভগবান্ ও তদভিন্ন গুরুবৈষ্ণবগণ। আমি তাঁহাদের নিত্যদাস। দাসের প্রভুসেবাই একমাত্র ধর্ম, নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাই দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। ইহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। যেখানে অহৈতুকী সেবারূপা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অপর বস্তুর জন্য আমরা লালায়িত, সেখানেই জড়-প্রতিষ্ঠা।

যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎপাদনকেই নিজের সুখ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণব হইতে পৃথক্‌ অবস্থান নাই—এইরূপ দৃঢ় উপলব্ধি হইয়াছে, যিনি—"কৃষ্ণকে সিঞ্চিলে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়" এই ন্যায়ানুসারে নিজেকে হরিগুরুবৈষ্ণবের সহিত ভিন্ন না করিয়া প্রভুর সুখেই নিজেকে সুখী মনে করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই স্বীয় প্রতিষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত নিষ্কপটভাবে মানুষের অনুমোদিত হরিভজন লাভ করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের স্বধর্ম্মজ্ঞান ভগবান হইতে নিজকে পৃথক্‌ করিয়া প্রতিষ্ঠাদি কামনা করা দ্বিতীয়াভিনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র বর্ত্তমান, সেই স্থানে 'সেবা' নাই। সেখানে সম্পূর্ণভাবে মায়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে সেবক নহে। যেখানে [illegible] আমি অর্থাৎ আমার নিজরূপ, সেই স্থানে [illegible] আবাহন [illegible] সেবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] সদ্বুদ্ধির ন্যায় প্রভুর সন্তানবিধানে নিযুক্ত, আর কর্ম্মস্পৃহা [illegible] বারাঙ্গনার ন্যায় স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য লালায়িত।

যতক্ষণ [illegible] না হওয়া যায়, ততক্ষণ হইবে না। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বৈষ্ণবগণের কৃপা না হ'লে হ'বে না। কৃষ্ণের অনুকরণ করতে হবে না। পুরুষাভিমান তাঁ'রই [illegible]। পুরুষাভিমান ইন্দ্রিয়চালনা করতে গেলে [illegible] হ'বে। যে কাঙ্গাল, তাঁ'র সবই [illegible] —কৃষ্ণপ্রিয়দর্শন—সুদর্শন—[illegible]। সচ্চিদানন্দানুভূতিই তত্ত্ব-বিবেক। এই অনুভূতিতে নিজকে কাঙ্গাল —[illegible] দাসানুদাস অভিমান—সর্ব্বদা কৃষ্ণ[illegible]—কৃষ্ণসম্বন্ধী দর্শন। কৃষ্ণেরই [illegible] থাকবে। ইচ্ছাশক্তির কর্ত্তা মদনমোহন। আমার ইচ্ছা তাঁ'র ইচ্ছার অনুগত হওয়া দরকার। নতুবা বন্ধন—বিবর্ত্ত-দর্শন—[illegible]দর্শন—জড়দর্শন—অবিদ্যা, তা'তে অসুবিধা।

———

ঢঙ্গ-বিপ্র

একদিন কোন ও একটী বড়লোকের গৃহে একজন ঢঙ্গ মুদঙ্গ বাজাইয়া কালীয়-দমনের গীত গান করিতেছিলেন। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। সেই সময় ঐ ঢঙ্গের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার অশ্রু, পুলক, কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার উদিত হইল। তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এই অত্যাশ্চর্য্য অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার অপ্রাকৃত পাদপদ্মধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। নিকটে একজন স্ববর্ণাভিমানী বিপ্র দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা দেখিতে পাইল। সে মনে মনে ভাবিল,—"হরিদাস-ঠাকুর হিন্দু পর্য্যন্ত নহেন, হিন্দুর বহিষ্কৃত জাতিবিশেষ। আর সে কেবলমাত্র হিন্দু নহেন, হিন্দুর মধ্যে যাবতীয় বর্ণের গুরু—ব্রাহ্মণ। সুতরাং লোকে যদি নৃত্য করিতে দেখিয়া ম্লেচ্ছের পর্য্যন্ত সমাদর করেন, তবে উহাদের ন্যায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই তাঁহা অপেক্ষা কোটিগুণে অধিক সম্মান দান করিবেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া দাম্ভিক বিপ্র ঠাকুর হরিদাসের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া নিজের মহত্ত্ব, তথা হরিদাস ঠাকুরের লঘুত্ব প্রচার করিবার ইচ্ছা করিল। সে কপটতাপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমের বিকার দেখাইবার জন্য সেই স্থানে হঠাৎ আছাড় খাইয়া পড়িল এবং মৃতবৎ অচেতনপ্রায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু সেই দাম্ভিক কপট বিপ্রের কপটতা, ভণ্ডামি ও মহত্ত্ব ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মহত্ত্ব বাঞ্ছা কোন সাত্ত্বিক বিকার নহে। সুতরাং 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্'—এই বাক্য অনুসারে যষ্টি ঔষধ এই প্রয়োগ করিলেন—

আশে-পাশে-ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ঢঙ্গ, রক্ষা নাহি আর॥
বেত্রের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ বাপ' বলি' শেষে গেল পলাইয়া॥

এই ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও ঢঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি হরিদাস ঠাকুরের ভাব দেখিয়া কেনই বা তাঁহাকে এত সম্মান দেখাইলেন আর ব্রাহ্মণের ঐরূপ ব্যবহারে তাঁহাকে সম্মান দেওয়া দূরে থাকুক, যষ্টির দ্বারা প্রহার করিলেন? উক্তর মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ এই কথার উত্তর দিয়া কহিলেন,—

হরিদাস ঠাকুরেরে দেখিয়া আবেশে।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষে॥
তাহা দেখি' ও ব্রাহ্মণ ঢঙ্গাতি করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্য বুঝে আছাড় খাইয়া॥

• • •

হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে।
অতএব শাস্তি বড় করিনু উহারে॥
'বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইজন্য এই বিপ্রের নাম দিয়াছেন—ঢঙ্গ-বিপ্র। তিনি ভক্তের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মৎসরাক্রান্ত হৃদয়ে স্পর্দ্ধা করিবার জন্য 'সং' সাজিয়া 'ঢং' করিয়া নিজের মহত্ত্ব ও ভক্তের লঘুত্ব প্রচার করিতে ব্যস্ত হন, চরমে এই সকল দাম্ভিক ব্যক্তির কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মজগতে এইরূপ ঢঙ্গবিপ্রের অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়।

চোর যেরূপে সাধু ব্যক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া সাধুকেও 'ঐ চোর' 'ঐ চোর' বলিয়া নিজের সাময়িক পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়া লয়, তদ্রূপ সাধুগণও যখন লোকমঙ্গলের জন্য ধর্ম্মধ্বজীর কপট ও চোর প্রভৃতি ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তখন ঐ সকল কপট ব্যক্তিও উক্ত নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক সাধুগণকে অসাধু বলিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহাই 'ঢঙ্গবিপ্র'গণের 'ঢং' বা স্বভাব। কিন্তু অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় ঢঙ্গবিপ্রের ন্যায় 'ঢঙ্গ' করিয়া 'সং' সাজিবার জন্য তাহার চক্ষু স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করে, কিম্বা আপনার দ্বারা উহার পদদ্বয় বিভূষিত করে অথবা একরূপ যদি গরুড়কেও দমন করে, তথাপি সে সুধীগণের নিকট 'বাজপক্ষী' বলিয়া পরিচিত হয় না, পরন্তু বায়সভোজী বায়সই থাকে, তদ্রূপ ঢঙ্গবিপ্র-সমাজ হরিকথা-সরোবর নিবাসী পরমহংস-কুলের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া যতই কেন না তাহাদের সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করুন, তাহাতে তাঁহারা সজ্জন সমাজ হইতে কোনও শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিতে পারেন না।

বসন্তকালে কাক ও পিক উভয়েই এক। তদ্রূপ অনেক দৃষ্টিতে ভক্ত ও অভক্ত, নিষ্কপট ও কপট, নির্ম্মৎসর ও মৎসর, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এক শ্রেণীর অন্তর্গত হয়। কিন্তু যখন ঋতুরাজ বসন্তের অভ্যুদয় হয়, তখন সুরূপ কোকিলের মধুর স্বর ও আনন্দময় স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন দেহ দেখা যায়, আবার কাকের কর্কশ কা কা রব ও বিরক্তিকর স্পৃহা দেখা যায়, তদ্রূপ যখন শুদ্ধভক্তির হরিকীর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয় তখন ভক্ত ও অভক্ত চেনা যায়। অভক্ত 'ঢঙ্গবিপ্র'-সমাজ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ মহোৎসবে পতিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, আর প্রেমামৃতকুলসেবী অপ্রাকৃত কাকাকের কোকিলকুল শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনে দেহ-গেহ, মন-আত্মা সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়া থাকে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠারূপ ভোজ্যের অংশ ঢঙ্গগণের আস্বাদন পাইয়া যায়।

"দিব্য চূতরসং পীত্বা ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥"

কোকিল যেরূপ চিরানন্দ বিধায় দিব্য আম্ররস পান করিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করে না, কিন্তু ভেক অপানীয় কর্দ্দমমিশ্রিত জল পান করিয়াই 'মক' 'মক' শব্দ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত হরিকথামৃত-পানকারী ভগবদ্ভক্তগণ যে বৈষ্ণবনিন্দাদি কর্দ্দম-মিশ্রিত ভেকতুল্য অভক্তগণের পানীয়কে নিতান্ত গর্হণীয় বস্তুজ্ঞানে ত্যাগ করিয়া থাকেন, অভক্তসম্প্রদায় তাহাই পান করিয়া 'মক' 'মক' রবে চতুর্দ্দিকে তাহাদের গুণগণ বিস্তার করিয়া থাকে। যে স্থানে ভেক সমাজ বক্তা, সেই স্থানে মৌন থাকাই শোভনীয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-চরিত, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥"

— —

জীবের স্বতন্ত্রতা ও ভগবৎ-করুণা

(শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

স্বাধীনতাই চেতনের ধর্ম্ম। ভগবৎ-প্রদত্ত স্বতন্ত্রতা চেতনত্বের পরিচায়ক। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ জীবের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে যেরূপ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে পারেন, তদ্রূপ সকল জীবকে এক মুহূর্ত্তে তাঁহার একান্ত ভক্ত করিতেও পারেন। অনেকে বলেন, "ভগবান্ যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তাঁহার পক্ষে জীবের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া সকল জীবকে সেবোন্মুখ করিয়া দেওয়াই উচিত ছিল।" কিন্তু এখানে আমরা যদি ভগবানের কর্ত্তব্যের উপদেশ বা বাধা দিতে যাই, তাহা হইলে ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করা হইল কি? আমরা যদি তাঁহার অপার করুণার কথা স্মরণ করি, তাহা হইলে বুঝা যাবে যে, তিনি জীবকে জড়বস্তুবৎ না করিয়া স্বতন্ত্রতা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহায়তায় ব্রহ্মা শিবাদিরও বাঞ্ছনীয় ভগবদ্ধামে নিত্য প্রেমসেবানন্দে অধিকার প্রদান করিয়া এবং অসদ্ব্যবহারে ভোক্তা সাজিয়া মহামায়ার ত্রিগুণে আবদ্ধ হইয়া ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক সুখ-দুঃখাত্মক সংসার-গতি প্রদান করত অসীম করুণাই প্রকট করিয়াছেন। কারণ, ভগবান্ যদি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে সংসার-দুঃখভোগকারী জীবগণের প্রতি উদাসীন থাকিতেন, তাহা হইলে কেহ কেহ বলিতে পারিতেন,—"ভগবান্ নিজের লীলাসুখের জন্য আমাদের সৃষ্টি ও সংসারে প্রবেশ করাইয়া দয়ার পরিচয় দেন নাই।" কিন্তু পরমকৃপাময় ভগবান্ নিশ্চিন্ত না থাকিয়া আমাদের নিত্যকল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যেরূপ কোন দয়ালু ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সকলকে আনন্দপ্রদানের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বহু গৃহনির্ম্মাণ, বিভিন্ন প্রকারে সুগন্ধি পুষ্প সুশোভিত উদ্যান, পুষ্পোদ্যানের মধ্যে স্বচ্ছ পানীয় জলের সুবৃহৎ সরোবরের বন্দোবস্ত করেন এবং সরোবরের মধ্যে কুম্ভীর-হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তু থাকায় যাহাতে কোন লোক ভ্রমবশতঃ ও ঐ সরোবরের মধ্যে অবগাহন করিতে যাইয়া জলজন্তুর কবলে প্রাণ বিসর্জ্জন না দেন, সেইজন্য সুবৃহৎ অক্ষরে বিভিন্ন ভাষায় তা লিখিয়া রাখেন এবং বহু লোক নিযুক্ত করেন বলিয়া দিবার জন্য যে, আপনারা সরোবরের তীরে থাকিয়াই স্নান ও পানার্থ জলসংগ্রহ করিবেন নতুবা এখানে জীবনের ভয় আছে, কিন্তু তথাপি যদি কোন ব্যক্তি সাহসে পাড়ায় ঐ নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধোক্ত সংকেত সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া সম্ভবতঃ এখানে মালিকের কোন স্বার্থ থাকিতে পারে, এইরূপ কল্পনা করিয়া ঐ সরোবরে ঝম্প প্রদান-পূর্ব্বক সন্তরণ করিতে থাকে এবং ততোমধ্যে কুম্ভীরে তাহার প্রাণ নাশ করে, ইহাতে কোন বুদ্ধিমান্ বিচারক কখনই ঐ পরহিতৈষী ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দোষী বলিতে পারেন না। তদ্রূপ কৃপাময় শ্রীভগবানও তাঁহার তটস্থ-শক্তি-পরিণত বিভিন্নাংশ জীবকে নিত্য স্বীয় সেবানন্দ-সমুদ্রে মগ্ন রাখিবার জন্য সপারিকরে অপ্রাকৃত লীলাস্থলীতে লীলাময়বিগ্রহরূপে সর্ব্বক্ষণ নবনবায়মান বিচিত্র লীলা প্রকট করিতেছেন। বহু জীব সেই চিদ্রাজ্যে নিত্যকাল ভগবৎ-সেবাসুখ অনুভব করিতেছেন। যে সকল জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভব-দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিল, তাহাদেরও যাহাতে প্রেমানন্দাম্বুধিতে নিমগ্ন হইবার সুযোগ লাভ হয়, সেইজন্য তিনি কখনও স্বয়ং, কখনও ভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই আমরা পূর্ব্বগুরুবর্গের বাণীতে পাই,—

সংসারদাবানললীঢ়লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ?

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্-
ন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৬)

শ্রীল উদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন—"হে ভগবন্! আপনি যে অত্যধিক কৃপাবশতঃ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে স্থূললিঙ্গ-দেহধারী জীবগণের কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশরূপ অশুভ নিরসন করিয়া তাহাদের স্ব-স্বরূপ প্রকট করাইবার জন্য অর্থাৎ আপনার পার্ষদত্ব প্রকাশ করিবার জন্য বাহিরে আচার্য্যরূপে দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুমূর্ত্তি প্রকট করিয়া ও অন্তরে চৈত্ত্যগুরু-রূপে কৃপা করিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ুপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিরন্তর আপনার ভজন করিয়াও আপনার অহৈতুককৃপার প্রতি বিন্দুমাত্রও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।" সেই করুণার পূর্ণতম অভিব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণের প্রাকট্যে দেখা যায়। সুতরাং যাহারা মায়ামোহিত হইয়া করুণাকর শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণার উপলব্ধির পরিবর্ত্তে মৎসরতানলে দগ্ধীভূত হইয়া শ্রীভগবান্ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীআচার্য্য-বিগ্রহে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে থাকে, তাহাদের অবস্থা ঠিক ইতঃপূর্ব্বের উপাখ্যানে উল্লিখিত সেই কুম্ভীর-হাঙ্গরের কবলে কবলিত ব্যক্তির মত। সতর্ক লেখনীর স্থানে সাত্বত-শাস্ত্রবাণী এবং মালিক কর্ত্তৃক নিযুক্ত, সাবধানকারী ব্যক্তিগণের স্থানে ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষের বাণী অগ্রাহ্য করিয়া মনোধর্ম্ম চালিত হইয়া যে আত্ম-বঞ্চনা করিবে, তাহারও নিত্যকাল কাম-ক্রোধাদি রিপুতাড়িত ও গ্রাসিত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণাময় সংসার-কারাগারে নিমজ্জিত থাকিতে হইবে।

আত্মরক্ষার উপায়

— ::••:: —

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতনির্ম্মিত জীবের শরীর। দেহধারী জীবমাত্রেরই দেহ একই উপাদানে গঠিত। সকলেরই মালিক এক, স্রষ্টা, বিধাতা এক। কি হিন্দু কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি পশু, কি পক্ষী, কি কীট পতঙ্গ সকলেরই প্রভু একজন। সকলেরই কৃত্যত্রক। একের সেবায় সকলেরই সমভাবে অধিকার। স্বরূপতঃ সকলেই এক পিতার সন্তান। একপিতার সন্তান হইয়াও আজ পরস্পরের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি কত অন্যায়-অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। কিরূপ মোহ! স্বরূপ-দর্শনের অভাব হেতু আজ জগতে কি প্রকার অন্যায় আচরণের প্রবল স্রোত বহিতেছে। ইহার মূলেই হইতেছে অপরাধ। গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধবশতঃ জীব নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাই আজ তাহার এই প্রকার দুর্গতি! বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হওয়াই তাহার এই অধঃপাতের কারণ।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা বা চালক মন। মন বড় চঞ্চল। মন চিন্ময় নহে, চিদাভাস। মন অনিত্য। এই চঞ্চলতাধর্ম্মবিশিষ্ট অনিত্য মন পঞ্চভূতনির্ম্মিত দেহকে দেশবিশেষ, কাল-বিশেষ, সমাজবিশেষ, অবস্থাবিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি নামে পরিচিত করাইতেছে এবং একের ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ বা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ভ্রম উৎপাদন করাইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা বিবাদ সৃষ্টি করিতেছে। মনের বশীভূত হইয়া এক জীব অপরের নিকট বিধর্ম্মী বা শত্রু বলিয়া পরিচিত হইতেছে। হিন্দু বলেন, আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, মুসলমান বলেন, আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, অন্য দেশীয় লোক বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। যিনি যে ধর্ম্মে দীক্ষিত, তিনি অপরধর্ম্মী লোককে বিধর্ম্মী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে পারিলেই খুব বড় কাজ করা হইল মনে করেন। কিন্তু জীবের ধর্ম্ম ত' অনিত্য নহে। জীব ত' স্বরূপতঃ হিন্দু নহে, মুসলমান নহে, খৃষ্টান বা অন্য কোন দেশীয় নহে। জীবের যাহা স্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। শাস্ত্র বলেন,—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।'

জীব ভগবানের সূর্য্যরশ্মি সদৃশ অণুকণা-স্বরূপ। জীব চিন্ময়। জীব ভগবানের নিত্যদাস। দাসই তাহার স্বরূপ দাসত্বই তাহার ধর্ম্ম। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ সকলেই ভগবদ্দাস। সকলেরই ধর্ম্ম ভগবানের সেবা করা বা ভগবানের দাস হওয়া। এ জগতের কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের অভিমানী জীবের ধর্ম্ম পৃথক্, পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য বা কল্পিত মনোধর্ম্ম, কিন্তু বেদ-পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রই সনাতন জৈবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা নিত্য, পুরাণ এবং সার্ব্বজনীন। এই সনাতন ধর্ম্ম বিভিন্ন দেহের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন মনের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যে জীব বা আত্মা প্রত্যেক মানবদেহে অবস্থান করেন বলিয়া জড়দেহ ও মন চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়, সেই জীব মন ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভিন্নজাতীয় বস্তু। এই জীব নিত্যচেতন জন্মমরণহীন, অশোক, অভয় এবং মনুষ্য, পশু, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ ও পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেহে প্রবেশ করিলেও কোনপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হন না, নিত্য এক অবস্থায় থাকেন। ইহার ক্ষয়বৃদ্ধি-পরিণাম না থাকায় ইনি অবিনাশী, অমর, অপরিণামী বা সৎ। কিন্তু দেহ ও মন ঠিক ইহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং অসৎ। সতের ধর্ম্ম বা স্বভাব এবং অসতের ধর্ম্ম বা স্বভাব কখনই এক হইতে পারে না। ইহাদের ধর্ম্ম পরস্পর বিপরীত। সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা আমাদিগকে কোন দেশে জাত বা কোন কালে আবদ্ধ মনে করি বা দেহ ও মনকে জীববিশেষ মনে করিয়া জীবাত্মার ধর্ম্ম ভুলিয়া যাই, তখনই এই প্রকার দেশগত, কালগত বা জাতিগত ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া আমাদিগকে পরিচিত করি। তখনই আমরা স্বাধীন পরাধীন, সুখী-দুঃখী, স্বদেশী বিদেশী, প্রভু দাস, রাজা-প্রজা, স্বজাতি বিজাতি, ধনী দরিদ্র, ছোট-বড়, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হই। নানা প্রকার সাময়িক অনিত্য ফলদায়ক ভোগমূলক কার্য্যে ব্রতী হই। বেদ বলেন,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ঃ"

সূরিগণ সর্ব্বদা সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। জীবাত্মা যখন এই দর্শনের বিষয় যতই উপলব্ধি করিতে থাকেন, ততই নিজেকে ভগবদ্দাস বলিয়া জানিতে পারেন এবং যখনই তাহা ভুলিয়া যান, তখনই নিজেকে অনীশ্বর বা কোন দেশকালজাত বা কোন দেশবিশেষের ধর্ম্মের অন্তর্গত মনে করেন। সর্ব্বজীব অনিত্য অভিমানে আবদ্ধ হওয়া নিত্যকাল আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপক্লিষ্ট হইতেছে। ত্রিতাপ যখন জীবকে প্রপীড়িত করে, তখন আমরা সেই ত্রিতাপের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করি এবং আমাদের ন্যায় অপর এক শ্রেণীর ব্যক্তিও আমাদিগকে ত্রিতাপ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদের দেহের সংরক্ষণ-বিবর্দ্ধনের জন্য যত্ন করেন, যাঁহার জন্য এই দেহ সংরক্ষিত হইতেছে, তাঁহার অনুসন্ধান ত' কেহই করেন না। দেহের বীজ নষ্ট না হইলে ত' রোগ সারিবে না, কিছুক্ষণের জন্য কমিয়া গিয়া আরাম হইবে। যাহাতে জীব ভগবদুন্মুখী হইতে পারে, যাহাতে তাহার স্বরূপ উপলব্ধিমুখে পর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারে, পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবার যোগ্য হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টাই ত' জীবের প্রতি প্রকৃত সদ্ব্যবহার। ইহা না করায় নানাই হিংসা। অবৈষ্ণবগণ দেহরক্ষাকেই আত্মরক্ষা মনে করে। তাহারা তাহাদের ভোগের বস্তু স্বীয় দেহ, ভোগ্য স্ত্রী পুত্র ও ভোগোপকরণ ভাল ভাল দ্রব্য রক্ষার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। কিন্তু যাঁহারা দেহ মনে অভিনিবিষ্ট নহেন, যাঁহারা স্বীয় নিত্যস্বরূপে অবস্থিত, তাঁহারা তাঁহাদিগের দেহ, মন, আত্মা ও এই সম্পর্কে সম্পর্কিত যাবতীয় বস্তু ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই। তাঁহারা বলেন—"আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার"। ভগবান্‌কে তাঁহারা আমার বলিয়া জানেন। সুতরাং তাঁহারা অবৈষ্ণবগণের ন্যায় অনিত্য বস্তু সংরক্ষণে ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা নিজের এবং অপরের যাহাতে ভগবানের প্রতি সেবাবৃত্তি সংরক্ষিত হয়—সতত অটুট থাকে তজ্জন্য যত্নবান্ থাকেন। ভগবৎসেবোপকরণগুলিতে তাঁহাদের আপনজ্ঞান আছে। তাঁহারা সমস্ত বস্তুকেই ভগবানের জ্ঞান করিয়া তদনুসারে তাহাদের সংরক্ষণ করেন। তাঁহারা জানেন যে, ভগবানের বস্তু তাঁহার নিকট গচ্ছিত আছে, সেই তাহার সাধচ্ছ ব্যবহার না করিয়া পূজাবুদ্ধিতে রক্ষা করাই তাঁহার কাজ।

বৈষ্ণব নিয়ত কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিসেবা-নিরত। কেহ তাঁহার সেবায় বাধা প্রদান করিলে তিনি অবিচলিত থাকেন; শ্রদ্ধা বাধাপ্রদান-কারীকে হত্যা করিয়া দূরে সরাইয়া দেন না। তাঁহারা অমানী মানদ ও নিষ্কপটভাবে সর্ব্বদা হরি-সেবারত থাকেন। তাঁহারা অদ্বৈতবাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। তাঁহাদের চেষ্টা, যাহাতে সকলে অটুট অপ্রতিহতা সেবাবৃত্তির সহিত ভগবানের সেবা করিতে পারেন। [illegible] হইতে [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] পৃথক ভগবানে একনিষ্ঠ [illegible] হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

এক সময় [illegible] গোস্বামী প্রভুকে [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে প্রভো, [illegible] কি উপায় [illegible] [illegible] হইতে মুক্ত হইতে পারে?" [illegible] [illegible] [illegible]—"[illegible] [illegible] [illegible] হইতে মুক্ত হইতে পারেন।" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]

শ্রী[illegible] মঠ
[illegible] নং কালীপ্রসাদ [illegible] [illegible],
[illegible]
সেবক—[illegible]

[illegible] শ্রীনিবাস
[illegible]
সেবক—[illegible]

শ্রী[illegible]
[illegible] নদীয়া
সেবক [illegible]

অদ্বৈত ভবন
[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক [illegible]

[illegible]
[illegible] শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক [illegible]

[illegible]
[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible] নদীয়া
সেবক [illegible]
[illegible]
[illegible] মায়াপুর
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—[illegible]

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—[illegible] অধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] বাবাজী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

[illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
[illegible]পুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—[illegible]

[illegible]
সেবক—[illegible]

[illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—[illegible]

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], ঢাকা
সেবক—[illegible]

শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
সেবক—[illegible]

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] ইষ্ট, [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible], গয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible], [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

[illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (ইউ পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible] মঠ
পুরাণমণ্ডল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] মঠপীঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারী মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বাবাসুগু গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

শ্রী[illegible] মঠালয়
[illegible]
সেবক—[illegible] দাস

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

[illegible] মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার [illegible] রোড, কন্যাবপাস বিল্ডিং,
বোম্বে নং [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

[illegible]শ্রম
([illegible])
আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]শ্রম
([illegible])
পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], উড়িষ্যা
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রপন্ন সদন
পোঃ [illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকন্দিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ [illegible] রোড, [illegible] গ্রীন
লণ্ডন, [illegible]
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible] গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] বিল্ডিং
[illegible] রোড, [illegible] ইউ পি
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীবিশ্বনিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীমদঙ্গন
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী ক[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৶৹	।৶৹	।৹
” ” ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
” ” সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
” ” অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
” এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
” সিকি কলম	১৫৲	১২৲
” অর্দ্ধ কলম	২৮৲	১৮৲
” এক কলম	৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ”	৫৲
ত্রৈমাসিক ”	২৸৹
মাসিক ”	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত ত্রিবাজন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; যাহাতে পরগাছাজিজ্ঞাস্রোতে ভাসমান মানবগণের প্রগায় সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুয়ন ও ভক্তিসম্বন্ধে শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধসমন্বয়ে গীত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, ভক্তিরাজ্য সংসিদ্ধান্ত সঙ্কলন প্রবন্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান — মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর — গঙ্গার সান্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীধামমায়াপুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অমর যশোগাথার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা। তৎপর বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে সংযোজিত পাওয়া যাব। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ গ্রন্থাগার, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রাভৃপাদ বিষয়নির্দ্দেশ, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত সরলভাবে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুশীলরঞ্জন নাগ এম এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ সমূহ একত্র সন্নিবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংকলন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে দিনপঞ্জী ব্যতীত ব্রত-উপবাসের তালিকা, একাদশীর অধিবাস নির্ণয় নির্ধারণ দিবস প্রভৃতি পৃথক্ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা অনুবাদসহ মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

উহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—দিল্লীতে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌর বিহার ও অপ্রাকৃত বেদাগোর মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ও দশুক ও বিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতে স্বদেশ তথা বিদেশের দেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও প্রবাসী সজ্জনগণ যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ রূপানুগ-সম্প্রদায়-সংরক্ষণে ও শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-স্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি খুব অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাক্রান্ত এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। প্যাকিং পৃথক।

—১১নং উদ্যান ভিলি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO. C, 1544

শ্রী শ্রীগুরুভক্তিগ্রন্থমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত ও
ঐ গ্রন্থ কথামালা, বিস্তৃত
টীকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর-
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
দীপ, কেশ, কণ্ঠাদি সাধন
পরিষদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীগুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ২০শে চৈত্র ১৩৪৭ ৩রা এপ্রিল ১৯৪১ বৃহস্পতিবার [২৩শ সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

দোকান কর্ম্মচারী আইন

বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী বিল ১৯৪০ সালে গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহা গভর্ণর অনুমোদন করিয়াছেন। ১লা এপ্রিল হইতে উহা কার্য্যকরী হইয়াছে।

উক্ত বিলে দোকান, রেস্তোরাঁ, প্রমোদ-স্থান এবং অন্যান্য স্থানের কর্ম্মচারীদের দৈনিক ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং উহাদের ছুটি ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সরকার এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহার জন্য একজন চীফ্ ইন্সপেক্টার এবং দশজন ইন্সপেক্টারের প্রয়োজন হইবে। এই দশজন ইন্সপেক্টরের মধ্যে চারিজনকে প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগ হইতে গ্রহণ করা হইবে। এই সকল ব্যবস্থা হইয়া যাওয়া মাত্র উক্ত ইন্সপেক্টরগণ কলিকাতা এবং হাওড়ার দোকান গুলির একটা আদমসুমারী করিবেন এবং পরবর্ত্তীতে ঐ সকল দোকান কোন ধারার অধীন তাহা হিসাব লিখিয়া তাহা নিরূপণ করিবেন।

সরকার এতৎসম্পর্কে সকল খসড়া বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে ভিন্ন দলীয় স্বার্থের অনুরোধক্রমে তাহা আবার নূতন করিয়া খসড়া করা হইতেছে।

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্ব্বাচন

বোম্বাই প্রদেশের মধ্য বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে দুইটি আসন শূন্য হইয়াছিল, তাহাতে কংগ্রেস দলের সদস্য শ্রীযুক্ত রাজমল লখীচাঁদ এবং হিন্দু মহাসভা তথা ডিমোক্রেটিক স্বরাজ্য পার্টির সদস্য শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত রাজমল লখীচাঁদ ১৬০৬৪ ভোট এবং শ্রীযুত যমুনাদাস মেহতা ১৩৪৪০ ভোট পাইয়াছেন। অপর কংগ্রেসী প্রার্থী শ্রীযুত এস্. এম কেঠে ১৩৭৪০ ভোট পাইয়াছেন।

মোটরে ডাকাতদল

পাটনা সহরের উপকণ্ঠে ফুলবারি নামক স্থানে ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

নিশীথে ফরিয়াদী মথুরা সিং ও আর এক ব্যক্তিকে জাগাইয়া তুলে। ২ ব্যক্তি তাহাদিগের বাড়ীর বাহিরে নিদ্রা যাইতেছিল। আগন্তুকরা পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া নিজদিগের পরিচয় দিয়া ঐ নিদ্রোত্থিত লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে থাকে। তাহারা বলে যে, তাহারা কোন বিষয় খোঁজ করিতে আসিয়াছে। ইতোমধ্যে অন্যান্য ২০ জন ব্যক্তি দ্বার ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। তাহারা ফরিয়াদীর বৃদ্ধা জননী ও স্ত্রীকে লাঠি দিয়া প্রহার করে। তাহার পর বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া এক শত টাকা মূল্যের জিনিষ পত্র লইয়া প্রস্থান করে। প্রকাশ, ডাকাতরা মোটর গাড়ীতে আসিয়াছিল।

মানিকতলা খালে দুর্ঘটনা

গত [illegible] শিশিরকুমার বসু নামক একজন বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক গত বুধবারে মানিকতলা খালে নৌকা বাহিবার সময় জলমগ্ন হইয়াছে। মানিকতলা পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

প্রকাশ যে, ঘটনার দিন ঐ যুবকটি কয়েকটি বন্ধুর সহিত মানিকতলা খালে নৌকা-ভ্রমণ করিতে যায়। নৌকা খালের মাঝে আসিয়া হঠাৎ উল্টাইয়া যায় এবং তাহারা সকলে জলে পড়িয়া যায়। অপরাপর সকলে সাঁতরাইয়া উপরে উঠে। কিন্তু শিশিরকুমার সাঁতার না জানায় জলে ডুবিয়া যায় এবং তাহার মৃতদেহের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ ও স্থানীয় লোক ঘটনাস্থলে আসিয়া মৃতদেহের সন্ধান করিতে থাকে। পরে অধিক রাত্রে তাহা পাওয়া যায়।

বোম্বাই সরকারের বাজেট

বোম্বাই সরকারের বাজেট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে মাত্র ৬৫ হাজার টাকা বাড়তি দেখান হইয়াছে। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হওয়ার পর যদি কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় বা শিল্পসমূহ যদি অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা সাপেক্ষে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

১৯৪১ সালের আনুমানিক আয় হইবে ১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালের পরিশোধিত বাজেটে দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বের অনুমান অপেক্ষা সরকারী আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্ত সনের প্রথম আট মাসে যেমন আয় হইয়াছে ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। বাড়তি হইয়াছে ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

ফাইন্যান্স সেক্রেটারী তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, বাড়তি অর্থ খুব অল্প বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তাহা নহে। উহা অপেক্ষা প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত; কেন না ১ কোটি টাকা স্পেশাল ফণ্ডে রাখা হইয়াছে। ঐ অর্থ বাড়তি অর্থের মধ্যে গণ্য হইবে। তাহা হইলে উক্ত বৎসরের জন্য মোট বাড়তি দাঁড়াইবে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা।

যদিও মজুত অর্থ প্রচুর, তথাপি প্রদেশের উন্নয়নমূলক কার্য্য সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখান হয় নাই বলিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের জন্য ২ কোটি ৯ লক্ষ, জনস্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ২ কোটি ১ লক্ষ, [illegible] সমবায় ইত্যাদির জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিজনি রাজ এষ্টেটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

ধুবড়ী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১২শে মার্চ্চ বিজনি রাজ এষ্টেটের কর্ম্মচারীদিগের ১৫ হইতে ২০ খানি গৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। কোন প্রাণহানী না হইলেও প্রায় ১০ সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক ... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ... মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন ... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে আলোচনা। ... শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ... Foreword), ... (Preface), ... Contents ও ... Index Glossary) সহ ... ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত ... শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' ... টীকা ... ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, ... ভূমিকা ও ... সহ ... নব সংস্করণে ... মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ব্রজবাসী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ... রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ... অন্বয়, গীতার বহু ব্যাখ্যা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমতে ... অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে ... পূর্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ... সন্নিবেশিত হইয়াছে। ... প্রবন্ধ হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এক গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

... ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম)	৪০৲	৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲	৪৬।	অর্চনকবচ	৴১০
	দশম স্কন্ধ—	৯৲	৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲	৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲	৪৯।	অর্চনকণ	
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲	৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—।০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০		৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৷০
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	৸০	৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	॥০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১০	৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৮।	সংক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	২০	৫৪।	তত্ত্বার্থ বিনির্ণয়	।০
৯।	জৈবধর্ম্ম	২০	৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲	৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲	৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
১৪।	সজ্জনতোষণী (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০	৬০।	সাধনবাণী	৴০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।০	৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০	৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৩৲
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০		**সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত**	
১৮।	প্রাণ আলবর	॥০	৬৩।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতসারঃ	॥০
১৯।	ভক্তি বেক	।০	৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৵০	৬৫।	সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্	।০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০	৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
২২।	ভজন রহস্য	।০	৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
২৪।	গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	১৲	৬৯।	সারাঙ্গবর্ণনম্	৶০
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲		**ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত**	
২৬।	গীতা কেবল মাধ্বভাষ্য	।০	৭০।	রায় রামানন্দ	॥০
২৭।	মুক্তিসন্দিপিকা ... (সানুবাদ)	২৲	৭১।	এ নিউ ওয়ার্ল্ড অন বেদান্ত	॥০
২৮।	বেদান্তত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)		৭২।	নামভজন	৴০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)		৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অর্ডনান্স	॥০
৩০।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶০	৭৪।	বিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০	৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস	॥০	৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০	৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০	৭৮।	দি ব্রাহ্মণ	।০
৩৫।	গীতমালা	৴১০	৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০	৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০	৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০	৮২।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু	৩
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০	৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
৪০।	শরণাগতি	৶০		**উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত**	
৪১।	গীতাবলী	৴১০	৮৪।	শ্রীগোস্বামীচরণ	৸০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০	৮৫।	সাধনপথ	॥০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (প্রথম)	৶॥০	৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০	৮৭।	গীতাবলী	৴১০
			৮৮।	শরণাগতি	৴০
			৮৯।	প্রার্থনাপদ্যমালা	।৵০
			৯০।	শ্রীগৌরবাণী	।০
				তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
			৯১।	শরণাগতি	
				তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
				শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

জীবের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিমল নামক বিবৃত ভাষ্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও পদাবলী এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২১ বিষ্ণু ৪৫৫ গৌরাব্দ ২০শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩রা এপ্রিল ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ২৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বিষ্ণু আদি কারাগোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

চরম মঙ্গললাভ করতে হ'লে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় করতে হ'বে—যে গুরুদেব আমার প্রেয়ের কথা না ব'লে যা'তে ক'রে আমার নিত্য শ্রেয়ঃ লাভ হয়, সর্ব্বক্ষণ তা'রই কথা বলেন। প্রেয়ের কথা বল্‌বার গুরুর অভাব জগতে নেই—রোগী আমি, আমার রুচি যে দিকে, সেই কুপথ্যের কথা—সেই রুচির অনুকূলে কথাই দুনিয়াশুদ্ধ সব লোক বলছে। কিন্তু যিনি আমাকে ঐরূপভাবে হিংসা করতে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথী যিনি, সেই বন্ধুই পরমবান্ধবই শ্রীগুরুদেব। অনভীপ্সু আমাকে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার ঠোঁট দুটী ফাঁক ক'রে আমাকে ঔষধ খাইয়ে আমার মঙ্গল ক'রে ছাড়েন। ভাগবত এইরূপ মুক্ত গুরুদেবের কাছে শরণাগত—তাঁ'র কাছে যা কিছু সব ছেড়ে একান্তভাবে শরণাগত হ'তে ব'লেছেন।

কৃষ্ণ সর্ব্বদা কৃপা কর্‌বার জন্য—আবাহন-বিশ্বকে আকর্ষণ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁ'র ফেলা দড়িগাছা যদি স্বতন্ত্র বুদ্ধিহেতু না ধ'রে থাকি, তাঁ'র প্রতি পেছন ফিরে দি, তা'হ'লে পতিতই থাকুব—ভগবৎসেবাবিমুখ হ'য়ে অন্ধকূপে প'ড়ে রইলুম্। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হ'তে উঠাতে আসেন, যাঁ'রা তাঁ'র কৃপারজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁ'রাই মঙ্গল লাভ করতে পারেন—পরা শান্তির ধামে যে'তে পারেন।

ভক্ত কা'কে বলে? যিনি জগতের লোককে জান্‌তে দেবেন না, কি পরিমাণে তাঁ'র কৃষ্ণের প্রতি সেবাবৃত্তি জাগরূক আছে, এঁরই নাম ভক্ত। এঁরাই চতুর ও সুবুদ্ধি, আর বাদবাকী সকলেই কুবুদ্ধি ও নিজের গায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌বার জন্য ধাবিত হ'চ্ছে।

মনুষ্যজীবন লাভ কর্‌বার পর যে সকল সৌভাগ্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে হরিসেবা কর্‌বার জন্য যে সৌভাগ্য, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যতপ্রকার পারদর্শিতা আছে, তন্মধ্যে ভগবৎসেবানৈপুণ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চেষ্টা করা প্রয়োজন।

মঙ্গলের বিঘ্ন অপসারিত করতে হ'লে শ্রবণ আবশ্যক। কর্ণই সর্ব্বাগ্রে আত্মার মঙ্গল বরণ করতে পারে; কিন্তু আত্মবস্তুর বিষয় কীর্ত্তিত না হ'লে অপরের শ্রবণের সুযোগ হয় না। কীর্ত্তিত বিষয় না শুনে থাকা যায় না। আবার কীর্ত্তিত বিষয় স্মরণ না হ'য়েও যায় না। তাই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ একতাৎপর্য্যপর। যদি ইহারা একতাৎপর্য্যপর না হয়, তা' হ'লে জান্‌তে হ'বে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুশীলন হয় নাই।

মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসেবায়, গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ সেবার কিরূপ আনুকূল্য ক'রেছেন, তা' আমরা শ্রীবাসের চরিত্রে দেখ্‌তে পাই। কৃষ্ণের লীলায় বসুদেব যেরূপ প্রয়োজনীয়, গৌর-লীলায় শ্রীবাসের স্থানও সেইরূপ পরমপ্রয়োজনীয়। শ্রীবাসের চরণে আনুগত্যের দ্বারা জীবের সর্ব্বতোভাবে সাফল্য লাভ হয়। শ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনপ্রচারের আদি সহচর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ আমাদের সর্ব্বতোভাবে বরণীয়।

যে বস্তু নিত্য, যাঁ'র সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'বে না, সেই বস্তু আমাদের স্মরণীয় হউক। কীর্ত্তনকারীর কৃপায় সেই বস্তুর শ্রবণ হ'লেই তা' স্মরণীয় হ'তে পারে। তাই কীর্ত্তন-কারীর দান—মহাদান। তাঁ'র কীর্ত্তনে যে আনন্দ উদিত হয়, তা' অতুলনীয়। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য যে দান ক'রেছেন, সেই দানের [illegible] কীর্ত্তন। সেরূপ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও আমাদের ঔদাসীন্য এসে উপস্থিত হয়। আমরা সেই বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, সার্থকতা উপলব্ধি না ক'রে তা'তে অন্যমনস্ক থাকি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাসগণ প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেন, যদি কীর্ত্তন কর, তবে জীবনে সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'বে—অন্যান্য পরের মঙ্গল ও তোমার নিজের মঙ্গল খুব বেশী পরিমাণে হ'বে। শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তনই শ্রবণের একমাত্র পরিচায়ক।

সেবার দিকে সেবকের যে সকল বৃত্তি পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, তা' না হ'লে নিজের ও পরের প্রকৃত উপকার হয় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেবা কর্‌বার কথা ব'লেছেন, তদ্দ্বারা নিজের ও জগতের মঙ্গল হয়। কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত না হ'লে নিজের ও পরের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা নিজের বিলাস সংগ্রহ না ক'রে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণবিলাস-সংগ্রহের চেষ্টাতে নিযুক্ত ক'রলেই আত্ম ও পরমঙ্গল লাভ হয়। সকল কার্য্য অপেক্ষা ভগবানের সেবা-কার্য্যই সর্ব্বোত্তম। যাঁ'রা অনুক্ষণ সেই সংকীর্ত্তন ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত, তাঁ'দের সেবা করাই সেবার সার্থকতা।

'সেবা' শব্দ ত দিয়ে অনেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সেবা মনে ক'রে থাকেন, কারণ, তাঁ'রা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর অতিক্রম ক'রে অন্য কিছু ধারণা করতে পারেন না। কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিবর্ত্তনশীল,—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। যিনি সেবা গ্রহণ বা সেবা করবেন, তাঁ'দের স্থায়িত্ব যদি ক্ষণভঙ্গুর হয়, তা'হ'লে সেরূপ সেবাও অনিত্য। যে শরীর বিনষ্ট হ'য়ে যা'বে, যে জ্ঞান আগন্তুক জ্ঞান, তদ্বিষয়ের জন্য যে চেষ্টা, তা'র অধিক মূল্য দেওয়া যে'তে পারে না। ঐ [illegible] দ্বারা আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গললাভ হয় না।

কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন মঙ্গলময়ী কথা নাই—আর কোন শ্রেষ্ঠ লাভ নাই। যাঁ'রা সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁ'দের দান কত বড়! তাঁ'দের সেবা কত শুভজনক! আমরা নানাপ্রকার অভ্যুদয়বাদ, মুক্তিবাদ প্রভৃতিতে অভিনিবিষ্ট থাকি, কিন্তু কৃষ্ণের সেবায় অভিনিবেশ কত মঙ্গলের সেতু!

মহাজন যে পথে গিয়েছেন, আমরাও সে-পথে চ'ল্‌ব, তাঁ'র পদাঙ্কের অনুসরণ ক'র্‌ব, কিন্তু অনুকরণ ক'র্‌ব না। অনুকরণের দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ হ'তে পারে, কিন্তু নিজ-মঙ্গল লাভ হয় না—পূর্ব্বপ্রাপ্ত মঙ্গল হ'তেও অধঃপতিত হ'তে হয়।

শরণাগত যেকাল পর্য্যন্ত না হ'লে ততদিন সমস্তই পণ্ড। কায়মনোবাক্যে গুরুর আশ্রয় করলে আমার সেবক তিনি হ'বেন। অসৎ লৌকিক ব্যবহারিক অক্ষর সব ত্যাগ ক'রে পারমার্থিক সঙ্গ প্রয়োজনীয়।

———

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কবে আমার দম্ভ চূর্ণ হইবে ?

(শ্রীউদ্ধারণ [illegible])

ও [illegible] শ্রীল [illegible] দাস [illegible] এবং তাঁহার [illegible] মনঃশিক্ষায় সর্বদা দম্ভ পরিত্যাগপূর্বক [illegible] সহিত শ্রীগুরু [illegible] হইতে উপদেশ দিয়াছেন। [illegible] শ্রীল [illegible] উপদেশটি [illegible] —

[illegible] বড়ভূমি [illegible] করে,
[illegible]
[illegible] গুণানন্দন বাধে,
[illegible]
ছাড়' [illegible], সুধু অদ্বৈত মন,
[illegible] নিষ্কপট রতি।
সেই [illegible] গোস্বামী পায়,
[illegible] ॥

[illegible] পুরী গোস্বামি [illegible] দম্ভের [illegible] জানাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"[illegible] পরিবর্তিত। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করুণা [illegible] অন্য [illegible] স্বানন্দ [illegible] শান্তি দান [illegible] আছেন। [illegible] আবিষ্ট [illegible] শান্ত। [illegible] দাম্ভিকগণ [illegible] না। তাঁহারা মাৎসর্য্য [illegible] অহংকার [illegible] প্রবেশ করিতে পারেন না।"

দম্ভ বৈষ্ণব বিপরীত। দম্ভ [illegible] দম্ভ [illegible] সৌন্দর্য্য বা [illegible] অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] কৃপাকিরণকণা। যেখানে দম্ভ, সেখানে দৈন্য নাই, যেখানে দৈন্য, সেখানে দম্ভ নাই।

শ্রীল [illegible] বলেন,—"[illegible] কেব কখনও [illegible] না। [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] গুরুবৈষ্ণবের [illegible] প্রভুত্ব প্রবৃত্তিবশে [illegible] কোনও [illegible] হরিভজনের [illegible] না।"

দাম্ভিক [illegible] নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া [illegible] মায়ায় [illegible] আবদ্ধ। মায়াবিশ্লেষণ হইতে প্রথম কামের উদয় হয়। কামের অতৃপ্তিতে কামই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ক্রোধ [illegible] আকার ধারণ করে। মোহই [illegible] পরিণত হয়। এই [illegible] হইতে বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ দম্ভের উদয় হয়। বুদ্ধিহীনতা বা বোকামীরই অপর নাম দম্ভ।

দাম্ভিকের হিতাহিত জ্ঞান নাই। অধিকার লঙ্ঘন করিয়া অনধিকারচর্চা তাহার নৈসর্গিক বৃত্তি। দাম্ভিক [illegible] হইয়াও [illegible] বাহাদুরী করে, [illegible] হইয়াও নিজের বাহাদুরী ও [illegible] লইয়া রাগমার্গী ভক্তির অনুকরণ করিয়া থাকে। দাম্ভিক সর্বদাই আধ্যক্ষিক। সে মনে করে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভু-অভিমানে প্রপঞ্চ দর্শন করিতে [illegible] প্রবেশ করা যায়। দাম্ভিক মনে করে, [illegible] কাষ্ঠ [illegible], মন্ত্রে মর্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, শ্রীনামনামীতে [illegible] ও মহাপ্রসাদে [illegible] প্রভৃতি [illegible] সমবুদ্ধি করিয়াও বৈষ্ণব বা ভক্ত হওয়া যায়। দাম্ভিক জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী পরিমাণ অনুসারে অধিকারের উচ্চতা [illegible] স্থির করিয়া থাকে। দাম্ভিক মনে করে যিনি [illegible] শিক্ষা করিয়াছেন, সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছেন, [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, [illegible] অধ্যয়ন করিয়াছেন অথবা অর্থশালী, তিনি [illegible], [illegible], শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ [illegible] পাঠের অধিকারী, আর যাহারা ধন, জন ও পাণ্ডিত্য [illegible], তাহারা [illegible] অধিকারী নহেন। [illegible] দাম্ভিক [illegible] থাকে।

দাম্ভিক [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের নিত্যভৃত্য বলিয়া [illegible] দেওয়া দাম্ভিকের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের [illegible]।

দম্ভ [illegible] উদয় [illegible] দেয় না।

[illegible] দাম্ভিক [illegible] কি কোন [illegible] না। [illegible] আমার দম্ভ, [illegible] চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য, [illegible] দম্ভ [illegible] মুক্তিকামনা কণ্টক দূর [illegible] শ্রীপাদপদ্ম-রূপানের [illegible] বাধিবার [illegible] ভগবান্ শ্রীমেত্রস্বরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশ ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস গোস্বামিপ্রভুর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার [illegible] ভয়ানক [illegible] সেইরূপ তীব্র। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রতি বিমুখতা বা বিদ্বেষই আমার [illegible]। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রতি উন্মুখতা বা আদরই শ্রীগৌরনিত্যানন্দ [illegible] শরণাগতিরূপ [illegible] লাভ করিবার একমাত্র উপায় [illegible] হইয়াছে।

কবে [illegible] কৃপা হইবে ? কবে করুণাময় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কৃপাপূর্বক [illegible] আমার দম্ভ অর্থাৎ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রতি বিমুখতা চূর্ণ করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত থাকাই যে আমার স্বরূপের সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি, ইহা আমার হৃদয়ে [illegible] উপলব্ধি করাইয়া দিবেন ?

শ্রীতুলসী

শ্রীতুলসী কৃষ্ণবল্লভা। শ্রীসীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের যেরূপ প্রিয়া, শ্রীতুলসীদেবীও শ্রীহরির সেইরূপ প্রিয়া। শ্রীতুলসী [illegible] শ্রীহরির [illegible]। তুলসী-[illegible] যে কোন বস্তু ভগবানে সমর্পিত হইলে তিনি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া থাকেন। এই পবিত্রপাবনী শ্রীতুলসীদেবীই [illegible]। তিনিই [illegible] জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেরূপ ভগবৎপার্ষদ [illegible] গরুড়, [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীতুলসীদেবীও সেইরূপ নিত্য [illegible] হইয়াও বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া বৃক্ষ নহেন—তিনি [illegible]। [illegible] কোটী কোটী কল্প শ্রীহরির আরাধনা করিলেও তাহাতে শ্রীহরির প্রীতি 'ত' দূরের কথা, [illegible] হইবে না। যাঁহারা [illegible] রোপণ করেন, তাঁহাতে জল প্রদান করেন, [illegible] করেন, [illegible] ধূপ দীপাদি প্রদান করেন, [illegible] শ্রীতুলসী-সম্মুখে [illegible] প্রণতি, তাঁহার [illegible] নিষ্কপট আত্মজ্ঞাপন এবং তাঁহার নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করেন, [illegible] অনায়াসে কৃপা করিয়া [illegible] দান করেন। শ্রীতুলসীর কৃপা [illegible] জীবের সমস্ত প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ পাপ মোচন হয় এবং তিনি মুক্ত [illegible] পরমপদ লাভ করেন। শ্রীভগবান্ শ্রীতুলসীর সেবাকারীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীহরিকে যিনি জল-তুলসী প্রদান করেন, তিনি তাঁহার [illegible] কোন বস্তু না পাইয়া স্বয়ং নিজেকে প্রদান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন।
তা'র ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন॥
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন॥

(চৈঃ চঃ)

একদা শ্রীসত্যভামা শ্রীল নারদ গোস্বামী প্রভুর নিকট প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেইয়া ফেলিলেন। কিন্তু পরে আবার তাঁহাকে শ্রীনারদের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইবার ইচ্ছা করিলে শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের যত ওজন সেই ওজনের ধন লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তখন শ্রীসত্যভামা একটী তৌল-দণ্ডের একপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়া অপর পার্শ্বে ক্রমে ক্রমে শ্রীবৈকুণ্ঠ, স্বর্গ সমস্ত বিশ্বে যত ঐশ্বর্য্য ছিল, সব দিলেন কিন্তু তাহার ওজন কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের ওজনের সহিত সমান হইল না। তখন শ্রীসত্যভামা হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিভাবে স্বীয় প্রাণপতিতম শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া লইবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীল নারদ গোস্বামী প্রভু তৌলদণ্ডের অপর পার্শ্বে একটী তুলসীমঞ্জরী স্থাপন করিলেন। তাহাতে শ্রীতুলসী-মঞ্জরীর ওজন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের ওজন অপেক্ষা [illegible] অধিক হইয়া গেল। এইরূপে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই শ্রীতুলসীর মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীতুলসী এরূপ কৃপাময়ী যে, তাঁহার অপ্রাকৃত গন্ধ আত্মারামগণের মনকেও হরণ করিয়াছিল। শ্রীসনক সনাতনাদি যে আত্মারামগণ শোক বা আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সর্বদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিলেন, তাঁহারাই একদিন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-সংলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ পাইয়া পাগল হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের তপস্যালব্ধ ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুল-প্রায় ছুটিতে লাগিলেন।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

সেই অরবিন্দনেত্র ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর মধুযুক্ত বায়ু চতুঃসনের নাসিকারন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া নির্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজেই আদর্শপ্রদর্শন পূর্বক নির্জ্জ্যপ্রায়

তুলসীর বাঁধা জগতে প্রচার করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃত জীবকে শ্রীতুলসীসেবা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি যখন গার্হস্থ্যলীলা অভিনয় করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রত্যহ প্রাতে নিয়মিতভাবে শ্রীতুলসীতে জল প্রদান করিতেন এবং তুলসী-পরিক্রমা করিতেন।

ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা অভিনয়কালে তাঁহার শ্রীতুলসীসেবনলীলার কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে করেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে॥"
যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যানাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বরগণে তুলসী লইয়া।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সেই জন পায় রক্ষা॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৪৪-১৬২)

তুলসী জগদ্গুরু। তাঁহার কৃপা না হইলে শুদ্ধ হরিনাম হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীতুলসীমালায় হরিনাম-গ্রহণ ও সংখ্যা-রক্ষণ এবং কণ্ঠে তুলসীর মালা ধারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ
মাধবতোষণী জানি।

শ্রীতুলসী অনায়াসে শরণাগত প্রপন্ন জীবকে কৃষ্ণ দিতে পারেন। শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র উপায়। শ্রীতুলসীর কৃপা না হইলে বৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায় না। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, —"তুলসী। কৃষ্ণের অতীব প্রিয়া; তুলসী —গুরুপাদপদ্ম— Ever Benevolent Mediator. She shows and invoke mercy of Krishna for the Chanter তুলসী পরমহিতকারিণী আবেদনকারী। তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া কৃষ্ণের নিকট হরিনাম কীর্ত্তনকারীর জন্য আবেদন করিয়া কৃষ্ণের কৃপা আকর্ষণ করিবেন। তুলসীর নিরন্তর আনুগত্যে ও সঙ্গে কৃষ্ণনাম করিতে হয়।"

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা বর্ত্তমানে যে সকল ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছি এবং সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান সংগ্রহ করিতেছি, তাহা দ্বারা কখনই বাস্তব সত্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। বাস্তবস্তু 'অপ্রাকৃতগোচরঃ।' আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দ্বারা এ জগতের নশ্বর বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য হইতে পারে না। আমরা এই ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। তাহা দিগকে দমন করিলে জীব মায়ার বন্ধনে কবলিত হইতে বাধ্য হইবেই। মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইবার একটি সরল সহজ উপায় হইতেছে ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়া। ভগবান্ বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

আমরা বহির্জগৎ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বহুমানন করি। পরিণামে কিছুমাত্র উন্নত হইতে পারি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের দেহ-গেহ যথাসর্ব্বস্ব ভগবানে সমর্পণ করিতে না পারিব, যতক্ষণ তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে না পারিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বিন্দুমাত্রও উন্নতির আশা নাই। শরণাগতেরই ভক্তনামাবলি[illegible] সর্ব্ববিধ সুযোগ ভগবান্ করিয়া দেন।

বহির্জগতেরই নিত্য নিত্য ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানসংগ্রহের অভিরুচি অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু ঐ জ্ঞান পদে পদে প্রতিহত হয়। পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা শত বৎসরের অভিজ্ঞতার নিকট লঘু হইয়া যায় এবং দ্বিগুণ বৎসরের নিকট শতবর্ষের অভিজ্ঞতা ম্লান হইয়া পড়ে। আমরা ত্রিশ বৎসর বয়সে মনে করিতে পারি যে, আমরা প্রচুর জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়া দেখি যে, আমাদের পূর্ব্বের সেই জ্ঞান বর্ত্তমান জ্ঞানের তুলনায় অসম্পূর্ণ ও অল্প। এইরূপে কোটি কোটি বৎসরের সঞ্চিত অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা ভগবদ্বিষয়ে বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। ভগবৎ-কৃপায় ভগবান্‌কে জানা যায় ও তাঁহার সেবা করা সম্ভব হয়। আরোহপথ পরিত্যাগ করিয়া অবরোহপথ বা শরণাগতির পথই আকাম্য। আমাদের এতাবৎকালের সঞ্চিত যাবতীয় দিব্য হেতুবাদ ভগবৎ পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে হইবে, চাহিয়া থাকিতে হইবে তাঁহার কৃপার দিকে। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কথা কিছুই জানিতে পারা যাইবে না। আবার তাঁহার নিত্য মঙ্গলময়ত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলেও আমরা নিজেদের সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাতে শরণাগত হইতে পারি না।

আমাদের যে স্বতন্ত্রতা আছে তাহা ভগবৎপ্রদত্ত। যে মুহূর্ত্ত আমরা এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে থাকিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আধ্যাত্মিকতা জীবকে পদে পদে বঞ্চনা করে। সেইজন্য ভগবান্ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক জীবকে ভগবচ্চরণে শরণাগত হইবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার শরণাগত হইলেই আমাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনায় শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

গত ১২ই মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শাকম্ভরী শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১২ই মার্চ্চ অধিবাস-কীর্ত্তন, ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার উষঃকীর্ত্তন ও মধ্যাহ্নাবধি শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। সন্ধ্যায় শ্রবণমঙ্গলে গুরুবন্দনা ও গৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গৌড়ীয় হইতে [illegible] পরে [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গৌরনিত্যানন্দ-কীর্ত্তন করেন। ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। [illegible] ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন[illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা [illegible] ও তাঁহার অনন্তকাল[illegible] [illegible] কীর্ত্তন হয়। [illegible] শেষ হইলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিবস [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

পাটনায় প্রচার

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা মঠ পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কাহানাদার নামক স্থানে গমন করেন। ঐ দিবস তথায় [illegible] উকিল শ্রীযুত শিবনন্দন কুমার সিং মহাশয়ের অতিশয় আগ্রহে একটি সভাভবনে হরি-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। সন্ধ্যা [illegible] গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারী [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় [illegible] শত শিক্ষিত বিহারী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার [illegible] শ্রীযুত রামশরণ দালিমা মহাশয়ের [illegible] [illegible] "শ্রী [illegible]-উপাখ্যান" পাঠ ও হিন্দিতে ব্যাখ্যা হয়।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী রবিবার [illegible] [illegible]

সেবকবৃন্দ গত ৫ই মার্চ্চ বুধবার রাত্রে [illegible] শ্রীযুত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় [illegible] মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। [illegible] হইতে [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] ১৬ই মার্চ্চ [illegible] [illegible] হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বিরহমহোৎসব

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩৩১৫

সেবক — শ্রী... দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী...দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী...চরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক — শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

গুপ্তকুণ্ড কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধর মায়াপুর

সেবক — শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরানন্দ মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক — শ্রীগোবিন্দ ... ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক — শ্রী... দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক — শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী...দাস অধিকারী

সুবর্ণ বিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর নদীয়া

সেবক — শ্রী...গোবিন্দ দাস অধিকারী

শ্রীনরহরি গৌড়ীয়মঠ

আড়ংঘাটা (শ্রীযুগলকিশোর মন্দির নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক — শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক — শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাতীর্থ

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক — শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ...(নদীয়া)

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক — শ্রী...বিনোদ ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক — শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশপরগণা

সেবক — শ্রী...নাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক — শ্রী...বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক — শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

মুক্তাগাছা, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক — শ্রী... বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক — শ্রী...মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক — শ্রী... দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাহাড়... দার্জ্জিলিং

সেবক — শ্রীকৃষ্ণ... দাসাধিকারী

সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... ... ইউ, পি

সেবক — শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক — শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

... রোড, গয়া

সেবক — শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮১৩৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক — শ্রীরূপ... দাস ব্রহ্মচারী বি এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক — শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক — শ্রী...দর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক — শ্রী... দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক — শ্রী...দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক — ... দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

সেবক — শ্রী...চরণ ... লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

পোঃ ..., মথুরা

সেবক — শ্রী... দাস

চক্রেশ্বর ...মঠ

গোবর্দ্ধন মথুরা।

সেবক — ... দাস

গোবিন্দ...মঠ

...

পোঃ ..., জেলা ... (পাঞ্জাব)

সেবক — শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

ব্যাস গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৪নং ... রোড নিউ দিল্লী

সেবক — শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক — শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... মাদ্রাজ

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ... গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক — শ্রী...গোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক — শ্রী... বিহারী দাস অধিকারী

অর্চ্চাশ্রম

(অথবা কৃপাসিন্ধু ...)

আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

আসন

(... ...)

পুরী

সেবক — শ্রী...নাথ দাস

পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক — শ্রী... অধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... পুরী

সেবক — শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক — শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রচার সদন

পোঃ ..., পঞ্জাব

সেবক — শ্রী...দাস দাসাধিকারী

শ্রীবর্দ্ধমানমঠ

চিকলিয়া, পোঃ ..., মেদিনীপুর

সেবক — শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

সেবক — শ্রী... দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরদহ, পোঃ ... (...)

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

সেবক — শ্রী... ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ... রোড, ...

লণ্ডন, ...

সেবক — কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

পরমেশ্বরী ... বিল্ডিং

... লক্ষ্ণৌ ইউ-পি

সেবক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিশ্ব-বিদ্যা গৌড়ীয়মঠ...

... চট্টগ্রাম

সেবক — শ্রী...গোবিন্দ দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (...)

সেবক — শ্রী... দাসাধিকারী

পণ্ডিত ...পীঠ

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক — পণ্ডিত শ্রী... কাব্যতীর্থ

পর ব্রহ্মপীঠ, ...

... (ইউ, পি)

সেবক — ...দাস ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী...দাস অধিকারী

শ্রীপ্রদ্যুম্ন

সেবক — শ্রী...দাস অধিকারী

নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
... কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲		৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲		১৮৲
" এক কলম ৩৬৲		৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ স্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী-হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও স্থায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে গড্ডলিকাস্রোতে ভাসমান মানবগণের ধর্ম, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুায়ন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলক বিচার ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সূত্র, ভক্তিসম্বন্ধ সর্বসিদ্ধান্ত সকলই প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

[illegible]

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আকর সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া ইহার আদর্শ সম্পাদকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মুখবন্ধ। তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতিসহ বিষয়নির্দেশ, অধ্যায়বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৸০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ সব একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে দিনপঞ্জী ব্যতীত ব্রত-উপবাসের তালিকা, মহাজনগণের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস প্রভৃতি পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫ ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর-ভাগবতাচার্য বি-এ সম্পাদিত [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-পরিভাষার অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহুদেশ তথা প্রদেশের সমাজসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জন ব্যক্তিগণ যে সকল সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সংলাপসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথ-সিদ্ধান্তস্থাপনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টিকর অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পঠনীয়।

ভিক্ষা — ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি খুব বাড়িয়াছে। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আশাতীত উপকার সাধিত হয়। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO. C. 1644

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সম্পাদিত।
এই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
জীব, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ২।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
বসুধা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুসরলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ২১শে চৈত্র ১৩৪৭ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪১ শুক্রবার [২৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

দিয়াশলাইয়ের দাম নির্দ্ধারণ

বাঙ্গলার মধ্যমূল্যের চীফ্ কণ্ট্রোলার জানাইতেছেন যে, চল্লিশ কাঠির দিয়াশলাইয়ের বাক্সের দাম নিম্নে নির্দ্ধারিত করা হইল এবং উহা এখন হইতে বলবৎ করা হইল। আশী কাঠি বাক্সের মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন করা হইল না।

চল্লিশ কাঠির বাক্সের এক গ্রোসের দাম তিন টাকা দুই আনা। একটি বাক্সের দাম দেড় পয়সা।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি

বাঙ্গলার মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম দেওয়া গেল :—

গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"এই সমিতির যে রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে দুই একটি বিষয় ভিন্ন আমি অন্যান্য কোন বিষয়ে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিতে চাহি না। প্রথমতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধের এবং এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সমিতি যেরূপ দৃঢ়তার সহিত সাহায্য করিতেছে তাহা এবং ইহার ব্যাপক কার্য্যকলাপের জন্য আমি অবগত আছি। এজন্য এই সমিতির উদ্যোক্তা এবং কর্ম্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।" অতঃপর তিনি সমিতির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সংসদের নিকট আবেদন করেন। তৎপর তিনি বলেন—সম্রাটের যক্ষ্মা-নিবারণী তহবিলে অর্থ সাহায্যের আবেদনের ফলে সমগ্র ভারতে খুবই সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই তহবিলে যে টাকা আছে, তাহার আয় হইতে সমিতির বার্ষিক আয়ের অর্দ্ধেক টাকা পাওয়া যায়।

জনসাধারণের এই রোগের গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া উচিত ছিল এবং সংঘবদ্ধ চেষ্টা ভিন্ন এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব ইহা বুঝা উচিত ছিল। এই সমিতিতে যাহাতে আরও অধিকসংখ্যক লোক সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহার জন্য আরও ব্যাপকভাবে আবেদন করা দরকার। নির্ব্বাচনের ফলে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি আশা করি ইহার ফলে সমিতির সদস্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে।"

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর অতঃপর বলেন—"আপনাদের কাহারও নিকট ইহা পুরাতন সংবাদ মনে হইলেও আমি দার্জ্জিলিং জেলার পেদোং নামক স্থানে বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট স্থায়ীভাবে যে যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। এইরূপ একটী প্রস্তাব বহুদিন যাবৎ বিবেচনাধীন ছিল, সম্প্রতি ইহার স্থান নির্ব্বাচন হইয়াছে। জমি সংগ্রহের ব্যবস্থাও হইয়াছে এবং আগামী বৎসরের বাজেটে ইহার ব্যবস্থাও হইয়াছে।"

বনগাঁও সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৬ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ২ টার সময় বনগাঁর 'মহান পার্কে' কবি কাজি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বনগাঁও সাহিত্য সমিতির ৪র্থ অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে অন্যূন চারি সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। কলিকাতা, যশোহর ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সাহিত্যিকও যোগদান করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবি নজরুল ইসলাম একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ বিশ্বাস উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক বাঙ্গলা সাহিত্যে ও ভারতে বনগাঁও এবং প্রেসিডেন্সীর দানের উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, মোশাররফ হোসেন, নীলমণি সিংহ, ফারুক প্রমুখ খ্যাতনামা গায়কগণ গান গাহিয়া সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন। কবি নজরুল ইসলামও স্বয়ং সভাস্থলে একটি গান করিয়াছিলেন।

মিঃ হবিবুল্লাহ, মিঃ মুজিবর রহমান খাঁ, মিঃ বিক্রান্ত ভূষণ ব্যানার্জ্জি, মিঃ সেরাজুল ইসলাম, এম, এল, এ প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—বনগাঁও সাহিত্য সম্মেলন বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করিবে। কারণ সাহিত্যকে বাস্তব ও জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইলে পল্লী-জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উহার বিবিধ সমস্যাবলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—সহরের চতুঃসীমার মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বনগাঁও সম্মেলনে উহা সূচিত হইয়াছে। সম্মেলনের কার্য্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। অতঃপর রামচন্দ্র মুন্সী ও তাঁহার দল তর্জ্জা গানের সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন সাধন করেন। সভার পর মিঃ সরকার আলি তরফদার ও বাবু সত্যচরণ বসু আনওয়ারী বংশে অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

সরকারী নার্সদের সুযোগ

ভারত সরকার সম্প্রতি এ মর্ম্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে, ভারতে সৈন্য-বাহিনীর সম্প্রসারণের দরুণ বহু সংখ্যক নার্সের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন প্রাদেশিক সরকার এজন্য তাঁহাদের অধীনে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত নার্সকে ভারতীয় সামরিক নার্সিং সার্ভিসের জন্য অবসর করিয়া দিয়াছেন। এখনও বহু নার্সের আবশ্যক রহিয়াছে বলিয়া ভারত-সরকার প্রাদেশিক সরকারকে তাঁহাদের অধীনস্থ নার্সদিগকে উহা জানাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার তদনুসারে সরকারী কাজে নিযুক্ত নার্সগণের যাহারা অদ্যাবধি সামরিক কার্য্যের জন্য অগ্রসর হন নাই, তাহাদিগকে উহা জানাইয়া দিয়াছেন।

অস্থায়ীভাবে যাঁহারা সামরিক কাজে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের চাকুরী ভারত গভর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে। তদুপরি তাঁহাদের পেন্সন সম্পর্কীয় প্রস্তাবেও বাঙ্গলা সরকার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী. [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। [illegible] বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ [illegible] বাণী। [illegible] বিষ্ণুপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible] Foreword), [illegible] (Preface), বিষয় সূচিকা (Contents) ও [illegible] Index (Glossary) সহ [illegible] ভিক্ষা—১০্ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমদ্বলদেব [illegible] শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] 'অনুভাষ্য' টীকা [illegible] ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ [illegible] ২্ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

[illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি [illegible] টীকা, [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণা-টোল, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [illegible] ভাষ্য [illegible] শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- [illegible] এই সময় প্রকাশ। [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] হইয়াছে, [illegible] প্রবন্ধ হইয়াছে।

[illegible] ৬৭৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ [illegible] ভিক্ষা—২্ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০্
[illegible] ২৮্
[illegible] ২্
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৬্
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬্
৪। [illegible] (অবাধা) ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম [illegible], ২য় [illegible], ৩য় [illegible]
৪র্থ [illegible] ৫ম খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১্; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১০
৮। [illegible] ও [illegible] ১০
৯। বৈষ্ণব [illegible] ২
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২্
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাধা) ১্
১৩। হরিনাম চিন্তামণি (নূতন সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (নূতন সংস্করণ) ০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১৬। [illegible] ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ধামে অপরাধ ।৹০
১৯ [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। [illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাধা) ১্
২৪। গীতা ([illegible]-টীকা সহ) ১্
২৫। গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ) ১্
২৬। গীতার [illegible] ।০
২৭। [illegible] (অনুবাদ) ১্
২৮। [illegible] (অনুবাদ)
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ।৵০ বাধা ৸০)
৩০। [illegible]
৩১ [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী [illegible] ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-[illegible]
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
৩৫। [illegible] ৴১০
৩৬ [illegible] (মোট)
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপশতক ।০
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়গুরুপাদক্রম [illegible] ।০
৪০। [illegible] ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) [illegible]
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। কৃষ্ণতত্ত্ব বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষে ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাধনবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬্

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬৫ সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬ [illegible] ।০
৬৭। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য প্রবন্ধঃ ৴০
৬৯। সাধনসংগ্রহম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। দি কিংডম অব গড [illegible] ।৹০
৭২। [illegible] ৴০
৭৩। [illegible] ও [illegible] ৸০
৭৪। [illegible] ।৵০
৭৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবিজম্ ।৹০
৭৭। [illegible] ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। [illegible] ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ।৹০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২্
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸০
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
৮৮। শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীমদ্ভাগবতবাণী ।৵০
৯০। শ্রী [illegible] ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

অঙ্গের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিষৎ নামক বিস্তৃত ভাষ্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও গীতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ॥০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২২ বিষ্ণু ৪৫৫ গৌরাব্দ ২১শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৪ঠা এপ্রিল ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ২৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বিষ্ণু আদি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

গুরুর নিকট সব সময়ই থাকতে হ'বে। সোজা কথা হ'চ্ছে—কৃষ্ণের অনুশীলন করতে হ'বে—অন্যাভিলাষের অনুশীলন নয়। সকল উপাসনা-প্রাপ্তির মালিক একমাত্র কৃষ্ণ; কিন্তু সেবকের যে অভিধেয় বা উপাসনা, তা যখন অন্য দেবতাতে প্রযুক্ত হ'চ্ছে, তখন সেবকের দিক্ দিয়ে সে কাজটা হ'য়ে যাচ্ছে অবৈধ।

গুরুদেবে মনুষ্যজ্ঞান হ'লে নরকে গমন করতে হ'বে। গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি এই যে, আমি তাঁ'র থেকে বুদ্ধিমান্ অথবা তিনি আমা অপেক্ষা কিছু অধিক বুদ্ধিমান্। তাঁ'র বুদ্ধি বাড়িয়ে দেব, তাঁ'র আর্থিক উন্নতি ক'রে দেব ইত্যাদি। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করতে হ'বে না। আচারনিরত নন ব'লে বেদে অধিকার নাই ব'লে গুরু স্বীকার করা যা'বে না, তা নয়। গুরু সর্ব্বপূজ্য। গুরুর অপর নাম বৈষ্ণব। তাঁ'র নিকট নম্র হ'য়ে যে'তে হ'বে।

'শ্রীবিগ্রহকে আমি দেখিব' এই বিচারের পরিবর্তে শ্রীবিগ্রহ কবে আমাকে দেখিবেন, আমি দ্রষ্টা না হইয়া, তাঁহার দৃশ্য হইবার সৌভাগ্য কবে পাইব, তিনি আমার যে রূপ-দর্শনে প্রীত হন, সেই রূপ—স্বরূপের প্রিয় রূপের—দয়িতস্বরূপের কৃপাপ্রাপ্ত রূপ কবে আমার উদয় হইবে—এই প্রকার প্রার্থনামূলেই শ্রীবিগ্রহদর্শন করিতে হইবে। নতুবা বহির্জ্জগদ্দর্শনাভিমানী চক্ষু লইয়া তাঁহাকে দেখিবার স্পর্দ্ধা করিতে গেলে তাঁহার অপ্রাকৃত রূপদর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' রূপ দুর্ভাগ্যের উদয় হইবে।

আমাকে দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হ'তে হ'বে। শোনা না শোনা তাঁ'রই কৃত্য, আমার নয়। শতকরা শতভাগ দিলে ভগবান্ উদ্ধার করবেন। ভগবানের কথাতে আমাদের কর্ণ পরিপূর্ণ থাকুক। সর্ব্বক্ষণ—স্থানান্তরিত হ'য়ে গেলেও যেন হরিসেবার চেষ্টাসমূহ লক্ষ্য করিতে পারি। যাঁ'রা মঠসেবক, তাঁ'র এক সেকেণ্ডও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত নাই। সর্ব্বক্ষণই চৈতন্যকথাতে যেন আমাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। জগতে সকল ব্যক্তিই যে হরির সেবক, তা' জানতে চেষ্টা করবেন।

জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের, এমন কি, নিত্যমুক্তকুলের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। জীব যথার্থ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভজনরাজ্যে চরমোন্নতি লাভ করিতে পারে। হরিসেবাফলে প্রাকৃত অভিমানরহিত হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের ভেদাংশ হইলেও জাগতিক খণ্ডিত ভেদাংশ নহে।

হরিসেবকগণ মঠে বাস করেন। অনন্ত-মঙ্গলকে শাসন স্বীকার না করিলে তাঁহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। মঠবাসীর আচার-বিচার ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মভোগী হইবে। পড়িতে হইবে। মঠবাস ও মঠসেবা ছাড়িয়া দিলে বহির্ম্মুখ জীব কুমঠবাসী হয়।" জীব নিষ্কপট হইলে যে কোন আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারে। হরিভজন বাদ দিলেই জীব গৃহমেধী হয়। হরিভজনপরায়ণের গৃহ বৈকুণ্ঠসদৃশ। গুরুসেবা করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে। কিন্তু কোন অবস্থায় তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। মঠের সেবা করিতে হইবে, মঠসেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে। কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না। ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির জন্য যত্ন করলে শ্রবণাদি ভক্তি মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকবে। তাহা অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিত হওয়া প্রয়োজন। শরণাগত হ'য়ে চেতন কর্ণে শ্রবণ ক'রতে হ'বে। প্রাকৃত বিচার থাকলে অসুবিধা।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি জন্য স্মরণ দরকার। ভেদাংশ জীব বুভুক্ষা ও মুমুক্ষায় ব্যস্ত। তা' থেকে পরিত্রাণ দরকার হ'লে শরণাগত হওয়া প্রয়োজন। তখন "সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ" বিচার বুঝতে পারা যাবে, মনোধর্ম্ম থে'মে যা'বে। বিশ্ব তখন নিজ-ভোগ্যরূপে দর্শন-রহিত হ'য়ে বিশ্বেশ্বরের ভোগ্যরূপে দৃষ্ট হইবে।

ভগবান্ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বিশ্বদর্শন করলে ভগবদ্দর্শনের অভাব হয়। দুরাশা হ'লে জড়ভোগী, সদাশা হ'লে চেতনবস্তুর সেবক। চিন্ময় অভেদবিচারে সুখ, জড়-ভেদবিচারে দুঃখ।

জগতে থাকতে থাকতে মুক্ত হওয়া দরকার। কাল্পনিক মুক্তিতে বস্তুসিদ্ধি হ'বে না। স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধি। কুণ্ঠাধর্ম্মে থাকলে দেহপতনান্তে পুনরায় পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য বা দেবমাতার কুক্ষিতে বাস করতে হ'বে। বৈকুণ্ঠবাস না হ'লে কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ থাকলে সুবিধা হ'বে না। রাজস বা তামস-ভক্তি করাও হ'বে না।

সেব্যের সেবা করতে হ'বে। সেব্যকে অচিৎ-পিণ্ড মনে করতে হ'বে না। তিনি যদি দেখা দেন, সেবাগ্রহণ করেন, তবে পাব। লগুড়াঘাতে সুবশ্য ক'রে তাঁ'কে ভোগ করতে পারবো না। বৈষ্ণব হ'তে হ'বে। ভজনশীল ব্যক্তি লাভের বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁ'র ভজন করেন। নচেৎ জড়বিচারে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে—আনুগত্যের ভাণ ক'রে, কপটতা ক'রে দিন কাটালে হ'বে না।

মুক্তাবস্থা ভাল, কিন্তু বদ্ধাবস্থা থাকা-কালে—ইতরবাসনা থাকতে থাকতে মুক্তা-ভিমান ঠিক নয়। অহর্নিশ হরিভজন হওয়া দরকার।

অভিধেয়-বিচারে প্রথমে সাধন, মধ্যে ভাব, পরে প্রেম। অনর্থনিবৃত্ত অবস্থায় প্রত্যুৎকর্ষ ভাব। সেখানে 'রঞ্জনাৎ' রতির উদয়। কৃষ্ণের রঞ্জনার্থ রতি। নিজের রঞ্জন হ'লে যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকে। অনাত্ম বস্তুকে আত্মস্বভাব ভ্রম হ'লে অসুবিধা।

ভাবাঙ্কুর হ'লে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব প্রভৃতি নববিধ অনুভাব দেখতে পাওয়া যা'বে। তখন জগতের বিষয়ে ঔদাসীন্য আসবে।

জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী, সুর-যান-দর্প প্রভৃতি দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয় না। বহির্জ্জগতের চিন্তা প্রবল থাকলে সংসারের বৃদ্ধি হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

স্বার্থ

সকলের প্রয়োজনীয় বস্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই হওয়া উচিত। রক্ত-মাংস, অস্থিচর্ম্ম-মণ্ডিত এবং মলমূত্র---ক্লেদজন। যাঁহারা শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে বহুমানন করেন, তাঁহারা স্বার্থগতি যে একমাত্র ভগবান বিষ্ণু, তাঁহাকে জানিতে পারেন না। তাঁহারাই ভগবদ্বিমুখ জীব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভের জন্য তাঁহাদের চেষ্টা না হইবে, ততক্ষণ তাঁহারা বাস্তবসত্তার—বাস্তব-সেবার--নিত্যস্বরূপের--নিত্যজীবনের কোন সন্ধান পাইবেন না। এ জগতের বস্তুসমূহের জ্ঞানভাণ্ডার—অদ্ভুত বিষয় শুনিবার ও দেখিবার সুযোগ সর্ব্বক্ষণ হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত অপরাধফলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য হয় না।

ভগবান্ বিষ্ণুই সকলের একমাত্র স্বার্থগতি। সকলেরই প্রয়োজন বা স্বার্থ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবা। স্বরূপতঃ আমরা সকলেই ভগবানের সেবক—ভগবৎ-সেবাই আমাদের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্য কাজ আমাদের নাই। বদ্ধজীব আমরা আমাদের মূল প্রয়োজন ভগবৎসেবার কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ ও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভগবানের সেবক হইয়া আমরা আজ ভগবৎ-সেবার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। জগতে বাস করিয়াও যাঁহার বিশ্ব তাঁহাকে স্বীকার করিতেছি না। তাই বিশ্বনাথ-ভোগ্য বিশ্বকে আজ নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করিয়া ভোক্তৃ অভিমানে প্রভুর আসন অধিকার করিতে দৌড়াইতেছি। যাঁহার কৃপায় জীব ও ইন্দ্রিয়গুলি পাইলাম, তিনি যে উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গুলি দিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি—সেই নিজ নিত্য প্রভুসেবা ছাড়িয়া আজ বহির্মুখ মনের গোলাম হইয়া—প্রভুসেবাবিমুখ হইয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না করিয়া তাহাদিগকে নিজের সুখের জন্য নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাই কি আমার নিত্য স্বার্থ?

স্বার্থ=স্ব+অর্থ। 'স্ব' শব্দের অর্থ নিজ ও 'অর্থ'-শব্দের অর্থ প্রয়োজন। নিজ প্রয়োজনের নামই স্বার্থ। জীবের এই স্বার্থ মুক্তাবস্থায় একপ্রকার এবং বদ্ধাবস্থায় আর একপ্রকার। বদ্ধাবস্থায় জীব দেহে 'আমি আমার'-বুদ্ধিবিশিষ্ট। বদ্ধজীব দেহকেই আমি বলে এবং তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকেই আমার মনে করে। স্বেন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তিই বদ্ধ আর সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত সৌভাগ্যবান জন মুক্ত। উভয়ের চেষ্টা বিপরীত-মুখী। বদ্ধজীবের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণ। বদ্ধজীব জানে কিসে তাহার নিজের সুখ হইবে, কিসে ভালভাবে থাকিতে পারিবে, এতদ্ব্যতীত অন্য কথা জানিয়া শুনিয়াও সে তদনুসারে চলিতে চায় না। বদ্ধজীব মায়ার মোহে মোহিত। প্রকৃত স্বার্থ শব্দের অর্থ সে জানে না। বদ্ধজীব স্বরূপবিস্মৃত। যে নিজের স্বরূপ জানে না, সে স্বরূপের প্রকৃত স্বার্থের কথা কি করিয়া জানিবে? 'কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়' এ জ্ঞান যাহার লাভ হয় নাই—ভগবদ্ভক্তের অহৈতুক কৃপা-প্রভাবে ভগবৎ-সেবালাভের জন্য যাহার আর্ত্তিপ্রার্থনা জাগে নাই, তাহার স্বার্থানুসন্ধানকে অপস্বার্থানুসন্ধানই বলা যাইতে পারে।

অন্যাভিলাষচরিতার্থতা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তিকেই হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ স্বার্থ মনে করেন। এইরূপ অপস্বার্থকে স্বার্থ মনে করায় জগতে নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। বদ্ধজীবের প্রত্যেকের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু মুক্তজীবের—স্বরূপোদ্বোধিত জীবের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন নহে। তখন সকলেরই স্বার্থ এক। একের সুখসাধনই সকলের স্বার্থ। জীবের প্রকৃত স্বার্থ বিষয়ে ভ্রম হওয়ার জন্যই জগতে আজ এই মহাসঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অশান্তি কিছুতেই থামিতে পারে না, যতদিন পর্য্যন্ত না জীব ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইবে। জগতে শান্তিস্থাপনের জন্য মনীষিগণ কত চেষ্টাই না করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন কি? যাঁহার বিশ্ব তাঁহাকে স্বীকার না করিয়া সেবা না করিয়া—প্রভুকে প্রভু না বলিয়া এবং সকলকে না বাসাইয়া শান্তি পাওয়া যাইতে পারে কি? এ জগৎ ত' শান্তিনিকেতন নহে, ভগবানকে ভুলিয়া ত' এখানে শান্তি পাওয়া যাইতে পারে না। ভগবদ্বিমুখের প্রতি এ জগৎ কারাগার। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ বলেন,—'বিশ্ব পূর্ণসুখায়তে'। বিশ্বনাথের পাদপদ্মে অবস্থিত হইতে পারিলে কি আর কাহারও দুঃখ থাকিতে পারে? যেখানে আনন্দময় ভগবানের স্মৃতি ও সেবা, সেখানে আনন্দ পরিপূর্ণভাবে থাকে। একলক্ষ্য না হইলে—এক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট না হইলে—সকলের প্রাপ্তিফল এক না হইলে—সকলের স্বার্থ এক না হইলে সকলের মধ্যে বাস্তব একতা থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয়তর্পণকামনা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা থাকা কালে কাহারও সহিত আন্তরিকতার সহিত সখ্য হইতে পারে না।

ভগবদ্ভক্তগণ প্রকৃত স্বার্থপর। তাঁহারা প্রকৃত স্বার্থপর হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ নাই। তাঁহাদের সকলেরই লক্ষ্য, গন্তব্যস্থান ও প্রভু এক। একের সুখের জন্যই সকলে ব্যস্ত। সেইজন্যই তাঁহাদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ নাই। তাঁহাদের স্বার্থ—বিষ্ণুসেবা। যাঁহারা গুরুকৃষ্ণের সুখবিধান করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। যাঁহারা গুরুকৃষ্ণের সন্তোষার্থ তৎপর, তাঁহাদিগকেও তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ কখনও হইতে পারে না। তবে তাঁহাদের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা আছে—যাহাতে বেশী করিয়া প্রভুর সুখবিধান করিতে পারেন।

ভগবানের সেবাই জীবের প্রকৃত স্বার্থ, এতদ্ব্যতীত সবই অপস্বার্থ, অন্যান্য কর্ত্তব্য যে অকর্ত্তব্য এ কথা পঞ্চমবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদ মহারাজ নির্ভীককণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার ভয় ছিল না, তাই তিনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর হিরণ্যকশিপুর অমিত প্রভাবকে তুচ্ছ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে প্রকৃত স্বার্থের কথা—ভগবানের মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এ স্বার্থ শুধু আমার নহে—আপনারও, সমস্ত বিশ্ববাসী জীবেরও ইহাই স্বার্থ। কিন্তু ভোগী হিরণ্যকশিপু এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই।

প্রকৃত স্বার্থপর বৈষ্ণবগণের এই সকল আদর্শকে অনুসরণ করিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের সকলের জীবনযাপন করা উচিত। হরিভজনে একনিষ্ঠ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে না পারিলে উদ্ধারের আশা নাই। জগতে হরিভজনে বাধা-প্রদানের জন্য বহু লোক আছে, কিন্তু সেবায়—প্রকৃত স্বার্থলাভে সাহায্য করিবে এরূপ লোক অতি বিরল। তাই সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই একমাত্র স্বার্থগতি যে ভগবান্ বিষ্ণু তৎপাদপদ্ম সেবার জন্য তদ্ভক্তজন, তৎশ্রেষ্ঠ, তৎকৃপাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণগ্রহণই প্রকৃত স্বার্থলাভের একমাত্র উপায়।

প্রকৃত বন্ধু

পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুত্ব প্রায়ই সমস্বভাব ব্যক্তির সহিতই হইয়া থাকে। মানুষ কখনও একাকী থাকিতে পারে না, পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভালবাসে, নির্জ্জনবাসকে কঠোর সশ্রম কারাবাস হইতেও অধিকতর কষ্টকর বলিয়া মনে করে। বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত। অতিশয় স্বজাতিপ্রিয় মানব সমস্বভাব ব্যক্তির সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং যে ব্যক্তির সহিত তাহার বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিতই বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইবে।

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপকারক, কপট বন্ধুও তদ্রূপ মহা অনর্থের মূল। কপট বন্ধু প্রথমতঃ লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া অনেকে অনেক সময় তাহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করেন, আমাদের সম্পদে আনন্দিত হন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রস্তুত, তাঁহাকেই নীতি-শাস্ত্রকারগণ প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন, মাতা-পিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কারণ, মাতা-পিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকট পাই না।

কিন্তু এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও 'পারলৌকিক ব্যাপারে অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার চরণসেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এই নশ্বর জগতে আসিয়াছি। মৃত্যুর পরও আমাদের আত্মার বিনাশ হইবে না, কর্ম্মবশতঃ নানা যোনিতে ঘুরিতে হইবে। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পঞ্চভূতাত্মক দেহ নহে, তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মার স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস। পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি ক্ষণকালের জন্য, মানুষের মৃত্যু হইলেই সব শেষ হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান। ইহার তুলনায় মানবজীবন অত্যল্পকালস্থায়ী। হরিভজন না করিলে অনন্তকাল ব্যাপিয়া পুনরায় চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই দুঃখময়-সংসারসাগরে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে। তাই বলি, যিনি হরিভজনের সহায়ক হন, সদুপদেশের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যাহারা উপকার বা উপদেশের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা হ্রাস করিয়া দেয়, তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহে। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরু, দেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন যদি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি করিতে উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

অসৎ শিক্ষকমাত্রকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। তাই বলিতেছেন যে, যিনি সমুপেতমৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দেবতা বা পতিপদবাচ্য

হইতে পারেন না। অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জীবকে ভক্তি-মার্গের উপদেশ দ্বারা উদ্ধার না করিয়া কোন-লৌকিক সম্বন্ধে গুরু, স্বজন, পিতা, মাতা এবং দেবতা বা পতিরূপে পরিচিত হওয়া উচিত নহে। অতএব যাঁহার উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার গুরু হওয়া উচিত নহে। তাদৃশ ব্যক্তির পুত্র-বাৎসল্যের প্রয়োজন নাই, যে ব্যক্তি পুত্রকে কেবল ভোগে নিরত রাখে, পরিণামের জন্য পুত্রকে ধর্মোপদেশ প্রদানে অসমর্থ। সে দেবতার বলি গ্রহণ করা উচিত নহে, সে পতিরও স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে, যিনি তাহাদিগকে পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন। অতএব ব্যবহারেই শত্রু-মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরমার্থ-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং সেই বন্ধুরই সহবাসে থাকা উচিত।

ভগবান্ বামনাবতারে বলিরাজের সমীপে যখন ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন, তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে তাদৃশ দানে নিষেধ করেন। কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া বামনদেবকে ভূমি দান করত ভগবান্‌কে ভক্তিতে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশিপুকে ভগবদ্দ্বেষী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। খট্টাঙ্গ রাজা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে এবং গোচারণ-কালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বয়স্য বালকগণের দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সমীপে অন্ন প্রার্থনা করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণপত্নীগণ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব পতিগণকে উপেক্ষা করিয়া সকলে স্বয়ং অন্নাদিহস্তে সেই গোচারণ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মতিই প্রকৃত নিত্য বিদ্যা বা পরা বিদ্যা, উহাই অবিদ্যা-বিনাশকারিণী। এই কৃষ্ণসেবার মতি বা পরবিদ্যার জীবনই আবার শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। অতএব শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান্ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গলাভ হইলেই জীবের চরম-কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানে ভক্তিই জীবের একমাত্র আবশ্যক। এই উপকার ভক্তের নিকট হইতে পাওয়া যায়; ভক্ত সদা হরিভক্তির কথা বলিয়া থাকেন এবং সকলকে হরিভজন করিতেই উপদেশ দেন। এই-প্রকার হরিভক্ত বন্ধু অতি দুর্লভ। যাঁহার তদ্রূপ বন্ধু আছে, তিনি ভাগ্যবান্। তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের দীর্ঘ নিশ্বাস থামাইতে, দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে বিপদের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিতে এমন বন্ধু আর কেহ নাই। ভক্তবন্ধুর সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত হরিসেবা লাভ করা যায় না। যেহেতু ভগবান্ সেই ভক্তেরই অধীন। ভক্তের ডাকে তিনি কখনও না আসিয়া থাকিতে পারেন না। তাই প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ প্রভৃতিকে দর্শন দিয়া ভগবান্ তাঁহার দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইয়াছেন।

যে দিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সেদিন পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন কেহই আমাদের সঙ্গে যাইবে না এবং কেহই আমাদিগকে এখানে রাখিতে পারিবে না, প্রাণের বন্ধুবান্ধব, ধনরত্নাদি সমুদয় ফেলিয়া একাকী যাইতে হইবে। সে সময় ঐ দুস্তর ভবসাগর পারের কেহই সাহায্য করিবে না।

তাই বলি, যদি কাহারও ভবসমুদ্র পার হইবার বাসনা থাকে, তবে তাহার অসময়ের বন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্ম একান্তভাবে শরণ-গ্রহণ করা দরকার।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে এই দুস্তর ভবপারাবার পার করিয়া দিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন। তখন আর আমাদিগকে পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ঘুরিতে হইবে না, ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশান্তি লাভ করিব।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

সনাতন ধর্ম্ম মাত্র একটী, উহা বহু নহে। তাহা—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অধোক্ষজে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ভক্তিই পরমধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, নিত্য-ধর্ম্ম ও শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম যখন সার্ব্বজনীন, তখন ভাগবত-ধর্ম্মবক্তাগণও সর্ব্বজীবের গুরু। ভাগবত-বক্তা মাত্র আদরণীয়। শত শত মনোধর্ম্মীর মনগড়া বিভিন্ন মত ইতরধর্ম্ম—মায়িকধর্ম্ম। এই নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার কর্ণ যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্। সৌভাগ্যবঞ্চিত ব্যক্তির এ কথায় আস্থা নাই। যাঁহারা শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতিকে জগদ্গুরু বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন, স্বরূপ-রূপানুগ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কেবল তাঁহার শিষ্যগণই মানিবে, সকলেই ত' তাঁহার শিষ্য নহে এবং তিনিও সকলের গুরু নহেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন—শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণব-জগতের গুরুই তিনি, যিনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ। এতদ্ব্যতীত আর কেহই গুরুপদ বাচ্য নহেন। স্বরূপরূপের কৃপাবঞ্চিত ব্যক্তিই লঘু—গুরু নহেন। তাঁহারা লঘু হইয়া গুরুর অভিনয় মাত্র করিতেছেন। শ্রীস্বরূপরূপানুগ ব্যতীত আর কেহ ভজনানন্দী হইতে পারেন না। বাহ্যবাদী লোকের ভজনের অভিনয় মায়ার ভজন—মনোধর্ম্মের ভজন—কপটতার ভজন—আত্মবঞ্চনা-পরবঞ্চনার ভজন—তাহা হরি-ভজন নহে। হরিভজন নিজের ধাম্ খেলা, মনোধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের নাম—ভজন।

সকলকেই একজনের মতে চলিতে হইবে—সকলকেই অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের অনুগত হইতে হইবে—অদ্বয়জ্ঞানের সেবকের আনুগত্য করিতে হইবে, ইহাই শুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। আর নির্ব্বিশেষবাদিগণের সিদ্ধান্ত তাহা হইতে পৃথক্। শ্রীভগবান্—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগুরুদেবও অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণবস্তুর পূর্ণ প্রকাশ। শ্রীগুরুদেব খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু নহেন।

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য। অনিত্য হইলেও একমাত্র নিত্য সত্যবস্তুর সেবালাভ এই জন্মেই হইয়া থাকে। আমাদের যে কোন জন্মই হউক না কেন, বিষয় লাভ হইবেই। মনুষ্যজন্ম না হইলেও উহা পাওয়া যাইবে। মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধান করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতেও করে। মনুষ্য-জাতির বিশেষত্ব—আমরা কাণ দিয়া হরিকথা শুনিতে পারি ও শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন করিতে পারি। পশুগণের শ্রেয়ের আলোচনার ক্ষমতা নাই। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়—যাহাতে আত্মমঙ্গল লাভ হয় তৎসম্বন্ধে চিন্তা না করিলে নিম্নশ্রেণীর ন্যায় বিচার হইয়া যাইবে। কিন্তু মানবের বিবেক আছে। দেবতা-জন্ম হইলে ভোগে উন্মত্ত হইতে হইবে—তখন সদসৎ বিচার চাপা পড়িবে। সেইজন্য দেবতাজন্ম লাভ করিলে হরিভজনের বিশেষ সুযোগ নাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল তীর্থ মহারাজ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ২রা এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমহাল শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবান্ধব এম-এ, বি এল এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীধামে অবস্থানকালে মঠবাসী সেবকগণ, শ্রীধামবাসী ভক্তগণ ও সমাগত সজ্জনগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ

——::(•)::——

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন পরমহংসকুলচূড়া-মণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীবংশীবটে কৃপা-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তিনি নিরন্তর হরিভজনানন্দে মগ্ন আছেন। তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মদর্শনার্থ প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্যক্তি তথায় আগমন করিতেছেন। মথুরা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক জানাইয়াছেন,—'শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ এত বৃদ্ধ বয়সেও স্বহস্তে পাক করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেন। তাঁহার অলৌকিক আচরণ আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে।' তিনি মহাভাগবতশিরোমণি—কৃষ্ণের মালিক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবাধ্য। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ হইলে আর নিস্তার নাই। তিনি পরমকরুণাময়। তাঁহার নিকট নিরন্তর কৃপাপ্রার্থনাই আমাদের কৃত্য। তিনি প্রসন্ন হইলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। আমরা যেন চর্ম্মচক্ষুতে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীপাদ-পদ্মদর্শন করিতে না যাই। তিনি অন্তর্য্যামী। তাঁহার সহিত একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে পারিলে আমরা তাঁহার সেবা ও সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইব। তাঁহার অসমোর্দ্ধ ভগবৎপ্রীতি ও সেবাচেষ্টা আমাদের অনুসরণীয় হউক।

শ্রীযোগপীঠে হরিকথা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্দিরে গত ১লা এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সরল সহজ ভাষায় সুন্দর ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধামবাসী ভক্তগণ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ পাঠে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই শ্রীল মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ও পরিতোষিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে কীর্ত্তন

আকরমহাল শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যহ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবগণ আবশ্যকমত সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শুদ্ধভক্ত মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

শ্রীযোগপীঠ, মায়াপুর শ্রীমন্দির

পো: শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন

পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন

পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট

পো: শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম পো: স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ

[illegible], পো: সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পো: জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পো: জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পো: শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রী [illegible] গৌড়ীয়মঠ

বাউগাছি (ইন্দ্র [illegible] নিকটবর্ত্তী)

পো: কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুলিয়াকুটীর

পো: কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ সেবাবিলাস

[illegible] আসন

পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পো: হরধাম (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পো: চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পো: ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীউমঠ

পো: কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ

পো: বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পো: ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবন্ধু বি

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পো: গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পো: চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পো: হরিদ্বার, জি: সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রী নিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পো: মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পো: নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রী[illegible]মাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পো: মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] পীঠ

[illegible]

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পো: রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন মথুরা

সেবক—[illegible] দাস

[illegible] মঠ

[illegible] মথুরা।

সেবক—[illegible] দাস

গোপীবল্লভজী মঠ

[illegible]

পো: [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পো: [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং [illegible] রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পো: রায়পেটা মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পো: কভুর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, পো: ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

আ[illegible]শ্রম

(ভগবৎ কৃপাভিলাষিক)

আলালনাথ পো: ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]শ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিলাষিক)

পুরী

সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পো: পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

লালগুরী

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পো: ভুবনেশ্বর পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বালিয়াটি, পো: কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজ[illegible] গৌড়ীয় প্রপন্ন সদন

পো: [illegible], পাঞ্জাব

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিরুলিয়া, পো: বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পো: অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড় প্রপন্নাশ্রম

পো: [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পো: [illegible] (মানভূম)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০: নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ [illegible] রোড, উইন্ড্‌ গ্রীন

লণ্ডন এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী,

গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] দয়াল বিল্ডিং

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ ইউ-পি

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রী বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পর্ব্বতিয়াপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible]গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]কিশোরদাস অধিকারী

শ্রীপদ্মঅঙ্গন

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৬৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে নিপুণ গ্রেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও প্রবচনের মাধ্যমে যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদয়বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মূল্য ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ৭৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সমগ্র সম্প্রদায়ের তাৎপর্য্য ও সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুায়ন ও ভক্তিপথের প্রামাণ্যতা বিষয়সমূহের শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয়, ভক্তিরাসক সংসিদ্ধান্ত সকলই প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সুদর্শনচরিত্র। বোর্ডিংএ ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব দার্শনিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থ শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিপ্রবর মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আদর্শ সচিত্র-সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সম্পাদকত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে যোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মনোজ্ঞ চিত্র। তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশ আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত অপূর্ব্ব বিরাট্ সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, পদ্যগুলির প্রারম্ভাংশ, বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম এ, বি-এল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পোঃ বগুড়া, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌড়পাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ বের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব তত্ত্ব-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকল ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে দিনপঞ্জী ব্যতীত ব্রত-উপবাসের তালিকা, ভক্তবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস প্রভৃতি পৃথক্ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৫। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামীগণের সাহায্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরব-বিধান ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগৌরব মুক্তকুলচূড়ামণি প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বহুদেশ তথা বহুদেশের সংবাদপত্রসেবী পণ্ডিত ও মনীষী সমাগত হইয়া যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নস্বরূপ ও তদনুগ সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীগৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসমূহের অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠোপযোগী।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:ঃ০ঃ:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণ-[illegible] ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিন কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে অল্পদিনে অব্যর্থ কার্য্য হয়। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

মেমারি, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO. C. 1544

সত্যাত্ম কল্যাণকল্পতরু
—•—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিমল নামক বিবৃত ভাষ্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
—•—
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২০ বিষ্ণু ৪৫৫ গৌরাব্দ ২৪শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৭ই এপ্রিল ইং ১৯৪১, সোমবার { ২৫-২৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ বিষ্ণু সর্ব্বশিব সর্ব্বণ গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

আমরা যদি নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারি, তাহা হইলে নির্ভীকভাবে সত্যকথা প্রচার করিতে পারিব না। সর্ব্বক্ষণ হরিসুখের জন্য হরিস্মরণ করিতে হইবে, ইহাই প্রয়োজন। নিরন্তর গুরু-সেবাময় নামকীর্ত্তনপ্রভাবে এই স্মরণ সম্ভব হয়। নামসংকীর্ত্তনমুখে স্মরণ না হইলে নামীর সাক্ষাৎকার ও সেবালাভ হয় না। এই শ্রীনামকীর্ত্তন নামাপরাধ-কীর্ত্তন বা নামাভাস-কীর্ত্তন নহে। শ্রবণবাধ হইলে কীর্ত্তনবাধ হইবে, আবার কীর্ত্তনবাধ হইলে স্মরণবাধ অনিবার্য্য। অশ্রদ্ধাই শ্রবণের বাধা। অশ্রদ্ধার অপর নাম কপটতা বা কৈতব। সেবোন্মুখতাই শ্রদ্ধা। মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই সাধুসঙ্গে অনন্তভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। এই শ্রদ্ধা কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্য উপায়সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষ। এই শ্রদ্ধা অন্ধবিশ্বাস নহে। যাহা অন্ধবিশ্বাসকে চিরতরে বিদূরিত করে, তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা বহু বিলক্ষণাপত্তিলক্ষণবিশিষ্ট। সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরুপাদাশ্রয় ঘটে। যাহার অশ্রদ্ধা বা সংশয় আছে, সে গুরুচরণাশ্রয়ের অভিনয় করিলেও প্রকৃত গুরুচরণাশ্রয় করিতে পারে না। গুরুচরণাশ্রিতেই 'গুরুপাদাশ্রয়' প্রবল। তিনি প্রাকৃত অভিমান হইতে মুক্ত। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রদ্ধার ক্ষেত্র—আত্ম-নিবেদনের ক্ষেত্র। শ্রদ্ধা বা আত্মনিবেদনের পর সাধুসঙ্গ বা শ্রবণাদি সাধনভক্তির আরম্ভ। সাধন পরিপক্ক হইতে হইতে অনর্থনিবৃত্তি হয়। ভজননৈপুণ্য লাভ করা দরকার। ভজননৈপুণ্য হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। সাধনযোগে এবং আচার্য্যপ্রসাদে স্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য—এই অনর্থ চারিটী শীঘ্র দূর করাই ভজননৈপুণ্য। পরমেশ্বর-বৈমুখ্য বা সেবাবিমুখতা-বশতঃই অবিদ্যাভিনিবেশ বা ভোগ্যচিন্তার উদয় হইয়াছে। অতএবই জীবের স্বরূপভ্রম এবং স্বরূপপ্রাপ্তিবশতঃ জীবের ভয়ঙ্কর কামকর্ম্মবন্ধন উপস্থিত হইয়াছে। স্থূল লিঙ্গাভিমান হইতেই সংসার-ক্লেশের উদয়। ভগবৎসাম্মুখ্য হইতে সর্ব্বক্লেশনিবৃত্তি ও স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে। অন্তরঙ্গ-উপলব্ধিই প্রকৃত সাম্মুখ্য। বৈমুখ্যই বদ্ধতা এবং সাম্মুখ্যই মুক্তি। সাধুসঙ্গ হইতে ভক্তির উদয় হয়। পুরুষচেষ্টাই অদৃষ্টের জননী। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই সাধুসেবা কর্ত্তব্য।

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' শ্লোকের 'আরাধ্য' শব্দে শ্রীল প্রভুপাদ রাধার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। বিষয়ী থাকিলে হরিভজন হইবে না। যাঁহারা কৃষ্ণের আনুকরণিক সংস্করণ হইতে চান, তাঁহারাই বিষয়ী। শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলে ভোগ হইতে মুক্তি ও মুক্তিবাসনা হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অকিঞ্চন না হইলে অকপট নিষ্কিঞ্চনের বন্ধু শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা লাভ করা যায় না। কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া গোত্রবর্দ্ধন করিতে না পারিলে অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী না হইলে আমরা ভোগী ও ত্যাগীর সজ্জায় মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব। ভক্তগণ কনক, কামিনী ও জড় প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক নহেন। ভোগী ও ত্যাগী কখনও হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না। অর্থপ্রবৃত্তি হইলে অনর্থনিবৃত্তি আপনা হইতে হইয়া থাকে। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হইলে চলিবে না। নিজেও শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণমুখে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক—আচারবান্ হওয়া আবশ্যক। আমি নিজে অকপট ভজনে কতটুকু অগ্রসর হইতেছি, তাহা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে হইবে। নিজে যথাযোগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিলাসের জন্য চেষ্টান্বিত থাকাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণের অনুশীলনই কৃষ্ণের সেবা। গোবিন্দচরণই সর্ব্বসিদ্ধি। কৃষ্ণই একমাত্র অনুশীলনের বিষয়। কৃষ্ণেতর বস্তুগুলি অনুশীলনের বস্তু ত' নহেই, পরন্তু উহা কৃষ্ণানুশীলনের বাধক। কৃষ্ণসেবাই নিত্য ধর্ম্ম, এ বিচার না আসিলে ইন্দ্রিয় দ্বারা জগদ্ভোগ করিবার—বিশ্বভোগ করিবার প্রবৃত্তি আসিবে। জগৎ ভোগেরও জিনিষ নহে, ত্যাগেরও জিনিষ নহে। কৃষ্ণভোগ্য জগদ্দর্শন হইলেই আমাদের ভোগ-ত্যাগ স্পৃহার চাঞ্চল্য থামিয়া যাইবে। গুরুকৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইতে হইবে। স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণভাবে ছাড়িতে হইবে। বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিলে আমরা অসুবিধায় পড়িয়া যাইব, আমাদের জীবনের লক্ষ্য উল্টাপাল্টা হইয়া যাইবে। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের নামই ভক্তি। মাগিয়া লওয়া ও সেবা করা এক জিনিষ নহে। মাগিয়া লওয়া প্রভৃতিই সেবার আবরণ। মাগিয়া লওয়া, ভোগ করা বা প্রভুত্ব করা একই কথা।

সেবাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎকৃপা। সেবাবিগ্রহই কৃপাবিগ্রহ। কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সেবক। সেবাই সরলতা, সেবাই প্রকৃত স্বাস্থ্য। সেবা বাস্তববস্তু। হরিসেবা প্রাকৃত বিদ্যা বা দক্ষতা লাভের ন্যায় ক্লেশকর ব্যাপার নহে। যখন আমরা হরিসেবায় প্রবিষ্ট না হইয়া বাহিরে হরিভজন বা অন্যাভিলাষে প্রবিষ্ট থাকি, তখনই আমাদের নিকট হরিসেবার কার্য্য ক্লেশকর ও কঠোর বলিয়া মনে হয় এবং তৎফলে আমরা ক্রমশঃ হরিসেবার ভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধিকতর অন্যাভিলাষে মত্ত হইয়া পড়ি। যাঁহারা প্রকৃত হরিসেবানন্দমূর্ত্তি কৃপা এক কণারও আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যদি অকপটে সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা করিতে উদ্যত হই, তবে [illegible] ভজন হইতে [illegible] প্রকারে [illegible] করেন, [illegible] হরিভজনের জন্য [illegible] অপেক্ষা কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি [illegible] তাহার [illegible] এবং সে [illegible] [illegible] ব্যক্তি [illegible] না, সে [illegible] কি করিয়া [illegible]? সেইরূপ [illegible] না [illegible] না করিয়া [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] কি [illegible] মঙ্গলের হওয়াই মঙ্গল হওয়া। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] একমাত্র [illegible] গুরু ও বৈষ্ণব হওয়া মঙ্গল নহে, তাঁহাদের [illegible]

হওয়াই প্রকৃত মঙ্গল। হরিভজনকারী যতটুকু বাস্তব হরিভজনের পথে চলিয়াছেন, ততটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, সিদ্ধি মহেন্দ্রাদি কেহই তাঁহার সেই অগ্রসরক চিত্তরে বিনষ্ট করিতে পারেন না। যদিও তাহা সাময়িকভাবে গুপ্ত বা সুপ্ত থাকে, একদিন না একদিন সেই গুপ্ত বা সুপ্ত পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়িবে, তাহা অধিক দিন চাপা থাকিতে পারে না। তবে একটা কথা—ভক্তি, ভগবান ও শ্রীবিগ্রহের প্রতি বিশ্বাস না করিলে মঙ্গলের আশা নাই।

হরিভজনের অনিচ্ছা অপেক্ষা ইচ্ছা বলবতী চাই। কিন্তু এই সৎ ইচ্ছাটুকুও সাধুসঙ্গ বিনা হয়, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। অতএব ক্রমে এই সর্বভাবাদিটুকুও নষ্ট হইয়া যাইবে। শুধু ইচ্ছা থাকিলে হইবে না। সর্বস্ব আত্মনিবেদন করা চাই—আপন হওয়া চাই—গুরুরূপী ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা চাই—কৃষ্ণকার্ষ্ণকে আত্মসমর্পণ করা চাই। ভক্তির মূল শ্রদ্ধা বা ভগবান ও ভক্তের প্রতি আত্মনিবেদন। ইহা যেখানে নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। অনাবৃত চিত্তে ভক্তবৎসল ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিব? এমন পরমবান্ধবকে কেহ কি ছাড়িতে পারিব? তাঁহাদের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃপার প্রতি নির্ভরতা কি আমাদের আসিবে না? গুরুবৈষ্ণব স্বতন্ত্র, তাঁহারা কৃপা না করিতেও পারেন, তথাপি এই বিচার আমাদের হৃদয়ে আসা কি সম্ভব? হইতে আমরা কি তাঁহাদের আনুগত্য করিব? তিনি স্বতন্ত্র, তিনি কৃপা নাও দিতেও পারেন একথা ঠিক। তবে একটা কথা—জননী স্বতন্ত্র হইলেও তিনি তাঁহার শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারেন, না করাইতেও পারেন, এই কথাই কি ঠিক? জননীর কি স্নেহের অভাব আছে? সুতরাং দয়াময় প্রভুর কৃপার অভাব কি করিয়া হইবে? যিনি কৃপার মূর্ত্তি, যাঁহার সর্বস্ব কৃপা, তিনি কৃপা করিবেন না, একথা হইতেই পারে না। সাধুর শ্রীচরণে আশ্রয় হইতেই একটু তৃপিতার হৃদয়ে স্থান পাইয়া আমরা তাঁহার কৃপাকণা। হয়ত ভাগ্যবশে প্রাপ্ত হইব। চক্ষু থাকিতে কেহই অন্ধ হয় না। চক্ষু উন্মীলিত, সর্বত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে, কৃপার অভাব নাই। সবলই ইহা বুঝিতে পারে। সরল অর্থাৎ যাহার অন্য অভিসন্ধি নাই, যিনি কৃপার কাঙ্গাল, তিনি ইহা বুঝিতে পারেন ও পারিবেন। অপরে কিরূপে তাঁহাতে নিশ্চিত করিয়া নির্ভর করিবে?

তৈর্থিক বিপ্র

——::•::——

শ্রীধামপ্রকাশক শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমিশ্রগৃহে আবির্ভূত হইয়া একদিন পরমচমৎকারময়ী বহুবিধ লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার যাবতীয় লীলা নিত্য। তাঁহার লীলার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেবোন্মুখতাৎপর্য্যময়ী ভক্তি-চেষ্টার দ্বারাই তাঁহার অপ্রাকৃত লীলা জীবের উপলব্ধি হয়। প্রাকৃতিকজ্ঞানে কেহ ভগবল্লীলা বুঝিতে পারে না। সেবোন্মুখতায় অপ্রাকৃত উপলব্ধি, আর সেবাবিমুখতায় প্রাকৃত-বুদ্ধি। সেবাবিমুখ অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিবেই। অপ্রাকৃতবিমুখ অপ্রাকৃতের সন্ধান কি করিয়া পাইবে? সেবোন্মুখ চিত্তের দর্শন ও উপলব্ধি এবং বহির্মুখ চিত্তের দর্শন ও উপলব্ধি এক নহে। সেবোন্মুখ জানেন, রাবণ কখনও মহালক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিতে পারে না। আর সেবাবিমুখের ধারণা—রাবণ সীতাদেবীকে (?) হরণ করিয়াছিল। সেবোন্মুখ ও সেবাবিমুখের দর্শন-ভূমিকা পরস্পর পৃথক্ হওয়ায় একজনের মায়া বা ছায়া-সীতায় সীতা-প্রতীতি আর একজনের যথার্থ স্বরূপবিগ্রহে শ্রীসীতাদর্শন। একজন কুদার্শনিক, আর একজন সুদার্শনিক, একজন বিবর্ত্তবাদী আর একজন শ্রৌতপন্থী।

বস্তুর আকার-দর্শনই কুদর্শন। আর শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার উপকরণরূপে যে দর্শন তাহাই সুদর্শন। কুদার্শনিক শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরভক্তগণকে নরমাত্র মনে করিলেও তাঁহারা নর নহেন, তাঁহারা কোটি মানব। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই সচ্চিদানন্দময়তত্ত্ব। শ্রদ্ধা বা রুচিই ভক্তির মূল। শ্রদ্ধা বা রুচি না হইলে ভক্তদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হয় না, আনুগত্যভাবে তাঁহাদের দর্শন পাইয়াও তাঁহাদিগকে চেনা যায় না। শ্রীগৌরনিতাইএর কথা জানিতে হইলে শ্রদ্ধাযুক্ত-চিত্তে নিরন্তর শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা করা দরকার। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরূপী শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরের কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলায় যেমন কৃপা বেশী, শ্রীভাগবত অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যভাগবতের কৃপাও সেইরূপ ততোধিক। শিষ্য হইয়া গৌরসুন্দরানুগত্যে সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যভাগবত অনুশীলন করিলে শ্রীগৌরসুন্দরের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের প্রতি আসক্তি বা টান হইবে। রূপবান্ হইতে হইবে। কুরূপ লইয়া সুরূপের কাছে যাওয়া যায় না। কুৎসিৎ সুন্দরকে দেখিতে পায় না। গৌরধামের কৃপায় সুন্দর হওয়া যায়। শ্রীগৌরধামে বাসপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীনামের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীহরিনাম-গ্রহণ, শ্রীতুলসীসেবা ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিলে অবশ্যই মঙ্গল হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরসুন্দরের যত নাম আছে, সেই সকল নাম সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। গুর্ব্বানুগত্যময় শুদ্ধসাধনের ফলে ক্রমশঃ রতির উদয়ে চিত্ত মসৃণ হইবে এবং মসৃণ চিত্তে শ্রীধামের স্বরূপ, শ্রীনামের স্বরূপ, শ্রীনামাচার্য্যের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ দেখা যাইবে। যেখানে জড়দর্শন বা প্রাকৃত দর্শন, সেখানে সেবার কোন কথা নাই। শ্রীগৌরের কৃপাপ্রার্থনা-মুখে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিলে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের শ্রীনামে রুচি কোথায়? নিরন্তর হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। উচ্চৈঃস্বরে ও স্পষ্টভাবে হরিনাম করা দরকার। শ্রীনামের নিকট নিজের অযোগ্যতা অকপটে জানাইতে হইবে। শ্রীনামপ্রভুকেই জীবন-ভূষণ করিতে হইবে। শ্রীনামই মহাপ্রভু, ইহা ভুলিতে হইবে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম-কৃপা চিন্তাপূর্ব্বক কৃষ্ণনামগ্রহণ করাই বিধি। 'মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল হরি' ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। শ্রীনাম-গ্রহণের সময় নামের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীহরিনাম করিলে শ্রীগৌরসুন্দরের খুব সুখ হয়। দৃঢ়তা না থাকিলে হরিকীর্ত্তন হইবে না। যাহার দৃঢ়তা ও সরলতা আছে তাহার নিশ্চয়ই সুবিধা হইবে। হরিভজনে চক্ষুর কিবা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কাণটিকে সর্ব্বক্ষণ সজাগ রাখিতে হইবে। নিজ মনের, নিজ ইন্দ্রিয়ের বা মনোধর্ম্মী কাহারও কথা শুনিতে হইবে না। সাধুশাস্ত্রের কথাই আমার আদর্শ ও পরিচালক হইবে। রোগীকে ডাক্তারগণের উপর নির্ভর করিতে হইবে। নতুবা রোগ সারিবে না। ভবরোগী আমরা যদি সাধুগুরু-শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করি, তাহা হইলে আমরা কি করিয়া বাঁচিব?

আজ আমরা গুরুবর্গের কৃপামাত্র সম্বল করিয়া এ তপস্যার শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলার একটী কথা আলোচনা করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমাদের উপর গুরুবৈষ্ণবের একটু কৃপা বর্ষিত হউক। শ্রীগৌরলীলার নিকেতন শ্রীমায়াপুর-ধাম কৃপা করিয়া আমাদের চিত্তকে উন্মুখ করুন। তাঁহার কৃপায় যেন আমরা নিত্যকাল শ্রীগৌরলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যলীলা এই—অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যা'র একবিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ, ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান॥
চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন॥
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও লিখিয়াছেন,—

ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপার কথা সর্ব্বক্ষণ আলোচনা করিতে হইবে। তত্ত্ববিচার করা দরকার। তত্ত্ববিচারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে অসুবিধা হইবে। তত্ত্বজ্ঞানহীন দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা গুরুকে সুদৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয়। আমি কে, ভগবান্ কে, তাঁহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ, এ সকল বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা হওয়া দরকার। তবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সুদৃঢ়-বিশ্বাস হয়। তাই শাস্ত্র বলেন,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

একদিন এক পরমসুকৃতি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের উদ্দেশে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীমিশ্রভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাভাগ্যবান্ বিপ্র সর্ব্বক্ষণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন এবং পরমব্রহ্মণ্য তেজ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বহির্গত হইতেছে দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। বৈষ্ণব বিপ্রকে স্বগৃহে অতিথিরূপে পাইয়া মিশ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি স্বয়ং জল ও উত্তম আসন প্রদান করিয়া অতিথির পূজা করিলেন। বিপ্রবর সুস্থ হইলে মিশ্র-পুরন্দর তাঁহার পরিচয় লইয়া মহৎ বা বৈষ্ণব-জ্ঞানে বিপ্রের স্তুতি ও তৎপাদরজোভিষিক্ত জগতের সৌভাগ্য বর্ণন ও তাঁহার নিকট সেবাপ্রার্থনা করিলেন। বিপ্রের আদেশে শ্রীজগন্নাথমিশ্র কৃষ্ণনৈবেদ্য রন্ধনের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিশ্বম্ভরীকে অতিথিসৎকার শিক্ষা দিলেন। স্বয়ং-ভগবান্ যাঁহার পুত্র, বাৎসল্যরসরসিক সেই ভক্ত-রাজের অতিথিসেবারূপ ভগবৎসেবা আমাদের আদর্শ হউক। কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী কেহ যেন অতিথি-সৎকারে পরাঙ্মুখ না হন। অতিথি দেবতা-তুল্য। তৎপ্রতি বিমুখ হইলে ভগবৎকৃপা পাওয়া যায় না। নিজে না খাইয়া অতিথিসেবা করিতে হইবে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং বিশ্ববাসীকে অতিথিসেবা শিক্ষা দিয়াছেন। কখন কি বেশে মঠে বা গৃহে মহাপুরুষের আগমন হইবে তাহা বলা যায় না। সুতরাং অতিথিকে কোনমতেই ফিরান যাইবে না। শ্রীযশোমতী, শ্রীশচীদেবী, শ্রীদ্রৌপদী, শ্রীরুক্মিণী, শ্রীপদ্মাবতী, শ্রীসীতাদেবী সকলেই অতিথিসেবাতৎপরা ছিলেন। অতিথিসেবা-প্রবৃত্তি, পরোপকার, ঔদার্য্য, অকপটতা

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল 'প্রেম' হয় সংসার যায় ক্ষয়॥

বৈষ্ণবতার লক্ষণ। কি গৃহস্থ কি মঠবাসী সকলেরই অতিথিসেবা একান্ত কর্ত্তব্য। তবে কৃষ্ণকার্য্য বিরোধী কোন কপট ব্যক্তি দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহার সেবা করিতে হইবে না। যাঁহারা অতিথিসেবা করেন না, তাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধী, সাত্বতশাস্ত্র-বিরোধী, শ্রীচৈতন্যভাগবত-বিরোধী ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারের বিরোধী জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"গৃহস্থগণকে ব্যবহারধর্ম্মে অবশ্যই অতিথির সৎকার করিতে হইবে। অতিথিসৎকার —গুরুসেবার তুল্য, অথবা অতিথি—নারায়ণের স্থায় পূজ্য। যে কোন উদাসীন ব্যক্তি, যে কোন সম্প্রদায়েরই হউক, যদি অতিথিরূপে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করেন, তবে তাঁহাকে তাহা প্রদান করা প্রত্যেক মঠবাসীরই কর্ত্তব্য। যেরূপ সদ্‌গৃহস্থের গৃহে অতিথিসেবা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ কৃষ্ণের সংসার মঠেও অতিথি-অভ্যাগতের সেবা কর্ত্তব্য। নিজেরা ভোজন না করিয়াও অতিথির সেবা করিতে হইবে। প্রচুর প্রসাদাদি না থাকিলে মাধুকরী প্রদান করিতে হইবে। তাহাও সম্ভব না হইলে জল, আসন, অন্ততঃ মিষ্টবাক্যের দ্বারা অতিথির সেবা করিবে।" শ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন,—"অতিথিসেবা যেরূপ গৃহস্থের সেবানুকূল সংসারের অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্রূপ মঠে—কৃষ্ণের সংসারেও প্রত্যেক মঠবাসীর পক্ষে উহা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। ব্যক্তিত্বের বিচারশূন্য হইয়া যে কোন ব্যক্তি অতিথিরূপে গৃহে বা মঠে আসিবেন তাঁহাকেই সেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণব হইলে তাঁহার সঙ্গ করিবেন, আর কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী বা ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের লোক হইলে তাহাদের সঙ্গ করিবেন না, কেবল ভোজনাদি দানের দ্বারা যথাযোগ্য সেবা করিবেন।"

শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাপাত্রের আশায়ই অতিথিসেবায় তৎপর থাকিতে হইবে। কর্ম্মীর অতিথিসেবার সহিত ভক্তের অতিথিসেবায় বৈশিষ্ট্য এই যে, ভক্তগণ মহাপ্রভু বা পূর্ব্বগুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রীতিকর শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভের জন্য অতিথিসেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই অতিথিসেবা ভগবানেরই সেবা। বিষ্ণুসেবার ন্যায় অতিথিসেবাকে তাঁহারা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া জানেন। অনেকে অতিথিসেবা করিতে করিতে সুদুর্লভ মহাভাগবতের সেবা ও সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মহাভাগবতগণ অনেক সময় সাধারণ অতিথিরূপে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীদেবী কত যত্ন ও আর্ত্তির সহিত তৈর্থিক বিপ্রের সেবা করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠে আমরা জানিতে পারি।

অতিথি-ব্যভার-ধর্ম্ম যেন-মতে হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥
আপনে করিয়া তাঁ'র পাদপ্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন॥
সুস্থ হই' বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তাঁ'রে মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—কোথা ঘর?
বিপ্র বলে,—'আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি'॥
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন॥
বিশেষ আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ'—রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য॥
বিপ্র বোলে,—কর, মিশ্র, যে ইচ্ছা তোমার।
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥
রন্ধনের স্থান উপস্করি' ভাল মতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে॥

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলে বালগোপাল-উপাসক তৈর্থিক বিপ্র রন্ধন করিয়া কৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিতে গিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে সর্ব্বজ্ঞ-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন বিপ্রকে দর্শন দিবার জন্য তৎসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে স্বহস্তে বিপ্রের অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক একগ্রাস পাইলেন। তদ্দর্শনে বিপ্র হায়, হায় করিতে থাকিলে মিশ্রবর বিপ্রের চীৎকার শ্রবণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক নিমাইকে হাস্যমুখে বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ করিতে দেখিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৌরগোপালের এই আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাসনোদ্যত হইলে বিপ্র তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—

বিপ্র বোলে,—'মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হ'বে, তাহা ঈশ্বর সে জানে॥'

শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভগবদ্‌ভক্ত বিপ্র মিশ্রকে নানাভাবে সান্ত্বনা-প্রদান করিলেন। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও কৃপাশক্তির প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ভক্তেরই আছে, অপরের নাই। তাই বিপ্র বিন্দুমাত্র দুঃখ না করিয়া সবই কৃষ্ণের কৃপা, ইহা জানিয়া কিছু খাদ্য চাহিলেন। মিশ্রবর তাঁহাকে পুনরায় পাক করিতে অনুরোধ করায় তিনি পুনরায় পাক আরম্ভ করিলেন। পাছে গৌরহরি পুনরায় অসুবিধা ঘটায় তজ্জন্য সকলের পরামর্শানুসারে শ্রীশচীদেবী বিপ্রের ভোজন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিমাইকে লইয়া কোন প্রতিবেশীর গৃহে অপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে মিশ্রগৃহে তৈর্থিক বিপ্র দ্বিতীয়বার ভোগরন্ধন করিয়া তাহা বালগোপালকে নিবেদন করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলে চিত্তাধিষ্ঠাতা শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে যোগমায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া বিপ্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অন্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপ্র ভোগ নষ্ট হইল বলিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলে মিশ্র জানিতে পারিয়া নিমাই-এর প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধপ্রকাশ করিলেন এবং অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এবার মিশ্রবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ বিপ্রকে পুনরায় রন্ধন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্র বলিলেন, এত গভীর রাত্রিতে পুনরায় রন্ধন করিবার ইচ্ছা নাই,—

বিপ্র বোলে,—'রন্ধন করিলুঁ দুইবার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার॥
তেঞি বুঝিলাও—আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি,—কেনে করহ যতন॥
কোটি ভক্ষ্য-দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥
যে-দিনে কৃষ্ণের যা'রে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক, তথাপি সিদ্ধ নয়॥'

বিপ্রের কথা শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীবিশ্বরূপ পুনরায় বিপ্রের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা জানাইলে বিপ্র পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকৃত হইলেন। যাহাতে চঞ্চল বালক পুনরায় নৈবেদ্য নষ্ট করিতে না পারে তজ্জন্য আত্মীয়গণ বালককে বেষ্টন করিয়া এবং মিশ্রগৃহের দ্বারে প্রহরীরূপে বসিয়া থাকিলেন। বালককে বিশেষভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এদিকে বালকরূপী শ্রীগৌরহরি গৃহমধ্যে যোগনিদ্রাদেবী প্রদর্শন করিলে সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার ধ্যানে বসিয়া বালগোপালকে ভোগ নিবেদন করিলে এবারও গৌরগোপাল আসিয়া পুনরায় বিপ্রের অন্ন ভোজন করেন। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া হাহাকার করিতে থাকিলে গৌরসুন্দর বিপ্রকে তাঁহার অষ্টভুজরূপ প্রদর্শন করেন এবং বলেন,—"হে বিপ্র! তুমি আমার নিত্যসেবক, আমি যখন ব্রজে নন্দদুলালরূপে লীলাপ্রকাশ করিয়াছিলাম, তখনও তোমার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে দেখা দিলাম।" তখন ব্রাহ্মণ নিজ ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং কৃতার্থ হওয়া প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ সেবা করিলেন। প্রভু তৈর্থিক বিপ্রকে এই গুপ্তলীলাটী সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসীম দয়া। শুদ্ধ নিত্যানন্দের কৃপা হইতে তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দরই গুরুরূপে আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য অবতীর্ণ। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর। তাঁহাতে আত্মসমর্পণে কৃপাভিক্ষাই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র উপায়। গৌরলীলা অনর্থনাশিনী ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়িনী। গৌরলীলা অকপটচিত্তে যত শ্রবণ করা যায়, ততই চিত্ত শুদ্ধ হয়।

জীবের জগদ্‌ভ্রমণ

জগৎ দুই প্রকার। একটী চিজ্জগৎ আর অপরটী জড়জগৎ। ভগবান্‌কে যাহারা ভুলিয়া গিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করে, তাহাদের জন্যই এই জড়জগৎ। জড়জগৎ মায়া-কারাগার। এখানে মায়া ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণকে নানাপ্রকার শাস্তি প্রদান করিয়া ভগবদুন্মুখ করিতে যত্ন করে। এ জগৎ ক্লেশপরিপূর্ণ। এখানে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিকাদি তাপে বদ্ধজীবগণ সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট হইতেছে। এ জগতে সুখ নাই। এখানে সুখের যে একটু আভাস দেখা যায়, তাহাও দুঃখেরই প্রাগবস্থা মাত্র। এ জগৎ কেবল রোগ, শোক, ভয়, জন্ম, জরা মৃত্যু-পরিব্যাপ্ত। এখানে অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশে জীবগণ সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট হইতেছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থে এ জগতের একটী চিত্র এইভাবে অঙ্কন করিয়াছেন,—

ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার॥
ধন জন পরিবার, কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ, শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব বিয়োগ দুর্ঘটন॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়াদাস হবে
হারাইবে পরমার্থ ধন॥
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাচার।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ অসার॥

জীব জড় নহে—চেতন। জীবের স্বরূপ নিরানন্দ নাই—দুঃখ-কষ্ট নাই। ভগবানের যেরূপ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ আছে, সেরূপ জীবও নিত্য চিদ্‌বিগ্রহবান্। জীবের সেই চিদ্দেহ বৈকুণ্ঠধামে—সেবাপ্রকার নিত্য প্রকাশিত থাকে। ভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপ অপরাধবশতঃ জীবের সেই চিদ্দেহের উপর দুইটী আবরণ পড়িয়াছে। প্রথমটী লিঙ্গাবরণ, দ্বিতীয়টী স্থূলাবরণ। স্থূলদেহ যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার ফলকে সঙ্গে করিয়া সূক্ষ্মদেহ দেহান্তর লাভ করে। এইরূপে বদ্ধজীবগণ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে।

এই বদ্ধজীবগণ স্থাবর ও জঙ্গমাদি রূপে [illegible]

জলচর ও স্থলচর। স্থলচর জীবের মধ্যে মানবজাতি অতি অল্প। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক জল স্থলচর-বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক 'কৃষ্ণভক্ত'॥

চিজ্জগতে যেরূপ বিচিত্রতা আছে, জড়জগতে বদ্ধজীবগণের মধ্যেও সেইরূপ বিচিত্রতা দেখা যায়। জঙ্গম জীবসমূহ স্পর্শবেদী, রসবেদী, গন্ধবেদী, শব্দবেদী ও রূপবেদী ক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। প্রথমে প্রস্তরাদি অজীব, তৎপরে উদ্ভিদাদি প্রাণবন্ত জীব। প্রাণবন্ত জীবগণের মধ্যে যাহারা চিত্তবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহারা সচিত্ত জীব। সচিত্ত জীবগণের স্পর্শ, রস, গন্ধ, শব্দ ও রূপ—এই পাঁচটী চিত্তবৃত্তি আছে।

যে সকল জীব স্পর্শ দ্বারা আহার সংগ্রহ, চলাফেরা করে, তাহারা স্পর্শবেদী প্রাণী। জোঁক, কেঁচো, শামুক স্পর্শবেদী জীবের অন্তর্গত। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব রসবেদী। মৎস্যাদি রসবেদী জীব। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভ্রমর, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি গন্ধবেদী প্রাণী। ইহারা গন্ধ দ্বারা চালিত হয়, গন্ধই ইহাদের জীবনযাত্রার সম্বল। ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী শব্দবেদী সর্পাদি এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপবেদী পক্ষিগণ। পক্ষিগণ দর্শনের দ্বারা খাদ্য কি অখাদ্য তাহা বিচার করিয়া লইতে পারে। এই সকল জীব অপেক্ষা মানবজাতি শ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যেও আবার সভ্য ও অসভ্য ভেদে শ্রেষ্ঠতার বিচার আছে। বদ্ধজীব আচ্ছাদিতচেতন, সঙ্কুচিতচেতন, মুকুলিতচেতন, বিকচিতচেতন ও পূর্ণবিকশিতচেতন ভেদে পাঁচপ্রকার। তন্মধ্যে আচ্ছাদিত ও সঙ্কোচিতচেতন। জীবগণ প্রস্তর, বৃক্ষ ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি দেহপ্রাপ্ত। মুকুলিত চেতনাবস্থা হইতেই জীবের নরদেহ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

নরদেহপ্রাপ্ত জীবগণের মধ্যেও সভ্য ও অসভ্য ভেদ আছে। অসভ্য মানবগণ পশুস্বভাবতুল্য। তাহারা পশুর ন্যায় দিন যাপন করে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"বন্যজীবন, সভ্যজীবন, জড় বিজ্ঞানসম্পন্ন জীবন, নিরীশ্বরনৈতিক জীবন সেশ্বর-নৈতিক জীবন, বৈধভক্ত জীবন ও প্রেমভক্ত জীবন—এবম্বিধ নানাপ্রকার নরজীবন পরিলক্ষিত হইলেও সেশ্বর-নৈতিক জীবন হইতে প্রকৃত নরজীবনের আরম্ভ স্বীকার করা যায়। সেশ্বর না হইলে নর জীবন যতদূর সভ্যই হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন, কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।"

নীতিশূন্য জীবন পশুবৎ। নীতিশূন্য জীবনে যে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি দেখা যায়, তাহা আসুরিক বুদ্ধিবৃত্তি। ঐ সকল অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর। নিরীশ্বর নৈতিক জীবন নীতিবদ্ধ হইলেও তাহাতে ভগবচ্চিন্তার অবকাশ নাই। নিরীশ্বর নৈতিক কেবল নিজ সুখের—ভোগের নীতিটা প্রবল রাখে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে সে কিছু বুঝে না। সেশ্বর-নৈতিক জীবনই জীবের জীবত্বের পরিস্ফুট প্রকাশ। সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতেই ভক্তজীবন আরম্ভ হয়। যাঁহাদের ভক্তজীবন আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহারাই স্বরূপাবস্থিত। ভগবদ্ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য।

জড়সঙ্গই জীবের অধোগতি। অপরাধ বশতঃই জীবের এই বদ্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে। মায়ার মোহে মোহিত হইয়া জীব স্বরূপের—স্বদেশের কথা ভুলিয়াছে। জড়সঙ্গবশতঃ জীব যেরূপ বিরূপগ্রস্ত হইয়াছে, সেইরূপ সে স্বদেশের বিকৃত প্রতিফলন স্বরূপ এই মায়িক জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। জীবের স্বরূপের দেশে আহারের প্রয়োজন নাই, বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হয় না। তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, সেখানে কোন প্রকার অভাব-অসুবিধা নাই। তথায় যে কাল আছে, তাহা চিন্ময় এবং সদা বর্ত্তমান। সেখানে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। তথায় নিত্যানন্দ বর্ত্তমান। যাঁহারা নিত্যকাল সেখানে বাস করিতেছেন, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিরন্তর নিঃস্বার্থভাবে ভগবৎসেবাই তাঁহাদের কৃত্য। তাঁহারা ভগবানের অনন্তলীলার সহায়কারী। ভগবান্ যখন নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে আসেন, তখন অনেক মুক্তজীব স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এ জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা এ জগতে আসিলেও—জগজ্জীবের ন্যায় তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ হইলেও তাঁহারা জড়বদ্ধ হন না। তাঁহারা ভগবানের সঙ্গেই আসেন এবং সঙ্গেই চলিয়া যান। তাঁহারা ভগবানের পার্ষদ। তাঁহারা সময় সময় এ জগতে আসিয়া জীবগণকে কৃপাপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তির কথা জানান। ভগবান্ দয়াময়। জীবগণ ক্লেশ পাইতেছে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।

বদ্ধজীব উচ্চাবচ চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে মানবজীবনে সাধু-গুরু-কৃপায় শ্রদ্ধা লাভ করে। শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। শ্রদ্ধা উদিত হইলে জীব ব্যাকুল হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধাবান্ জীব কি করিলে অনর্থ দূর করিতে পারেন, ইহা চিন্তা করিয়া যাঁহার অনর্থ নাই এইরূপ সাধুর অনুক্ষণ সঙ্গ ও কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকেন। শ্রদ্ধাবান্ জীবের নিকট কৃষ্ণেচ্ছায় সাধুর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ জীব তখন সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়া করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হয়। তখন উত্তরোত্তর ভগবানের সেবায় রুচি হইতে থাকে এবং সাধুতে প্রীতি, আপনজ্ঞান বা টান প্রবল হইতে থাকে। এইরূপে চলিতে চলিতে গুরুকৃষ্ণে তাঁহার আসক্তি হইয়া থাকে। তখন আর ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এই পর্য্যন্তই সাধন। তাহার পর ভাব এবং ক্রমে প্রেম লাভ করিয়া জীব কৃতকৃতার্থ হয়।

বর্ত্তমান কলিযুগে জীবের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অত্যন্ত দুর্গত জীবগণকে কৃপা করিবার জন্য, তাহাদিগকে প্রেমের রাজ্যে—স্বধামে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তন্নিজজন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ এ জগতে আগমন করিয়াছেন। কেবল শ্রদ্ধামাত্র দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা জীবকে চরম সম্পত্তি প্রেমধনদানে প্রস্তুত। জগতে গৌরনিত্যানন্দের এই দয়ার তুলনা নাই। এ জগৎ হইতে উদ্ধারের সেতু একমাত্র গৌরনিত্যানন্দের দয়া। জীব মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞানে হইলেও—তাহার বর্ত্তমানে কোন গুণ বা যোগ্যতা না থাকিলেও যদি 'হে কৃষ্ণ আমি তোমার' এই বলিয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন, তাঁহাকেই কৃষ্ণ উদ্ধার করিবেন। আমার কোনই যোগ্যতা নাই, তবুও তোমার কৃপা চাহিই, কৃপা না হইলে আমার আর উপায় নাই, এই বলিয়া প্রপন্ন হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন গতি নাই। ইহাই দুর্গত, বদ্ধ, পতিত জীবের একমাত্র সম্বল।

'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজ তত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া'—করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে,—ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে গত ১৯শে ফাল্গুন অর্থাৎ পরিক্রমার অধিবাস তিথি হইতে শ্রীগৌরজয়ন্তী তিথি পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও নবদ্বীপ-শতকম্ গ্রন্থ হইতে নবটী দ্বীপের মাহাত্ম্য আলোচনা হইয়াছে।

গত ২৯শে ফাল্গুন শ্রীগৌরজয়ন্তী-তিথি দিবস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে সেবকগণ গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। পরে মৃদঙ্গ-করতালসহ উচ্চ কীর্ত্তনযোগে সেবকবৃন্দ শ্রীগৌর ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের পদাঙ্কপূত ত্রিবেণীসঙ্গমে গমন করতঃ শ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে কৃপাপ্রার্থনামুখে কিছুক্ষণ যাবৎ গৌর-গুণগাথা কীর্ত্তনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই পবিত্রতিথিতে তত্রস্থ সেবকবৃন্দ এই মহাভাগবতবরের সেবা-সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সেবকগণ দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ-মুখে শ্রীগৌরজয়ন্তী পালন করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌর-প্রকটকালে সেবকগণ বাদ্যাভিন্ন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গৌরাবির্ভাব-প্রসঙ্গ মৃদঙ্গ-করতালযোগে কীর্ত্তন করেন। পরে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ও সেবকগণের নিকট শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিবরের মহিমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর দানের কথা প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

পরদিবস সন্ধ্যারাত্রিক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সমাগত বহু শ্রদ্ধালু শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হিন্দিভাষায় গৌরাবতারের মুখ্য ও গৌণ কারণ ও গৌর-কীর্ত্তিত সংকীর্ত্তনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করেন। পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপরদিবস প্রসাদপ্রার্থী কাঙ্গালীগণকেও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী অপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪০১৫
সেবক—শ্রীভবরুদ্ধছিদ্ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীক্ষিতিপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবান্তববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীবংশীধর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীঋড়িণঙ্ক দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপারী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদ বরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমধুমাধব দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাণগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় শ্রবণ সদন
পোঃ রসুলকুণ্ডা, গঞ্জাম
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়াময় দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅম্বরগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৬ অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকার ও লেখকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও প্রত্যেক অধ্যায়ের ক্রমানুসারে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বপ্রদীপ' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবৃতির অনেক ভূমিকা ও সূচীপত্র সম্বলিত ভাবপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ব্যাখ্যা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হ'তে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। শ্রীনাম আশ্রয় ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্যভাষ্য ॥০
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্র: (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ) ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী জগন্নাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (সমগ্র) ৶।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১
৪৯। অর্চ্চনকণ ।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্স্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৵০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। বিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৭৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ৸০
৭৭। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইজোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৭। গীতাবলী ৵১০
শরণাগতি ৵০
৮৯। প্রার্থনাপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে গণগড্ডলিকাস্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুয়ন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ স্বার্থসমূহ, তত্ত্বিষয়ক সৎসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নরহরিদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সদাচারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলাংশ ক্রমে। তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে সারাবিন্দুরূপে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতির বিষয়ানুক্রম, অধ্যায় বিবরণ, স্থান ও নদী প্রভৃতির বর্ণনা সহ গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসাহিত্যের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা রয়েল আটপেজি আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের পাঠোপযোগী করিয়া লিখিত পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের [illegible]। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম এ, [illegible], পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ [illegible] সরস্বতী ঠাকুর [illegible] পদ্যগ্রন্থ [illegible] আছে। ইহা [illegible] সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধামযাত্রিগণ শ্রীধামের [illegible] পারিবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে বিশুদ্ধ বাসর ব্রত-উপবাসের তালিকা, বৎসরের অনুষ্ঠান-নির্দেশ [illegible] সম্বলিত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুর হইতে। ভিক্ষা মাত্র ৴০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় – মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ সাপ্তাহিক ১০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত – [illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ [illegible]-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা [illegible]। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম-খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরব বিশ্বব্যাপী অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মহাপ্রভাব পরমারাধ্যতম ও শ্রীরূপ-অনুগবর পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা অন্যান্য প্রদেশসমূহের সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জন ভক্তগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] সংস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অভ্যসনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৭১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কার্য্যকারিতা [illegible]। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO. C, 1044

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত [illegible] এবং পরিমাণ [illegible] বিবৃত [illegible] সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] কথা আছে। [illegible] মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৩শ বর্ষ } ২৭ বিষ্ণু ৪৫৫ গৌরাব্দ ২৬শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৯ই এপ্রিল ইং ১৯৪১, বুধবার { ২৭-২৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ দ্বিত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(०)::——

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহারা ইহ জগতের কোন বস্তু চাহেন না, তাঁহারাই বিচার করেন—এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে। এই পৃথিবীতে নিত্য সুখদ কোন বস্তু নাই, এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি, সেইজন্য যত কষ্ট ও ত্রিতাপ আমাদের মস্তকের উপর স্থাপিত হইয়াছে, আমরা মনোরূপ জেলদারোগার হুকুমমত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং যথেষ্ট কষ্টও পাইতেছি। যে-সকল মূর্খ মায়িক জগতের বিচিত্র বিষয়ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে, তাহারা মায়ার ফাঁদে entangled হইয়া যাইবে।

আমরা যদি নিজের খেয়াল অনুসারে ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় চলিতে থাকি, তাহা হইলে অকূল সংসারসাগরে ডুবিয়া যাইব। কর্ণধার না থাকিলে বিপথগামী হইতেই হইবে। ভগবানের অনুশীলন না করিলে কোন কিছুতেই কিছু সুবিধা হইবে না। স্বতন্ত্র প্রতীতিতে প্রভুর সজ্জায় ও অভিমানে কৃষ্ণভোগ্য বস্তুগুলিকে নিজের ইন্দ্রিয়ের অধীন করার যত্ন হইতেছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, তাঁহার যাহাতে ভাল লাগে তজ্জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে।

ভগবান্ আমাদের নিত্যমঙ্গললাভের জন্য যে সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গুণজাত জগতের বিচারে চালিত হওয়া অত্যন্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচয়।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্" বিচারে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকারণকারণ যিনি, তাঁহার সেবা হইলেই সর্ব্বশুভমঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহকসূত্রে আমরা জগতের দ্বারে দ্বারে সেই কথা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি—জগতের সকল বুদ্ধিমান্ মানবকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুন। সমগ্র জগৎ শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত গৌড়ীয়ের প্রচার-প্রণালীর অ নু ধা ব ন ক রু ন। শ্রী চৈ ত ন্য দে বে র বিচারপ্রণালী হইতে অতি অল্প পরিমাণেও deviated (স্থানচ্যুত) হইলে তাহার অনুসরণে মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। গৌড়ীয়ের আচার ও প্রচার সম্পূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্যচরণানুসৃত। অগৌড়ীয়ের বিচারকে শুদ্ধ গৌড়ীয়ের বিচার সহ এক বলিয়া ভ্রান্তি করিতে হইবে না।

বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির দর্শনে সাদরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, গুরু ও ভগবানে তীব্রা ভক্তি, অন্যের সহিত নম্র ব্যবহার, বৈষ্ণবের নিকট জ্ঞানলাভ, প্রভাতে রামচন্দ্র ও গুরুর স্মরণ করিতে হইবে। গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন নিষেধ, কিন্তু নৌকা, রথ, হস্তী, প্রস্তর ও কাষ্ঠাসনে দোষ নাই। আচার্য্য ভগবৎ-স্বরূপ, তাঁহার প্রসন্নতা একান্ত আবশ্যক। বিষ্ণুভক্তের দর্শনে অভ্যর্থনা না করিলে প্রস্তরজন্ম প্রাপ্তি ঘটে। ভক্তিতে সর্ব্ববর্ণের অধিকার। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে নরকলাভ হয়।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ কাহারও সহিত ঝগড়া করেন না। তাঁ'দের বিচার এই—"প্রাণি-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" তাঁ'রা—নির্ম্মৎসর। নির্ম্মৎসর ব'লেই তাঁরা জীবের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন—জীবের যা'তে প্রকৃত মঙ্গল হয় সেই বিচার জানিয়ে দেন। বিষ্ণুসেবা ছাড়া আত্মার মঙ্গল আর কিছুতেই হ'তে পারে না। বৈষ্ণবগণ বলেন, আর জন্মান্তরের অপেক্ষার দরকার নেই। এই জন্মেই পরমমঙ্গল সাধন করা কর্ত্তব্য। জন্মান্তরে মানব হ'ব কিনা তা'র নিশ্চয়তা নেই।

দেবতারাও মানুষের মত মরি'ন। তাহাদের অমরত্বও কালক্ষোভ্য। ইহাদিগের পূজা ও নিন্দা করিবার দরকার বা লাভও নাই। বাস্তবসত্যেরই অনুসন্ধান করা দরকার।

'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" যাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেইরূপ সত্যকথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে, ইহাতে ভূতোদ্বেগ হয় না। পৃথিবীর সকল লোকের মঙ্গল কিরূপে হইবে, সেই চিন্তা করা দরকার। নিজের ও অপরের মঙ্গল করিতে হইবে। কেবল বর্ত্তমান যুগের মনুষ্যের জন্য নয়—সকল যুগের সকল মানুষের অনন্তকালের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে স্থান হইতে আর কোনদিন ফিরিয়া আসিতে হইবে না—এরূপ অভয়ামৃত নিত্যরাজ্যে পরাকাশে অভিযান করিতে হইবে। সেই অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আমাদের শ্রীগুরুপদাশ্রয়-লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

আমরা সব সময়েই সেই দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে serve করিব। যদি আমরা গৃহে থাকি, তাহা হইলেও বাড়ীর সকল লোক মিলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিব। আমরা শুদ্ধ স্বত্বে ভাল ভাল দ্রব্যাদি দ্বারা ভগবান্‌কে ও তদীয়জনকে রাখিব—নিজেরা কুটীরে থাকিব। আমরা যদি না খাইয়া ভগবানকে খাওয়াই, তবেই তাঁহার করুণা পাইব। হে ভোগি-জীব! তুমি কে যে শুধু খাওয়া-দাওয়া করিয়াই সুখে থাকিবে? তুমি কে যে তাঁহার ধন চুরি করিবে? এবং তুমি কে যে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবে এবং তাহা নিজে নিজে ভোগ করিতে পারিবে? পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে এক মুহূর্ত্তেই সকলের সকল দম্ভ নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব একটীমাত্র দানাও যদি গ্রহণ করিবে তবে তাহাও ভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করিবে না। [illegible] কাহার জগৎ ভোগ করিবে?

প্রত্যেক জিনিষটি ভগবানের—এই বিচারটি ভক্তের বিচার। সংসারীর চেহারা কারণেই বা কি ফল হইবে? জীব ভোক্তা নহে। জগতের সকল জিনিষ ভগবানের ভোগের জন্য। তাঁহার সেবা করিলেই সকল সার্থক।

মনোযোগ দিয়া হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। [illegible] পরই সঙ্গ হইবে ভগবানের লীলা ও [illegible] সৌন্দর্য্যের কথা আমরা [illegible] আমরা তখন সাধুগণের কৃপায় [illegible] জগতে কৃষ্ণপ্রেমের সুপ্রতিষ্ঠা, [illegible] শ্রীবৃন্দাবন লাভ করিতে পারিব। কৃষ্ণপ্রেমের প্রাপ্তিই নিখিল জীবের চরম প্রয়োজন।

———

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীমহাপ্রসাদ

——::(•)::——

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ। প্রসাদ অর্থে অনুগ্রহ বা কৃপা। কৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে ভোগ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রসাদ অর্পণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের প্রসাদ কৃষ্ণতুল্য। কৃষ্ণ যেরূপ সেব্য, উচ্ছিষ্ট প্রসাদাদিও সেইরূপ সেব্য। [illegible] করিতে হইবে। [illegible] করিলে প্রসাদ [illegible] জীবের মন নির্মল [illegible]। [illegible] জীব কৃষ্ণপ্রেমার অধিকারী হয়। প্রসাদ [illegible]—মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'এটী 'বিশেষ অনুগ্রহ' আর একটী বিশেষ-[illegible] অনুগ্রহ।' ভগবৎ প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলে। ভগবানের প্রসাদ পাইয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই মহামহাপ্রসাদ।" কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট 'বিশেষ অনুগ্রহ' আর কৃষ্ণভক্তের উচ্ছিষ্ট 'বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ,' কৃষ্ণের প্রসাদ অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের [illegible] অর্থাৎ মহামহাপ্রসাদ জীবের প্রতি অধিক [illegible]। তাই শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণ উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ-নাম।
ভক্ত শেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদ আখ্যান॥
ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত-পদ জল।
ভক্ত ভুক্ত শেষ—এই তিন সাধ্য বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

ভক্তের উচ্ছিষ্ট, ভক্তের পদধূলি ও ভক্তের পদজল [illegible] জীবের প্রতি তাঁহার [illegible] কৃপা—অনুগ্রহ। কৃষ্ণভক্তের এই অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে জীব কৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারেন।

মহাপ্রসাদ চিন্ময়—অপ্রাকৃত বস্তু। মহা-ভাগবত বৈষ্ণব সমগ্র জগৎকে কৃষ্ণের ভোগ্য বা কৃষ্ণের প্রসাদ দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। ভগবান্ সমস্ত সম্পত্তির মালিক। [illegible] তাঁহাদের স্বতন্ত্র [illegible] নাই, সমস্ত এবং তাঁহাদের নিকট প্রসাদ, [illegible] মহাপ্রসাদের [illegible] প্রসাদরূপে প্রদান করিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তগণ [illegible] অবস্থান করুন না কেন, তাঁহার সমস্তই [illegible] গ্রহণ করিয়া থাকেন। [illegible] এই মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ প্রাকৃত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ [illegible] বস্তু নহে। মনে করে, [illegible] মহাপ্রসাদে শ্রদ্ধা বা অপ্রাকৃতবুদ্ধি নাই, তাহারা স্বরূপতঃ নাস্তিক অর্থাৎ অভক্ত বা পাপী। তাহা[illegible] মহাপ্রসাদ দিতে হইবে না বা তাহাদের নিকট মহাপ্রসাদের গুণকীর্তন করিতে হইবে না। মহাপ্রসাদে অপ্রাকৃত বুদ্ধি না হইলে প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগবুদ্ধি হইবেই। সেইরূপ ভোগীর নিকট মহাপ্রসাদের গুণকীর্তন করিলে বা তাহাকে মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলে মহাপ্রসাদের চরণে অপরাধ হয়। শ্রদ্ধালু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলে মহা-প্রসাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান ও জীবে দয়ার কার্য্য হইবে। মহাপ্রসাদকে ভোগীর ভোগানলে আহুতি প্রদান করিলে শ্রীমহা-প্রসাদ প্রভুর চরণে অপরাধ হইবে ও জীবে দয়ার পরিবর্তে জীবহিংসাই সাধিত হইবে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই সুকৃতি হইয়া থাকে, অশ্রদ্ধের সুকৃতি হয় না। অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে সাক্ষাদ্ ভগবদ্বস্তু মহাপ্রসাদ প্রদান করিলে তাহাতে ভজনবাধক অপরাধ উপস্থিত হয়।

ভগবান্ বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গুরুরূপে, সাধুরূপে, শাস্ত্ররূপে, নামরূপে ও প্রসাদরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। যেমন নামের সেবা করিতে করিতে নামই স্বয়ং নামকীর্তনকারীর নিকট কৃপাপূর্বক নিজের স্বরূপ প্রকটিত করেন, সেইরূপ শ্রবণোন্মুখ ও সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তির সহিত প্রসাদ সেবা করিতে করিতে প্রসাদ স্বয়ং কৃপাপূর্বক তাঁহার প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। একমাত্র প্রসাদের কৃপাতেই জীবের সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সময় কালিদাস ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। একমাত্র বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনই তাঁহার সাধ্য-সাধন উভয় ছিল। তিনি উচ্চ কুলোদ্ভূত হইয়া শূদ্র-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করিয়া নিজেকে মহা-সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন। তিনি বৈষ্ণবদের নিকট কিছু কিছু ভোজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেন এবং বৈষ্ণবগণ সেই দ্রব্য গ্রহণ করিলে তিনি কৌশলে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন। কেবল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা প্রাকৃতদর্শন ছিল না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহা-কৃপা কৈলা॥

যদি সৌভাগ্যক্রমে মহাপ্রসাদ আমাদের নিকট আগমন করেন, তাহা হইলে কালাকাল বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেবা করা কর্তব্য। নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন অতি প্রত্যূষে সপার্ষদে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীল সার্বভৌম 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার হস্তে শ্রীজগন্নাথদেবের কিছু প্রসাদ অর্পণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য কালাকাল বিচার না করিয়া মহানন্দে সেই প্রসাদ সেবা করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছেন জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

জননী ভোগ্যাও নহেন, আবার ত্যাজ্যাও নহেন। তিনি পুত্রের নিত্য সেব্যা। সেইরূপ শ্রীমহাপ্রসাদ ভোগ্যও নহেন, ত্যাজ্যও নহেন, তিনি জীবের নিত্য সেব্য। পরমা-রাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ভোগবুদ্ধিতে কৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ করিলে জীবের সর্বনাশ হইয়া যায়। কৃষ্ণের প্রসাদ জ্বলন্ত আগুনের মত প্রতাপশালী। উহাকে শাকভাবে হজম করিয়া ফেলা যায় না। কৃষ্ণের কৃপা এই বুদ্ধিতে, সেব্যবুদ্ধিতে না লইতে পারিলে পোড়াইয়া মারিবে। কৃষ্ণের প্রসাদ বা কার্ষ্ণের প্রতি সেব্যদৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বুদ্ধি লইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে হইবে না। আবার কৃষ্ণের প্রসাদকে লোপধিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেই কি ঐ সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইব? কৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ না করিলে অন্য বিষয়ীর দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে আমাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে,—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মন মলিন হইলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

সুতরাং সে স্থলেও রক্ষা পাওয়া যায় না। গুরুবৈষ্ণব যখন প্রসাদ দান করেন, তাহাকে না হয় ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজেই যাহা অর্থাদি সংগ্রহ করি, তাহাই কি নিজের জিনিষ? এই দেহটাই কি আমাদের নিজের ভোগের দ্রব্য? স্বোপার্জ্জিত অর্থ বা নিজের দেহ প্রভৃতিকে আমার ভোগের ইন্ধন বা আমার করতলগত বস্তু মনে করিলে কৃষ্ণের সহিত বিরোধতাই করা হইবে। সমস্তই কৃষ্ণের বস্তু, কোনটাই আমার ভোগের বা ত্যাগের জিনিষ নহে। আর ত্যাগ করিতে চাহিলেই কি ত্যাগ করা যায়? আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি ও মাটি কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? কিন্তু ঐগুলি ত' কৃষ্ণের বস্তু, উহাদের ভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবারই বা কি অধিকার আমাদের আছে? একমাত্র উপায় শরণাগত হইয়া যাওয়া—নিতাইচাঁদের হইয়া যাওয়া। সম্পূর্ণ যোল আনা দিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। চিদ্বৈভব এবং অচিদ্বৈভবের মালিক শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুর নিকট আত্ম-নিবেদন করিলে, সম্পূর্ণ নিতাইচাঁদের হইয়া যাইতে পারিলে আর চিন্তা নাই, তখন আর কিছুতে ভোগবুদ্ধি আসিবে না। নিতাইচাঁদের সংসারে প্রবেশলাভ হইলে কৃষ্ণপ্রসাদবুদ্ধিতে সকল বস্তুর আহরণের বা গ্রহণের অধিকার তৎক্ষণাৎই আসিয়া যাইবে।

গুরুবৈষ্ণব সকল সময়ই সকল ব্যক্তিকে নিতাইএর সংসারে কৃষ্ণের যত প্রসাদ আছে, সমস্তই সেব্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার জন্য বলিতেছেন। লোকে নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়া গ্রহণ করিবে। পাত্রপূর্ণ মধু রহিয়াছে; গুরুদেব বলেন, সমস্তই গ্রহণ কর। কিন্তু সকলেরই কি সকলটুকু গ্রহণের যোগ্যতা আছে? তবে এই যোগ্যতা হওয়া চাই, নতুবা অন্য কোন পন্থা নাই। কৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণে যোগ্যতা না হইলে ভোগের বা ত্যাগের মধ্যে পড়িতেই হইবে।

আবার অধিকার অনুযায়ী কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা নির্মৎসর, শিষ্যবৎসল কৃপালু শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই দেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের বা নিতাইচাঁদের হইয়া কৃষ্ণের প্রসাদ সেব্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে বলেন—বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধি করিতে বলেন না।

কৃষ্ণের প্রসাদ পাইলে ভোগ-ত্যাগের আগুন অনায়াসে দূর হয়, কৃষ্ণের বস্তু গ্রহণ না করিয়াও কোথাও পলাইতে পারি না। সুতরাং উপায় কি? উপায়—শরণাগত হইয়া যাওয়া। হরিভজনের রাস্তা ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই সর্বনাশ—হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ, যে কোন গর্তে পড়িয়া পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু শরণাগতের নিকট তাহা ঋজু সরল বা স্বাভাবিক, প্রপন্নের কোন কষ্ট নাই। তাঁহাকে নিতাইচাঁদ চালিত করেন। তিনি চক্ষু বুজিয়া চলিলেও পতিত হন না।"

অকিঞ্চন

——::•..——

যাঁহাদের এ জগতের কোন কিছু সম্বল নাই, তাঁহারা অকিঞ্চন। অকিঞ্চন অর্থে ত্যাগী নহে। সসাগরা ধরার অধিপতি হইয়াও অকিঞ্চন হইতে পারেন। 'আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।' এই বিচার যাঁহার হইয়াছে, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চনের 'কিছু' অর্থাৎ কোন ক্ষুদ্র বা অকিঞ্চিৎকর বস্তু নাই। অকিঞ্চনের পূর্ণ বস্তু আছে—তিনি পরিপূর্ণ বস্তুর অভিলাষী। অকিঞ্চন কোন ক্ষুদ্র অনিত্য বস্তুর প্রার্থী নহেন। অকিঞ্চনের অন্য কামনা নাই, কিন্তু সেবাকামনা তাঁহার খুব প্রবল। সেবা বা কৃপাপ্রার্থনাই তাঁহার প্রাণ। তিনি কেবল বলেন—'দুঃখীজনে দয়া কর'। অকিঞ্চন তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহার কোনও অভিমান নাই—জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর গর্ব্ব তিনি করেন না। অকিঞ্চন জানেন—

আমার সমান হীন নাহিঁ এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাবারে॥
ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে করম-বল নাহিঁ জ্ঞানবল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম না আছে সম্বল॥
আমা সম পাপী নাহি জগৎ ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥

শরণাগত অকিঞ্চন প্রভুর কৃপার জন্য বড় কাঙ্গাল—বড় কাতর। কৃপার জন্য তিনি কাতরভাবে কেবল সেবামুখে দিনযাপন করেন। তিনি বসিয়া শুইয়া কেবল চিন্তা করেন—'প্রভু আমায় কবে কৃপা করিবেন, কবে আমাকে তাঁহার অতি অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর জ্ঞান করিবেন। কবে আমি তাঁহার সেবা পাইব।' এ চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ভাবনা শরণাগত অকিঞ্চনের থাকে না। নিজের ভরণ-পোষণের জন্য চিন্তা তাঁহার নাই। অকিঞ্চন সতত নিজের অযোগ্যতার কথা চিন্তা করেন ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাবনত্বের কথা উপলব্ধি করেন। তিনি বলেন—'আমার কোন যোগ্যতা নাই, আমি বড় কাঙ্গাল, আমি বড় দুঃখী, আমার আর এ জগতে কেউ নাই, তুমি আমায় কৃপা কর, তোমার সেবায় আমাকে নিযুক্ত কর, অযোগ্য হ'লেও আমি তোমার কৃপা চাই, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা ক'রে তোমার সেবায় অধিকার দাও।' শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অকিঞ্চন না হ'লে আত্মসমর্পণ হয় না। ভোগ্যবস্তুরূপে এ জগতের কোন কিছু বা কৃষ্ণেতর বিষয় যাঁ'র নাই, তিনিই অকিঞ্চন। কৃষ্ণের সেবার জন্য অনন্তকোটি বৈভবশালীই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে যাওয়া যায় না এবং তাঁ'রাও সঙ্গে নেন না। 'অকিঞ্চন' হওয়া মানে দীন কাঙ্গাল, অমানি-মানদ হওয়া। অকিঞ্চনের জড় দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই, কিন্তু শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। অকিঞ্চন হ'য়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে যেতে হ'বে, দক্ষিণা দিতে হ'বে। দক্ষিণা হ'চ্ছে—আত্মনিবেদন। যে আত্মনিবেদন ক'রে না, কায়মনোবাক্য এ তিনটীকে দক্ষিণা দেয় না, তা'র গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের সঙ্গে যা'বার অধিকার হয় না, বৈষ্ণবগণ তা'কে সঙ্গে যা'বার অধিকার দেন না। অকিঞ্চন না হ'লে দর্শন—অনুসরণ, অনুগমন, অনুধাবন হ'বে না। অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গ নেবেন না। শরণাগত হ'লে সব আপনা থেকেই স্ফূর্ত্তি পা'বে। অকিঞ্চন না হ'লে ধামের স্বরূপ কেহ জানতে পারে না। ভগবান্‌কে দেখ্‌বার ভাগ্য যাঁ'র আছে, তিনিই অকিঞ্চন, তিনিই ভক্ত। ভগবান্ শব্দরূপে তাঁ'র জিহ্বায়ই নৃত্য করেন। অকিঞ্চন সেবোন্মুখ। তাঁ'র ইন্দ্রিয়ে—চিদিন্দ্রিয়েই ভগবানের প্রকাশ হয়। বৈষ্ণবের শুশ্রূষাকারী অকিঞ্চন শরণাগত নিবেদিতাত্মা শিষ্যের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম উদিত হন।"

অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। স্বরূপের রূপেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ মুগ্ধ—বশীভূত। অকিঞ্চনতা, শরণাগতি বা দীনতা না থাকিলে গুরুকৃষ্ণের সেবাবৈভব উপলব্ধির বিষয় হয় না। অকিঞ্চন শরণাগতের কেহ না থাকিলেও গুরুকৃষ্ণ আছেন। অকিঞ্চনের 'আমি এ জগতের কেহ নহি, আমি গুরুকৃষ্ণের অযোগ্যতম নিত্যদাসানুদাস' এই অভিমান আছে। ইহা শুদ্ধ চিদহঙ্কার। প্রত্যেক উদ্বুদ্ধ চেতনেরই এই শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা তৃণাদপি সুনীচতা। তিনি গুরুকৃষ্ণের কৃপার প্রতি নির্ভরশীল। নিজের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার থাকিলে তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার উপর নির্ভর করা যায় না। অহৈতুকী কৃপা যখন তখন যে কোন ব্যক্তির উপর হইতে পারে। কৃপালাভের উপায় একমাত্র নিজের বলবুদ্ধি, যোগ্যতা-অযোগ্যতার উপর নির্ভর না করিয়া বা অপরের প্রতি কোন ভরসা না রাখিয়া কেবল কৃপার উপর নির্ভর করা। তবে নিজের সাধন-চেষ্টার প্রতি ভরসা না থাকিলেও সাধন প্রাণপণে করিতে হইবে। সাধন—কায়, মন ও বাক্যে সতত প্রপন্ন হইয়া থাকা। কেবল দৈন্য, আর্ত্তি-প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমুখে গুরুকৃষ্ণের প্রীতিবিধায়িনী সেবায় সততযুক্ত থাকাই কৃপাপ্রার্থী অকিঞ্চনের একমাত্র কৃত্য। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—এই বাণীর প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বস্ত হইয়া 'আমায় কৃপা কর' বলিয়া ব্যাকুল হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য কৃপাপ্রার্থীর নাই। 'আমার কিছু হইল না, আমি সেবা করিতে পারিলাম না' বলিয়া তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত জ্বালাবোধ হইয়াছে। গুরুবৈষ্ণবের সেবা—শ্রীনামের সেবা করিতে পারিলাম না—ইহা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তজ্জন্য ব্যাকুলতা না জাগিলে সুবিধা হইবে না। কৃপা পাইবার জন্য আমাদের সকলেরই ব্যাকুলতা থাকা দরকার। 'আমাকে কৃপা করিতেই হইবে। অযোগ্য হইলেও আমি ত' তোমারই, সুতরাং তোমার কৃপাই একমাত্র ভরসা?'—এই বলিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা ও শরণাগতি হওয়া প্রয়োজন। এই প্রার্থনায় কোন প্রকার আলস্য, জাড্য প্রভৃতি আসিলে তাহা মায়ার কার্য্য। কৃপা-প্রার্থনায় আলস্য বা শিথিলতা প্রভৃতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। কৃপাবতারগণের শ্রীপাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা না করিলে চেতন পুনরায় মায়া দ্বারা আবৃত হইবে। তাই অকিঞ্চন শরণাগত জন প্রার্থনা করেন—

গুরুদেব,
গলার লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি' বন্ধন ছেদিয়া
অধমে করহ দাস॥

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

বৈষ্ণবসেবা দ্বারা জড়াভিনিবেশ দূরীভূত হয়। নিজেকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে হইবে। তাহা হইলে বৈষ্ণবসেবা হইবে। সেবা না করিলে কি করিয়া জড়ের হাত হইতে নিস্তার লাভ হইবে? নৌকায় না উঠিয়াই কি করিয়া পার হওয়া যায়, অথবা ওপারে পৌঁছান যায়? কেবল মুখেই নিজেকে অবৈষ্ণব বলিলে হইবে না। অন্তরে বেশ ভাল করিয়াই জানা আছে যে, আমি খুব বৈষ্ণব—সেব্য, আর মুখে বলিলাম,—আমি অবৈষ্ণব, তাহাতে হইবে না। ভিতরে ঐরূপ দম্ভ ও জড়াহঙ্কার রাখিয়া বাহিরে দৈন্য দেখাইতে গেলে সে প্রাকৃতসহজিয়া হইবে। ফাঁকি দিয়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না।

সমস্ত পৃথিবী রজোগুণ দ্বারা প্লাবিত। মিশ্র সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ সঙ্কুচিত হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ ব্যতীত রজোগুণের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইতে পারে না। গৌরনিত্যানন্দের কৃপা যাঁহার প্রতি যতটা হইবে, তাহার "জগতের মঙ্গল হউক"—এইরূপ বিচার হইবে অর্থাৎ নিজের দীন ও অমানিভাব এবং সহিষ্ণুতা ও পরদুঃখদুঃখিতা হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে—সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদির অনুগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনযজ্ঞে যোগদান করুন, এইরূপ প্রবল ইচ্ছা হইবে—স্থাবর জঙ্গম সকলে ব্রজবাসী হউন, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করুন—এরূপ শুভেচ্ছাময়ী করুণার উদ্রেক হইবে। নিজেরও ভগবৎসেবায় অতৃপ্তি, ব্যাকুলতা, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র আর্ত্তি ও বিলাপ থাকিবে।

হরিভজনের জন্য আমাদের আর্ত্তি কোথায়? আমরা বেশ পরিতৃপ্তির সহিত মায়ার সংসার করিতেছি। গুরুসেবার জন্য আর্ত্তি না হইলে, গুরুপাদপদ্মের বেণুগণের সহিত নিজেকে identify না করিলে হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণ কি তাঁহাকে অমনি বিলাইয়া দিবেন? অনেক পরীক্ষা করিয়া, অনেক যাচাই করিয়া কৃষ্ণ নিজেকে প্রদান করেন। কৃষ্ণ যখন কৃপা করেন, মায়ার সংসার যখন কণ্টকাকীর্ণ হয়, তখনই কৃষ্ণভজন হয়। সর্ব্বতোভাবে শরণাগতকেই কৃষ্ণ আপন করিয়া লন।

আধ্যাত্মিকগণের নিকট হরিগুরুবৈষ্ণব আত্মগোপন করেন। লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশায় প্রধাবিত ব্যক্তিগণ কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারে না। তটস্থভাবে পতন-যোগ্যতা আছে। তাহা হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। গোলোকে পৃথক্ স্বামী-স্ত্রী-অভিমান নাই, সকলেরই কৃষ্ণের প্রকৃতি বা সেবক অভিমান। স্কুলের ছেলেদের মত কেবল কতকগুলি routine বাঁধা কাজের দ্বারা সেবাবৃত্তি জাগরূক হয় না। আসনের দ্বারাও বিশেষ মঙ্গল হয় না। কোনও বস্তুতে আঁঠা জন্মিলে অর্থাৎ লাভ-লোকসানের বিচারের মধ্যে আসিলে অলস ব্যক্তিও কর্ম্মতৎপর হয়, আবার active (কর্ম্মতৎপর)ও lazy (অলস) হইয়া পড়ে। এজন্য সর্ব্বদা শরণাগতির সহিত নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিদনুশীলন-নিরত সাধুর সঙ্গ করিবার উপদেশ দিতে হইবে, তাহাই বড় কথা।

জীব গুরুপাদপদ্ম কোন সময়ে আসিতে পারেন? এ জগতের সমস্ত বস্তু যখন জীবের অভাব মোচন করিতে পারে না—এইরূপ উপলব্ধি হয়, যখন সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়, যখন ব্যাকুলতা, আর্ত্তি, দৈন্য, কার্পণ্য হৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠে, যখন জগতের আর কোথাও কোন ভরসা বা নির্ভরতার আশা থাকে না, তখনই সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে। হরিভজন করিতে আরম্ভ করিলে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা রাশি রাশি উপস্থিত হইবে। এগুলি পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়। এগুলি সব মরীচিকা। উহারা গুরু ও কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত করে। জড়ের আবরণগুলি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকারে আসিলে তখনই উহাদিগকে শ্রীচৈতন্যের [illegible] লাগাইয়া দিতে হয়। ঐগুলি হইতে বাঁচিবার ইহাই একমাত্র উপায়। [illegible] বুদ্ধিমান্ ও গুরুবৈষ্ণবচরণে দৃঢ়নিষ্ঠ না হ'লে এবং প্রচুর কৃষ্ণকৃপা না থাকিলে ঐ সকল stumbling block এর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

উন্নতি বা পতনের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়ার জন্য দৃঢ় [illegible] হওয়া [illegible]। [illegible] দিকে তাকাইতে হয় না। [illegible] খুব ঠিক হওয়াই মঙ্গল। [illegible] ঠিক [illegible] গুরুদেবের ইচ্ছার সহিত dovetailed হইয়া [illegible] হইলে মঙ্গল, সবই ঠিক না থাকিলে কিছুই হয় না। [illegible] যাঁর সম্বন্ধ ঠিক থাকে। 'গুরুদেব আমার, আমি তাঁহাদের'—এই সম্বন্ধটি দৃঢ় হওয়াই কল্যাণ হইবে। [illegible] "তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু, ভুলিয়া আপন জন", [illegible] 'বিমুখ আমি'—তাহাও [illegible]। [illegible] যাহাই হউক না কেন, 'আমি ত' তোমার জন, তোমা ছাড়া [illegible]। দণ্ড দিবে দাও, কিন্তু ছাড়িও না।' [illegible] সম্বন্ধ দৃঢ় [illegible] চাই।

ভক্তি করি যে ভজে চৈতন্য অবতার। সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার॥

চলার উপর থাকা দরকার। 'বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি'—এই ভেদ করার উপর থাকিতে হইবে, বসিয়া থাকিলে হইবে না। অকিঞ্চন যদি হইতে পার, তাহা হইলেই dovetailed হইতে পারিবে। "কৃপা করি' সঙ্গে লহ," "হা রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল"—ইহাই প্রকৃত শিষ্য ও প্রকৃত গুরুদেবের কথা। অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইলে শ্রীগুরুদেব অবশ্যই দয়া করিবেন, কিন্তু দাগা দিলে হইবে না।

আমরা যদি মঙ্গল চাই তা' হ'লে আমরা অচিৎশক্তির সঙ্গ ত্যাগ ক'রে চিচ্ছক্তির সঙ্গ গ্রহণ ক'রব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মঙ্গলের জন্য আছেন, কিন্তু আমাদের সেবাবিমুখতা দে'খে চ'লে যান। আমরা তাঁ'র কথা না শুনলে—সেবা না ক'রলে তিনি আর কি ক'রবেন?

শ্রবণ কীর্ত্তনটা যেন routine work না হ'য়ে যায়, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখতে হ'বে। আদরের সহিত, রুচির সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন ক'রতে হ'বে। প্রত্যেক কাজটাই প্রাণ থেকে বা প্রীতি থেকে হওয়া চাই, তা' হ'লে সেবা হ'বে। নিজেকে শোধন ক'র্‌তে হ'বে, কিন্তু তা' না ক'রে যদি আমি বলি, বিষয়াভিনিবেশ আমি কিছুতেই ছাড়ব না, আমি আমার কাজ ক'রব, তা'তে মহাপুরুষগণ যতই রক্ত জল করুন না কেন, তা'তে কি হ'বে? নোঙ্গর পোতা থাকবেই, কিছুতেই উঠা'ব না, আবার কেহ উঠা'তে গেলে তাকেও কোন রকমে উঠা'তে দিব না—এরূপ ক'রলে কি হরিভজন হবে? নোঙ্গর না তুলে, বিষয়াসক্তি না ছেড়ে কেবল দাঁড় টানলে হ'বে না। কৃপায় এই নোঙ্গর তু'লে দিতে পারেন। পুরুষাবতারের কৃপায় নোঙ্গর উঠবে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড গর্ভোদশায়ী ও জীব-হৃদয়ে বিষ্ণু আছেন, কৃষ্ণ-বিস্মৃতির নোঙ্গরটা তিনি তুলে দেন।

যাহারা হরিভজন করে না—beware of them, তাহারা গুরুদেব এবং তাহাদের আত্মীয়বর্গ সকলকেই ঠকাইতে চায়। তাহার আশ্রিত বলিয়া পরিচিত, হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছুক, এরূপ ব্যক্তিদিগকে সে নিজের অধীন, পাল্য বা আশ্রিত এবং নিজেকে কর্ত্তা, পালক-অভিমান করিয়া তাহাদের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে উদ্যত হয়। যে হরিভজন করে না, সে বিষয়ী, সুতরাং আর কাহাকেও হরিভজনে সাহায্য করিবার পরিবর্তে ক্রমাগত বাধাই দিতে থাকিবে। তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র টান, আত্মীয় বুদ্ধি বা স্নেহ থাকিলে হরি-ভজনের আশা নাই।

অপরাধ নানা কারণে হইতে পারে, তবে প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণববিদ্বেষী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মঙ্গলবিধানের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নিজের প্রতি সহস্র অত্যাচার অম্লান-বদনে সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদা সহ্য করিবে না। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার—যতটুকু সাধ্য হয়, তাহা করিতে হইবে। নিতান্ত অসমর্থ হইলে তাঁহার অমর্য্যাদা ঘটিবার সম্ভাবনার স্থল তৎক্ষণাৎ বা পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণকে আপন বলিয়া জ্ঞান হ'বে, এর নাম ভক্তি বা কৃষ্ণানুশীলন। গুরুদেব বাহিরে দেখতে মানুষের মত, কিন্তু মানুষ নন। কৃষ্ণ-ভক্তকে নরসামান্যবুদ্ধি ক'র্‌তে হ'বে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন। জীব কৃষ্ণকে জানতে পারে না। গুরু জানা'লে জীব জান্‌তে পারে। গুরু হ'চ্ছেন—কৃষ্ণের প্রকাশ—কৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। গুরু কৃষ্ণ হ'লেও গোপীনাথ, নন্দ-নন্দন, রাধাবল্লভ, মদন-গোপাল বা রাধানাথ নহেন। গোপীগণ, নন্দ যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, রক্তক-পত্রক, যমুনা-কদম্ববৃক্ষাদি সব গুরু। গুরু কৃষ্ণকে সুখ দেন, নিজে সুখ চান না। কৃষ্ণ হ'য়েও কৃষ্ণকে সুখ দেন, অতএব গুরু। তিনি জীবজাতীয় ন'ন। মর্য্যাদা-পথে সকলের আকর—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, তিনি ভক্তস্বরূপ। রাগপথে সকলের আকর—শ্রীবার্ষভানবী। তিনি উজ্জ্বলরসের আচার্য্য। যত ভক্ত আছেন, সকলের আকর—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। চিজ্জগতে যাহা কিছু সব নিত্যানন্দ। মধুররসাশ্রিত তিনি বার্ষভানবীর অনুজারূপে কৃষ্ণসেবা করেন।

কৃপা

কৃপার মালিক একমাত্র গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্‌। তাঁহারা যে কোন মুহূর্ত্তে, যে-কোন অবস্থায় ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে কৃপা করিতে পারেন। কৃপাময়গণ কখনও নিজে সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃপা করেন, আবার কখনও নিজের অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত নিষ্কপট সেবকগণের দ্বারা আমাদিগকে কৃপা করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক জীবের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট অর্থাৎ কৃপা দান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু আমরা কৃষ্ণবিস্মৃত বলিয়া তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা হইতে বঞ্চিত হই। কেবল কৃপা করিবার জন্যই তাঁহাদের এ জগতে আগমন।

শ্রীগুরুদেবের এই কৃপালাভ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কৃপালাভই সেবালাভ বা হরিভজন। যেখানে কৃপা, সেখানেই সাধু-গুরুতে আপনজ্ঞান ও শ্রীনামে রুচি। কৃপাই ত' সব। তাই ভগবদ্ভক্তগণ কৃপার প্রতিই নির্ভরশীল, কৃপার কাঙ্গাল। জানি না কবে আমি সেই কৃপার কাঙ্গাল হইতে পারিব —গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্‌কে আপন বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইব। আমি তোমার অযোগ্যদাসানুদাস, আমি অযোগ্য হইলেও তোমারই নিত্য ভৃত্য, এই শুদ্ধ অভিমান প্রবল হইলেই জীব সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

কৃপাই কৃপা-প্রার্থনার প্রেরণা বা আর্ত্তি দেয়। যিনি তাঁহার কৃপার এককণা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কৃপাপ্রার্থনা না-করিয়া পারেন না। কৃপালাভের জন্য তিনি আকাশপাতাল আলোড়ন করেন। এই কৃপা-প্রার্থনায় নৈরাশ্য বলিয়া কথা নাই। কৃপা-প্রার্থনাকারী সর্ব্বদা আশাযুক্ত অর্থাৎ এ জন্মে হউক বা কোটি জন্ম পরে হউক, তিনি কৃপা অবশ্যই লাভ করিবেন—এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস তাঁহার সর্ব্বক্ষণ আছে। তাই কৃপাপ্রার্থনায় তাঁহার বিরাম নাই। এই কৃপাকাঙ্গাল বা অকিঞ্চনের সঙ্গ যদি না হয়, তাহা হইলে কৃপালাভ হইবে না। কৃপা-লাভের জন্য সৎসঙ্গই কৃপাপ্রাপ্তির উপায়।

গুরুবৈষ্ণবগণ বলেন, এ জগতে যাঁহার কোন কিছুর অভিমান নাই, যিনি এ জগতে কোন লোকের নিকট 'কিছু'র প্রার্থী নহেন, এ জগতের কোন আকর্ষণে যিনি কোনদিনই পতিত হন না, নিজেকে দীন হীন, কাঙ্গাল, দরিদ্র, কৃষ্ণধনে বঞ্চিত বলিয়া যাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে, তিনিই অকিঞ্চন। তিনি কৃপা পাইয়াছেন এবং আরও কৃপা পাইবার জন্য উত্তরোত্তর আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠাবিশিষ্ট হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহার সঙ্গই অপরের হৃদয়ে কৃপা-প্রার্থনার আর্ত্তি জাগাইতে পারে। নতুবা অন্য কোন উপায় নাই।

কৃপা অহৈতুকী। যেখানে কোন হেতু বা স্বতন্ত্র সাধনের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা, সেখানে কৃপার স্বরূপোপলব্ধি নাই। নিজের কোন চেষ্টা বা স্বতন্ত্র সাধন দ্বারা কৃপা লাভ হয় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কৃপা-প্রার্থী চুপ করিয়া বসিয়াও থাকেন না। তিনি যাঁহার নিকট কৃপাপ্রার্থী হন, তাঁহার সুখবিধানের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টাবিশিষ্ট, সেব্যের সুখবিধানের চিন্তা ছাড়া সেবকের একমুহূর্ত্তও যায় না। তিনি সর্ব্বদা সেব্যের আদেশপালনের জন্য প্রস্তুত।

এলাহাবাদে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি এ মহোদয় সহরের শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের নিকট গমনপূর্ব্বক হরিকথা আলোচনামুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার কীর্ত্তিত চৈতন্য-বাণীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া, আবার কখনও বা ব্রহ্মচারীজীকে স্বভবনে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট ভাগবত কথা শ্রবণ করিতেছেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্যার লাল গোপাল মুখার্জ্জী মহোদয় ব্রহ্মচারীজীর নিকট হরিকথা-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সপ্তাহাধিক কাল প্রত্যহ ব্রহ্মচারীজীকে স্বীয় বাসভবনে আহ্বান করত তাঁহার নিকট শ্রীরূপশিক্ষা ও শ্রীসনাতন-শিক্ষা অবলম্বনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম্মের কথা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছেন। শ্রবণে আগ্রহবিশিষ্ট বহু শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নে কয়েকজন মাত্র বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের নাম উল্লেখ করা হইল।

স্যার লাল গোপাল মুখার্জ্জি, অবসর প্রাপ্ত চীফ্‌ জাষ্টিস এলাহাবাদ হাইকোর্ট; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চ্যাটার্জ্জি, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এ, ডি, ব্যানার্জ্জি, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ জে, এন চ্যাটার্জ্জি প্রফেসর খৃষ্টীয়ান কলেজ; মিঃ নারায়ণ প্রসাদ আস্তানা, অ্যাডভোকেট জেনারেল এলাহাবাদ, মিঃ কমলাকান্ত মাথুর অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মিঃ পদ্মকান্ত মালব্য অবসরপ্রাপ্ত জজ, মিঃ ধরমকিশোর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি।

কাশীতে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্য-তম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা এবং সন্ধ্যায় দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয় পাঠ ও ইষ্ট-গোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচিত হইতেছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ব্রজবাসী প্রভু প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও সরলভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্‌-ব্যতীত শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ সহরের বিভিন্ন স্থানে মাধুকরী ভিক্ষা ও শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

গত ২৯শে মার্চ্চ শনিবার কাশী শালভা-ঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামবিহারী সিংহ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমঠের সেবক শ্রীপাদ গদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী প্রভু বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তৎপর দিবস তথায় বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ গদাধর-চৈতন্য প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৩শ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ-শ্রবণে তাঁহারা বিশেষ সন্তোষলাভ করেন এবং আরও শ্রবণ করিবার আগ্রহপ্রকাশ করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীঅনুপম ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬.১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস বজবাসী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক — শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক — শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাম্বগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীতনয় দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রী গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লার নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক— শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক--শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
বারদি, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক--শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক-- শ্রীকিশোরমোহন ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবনবঃস্বস্বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক – শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীইন্দ্রপথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক— শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীঋষিকেশ দাস

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক — শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপুরা
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক-- শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক— শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক— শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক- শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক — শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক— শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক – শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক — শ্রীগতিপাবন ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক — শ্রীদীনদয়াল দাসাধিকারী

অমাষ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমাষ, মেদিনীপুর
সেবক— শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক--শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টা রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক— শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ- পি
সেবক শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
(নিমসার ইউ, পি)
সেবক— শ্রীউপেন্দ্রনন্দন ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক-- শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রেস ওয়ার্কস
সেবক-- শ্রীহরিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ভূতপূর্ব দর্শন ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য ... শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী, ... এবং পাঠক শ্রেণীর অমৃত ফল ... ও ভগবানের লীলাচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... সিদ্ধান্তের সমন্বয় ... (Foreword), ... (Prefaces), ... (Contents) ও ... Index Glossary) সহ ... টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর ... নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

... শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত ... ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা ... মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ... টাকা।

সটীকা শরণাগতি

... শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ... কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রী ... ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রী গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত ... এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

... শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ... শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব- ... প্রথম প্রকাশ। ... কঠিন ... সরল ... হইয়াছে।

... ৬৭৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ ... ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

... শ্রীপাদ ... প্রভু প্রণীত ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী (অবাধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। জ্ঞান আনন্দ ৷৷০
১৯। ভক্তি বেদ ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বিশ্বনাথ-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (বলদেব টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূলভাষা ৷৷০
২৭। মুক্তাফল ... (অনুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তকঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৷৶০ বাঁধা ৷৷০)
৩০। জৈব-ধর্ম্ম দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (সমগ্র) ৷৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ⁄০
৬০। সারস্বতবাণী ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ৷৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ৷৷০
৭২। নামভজন ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ৷৷০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিন্সেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ৷৷০
৭৭। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷
৮৫। সাধনপথ ৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ⁄০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৷৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্ম	পরবর্ত্তী দিনের জন্ম	১ম ৩ দিনের জন্ম	পরবর্ত্তী দিনের জন্ম
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৬৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন 'অবতারসম্বন্ধে বিশদ স্রৌতগবেষণ' ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে গড্ডলিকাস্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায় সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বস্তুহীন ও ভক্তিসম্বন্ধে ভ্রম ধারণা-নিরসনমূলে বেদ ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, ভক্তিরসিক সৎসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সিদ্ধান্তসারপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সংগ্রাহকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা। তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট্ সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রাতঃপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৷৷° টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ সব একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷° আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে দিনপঞ্জী ব্যতীত ব্রত-উপবাসের তালিকা, গুরুবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস প্রভৃতি পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫। ভিক্ষা মাত্র ৵° আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।° আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷° টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিন্নিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷° টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷° মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও প্রবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবৈষ্ণবসিদ্ধান্তস্থাপনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৷° আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::°::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৷১৷৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। পিতার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷৵° দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵° আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;
বেহালা, ২৪ পরগণা

REGD. I. O. C. 1544

শ্রীচৈতন্যদেব
—১০:—
ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] মায়াপুর ২৭শে চৈত্র ১৩৪৭ ১০ই এপ্রিল ১৯৪১ বৃহস্পতিবার [২৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

আসামে নূতন সেতু

...আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যর মহম্মদ ... এবং পি ডব্লিউ ডির ভারপ্রাপ্ত মিঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী ... হইতে ৩০ মাইল দূরে একটি ... উদ্বোধন করিতে গিয়াছিলেন। ... সহরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ... সেতু আসাম তালীর বৃহত্তম ...দের অন্যতম। উহা নির্ম্মাণে ... টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

———

...হৌসী স্কোয়ারে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নূতন ব্যবস্থা

...আগামী ১৫ই এপ্রিল হইতে কলিকাতার ...হৌসী স্কোয়ারে গাড়ীসমূহের গতি ...হইবে এবং সর্ব্বদাই স্কোয়ারকে ...রাখিয়া গাড়ীসমূহকে ঘুরিয়া যাইতে ... পরিকল্পনা ঘোষণা-প্রসঙ্গে পুলিশ ...র বলিয়াছেন যে, ডালহৌসী ...র ক্রমশঃ গাড়ী প্রভৃতির ভিড় হওয়ায় এবং নূতন হাওড়ার পুল ...থে সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জ্জার নিকট নূতন রাস্তা খোলায়,—এক পথে যানবাহন চলাচল করার ব্যবস্থা করা ...।

...া সচরাচর বিদিত যে, যানবাহন সর্ব্বদা একদিকে ঘুরিয়া গমন ... উহাদের নিয়ন্ত্রণ ক্রততর করা ...ং অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। ১৯৪১ ... ১৫ই এপ্রিল হইতে এই নিয়ম ...করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জ্জা যানবাহন গমনাগমনের একটি কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার সম্মুখ দিয়া কোন গাড়ী যাইতে পারিবে না। রাইটার্স বিল্ডিংএর দিক হইতে আগত গাড়ীসমূহ সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জ্জার পিছন দিক দিয়া ঘুরিয়া লালবাজার ষ্ট্রীট বা ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট হইয়া অগ্রসর হইবে।

———

সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর অধিকার-সংক্রান্ত আইনের সমস্যা

সম্পত্তিতে হিন্দু স্ত্রীলোকদের অধিকারমূলক আইন সম্পর্কে যে সমস্যা সিদ্ধান্ত করার জন্য গবর্ণর জেনারেল ফেডারেল কোর্টের নির্দ্দেশ চাহিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আগামী ১৫ই এপ্রিল ফেডারেল কোর্টে শুনানী হইবে।

নিম্নোক্ত বিষয়-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে :—

১। (ক) চাষের জমিতে উত্তরাধিকার- এবং (খ) কৃষিভূমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয় হিন্দু স্ত্রীলোকের সংক্রান্ত ১৯৩৭ সালের আইন বা ১৯৩৮ সালের (সংশোধিত) আইন অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে?

২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৭নং সিডিউলে যে তিনটি আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত তালিকা আছে অন্যান্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আইন উহার আওতায় পড়ে?

———

কুচবিহারের গ্রামাঞ্চলে পশু-চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা

এ অঞ্চলে গবাদি পশুর দুঃখ মোচনের জন্য শীঘ্রই কতকগুলি পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করা হইবে। বর্ত্তমানে কুচবিহারে মাত্র একটি পশুচিকিৎসালয় আছে এবং একজন সহকারী বিভিন্ন পরিভ্রমণ করিয়া প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করিয়া থাকে। এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষ মফঃস্বল অঞ্চলে পশুচিকিৎসালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন।

———

দোকান বন্ধ করিবার সময়

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন,—সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইন অনুসারে দোকান বন্ধ করার সময় সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী দোকান বন্ধের সময় রাত্রি ৮ ঘটিকা (ষ্টাণ্ডার্ড টাইম) বা কলিকাতার সময়ানুযায়ী রাত্রি ৮-২৪। তাহা ছাড়া ৮-২৪ মিনিটের সময় যে সমস্ত খরিদ্দার দোকানে উপস্থিত থাকিবে তাহাদের নিকট জিনিষ বিক্রয়ের জন্য আরও অর্দ্ধঘণ্টা দোকান খোলা রাখা চলিবে। সুতরাং দোকান বন্ধের প্রকৃত সময় হইল ৮-৫৪ মিনিট (কলিকাতার সময়)। ১৯৪১ সনের বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নিয়মাবলীর ৯ ধারার প্রতি দোকান মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক দোকানের মালিককে নির্দ্দিষ্ট করিয়ে সপ্তাহের কোন্ দিন দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিবে ও কোন্ বার দোকান অর্দ্ধদিন বন্ধ থাকিবে, তাহা লিখিয়া একটি নোটিশ দোকানের একটি প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে এবং নোটিশের কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহার প্রতিলিপি দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের চীফ ইনস্পেক্টারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। চীফ ইনস্পেক্টারের অফিসের ঠিকানা ৫নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট। কলিকাতার সমস্ত দোকান মালিকদের অবগতির এই নোটিশের প্রতিলিপি চীফ ইনস্পেক্টরের নিকট প্রেরণ করা উচিত।

———

চাউলের আড়তে ডাকাতির চেষ্টা

গত ৩০শে মার্চ্চ ২৪ পরগণার অন্তর্গত ফলতার অনাথ বন্ধু সামন্ত নামক জনৈক ব্যক্তির চাউলের আড়তে একদল ডাকাত ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে যাইয়া তাহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া খুলিবার জন্য কাজ্জার প্রবেশ করে। সাব-ইন্সপেক্টার শ্যামীনাথ চাটার্জ্জির নেতৃত্বে একদল পুলিশের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে ডাকাতদল পলায়ন করে। উক্ত সাব-ইন্সপেক্টর সংবাদ পাইবার পর ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করার জন্য একদল কনেষ্টবল সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ডাকাতেরা পুলিশের আগমন-সংবাদ পাইয়া পলায়নকালে ... টাকাপূর্ণ একটি বাক্স লইয়া পলায়ন করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং সারগ্রাহক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া এতদিন যে সকল [illegible] ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মত্ত হউন এই [illegible] ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানবচরিত্র [illegible]। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে সম্পূর্ণ [illegible]। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সুলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), লেখকের প্রস্তাবনা (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও শেষে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্ণামায়ায়ক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ [illegible] 'ভাষ্যরত্ন' টীকা [illegible] ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ঠাকুর শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা [illegible] সহ [illegible] পূর্ব্বক শ্রীল [illegible] সম্পাদনে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি এল।

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

'ষড়্‌গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাঙ্গালা অনুবাদ। গীতার বঙ্গ ভাষা ও অনুবাদ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসম্মত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ [illegible] প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে [illegible]। সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন [illegible] সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

[illegible] কাগজে [illegible] আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু রচিত সম্পাদিত এই গ্রন্থ। একটী নূতন সংস্করণ শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। বাঙ্গালার বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷০, তৃতীয় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০, ২য় খণ্ড —৲; ৩য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাণ কল্পতরু ।০
১৯। ভক্তিবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সারঋণ্ড ।৵০
২২। ভজনরহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বিশ্বনাথ-টীকাসহ) ১৲
২৫। গীতা (বলদেব টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার [illegible] মাধ্বভাষ্য ।০
২৭ প্রমেয়রত্নাবলী (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৷৷০)
৩০। দ্বীপ-নিবাসনির্ণয় ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৶১০
৪২ শ্রীবরণমঙ্গল [illegible] ৷৷০
৪৩। [illegible] (বঙ্গ) ৷৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶১
৪৬। অর্থপঞ্চক ৶১০
৪৭। [illegible] ৶১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৶১
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৶০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতসারঃ ৷৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য দশ রত্নম্ ৶০
৬৯। সারসংবর্দ্ধনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ৷৷০
৭১। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ৷৷০
৭২। নামভজন ৶০
৭৩। বেদান্ত ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ৷৷০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ৷৷০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৶০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৮৫। সাধনপথ ৷৷০
৮৬ [illegible] শতক ৶১০
৮৭। গীতাবলী ৶১০
শরণাগতি ৶০
৮৯। প্রার্থনা-প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৮ বিষ্ণু ৪৫৫ গৌরাব্দ ২৭শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১০ই এপ্রিল ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ২৯৩ম সংখ্যা

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ পরিমল নামক বিস্তৃত ভাষ্য সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবপুষ্পমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ বিষ্ণু আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শরণাগতই উত্তম। শরণাগতি যেখানে নাই, সেখানে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা আছেই। শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ। গুরুকৃষ্ণাধীনতাই প্রকৃত শরণাগতি। শরণাগত কৃষ্ণপক্ষাবলম্বী। শরণাগত দৃঢ়চিত্ত বলিয়া কোন বাধাই তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না, পরন্তু বাধা আসিলে তাঁহার দৃঢ়তা আরও বাড়িয়া যায়। আমরা যাহাকে বিঘ্ন বলি, প্রকৃত শরণাগত ভক্ত তাহাকে ভক্তিবৃদ্ধিকর বা ভক্তির পরিপোষক বলিয়া জানেন। সুবিধা-অসুবিধা, বিপদ্-সম্পদ্, সুখ-দুঃখ—সবই ভগবানের কৃপা,—ইহাই তাঁহার সহজ উপলব্ধি। ইহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্রও নাই। সাধুতে তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাঁহার ভয় নাই। সেইরূপ বলবান্ সাধুর সঙ্গে হৃদয়ে বল লাভ হয়। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দই সব চেয়ে বলশালী। তাঁহার চরিত্র অকপটে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও তাঁহার পরম সহায় হন। এই গুরুরই শিষ্য হইতে হইবে—তাঁহাকে প্রভুরূপে বরণ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের শ্রীচরণেই শরণাপন্ন হইতে হইবে। সেব্যের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ না করিলে কেহই নিত্যসেবা সংরক্ষণ করিতে পারে না। শাসনযোগ্য ব্যক্তিই শিষ্য। যিনি শাসিত হন, তিনি শিষ্য; আর যিনি শাসন করেন, তিনি শ্রীগুরুদেব। ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন না হওয়াতেই আমাদের এত বাধা-বিপত্তি। সাধুগুরুকৃপায় যুগপৎ বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণ হয়। কিন্তু সাধুগুরুর নিকট আসিয়াও আমাদের অসুবিধা কাটিতেছে না কেন? সাধুগুরু-চরণে শরণ না লওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবদভিন্নতনু শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জন্য অসূয়াবৃত্তি বিদূরিত হইতেছে না তাই আমরা তাঁহার শ্রীচরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণও করিতে পারিতেছি না। যাঁহার কৃপা আমাকে রক্ষা করিবে, যিনি ছাড়া আমার বান্ধব ও রক্ষক কেহ নাই, আমি যাঁহার নিত্য ভৃত্যানুভৃত্য, সেই কৃষ্ণপ্রিয় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে যখন সুদৃঢ় বিশ্বাস আমার আসিতেছে না, তখন মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

আমরা হরিভজনের জন্য আসিয়াছি—এ কথা সত্য, কিন্তু হরিভজনে আমাদের উন্নতি কেন হইতেছে না, তাহা আমরা একবারও চিন্তা করি কি? হরিভজন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হরির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই। শরণাগতই সম্বন্ধযুক্ত। নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়া জানাই সম্বন্ধ। নিজেকে প্রভু বলিয়া জানা সম্বন্ধ নহে, তাহা বন্ধন। 'প্রভু আমি' বন্ধনযুক্ত, আর 'প্রভুর আমি'ই বন্ধনমুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত। সম্বন্ধের পরে অভিধেয় অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য-নির্ণয় এবং অনুষ্ঠান। সম্বন্ধ ও অভিধেয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। প্রভুর হইলে প্রভুসেবার জন্য ব্যস্ততা স্বাভাবিক। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয়-নির্ণয় হয় না। আবার অভিধেয়-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। যদি কোন বালিকা বিবাহের পর পতিগৃহে গমন না করে বা তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য্যগুলি অত্যন্ত আপনবোধে প্রাণপণে করিতে থাকে, নানাপ্রকার অভাব-অসুবিধা, রোগ-শোক, ইত্যাদি উপস্থিত হইলেও পতিগৃহের কার্য্যগুলি দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত করিতে পশ্চাৎপদ হয় না বা কষ্ট বোধ করে না, তখনই প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ আমাদেরও গুরুগৃহে আসিয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে আপনবোধ না হইলে সম্বন্ধভাবে সুষ্ঠু সেবা কি করিয়া হইবে? প্রভুর সহিত ভৃত্যের যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে ভৃত্য প্রভুর প্রীতির উদ্দেশ্যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে। ভক্ত ও অভক্তের বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য দেখা না গেলেও অন্তরনিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। ভক্ত প্রত্যেক কার্য্যই প্রভুর সুখের জন্য করেন, আর অভক্ত ঐহিক ও পারত্রিক সুখসুবিধার জন্য যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। নিজসুখপরতা যেখানে, সেখানে সতীত্ব বা ভক্তি নাই। ভগবানই আমাদের নিত্যপতি। ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবই এই সম্বন্ধজ্ঞান দান করেন। এই সম্বন্ধজ্ঞানের নামই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃতজ্ঞান।

নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধানই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। নিরন্তর সেবা করিয়াও সেবায় অতৃপ্তিই শুদ্ধভক্তি। শ্রীগুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণগ্রহণ না করিলে কৃষ্ণান্বেষণই আমার নিত্যকৃত্য—ইহা উপলব্ধি করা যায় না। ভগবৎপ্রীতির অনুসন্ধানই ভক্তজীবনের মূল মন্ত্র এবং ইহাই মুমুক্ষু ভক্তের প্রয়োজন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায়-মাত্র বলেন। তাঁহারা বলেন,—মুক্তিলাভের পূর্ব্ব-পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তির আরম্ভ হয়। মুক্তগণই সুষ্ঠুভাবে ভগবানের ভজন করেন। শিষ্য নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয়জাতীয় প্রকাশবিগ্রহ বলিয়া জানেন।

বাহ্য বেশ দেখিয়া বৈষ্ণবতা ঠিক করা যায় না। সুকৃষ্ণৈকনিষ্ঠাই বৈষ্ণবতা বা সাধুতার স্বরূপলক্ষণ। যিনি নিষ্কপটে সত্য সত্যই শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্ও তাঁহার নিকট মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হনই। আমার আর্ত্তি ও শুভেচ্ছা দেখিলে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ আমাকে শুদ্ধপথে চলিবার সুযোগ প্রদান করিবেনই। সুতরাং নিষ্কপট প্রার্থনার ফলে ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত শ্রীগুরু বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত ও তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ ভজনপথে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

যিনি সরল ও নিষ্কপট, যাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, যিনি ভাগ্যক্রমে ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভর করিতে পারিয়াছেন, তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত নহেন। তিনি বিধাতার সকল বিধানকে অবনত মস্তকে কৃপা বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন। প্রভুর সুখেই তাঁহার সুখ, তজ্জন্য তাঁহার কোন কষ্ট নাই। প্রভুসুখবিধানের জন্য সংঘটিত কষ্টকেও তিনি সুখ বলিয়া জানেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,

সেবাসুখদুঃখ পরমসম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল,
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত নিষ্কিঞ্চন, বিরক্ত পার্ষদগণের অন্যতম। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র,নিষ্কিঞ্চনতা ও ভজনপ্রবীণতা প্রত্যেকেরই আদর্শস্থানীয়। শ্রীল লোকনাথ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের অবস্থান যশোহরের অন্তর্গত 'তালখড়ি'-গ্রামে ছিল। তাঁহার পিতার নাম শ্রীপদ্মনাভ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীলোকনাথ ব্রজমণ্ডলে বাস করিয়া একান্ত অকিঞ্চনভাবে ভগবদ্ভজন করেন। শুনা যায়, শেষ জীবনে তিনি ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবনের অন্যতম খদিরবনে বাস করিয়া ভজন করিতেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে কাহাকেও শিষ্য করিবার ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু খেতুরীর রাজকুমার, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-রসলীলাবিৎ শ্রীল নরোত্তম প্রভু ব্রজে শ্রীল লোকনাথ প্রভুর বহু সেবা ও অকপটে প্রভুর কৃষ্ণসেবার সহায়তা করিয়া তাঁহার বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করেন। তজ্জন্য তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে তাঁহার প্রথম ও শেষ শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীলোকনাথ প্রভু যখন খদিরবনে বাস করিয়া ভজন করিতেন, তখন রাজকুমার শ্রীনরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাঙ্গাল নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণকে প্রসাদাদি-দানে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। শ্রীল লোকনাথ প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে গিয়া ভগবৎসেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। তাঁহার খেতুরীতে অবস্থান নিত্যসিদ্ধ দেহে অপ্রাকৃত মানস ব্রজবাসেরই অকৃত্রিম আদর্শ। তাঁহার 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গীতি গ্রন্থ অদ্যাপি মাদৃশ অন্ধ জীবগণের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু খদিরবনে ভজন করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তিনি নিরন্তর ভগবৎসেবায় বিভোর হইয়া স্বানুভবানন্দে মগ্ন থাকিতেন। অকৃত্রিম অকিঞ্চনতার আদর্শ শ্রীলোকনাথ প্রভু কোনপ্রকার লোকাপেক্ষা না করিয়া একান্তমনে ভজন করিয়াছেন। তিনি চিদ্বিলাসী। সকিঞ্চন আমরা তাঁহার অকিঞ্চনতা, অনন্যোর্দ্ধ শরণাগতি ও সেবাপ্রাণতঃ অনুসরণ করিয়া যদি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা তাঁহার ও তদনুগ বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

হরিভজনে উৎসাহ, সরলতা ও দৃঢ়তা থাকা চাইই, নতুবা হরিভজন করা যাইবে না। হরিভজন করিতে আসিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে, উত্তরোত্তর অগ্রসর হওয়াই উচিত। যেখানে নিরুৎসাহ বা দৃঢ়তার অভাব, সেখানে ভক্তির কোন কথা নাই। সংশয় হইতে ভজনের বাধা উপস্থিত হয়। যত অসুবিধাই থাকুক, কৃষ্ণকে পাইতেই হইবে—এরূপ দৃঢ়তা ও তীব্রতা যেখানে আছে, সেখানে সাফল্য অনিবার্য্য।

'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত আছে,—

যশোর দেশেতে তালখড়া গ্রাম স্থিতি।
মাতা সীতা, পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ॥
পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি।
লোকনাথ হেন বৃদ্ধ বিপ্রের সন্ততি ॥
লোকনাথ গৃহে সদা রহয়ে উদাস।
সর্ব্বত্যাগী নবদ্বীপে আইলা প্রভুপাশ।
প্রভু গৌরচন্দ্র অতি অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবনে যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিল ॥
লোকনাথ প্রভুপদে আত্মসমর্পিল।
প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন করিল ॥
লোকনাথ ব্রজে সদা ভ্রমণ করিয়া।
কৃষ্ণলীলাস্থান দেখি আনন্দিত হৈলা ॥
ছত্রবন পাশে উমরাও নামে গ্রাম।
তথায় শ্রীকিশোরীকুণ্ড শোভা অনুপম ॥
সেই স্থানে কতদিন রহেন নির্জ্জনে।
করিব বিগ্রহসেবা, এই চেষ্টা মনে।
জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত।
অন্যরূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত ॥
'রাধাবিনোদ' নাম কহি' সমর্পিলা।
সেইক্ষণে তেঁহ তথা অদর্শন হৈলা ॥
লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে।
কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোন্ খানে ॥
চিন্তায় ব্যাকুল লোকনাথে নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া ॥
এই উমরাও গ্রামে বিপিনে বসতি।
এই যে কিশোরীকুণ্ড এথা মোর স্থিতি ॥
তোমার উৎকণ্ঠা দেখি' ব্যাকুল হৈল।
কে মোরে আনিবে মুঞি আপনি আইল ॥
শীঘ্র করি মোরে কিছু করাও ভক্ষণ।
শুনি প্রেমধারা নেত্রে বহে অনুক্ষণ ॥
মহাসুখে শীঘ্র পাক করি' ভুঞ্জাইল।
পুষ্পশয্যা রচিয়া শয়ন করাইল ॥
পরমে বাতাস করিলেন কতক্ষণ।
মনের আনন্দ কৈল পাদ সম্বাহন ॥
তন মনঃ প্রাণ প্রভুপদে সমর্পিলা।
সে রূপ মাধুর্য্যামৃত-পানে মগ্ন হৈলা ॥
শীঘ্র করি এক ঝোলা নির্ম্মাণ করিল।
রাধাবিনোদের যেন মন্দির হৈল ॥
পরম অদ্ভুতরূপে ঝোলা হৈল আলা।
অনুক্ষণ বক্ষে রাখে যেন কণ্ঠমালা ॥
গ্রামবাসী কুটীর করিয়া দিতে চায়।
বৃক্ষমূল বিনা লোকনাথের নাহি ভায় ॥

ভক্তের অবস্থা

——::(•)::——

ভগবদ্ভজনই জীবের চরম কল্যাণ। সেই চরম কল্যাণ জীবের কোন্ অবস্থায় হইতে পারে? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন, বদ্ধজীব-জগতে মনুষ্যই কেবল হরিভজনের উপযোগী জন্ম লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য জীবনে কেবল বিষয়-সেবাই হয়। নরদেহ ভিন্ন অন্যান্য দেহে চেতনধর্ম্ম সঙ্কুচিত বা আচ্ছাদিত। সঙ্কুচিত-চেতন বদ্ধ জীবগণ—পশুপক্ষি-সরীসৃপ দেহগত, আর আচ্ছাদিত-চেতন—বৃক্ষ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীব। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়াই জীব অবিদ্যারূপ জড়বন্ধনে বদ্ধ। যে জীবের যে পরিমাণ ভগবদ্বিস্মৃতি, তাহার চেতন সেই পরিমাণে আবৃত। মনুষ্যের চেতন মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণ বিকচিত ভেদে ত্রিবিধ। নীতিশূন্য নিরীশ্বর নৈতিক ও সেশ্বর নৈতিক জীবনে জীবের মুকুলিত চেতনাবস্থা। ইহার মধ্যে যাহারা নীতিশূন্য, তাহাদের জীবন নিতান্ত অধম, তবে সঙ্কুচিত চেতন অপেক্ষা সামান্য উন্নতভাববিশিষ্ট মাত্র, তাহাদিগকে অনেকস্থলে 'নরপশু' আখ্যা দেওয়া হয়। তদপেক্ষা একটু উন্নত অবস্থা নিরীশ্বর নৈতিক জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের ঈশ্বরবিশ্বাস নাই, অথচ ইহারা সামাজিক শৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করিয়া গোলযোগ ঘটাইতে প্রস্তুত নহে। আর যাঁহাদিগের সেশ্বর নৈতিক জীবন, তাহাদিগের অবস্থা আরও একটু উন্নত। তাহা হইলেও তাঁহাদের ধারণা ভগবদুন্মুখী হয় নাই। ঈশ্বর থাকিতে পারেন, তিনি কর্ম্মাধীন কর্ম্মফলপ্রদাতা। নানারূপে উপাসিত হইয়া তিনি আমাদিগের জাগতিক অভীষ্ট প্রদান করেন, এইমাত্র তাঁহাদের প্রতীতি। যাঁহাদের কিছু ভগবদুন্মুখতা হইয়াছে, তাঁহাদের সাধনভক্তিময় জীবন। ভাব-ভক্তিময় জীবনের পূর্ব্বাবস্থা সাধকজীবন। শ্রদ্ধা-সহকারে সাধুসঙ্গে ভজন-প্রভাবে অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হইয়াছে। ভাবভক্ত-জীবনই জীবনের পূর্ণবিকাশ। তাহাই পূর্ণবিকচিত চেতনাবস্থা।

মুক্তগণ নিত্যকাল গোলোক-বৃন্দাবনে হরিসেবা করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীহরির নিত্য পার্ষদ। আর সাধনদ্বারা জীবন্মুক্ত ও বস্তুসিদ্ধিক্রমে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট সেবকগণ উভয় অবস্থায়ই শ্রীহরির নির্ম্মল সেবাপ্রবৃত্ত। মুক্ত অবস্থায়ই কৃষ্ণভজন হয়। শ্রদ্ধোদয়েই সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে ভজন আরম্ভ করিয়া ভুক্তিভোগ-বাসনামূলক কপটতারূপ অনর্থ-নিবৃত্তির যত্ন করিতে হইবে। ইহাই বদ্ধাবস্থায় ভজন।

আমাদের নিত্যকৃত্য হরিভজন। প্রথমে হরিভজনে কি বাধা আছে, দেখিতে হইবে। ভজন অর্থাৎ সেবার বাধা ভোগেচ্ছা—যে অবস্থায় ভোগেচ্ছারহিত হইতে পারা যায়, সেই অবস্থা হরিভজনের উপযোগী। যদি কেহ গৃহস্থ থাকিয়া ভোগেচ্ছারহিত হইতে পারেন, তাঁহার সেই অবস্থায় হরিভজন হইতে পারিবে। কিন্তু সাধনমার্গে গৃহস্থ অবস্থায় ভোগেচ্ছার হাত হইতে মুক্ত হওয়া অতি কঠিন। গৃহস্থই হউন, ব্রহ্মচারীই হউন, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীই হউন, সর্ব্ব আশ্রমীরই হরিভজনে অধিকার আছে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

গৃহে বা বনেতে থাকে,
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।

সুতরাং হরিভজনের জন্য আশ্রম-বিশেষের আবশ্যকতা নাই। হরিভজন আশ্রমাতীত ব্যাপার। হরিভজন-ব্যাপারে বর্ণাশ্রমের উপযোগিতা নাই। যথার্থ বৈষ্ণব জীবন্মুক্ত—তিনি আশ্রম-চতুষ্টয়ের কোনটির পরিচয়ে পরিচিত থাকিলেও তিনি কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার অবস্থা আশ্রমাতীত। তিনি পরমহংস। তাঁহার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাভিমান নাই; তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাভিমান নাই, তাঁহার রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সামাজিক অবস্থারও অভিমান নাই। তিনি জাগতিক সমস্ত অভিমানের অতীত তত্ত্ব। শুদ্ধ জীবের পরিচয় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্রও নহি; আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বনচারী নহি, সন্ন্যাসীও নহি—এ সকল জাগতিক পরিচয় আমার নিত্য পরিচয় নহে। আমার নিত্য পরিচয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসের দাস। আমি বৈষ্ণবদাস—এই আমার স্বরূপ; এতদ্ব্যতীত আমার অন্য পরিচয় নাই। গৃহী বা সন্ন্যাসী—এই জগতের পরিচয়—দু'দিনের। আজ আমি ব্রহ্মচারী, কালই সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হইতে পারি; আজ আমি বনস্থ বা সন্ন্যাসী, কালই নিতান্ত সৌভাগ্যবলে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস হইবার যোগ্যতা লাভ হইতে পারে, অথবা পতিত হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে পারি; পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া এ জগতের সকল পরিচয়ই লোপ করিয়া দিতে পারে। সুতরাং যিনি যে বর্ণেই জাত হইয়া থাকুন না কেন, যে আশ্রমেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, হরিভজন আরম্ভ করিয়া দেওয়াই সদ্যুক্তি। ভজন-প্রবৃত্তি প্রবলা থাকিলে বর্ণাশ্রম-প্রবৃত্তি বাধা দিতে পারিবে না; আবার ভজন-চেষ্টার উদয় না হইলে বর্ণবিশেষে বা আশ্রমবিশেষে সুবিধা করিয়া দিবে না। হরিভজনহীন সন্ন্যাসে ফল্গুবৈরাগ্যঃ হইয়া যাইবে। হরিভজনময় গৃহই গোলোক।

সম্বন্ধ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান জীবহৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করে। সাধনফলেই এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং সাধক যখন গুরুকৃষ্ণের কৃপায় তাহা উপলব্ধি করিতে থাকেন, তখনই তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। তখন জীব ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাকেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির দ্বারা এই সম্বন্ধজ্ঞান উত্তরোত্তর পুষ্ট হইতে থাকে। তখন জীব নিজের স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইতে পারেন। জীব চিন্ময়। জীবের ধর্ম্মে আনন্দ আছে। কিন্তু স্বরূপের অপ্রাপ্তিতে জীব সেই আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিন্ময়। জীব তাঁহার অতি সূক্ষ্ম অংশ কণামাত্র। সুতরাং কৃষ্ণের ন্যায় তাহাতেও সৎ, চিৎ ও আনন্দময়তা আছে। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট; কৃষ্ণ বিভু, জীব অণু, কৃষ্ণ পরিপূর্ণ, আর জীব অপূর্ণ, অতি দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক। জীব চিন্ময় হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্রতাহেতু অত্যন্ত দুর্ব্বল। এইজন্য সে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়।

কৃষ্ণের তিনটী শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থশক্তি ও মায়াশক্তি। জীব তটস্থশক্তিজাত। তটস্থ চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থলে চিৎসবিশেষ ও জড়সবিশেষ—এই দুই রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ। তটস্থশক্তিজাত জীব এখানে স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। জীব স্বরূপশক্তির নিত্য আশ্রিত। আশ্রয় ছাড়া জীব থাকিতে পারে না। জীব হয় স্বরূপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, না হয় বিরূপশক্তির কবলে কবলিত হইবে। জীবের স্বরূপে সেবা-প্রবৃত্তি আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জীব সেই সেবাপ্রবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া ভোক্তৃধর্ম্ম প্রবল হওয়ায় মায়ার কবলে পড়িয়াছে। মায়ার কবলে পতিত হইলে জীব নানাপ্রকার জড়োপাধি দ্বারা আবৃত হয়। তখন জীবের এ জগতের অভিমান প্রবল হয় এবং সে নিজেকে খুব বড় বলিয়া মনে করে। আমি এ জগতের একজন হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা, আমি কত কি করিতে পারি—এই প্রকার চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। তখন তাহার কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও সুখী, কখনও দুঃখী ইত্যাদি নানাপ্রকার অনিত্য জগদভিমান প্রবল হয়। এই প্রকার মিথ্যা-অভিমানযুক্ত হইয়া জীবের স্বধর্ম্ম বিকৃত হয়।

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে এই সকল অসদভিমান আপনা হইতেই চলিয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায়—'কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। জীব ভোক্তা নহে, সে নিত্য ভগবৎসেবক।' সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে জীব নিজেকে গুরুকৃষ্ণের অতি অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। নিজেকে গুরুকৃষ্ণের কিঙ্করানুকিঙ্কর বলিয়া জানিতে পারিলে অন্যান্য ইতরাভিমান আপনিই ছাড়িয়া যায়। সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি গুরুকৃষ্ণের'—এই অভিমান প্রবল হয়। ইহাই শুদ্ধ-অহঙ্কার। ইহা প্রত্যেক চেতনেরই স্বরূপগত অভিমান। ইহাই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা—অমানিমানদত্ব। দেহ বা মনে যতক্ষণ 'আমি'-বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় নাই। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীব এই জগৎকে নিজের ভোগ্য না জানিয়া কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানিতে পারে। বদ্ধাবস্থায় যাহাকে ভোগের উপকরণ বলিয়া বিচার হয়, মুক্তাবস্থায় তাহাই বিভিন্ন সেব্যরূপে প্রতিভাত হয়। বিশ্বের কোন বস্তুই তখন আর হৃদয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষা জন্মায় না—উন্নতির পথে দাঁড়াইয়া বাধা প্রদান করে না। তখন প্রত্যেক বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া জীবকে অনুকূলভাবে কৃষ্ণভজনে সাহায্য করে। স্বরূপে অবস্থানকালে যে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায়, সেই মনই আত্মানুগত শুদ্ধ মন—বৃন্দাবন। সেই ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া যে জগদ্দর্শন, তাহা বিশুদ্ধ-দর্শন। শ্রীগুরুকৃপাবলে ক্রমশঃ হৃদয় হইতে সকল অনর্থ দূর হইয়া জীব যখন উপাধিমুক্ত হন, তখনই সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে হয়। তখন বিশ্ব পূর্ণ সুখময় বলিয়া অনুমিত হয় এবং বিশ্বের সমস্ত বস্তুকেই আর ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে জীবের চরম প্রয়োজন কি, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়। তখন যে সাধন অবলম্বন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়।

সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হইলে অভিধেয় যাজন হয় না। সম্বন্ধই অভিধেয়দাতা এবং প্রেমপ্রদাতা। সম্বন্ধজ্ঞানলব্ধ জনের এ জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে অবস্থান নাই। 'আমি গুরুকৃষ্ণদাস— গুরুকৃষ্ণসেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম'—এইরূপ বিশ্বাসের সহিত তিনি হরিসেবায় যত্নবান্। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্'। গুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই জীব চতুর্ব্বিধ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। গুরুকৃপায় গুরুতে যাঁহার নিত্যানন্দ-উপলব্ধি হইয়াছে এবং নিজেকে তাঁহার অযোগ্য সেবকানুসেবক বলিয়া চিত্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহারই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইয়াছে। সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। বন্ধন খুলিয়া যায়—ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। সম্বন্ধ—চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি—ভালবাসা—আপনজ্ঞান। যাঁহার যে প্রকার সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহার গুরুবৈষ্ণবে সেই প্রকার প্রীতির উদয় হইয়াছে। প্রীতির পাত্র একমাত্র গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্—সৌভাগ্যক্রমে ইহা যাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে, তিনিই সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত মহাভাগ্যবান্, তাঁহার সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

গুরুপাদপদ্মের কৃপা বিভিন্ন খাতের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট আসে। মূর্ত্তিমান্ কৃপা—তিনি। প্রত্যেক জীব শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি-কণা। জানিনা, এই স্বরূপের সম্বন্ধ বা অভিমান আমার কবে জাগ্রত হইবে, কবে তাঁহার অহৈতুকী করুণায় কাঙ্গাল হইতে পারিব? কাঙ্গাল আমরা, সুতরাং তাঁহার কৃপা গাওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ। গুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা ইহাই কীর্ত্তন করেন। গুরুদেবতাত্মা যাঁহারা তাঁহারাই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁহাদের সঙ্গই আমাদের নিত্যকাম্য। অতি অযোগ্য দুর্ব্বল জীব আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে পারিতেছি না, পদে পদেই বাধাপ্রাপ্ত হইতেছি—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবদোষদুষ্ট হইয়া এক করিতে আর এক করিয়া বসিতেছি, সেবা করিতে গিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িতেছি। এমতাবস্থায় আমার নিজের দিক্ হইতে কৃপা লাভ করিবার কোন আশা নাই। তবে একমাত্র ভরসা যে, অযোগ্য হইলেও তাঁহারা ছাড়েন না। তাঁহার নিজগুণে অধম কাঙ্গাল পতিতকেও কৃপা করেন—ইহাই একমাত্র আশা, পতিতপাবন নিত্যানন্দকে গুরুরূপে পাইয়াছি—ইহাই ভরসা।

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

• • •

আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥

—ইহাই সম্বন্ধযুক্তের কথা। গুরুবৈষ্ণব ব্যতীত এ জগতে আমাদের আর কেহ নাই, ইহা তাঁহাদেরই কৃপায় উপলব্ধি হয়। এই আপন জ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান বা শরণাগতিই ভক্তির মূল। তাই প্রার্থনা,—

কৃপা কর বৈষ্ণবঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর।

———

শ্রীশ্রীরামনবমী

গত ৬ই এপ্রিল, ২৩শে চৈত্র রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানুসারে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এ তদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া বিচিত্রবর্ণের নিশান, খোল-করতাল ও মৃদঙ্গবাদ্য-সহকারে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহমন্দির ও শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অনন্তর অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী সাধারণসভার অধিবেশন হইলে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু রামভক্ত শ্রীমুরারিগুপ্তের মহিমার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে গমনপূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণসাগরতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমুরারিগুপ্তের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবিলাসের কথা পাঠ করেন। শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে শ্রীশ্রীসীতারামের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীসীতারাম ও শ্রীবজ্রাঙ্গজী নিত্য পূজিত হইতেছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরামসেবা ও কৃষ্ণসেবার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখশ্রুত হরিকথা কিছুক্ষণ অনুকীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শরণাগতির কথা আলোচনা করেন। ভক্তগণ নিরম্বু উপবাস ও সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-প্রসঙ্গে থাকিয়া শ্রীশ্রীরামনবমী-তিথির সম্মান করিয়াছেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সজ্জন শ্রোতৃবৃন্দের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅশ্ববন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪০২৪
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগপীঠ সম্পূরপীঠ শ্রীমন্দির
পো. শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পো: শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুপম কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম পো: স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরনাদ মঠ
চাঁপাহাটী, পো: সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পো: জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পো: জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পো: শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভুবনদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমদ্ স্বরূপ গৌড়ীয়মঠ
সাউডাঙ্গা (শ্রীকৃষ্ণদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পো: কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পো: কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর পো: হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীভবাম্বু ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পো: চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পো: ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ
পো: কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীকিশোরবন ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পো: বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
দুর্গাবাড়ী, পো: ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাস স্বর্ববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পো: গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পো: চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাথরবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পো: হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পো: মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পো: নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পো: মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমাধবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখকুঞ্জ
পো: রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীকৈলাসনাথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীঋষিকেশ দাস

মকেওর্ছ হারীমঠ
নবাব মথুরা।
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহী
পো: কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পো: থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পো: রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পো: কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ
আলালনাথ, পো: ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পো: ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পো: পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

লালকুটী
সেবক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পো: ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
রাণীহাট, পো: কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পো: বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীদীনদয়ামর দাসাধিকারী।

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পো: অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পো: রাজবাধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পো: চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০০ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সেটা রোড, ইউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৮।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগদাধরগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের চার্জ

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৩৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ প্রৌঢ়গবেষণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান —মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী সারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে সম্প্রদায়িকতাস্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায় সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, সমন্বয় ও তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিস্তারিত বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, তত্ত্বিষয়ক সংসিদ্ধান্ত সকলই প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান— মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর —গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৸০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডীপাদপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, দেবতীর্থ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সম্পাদকত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মধ্যে প্রকরণে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পরে তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কলাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গাক্ষরে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গল্পাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ বেশ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব নূতন-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সজ্জন ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে পঞ্জিকা ব্যতীত ব্রত-উপবাসের তালিকা, ভক্তবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস প্রভৃতি পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫। ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা অনুবাদ সহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত ভক্তিকাশার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য মুক্তগ্রন্থ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাম্বুজে নানাদেশ হইতে আগত এবং স্বদেশস্থ বিভিন্ন পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-সিদ্ধান্ত-সংরক্ষণে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-ভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা – ১৶০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাংলায় ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

REGD. C. 1564

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৩০ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২৯শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ১২ই এপ্রিল, ইং ১৯৪১, শনিবার | ৩০-৩১তম সংখ্যা

[illegible]
শ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'নবদ্বীপ'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম ভজনের কথা আছে। ভিক্ষা মর্য্যাদাকাঙ্ক্ষিবর্গের উপহার।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-শ্রীমায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
[illegible]
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রী [illegible]-মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ বিষ্ণু অনাদ ক্ষিরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

বৈরাগ্য

——::(•)::——

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী গুণ যাঁহার আছে, তিনিই ভগবান্। ইহার মধ্যে শ্রীই অঙ্গী এবং অন্যান্য গুলির মধ্যে কেহ বা অঙ্গ, কেহ বা প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও যশঃ—এই তিনটী অঙ্গ। যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গের কিরণ। ইহা স্বয়ং গুণ নহে—গুণের [illegible]। ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইলেও এই হরিবিমুখ জগতে ভগবান্ সাকার না নিরাকার—এই কথা লইয়া যুগযুগান্তর হইতে [illegible] চলিয়া আসিতেছে। ভগবদ্ভিক্তজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীতত্ত্বসূত্র' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"অনেকেই পরতত্ত্ব সাকার কি নিরাকার—এই বিষয়ে বহুতর বিবাদ করিয়া থাকেন। সাকারবাদীরা বলেন যে, পরমেশ্বরের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোনপ্রকার ক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অতএব তাঁহার একটী নিত্য দেহ আছে। তথা হি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শিববাক্যম্,—

তেজোহভ্যন্তর রূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা।

[illegible] কুতো [illegible] বিনা দেহেন নারদ॥

পক্ষান্তরে নিরাকারবাদিগণ পরমেশ্বরকে পরমাত্মরূপ জ্ঞান করত সবিশেষত্ব বা [illegible] হওয়ার আশঙ্কায় নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন। পুনরায় নারদ-পঞ্চরাত্রে লিখিয়াছেন,—

শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্।

গুণেন সঙ্গতো দেহো নির্গুণস্য [illegible] কুতঃ॥

বস্তুতঃ উভয়পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার আছে। নিরাকারবাদীরা সবিশেষ পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলিয়া [illegible] প্রকাশ উভয়ভাবের (অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার) হইতে সমগ্র সাকার স্বীকার করেন না। এ প্রকার বিশ্বাস [illegible] আক্রমণের বাধিত হইয়া উঠে। অতএব সর্ব্বশক্তিপূর্ণ ভগবানের নিরাকারত্ব অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব যুক্তিবিরোধ। বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা [illegible] বাক্যের পদার্থের পক্ষে [illegible]।

পরমেশ্বর বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। বেদসকল পরতত্ত্বের উভয়ত্ব স্বীকার করেন। যাঁহারা উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না বলিতে হইবে। সাকার-নিরাকার লইয়া বাদ করা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পরমেশ্বর ভৌতিক আকার নাই, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিগ্রহ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সকল ভক্তের গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে সাকার ইহা বলা যাইতে পারে, অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত। সাকার নিরাকার [illegible] সিদ্ধ [illegible] না। তাহার পূর্ণ হইলে মানবগণ বুদ্ধি [illegible] ধর্ম্ম পতিত হইবেন।"

ভক্ত ও ভগবান্ [illegible] আশ্রয়— উভয়েরই বৈরাগ্য আছে। ভগবানই বিষয় এবং ভক্তই আশ্রয়। [illegible] নহে [illegible]। [illegible] আশ্রয় এবং শ্রীমতী [illegible] বিগ্রহ। শ্রী [illegible] সাথী [illegible] আশ্রিতা [illegible]। [illegible] 'শ্রী' [illegible] বৃন্দ। [illegible] ভগবানের আবার বৈরাগ্য। [illegible] ভগবান্ [illegible] সাথে [illegible] বৈরাগ্য নির্দ্দিষ্ট। যাঁর তাঁহার সম্মুখে [illegible]। ভগবানের [illegible] বহু। [illegible] মাধুর্য্য [illegible] শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের [illegible] শ্রীল [illegible] নিকট বৈরাগ্য পরাজিত হইয়া [illegible] নিযুক্ত। জয়শ্রীর নিকট মাধুর্য্যবিগ্রহ [illegible]। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রী [illegible]—শ্রীর [illegible] বা শ্রীর বশীভূত। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্য [illegible]। [illegible] গণ ভগবানের বৈরাগ্যকেই বড় মনে করেন, কিন্তু ভগবানের বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যাদিগুণ [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] প্রকাশিত হয় ও তাহা [illegible] ব্যক্তিত্ব [illegible]। [illegible] তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও পূর্ণতম স্বরূপ।

আমরা যেন স্বম [illegible] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বৈরাগী করিতে না যাই। কারণ, তিনি নিরঙ্কুশ বিলাসী বা স্বেচ্ছাচারী। [illegible] জন্যই বৈরাগ্য। ভগবানের বিলাসের ইন্ধন-

[illegible] সংগ্রহের জন্য [illegible] জীবের [illegible] বৈরাগ্য [illegible] বৈরাগ্য নহে। [illegible] বৈরাগ্য [illegible] বৈরাগ্যের অপর নাম [illegible] কৃষ্ণ [illegible] বলেন,

[illegible]

[illegible]

[illegible] বৈরাগ্যের [illegible] নিকট [illegible]

পরিত্যাগ করিয়া বিলাসী হইতে সাধ্য। শ্রীরাধাভাবনী-নিমগ্ন শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য নৃলোকে নাই। এ জগতের লোক তাহা বুঝিতে পারে না। তাঁহার ও তাঁহার জনের কৃপায় তৎপদধূলি হইবার সৌভাগ্য হইলে তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই কৃষ্ণবিলাস[illegible] পরাকাষ্ঠাময় বৈরাগ্য রূপ বলিয়া মদীয় অভীষ্ট দেব শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবান স্বরূপতঃ চিদ্বিলাসী। তবে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত সেবাবিলাসে বিলাসী, আর বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ভোগবিলাসী—[illegible] লীলা-পুরুষোত্তম। সকলের নিকট সেবা গ্রহণ করাই তাঁহার কাজ। আর গুরুদেবের কাজ তাঁহার সেবা করা—ইন্দ্রিয়তর্পণ করা।

রাগ পূর্ব্বক রন্জ্ ধাতু + ঘঞ্ হইতে বিরাগ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বি উপসর্গটী কোথায় বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষরূপে যুক্ত, কোথায় বা বিগত অর্থাৎ বিযুক্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেখানে কৃষ্ণের প্রতি বিশেষরূপে রাগ বা অনুরাগ আছে, সেখানেই কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগ বা উদাসীনতা স্বাভাবিক। যে বিরাগে নিজ সুখবাঞ্ছা আছে, তাহা ফল্গুবৈরাগ্য। ফল্গু-নদীতে যেরূপ উপরে বালি এবং ভিতরে জল, সেইরূপ বাহিরে বৈরাগ্যের বাহাদুরী বা [illegible] দেখা গেলেও অন্তরে সুখবাসনা থেকে যায়, তাহাই ফল্গুবৈরাগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে মর্কটবৈরাগ্য বলিয়াছেন। মর্কট [illegible], অসুর, প্রতিষ্ঠাকামী, অর্থাভিলাষী, কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতির বৈরাগ্যও তদ্রূপ অস্থায়ী। সেই বৈরাগ্য [illegible]। এই ফল্গুবৈরাগ্যের সহিত ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইহা অভক্তি। যুক্তবৈরাগ্যই ভক্তি। ফল্গুবৈরাগ্যের মধ্যে কাপট্য আছে। উহা বৈরাগ্যের অপব্যবহার। এই ফল্গুত্যাগীর বৈরাগ্যে [illegible] প্রয়োজন বা [illegible] হওয়া। [illegible] একমাত্র নিত্য [illegible] কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে উদাসীন হইয়া [illegible]। [illegible] বৈরাগ্য [illegible] হইবে না। [illegible] বৈরাগ্য, [illegible]। উহা একমাত্র প্রাকৃত [illegible] ছাড়া আর কিছুই নহে। উদাসীন [illegible] আমরা অনেক সময় উদাসীন হই। এই উদাসীন বা লক্ষ্যের চেষ্টায় [illegible] অভিনিবেশ করিবার ইচ্ছা হয়। [illegible] এই [illegible] ব্যাপার [illegible] ত্যাগ করিয়া যুক্তবৈরাগ্যই গ্রহণীয়। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের [illegible] সৌভাগ্য হইয়াছে যে, [illegible] তাঁহার [illegible] হইল [illegible]

একটিবার আবির্ভাব হইলে শ্রবণ বা শিক্ষা-গুরুর নিকট শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মনন অর্থাৎ মনে মনে শ্রুত বিষয়ের পর্য্যালোচনার দ্বারা শুদ্ধভক্তির বিপরীত ইচ্ছার বা চেষ্টার পরিত্যাগ ও ক্রমশঃ মনের যাবতীয় সংশয়-নিবৃত্তি করিবার অধ্যবসায় চলিতে থাকিলে, তাহা হইলে ভগবৎ ভাগবতপ্রাপ্তন্ (সম্বোধন) ব্যতীত অসৎ ইতর বিষয়ে বা ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহায় অহৈতুক বৈরাগ্য স্বাভাবিক-ভাবেই উদিত হইবে। শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ভুক্তি মুক্তির কামনা অন্তরে থাকিলে একমাত্র নিরন্তর সৎসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন, পরিচর্য্যা ও মননের দ্বারাই সমস্ত কৈতব ও মিশ্রভাব দূরীভূত হইয়া চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ বৃত্তির উদয়ে স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ ঘটিবে—ইহাই ক্রম। যাবদনাপ্রবর্ত্তিতাই অত্যাবশ্যক।'

মনোধর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও আত্মধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। জ্ঞান ও বৈরাগ্য বাহিরের জিনিষ। মন ও দেহের উপর তাহার ক্রিয়া। কিন্তু ভক্তি নির্গুণ আত্মা হইতে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। যদিও কখনও কখনও ভক্তগণের মধ্যে ইতর বিষয়ে বিরক্তি ও জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নহে—ভক্তির অনুগামী পুরঃসর মাত্র।

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা, যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥

ভগবদ্ভক্তের পৃথগ্‌ভাবে বৈরাগ্য ও জ্ঞান অভ্যাস করিবার প্রয়োজন হয় না। ভক্তির পশ্চাতে ঐ সকল অবস্থান করিয়া ভক্তি-দেবীর সেবা করে। ভগবৎপ্রীতির জন্যই ভক্তগণের বৈরাগ্য—নিজের প্রীতি বা নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। সেবারস না পাওয়া পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বস্তু ত্যাগের দ্বারা ইতর বিষয়ে আসক্তি নষ্ট হয় না। অর্থপ্রবৃত্ত হইলে অনর্থনিবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই হইবে। প্রবৃত্তি চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্ম। সে সৎ বিষয়ে হউক বা অসৎ বিষয়ে হউক—যে কোন একটী বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া পারে না। সে যখন সৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন অসতে প্রবিষ্ট হইবার প্রবৃত্তি তাহার থাকে না। সুতরাং অনর্থনিবৃত্তি আপনা হইতেই হইয়া থাকে। সদ্গুরু সাধুসঙ্গের দ্বারা প্রবৃত্তি বা নিজ চিত্তবৃত্তিকে ঠিক করিতে হইবে। কারণ, মন ঠিক না হইলে কোন কিছু ঠিক হয় না। তিনি নিজে নির্গুণ, তাঁহার সঙ্গ নির্গুণ। আর যেখানে স্বরূপবিস্মৃতি বা কৃষ্ণবিস্মৃতি, সেইখানেই যত সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, মনোধর্ম্মের তাণ্ডব, অহঙ্কার ও অজ্ঞ-তিলাদি। কৃপা ছাড়া গতি নাই। কৃপার মূল। তবে শরণাগত থাকা চাই। শরণাগতই কৃপা পায়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আমরা সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে বুঝিতে পারি যে, বৈকুণ্ঠধামে পার্থিব মলিনতা নাই এবং নশ্বর মর্ত্ত্যজগতে বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি নাই। মর্ত্ত্যবুদ্ধিবশতঃ আমরা এই ভ্রমে পতিত হইয়া আমরা বদ্ধজীব, জন্মমরণশীল বস্তু। আমরা দুইটি আবরণে আবৃত। এই আবরণদ্বয়ে আমরা দেহবন্ধনে আত্মবুদ্ধি করিয়া অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জড়-ভোক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু সাধুসঙ্গ প্রভাবে আমরা জড়াভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ পাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি। আধ্যক্ষিক জ্ঞানই বর্ত্তমানে আমাদের সম্বল। এই ত্রিগুণতাড়িত আধ্যক্ষিক জ্ঞান আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিবার যোগ্যতা প্রদান করে। যেমন জড়েন্দ্রিয়-সাহায্যে জড় ভোক্তা, আত্মার জড়েন্দ্রিয় নাই, আত্মা চিদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী কৃষ্ণদাস।

তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীব চিৎ ও অচিৎ জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে একাবস্থায় চিন্ময়ধামে কৃষ্ণসেবাসুখ লাভের যোগ্যতা জীবের আছে, আবার অচিচ্ছক্তি বা মায়াশক্তির ভোক্তাভিমানে বদ্ধাবস্থায় চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে শুভাশুভ কর্ম্মের নাগরদোলায় কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে ভ্রমণ করিবার অধিকারও তাহার আছে। মুক্ত-অবস্থা আর কিছুই নহে, স্বরূপে অবস্থিত হ'য়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আত্মকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। যখন স্বরূপ বিস্মৃত হই, তখনই মায়ার বশবর্ত্তী হয়ে জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এই পাঁচটি অনিত্য বিষয়ভোগে প্রমত্ত হই, কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। এ প্রপঞ্চে যে সুখের আভাস দেখা যায়, তাহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। এই মোহগর্ত্তে পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারি না, আমরা কেন এখানে এলাম এবং কোথায় আমাদের গন্তব্য স্থান এবং কে আমাদের নিত্য বান্ধব। স্বতন্ত্রের অপব্যবহারই ইহার মূলীভূত কারণ, অর্থাৎ আমরা চেতনাংশ, জগতের বিষয় ভোগ করিবার আমাদের অধিকার নাই,—এখনই যখন অভিমানে আমরা অভিভূত হই, তখনই কর্ম্মফলে পড়িয়া কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করিতে থাকি। কিন্তু যখন সাধুবৈষ্ণবের কৃপায় আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করি, তখন বুঝিতে পারি—জড়বিষয়ের ভোক্তা স্থূলদেহ এবং সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন আমাদিগকে স্বরূপের সেবা হইতে বিচ্যুত করিয়া আমাদিগকে ভোক্তাভিমানী করায় এবং আমাদের আত্মা বর্ত্তমানে সুপ্ত আছে। মায়া আত্মার agent অর্থাৎ

ভোগবাঞ্ছারূপ মন ত্রিগুণতাড়িত হইয়া জড়ের ভোক্তাভিমানে আত্মাকে নিত্য চিদানন্দ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কিন্তু যখন আত্মা জাগ্রত হয়, তখন পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের নিত্য সেবাই তাহার স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারে।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—বিচারাবলম্বনে কায়মনোবাক্যে কাহারও অসুবিধা করা উচিত নহে। একমাত্র ভগবৎ-কথা লইয়া থাকিলেই নিজের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুবিধা হয়, নতুবা যেখানে স্বার্থগতি একমাত্র ভগবৎপাদপদ্মাভিমুখিনী হইবার পরিবর্ত্তে বিভিন্নমুখিনী হইয়া ছুটিতে থাকে, সেখানে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আত্মবিচারে ভ্রান্তি আসিলেই অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন বিচারেও ভ্রান্তি আসে। কৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত প্রয়োজন অন্যরূপ হইলেই কলিকোলাহলের সৃষ্টি হয়। ভগবানের চরণে শরণ-গ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা-লাভের আর অন্য উপায় নাই। গুর্ব্বানুগত্যে অধোক্ষজ পূর্ণপুরুষের অধীনতাই 'স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, তাহাই পূর্ণ স্বাধীনতা।

সত্য বস্তুটী পরমেশ্বর। এই বিশ্ব তাঁ'র গৌণী শক্তির কার্য্যবিশেষ। তাঁ'কে বিশ্বের মধ্যে পুরে দেওয়ার চেষ্টা বিক্ষিপ্তচিত্তের বাতুলতা-মাত্র। সেই সত্য বস্তুটী—স্বরাট্। তিনি কা'রও সাহায্য অপেক্ষা করেন না। সেই সত্য বস্তুটী অভিজ্ঞ—"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।"

মহাপ্রভু শুধু বাঙ্গালীর ঠাকুর নন। তিনি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ঠাকুর—চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সীমা বিরজার,—তা'রও পরপারে গোলোক-বৈকুণ্ঠের একমাত্র অধীশ্বর।

কৃষ্ণ-সেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইলে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিষয়ে জীবের ঐকান্তিক নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, তখন জীব আর নিজ দেহ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য দেহের অভাব-অসুবিধার ওজর-আপত্তি দেখাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য যত্নবান্ হন না। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকিয়াই অগ্নিজ্বালা হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা যেমন নিরর্থকই হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বিতীয় বস্তু যে মায়া, সেই মায়াতেই অভিনিবিষ্ট থাকা অবস্থায় তজ্জন্য ভয়, শোক ও মোহমুক্ত হইবার চেষ্টা নিতান্ত বালসুলভ চাঞ্চল্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়াকে জয় করিবার উপায় একমাত্র ভগবৎপ্রপত্তি-স্বীকার ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই। শ্রীভগবৎপাদপদ্মেই আমাদিগকে প্রপন্ন হইতে হইবে—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-প্রভাবেই মায়িক জগতের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা আমাদের সেই ভগবৎপ্রপত্তির অনুকূল হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণকে পাওয়া চাই, আবার মায়াকেও সন্তুষ্ট রাখা চাই—এরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্য্য-প্রীতিলাভ কখনই সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণ-সেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না বলিয়াই বহুকাল ধরিয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়াও কিছুমাত্র লাভবান্ হইতে পারি না, বরং জড়বিষয়াসক্তিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, নতুবা কৃষ্ণকেই যদি আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু বলিয়া জানিব, তাহা হইলে তাঁহার সেবা ব্যতীত আর অন্য কর্ত্তব্য কেনই বা আমাদের মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারিবে? কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের যাহাতে প্রীতি, তাহাতেই কেন না আমাদের প্রীতি বর্ত্তমান থাকিবে? গোড়ায় গলদ রাখিয়া যতই কিছু করি না কেন, সে সবই যেন গুরুকৃষ্ণের প্রতি উপহাস-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

চরম মঙ্গল লাভ কর্ত্তে হ'লে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় কর্‌তে হ'বে—যে গুরুদেব আমার প্রেয়ের কথা না ব'লে যা'তে ক'রে আমার নিত্য শ্রেয়ঃ লাভ হয়, সর্ব্বক্ষণ তা'রই কথা বলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::*::——

সাধু স্বতন্ত্র, তিনি কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সঙ্গ ছাড়া আর কাহারও সঙ্গ করেন না। মায়ার সহিত তাঁহার কোন সংস্পর্শ বা সঙ্গ নাই। সাধু আমার মত পতিত নহেন, তিনি পতিতপাবন—মাদৃশ পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা। সাধু এ জগতের লোক নন, তিনি কৃষ্ণের জন। সাধু দুর্ব্বল নহেন, তিনি বলদেবের বলে বলীয়ান্, আমাকে উদ্ধার করিবার যথেষ্ট বল তাঁহার হৃদয়ে আছে। দুর্ব্বল আমি যদি তাঁহার নিকট না যাই, তাঁহার শ্রীচরণ প্রাপ্ত না হই, তাঁহাকে আমার নিত্যবান্ধব বলিয়া বরণ না করি, নিজ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে দুর্ব্বল আমি সবল কি করিয়া হইব, স্বসুখবাঞ্ছারূপ দুর্ব্বলতা আমার হৃদয় হইতে কি করিয়া অপসারিত হইবে? বর্ত্তমানে আমরা আমাদের মনকে উপদেষ্টা করিয়াছি বলিয়াই আমাদের অমঙ্গল কাটিতেছে না। এই মন খুব শক্তিশালী। দুর্ব্বল জীব সাধুগুরুর সাহায্য ব্যতীত ইহাকে বশে আনিতে পারে না। আমরা যতদিন সাধুগুরুর চরণ প্রাপ্ত না হইব বা তাঁহাদের বশীভূত না হইব, তাঁহাদের কথা ঠিক ঠিক না শুনিব, ততদিন বিশ্বাসঘাতক হরিগুরুবিদ্বেষী মন আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবেই। আমাকে অশরণাগত দেখিলে মায়া বা মায়ার অনুচর মন আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। ভগবচ্চরণে শরণাগত ব্যক্তি মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি পায়, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। কিন্তু কৃষ্ণকার্ষ্ণের চরণে যদি শরণ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন? পুত্র পিতার আশ্রয় লইবে, ইহা কি খুব আশ্চর্য্য ও কঠিন কথা? অধীন জীব হয় ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্যের আশ্রয় লইবে, না হয় ভোগ্যাভিমানে ভোক্তা বা সেব্যের আশ্রিত জানিয়া প্রভু-সেবায় কৃতকৃতার্থ হইবে। কৃষ্ণসেবা দিবার একমাত্র মালিক সাধুর উপরে বিশ্বাস না থাকিলে কিছুই হইবে না। সাধুর আনুগত্যই সকল মঙ্গলের মূল। কিন্তু সকল মঙ্গলালয় এই সাধুকে যদি অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করি, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর না করি, তাহা হইলে যে আমাদের মঙ্গল কোন কালেই হইবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, বদ্ধ আমরা সাধুর অনুগত কি করিয়া হইব? তদুত্তর এই যে, কোন ভাগ্যবান্ জীবের যদি সাধুগুরুতে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা নয়। সাধুগুরুতে শ্রদ্ধাই সকল মঙ্গলের মূল। কিন্তু শ্রদ্ধাই যেখানে নাই, সেখানে আবার মঙ্গল কোথায়? যদি কেহ অজ্ঞাতভাবেও কোন দিন কৃষ্ণভক্তের বা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহার আনুগত্য-ধর্ম্মের অঙ্কুর হয়। আর যদি অপরাধ থাকে, তবে হয় না। আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে কোন কার্য্য করি, তাহার ফলটা ভগবান্ পাইলেই মঙ্গলের পথ ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইবে। আমাদের দিক্ হ'তে শরণাগতি এবং প্রভুর দিক্ হইতে কৃপা—এই দুইএর যোগাযোগ না হইলে মঙ্গল হয় না। কৃপার কোন অভাব নাই। শরণাগতির অভাবেই কৃপা উপলব্ধি হইতেছে না। যে স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া মঙ্গলময়গণের আশ্রয় লয়, তাহারই মঙ্গল হয়। তাই শাস্ত্র প্রথমেই সাধু-পাদাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন।

যিনি ষোল আনা দেয়, তিনিই ষোল আনা পাইবার আশা পান। যে দশ টাকার একটী নোট দিয়াছে, তাহার কি দশটী টাকা পাওয়া-সম্বন্ধে সংশয় আছে? আগেই হউক আর পরেই হউক, টাকা সে পাইবেই, এরূপ আশা ভরসা তাহার আছেই। গুরুকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তির 'কৃষ্ণকৃপা নিশ্চয়ই পাইব' বলিয়া একটা দৃঢ়াশা হৃদয়ে নিরন্তর থাকায় নিরানন্দ তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তাই এই জন্মেই কৃষ্ণকে পাইতে হইবে বলিয়া তাহার একটা জেদ হয়। কৃষ্ণ সেবা-লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা যাঁহার আছে, কোন বাধাই তাঁহাকে সে বিষয়ে নিরস্ত করিতে পারে না। পরন্তু তিনি তীব্রগতিতে সকল বাধা ঠেলিয়া প্রবল উৎসাহের সহিত গন্তব্য-পথে অগ্রসর হন।

শরণাগত ভক্তের অন্যমনস্কতা নাই। অন্যমনস্কতাই মায়া বা ইতরাভিনিবেশ। শরণাগত চব্বিশ ঘণ্টাই সজাগ থাকেন। দেহসুখের জন্য তাঁহার ব্যস্ততা নাই। নিজের জন্য ব্যস্ত হইলে আর গুরুবৈষ্ণবের সেবা করা যায় না। যেখানে প্রজল্প বা অসৎপ্রসঙ্গ, সেইখানেই অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপ, সেখানে সেবা নাই। কৃষ্ণমনাই কৃষ্ণসেবা করিতে পারে, গুরুদেবতাত্মাই গুরুসেবার সৌভাগ্য পায়, অপরে নহে।

ভগবৎকৃপায় ভগবদ্‌ভজনের সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে। এখন যদি অন্যমনস্ক থাকি, তাহা হইলে আমরা নিজেই ঠকিলাম। এজন্য আমি নিজেই দায়ী, অপরে নহে। সেইজন্যই বলিতেছি, আগে নিজেকে জানিতে হইবে। আমি সাধুগুরুর পদধূলি, ইহাই আমার পরিচয়। নিজের পরিচয় জানাই সাধুগুরুর প্রথম কৃপা। সাধুগুরু-কৃপায় যে নিজেকে জানিয়াছে, সাধুগুরুতে তাহার বিশ্বাস নিশ্চয়ই হইয়াছে। সুতরাং সেই শ্রদ্ধাবান্ 'গুরুর আমি' কৃষ্ণ কৃপা পাইবেই—কৃষ্ণভজন করিবেই।

পরীক্ষা

——::(০)::——

হরিভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে নানাপ্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। কখনও শারীরিক রোগ-শোক, কখনও মানসিক চাঞ্চল্য, কখনও কনককামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রলোভন ইত্যাদি নানাপ্রকার পরীক্ষা আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষার্থিরূপে বরণ করে।

এই পরীক্ষাগুলিকে আমরা অনেক সময় ভগবানেরই পরীক্ষা বলিয়া মনে করি। কিন্তু পরম করুণাময় ভগবান্ কখনও আমাদিগকে তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য পরীক্ষা করেন না, তবে তিনি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের ক্ষুদ্রতা বা দুর্ব্বলতাগুলি দেখাইয়া সংশোধনের সুযোগ দেন মাত্র।

একবার দৃঢ় করিয়া 'আমি তোমার হইলাম' বলিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে তিনি আদরের সহিত আমাদিগকে তুলিয়া নেন, তবে সাধনাবস্থায় যে সকল পরীক্ষা আসে, সেগুলি ভাবিমঙ্গললাভের প্রাগবস্থা-মাত্র। আমি সত্য সত্য ভগবান্‌কে চাই কি না, অকপটে তাঁহাকে কাতরভাবে ডাকিতেছি, না কপটতা করিয়া ডাকিতেছি, ইহা দেখিবার জন্য ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী আমাদিগকে পরীক্ষা করেন।

আমরা অনেক সময় পরীক্ষার নাম শুনিলে চমকিয়া উঠি, ভীত হই। কিন্তু আমরা এ কথা চিন্তা করি না যে, পরীক্ষা আসে আমাদিগকে উন্নত অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা ত' ছাত্রগণকে ফেল করাইবার জন্য নহে। তাহা তাঁহাদের নির্দ্দয়তার পরিচয়ও নহে। ছাত্রগণকে উচ্চশ্রেণীতে লইবার জন্যই ত' পরীক্ষার ব্যবস্থা। তাহাতে ভয়ের কি কারণ আছে?

স্বর্ণকার খাদমিশ্রিত স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করে। তাহাতে স্বর্ণ কি ভস্ম হইয়া যায়, না অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে? সেইরূপ আমাদের হৃদয়মল দূর করিয়া আমাদিগকে নির্ম্মল সেবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য পরীক্ষা আসে। ভজনে বাধা আসিতেছে দেখিয়া ভক্ত কখনও হতাশ হন না। বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তগণ ভগবানের কৃপা তাঁহার উপর অজস্রভাবে বর্ষিত হইতেছে জানিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হরিভজনে প্রবৃত্ত হন।

শিশুর কোন দোষ হইলে জননী ক্রোধভরে তাহাকে ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলে সেই শিশু জননী ব্যতীত তাহার আর জীবন-ধারণের অন্য উপায় নাই জানিয়া কখনও জননীকে ত্যাগ করে না। সেইরূপ ভগবানের চরণে অপরাধবশতঃ আমরা যেস্থানেই পতিত হই না কেন, আমাদের পরমবান্ধব গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে যতই তিরস্কার করুন না কেন, মায়াদেবী যতই প্রলোভন আমাদের সম্মুখে প্রেরণ করুন না কেন, আমরা গুরুবৈষ্ণবগণকে আমাদের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিব, হরিগুরুবৈষ্ণব ব্যতীত আমাদের আর বাঁচিবার বা নিত্যমঙ্গল লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। আমরা নিত্যসেব্য গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম কখনও ত্যাগ করিব না—এইরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে অসুবিধায় পড়িয়া যাইতে হয়। দৃঢ়তার সহিত অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার পাদপদ্মে নিষ্ঠা থাকিলেই আমাদের সকল অসুবিধা তাঁহার কৃপালোকে অপসারিত হইবে, আমরা নিরাপদে ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিব।

দর্শক ও দর্শন

(প্রাপ্ত)

এই জগতের যে কোন বস্তু দেখিতে হইলেই আমরা প্রথমে চর্ম্মচক্ষুর সাহায্যে দেখিয়া থাকি। এই চক্ষুর সাহায্যেই আমরা বিশ্বদর্শন ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তু দর্শন করি। বস্তুর ধর্ম্ম এবং দর্শকের যোগ্যতা অনুযায়ী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুর রূপ-গুণ লীলাদিও দর্শকের ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। জড় জগতের বস্তুমাত্রেই জড়, সুতরাং আমাদের চর্ম্মচক্ষু যাহা দর্শন করে এবং জড়েন্দ্রিয় যাহা অনুভব করে বা উপলব্ধি করে, সেই দর্শনীয় ও অনুভবনীয় বস্তুও জড় বা প্রাকৃত বস্তু। সুতরাং এই জড় এবং রূপ-গুণ লীলাদিও প্রাকৃত।

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ চরিত্র। ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে,—জানিহ নিশ্চিত॥

যে চক্ষু দ্বারা আমরা প্রাকৃত বস্তু দর্শন করি এবং তত্তৎ গুণকর্ম্মাদি আমাদের গোচরীভূত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা সেই চক্ষুর দ্বারা আমরা শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্রূপকে দর্শন করিতে পারি বা তত্তৎ গুণ-কর্ম্মাদি বুঝিতে পারি বলিয়া ভ্রান্ত হই।

এই জগতের দর্শনীয় বস্তু, দর্শক ও দর্শন, আর পর জগতের বা বৈকুণ্ঠ জগতের দর্শনীয় বস্তু, দর্শক ও দর্শন কখনও এক-পর্য্যায়ে পরিগণিত হয় না। কারণ, বৈকুণ্ঠ বস্তু নিত্য, অকুণ্ঠ, অখণ্ড ও অপ্রাকৃত। আর জড় জগতের বস্তু অনিত্য, কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত, খণ্ড ও প্রাকৃত। প্রাকৃত অস্মিতা পূর্ণ মাত্রায় থাকাকালে আমরা মনে করি যে, আমরা ঠাকুরদর্শন, ভক্তদর্শন ও তাঁহাদের রূপ-গুণ লীলাদি দেখিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বস্তুতঃ এই জগতের বস্তু যেরূপ চর্ম্মচক্ষুর দৃশ্য বস্তু বা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, বৈকুণ্ঠ বস্তু সেরূপ দৃশ্য বস্তু বা ঐরূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা দৃশ্য বস্তু নহেন। বৈকুণ্ঠ হইতে এই কুণ্ঠ জগতে কোন ভূমা বস্তু অবতরণ করিলে বা প্রকট থাকিলেও আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয় ও চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সেই বস্তুর স্বরূপ দর্শন করিতে বা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। তাই শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম প্রপন্ন বা শরণাগত শিষ্যকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেন। সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ তাহার আলোকে আমরা এই জগৎ এবং জগতের সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, তদ্রূপ দিব্য চক্ষু পাইলে দর্শক বিভুবস্তু-প্রদত্ত আলোকে স্বরূপ, পরস্বরূপ, জগতের স্বরূপ ও সেই বিভু বা প্রভু বস্তু শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীধাম, শ্রীতুলসী ও শ্রীগঙ্গার স্বরূপ দেখিতে পান। বস্তুদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুর রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদিও দর্শকের চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। এই জগতে আমরা দৃশ্য বস্তুর দর্শনস্থলে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা যে সকল বস্তু দেখিয়া লই, আমরা মনে করি আমাদের ভজনীয় বস্তুও বোধ হয় তৎসমুদয়েরই অন্যতম। পরমারাধ্য প্রভুপাদ আমাদের এই জড়বুদ্ধিকে নিরাস করিয়া গিয়াছেন,—"বাহ্য জগতে দৃশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তর্য্যামী ভগবানের কোন কর্ম্ম বা তাঁহার আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। ভক্তগণই ভগবানে নৈষ্কর্ম্ম্য ও জড় কর্ত্তৃত্ব আরোপ করেন না। তাঁহারা বেদগোপ্য রহস্যময় ভগবানের নিত্য আবির্ভাব ও লীলারই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীব অজ্ঞানে ভগবানের আবির্ভাব ও উরুক্রমের কীর্ত্তিসমূহকে জড়ান্তর্গত নশ্বর ব্যাপার মনে করিয়া নিবর্ত্তাশ্রয় করেন। তাদৃশ অজ্ঞ জনের অধোক্ষজ বস্তুর অনুশীলন নহে, ভক্ত কবিগণেরই ইহা বর্ণনা করিবার অধিকার। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব আত্মবিৎ কবি-গণের বর্ণিত ভগবদাবির্ভাব ও লীলাদির কথা বুঝিতে অসমর্থ। তাহারা জড়াকারশূন্য, জড়ক্রিয়া-রহিত প্রকৃতি দৃশ্য বস্তু আরোপ করিয়া সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতনের নিত্য চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য-দর্শনে অধিকার পায় না।"

আমাদের প্রাকৃত অস্মিতা বা অচিদ্ অভিমানই অক্ষজ ইন্দ্রিয়ে অধোক্ষজ বস্তুকে দেখিয়া লইতে পারে, মনে করি, কিন্তু বস্তুতঃ অধোক্ষজ বস্তুই দ্রষ্টা, তিনি দেখিলেই অর্থাৎ তাঁহার কৃপা হইলেই জীব প্রাকৃত অস্মিতা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ দেখিতে পারেন। নতুবা জীব দ্রষ্টৃ-অভিমানে অধোক্ষজ বস্তুকে দেখিতে গেলেই চিজ্জগতে অচিদ্বুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্ব্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥"
(ভাঃ ১।৩।৩১)

যেরূপ অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিগণ বায়ু-আশ্রিত মেঘরাশির আশ্রয় আকাশে আরোপ করেন, অথবা যেরূপ পৃথ্বীস্থিত ধূলিগত ধূসরত্বাদি বায়ুতে আরোপ করেন, সেইরূপ ঐ প্রকার মূঢ় বিবর্ত্তবাদিগণ সর্ব্বদর্শী সচ্চিদানন্দ ভগবানে দৃশ্যধর্ম্মাত্মক অচিৎ শরীর আরোপ করেন।

যেখানে দর্শনীয় বস্তু অপ্রাকৃত, সেখানে দর্শক ও দর্শন প্রাকৃত হইলে বস্তুর স্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। তাই আমরা জড় দর্শনে বা আবার ভক্ত ও ভগবানকে দোষ দিয়া তাঁহাদের স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হই। দর্শক ও দর্শন বাদ দিলেই দর্শনীয় বস্তুর অনুসন্ধান উপস্থিত হয়। ভক্তপূজাই হউক, আর ভগবৎপূজাই হউক, আগে দর্শন, তারপর সেবা-পূজা। ভক্ত বা ভগবান্ ত' আর আমাদের কল্পনার পুতুল নহেন যে, নিজের মনের মত একটী গড়িয়া লইয়া সেবা পূজা করিব। তাঁহারা অধোক্ষজ বস্তু—যদি কাহারও প্রতি কৃপালু হইয়া দর্শন দেন তবেই তিনি দর্শন করিতে পারেন, সেবা করিতে পারেন। সেবোন্মুখ হইলে অর্থাৎ জীব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বিভু বা প্রভু বস্তুই দ্রষ্টা, আর আমি দৃশ্য—এই জ্ঞানে কৃপাপ্রার্থী হইলে তখন সেই দ্রষ্টার দেয় চক্ষুতে যে দর্শন, তাহাই প্রকৃত দর্শন, তাহাই প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে দর্শন। তখনই দর্শক সেবার ভূমিকায় সেবাদর্শনে যোগ্য। নতুবা দর্শনের নামে ভোগ, সেবার নামে সেব্যাংশ হইতে সেবা গ্রহণ, শ্রীবিগ্রহবৈষ্ণবে শিলাবুদ্ধি, মনুষ্যবুদ্ধি, জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি জীবনাশী ভীষণ অপরাধই হইয়া থাকে।

শ্রবণ মূলে না হইলে দর্শন শুদ্ধ হয় না। তাই সাধুগণ জড়চক্ষুর ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া অধোক্ষজ বস্তুবিষয়ে শ্রবণ করিতে বলেন। বৈকুণ্ঠ শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করিলে সেই ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ বস্তু আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবেন। তখনই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতকথিত 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে'-শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব—তখনই আমাদের অন্তর হইতে কাম, ক্রোধ ও পুত্রাদিরূপ আসুরিক বৃত্তি নিরস্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করিবে। শ্রীগুরু বৈষ্ণবচরণে ইহাই প্রার্থনা, যেন চর্ম্মচক্ষু দ্বারা অধোক্ষজ বস্তু দর্শন করিতে গিয়া অপরাধে হত না হই। তাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদের স্বরূপদর্শনে আমাদিগকে যোগ্যতা প্রদান করুন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

২৪ পরগণায় প্রচার

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার একান্ত আনুগত্য কয়েকজন মঠসেবক ব্রহ্মচারী সহ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামে প্রচারার্থ গত ১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ্চ মঙ্গলবার দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বহির্গত হন। প্রচারকগণ সম্প্রতি কয়েকটী গ্রামে প্রচারকার্য্য করিয়া ১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ শনিবার দিন হুকণী গ্রামে শ্রীযুত বিনোদবিহারী ঘোষ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুত বিনোদ বাবুর ও শ্রদ্ধাবান্ গ্রামবাসিগণের আগ্রহে ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রদ্ধাতত্ত্বের মহিমা, শ্রীহরিনামের মহিমা ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রীত হইয়াছেন। পাঠে বহু পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। পাঠের আদিতে ও অন্তে শ্রীগুরুবন্দনা, [illegible] ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ রবিবার দিন প্রচারকগণ চাঁদপুর নামক গ্রামে শ্রীযুত অমূল্যচরণ মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় তাঁহার আগ্রহে ঐদিবস শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সদ্গৃহস্থগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত গৃহস্থগণের যে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষভাবে প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। পাঠে গ্রামের বহু ব্যক্তি যোগদান করেন। পরদিবস দ্বিপ্রহরে সকল গৃহস্থের নিকট ইষ্টগোষ্ঠীমুখে সদ্গৃহস্থের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা করেন এবং সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বদিবসের ন্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে ব্রহ্মচারীজী শ্রীনামমহিমা, শ্রীনামগ্রহণের প্রণালী, নাম-অপরাধ ও সেবা-অপরাধ বর্জ্জন ও সমস্ত সাধনার মধ্যে এক মাত্র শ্রীনামসাধনে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ইত্যাদি বিষয় প্রায় ১॥ ঘণ্টা যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবসেও পাঠের সময় বহু ব্যক্তি যোগদান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে পূর্ব্ববৎ বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৮ই চৈত্র ১লা এপ্রিল মঙ্গলবার দিবস প্রচারকগণ কাঁকারা গ্রামে শ্রীযুত দীননাথ সরকার মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। তথায় শ্রীযুত দীননাথ সরকার মহাশয়ের যত্ন ও আগ্রহে দুই দিবস-ব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। দুই দিবসই গ্রামের বহু পুরুষ ও মহিলা পাঠে যোগদান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীযোগপীঠে হরিকথা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং রাত্রে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণরাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্নেও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় আলোচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ শ্রীধামদর্শনার্থ আগত সজ্জনগণের নিকটও শ্রীধামের মহিমা ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ উৎসাহের সহিত হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। তথায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

শ্রীধামে শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু

গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় গত ৭ই এপ্রিল সোমবার ঢাকা হইতে শ্রীধামে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হন। পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা-কীর্ত্তনের বিরাম নাই। তিনি প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে সকল সময়ই হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর কৃপায় সেই সকল অমূল্য উপদেশ পাইবার আশা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬ ১৫

সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক শ্রীতপনদাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক - শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনবগৌর ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীশচীনন্দন দাস অধিকারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রাউতারা (শ্রীবসু সংঘদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমধুসূদনানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত জনাসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীজ্যোতিষ্ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীরতিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীনবগৌর ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

গোপালজীমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদাস ভক্তিপ্রকাশ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক - শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীবাসং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীনীলরতন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীনবদ্বীপ দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীমদনমোহন পতিতোদ্ধারণ

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীঋষিকেশ দাস

সঙ্কেত বিহারীমঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

সেবক - শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া

পোঃ তোড়োল, জেলা গুর্জরাট (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক - শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৫৬নং ক্যানিং রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ভয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক - শ্রীমণি-বিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক- শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীসুধানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীমধুমঙ্গল দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁখসলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক - শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর ...

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

ভা . . . তভজনানন্দমঠ

চিঙ্গলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীদীনদয়াময় দাসাধিকারী

অমাব গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাব, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরচৈতন্য দাসাধিকারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যান্সডাউন রোড, হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন, ডব্লু ১১

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৮।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রীগৌরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক - শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীরত্ননিধি-গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅদ্বৈতগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

(লক্ষ্ণৌ, ইউ, পি)

সেবক - শ্রীউপেন্দ্রনন্দন ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

সেবক—শ্রীশশিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসুসংহতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনমীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩খণ্ড অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থ খানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোক কারে অতি সংক্ষেপে গ্রন্থিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা অন্বয়ঃ বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবরণ আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ব্যাখ্যা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। যামুন আলবার ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার বেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফলটীকা প্রথমো খণ্ডঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় (সমগ্র) ৵১০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ।৴১
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ।০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৴৹	।৴৹	।৹
" " ইঞ্চ	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গৌভগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে গণগচ্ছ পদাস্রোতে ভাসমান মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহ্বায়ন ও তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা নিরসনমূলে যৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ অবসরে, ভক্তিবাসক সংশয়চ্ছেদ সকল প্রকার হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মধ্যে বড় বড় অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তররূপে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের নিখুঁত সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয়নির্দ্দেশ, লীলাবিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৷৹ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী কথোপকথনাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা [illegible]। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্‌.এ, বি-এল্‌, পুরানাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থ। ইহা একত্রে সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহা এক অভিনব পরিক্রম স্বরূপ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে দিনপঞ্জী ব্যতীত ব্রত-উপবাসের তালিকা, গুরুবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস প্রভৃতি পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৪। ভিক্ষা মাত্র ৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্‌

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত সাপ্তাহিক। মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্‌ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গীত বিশ্বব্যাপী অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমহংসকুল ও বর্ত্তমান বিশ্বের পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণসমীপে দেশদেশান্তর হইতে সমাগত প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তময় সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধমত খণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের আচার্য্যবরের নিত্যসিদ্ধ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

১।১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণদায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণস্বরূপ একমাত্র ঔষধি বলিয়াই ইহার কাটতি ও আদর অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নব-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা,
বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO. C, 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৫ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ৩রা বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৬ই এপ্রিল, ইং ১৯৪১, বুধবার { ২২৫তম সংখ্যা

সত্তার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও [illegible] এই গ্রন্থে [illegible] অনুবাদ সহ [illegible] হইয়াছে। [illegible] সুন্দর। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ মধুসূদন, ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

কর্ম্মার্পণ শুদ্ধভক্তি নহে

——::(•)::——

যেখানে দাসাভিমান ব্যতীত অন্য অভিমান আছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি থাকিতে পারে না। আত্মনিবেদনের পূর্ব্বে শুদ্ধভক্তি যাজিত হইবে কি করিয়া? বর্ণাশ্রমগত স্বকল কর্ম্মকে বিষ্ণুতে অর্পণ করিলে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যাজিত হয়। ভোগী জীব প্রথমপথে ভগবচ্চরণে শরণাগত হইতে পারে না। তাই পরমকরুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভোগলিপ্সু কর্ম্মীকে ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিবার জন্য শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

অর্থাৎ "হে কৌন্তেয়, যাহাই কর, যাহাই ভোজন কর, যাহাই যজ্ঞ কর, যাহাই দান কর, যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর। অর্থাৎ তুমি স্বরূপতঃ জীব, প্রকৃতি হইয়া পুরুষাভিমানে বস্তু উহা দেহ-মনের দ্বারা ভোগ করিও না অথবা উহার ভোক্তা আর কেহ নাই, ইহা মনে করিয়া ত্যাগও করিও না। আমি পুরুষোত্তমরূপে সকল বস্তুরই নিত্যভোক্তা, আমাতেই সকল কর্ম্ম অর্পণ কর।" এইরূপ কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তিই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, উহা শুদ্ধা ভক্তি নহে। কারণ, উহাতে 'আমি কর্ম্মফলার্পণকারী'—এইরূপ অভিমান আছে। উহাতে সর্ব্বস্ব-সমর্পণরূপা শরণাগতি নাই।

শুদ্ধভক্তিতে নিজসুখস্পৃহার লেশমাত্রও নাই। সেই কেবলা ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র উপায়। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ,—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠানে অসমর্থ অবস্থাতেই কর্ম্মার্পণের ব্যবস্থা। অকপটভাবে কর্ম্মার্পণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গপ্রভাবে অনন্যা কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, ততই প্রেমের অভ্যুদয় হইতে থাকে। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই; কেন না, শুদ্ধভক্তি সৎসঙ্গজনিত শরণাগতিলক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে। শ্রীভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"'সর্ব্ব'-শব্দেন নিত্যপর্য্যন্তা ধর্ম্মাঃ। 'পরি'-শব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সমর্থিতঃ।" অর্থাৎ 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের 'সর্ব্ব'-শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কর্ম্মত' দূরের কথা, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগের বিষয় উক্ত হইয়াছে। 'পরি'-শব্দের দ্বারা ধর্ম্মসকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ বলিয়াছেন। ধর্ম্মত্যাগ দুইপ্রকারে সাধিত হয়—স্বরূপতঃ ত্যাগ এবং ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান-পর্য্যন্ত ত্যাগের নাম 'স্বরূপতঃ ত্যাগ', আর ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম 'ফলতঃ ত্যাগ'।

ভক্তি দেহ ও মনের ক্রিয়াবিশেষ নহে। ভক্তি আত্মার নিত্যা, অপ্রতিহতা, স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তির ফল কৃষ্ণপ্রেম বা অন্বয়জ্ঞান। অন্বয়জ্ঞান ও নির্বিশেষবাদিগণের নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে। ভক্তিই পরম পুরুষার্থ, আর অভক্তি ভগবদ্বিমুখতার দণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কর্ম্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ ত' দূরের কথা, ভক্তিরাজ্যের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত জীবের হয় না। ভক্তি ব্যতীত কখনও মুক্তি হয় না; ভক্তিপথেই মুক্তি হয়। মুক্ত হইয়াই জীব কৃষ্ণভজন করে।

কর্ম্ম ও ভক্তি এক নহে। কর্ম্ম ও ভক্তিতে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। একটি কাম বা জীবের ভোগোন্মুখ চেষ্টার পরিচয়, আর একটি প্রেম বা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা—সেবার পরিচয়। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীনাম প্রচার এবং কর্ম্মকাণ্ড এক নহে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ বা শুদ্ধবৈষ্ণবভগবানের সেবা যদি ধর্ম্মার্থকামের জন্য হয়, তাহা হইলে উহা কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত। শুদ্ধভক্তের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া তাহা ভক্তি, আর অন্যাভিলাষীর ভাগবতপাঠে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ হয় বলিয়া তাহা গর্হিত কর্ম্মকাণ্ড। শুদ্ধভক্তের শ্রীবিগ্রহসেবা ও অভক্ত দেবলের শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাভিনয়ের মধ্যে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উহারা এক নহে। একটি ভক্তি, অপরটি কর্ম্মকাণ্ড। যাঁহারা সাধুসঙ্গ শরণাগতিপূর্ব্বক ভক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য ও তত্ত্বার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহ্য অর্থ লইয়া টানাটানি করেন, তাঁহাদের [illegible] আরাধনা সহিত বহির্দৃষ্টিতে এক মনে হইলেও এক নহে। [illegible] 'শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক [illegible] [illegible] হইবে।' [illegible] ভগবান [illegible] এইরূপ শরণাগতির সহিত সেবা যেখানে, সেইখানেই শুদ্ধা ভক্তি [illegible] কৃষ্ণকে প্রাপ্ত [illegible] পারিবে না। [illegible] জন্য অনুষ্ঠান—কর্ম্ম নহে, যেখানে কর্ম্মাভিমান, সেখানে নহে কর্ম্ম, আর যেখানে দাসাভিমান সেখানেই ভক্তি। শ্রী [illegible] বলিয়াছেন,—"কামনা [illegible] নিযুক্ত হওয়াই অভিপ্রায়। 'যৎ করোষি' ইত্যাদি [illegible] শ্লোক [illegible] ভক্তি। ইহা 'কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণের' সহিত এক নহে। [illegible] ফলভোক্তা—জীব আর নাই। [illegible] সেবায় নিযুক্ত করাই [illegible] ভক্তি।"

দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—[illegible] শ্রবণ, কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়, [illegible] থাকিলে কিছুই হয় না। [illegible] নাম জীবের গুরুকৃষ্ণকৃপায় [illegible] করেন। [illegible] হইবে না। [illegible] এক জিনিস নহে। [illegible] নীক। সুতরাং যাহার [illegible] নাই, তাহার [illegible] বুঝিতে হইবে। [illegible] পরিহার [illegible] অনুকূল [illegible] অনুবিধাই হয়। কীর্ত্তনের মধ্যেই সব আছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

প্রথমে সাধুর নিকট শিষ্য হইয়া শ্রবণ, তারপর কীর্ত্তন। কীর্ত্তনকারী সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে শ্রবণকারীর হৃদয়ে আত্মনিবেদন করিবার স্পৃহা পূর্ণভাবে উদিত হইবার সুযোগ হয়। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই আত্মনিবেদন ও শ্রবণকে প্রকট করায়। অভিধেয় ভক্তিই সম্বন্ধ ও প্রয়োজনকে দেয়। 'আমি গুরুর ভৃত্য' ইহাই শিষ্যত্বের উপলব্ধি। নিজেকে গুরুর শিষ্যরূপে উপলব্ধিই সম্বন্ধ।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

বৈষ্ণবসেবক নিত্য নামপরায়ণ থাকিয়া জগতে যাহাতে শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনে উন্মুখ থাকেন, তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন। তাহা না করিলে কৃষ্ণভক্তির দর্পণে বালি পড়িয়া নানা প্রকার অমঙ্গল আক্রমণ করিবে। প্রত্যেকেরই অধিকার যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য আমাদের পরস্পরের মিলিয়া মিশিয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। যিনি তাহা করেন না, তিনি কৃষ্ণকেই ফাঁকি দিতে চান। যেখানে পরস্পরের ভজনোন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা দেখা যায় না, সেখানে কৃষ্ণের সুখ নাই।

প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে 'ভাল আমি'র বিচার গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ সর্ব্বদা সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে হইবে; নচেৎ 'বড় আমি'র বিচারের মধ্যে পড়িয়া একেবারে আত্মবিনাশ বরণ করিতে হইবে। মঠ কখনও গণ্ডী বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নহে। কৃষ্ণকার্ষ্ণের নিত্যচেতনময় সেবা-সুখের অহৈতুক অকৃত্রিম আনন্দধারাই শোক, মোহ, ভয় নিবারণের একমাত্র উপায়।

যাহারা যত অন্যাভিলাষ কমাইতে থাকিবে, তাহার চিত্তবৃত্তি ততই নির্ম্মল হইবে, আর তাহার ততটা ভক্তিসিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি হইবে। পরের ঘর চুরি করা বা কাহাকেও উৎপাত করা কখনও হরিভজন হয় না। '[illegible] বৈষ্ণবা মতাঃ'—খবরের কাগজে নিজের নিরপেক্ষ বা সাফাই থাকিলে, জনসাধারণের নিকট নাম থাকিলে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাহাকেও 'বৈষ্ণব' বলিয়া বিচার করেন না। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের প্রভু হইতে চাহে, সে পাষণ্ড কোনদিনই বৈষ্ণব হইতে পারে না। শ্রীমঠ ও শ্রীমন্দিরকে কোনরূপে আয়ের কারণে, কৃষ্ণভক্তের সম্বন্ধে কোনরূপ গ্রহণ করিলে ভক্তি বা বৈষ্ণবতা রক্ষিত হইতে পারে না, মহাপুরুষগণ ঐ সকল ভুক্তসঙ্গকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি দিয়া দূরে রাখেন।

ভক্তিভজন করিতে আরম্ভ করিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা রাশি রাশি উপস্থিত হইবে। এগুলি পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়। এ গুলি সব যবনিকা। ইহারা গুরুকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত করে। জড়ের আবরণগুলি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার আকারে আসিলে তখনই উহাদিগকে সেবায় লাগাইয়া দিতে হয়। ঐগুলি হইতে বাঁচিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

জীব গুরুপাদপদ্মে কোন্ সময়ে আসিতে পারেন? এ জগতের সমস্ত বস্তু যখন জীবের অভাব মোচন করিতে পারে না—এইরূপ উপলব্ধি হয়, যখন সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধারের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়, যখন ব্যাকুলতা, আর্ত্তি, দৈন্য, কার্পণ্যে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, যখন জগতের আর কোথাও কোন ভরসা বা নির্ভরতার আশা থাকে না, তখনই জীব গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে।

অন্বয় কৃষ্ণানুশীলনশিক্ষাপ্রদাতা অনুকূল শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, তিনিই একমাত্র বাস্তব সত্য প্রদর্শনের Transparent medium. তিনি নিজের মত কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেন না। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তিনি প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূত ক'রেছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমিক। সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব, তাঁ'কেই সকল সম্মান, মর্য্যাদা দিতে হ'বে—যা' কিছু উপাদেয়, সব তাঁ'রই প্রাপ্য। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবাণী শ্রবণপুটে পান করতে হ'বে, প্রথমে কাণ দিয়েই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য পরিচালিত হ'বে। কাণই সকল ইন্দ্রিয়কে regulate ক'রবে—এইরূপে উদগান শ্রুতি-পরম্পরায় চ'লে আ'সছে। বেদ যে সত্য অখণ্ডভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ব'লে আসছেন, তাহাই আম্নায়ধারা, তা' কাণ দিয়ে শুনতে হ'বে। যিনি গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হ'য়ে তাঁ'র সর্ব্বস্ব সম্পূর্ণভাবে গুরুকে অর্পণ দিয়াছেন, তাঁ'রই কাছে শ্রীগুরুদেব তাঁ'র সর্ব্বগুহ্যতম পরমার্থ সম্পত্তি দিয়ে যান। শ্রীগুরুদেবের সেবকবাৎসল্য এইরূপ।

সেবকবৎসল শ্রীগুরুদেবের এই কৃপা যে কত বড় জিনিষ, সমগ্র জগতের কত বড় মঙ্গলের কথা যে ইহা, কত বড় অমূল্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে দেন শ্রীগুরুদেব—যেটী কেবল একমাত্র গুরুদেবেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, যা' গুরু তাঁ'র একান্ত অনুগত শিষ্যকেই দিয়া যান, তা' বুঝতে পারলে মনুষ্যজাতি কত লাভবান্—কত ভাগ্যবান্ হ'তে পারে!

আত্মদর্শন হ'লে সব সংশয় চ'লে যাবে, কর্ম্মফল থাকবে না। সিদ্ধির পূর্ব্বে ও গুরুর আনুগত্যে থেকে গুরুগৌরাঙ্গের সুখের জন্য শ্রবণ করতে হ'বে এবং সিদ্ধির পরেও একমাত্র অনুশীলন—এই শ্রবণ।

প্রতিষ্ঠা

কোন একটী বিশেষ অভিমানে অবস্থিত হওয়ার নামই প্রতিষ্ঠা। জগতের লোকসকল কেহ উচ্চকুলোদ্ভূত, কেহ উচ্চশিক্ষিত, কেহ বা নিজেকে পণ্ডিত, আবার কেহ বা নিজেকে সুশ্রী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠা—জড়প্রতিষ্ঠা। জড়প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিগণের লক্ষণ এই যে, তাহারা পরস্পরের প্রতি মৎসর। একজনের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিয়া অন্য ব্যক্তি নিজে সেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যায়। জগতে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐক্য খুব বিরল। এই জড় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত মহাজনগণ আর এক প্রতিষ্ঠার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—তাহা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

জীব কোন না কোন অভিমান না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রতিষ্ঠা না থাকিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেবপাদপদ্মেই সকল জীবের অধিষ্ঠান। শ্রীগুরুদেব শ্রীবলদেবাভিন্ন বিগ্রহ হইয়াও জীবগণকে শ্রীবলদেবদাস্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বলদেবদাস্যের লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ নিজজনগণ শ্রীগুরু-গৌরপ্রেষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দাস-অভিমানই হৃদয়ে পোষণ করেন। সেই শুদ্ধ-প্রেষ্ঠের দাস অর্থাৎ "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" এই অভিমানই জীবের প্রকৃত শুদ্ধ অভিমান। 'আমি গুরুর' ইহাই জীবের শুদ্ধ অহং, ইহাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠালাভ করিতেই হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় বা অবস্থানলাভই প্রকৃত প্রতিষ্ঠালাভ। আর জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হওয়াই অপ্রতিষ্ঠ হওয়া—নিরাশ্রয় হওয়া। নিরাশ্রয় অর্থাৎ যে কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পাদপদ্মছত্রতলে আশ্রয়লাভ করিল না, সে জগৎরূপ তপ্ত মরুভূমিতে ত্রিতাপের প্রখর তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেই। জাগতিক কোন প্রতিষ্ঠা তাহাকে ত্রিতাপের জ্বালা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

নিতাইপদ-কমল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

দৃঢ়ভাবে শ্রীগুরুনিত্যানন্দ-পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিই একমাত্র গুরুসেবা ও বৈষ্ণব-সেবা করিতে সমর্থ। গুরুর না হইলে যত সাধনভজনের আড়ম্বর হউক না কেন, সবই বৃথা পরিশ্রম। 'আমি গুরুদাস, আমি, বৈষ্ণব-দাস' এই প্রতিষ্ঠার ভজন না করিলে জড়-প্রতিষ্ঠার ভজন অবশ্যম্ভাবী। জীবের অস্মিতা বা অহং কখনই লোপ হয় না। সত্তা যখন আছে তখন তাহার অহংকার বা অস্মিতা আছেই। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "অহং একটা থাকবেই। 'গুরুর আমি' এটা শুদ্ধ অহং। এতে বন্ধন হয় না, বন্ধন মোচন হয়।" চেতনের এই শুদ্ধ অহং বা নির্ম্মল অস্মিতা যেখানে নাই সেখানে 'গুরুর আমি' অভিমান না আসিয়া 'গুরু আমি' অন্য কথায় 'প্রভু আমি' অভিমান আসিয়া জীবের পতন ঘটাইবেই।

প্রকৃত 'গুরুর আমি'ই তৃণাদপি সুনীচ। "আমি ব্রহ্মজাতীয় বস্তু, আমি অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস" এই অভিমানই তৃণাদপি সুনীচের স্বরূপ-লক্ষণ এবং সেই দাসাভিমান অন্তরে প্রবল থাকায় বাহিরে যে তীব্র দৈন্য ও মানশূন্যতা লক্ষিত হয়, তাহা তটস্থলক্ষণ। যিনি আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভীক এবং তিনিই নিষ্কপটভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতে পারেন। জাগতিক কোন অভিমান না থাকায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে হরিকীর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। আধ্যক্ষিকবিচারসম্পন্ন জনগণ তাঁহার এই তৃণাদপি সুনীচতাকে দাম্ভিকতা আখ্যা দিয়া তচ্চরণে অপরাধ করিয়া থাকে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নিজের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লজ্জিত হন—সঙ্কোচবোধ করেন, কিন্তু তিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে কখনই ভীত বা লজ্জিত হন না। তিনি জগতের নিকট হইতে কোন প্রকার মায়িক প্রতিষ্ঠা লাভের আশা রাখেন না। সুতরাং তিনি নির্ভীকভাবে নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য কথা কীর্ত্তন করেন। যিনি এ জগৎ হইতে কোন বস্তুর আশা করেন, কোন প্রকার জড় প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের দূরতম প্রদেশেও লুকায়িত রাখেন, তিনি নিরপেক্ষ সত্য কথা কখনই কীর্ত্তন করিতে পারেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি গুরুনিন্দা, শ্রবণ ত' দূরের কথা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধার অভাবের লেশমাত্র দেখিলে সিংহবিক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। তিনি কখনও কপট তৃণাদপি সুনীচতা দেখাইয়া তৎপ্রতি উদাসীন থাকেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও তাঁহার নিষ্কপট সেবককে জড়প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন না। যিনি জড়প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছু তিনিই জড়প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বঞ্চিত হন। কিন্তু একান্ত নিষ্কপট সেবালাভেচ্ছু কখনও জড়প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া বঞ্চিত হন না। তিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অযাচিত কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

— -:*:(০):*: —

ভগবান্ সর্বদাই সকলকে কৃপা করেন, তদপেক্ষা অধিক কৃপা করেন শরণাগতকে। একমাত্র শরণাগতি ও নিষ্কপট [illegible] শরণাগত হইতে পারিলে শ্রীনারদ—শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ করা যায়। কৃষ্ণকে কৃপা করিতে বাধ্য করা যায় না। কৃপা করা তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কৃপাভিখারী শরণাগতকে তিনি কৃপা করেনই। জড় মন ও জড় কর্ণের দ্বারা কৃষ্ণকথা শুনিয়া ফেলা যায় না। যদি দৈন্য, আর্ত্তি, নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি ও মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ করি, তাহা হইলে হরিকথারূপী কৃষ্ণ আমার উপর প্রভুত্ব করিয়া আমাকে নিয়মিত করিবেন। হরিকথা-শ্রবণ হইতেই কীর্ত্তন হইবে। শ্রীগুরুর আদেশে নিকটস্থ কৃষ্ণভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিবার সময় যদি হৃদয়ে সেবা প্রবৃত্তি প্রবল না থাকে, তাহা হইলে নিজেকে বক্তা বা উপদেষ্টা বলিয়া দাম্ভিকতা আসিবে। দম্ভ, কপটতা ও প্রতিষ্ঠাশা একত্রে থাকে। ইহাদের যে কোন একটা আসিলে অপর দুইটী আসিয়া যাইবে। যেখানে বৈষ্ণব-অভিমান বা গুরু-অভিমান, সেখানে গুরুবৈষ্ণবরূপে প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, নিজেকে বৈষ্ণব মনে করা বৈষ্ণবতা নহে। ভগবদ্ভক্তগণের দাসানুদাস হওয়াই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবের নিকট দীনতার সহিত প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সমধর্ম্মীদের সহিত হরিভজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। কি ভাবে দেবের সেবা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া সেবা করার নাম অনুসরণ। যাহারা অনুসরণের অনুকরণ করে, তাহারা নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। অনুকরণের দ্বারা সুবিধা হইবে না, কেবল অনুসরণেই সুবিধা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের হস্তগত হইয়াছেন। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই সেবকগণও খুব বড় বস্তু। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও কেহই বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি-অভিমানে কোন কিছু দেখিতে হইবে না, সেবা-অভিমানে জানিতে হইবে। প্রাণ-পরিপ্লুত হৃদয়ে বাস্তব সত্য স্বতঃ প্রকাশিত হইবেন। বৈষ্ণবদিগের কার্য্যে যদি সন্দেহ হয় তবে সহসা তাঁহাদের নিন্দা না করিয়া তাঁহার তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিতে হইবে।

খুঁটিনাটি লইয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে না। হরিভজন করিলে সকল বিষয়ের সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। নিজের প্রভু অপরের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। হরিভজন করিলে বৈরাগ্য আপনা আসিবে। কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্য করিবার কোন দরকার নাই। অতি ভোগী বা অতি বৈরাগী—উভয়েই কৃষ্ণসেবক নহে। শুদ্ধ অকপট দাসই শুদ্ধ কৃষ্ণসেবক। বৈষ্ণব দাসাভিমানে বৈষ্ণবের সেবা সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সাধকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমাধিকারীর এবং মধ্যমাধিকারিগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করিবে—সেবা করিবে।"

ভক্তের কাছ থাকা ও প্রকৃত ভক্ত হওয়া এক জিনিষ নহে। প্রকৃত ভক্ত নিরন্তর দাস্যানন্দ, আর ভক্তব্রুব দাস্যের অভিনয়ে অন্য কিছুর দাবী। টান একটা থাকবেই। সতের দিকে টান হইলে অসতের প্রতি আর টান থাকিবে না। সতের প্রতি যেখানে টান বা আকর্ষণ হইতেছে না, সেখানে অসতের প্রতি টান আছে, তাহা বলা যাইবে। সদাচার পালন না করিলে হরিভক্তি লাভ হইবে না। সতের সেবনে বা হরিভজনে দৃঢ়ভাব সহিত সদসৎ বিচার প্রথমেই প্রয়োজন। সেখানে উদাসীনতা, অনাচার ও মন্দভাব প্রকাশিত হইলে মঙ্গল লাভ অসম্ভব।

রোগীকে বৈদ্যের কথা শুনিতেই হইবে। যদি রোগী বৈদ্যের কথা না শুনে, তবে তাহার রোগ সারিবে না। ভবরোগী আমরা যদি সাধুবৈদ্যের কথা না শুনিয়া নিজের ইচ্ছায় সারিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের রোগ কি করিয়া সারিবে? Research করিতে হইলে তন্ময়তা দরকার। অসৎ, অস্থিরচিত্ত কখনও কোন বিষয় research করিতে পারে না। কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে হইলেও সেইরূপ তন্ময়তা বা অভিনিবেশ দরকার, নতুবা কৃষ্ণানুসন্ধান বা কৃষ্ণাভিনিবেশ হইবে না। সমস্ত বিশ্ববাসী যাহাতে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের সুযোগ পায়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুরে Thakur Bhakti-Vinod Research Institute স্থাপন করিয়াছেন।

অসৎকুলে উদ্ভূত হইলে যে হরিভজন হইবে না, এমন কোন কথা নয়। যে কোন কুলে উদ্ভূত ব্যক্তি হরিভজন করিতে পারে। হরিভজনে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। যাঁহার শ্রদ্ধা বা সরলতা আছে, তিনি যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তিনি গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়াও যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে সে হরিভজন করিতে পারে না। আমি হরির অংশ [illegible] এবং অবসর সময়ে মুক্তির [illegible]—এইরূপ করিলে হইবে না। আমি হরির দাসানুদাস—এই অভিমান যেখানে, সেখানেই হরিভজনে অধিকার। সেখানে জাতি, ধন বা পাণ্ডিত্যের কোন কথা নাই। যাহার সঙ্গে সংস্পর্শ রাখিব, আবার তাহার সঙ্গও করিব—এরূপ হয় না।

শ্রীধামের ধূলি বালুকা ধূলি নহে, ইহা চিন্ময় ধামরজঃ। এই চিন্ময়রজের কৃপা হইলে অন্তরের মলিনতা দূর হইবে। যেখানে সেবা ব্যতীত অন্য কিছু দাও বা [illegible] প্রার্থনা, সেখানে সেবা নাই। Insincere অর্থাৎ কপট লোক যাহা কিছু করে, সব মনোধর্ম্ম। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা যাঁহার আছে, তিনি [illegible]। সে ত' হরিকে চায় না, অন্য কিছু চায়, সুতরাং হরিকে পাইবে কি করিয়া? ভিতরে বাহিরে এক হইতে পারিলে হরিভজন আরম্ভ হয়। যতক্ষণ ভিতরে বাহিরে দুরকম থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণভজন আরম্ভ হইবে না।

শিষ্যই কীর্ত্তন করিতে পারে—গুরুর কথা বলিতে পারে। যে শিষ্য হইল না—শ্রবণই করিল না, সে কি বলিবে? আমি এক, অতি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, অন্যকে উদ্ধার করিবার শক্তি আমার কোনদিনই নাই। আমি অন্যকে উদ্ধার করিবার জন্য কীর্ত্তন করি না। প্রভুর কথা শুনিলে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ হইয়া মঙ্গল লাভ করুক—এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়া থাকে। [illegible] আত্মকল্যাণ [illegible] শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাপালন। আমি যখন কীর্ত্তন করি, তখন শ্রীগুরুদেব আমার [illegible] এবং [illegible] ব্রাহ্মণগণের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া তাহা শ্রবণ করেন—আমি তাঁহাদের নিকট কতটুকু কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি, তাহা তাঁহারা দেখেন। [illegible] হরিকথা শ্রবণ করেন তাঁহারা নির্ব্বিকার বা অনর্থযুক্ত—এরূপ চিন্তা করা অন্যায়। অনেক, এ কথা যেন সর্ব্বক্ষণ আমার মনে থাকে। আমাকে ভুলাইও না, একাকী কৃষ্ণকীর্ত্তনে অসমর্থ জানি। শ্রীগুরুদেবের রসরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন আমাকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকলে প্রকৃত শরণাগত হইয়া যে সেবা করিতেছেন, সকলে একাত্মক শরণাগতি-প্রভাবে হরিভজনে অগ্রসর হইতেছেন, কেবল আমি পারিতেছি না—এই বিচার সর্ব্বক্ষণ সহচর হইয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবল থাকিলে মঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশ ব্যতীত [illegible] কীর্ত্তন করিব না। ধৃষ্টতা করিব না। যদি করি তাহা হইলে কীর্ত্তন-অপরাধ হইবে। আমি যতই অযোগ্য হই, আমার শ্রীগুরুদেবের এমন এক অলৌকিক শক্তি আছে যে, আমি প্রকৃত সেবোন্মুখ হইলে তিনি আমার জিহ্বায় হরিকীর্ত্তন উদয় করাইয়া আমার মঙ্গল বিধান করিতে পারেন। যতক্ষণ আমি নিষ্কপট থাকিব, ততক্ষণ শ্রীগুরুদেবের বাণী আমার অধিকার-অনুসারে আমার দ্বারা কীর্ত্তিত হইবেন—আমার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবেন। শ্রীগুরুদেবই একমাত্র কীর্ত্তনকারী। তিনি সর্ব্বদা সেবোন্মুখ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক সেবককে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিযুক্ত করেন, সুতরাং যে কোন সেবক হরিকীর্ত্তন করিলে তাহা আদর [illegible] করা উচিত নয়, এরূপ বিচার হইলে গুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইবে।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

— — : * : — —

বহির্জগতে আমাদের পঞ্চবিধ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধ আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে স্থাপন করি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা [illegible] সারগ্রাহী, তাঁহারা এই জাগতিক পঞ্চবিধ সম্বন্ধের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীভগবানের সহিত পঞ্চবিধ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা [illegible] রাখিয়া [illegible] করিতে না পারিয়া [illegible] প্রমত্ত হন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা নির্ভেদ জ্ঞানী, তাঁহারা [illegible] জ্ঞানে [illegible] না হইয়া [illegible] হইতে চাহেন। আমরা এই [illegible] পাইব না। [illegible] উপলব্ধি করিতে না [illegible] অবকাশ করিয়া [illegible] উপাসনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তখন আমরা [illegible] জানিতে পারি। জীবের এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু [illegible] শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন [illegible]। তিনি সংকীর্ত্তনের পিতা, কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য, [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া [illegible] সহিষ্ণু হইয়া নিজে অমানী এবং সকলকে [illegible] সম্মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। [illegible] জীবগণকে [illegible] মহাবদান্য! যাঁহারা [illegible] কঞ্চুক, নিত্যানন্দ-বারিধি হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামসংকীর্ত্তন [illegible]। এই হরিনাম শ্রীহরি হইতে অভিন্ন, তিনি নিত্যশুদ্ধ, পূর্ণমুক্ত, চিন্তামণি [illegible] রসবিগ্রহ। এই হরিনাম [illegible] সাক্ষাৎ [illegible]।

"[illegible]', '[illegible]', '[illegible]' [illegible] ভিন্ন দেশের মনঃকল্পিত উপাস্যগণের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইবে না। আভিধানিক শব্দগুলির পর্যায়ভাব প্রদান করে, তাহা [illegible], অসম্পূর্ণ। [illegible] শব্দগুলি [illegible] নির্দিষ্ট বস্তুগুলি মধ্যে [illegible] আছে। শব্দগুলি কিছু বস্তু নহে, কিন্তু পদার্থের উদ্ভাবনা [illegible] হইতে আসে।

হরিকীর্ত্তন সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজনীয় বিষয়। [illegible] নিশ্চয় করে। শ্রবণ হইতে কীর্ত্তন হয়, আবার কীর্ত্তন হইতে স্মরণ হয়। 'আমরা [illegible] মধ্যে পড়িয়া আছি' এই বিবেক [illegible] সময় আমাদের [illegible] উদয় করায়। হরিকথা শ্রবণ [illegible] কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, [illegible] আমাদের হৃদয়ে আসে। [illegible] হওয়ার [illegible] [illegible]।

[illegible] বলেন, তিনি ভোগ [illegible] পড়িবেন। তাঁহার [illegible] নিশ্চয় ভোগ হইবে [illegible]। [illegible] লোক আছে, [illegible] ভোগের কথা। [illegible] বস্তুর কিছুই [illegible] না। [illegible] কিছু নাই। [illegible] না [illegible] বা ভোগের [illegible]। [illegible] কৃপা [illegible] [illegible] মাধুর্য্য বিস্তৃত হয়। [illegible] ও [illegible] একই বস্তু। [illegible]।

[illegible] দৃঢ় [illegible]। ভগবানের চরণে [illegible] অকপট দুর্ব্বিশ্বাস [illegible], [illegible] সেবা করা [illegible]। আমরা [illegible], তাহার [illegible] অতএব ভগবানের স্কুল, নশ্বর বস্তু [illegible] সময় নাই। যখন মানুষ হই। জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট, [illegible] সেবা করিব না, গৃহবত [illegible] সেবা করিয়া ভাগী হইব [illegible] ভারবাহী হইব না। [illegible] হইল। আমরা [illegible] করিয়া মধুকরের বৃত্তি [illegible] করিব। এ জগতে ক্ষুদ্র বস্তু [illegible], পাপ পুণ্য—সকলই মনোধর্ম্ম।

[illegible] বস্তু, কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ বস্তু [illegible] প্রচুর আকর্ষণে এই ঘোর [illegible] মুক্তি পাইব। যে-কাল পর্য্যন্ত [illegible] হইয়া থাকি, সেইকাল [illegible]। রূপরসাদি বিষয়ভোগের [illegible] হইলেও শ্রীনিত্যানন্দপাদ-পদ্মের কৃপা ব্যতীত তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে হরি-ভজন হয় না। হরিভজন না হইলে মৃত্যুর [illegible] যমালয়ে যাইতে হইবে। হরিবিমুখ ব্যক্তি পুরাণের স্বর্গে এবং পাপফলে নরকাদিতে যন্ত্রণা [illegible]। ত্রিতাপে তাপিত হওয়াও যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারে আমাদের [illegible] হইবে? বাস্তব বস্তু না জানিতে পারিলে [illegible] উপায় নাই।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় [illegible] আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে ভগবানের [illegible] Associate [illegible] হইয়া [illegible], তাহা শ্রবণ করিতে হয়। Public Service এ আমরা জন্মজন্মান্তর করিয়াছি। পশুরাও তাহাদের স্বজাতির জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। [illegible] হইল কি আমরা higher position পাইব না? [illegible] সব সামগ্রী [illegible]। যাহা [illegible] থাকে, তৎসম্বন্ধে কি [illegible] করিবার? এই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা [illegible], [illegible] জীবন ও নিত্যজীবনের কথা আলোচনা করা যায়। [illegible] হরিকথা আলোচনা করা যায় এবং [illegible] হরিনাম [illegible] একমাত্র উপায়? আমাদের এখানে আর কোন কাজ নাই, কোন হরিকথা ছাড়া। [illegible] [illegible] নিশ্চিত [illegible] নাই। [illegible] প্রয়োজন [illegible] কাজ—খাওয়া পরা [illegible] আলোচনা নাই। জীবন-মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের [illegible] কোন গতি বা কৃত্য নাই। [illegible] সতত কীর্ত্তন [illegible], তাঁহার [illegible] লাভ হয়। যেমন দর্পণ [illegible] উপর [illegible]। আত্মদর্শন ব্যতীত হয়, [illegible] কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য [illegible] দ্বারা আমাদের চিত্তদর্পণ [illegible] আবরণযুক্ত থাকে, তাই আমরা নিজ-স্বরূপ দর্শন করিতে পারি না। আকর্ষক কথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার অনুগ্রহবলে আমরা [illegible] তাঁহার প্রতি [illegible] হইয়া পড়ি।

'আমি স্বতন্ত্র জীব, ভগবানের সেবা [illegible] না'—[illegible] প্রত্যেক [illegible] আছে এবং এইজন্য তাহারা এই নিত্যানন্দের রাজ্যে [illegible] পড়িয়াছে। অন্যান্য বস্তুকে আমরা [illegible] বলিয়া অঙ্গীভূত করিতে [illegible]। আমরা তাঁহার আদেশ পালন করিতে [illegible]। যদি জীবের সুকৃতির পড়্তা পড়ে, তবেই মঙ্গল হইয়া যায়। কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের স্মরণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের [illegible] ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই [illegible] সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কৃষ্ণের সহিত আমার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান-লাভে।

যৎকিঞ্চিৎ

বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত গতি নাই, বৈষ্ণবের কৃপা সকল সময়েই আবশ্যক। বৈষ্ণবকৃপা ব্যতীত [illegible] করিতেও পারে না। বৈষ্ণবের [illegible] ও [illegible] তাঁহাকে চিনিতে পারিলে তাহার প্রতি মমতাযুক্ত হওয়া যায়। নিষ্কপট শরণাগত না হইলে বৈষ্ণবের কৃপা উপলব্ধি করা যায় না। কনিষ্ঠাধিকারী জীব বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবের কৃপা [illegible] অজ্ঞাতসারে বঞ্চিত হয় [illegible] মধ্যমাধিকার লাভ করত [illegible] কৃপায় বৈষ্ণবকে চিনিয়া তাহার প্রতি [illegible]যুক্ত হন। বৈষ্ণবের [illegible] আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। তাঁহার সহিত আমাদের এই সম্বন্ধ নূতন নহে, ইহা নিত্যকালই আছে। তাহা উপলব্ধি [illegible] আমাদের প্রয়োজন।

বৈষ্ণবের সম্বন্ধে তাঁহাদের [illegible] [illegible] হইলে [illegible] অবৈষ্ণব [illegible] প্রতি [illegible] যায়। যাঁহার যে পরিমাণ ভগবদ্ভক্তি [illegible] হয়, তাঁহার সেই পরিমাণেই [illegible] কাটিয়া যায়। [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] পর্য্যন্ত কাহারও বৈষ্ণব [illegible] হইয়াছে [illegible] না। কারণ, ভগবৎ কৃপা ইহার [illegible], [illegible] বস্তুতে [illegible] বিরাগ [illegible] হবে। আমরা যদি ভগবদ্ভক্ত-[illegible] করিতে চাই বা তাঁহার [illegible] নিজেকে আবদ্ধ করিতে [illegible], তাহা হইলে [illegible] অবৈষ্ণবগণের [illegible] মনোবৃত্তি [illegible] চাহিবে না।

অসৎসঙ্গেই বর্ত্তমানে আমাদের কাচ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে আমাদের নিস্তার পাওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সৎসঙ্গ করিতে হইবে। তাহা হইলে সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গের দ্বারা আমার অসদাসক্তি দূরীভূত হইবে। এতদ্ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। একমাত্র সৎসঙ্গ বা বৈষ্ণবের সঙ্গ দ্বারাই আমাদের অসদ্বিষয় হইতে নিস্তার লাভ ঘটে।

এই কালকালে একমাত্র কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ছাড়া জীবের মঙ্গললাভের অন্য কোন পন্থা নাই। এ যুগে যজ্ঞ, ধ্যান, তপস্যা সকলই নিষ্ফল, কারণ কে কতদিন বাঁচিবে, তাহার ঠিক নাই। কলিকালে মানবের আয়ু একশত বৎসরের বেশী নহে; সুতরাং যদি ঐ সময়ের মধ্যে মঙ্গল লাভ করিতে হয়, তবে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করা আবশ্যক। কারণ আমরা শুনিতে পাই,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

সেজন্য সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-প্রসঙ্গে থাকিতে হইবে। আবার সদ্গুরুর নিকট [illegible] নিবেদন করিয়া তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণনাম করিতে হইবে, নচেৎ শুদ্ধনাম না হওয়ায় কোনই মঙ্গল হইবে না। কায়, মন ও বাক্যকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে না পারিলে—'গুরুর আমি' [illegible] প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা লাভ করিতে না পারিলে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিতে পারা যায় না। কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই আমাদের হৃদয়ের [illegible] দূর হইয়া শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হইতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারিলে মঙ্গল হইবেই।

সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে থাকিতে হইবে। তাঁহাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য থাকিয়া তদাদেশ [illegible] জীবনযাপন করিতে হইবে। নিষ্কপটে সেবা করিতে করিতে শ্রীগুরুদেবের বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র হইতে পারিলে গুরুকৃপায় জীব কৃষ্ণসংসারে বা কৃষ্ণবিলাসক্ষেত্রে ভক্তি-[illegible] লাভ করিবার অধিকার পায়। আমাদের নিত্যপ্রভু শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্ আমাদের নিকট হইতে কেবল নিষ্কপট আনুগত্য বা শরণাগতিই চান। এই আনুগত্যই ভক্তি। স্বতন্ত্রতাই অভক্তি। অনুগতই ভক্ত, আর স্বতন্ত্রই অভক্ত।

জীব তটস্থ। তাহার ইচ্ছাশক্তি আছে। সে ইচ্ছা করিলে ভগবৎসেবা করিয়া নিরন্তর সেবানন্দে মগ্ন থাকিতে পারে, আবার সে ভোগবাঞ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে অকৃষ্ণ বা মায়ার প্রপঞ্চে পড়িয়া নরক ভোগ করিতে পারে। এই দুইটী বিপরীত অবস্থা বরণ করিবার যোগ্যতাই তাহার চেতনার পরিচয়। চেতন স্বতন্ত্র। কৃষ্ণসেবা-বরণই চেতনের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, আর ভোগপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া মায়ার প্রতি অভিনিবেশই স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার। স্বতন্ত্রতার এইরূপ অসদ্ব্যবহারই জীবের বন্ধনের একমাত্র কারণ। ইহাই জীবের বিরূপের ধর্ম্ম। জীবের স্বরূপে এইরূপ জড়ধর্ম্ম নাই। ইহা আগমাপায়ী। এই আগমাপায়ী ধর্ম্ম হইতে ছুটী লাভ করিবার জন্য যে যত্ন, তাহাই সাধন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

নববর্ষোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১লা বৈশাখ সোমবার শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী...ন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭ ১৫

সেবক—শ্রী... দাস ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

শ্রীযোগমায়া-পুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী...দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

মহাবি...র পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী...দাস ...

কাজির সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী... কৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—...গৌর... ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভু...দাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ ...নগর, নদীয়া)

সেবক—শ্রী...নন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রী...দাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাকদহ... পোঃ চাকদহ নদীয়া।

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীবারাসাট গৌড়ীয় মঠ

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটকপর্ব্বত...

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা

সেবক—গৌর... ব্রহ্মচারী

গোপাল...মঠ

পোঃ ..., ঢাকা

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রী... অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রী...মোহন দাস ...

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী...মোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

...

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ...বাদ, ...পুর ইট, পি

সেবক—শ্রী...নন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রী...পাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড গয়া

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১। বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রী...মাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখকুঞ্জ

পোঃ গোকুল মথুরা

সেবক—শ্রী...দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—...

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ...

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী... দাস ...

...মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

সেবক—...দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরগড়

পোঃ ... জেলা ... (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

বাসদ গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

...

সেবক—শ্রী...দাস ভক্তিশাস্ত্রী

গোপে গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ কল্যাণদাস ... রোড নং ৮৬

সেবক—শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী...সুন্দর দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

পোঃ ...

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রী... দাস অধিকারী

অর্চ্চাশ্রম

(ভগবৎ কৃপাধিষ্ঠিত)

আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

অর্চ্চাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাধিষ্ঠিত)

পুরী

সেবক—শ্রী...নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

...পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

ডাঃ ...

...পোঃ ..., ...

সেবক—শ্রী... দাস ...

আসাম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আসাম, ...

সেবক—শ্রী...

আমলাজোড়া, ...

পোঃ ...

সেবক—শ্রী...

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

...

সেবক—শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

সেবক—শ্রী... ব্রজবাসী

... গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ... রোড, ...

সেবক—শ্রী... দাস ...

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

...

সেবক—শ্রী...

শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ

...

সেবক—শ্রী... অধিকারী

...গৌড়ীয়মঠ অফিস

...পুর ...

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

...মঠ

শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী...

পরবিদ্যাপীঠ, ...

...

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদী...

সেবক—শ্রী... অধিকারী

শ্রী...

সেবক—শ্রী... অধিকারী

নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং প্রেস

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... দাস ...

পরমার্থী প্রিন্টিং ...

সেবক—শ্রী...

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক [illegible] কলেজের ভূতপূর্ব [illegible] ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যালঙ্কারপ্রবিষ্ট মহামহোপাধ্যায় [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য, [illegible] মহোদয়ের গৌড়গবেষণা এবং পারদর্শক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া [illegible] এবং [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই [illegible] আলোচনা ও [illegible] গ্রন্থ [illegible] সম্পাদক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ Foreword) [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (contents) ও [illegible] সুন্দর সূচীপত্র Index Glossary) সহ [illegible]। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible]।

তত্ত্বভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্যকৃত [illegible] শ্রীপাদ [illegible] 'তত্ত্বপ্রদীপ' টীকা [illegible] ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ [illegible] ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] ভূমিকা ও সূচীসহ [illegible] নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশন-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত [illegible]
পুরাণপল্টন, পোঃ [illegible], ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible]। গীতার [illegible] ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-[illegible] ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ [illegible] এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে [illegible] সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] হইয়াছে। [illegible] কঠিন [illegible] সরল সহজ [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে।

[illegible] আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—[illegible] মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ [illegible] ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীশ্রীগৌরগণের [illegible] পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক আকার পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম ও দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible]) ৬৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible] ([illegible]) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যে [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৶০
২২। [illegible] ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা ([illegible]) ১৲
২৫। গীতা ([illegible]) ১৲
২৬। [illegible] ॥০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ([illegible])
২৯। [illegible] ([illegible]) ([illegible])
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)
৩২। [illegible] ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) [illegible]
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। [illegible] ([illegible]) ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। [illegible] ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। [illegible]
৪১। [illegible] ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ([illegible]) [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১
৪৬। [illegible] ৴১০
৪৭। [illegible] ৴১
৪৮। [illegible] ৴১
৪৯। [illegible] /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ([illegible]) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক[illegible] /০
৬০। [illegible] /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রী[illegible] ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। [illegible] ৶০
৬৮। [illegible] /০
৬৯। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। [illegible] ॥০
৭১। [illegible] ॥০
৭২। [illegible] /০
৭৩। [illegible] ॥০
৭৪। [illegible] ।৶০
৭৫। [illegible] ।০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] /০
৭৮। [illegible] ।০
৭৯। [illegible] ।০
৮০। [illegible] ॥০
৮১। [illegible] ২৲
৮২। [illegible] প্রভু ৩
৮৩। [illegible] ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। [illegible] ৸
৮৫। [illegible] ॥০
৮৬। [illegible] ৴১০
৮৭। [illegible] ৴১০
[illegible] /০
৮৮। [illegible] ॥৶০
৯০। [illegible] ।০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৯১। [illegible] ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। [illegible] ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞানালোকে তাৎকালীন মানবগণের সম্প্রদায়, সমন্বয়, মহাজন, অবতার, একায়ন, বহুায়ন ও তত্সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা-নিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ, ঐতিহাসিক সংসিদ্ধান্ত সকলও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

অথবা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচিপত্র। তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জলার্থ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্য হইতে প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহার উপদেশ সঙ্কলন। ভিক্ষা তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত গ্রন্থের বিরাট সংস্করণ। কথাসার, শ্লোকসমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশ, অধ্যায়-বিবরণ, স্থান ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী আকারে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৯।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (২য় সংস্করণ)

ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত গদ্যাকারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রের ঘটনা ও শিক্ষা। ভিক্ষা বার আনা, ছাত্রদের পক্ষে আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ বেদ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংকলন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

নূতন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

ইহাতে দিনপঞ্জী, যাবতীয় ব্রত-উপবাসের তালিকা, শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস প্রভৃতি পৃথগ্ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৫। ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বঙ্গীয় পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—কলিকাতায় একমাত্র পাক্ষিক হিন্দি পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতার্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-সাহিত্যের অপ্রাকৃত বৈয়াসেয় সূর্য্যসদৃশ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ বে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-সিদ্ধান্তবর্ণনে ও তদ্বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তখণ্ডনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানে হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
[illegible]ধাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO. C, 1544

শ্রীশ্রী[illegible]মালা
—:০:—
শ্রীল [illegible] ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সম্পাদিত।
এই গ্রন্থ কথামালা, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ আশ্চর্য্য-
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দশম
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান:—
যন্ত্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা
রূপ: সুন্দরভাবে বর্ণিত
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] মায়াপুর ৪ঠা বৈশাখ ১৩৪৮ ১৭ই এপ্রিল ১৯৪১ বৃহস্পতিবার [৩৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

থলিয়ার ভিতর মস্তকহীন মৃতদেহ

২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার এলাকায় জুলফি খালে একটি থলির মধ্যে একটা মস্তকহীন মৃতদেহ পাওয়া যায়। গত ৩১শে মার্চ বিষ্ণুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত সাব ইন্সপেক্টার অমূল্যচরণ পাল সংবাদ পাওয়ার পর উক্ত খালের নিকট যাইয়া থলিয়াটি দেখিতে পান। থলিয়াটি খুলিবার পর উহার মধ্যে একটি মস্তকহীন মৃতদেহ ও উহার পাকস্থলীতে কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পরে বিচ্ছিন্ন মস্তকটির জন্য খালের মধ্যে অনুসন্ধান চলিতে থাকে এবং ১লা এপ্রিল উক্ত সাব ইন্সপেক্টার খালের জলের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন মস্তকটি পান। সাব ইন্সপেক্টার মৃতদেহ ও মস্তকটি পরীক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করেন, এই পরীক্ষার রিপোর্টে ইহাকে হত্যাকাণ্ড বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং নিহত লোকটিকে একটি ধারাল ছোরার দ্বারা হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আরও পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

——

বর্মী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা

রেঙ্গুনের এক অতিরিক্ত গেজেট প্রকাশ, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং ফ্রি করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

উক্ত ঘোষণায় প্রকাশ, গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় ধারণা, বৌদ্ধ ধর্মযাজকদের সংখ্যাধিক্য জনসাধারণের উপর তাহাদের প্রভাব, তাহাদের অগণিত মন্দির এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের উপযোগী ছাত্রদের থাকা ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য বৌদ্ধদের আছে বলিয়া তাহারা গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতিতে সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কাজেই ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট নিরক্ষর ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কমিটিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে বর্মী-জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিরূপ সহযোগিতা লাভ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে কমিটিকে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে।

——

ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য চুক্তির ফল

ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য চুক্তির পর বাণিজ্যের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ভারত গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত রেঙ্গুন বন্দর 'বাণিজ্য বন্দর' বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এই নির্দেশের ফলে উক্ত বন্দর 'বৈদেশিক বন্দর' বলিয়া গণ্য হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ কেরোসিন তৈল প্রেরণের জন্য যে কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। এখন হইতে কেরোসিন তৈলের উপর আমদানী শুল্ক দিতে হইবে। ব্রহ্ম হইতে যে সমস্ত বিদেশী মাল ভারতে প্রেরিত হইবে তাহার উপরও ভারতীয় আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হইবে এবং তৃতীয়তঃ ভারত হইতে যে সমস্ত কাঁচা পাট এবং চাউল ব্রহ্মে প্রেরিত হয় তাহার উপর কোনও রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য হইবে না।

ইহাপূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত হইতে যে সমস্ত অ-ভারতীয় মাল ব্রহ্মে প্রেরণ করা হইবে তৎসম্পর্কে বৈদেশিক বন্দরের জন্য জাহাজে মাল বোঝাই করার জন্য যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম ৭ই এপ্রিল হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে।

——

সিন্ধু পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশন

আগামী ১২ই মে সিন্ধু ব্যবস্থা-পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্স এই সংবাদ কংগ্রেস সদস্য দলের নেতা শ্রীযুক্ত আর, কে, সিধোয়ার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

——

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

সম্প্রতি পাঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী ইমান-নগরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে পাঁচশ ত্রিশ খানা গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক সহস্র টাকা হইবে বলিয়া অনুমান। আগুন সংযোগের কারণ অজ্ঞাত।

——

যুক্তপ্রদেশ সরকারের নির্দ্দেশ

জানা গিয়াছে যে গ্রীষ্মের সময় বিভিন্ন জেলের কয়েদীদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষের বাহিরে ঘুমাইবার অনুমতি দিয়া যুক্তপ্রদেশ সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। তবে ঐ সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপরই নির্ভর করিবে। স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কয়েদীদিগকে বাহিরে ঘুমাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদের সম্পর্কে উপরোক্ত সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে বিবেচনার পর গবর্ণমেণ্ট হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

——

বরিশাল জেলায় ভীষণ কলেরার প্রকোপ

বরিশাল জেলায় ভীষণ কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছে। জেলার চারটি মহকুমাতেই এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রতিদিনই মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন ও সেন বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপ্যালিটীর হেলথ অফিসারের সহিত [illegible] এক পরামর্শ-সভা করিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। জানা গিয়াছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৮৯৭ সালের ৩ আইন অনুযায়ী ঐ সমস্ত অঞ্চলকে মহামারী অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯২৮ সালেও এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল।

——

কিশোরগঞ্জের গ্রামে ডাকাতি

গত বুধবার পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে [illegible] সূত্রধরের গৃহে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ৫ জন ডাকাতের একটি দল মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং [illegible]কে হত্যা করিয়া তাহার নগদ টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করে।

——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব-আচার্য্য, এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। [illegible] অদ্বিতীয় গ্রন্থ [illegible]-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০০ অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০্ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

অণুভাষ্যম

বেদান্তসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা [illegible] অনুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। [illegible] সংস্করণ ভিক্ষা ২্ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] সহিত [illegible] সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

পুরাণ [illegible], পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। [illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible] টীকার [illegible] ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকগুলির সরল [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] বাঁধাই [illegible] আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ [illegible] ভিক্ষা—৩্ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

[illegible] শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থ একটি নূতন [illegible] পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪০্
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮্
দশম স্কন্ধ— ৯্
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৬্
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬্
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১্, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১্; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ২০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম — ২্
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার — ২্
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২্
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১্
১৩। ভক্তিরত্নাবলি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — [illegible]
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিচার-তত্ত্ব — [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। ধাম ও নাম — ॥০
১৯। ভক্তিলেখ — ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব — ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ।৵০
২২। ভজনরহস্য — ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১্
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) — ১্
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) — ১্
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য — ॥০
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা নবন্দী কুঃ (সানুবাদ) — ১্
২৮। প্রেমবিবর্ত্তঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (কাঁচা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীপ-প্রদর্শন — [illegible]
৩১। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) — ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৳০
৩৪। পরিক্রমা [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) — [illegible]
৩৫। গীতমালা — [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) — ৶০
৩৭। শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত — ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা — ।০
৪০। শরণাগতি — ৶০
৪১। গীতাবলী — ১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা — ৸০
৪৩। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (সমগ্র) — [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /০
৪৫। নবদ্বীপশতক — /১
৪৬। অর্থপঞ্চক — /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — [illegible]
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — /৮
৪৯। অর্চ্চনকণ — /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) — ৬্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী — ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ — /০
৬০। সাংখ্যবাণী — /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৬্

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ — ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম — ৷০
৬৬। গুরুস্তবম্ — ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — /০
৬৯। সারসংগ্রহণম্ — ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ — ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত — ॥০
৭২। নামভজন — /০
৭৩। বেদান্ত এটস্ অবজেক্ট এণ্ড অরিজিন — ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ — ।৵০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব প্রেমের [illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফর — [illegible]
৭৮। দি ভাগবত — ।০
৭৯। ইকো টিস্ স্পিরিচুয়াল এণ্ড ভাগবতগ্রন্থ ডিভোশন — ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৩্
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৩্
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীশ্রী নামাচার্য্য — [illegible]
৮৫। সাধনপথ — ।০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু — /১০
৮৭। গীতাবলী — /১০
শরণাগতি — /০
৮৯। শ্রীভক্তিরত্নাবলী — ।৵০
৯০। শ্রীশ্রীগীতাবলী — ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি — ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ৪ঠা বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৭ই এপ্রিল, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৩৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ মধুসূদন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ

জীব সৃষ্টবস্তু নয়। জীব জড় নহে—চেতন। জীব কোন নির্দ্দিষ্টকালে সৃষ্ট হইয়াছে—এরূপ নয়। আত্মার জন্মমৃত্যু নাই। কর্ম্মফলবাধ্য জীব জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। চেতন জীব অণু বলিয়া তাহার মায়াবশ-যোগ্যতা আছে। কর্ম্মফল-বশে জীব নিজেকে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। স্থূল ও লিঙ্গ দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই জীবের সংসার। দেহাত্মবুদ্ধি হইতে কর্ম্মকাণ্ডের উদয় হয়। এই কর্ম্ম বিনাশ-যোগ্য হইলেও অনাদি। শুদ্ধ জীবাত্মার মুক্তিকামনা নাই। বদ্ধাভিমান হইতেই মুক্তির চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ জীবাত্মা বদ্ধ নহে।

কর্ম্মফলই জীবের জন্ম-মৃত্যুর কারণ। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ—এই দুই রকম কর্ম্ম। যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধ কর্ম্ম, আর যে কর্ম্মের ফল ভোগ হইতেছে, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ না হওয়ায় তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন না, মুক্ত-অভিমানমাত্র করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে তাঁহাদিগকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখের অধীন হইতে হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব মুক্ত হইতে পারে না। প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞান বা যোগদ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। এই প্রারব্ধ কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তার ফলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াও জীব ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু নিরপরাধে কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উচ্চারিত হইবামাত্রই জীবের সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়—ইহা বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। সুতরাং নিরপরাধে কৃষ্ণনাম-উচ্চারণকারী ভক্তকে আর কর্ম্মী প্রভৃতির ন্যায় জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তই বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি কর্ম্মফলে জীব প্রপঞ্চে আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতির গুণে চালিত হইয়া নানাবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গফলে ঐ সকল মর্ত্ত্য জীব যখন নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে 'আমি' ও 'আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-সন্নিধানে তদীয় সেবার নিমিত্ত নিত্য-কাল অবস্থান করেন। এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"আধ্যক্ষিক মরণশীল জীব যে কালে স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্ম্মের চেষ্টা প্রভৃতি ছাড়িয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ভগবৎপ্রাপ্তি-হেতু তাহার আর কোন অভাব থাকে না। তিনিও বৈকুণ্ঠস্বরূপ সেবায় বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করেন এবং কুণ্ঠধর্ম্ম বা মায়িক ভোগে আর তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না।" ভক্তগণ নিরন্তর চিন্ময় শরীরে ভগবানের সেবা করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁ'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁ'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই বাক্যটী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভক্তের দেহ চিদানন্দময়। মাতৃকুক্ষি হইতে যে দেহটী প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিল, তাহা আত্মসমর্পণ করিবামাত্রই অন্যের অলক্ষিত-ভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় এই কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণ-পাঠে জানা যায়, দীক্ষামাত্রেই জীব মুক্তি লাভ করেন। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভই সেই মোক্ষ।

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। তাদৃশ জীবন্মুক্তের দেহ সচ্চিদানন্দময়। স্থূল-লিঙ্গদেহের ন্যায় সেই দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসী হউন, কিংবা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহের আবির্ভাবতিরোভাবের ন্যায়। যাহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাবতিরোভাবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাহারা মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চ-ক্লেশ লাভ করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না।

ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে হইয়া থাকে, মায়াশক্তির আশ্রয়ে নহে। তাঁহারা আমাদের ন্যায় কর্ম্ম-ফলবাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। আমরা যে প্রকার পাপপুণ্যফল ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি, তাঁহাদের আবির্ভাব সেরূপ নয়। কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের জন্ম ও ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাব দেখিতে বাহ্যতঃ একপ্রকার হইলেও উহা সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের জন্মগ্রহণ ও সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবদ্ভক্তের যে জন্মলীলা, তন্মধ্যে কি পার্থক্য আছে, তাহা একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যেমন বাহ্যদৃষ্টিতে দুইটী ব্যক্তি শারীরিক ক্লেশ পাইতেছেন—ইহাদের মধ্যে একজন চোর, আর একজন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বতন্ত্র ইচ্ছাযুক্ত সম্রাট্। অপরাধী চোর রাজদ্বারে নীত হইয়া শাস্তিরক্ষকগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও কিল ঘুসি খাইয়া উৎ-পীড়িত হইতেছে। সেটা তাহার অনিচ্ছা-সত্ত্বে। আর সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাধীন ও স্বেচ্ছাময় সম্রাট্ যে তাঁহার পরিচারকের

তাঁরা শরীরমর্দনাদি করাইতেছেন, তাহা অজ্ঞাত ব্যক্তিগণের অস্থ বাহ্যতঃ দেখিতে একপ্রকার হইলেও সেটা অনিচ্ছাসত্ত্বে ক্লেশভোগ বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্লেশভোগ নয়—সেটা নিজসুখ বা বিলাসেরই রূপান্তর—নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার অনুকূলে।

ভগবান্ ও ভক্তের লীলা আনন্দময়ী, তাহাতে নিরানন্দ নাই। সুতরাং তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবে যে কোন ক্লেশই হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। আরও শুনা যায়, বিড়ালী তাহার ছানাকে দন্তদ্বারা স্পর্শ করিলে তাহার ছানার ক্লেশ অনুভব হয় না, পরন্তু মাতৃদন্তস্পর্শজনিত সুখানুভূতিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাবজনিত কোন প্রকার ক্লেশ নাই।

ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের অবস্থান। সেই ভক্তের সঙ্গই আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয় হওয়া আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াই জীব নশ্বর কারাস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্ত বড় দয়াল। তিনি কৃপাপূর্ব্বক সংসারাসক্ত জীবকে স্বসঙ্গ প্রদানদ্বারা পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। এই সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গদূরীকরণ-রূপ নিঃসঙ্গ। কৃষ্ণবার্ত্তাসঙ্গই ইতরসঙ্গরহিত অসঙ্গ জানিতে হইবে। কর্ম্ম জীবের বন্ধন। ভগবান্ অথবা ভক্তের কৃপা হইলে এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে। ভাগ্যবান্ জীবগণ যখন ভগবৎকৃপায় সকল মঙ্গলপথে যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন, তখন ভগবদ্ভক্তগণ নানা ধাম আসিয়া উপস্থিত হন, যখন কি দেবতাগণও তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্॥
(ভাঃ ১১।১৮।১৪)

অর্থাৎ এই সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু পুরুষ আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মলাভ করিবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ দারাদির বেশ ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু পুরুষের বিঘ্নাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি তাহা গণনা করিবেন না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—"সাংসারিক বিচারে ফলদাতৃবর্গই দেবতা, তাঁ'রা বৈধ স্ত্রী পুত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বদ্ধজীবকে কৃষ্ণভজন করিতে দেন না। কৃষ্ণভজনের জন্য যেকালে জীব সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবাপর হন, তৎকালে স্ত্রী-পুত্রমিত্রাদির সজ্জায় দেবগণ বিঘ্ন করেন। যাঁহারা সংসারের প্রয়োজনীয়তাকেই ধর্ম্ম বলিয়া পরমার্থ হইতে জীবগণকে বঞ্চিত করেন। যাহাতে জীবগণের বৈরাগ্যাকৃতি ঘটে, সেইরূপ চেষ্টা ধর্ম্মের আবরণে, প্রয়োজনের ছলনায় প্রকৃত ভজনাভিলাষী সন্ন্যাসীকে বিপথগামী করায়।"

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

স্থূল শরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়,—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয় বা মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজন হয় না। কিন্তু এই কথাটি এই জগতের সম্বল। এজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এই ইন্দ্রিয়সমূহ কিরূপে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য একটি কৌশল বলিয়াছেন,—'ইন্দ্রিয় যখন নিজ চেষ্টায় অতীন্দ্রিয়ে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহা অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে পারে না। এইজন্য আরোহবাদী অপ্রাকৃতের সন্ধান পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয় রাজ্য অবতীর্ণ সেবোন্মুখতার আলোকে আলোকিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় বিষয় ধারণের যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব থাকে না। ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।'

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কৃষ্ণ দিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রাপ্তিক কর্ত্তা, আর প্রযোজ্য কর্ত্তা শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন,—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ না করিলে ভক্তের ভাণ করা হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করা বা অসৎসঙ্গ করা উচিত নয়। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভক্ত ও অভক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ বা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ এক নয়। যেমন অসিদ্ধ চাউল খাওয়া যায় না, চাউল সিদ্ধ হইলে এবং তাহা সুভাবে খাইবার উপযুক্ত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ ভক্তগণের সঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

কৃষ্ণের চরণ ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই। কেবল হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। হরিভজন কি, তাহা বুঝিতে হইবে। হরিকথা ব্যতীত অন্য সব কথাই কেবল সংসার বা মায়া।

কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কার্ষ্ণের অনুসন্ধানের জন্য ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণই—অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলার দরুণই আমাদের অসুবিধা হইতেছে।

ভগবান্ পূর্ণ পুরুষ। তাঁহার বিধানে কোন অসম্পূর্ণতার স্থান নাই। তাঁহার বিধান শিরে ধারণ করিলেই নিজ মঙ্গল লাভ হইবে। অসহিষ্ণু না হইলে আমরা সকলের নিকট হইতেই প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইতে পারি। ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে যত্নবান্ হইলেই সমস্ত কষ্টের সমাধান হয়। আমাদিগকে এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে—আমাদের নিত্য বসতিস্থল ব্রজে যাইতে হইবে। 'ব্রজ'-ধাতুর অর্থ চলা অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত কামবর্দ্ধনের জন্য সর্ব্বক্ষণ চেষ্টাশীল থাকিতে হইবে। নির্জ্জনভজনের প্রতি ঝোঁক হইলে অথবা হরিস্মরণ করিতে করিতে অন্যমনস্ক বা অলস হইয়া পড়িলে বৈষ্ণবসেবায় শিথিল বিচার বিশিষ্ট নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া যাইতে হইবে। যাহারা আলস্যপ্রধান ব্যক্তি, তাহারা পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে।

হরিকথা বলাই জীবের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কীর্ত্তন বলিলে নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম ও অন্য শব্দ এক মনে করা মহা অপরাধ। হরিভজনের প্রতিকূল জিনিষগুলি সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়, আর ভজনের অনুকূল ছয়টি গুণও অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক।

মায়ার কথা বা ভোগবার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কাণ বোঝাই হইয়া আছে। অতএব এই অসুবিধাগুলিকে দূর করিবার জন্য এখন প্রচুরপরিমাণে হরিকথা শুনিতে হইবে। সাধুগুরুর মুখে চব্বিশ ঘণ্টা হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে চব্বিশ ঘণ্টাই কৃষ্ণের স্মরণ হইবে। বহির্ম্মুখ গৃহমেধীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কি করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা হরিভজন হয়। আমাদের স্মরণ হয়, নিজের ভোগের কথা, কখন কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। কৃষ্ণবিস্মৃতিকে undo করা উচিত। কৃষ্ণস্মৃতি হইলে সকল অনর্থ দূরীভূত হয়।

হরিকথা প্রথমে গুরুমুখে শ্রুত হইলে তবে কীর্ত্তন হইবে। হে জীব! হরিকথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন কর, ত্যাগপন্থী হও—নির্জ্জনভজনের ছলনায় চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিলে অমঙ্গল হইবে। যাহারা হরিকীর্ত্তন করে না, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। যাহারা হরিকীর্ত্তন না করিয়া নামাপরাধ করে এবং চেঁচামেচি করিয়া পিত্তবৃদ্ধি করে, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী ঢুঁটোরাম হইয়া যাইবে। থিয়েটার, সিনেমা, টকি, ভাড়াটিয়া কথক, পাঠক, বক্তা, পণ্ডিত অথবা স্ত্রৈণ ও [illegible] ব্যতীত ইতর বিচারযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ও কথা শ্রবণ করিলে হরিকথা শ্রবণ হয় না। ইহারা কেহই হরিকথা জানে না। প্রাকৃত সহজিয়ারা বিষয়কথা ও হরিকথাকে এক মনে করে। কৃষ্ণভজন বড় জিনিষ। যিনি কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছেন, শ্রীহরি তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহার শেষ আসক্তির বিষয়টুকুও অপহরণ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। "যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" অর্থাৎ আমি যাহাকে কৃপা করি তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা

শরণাগতিই বল। শরণাগতই বলী। অশরণাগতিই দুর্ব্বলতা। সংসার-ভোগ বা ত্যাগস্পৃহাও দুর্ব্বলতা। গুরুবৈষ্ণবভগবানে প্রপন্ন বা শরণাগত হইলে ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তিরূপ দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের মধ্যে বলসঞ্চার করিবেন এবং আমাদিগকে সবল করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তিনি প্রত্যেক জীবকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। আর মায়া দুর্ব্বল জীবকে প্রলোভন দেখাইয়া অসদ্বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহার আকর্ষণ দুর্ব্বল অশরণাগতের উপর। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত জীবের নিকট মায়া নত—সেখানে তাহার আকর্ষণ পরাভূত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল জগতের আকর্ষকশিরোমণি কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত স্বীয় প্রেমসেবাদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া ২৪ ঘণ্টা হৃদয়ে রাখেন। অজিত ভগবান্ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রেমসেবায় মুগ্ধ—বশীভূত। 'কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।' কৃষ্ণপ্রদানের ক্ষমতা একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের প্রত্যেকের মূর্খতা, অজ্ঞতা, অপটুতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি সবই অবগত আছেন। সুতরাং আমাদের নিজ নিজ দুর্ব্বলতা বা অপটুতার জন্য হতাশ হইবার কিছু নাই। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে হরিভজনময় চিত্তবৃত্তি কোথায় কতটুকু আছে, না আছে সবই তিনি পূর্ণমাত্রায় জানেন এবং কিভাবে আমরা তাঁহার সেবার উপযুক্ত হইতে পারি, তজ্জন্য তিনি কৃপাপূর্ব্বক কখনও তীব্র শাসনবাণী প্রয়োগ, কখনও হরিকথাকীর্ত্তন, কখনও ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ প্রদান এবং দেশ, কাল ও পাত্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সেবককে হরি-ভজনের সর্ব্ববিধ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। মঙ্গললাভে নিতান্ত অনিচ্ছুক, অশরণাগত আমাদিগকে কৃষ্ণসেবার সুযোগ দিবার জন্য তাঁহার কত চেষ্টা! তাঁহার কৃপার কি শেষ আছে? এখন আমাদের কর্ত্তব্য অবনতমস্তকে তাঁহার সকল ব্যবস্থা মাথায় আন্তরিকতার সহিত বরণ করা। তিনি আমাদিগকে যেখানে রাখুন, যে ভাবে রাখুন, যে কার্য্যে নিযুক্ত করুন—সবই তাঁহার কৃপা। তাঁহার প্রত্যেক

কার্য্যই আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা প্রদানের জন্য। তাঁহার কৃপাশাসনবাণী আপাত কঠোর হইলেও তাঁহার অন্তরালে সেবকগণের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ রহিয়াছে। তাঁহার এই অপ্রাকৃত সেবক-বাৎসল্য একমাত্র তাঁহার কৃপায়ই আমরা লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাই। আমরা যদি সরল ও নিষ্কপট হইয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অযাচিত কৃপার কাঙ্গাল হইতে পারি,—

"গুরুদেব!

আমি ত' তোমার জন।

তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,

ভুলিয়া আপন ধন॥

গুরুদেব!

তুমি ত' সকলি জান।

আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,

শ্রীচরণে দেহ' স্থান॥

গুরুদেব!

নিয়ত চরণে স্থান।

মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

করহে করুণা দান॥

—এই বালকা যদি নিরন্তর বিজ্ঞপ্তি জানাইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা নিশ্চয়ই লাভ করিব। আমরা সব বলভরসা ছাড়িয়া তাঁহার পাদপদ্মকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়া জানিব। সর্ব্বক্ষণ আকুল ক্রন্দনই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র উপায়। তিনি অতিশয় দয়াল। তিনি চান না যে, আমরা নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মছত্র আমাদের জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত থাকিতে আমরা ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করি। তিনি আমাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কৃপাহস্ত উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মহামহাবদান্যাবতার। নিরাশ্রয়, পতিত, দুর্ব্বল, অসহায় আমাদের কাতর ক্রন্দন দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। সর্ব্বতোভাবে অসহায় আমরা একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকেই সম্বল করিব। আমরা এ জগতের কাহারও নিকট কৃপাভিখারী নহি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা তদনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপাসাপেক্ষ। যিনি গুরুদেবতাত্মা, যিনি নিজেকে গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে খাপে খাপে মিলাইয়াছেন, যিনি গুরুপাদপদ্মের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে, তাঁহার শাসন ও নিয়মনের মধ্যে থাকিয়া নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে গুরুসেবা করিতে হইবে। আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের নিরন্তর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের পথে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। হরিভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে অপতিত আদর্শের অনুসরণ একান্ত আবশ্যক। অপতিত আদর্শ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণব। সম্মুখে আদর্শ না থাকিলে নিজে নিজে হরিভজনে উন্নতি লাভ করা যায় না। যাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে আমি হৃদয়ে অসামর্থ্যপূর্ণ বল লাভ করি—যাঁহার বীর্য্যবতী বাণী আমার আলস্য, জাড্য, নিরুৎসাহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশাদি সমস্ত অযোগ্যতা ছাপাইয়া আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আমাকে গুরুসেবা করিবার একটা প্রবল প্রেরণা প্রদান করে, আমি নিজে সাধন করিয়া যতটুকু অগ্রসর হই, যাঁহার দর্শনেই আমি তদপেক্ষা কোটীগুণ দ্রুতগতিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিকে অগ্রসর হইয়া যাই, সেইরূপ গুরুসেবকের নিত্য আনুগত্যে থাকিয়া গুরুসেবা করিতে হইবে। তাই প্রার্থনা,—

বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।

জন্মে জন্মে প্রভু মোর হউ বলরাম॥

আমি ত' দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি।

মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥

শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।

যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥

নিষ্কপট মতি, বৈষ্ণবের প্রতি

এই ধন্য কবে পাব।

কবে এ সংসার- সিন্ধু পার হ'য়ে,

তব ব্রজপুরে যাব॥

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনার রীতি

---:(•):---

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা কীর্ত্তনের শেষাংশ পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রথিত পদানুসারে সংশোধন করিবার জন্য শ্রীমঠসেবকগণের নিকট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনার রীতিও পরম্পরাধারা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আচার ও বিচারানুসারে বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু "বন্দন"কে অর্চ্চনাঙ্গরূপে গণিত করিয়াও কীর্ত্তন ও স্মরণে স্থান স্বতন্ত্ররূপেও উহা অন্তর্ভুক্তযোগ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের অনন্ত গুণৈশ্বর্য্য শ্রবণ হেতু তদীয় পরিচর্য্যাসন্ধান, পাদসেবা পর্য্যন্তও দৈন্য-ভাবাপন্ন হইয়া কেবলমাত্র নমস্কারেই অধ্যবসায়যুক্ত, তাঁহাদের জন্য বন্দনের পৃথক্ বিধান হইয়াছে। এই নমস্কার কায়মনোবাক্যেই বিধেয়।

আমরা অনর্থযুক্ত জীব, আমাদের কায়, মনঃ ও বাক্য সমভাবে দণ্ডিত না হইলে মনের কথারসমূহ বিদূরিত হয় না। এইজন্যই শাস্ত্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ, শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য, তীর্থে গমন, পরিক্রমা, স্তব-পাঠাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন আরাত্রিক-দর্শন, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, ভগবদ্গৃহে গমন, পরিক্রমা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি দণ্ডায়মান হইয়া করিতে হয় অর্থাৎ ঐ সকল পাদসেবন ভক্তির অন্তর্গত, তদ্রূপ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রবণ সদনে দণ্ডায়মান হইয়া অথবা সজলনয়নভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অভ্যুত্থানের সহিত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বন্দনা করিলে তাহাতে হৃদয়ে স্বভাবতঃই সম্ভ্রমের ভাব প্রকাশিত হয়। 'পাদসেবন'-ভক্তিকে লঙ্ঘন করা কোনরূপেই বিধেয় নহে। তবে অশক্ত অসমর্থ বা রুগ্নের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। তাহা ব্যক্তিগত বিচার।

অতএব পূর্ব্ব গুরুবর্গ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও সম্প্রদায়ের আদর্শ আচার-অনুসরণে তাঁহাদের পদধূলিস্থানে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের বন্দনা করিবার কালে সকলেরই দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে আর্ত্তির সহিত আত্মনিবেদনপূর্ণ ও দৈন্যাত্মক বৃত্তিতে তাঁহাদের স্তব কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীগরুড়, শ্রীঅযোধ্যাবৈকুণ্ঠে শ্রীহনুমান, শ্রীলক্ষ্মণাদি, শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—সকলেই এইভাবে বন্দন-রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাবিন্দুপ্রার্থী

প্রণত দাসাভাস

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

---::•::---

পরমারাধ্যতম পতিতপাবনশিরোমণি গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রায় অধিকাংশ সময়ই শ্রীধামবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন এবং প্রশ্নোত্তরমুখে সকলের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেছেন। তাঁহার দেবদুর্লভ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ সংকীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিকসমাপনান্তে অবিদ্যাহরণ নাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে গুরু-পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাভিক্ষাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ অধমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কোনদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত ও কোনদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ সহজ ও সরল ভাষায় পাঠ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সদুপদেশপূর্ণ ভূপনমণ্ডল হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও শরণাগতিময় মহাজনপদাবলীকীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুনিলয় ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা ও উপদেশাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত মঠবাসী ভক্তগণ বিভিন্নস্থানে হৃদয়গ্রাহিভাবে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনমুখরিত হইয়া আছেই, তাহা ছাড়া গত ১লা বৈশাখ হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধামের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে হরিকথা আলোচনা হইতেছে। সাধুসঙ্গের এরূপ সুবর্ণসুযোগ আর দেখা যায় না।

পাটনায় প্রচার

গত ৩রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নির্দ্দেশানুসারে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্ব্বক প্রতিদিন প্রাতঃে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীনবদ্বীপ প্রকাশ প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্নস্থানেও পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে।

গত ৫ই এপ্রিল, শনিবার স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ পালিত মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'ধ্রুব' উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৬ই এপ্রিল, রবিবার শ্রীরামনবমী-দিবস পাটনাসহরস্থ কদমকুঁয়া নিবাসী উকিল বাবু ... এম-এ, বি, এল মহোদয়ের গৃহে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৭ই এপ্রিল, সোমবার পাটনানিবাসী শ্রীযুত রামশরণ সিং মহাশয়ের সাদর আহ্বানে পাটনা মঠের কতিপয় সেবক তদীয় বাসভবনে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গুরুবন্দনাদি করেন। তৎপরে ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ হিন্দিভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার জক্কনপুরস্থ শ্রীযুত মনোরঞ্জন চাটার্জ্জী মহোদয়ের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া মঠসেবকগণ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় গমন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "অজামিল"-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী অঘদমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬ [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এ

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামন[illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

অমৃত কুণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]
গ্রাম [illegible]
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ব্রহ্মচারী

আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রী[illegible] পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] মঠ
[illegible] পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক— [illegible] ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible]

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

শ্রীগদাধর গৌড়ীয়মঠ
স্বানচড়া (শ্রীল গৌরকিশোর [illegible])
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
[illegible]পুর, পোঃ চাঁদপাড়া (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible]পুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী [illegible] ব্রজবাসী

শ্রীরামঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জিঃ সাহাবাদপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রী নিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

[illegible] মঠ
পোঃ [illegible], সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] মঠ
[illegible] মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible] কর্ণাল (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৮৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]ানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

[illegible]
([illegible])
আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
([illegible])
পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌর [illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

সীতাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
[illegible], পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

[illegible]েশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী [illegible]ানন্দমঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড় প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৬০ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ [illegible] রোড, হাইড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪ এ, কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] বিল্ডিং
[illegible] রোড লক্ষ্ণৌ ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রী বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] ([illegible])
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ন্যায়তীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীবাসঅঙ্গন
সেবক—শ্রী[illegible]মোহনদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চ	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়ে সর্ব্বেশ্বর পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিশেষ অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, [illegible] গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) [illegible] অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারপূর্ব্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান [illegible] পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজে বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। [illegible] ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস পোঃ ওয়ারী বাড়িয়া, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সৎচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পার্ষদগণের কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] শ্রীপাদ মহোদয় তাঁহার [illegible] পূর্ব্ব [illegible] এই অপূর্ব্ব [illegible] প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে [illegible] আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলাদি [illegible]। তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে [illegible] পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশ আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থ সকল একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংকরণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি অনুরাগ লাভের সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৵ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট
বাঙ্গালাভেরে ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ — শনিবার ব্যতীত: শনিবার, অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১৩ ১৩	১৫ ১৬	১৬-৩	১৭-৫৮	২২ ২৬
দমদম	৪ ৫৯	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৭			১৮ ৫	১৯-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-০	১৯ ৩৩	০ ২৫
(শান্তিপুর) ছাঃ		৯ ০১						
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫১	৮-৪০	১০-৩	১৫ ৩৮	১৭ ৩১	১৯ ১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (কৃষ্ণ) ছাঃ	৭ ১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০			
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫			
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫৯	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮ ২৯	২১ ১৯			

(আপ — শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	১২ ৫৮
শান্তিপুর পৌঃ	১২-২৪
(কৃষ্ণ) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৭-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩১

ডাউন — শনিবার ব্যতীত: শনিবার, অন্য দিন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ৪	৯ ২	১৬ ৬	১৭ ৩১	১৮-৩৮			
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৩-১৫	১৬ ৬০	১৮-৪৭			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭ ১৭	১৯ ২১			
(কৃষ্ণ) ছাঃ	৫-৫১	৭ ১০	৮-৫১	১১ ১৩	১৫-৪	১৬ ৫৯	১৮-২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ২০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৪৫	১৭-৩০	২০ ৫	২১ ১৯
(বর্ধমান) ছাঃ			১৫-৫৬	১৭-৪২				
দমদম		১১-৪	১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২ ৫৮		
কলিকাতা পৌঃ	৮ ১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন — শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৬-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বর্ধমান) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা মাসিক। কাশী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বিশ্ববিশ্রুত অপ্রাকৃত বেদ গোপ মুক্তপ্রগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোচ্চারিত সঙ্গলাভ ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী অধিকারিগণের ও পণ্ডিত ও মহাবাদী সন্তানগণ মহাজনগণ যে সকল সংলাপ করিয়াছিলেন, তাহার ভক্তিসিদ্ধান্তসার সমুদায় এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ রূপানুগ সিদ্ধান্তগণের ও শুদ্ধভক্ত সিদ্ধান্তপালনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণভক্তস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টি অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের
মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরণের

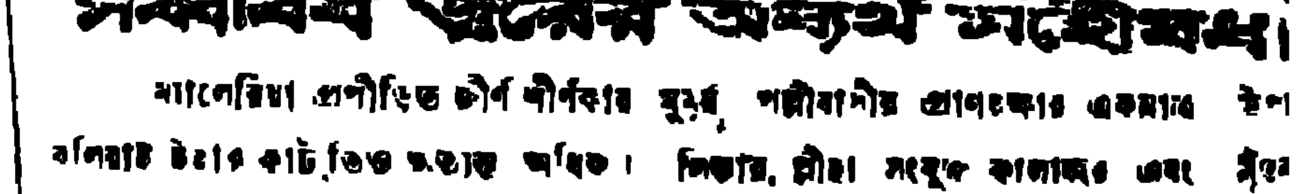

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO. C, 2544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সতাত্ম কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী স্তবরত্নমালা

[illegible] গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অনুবাদ ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible]

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৫, ৬ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮: ১৯শে এপ্রিল, ইং ১৯৪১, শনিবার { ৩৫০-তম সংখ্যা

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ মধুসূদন, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ

— ::(০):: —

মহাভাগবতশিরোমণি শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের অমূল্য উপদেশাবলী শরণাগতচিত্তে আমাদের প্রত্যেকেরই নিত্য শ্রবণীয়, নিত্য কীর্ত্তনীয় ও নিত্য স্মরণীয়। তাই আজ আমরা তাঁহার শ্রীমুখনির্গত কতিপয় উপদেশ শ্রবণান্তকীর্ত্তনের প্রয়াস পাইতেছি।

যাহারা বিষয়ে মুগ্ধ, গৃহে একান্ত বদ্ধ, তাহাদের বুদ্ধি স্বতঃ বা পরতঃ কোনরূপেই কৃষ্ণে আসক্ত হয় না। তাহারা দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়ের বশে সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণই করে। বৃথা বিষয়সেবাতেই পুনঃ পুনঃ তাহাদের জীবন যাপিত হয়। এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে পারে না। সে আপনার সহিত অপরকেও বিপদ্‌গ্রস্ত করে। বিষয়ী গুরুব্রুবগণ তদনুগত অভাগা শিষ্যগণকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করে। সেইরূপ ব্যক্তির সঙ্গফলে মঙ্গল হয় না। নিষ্কিঞ্চন সাধুগুরুর পদরজে অভিষিক্ত না হইলে শ্রীহরির অভয়পদে কাহারও মতি হয় না এবং মৃত্যুভয়ও যায় না।

মনুষ্যজন্ম বড় দুর্লভ। কত জন্মের পর আমরা এই পরমসুযোগ পাইয়াছি। এমন সুযোগ পাইয়াও বিফল কর্ম্মে ইহা ব্যয় করা কি উচিত? দেহধারী জীবের বিষয়সংস্পর্শ-জনিত যে ইন্দ্রিয়সুখ, তাহা পুণ্যানুষ্ঠান বা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে দুঃখ ব্যতীতই জীবের প্রায় আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। সুতরাং নিজসুখের জন্য কোন প্রয়াস [illegible] নহে, যেহেতু তাদৃশ প্রয়াস দ্বারা কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান মুকুন্দের শ্রীচরণারবিন্দসেবায় যে [illegible] প্রেয়োলাভ হয়, বিষয়সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ মঙ্গললাভ হয় না।

এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথায় হারান উচিত নয়। যাহাতে জীবন সার্থক হয়, তাহা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণভজনই মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাতেই জীবের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মনুষ্যদেহই নিত্য প্রয়োজন-সাধক। এই দেহ অনিত্য, কখন যে ইহার পতন হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। দেহ অনিত্য হইলেও অর্থদ অর্থাৎ ক্ষণকালমাত্র ভক্তি-অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। (আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই যে, খট্বাঙ্গরাজা আয়ুষ্কালে তাঁহার জীবনের মুহূর্ত্তকাল মাত্র অর্থাৎ ৪৮ মিনিট কাল অবশিষ্ট থাকিতে ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হইয়া তৎপাদপদ্ম-স্মরণপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।) সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া কৌমারকাল হইতেই আমাদের কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই দেব দৈত্যাদি সকলের আত্মা, প্রিয়, ঈশ্বর এবং সুহৃৎ। কপট পরিত্যাগ করিয়া সকলেই সর্ব্বদা তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, সর্ব্বদা তাঁহাকেই স্মরণ কর, তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহার আদিষ্ট কর্ম অনুষ্ঠান কর। [illegible] বিত্ত, সত্য কর্ম তাঁহার সেবাতেই সার্থক হয়, নতুবা সবই বিফল।

[illegible] যাহাতে আসক্ত [illegible] হয়, সেই বর্ম ও সেই কর্ম সকলেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সদ্‌গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ, পুরাণ-শ্রবণ ও অধ্যয়ন, শ্রীভগবান নাম ও গুণাদি কীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন তৎপাদপদ্ম ধ্যান, সর্ব্বভূতে তাঁহার অবস্থিতি-জ্ঞান, সর্ব্বজীবে সদয় ব্যবহার এবং সমস্ত পুরুষার্থ কৃষ্ণসেবায় সমর্পণ—এ সমস্তই ভগবদ্ভজনের অঙ্গ। ইহা দ্বারা কামাদি রিপু জয় ও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ হয়।

অখিল জগতে জগন্নাথ শ্রীহরিই একমাত্র বলবান পুরুষ। তাঁহার মহাশক্তির ঈষৎ আভাসমাত্রেই সকলেই যথোচিত বল লাভ করিয়া স্ব স্ব কর্ম করিতেছে। ব্রহ্মাদি চরাচর সমস্তই তাঁহার আশ্রিত—বশীভূত। সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরির পাদপদ্মবলই আমার পরম সম্বল। তিনিই সকলের সামর্থ্য, সাহস, বল ও আত্মা। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। তিনিই সকলের সৃষ্টিস্থিতিলয় কর্ত্তা।

যে কার্য্যের দ্বারা ভগবান্ তুষ্ট হন, দ্বেষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই দয়া ও মৈত্রী বিধান কর।

—————

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

চেতনগুলি [illegible] ভক্তের [illegible] কোন কথা নাই। [illegible] গিয়াছে। [illegible] কখনও [illegible] বলেন না। [illegible] কিন্তু আমরা তাঁহাকে [illegible] প্রথম [illegible] দ্বিতীয় [illegible] আমাদের মন।

[illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তনে [illegible] হইবে। [illegible] পারিতেছে না। [illegible] আমাদের [illegible] সব লোক [illegible] কৃপা [illegible] না হইলে, [illegible] হইবে না।

[illegible] তাঁহাকে [illegible] দিন। তাহাদিগকে [illegible] ঐ সকল জীব [illegible] পাইয়া থাকেন।

সাক্ষাৎ [illegible] উপস্থিত হইয়া [illegible] ছাড়া অন্য কোনকথা [illegible] অভিমান আছে,

সম্বন্ধে উপদেশাদি দিয়া সমর্পণ করিয়া, [illegible] তথাপি [illegible] মানসিক।

[illegible] হরিনাম। [illegible] হরিনাম [illegible]

[illegible]

সর্বাঙ্গে হরিকথা আপ্লাবিত হউক।— [illegible] কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে না। [illegible] হইতে নামগ্রহণ করিতে হইবে। এই মনুষ্যজন্ম হারাইলে পুনরায় যে মনুষ্যজন্ম পাইব, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে অসমঞ্জস্য নাই, আবার দার্শনিক সমন্বয়ও নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]

[illegible] মাপিয়া লইবার বস্তু নহে। শ্রৌতপন্থিগণ মহাজন, তর্কপন্থিগণ মহাজন নহেন। বস্তু-বোক্তবিৎ মহাজন।

ভক্ত ও ভক্তি

কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তগণ সম্পূর্ণ অহৈতুক আনুগত্যের দ্বারাই ভগবানের প্রকৃত সেবা লাভ করিতে পারেন। ভগবানের ভক্তগণও ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহেন। কারণ, ভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তগণকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া লন। যাঁহারা [illegible] ভগবান্ হইতে পৃথক্ [illegible] তাঁহাদের [illegible] করেন, তাঁহারা কখনই ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারেন না। [illegible] ভগবানের একান্ত অহৈতুক প্রেমময় [illegible] হইতেই সেবা গ্রহণ করেন। ভগবানের এই প্রেমময় ভাবের উপর যাঁহাদের অবিশ্বাস আছে, তাঁহারা কখনও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং ভগবানের প্রকৃত কৃপা লাভ করিতে হইলে একমাত্র তাঁহার একান্ত ভক্তের নিকট সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইয়া তাঁহার [illegible] আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

জাগতিক লোকের অন্তর্নিহিত বৃত্তির চোটের দ্বারা কখনও ভক্তের বিচার হইতে পারে না। [illegible] প্রকৃত ভক্তি করেন, তাহা কেবল [illegible] [illegible] তাঁহাদের আনুকূল্য দ্বারা তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবানের [illegible] বর্তমান, তাঁহারা জাগতিক লোকের ভক্তি সম্বন্ধে অনধিকারচর্চাকে অবৈধ মনে [illegible] উপেক্ষা করেন। [illegible] ([illegible]) [illegible]। তাঁহারা [illegible] তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির সহিত [illegible] কোনরূপ অবস্থা [illegible] না। [illegible] গণের এই বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের নিষ্কপটতা [illegible]।

জাগতিক লোকগণ তাঁহাদের [illegible] ভক্তি আছে বলিয়া ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি [illegible] অনেক [illegible] তাঁহাদের প্রকৃত ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অনাদর [illegible] দেখা দেয়। ভগবদ্ভক্তগণের [illegible] তাঁহাদের [illegible] হইতে পার্থক্য দৃষ্টি করে বলিয়া তাঁহারা ভক্তগণের বিচারের প্রতি গোঁড়ামির অভিযোগ আনয়ন করেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অজ্ঞতা দোষী হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের ঐ অজ্ঞতা পোষণ করিবার অবৈধ গোঁড়ামি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকতরভাবে পোষণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কথাগুলি বুদ্ধিমান্ ও বুঝিবার যোগ্যতা হয় না।

ভগবানের সেবা একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণই সম্পূর্ণরূপে জানেন। তাঁহাতে অভক্ত-সম্প্রদায়ের কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। যাঁহারা ভগবানের প্রতি ভক্তির ভাণ করিয়া ভক্তগণের সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতা করিতে ধাবিত হন, তাঁহারা সমশীল ব্যক্তিগণের সহিত নিজেরাই বঞ্চিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ নিরুপাধিক ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। অভক্তসম্প্রদায় কখনই ভক্তি ও ভক্তের সমালোচনা করিতে পারেন না এবং যদি ঐপ্রকার অনধিকার-চর্চা করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণের কোনও ক্ষতি করিতে পারেন না।

বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের ভগবত্তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন এবং তৎপ্রতি বাস্তব ভক্তি করিয়া থাকেন। জাগতিক ব্যক্তিগণ অল্পবিস্তর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের খেয়াল অনুযায়ী ভগবান্‌কে কল্পনা করিতে ধাবিত হন। যে দ্বারা ভগবানের বাস্তব স্বরূপ তাঁহাদের নিকট আবৃতই থাকিয়া যায়। ভগবান্ যেরূপ, সেইরূপই। তিনি সকলের কল্পনা বা ধারণার সম্পূর্ণ অতীত বস্তু। ভগবান্ ব্যষ্টি ও সমষ্টির খেয়াল অনুযায়ী হইতে না। ভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করে, স্বরূপ প্রদর্শন করেন, একমাত্র তিনিই ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র সেইপ্রকার অবরোহ-পন্থার অকপট অনুসরণকারী। সুতরাং বহির্জগতের লোকের সহিত ভগবদ্ভক্তের চিত্তবৃত্তি ও কার্য্যকলাপ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবেই, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জাগতিক লোকগণ যদি তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তগণকে 'একঘরে' করিবার বিচার করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণের [illegible] তাঁহারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভগবদ্ভক্তগণ কেবলমাত্র ভগবানের অহৈতুক সুখ কামনা করেন, তাঁহারা নিজ সুখের জন্য কিছুমাত্রও অভিলাষ পোষণ করেন না। ভক্তগণ সকল, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থগন্ধরহিত। ভগবানে অহৈতুক প্রেমভক্তির দ্বারা পরিপূরিত [illegible] ভক্তগণ ভগবানের প্রেমসেবায় সম্পূর্ণ [illegible] আত্মবিস্মৃত থাকেন। যাঁহারা এই প্রকার প্রেমিক ভক্তগণের ভগবানের অহৈতুকী সেবায় লুব্ধ হইয়া নিজসুখকামনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত ভগবানের সেবায় ব্রতী হন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া স্বীয় অশুদ্ধ প্রেমসেবায় অধিকার প্রদান করেন।

ভগবান্‌কে যাঁহারা ভাল না বাসিবেন, তাঁহারাই কেবল ভগবানের সেবার অভিনয়ের দ্বারা নিজেদের সুখানুসন্ধান করিবেন। ভগবান্‌কে ভালবাসিলে তখন ভগবানের সুখই একমাত্র কাম্যবস্তু হয়। এবং কিন্তু

ভগবান্‌কে সুখী করিয়া তদ্দ্বারা নিজে সুখী হইবার বা সুখী না হইবার কল্পনাও প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের থাকে না। তাঁহারা কেবলমাত্র ভগবান্‌কে সুখী করিতে চান, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি তাঁহাদের তাকাইবার অবসর থাকে না।

যাহারা ভগবানের প্রতি প্রীতিমগ্ন না হইয়া কেবল ভগবান্‌কে হিংসা করিবার চিত্তবৃত্তি রাখিবে, তাহারাই কেবল 'যদি আমার দ্বারা ভগবানের সুখ হয়, তবে তাহার কিছুটা আমারও দরকার' বলিয়া স্বীয় অভক্তির পরিচয় দিবে। কিন্তু ভগবান্‌কে কোনপ্রকার অভক্তির দ্বারা সুখী করা যাইতেই পারে না।

মোটকথা এই যে, কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তগণই ভক্তি জানেন। জাগতিক অভক্ত লোকের অবৈধ প্রতিযোগিতায় ভক্তি নাই। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তচরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তগণের ন্যায় হইয়া জগতের লোকের অভক্তিপর চিত্তবৃত্তির সহিত নিজেদের চিত্তবৃত্তির পার্থক্য স্থাপন করিতে পারেন এবং ভগবানে অহৈতুকী সেবার স্বরূপ বুঝিতে পারেন।

সত্যানুসন্ধান

——::•::——

কৃপাময় ভগবানের ইচ্ছায় ভক্তগণ ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য এ জগতে আগমন করেন। সেই ভগবদ্ভক্তের সেবা-দ্বারাই ভগবৎসেবা লাভ করা যায়। তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া ভগবৎসেবা লাভের আশা আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিষ্ফল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা এই কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা স্বেচ্ছায় ভগবৎকৃপালাভের একমাত্র সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

আমরা অনর্থযুক্ত জীব। তজ্জন্য প্রথমমুখে ভক্ত ও অভক্ত, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিতে পারি না। ইহাতে হতাশ হইবার কিছু নাই। কারণ, ভগবদ্ভক্ত বড় দয়াল। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক নিষ্কপট সেবোন্মুখ ও সরল হৃদয়ে তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকট করেন, সেবকের নিকট নিজেই নিজের পরিচয় দেন। শুদ্ধসত্ত্বচিত্তে তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, আর বিষয়মলিন চিত্তে দর্পণের পরিষ্কার স্বচ্ছ আলোময় বস্তু যে পরতত্ত্ব, তাহা অজ্ঞান অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। আমরা যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাই, ভগবানের সেবা লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে যাহাতে আমরা শুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট হইতে পারি তজ্জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অনুক্ষণ সকাতর ক্রন্দন করিতে হইবে। শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়েই সত্যবস্তু প্রকটিত হন। এই সত্যের সন্ধানপ্রাপ্তিই যদি আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সত্য সাক্ষাৎকারের, তত্ত্বজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় প্রকৃত সত্যস্বরূপ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গ ও কৃপা অবশ্য পাইব।

আমরা অনেক সময় ভক্তগণের সেবা করিবার ভাণ করি বটে, কিন্তু কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের আনুগত্য করি না। তজ্জন্য আমরা সত্য হইতে দূরে অবস্থান করি। সত্যদর্শনের ইচ্ছা যাহাদের আছে, সত্যের সেবক ভক্তের সঙ্গলাভের ইচ্ছা তাঁহাদের না থাকিয়া পারে না। যেখানে সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা আছে, সেখানে বাস্তব সত্য শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ ও সেবালাভের জন্য ব্যাকুলতা নিশ্চয়ই জাগিয়াছে এবং তজ্জন্য ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থনাও হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

সত্যের সম্যগ দর্শন না হইলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভক্তসঙ্গপ্রভাবে ভক্তের কৃপাতেই আমাদের নিত্য সেব্যের সহিত সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ লাভ হয়। যে নিষ্কপটে সত্যের কৃপাপ্রার্থী হয়, সে সত্যের কৃপা বা সেবা নিশ্চয়ই পাইয়া থাকে। সত্যের কৃপা চাই অথচ পাই না, এরূপ হইতেই পারে না। যেখানে কৃপা চাওয়ার ক্রিয়া আছে, অথচ কৃপা পাওয়া যাইতেছে না, সেখানে নিষ্কপটে কৃপা চাওয়া হয় নাই জানিতে হইবে। নিত্য বাস্তব সত্যবস্তু ভগবান্ কৃপা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁহার কৃপা বা সেবাপ্রদানে কোন ত্রুটী নাই। আমাদের কৃপাপ্রার্থনা বা সেবাপ্রার্থনায় গলদ আছে বলিয়া কৃপা-উপলব্ধি হইতেছে না।

আমরা বদ্ধজীব। সুতরাং সেবা করা ও প্রভুত্ব করা এই দুইপ্রকার ইচ্ছাই আমাদের জাগিতে পারে। যেখানে সেবাকাঙ্ক্ষা—সত্যের অধীন হইবার ইচ্ছা, সেখানে কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব করিবার স্পৃহা নাই। যাঁহার পুঞ্জীকৃত সুকৃতি থাকে, সাধুসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার অনর্থ কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইলে তিনি সত্যের প্রতি এবং সত্যসেবক সাধুর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন। তখন সশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে সেবাপিপাসা স্থান পাওয়ায় ভক্তের কৃপাতে তাঁহার ভক্তের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বাসনা উদিত হয়। তখন তিনি ভক্তের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া ভক্তসেবায় নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য পান।

হরিভজন করিতে হইলে প্রথমে শ্রদ্ধাই আবশ্যক। কিন্তু শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানে ও শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই যদি না থাকে, তাহা হইলে হরিভজনের আশা নাই। শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ, যদি শ্রদ্ধা বা বীজই না থাকে তাহা হইলে ভক্তি কি করিয়া হইবে?

ভগবৎকৃপায় যাঁহার শ্রদ্ধালাভ হইয়াছে, তিনিই ভক্তের প্রতি আপনবুদ্ধি করিতে পারেন। ভক্তের প্রতি আপনবুদ্ধি বা প্রীতি হইলে আর জড়ে প্রীতি থাকে না। সেবোন্মুখের নিকটই সত্য প্রকাশিত হন। যুক্তি দ্বারা এই সেবোন্মুখতালাভ হয় না। যুক্তিকে প্রভু করিলে সত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সত্যবস্তুটী অধোক্ষজ বস্তু—প্রভুবস্তু। সুতরাং সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে সত্যের সম্পূর্ণ অধীন হইতে হইবে—শরণাপন্ন হইতে হইবে। সত্যের নিকট শরণাপন্ন না হইলে সত্য উপলব্ধ হয় না। একমাত্র শ্রৌতপন্থাতেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রৌতপন্থা ত্যাগ করিয়া তর্কপন্থা বা অন্য কোন পন্থা আশ্রয় করিলে সত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। সত্যের কৃপা পাইতে হইলে অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে হইবে। তবেই সত্যের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং সত্যের কৃপা ও সেবালাভ হইবে।

যৎকিঞ্চিৎ

— —::•::— —

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান এবং তদীয় জনই আমাদের একমাত্র বন্ধু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণসেবাপ্রদাতা। শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত জীবের হৃদয় কোনকালেই নিষ্কাম বা অন্যাভিলাষ কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি-নির্ম্মুক্ত হয় না। সেবা তৎপরতা অভিন্নস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে চিদ্‌বলে বলীয়ান করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ। সংসারে একমাত্র রক্ষক শ্রীগুরুপাদপদ্মের রক্ষকত্ব সঙ্কোচন হইলে কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। পুত্র কি কখন চিন্তা করে যে, 'আমি পিতার দ্বারা রক্ষিত হইতেও পারি, না হইতেও পারি। পিতা আমাকে স্নেহ করেন কিনা, বিশ্বাস করেন কিনা?' পুত্রকে স্নেহ করাতে—বিশ্বাস করাতেই তাঁর পিতৃত্ব—এ বাক্য এই কথা না বুঝিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত পিতার দ্বারা বঞ্চিত হইবার কুস্বপ্ন দেখে সে কি পুত্র সংজ্ঞার যোগ্য? যে ব্যক্তি শুধু দৈন্য দেখাইবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে বা ঐরূপ ভাব অন্তরে পোষণ করে সে কি কখনও শিষ্য পদবাচ্য হইতে পারে? সে যত কপট দৈন্য দেখাইয়া লোককে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করুক না কেন, সে মহা দাম্ভিক, মহা-কপট। সে প্রথমেই মঙ্গলময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করিয়াছে। তাই সে সব সময় সন্দেহ করে, 'তাই ত' গুরুপাদপদ্ম আমাকে বিশ্বাস করেন কিনা কে জানে?' এইরূপ অবিশ্বাস প্রবণতা হৃদয়ের অন্তরালে তিলমাত্র থাকিলে শ্রদ্ধা ত' দূরের কথা, শ্রদ্ধাই লাভ হইবে না। আমরা যদি বাস্তবিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা লাভ করিয়া তাঁহার সুখবিধান করিতে চাই তাহা হইলে যিনি সাধুগুরুকৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ গুরুপাদপদ্মৈকনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ করিতে হইবে, তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রবাহের মধ্যে নিরন্তর অবস্থান করিতে হইবে।

আমরা হরিভজনের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক মঠে বাস করিতেছি। কিন্তু আমরা প্রায় অনেকেই কৃষ্ণকাষ্ণ-সুখপর বাস্তব মঙ্গলের রাস্তা ছাড়িয়া স্বসুখপর কল্পিত মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত। কিরূপে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান করিতে পারিব সে বিষয়ে নিষ্কপট চেষ্টা খুব কম লোকেরই আছে। ইহার দ্বারা বলা যাইতেছে না যে, আমরা মঙ্গল ছাড়িয়া অমঙ্গল বরণ করিব। তবে আমাদের কল্পনার মঙ্গল আমরা চাহিব না। আমাদের মঙ্গল কেবলমাত্র মঙ্গলময় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধানেই নিহিত। মঙ্গলময়গণের সুখবিধান ছাড়া আমাদের আর অন্য প্রকার মঙ্গল কি থাকিতে পারে? মঙ্গলের অর্থ আমরা বুঝিয়া রাখিয়াছি, একটু শান্তিলাভ বা কামক্রোধাদি রিপুগণের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা অর্থাৎ অনর্থনিবৃত্তি। কিন্তু অনর্থনিবৃত্তিই ত' শেষ কথা নহে। আমাদের প্রকৃত মঙ্গল অর্থপ্রবৃত্তিই দরকার। অর্থপ্রবৃত্তি হইলে অনর্থনিবৃত্তি আপনা হইতেই হয়। তজ্জন্য পৃথক চেষ্টা করিতে হইবে না। কেবল অনর্থনিবৃত্তিই মঙ্গললাভ [illegible] নহে। [illegible] অর্থপ্রবৃত্তি [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধানের জন্য [illegible] অনর্থনিবৃত্তিরূপ মঙ্গল আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া থাকে। [illegible] আমাদিগকে [illegible] মনে রাখিতে হইবে।

এই [illegible] লাভ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের [illegible] কোথায়? জীবন [illegible] ধারণ [illegible] হইল না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যোগ-মান [illegible], যোগ আনা শ্রীগুরুপাদ [illegible] মান-আনা চেষ্টা করিবার [illegible] আশ্রিত না হইলে গুরুসেবা কি করিয়া হইবে? পূর্ণবস্তুর সেবা করিতে হইলে সেই পূর্ণবস্তুতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা দরকার। তাহা হইলে পূর্ণ কৃপা পাওয়া যাইবে। আংশিক দিলে আংশিক পাওয়া যাইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিভুবস্তু। তিনি গুরু, আমরা লঘু। [illegible] সর্ব্বস্ব দেওয়াই আমাদের কাজ। আমি [illegible] আমার [illegible]

আমার নহে। বিশ্বনাথ শ্রীহরিই সকলের মালিক। তাঁহার বস্তু তাঁহাকে দিব। এই দেওয়ার মধ্যে আমার বাহাদুরী ত' কিছু নাই। এত দিন যে তাঁহার বস্তু তাঁহাকে না দিয়া বেয়াদবি করিয়াছি, তাহাই অন্যায় নহে কি?

ভগবদ্ভক্তগণ অমানী ও মানদ। তাঁহারা তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু এবং তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন— এই শিক্ষা স্বয়ং আচার করিয়া বিশ্বে প্রচার করেন। কিন্তু হরিসেবাবিমুখ বহির্ম্মুখ সম্প্রদায় তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ পরোপকার বৃত্তির প্রতিও ঈর্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তাহারা ভগবদ্ভক্তগণের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দোষ আরোপ করিতে ব্যস্ত হয়, সাধুগণের গুণকীর্ত্তন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ও দর্শনের সৌভাগ্য তাহাদের হয় না। এমন কি সজ্জনগণ ঐ মহাবদান্য সাধুগণের গুণকীর্ত্তন করিলেও তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা ভগবদ্ভক্তগণকে তাহাদের প্রতিযোগী আক্রমণের বস্তু বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তগণ কখনই তাহাদের শত্রু বা প্রতিযোগী নন।

জগতে দুই প্রকার সৃষ্টি রহিয়াছে— এক প্রকার হরিসেবোন্মুখ সুর-সম্প্রদায়, অপর প্রকার হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী অসুর সম্প্রদায়। সুরগণের প্রতি হিংসাকার্য্যে অসুরগণ চিরকালই নিযুক্ত থাকে। যেমন ব্যাস, নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি সুরগণ জগতে আসেন, সেই প্রকার শিশুপাল, দন্তবক্র, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিও জগতে আসিয়া থাকে। আমরা শ্রীচৈতন্যে এই প্রকার উভয় সম্প্রদায়ের কথা শুনিতে পাই। কালে কালে অসুরগণ সুরগণের প্রতি অযথা অশেষ হিংসা করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা সুরগণেরই মাহাত্ম্যই জগতে অধিকতর প্রকাশিত হয়।

ভক্তকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতা-গুণে তাহা সহ্য করেন, কিন্তু মহতের দাসগণ তাহা কখনই সহ্য করেন না। ভক্তগণ স্বীয় নিন্দায় মৌন থাকেন বলিয়া অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে যে, সাধুগণের তাহা হইলে দোষ আছে, তজ্জন্যই তাহারা অসম্মানিত, নানাভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াও তাহার প্রতিকার ও প্রতিবাদ করিতেছে না। কারণ, নির্দ্দোষ হইয়াও দোষের জন্য নির্ব্বিবাদে শাসিত হওয়া জগতে অস্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা ভক্তের সহিষ্ণুতার কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের দুইপ্রকার বুদ্ধিহীনতার বিক্রম বুঝিতে বাকী থাকে না।

ভক্তগণ নিজেদের নিন্দাস্তুতিতে নিরপেক্ষ থাকিলেও তাঁহাদের কিঙ্করগণ তাঁহাদের গুরুবর্গের নিন্দা, অসম্মান কিছুতেই সহ্য করেন না। তাঁহারা গুরুবৈষ্ণবনিন্দাকারীর তেজ সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট করেন। যাহারা গুরুদাসগণের এই চিত্তবৃত্তির কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের তৃণাদপি সুনীচতার কমতি আছে মনে করেন, তাঁহারা আদৌ তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই বলিতে হইবে।

অসত্যের প্রতিবাদ করা আবশ্যক। চোরকে চোর বলা কিছুতেই নিন্দা হইতে পারে না, পরন্তু তাহা লোককে সাবধান করারূপ পরমোপকারই বলিতে হইবে। যাহারা গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী, তাহাদের তাদৃশ চিত্তবৃত্তির অলৌকিকতা ও ভীষণতা সকলকেই বলিয়া দিতে হইবে।

হরিনামকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এই কলিকালে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই অতি সহজে জীবের পরমপ্রয়োজন বা নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিতে হইবে। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিনামের সেবা করেন, হরিকীর্ত্তন করেন তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিলে আমাদের শ্রীনামে রুচি হইবে, কীর্ত্তনে অধিকার হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

২৪পরগণায়

গত ২০শে চৈত্র ৩রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করিয়া ইছামতী নদীর বক্ষে নৌকাযোগে খোল-করতালসহ শ্রীগৌরবিহিত-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পুড়া গৌড়ীয়মঠে পৌছিয়াছেন।

পরদিবস পুড়া গৌড়ীয়মঠের নাট্য-মন্দিরে গ্রামস্থ বহু শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ভদ্রমহোদয়গণের সমাবেশ হয়। শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ উপকৃত হন। পাঠের আদি ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তাহার পরদিবসেও সন্ধ্যায় বহু লোক মঠে আসিয়া পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করেন।

২৩শে চৈত্র ৬ই এপ্রিল রবিবার দিবস প্রচারকগণ কাবিলপুর নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে উপস্থিত হন। ঐ দিবস শ্রীরাম-নবমী উপলক্ষে গ্রামের বহু লোক শ্রীযুত তারকনাথ বাবুর বাড়ীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী সন্ধ্যার সময় শ্রীরাম-নবমী সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ পাঠ কীর্ত্তন হওয়ার পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

২৫শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার দিবস কাবিলপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র মল্লিক মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন। তাঁহার আগ্রহে প্রচারকগণ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সন্ধ্যার সময় দুইঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্নস্থানে প্রচার-কার্য্যাদি করিতেছেন। গত ১২।৪।৪১ তাং শনিবার সন্ধ্যার সময় কাবিলপুর গ্রাম হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে গোয়ালদহ নামক গ্রামের শ্রদ্ধালু সজ্জন শ্রীযুত অন্নদাচরণ সরকার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে ও উদ্যোগে তাঁহার গৃহে কীর্ত্তনপার্টি সহ গমনপূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট পাঠকীর্ত্তন শ্রবণের জন্য গ্রামস্থ বহু ব্যক্তি যোগদান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৩।৪।৪১ তাং রবিবার দিবস নয়াবস্তিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত মন্মথনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে প্রচারকগণ বেলা প্রায় ৫ ঘটিকার সময় কাবিলপুর হইতে রওনা হইয়া যথাসময়ে নয়াবস্তিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। পরে ভক্তিশাস্ত্রীজী রাত্রি ৭॥০ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত আড়াই ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের চরিতাখ্যান অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ করেন। গ্রামের বহু সজ্জন ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। পাঠ শ্রবণে সকলেই আনন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

রেঙ্গুণে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুণ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া রেঙ্গুণের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচার করিতেছেন। গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা থারাবাড়ী ও থঞ্জ-নামক স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন। থঞ্জএর লীডার মিঃ এস্, আর সেন মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সেবকবৃন্দ ঐ স্থলে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া স্থানীয় শিক্ষিত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করেন।

গত ২৮শে মার্চ্চ তাঁহারা বোচিসগঞ্জ ও থিগন্ নামক স্থলে ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। গত ৩১শে মার্চ্চ সেবকবৃন্দ আথানিল-নামক স্থানে এম্ এল্ গুপ্ত এ্যাণ্ড কোং রাইস মিলের বাঙ্গলোতে হিন্দি ও ইংরেজী-ভাষায় হরিকথা আলোচনা করেন। নাথানিলবাসী মিঃ বল্লভজী অগ্রবাল, মিঃ দাউজী ভোজরাজ ও মিঃ কে, আর, এম্ কেদারসিন চেট্টিয়ার প্রমুখ ভদ্রব্যক্তিগণ প্রচারকগণের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হন। প্রচারকগণ সম্প্রতি পাউণ্ডে-নামক স্থানে প্রচার করিতেছেন।

পাটনায়

গত ৩রা এপ্রিল, বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নির্দ্দেশানুসারে পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক প্রতিদিন প্রত্যুষে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন স্থানেও পাঠকীর্ত্তনাদি হইতেছে।

গত ৫ই এপ্রিল, শনিবার স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ পালিত মহোদয়ের গৃহে গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "ধ্রুব"-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৬ই এপ্রিল, রবিবার শ্রীরামনবমীর দিন পাটনা-সহরের কদমকুয়া-মহল্লার উকিল নানকপ্রসাদ এম-এ, বি-এল মহোদয়ের গৃহে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ভক্তিশাস্ত্রী "শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামসেবা"-সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৭ই এপ্রিল সোমবার গর্দ্দানীবাগস্থ শ্রীযুত রামবিলাস সিং মহাশয়ের সাদর আহ্বানে পাটনা-মঠের কতিপয় সেবক তদীয় গৃহে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গুরুবন্দনাদি করেন। তৎপরে ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবৎ হিন্দি-ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার নিমন্ত্রিত হইয়া মঠসেবকবৃন্দ লঙ্গরপুরস্থ শ্রীযুত মনোরঞ্জন চাটার্জ্জী মহোদয়ের গৃহে সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় গমন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন—বড়বাজার ৯-১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এ

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপ্রাণগোবিন্দ [illegible]

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীধামদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীরাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদেবস্বরূপবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাহাড়বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

ব্রজস্বানন্দসুখকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক শ্রীইন্দ্রদমন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেত-বিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরাসমণ্ডল দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়াব ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁধগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ঘ্যাড়েষ্টোন রোড, হাউণ্ড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীমতিলেশর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট [illegible] আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং পারমার্থিক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই [illegible] অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র [illegible] চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), লেখকের ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] বর্ণানুক্রমিক সংস্কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index, Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। মূল্য ১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য [illegible] [illegible] ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ [illegible] 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা [illegible] বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ [illegible] ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] অপূর্ব্ব [illegible] সংস্করণ [illegible] গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রী [illegible] পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] অনুবাদ। [illegible] ও অনুবাদ [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহজ বোধ্যোপযোগী করিয়া [illegible] সহজ বাংলাও পদ্য হইয়াছে।

[illegible] ৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। ভিক্ষা—১৲ [illegible]। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

[illegible] ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরিত্র পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম ও [illegible] স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধ্য)	৬৲
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	[illegible] (অবাধ্য)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড ৸০, [illegible] খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড- ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	৸০
৭।	শ্রীচৈতন্যচরিত	১।০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	[illegible]	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	[illegible] (অবাধ্য)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি ([illegible])	৸০
১৪।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	॥০
১৫	বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible]	১০
১৬।	[illegible]	৸০
১৭।	[illegible]	।০
১৮।	[illegible]	॥০
১৯।	[illegible]	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৶০
২১।	গৌড়ীয় গীতা	।৶০
২২।	ভজন রহস্য	॥০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (অবাধ্য)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীধর [illegible] টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা ([illegible] সহ)	১৲
২৬	[illegible]	॥০
২৭	[illegible]	১৲
২৮।	[illegible] (সানুবাদ)	
২৯।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ) (অবাধ্য ॥৵০ বাধা ৸০)	
৩০।	[illegible]	৵০
৩১।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	।৶০
৩২।	[illegible]	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	[illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ([illegible])	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	৴১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২॥০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১০
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৴১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৴০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
৬০।	সাধুবাণী	৴০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫।	সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭।	সংগ্রাম শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৬৯।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	[illegible]	॥০
৭১।	[illegible] ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২।	নামভজন	৴০
৭৩।	[illegible] এণ্ড [illegible]	॥০
৭৪।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।৶০
৭৫।	লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭।	[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]	৴০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	[illegible] এণ্ড [illegible] ডিভোশন	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	১৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা	৸০
৮৫।	সাধনপথ	৷০
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭।	গীতাবলী	৴১০
	শরণাগতি	৴০
৮৯।	শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবাণী	॥৶০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৹, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে। অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টিকা পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষামাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহোপদেশক শ্রীমদ্ নিশিকান্ত সান্যাল তীর্থ মহোদয় লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আর্ত্ত পরমার্থিকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে সব বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সারাংশ... অন্বয় গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিপক্ষ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

(শনিবার ব্যতীত / শনিবার অন্য দিন)

কলিকাতা ছাঃ	৫-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬ ০৩	১৭-৫৬	২১ ২৬
দমদম	৪ ৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯				২১ ৪৯
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-০১	১৯-৩৫	০ ২৫
(বদল) ছাঃ	...	...	৯-৩৩	...	...			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫ ৩৮	১৭ ৩১	১৯ ১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮ ২৩		২১ ১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

(শনিবার ব্যতীত / শনিবার অন্য দিন)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-০২			১৬ ৯	১৬ ৩০	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬ ২৯	৯-২১			১৬-১২	১৬ ৪০	১৮ ৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৭	৯-৫৫			১৬-৫৬	১৭ ১৭	১৯-২৯	
(বদল) ছাঃ	৫-০১	৭-১০	৮ ৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৯	১৯-০৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	...				১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২ ৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৫৬	১৯ ১৯	২১ ৪০	০-৩০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩১
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত ভিজিয়ানাগার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিহিত অনাবৃত বাংলার মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত উপদেশ তথা দেশের বহুদেশসমূহের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার সুমীমাংসিত সিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদের সুললিত বদনে ও তত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তবাণীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণভক্তিরত্নাকর আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসমূহের অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস
কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবাসী সুস্থ, পল্লীবাসীর আনন্দের একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি খুব অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO. C 1544

শ্রী শ্রীভক্তিরত্নমালা
—০ঃ—
শ্রীল রাধারমণ ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথামৃত, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দশম উপনিষদের অভিনব সংস্করণ। ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—আরামী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃ০ঃ—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে সরলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] মায়াপুর ৮ই বৈশাখ ১৩৪৮, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪১ সোমবার [৩৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

ছাত্রীদের পরীক্ষায় কৃতিত্ব

কলিকাতার কতিপয় সংবাদ-পত্র মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রবেশিকা-পরীক্ষায় আজকাল ছাত্রগণ ছাত্রীদের সহিত সংখ্যা বা যোগ্যতায়, কোন রকমেই যেন আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমরা ছাত্রীদের এই কৃতত্বের কথায় আনন্দিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন দেখি, ছাত্রীরা ছাত্রদের সহিত একই পাঠ মুখস্থ করিয়া তাহাদের শতকরা নম্বর অনেকও অধিক নিজেদের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে পারিতেছে না, অনেকেই তাহা বিশেষভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আমাদের সে আনন্দে দুর্ভাবনার ছায়া পতিত হয় এবং ছাত্রদের পাঠপ্রকরণ যে ছাত্রীদের একেবারেই অযোগ্য, উহাতে তাহাই বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং যতদিন না ছাত্রীদের পাঠ-প্রকরণ পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহারা স্বাস্থ্য অটুট রাখিয়া অধীত বিদ্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন না করেন, ততদিন এ বিষয়ে প্রকৃত আনন্দলাভ সম্ভাবিত হইতে পারে না।

ভিক্টোরিয়া-মার্কা টাকা

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের পর ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা অচল হইয়া যাইবে বলিয়া নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু এই টাকা আরও ছয়মাসকাল অবাধ চলতি থাকিবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪১) পর্য্যন্ত ট্রেজারী এবং কোর্ট অফিসে উক্ত টাকা গ্রাহ্য হইবে। ষ্টেট রেলওয়েগুলির ষ্টেশনেও ভাড়া ও মাশুল বাবদ ভিক্টোরিয়া টাকা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪১) তারিখের পর অবশ্য উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোম্বাই ও কলিকাতা অফিস ছাড়া অন্য কোথায়ও গ্রাহ্য হইবে না।

ই, বি রেলের আয়বৃদ্ধির জন্য

বিগত ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতায় ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সভাপতিত্বে স্থানীয় পরামর্শ-কমিটির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে জেনারেল ম্যানেজার তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, ই বি রেলের আয় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ফেব্রুয়ারীতে আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৯৫ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের ফেব্রুয়ারীর তুলনায় আয় শতকরা ১৯°৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পার্ক সার্কাসে একটি ফ্ল্যাগ ষ্টেশন স্থাপন, চট্টগ্রাম ষ্টেশনে একটি সাইডিংএর ব্যবস্থা, নীলম টিকেট ফটোগ্রাফের ব্যবস্থা, কোন কোন ষ্টেশনে ইণ্টার ক্লাসের যাত্রীদের জন্য ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমের ব্যবহারের অনুমতি প্রভৃতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হইয়াছিল। সুতরাং ই-বি-আর কর্তৃপক্ষ যে নিম্নশ্রেণীর ভাড়া হ্রাস ও তাহাদের সমধিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থায় মনোযোগ দিতে পারেন নাই, তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের আর আক্ষেপ করার কিছু নাই।

ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পত্রাবলী আবিষ্কার

আসাম, কাছাড়, মণিপুর, কুচবিহার ও ভুটানের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত কতগুলি পত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ পত্রগুলিকে ইম্পীরিয়াল রেকর্ড বিভাগে রাখা হইয়াছে। কতকগুলি পত্রে রাজা রামমোহন রায়কে রংপুরের কালেক্টর মিঃ ডিকবীর দেওয়ান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ১৮১৫ খৃঃ রামমোহন রায় কৃষ্ণকান্ত বসু নামে এক ভদ্রলোকের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্টরূপে ভুটান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। এই পত্রের তথ্য রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-সম্বন্ধে যে মতভেদ ছিল তাহা নিঃসন্দেহরূপে দূর করিবে।

কুচবিহারের মহারাজা ও তাঁহার সেনাপতির মধ্যে গৃহ-যুদ্ধের বিবরণ কতকগুলি পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আসামের রাজা গৌরীনাথের রাজত্বকালে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, কতকগুলি পত্রে তাহার বর্ণনা আছে।

ইম্পিরিয়াল রেকর্ডকীপার ডাঃ এস, এন, সেন এই পত্রগুলি বর্ত্তমানে পরীক্ষা করিতেছেন। এই পত্রগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

কাটোয়ায় দুর্ভিক্ষের ছায়া

সুদীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে এবার বর্দ্ধমান জেলায়, তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া কাটোয়া মহকুমার সর্ব্বত্র যে দুর্ভিক্ষের করালছায়া পতিত হইতে দেখা যাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কলিকাতা প্রবাসী এই জেলার সদাশয় মহানুভবগণের দ্বারা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এল এ মহাশয়কে সভাপতি করিয়া ইতিপূর্ব্বে একটি কেন্দ্রীয় বর্দ্ধমান জিলা দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ সমিতির সহযোগিতায় দুর্ভিক্ষপীড়িত কাটোয়া মহকুমাবাসীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার আশায় শীঘ্রই একটি মহকুমা দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি গঠনহেতু গত ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কাটোয়ায় একটি সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচনে সমিতির গঠনকার্য্য পূর্ণ হইয়াছে ও বুভুক্ষু নরনারীগণের জীবনরক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বুজরুক কীর্ত্তিতে সভা

গত ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান জেলার বুজরুকদীঘী ইস্কুল কম্পাউণ্ডে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক মিঃ হ্যানিম্যানের জন্মদিবস উপলক্ষে এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু চিকিৎসক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

NOTICE

Large number of Viceroy's commissioned officers for the Royal Indian Army Service Corps will be recruited soon.

Apply to the District Magistrate of Nadia immediately.

Sd/ S. K. Dey.
District Magistrate,
Nadia.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের সংস্কৃতের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যালীলাসরিৎ মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ৭৫।৭৬টি আদর্শ ও সুচিত্রিত প্রধান নানাচিত্র বিচার চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভারতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩১৩ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬৬০। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীহস্ত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থ শেষভাগে পারিভাষিক সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র Index (Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্দশাধ্যায় বঙ্গদেশের প্রাচীন অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কৃত শ্লোকাবলী ও সংস্কৃত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ নব গ্রন্থ রূপে গৌড়ীয় বিশ্ববৈষ্ণব প্রকাশ করিয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনবদ্বীপ ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরানাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকানুযায়ী বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত গীতার ইহা প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অবতরণ ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকবর্গের বোধসৌকার্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

মহামহোপদেশক শ্রীল বনমালী দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কর্ত্তৃক সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (কাবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (কাবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	৸০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৷০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১৷০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	[illegible]	॥০
১৯।	ভক্তি বিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	১৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	১৵০
২২।	ভজন রহস্য	॥০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (রসিকরঞ্জন-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার [illegible]	॥০
২৭।	প্রাকৃতরসশতদূষণী (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অর্দ্ধ বাঃ ১৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	দ্বীপ-দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	১৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭।	শ্রী [illegible]	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৶০
৪১।	গীতাবলী	৴১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২৲
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	৴১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	।০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও [illegible]	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲
	সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫।	সটীকা শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৬৯।	[illegible]	৶০
	ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০।	রায় রামানন্দ	॥০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২।	নামভজন	৴০
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মর্ফলজি এণ্ড অন্টোলজি	॥০
৭৪।	থিয়েটীক ওয়ার্ডস্	১৵০
৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৩৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
	উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪।	শ্রী[illegible]	৸০
৮৫।	সাধনপথ	॥০
৮৬।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭।	গীতাবলী	৴১০
	শরণাগতি	৴০
৮৯।	[illegible]	১৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	।০
	তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১।	শরণাগতি	।০
	তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যাপ্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ | ১০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২১শে এপ্রিল, ইং ১৯৪১, সোমবার | ৩৭৩ম সংখ্যা

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মধুসূদন, সর্ব্বশিব সঙ্গণ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রবণ

——::•::——

শ্রবণকারীই শিষ্য। শ্রবণ করার নাম শিষ্য হওয়া। হরিকথার রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর আছে—এই বিশ্বাসে যাঁহার আছে, তাঁহারই শ্রবণ হয়। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির কর্ণেই হরিকথা প্রবেশ করেন। হরিকীর্ত্তনকারী সাধু ও সাধুর কীর্ত্তিত হরিকথায় যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার শ্রবণ হইবে না। আত্মনিবেদন করিয়া—সাধুগুরুর নিকট আভগমন করিয়া—সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রবণ করিতে হয়। শরণাগত হওয়ার পর শ্রবণই ভক্তির প্রথম অনুষ্ঠান। এই শ্রবণ নিত্য। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই আত্মনিবেদন ও শ্রবণকে প্রকট করায়। 'আমি সাধুগুরুর পদধূলি',—ইহাই শুশ্রূষু শ্রোতা বা শিষ্যের অভিমান। শিষ্য চিরকালই শিষ্য। তাঁহার কখনও গুরুর সমান অভিমান নাই। তিনি নিত্যকাল শ্রবণ করেন। শিষ্য হইয়া যাহা করা যায়, তাহাই শ্রবণ। সাধুগুরুর আজ্ঞায় যে কীর্ত্তন বা পাঠাদি, তাহাও শ্রবণের নামান্তর। 'আমি তোমার দাস'—শিষ্যের এই দাসাভিমানই প্রবল।

শ্রবণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—কামাদি কথার বা পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হইবে। শ্রবণের অভিনয় করিলে মঙ্গল হইবে না। শ্রবণ সাক্ষাৎ ভক্তি। ইহা অর্পণ নহে। আগে অর্পণ তা'র পরে শ্রবণ। শ্রবণ করিলে ভগবানের সুখ হয়, আমার সুখ নয়,—এ কথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। আমার শ্রবণ করার ফলে গুরুকৃষ্ণ সুখ পাইতেছেন,—এই চিন্তা করিয়া যে শ্রবণ, তাহাই প্রকৃত শ্রবণ। শ্রবণের ফলটা পাইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই শুদ্ধভক্তি। নীরাগ শ্রবণগুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হইবে। ইতরবিষয়ানুরক্ত সরাগ ব্যক্তির নিকট শ্রবণের ফলে কোন মঙ্গল হইবে না।

প্রথমে সাধুগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে হইবে। এই আশ্রয়ের নামই দীক্ষা। তখনই আত্মসমর্পণ। এই দীক্ষিত, শরণাগত বা আশ্রিতই শিষ্য বা শ্রবণকারী। আত্ম-নিবেদন করিয়া শরণাগত হইয়া শ্রবণ করিতে হয়। সেইরূপ শ্রবণের ফলে কীর্ত্তন হয়। শরণাগত হইয়া কৃপা বা সেবা চাহিতে হয়। শরণাগতি ও কৃপা—শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ যুগপৎ লাভ হয়। শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলসেচন করার পূর্ব্বেই আত্মসমর্পণ আবশ্যক। শ্রুতির প্রতি বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। সাধু বেদমূর্ত্তি বা শাস্ত্রমূর্ত্তি। এই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহাতে আত্মনিবেদন যুগপৎ হওয়া চাই। শ্রদ্ধা, শরণাগতি বা আত্মনিবেদন চেতনের স্বপ্রকাশমাত্র। আত্মনিবেদন চেতনবৃত্তির অস্ফুট অবস্থা বা preliminary stage. এই প্রথম কার্য্যই যদি না হয়, তাহা হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদি কি করিয়া হইবে?

নবধা ভক্তির মধ্যে যে কোন একটী হইতেই সিদ্ধিলাভ হয় বটে, কিন্তু তথাপি অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য প্রথমেই নামশ্রবণ আবশ্যক। নামশ্রবণের ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা শ্রবণ দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ-সকলের সম্যগ্‌রূপে স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীভগবৎপরিকর-গণের ও নিজের সিদ্ধপরিচয় প্রকাশিত হয়। শ্রবণ মহতের শ্রীমুখ হইতেই করিতে হইবে, তবেই সিদ্ধিলাভ হইবে। শ্রবণ করিতে হইলে ভগবৎগুণকীর্ত্তনরত মহাপুরুষের অনুসন্ধান ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষার প্রয়োজন। তাঁহার অনন্যভজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি ও জীবে দয়া প্রভৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে অনর্থবিধ্বংসিনী কৃষ্ণাকর্ষিণী বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনাম, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরূপ, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগুণ, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপরিকর বা নিজজন ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীলীলার কথাসমূহের শ্রোত্রস্পর্শই শ্রবণ নামে কথিত। ভগবানের গুণশ্রবণের ন্যায় মহাভাগবতগণের গুণশ্রবণও নিত্যমঙ্গলপ্রদ। গুরুবর্গের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে অনর্থ দূর হয়, হৃদয়ে বল আসে এবং তাঁহাদের আদর্শে চিত্ত আকৃষ্ট ও শুদ্ধ হয়। শ্রবণ দ্বিবিধ—মহাজনকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত, যেমন শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি। আর মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত, যেমন শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা। যাঁহারা সেবোন্মুখ ও শুশ্রূষু হইয়া এই দুই প্রকার শ্রবণ অনুশীলন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইয়া যান। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "শ্রীভগবানের শ্রীনামাদির শ্রবণই প্রথমতঃ পরম শ্রেয়ঃস্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজনের দ্বারা আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদি শ্রবণ অধিক মঙ্গলকর। তন্মধ্যেও মহাজনগণ ঐ সকল প্রবন্ধ স্বয় কীর্ত্তন করিলে তাহা ততোধিক মঙ্গলপ্রদ হয়, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ অধিক মঙ্গলদায়ক, তাহাও যদি পুনরায় মহাজনের দ্বারা কীর্ত্তিত হন, তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করেন।"

হরিকথা-শ্রবণে কাহারও রুচি create করা যায় না। ভাগ্যবান্‌ জীবেরই হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ ও উৎসাহ হয়। হরিকথায় রুচি হইতেছে না বলিয়া হরিকথা শ্রবণ পরিত্যাগ করিলে মঙ্গল হইবে না। হরিকথায় আদর ও যত্ন না থাকিলে মঙ্গলের আশা নাই। আদরই সেবোন্মুখতা। যেখানে অনাদর, সেইখানেই সেবাবিমুখতা। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "যদি শ্রীভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিতনিদ্র, একাকী, নির্ব্বেদযুক্ত, যথার্থমার্গদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নিলর্জ্জ হইয়া তদ্বিষয়ে রতিজনক নামসমূহের পাঠ করিবে। শ্রবণই সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিবে। শ্রবণ-কারীই দীন ও কাঙ্গাল। শ্রবণকারী শ্রবণকে প্রভু বলিয়া বরণ করেন, শাসক বলিয়া জানেন। তিনি প্রভুর শ্রীমুখকীর্ত্তিত বাণীকে মাপিতে যান না। ইহাই প্রকৃত শিষ্যত্ব।

——

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::•::——

সরল ও দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। নতুবা হরিভজনের আশা নাই। দোষের পুঁটলি রাখিয়া কেবল কৃপার দোষ দিলে মঙ্গল হইবে না। কৃপার কোন দোষ নাই। আমি জলে না নামিলে তাঁহারা কিরূপে আমাকে সাঁতার শিখাইবেন? যে কৃপা চায় সে ত' সেবোন্মুখ। সেবোন্মুখের কাছে ত' সেব্য আসিবেনই। সুতরাং সেবোন্মুখ না হইয়া আমার মৌখিক কৃপা-প্রার্থনার মূলে কপটতা ছাড়া আর কি আছে?

ভক্তিপ্রতিকূল কার্য্য বর্জ্জনপূর্ব্বক ভক্ত্যনুকূল কার্য্য স্বীকারের সংকল্প নিষ্কপট ও সুদৃঢ় হইলে এবং সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিজ শক্তিসামর্থ্যের দাম্ভিকতা ছাড়িয়া সর্ব্বতোভাবে সাধুগুরুর শরণাপন্ন হইবার বিচার হৃদয়ে স্থান পাইলেই পরম-করুণাময় গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে বল দান করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যে দুঃসঙ্গত্যাগ আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল, সাধুগুরুকৃপায় তাহা অনায়াসে সম্ভব হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাশক্তির বড়াই না করিয়া—তাঁহাদের অসীম শক্তিশালিনী কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া নিজ শক্তির বড়াই করিতে গেলে সর্ব্বনাশ অর্থাৎ ভক্তিহীনতা অবশ্যম্ভাবী।

সাধুসঙ্গলাভ অত্যন্ত দুর্ল্লভ হইলেও নিষ্কপট সেবাপ্রার্থীকে করুণাময় কৃষ্ণই সাধুসঙ্গের সুযোগ করিয়া দেন। কৃষ্ণপ্রিয় সাধুর সঙ্গলাভের নিষ্কপট প্রার্থনা কৃষ্ণপাদ-পদ্মে জানাইলে তিনি নিজেই চৈত্তগুরুরূপে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রিয়জনের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। আমরা যাহাতে অভক্তের সঙ্গের পাল্লায় না পড়ি তজ্জন্য কৃষ্ণই হৃদয়ে সদাচার ও সৎসাহস প্রদান করেন। মোহ ও অপরাধবশতঃই আমরা হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারি না। অনিত্য বস্তুর চিন্তা দ্বারাই জীব মোহগ্রস্ত হয়। সেইজন্য সাধুগণ শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে কালাতিপাত করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

যে বৈষ্ণবনিন্দা করে, যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে বৈষ্ণবের হিংসা করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম বা পূজা না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে এবং বৈষ্ণবদর্শনে যাহার আনন্দ না হয়—এই ছয় জনই অধঃপতিত হয়। কেবল যে বৈষ্ণবনিন্দুকই দোষী তাহা নহে, যিনি বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ করেন তাঁহারও অপরাধ হয়। শাস্ত্র বলেন,—ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থান ত্যাগ না করেন সে ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন।

যাঁহার নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি আছে তিনি মহৎ। এইরূপ মহতের সেবাই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ। ভগবদ্ভক্ত বা ভগবৎসেবাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সাধুসেবা। সাধুসেবার প্রথমেই সাধুর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়। সাধু দুই প্রকার—জ্ঞানিসাধু ও ভক্তসাধু—ব্রহ্মোপাসক বা আত্মারামতাপ্রাপ্ত এবং ভগবদুপাসক। 'কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে', সাধুর প্রতি এই বিশ্বাসই প্রকৃত শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধা হইতেই সেবায় নিষ্ঠা ও রুচি আসে। মূল শ্রদ্ধার অভাব যেখানে, সেখানে নিষ্ঠা বা রুচির অভিনয় অসতী স্ত্রীর স্বামিসেবায় অত্যাগ্রহের ন্যায়। সেব্য ও সেবক উভয়ে যদি এক ভূমিকায় অবস্থিত না হন তাহা হইলে পূর্ণসেবা কখনই হইতে পারে না। সেবক নিত্যকালই সেবক থাকেন। সেবক সেব্যের নিকট সেবা দ্বারাই পরিচিত ও আকৃষ্ট হন। সেবক ও সেব্য এক ভূমিকায় থাকিলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে লীলা-বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস হয় না। মুক্তগণও সর্ব্বদা তাঁহাদের অগ্রণীর অনুসরণ করেন। সেবক সর্ব্বদাই সেব্যের অনুগমন করেন। সেব্যের নিকট হইতে তিনি কখনও কিছু আদায় করিতে চান না। সেব্য-সাধুও নিজেকে তাঁহার অগ্রণীর অনুসরণকারী বলিয়া অভিমান করেন এবং তিনি সেবক-সাধুকে—তাঁহার সকল অনুসরণকারীকে স্বীয় অগ্রণীর অনুসরণকারী বলিয়া জানেন।

সাধুর অনুগমনই সাধুসেবা। সাধুর অনুশীলন দ্বারাই সাধুর অনুগমন হয়। সাধুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হওয়াই সাধুর শিষ্যত্ব বরণ ও সাধুর অনুশীলন। সাধুর আশ্রিত ব্যক্তিই সাধুর সেবাধিকার পায়। যদি সুদৃঢ় আশ্রয় থাকে তাহা হইলে আর কোন দস্যু-দ্বারাই জীবের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

পরমহংস বৈষ্ণব বা শুদ্ধবৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিলে সর্ব্বনাশ ত' হইবেই, এমন কি কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত বৈষ্ণবের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিলেও নিরয়লাভ হইবে। বৈষ্ণবের চরণে যেন কোন প্রকার অপরাধ না হয় সে-বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সাবধান হইতে হইবে। ভগবদ্দাস্যে ও ভক্তদাস্যে ভগবদ্ভজন হইয়া থাকে। আমি ভগবানের সেবা করিব, কিন্তু তাঁহার সেবককে মানিব না—ইহা ভক্তের লক্ষণ নহে। হরিভক্তিতে শ্রদ্ধাই মূল। শ্রদ্ধার উদয় না হইলে জীব কনিষ্ঠাধিকারে পৌঁছিতে পারে না। শ্রীবিগ্রহে শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যাহার গুরুতে মনুষ্যজ্ঞান আছে, কৃষ্ণ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। শ্রীগুরুদেবকে বৈষ্ণবরাজ না জানিয়া সামান্য মনুষ্যজ্ঞান করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। বৈষ্ণব না হইলে বৈষ্ণব চেনা যায় না, আবার বৈষ্ণবের দাস্য না করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। আমরা শক্তিহীন হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনন্ত শক্তি আছে। 'আমি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আশ্রিত' এই অভিমান না হইলে মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতেই হইবে। শ্রীগুরুদেব চিরদিন বলীয়ান্। তিনি বলদেবাভিন্নবিগ্রহ। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন তিনিই ভক্ত হইয়া যান। যিনি প্রকৃত শিষ্য, তিনিও গুরুর শক্তিতে শক্তিশালী।

হরিগুরুবৈষ্ণব জীবের যোগ্যতানুসারে কৃপা ও বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কপট বঞ্চিতই হয়, আর সরল কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সেবক তাঁহারা সকল সময় প্রতিক্ষণ কেবল আচরণমুখে প্রচার করেন। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা হরিভক্তির চতুঃসীমানায় প্রবেশলাভ হইবে না।

——

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——•::•::•——

ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই, শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে—ভক্তিতে বিতৃষ্ণা আসিয়া সমূহ অমঙ্গল বরণ করিতে হবে।

মনুষ্যজীবন যে অমঙ্গল সঞ্চয়ের জন্য নহে, পরন্তু পরম মঙ্গল লাভের জন্য,—ইহা ভুলিয়া যাই কেন? আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অধম—ইহার ভুল হয় কেন? মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভোগী হইবার—বড় হইবার বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। যদি জগতে বড় হইবার প্রবৃত্তি কমাইবার দরকার থাকে—প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভের দরকার থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবের বিচার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

নিজের শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য যদি ভগবদ্ভক্তকে অসম্মান করি—অবজ্ঞা করি, তাহা হইলে তিনের dimensionএর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া বৃহত্ত্বের পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণতার দিকে ছুটিতে হইবে। আমি ভাল হইব, আমার ব্যাধি যাউক, মঙ্গল হউক—এই বিচারই ভাল; পরন্তু আমি বড় হইব, জগতের সকলকে থামাইয়া দিয়া আমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হউক—এই ধারণা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। যাহারা ভগবদ্ভক্তের প্রভু—ভগবানের প্রভু হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা অত্যন্ত দাম্ভিক।

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা হীন-অভিমান হইলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারেন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কথা বলিতে পারেন।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

সর্ব্বোত্তম হইতে হইলে নিজের অযোগ্যতা পরীক্ষা করা দরকার। নিজের পরীক্ষা হইতেছে না, অথচ পরছিদ্রানুসন্ধানে এত প্রবৃত্তি কেন? এই কি বৈষ্ণবের স্বভাব? পক্ষান্তরে বৈষ্ণবের পাদপদ্মের আদর্শে অনুন্নতও উন্নত' হয়।

এখানে আমরা ভগবান্‌কে দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্‌কে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্তবৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ অনুসরণীয় এবং আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। স্বল্পশিক্ষাফলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় অনেকেরই ভগবদ্ভক্তের বিচারকে slave mentalityর সহিত সমান জ্ঞান হয়। mental aberrationএ চালিত হইয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলুন, কিন্তু আমাদের বিচার হইবে—

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥"

আমরা ভক্তের চরণরজে গড়াগড়ি দিব, কাহাকেও শিষ্য করি নাই, করিবও না। কারণ, তাহা না হইলে অভক্তের প্ররোচনাক্রমে অন্যপথে, অন্যদিকে ধাবিত হইব।

আমাদের জন্মজন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগগণের অনুগমন করিতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি স্বতঃ পরতঃ আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করিতে পারিব। সাধারণ মনুষ্য-জাতির যে কথা, তাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ কি প্রকারে সাধিত হইবে, তাহার বিচারই প্রবল। তাহাকে যদি ধর্ম্মপথ বিচার করি, তাহা হইলে আর প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া হইল না।

যোগ্য ব্যক্তি যাঁহারা, তাঁহাদের সেবাবল যথেষ্ট, তাঁহারা বলবান্। আমি এত বললাভ করি নাই—যে বলে তৃপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, বৈষ্ণবতাকে দোষ দিব—যে প্রকারে সেবা হয়, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বমত-স্থাপনে যত্নবান্ হইব। ইহাতে মনুষ্যজীবনের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা বলিবার নহে। আপনাদের দুটি চরণ ধরিয়া অত্যন্ত বিনয়সহকারে বলিতেছি, আপনারা দয়া করিয়া অনুকরণ করিবেন না, বৈষ্ণবের বিচার অনুগমন করুন। আমাদের ভক্তেতর অন্যের সঙ্গে সংস্রব নাই। তাদৃশ সংস্রবে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের আশাই বাড়িতে পারে।

——

ব্যক্তিগত জীবন

আমরা কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন, ব্যক্তিগত ভজন ও গোষ্ঠীগত ভজনের কথা শুনিতে পাই। কীর্ত্তন না হইলে যেমন সম্যক্ কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন হয় না, সেইরূপ নিজে ব্যক্তিগত ভজন না করিলে তদ্দ্বারা গোষ্ঠীর কি উপকার হইবে? সেইজন্যই মহাপ্রভু 'জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার'—এই কথা বলিয়া নিজে হরিভজন করিয়া অপরকে হরিভজনে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। আচার যেখানে নাই প্রচার সেখানে কি করিয়া হইবে? শ্রবণ না হইলে কি কীর্ত্তন হয়? আমি যদি নিজেই শিষ্য না হই, শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত না হই, তাহা হইলে আমার মৌখিক কপচান কথার দ্বারা কি সুবিধা হইবে? সেইরূপ প্রাণহীন বাগ্বৈখরী কি কাহাকেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পারে? কখনই নয়। পণ্ডিতই মূর্খের মূর্খতা অপনোদন করিতে পারে, নিশ্ছিদ্রই অপরকে নিশ্ছিদ্র করিতে পারে। প্রতিষ্ঠিতের কথা শুনিয়াই অন্য জীব সমস্ত প্রতিষ্ঠার একমাত্র মালিক শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পায়। বিশ্বে বিশ্বনাথবংশধর শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কোটীচন্দ্র-সুশীতল পাদ-পদ্ম-ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিলে দুঃখী জগতের তাপিত প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু এই নিত্যশান্তির আকর সর্ব্বগুণাশ্রয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সন্ধান আমাদিগকে দিবে কে? সন্ধান দিবেন তিনি, যিনি তাঁহার সন্ধান পাইয়া তচ্চরণসেবায় নিযুক্ত হইয়া নিজজীবন সার্থক করিয়াছেন, প্রাকৃত আত্মতা ছাড়িয়া গুরুর হইয়া আপনজ্ঞানে প্রাণের সহিত তাঁহার সেবা করিতেছেন—সেই নিষ্কপট সেবা-ব্যগ্র স্নিগ্ধ গুরুদাস। সেই জন্যই বলিতেছি, ব্যক্তিগত ভজনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; নতুবা নিজের ও পরের কাহারও মঙ্গল হইবে না। এই ব্যক্তিগত জীবনে সতর্ক থাকার প্রথম কথা হইতেছে,—'দৃঢ় করি' ধর নিতাইএর পায়।' অর্থাৎ শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। লক্ষ্য ঠিক রাখিতে হইবে, একলক্ষ্য হইতে হইবে। 'গুরুর আমি', 'গুরুর আমি' কেবল মুখে না বলিয়া গুরুর আচার ও প্রচার, আদর্শ ও উপদেশ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষ্য জিনিষটা হইবে—গুরুর সুখের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। এ বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না। কোন যোগ্যতা যদি না থাকে, তবে কাতর ক্রন্দনকেই সার করিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রভুর কৃপা হইবে। মূল কথা—কৃপা পাওয়া চাই। তবে একটি বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে—গুরুকে যেন তোষা না দিই, গুরুকে না ঠকাই, গুরুর কাছে জাগতিক কিছু না চাই, তাহা হইলেই তিনি ঠকাইবেন, তোষা দিবেন, বঞ্চনা করিবেন। সেবাবঞ্চিত দারিদ্র কাঙ্গাল আমরা সেবাকেই জীবন জানিয়া প্রভুর নিকট হইতে সর্ব্বক্ষণ সেবাই চাহিব। এই সেবাপ্রার্থনা বা কৃপাভিক্ষার বিরাম থাকিবে না। কৃপাভিখারী শুদ্ধ সাধকের হৃদয়ে এই কৃপাভিক্ষাগ্নি সর্ব্বক্ষণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। গুরুকৃপায় এই অগ্নি একবার যাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে অন্যাভিলাষাদি কোন ময়লা থাকিতে পারে না। অগ্নিতে ঘৃতপ্রদান করিলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিতই হয়, সেইরূপ যতই সেবা ও কৃপা আসিবে, ততই কৃপাকাঙ্ক্ষা হৃদয়কে কোটিগুণে উদ্বেলিত করিয়া প্রভুর সুখের জন্য ব্যগ্রতা বা বিরহকাতরতা জাগাইবে। এই বিরহ-কাতরতাই তৃণাদপি সুনীচতা। সেবার অভাব-উপলব্ধিই প্রকৃত দৈন্য। বিরহীই সংযুক্ত, বিরহীই শিষ্য। বিরহই কীর্ত্তন। যেখানে বিরহ, যেখানে সেবালোলুপতা, সেখানে প্রভুর কীর্ত্তন, সেখানে নিরভিমানরূপ দাসাভিমান, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব স্বাভাবিক। কিন্তু আপনজ্ঞান যেখানে নাই, গুরুর কৃপা বা গুরুর বাণী যেখানে নিজের জীবনকে নিয়মিত করেন না, সেখানে গুরুর সেবা কি করিয়া হইবে? কৃপাই ত' সেবা করায়। কৃপাই ত' সেবা। তাই দেখা যাইতেছে, ব্যক্তিগত সাধকজীবনে বিন্দুমাত্র উদাসীন হইলে চলিবে না। যদি উদাসীন হই, তাহা হইলে সেরূপ স্বতন্ত্র জীবনের দ্বারা মিশনের বা গুরুদেবের সেবা করা যাইবে না। কারণ, নিজে আদর্শ না হইলে কি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবায় অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়? সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য করিব, তাঁহার কথা শুনিয়া চলিব, নিজের আধ্যাত্মিকতা, ইন্দ্রিয়-পরিচালনা বা কুবিচার পরিত্যাগ করিয়া সাধু গুরুর বিচার গ্রহণ করিব।

শ্রীগুরুদেব বড় দয়াল। আমি যদি গুরুর হইতে পারি, তাহা হইলে গুরুর কৃপাতেই আমি কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবগণের সন্ধান পাইতে পারিব। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার নিজজনের সন্ধান দিয়া আমাকে আত্মসাৎ করিবেন। তবে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ব্বদা করিতে হইবে। যাঁহার সঙ্গ করিলে গুরু-পাদপদ্মে দৃঢ়তা ও আপনজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার সঙ্গের জন্য লুব্ধ থাকিতে হইবে। আমি যদি গুরুর সেবা চাই, গুরুকে চাই, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের কৃপাদান-লীলার দক্ষিণহস্তস্বরূপ নিষ্কপট গুরুদাস বৈষ্ণবগণ আমাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রভুর সেবায় সাহায্য করিবেনই করিবেন। আমি অজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহাদের সন্ধান জানিতে না পারিয়া নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃপাভিক্ষা করিলে বৈষ্ণবগণ কুণ্ঠিত ত' হনই না, পরন্তু সম্মানপূর্ব্বক আমাদের নিকট গুরু-কৃষ্ণের সেবার কথা বলিয়া আমাদিগকে কৃপাই করেন। রোগীর কর্কশ বাক্যাদিতে বৈদ্য যেমন অসন্তুষ্ট না হইয়া রোগীর মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা করেন, কৃপাময় বৈষ্ণবগণ সেইরূপ আমাদের অজ্ঞতা ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে গুরুসেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্রবণই আমাদিগকে শাসিত বা নিয়মিত করে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই আমাদিগকে গুরুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিতে হইবে। নিজের শ্রবণ না হইলে অপরকে শ্রবণ করান যায় না। নিজের জীবন পবিত্র ও আদর্শ না হইলে সেইরূপ ব্যক্তির কথা শুনিয়া অপরের স্বভাব নির্ম্মল হইতে পারে না। সকল ব্যক্তির উপদেশ কার্য্যকরী হয় না। নিজে আদর্শ না হইয়া প্রচার করিতে গেলে জগতে কৃত্রিমতা বা কপটতাই প্রচারিত হইবে। কপটতা কতদিন চাপা থাকিবে।

যদি আমরা গুরুসেবা করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই আদর্শ জীবন হওয়া উচিত। নতুবা আমরা গুরুসেবক হইবার পরিবর্ত্তে গুরুর কলঙ্ক হইব। আমার আদর্শ জীবন যদি প্রচারের কার্য্য না করে অর্থাৎ জগতের লোক যদি আমার গুরুসেবাময় আদর্শ জীবন দেখিয়া তচ্চরণে আকৃষ্ট হইবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে ত' আমি গুরুর চরণে অপরাধ করিলাম। সুতরাং আমার দ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা কি প্রকারে প্রচারিত হইবে? কুরূপ কি শ্রীরূপের কথা বলিতে পারে? লবুক দেখিয়া কাহারও গুরুর স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না।

আমরা বদ্ধজীব, আমাদের বহু দোষ ও ছিদ্র আছে। গুরুবৈষ্ণবের কৃপাদ্বারা সেই সব ছিদ্রগুলিকে অপনোদন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবনে উদাসীন হইয়া কেবল মৌখিকতা করিতে থাকি, তাহা হইলে আমি আর গুরুর হইতে পারিলাম না, লবুই থাকিয়া গেলাম—গুরুকৃষ্ণের কৃপা-আকর্ষণের মধ্যে না পড়ায় লবুই আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলাম, নিরূপের অতলতলে ডুবিয়া গেলাম। কিন্তু তাহাতে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইল অথবা তদপেক্ষা আরও অধিক অন্ধতম আঁধারেই থাকিতে হইল। আমাকে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর আচার প্রচার দ্বারা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে হইবে। আমাকে সর্ব্বক্ষণ গুরুবাণী কীর্ত্তন করিতে হইবে, কিন্তু গুরুর হইয়াই তাহা করিতে হইবে—নতুবা আচারহীন প্রচার দ্বারা কোন কার্য্যই হইবে না।

আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, তদবস্থায়ই সর্ব্বদা আত্মমঙ্গল বরণ করিতে হইবে। আমরা যেন কোন প্রকারেই ব্যক্তিগত ভজনের কথা বিস্মৃত না হই। ভক্তি জিনিষটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। গুরুবৈষ্ণবে আপনজ্ঞান, প্রীতি আমাকেই করিতে হইবে—নিজ ভুল-ত্রুটী নিজেকেই গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় বিদূরিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ আচারই প্রচার। যিনি নিজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন, একমাত্র তাঁহার দ্বারাই অপরের মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। যে নিজে অন্যমনস্ক, যে নিজের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করে না, নিজের স্বার্থের প্রতি তাকায় না, নিজের ব্যক্তিগত উন্নতির দিকে মন দেয় না, যে নিজ স্বার্থপর নয়, সে কি কখনও পরার্থ-পর হইতে পারে? কিন্তু যদি এইরূপ দেখা যায়, কেহ নিজের জীবনের প্রতি অন্যমনস্ক হইয়া জীবমঙ্গলের জন্য খুবই চেষ্টা দেখাইতে-ছেন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা জগজ্জঞ্জাল মাত্র বৃদ্ধি হইতেছে জানিতে হইবে। তাই বিশেষভাবে আদর্শজীবন যাপন করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। নিজে হরিভজন করিতে হইবে। প্রভুর ছাড়িয়া সেবার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুখের মধ্যে জীবন না কাটাইয়া কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে থাকিয়া দিন কাটাইতে হইবে। দীন কাঙ্গাল হইয়া কেবল কৃপালাভের জন্যই যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে, প্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে।

মাদ্রাজে প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ গত ১৩ই এপ্রিল রবিবার দিবস মাদ্রাজের উপকণ্ঠে পিয়ারবানগর (মাম্বালাম) নামক স্থানে শ্রীশ্রীরামনবমী উপলক্ষে স্থানীয় অনেক ভদ্রমহোদয়ের সাদর আহ্বানে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রথমে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়ধ্বান ও বন্দনান্তে গুর্ব্বষ্টক, দশকুশল, ও "যশোমতীনন্দন ব্রজবরনাগর গোকুলরঞ্জন কান" এই মহাজনপদ কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়দয়া, কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা, বর্ত্তমান কালাবস্থায় জীবের নানাবিধ দুর্দ্দশা, সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা-কীর্ত্তন হয়। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট সজ্জন ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন [illegible] বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

শ্রী[illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—[illegible] দাসাধিকারী

মুরারি [illegible]র পাট
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রজবাসী

[illegible]ধ পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
শ্রীমায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

সুবর্ণ-সুবর্ণ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমৎ[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌর[illegible]মঠ
হাপানিয়াটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কুলিয়াদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ [illegible] গৌড়ীয়মঠ
ষাটচালা (শ্রীমন্ মহাদেবের [illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ [illegible]

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
[illegible]পুর পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

বালিঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
সেবক—শ্রীমৎ[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারায়ণা, পোঃ [illegible], ঢাকা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]পুর, পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১১ [illegible], [illegible] সিটি
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপ[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সঙ্কেত [illegible]মঠ
[illegible] মথুরা।
সেবক—[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয় মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ[illegible])
আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
([illegible])
পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

[illegible]কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]মঠ
চিক্কণিয়া, পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

অমৃত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ [illegible] (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০০ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সহ্যাম রোড, হাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৮।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]কানন চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পর্ব্বতাপীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীকালাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মন্ডুলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মন্ডুলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিস্তৃত পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও মতে অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব আননন্দবর্দ্ধনমূলক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সেবাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচিপত্র তৎপরে বড় অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার / অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৩	৬ ২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-১৬	১৭-৫৮	[illegible]
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩০	৭ ২৮	১৩ ২৯	.		১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পোঃ	৬ ১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ		.	৯-৩৩	.	..	.		
কৃষ্ণনগর পোঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫			২১ ৫	
নবদ্বীপঘাট পোঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পোঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৩
শান্তিপুর পোঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পোঃ	১৫-৩১

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন / শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৩ ৬	১৩ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬ ২৩	৯-২১		১৩-২২	১৩ ৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পোঃ		৬ ৫৭	৯-৫৫		১৩-৫৩	১৭ ১৭	১৯-২৯	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পোঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ				.	১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২ ৫৮
কলিকাতা পোঃ	৬ ১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১-৪০	২৩ ০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পোঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পোঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পোঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবনিধান অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৮০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কার্য্যকারিতা অত্যুক্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কামাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা

REGD. NO. C 1541

বৈদিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

শ্রী শ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:o:—
শ্রীল মায়াপুরধাম ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অ উজ্জ্বল-
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১॥০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
--:o:--
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] মায়াপুর ৯ই বৈশাখ ১৩৪৮, ২২শে এপ্রিল ১৯৪১ মঙ্গলবার [৩৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(o)::—

বঙ্গীয় দোকান-আইন

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় দোকান আইনের ২১ ধারা অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গবর্ণর যে সকল বিধান প্রস্তুত করিয়াছেন, সেইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন বণিক-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত খসড়া বিধানের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

এই সকল বিধান অনুসারে গবর্ণমেণ্ট ৪ ধারার (৩) উপধারা অনুসারে উক্ত আইনের সবগুলি অথবা কোন একটি ধারার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারেন। অর্থাৎ নিম্নোক্ত ছুটির দিনে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দিবসসমূহে দীর্ঘতর সময় দোকান বন্ধ থাকিবে,—অক্ষয় তৃতীয়া, বকরিদ, বসন্ত পঞ্চমী, চৈত্র-সংক্রান্তি, দেওয়ালী, দুর্গাপূজা, ফতেহাদোয়াজ দাহাম, দোল, ১লা বৈশাখ, রথযাত্রা, জগদ্ধাত্রী-পূজা রামনবমী, গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা অনুযায়ী কোন জরুরী (জনসাধারণের পক্ষে) উৎসব, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত মেলা-প্রদর্শনী অথবা ধর্মোৎসব-দিবস। কোন দোকান বা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি উক্ত আইন অনুসারে ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। ইন্সপেক্টর পরিদর্শনের সময় যতদূর পারেন ব্যবসায় বন্ধ রাখিতে পারিবেন না। এই সকল বিধান যে সকল রেজিষ্টারে রাখা হইবে, সেগুলি ইংরেজী, বাঙ্গলা, উর্দু, হিন্দী, মাড়োয়ারী বা গুজরাটি ভাষায় রাখিতে হইবে এবং ইংরেজী তারিখ দিতে হইবে। দোকান বা সওদাগরী কার্য্যালয়ের মালিক কোন কর্ম্মচারীর পাওনা ছুটি মঞ্জুর করিতে যদি অসমর্থ হন, তবে তাহাতে ছুটি বাতিল হইবে না। দোকানের সুবিধা অনুসারে ছুটি নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবে এইরূপ সর্ত্ত থাকিবে যে, বৎসরান্তে ছুটি পাওনা হওয়ার পর এবং কর্ম্মচারী যদি ছুটি জমা রাখিতে না চাহে, তবে প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। অথবা ছুটি যদি জমা হইয়া থাকে, তবে দুই বৎসরান্তে ছুটি পাওনা হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। রেজিষ্টার রাখা, ছুটি মঞ্জুর প্রভৃতি ব্যাপারে কেহ এই বিধানের অন্যথা করিলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে এবং যদি বিধান ক্রমাগত লঙ্ঘিত হইতে থাকে, তবে প্রথম অপরাধের পর প্রতিদিনের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইবে। গত ১লা এপ্রিল হইতে এই আইন কলিকাতায় আমলে আসিয়াছে।

—

বৃদ্ধার সশ্রম কারাদণ্ড

বারাণসী হইতে প্রাপ্ত "ইউনাইটেড প্রেস"এর সংবাদে প্রকাশ যে, ৬৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা রাজবতী দেবী ও শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবী সত্যাগ্রহ করায় প্রত্যেকে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবীর ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও একমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

—

কান্দির গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

মুর্শিদাবাদ-কান্দির সংবাদে প্রকাশ, হলদিগ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বাসিন্দাগণ অধিকাংশই কৃষক এবং এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাহারা সর্ব্বস্বহারা হইয়াছে। তাহারা ধানের গোলা ও খড়ের গাদাসমূহ কিছুই রক্ষা করিতে পারে নাই এবং ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টাকা। কান্দির মহকুমা হাকিম গত ২৪শে মার্চ্চ উক্ত গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বহু লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইতেছে।

—

বীরভূম জেলায় অন্নাভাব

বীরভূম জেলার নিম্নোক্ত অঞ্চলসমূহে অন্নাভাব হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন:—(১) সদর মহকুমা (ক) সিউড়ি থানার কামা, তিলপাড়া কারিধ্যা ও বাজনাহা ইউনিয়ন, (খ) সাঁইথিয়া থানার হরিসারা ও সাঁইথিয়ার ইউনিয়ন, (গ) দেওয়ানগঞ্জ থানার লোপা, বনপুর মাত্রা, চিনপাই ও পারুলিয়া ইউনিয়ন (ঘ) খয়রাশোল থানার পাঁচগোরা ইউনিয়ন, (ঙ) ইলামবাজার থানার সিংলা ইউনিয়ন (চ) বোলপুর থানার কঙ্কালপুর, রাইপুর সুপুর, সিয়ান ও বোলপুর ইউনিয়ন, (ছ) নান্নুর থানার দাস কলগ্রাম, থুপসাড়া ও বড় কালিকাপুর ইউনিয়ন, (জ) লাভপুর থানার কুরুমাহার ইউনিয়ন। (২) রামপুর হাট মহকুমা, (ক) রামপুর হাট থানার বুধিগ্রাম ইউনিয়ন, (খ) ময়ূরেশ্বর থানায় ঝিকাদ্যা ইউনিয়ন।

—

আড়াই হাজার নলকূপ

জরুরী অবস্থায় কলিকাতার বর্ত্তমান জলসরবরাহ ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটিলে নাগরিকগণকে যাহাতে পানীয় জলসরবরাহ করা যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় নলকূপ খননের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনায় যে সকল এলাকায় পয়ঃপ্রণালী আছে, সেই সকল এলাকার জন্য ২ হাজার ৩৬০ নলকূপ এবং যে সকল এলাকায় পয়ঃপ্রণালী নাই, সেই সকল এলাকায় ৫ শত অগভীর নলকূপ খননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে আনুমানিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র কাজ আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক। কাজের জন্য তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন।

—

যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল

গত ২৫শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্নে বাঙ্গলার গবর্ণরের পত্নী লেডি হার্বার্ট যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের খগেন্দ্রনাথ ও প্রমীলা সুন্দরী মিত্র ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, সি আই ই র পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মল্লিকের দানে এই ওয়ার্ডটি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার স্বর্গত পিতামাতার স্মৃতি রক্ষাকল্পে 'খগেন্দ্রনাথ ও প্রমীলা সুন্দরী মিত্র' ওয়ার্ড নাম রাখা হইয়াছে।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, [illegible] এবং পরিপক্ক লেখনীর [illegible] [illegible] Foreword), [illegible] (Preface), বিষয় তালিকা Contents ও [illegible] Index Glossary) সহ [illegible] ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible]—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] প্রকাশিত [illegible] ১৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

[illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি [illegible] টীকা, [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনরকিশোর [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

[illegible], পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

[illegible]

[illegible], পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

[illegible] এই গ্রন্থে একটী নূতন [illegible] হইয়াছে [illegible] অপেক্ষা [illegible] ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ রহিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১	শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ প্রত্যেক—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২	[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা)	৬৲
৩	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯৲
৪	[illegible] (অবাধা)	৮৲
৫	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড [illegible], ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ [illegible] খণ্ড—৸০	
৬	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড	৸০
৭	শ্রীচৈতন্যদেব	১০
৮	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯	বৈষ্ণবধর্ম	২৲
১০	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	০
১৫	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।০
১৬	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭	[illegible]	।০
১৮	[illegible]	॥০
১৯	[illegible]	।০
২০	গৌড়ীয়-গৌরব	।৴০
২১	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৴০
২২	ভজন রহস্য	॥০
২৩	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও নবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকা সহ)	১৲
২৬	গীতার [illegible]	।০
২৭	[illegible] (সানুবাদ)	২৲
২৮	[illegible] (সানুবাদ)	
২৯	প্রেমবিবর্ত্ত (২য় সংস্করণ) (কাগজ ॥৶০ বাঁধা ৸০)	
৩০	[illegible]	৵০
৩১	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
৩২	[illegible]	॥০
৩৩	নবদ্বীপধাম গ্রন্থাবলী	৸০
৩৪	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	[illegible]
৩৫	শ্রীচৈতন্য[illegible]	৴১০
৩৬	[illegible] (১ম খণ্ড)	৶০
৩৭	শ্রী[illegible]	৶০
৩৮	[illegible]	।০
৩৯	শ্রীগৌড়ীয় [illegible]	।০
৪০	[illegible]	৶০
৪১	গীতাবলী	৴১০
৪২	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩	শ্রীকৃষ্ণ[illegible] (সমগ্র)	২.০
৪৪	প্রেমপ্রদীপ	৴০
৪৫	নবদ্বীপশতক	৴১০
৪৬	অর্চ্চনপদ্ধতি	৴১০
৪৭	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১০
৪৮	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৪৯	অর্চ্চনকণ	৴০
৫০	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫	[illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮	শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত	৶০
৫৯	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
৬০	সারাবলী	৴০
৬১	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২	শ্রীচৈতন্যসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	৸০
৬৪	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ	।০
৬৫	সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭	মায়াবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮	গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ	৴০
৬৯	সারাংশ [illegible]	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০	রায় রামানন্দ	॥০
৭১	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২	নামভজন	৴০
৭৩	বেদান্ত ইটস্ মর্ফলজী এণ্ড অন্টলজী	॥০
৭৪	রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্	।৶০
৭৫	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৭	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৭৮	দি ভাগবত	।০
৭৯	হাউ টু ওয়ারশিপ এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৬৲
৮৩	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫	সাধনপথ	।০
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭	গীতাবলী	৴১০
	শরণাগতি	৴০
৮৯	প্রার্থনা[illegible]	।৶০
৯০	[illegible]	।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১	শরণাগতি	।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH!

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ৯ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ২২শে এপ্রিল, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৩৮তম সংখ্যা

ভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মধুসূদন, হাপু প্রত্যয় গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

— —::(•)::——

এ জগতে ভোগধর্ম্ম ও সেবাধর্ম্ম এই দুইটী ধর্ম্ম দেখা যায়। প্রবৃত্তিই চেতনের ধর্ম্ম। ভোগের বিপরীত যে ত্যাগ, তাহা প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম নহে, কারণ চেতনের ধর্ম্মে নিবৃত্তি বলিয়া কোন কথা নাই। বর্ত্তমান উৎসাহই চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উৎসাহ একটা থাকিবই,—হয় ভোগোৎসাহ, না হয় সেবোৎসাহ। অনেক সময় অনেকের ত্যাগে উৎসাহ দেখা যায়। সেই ত্যাগ প্রচ্ছন্নভাবে সূক্ষ্ম ভোগ মাত্র। যে ত্যাগের উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রীতি বা সেবা নহে, তাহা অতি তুচ্ছ, তাহাই প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম ভোগ। এই ত্যাগ ভগবৎপ্রীতির পরিবর্ত্তে শুধু আত্মপ্রীতিকেই লক্ষ্য করে। এইরূপ ফল্গু-ত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় না, সূক্ষ্মভাবে ও প্রচ্ছন্নভাবে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ হয় মাত্র। এই নিরীশ্বর ত্যাগ নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের আড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সুগুপ্ত ও সূক্ষ্ম ভোগময় ত্যাগকে নাস্তিকতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভোগ দেহমনের ধর্ম্ম, আর সেবা আত্মার ধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মে ভক্তিই সাধন, ভক্তিই সাধ্য। সাধনাবস্থায় তাহাকে সাধন-ভক্তি এবং পরিপকাবস্থায় তাহাকে সাধ্য-ভক্তি বা প্রেমভক্তি বলা হয়। ভক্তিধর্ম্ম-লাভের প্রথম সোপান—শ্রদ্ধা। ভক্তিতে প্রথমেই ভগবৎকথা শুনিবার জন্য শাস্ত্র ও সাধুতে শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা বা আগ্রহ হইলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। পরে সাধুসঙ্গপ্রভাবে সাধুগুরুকৃপায় ভজন আরম্ভ হইয়া থাকে। ভজনারম্ভের পর ক্রমশঃ অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ ভক্তিপথের বিঘ্নসমূহ বিনাশ, ভক্তিতে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হয়। প্রথম সোপান শ্রদ্ধা ছাড়া ভক্তিলাভের কোন উপায় নাই, সেইজন্য ভক্তির প্রথম সোপানরূপ শ্রদ্ধালাভের জন্য শ্রবণ একান্ত দরকার। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, জীবের কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন কি,এই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা জীবন্ত সাধুর নিকট শ্রবণ করিতে হইবে। এই তিনটীর মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞানই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন। ইহাই অভিধেয় ও প্রয়োজনের ভিত্তিস্বরূপ। শ্রবণ ব্যতীত এই সকল বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ অসম্ভব। সম্বন্ধজ্ঞানের পর সেবা বা ভজন আরম্ভ। সেই সঙ্গে শ্রবণ আরও সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে কীর্ত্তন আরম্ভ হয় অর্থাৎ প্রাথমিক শ্রবণের পর শ্রুতবিষয়ে মনের কতকটা স্থির ধারণা হইলেই তখন ভজন ও কীর্ত্তন অর্থাৎ আচার ও প্রচার হইতে থাকে।

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুর নিকটেই শ্রবণ করিতে হইবে। প্রকৃত সাধুসঙ্গই প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রবণও হয় না, সাধনভজনও হয় না। সাধুসঙ্গই সকলের মূল। গুরুই প্রকৃষ্ট সাধু—সবচেয়ে বড় সাধু। এরূপ সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সহিত অভিগমন করিতে হইবে। সদ্গুরু দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপ্রাপ্য নহেন। সরল হৃদয়ে ব্যাকুলতার সহিত সদ্গুরুলাভের জন্য অনুসন্ধান ও প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে সময়ে সদ্গুরুর সন্ধান অবশ্যই মিলিবে। সাধুসঙ্গ বা সদ্গুরু-সঙ্গলাভ সৌভাগ্যসাপেক্ষ। ভগবৎকৃপায় সদ্গুরু দর্শনলাভ ঘটিলে শরণাগত-হৃদয়ে প্রকৃত জিজ্ঞাসু, শুশ্রূষু ও সেবালিপ্সু হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইবে। তাঁহার কৃপায় সংশয় বিদূরিত হইয়া লক্ষ্যবিষয়ে স্থির ধারণা হইলে প্রভুর অকপট সেবাদ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারিবে।

যাহারা শ্রীনামের নিকট অপরাধী, নিরন্তর গৃহীত শ্রীনামই তাহাদের সেই সকল অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন। অবিশ্রান্তভাবে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে তাদৃশ নামোচ্চারণফলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যাবস্থায় নামাভাসফলে অনর্থনিবৃত্তি এবং তদনন্তর শুদ্ধনামোদয়ফলে কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়া থাকে। অপরাধ থাকিলেও ভগবানের সন্তোষার্থ নামকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। একমাত্র করুণাময় শ্রীনামই অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। নাম-কৌমুদীতে দেখা যায়, ফলভোগ অথবা যে মহাজনের নিকট অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার অনুগ্রহলাভ কেবলমাত্র এই দুইটী উপায়েই মহাজনের নিকট কৃত অপরাধ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রবণ হইলেই কীর্ত্তন হয়। শিষ্য গুরুর কথা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাই প্রকৃত শিষ্যত্ব। সংশ্রবণ হইলেই সংকীর্ত্তন হয়। আবার যেখানে সংকীর্ত্তন, সেইখানেই সংস্মরণ। কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া স্মরণ হয় না। স্মরণ পঞ্চবিধ—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। যৎকিঞ্চিৎ বস্তুর অনুসন্ধানের নাম স্মরণ, সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ-পূর্ব্বক সাধারণভাবে এক বিষয়ে মনো-নিবেশের নাম ধারণা, বিশেষভাবে রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান, অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলে সেই স্মরণের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি, আর কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুর স্ফূর্ত্তির নামই সমাধি।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——•::•::•——

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে ভগবত্তার প্রকাশ দ্বিবিধ। নরলীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পরমৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব, তাহাকে ঐশ্বর্য্য বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব ও জননী দেবকীর নিকট চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকাশ ভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ, আর পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে যদি নরলীলার অতিক্রম না হয়, তাহাকে 'মাধুর্য্য' বলে। যেমন পূতনার প্রাণহরণকালে শ্রীকৃষ্ণ স্তনচূষণরূপ নরবালক-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজ্জুদ্বারা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে না পারিলেও শ্রীকৃষ্ণ জননীর ভয়ে ভীত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন। বাল্যলীলায় কোমল চরণের আঘাতে অতীব কঠিন শকট পাতিত করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও উহা নরলীলাকে অতিক্রম করে নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য থাকিলেও কোথায়ও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া সামান্য নরবালকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন, যেমন দধিদুগ্ধ-চৌর্য্য প্রভৃতি।

একমাত্র ঈশ্বরই জীবের কত কর্ম্মের ফলদাতা ও অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব আপনাকে যে কর্ত্তা মনে [illegible] করে,

---

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

তাহা তাহার মিথ্যা অভিমান মাত্র। ভগবদিচ্ছাই ফলবতী হয়। জীব উপলক্ষ্য-স্বরূপ হইলেও ঈশ্বর-ইচ্ছাই বলবতী।

জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যে মান্ত যাঁহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥

(চৈঃ ভাঃ)

জড়জগতে বিষের ক্রিয়ায় জীবের মৃত্যু হয়, আর অমৃত সেবনে জীবের নিত্য জীবন প্রাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণিসমূহ স্ব-স্ব ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণেচ্ছায় সেইসকল বস্তু হইতে তত্তদ্গুণ ও বৃত্তি তুলিয়া লইলে তাঁহারা আর উহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীবসমূহ আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে অমঙ্গলকর বিচারে প্রমত্ত হইয়া ভগবানের নিত্যমঙ্গলময়ী ইচ্ছাতেও দোষ দর্শন ও প্রদর্শন করে। ইহাই তাহাদের দুর্দশা বা অজ্ঞান। সৌভাগ্যক্রমে জীব যখন জানিতে পারেন যে, তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস, তখন তাঁহার আর কোনপ্রকার ভয় ও দুঃখ থাকে না।

যাঁহাদের আত্মবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাঁহারা হরিসেবোপযোগী বাক্যাদিতেই নিযুক্ত থাকেন, ফলতঃ জীবন হরিকথা ব্যতীত অন্য কথায় কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে। মুক্ত সেবকবর্গের দেহস্মৃতি বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা আদৌ থাকে না। কৃষ্ণাদেশানুসারে অনুসরণকারী দুঃসঙ্গ-বিমুক্ত সদাচারবিশিষ্ট ভক্তই প্রতি গৃহে প্রচার করিতে সমর্থ।

যতদিন জীব জড়বদ্ধ থাকেন, ততদিন তিনি সচ্চিদানন্দ বৈষ্ণবের উপাস্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা-পথের পথিক নহেন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। ত্রিতাপবদ্ধ জীবের ভোগবাসনা ও ত্যাগবাসনা সঙ্গদোষে আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত মানব নিজ চেষ্টার দ্বারা কখনই কৃষ্ণভজন লাভ করিতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহাকে কৃপা করিয়া স্ব-স্বরূপের লীলা প্রদর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে ভজন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপাপ্লাবনী সমুত্থিত বীর্য্যবতী কৃষ্ণকীর্ত্তন সরস্বতী ব্যতীত জীবের ভোগধারণোত্থ প্রাণহীন শব্দের দ্বারা তাহার কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ জড় বধ্যতা বিদূরিত হয় না।

বৈকুণ্ঠশব্দই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। সেই অপ্রাকৃত শব্দ যাঁহারা অনুক্ষণ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ পরব্রহ্মের সহিত communion (সঙ্গ) হয়। যাহারা বস্তুর নিকট হইতে দূরে, তাহারা যেরূপ শব্দের সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করে, আবার বস্তুর সম্মুখস্থ হইলেও শব্দের সাহায্যে বস্তুর স্তুত, প্রশংসা ও মহত্ত্বপ্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ ফললাভ-চেষ্টা (সাধন) ও ফলপ্রাপ্তি (সাধ্য) উভয়কালেই অপ্রাকৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবানের ভক্তগণ ভগবান্‌কে নামকীর্ত্তন-সহযোগে ডাকেন—ভগবানের সুখের জন্য—ভগবানের সেবার জন্য, তাঁহাদের নিজের কোন কামনা-পরিতৃপ্তির জন্য নহে।

যাহা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান মাপিয়া লইতে পারে না, তাহাই অধোক্ষজ। সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান যখন সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখনই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, নতুবা কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি—কিছুদ্বারাই আংশিকভাবেও জানা যায় না।

আমরা চেতনময় শ্রীমূর্ত্তিকে 'জড়পিণ্ড' না জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা—চেতনের দ্বারা উপাসনা করি। চেতনের বৃত্তিদ্বারা ভগবানের সঙ্গে communication হয়। যাহাদের চিন্তাস্রোতঃ ও বুদ্ধি অচেতনের দ্বারা বিজড়িত হইয়াছে, যাহারা অচিদ্দর্শন ব্যতীত চেতনের অন্য কোন ব্যবহার জানে না, তাহারাই অর্চ্চাবতারকে 'Idol' মনে করে। শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়—চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়।

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই ভক্তবৎসল প্রভু বিষ্ণুর পাদপদ্মসেবা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। তিনিও কখনই তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণকে পরিত্যাগ করেন না, অর্থাৎ ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পরের সঙ্গ কেহই ক্ষণকালও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, পরন্তু তাঁহাদিগকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা রক্ষা করেন। ভক্তগণও নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীর আক্রমণ হইতে ভগবান্‌কে রক্ষা করেন—এতদ্দ্বারা ভগবদ্বিরোধিগণের নিষ্ঠুর পাপ-হস্ত হইতে মোচনরূপ ভগবদ্ভক্তগণেরও দয়ার কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

বুঝিয়াছি—বৈষ্ণবের পাদপদ্ম ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই। তাঁহারা দয়া করিয়া মূর্খ, জ্ঞানহীন ও দুর্ব্বলকে বল দান করিবেন, যোগ্যতা দিবেন—শক্তি সঞ্চার করিবেন।

ভগবানের শ্রীচরণের অর্চ্চন সকলেই করিয়া থাকেন, কিন্তু 'ভগবান্ আমাদের কিছু সুবিধা করিয়া দিন'—এই বিচার দোকানদারী ছাড়া আর কিছুই নহে। ঐরূপ রাস্তা ধরিবার চেষ্টা করিলে কৃষ্ণের সেবা বুঝা যাইবে না। ভগবান্ পরমমঙ্গলময়, তাঁহার নিকট পরম মঙ্গল প্রার্থনা করিবার পরিবর্ত্তে কামাদি প্রার্থনা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। কৃষ্ণকে কি প্রকারে ভজন করা যায়, সেই বিচারই অনুসরণীয়।

সেবা

——::•::——

সেব্যবস্তু স্বেচ্ছায় সেবককে সেবা প্রদান করেন এবং ইহাই একমাত্র সেবকের সেবালাভের উপায়। সেব্য যদি কৃপা করিয়া সেবককে সেবা প্রদান না করেন, তাহা হইলে সেবকের সেবা লাভ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সেবক সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বা সুখবিধানের জন্য ইচ্ছাযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছার পূর্ত্তি একমাত্র সেব্যবস্তুর-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

জগতে যে ভ্রমাত্মক সেব্যসেবক-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে এই সেবা-ধর্ম্মের তিরোধান ঘটিয়াছে। এ জগতের প্রভু বা সেব্য-অভিমানিগণ তাঁহাদের সেবক-অভিমানিগণের উপর বহির্দৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ প্রভুত্ব করিবার অভিনয় করিলেও বস্তুতঃ উভয়েই উভয়ের দাসমাত্র। উভয়েই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের গোলাম হওয়ায় প্রভু তাহার ইন্দ্রিয়ের যোগানদার ভৃত্যেরও গোলাম। ভৃত্যও ইন্দ্রিয়ের গোলাম হইয়া প্রভুর ভৃত্য-নামধারী মাত্র। উভয়েই প্রয়োজনের দাস হওয়ায় তাহাদের বাহ্যদৃষ্টিতে অপরের প্রভুত্ব বা ভৃত্যত্ব বণিক্‌নীতির তৌলদণ্ডে স্থাপিত। কিন্তু ভগবান্ পুরুষোত্তম আত্মারাম, আপ্তকাম। তাঁহার কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। তিনি নিজেই নিজে পূর্ণ হওয়ায় অপরের নিকট হইতে তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন হয় না—তিনি আপ্তকাম হওয়ায় তাঁহার কোন কামনার পূরণকার্য্যে অপরের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি তিনি অত্যন্ত কৃপাপ্রকাশ করিয়া অপরকে তাঁহার সেবা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার এই কার্য্য জীবের প্রতি অত্যন্ত অহৈতুকী করুণার পরিচয় মাত্র। ভগবান্ তাঁহার দয়া-প্রবৃত্তির পূরণের জন্য অপরকে দয়া করিয়া সেবা প্রদান করেন, তাহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ ভগবান্ আত্মারাম। ভগবানে এই আত্মারামতা ও করুণাময়তার যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হয়, তাহা মানবচিন্তার অধীন হইবার কোন কারণ নাই। তাহা একমাত্র সেবোন্মুখগণ স্ব-স্ব সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারা বুঝিয়া ভগবানের করুণার অহৈতুকীত্ব বুঝিতে পারেন। তজ্জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানের কৃপার পূর্ব্বে 'অহৈতুকী' বিশেষণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'অহৈতুকী' শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য যে, জীবের প্রতি ভগবানের কৃপার কোন কারণ নাই—একমাত্র তাঁহার অহৈতুকী করুণাই জীবের প্রতি ভগবানের কৃপাকার্য্যের কারণ। ভগবানের করুণার এই প্রকার বৈশিষ্ট্য না বুঝিতে পারায় জাগতিক লোকগণ ভগবৎসেবালিপ্সুগণের প্রতি slave mentalityর আরোপ করেন। বস্তুতঃ ভগবৎসেবার মধ্যে সেবকের অহৈতুক প্রেমসম্বন্ধ থাকায় এবং ভগবানের দিক্ হইতে আত্মারামতা সত্ত্বেও প্রেমগ্রাহিতার পরিচয় থাকায় তাহাতে জাগতিক কোনপ্রকার হেয়তার আরোপ আদৌ টিকিতে পারে না।

জগতে কোথায়ও নিরুপাধিক প্রেমের পরিচয় নাই। জগতের স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি সকলের মধ্যেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের বণিগ্‌বৃত্তি রহিয়াছে। তজ্জন্য জাগতিক অস্মিতায় থাকিয়া ভগবৎসেবকের অহৈতুকী চিত্তবৃত্তির কোন প্রকার ধারণা আদৌ সম্ভবপর নহে—যদিও ভগবৎসেবক ও ভগবানের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের সহিত জাগতিক কার্য্যকলাপের বহির্দৃষ্টিতে অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—কে ভগবানের এই অহৈতুককরুণারূপ সেবা লাভ করিতে পারেন? তদুত্তর এই যে,—একমাত্র যাঁহারা ভগবানের অহৈতুক করুণালাভ করেন, তাঁহারাই ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারেন। সুতরাং ভগবৎসেবা লাভ করিতে হইলে একমাত্র ভগবানের অহৈতুকী করুণার অপেক্ষা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যাঁহারা একমাত্র এই ভগবৎকরুণাপ্রতীক্ষার পথ নিষ্কপটে বরণ করিয়া সেবানুখে উৎকণ্ঠিত-ভাবে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন, তাঁহারাই ভগবৎকরুণায় ভগবানের শুদ্ধ-সেবালাভ করিতে পারেন।

যাঁহারা কেবলমাত্র ভগবানের প্রেমসেবা লাভ করিতে চান, অর্থাৎ কেবলমাত্র ভগবানের সুখ-সুবিধার জন্যই ভগবানের সেবা চান, নিজের সুখ দুঃখ বা কোনপ্রকার অসুবিধার অপনোদন বা মোচন করিবার ইচ্ছায় ভগবানের সেবার অভিনয় করেন না, একমাত্র সেই অকিঞ্চন ব্যক্তিগণই ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ভূষিত হন। শাস্ত্র বলেন, —"যাঁহারা নিজ দুষ্কর্ম্মের ফলগুলিকে ভগবানেরই কৃপা বলিয়া তৎপ্রতি অবিদ্রোহী হইয়া ভোগ করিতে করিতে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা ভগবানের কৃপার প্রতি শরণাপন্ন হন, একমাত্র তাঁহারাই ভগবানের কৃপা ও সেবালাভ করিতে পারেন।" "যাঁহারা নির্ব্ব্যলীকভাবে ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে ভগবান্ অনন্তদেব কৃপা করেন এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে না।" যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবৎকৃপা লাভ করিতে চান, তাঁহারা তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে ভগবানের কৃপারই প্রতীক্ষা করিবেন- ইহাই শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন।

ভগবানের ভক্তগণ ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ভক্তগণের কৃপা ভগবানেরই কৃপা—ইহা শাস্ত্র ও পার্ষদ ভগবদ্ভক্তগণ

বলেন। সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের কৃপালাভ করিবার যত্ন করেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপাই লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ভক্তগণ ভগবানের করুণাস্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখগণের প্রতি কৃপা বিতরণ করেন। যাঁহারা ভক্তচরণে কায়মনোবাক্যে শরণাগত হন, তাঁহারা ভগবানের শ্রীচরণেই কায়মনোবাক্যে শরণাপন্ন হন, বলিতে হইবে। ভক্তকৃপা ও ভগবৎকৃপা একটাই জিনিষ।

যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবানের অহৈতুকী করুণার প্রার্থী তাঁহাদের ইহাই লক্ষণ যে, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে তথা ভগবদ্ভক্তচরণে শরণাপন্ন হন। সুতরাং যাঁহারা ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের ভগবৎকৃপা-প্রতীক্ষায় নিষ্কপটতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু যাঁহারা তাহা না করিয়া কেবল মৌখিক কৃপা-প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের নিষ্কপটতার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এইজন্য যাঁহারা তাঁহাদের উপর অর্পিত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিষ্কপটে কৃপার প্রার্থী হন, তাঁহারাই ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ও সেবা লাভ করিতে পারেন।

কৃপাই সেবা। কৃপা-প্রার্থনাই সেবা-প্রার্থনা। কৃপালাভের জন্য যত্নাগ্রহই সাধন। যেখানে সাধনাগ্রহ সেইখানেই কৃপা, যেখানে কৃপা সেইখানেই সাধনাগ্রহ। ইহাই স্বাভাবিক। কৃপা ও সাধন পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত। একটীকে বাদ দিয়া অপরটী সম্ভব হয় না। সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী বৃত্তি দেখা যায় তিনি কৃষ্ণকৃপা পাইতেছেন জানিতে হইবে। সাধন ব্যাপারটী কষ্ট নহে, তাহা সেবালাভের প্রাগবস্থা। ভগবৎসেবানুকূল চেষ্টা ও কৃপা পৃথক্ বস্তু নহে। সেবার ফল কৃপা এবং কৃপার ফল সেবা। সেবানুকূল কার্য্য দ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা বা সেবা লাভ হয়। নিষ্কপট কৃপাভিখারী কৃপাদেবীকে সেব্যবিগ্রহ বা সেবাবিগ্রহরূপে সমুপস্থিত দেখিতে পান। সদ্গুরুর আনুগত্যে গুরুবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন,—

তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে, গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

সাধনভক্তি বা সেবা দ্বারাই সুষ্ঠু সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। আবার সুষ্ঠু সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হইলে নিত্যসিদ্ধা পরা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ
প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
(ভাঃ ১।২।৭)

ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই বিষয়-ভোগ ত্যাগ এবং কৃষ্ণে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় করায়। সুতরাং সাধন বা সেবা বাদ দিয়া কখনও কৃপালাভ বা সেবালাভ হইতে পারে না। সাধনভক্তি ও কৃপা যুগপৎ মিলিত হইলে ভগবানের নিত্য সেবা লাভ হয়। সাধুগুরুর আনুগত্য বাদ দিয়া সাধনের কোন মূল্য নাই, আবার কৃপার আশায় কপটতাপূর্ব্বক সাধনভক্তি বাদ দিলেও সেবালাভ অসম্ভব।

ভগবান্ শরণাগতকে রক্ষা করেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, জীবের দিক্ হইতে শরণাগতি এবং ভগবানের দিক্ হইতে সেবাদান দুইই আবশ্যক। শরণাগতিই সেবা বা কৃপালাভের উপায়। যেখানে শরণাগতি বা সেবোন্মুখতা নাই সেখানে ভগবৎকৃপার উপলব্ধি হয় না। সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপার মূল। আবার ভগবৎকৃপাও সেবোন্মুখী বৃত্তি জাগ্রত করিবার কারণ।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

যৎকিঞ্চিৎ

——::•::——

ভগবদ্দাস্য এ জগতের দাস্যের মত হেয় ও অনুপাদেয় নহে। ভগবদ্দাস্য খুব ভাল জিনিষ। ভগবদ্দাস্য ও ভগবদ্ভক্ত-দাস্য পরমানন্দময় ও পরম গৌরবের বিষয়। কপাল খুব ভাল না হইলে ভগবানের দাস হওয়া যায় না। 'অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান।' সাধুগুরুকৃপায় মায়ার দাস্য হইতে মুক্ত হইলে জীব ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের দাস্য করিবার সৌভাগ্য পায়। সেখানে অণুচৈতন্য জীব পূর্ণচেতন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনজ্ঞানে প্রীতিময়ী সেবায় নিযুক্ত। ভগবানের অধীনতা বা দাস্যই একমাত্র শান্তির আস্পদ। এই দাস্য লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাশিবাদি পর্য্যন্ত ব্যাকুল। দাস্য এত বড় জিনিষ।

"আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

ভগবানের নিত্যদাস্যই পূর্ণ স্বাধীনতা। স্ব অর্থাৎ ভগবানের অধীনতাই স্বাধীনতা। এই ভগবৎপরতন্ত্রতাই শরণাগতি, আনুগত্য বা ভক্তি। ভগবৎপরতন্ত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে স্বতন্ত্র সত্তা সংরক্ষণের চেষ্টা তাহাই পরাধীনতা বা মায়াধীনতা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে পৃথক্ হইলে নিজের সত্তা সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ অণুচৈতন্য জীবও ভগবানের অধীনতারূপ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া নিজের পৃথক্ সত্তা সংরক্ষণ অর্থাৎ মায়াধীন হইবার চেষ্টা করিলে তাঁহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

অকপট সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া প্রকৃত সাধুই সাধুকে চিনিতে পারেন। সাধারণ জীবও সাধুকৃপায় সাধুকে চিনিতে পারে। সাধুগণ যখন কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখন নিষ্কপট শ্রদ্ধাবান্ জীব সাধুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। মহাভাগ্যবান্ জীবগণই সাধুর সেবা ও কৃপা পাইয়া থাকেন। সাধু চিনিবার জন্য শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে অকপট কাতর প্রার্থনা থাকিলে এবং গৌরনিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় দম্ভহীন ও দৈন্যপূর্ণ হইলে নিতাই-গৌরই কৃপা করিয়া সেই হৃদয়ে সাধুর স্বরূপ প্রকাশ করেন। সাধু গৌর-নিত্যানন্দকে জানান এবং গৌর-নিত্যানন্দ সাধুকে চিনাইয়া দেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যানন্দ। নিতাইপদকমল কোটীচন্দ্র-সুশীতল। সেই কোটীচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মছত্রই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল তাপিত জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সকলসন্তাপহারী শ্রীগুরুপাদপদ্মসীধু-আস্বাদনে উন্মুখ ব্যক্তিই জগদতিরিক্ত স্বদেশে, অশোক-অভয়-অমৃতরাজ্যে গমনের অধিকারী। বিমুখের সে আশা বিফল। শ্রীগুরুপাদপদ্মই পূর্ণ ও নিত্য আনন্দের আকর। তাঁহার মনোঽভীষ্টপ্রচারই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেইমনোঽভীষ্টপ্রচারে যিনি যত উন্মুখ তিনি তত তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::•::——

মেদিনীপুরে

গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের একান্ত আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ গত ১৯শে চৈত্র বুধবার কালকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া মেদিনীপুর কোলাঘাট অঞ্চলে গুজারখালাপুর ও বর্ণানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া ২২শে চৈত্র শনিবার হুগলী জেলার ঠাকুরাণীচক গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি পাত্র মহাশয়ের বাটীতে ও শ্রীযুক্ত বাবু পিয়ারীদাস মান্না মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেখান হইতে রওনা হইয়া তাঁহারা বন্দরে বহু সজ্জনপরিবৃত এক সভাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দানের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা সভাতে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করা হয়। বক্তৃতান্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সেখান হইতে প্রচারকগণ পরদিবস সন্ধ্যায় খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীনিত্যানন্দসখা শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাটে গমন করিয়া তথায় পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য হইতে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। সেই রাত্রে তাঁহারা সিদ্ধবকুলকুঞ্জে অবস্থান করিয়া ইষ্টগোষ্ঠী ও হরিকথা আলোচনা করেন। তৎপর দিবস প্রচারকগণ শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি সামন্তের আগ্রহাতিশয্যে মথুরাপুরে তাঁহার বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিজ বাটীতে সমাগত বহু ব্যক্তির সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আর্য্যসমাজিগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির বিবিধ পরিপ্রশ্নের উত্তরে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যলীলার চমৎকারিতা পুরাণার্কশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রোজ্ঝিত-কৈতব সার্ব্বজনীন সনাতনধর্ম্ম কীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ প্রভাব, জীবের নিত্যধর্ম্ম, শ্রৌতপথ ও তর্কপথ, অন্ধবিশ্বাস ও সুদৃঢ়বিশ্বাস, অর্চ্চা ও অবতারের মহিমাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করিলে উক্ত প্রশ্নকারিগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পরবর্ত্তীকালে ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট আরও হরিকথা শ্রবণ করিবার বাসনা জ্ঞাপন করেন।

সেখান হইতে প্রচারকগণ বনহরিশপুর ও তুলসীরামপুরে প্রচার করিয়া ২৯শে চৈত্র ঘাটালে শ্রীযুত হৃষীকেশ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসাতে উপস্থিত হন। সেখানে থাকিয়া তিন দিবস বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। ভক্তিশাস্ত্রীজী বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তির বিবিধ প্রশ্নের যথাযথ সদুত্তর প্রদান ও শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া সকলের সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা ৪ঠা বৈশাখ তারিখে শান্তিপুরের (মেদিনীপুর জেলা) শ্রীযুত ভূপতিচরণ ভগয়া মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন।

ময়মনসিংহে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা ময়মনসিংহস্থ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১লা বৈশাখ হইতে শ্রীপাদ যদুবরদাস ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল মহোদয় প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠে ক্রমশঃই শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভোরে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ শিবদাস্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীমঠস্থ সেবকগণ সহরের সর্ব্বত্র যাইয়া হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য মাধুকরী ভিক্ষা করিতেছেন। সময় সময় মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে যাইয়াও সেবকগণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅবকুঞ্জ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানিলয় ব্রহ্মচারী

অণুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—প্রণবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমদ্ স্বরূপ গৌড়ীয়মঠ
রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুপাদ দাসাধিকারী

কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমদ্ভাগবত সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমাধবদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহ, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয় মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদরাপণ্ডিতসিদ্ধান্ত বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীব্রজমোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
ঘুগ্ণী রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীবাসং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীরাধাচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাল ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীবনীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুরা, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীসত্যানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীউদ্ধরণ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ পাকালোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীসংকীর্ত্তন বাগল দাসাধিকারী

ভক্তেশ্বর হাবীমঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক শ্রীব্রজনারায়ণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখুপুরা
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

বালাসাগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীঅনন্ত গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীপ্রপ্রয়োয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
বোম্বে নং ৭
সেবক—শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

অর্চ্চাশ্রম
(জগৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

সৎসাশ্রম
(জগৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌর প্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমধুমাধব দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীচন্দ্রানন্দ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরাসকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিউটিন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্ল্যাডস্টোন রোড, টাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরিধারী গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅপ্রগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
চৈতন্যপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	॥১	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিস্তৃত অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, গল্প ও প্রাণী দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডীশ্বামিবর মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার বহুকালের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে সৌন্দর্য্যের অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মর্ম্মকথা, তৎপরে বৃহৎ অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ ১.৭ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত অন্ত দিন / শনিবার

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬ ২১	৭-১৪	১০-১৬	১৫-১০	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম "	৪ ৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-০২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০ ২৫
(বদল) ছাঃ			৯-৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৪৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১ ১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত অন্ত দিন / শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২		১৬ ১	১৬ ৩১	১৮ ৩৮		
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬ ৪০	১৮-৪৭		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫৭	৯-৫৫		১৬ ৫৬	১৭ ১০	১৯-২৬		
(বদল) ছাঃ	৫-৩১ ৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-১৮	২০ ৪৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০ ৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৪	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	
(বদল) ছাঃ	....	.	.	১৫-৫৬	১৭-৪২			
দমদম		১১-৪		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮	
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬ ৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩.০	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় -পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-পীঠাধিষ্ঠাতা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মুকুটমণি পরমারাধ্যতম জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা অন্যান্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যান্বেষিগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগানুকূলসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষার "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবার দুর্দ্দশ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO. C 1544

শ্রী শ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর-
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১৸০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুবন প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৸০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১০ই বৈশাখ ১৩৪৮, ২৩শে এপ্রিল ১৯৪১ বুধবার [৩৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::(০)::—

সংরক্ষণ শুল্ক বজায়

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে লৌহ ও ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, রোপ্যের তার ও সুতা এবং শর্করার উপরকার সংরক্ষণ শুল্ক আর এক বৎসর বহাল রাখিবার বিল, গম ও আটার উপরকার সংরক্ষণ শুল্ক আর এক বৎসর বহাল রাখিবার বিল, টায়ারের উপর উৎপাদন শুল্ক প্রবর্ত্তনের বিল এবং অতিরিক্ত মুনাফাকর সংশোধন বিল যে আকারে পাশ হইয়াছে, গত ২৯শে মার্চ্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদেও পূর্ব্বোক্ত বিল চারিটি সেই আকারে পাশ হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরের সময় রেলওয়েসমূহের চীফ কমিশনার মিঃ উইলসন জানান যে, কয়লার ভাড়ার উপরকার সারচার্জ তুলিয়া দিবার বিষয় গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন, কেননা তাহার ফলে রাজস্বের ক্ষতি হইবে।

—

ভারতে মোটর নির্ম্মাণ

বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ত্তমান বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ভারতে প্রস্তুত মোটরগাড়ী বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির হইবে। আগামী মাসেই সওয়া দুই কোটী টাকা মূলধনের একটি কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইবে বলিয়া জানা গেল। প্রকাশ, মহীশূর গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পূর্ব্বে শুধু এক ধরণের মোটর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল ; কিন্তু এক্ষণে বিভিন্ন ধরণের মোটর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

—

কাটা ছেঁড়া এক টাকার নোট

প্রত্যেক ট্রেজারী অফিসার এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা অফিসগুলিকে কাটা ছেঁড়া নোট ফেরৎ লইয়া তৎপরিবর্ত্তে সম মূল্যের টাকা বা নোট প্রদান করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নোটগুলি অবশ্য অল্প ছেঁড়া থাকা উচিত, যাহাতে উহার পরিচয় বুঝিয়া উঠিতে বেগ পাইতে না হয়। নোটের অর্দ্ধাংশের বেশী অক্ষত থাকা উচিত। যে সকল নোট এরূপভাবে বিকৃত বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে যে, তাহার পরিচয় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর, তাহার বিনিময় করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

—

কলিকাতায় পরীক্ষার দিন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১ সালের এম-এ এবং এম-এস-সি পরীক্ষা আগামী ১৪ই জুলাই আরম্ভ হইবে। ১২ই মে পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফিস এবং আবেদনপত্র দাখিল করা চলিবে।

—

ছায়াচিত্র 'বাহাদুর রমেশ'

মোহন পিকচার্সের প্রস্তুত "ব্রেভহার্ট বা বাহাদুর রমেশ" নামক ছায়াচিত্রখানি ১৯১৮ সালের সিনেমা আইন অনুসারে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। চিত্রখানির পূর্ব্বে নাম ছিল "ভলাণ্টিয়ার"।

—

সরকারী কর্ম্মচারীদের জীবন বীমা

প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারীর জীবন বীমা করার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ফিন্যান্স ডিপার্টমেণ্ট হইতে এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করার জন্য তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

—

বাঙ্গালার বণিক সভা

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের গত ২৮শে মার্চ্চের সাধারণ সভায় ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ১৯৪১-৪২ সালের জন্য পুনরায় উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত এ-সি সেন ও কুমার প্রমথনাথ রায় সহকারী সভাপতি এবং ডাঃ সি এস লাহা অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

—

সব-ডেপুটির দণ্ড

সব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আমীর আলী নারায়ণগঞ্জ নাজারতের অর্থ আত্মসাৎ করার মামলায় নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যে আপীল করিয়াছিলেন, ঢাকার অতিরিক্ত জেলা-জজ শ্রীযুক্ত কে সি সেন তাহা ডিসমিস করিয়াছেন। জজ অপর আসামী শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তী নাজিরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগও বহাল রাখিয়াছেন। তবে তাঁহার দণ্ড হ্রাস করিয়া দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড স্থানে এক বৎসর এবং অর্থদণ্ড দুই হাজার টাকা স্থলে এক হাজার টাকা করা হইয়াছে।

—

মহাজাতি সদন ক্রোক

১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত অট্টালিকা ক্রোক ও তৎসম্পর্কে রিসিভার নিয়োগের জন্য যে আদেশ জারী করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার ও আবেদনকারীদের প্রার্থনা মঞ্জুর করার জন্য "মহাজাতি সদনের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ও "সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ডের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের পক্ষ হইতে কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত পি কে রায়, কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত এ সি রায় ও এডভোকেট শ্রীযুক্ত চুণীলাল দত্তের সহিত যুক্ত আবেদন পেশ করিয়াছিলেন। সোমবার অপরাহ্নে উত্তর বিভাগীয় পুলিশ আদালতের অতিরিক্ত চীফ প্রেসীডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর ওয়ালি উল হসনাম তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

—

নবদ্বীপে ঝড়বৃষ্টি

গত ৮ই বৈশাখ সোমবার নবদ্বীপ থানার বহু গ্রামের উপর প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বেলা ৪। ঘণ্টা হইতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া যায়, তৎপরে ঝড় আরম্ভ হয়। প্রবল বেগে ঝড় হওয়ার কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঝড় বেশী হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

—

নিষ্প্রদীপের মহড়া

গত ২৮শে মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতায় আংশিক নিষ্প্রদীপের মহড়া হয়। বিডন ষ্ট্রীট ও শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের মধ্যবর্ত্তী সার্কুলার রোডে এই মহড়া হইয়াছিল। নিষ্প্রদীপের মহড়ার সময় রাত্রি ৮টা হইতে ৮টা ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত রাস্তার আলোগুলির ন্যায় রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ বাড়ী ও দোকান-সমূহের আলোও ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] [illegible] নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] এবং পারিপার্শ্বিক [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। [illegible] গ্রন্থ [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] [illegible] বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] Foreword), [illegible] (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্ধ্যায়াত্মক [illegible] প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত [illegible] ও শ্রীপাদ [illegible] বিরচিত '[illegible]' টীকা [illegible] ও ব্যাখ্যা ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'-টীকা, [illegible] ভূমিকা ও সূচীসহ [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] গোস্বামী শ্রীল [illegible] মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] অনুবাদ। [illegible] ও অনুবাদ [illegible] ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ [illegible] প্রথম প্রকাশ। এই [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] কঠিন [illegible] সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট [illegible] ক্রাউন [illegible] আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ [illegible]। ভিক্ষা—[illegible] মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

[illegible] ভক্তিবিনোদ, ভক্তিকুসুম প্রভু [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] মুদ্রণ [illegible] ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু জ্ঞাতব্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীচৈতন্য ভাগবত (সমগ্র)	৪০৲
	[illegible] স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	[illegible] স্কন্ধ—	৯৲
২।	[illegible] বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা)	৬৲
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	মহাপ্রভু শ্রীশ্রী [illegible] (অবাধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী 1ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড ।৹, ২য় খণ্ড—৲, ৩য় খণ্ড	৸০
৭।	[illegible]	১।০
৮।	সংক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	৯।০
৯	বৈষ্ণব [illegible]	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (২য় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	দ্বাদশ আলবার	॥০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৹০
২২।	ভজন রহস্য	॥০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাধা)	১৲
২৪।	গীতা (বিশ্বনাথ-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (বলদেব টীকাসহ)	১৲
২৬।	[illegible] মাধবভাষ্য	।০
২৭।	[illegible] (সানুবাদ)	২৲
২৮।	[illegible] (সানুবাদ)	
২৯।	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ।১০ বাধা ৸০)	
৩০।	[illegible]	৹০
৩১	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	[illegible]	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৹০
৩৫।	[illegible]	/০
৩৬।	[illegible] নাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭।	[illegible]	৶০
৩৮।	[illegible]	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়েশ্বর [illegible]	।০
৪০।	[illegible]	৹০
৪১।	গীতাবলী	/১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২।০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	/১০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	/১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	/১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	/১০
৪৯	অর্চ্চনকণ	/০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	প্রকৃতার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ [illegible]	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯।	শিক্ষাষ্টক দর্পণ	/০
৬০।	মা প্রচারী	/০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	॥০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫।	সটীকা শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৬।	তত্ত্বক্রম	।০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	/০
৬৯।	সাধারণ ধর্ম্ম	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রামানন্দ	॥০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	।০
৭২।	[illegible]	/০
৭৩।	বেদান্ত [illegible] এণ্ড [illegible]	॥০
৭৪।	[illegible]	।৶০
৭৫।	[illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	[illegible]	॥০
৭৭।	[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]	/০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	[illegible] এণ্ড [illegible]	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীভাগবত [illegible]	৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৬৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীচৈতন্যনামচিন্তামণি	৸০
৮৫।	সাধনপথ	৸০
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	/১০
৮৭।	গীতাবলী	/১০
	শরণাগতি	/০
৮৯।	শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	৸৶০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	১॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১২ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১০ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ২৩শে এপ্রিল, ইং ১৯৪১, বুধবার { ৩৯৬ম সংখ্যা

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ মধুসূদন, কৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

শ্রীগুরুদেব আচার্য্যরূপী ভগবান্। তিনি ঈশ্বর বা প্রভু, আর শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু বা পরমেশ্বর। শ্রীগুরুপাদপদ্ম দয়ার সাগর। এত দয়া কৃষ্ণেও নাই। প্রভু আমার দয়ার সারমূর্ত্তি। তাঁহার দয়াসিন্ধুর একবিন্দু লাভ হইলে জড়ানন্দ বা স্বর্গানন্দ ত' দূরের কথা, ব্রহ্মানন্দও সেখানে থুৎকৃত হয়। এই দয়াময়ের প্রতি বিশ্বাস না করার ন্যায় চরম দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। অশ্রদ্ধা, অনাদর বা কুটিলতা অপরাধ বা অসৎসঙ্গফলেই হইয়া থাকে। আদর না থাকিলে সঙ্গ হয় না। যেখানে আদর, সেইখানেই সম্যক্ গমন অর্থাৎ সঙ্গ। সম্যক্ গমনের পরিবর্ত্তে অসম্যক্ গমন ত' আর সঙ্গ নয়। তাহা ত' অসৎ বা সঙ্গত্যাগ। শাস্ত্রবাক্যে বা শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধুতে অবিশ্বাস ত' ভীষণ নাস্তিকতা। অজ্ঞ যদি বিজ্ঞের কথায় বিশ্বাস না করে, তবে তাহার মত অহঙ্কার বা মূর্খতা আর কি আছে? অশ্রদ্ধা ও কুটিলতা থাকিলে সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহার ভক্তে বিশ্বাস হয় না। শ্রদ্ধা ও সরলতা যাঁহার আছে, তিনিই মঙ্গললাভ করিতে পারিবেন। হরি-ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের প্রথমেই শ্রদ্ধা ও সরলতা থাকা চাই। ইহা যেখানে নাই, সেখানে হরিভজন হইবে না। কাহারও শ্রদ্ধা জন্মান যায় না। সেইজন্য অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া শ্রদ্ধা ও সরলতা যাঁহার আছে, সেই শ্রদ্ধালু সেবোন্মুখ ব্যক্তির জন্য রক্ত খরচ করিতে হইবে। তাঁহার কাছে গুরুর কথা নিঃস্বার্থ-ভাবে বলিতে হইবে। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির সঙ্গে ভক্তি-অনুষ্ঠান হয় না। তবে কোমল-শ্রদ্ধা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা যাহাতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া দরকার। আমি কৃষ্ণদাস এবং প্রত্যেকেই কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস হইলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

(মিছে) মায়ার বশে যা'চ্ছ ভেসে,
খা'চ্ছ হাবুডুবু ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই॥

শ্রৌতবাক্যে বা সাধুর বাক্যে বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। সেই চরম ও পরম মঙ্গলের আকর—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুদেব ভগবদ্ভক্তগণের অগ্রণী। দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপেক্ষা বড় সেবা আর কেহ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীকৃষ্ণ বড় করিয়াছেন, তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া। শ্রীহরি যাঁহার পূজা করেন,—যাঁহার সুখের জন্য ব্যস্ত হন, তিনি যে কত বড়, তাহা মানবজাতি চিন্তা করিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবান্ যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশী। গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। প্রত্যেক রেণু পরমাণুতে গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁহাদের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মই বাস্তবমঙ্গলবিধাতা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণাস্থ। তবে তিনি ভোক্তা নন। তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব এখানে নাই, এরূপ নয়, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। তিনি বিভুবস্তু। তাঁহার অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্ত রহিত হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের অজ্ঞাতসারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। শ্রীগুরুদেব কখনও দীক্ষাগুরুরূপে, কখনও শিক্ষাগুরুরূপে আবার কখনও বর্ত্ম-প্রদর্শকগুরুরূপে আমাকে কৃপা করিতেছেন। যেখানে গুরুত্ব, সেইখানেই হরিত্ব। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বিষয়জাতীয়-কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয়-কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, এতদুভয় বিলাসবৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—কৃষ্ণ আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহাদিগকে নিজের করিয়া লইয়াছেন—যাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা আমার উদ্ধারকর্ত্তা। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার মতি হউক, তাহা হইলেই প্রভুর সুখ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ শুদ্ধ অকপট সেবকগণ আমার নিত্য বান্ধব—আমার পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের সঙ্গই আমার কাম্য হউক। কিন্তু যাহারা আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দা করে বা ঐরূপ নিন্দাকারীর প্রশ্রয় দেয়, সেইরূপ অপরাধকারী পাষণ্ডীর মুখদর্শন যেন আমার কোন জন্মে না হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে—কৃষ্ণের নিত্যশক্তিরূপে দর্শনই প্রকৃত গুরুদর্শন। চারিপাশে কৃষ্ণ ছাড়া শ্রীগুরুদেবের আর কোন কথা নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে নমস্কার করা দরকার। প্রণত হও, শিষ্য হও, [illegible] কাণটা পাতিই নমস্কার। [illegible] শ্রীগুরুপদাশ্রয়ী। সদ্গুরু [illegible] তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহার [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণকৃপা। আমরা [illegible] হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম [illegible] কৃপা করিবেন। শ্রীগুরু-[illegible] না হইলে নিজের [illegible] [illegible] হয় না, [illegible] [illegible] [illegible] স্থান [illegible] না। [illegible] অবতার-[illegible] বিশ্বাস না হয়, কৃপার প্রতি নির্ভরতা না আসে, তর্কপথ না ছাড়া যায়, সে কাল পর্য্যন্ত গুরুদর্শন হয় না। কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা আপনা না স্ফুরিত হইলে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

দিগকে নিরুৎসাহিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, সেই সকল বিপদ্ বা অসুবিধা আমাদিগের শ্রীগুরুদেবের, অনুসরণবৃত্তির পরিমাণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করে। যাঁহারা সে সকলের দ্বারা অভিভূত হইয়া যান, তাঁহারা গুরুর অনুগত হইতে পারেন না। এ জগতের লোক যদি ... জানিবার জন্য অন্ততঃ আত্মা ... না হইয়া জীবন পর্যন্ত ... করিতে পারেন, তাহা হইলে ... কি ... জন্য ... চেষ্টা ... করিতে পারিবেন না?

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে সেবক নন, তিনি ... তিনি ... তিনি নিত্যানন্দ ... কার্য্য-...।

... শব্দই ... শব্দই ... শব্দই শক্তি ... শব্দই শক্তি ... শব্দই ... শ্রেষ্ঠ ... ।

... কারিবার ... শ্রীগুরুপাদপদ্ম ... প্রদর্শন করেন। অনেক ... এই লীলার ... বুঝিতে না পারিয়া ... ।

জীবনিবেশ কল্পনা করিয়া তৎপাদপদ্ম-সেবাবিমুখ হইয়া পড়ে। ভগবৎকৃপা হইতেই তাঁর শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্ভাবনপ্রভাবে দমন করিয়া লক্ষ হয়। এতজ্জগতেও পরতত্ত্ব ও বিরোধ হরিসেবা বর্ণিত হইবে, তাঁহা শিক্ষা দেন, তাঁহারা শিক্ষা ... মঙ্গল ... উপায়। আমাদের কোন যোগ্যতা না থাকিলেও আমরা দীন ও অকিঞ্চন হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিতে পারি, তবে তাঁহার কৃপায় আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হইবেই।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"বাক্য এই যাহাই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনি সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ। গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ... বৈষ্ণব ... হইয়া থাকেন, ... কষ্ট ... করিতে পারেন না। অতএব ... শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিবে। তিনি ভগবৎপ্রাপ্তিসাধক বৈষ্ণব-গুরুকে বিষ্ণু-বুদ্ধিতে ... তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বস্তুতঃ বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া থাকেন। সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ইজ্যা, প্রজাতি, ... দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। ... ভগবদ্ভক্ত ... থাকেন না। ... গুরু অপেক্ষা ... কেহ নাই, অতএব তাঁহার ... অপেক্ষা আর কোন অধিক ... নাই। ... বৈষ্ণবগণের ... দোষ হয়। ... "যিনি গুরুসমীপস্থ থাকিয়া ... পূজা করেন, তিনি ... হন এবং তাঁহার পূজা নিষ্ফল হয়।"

... শিক্ষক ... করেন। ... আমার ... হউক বা ... হউক, ... হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। ... আমি কোন কিছু না চাই, ... একান্তিকতা ... । ... চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ... গুরুদেবের প্রকৃত শিষ্য ... নিজের ... প্রেমানন্দ ... অথবা ... কিছুই অপেক্ষা করেন না। শ্রীগুরুদেবের ... দ্বারা সর্ব্ব ... সিদ্ধ হয়।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

জড়জগতের যে সকল রাস্তা, তাহার একটিও ভগবৎসেবার রাস্তা নহে; ভগবদ্ভক্তগণের পদানুসরণ ... হইবার বিচার কেবল নবকগণের রাস্তা। ঐ সকল পথে অনুগমন অমঙ্গলকর। ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ, তাঁহার সকল ব্যবস্থাই আদরণীয়।

কীর্ত্তনকারীর আসন গ্রহণ করিলে আমাদের অভিমান আসিতে পারে, তাই তিনি (শ্রীগৌরসুন্দর) কীর্ত্তন করিবার প্রণালী বলিয়া দিয়াছেন,— তৃণাদপি সুনীচ না হইলে হরিকথা কীর্ত্তন করা যায় না, কেহ তাহা শুনেন না। যিনি সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুর মুক্ত্যুর জন্য হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। হরিকীর্ত্তন ও মায়ার কীর্ত্তন একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যাঁহারা মায়ার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আবার সময়ে সময়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনের আড়ম্বরপ্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ঐ লোক-দেখান কৃষ্ণকীর্ত্তনও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়ার কীর্ত্তনমাত্র। যিনি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত, তিনি তৃণাদপি সুনীচ নহেন, যিনি জগৎকে ভোগ্য মনে করেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুকে যিনি কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল না জানেন, তাঁহার কোন সহিষ্ণুতা নাই। তিনি ... কৃষ্ণ নাচিতে প্রস্তুত। যিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে গুরু করিতে না পারেন, প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা না করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক ... কৃষ্ণকীর্ত্তন আদরবার প্রদান করিতে ... তিনি 'অমানী' ও 'মানদ' নহেন। ... তিনি সর্ব্বপ্রকার ... সহিত ... কীর্ত্তন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীরূপপ্রভু, শ্রীজীবপ্রভু, ঠাকুর হরিদাস, ... আচার্য্যগণ এইরূপ গুরুদেবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম পরোপকারের পরাকাষ্ঠা। বাগানের বাজিকগণ ধ্যানযোগাদি প্রণালী গ্রহণ করেন। ঐরূপ প্রাকৃত চেষ্টার দ্বারা জীবের পরমপ্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। নিরন্তর—এক মুহূর্ত্তও বাদ না দিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিলেই জীবের সর্ব্ববিধ সুবিধা হইতে পারে। আমরা মায়ার কীর্ত্তনকে অনেক সময় হরিকীর্ত্তন বলিয়া মনে করি। যে কীর্ত্তনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, যাহার উদ্দেশ্য আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, তাহাই মায়ার কীর্ত্তন। উহার দ্বারা শ্রীহরিকীর্ত্তন হয় না, কেবল আভিধানিক শব্দ কীর্ত্তিত হয় মাত্র। যেমন ঘোড়া বলিলে তৎসঙ্গে আমরা ঘোড়ার চেহারা ভাবিয়া থাকি, তদ্রূপ হরি বলিলেও একটি প্রাকৃত রূপ চিন্তা করিয়া থাকি। উহা প্রাকৃত চেষ্টা বা পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। এখন নামনামী অভিন্ন জ্ঞানে আমরা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য হরিনামের আনুগত্যে হরিকীর্ত্তন করি, তখনই বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন হয়। চিন্ময়ের বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতের প্রাণী বহু সেব্য ও বহু সেবক রূপে বিরাজিত। এই স্থানে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এক কথায় এই স্থানে সেবা ও সেবকের নিত্যত্ব নাই, এই স্থানে সব ব্যভিচার। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। এখানে যত বড় সতী স্ত্রী বা নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন না কেন, দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকা নিবন্ধন তাঁহাদের চেষ্টা ব্যভিচারময়। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত কোথায়ও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পিতা-মাতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, পুত্রের পিতা-মাতার প্রতি যে শ্রদ্ধা, তন্মধ্যেও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ, শুদ্ধ সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের গ্রাহক নাই। অন্যাভিপ্রায়প্রণোদিত কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না, অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মাদির বহুমানন হইয়া থাকে। জগতে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, আংশিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতেছে না। অকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে, মায়ার কীর্ত্তনকে কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা চলিতেছে। হরিনাম ব্যতীত জগতে আর কোন ঔষধ নাই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। বর্ত্তমান সময়ে হরিনামের মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এখন হরিনামের দ্বারা, কৃষ্ণদ্বারা উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা, কামিনীসংগ্রহ, রোগ-নিবারণ, দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সকলে ব্যস্ত। হরিনাম ভোগের যন্ত্র বা মুক্তিলাভের যন্ত্র নহে। বর্ত্তমানে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নামাপরাধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। অষ্টপ্রহরের পর আবার খাওয়া-দাওয়া-থাকার কথা, আবার বাদ-বিসম্বাদের কথা, আবার ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা হইলে তাহাকে অষ্টপ্রহর বলা যায় না। নিরন্তর হরিনামগ্রহণই অষ্টপ্রহর। নামাপরাধগ্রহণ অষ্টপ্রহর

নহে। নামাপরাধের ফল ভুক্তি। বর্ত্তমানের বিকৃত অষ্টপ্রহরে হরিনাম বা বৈকুণ্ঠনাম কীর্ত্তন হয় না, মায়ার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। নামের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে মায়ার সংকীর্ত্তনকে কৃষ্ণের কীর্ত্তন বলিয়া জুয়াচুরি চলিয়াছে। এই জুয়াচুরি হইতে কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে উদ্ধার করা দরকার।

কৃপার জন্য কাঁদিতে হইবে

——::o::——

ভক্তির পথ—কৃপার পথ। হরিভজনে সবই কৃপার উপর নির্ভর করে। যিনি যে পরিমাণে গুরুবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে হরিভজনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন—ভক্তিরাজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। গুরুবৈষ্ণবের কৃপা না হইলে কেহ কিছুই করিতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সবই কৃপার উপর নির্ভর করে। গুরুবৈষ্ণব কৃপাপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন বলিয়াই আমরা তাহা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করি। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের পাদপদ্মাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তাঁহারা যদি আত্মপ্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আমি কি প্রকারে তাঁহাদিগকে চিনিব? যদি তাঁহারা কৃপা করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের সুযোগ না দেন তাহা হইলে আমি কি করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ লইব? যদি তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গসুযোগ না দেন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাদের সঙ্গ করিব? যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক রূপ ধারণ করিয়া এ জগতে না আসিতেন, তাহা হইলে মাদৃশ পতিত জীবের কিরূপেই বা মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত? তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক হরিসেবার বিভিন্ন প্রণালী, হরিসেবকগণের সঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের আনুগত্যে ও আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজনের চেষ্টা করিতেছি। তাই বলিতেছি, সকলের মূলেই কৃপা। কৃপা ছাড়া সাধনভজন সবই বৃথা। কৃপা ছাড়া গতি নাই। যিনি যাহাই করুন সকলের মূলেই কৃপা। আমরা পাঠই করি, কীর্ত্তনই করি, সেবাই করি, হরিনামই করি সকলের মূলেই কৃপা। গুরুবৈষ্ণবের কৃপা না থাকিলে সব ক্রিয়াকাণ্ড পর্য্যবসিত হইবে। কৃপার প্রতি নির্ভরতা না আসিলে নির্ভীকতা আসিবে না। কৃষ্ণের কৃপা মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণ কাহাকেও অন্য কোন রূপে কৃপা করেন না। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বা সেবা সর্ব্বক্ষণ চাহিতে হইবে অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই চাইতে হইবে। তাঁহার নিকট হইতে অন্য কিছু চাহিতে হইবে না। কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কেবল অমায়ায় কৃপাই চাহিতে হইবে। ষোল আনা গুরুদেবকেই চাহিতে হইবে। তাঁহাকে না চাহিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাহিতে গেলে বঞ্চনায়ই পড়িতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে পাইলেই সব পাওয়া যাইবে।

আমরা দীন, দরিদ্র, কাঙ্গাল। কৃপাবঞ্চিত, সেবাবঞ্চিত আমাদের কৃপাপ্রার্থনা বা সেবাপ্রার্থনা ছাড়া অন্য গতি নাই। বহু সৌভাগ্যফলে এবার কৃপার সন্ধান পাইয়াছি। কৃষ্ণকৃপা নিজেই মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের নিকট সাধুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই কৃপার নিকট হইতে কৃপাই চাহিতে হইবে। তাঁহার শ্রীচরণে ষোল আনা সমর্পণ করিয়া ষোলআনা তাঁহাকেই চাহিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ জানিতে হইবে—কৃপা আমাকেই কৃপা করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছেন, কারণ, আমি কৃপাবঞ্চিত—সেবাবঞ্চিত। কৃপা বা সেবার প্রতি উদাসীন হইলে কৃপা বা সেবা-লাভ হইবে না। কৃপাই আমাদের প্রাণ, কৃপাই আমাদের জীবন, কৃপাই আমাদের সব। এক মুহূর্ত্ত কৃপা ছাড়া হইলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। কৃপার কথা ভুলিলেই অন্য চিন্তা আসিয়া আমাকে অন্য দিকে লইয়া যাইবে। সুতরাং যখন কৃপার সন্ধান ও সঙ্গসুযোগ লাভ হইয়াছে, তখন নিজেকে কৃপার সঙ্গে খুব সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে। কৃপা প্রভুস্বরূপ। কৃপাই প্রাণ। কৃপাপ্রার্থী বা কৃপাপ্রাপ্ত সেবাপ্রার্থী বা সেবক বা জীবিত। এতদ্ব্যতীত আর সব মৃত—শব। কৃপাকে প্রাণ করিতে পারিলে আর কখনও ছাড়াছাড়ি হইবে না।

কৃপার প্রতি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি যিনি যত নির্ভর করেন, তিনি তত নির্ভীক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মার্পণই নির্ভীক, তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা ভোগাভিনিবেশ নাই। তাঁহার কোন ভয় নাই, কারণ তিনি জানেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মত বড় বস্তু এজগতে বা পরজগতে আর নাই। সুতরাং এত বড় বস্তুর আশ্রিত যিনি, তাঁহার আবার ভয় কাহাকে? যাঁহার যে পরিমাণে আশ্রিতাভিমানের অভাব আছে, তিনি সেই পরিমাণে ভীত। যতক্ষণ আমরা অন্তরে বাহিরে জানিব—আমি শ্রীগুরুদেবের আশ্রিত, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, ততক্ষণ আমরা নির্ভীক থাকিতে পারিব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রতি অভিনিবেশ কমিয়া গেলেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিয়া আমাদিগকে ভীত ও ত্রস্ত করাইবে। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী— সেবাপ্রার্থী— কৃপাপ্রার্থী আমরা কিছুতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভুলিব না। সেইজন্য যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিরন্তর হৃদয়ে সেবাডোরে—প্রীতিডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ গুরুবৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহার অনুগমন করিলেই নিরন্তর গুরুপাদপদ্মস্মৃতি আমাদের হৃদয়ে থাকিবে।

কৃপার প্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আমি কতটা কৃপা গ্রহণ করিলাম—কৃপার জন্য আমার কতটা পিপাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে সে বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা কৃপার সন্ধান পাইয়াও যদি চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকি, উদাসীনভাবে কালাতিপাত করি, তাহা হইলে কৃপাপাত্র হইতে পারিব না। সর্ব্বক্ষণ কৃপা পাইলাম না বলিয়া একটা তীব্র অন্তর্দাহ হৃদয়ে থাকিলে তবেই কৃপা পাওয়া যাইবে। কৃপা চাহিলে পাইবেই, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং আর দেরী না করিয়া কৃপার কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে জানাইতে হইবে,—

গুরুদেব!

"করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর।"

কৃপাই মূল। কৃপা ছাড়া গতি নাই। কৃপাই কৃপাময়ের সন্ধান প্রদান করে। কৃপাময়ের কৃপাবিতরণে কোন ত্রুটী নাই। ত্রুটী কেবল গ্রহণকারী আমাদের। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাবঞ্চিত আমাদের দুর্গতি দেখিয়া আমাদের এই দুঃখের চিরনিবৃত্তির জন্য তাঁহার কৃপাময় স্বরূপটী এ জগতে প্রকট করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এতই হতভাগ্য যে, তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃতাধার সেই শ্রীপাদপদ্মে এখনও শরণ গ্রহণ করিলাম না। কৃপাময়ের নিকট আসিয়াও তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি না—তাঁহার কৃপা পাইলাম না বলিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে না—হৃদয়ে শুদ্ধ সেবা পিপাসা জাগিতেছে না, সুতরাং তিনি আর কি করিবেন। কৃপাময় প্রভু আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য এখনও অপেক্ষা করিতেছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::o::——

পাটনায় প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পাটনা সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ১০ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার গর্দানী বাগস্থ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সহায়ের সাদর আহ্বানে পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তাঁহার বাসভবনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপস্থিত হইয়া গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১১ই এপ্রিল শুক্রবার শ্রীযুত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিশাস্ত্রী, বি এল য়্যাডভোকেট মহোদয়ের গৃহে সন্ধ্যায় শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ হরিকথা কীর্ত্তনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভাগবতপাঠের অধিকারী, ভাগবতের বহু অমূল্যশিক্ষা, মনুষ্যজীবনের দুর্লভত্ব ও অর্থদত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় হিন্দি-ভাষায় কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১২ই এপ্রিল শনিবার পাটনা সহরস্থ অন্ধ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে পাটনা শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় তথায় উপস্থিত হন। বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। গুরু-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী "আত্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুত মতিলাল প্রসাদ বক্তার পরিচয় প্রদান করেন ও তাঁহার উপদেশ শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিতে (অন্ধ) ছাত্রগণকে বলেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে আত্মধর্ম্ম কাহাকে বলে, অন্ধের মেধাশক্তি, ভগবানের যে ব্যবস্থা তাহা কৃপা বলিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন, ভগবান্ যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য, প্রভৃতি বহু শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন। প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের চেষ্টায় ও যত্নে সভার কার্য্যটী সুসম্পন্ন হয়। শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ খুব আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে "যশোমতী নন্দন" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। মধ্যে মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ে এইরূপ সদ্বিষয়ে বক্তৃতা হইবার জন্য প্রধান শিক্ষক মহোদয় মঠসেবকগণকে অনুরোধ করেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

[illegible] শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে [illegible] আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ পাঠকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমধ্যে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। প্রাতঃ [illegible] বাদিকের পর শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ এবং ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্মোহন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং ২৬বাজার ৪৬১৫
সেবক—শ্রীভবনচন্দ্র দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলরূপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীধামদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাসগন্ধর্ব্বসিংহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ নং গণেশদাস, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীপ্রাণবল্লভ দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপানুগ ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনন্দচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
ফেরোজপুর
পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৭৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
ব্লক নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভ্বুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আশাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীনিধুবনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীজ্ঞানদাস দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্লাডষ্টোর রোড, ষ্টাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের চার্জ

	সংবাদের পৃষ্ঠা		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রত্যেকে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	॥১	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲		৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৯৲		১৮৲
" এক কলম ৫৩৲		৩০৲

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ [illegible] বিশেষ অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি আনুপূর্ব্বিকরূপে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। সুন্দর ছাপা ও প্রচ্ছদপট [illegible] এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান —মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীভাগবত [illegible] প্রেস

পো. শ্রীমায়াপুর

(নদীয়া)

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর [illegible] ছাত্রাবাস ও বোর্ডিং [illegible] খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] প্রতি মাসে [illegible] শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত [illegible] এবং ৮ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী মাত্র ৬০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেকবারই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর ৩টি এবং [illegible] ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বন্দোবস্তের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থ ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী [illegible] প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-[illegible] কথা, শিক্ষা [illegible] অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রী [illegible] মন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] সমগ্র, [illegible] টীকা [illegible] শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ও টীকার মর্ম্ম [illegible] প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণ [illegible] অনায়াসে [illegible] পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল পরোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১৩ ১৬	১৫ ১০	১৬ ১৬	১৭-৫৩	২২ ২৬	
দমদম	৬ ৫০	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৩	
রাণাঘাট পৌ.	৯ ২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০-২৫	
(বনগাঁ) ছাঃ		৯-৩১							
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫১	৮ ৪০	১০-৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯-১৪	২০ ২০	১-১০	
লাইট রেল (বদর) ছাঃ	৭ ১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০		
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫			২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮ ২১			২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১ ৬
দমদম ” ১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২ ৫১
” ছাঃ ১ ৫৭
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-৪
(বদর) ছাঃ ১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৮ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৭ ২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫ ৩১

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১৪		৯ ১২		১৩ ১	৩	৮ ৩৮		
মহেশগঞ্জ ”	৬ ২৩		৯-২১		১৭ ১০	১৭ ৪০	১৮ ৫১		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	২ ৫১		৯ ৫৫		১ ১৬	১৭ ১	১৯ ০০		
(বদর) ছাঃ	১-৩১	৭ ১০	৮-৫১	১১ ১৬	১১-৪	১৮ ৫৮	১৯-২৮	২০ ৪৮	
রাণাঘাট পৌ.	৪ ১০	৪৬	৯ ২৫	১২ ০	১৫ ৫৫	১৭ ৫০	২০ ৩	২১ ১৯	
(বনগাঁ) ছাঃ					১৫-৫৬	১৭-৮২			
দমদম			১১-৪		১৭ ৩৭	১৯ ৯	২১ ২৮	২২ ৫৮	
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৭৬	১৯ ২৬	২১ ৪০	২৩ ১০	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ ” ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৭৪
ছাঃ ১৫ ১৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদর) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
” ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তেলেগুভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌর বিগ্রহগণ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ও জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণোপান্তে বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবিরুদ্ধমতখণ্ডনে ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্যবরের সিদ্ধান্তপূরিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য ও সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা— দশ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই হয়। ইহা কাটিতেও অধিক। প্লীহা, যকৃত সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উলটাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO. C 1544

শ্রী শ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:*:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ। ভিক্ষা মাত্র ১৲০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মনুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:*:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর ১১ই বৈশাখ ১৩৪৮, ২৪শে এপ্রিল ১৯৪১ বৃহস্পতিবার। ৪০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::(০)::——

আরামবাগে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক আরামবাগ কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি আরামবাগে পদার্পণ করিয়াছিলেন। হুগলীর জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ আব্দুল কাসেম, এম, এল, এ, এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মোটরযোগে তারকেশ্বর হইতে আরামবাগে আসিয়া উপস্থিত হন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে আসিবার পথে সর্ব্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করে। সমস্ত রাস্তা ধরিয়া জনতা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় করে এবং বিপুলভাবে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে। আরামবাগে শ্যামপুরের মৌলভী মবিবল হক্ তাঁহাকে একটি ভোজে আপ্যায়িত করেন। তৎপর প্রদর্শনী কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী এবং হুগলীর জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপর ম্যাটসন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং আমডোবা মাদ্রাসার ছাত্রগণ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে গার্ড অফ্ অনার প্রদর্শন করে। উদ্বোধন উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে মহকুমার বিভিন্ন অংশ হইতে তিন হাজারেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। পবিত্র কোরাণ হইতে আবৃত্তি করিয়া সভার উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করা হয়। তৎপর প্রদর্শনী কমিটির প্রেসিডেন্ট, আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, আরামবাগ লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, মুসলীম কাল্‌চারাল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, আরামবাগ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, খান সাহেব জসীমুদ্দীন সরকার এবং স্থানীয় মুসলীম লীগের প্রেসিডেন্ট তাঁহাকে বিভিন্ন মানপত্র প্রদান করেন। প্রদর্শনী কমিটির সেক্রেটারী এই ধরণের প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা, মহকুমার প্রয়োজনীয় অভাব অভিযোগ,—বিশেষ করিয়া আরামবাগের বর্ত্তমান চাঁপাডাঙ্গাকে বারমাসী একটি পিচঢালা রাস্তার দ্বারা সংযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিবরণী পাঠ করেন।

বিভিন্ন মানপত্রের জবাবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আরামবাগের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য সকলকে এক সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং জানান যে, বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য জেলা যে সুখ সুবিধা ভোগ করে—আরামবাগ তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, যাতায়াতের সুব্যবস্থা সকল লোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। তিনি অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহার নিজের সাধ্যানুসারে তিনি আরামবাগের জনসাধারণের বহু দিনের অভাব-অভিযোগ দূর করিবেন।

———

নারায়ণগঞ্জে খাল খনন

একটি খাল ভরাট হইয়া মেঘনা নদীর সহিত তাহার যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা থানার অন্তর্গত মৌজা পূর্ব্ব-হোসেননগরের পূর্ব্বদিকের প্রায় ১,৫০০ বিঘা আবাদী জমিতে বহুকাল হইতে জল জমিয়া ছিল।

এই সংবাদ নারায়ণগঞ্জের সার্কেল অফিসারের গোচরে আনা হইলে তিনি এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া উঠেন এবং জমির মালিকদের সহিত দেখা করিয়া উহার স্বত্ব ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করেন এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে কাজটি সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন। রায়পুরা থানা-পল্লী সংগঠন সমিতির তত্ত্বাবধানে এই কাজ সুরু করা হয়। এই খালের কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে এবং উহার দৈর্ঘ্য এক মাইলের চারিভাগের তিন ভাগ। উক্ত খাল প্রস্থে ও গভীরতায় যথাক্রমে ১৫ ও ৬ ফিট। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে যে কাজ সম্পাদিত হইয়াছে তাহার আনুমানিক মূল্য ১,৩০০৲ বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই উপলক্ষে স্থানীয় লোক প্রায় ২,০০০৲ টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে—এতদ্ব্যতীত জমির মূল্য ত রহিয়াছেই। নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া উক্ত জমি তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছে।

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্যদলের উল্লেখযোগ্য জয় এবং ইটালীদের শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ এই খালকে লিবিয়া খাল নামে অভিহিত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত এই যুদ্ধে একদল বীর ভারতীয় সৈন্য বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধ জয়কে অন্যায়ের উপর ন্যায়ের জয়ের প্রতীক বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে।

———

নদীয়া ও যশোহর জেলায় প্রচেষ্টা

নদীয়া ও যশোহর জেলায় বিগত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পল্লী উন্নয়নের যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

নদীয়া জেলায় পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি ও ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতিগুলি জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ, কুইনাইন বিতরণ ও জেলার কোন কোন অঞ্চলে যেখানে মশা জন্মায় তথায় কেরোসিন তৈল প্রয়োগের কাজ ভাল মত করিয়াছে। রাণাঘাট মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছেন; কুষ্টিয়া মহকুমায় শিমুলের কেলা নামক স্থানে বহু বিঘা জমির কচুরীপানা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে পরিষ্কার করা হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার খাল ও ডোবা হইতে কচুরীপানা ধ্বংস কাজে সহযোগিতা করিয়াছে। সদর মহকুমার সমস্ত থানায় স্থানীয় কর্ম্মিগণ বয়স্কদিগের শিক্ষা ও অন্যান্য পল্লী উন্নয়নের কাজ তৎপরতার সহিত করিয়াছে। কুষ্টিয়া মহকুমার হাটোশ-হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডে স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় একটি ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য-চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। রাণাঘাট মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে স্যানিটারী ইন্স্পেক্টরগণ ও ইউনিয়ন বোর্ডের স্থানীয় ডাক্তারগণ সময় মত ঔষধের ব্যবস্থা করায় কলেরা মহামারীর প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ... খণ্ডে অপূর্ব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩টি অধ্যায়ে সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, লেখকের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপারিরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৫৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হ'তে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৷৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ষোড়শ আলাপ ॥০
১৯। তর্ক্ক বেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা ভগবৌভক্তিঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্তবমালা (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্থপঞ্চক /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৯। সারসংগ্রহণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজী ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
শরণাগতি ·/০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ·।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচলিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

সজ্জনের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১৩ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১১ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৪শে এপ্রিল, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৮০তম সংখ্যা

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মধুসূদন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

কৃপা চে'য়েও পাই কৈ ?

কৃপা চে'য়েও পাই কৈ, এই কথা আমি অনেক সময় মনে করি। আমি যেন কতই কৃপার কাঙ্গাল। কৃপা ছাড়া যেন আমার প্রাণ বাঁচে না। কৃপাই যেন আমার নিরন্তর ভজনপূজন ও ধ্যানের বস্তু হইয়াছে। কৃপা ছাড়া যেন আমার প্রাণধারণ বৃথা হইয়াছে। বাস্তবিক এইরূপ হইয়াছে কি? কৃপাই প্রভু, কৃপাই একমাত্র বস্তু, কৃপাই একমাত্র প্রয়োজন—এই বাস্তব জ্ঞান আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে কি? কৃপা কাহাকে বলে আমি জানি কি? কৃপা কি করেন, তাহা যদি জানিতাম তাহা হইলে—প্রভুত্বকামী আমি মৌখিকভাবেও কি কৃপা চাহিতাম? কৃপা যে আমার প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা ছাড়াইয়া ভগবানের দাস্য করায়, তাহা আমি জানি কি? কৃপার তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞান নাই, অথচ আমি কৃপা চাই এবং তৎপর মুহূর্ত্তেই বলি, কৃপা চে'য়েও ত' পেলাম না। কৃপাই যদি আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে কৃপা না পাওয়া পর্য্যন্ত কৃপালাভের জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুলতা নিরন্তর আমার হৃদয়ে থাকে না কেন? সেইজন্যই বলিতেছি, আমি বাস্তবিক অন্তর হইতে কৃপা চাই কি?

কৃপা একটা কথার কথা নহে। কৃপার ব্যক্তিত্ব আছে, রূপ আছে। কৃপার কৃষ্ণ-বশকারিণী শক্তি আছে। কৃপা কৃষ্ণকে দেখাইতে পারেন—আমার সহিত কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করাইতে পারেন, কৃপা এত বড় জিনিষ। সূর্য্যালোকে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় ভগবৎকৃপালোকেই ভগবদ্দর্শন হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সেই আশার অবতার। এতদ্ব্যতীত ভগবদ্দর্শনলাভের অন্য কোন রাস্তা নাই। সাধুই ভগবৎকৃপার মূর্ত্তি। কৃপার প্রতি যেখানে শ্রদ্ধা অর্থাৎ নির্ভরতা নাই, সেখানে মুখে কৃপা চাওয়া কপটতা নহে কি? কৃপাপ্রাপ্তির প্রথমেই ত' কৃপা-প্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধা। কৃপার সাক্ষমূর্ত্তি সেই সাধুর প্রতি আমার অকপট শ্রদ্ধা ও শরণাগতি আছে কিনা তাহা আমি বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কি? সাধুর হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব গৃহ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের অধীন—এই শাস্ত্রবাক্যে আমার বিশ্বাস হইয়াছে কি? আমি ত' অনেক সময় কৃপার দোষ দিই, যেন আমি নিজে কত নিখুঁত, কত সুন্দর, কত নির্দোষ, আর যত দোষ কেবল কৃপার! কপাল যাঁহার খুব ভাল, তাঁহারই সাধুগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা আসে। সেরূপ ভাগ্য আমার আছে কি? দুর্ভাগ্যবশতঃ সেরূপ ভাগ্য আমার না থাকিলেও, সেরূপ ভাগ্য লাভের জন্য আমার আন্তরিক যত্ন দেখা যাইতেছে কি? স্বসুখবাঞ্ছা প্রবল থাকিলে নিজের দোষ দেখা যায় না, কৃপাকেই দোষী বলিয়া মনে হয়, ইহা ঠিক নহে কি? কৃপা আমার সর্ব্বনাশ করিবে—আমার ভোগের ঘরে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিবে, সেইজন্যই আমি অন্তর হইতে কৃপা চাহি না—ইহাই আমার অন্তরের উদ্দেশ্য নহে কি? যদি এইরূপ অভিসন্ধি থাকে তাহা হইলে কৃপা কেন পাইব?

প্রপন্নই কৃপা পায়। প্রপত্তি বা আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত ভগবানের প্রীতিসাধক আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ও সেবা ব্যতীত কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ হওয়া যায় না—কৃষ্ণে বস্তুতঃ আত্ম-সমর্পণ হয় না। নারদ-পঞ্চরাত্রেও দেখিতে পাই,—"যিনি সদ্গুরুর নিকট অভিগমন করেন নাই তাঁহার অর্পিতে অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ বস্তুতে আত্মসমর্পণরূপ সমিধ নিক্ষেপ বৃথাই হয়।" সাধুকে বাদ দেওয়াই কৃপাকে বাদ দেওয়া। নিজ স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিতে গিয়া যাহারা কৃপার প্রতি নির্ভর করিল না অর্থাৎ সদ্গুরুর চরণ শরণ লইল না, ভগবানে তাহাদের প্রকৃত আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি হয় না এবং হইতেও পারে না। যেখানে অন্তরে অন্তরে সত্য সত্য প্রপত্তি বা শরণাগতি নাই, সেখানে শরণাগতির শুধু বাহ্যানুষ্ঠান ও প্রকৃত শরণাগতি এক নহে। আন্তরিক ঐকান্তিকতাই শরণাগতির প্রাণ, নচেৎ প্রাণহীন লোকদেখান বাহ্যানু-ষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। যেখানে সত্য সত্যই আন্তরিক ঐকান্তিকতা বা প্রাণ আছে, সেখানে বাহ্য অনুষ্ঠানে লজ্জাসঙ্কোচাদি কোন প্রতিবন্ধকই আসে না। অন্তর হইতে বাহ্যানুষ্ঠানসমূহ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। জনক-জননীর হৃদয়ে সন্তানের প্রতি যে স্বাভাবিক স্নেহ তাহা স্বতঃই সন্তানের নানাবিধ আদর যত্ন ও সেবারূপে স্ফূর্ত্তি পায়। স্নেহ ও আদর-যত্ন—বস্তুতঃ দুইই এক—পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কেহ কেহ মনে মনে কিঞ্চিৎ শরণাগতির ভাব পোষণ করিয়াও যদি তাহারা কায় ও বাক্যকে নিজের স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারের জন্য রাখিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃত শরণাগতি হয় নাই জানিতে হইবে।

করুণাময় ভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃপাকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রৌতপন্থার বেদবাণী দ্বারা, সাধুমুখনিঃসৃত বাক্য দ্বারা অনন্ত জীবগণকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। ভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই ইহা অসম্ভব কথা! জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। যিনি সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন তিনি ভগবানের কৃপা হইতে স্বেচ্ছায়ই দূরে থাকেন। আর যিনি সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তিনি ভগবানের নিত্যকৃপায় নিত্যকাল স্বাভাবিক হইয়া নিত্যসেবা ও উত্তরোত্তর নিত্য কৃপা লাভ করিতে পারেন। গুরুরূপে ভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদিগকে সর্ব্বতো-ভাবে সাক্ষাৎ কৃপা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু আমরা কৃপার ভিখারী বা অকিঞ্চন না হইলে তাঁহারা আর কি করিবেন? কৃপা চাহিলে পাওয়া যাইবেই, ইহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "অকপটে যদি তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই—'আমি কে, আমাকে তাহা জানাইয়া দাও', তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে 'আমি কে' তাহা [illegible]

জানাইবেন। সরল হইয়া অর্থাৎ হরিনামের প্রীতিবিধান ছাড়া চিত্তে অন্য কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে, তবেই কৃপা হইবে। তাহার মধ্যে কোন ভেজাল না থাকিলে তাঁহাদের কৃপা উপলব্ধি হয়। ডাকিয়া যেখানে সাড়া পাওয়া যায় না, সেখানে ডাকার মধ্যে ভেজাল আছে জানিতে হইবে। কৃপা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। অকপট হইয়া ডাকিলেও যদি মনে হয় যে তাঁহারা কেন দোষ, তিনি কিরূপে কৃপা না করেন। তিনি ত' কৃপা করিবার জন্যই ব্যস্ত। সূর্য্যদেব তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাববশতঃ আলোক দানের জন্য সদা ব্যাকুল, আমরা সম্পূর্ণরূপে দ্বার খুলিয়া রাখিলেই হলো। একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন পথের দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের কৃপার উপলব্ধি হয় না। ভগবানের দিক্ হইতে অহৈতুকী কৃপা আর জীবের দিক্ হইতে পূর্ণ শরণাগতি—ইহাই অবরোহপন্থা। ভক্তের সাধনে কৃপা ও শক্তির সমন্বয় আছে। অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য ভগবানের কৃপারজ্জু নিরন্তর কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। ভক্ত সেই কৃপারজ্জুকে ধারণ করিবার জন্য সাধন করিয়া থাকেন—কৃপাধারণই তাঁহার সাধন—নিজের চেষ্টায় তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত হইতে পারেন, এইরূপ আত্মম্ভরিতা তাঁহার নাই।

শ্রীগুরুকৃপা দুর্লভ ও স্বতন্ত্র। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইলেই তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়। অন্তরে কৃপাভিখারী না হইয়া যিনি 'প্রভু দয়া, আমাকে কৃপা করুন'—এই কথাটি মুখে বলেন অথচ অন্তরে কাবাকাবে [illegible] ... গুরুদেবের প্রবর কৃপারজ্জু অবলম্বন থাকিবেন অর্থাৎ তাঁহার কৃপাদেশ ও কৃপোপদেশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে [illegible] কার্য্য করিবেন, সেইরূপ [illegible] কখনই [illegible] হইবেন না। যে [illegible] সেবা [illegible] উপায়। জীব যখন [illegible] ভগবৎসেবোন্মুখ হন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করেন। সাধনচেষ্টা ও ভগবৎকৃপা-প্রভাবে জীব উদ্ধারপ্রাপ্ত হইতে পারে। ভগবৎকৃপার প্রতি বিমুখ হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া বা সাধুগুরুর কৃপা-সাহায্যের প্রতি উদাসীন হইয়া আরোহপন্থায় কেবল সাধন-চেষ্টার দ্বারা জীব উদ্ধারলাভ করিতে পারে না—কিছুদূর উঠিতে না উঠিতেই আবার পতিত হইয়া যায়। এই ত' গেল নিজের প্রতি নির্ভরতায় কেবল সাধনচেষ্টার কুফল। আর সাধনচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কপটতা কারণ মুখে কৃপাপ্রার্থনার দ্বারাও সংসার-কূপ হইতে উদ্ধারলাভ করা যায় না। এতাদৃশ সাধন-চেষ্টাহীন কপট কৃপাপ্রার্থনার মধ্যেও সাফল্য নাই। তবে কি করিয়া কৃপা লাভ হয়?—এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই জাগিয়া থাকে। উত্তর এই যে, যিনি কৃপা প্রার্থনা করিবেন, তিনি সাধন করিবেন অর্থাৎ সেবা-কার্য্যে নিবিষ্ট হইবেন এবং সেই সেবা [illegible] সহিত তিনি গুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রচুর কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহা কল্পনা নহে, পরন্তু অবিসম্বাদিত প্রত্যক্ষ সত্য। অকপট কৃপাপ্রার্থীর যেই এই কথার সত্যতা প্রাপ্ত না হয় কাল নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন, এ বিষয়ে আমরা দৃঢ়নিশ্চয়।

কৃপা জিনিষটী সেবা। তবে আমি অকপট কেবল সেবার ভিখারী না হইয়া অর্থ, আরাম, সুনাম, শান্তি প্রভৃতি অন্য কোন কিছুর আশায় কৃপার ভিখারী হইবার ধৃষ্টতা করি কেন? শান্তিময়ের না হইলে কি শান্তি পাওয়া যায়? কৃপার প্রতি বিমুখ থাকিলে অর্থাৎ সেবাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না জাগিলে কৃপালাভ কি করিয়া হইবে? কৃপাই কৃপালাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগায়। ইহাই কৃপার ফল। কৃপাই আমার নিত্যবস্তু, এই জ্ঞান না হইলে কি কৃপার জন্য ব্যস্ততা জাগে? আমি অনেক সময় মনে করি যে, আমি বাস্তবিকই কৃপা চাই, [illegible] না। আমি ঠিক আছি, কিন্তু গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ আমাকে কৃপা করিতেছেন না। কিন্তু আমি আমাকে অন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কি যে গুরুবৈষ্ণব-ভগবান কৃপা দিলে আমি নিশ্চয়ই কৃপা গ্রহণ করিব। যে [illegible], তাহার কি [illegible] যায় [illegible] কখন ও [illegible] বাড়ে? যদি [illegible] আমার কৃপাপ্রার্থনা কিছুক্ষণের জন্য প্রকাশিত হইয়া পরক্ষণে আবার বিলীন হয় কেন? [illegible] করি, আমি কি বাস্তবিকই [illegible] চাই? ভগবানের সম্পূর্ণ খুলিয়া [illegible] বরণ করিতে চাই কি—সাধুগুরুকে [illegible] বরণ করিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে চাই কি?

অনেকে [illegible] সাংসারিক ব্যাপার রাখিয়া লোভের পুঁটলি রাখিয়া বলেন, আপনাদের কৃপা হইলেই সব হইবে। আপনারা কৃপা করুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সত্য সত্য কৃপা লাভ করিতে [illegible] [illegible] বুকে হাত দিয়া ভগবানকে স্পর্শ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন কি? [illegible] ভোগী হইয়া আমার কৃপার আশা করা বৃথা নহে কি? কথায় [illegible] আমি সে তাহা পায়। আমি এতদিন যাহা চাহিয়াছি তাহাই অবশ্যই পাইয়াছি—এ কথা সত্য নহে কি? এখনও যাহা চাহিতেছি তাহাই পাইতেছি, যাহা চাহিব তাহাই পাইব। নিজ সুখ চাহিয়া অর্থাৎ বঞ্চনার লোভী হইয়া কৃপা অর্থাৎ সেবাসুখ পাইব কি করিয়া? আমি অনেক সময় মনে করি, আমি কৃপা চাই, কিন্তু বাস্তবিক আমি চাই আর কিছু। করুণাময় ভগবান্ আমার সেই কপটতা ধরাইয়া দেন, আমার নিকট বিপদ্-আপদ্ আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সত্য সত্যই আমি তাঁহাকে চাই কিনা! বিপদ্-আপদ্গুলি যে ভগবানের কৃপা, ইহা বিপদের সময় আমার মনে থাকে না। তখন ভগবানের প্রতি নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া নিজের প্রতি অথবা জগতের কাহারও প্রতি নির্ভর করিবার জন্য ব্যস্ত হই। আমার পড়িবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু পরীক্ষা আসিলেই আমি পড়া ছাড়িয়া দেই। ইহার নাম কি পড়িবার ইচ্ছা? যে কৃপা চায় সে কি বাধা দেখিয়া ভয় পায়? সে ত' কৃপা লাভের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত। সুতরাং কৃপার জন্য বিহ্বল ব্যক্তিকে কৃপালাভ-বিষয়ে কে বঞ্চিত করিতে পারে? সাধুগুরুর কৃপাধারা মাদৃশ জীবসমূহের উপর মুষলধারারূপে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু পাছে ঐ কৃপাধারা আমাকে স্পর্শ করিয়া পুত্রস্নেহপাশ, বন্ধুসঙ্গ বা পত্নী-সহবাস প্রভৃতি আপাতমধুর অথচ মহাবিপজ্জনক বস্তুর সঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় সাধুর অব্যর্থ বাণী বা উপদেশ আমি হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহি না। সাধুগণ নিষ্কপটে কৃপা করিয়া আমাদিগকে কৃপাবারির দ্বারা সিক্ত করিতে চাহিলেও আমি [illegible] দিয়া তাঁহাদের সেই অযাচিত করুণাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হই। কিন্তু যখন আমি [illegible] কিঞ্চিৎ সেবোন্মুখ হই তখন প্রত্যক্ষ দর্শনে এ অনুভব করিতে পারি যে, আমার উপর গুরুবৈষ্ণবের কৃপা [illegible] প্রচুর, এত অসীম যে, তাহার এক কণা গ্রহণ করিতে পারিলেই আমি এত বড় হইতে পারি যে, দুনিয়ার কোন কিছুই আমাকে আকৃষ্ট বা মুগ্ধ করিতে পারিবে না। আমি জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াও মায়ার মোহে [illegible] বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। এ বিপদ্ হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে কি এ জগতে কেহই নাই? নিশ্চয়ই আছেন, নিশ্চয়ই আছেন। তাঁহাদের শ্রীচরণে অকপটে শরণ লইলেই ইহা আমি স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। আমার মত [illegible] উদ্ধার করিবার মত বুকে বল তাঁহাদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমি তাঁহাদের না হইলে তাঁহারা কি করিবেন? সঙ্গ ত' কৃপা। কিন্তু আমি যদি সঙ্গ না করি, রোগী হইয়া সদ্বৈদ্যের কথা না শুনি, তাহা হইলে আমার এই দুরারোগ্য রোগ কি করিয়া সারিবে? রোগীর রোগ যতই কঠিন হউক, ধন্বন্তরীর কাছে যেমন তাহার আরোগ্য-লাভ অনিবার্য্য, সেইরূপ ভবরোগী আমরা যতই অযোগ্য এবং অপরাধী হই না কেন, সাধুগুরু-চরণে শরণ লইলে তাহা অনায়াসেই চলিয়া যায় এবং জীব তখন স্বাস্থ্য ও সবলতা লাভ করিয়া সেবানন্দে কৃতকৃতার্থ হয়।

সুতরাং হরিকীর্ত্তনে হতাশার কিছু নাই, তবে একটী কথা, আমি কৃপা চাই ত'? যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ দিতে প্রস্তুত, যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে মহাভাগবত করিবার জন্য ব্যস্ত, আমি কি সত্য সত্যই সেই মহাপুরুষের পদধূলি হইতে চাই?

আমার কৃপা চাওয়া কপটতামাত্র। তাই কৃপা যখন স্বয়ং আসেন তখন আমি তাঁহাকে বাধা দিই, গুরুবৈষ্ণব যখন কৃপা-বৃষ্টি করেন তখন আমি মস্তকে ছত্র দিই। এইরূপ হইলে কি মঙ্গল হইবে? আমার কৃপা চাওয়ার অর্থ—আমি যেরূপ আছি, আমাকে সেইরূপ রাখিয়াই ভাল করুন। তাহা কি হয়? সদ্বৈদ্য আমার রুচি অনুসারে আমার কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন না। প্রথম মুখে রোগীর কিছু কষ্ট হইলেও ডাক্তার কি তাহার ফোড়া অপারেশন করিতে ইতস্ততঃ করেন? সেইজন্যই বলিতেছি, সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থা অকাতরে, অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে অনায়াসে রোগ সারিয়া ক্রমশঃ সুস্থ হওয়া যাইবে। আমি যে সংসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে চাই। এরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রম কি করিয়া সম্ভব হয়? আমার দুঃখে যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ দুঃখী, আমার মঙ্গলের জন্য যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, সেই পরমবান্ধবকে শত্রু ভাবিলে—পরমাত্মীয়গণকে অনাত্মীয় না ভাবিলে আমার মঙ্গল কি করিয়া হইবে? আমি স্বদেশে—ব্রজে কি করিয়া ফিরিয়া যাইব? শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলিতেন, মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একজনকে কৃষ্ণের ভোগের জন্য তৈয়ারী করিতে হইলে ২০০ গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিতে হয়। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও গুরুদেব আমাকে কৃপা করিতে চান। উদ্দেশ্য—আমার মঙ্গল হউক। আমার [illegible] জন্য তাঁহার এত যত্ন, এত চিন্তা, [illegible] প্রয়াস, এত কৃপা! তথাপি আমি তাঁহার সেই কৃপাবারিকে পায়ে ঠেলিয়া দিতে চাই। ইহার ন্যায় অজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা, দাম্ভিকতা আর কি থাকিতে পারে? ইহা অপেক্ষা করুণাময় প্রভুর কোমল প্রাণে বেশী আঘাতপ্রদান আর কি হইতে পারে? সেইজন্যই বলিতেছি, আমি সত্য সত্যই কৃপা চাই কি?

কুটিল কৃপা পাইবে না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধদোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদির প্রথা তাহা সমস্তই কুটিলতা। অতি মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারা মঙ্গল হয়। কিন্তু কুটিল ব্যক্তির আদৌ ভক্তির আবির্ভাব হয় না।

বৈষ্ণব-সেবা

——::*::——

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং সমস্ত সাত্বতশাস্ত্রই বৈষ্ণব-সেবাকে বিষ্ণুসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ ও অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥"

'আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়।' কুলীনগ্রামনিবাসী ভক্তবৃন্দের প্রশ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু "বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তনে"র কথা গৃহস্থের প্রধান কৃত্যরূপে জানাইয়াছেন। মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসীদিগের প্রশ্নের অবতারণা করিয়া কিরূপে বৈষ্ণবসেবা করিতে হইবে, তাহাই জানাইয়াছেন। শুদ্ধ-নামে যাঁহার যত স্বাভাবিকী রুচি, তিনি সেই পরিমাণে বৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছেন। গৃহস্থগণ একান্ত নামপ্রেমপরায়ণ মহাভাগবত ও তদনুগত নামপ্রচারকারী শুদ্ধনামাশ্রিত বৈষ্ণবেরই সেবা করিবেন। বৈষ্ণব সম্পূর্ণ-ভাবে পারমার্থিক। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার না করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিতে গেলে বৈষ্ণব-সেবার পরিবর্ত্তে অনেক সময় বৈষ্ণব-সেবাপরাধই হইয়া যায়। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করিয়া সেবাচেষ্টা যেরূপ বৈষ্ণবাপরাধ, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মনে করিয়া বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগও সেইরূপ বৈষ্ণবাপরাধ। বদ্ধজীব আমরা কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, তাহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়-গুলি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট। জীব যখন সাধু-গুরু-কৃপায় কোন্‌টী ভ্রম, কোন্‌টী সত্য ইহা বুঝিতে পারেন, তখনই তাঁহাকে অনর্থ-মুক্ত বলা যায়। সেই মুক্ত লক্ষণে আপনাকে বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রিত বলিয়া বিচার প্রবল থাকে। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মই জীবের একমাত্র আশ্রয়। নিরাশ্রয় বা অসহায়ের বড় কষ্ট। বৈষ্ণবই জগতের গুরু। সেই বৈষ্ণবের কিঙ্করত্বের অনুভূতিই সম্বন্ধ-জ্ঞান। বৈষ্ণব গুরু, আর আমরা শিষ্য। আমরা বৈষ্ণব নহি—বৈষ্ণবের ভৃত্য। প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের বৈষ্ণবদাসানু-দাসত্বরূপ শিষ্যাভিমান আবশ্যক এবং ইহাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। শুদ্ধভক্তের কৃপা-লাভ হইলেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। দণ্ডই বৈষ্ণবের অমায়ায় দয়া, ইহা বুঝিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হয়। বঞ্চক ইহা বুঝিতে পারে না। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তিই বৈষ্ণবের শাসনকে কৃপা জানিয়া ধন্য হয়।

গৃহত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে ভজন করিবার অধিকার যাঁহাদের হয় নাই, এইরূপ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ যদি সকল সময় গৃহে অসৎসঙ্গের মধ্যেই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কখনই হরিভজনে অধিকার-লাভ হইবে না। কিন্তু যদি তাঁহারা সাধুগুরুসঙ্গ, সাধুমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা এবং সৎসঙ্গে বাস শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থ অপগত হইয়া বৈষ্ণবসেবা-ফলে হরিসেবায় রুচি হয়। গৃহে অধ্যয়ন-কারী বালক অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শুশ্রূষু ছাত্রগণ অতি অল্পকালেই সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। যে বিদ্যালয়ে না গিয়া গৃহেই অধ্যয়ন করে, তাহার অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তি থাকিয়া যায় এবং অভিজ্ঞের সাহায্য না পাওয়ায় সে পাঠে তেমন উন্নতিও করিতে পারে না। সেইরূপ যে সকল অনর্থযুক্ত সাধক গৃহে নিজে নিজে হরিভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা গুরু ও বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ-সঙ্গ এবং তাঁহাদের আচার-প্রচারের জলন্ত আদর্শ ও শিক্ষা অনুক্ষণ না পাওয়ায় তাঁহারাও অনেক সময় ভ্রমপথে চালিত হন। সাধুসঙ্গের অভাবে তাঁহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারেন না। ফলে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। তখন অসৎসঙ্গই তাঁহাদের ভাল লাগে বলিয়া তাঁহারা সৎসঙ্গারাম মঠাদিতে যাইতে আর ইচ্ছা করেন না। বদ্ধজীবের অসত্তেই স্বাভাবিকী প্রীতি। এরূপ অবস্থায় বিমুখ আমরা যদি সাধুর নিকটে গিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের যত্ন না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কি করিয়া হইবে ?

গৃহস্থগণের প্রধান কর্ত্তব্য—সাধুসঙ্গে নিরন্তর অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করা। আমরা যদি এই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যটী ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে অভি-নিবিষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদের গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কি করিয়া রক্ষা হইবে ? তা' ছাড়া আমরণ গৃহে আবদ্ধ হইয়া থাকা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ লীলার আদর্শ নহে পরন্তু পরমহংস সাধু-গণের নিত্য সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবাদ্বারা গৃহাসক্তি ছেদন এবং ভগবদনুরাগ হৃদয়ে জাগানই শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা।

বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠ বস্তু। কৃষ্ণ গুরুরূপে জীবকে কৃপা করেন আবার শ্রীগুরুদেবও তদীয় প্রিয়সেবক বৈষ্ণবগণের দ্বারাই জীবকে কৃপা করিয়া স্বীয় সেবায় অধিকার প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব কখন কখন সাক্ষাদ্‌-ভাবেও জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের আনুগত্যে গুরুকৃষ্ণকৃপা-লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে যে প্রযত্ন তাহাই সাধন। বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া যে সাধন-চেষ্টা বা গুরুকৃষ্ণকৃপালাভের প্রয়াস তাহা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। গুরুকৃষ্ণসেবা বা গুরুকৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিতেই হইবে।

———

যৎকিঞ্চিৎ

——:*::——

ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য। এই ভগবৎসেবা লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিতেই হইবে। গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত সাধন হয় না। গুর্ব্বানুগত্যময়ী সেবাই প্রকৃত ভগবৎসেবা। ভক্তহৃদয় ভগবদ্‌বিলাসক্ষেত্র। ভক্তকৃপাতেই ভগবান্ লভ্য হন। গৌর ও গৌরজনানুগত্য ব্যতীত এই সেবালাভের অন্য কোনও উপায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে ভক্তিবিনোদধারায় প্রবেশলাভ ঘটিলেই শুদ্ধভক্তিলাভের সম্ভাবনা, নতুবা ভক্তিলাভ অসম্ভব। শ্রীনামকীর্ত্তনই সেই ভজন। মানবজন্ম বড়ই দুর্ল্লভ। আবার সেই জন্মে সাধুসঙ্গ লাভ দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ। সাধুসঙ্গ সুদুর্ল্লভ হইলেও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কৃপায় হতভাগ্য আমাদের নিকট তাহা সুলভ হইয়াছে।

চেতনের স্বভাবই এই যে, সে কাহাকেও প্রীতি না করিয়া বা কাহারও সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এই প্রীতি অনিত্যবস্তুতে হইলেই বিপদ্ ও দুঃখজনক। সুতরাং প্রীতির বস্তু একমাত্র ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত। ইঁহাদিগকেই ভাল-বাসিতে হইবে, ইঁহাদের সুখের জন্যই কায়-মনোবাক্যকে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে হইবে। কারণ, গুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি ভালবাসাই ভক্তি। অন্য ব্যক্তি-গণকে আদর ও যত্ন করিতে হইবে, তাহা-দিগকে ভগবচ্চরণে আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রীতি করিতে হইবে না।

সকল বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্যদর্শনই চেতন-দর্শন। জগতের সকল বস্তু বা সকল ব্যক্তিকেই ভগবৎসেবোপকরণ বা ভগবৎ-সেবক জ্ঞান করিতে হইবে। ভগবৎ-সেবার জিনিষ আমরা ত্যাগ করিতেও পারি না, ভোগ করিতেও পারি না। ভোগ ও ত্যাগ এ দুইটীতেই প্রত্যবায় আছে। ভগবানের জিনিষ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই নিজের ও পরের মঙ্গল। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবনধারণকালে যাবতীয় বস্তু ভগবানের সেবোপকরণজ্ঞানে ভজনের অনুকূলে গ্রহণই বিরাগ। এক কথায় ভক্তগণ ভগবচ্চরণে অনুরাগী ও কৃষ্ণবিরহী বলিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য স্বাভাবিক। হরিদাস্যে তাঁহারা হরি-সেবানু-রাগী। সুতরাং হরিসেবকগণই বৈরাগ্যবান্, অপরে নহে।

কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশলাভ না হইলে কৃষ্ণের সেবা হয় না। মঠ বা সঙ্ঘই কৃষ্ণের সংসার। প্রথমেই সঙ্ঘে প্রবেশলাভ, তৎপরে সেবা। ভোগের গৃহ ছাড়িতেই হইবে। মঠবাস করিয়া যেরূপ পিতামাতা বা স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ অসম্ভব, সেইরূপ ভোগাগারে থাকিয়া—গৃহব্রত থাকিয়া অর্থাৎ সঙ্ঘের বাহিরে থাকিয়া সঙ্ঘের সেবা অসম্ভব। জগতে দেখা যায়, যে ব্যক্তির উপর একটী পরিবারের ভরণপোষণের ভার আছে সে কখনও অন্য একটী পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে পারে না, মুখে মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে, কোন কোন সময় অন্য পরিবারের দুই একটা কাজ করিয়া দিলেও সেই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহার উপর নির্ভর করেন না। কারণ, সেই ব্যক্তির উপর অন্য এক পৃথক্ পরিবারের পালনভার আছে। সেইরূপ কৃষ্ণের সংসার বা সঙ্ঘের সেবা করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব লইতে হইবে। নিজের পৃথক্ সংসারের দায়িত্ব স্কন্ধে চাপাইয়া কৃষ্ণের সংসারের দায়িত্ব লওয়া যায় না। দায়িত্ব না লইয়া দুই একটা কাজ করিয়া দিলে তাহাতে কিছু সুকৃতি হইবে বটে, কিন্তু তাহা সুষ্ঠু সেবাপদবাচ্য হইবে না। এই কথাগুলি বলার অর্থ এই নহে যে, গৃহে থাকিলে সেবা হইবে না। বাহিরে গৃহে থাকিয়াও কৃষ্ণের সংসার বা সঙ্ঘের সেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছেন—এরূপ আদর্শের কি অভাব আছে ? তবে আমরা সেই আদর্শের অনুসরণ করিব না কেন ? যে কোন উপায়ে গুরুসেবা করা চাই। সংসারে থাকিয়া যদি গুরুসেবা সুষ্ঠুভাবে হয়, তাহা হইলে সংসারে থাকিয়া গুরুসেবা করিতে হইবে, আর যদি সংসারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তাহা হইলে সংসার ছাড়িতে হইবে। দূরে থাকিলে যে সেবা হয় না তাহা নয়, তবে অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ একান্ত আবশ্যক।

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত, তুলসী, গঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহে বিশুদ্ধ আপন-বোধ হইলে তদিতর বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবে আসিয়া যায়। শুদ্ধভক্ত মহাচিদ্‌বিলাসী। তাঁহারা বাহিরে কৌপীন পরিধান করিয়াও অনন্তকোটী চৈতন্যদেবের একমাত্র পালক কৃষ্ণেরও পালক। তাঁহারা সমস্ত বিশ্ব যাঁহার বশীভূত সেই কৃষ্ণকে প্রেমের দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। ভগবানের সেবালাভ করিতে হইলে ঐরূপ ভক্তের পদাশ্রয়-ই একমাত্র উপায়। 'ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।' সুতরাং ভগবৎসেবা বা ভগবৎকৃপা লাভ করিতে হইলে প্রথমে ভক্তসেবা বা ভক্তকৃপা লাভ করিতেই হইবে।

জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। চেতন যখন নিজ স্বাধীন পরম-চেতনের দিকে যায়, তখনই চেতনের সদ্ব্যবহার, আর যখন চেতন পরম-চেতনের দিকে না গিয়া মায়ার প্রতি—জড়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ জড়সুখের জন্য ধাবিত হয় তখন চেতনের অসদ্ব্যবহার হয়।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশচীবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচাঁদচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুঞ্জ বা সুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপতুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবান্ধববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
চমৎপা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপতি দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারী-মঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রীবংশীচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহা
পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপান্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আত্রাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপান্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযতুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাণগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্ষেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণীদাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনরানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনরনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:o:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	॥১	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণাপূর্ণ ও অপূর্ব্ব আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:o:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

——::o::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সুদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অশেষ কল্যাণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল শিক্ষা ও পরে [illegible] গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পরিশিষ্ট তদুপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, সূত্র-ব্যাখ্যা ও তথ্যানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আদর করিবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ০৬	৬-২১ ৭ ১৪	৩-১৬	১৫-১০	১৬ ১৬	১৭-২০	২২ ২৬	
[illegible]	৪ ৫২	৬-৫১ ৭ ২৮	১৩ ২৯		..	১৮ ৫	২২-৫৬	
রাণাঘাট পোঃ	৬ ২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০ ২৫
(বগুলা) ছাঃ		৯-৩৭						
কৃষ্ণনগর পোঃ	৬ ৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭ ৩১	১৯ ১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল ([illegible]) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪-৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০ ৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পোঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
[illegible] "	১১-১৮
রাণাঘাট পোঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পোঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৪-২৫
নবদ্বীপঘাট পোঃ	১৫ ৩৭

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬- ৫	৯-১২			১৬ ৩	[illegible] ৩	[illegible] ৩৮		
মহেশগঞ্জ "	৬ ৩	৯-২১			১৬-১২	১৬ ১০	১৮ ৭১		
কৃষ্ণনগর পোঃ	[illegible] ৫৭	৯-৫৫			[illegible]	[illegible]	১৯ ২০		
[illegible]) ছাঃ	[illegible]-৩১ ৭ ১০	৮-৫১	১১-২২	১৫-৬	১৬ ৫৯	[illegible]-২৮	২০ ৪৬		
রাণাঘাট পোঃ	৬ ১০ [illegible]-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৬৫	১৭ ৩০	২০-৩	২১ ১৯		
(বদল) ছাঃ				১৫-৫৯	১৭-৪২		..		
[illegible]		১১-৪		১৭ ৩৬	[illegible]-৯	২১ ১৬	২২ ৫৮		
কলিকাতা পোঃ	৮-১৩ ৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৭৬	২২ ২৬	২৯ ৫০	২৩ ,০		

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৬-১
মহেশগঞ্জ "	১৬ ১০
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৬-৪৬
ছাঃ	১৫-৩২
শান্তিপুর পোঃ	১৭-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পোঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পোঃ	২১-৬

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যাবাসীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক, সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-সেবকশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে সমবেত তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাত্মাগণ সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সারগ্রাহী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। [illegible] ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REGD NO C. 544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তব রত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১৫ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১৩ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ২৬শে এপ্রিল, ইং ১৯৪১, শনিবার { ৪১-৪২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ মধুসূদন, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীঅম্বরীষ

ভগবদ্ভক্ত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ্ ও পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন। এই প্রকার ঐশ্বর্য্য জীবের পক্ষে সুদুর্লভ হইলেও ভগবান্ বাসুদেবে, বিশেষতঃ তদীয় সাধুগণে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের নির্ম্মলা ভক্তি উদিত হওয়ায় তাঁহার নিকট বিশ্ব স্বপ্নবৎ বা লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছবোধ হইয়াছিল। কারণ, তিনি জানিতেন যে, ঐ সকল বস্তু নশ্বর, জীব ঐ সকল ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া মোহসাগরে নিমগ্ন হয়। ব্রহ্মশাপ কোথাও বিফল হয় না, কিন্তু ভগবচ্চরণে পূর্ণ শরণাগত, ভগবানের একান্ত প্রিয় তাঁহাকে ব্রহ্মশাপও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না—তাঁহার অলৌকিক অতিমর্ত্ত্য চরিত্র এই শাস্ত্রবাক্যের সাক্ষ্য দিয়াছে ও দিতেছে। তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বস্ব দিয়া কৃষ্ণভজন করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্য সকল নিয়োগ করিয়াছিলেন, শ্রীহরির মন্দিরমার্জ্জনাদিতে হস্তদ্বয় নিত্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, শ্রীহরিকথা-শ্রবণে কর্ণদ্বয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চক্ষুকে ভগবদ্বিগ্রহ ও ভাগবত-বিগ্রহদর্শনে, অঙ্গসমূহকে ভগবদ্ভক্তের চরণধূলি সংস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদপদ্ম-সংলগ্ন তুলসীর সৌরভগ্রহণে, রসনাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে, চরণদ্বয়কে ভগবত্তীর্থ-পর্য্যটনে, মস্তককে হৃষীকেশের পদাভিবন্দনে এবং কামকে সম্পূর্ণ নিষ্কপট ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ শ্রীঅম্বরীষ এই প্রকারে ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত নিজ কর্ম্মসমূহ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেন। ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীঅম্বরীষের ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তজনসংরক্ষক ও প্রতিকূলজনের ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীঅম্বরীষ স্বীয় মহিষীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা করিবার জন্য সংবৎসর যাবৎ হরিপ্রিয় দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রতান্তে কার্ত্তিকমাসে একদিন শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ ত্রিরাত্র উপবাসের পর যমুনাতে স্নান করিয়া মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চন করিতেছিলেন। তিনি মহা-অভিষেক বিধি অনুসারে সর্ব্ববিধ উপচারে শ্রীহরির অভিষেক করিয়া বস্ত্র,অলঙ্কার ও গন্ধমাল্য প্রভৃতি পূজোপকরণ দ্বারা প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং পূজাদি অপেক্ষাশূন্য ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন। তৎপরে সমাগত সাধু ও বিপ্রগণকে বহু-মূল্য ষষ্টিসহস্র গাভী দান করিয়া দ্বিজগণকে সুন্দরভাবে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে পারণের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দুর্ব্বাসা শ্রীঅম্বরীষের প্রাসাদে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। অমানি-মানদ মহারাজ অম্বরীষ প্রত্যুত্থান ও পূজোপহার দ্বারা অতিথি দুর্ব্বাসাকে যথাযোগ্য পূজা করিলেন। পরে তাঁহার পাদসমীপে উপস্থিত হইয়া ভোজনার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা শ্রীঅম্বরীষের প্রার্থনা সানন্দে অঙ্গীকার করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম করিবার জন্য কালিন্দীর তটে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে কালিন্দীর পবিত্র সলিলে নিমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, কিন্তু তথাপি তিনি ফিরিলেন না। এ দিকে দ্বাদশীর অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট। তন্মধ্যে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য হইবে। তজ্জন্য মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জলমাত্র পানপূর্ব্বক অচ্যুতস্মরণ করিতে করিতে ব্রত সমাপ্ত করিয়া দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে দুর্ব্বাসা যমুনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিজ যোগবিভূতি-প্রভাবে শ্রীঅম্বরীষের আচরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিসহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে নানাভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "অহো! ক্রূরপ্রকৃতি, ধনমদে মত্ত, ঐশ্বর্য্যাভিমানী, বিষ্ণুর অভক্ত ইহার ধর্ম্মলঙ্ঘন-চেষ্টা অবলোকন কর। হে অম্বরীষ! তুমি গৃহাগত অতিথিকে আতিথ্য-বিধি অনুসারে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক ভোজন না করাইয়াই স্বয়ং ভোজন করিয়াছ। তোমার দুষ্কর্ম্মের ফল এখনই প্রদর্শন করিতেছি।" এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রোধান্ধ দুর্ব্বাসা স্বীয় মস্তক হইতে জটা ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা কালাগ্নিতুল্য এক কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ জ্বলন্ত কৃত্যা হস্তে অসি লইয়া পদভারে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়াও মহারাজ অম্বরীষ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। দাবাগ্নি যেরূপ ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্তরক্ষা নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে শ্রীহরির আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শনচক্রও সেই কৃত্যাকে নিজ তেজে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। নিজ প্রয়াস ব্যর্থ হইল দেখিয়া দুর্ব্বাসা ভীতচিত্তে প্রাণভয়ে পলায়নপর হইয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সুদর্শনচক্রও দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দুর্ব্বাসা আত্মরক্ষার্থ আকাশ, পৃথিবী, সাগর, গুহা ও ত্রিভুবন যেখানেই গমন করেন সেইখানেই তেজোময় সুদর্শন চক্রকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! দুঃসহ তেজোময় ভগবচ্চক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন, "ভগবান্ বিষ্ণু দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ভ্রূভঙ্গী-মাত্রে ব্রহ্মাণ্ডসহ ব্রহ্মলোক দগ্ধীভূত হইবে। আমি ব্রহ্মা, শিব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি এবং প্রজেশ, ভূতেশ ও সুরেশ প্রভৃতি দেবতা-গণ যাঁহার আজ্ঞাবাহী, সেই বিষ্ণুর ভক্তের চরণে অপরাধী ভক্তদ্রোহী, আপনাকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার নাই।" দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাসবাসী মহা-দেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব বলিলেন, "পরমেশ্বর বিষ্ণুর নিকট আমাদের প্রভুত্ব চলিবে না। তাঁহার চক্র সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বিষহ। অতএব তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও।" দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তখন ভগবান্ বলিলেন,—"আমি ভক্ত-পরাধীন, অস্বতন্ত্রের তুল্য। সাধুগণ আমার হৃদয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন। অধিক কি, সেই

ভক্তগণ ব্যতীত আমি আমার আত্মরক্ষণের, এমন কি পরমার্থ পর্য্যন্ত অধিক আপনার না। অপরাধে দয়া করিবে হইলে অবশ্য আবশ্যক। কিন্তু আমার হৃদয়কে তুমি আক্রমণ করিয়াছ। বৈষ্ণবগণ আমার অবশ্য ... আমি ... । তুমি যেই মহাভাগ্য শরণাগত ... ক্ষমা ভিক্ষা কর, ... আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।" ... বিষ্ণু ... অধিক ... তখনই অপরাধের নিকট ... বান্ধবের ... করিয়া ... । ... ভাগবতের অন্তর্যামী অনুরোধে তুর্ব্বাসার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

—

প্রশ্নোত্তর

[শ্রীগুরুবৈষ্ণবের জয়কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ]

পরমপূজনীয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহা মহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর শ্রীচরণেষু—

প্রভো, কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়া উত্তর দান করিলে কৃতকৃতার্থ হইব। শুনিলাম ঢাকায় নানাপ্রকার দুর্যোগবশতঃ 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইবে। এজন্য সকাতর প্রার্থনা যে, আমার এই প্রশ্নের উত্তরটী কৃপাপূর্ব্বক 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' অবিলম্বে প্রকাশ করিয়া আমার ও অন্যান্য কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের সন্দেহ দূর করিবেন। আমার প্রশ্ন এই,—

প্রশ্ন

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ও অন্যান্য সমস্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন ও গুরুবর্গ হইতে অধস্তন বৈষ্ণববৃন্দ পর্য্যন্ত যে জয়প্রদানের প্রথা আছে, তদনুসারে যদি আমরা আরাত্রিক, পাঠ ও কীর্ত্তনাদির পর অস্মৎসম্প্রদায়ের নিত্যধামগত কোন বৈষ্ণব ও প্রকটলীলাবিলাসী কোন কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের তথা শ্রীশ্রীআচার্য্যগণ নিত্য বৈষ্ণবের জয় প্রদান করি, তাহা হইলে কি সেইরূপ কার্য্য শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ হয়? তাহা কি আমাদের পালনীয় নহে? আমার এই কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি। যদি শ্রীশ্রীগুরু-আচার্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বগুরুবর্গ ও মহাজনগণ পর্য্যন্ত জয় প্রদানের পর তদনুগত সেবক-বৃন্দ নিত্যধামগত পরম পূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জয়, শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের জয়, শ্রীল ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের জয় কিংবা প্রকটকালীয় বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের জয়, শ্রীপাদ সাগর মহারাজের জয় ও শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণববৃন্দের জয় প্রদান করি, তবে কি তাহাতে কোনরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য হয়? সমস্ত বৈষ্ণবের শ্রীনাম উল্লেখ করিয়া জয় প্রদান করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সম্ভব না হইলে যদি শ্রীআচার্য্যানুগ কোন কোন নিষ্কপট বৈষ্ণবের শ্রীনাম উল্লেখ করিয়া জয় দেওয়া হয়, যেমন—শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু, শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি ও সর্ব্বশেষে 'নিখিল শুদ্ধ বৈষ্ণবের জয়' ইত্যাদি যদি উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে কি যে সকল অনন্ত কোটি বৈষ্ণবের শ্রীনাম উল্লেখ করা হইল না, তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হইল, কিংবা তাঁহাদের জয় বাদ পড়িয়া গেল? অথবা কোন বৈষ্ণবেরই নাম উল্লেখ না করিয়া একেবারে নির্বিশেষভাবে নিখিল বৈষ্ণববৃন্দের জয় বলাই কি শ্রেয়ঃ? কারণ, নির্বিশেষবাদের প্রতি অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণের উল্লেখ না করিলে কাহারও অশ্রদ্ধা বা ক্ষোভের কারণ থাকে না। ইহার মধ্যে কোনটী শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত তাহা কৃপাপূর্ব্বক জানাইলে কৃতার্থ হইব।

এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি প্রকটকালীয় মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস গোস্বামী মহারাজের জয় প্রদান করি, অথচ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ পর্য্যন্ত জয় প্রদান করিয়া শ্রীল মধুসূদন, শ্রীল বলদেব, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি শ্রীগুরুবর্গের নাম পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখপূর্ব্বক জয় প্রদান না করি, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত গুরুবর্গের জয় বাদ পড়িয়া গেল? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল বংশীদাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীনাম উল্লেখপূর্ব্বক জয়প্রদান আমাদের সম্প্রদায়ে আমার বিমূঢ় কর্ণের গোচরীভূত হয় নাই। অথচ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে সংকীর্ত্তন মহোৎসবাদির সময় হরিসেবার বা প্রচারের আনুকূল্যকারী কোন কোন সেবোন্মুখ সাধারণ ব্যক্তিরও জয় প্রদান করা হইয়াছে। ঐরূপ জয় প্রদানের দ্বারা কি তাহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সমকক্ষ বলিয়া স্থাপন বা পূর্ব্বগুরুবর্গের শ্রীচরণে অপরাধ করা হইয়াছে? অধুনা যদি মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস গোস্বামী মহারাজের জয় প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে? কেহ কেহ বলেন,—"যখন নাম ধরিয়া জয় প্রদান করিলে অন্য লোকের তাহাতে আপত্তি ও ক্ষোভের কারণ হয়, তখন কোন নাম না ধরিয়া সাধারণভাবে সর্ব্ব গুরুবৈষ্ণবের জয়—এইরূপ উল্লেখ করিয়া জয় দিলেই আর বাদানুবাদের কারণ থাকে না, সকলেরই মন সন্তুষ্ট হয়।" আবার কেহ কেহ বলেন,—"জয় লইয়া এত মারামারি কেন? বাহিরে জয় না দিয়া যাঁহার প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা, তাঁহার সেই বৈষ্ণবকে মনে মনে জয় দেওয়াই ভাল।" এতদ্ব্যতীত এই সকল বিভিন্ন মতের প্রকৃত মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত জানাইতে পারেন।

নিবেদক—
শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

উত্তর

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক অচিন্ত্যভেদা-ভেদ সিদ্ধান্তের উপাসক। তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সম্বন্ধে কোন জড়ীয় স্বতন্ত্র বা জড় ভেদাভেদ অথবা কোন বস্তুদর্শন বলিয়া মনে করেন না। 'যাঁর যাঁর গুরু, তাঁর তাঁর কাছে, যাঁর যাঁর বৈষ্ণব, তাঁর তাঁর কাছে'—এইরূপ উদরভেদবাদককে গুরুভেদ বা বৈষ্ণবভেদের অর্থ কল্পিত মনোধর্ম্মিগণের কল্পনার কারখানায় রচিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রীগুরুদেব, তিনি সমস্ত জগতেরই শ্রীগুরুদেব। যিনি বৈষ্ণব, তিনি নিখিল জগতেরই শ্রদ্ধার বৈষ্ণব। কেহ মানুক, আর না ই মানুক, যে মানিবে না তাহার সেই অপরাধে সর্ব্বনাশ হইবে, এইমাত্র বিশেষ। অতএব যেমন ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্যারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত যে-কোন জগদ্‌গুরুর পূজা বা বন্দনা করিতে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে সমাধিস্থ সমস্ত জগদ্‌গুরুগণের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা ও বন্দনা হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের আরাধনা বা বন্দনা করিলে সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ পূজিত ও বন্দিত হইয়া থাকেন। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের 'জয়' প্রদান বা নামকীর্ত্তন করা হয়। ইহা দেখিয়া কেহ মনে না করেন,—শ্রীশ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তের জয় প্রদান করা হইল, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যাঁহারা মধুররসের রসিক সেই শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীসনাতন, শ্রীরূপাদি ষড়্‌গোস্বামীর জয় প্রদান করা হইল না। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ঐশ্বর্য্যরসের সেবক, তিনি গৃহস্থ। তাঁহার নামকে গৌরভক্তবৃন্দের অগ্রণী করা উচিত হয় নাই। যে শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ—গৌড়ীয়ের গুরুপূজ্য, যে শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহা-প্রভুর সেবার জন্য রাজৈশ্বর্য্য, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে ছিলেন, যে ষড়্‌গোস্বামী সমস্ত শ্রীগৌর-... অর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামকে শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের অগ্রণী না করিয়া পঞ্চতত্ত্বের শ্রীনামকীর্ত্তনে শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীবাসের নাম কেন অগ্রণী করিয়া উচ্চারণ করা হয়?' যাঁহারা ভক্তভেদবাদী, তাঁহাদের হৃদয়েই এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যমূলক জড়ভেদের বিচার উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের জয়ে সমগ্র শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীগৌর-ভক্তের জয় হইয়া থাকে। কেবল শ্রীগৌর-বৃন্দাবনের প্রকটকালীয় ভক্তের জয় নহে, তাহাতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জয়, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জয়, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর জয়, শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের জয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভুর জয়, শ্রীল গঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর জয়, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল মধুসূদন, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও তাঁহাদের দাসানুদাসবর্গেরও জয় হইয়া থাকে। কারণ, বিষয়টী অদ্বয়জ্ঞান, তাহাতে ভেদময় জগতের ন্যায় উদরভেদ বা খণ্ডত্বের বিচার নাই। যেখানে উদরভেদ দর্শন বা খণ্ডদর্শন, তথায় গুরুদর্শন বা বৈষ্ণব-দর্শন নাই। শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের নামকীর্ত্তন কেহ নিষ্কপটভাবে সেবোন্মুখচিত্তে করিলে তাহাতে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম-বিপর্য্যয়েরও আশঙ্কা নাই। যেহেতু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

> চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদচয়।
> লঘু-গুরু-ভাব তাঁ'র না হয় নিশ্চয়॥
> যত যত মহান্ত কৈলা তাঁ'-সবার গণন।
> কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম॥
> অতএব তাঁ'-সবারে করি নমস্কার।
> নাম-মাত্র করি, দোষ না ল'বে আমার॥
>
> (চৈঃ চঃ আ ১০।৪-৬)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন "জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্‌", "আগে শ্রীচৈতন্যপ্রিয় গোষ্ঠীর চরণ। অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥"— প্রভৃতি বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় গোষ্ঠী বা গৌরভক্তগণের জয়গান ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি পূর্ব্ব মহাজনগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও গৌড়ীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণববৃন্দের জয়গান ও বন্দনা তাঁহাদের গ্রন্থের আদি ও অন্তে সর্ব্বত্রই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

> "মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
> তাঁহার * চরণে আগে করিয়ে বন্দন॥"
>
> —(চৈঃ চঃ আঃ ১।৩৫)

মন্ত্রগুরুদেবের সহিত শিক্ষাগুরুবৃন্দের বন্দনা তাঁহারা সকলেই শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার "শ্রীশ্রীস্বগুণ-গুণাম মন্ত্রে" জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্রীমন্ত্রগুরুদেবের কৃপায় শ্রীশিক্ষাগুরুদেব-বৃন্দকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অতএব শিক্ষাগুরুদেববৃন্দ ও মন্ত্রগুরু, অভিন্নতত্ত্ব বা...

---

*উভয়বিধ গুরু একতত্ত্ব বিচারে একবচন-ব্যবহার (অনুভাষ্যপ্রবাহভাষ্য)।

অবরজ্ঞান। অবরজ্ঞানে জড়ভোগ কল্পনা করিলে পাষণ্ডিত্ব অনিবার্য্য। যাঁহারা কেবল মন্ত্রগুরু স্বীকার করিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও যুক্তি এই যে,—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সময়, অথবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সময়, যে-সকল শিক্ষাগুরুদেবের নাম শুনা যায়, তাঁহারা সকলেই মন্ত্রগুরুর ন্যায় বৈষ্ণবতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা কেহই অনর্থযুক্ত জীব ছিলেন না; কিন্তু এখন সেরূপ অনর্থনির্ম্মুক্ত বা নিত্যসিদ্ধ শিক্ষাগুরুদেবসমূহ পাওয়া যায় না। অতএব অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বন্দনা করিলে তদ্দ্বারা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইবে।' এইরূপ যুক্তি-প্রদানকারিগণের প্রতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ইহাই বলেন যে, হৃদয় মাৎসর্য্যযুক্ত হইলেই হরিসেবোন্মুখগণের অনর্থ ও ছিদ্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়। যিনি অকপট শিষ্যাভিমানে নিজের অনর্থ মোচনের জন্য আর্ত্তি ও অধ্যবসায়যুক্ত, তিনি কখনও বৈষ্ণবের অনর্থ দর্শন করেন না; কিংবা পৃথিবীতে সকলেই যখন ন্যূনাধিক অনর্থযুক্ত, তখন পৃথিবীতে আর বৈষ্ণব নাই,—এইরূপ বিচারেও ধাবিত হন না। তিনি নিজের অনর্থ ও ছিদ্রের প্রতিই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাহা মোচনের জন্য সকলের নিকট হইতেই কৃপাভিক্ষা যাচ্ঞা করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে 'এক অবধূত ও যদু'র উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। যদু এক ব্রাহ্মণকে পরমসুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপূর্ব্ব সন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ তাঁহার চব্বিশ জন শিক্ষাগুরুর কথা বর্ণন করেন,—(১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) জল, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) সূর্য্য, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সমুদ্র, (১১) পতঙ্গ, (১২) ভৃঙ্গ, (১৩) মাতঙ্গ, (১৪) মধুকর, (১৫) কুরঙ্গ, (১৬) মীন, (১৭) পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, (১৮) কুরর পক্ষী (কুরল পাখী), (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) বাণ-নির্ম্মাতা লৌহকার, (২২) সর্প, (২৩) মাকড়সা ও (২৪) কুমারিকা পোকা—এই চব্বিশ গুরুর নিকট অবধূত শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই মনুষ্যদেহে থাকিতে থাকিতে বিষয়ভোগে রত না হইয়া একমাত্র নিত্যমঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন। একমাত্র মনুষ্যজন্ম ব্যতীত আর অন্য কোন জন্মে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় নিত্যমঙ্গল-বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের প্রমাণদ্বারা বলিতেছেন, "বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্। পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥ শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি। কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥" (ভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৭ অনুচ্ছেদ)—যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণব-গুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বস্তুতঃ বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন; সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এই সিদ্ধান্তানুসারে যাঁহার নিকট হইতে শ্লোকের এক চতুর্থাংশ উপদেশ অর্থাৎ নিত্যমঙ্গলসম্বন্ধে অত্যল্প উপদেশও লাভ করা যায়, তাঁহাকেও পূজা করা কর্ত্তব্য; সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ-প্রদাতা শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কথা আর কি বলিব? এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন, "শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চ অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং পূজনং শ্রেয়ঃ। * * * অথ সর্ব্বস্যৈব ভাগবতচিহ্নধারিমাত্রস্য তু যথা-যোগ্যং সেবা-বিধানম্। তত্র মহাভাগবতসেবা দ্বিবিধা—প্রসঙ্গরূপা, পরিচর্য্যারূপা চ।" (ভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৮ অনুচ্ছেদ)

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় ও তাঁহার সেবার অবিরোধে অন্যান্য বৈষ্ণবগণেরও পূজা মঙ্গলকর। অতএব ভাগবতচিহ্নধারী সকলেরই যথাযোগ্য সেবাবিধান করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রসঙ্গরূপা অর্থাৎ শ্রীহরিকথা শ্রবণাদিমুখে প্রকৃষ্ট সঙ্গ বা ঐকান্তিকভাবে সঙ্গ ও পরিচর্য্যারূপা অর্থাৎ তাঁহাদের নানাবিধ সুখবিধানদ্বারা মহাভাগবতের সেবা করিতে হইবে।

গত ৯ই বৈশাখ (১৩৪৮), শ্রীহরিবাসর-তিথিতে বেলা প্রায় ১১টার সময় শ্রীচৈতন্য-মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তি-সন্দর্ভের ২৩৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীনারদ পঞ্চ-রাত্রের উপর্য্যুক্ত শ্লোক ও ২৬৫ অনুচ্ছেদ-ধৃত নিম্নলিখিত কূর্ম্মপুরাণের শ্লোকটি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জ্ঞানবক্তা শ্রীগুরুদেব অর্থাৎ শ্রবণগুরুর কায়মনোবাক্যে পূজা না করিলে যে ভীষণতম অপরাধ ঘটে, তাহা অতীব সুতীব্র ভাষায় কীর্ত্তন করেন। কূর্ম্মপুরাণের শ্লোকটি এই,—

দেবদ্রোহাদ্‌গুরুদ্রোহঃ কোটি কোটি গুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্॥

অর্থাৎ দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরুদ্রোহ কোটি কোটিগুণে অপরাধজনক এবং গুরুদ্রোহ অপেক্ষাও জ্ঞানাপবাদরূপ নাস্তিক্য কোটিগুণে অধিক অপরাধজনক।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলেন, শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব এই যে, তিনি জীবের অল্প সেবাকেও বহুমানন করেন,—

"ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥
ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্॥"
—(চৈঃ চঃ, অ ১।১০৭-১০৮)

অর্থাৎ এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মলমতি, শীলতাধর্ম্মের দ্বারা ইনি ভৃত্যের গুরু অপরাধসকল দৃষ্টি করেন না, অতি স্বল্পসেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং আত্ম-নিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া প্রকাশ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণের গুণগ্রাম শ্রীকৃষ্ণভক্তেতেও সঞ্চারিত। যাঁহার যতটা ভক্তি হইয়াছে, তিনি নিজপ্রভুর নিষ্কপট সেবকের অল্প সেবাকেও ততটা বহুমানন করেন। কীটাদি জীবের প্রতি ব্যাধের অহিংসভাব-দর্শনে শ্রীনারদ এবং বাসুদেব-নামক কুষ্ঠী বিপ্রের সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠকে কৃমিদ্বারা ভক্ষণ করাইবার আদর্শ,—যাহা নববিধা ভক্তির কোনটিরই অন্তর্গত নহে, অথচ জীবের প্রতি মৈত্রীভাব বলিয়া ভক্তির অনুকূল,—তদ্রূপ কার্য্যদর্শনেও শ্রীমন্মহাপ্রভু মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ, শ্রীভাগবতধর্ম্মে মাৎসর্য্য নাই; শ্রীভাগবতগণ সর্ব্বদা নির্ম্মৎসর। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করিবার জন্য যিনি যতটা যত্ন করেন বা করিয়াছেন, তাহা যতই কম হউক না কেন,—কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদর না করা ভীষণ পাষণ্ডিত্ব। কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব যেন সেইরূপ পাষণ্ডীর মুখদর্শন বা সঙ্গ না করেন। অবশ্য তাই বলিয়া যাহারা আবার শ্রীগুরুদেবের দ্বেষ বা বৈষ্ণবের বিদ্রোহাচরণ করে, তাহাদিগকে আদর করিব না। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবকে দর্শন করিলে যাহাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে না থাকে, তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিবার জন্য যাহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি না হয়, যাহাদের জয় কীর্ত্তন করিতে হৃদয়ে সন্দেহ ও দ্বিধা উপস্থিত হয়, তাহাদের যে মহত্তের চরণে পূর্ব্বজন্মকৃত কত অপরাধের ফলে এইরূপ চিত্তবৃত্তি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা রাবণ ও হিরণ্যকশিপুর মত চিত্তবৃত্তি। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৬৫ অনুচ্ছেদ-ধৃত স্কন্দপুরাণান্তর্গত শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের প্রতি হিংসা, নিন্দা, বিদ্বেষ, অনভিনন্দন (প্রীতির সহিত স্বাগত-প্রশ্ন, বা আদি দান না করা) ক্রোধ ও দর্শনে নিরানন্দ (মন-মরা ভাব) প্রকাশ করে, তাহার এই ছয় বিধ অপরাধ পতনের কারণ হইয়া থাকে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

"কুলং শীলমথাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্।
ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সার-সাগরম্॥
সরসত্বাদিকং সংক্ষিপ্ত তত্রৈবোক্তম্—
কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥
এবম্ভূতগুর্ব্বভাবাৎ মুক্তিভেদবুভুৎসয়া বহুনপ্যাশ্রয়ন্তে কেচিৎ, যথা (ভাঃ ১১।৯।৩১)—
ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২০৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত-বচন)

অর্থাৎ, "কুল, শীল, আচার প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার না করিয়া শ্রবণাদিবিষয়ে অভিলাষী পুরুষ সরস ও সারসাগর গুরুকে ভজন করিবেন।" সরসত্বাদি-ধর্ম্ম শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—"কাম ক্রোধাদিযুক্ত, কৃপণ এবং বিষাদশীল পুরুষও যাঁহার উপদেশ শ্রবণে উৎফুল্লচিত্ত হয়, সেই বক্তাই পরমগুরু। এইরূপ গুরুর অভাবে নানাবিধ মুক্তিজ্ঞানার্থ কেহ কেহ বহু গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—"এক গুরু হইতে সুপ্রচুর জ্ঞান স্থিরীকৃত হইতে পারে না, যেহেতু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই ঋষিগণ অনেকরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

যাহার যত বেশী সেবোন্মুখতা বিকশিত হইবে, যত বেশী শ্রীহরিপ্রীতি বর্দ্ধিত হইবে, ততই তিনি অপরের অল্পসেবাকে বহুমানন করিয়া 'নিজে কিছুই সেবা করিতে পারিলাম না'—এইরূপ অকপট চিত্তবৃত্তিতে সকল জগৎ দর্শন করিবেন। চেতন সম্পূর্ণ বিকশিত হইলে ও সেবার পরাকাষ্ঠা উদিত হইলে, অচেতন প্রাণিতে পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য চিত্তবৃত্তি ধাবিত হইবে, তখন ব্রজের ধূলি, তৃণ-গুল্ম-লতারূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য লালসা হইবে। তৃণ গুল্ম লতাকে পর্য্যন্ত নিজাপেক্ষা কোটীগুণ কৃষ্ণের প্রিয়, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবকরূপে দর্শন হইবে। "শ্রীব্রজের ধূলি, শ্রীধামের ধূলি, তৃণ-গুল্ম-লতা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা শ্রীগোপীগণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিতেছেন, কিন্তু আমার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় একটুকুও রতি হইল না।"—শ্রীউদ্ধব এই বিচারে ব্রজের গুল্ম-লতা হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ব্রজের তৃণগুল্মাদি শ্রীশ্রীগোপীজনের শ্রীপাদপদ্মরেণু-স্পৃষ্ট হইয়া কিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন আমার সেই সৌভাগ্য কবে হইবে? অথচ, তৃণ-গুল্ম-লতা কিন্তু শাস্ত্রমতে জড় বালক। ... শ্রীউদ্ধব যাদবগণের মধ্যে ... তিনি

ভক্তি কর্ম্মি যে জনে চৈতন্য-অবতার। সেই ইহা জন বুঝে পাইবে নিস্তার॥

আমাদের সেবকগণের সৌভাগ্য কামনা করিতেছেন। তাঁহার এই বিচার হইতেছে না যে, 'আমি উন্নত অধিকারী, আমি কেন নিম্নাধিকারী হইতে যাইব?' তিনি দেখিতেছেন, প্রভুর চল পদ্ম-পদ্ম ও গুণনিচয়যুক্ত শ্রীগোপীপাদপদ্মের ধূলি মস্তকের নিত্য শিরোভূষণ করিয়া অনবরতের নিয়ত সেবা করিতেছেন। আমার ত' সেইরূপ সৌভাগ্য হইল না।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু,—যিনি শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য, যিনি রাগাত্মিক শ্রীবল্লভ, মধুর রসের নিত্যসিদ্ধ শিক্ষা প্রভৃতি, তিনি তাঁহার সন্দর্ভে অসংখ্যবার শ্রীরামানুজাচার্য্যকে 'শ্রীভগবৎপাদ' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদ কি মনে করিয়াছিলেন যে, 'আমি স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible], শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য, মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, যাঁহার মধুররসের প্রতি কোন আদর নাই, যিনি বৈকুণ্ঠের আড়ম্বর রসের মাত্র উপাসক, তাঁহাকে আমি "শ্রীভগবৎপাদ" বলিব কেন? আমি শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইয়া কেন অপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে গুরুদেব বলিব বা তাঁহার জয় প্রদান করিব?'

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিসন্দর্ভের নিম্নলিখিত বাক্যটি কীর্ত্তন করেন,—

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্ গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ অনুচ্ছেদ-ধৃত বচন)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গুরু পরিত্যাগ করিয়াছে, তৎকর্তৃক জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে, তৎকর্তৃক শ্রীহরি পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছেন। যাহার জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবে স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ও প্রীতি নাই, তাহার জ্ঞান বা চিন্তাস্রোত সকলই কলুষিত, তাহার হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইতে পারে না। সে নিজেকে স্বতন্ত্রকারী মনে করিয়া কল্পনাকে পোষণ করিতে করিতে মৈত্রী যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা যে সকল আধ্যাত্মিকতা বিস্তার করে, তাহা দৌরাত্ম্যমাত্র। তাহার হরিভজন কিরূপে হইবে? যাহার শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবে অকপট শ্রদ্ধা নাই, শ্রীহরি তাহাকে বহু পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণবগণকে অকপট প্রীতির সহিত অভিনন্দন প্রদান করিতে যাহাদের হৃদয় অগ্রসর হয় না, বৈষ্ণবগণকে চিত্তে উল্লাস হয় না, তাহাদিগকে কৃষ্ণ বহু পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শ্লোকের একপাদ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশের বক্তাকেও কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পূজা করিতে হইবে, যিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রদান করেন তাঁহার সম্বন্ধে ত' আর কথাই নাই। উহা সাক্ষাৎ শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীব সিদ্ধান্ত, যিনি একমাত্র সিদ্ধান্তের মালিক, ইহা তাঁহারই প্রভূপদেশ।

"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাৎ বিষ্ণুবদ্গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৭ অনুচ্ছেদ)

এখানে 'পূজয়েৎ' শব্দের দ্বারা কেবল জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণব-গুরুকে বিষ্ণুতুল্য মাত্র জানিয়া রাখিলে তাহা বলা হয় নাই, তাঁহার প্রতি অর্চনের যাজন করিতে হইবে। যদি কেহ বলেন, 'আমি তাঁহার প্রতি মনে মনে ভক্তি করিতেছি, মুখে জয়াদি প্রদান করিব না',—এইজন্য বলিলেন '**বাঙ্মনঃকায়ৈঃ পূজয়েৎ**'। কেবল মনের দ্বারা করিব, বাক্যের দ্বারা বা কায়ের দ্বারা করিব না,—অর্থাৎ মুখে তাঁহার বন্দনাদি ও কায়ের দ্বারা দণ্ডবৎপ্রণামাদি করিব না, অথবা কায়ের দ্বারা দণ্ডবৎপ্রণামাদির ব্যায়াম ও দর্শনী উন্মোচন করিয়া বা মুখে জয়প্রদানাদির ছলনা দেখাইয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অপ্রীতি পোষণ করিব, তাহা হইলে উহা শঠতা হইয়া যাইবে। যে শঠতান্, সে কেবল কপট বলিয়া মনে মনে বা কেবল মুখে অথবা কেবল দেহদ্বারা অভিনয় করিয়া থাকে। বস্তুতঃ অকপট শ্রদ্ধালু আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বাক্, মন ও কায়ের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবের পূজা করিবেন।

যাহার হৃদয়ে মাৎসর্য্য ও বৈষ্ণববিদ্বেষ আছে, সেইরূপ ব্যক্তিরই কোন বৈষ্ণবের জয় প্রদান করিলে প্রাণে দুঃখ ও জ্বালা উপস্থিত হয়। সেইরূপ ব্যক্তি শ্রীভাগবত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী ও বিরোধী। সেই [illegible] বাহিরে কপট করিয়া 'তৃণাদপি [illegible]' [illegible]। যে ব্যক্তি বলে, 'আমি শ্রীভগবানের পূজা করি, তাহার মধ্যেই ত' ভক্তের পূজা হইয়া যায়'—এইরূপ ছল করিয়া তদীয়গণের পূজা করে না, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীপদ্মপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহারা ত' 'ভাগবত'-পদবাচ্য নহেই, তাহারা "কেবল দাম্ভিক" ও "গো-গর্দ্দভ।" শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যাহারা কেবল তাঁহার ভক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা কখনও তাঁহার ভক্ত নহে। যাঁহারা তাঁহার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

শ্রীপঞ্চতত্ত্বের শ্রীনাম কীর্ত্তন বা জয়াদি দান কালে কোনও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ বৈষ্ণব কি এইরূপ বিচার করেন যে, পঞ্চতত্ত্বের নামে শ্রীনারদের অবতার শ্রীবাসপণ্ডিতের নাম রহিয়াছে, অথচ শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাকে 'পিতা' বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন, যিনি ব্রজলীলায় শ্রীবৃষভানুরাজ ও যিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর গুরুদেব, সেই শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নামের উল্লেখ নাই,—শ্রীগুরুদেবের নাম নাই, অথচ তাঁহার শিষ্যের (শ্রীগদাধরের) নাম আছে, সুতরাং তাহা কীর্ত্তিত হওয়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ? শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্যসম্প্রদায়, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর শিষ্য শ্রীগোপালগুরু ও তাঁহার শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুর, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অনুগত কুলীনগ্রামের শ্রীরামানন্দ, শ্রীসত্যরাজ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি অথবা শ্রীরূপানুগগণ কি মনে করিবেন যে, পঞ্চতত্ত্বের নামে শ্রীবাসের নাম প্রধানরূপে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং পঞ্চতত্ত্বের কীর্ত্তনে তাঁহাদের গুরুবর্গের নাম না থাকায় তাহা কীর্ত্তনীয় নহে? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কি পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর নাম দেখিতে না পাইয়া (?) শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন করেন নাই? 'শ্রীবাসাদি' বলিতে শ্রীবাসপ্রমুখ, অর্থাৎ শ্রীবাসকেই প্রধান বা অগ্রণী করিয়া বলা হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞানে জড়স্বগতভেদ নাই বাধ্যা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বা শ্রীল রূপানুগ বৈষ্ণববৃন্দ প্রাকৃত উদরভেদমূলক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে জড়ভেদমূলক চিন্তাস্রোতকে পুনঃ পুনঃ গর্হণ করিয়া বলিয়াছেন,—

অদ্বৈতের ভজে, গৌরচন্দ্র করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের, তবু হিঁহ গেলা॥
—চৈঃ ভাঃ অ ৪।১৮৩

সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে, নহে প্রিয়ঙ্করী॥
—চৈঃ ভাঃ ম ১০।১৪৫

ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ, কা'রে না যে নিন্দে'।
সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥
অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে' গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥
— চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৫২২,৫৩০,৫৩৩

'বিষ্ণু' আর 'বৈষ্ণব' সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥
—চৈঃ ভাঃ ম ২৪।১০০-১০১

এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত-ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া॥
না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে।
না ধরে বৈষ্ণববাক্য, মরে ভাল মনে॥
—চৈঃ ভাঃ ম ১০।১৫১-১৫২

ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়'।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয়॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তা'তে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটিচন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল॥
সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান॥
হেন 'শিব'-নাম শুনি যা'র দুঃখ হয়।
সেই জন অনন্ত-সমুদ্রে ভাসয়॥
—চৈঃ ভাঃ অ ৪।৪৭৩-৪৭৮

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ শত শত বাক্যে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের উদরভেদবাদীদিগকে কশাঘাত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অতিবাড়ী শিষ্যব্রুবগণের মধ্যে যাহারা বিচার করিয়াছিল যে, 'আমরা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জয়গান করিব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান করিব না', অথবা যাহারা মনে করে, আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান করিব, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে স্বতন্ত্র ভগবত্তত্ত্বরূপে তাঁহার স্তবস্তুতি করিব না, তাহাদিগের প্রতিষেধের প্রতিই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐরূপ নির্ম্মম বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যে সকল অদ্বৈতানুগতব্রুব ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্যের লিখিত, উহাতে শ্রীল বৃন্দাবন নিজের গুরুর জয়ঢাক বাজাইয়াছেন, তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং আমরা উহা পাঠ করিব না, আমরা অন্য কোনও পুস্তকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গুণাবলী প্রকাশ করিয়া তাহার প্রচার করিব।' তাহারা জড় উদরভেদবাদী পাষণ্ডী। তাহারা অদ্বয়জ্ঞানে জড়-স্বগতভেদ, অখণ্ড তত্ত্বে খণ্ড বিচার, অপ্রাকৃতের সিদ্ধান্তসুধাসরিতে ভেদনিষ্ঠার জল আনয়ন করিতে চাহিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবতত্ত্বে এইরূপ উদরভেদ দর্শন করায় আধুনিক তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়নামধারিগণের মধ্যে এক প্রকার নির্ব্বিশেষবাদমূলক সমন্বয়বাদের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নাম ধরিয়া বন্দনা বা জয়কীর্ত্তনাদি না করিয়া নির্ব্বিশেষভাবে "শ্রীগুরুবৈষ্ণব কী জয়"—এইরূপ বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নাম করিলেই যখন তাঁহাদের গুরুত্ব বা বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ বা বিতর্ক উপস্থিত হয়, তখন কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া "শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের জয়" বলিলেই যাঁ'র যাঁ'র গুরু ও যাঁ'র যাঁ'র বৈষ্ণবের জয় তাঁ'র তাঁ'র নিকট হইল, আর কাহারও কোনও ক্ষোভের কারণ থাকিল না, তাহারা এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। কোন কোন সম্প্রদায়ে 'ঈশ্বরের জয়', 'ব্রহ্মের জয়' প্রভৃতি বলা হয়, কারণ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিলে অন্য [illegible] বিতর্ক উপস্থিত হইবে। কেহ বলিবে, আমার ঈশ্বর কৃষ্ণ, কেহ বা বলিবে, আমার ঈশ্বর রাম; কেহ বলিবে, আমার ঈশ্বর শিব; কেহ বলিবে—কালী, কেহ বা সূর্য্য, কেহ

বা গণেশ ইত্যাদি ; সুতরাং 'ঈশ্বর' বা 'ব্রহ্ম' বলিলে অর্থাৎ নামরূপের অজ্ঞান না থাকিলে সকলকেই সন্তুষ্ট করা হইল। এইরূপ তথাকথিত সমন্বয় বা লোকতোষণপর মতবাদের মূলে নির্ব্বিশেষবাদ রহিয়াছে। বস্তুতঃ যেখানে স্বজাতীয়াশয় বা সমচিত্তবৃত্তি নাই, সেরূপ পাঁচমিশালী মতবাদের দলে কখনই শুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীনাম-রূপ-গুণাদির সংকীর্ত্তন হইতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণ দুঃসঙ্গ। আমার শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ বা জয় কীর্ত্তন করিলে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ পেচকবদন প্রকাশ করিবে অথবা তাহারা ক্ষুব্ধ হইবে,—এইরূপ ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ খুলিয়া অতিমর্ত্ত্য শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীনাম-গুণের জয়সংকীর্ত্তন-রূপ সাক্ষাৎ ভক্তিযাজনে যদি কুণ্ঠিত হইয়া পড়ি, তবে সেরূপ স্থান বা সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া যে সঙ্গে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করিতে পারি সেরূপ সঙ্গকেই বরণ করিতে হইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, মনোধর্ম্মের ছাঁচে বা অবৈধ ধর্ম্মোন্মত্ততার (fanaticism) গোঁড়ামীতে অসদ্‌গুরুকে সদ্‌গুরু, পাষণ্ডীকে বৈষ্ণব, কামুককে প্রেমিক বলিয়া স্থাপন করিয়া ও উহাতেই সুদৃঢ় বিশ্বাস করিবার অভিনয়ে অভিসন্ধিযুক্ত অথবা মনোধর্ম্মিগণের দুঃসঙ্গকে অনুকূল সঙ্গ বলিয়া বিচার করা না হয়। মনোধর্ম্ম বা অন্তরে শাঠ্য ও কাপট্য থাকিলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

পরবর্ত্তিকালে প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজে বিভিন্ন "পরিবারের" মধ্যে শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের ভেদ ও তাঁহাদের মর্য্যাদাদান প্রভৃতি লইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শ্রীসজ্জনতোষণীতে ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিভিন্ন শ্রীহরিকথার মধ্যে অনেকবারই বলিয়াছেন। যেখানে "শ্রীস্বরূপ-শক্তির পরিবার" না হইয়া জড়ভেদ বা উদরভেদের পরিবার হইয়াছে, তথায়ই মাংসদর্শন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী, অখণ্ডরসবল্লভা শ্রীস্বরূপশক্তির বৈচিত্র্যদর্শনের পরিবর্ত্তে মাংসচক্ষুর জড় উদর-ভেদদর্শন নানাপ্রকার অপজ্ঞান উপস্থিত করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের মূল শ্রীগর্ভমন্দিরে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে, শ্রীঅবিদ্যা-হরণ নাট্যমন্দিরে, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে একই বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন bulb [তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি (power) থাকিতে পারে] আছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন bulb দেখিয়া যদি কেহ বলেন, "শ্রীগর্ভমন্দিরের ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয়ের আলোক পৃথক্, শ্রীমন্দিরের আলোককে আলোক বলিব, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির বা সাম্প্রদায়িক আচার্য্যচতুষ্টয়ের শ্রীমন্দিরের আলোক বা শ্রীনদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয়ের আলোককে আলোক বলিব না। শ্রীমন্দিরের আলোকের জয়গান করিব, রন্ধন-শালার আলোকের জয়গান করিব না" ; তাহা হইলে উহা যেরূপ মূর্খতা, তদ্রূপ এক শ্রীস্বরূপশক্তির কৃপাই যখন বিভিন্ন আধারে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে জড়ভেদ আনয়ন করা হয় অজ্ঞতা, না হয় মাৎসর্য্য। অজ্ঞতা হইলে তাহা সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণে অচিরেই বিদূরিত হইবে, কিন্তু যেখানে শঠতামূলক অভিসন্ধি, তাহা কিছুতেই দূর হইবে না, তাহা নানাপ্রকার গুপ্ত অভিসন্ধি-যুক্ত প্রচারের দ্বারা বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিবে। অনেক সরলবিশ্বাসী অজ্ঞ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি ঐরূপ অভিসন্ধিযুক্ত কাল্পনিক মতবাদ-সমূহের কবলে কবলিত হইয়া শুদ্ধভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি নিজদিগকে পরম বৈষ্ণব, মহাবক্তা, শ্রেষ্ঠ উপদেশক বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও অন্তরে কৌটিল্য, পৈশুন্য, অশ্রদ্ধা, মাৎসর্য্য প্রভৃতি থাকায় তাহাদের শাস্ত্র শ্রবণ ও বাহিরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি পূজনাদির প্রযত্নের অভিনয় কৌটিল্যে পর্য্যবসিত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,— "আধুনিকানাঞ্চ শ্রুতশাস্ত্রা-ণামপ্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্-ভক্তাদিষু চান্তরানাদরাদাবপি সতি বহিস্ত-দর্চ্চনাদ্যারম্ভকৌটিল্যম্।"

—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৫৩ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ, শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর-সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি প্রযত্ন, তাহা সমস্তই কুটিলতামাত্র।

শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবদ্ভক্ত-গণের প্রতি অন্তরে অনাদর ও অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়া বাহে যদি তাঁহাদিগকে লোক দেখাইবার জন্য খুব দণ্ডবৎপ্রণাম, অভি-নন্দনাদি প্রদান, উচ্চৈঃস্বরে জয়দান, কিংবা খুব স্তব-স্তুতি প্রভৃতি করিয়া পূজনাদির প্রযত্ন দেখান হয়, তবে তাহা কুটিলতা ও অপরাধ বলিয়াই গণিত হইবে।

'আমরা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কত ভক্ত, কত সেবা করিয়া থাকি, তাঁহাদের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি, স্বোপার্জ্জিত বহু অর্থ দান করিয়াছি বা লক্ষ-লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিয়াছি, প্রতিষ্ঠানের কত সেবা করিয়াছি',—এইরূপ ভক্তি প্রভৃতি জনিত অভিমান শ্রীবৈষ্ণব অবমাননাদি অন্যান্য অপরাধসমূহের জনক। বর্ত্তমান জন্মে শ্রীবৈষ্ণবাপরাধ ঘটিলে পরজন্মেও ঐ অপরাধের বীজ বিনষ্ট হয় না। তাই শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অথ ভক্ত্যাদিকৃতাভিমানস্বকাপরাধ-কৃতমেব বৈষ্ণবাবমানাদি-লক্ষণাপরাধান্তরজন-কত্বাৎ ; যথা দক্ষস্য প্রাক্তনশ্রীশিবাপরাধেন প্রাচেতসত্বাবস্থায়াং শ্রীনারদাপরাধজন্মাপি দৃশ্যতে।"

—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৫৯ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ, ভক্তিপ্রভৃতিজনিত অভিমান বৈষ্ণবাবমাননাদি অন্যান্য অপরাধসমূহের জনক বলিয়া স্বয়ংই কোন অপরাধের ফলস্বরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেরূপ দক্ষের পূর্ব্বজন্মে শ্রীশিবের প্রতি সংঘটিত অপরাধহেতু প্রাচেতস-জন্মেও শ্রীনারদের প্রতি অপরাধ-সংঘটন দৃষ্ট হইয়াছে।

কেবল মুখে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি বা কল্যাণকল্পতরুর পদ কীর্ত্তন করিয়া অন্তরে বৈষ্ণবের প্রতি পৈশুন্য ও শঠতা প্রদর্শন করিলে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপার ফল বৈষ্ণবের পাদপদ্মে আশ্রয়লাভ,—

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥"

এই জগতে কি কেবল সর্ব্বত্র সকলের ছিদ্রই দর্শন করিব, অদোষদর্শী পতিতপাবন শ্রীবৈষ্ণবাবতার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন না? শ্রীবৈষ্ণব কি কেবল আকাশ-কুসুমের ন্যায় কাল্পনিক বস্তু হইয়া থাকিবেন? কখনও কি বিষয়াভিমান পরিত্যাগ করিয়া অকপটে বিষ্ণুজনের প্রতি সম্মান দেখাইতে পারিব না? শ্রীবৈষ্ণবের নিকট কি গলবস্ত্র-কৃতাঞ্জলি হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক নিষ্কপটে দাঁড়াইতে পারিব না? হায়, হায়, অপরাধফলে হৃদয় পাষাণ হইতেও পাষাণ হইয়াছে। কোথায় সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান দর্শন করিব, সকলকে শ্রীকৃষ্ণদাস বলিয়া সম্মান প্রদান করিব, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দম্ভ ও মাৎসর্য্য হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে।

স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ণব। কিন্তু যাঁহাতে উন্মুখতা প্রকাশিত, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হইবে। তবে উন্মুখতার বিচারের মাপকাঠি বিমুখকে দেওয়া হয় নাই। যে বিষ্ঠাভোজী সে কিরূপে নিরপেক্ষ-ভাবে স্থির করিতে পারিবে,—পরমান্ন শ্রেষ্ঠ, না বিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ? বিষ্ঠাভোজী শূকর বলিবে, 'পরমান্নকে যে শ্রেষ্ঠ বলিতেছ, ইহা তোমার ব্যক্তিগত দলের কথা। মনুষ্যের দল পরমান্নকে শ্রেষ্ঠ বলে, আমরা শূকরের দল বিষ্ঠাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি।' এই উভয় দলের বিবাদ মিটাইবার জন্য তথাকথিত একদল-সমন্বয়বাদী আসিয়া বলিবে, 'শূকর-জাতি বিষ্ঠা ভোজন করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, মনুষ্যজাতি পরমান্ন ভোজন করিয়াও সেইরূপই তৃপ্তিলাভ করে। অতএব তৃপ্তির দিক্ হইতে যখন উভয় বস্তুরই মূল্য সমান, তখন বিষ্ঠা ও পরমান্ন এক। শূকর তাহার মুখে বিষ্ঠা লেপন করিয়া উহাকেই সুগন্ধযুক্ত বস্তু জ্ঞান করে ও উহাতেই সুখানুভব করে, আর ভক্ত শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শ্রীচন্দন লেপন করিয়া আনন্দানুভব করেন, সুতরাং বিষ্ঠা ও চন্দন উভয়ই সমান।' এইরূপ নির্ব্বিশেষ-সমন্বয়বাদীর উপর শ্রীবৈষ্ণবের বিচারের মাপকাঠি দেওয়া হয় নাই।

উন্মুখ ব্যক্তির হৃদয়ে সহজ ও সরল সিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। তিনি কল্পনা-বাদী বা যুক্তিবাদী নহেন। তিনি মুখে 'কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান' বলিয়া অন্তরে দাম্ভিকতার হিমালয়—গর্ব্ব-পর্ব্বত সংরক্ষণ করেন না। তিনি 'গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে' মুখে বলিয়া ভিতরে পৈশুন্য ও ছিদ্র-দর্শন, 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু আমার অপরাধ পোষণ করিবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না'—এইরূপ অভি-সন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

কেহ কেহ বলেন, 'যেরূপ শ্রীগুরু-পরম্পরাতে শ্রীগুরুবর্গের নাম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাতেও নাম বাঁধিয়া দেওয়া হউক। তাহা হইলে সর্ব্বত্রই এক নিয়মে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বন্দনা হইবে। এইরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে। রুটিন বাঁধিয়া চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি ভক্তি বা প্রীতির যাজন হয় না। যে স্থানে স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই, সেখানেই যুক্তি, বিতর্ক, সন্দেহ ও দ্বিধা উপস্থিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকে কেন স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিব, শ্রীশিব কিসে কম?' আর এক শ্রেণীর লোক বলিবে, 'শক্তি কিসে কম? নিমাইপণ্ডিতকে কেন 'শ্রীভগবান্' বলিয়া পূজা করিব? শ্রীগোস্বামিগণকে কেন জগদ্‌গুরু বলিয়া মানিব? তাঁহারা ত' কোন সম্প্রদায় বা দল বিশেষের গুরু! অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববৃন্দ, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য ও হিন্দুধর্ম্মের বহু বহু ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে 'জগদ্‌গুরু' বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং আমরা কেন জগদ্-গুরু বলিব?'—এইরূপ যুক্তি, বিতর্ক বা শ্রদ্ধা প্রীতির অভাব হইতেই উদিত হয়। এইরূপ পাষণ্ডিত্ব বহু বহু জন্মের অপরাধের ফল। এজন্য যাহা সহজ ও সরল স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইবে তাহাকে প্রতি রোধ করিয়া তথায় কৃত্রিম বিধিনিষেধ হইতে পারে না। শ্রীগুরুপরম্পরাতে শ্রীগুরুবর্গের যে সকল নামোল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত কি অন্য নাম আর শ্রীগুরুপরম্পরার অন্তর্গত হইবে না, বা তাহাতে নামোল্লেখ নাই বলিয়া তাঁহারা আমাদের শ্রীগুরুবর্গ নহেন, তাঁহাদের বন্দনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাও নহে।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅখণ্ডমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮১১৫
সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউভাড়া (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীধামদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
বারিন্দা, পোঃ ওয়াড়ি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাসপ্রভুবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক - শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রহ্মস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপদ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীশ্যামচরণ পারলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণবল্লভ দাসাধিকারী

সঙ্কেত বিহারীমঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রীরমণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাগী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবৃত্তমান দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁলগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক - শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরাসকল্লোল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅধোক্ষজগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	॥১	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

সাংবৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ [illegible] অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশ হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার জীবনের এই অপূর্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্তমাত্র ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত

					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭-১৪	৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯		..	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-৫৫
(বদল) ছাঃ	..	...... ৯-৩১	..		..	...	....	.. ..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩১	১৮-২১		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত

					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৮-১৪		৯-১২		১৬ ৩	১৬ ৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৮-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৭		৯-৫৫		১৬-৬৬	১৭ ১৭	১৯ ২১	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১ ৭-১০	৮-৫১	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬		১৯-২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০ ৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০		২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	..	...		১৫-৫৬	১৭-৪২			..
দমদম		১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯		২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬ ৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬		২১-৪০	২৩১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩১
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৫

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—বিশ্বজগতের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—::০::—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No.C. 1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৮ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১৬ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৯শে এপ্রিল, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৪৩-৪৪তম সংখ্যা

শ্রীভাগবত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃতি ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রেমবিবর্ত্ত এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ মধুসূদন, ৪৫৫ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫

অন্যাভিলাষই অশান্তি

আমরা প্রায় শতকরা শত জনই শান্তির কাঙ্গাল, কিন্তু এই শান্তির ভোক্তা আমি, না ভগবান্, ইহা চিন্তা করিয়াছি কি? অন্যাভিলাষই ত' অশান্তি, আর অন্যাভিলাষ-রহিত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানই শান্তি। আমি যখন অন্যাভিলাষী, তখন আমি শান্তি কি করিয়া পাইব? 'বৃহৎ আমি'র সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া 'ক্ষুদ্র আমি' কি পৃথগ্‌ভাবে কখনও শান্তি পাইতে পারে? আমাদের ভগবান্ অপেক্ষা শান্তির সঙ্গেই বেশী দরকার। আপাত কৃত্রিম শান্তি বা অন্যাভিলাষ চরিতার্থতার জন্য ব্যাকুল আমরা কৃষ্ণানুশীলনময়ী বাস্তব শান্তির অনুসন্ধান করি কি? জড়তৃপ্তি শান্তির প্রকৃত স্বরূপ নহে। কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ততাই প্রকৃত শান্তি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বতোভাবে ব্যস্ত না হইলে পূর্ণ শান্তি কি করিয়া পাওয়া যাইবে? ভগবদ্ভক্তগণ কখনও নিজের শান্তি চান না। শুধু শান্তিই বা বলি কেন, তাঁহারা নিজের জন্য কিছুই চান না। তাঁহারা চান কেবল সেবা। তাঁহারা কৃষ্ণনিষ্ঠ হওয়ায় স্বভাবতঃই শান্ত। তাঁহারা কৃষ্ণের শান্তির জন্য—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য কোটী কোটী অশান্তিকেও সাদরে বরণ করেন; তাই শান্তিময়, সুখময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অখিল শান্তির অধিকারী করেন।

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, যিনি বা যাঁহারা নিরন্তর কামদেবের সেবা প্রার্থনা করেন, তিনি বা তাঁহারাই শান্তি লাভ করিতে পারেন, অপরে শান্তি পায় না।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
(কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহের মধ্যে পরম নিত্য এবং পরম বাস্তব, যিনি চেতন জীবসমূহের মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু আশ্রিতজনের কামনা পরিপূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া সেই হৃদয়স্থ কামদেবের সেবা করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করিতে পারেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

নিজ সুখের জন্য প্রমত্ত থাকাকালে আমরা কৃষ্ণের শান্তি বা কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যস্ত হইতে পারি না। কাম ও প্রেম একস্থানে থাকে না। এই কামের রাজ্যই অশান্তির রাজ্য, আর প্রেমের রাজ্যই শান্তির রাজ্য। নিজ শান্তিলাভের লেশমাত্র স্পৃহাও যেখানে নাই, সেইখানেই প্রকৃত শান্তি বা সেবা-শান্তি ক্রমশঃ নিজ স্বারাজ্য বিস্তার করে। অন্যাভিলাষী কখনও কৃষ্ণসেবাভিলাষী হইতে পারে না। প্রভুর প্রীতি বা প্রভুর শান্তিই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা কখনও নিজ শান্তি-সুখের জন্য প্রভুর শান্তিভঙ্গ করেন না; তাঁহারা প্রভুর সুখ-বিধানে অনামনস্ক থাকিয়া নিজ সুখশান্তির জন্য উল্লাস ও উৎসাহ দেখান না, ইহাই প্রভুভক্তের সত্তা। তাঁহারা জানেন, শান্তির একমাত্র আশ্রয় ও আকর কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্মছায়া। সেই শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন অশান্তিই থাকে না, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

নিতাইপদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইয়ের পায়॥

অন্যাভিলাষের মধ্যে কৃষ্ণসেবাভিলাষের ন্যায় একায়নত্ব নাই। সেইজন্য কোন পণ্ডিতগণ বহুবয়ন অন্যাভিলাষের সহিত একায়ন কৃষ্ণসেবাভিলাষের সমন্বয় করিতে পারেন না। সকল অন্যাভিলাষের মধ্যে একটা আপাত সমন্বয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পরস্পর বহু বিবাদ থাকুক না কেন, বস্তুবিচারে সে সকলই এক অর্থাৎ অন্যাভিলাষ। সুতরাং কৃষ্ণসেবাভিলাষের সহিত অন্যাভিলাষ যে কখনই এক হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। সেবায় ভোক্তা—কৃষ্ণ, আর অন্যাভিলাষে ভোক্তা—জীব। সেবাই অর্থ, আর অন্যাভিলাষই অনর্থ। সেবাই শান্তি, এতদ্ভিন্ন যাহা, কিছু সবই অশান্তির জনক। সুতরাং কৃষ্ণসেবায় বঞ্চিত হইয়া শান্তি কামনা যে নাস্তিকতার প্রকারভেদ বা আত্মবঞ্চনা-বাঞ্ছা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃষ্ণের জন্য বিরহই প্রকৃত শান্তি। এই বিরহ যেখানে নাই, সেখানে শান্তিও নাই। সংসারবাসী যতদিন নিজ নিজ সুখকল্পনার সুখশান্তির কথা ভুলিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখ শান্তির জন্য অকপটভাবে ব্যস্ত না হইবে, ততদিন তাহারা কখনই সুখ-শান্তি পাইবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

প্রশ্নোত্তর

(১)

শ্রীগুরুপরম্পরার মধ্যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর নাম নাই, শ্রীপরমানন্দ পুরীর নাম নাই, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নাম নাই, শ্রীল নরোত্তমের পর শ্রীবিশ্বনাথ আছেন, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথের শ্রীচরণে উপনীত হইবার পূর্ব্বে ... চক্রবর্ত্তী ... নাই, শ্রীল ... পর ... আছেন, কিন্তু শ্রীল ... নাম নাই। [illegible]

পারিতাম। এখন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভৃতি নিজ পরিবারগণ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গ লাভ না করিয়া যে পদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কি অশুদ্ধ বৈষ্ণবের কীর্ত্তনীয় হইবে না?

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলেন, ইংরেজী ১৯১৯ সালে পাবনায় শুদ্ধভক্ত সঙ্গ [illegible] শ্রীপাদ্য [illegible] করিয়া আধুনিক [illegible] গুণগান করিয়াছেন।

[illegible] শ্রুতশ্রবা, শ্রীরূপের চরণ-[illegible] প্রভৃতি [illegible] জয় দিতে হইবে। তিনি তাঁহাদের জয় দিয়া, [illegible] করিয়াছেন। 'বৈষ্ণবের অপমান করিয়া তাহাকে কতার্থ করিয়া দিলাম' যে ব্যক্তি এইরূপ উপলব্ধি পোষণ করে, [illegible] শুদ্ধ প্রার্থনা করে, জয় না দিলে যাহার হৃদয়ে দুঃখ হয়, অন্যের জয়কীর্ত্তন শুনিলে [illegible] হৃদয়ে যাহার পীড়ার উদয় হয়, অথবা কীর্ত্তন [illegible] জন্য অপরাধীদিগের জয় না দিলে যাহারা অভিমানপূর্ণ হে অপরাধ প্রতীত প্রার্থনা করে, তাহার জয় ব্যতীত জয় নাই। ঐরূপ ব্যক্তির জয় দিতে হইবে না। শুদ্ধভক্তের জয় হইবে, অজ্ঞাত-নামীর, কপটীর, মৎসরের জয় হইবে না। একদিকে যেরূপ বৈষ্ণবাচিত-মানে নিজের জয় প্রার্থনা করা বা স্তাবকদল-বিশেষের দ্বারা জয় কামনা করা পাষণ্ডতা, অপরদিকে হিংসা বা মৎসরতাবশে শুদ্ধ বৈষ্ণবের জয় দিতে কুণ্ঠিত হওয়াও তেমনি ভীষণ পাষণ্ডতা ও অপরাধ। এই উভয়ই ত্যাজ্য। 'জয় দিলে বৈষ্ণব হইবেন, জয় না দিলে বৈষ্ণব বলিয়া গণিত হইবেন না'— এরূপ চিন্তাও পাষণ্ডতা। আবার এই সুযোগে জয়গান লইয়া স্ব স্ব পৈশুন্য ও মাৎসর্য্যাদিকে গোপন করিবার অভিসন্ধি-মূলে শ্রীবৈষ্ণবের জয়গান হইতে বিরত থাকা অতএব শাঠ্য ও কাপট্যপূর্ণ পাষণ্ডতা।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণে 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাসিন্ধু' ও নরহরির "ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয়" প্রভৃতি জয়দানের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা ভক্ত নাম না উল্লেখ করিয়াও জয় প্রদানপ্রণালী দৃষ্ট হয়। সেইরূপ ভাবে শ্রীচৈতন্যের শ্রীভক্তবৃন্দের জয় বা সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের জয়, শ্রীগান্ধর্ব্বাসুন্দরের জয়, সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়, সপার্ষদ শ্রীশ্রীল গুরুদেবের জয় দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন, অমুক বা অমুক ঠাকুরের জয় হইল না, অথবা যদি কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের নাম উল্লেখ করিয়া জয় প্রদান করিলেই কেহ ক্রোধ প্রকাশ করেন বা অন্তরে মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইয়া পড়েন, কিংবা হৃদয়ে কোনপ্রকার দ্বিধা, সন্দেহ বা সম্মান, সেই সম্মানের অভাব অপবাদ [illegible] তাহার জন্য পৃথক দণ্ড বিধেয় নহে; এই পাতকাদিরূপ অপরাধ পুঞ্জে যে [illegible] আমাদিগের জানিত আবশ্যক হইতেছে। কেবল মাত্র শ্রীবৈষ্ণবদের শত শত পাতক-পুঞ্জের দ্বারা পোষণ করিয়া অবিলম্বে একরূপ নিষ্কপটে পরিহার করিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণবের নিকট অকপটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া **কোটিকণ্ঠে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার জয় গান** করিতে হইবে। তাহা না হইলে নিস্তার নাই।

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, যে শ্রীবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়, যদি সেই শ্রীবৈষ্ণবকে কোনরূপে তুষ্ট করা না যায়, বা যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা না যায়, তাহা হইলে শ্রীবৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ যে শ্রীনাম প্রভু তাঁহার নিকট অপরাধ [illegible] করিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর প্রসন্ন হন ও অপরাধীকে ক্ষমা করেন। এই শ্রীনামের অপরাধভঞ্জন লীলা কোন কোন স্থলে পাওয়া যায়, যেমন শ্রী—অমুকের শ্রীনামের অপমান করিবার অভিনয় দেখাইয়াছিল। অবশেষে পতিতপাবন শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর কৃপা করিয়া যখন শ্রী—কে আহ্বান করিলেন, তখন তাহার চিত্তের শুদ্ধি প্রকাশিত হইল। সে যে পূর্ণমাত্রায় শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের নিকট অপরাধ পোষণ করিয়া অজ্ঞাতসারে চরিতার্থ করিবার জন্য নামাপরাধের প্রশ্রয় আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ধরা পড়িয়া গেল। 'শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের প্রতি আন্তরিক শরণাগত হওয়া অর্থাৎ অপরাধ পূর্ণমাত্রায় পোষণ করিয়া নিরন্তর শ্রীনামাশ্রয়ীগণের আশ্রয়ের দ্বারা অপরাধ মোচন করা'— এরূপ পাটোয়ারী বুদ্ধি বা শঠতা শঠ-শিরোমণি শ্রীনামপ্রভু ধরিয়া ফেলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে 'প্রেমধ্বনি' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি পঞ্চতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সকলে "অমায়ক-শ্রেষ্ঠ ভক্তবৃন্দকী জয়" বলিয়া জয় প্রদান করিয়াছেন। সতীর্থগণের ভোক্তৃত্বেরা যদি এখানেই যে মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত স্বরূপ ভাবিবেন, তাহা নহে। কিন্তু যাঁহারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা-কীর্ত্তনে রুচি প্রদর্শন করেন, সেই অনর্থযুক্ত সাধকগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, ইহাতে তাঁহাদের জয়প্রদানের উদ্দেশ্য। সাধকগণের মধ্যেও যদি কাহারও জয় প্রদান করা যায়, তাহাতেও কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকই এইরূপ মনে করেন না যে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে বৈষ্ণববৃন্দ পূজা করিতেছেন, বরং বিচার করেন যে, 'আমার মঙ্গল হউক' বলিয়া বৈষ্ণববৃন্দ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীগুরুদেবও শিষ্যকে 'তুমি জয়যুক্ত হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন মেদিনীপুরে বালিঘাই সভায় গমন করেন, তখন প্রকাশ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণকমলপ্রেরিত অভিমানী ছিলেন, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে "তুমি যে বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ দেখাইতেছ, তাহাতে তোমার জয় হউক"— এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং গুরুদেবও শিষ্যের জয় দিতে পারেন, কেবল শিষ্যই যে গুরুদেবের জয় দেন তাহা নহে।

পরোক্ষ শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়েও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন স্থানে যাত্রাকালে, উৎসবাদিতে, কোন সেবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে যে কোন কার্য্যের সম্পাদনকারী সাধক সেবকের শ্রীগুরুবর্গের জয়গান করেন, শ্রীগুরুবর্গও তখন শিষ্যের জয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। কখনও সাধকের জয় প্রদান করিলে তিনি যে জয় লাভের যোগ্য হইয়া গেলেন, এরূপ আশঙ্কা হয় অজ্ঞতা, না হয় মাৎসর্য্যমূলা।

মহাভাগবতের শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস গোস্বামী প্রভৃতির জয় প্রদান সম্বন্ধে প্রভুপাদের পক্ষপাতিত্ব হয় নাই, ইহাও একটী জড়ভেদমূলক মতবাদ। যখন শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরাদি বৈষ্ণববৃন্দের জয় দেওয়া হইয়াছে, তখন তন্মধ্যেই শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজেরও জয় দেওয়া হইয়াছে। আবার পৃথগ্‌ভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া জয় দিলেও তাহা ভক্তানুকূল সেবাবিশেষ। এইরূপ বিচার নহে যে, পূর্ব্বে শ্রীল বাবাজী মহারাজের জয় দেওয়া হয় নাই। এখন নূতন করিয়া দেওয়া হইতেছে, বা পৃথগ্‌ভাবে নামোল্লেখ হয় নাই বলিয়া তাঁহার জয় হয় নাই অথবা নামোল্লেখ করিয়াছি বলিয়া মাৎসর্য্যের আবাহন করিতে হইবে। শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের জয় যতই অধিক দেওয়া যায়, ততই মাৎসর্য্যাদি বৃত্তি ও নিজের কপটতা বাড়াইবার প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হয়।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীল ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের জয় দিতে কাহার হৃদয় না উল্লাস হয়? তাঁহাদের জয় প্রদানের সময় তাঁহাদের সেবা-স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় ও আমাদের সেবাস্পৃহাও উদ্দীপ্ত হয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠান ও নিত্যধামগত বৈষ্ণববৃন্দের পূজা ও তাঁহাদের নিত্যলীলাস্মৃতির আদর্শ দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ ভাগবত [illegible] প্রভু ও শ্রীপাদ অনন্ত বসুদেব প্রভুর নির্য্যাণ-কালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দণ্ডবৎ-প্রণামলীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিজ শিষ্যেও গুরুবুদ্ধির লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের পর শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া নৃত্য, তাঁহার সমাধিপীঠ পরিক্রমা ও 'জয় জয় হরিদাস' বলিয়া জয়ধ্বনি ও নৃত্য করিয়াছিলেন,—

> 'জয় জয় হরিদাস' বলি কর হরিধ্বনি।
> এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
> সবে গায়,—'জয় জয় জয় হরিদাস।
> নামের মহিমা যেঁহ করিল প্রকাশ॥'
>
> (চৈঃ চঃ অ ১১ ৯৮-৯৯)

প্রকাশক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীল ভক্তিস্বরূপ ভাগবত মহারাজের নির্য্যাণ ও বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের সময় তাঁহাদের গুণ-কীর্ত্তন, তদর্থক [illegible] স্বয়ং মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, বিরহ-তিথি প্রভৃতির ন্যায় কোন লৌকিক উৎসবাদি উপলক্ষে সেই বৈষ্ণববিশেষের জয়গান ও বন্দনাদি সমীচীন হইতে পারে কিংবা বা নিত্যই নিষ্ঠভাবে একমাত্র শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যতীত অন্য বৈষ্ণবের বন্দনাদি করিবার কি কোন আবশ্যকতা বা তৎসম্বন্ধে সৎসাম্প্রদায়িক সদাচার ও শাস্ত্রের কি প্রমাণ আছে?

ভক্তি—নিত্যধর্ম। কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদির ন্যায় তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নহে। শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীবৈষ্ণবপূজা, শ্রীবৈষ্ণবসেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ নিত্য বা সার্ব্বকালিক আত্মধর্ম্ম। তবে ইহাও নহে যে, স্বভাব কাপট্য ও শাঠ্য সংরক্ষণ করিয়া মুখে বিরুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার অভিনয় করিলেই তাহা 'নিত্য আত্মধর্ম্ম' বলিয়া গণিত হইবে। মূল কথা এই যে, যিনি অকপট সেবোন্মুখতা ও শরণাগতির জন্য ব্যাকুল, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে কখনও ছলনার মধ্যে পতিত করেন না। প্রকৃত সৎসিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তিপথে পরিচালিত করেন। আরোপভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের তালিকা সকল সময় বাঁধিয়া দেওয়া যায় না, বাঁধিয়া দিলেও তাহা সকল সময়ই যে ঠিক থাকিবে তাহা নহে। অনেক সময় আপাত-প্রতিকূল কার্য্যসমূহও অনুকূল ও আপাত-অনুকূল কার্য্যসমূহও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল হইতে পারে। এজন্য তমসাচ্ছন্ন বিবাদযুগে সর্ব্বদা শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাকেই ধ্রুবতারা করিয়া কোটিকণ্টকাকীর্ণ শ্রীভক্তিমার্গে একমাত্র শ্রীভগবৎপ্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

মহাজনের কল্পনাকে কখনও শ্রীভক্তি-রাজ্যে স্থান দিতে হইবে না। পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু অধিক সময়ই স্বয়ং শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা এবং অন্যান্য মঠসেবকগণকেও শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন বৈশাখ

মাসে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদ, শ্রীব্যাস-নারদ সংবাদ, শ্রীধ্রুব-চরিত্র বা শ্রীভগবদ্‌-গীতা প্রভৃতি পাঠ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটি ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তখন কোন স্থান হইতে এক প্রশ্ন আসিল,—"শ্রীল ভাগবতসুধাকর প্রভু তাঁহার প্রকটকালে আমাদিগকে কেবল শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠের উপদেশ দিয়াছেন, আমরা যদি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করি, তাহা হইলে কি অপরাধ হইবে না?" এইরূপ মনোধর্ম্মের বিচার শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে ভেদবুদ্ধি হইতে জাত অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের নাম শ্রবণ করিবামাত্রই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে প্রাকৃত সহজিয়া-গণের বিচারের রাস-লীলা বা চেল-চৌর্য্য-লীলা প্রভৃতি পাঠ হইতে বিরতির জন্য অতি সাবধানতার নামে তদ্বিষয়ে অত্যন্ত প্রাকৃত অভিনিবেশের ফল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ে যদি বিশেষভাবে শ্রীতুলসীর সেবা বা শ্রীগঙ্গার সেবার প্রযত্ন দৃষ্ট না হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যদি শ্রীতুলসীর সেবা বা শ্রীগঙ্গার সেবার প্রযত্ন হয়, তাহা হইলে কি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পথের লঙ্ঘন বা প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের আচারের অনুকরণ হইয়া যাইবে?

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি প্রদান করিয়া শ্রীব্যাস-পূজার আদর্শ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর প্রদর্শন করেন নাই, সুতরাং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার আদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুদেবকে লঙ্ঘন করিয়া-ছেন, অথবা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ কী জয়" এইরূপ ভাবে শ্রীগুরুদেবের জয়দান করেন নাই, কিংবা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিসন্ধ্যা লোক দেখাইয়া "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজ কী জয়" বা "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়" এইরূপ ভাবে শ্রীগুরুদেবের নাম ধরিয়া জয় প্রদান করেন নাই; সুতরাং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবৃন্দ "ওঁ বিষ্ণুপাদ" শব্দের সহিত শ্রীগুরুবর্গের শ্রীনামোচ্চারণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের আচরণের বিপরীত কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ কু-সাহাবাদ মনোধর্ম্ম-জাত, অথবা অলস ও দুর্ব্বল সেবা-বিমুখ মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত অসৎ মতবাদ। এই সকল দুর্ব্বলমস্তিষ্কজাত কল্পনা হইতেই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বন্দনা বা জয়াদিদান-সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিতর্ক, সন্দেহ ও দ্বিধা উপস্থিত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন 'সটীকা শ্রীশরণাগতি' ও 'সভাষ্য শ্রীকল্যাণকল্পতরু' টীকা ও ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে ও উপসংহারে শ্রীদীক্ষাগুরু, শ্রীশিক্ষাগুরু ও বর্ত্মপ্রদর্শক শ্রীগুরুগণের শ্রীনাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের বন্দনা লিপি-বদ্ধ হইয়াছিল, তখন কেহ কেহ এরূপও উপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, প্রকট শ্রীআচার্য্যের লীলাকালে অপ্রকট শ্রীআচার্য্যবৃন্দের বা অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের বন্দনা করা অসঙ্গত, কারণ, তদ্দ্বারা প্রকট শ্রীআচার্য্যের অবমাননা করা হয়। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যেরূপ শ্রীগুরুদেব সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নিকট উপস্থিত অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎপ্রণামাদি করা অপরাধজনক, তদ্রূপ প্রকট শ্রীআচার্য্যের বন্দনাকালে অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণের বন্দনা করাও অপরাধ। কেহ কেহ আবার এই-রূপ যুক্তিও দিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের লীলাবিষ্কারতিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদানাদিও সঙ্গত নহে, কারণ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত সেবকমণ্ডলী শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীআবির্ভাবতিথিতে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের শ্রীচরণে ঐরূপ অঞ্জলি প্রভৃতি প্রদান করেন না, কেবল প্রকট শ্রীআচার্য্যের পূজারই আদর্শ প্রদর্শন করেন।

এই সকল মতবাদ উৎকট ভক্তি বা অতি ভক্তির ভাণে দুর্ব্বল ও অলস মস্তিষ্কজাত চিন্তাস্রোত ব্যতীত আর কিছুই নহে। যুক্তি ও প্রমাণের অপব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সহজ অবতার হয় না।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীদীক্ষা-গুরুদেবের আদেশ লইয়া অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণব-বৃন্দেরও যখন পূজার বিধি প্রদান করিয়াছেন, তখন পূর্ব্ব শ্রীগুরুবর্গের পূজা যে সদাচার-সম্মত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ, আমাদের শ্রীশিক্ষাগুরুদেব শ্রীদীক্ষাগুরুদেবের পূজার বিধি স্বয়ংই প্রদান করিয়াছেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে সকল শ্রীবৈষ্ণবকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীবৈষ্ণবের আনুগত্যে অঞ্জলি প্রদান করিবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার সেই অনুমোদিত ও প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহারই নিত্য আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূজা বিহিত।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ, যেমন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ, তাঁহাদের গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে একসঙ্গে দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরু বর্গের বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্ব-প্রথম শ্লোকে ও অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং
তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

উপরি-উক্ত বন্দনায় 'গুরূন্' শব্দের অর্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "বর্ত্ম প্রদর্শক-মন্ত্রদাতৃ-শিক্ষাদাতৃন্ গুরূন্" অর্থাৎ "বর্ত্ম প্রদর্শক শ্রীগুরুদেব, মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেব ও শিক্ষাদাতা শ্রীগুরু-বৃন্দকে' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব মন্ত্রগুরুদেব ও শিক্ষাগুরুদেবের সহিত বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেবের বন্দনা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত। শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালেও তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া "বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ"—এইরূপ বন্দনা করা ভক্তের প্রতিকূল কার্য্য নহে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সকলেই শ্রীদীক্ষাগুরু, শ্রীশিক্ষাগুরু, শ্রীবর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরুদেব এবং শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের বন্দনা করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। উক্ত শ্লোকে 'বৈষ্ণবান্' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'চতুর্য্যুগোদ্ভূতান্ ভাগবতান্'—এইরূপ বলিয়াছেন, অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের বন্দনা, কেবল কলিকালোদ্ভূত বা কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বের বা বর্ত্তমান কালের শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের বন্দনা নহে, 'হইয়াছেন ও হইবেন প্রভুর যত ভক্ত-বৃন্দ'—সকল বৈষ্ণবের বন্দন।

শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'র প্রথম শ্লোকে যে শ্রীগুরুদেব, শ্রীব্রজবাসিগণ, সুজন ও ভূসুরগণের প্রতি দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অত্যন্ত অপূর্ব্ব রতি বিধান করিবার কথা বলিয়াছেন, উহার 'ভজনদর্পণ'-ভাষ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিতেছেন,—

"শ্রীগুরু—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু, ব্রজবাসিগণ—শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যে সমস্ত ভক্তজীব ব্রজে বাস করেন। শুদ্ধভক্ত মাত্রেই ব্রজবাসী, যেহেতু তাঁহারা শরীরে বা মানসে ব্রজে বাস করেন। ইঁহারা উত্তম ভাগবত; সুজন—যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন, স্বরূপতঃ ব্রজে বাস করেন নাই, এরূপ সাম্প্রদায়িক ও ভগবদ্ভক্তগণ। ইঁহারা মধ্যম ভাগবত; ভূসুরগণ—বর্ণাশ্রমানুষ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম্মশিক্ষক ব্রাহ্মণগণ। ইঁহারা কনিষ্ঠ ভাগবত।" ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন, "মন্ত্র লাভ করিয়া দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুগণকে আত্মবৃত্তির দ্বারা পূজা কর। গুরুকে মুনিবুদ্ধিসহকারে কেবল সম্মান না করিয়া নিজের বন্ধু বলিয়া জান। বিবিধ বৈষ্ণব-গণকে যথাযোগ্য প্রীতি ও বন্ধুসৎকার কর।"

অতএব যেস্থানে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের প্রতি আত্মবৃত্তি বা প্রীতির অভাব, শ্রীগুরু-বর্গের সেবা-সেবনের অভাব, তথায়ই নানাপ্রকার যুক্তি ও তার্কিকতার বাণের দ্বারা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মকমল বিদ্ধ করিবার পাষণ্ডতা বা বাতুলতা দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'পদ্যাবলী'তে বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীমাধবসরস্বতী-পাদের নিম্নলিখিত শ্লোকটী চয়ন করিয়াছেন,—

"মীমাংসারজসা মলীমসদৃশাং তাবন্ন
ধীরীশ্বরে
গর্বোদর্ক-কুতর্ক কর্কশধিয়াং দূরেঽপি
বার্ত্তা হরেঃ।
জানন্তোঽপি ন জানতে শ্রুতিমুখং
শ্রীরঙ্গিসঙ্গাদৃতে
সুস্বাদুং পরিবেশয়ন্ত্যপি রসং গুর্ব্বী ন
দর্ব্বী স্পৃশেৎ॥

—শ্রীপদ্যাবলী, ৫৭ নং শ্লোক

মীমাংসা অর্থাৎ আপ্রোক্ষ যুক্তি ও বিতর্কের মলিন [illegible] মলিন বা অন্ধ [illegible] ... [illegible] প্রবেশ করে না। [illegible] এরূপ কুতর্ক যাঁহাদের বুদ্ধি কর্কশ হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীহরির কথা বহু দূর-বর্ত্তিনী। বেদান্ত পণ্ডিত [illegible] তত্ত্বরস্ত জানিয়াও জানিতে পারেন না। উৎকৃষ্ট দর্ব্বী (হাতা) যেরূপ সুস্বাদু রস পরিবেশন করিলেও সেই রস আস্বাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ যুক্তি, আধ্যাত্মিকতা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির দ্বারা শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবত-গণের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। তাঁহাদের প্রতি অহৈতুকী শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রীতিই তাঁহাদের কৃপা আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্যই প্রত্যেক সাধকের দুষ্ট মনকে দমন করিবার জন্য শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীনামগান কীর্ত্তন করিতে দিয়াছেন।

"গুরুদেব ভক্তে ভাবিবে মন অতি মন্দ।
[illegible] শ্রীরূপানুগ সাধুজন ভজন আনন্দ।"

[illegible] ভজনে দুষ্ট মন অসূয়া, [illegible], [illegible], বাৎসটা ও শাঠ্যের নাটা পকায় [illegible]। [illegible] এ [illegible] দূর [illegible] ভক্তি-বিনোদ এই শিক্ষা দিয়াছেন,—

"ভাবনা [illegible] মন, [illegible] অতি দুষ্ট
([illegible] [illegible] ছাড় হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য আদি
(রিপুর বশে আছ হে
অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি মুক্তি-পিপাসা-অনিষ্ট।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটীনাটী- [illegible]
(সরল ত' হ'লে না হে)
ঘিরিছে তোমায় ভাই, এ সব অরিষ্ট
(এ সব ত' শত্রু হে)
এ সব না [illegible] [illegible] কিসে [illegible] রাধাকৃষ্ণ

([illegible] ভাই, ভাব হে)

সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তত্ত্ব হই ?

(সাধুসঙ্গ কর হে)

বৈষ্ণবচরণে নব, [illegible] মুক্তিরে আনিই ॥

([illegible])

([illegible])

শ্রী [illegible] আমার [illegible] কুটিনাটি [illegible] । ইঁ" দুই মন ও শ্রী [illegible] ও [illegible] কীর্ত্তন [illegible] অর্থ ও [illegible] কীর্ত্তন [illegible] কারণ করিবার [illegible] । উহা দুষ্ট [illegible] সর্ব্বদা [illegible] করিতে আমার [illegible] পারে। শ্রীশ্রী ঠাকুর [illegible] আমার জীবনের [illegible] হইয়াছেন,—

"[illegible] আর, [illegible] পাপে রত,

[illegible] পুণ্যের লেশ।

[illegible] উদ্বেগ, [illegible] দিয়াছি যে কত,

[illegible] জীবেরে ক্লেশ॥

[illegible] পাপ, পাপে নাহি ডরি,

দয়াহীন স্বার্থপর।

পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,

পর দুঃখে সুখকর॥

অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর

[illegible] মদগর্ব্বপরায়ণ।

[illegible] সদা, [illegible] মোহিত,

হিংসাগর্ব্ব বিভূষণ॥

নিদ্রালস হত, সুকার্য্যে বিরত,

অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।

প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাঠ্য আচরণ

[illegible] কামী।

এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন বর্জ্জিত

অপরাধী [illegible]।

[illegible], সদা নির্ব্বিচারী,

[illegible] দুঃখ ভর॥

বার্দ্ধক্যে এখন, উপায়-বিহীন,

[illegible] দীন অকিঞ্চন।

বিনোদ-সেবক, প্রভুর চরণে,

করে দুঃখ নিবেদন॥"

—(শরণাগতি, ৩য় গীতি)

শ্রীযোগপীঠে হরিকথা

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] সম্পাদক [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] পর [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] প্রভু শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। [illegible] উপস্থিত [illegible] হইতেছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::o::——

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ৮ই বৈশাখ সোমবার গৌড়ীয় [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি [illegible] পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ উপস্থি[illegible] শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত [illegible] শ্রীপাট [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন ও [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে বিরহ উৎসবের অধিবাস দিবস ৭ই বৈশাখ রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠ হইতে [illegible] শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাটে গমনপূর্ব্বক [illegible] এবং [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা ১ম অধ্যায় পাঠ করেন।

সোমবার দিবস প্রত্যুষে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিকের পর [illegible] বন্দনা, [illegible], [illegible] ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ চলিতে থাকিলে পূর্ব্বাহ্ন [illegible] শ্রীধাম [illegible] হইতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের [illegible] করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [illegible] শ্রী [illegible] প্রাঙ্গণে [illegible] করিয়া তাঁহার [illegible] শ্রীপাদ [illegible], গোবিন্দ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু [illegible] কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অমানুষিক [illegible], তাঁহার শুদ্ধবৈষ্ণবোচিত নিষ্ঠা ও [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবতের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্নে [illegible] কীর্ত্তন [illegible] বহু [illegible] প্রসাদ [illegible] হয়। [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [illegible] হরিকথা শ্রবণ [illegible] মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া [illegible] আচার্য্যদেব [illegible] হইয়াছেন। [illegible] আচার্য্য [illegible] ভক্তগণসহ [illegible] হইতে [illegible] শ্রীল বাসুদেব ও শ্রীল [illegible] মুরারি ঠাকুরের শ্রীপাট, শ্রীল [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] শ্রীমদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনবদ্বীপ [illegible] হইয়া সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উৎসবোপলক্ষে শ্রীপাদ প্রেমানন্দ প্রভুর রন্ধন নৈপুণ্য ও অন্যান্য ভক্তগণের সেবোৎসাহ [illegible]। উৎসব উপলক্ষে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু, শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ [illegible] দাস [illegible], শ্রীপাদ [illegible] প্রভু, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল ঠাকুরের বিরহ উৎসবদিনে সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইয়াছিল। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক মঠবাসী সেবকগণকে অনেক [illegible] ও তাঁহাদিগকে সেবোৎসাহ প্রদান করেন।

পাটনায় প্রচার

গত ১৩ই [illegible] রবিবার সন্ধ্যা [illegible] পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাটনা [illegible] হেড্ একাউন্টেন্ট শ্রীযুত [illegible] বাবু মহোদয়ের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। তাঁহার [illegible] একটি বিরাট সভার [illegible] হয়। প্রারম্ভে মহাজনপদাবলী [illegible] কীর্ত্তন [illegible] পাবন [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] করেন। [illegible] কীর্ত্তন হওয়ার [illegible] হয়।

গত ১৫ই [illegible] মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় [illegible] স্থানীয় [illegible] শ্রীযুত [illegible] মহোদয় স্বীয় গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] সেবকবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করেন। শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু [illegible] প্রধান, [illegible] সমাজের সমাবেশন [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ প্রভৃতি বিষয় [illegible] শ্লোকটী [illegible] করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৬ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায় [illegible] শ্রীযুত [illegible] কন্ট্রাক্টার [illegible] গৃহে [illegible] ব্যবস্থা হয়। [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও [illegible] করেন। [illegible] আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

২৪ পরগণায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যাদি করেন। গত ৩রা বৈশাখ, ১৬ই এপ্রিল, বুধবার সকাল ৬ ঘটিকার সময় নৌকাযোগে [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] মহাজনপদাবলী ও [illegible] কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী [illegible] প্রবাসিত সজ্জন শ্রীযুত [illegible] মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে গমন করেন। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁহার বাসভবনে ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতনশিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গ্রামস্থিত প্রায় ৩ শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠশ্রবণার্থ আগমন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৮শে চৈত্র শুক্রবার দিবস মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠালয় হইতে রওনা হইয়া তিলন্দপাড়া[illegible] নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে অবস্থানপূর্ব্বক দুই দিবসকাল পাঠকীর্ত্তনাদি করেন।

১লা বৈশাখ সোমবার দিবস তথা হইতে [illegible] গ্রামনিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বেরা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত হেমান্ত [illegible] মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত দিবস [illegible] সভার অধিবেশন হয়। [illegible] ভক্তিশাস্ত্রীজী [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং [illegible] দিবসও তথায় পাঠ কীর্ত্তন [illegible] উদ্যোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়।

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ১৫ই [illegible] মঙ্গলবার উড়িষ্যা [illegible] মহারাজ শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক [illegible] সেবকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন। তাঁহার নিকট পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল [illegible] অতিমর্ত্ত্য চরিত্রসম্বন্ধে বহু কথা আলোচিত হয়।

[illegible] ডি, এম, সি, অফিসের নাজির শ্রীযুক্ত [illegible] গত ১লা এপ্রিল হইতে ক্রমাগত ১০ দিন যাবৎ প্রত্যহ শ্রীমঠে আগমন করিয়া মঠবাসী সেবকগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি [illegible] নিতান্ত [illegible] ও সদ্গুরু লাভ করিবার উপায়সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন এবং মঠসেবকগণের নিকট তাহার যুক্তিপূর্ণ সদুত্তর শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত হন। তিনি গৌড়ীয়মঠবাসিগণের আচারসম্পন্ন জীবনের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং পুনরায় মঠে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅন্বয়মন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছেদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনি[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরানন্দ ধামমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ চাঁদগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসপালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধিকাদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবনন্দনপ্রভাকর বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিভাবন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবাড়ী, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনরানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনবীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দুপতি দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীকৃষ্ণীন বান্ধব দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহী
পোঃ কোড়োল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীভক্তিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীকৃপাময়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্পাউণ্ড, বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রচরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবংশীবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
([illegible])
[illegible], পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
([illegible])
পুরী
সেবক—শ্রীগোপীজনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

দীনকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] নাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক শ্রীরামকমল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ [illegible] মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণ[illegible] দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং, লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ম্যানচেষ্টার রোড, হাইড, গ্রীন
লণ্ডন, এন্‌ ৪
সেবক—কুমারী বিদ্যাবতী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
গার্ষ্টিন রোড, [illegible]
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]কানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible], গঞ্জাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

[illegible]
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—[illegible] অধিকারী

[illegible]
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible]

[illegible]
শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস
সেবক—শ্রী[illegible]

শ্রী[illegible]
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীন সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব-আচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং গুরু ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট্ অনুপম ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানবজাতির বিশ্বমঙ্গল-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সার্ব্বভৌম ধার্ম্মিক দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমন্বয় আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৫০ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (contents) ও গ্রন্থে প্রদত্ত শ্লোকসমূহ সংস্কৃত ও বঙ্গাক্ষরে সূচীপত্র Index Glossary) সহ অচিরেই প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

———

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্দশাধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের পর্য্যায়ে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে কথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা অন্বয়ের বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

———

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবৃতির আলোচ্য টীকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

———

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার মূল শ্লোক ও অনুবাদ সহ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৬৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

———

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আদ্যলীলা বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।৹
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় গীতার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫ বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক বিবেক-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। শ্রীবাদশ আখ্যবর ॥৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶৹
২২। ভজন রহস্য ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥৹
২৭। দ্বাদশমাসিকা প্রমেয়-রত্নাবলী (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৶৹ বাঁধা ৸৹)
৩০। শ্রীনবদ্বীপ দর্শন ৵৹
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৶৹
৪১। গীতাবলী ৴১৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸৹
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴৹
৬০। সারাবলী ৴৹
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥৹
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতমহাত্ম্যঃ ॥৹
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিগ্রহঃ ।৹
৬৫। নাটিকা শিক্ষাদশমূলম ।৹
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৬৯। সারারশ্মিনির্ণয়ম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ।৹
৭১। এ কিউ ওয়ার্ড্‌স্ অন বেদান্ত ॥৹
৭২। নামভজন ৴৹
৭৩। বেদান্ত ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥৹
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶৹
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥৹
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥৹
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৮। দি ভাগবত ।৹
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন ।৹
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸৹
৮৫। সাধনপথ ॥৹
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১৹
৮৭। গীতাবলী ৴১৹
শরণাগতি ৴৹
৮৯। প্রেমবিবর্ত্তকবাণী ।৶৹
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	॥১	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

ত্রৈমাসে প্রতি পংক্তি ৬৲		৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲		১৮৲
" এক কলম ৩৮৲		৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৹, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রণীত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, প্রধান শাস্ত্রীকমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্র (chart) দ্বারা অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিভাগসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক নানা গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১॥০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদানুবাদসহ মধ্যপ্রদেশ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটী ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য [illegible] দান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] ইহাতে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা [illegible] শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল [illegible] শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে শ্রীলপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত সমগ্র গ্রন্থ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অপূর্ব ভক্তি-সম্পদ। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই পরিক্রমাকালে শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ কার্যালয়

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(হাওড়া টাইম্)

আপ শনিবার সহিত

শনিবার ভিন্ন দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-১১	৭ ১৪	১০-১৮	১৪-১৬	১৭ ৫৬	১৯ ৫০	২০ ২৬	
দমদম "	৪ ৫৯	৬ ৭০	৭ ২৮	১০ ২৯			১৮	২২-৪৯	
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৭ ৭৮	১৮-২১	১৯ ৩৭	০-২৫	
(বদল) ছাঃ		৯-০৭							
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ১৩	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৫৮	১৭-৫১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০	
ঐ (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-৩৬	১৭ ৫০	৭ ৪০		২০-৩০			
মহেশগঞ্জ "	৭ ৫৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮ ১৫		২১ ৫			
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫১	১০ ৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩		২১ ১৩			

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	১ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৪ ১০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ১১

ডাউন শনিবার বাদে

অন্য দিন বাদে

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬ ১৪	৯ ১২		১৬ ৩	১৩	১৮ ৩৮			
মহেশগঞ্জ "	৬ ২১	৯-২১		১৬-১২	১৬ ৩০	১৮ ৫১			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৪৭	৯ ৫৫		১৬ ১৬	১৭	১৯ ২১			
(বদল) ছাঃ	৬ ৫১	৭-১০	৮ ৫০	১১-২১	১৫-৪	১৫ ৫২	১৯-২৮	২০ ৪১	
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ২০	৭-৪৯	৯-২৫	১২ ৬	১৪-৭৫	১৭-৩০	২১-৩	২১ ১৯	
(বদল) ছাঃ				১৫-৫৬	৭-৪২				
দমদম		১১-৪		১৬ ৩৬	১৯ ১	২০ ২৬	২১ ৫৮		
কলিকাতা পৌঃ	৯ ১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৭৬	২২ ২৬	২২ ৭০	২৩ ৩০	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৬ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৬-৫৪
ছাঃ	১৫ ১১
শান্তিপুর পৌঃ	১৭-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌর বিশ্বাস অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত স্বদেশ বিদেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী মহাত্মাগণকে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্বলিত উক্তিসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ বিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও অনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্য সেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
এখান হইতে জগতের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস
কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীট অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

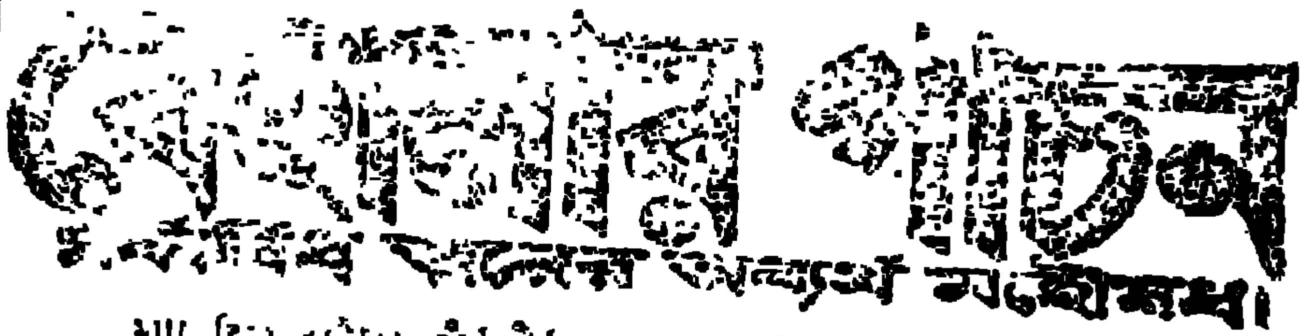

ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ ও জীর্ণজ্বরে অব্যর্থ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, ব্যবহারে ইহা এক টনিক ফল হয়। জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে এ মাত্র সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের অর্থবাদ সার্থক হয়। ছোট বোতল ।৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, মাণিকতলা, কলিকাতা,

বেহালা ২৪ পরগণা

Regd. No. C. 1544

শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ১৭ই বৈশাখ ১৩৪৮, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪১ বুধবার [৪৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীপ্রতিমঞ্জমালা
—১০:—
শ্রীল মায়াবিনোদ কবিরাজ এম-এ মহাশয় সংকলিত।
শ্রীব্রহ্ম কল্পনায়, বিশুদ্ধ শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরের চিত্র সম্বলিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ডবল ক্রাউন, কভার সহ বিভিন্ন চিত্রে সুশোভিত।
ভিক্ষা মাত্র ১৪০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়
পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যদেব
—১০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা কথা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১১০ ;
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মিশন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নানা-সংবাদ

——::[০]::——

বন্ধকী খতের নালিশ

বিশ্বভারতী ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপর দুইজনের বিরুদ্ধে ৬৩ দ্বারকানাথ ষ্ট্রীট বাটী বাবদ কোন সংক্রান্ত বন্ধকী খতের নালিশ করিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি মিঃ প্যারিজের এজলাসে শুনানী হয়।

মিঃ পি কে ঘোষ বাদীপক্ষে উপস্থিত হন। প্রতিবাদিগণ মামলায় যোগ দেন নাই।

প্রতিবাদিগণ গত ১৩১৮ সালের ১০শে এপ্রিল তারিখ, ১৯০৩ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে ও ১৯১১ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বাদী বিশ্বভারতীর নিকট বন্ধকী খত লিখিয়াছেন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একযোগে ১৯০৮ সালের ১১শে এপ্রিল তারিখে 'বাটী লোক' বাটী নিকট আবদ্ধ রাখেন। (তাহার পর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান) এবং ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীটের বাটী বন্ধক দেন। ১৯২৩ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত সম্পত্তি পুনরায় বাদীর নিকট বন্ধক দেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রাখিয়া মারা যান। মারবার সময় তিনি তাঁহার সম্পত্তির কোন উইল করিয়া যান নাই। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁহার স্ত্রী এবং চারিপুত্রকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া মারা যান। তিনিও তাঁহার সম্পত্তির কোন উইল করিয়া যান নাই। তাঁহারা এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদীভুক্ত আছেন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে উক্ত বন্ধকী বাটিকে দলিলে সম্পাদন করিয়া প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ট্রাষ্টি করিয়া ঋণ করিবার অধিকার সমেত দিয়াছেন।

১৯৩১ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ সালের দলিল সমাচার বলে উক্ত বাটি পুনরায় বন্ধক দেন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্রাষ্টিদের সহিত একত্র শেষ বন্ধকীর টাকা শোধ করিয়া এক দলিল সম্পাদন করেন। এখন সুদে আসলে ঋণ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

মাননীয় বিচারপতি বন্ধকী খতের ডিক্রি দেন এবং ডিক্রী বাদীর মহাজনী আইনের অধীনে কার্য্যকরী হইবে।

———

কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কর্পোরেশনের কংগ্রেসী দল, আগামী মেয়র নির্ব্বাচনের জন্য শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে তাঁহাদের দলের প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরী শ্রীযুক্ত ব্রহ্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি শ্রীযুক্ত ব্রহ্মকে পূর্ণ সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

———

সিরাজগঞ্জে ভীষণ ঝড়

গত ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে এক ঝটিকা উত্থিত হইয়া সিরাজগঞ্জের উপর দিয়া ঘণ্টায় একশত মাইল বেগে বহিয়া যায়। বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। টিনের চালা ও টাচের বেড়া উড়িয়া গিয়াছে। কয়েক স্থানে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বহু রাত্রি পর্য্যন্ত সহর অন্ধকারময় ছিল।

পাবনা জেলায় বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ভীষণ ঝড়ের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

———

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ

প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর কলিকাতার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজকে আগামী সেসন হইতে আই, এ, ও বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইবার অনুমতি দিয়াছেন। আরও প্রকাশ, রিপন কলেজ ও সেন্টপল কলেজকে যথাক্রমে ল ক্লাস ও বি, টি ক্লাস খুলিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

———

ফেণীর গ্রামে গুণ্ডার উৎপাত

অদ্য ফেণীর নিকটবর্ত্তী ছাগলপুর গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, জনৈক কৈবর্ত্তের বাড়ীতে কতকগুলি গুণ্ডাশ্রেণীর লোক প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকজনকে মারপিট করে। চারিজন লোককে ফেণী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনা সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

———

বেলিজী সুগার ফ্যাক্টরীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

অদ্য অপরাহ্নে বেলপুর এইচ, বি, সুগার ফ্যাক্টরীতে এক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উক্ত ফ্যাক্টরীর একখানা গুদামে তিন হাজার চিনিভর্ত্তি বস্তায় আগুন ধরিয়া যায়। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বাতাস বহিতে থাকে এবং অগ্নিনির্ব্বাপণকার্য্য অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। পুলিশ এবং কারখানার লোক এক ঘণ্টাকাল চেষ্টা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার এই সময় উপস্থিত ছিলেন। ক্ষতির পরিমাণ খুবই বেশী, তবে তাহা জানা যায় নাই। অগ্নিসংযোগের কারণও কিছু জানা যায় নাই।

———

মহাবোধি সোসাইটিকে চীনা ত্রিপিটিকা দান

চীনের প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাইশেক এবং শিক্ষাসচিব ডাঃ চেনপু ফু, বিশ্বভারতীয় চীনা ভবনের ডিরেক্টর অধ্যাপক তান উন সেনের মারফৎ মহাবোধি সোসাইটিকে সাংহাইতে প্রকাশিত চীনা 'ত্রিপিটিকা' (বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক) উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন।

ত্রিপিটিকার অপর একটি চীন সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে সারনাথের মূলগন্ধ কুঠি বিহারে প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব গ্রন্থে অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি এক বিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, কিরণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপারিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থে কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ আকারে পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড	৸০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	বালগোপালগুরুর	॥০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২।	ভজন রহস্য	॥০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥০
২৭।	মুক্তাফলটীকা ভগবদ্‌ভক্তিঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	শ্রীল-দিগ্‌দর্শন	৵০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৶০
৪১।	গীতাবলী	৴১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২॥০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	৴১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৪৯	অর্চ্চনকণ	৴০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রতিখণ্ড হিসাবে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ নির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেবের	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
৬০।	সাধ্যসাধী	৴০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ	।০
৬৫।	সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্থ পত্রচয়ঃ	৴০
৬৯।	সারসংগ্রহনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রামানন্দ	॥০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২।	নামভজন	৴০
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি	॥০
৭৪।	রিলেটীভ ওয়ার্ডস্	।৵০
৭৫।	লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ টু ডুইং	৴০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৩৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫।	সাধনপথ	॥০
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭।	গীতাবলী	৴১০
	শরণাগতি	৴০
৮৯।	শ্রীসজ্জনতোষণী	৸৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৯ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩০শে এপ্রিল, ইং ১৯৪১, বুধবার | ৪৫৩ম সংখ্যা

সত্যন্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ মধুসূদন, ভৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

নিজের কথা চিন্তা করি কি?

——::••::——

জীব তটস্থশক্তি-সম্ভূত হইলেও তটে তাহার অবস্থান নাই। তটস্থ বস্তু হয় জলে পড়িবে, না হয় স্থলের দিকে যাইবে। জীবের অহং একটা থাকিবেই—হয় শুদ্ধ অহং, না হয় অশুদ্ধ অহং,—হয় চিদ্ অহং, অথবা জড় অহং। জীব হয় মায়ার রাজ্যে, না হয় কৃষ্ণের রাজ্যে অগ্রসর হইবেই। মাঝামাঝি আপোষ বা অবস্থান তাহার নাই। আমরা যদি মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের জড়ের প্রতি অভিনিবেশ আসিবেই। মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাহিলে তট হইতে ছিটকাইয়া গিয়া ভোগসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়, না হয় কৃত্রিম ত্যাগী সাজিয়া কখনও বা অবৈধ ও প্রচ্ছন্ন ভোগ, আবার কখনও প্রকৃতিলয় বা জড়-নির্ব্বাণ প্রভৃতি আত্মবিনাশের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। আমি বর্ত্তমানে মায়িক বিষয়ে প্রমত্ত আছি। আমার এই প্রমাদ প্রবৃত্তিকে বা আমার ভোগোন্মুখী বৃত্তি-গুলিকে মোড় ফিরাইয়া কৃষ্ণমুখী করিবার জন্য আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা গুরুবৈষ্ণবগণ আমার যোগ্যতানুযায়ী আমাকে সেবাসুযোগ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু হতভাগা আমি সেইসকল সেবাকে কর্ম্ম মনে করিয়া অধিকাংশ সময়ই বেগার শোধ দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি অনেক সময় খুব মন লাগাইয়াও কাজ করিয়া থাকি। আমার অভিনিবেশ দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে ইঁহার সেবাকার্য্যে যখন এত মন বসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইঁহার অসদ্বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ নাই। কিন্তু এত সেবার আড়ম্বর দেখাইয়াও অনেক সময় আমার হৃদয়ে অসদ্ অভিনিবেশ থাকিয়া যায়। এইরূপ হইবার কারণ কি? বেতনভোগী রাজভৃত্য যে সকল সময়েই ফাঁকি দেয় বা বেগার দেয়, এরূপ নয়। অনেক ভৃত্য খুব মন লাগাইয়াও কার্য্য করে, অন্যান্য ভৃত্য অপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা ও মনোযোগ দেখাইয়া থাকে। এরূপ মনোযোগ ও যত্নের মূলে অন্যাভিলাষ বা অন্য বস্তু-প্রাপ্তির আশা থাকায় তাহারা এইরূপ করিতে পারে। আমরাও সেইরূপ অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় সেবোৎসাহ (?) দেখাইয়া থাকি বলিয়া আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হয় না। যেখানে গুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি সহজ আপনবুদ্ধি নাই, সেখানে সেবাভিনয়ের মধ্যে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কিছু পাইবার গুপ্ত বা ব্যক্ত অভিলাষ থাকিবেই। আমি সেবার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু চাহিলে মায়া আমাকে সেই সকল বস্তু দিয়া ভুলাইয়া রাখেন। 'কৃষ্ণ তোমার হঙ' এই কথা যদি আমি নিষ্কপটে একবারও বলিতাম, তাহা হইলে মায়া কখনও লাভপূজা প্রতিষ্ঠাদির পসরা লইয়া আমার নিকট আসিতে সাহস করিত না এবং আমার অসচ্চিন্তাও থাকিত না। সচ্চিন্তাই যদি আমার কাম্য হয়, তাহা হইলে আমি নিরন্তর সচ্চিন্তা বা সদালোচনা করি না কেন, দৃঢ়তার সহিত প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া অনুকূল বিষয় গ্রহণ করি না কেন? আমি সর্ব্বক্ষণ সদালোচনা করিয়া থাকি কি? নিরন্তর সদালোচনায় প্রবৃত্ত না থাকিলে অসচ্চিন্তা বা মনোবৃত্তি আমাকে গ্রাস করিবেই এবং তৎফলে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা বা নাস্তিকতা আমার হৃদয়কে আক্রমণ করিবে। হরিকথায় রুচিই হরিভজনের মূল। হরিকথায় রুচি থাকিলে হরিকীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গলাভের জন্য ইচ্ছা হয়। সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ বা সাধুর সঙ্গ করিতে করিতে বাস্তব শ্রদ্ধা লাভ হইলে হরিভজন আরম্ভ হয়। কিন্তু যদি আমার হরিকথায় রুচি না থাকিয়া কেবল ক্রিয়াকলাপের দিকে বেশী নজর পড়ে, তাহা হইলে আমার হরিভজন কি করিয়া হইবে? হরিকথায় যদি আমার স্বাভাবিকী রুচি না থাকে, তাহা হইলে আমার জড়াসক্তি ত' কিছুতেই যাইবে না। হরিকথা-শ্রবণের সময় যেখানে আলস্য, নিদ্রা, অন্যমনস্কতা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে হরিকথাকীর্ত্তনকারী হরিজনের শ্রীচরণাশ্রয় হয় নাই, হরিজনের প্রতি আপন জ্ঞান হয় নাই, জানিতে হইবে। হরিভক্তের প্রতি যেখানে আপনজ্ঞান বা প্রীতি নাই, সেখানে শ্রবণ বা সঙ্গ কি করিয়া হইবে? শ্রদ্ধার অভাবেই এইরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

লোকদৃষ্টিতে আমি সংসার ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমার দেহ ও অন্তরে যে একটা গুপ্ত সংসার পাতিয়াছি, তাহা একবারও চিন্তা করি কি? আমি [illegible] অন্ধকূপ হইতে বাঁচিয়া, [illegible] জন্য টেঁকু [illegible] তাহা সম্পূর্ণতঃ কৃষ্ণের সুখের জন্য করি, না লোকচক্ষে ধূলা দিয়া আমার দেহরূপ ভুলিকায় পাতা একটা ব্যক্তিগত সংসারের জন্য অর্থাৎ নিজসুখের জন্য করি, তাহা [illegible] বিচার করিয়া বুক হাত দিয়া দেখিয়াছি কি? অন্তর্যামী গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের অন্তরের সকল কথাই জানেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আমাকে নানাভাবে সুযোগ দিতেছেন। এত তাঁহাদের দয়া! আমি তাঁহাদের স্নেহ অবাধে ও স্নেহ ও অপার দয়ার অসদ্ব্যবহার করিতেছি কি?

আমি মুখে বলি আমি ভাগ্যবান, কিন্তু [illegible] কেহ [illegible], কেহ অলঙ্কার, কেহ প্রদানস্বরূপ, কেহ [illegible] শ্রীগুরু পাদপদ্মের [illegible] শ্রীগুরু [illegible] করিতেছেন [illegible] আমি তাঁহাদের [illegible] বৈষ্ণবের কথা চিন্তা করিয়াছি কি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ দীন ও অকিঞ্চন হইবার জন্য উপদেশ করিতেছেন। তাঁহার সেই শুভঙ্করী বাণী আমি হৃদয়ে ধারণ করিতেছি কি? শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় নিষ্কামিক ত্যাগী মধুরসম্বলিত জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নিকট কৃপাভিক্ষা করিবার আদর্শ প্রকট করিয়া [illegible] অনুপাদ [illegible] কিন্তু

বলিয়ে আমি ইঁহার কথার কর্ণপাত করিব না কি ?

জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি' কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
আমি ত' পতিত অতি বৈষ্ণব-নিন্দক।
মোরে কৃপা করিবেন কেমনে জানি না।
শ্রীগুরুচরণে মোরে সঁপে কর দান।
যে চরণ সেবি পাই তত্ত্ব-সন্ধান॥
ব্রাহ্মণ সকলে কৃপা কর মোর প্রতি।
বৈষ্ণবচরণে মোর দেহ' দৃঢ় মতি॥
উচ্চনীচ সর্ব্বজীব-চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন॥

যিনি কৃষ্ণের নিজজন, যিনি [illegible] মধ্যে চরিতার্থ [illegible] সেবা করেন, সেই মহাপুরুষের শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটি, অহেতুক কৃপাবলে, আমাদের ন্যায় অপরাধীর প্রতি আমাকে মঠে রাখিয়াছে, না অন্য কোন কিছুর আশায় আমি মঠবাস করিতেছি, তাহা আমি একদিনও চিন্তা করিয়াছি কি? যদি প্রভুর প্রতি আমার আত্মনিবেদন হইত, তাহা হইলে প্রভুর নিজজন ও প্রভুর কার্য্য বা বস্তুর প্রতি প্রভুর ন্যায় সম্মানজ্ঞান হয় না কেন? এ সব কথা যখন চিন্তা করি, তখন সাময়িকভাবে অনুতাপ আসিলেও আবার এই ভাবে সব কথা ভুলিয়া সম্ভোগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অজ্ঞানের অন্যতম মূল ছেদনের জন্য অকপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই না, এমনই আমার দুর্দ্দৈব!

মঠরক্ষাকর্ত্তা কৃষ্ণ সংসারের সমস্ত একটি অকাতরে সব দিয়া অভাবিশালী আমাকে নানাভাবে সেবা-সুযোগ প্রদান করিতেছেন। ইহা ত তাঁহার গুরুপাদপদ্মাশ্রয়-লাভেরই পরিচয়। তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রভুর সেবা করিতেছেন, প্রভুর সুখের জন্য সমস্তই সহ্য করিতেছেন। কিন্তু অন্যান্য আমি নিজে ত' প্রভু ও প্রভুসেবকগণের সেবা করিই না, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাও করি না, উপরন্তু গুরুসেবকের স্থান অধিকার করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া—আমার সাধারণ মানমর্য্যাদা গুরুসেবকের ভাব দেখাইয়া সেবা করাইয়া কোন আত্মপ্রবঞ্চনাই করিতেছি। গুরুবৈষ্ণবে সেবায় অমনোযোগ হইয়া নিজের জন্য ব্যস্ত হইয়াছি বলিয়াই মঠে থাকিয়াও, সাধুসঙ্গে থাকিবার অভিনয় করিয়াও আমার চিত্তের গতি কৃষ্ণমুখী হইতেছে না, ইহা আমি একবারও চিন্তা করি কি? আমি অনেকের অনেক কথা চিন্তা করি, অন্যের দোষ সংশোধনের জন্য ব্যস্ত হই, অন্যকে হরিকথা বলি, কিন্তু নিজের কাছে হরিকথা বলি কি, নিজের দোষ সংশোধনের জন্য কোন প্রয়াসও আমাতে দেখা যায় কি? আমি নিজের চিন্তা নিজে করি কি? আমার এই দুর্দ্দৈবের কথা যদি আমি নিজে চিন্তা না করি তাহা হইলে আমার মঙ্গল কি করিয়া হইবে? দুঃসঙ্গের দরজায় খিল দিয়া বসিয়া থাকিলে মঙ্গল হইবে কি?

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

(শ্রীচৈ, [illegible], ১২ই মার্চ্চ, ১৯৮১)

আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পালনের উদ্দেশ্যে [illegible] সর্ব্বত্র নানা স্থানে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম [illegible] শাখা। যে শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] সর্ব্বশক্তিমানের কৃপা। সার্ব্বকালিক অনুশীলন শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ লাভের মুখ্য লক্ষ্য থাকিবে। তাহা যিনি অহৈতুক নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে অনুশীলন করিবেন, তিনি ততটা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরের প্রীতিভাজন হইবেন। সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে দশ দিক রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাতে কোন বহির্ম্মুখ জীবের বাহ্যমুর্ত্তির চেষ্টা থাকিবে না। কেবল মাত্র নিজে ঠিক হইয়া, আচরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়া যোগ ও ক্ষেম উভয়ের প্রতি নিজের সম্বন্ধ নিরপেক্ষ হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। শ্রীগীতার [illegible] শ্রীভাগবতগণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না, ভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয়েও নিশ্চিন্ত হইতে হইবে না, কিন্তু নিজের যোগ ও ক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধ আহরণ ও লব্ধসংরক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত 'নিজ দশ পোষণ বস্তু না ভাবিব, রহিব ভাবনা ছাড়ি। ভক্তিবিনোদ তোমারে পালন [illegible]।'—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত সেবকের যোগ ও ত্যাগ করিবার অধিকার নাই। যাঁহারা নিজ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য দৈহিক [illegible] যে সকল বাহ্য পালন করিতে হয়, তাহা বস্তুতঃ নিজ-ভোগ বা নিজ ত্যাগ নহে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পরিপূরণে আত্মমনোবাক্যে নিমিত্ত বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে কোনও দিন বিষয় স্পর্শ করিতে পারে না। যদি অহৈতুকী সেবার জন্য তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ হয়, তাহা হইলে সেইগুলি সাক্ষাদ্ভাবে ভক্তি না হইলেও ভক্তির পোষণ করে বলিয়া ভক্তির প্রতিকূল হইবে না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পরিপূরণে কায়মনোবাক্যে [illegible] নিয়োজিত থাকিবে। এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিলে পারা যায়, তাহা আমাদের আচার্য্যগণ নানাস্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই আত্মোৎসর্গের পতি অভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট হইয়া হরিকথাকে কেবল বাক্যবাগীশতায় পর্য্যবসিত করিলে মঙ্গল হইবে না। আচরণের দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য যেন চিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। আমাদের যেন বাসনা শুদ্ধ হরিসেবা-বৃত্তিকে যেন ভোগ-বৈশিষ্ট্যে পর্য্যবসিত করা না হয়। শ্রীভগবানের কৃপার প্রথম নিদর্শন—দেহাত্মবোধ-ত্যাগ। ভগবৎকৃপালাভের বিষয়ের প্রতি আসক্তির মূল বহির্ম্মুখতাভিনিবেশ ও তজ্জনিত যে সব, তাহা কমিয়া যাইবে—পদার্থ, বস্তুবিচারের প্রবৃত্তি জাগিয়া যায়। উহাকে ও উহার সহিত কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। আমাদের যে বৎসরের মাঝে অভিজ্ঞতা, আমাদের হৃদয়ে জাগিতে পারে যে, উত্তম কি ত্যাগ চাই, নিজের ভোগ ও ত্যাগ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায় ও ভাগবতধর্ম্মের আদর্শ আন্তরিক ভাবে রক্ষা করিতে পারিলে আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পরিপূরণার্থ নিশ্চয়ই তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে পারি। তাঁর উদ্দেশ্যে মূল বা শাখার ভেদ নাই। আমাদের সব উদ্দেশ্যই ভগবৎ সন্তুষ্টি বিধান—স্বসুখ বাসনা নহে—এইরূপ ধারণা সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়ীভূত হইলে, তাহা যেন কোনভাবে চালিত সঙ্কীর্ণ কখনও বিকৃত না হয়। অতএব অবৈধিকি সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সকলে সমবেত হইয়া তাহাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতে পারি—এই কীর্ত্তন [illegible] আচার্য্যবর্গ উপদেশ করিয়াছেন তাহাই পালন করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীপাদপদ্ম নিত্য আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি যেন আমাদের চিত্তকে আক্রমণ না করে। অন্যাভিলাষিতা ও অন্যান্য আবরণ আমাদিগকে না আসে, একান্ত ঐকান্তিকী দৃষ্টি থাকা দরকার। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই অনর্থের মূল। স্বরূপের বিস্মৃতি হইতেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা উপস্থিত হয় বটে। সর্ব্বক্ষণ সেই স্মৃতির মধ্যে থাকা আবশ্যক। সেবা স্মৃতির মধ্যে থাকিলে সেবা-বস্তুই বুদ্ধি-যোগ প্রদান করিবেন। মন্দ লোকগণ না করিয়া বরং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীগুরু সেবা সব সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। [illegible] অর্থাৎ দেহের প্রতি অভিনিবেশ প্রয়োজনীয় নহে। সেবার বাঞ্ছিত ভিন্ন হইবে, মলিন হইবে। সেবাময় না হইয়া কোন ব্যক্তি [illegible] হিংসা, দৌরাত্ম্য বা [illegible] হইলে নিন্দার উপলব্ধি হইবার সময় তাঁহাদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল হইবে। সেবার আদরে হইলেই মঙ্গল হইবে। একতা বা ঐক্যই যেন সেবার অগ্রগতির বাধক না হয়। ফল-ভোগের মালিক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ। তাঁহারা যেরূপভাবে চালিত করেন, সেইরূপভাবেই চালিত হইতে হইবে। তাঁহাদের সেবা-সম্বন্ধে যেন ব্যষ্টিভাবে বা সমষ্টিভাবে কোনরূপ ভোগাসক্তি না থাকে। এইরূপ পথে চলিলেই আমরা শুদ্ধভক্তির পথে প্রগতি লাভ করিতে পারিব।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচার-সেবা এবং নিজ মনোধর্ম্মের দাস্যের অনুবর্ত্তী ভজনাভিনয়ের মধ্যে কোনটী প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলজনক, ইহা বুঝিতে না পারিলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইব। কৃষ্ণভজন কোন কল্পিত ব্যাপার-বিশেষ নহে, বরং শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মানুসরণে নিরন্তর অভীষ্ট-সেবাই কৃষ্ণভজন। শ্রীগুরুদেবের [illegible] নিরন্তর অনুসরণই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা। প্রচারের [illegible]—নিজদেরে সেবাই শ্রীগুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন। হরিভজন ব্যক্তিগত অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ হরিভজন করিতে হইবে। অপরে আমাদের হরিভজন করিয়া দিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া হরিভজন হইবে না। হরিভজন শুদ্ধসেবাময়। নির্জ্জনভজন বা হরিকথা-কীর্ত্তনে উদাসীনতা হরিভজন নহে। কীর্ত্তন-প্রণালীর আনুগত্যে নিজ জীবনে আচার করিয়া অনুক্ষণ সেই আশ্রিত বিষয় কীর্ত্তনই প্রকৃত ভজন। হরিকথা প্রচার বা কীর্ত্তন আছে দেখিয়া মঠের নির্জ্জন কক্ষ আশ্রয় করা হরিভজনের পরিচয় নহে। শাস্ত্রকারগণের উপদেশ [illegible] সমস্ত মঙ্গলের মূলই তাঁহার ব্যক্তিগত মঙ্গল বিধানও। মহতের নিকট শ্রোত [illegible] না। হরির কথা নিজের [illegible] কীর্ত্তন করিয়া শুনা হয় এবং তাহা হৃদয় মধ্যে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আচরণে সম্প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নির্জ্জনভজন প্রকৃত কীর্ত্তন না হওয়ায় শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না হওয়ায় মনোধর্ম্ম নিবৃত্ত এবং শুদ্ধ বিষয় হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না।

ভগবানের কথা জীবকে না বলাই জীব-হিংসা। এত আত্মহিংসায় বড়াই হইলে মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। হরিকথা প্রচারিত হইলে অনেক ভাগ্যবান্ জীব হরি-সেবার সুযোগ বরণ করিবার সৌভাগ্য পায়। এত বড় জীবে দয়া আর নাই। যাঁহারা হরিকথা-কীর্ত্তনরূপ জীবমঙ্গল কার্য্যে উদাসীন হইয়া অনর্থযুক্ত নির্জ্জনভজনানন্দীর দল বৃদ্ধি করিতে চান, তাঁহাদের অপরকে নিত্যমঙ্গলের সন্ধান প্রদান করা ত' দূরের কথা, নিজ-মঙ্গলও হইবে না।

নিঃস্বার্থভাবে হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখের জন্য নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতে হইবে। কেহ শুনুন বা না শুনুন, প্রভুর সুখের জন্য—প্রভুকে শুনাইবার জন্য আমরা প্রভুর কথা আচার করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করিব। সমস্ত বিশ্ববাসী যাহাতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।

বস্তুতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত সাধকজীবন যদি সর্ব্বতোভাবে আদর্শস্থানীয় না হয়—সাধুগুরুশাস্ত্রের আনুগত্য-পূর্ণ ও অনুমোদিত না হয়, তবে সেইরূপ জীবনের দ্বারা মিশনের কি সেবা হইবে? যিনি নিজে আচার করেন না, যিনি নিজেই শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্য করেন না, যিনি নিজেই হরিকথা শ্রবণ করেন না, তিনি কি প্রচার করিবেন? সুতরাং ব্যক্তিগত সাধকজীবনে বিন্দুমাত্র উদাসীন হইলে চলিবে না। সর্ব্বক্ষণ [illegible] থাকিয়া দীনতার সহিত সতত হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। যাহার নিজেরই শ্রবণ হয় নাই, যাহার নিজেরই হরিকথায় বিশ্বাস নাই, তিনি অপরকে শ্রবণ করাইবেন কি করিয়া? নিজে নিষ্কপট না হইয়া অপরকে নিষ্কপট হইবার উপদেশ দিলে সেইরূপ উপদেশ কার্য্যকরী হয় না। ব্যক্তিগত আদর্শজীবন গঠনে অমনোযোগী হইয়া কেবল [illegible] প্রচারের বাগাড়ম্বর, [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] আবরণ করিয়া [illegible]। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-[illegible] [illegible] হরিভজন হইবে না। মহাত্মা-[illegible] [illegible] হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা শাস্ত্র [illegible] [illegible] কথা শুনিতে পাই, তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটিই প্রধান। আবার কীর্ত্তনই ইহাদের অঙ্গী। সেই কীর্ত্তন-প্রভাবেই [illegible] প্রধান হয়। এই সম্বন্ধে [illegible] করিয়া দিলেন—আমাদের নিত্যপূজ্য শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ। মহাভাগবতের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল [illegible] মনুষ্যজন্মের সার্থকতা—এই আদর্শ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বিশ্বে স্থাপন করিয়াছেন। বদ্ধজীব আমরা সকলেই মুমূর্ষু। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ এবং তাঁহার জীবনের সাত দিন অবশিষ্ট আছে, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের জীবন তাহা অপেক্ষাও অনিশ্চিত। এই মুহূর্ত্তেই আমাদের মৃত্যু হইতে পারে।

সুতরাং যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের আদর্শানুসরণে অন্যান্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অধোক্ষজের কথা শ্রবণ করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই শ্রবণ দর্শনকে নিয়মিত করে। হরি-কথা-শ্রবণ-প্রভাবেই ভোগোন্মুখ জীব সেবোন্মুখ হয়। যেখানে শ্রবণ সুষ্ঠু, সেই-খানেই কীর্ত্তন স্বাভাবিক। কারণ, শ্রবণের স্বভাবই এই যে, তাহা আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবে। শ্রবণকারীই কীর্ত্তনকারী, আবার কীর্ত্তনকারীই স্মরণকারী। শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিয়া স্মরণ হয় না। সেইজন্য কৃত্রিম স্মরণপ্রয়াস অনর্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ, স্মরণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীন ও অন্তর্গত। শ্রবণই সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়ক। শ্রবণফলেই সিদ্ধি, শ্রবণফলেই হরিদর্শন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে গ্রন্থসম্রাট্। আমরা যদি পরীক্ষিতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ করি অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করি, তাহা [illegible] ভাবে আমাদের সকল প্রশ্নের সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যায় এবং ভগবান্ অতি শীঘ্রই স্বয়ং সেই শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন। সুতরাং আমরা সর্ব্বতোভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাগত হইব। শ্রবণ শরণাগত হইতে না পারিলে ভগবদ্ভক্তি উদিত হইবে না। কারণ, শ্রবণ-হীন দর্শন [illegible] দর্শনাভাস। সেইজন্যই ভক্তগণ শ্রবণমুখে দর্শন করেন—শ্রবণপথ [illegible] [illegible] আবিষ্ট করেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রৌত-সম্প্রদায়ের নিকট শ্রবণের [illegible] পান নাই, তাঁহারা প্রথমে চক্ষুর দ্বারা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হন। [illegible] দর্শন [illegible] আত্মসমর্পণ ব্যতীত সেবার কোন কথা নাই।

শ্রবণফলেই আত্মসমর্পণ হয় এবং তখনই অন্তর্নিষ্ঠ কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। শ্রবণমুখেই অর্চ্চন, বন্দন, দাস্যাদি সম্ভব হয়। বদ্ধ-জীবের দর্শনে বাধা আছে। ঐ বাধা দর্শনের দ্বারা অপসারিত হয় না। কিন্তু এক-অবস্থার জীবের শ্রবণে যে বাধা থাকে তাহা সাধুমুখ হরিকথা শ্রবণেই অপসারিত হয়।

ভক্তের দর্শন ও অভক্তের দর্শনে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। ভক্তের সেবাদর্শন আর অভক্তের ভোগদর্শন। অভক্ত দ্রষ্টা-অভিমানে ভোগদর্শন করেন, আর ভক্ত দৃশ্য-অভিমানে সেবাদর্শন করিয়া থাকেন। ভক্ত শ্রবণফলে জানেন যে, ভগবান্‌কে দর্শন করা যায় না, যদি স্বয়ং নিজে দর্শন না দেন। অসুর হিরণ্যকশিপু জড় বস্তু দর্শন করিয়াছিল কিন্তু শ্রবণশরণাগত হইয়া তত্ত্বস্তু দর্শন করেন নাই। তিনি স্তম্ভের মধ্যে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মহাভাগবত প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শন। তাই তিনি জানেন, শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন, সেবোন্মুখ শ্রোত্রই অতীন্দ্রিয় বস্তু দর্শনের নেত্র। সেখানে কর্ণের সহিত নেত্রের ব্যবধান থাকে না।

কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ত' অনেকেই প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন। তবে শ্রবণের প্রতি আপনারা এত জোর দিতেছেন কেন? উত্তর এই যে, কোন মহাভাগবত ও মহাভাগবতের [illegible] কারী [illegible] যদি কৃপা [illegible] [illegible] দর্শন করান, তবেই তাঁহার দর্শনে লোকের মুখে হরিনামের উদয় হয়। সেখানে মহাভাগবতের অযাচিত কৃপাপ্রকাশের কথা, অনর্থযুক্ত জীবের বাহাদুরী কোন কথা নাই। তবে মহাভাগবতের শ্রীমুখে নিষ্কপট শ্রবণফলে শরণ সেবোন্মুখতার দ্বারা যে দর্শন হয়, তৎফলেই তাঁহার জিহ্বায় শ্রীনাম প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সেখানে অসম্ভবও সম্ভব হয়। সেখানে [illegible] [illegible] না।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের অপর নাম বিষ্ণু-রাত। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বিষ্ণুর দ্বারা নিত্য-কাল রক্ষিত। সুতরাং তাঁহার [illegible]। তিনি বস্তু দর্শন মাত্রেই পরীক্ষা করিয়া লইতেন, "ইনি কি সেই আমার আরাধ্য বস্তু?" প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি পরীক্ষা করেন—প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয় [illegible] সেবাবিষয়ে তাঁহার [illegible] হইয়াছে কিনা? এই দর্শনই বৈষ্ণবদর্শন বা সুদর্শন—ভক্তের দর্শন।

আমরা নশ্বর। আমরা [illegible] [illegible] নহি। আমরা সর্ব্বদা আনন্দ-[illegible]। ভগবান্ আমাদের আশ্রয়, আর আমরা তাঁহার আশ্রিত। সুতরাং আশ্রয় [illegible] ছাড়া আমাদের আর কোন [illegible] নাই। এই আশ্রয়ভিক্ষার [illegible] [illegible] অপ্রাপ্য [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তাঁহার ইঙ্গিত এবং শ্রীগুরুমুখেই ইহা অনুভবনীয়। সেইজন্যই শাস্ত্র সদ্গুরুর নিকট গিয়া শ্রবণের উপদেশ দিয়াছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচার

—:(০):—

গত ৪ঠা বৈশাখ (১৩৯৮) [illegible] [illegible] [illegible] পুরী [illegible] [illegible] মহা[illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] হইয়া [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে [illegible] মহা[illegible] অম্বরীষ-কিশলকে যে অপূর্ব উপদেশ [illegible] হইয়াছিল তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়।

শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] কর্ত্তব্য, গৃহমেধী হইলে হরি-ভজনের কিরূপ ভীষণ অসুবিধা, মনুষ্য-জীবনের সুদুর্লভ হরিভজনের [illegible] প্রয়োজনীয়তা, [illegible] [illegible] আনুকূল্য [illegible] বিষয় [illegible] ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। [illegible] [illegible] [illegible] মহাশয় ও সভায় অন্যান্য [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

গত [illegible] [illegible] বৈশাখ (১৩৯৮) [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible] কলিকাতার মাড়োয়ারী বাবু [illegible] [illegible] বাবু [illegible] [illegible] সাদর আহ্বানে নবীন পুরীধামস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ [illegible] মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] হরিভক্তের উপায় [illegible] নির্ভরতা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা [illegible] [illegible] আদর্শ, [illegible] [illegible] হরিভক্তের [illegible] আদর্শ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারণ, বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজনীয়তা [illegible] বিশদভাবে বর্ণনা করেন। [illegible] পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ৯ই বৈশাখ (১৩৯৮) বুধবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪-১৫
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

[illegible]নায় পুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রী [illegible]দেবের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]মানন্দ ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর পোঃ চাঁদখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীশ্যামদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীতারাকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible]সিংহ ব্রহ্মচারী

খুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী ঢাকা।
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

[illegible]মঠ
[illegible]বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাস [illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণভজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীগয়াগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুরা, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] লোচন

শ্রীগোপালমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]মঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপুরা
পোঃ হোডল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

বারসা গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কন্যাশ্রম বিল্ডিং, বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible]শরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনানন্দ ব্রহ্মচারী

আ[illegible]শ্রম
(ভগবৎ-কৃপা[illegible]ক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তম মঠ
টকপঞ্চ, পোঃ পুরী উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক শ্রী[illegible]ন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিংকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড গ্রীন
লণ্ডন এন ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসা[illegible] দাসাধিকারী

পরিচ্ছাপীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ।

[illegible]পের বটপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর-অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত,
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	৷৵৹	৷৵৹	৷৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	৸৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ লেখক-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের সমাবেশ। অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্লোক, উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ভাবের দ্বারা যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজবোধ্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয় মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডি পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অর্থনির্দ্দেশক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অসাধারণ। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী। গীতার সমগ্র শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। বোর্ড বাঁধাই ও সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারক গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনকৃত সব গ্রন্থ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১ ৭ ১৪	৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	০০ ২৬	
দমদম „	৪ ৫৬	৬ ৩০, ৭ ২৮	১৩ ১১			২০ ৫	০১-৪৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮ ৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০-৫৫	
(বদল) ছাঃ		৯-৩১						
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০ ১০-৩	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০	
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৩৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৫০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৫৫	১০ ৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৭
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২			১৬ ৬	১৬-৩১	.১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬ ২৩	৯-২১			১৬-১২	১৬-৫০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৭	৯-৫৫			১৬-৫৩	১৭ ১৭	. ২১	
(বদল) ছাঃ	৩-৩১ ৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৩	
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০ ৭ ৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৩৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	
(বদল) ছাঃ				১৫-৫৬	১৭-৪২			
দমদম		১১-৪		১৭-৩৬	.১৮-৩১	২১ ২৬	২২ ৫৮	
কলিকাতা পৌঃ	৫ ১৬ ৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৮ ২৬	২২ ৪০	২৩.০	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৪
ছাঃ	১৫-৫৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৭-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—দিল্লীতে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১.০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবনিধান ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত মহদেশ তথা দেশের পরেশসমূহের নবপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা ও সুধীগণ সভায় যে সমস্ত পারমার্থিক কথা করিয়াছেন, তাহাই অতুলনীয় সম্পদরূপে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিচারসিদ্ধান্তমূলে ও তদনুকূল সদাচারসম্পন্নে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্ট অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবাসী মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃই অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৷৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd. No. C. 1544

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:o:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
সত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:o:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ১৮ই বৈশাখ, ১৩৪৮; ১লা মে; ১৯৪১; বৃহস্পতিবার [৪৬তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[*]::—

রংপুরে নিদারুণ খাদ্যাভাব

গত বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য রংপুর জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই অজন্মা হইয়াছিল। ধান, পাট, তামাক প্রভৃতি কোন শস্যই ভাল হয় নাই। ইহার উপর পাট ও তামাকের দর অস্বাভাবিকরূপে পড়িয়া যাওয়ায় কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়। অজন্মার ফলে গত ফাল্গুন মাস হইতেই খাদ্যাভাব দেখা যায়। এবার খাদ্যাভাব এরূপ ব্যাপকভাবে হইয়াছে যে গ্রামে ধান কর্জ দিবার মত লোক প্রায় একজনও নাই। ইহার উপর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি হয় নাই, ফলে চৌদ্দ আনা পরিমাণ আউশই নষ্ট হইয়াছে।

খাদ্যাভাবের ফলে নানাস্থানে রাহাজানি, ধানের গোলা লুঠ আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনাহারে মৃত্যু ও আত্মহত্যার খবর প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। সাহায্যের জন্য কৃষকেরা দলে দলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইতেছে। কংগ্রেস, কৃষক সমিতি ও মুস্লিম লীগের পক্ষ হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সমস্ত অভিযোগ জানান হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

—

ভারতে আয়োডিন প্রস্তুতের চেষ্টা

ভারতবর্ষে আয়োডিন তৈয়ারী করার উদ্দেশ্যে উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে কয়েক প্রকার জলজ উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করার জন্য কৃষি গবেষণা পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। ঐরূপ গবেষণার ব্যবস্থার সহিত থাকিলে তৎসম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করিতেও বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহকে ঐ প্রস্তাবটি বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছিল। প্রকাশ, তিনি একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। তদনুসারে কাজ করিতে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। আরও কয়েকটি এসিড তৈয়ারীর চেষ্টা করা হইতেছে।

অক্‌জালিক এসিড, ফস্‌ফোরিক এসিড ও জিলাটিন তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে এক বৎসর কাল গবেষণা করার জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল্‌স ও সন্‌ডেন্টস লিঃ ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহের হাতে ২৪০০ টাকা দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদ সহকারে ঐ দান গ্রহণ করিয়াছেন।

—

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ১৯৪১ সালের সেন্সাসের বিস্তৃত বিবরণ আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিস হইতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রায় বারটি স্থানে সেন্সাসের শিট বিভাগ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র একটি কেন্দ্রে প্রায় এক কোটি শিট বিভাগ করা অসম্ভব হইবে মনে করায় পাঁচটি কেন্দ্রে শিট বিভাগ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা, মেদিনীপুর বহরমপুর, বগুড়া এবং নোয়াখালি এই পাঁচ জায়গায় কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই প্রায় বারজন করিয়া লোক কাজ করিতেছে এবং এই কাজ মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

—

প্রবল ঝড় ও বর্ষণ

দীর্ঘ বর্ষাকাল পরে গত ২০শে এপ্রিল রাত্রি দুইটার সময় প্রবল ঝড়ের সহিত সামান্য কিছু বৃষ্টি হইয়াছে। প্রখর রৌদ্রে ও ধূলায় লোক সকল যেরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহা আজ দুই তিন দিন হইল একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। অত্যধিক গরমে বসন্ত ও কলেরা দুই একটি দেখা গিয়াছিল, তাহাও হয়তো কমিয়া যাইবে। নূতন আক্রমণ হয় নাই।

—

চোরের উপদ্রব

গত কয়েকদিন হইল অত্রত্য যুবক সম্প্রদায় অত্যন্ত চোরের উপদ্রবের জন্য রাত্রি বারটা হইতে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত পাড়ার পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া অনেক শান্তির কারণ হইয়াছে।

গত কয়েকদিন পূর্ব্বে এখানকার ঔষধের দোকানদার শ্রীযুত মতিলাল দত্তের ঘরে চোর ঢুকিয়া কোনক্রমে একটি পিতলের গেলাস লইয়া গিয়াছে। তার নিকটেই একটি কাঁসার থালাতে কিছু টাকা ছিল, তাহা থালা ভাবিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।

—

দুমকার জঙ্গলে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক জনৈক স্ত্রীলোক আক্রান্ত

দুমকা মহকুমার সেনদহের নিকট এক জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ কুড়াইবার সময় জনৈক স্ত্রীলোককে একটি বাঘ আক্রমণ করে। স্ত্রীলোকটির হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গলায় বাঘের দাঁত বসিয়া গিয়াছে। তাহাকে চার পাঁচদিন পূর্ব্বে দুমকা হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

—

কলিকাতা হিন্দী দৈনিক বিশ্বমিত্রের বোম্বাই সংস্করণ

কলিকাতার দৈনিক হিন্দী সংবাদপত্র বিশ্বমিত্রের বোম্বাই সংস্করণ মে মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবশ্যকীয় অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আবেদন করা হইয়াছে।

—

সীমান্তে উপজাতীয় উপদ্রব

গত ২২শে এপ্রিল সূর্য্যাস্তের পরেই উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অন্তর্গত তোম্বা গ্রামে উপজাতীয় দল হানা দিয়া হরদাস নামক একজন হিন্দুকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার গৃহ লুণ্ঠন করে।

—

প্রকাশ্য দিবালোকে দুঃসাহসিক চুরি

প্রকাশ্য দিবালোকে সিন্ধু গবর্ণমেন্টের রাজস্ববিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ এ, কে, পাটেলের গৃহ হইতে দুই সহস্র টাকা মূল্যের অলঙ্কার ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গৌড়ীয়বেদান্ত এবং পারদর্শক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করুন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদ্ভক্তগণের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই গ্রন্থে অনেক দুর্লভ গ্রন্থ হইতে বিবিধ চিত্র সন্নিবেশিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৬৩৭ পৃষ্ঠায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থমধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সম্প্রতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন নাথ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু টীকা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	৸৹
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।৹
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।৹
৯	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (নবম সংস্করণ)	।৹
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।৹
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।৹
১৮।	শ্রীনাম মাহাত্ম্য	॥৹
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।৹
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵৹
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵৹
২২।	ভজন রহস্য	৷৹
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥৹
২৭।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵৹ বাঁধা ৸৹)	
৩০।	দ্বীপ-দর্শন	৵৹
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৵৹
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥৹
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵৹
৩৫।	গীতমালা	৴১৹
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৵৹
৩৭।	শ্রীপ্রমাণ খণ্ড	৵৹
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।৹
৪০।	শরণাগতি	৵৹
৪১।	গীতাবলী	৴১৹
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸৹
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২।৹
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১৹
৪৬।	অর্চ্চনকণ	৴১৹
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১৹
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১৹
৪৯	অর্চ্চনকণ	৴৹
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।৹
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৫৪।	পুরুষার্থ নির্ণয়	।৹
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৫৬।	ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ	৵৹
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।৹
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵৹
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴৹
৬০।	সাধ্যবাণী	৴৹
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥৹
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥৹
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।৹
৬৫।	সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।৹
৬৬।	প্রমেয়রত্নম্	।৹
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵৹
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্থ পঞ্চরত্নঃ	৴৹
৬৯।	সারাংশবর্ণনম্	৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রামানন্দ	॥৹
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥৹
৭২।	নামভজন	৴৹
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অনটলজী	॥৹
৭৪।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵৹
৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥৹
৭৬।	বৈষ্ণবিজম্	॥৹
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴৹
৭৮।	দি ভাগবত	।৹
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন	।৹
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৬৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸৹
৮৫।	সাধনপথ	১৹
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	৴১৹
৮৭।	গীতাবলী	৴১৹
	শরণাগতি	৴৹
৮৯।	শ্রীসজ্জনতোষণীবাণী	।৵৹
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	।৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	॥৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা [illegible] মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২০ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৮ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১লা মে, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৪৮৩শ সংখ্যা

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মধুসূদন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

যৎকিঞ্চিৎ

——::•::——

হরিসেবার বা হরিকীর্ত্তনের জন্য বিষয়, অর্থ, লোকজন বা নানাপ্রকার হাঙ্গামাকে যাহারা নিরুপাধিসুখের বিরোধী মনে করেন, তাঁহারা অন্তরে মুমুক্ষু অথবা প্রচ্ছন্ন বুভুক্ষু। হরিসেবার জন্য সকলপ্রকার বিষয় গ্রহণ করিয়া যিনি বাহ্যে বিষয়িপ্রায় থাকিয়া নিরন্তর হরিভজন করেন, এইরূপ আদর্শ জগতে অতি বিরল। ভোগবুদ্ধিতে যে কোন নশ্বর সঙ্গই যোষিৎসঙ্গ। যাহারা ঐরূপ যোষিতের সঙ্গ করে, যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক ভগবানের সেবা-ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোনপ্রকার অভিলাষ পোষণ করে বা তাহাকে বহুমানন করে, তাহাদের সঙ্গই যোষিৎসঙ্গ। জগতের শতকরা প্রায় শতজনও যদি ঐরূপ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হয়, তথাপি তাহাদের সঙ্গ হইতে কৌশলে স্বতন্ত্র ও সতর্ক থাকিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য শ্রীহরির সেবানুশীলনরূপ আচার ও হরিকথাপ্রচারময় জীবনযাপন করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত সদাচার। যত বাধাবিপত্তিই আসুক, এই সদাচার সংরক্ষণ করিতেই হইবে।

গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গলোদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। ভগবানের কৃপা অহৈতুকী হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমেই তাহা লভ্য হয়। ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেব সর্ব্বজন-সম্বন্ধী। সকলেরই তাঁহার শ্রীচরণসেবার অধিকার আছে। তবে কেবল সুপ্ত ও জাগ্রত ভেদ মাত্র। সাধুসঙ্গ প্রভাবে সুপ্তভাব জাগরিত হয় সম্বন্ধজ্ঞানোদয়েই শরণাগতির উদয় হয়। শরণাগতি ব্যতীত ভাগবতধর্ম্মে বা ভগবৎসেবাধর্ম্মে অধিকার লাভ হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকে ঐ অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন।

কামের দ্বারা প্রেমলাভ হয় না। তবে একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন কামনা উপস্থিত হয় বা ভগবদ্দাস্যসুখের মহিমা না জানিয়া অজ্ঞতা-বশতঃ কোন ব্যক্তি যদি তীব্র ভক্তিযোগ অর্থাৎ অপতিত ঐকান্তিকতার সহিত ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ভগবান্ হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া কামনার অকিঞ্চিৎকরতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। আবার কখনও বা তাঁহার মঙ্গলের জন্য সেই সাধকের নিকট কোন নিষ্কিঞ্চন সাধুকে প্রেরণ করেন। কুটিলতার পরিবর্ত্তে এইরূপ অজ্ঞতা যেখানে আছে, সেখানে সেইরূপ অজ্ঞের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়। সাধুসঙ্গের ফলে জীব পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া অকপটে কৃষ্ণকৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে অহৈতুকভাবে ভগবানের ভজন করিলে ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। এই ভগবৎকৃপাই সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণই নিত্যসত্য—এই উপলব্ধি। কৃষ্ণকৃপায় হৃদয়ে কৃষ্ণসেবার লোভ উদিত হইলে জীব কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইবার জন্য ব্যস্ত হয়। কাম না ছাড়িলে কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা প্রেমলাভ হওয়া ত' দূরের কথা, কৃষ্ণদাস্য-লাভের জন্য ইচ্ছাও হৃদয়ে উদিত হইবে না। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া তাহা বর্জ্জন করিতে করিতে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার প্রতি কৃষ্ণ-কৃপালেশ হইতেছে বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের নামই ভক্তি। ভগবান্ যেরূপ একচ্ছত্র সম্রাট, ভক্তিও সেরূপ অদ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞী। ভক্তিতে কৃষ্ণসেবাভিলাষ ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীভক্তিদেবী একমাত্র ভগবানেরই সেবিকা, তিনি আর কাহারও সেবিকা নহেন। কৃষ্ণকার্ষ্ণের প্রতি প্রীতির অভাব থাকিলে অন্য লোকের কথায় বেশী আদর হয়। বদ্ধজীবের প্রীতিসন্ধানের নাম ভক্তি নহে। ভগবানের প্রীতিবিধানের নামই ভক্তি। ভক্তি জ্ঞানময়ী ও কর্ম্মময়ী। আমরা যে যেখানে আছি, সেখান হইতে যদি আমরা সাধুর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল হই, তাহা হইলে মঙ্গল হইবেই। প্রত্যেক বস্তুতে হরিসম্বন্ধিজ্ঞান না হইলে আমরা ভোগস্পৃহা ও ত্যাগস্পৃহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। চেতনের নিত্যধর্ম্মই ভক্তি। তাহা অন্য স্থান হইতে ধার করিতে হয় না। স্বরূপের উদ্বোধন হইলে ভক্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণবার্ত্তানুশীলনই কৃষ্ণানুশীলন। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন না হইলে মায়ার অনুশীলন—[illegible] অনুশীলন হইবেই। কৃষ্ণকার্য্য [illegible] হইতেছে কিনা, [illegible] দৃষ্টি থাকিবে। চব্বিশ ঘণ্টা [illegible] কৃষ্ণানুশীলন হইবে। [illegible] হইতে [illegible] হইল, [illegible] আর কৃষ্ণানুশীলন হইবে না। আপনাকে বৈষ্ণবজ্ঞান করাই সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা, আর ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ [illegible] অকপট সেবকসম্প্রদায়কে বৈষ্ণব [illegible] করাই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবসেবার অভিনিবেশ বৈষ্ণবতা আর [illegible] সাম্প্রদায়িকতা [illegible] অবৈষ্ণবতা। [illegible] নির্ম্মল চেতনের নিত্যসম্বন্ধ আছে, [illegible] প্রতি চেতনের স্বাভাবিক অনুরাগই ভক্তি। এই ভক্তির [illegible] পায়।

সাধারণ বক্তা অপেক্ষা যিনি প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ দেন, তিনি লোকের বেশী উপকার করিয়া থাকেন। বক্তৃতা শুনিয়া সকল মানুষের [illegible] অনেক সময় হয় না। [illegible] ভাবে গুরুদেবের [illegible] হরিকথা শ্রবণ করা [illegible] সহজেই [illegible] কিন্তু [illegible] একসঙ্গে থাকিলে [illegible] অনেক বাড়িয়া যায়। [illegible] একাকী নির্জ্জনভজন করেন, তিনি নানা বাধাবিঘ্নদ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন। কিন্তু যেখানে [illegible] মিলিয়া ভজন অর্থাৎ হরিকীর্ত্তন করা হয়, তখন তাহাদের শক্তি [illegible] বেশী। সেইজন্য সাধারণ দুর্ব্বল জীব নির্জ্জনভজন অপেক্ষা সংকীর্ত্তনা-চার্য্যের আনুগত্যে সঙ্গে থাকিয়া অধিক বল লাভ করিতে পারে।

——

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— [illegible] —

[illegible] প্রীতি [illegible] কর্তব্য [illegible] উপলব্ধি হয় না। [illegible] ক'রে আমরা নিজের মঙ্গলাভিলাষ [illegible] লাভ [illegible] পারি।

[illegible] নয়। [illegible] কিন্তু [illegible] ভজেন,—কর্মীর ন্যায় 'ভক্ত হ'' চান না। ভক্ত লোভী ন'ন।

[illegible] মঙ্গল হ'বে। [illegible] কৃষ্ণকথাশ্রবণের [illegible] ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কথা [illegible]। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] কৃষ্ণপ্রেমের কথা ব'লেছেন। সেই কৃষ্ণপ্রেমাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

[illegible] নিত্য প্রবণ অথবা স্বর, কীর্ত্তন করেন, [illegible] তাঁহার হৃদয়ে [illegible] হন।

[illegible] নিকট শ্রবণ [illegible] হয় তাঁহার নিকট শ্রীনাম [illegible] নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, [illegible] অপস্বার্থ [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] নির্জ্জন [illegible] লীলা-স্মরণ [illegible] ব্যভিচারী হইয়া যায়। [illegible] স্থান নাই। সর্ব্বশাস্ত্র [illegible] কীর্ত্তন করিতে হইবে।

সঙ্গ কিসে হয়? [illegible] দুঃসঙ্গ হ'য়ে [illegible] দুঃসঙ্গ হ'য়ে [illegible] আড়াল ক'রে নিজের অসুবিধা [illegible] দুঃসঙ্গের সংজ্ঞা শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ ব'লেছেন,—

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥"

বিষ্ণু—কামদেব। আর একটি দেবতা বিষ্ণুত্বের আবরক ভাবনায়, আমাদের খাজাঞ্চি, bank or ord[illegible] supplier. পঞ্চোপাসকগণ যখন বিষ্ণুর নাম ক'রে বিষ্ণুর কাছ থেকেও কাম্যসিদ্ধি চান,—মোক্ষ চান, তখন তাঁরা বিষ্ণুকেও দেবতা-পর্য্যায়ের অন্তর্গত ক'রে [illegible]। তখন বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আবৃত থাকে।

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর হরিকথা

([illegible], ১৭ মার্চ ১৯৬১)

[illegible] পাপ, বস্ত্র, [illegible] হরিনাম, [illegible] কোন [illegible] মরণ, [illegible] আত্মবধ। [illegible] অথচ [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] বলিতে পারে না। [illegible] নিত্যজীবনকে বিনাশ করিতে পারে না। [illegible] হইয়া কেহ কেহ [illegible] কে [illegible] বিশ্বাস [illegible] আবার কেহই [illegible] তাঁহার [illegible] তাহার [illegible] আবার কেহ কেহ [illegible] তাঁহার প্রতি আনুগত্য [illegible] কিন্তু [illegible] 'পাপ' প্রকাশিত [illegible] সেই ব্যক্তির প্রতি [illegible] আনুগত্য [illegible] কোন [illegible] মানি, [illegible] কোন মহাপুরুষের [illegible] দেখিয়া [illegible] তাহারাও [illegible] পরিগণিত হয়, তখন কাহার কথাই বা বিশ্বাস করিয়া কাহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্থির করিব ও তাহার প্রতি অচল আনুগত্য প্রদর্শন করিব? আবার

কেহ বলেন, যে যুগে কোন ব্যক্তিকে পরম-বৈষ্ণব বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রষ্ঠ বলা হইয়াছে, সেই যুগেই যখন সেই ব্যক্তিকে [illegible] নরাধম, পাষণ্ডী বলা হয়, তখন সেই [illegible] বিশ্বাস করিয়া কাহাকে নিত্য বৈষ্ণব বলিব, কাহার প্রতিই বা নিত্যানুগত্য [illegible]?

[illegible] আনুগত্য [illegible] না হয় ও [illegible] বিচার [illegible] পরিচিত করিবার চেষ্টা হয়, তখনই এই সকল [illegible] উদয় হয়। [illegible] প্রকাশিত [illegible] থাকে, তন্মধ্যে এক সকল [illegible] কোন [illegible] নানাপ্রকার [illegible] করিয়া [illegible] হয়। [illegible] হইতে পারে না। শরণাগত ব্যক্তি [illegible] কোন্ পাত্র শরণাগতি [illegible] করিবেন, কেহ বা তাঁহার উপযুক্ত ভাজন, এরূপ বিচার করেন না। [illegible] প্রদর্শন করিবার [illegible] শরণাগত [illegible] কাহার [illegible] তাহা [illegible] আছে। [illegible] নিহিত আছে। [illegible] কোন [illegible] আনুগত্য করিতে হইবে, তাহা [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] শরণাগতির উপযুক্ত [illegible] যায় না—তাহার [illegible] শিক্ষা করা যায় না। পৃথিবীর [illegible] একটা খুঁৎ আছে,—এই [illegible] শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে [illegible] কোনদিনই [illegible] যায় না। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ [illegible] উপলব্ধিযুক্ত [illegible] কিন্তু এ বিষয় [illegible] গ্রহ করা যায় [illegible] তাহারা [illegible] অন্তরে [illegible] উপাস্য-[illegible] বরণ করেন, উহার একটা 'আদমসুমারী' (census) করা যায়, তবে কএকজন বুদ্ধিমেয় ব্যক্তিমাত্রকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকারীর দলে পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণকে হয় 'লম্পট', না হয় শ্রীকৃষ্ণকে

একজন 'মহামানব' কিংবা শ্রীকৃষ্ণলীলাকে রূপক বলিয়া বিচার করিবেন। পৃথিবীর কোটী কোটী লোকের বিচারানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অতিমানুষিক হইলেও নির্দ্দোষ নহে। অধিক কি, যে 'একপত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জগতে সুনীতির পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দান করিয়াছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকেও পৃথিবীর লোক 'স্ত্রৈণ' বলিয়া কল্পনা করিতে বিরত হয় নাই। আধ্যক্ষিকতার নিকটও যাহা [illegible] নিখুঁৎ, তাহাতেও আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় খুঁৎ বাহির করিয়াছে। "মণিময়-[illegible] পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্"—ইহাই আধ্যক্ষিক ও [illegible] চিরন্তন [illegible]। [illegible] শ্রীনবদ্বীপসুধাকরের চরিত্রে [illegible] পড়ুয়া পাষণ্ডী, আদর্শ সন্ন্যাসি-শিরোমণির লীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের চরিত্রে নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্রপুরী, [illegible] প্রভৃতি ছিদ্র (?) দর্শন করিতে [illegible] নাই। [illegible] শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের [illegible] অধ্যায়ে নিত্যানন্দ নিন্দককে [illegible] নিন্দা করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, সন্ন্যাসিশিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দের অকপট চরিত্রে কলঙ্কারোপ ও [illegible] লোকের অভাব ছিল না। অধিক কি গৌর-আনা ঠাকুর [illegible] শ্রীঅদ্বৈত [illegible] প্রভুর আত্মজ-[illegible] শ্রীগৌরপাদপদ্ম-[illegible] আধ্যক্ষিক চক্ষে [illegible] না পারিয়া তৎপ্রতি আনুগত্য [illegible] না। [illegible] যে, শ্রীমন্মহা-প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও তাঁহারা [illegible] ছিলেন, [illegible] শ্রীঅদ্বৈত [illegible] প্রকাশিত ছিল, [illegible] মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহারা [illegible] হইয়া-ছিল, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈত [illegible] তাঁহার প্রতি অকপট [illegible] আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপ্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই। অতএব যাহাদের চক্ষে সর্ব্বদা খুঁৎ ভাসিতেছে, তাহারা সর্ব্বদা খুঁৎই দেখিতেছে, তাহারা অকপট শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবকে নিখুঁৎ দেখিতে পারে না—"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"। কতকগুলি লোক নিজের মনকে ঠকাইয়া মনে করেন যে, তাঁহারা সর্ব্বত্রই যে খুঁৎ দেখেন তাহা নহে; কারণ তাঁহারা গুরু-স্বীকার করেন, [illegible] শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের উদ্দেশ্যে আনুগত্য প্রদর্শন করেন; কিন্তু শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর বৈষ্ণব ও গুরু আর জগতে দেখিতে পান না। এইরূপ বিচার একদিকে যেরূপ আত্মবঞ্চ[illegible]

মূলক, অপর দিকে সেইরূপ মৎসর ও কপট-বুদ্ধিপ্রসূত। ইঁহারা শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালে বা অপ্রকটকালে কোন সময়ই বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অকপট আনুগত্য প্রদর্শন করেন নাই, আনুগত্যের অভিনয়ে অপ্রাকৃত সাধু-চরিত্রের বা অপবৈষ্ণব-নীতি পরিচালনা করিয়াছেন। তবে যেরূপ আধ্যক্ষিক জগতে কোন ব্যক্তির পরলোকগমনের পর তাহার ত্রুটী-বিচ্যুতি ভুলিয়া গিয়া তৎপ্রতি একটা দূরদেশ ও দূরকালগত ভোগময়ী শ্রদ্ধার আভাস লক্ষিত হয়, অপ্রকট লীলায় অবস্থিত মহাপুরুষগণের প্রতিও আধ্যক্ষিকগণের সেইরূপ আনুগত্যাভিনয় বা শ্রদ্ধাভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐরূপ আনুগত্যাভিনয়ের মধ্যে মৌখিকতা বা ব্যবহারিকতা, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামূলক কপট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত অকৃত্রিম আনুগত্য নহে। শরণাপত্তির নামান্তর আনুগত্য। যে স্থলে শরণাপত্তি নাই, তথায় আনুগত্যও নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে, অথবা ষড়্গোস্বামীকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি, তাঁহাদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট আনুগত্য আছে,—এইরূপ মুখে বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রকটাবস্থায় দেখিলে তখন হয় ত' আমাদের অমোঘ, রামচন্দ্রপুরী, রামচন্দ্র খাঁ, বা উদিয়া বিপ্র প্রভৃতির ন্যায় অথবা অতি উদা ভগবান্, শঙ্করদাস, জনৈক [illegible] প্রভৃতির ন্যায় আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদী হইত। যেহেতু তাঁহারা আমাদের [illegible], সেই হেতু দূর হইতে তাঁহাদের নাম শ্রবণ করিয়া আন্তরিক [illegible] প্রদর্শিত হয়, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধা বা আনুগত্য বলা যায় না। সান্নিধ্যে বা প্রকট অবস্থাতেই আনুগত্যের কৃত্রিমতা ধরা পড়ে।

(ক্রমশঃ)

আমার অবস্থা

——::*::——

আমার জীবন সর্বদা পাপাচারে রত। জগতে এমন কোন পাপ নাই, যাহা আমি এজন্মে অথবা গতজন্মে করি নাই। সেই পাপাচারগুলি শুধু একবার কেন সহস্র সহস্র বার করিয়াও তাহাতে একটুও আত্মগ্লানি, নির্বেদ বা নিজের প্রতি কোন ধিক্কার উপস্থিত ত' হয়ই নাই, পরন্তু নির্বিকারে নির্বিচারে সমস্ত পাপ করিয়াও বেশ নিশ্চিন্তে কাল কাটাইয়া আসিয়াছি। পুণ্যের লেশমাত্রও আমাতে নাই। পূর্বজন্ম ত' দূরের কথা এই জন্মেই আমি এত পাপ করিয়াছি যে, তাহা চিন্তা করিলে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়, লজ্জায় ঘৃণায় মনে একটা বড় আঘাত পাই। শুধু পাপ কেন আমার অপরাধেরও অন্ত নাই। আমি নিজ সুখলাভের জন্য যে কত লোককে উদ্বেগ দিয়াছি তাহার শেষ নাই। দয়া বলিয়া কোন জিনিষই আমার হৃদয়ে নাই। হরিভজনের বিপরীত দোষগুলি আমাতে পূর্ণমাত্রায় আছে। মৎসরতা, দাম্ভিকতা, কাপট্য, পৈশুন্য, অপস্বার্থপরতা, হিংসা, কামক্রোধাদি রিপুর দাস্য, অন্যমনস্কতা, নিদ্রা, আত্মবঞ্চিত্তা প্রভৃতি সমস্ত দোষ আমার মধ্যে আছে। সেবায় আমি বড় অলস ও শান্তিপ্রিয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আমি খুব তৎপর ও উৎসাহী। শঠতা আমার জীবনের ভূষণ, বেতণ্ডা ও তর্কলতা ত' আছেই। সৎসঙ্গগ্রহণে উদাসীন্য আমার স্বভাব হইয়া গিয়াছে। হতাশা ত' আছেই। ইহাই আমার জীবনের আংশিক প্রকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এইরূপ অবস্থাপন্ন একটী ব্যক্তি আমি। অথচ আমাকে হরিভজন করিতেই হইবে, গুরুকৃপা লাভ করিতেই হইবে। নিজের দুরবস্থা বা অযোগ্যতার প্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আমার এত অনর্থযুক্ত আমি, আমার কি হরিভজন হইবে?—এইরূপ বিপরীত ভাবনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া হরিভজনে উদাসীন হইলে চলিবে না। মোট কথা, আমি বর্তমান অবস্থায় যাহাই থাকি, যাহাই হই না কেন, আমাকে হরিভজন করিতেই হইবে, গুরুপাদপদ্মের কৃপালাভ করিতেই হইবে। কারণ হরিভজনই ত, গুরুকৃপা লাভ ব্যতীত অন্য গতি নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য আশ্রয়ও নাই।

স্বতন্ত্র-স্বেচ্ছাচারীর জীবন পরিণামে দুইজন স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি অপর একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র স্বতন্ত্র পুরুষ এবং তাঁহাকেও যিনি সেবানুকূল্যে নিজের অধীন করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহা-স্বতন্ত্র। তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বতন্ত্রতার নিকট submit করিতে হইবে। সর্বস্বতন্ত্র ভগবান্ বা তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত' আর submit করিবেন না, যদি আমি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে তাঁহাদের ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা মিশাইতেই হইবে।

সাধুর অনুগমন বা অনুসরণ তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র উপায়। সাধুর ইচ্ছার সঙ্গ ইচ্ছা মিশাইতে গেলে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ত্যাগ করিতেই হইবে। সাধুসঙ্গ ছাড়া, গুরুকৃপা ছাড়া মাদৃশ অপরাধী জীবের মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। কেবল নিজের ত্রুটিদের কথা চিন্তা করিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই। বরং তাহাতে আশার উজ্জ্বল আলোকেরই সন্ধান পাওয়া যায়। নিজেকে যত পতিত ও তুচ্ছ বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তত শুদ্ধবৈষ্ণবের পতিতপাবনত্ব উপলব্ধি হইবে। আমি নিজে পতিত এই অভিমান হইলে আমি পতিতপাবনের নগণ্যতম পদধূলিকণ এই অভিমানে হৃদয় ভরপুর হইবে। পতিতকে পাবন করিবার জন্যই পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের এ বিশ্বে অবতরণ। তিনি কৃপা করিবেন না, এরূপ হইতেই পারে না। শ্রীগুরুদেব কৃপার মূর্তি। যদি আমি তাঁহাকে না ঠকাই, তাঁহার সহিত কপটতা না করি তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। [illegible] হইলে, [illegible] আর। [illegible] হউক, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা। তাঁহার এই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিশাইবার জন্য তাঁহার কৃপা ভিক্ষার প্রার্থনা করিতে হইবে। সর্বদা নিষ্কপটে দীন কাঙ্গাল ভাবে কৃপাভিক্ষার জন্য ক্রন্দন করিতে হইবে। যত দৈন্য বাড়িবে, তত কৃপা লাভ হইবে। কৃপা পাইবই পাইবই, আজ কিংবা দু'দিন পরে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃপা করিয়া শ্রীগুরুদেব [illegible] মাদৃশ পাপী অপরাধী দুর্জন জীবকেও তাঁহার শ্রীচরণে স্থান লাভ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে সকাতরে প্রার্থনা,—

আমি ত' পতিত, পতিতপাবন,
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি, তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম॥
অতি অপরাধী আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তাই দয়া কর অবিরাম।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তাতে আমি সুযোগ্য দয়ার॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

সাধুসঙ্গ হয় নাই না বলিলে হরিনাম হইবে না। সাধু শ্রীনামের [illegible]। [illegible] সাধুকে [illegible] গেলে সাধুসঙ্গ [illegible] অবশ্য হইবেই। আমাদিগকে positive programme-এর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাই বলিয়া negative aspect বাদ দিলে চলিবে না। সৎসঙ্গগ্রহণের মূল। তবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করা হয়। বিষয় প্রবেশে [illegible] সৎসঙ্গগ্রহণের ইচ্ছা। সৎসঙ্গ না হইলে বস্তু [illegible] ইচ্ছা হইলেই [illegible]। [illegible] করিবার জন্য [illegible] উচিত হয়। [illegible] স্পৃহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে। [illegible] না করিয়া [illegible] থাকে না। [illegible] প্রবেশ করিব।

হরিকথা শ্রবণের সময় সাধুসঙ্গ হয়। কিন্তু হরিকথাশ্রবণের সময় যদি নিদ্রা, আলস্য, অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ ত' হয়ই না, পরন্তু সাধুর চরণে এবং হরিকথার চরণে অপরাধ হইয়া থাকে। যদি পূর্বজন্মে মহতের চরণে অপরাধ করার ফলে আমাদের ঐরূপ ভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করিয়া যাহাতে ঐ অপরাধের ফল হইতে উদ্ধার পাই, তজ্জন্য অকপটে সাধুর চরণে কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। এখন যদি সাবধান না হই, ঐরূপ দোষকে প্রশ্রয় দিয়া তৎপ্রতি উদাসীন হই, তাহা হইলে হয় [illegible] নিশ্চয়ই [illegible]। [illegible] একমাত্র পথ শ্রবণ। সেই শ্রবণের [illegible] তখন তাহা [illegible] আর কি থাকিতে পারে? শ্রবণ আমার প্রভু। [illegible] যদি ঘুম আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমি কতটা জড়বৎ পাষাণ হইয়াছি, তাহা কি একবারও চিন্তা করিব না? বৈষ্ণবগণ [illegible] কি আমার হরিকথার [illegible] জন্য [illegible] থাকিবে না? আমি কি [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible], হরি-[illegible] কোন কথাই কাহারও [illegible] দিব না? [illegible]

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫

সেবক—শ্রীঅবনীকৃষ্ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীবনওয়ারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট

পুরাতন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীধামদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারায়ণগঞ্জ, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউর মঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীনন্দলাল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদর্শনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যলোক ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরাধাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীরূপচৈতন্যমঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমনোহর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপাবকানলদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রীকৃষ্ণশরণ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণ মথুরা।

সেবক—শ্রীরাধাশরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখুপুরা

পোঃ ভোড়াল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পঞ্জাব)

সেবক—শ্রীআনন্দলিলা ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীবংশীবদন দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ কৃপাভিবর্দ্ধক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লালাকুটী

সেবক—শ্রীবদনচন্দ্র দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী

সেবক—শ্রীদয়ানাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীরামকমল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীহরিবন্ধু ব্রহ্মচারী

চৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাইড্ গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেদারচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	॥১	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চার্টের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণকে সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেছেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও অক্ষরগুলি অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ।৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — মধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাত্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে [illegible] শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটী ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, শিক্ষা ও [illegible] অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগীতার [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] মহোদয় তাঁহার [illegible] এই অপূর্ব [illegible] প্রকাশিত [illegible] পাঠ করিলে [illegible] অলৌকিক আনন্দ ও [illegible] আছে, তাহা [illegible] অধ্যায়ের কথামাত্র, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible] শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ও টীকার সরল ব্যাখ্যা, মূল-[illegible] প্রভৃতি এই বিষয় এই সংস্করণে যে [illegible] পাওয়া যায় [illegible] পড়ুয়া লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ-সমূহের একত্র সমাবেশ ৬৮ গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সজ্জন সাধুগণই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত

শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭-১৪	১০-১৬	১৫-১০	১৬-২৬	১৭ ৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৮	৬ ৩৩	৭ ২৮	১৩ ২৯	...		১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০-৫
(বদল) ছাঃ	....		৯-০৯		..		.	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত

অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২			১৬ ৩	১৬ ৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১			১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫			১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫৯	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৯	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	. .	...		১৫-৫৬	১৭-৪২	...	...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯ ৯	২১ ২৬	২২ ৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৫-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -তিরুপতির একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতার্ক বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সম্প্রদেশ তথা বিদেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের যে সমস্ত পারস্পরিক কথোপকথন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথানুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপালনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের শিক্ষাসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা— ৮০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় সুস্থ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

—১১নং ইন্টালিজি রোড, কলিকাতা;
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২২ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২০শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩রা মে, ইং ১৯৪১, শনিবার { ৪৭-৪৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ মধুসূদন, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগুরুতত্ত্ব

আমরা শ্রীগুরুতত্ত্বের কথা, শ্রীনামের মহিমার কথা, শ্রীধামের মাহাত্ম্যের কথা সাধুমুখে কতবার যে শ্রবণ করিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু এত শুনিয়াও কিছুতেই তাহা সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারিলাম না। এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, নির্ভরতা বা শরণাগতির অভাবই এই দুর্দ্দৈবের মূল কারণ। ভাগ্য থাকিলেই শ্রবণীয় বস্তুর বিষয় উপলব্ধি হয়। উপলব্ধিরহিত শ্রবণে কোন লাভ নাই। উপলব্ধিহীন শ্রবণকে শ্রবণ বলে না। শ্রবণের পর দর্শন বা সাক্ষাৎকার, তাহার পর সেবা। যতদিন আমাদের অপরাধ আছে ততদিন শ্রবণ হয় না। প্রকৃত গুরুভক্তের সঙ্গ না হওয়াতেই বা তাঁহাদের কথায় মনোযোগ না দেওয়াতেই এত শ্রবণ করিয়াও আজ গুরুতত্ত্বের কথা কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না।

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

সংসার-সমুদ্র পার হইতে হইলে গুরু-কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীগুরুচরণাশ্রয় সুষ্ঠুরূপে হয় না। শ্রীগুরুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না হইলে জীবের মঙ্গল হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়লাভই একমাত্র মঙ্গল। যদি আশ্রিতের আশ্রয়ই নির্দ্ধারিত না হয়, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে কি করিয়া? যিনি একমাত্র রক্ষক, একমাত্র পালক, একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহাকে যদি সেইরূপভাবে না জানা যায়, তাহা হইলে কি প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার আশ্রয় লওয়া যাইবে? ইহাই জীবের জীবন-মরণ সমস্যা। তিনি যাহা তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে জানিয়া আশ্রয় করিলে আর মৃত্যু বলিয়া কোন ভয় থাকিবে না, আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ত' মৃত্যু পদে পদেই। তাই পতিতপাবন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন॥
জগতে প্রকট তাই, তাঁহা বিনা গতি নাই
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণে ধরি' তদাদেশ সদা স্মরি'
এ ভকতিবিনোদে দেহ' বল॥

গুরুতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই তত্ত্বজ্ঞানাভাবেই আমাদের হরিভজন হইতেছে না। কারণ হরিভজনের মূলেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যদি তাহাতেই ভ্রান্তি থাকিয়া যায় তাহা হইলে কোনদিনই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। গুরুপাদপদ্ম ছাড়া ত' হরিভজন হইতেই পারে না। গুরুদর্শন না হওয়ার জন্যই নিজের স্বরূপদর্শন হইতেছে না। যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারিব—যেদিন তাঁহাকে আমার উদ্ধারকর্ত্তা পতিতপাবনশিরোমণি বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই পতিত আমার পাতিত্য অনুভব হইবে—সেইদিনই তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানি-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিব। গুরুদর্শনের ফল নিজেকে অতি দীন কাঙ্গাল বলিয়া উপলব্ধি। যেখানে একান্তিত্ব বোধ—'হে গুরুদেব, তুমি ব্যতীত এ জগতে আমার বলিতে আর কেহ নাই'—এই উপলব্ধি মর্ম্মে মর্ম্মে হইয়াছে, সেখানেই গুরুদর্শন—গুরুপাদাশ্রয়। যেখানে গুরু-পাদপদ্মে আত্মবোধ, সেখানেই ইতরবস্তুতে অনাস্থা অনিত্য বা পরবোধ।

শ্রীগুরুদেব— পতিতপাবন। পতিত-পাবনহেতু তাঁহার অবতার। শ্রীগুরুদেব—সেবকভগবান্। তিনি দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু-ভেদে জীবকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দেন। তিনি আচার্য্যলীল। আচরণ করিয়া জীবকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দেন বলিয়া তিনি আচার্য্য। ভগবান্ নিজেই গুরুরূপে আসিয়া নিজের সেবা শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥

শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব। শ্রীমদ্-ভাগবতও বলেন যে,—"শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে তাঁহার আশ্রিতগণকে কৃপা করিয়া থাকেন।" গীতায়ও বলিয়াছেন যে,—"হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ বা মদীয়প্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। কখনও জন্ম-মরণশীল মনুষ্য মনে করিয়া অবমাননা বা প্রাকৃত জ্ঞান করিবে না।" শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্য্যামী অর্থাৎ চৈত্ত্য শিক্ষাগুরু এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহান্ত শিক্ষাগুরু। বদ্ধজীবের সহিত কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয় না। ভজনশুষ্ট কৃষ্ণ জীবের হৃদয়ে চৈত্ত্যগুরু-রূপে প্রেরণা দান করেন। ভগবানের সহিত সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করিতে থাকিলে ভগবান্ই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। সততযুক্ত কৃপাকাঙ্গালই ভগবানের কৃপা পান। তাঁহারাই ভগবানের কৃপায় সমস্ত বুঝিতে পারেন। তত্ত্ববস্তু—ভগবান্। তাঁহাকে কেহ জানিয়া বা বুঝিয়া লইতে পারেন না। তাঁহার উপর কাহারও হাত নাই। প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সেবোন্মুখ হইলেই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয়—স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেবার প্রেরণা লাভ হয়। যদি গুরু কৃপা-ভাণ্ডারের সহিত সংযোগ থাকে, তাহা হইলেই জীবের সেবা-প্রবৃত্তির উন্মেষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রকৃত-পক্ষে নিত্যসেব্য-সেবকভাবরহিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্নতত্ত্ব, এইরূপ নহে। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণের বিচারে গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-গণ এইরূপ নির্ব্বিশেষবাদের প্রশ্রয় দেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সেবক-বিগ্রহরূপে জীবের প্রতি দয়া করিবার জন্য এ জগতে অবতীর্ণ। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত গৌরকৃষ্ণের সেবালাভ হয় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবগণই ভগবানের সেবালাভে সমর্থ।

শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত বিভিন্নতা থাকিলেও শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দস্বরূপ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারক।

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি,
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ
সদ্গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

যে কাল পর্য্যন্ত হৃদয় ভোগবাসনারূপ পাপরাশিতে মলিন থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র সদ্বুদ্ধি এবং সদ্গুরুকৃত সদ্বুদ্ধি সম্যগ্‌রূপে উদিত হয় না। অনেক জন্মের সাধুগুরুবৈষ্ণবসেবারূপ সুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ এবং সাধুমুখে শাস্ত্রশ্রবণ করিতে করিতে প্রেম লাভ হয়।

শ্রীগুরুদেব নাম প্রেম-প্রদাতা ও শ্রীনাম-মন্ত্র-প্রচারকারী। জীবগণকে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাই তাঁহার কার্য্য। মাদৃশ পতিত জীব-গণের উদ্ধারকর্তা বলিয়াই তিনি পতিত-পাবন। এই কৃষ্ণার্চক বা কৃপাশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অপর যুগধর্ম্ম-প্রবর্তন করিতে পারেন না। এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবক হন, তাহা তাঁহার চিত্তবৃত্তির সহিত নিজ চিত্তবৃত্তির মিল হইলেই জানা যাইবে। তাঁহার অন্তরে প্রবেশ লাভ হইলেই তাঁহার বিষয় পূর্ণ আত্মজ্ঞান হয়। শ্রীগুরুদেব — অপ্রাকৃত—অপ্রাকৃত বস্তু। নিষ্কপট সেবোন্মুখের চিত্তে তিনি স্বতঃই প্রকাশিত হন। তিনি দয়া করিয়া তাঁহার স্বরূপ আমাদিগকে না জানাইলে আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 'কে তাঁ'রে জানিতে পারে যদি না জানায়।' স্বতঃপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবের চরণে যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে কৃপাপ্রার্থী হইতে পারি, তাহা হইলে কৃপাময় গুরুদেব নিশ্চয়ই তাঁহার স্বরূপ আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন। শরণাগতিই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। অনুগত, প্রপন্ন, শরণাগতের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম আত্মগোপন করেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা অনুগত ভৃত্যের উপরই পরিচালনা করেন, তাঁহাদিগকেই তাড়ন-ভৎর্সন করেন, তাহাতে তাঁহারই সুখ।

সকল সাধনের সার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবোধ। তাঁহাতে আত্মবোধ, মমত্ব-বোধের অভাব হলে কোটি কোটি সাধনেও কিছুই হইবে না। সাধনের উদ্দেশ্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ভৃত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাহা হইলে সকল অভাব-অসুবিধার অবসান হইবে। যাঁহার বিন্দুমাত্রও কোন যোগ্যতা নাই, তথাপি যদি তিনি নিজেকে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নগণ্য তুচ্ছ কিঙ্কর বলিয়া জানিতে পারেন, তবে তাঁহার মঙ্গললাভ হইবেই। আমি অযোগ্য হইলেও পিতারই ত' পুত্র, এই জ্ঞান সৎপুত্রমাত্রেরই থাকে। সেইরূপ ভজন-রাজ্যেও গুরুপিতার সহিত প্রত্যেকের এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। 'হে গুরুদেব, আমি অযোগ্য হইলেও ত' তোমারই, তাই তোমার কৃপা চাই। আমাকে কৃপা করিতেই হইবে।'

তাই ভাবিতেছি, এরূপ দীনতা আমার কবে আসিবে? কবে তাঁহাদিগকে একমাত্র প্রাণের বন্ধু জানিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণের অনুক্ষণ কৃপাভিখারী হইতে পারিব? 'হে প্রভো! তুমি ছাড়া আর আমার কেহ নাই। তোমার কৃপা ব্যতীত আর আমি বাঁচিব না।' কবে এই উপলব্ধি লাভ করিয়া বসিয়া শুইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মচিন্তা করিতে পারিব? সেদিন আমার কবে হইবে?

গুরুদেব!
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাৎ॥

সাত্বত-সম্প্রদায়

——::(*)::——

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

বেদান্ত-সূত্রকার ব্রহ্ম-নারদ-শিষ্য শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন, সৎ-সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু সনাতন-ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় কলিকালে চারিটী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্যের আবির্ভাব হইবে। 'কলি' শব্দের অর্থ—'বিবাদ' বা 'তর্ক'। কলিকালে তর্কপন্থারই বাহুল্য দৃষ্ট হয় এবং শ্রৌতপন্থায় নিতান্ত অনাদর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধবাদ, প্রকৃতি-লয়বাদ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি-লয়বাদরূপ মায়াবাদ অবৈধরূপে 'শ্রৌতপন্থা' বলিয়া দাবী করিলেও উহা সূক্ষ্মবিচারে তর্কপন্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই তর্কপন্থার কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া শ্রৌতপন্থার প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-চতুঃসন—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবন-পাবন সাত্বত আচার্য্যচতুষ্টয় উৎকল দেশে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র উদিত হইবেন। শ্রীমন্মধ্বেও পারিচিত হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর এই সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের সেবাপ্রণালী অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধভজনপ্রণালীই তাঁহার আশ্রিত জনে পুরুষোত্তমে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রদায়ের পরিচয় ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আনদিষ্ট অভিমানে জীব সর্ব্বদাই চঞ্চলমতি। চঞ্চলমতি ব্যক্তি একা ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিলাভ করিবার পরিবর্ত্তে বহুশাখাবলম্বী অব্যবসায়ী। এইরূপ ব্যক্তি অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য যাবতীয় মনোধর্ম্মোত্থ মত সমভাবে সমর্থন করিতে গিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী ও কার্য্যতঃ মনঃকল্পিত সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্য শুনা গেলেও তাহা সাম্প্রদায়িকতার হেয়াংশের পরিচয়মাত্র। সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক মনে করেন; ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাঁহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। গম্ভীরভাবে বিচার করিলে উদারতার নামে অসাম্প্রদায়িক মত অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতা বা আনুগত্য-রাহিত্যের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়াই স্থির করা যাইতে পারে। সৎ-সম্প্রদায়-স্বীকার জীবের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাঁহারা সৎসম্প্রদায় স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা হয় নিজদিগকে 'পরমমুক্ত', নয় 'পরমবদ্ধ' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।' কিন্তু পরম-মুক্তগণও লোকশিক্ষাকল্পে আপনাদিগকে সৎসম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উদারতার নামে সৎসম্প্রদায়-স্বীকারে বীতস্পৃহার আদর্শ বালকের গুরু-মহাশয়ের শাসন বা পিতামাতার প্রদর্শিত পন্থা আপাততঃ দুঃখদায়কজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আপাতসুখদায়িনী, পরিণামে অমঙ্গলপ্রসূতি স্বতন্ত্রতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার বরণমাত্র। সরল, বুদ্ধিমান্, আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন, আর অসরল, অদূরদর্শী, বিতর্কপ্রিয় ব্যক্তিগণ স্বরূপতঃ সাত্বতসিদ্ধান্তবিরোধী একটী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল আত্মবঞ্চনারূপ মন্দ ফল লাভ করেন।

ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে কখনই সৎসম্প্রদায়বিরুদ্ধ মত আশ্রয়পূর্ব্বক কেহ আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে অবধি ভারতের সংস্রব হইয়াছে, সেই সময় হইতেই কোন কোন লোক সম্প্রদায়বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী যখন শ্রৌতপন্থার আনুগত্য-ত্যাগরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার—যাহা স্বরূপবিভ্রান্ত জীবের স্বভাব বলিয়া আপাতপ্রীতিকর—সংকল্প কোন বৃত্তিকেই 'উদারতা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তখন সেই নিষ্ঠাটী বহির্ম্মুখ জীবকোটির অনেকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খলতা ও মনোধর্ম্ম সমর্থনের একটী বেশ উপায় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদিগণ—যাহারা জীব, জগৎ, ভগবান্, পরিকর, ধাম প্রভৃতির পারমার্থিক সত্যত্ব স্বীকার করেন না অর্থাৎ চরমে সকলেরই নির্ব্বিশেষ পরিণাম বিচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী হইলেও যাঁহারা জীব, জগৎ, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্য সত্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা কখনই গ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা বেদান্ত-সূত্রকার ও তদকৃত্রিম ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিবেন।

আদিগুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চতুঃসন—এই চারিজনের অবলম্বনেই কলিকালে সৎ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকালে চারিজন শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্য। এই চারিজন মূল প্রবর্ত্তকের সাত্বত-মত বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের আশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক আচার্য্যচতুষ্টয়ের চরম মীমাংসা শ্রীগৌর-সুন্দরের আশ্রিতজনই জগতে প্রচার করিয়া-ছেন। পুরীধামে এই চারি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মঠসমূহ শতবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া কালে কালে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক-বৈভব জনসমাজে বিস্তার ও জীবসমূহকে বিষ্ণু-সেবারূপ নিত্যধর্ম্মে নিযুক্ত করিলেও শ্রীগৌর-সুন্দরই তাঁহাদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সার-সিদ্ধান্ত আশ্রিত জনগণে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে, শ্রীসনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার শ্রীনিম্বার্ক-স্বামীকে, শ্রীলক্ষ্মী-দেবী শ্রীরামানুজ-স্বামীকে এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীমধ্বস্বামীকে কলিকালে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মূলসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের অভ্যুদয়ের কালবিচারে সর্ব্বপ্রথম নিত্য বিষ্ণুসঙ্গিনী লক্ষ্মী, তৎপরে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভি-কমলোদ্ভূত ব্রহ্মা, দ্বিতীয় মহাবিষ্ণু হইতে রুদ্র ও ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসনের অভ্যুদয় দৃষ্ট হইলেও মূলাচার্য্যগণের কালবিচারে সর্ব্ব-প্রথমে বিষ্ণুস্বামী, তৎপরে শ্রীনিম্বাদিত্য, তৎপরে শ্রীরামানুজ এবং তৎপরে শ্রীমধ্বের আবির্ভাবকাল পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে এই সাম্প্রদায়িক আচার্য্যচতুষ্টয়ের সম্বন্ধে খুব কম লোকই খবর রাখেন, এমন কি, যাঁহারা বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও গবেষণানিপুণ বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহারা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের মতের বিচার দূরে থাকুক, কোন্ আচার্য্য কোন্ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার নামটীমাত্র বলিতে গিয়া যে সকল ভ্রম করেন, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গদেশের গবেষণানিপুণ ব্যক্তিগণের গবেষণার শৈথিল্যদর্শনে হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হয়।

ব্রহ্মার সাতটী বিভিন্ন জন্মে সাত্বতধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। কাল-প্রভাবে সেই শ্রৌতধর্ম্ম ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিভিন্ন তর্কপন্থার আবাহন করিয়াছে। ব্রহ্মার প্রথম মানসজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ সাত্বত-ধর্ম্মের কথা অবগত হন। ফেনপগণ হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চন্দ্র সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে নারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বালখিল্যগণ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্য

শ্রবণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিকজন্মে নারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকারেই লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিখনাদি-সম্প্রদায় এবং বিখনাসিগণ হইতে মহোদধি ঐকান্তিক ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার চতুর্থ শ্রবণজন্মে আরণ্যক সহ বেদপাঠে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং শঙ্খপদের পুত্র সুবর্ণাভ সাত্বতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষ জন্ম, বাচিক-জন্ম ও শ্রবণজন্ম, এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য জন্মে নারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি ঐকান্তিক ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে ব্রহ্মার ষষ্ঠ অণ্ডজ জন্মে ব্রহ্মা হইতে বর্হিষৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বত-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠজন্মেই সর্ব্ব-প্রথমে সামবেদগানের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার সপ্তম পদ্মজন্মেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীসম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিখনাসি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিক জন্মে প্রকটিত হন। ব্রহ্মসম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপালাভ করেন। তাঁহাদের অধস্তন বালখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চম জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতার প্রারম্ভে ঐকান্তিক ধর্ম্ম লাভ করেন।

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর হরিকথা

(২)

প্রকৃত আনুগত্যধর্ম্ম আগমাপায়ী বা অস্থির ভাবমাত্র নহে। কোন ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক প্রতিভা-দর্শনে যে আনুগত্যাভিনয় প্রদর্শিত হয়, তাহা অহৈতুক বাস্তব আনুগত্য নহে। কাহারও পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, প্রতিভা, নিরপেক্ষতা, কঠোরতা, বাহ্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি দর্শনে যে আনুগত্যাভিনয়, তাহা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য দর্শনে সাময়িক বিহ্বলতার ন্যায় অপ্রাপ্তিশাখবর্ত্তী বৃত্তিবিশেষ। উহাকে কখনও আত্মার অহৈতুকী অপ্রতিহতা সহজবৃত্তি বলা যায় না। যাহা অহৈতুক, অপ্রতিহত ও অকৃত্রিম তাহা কখনও অস্থির বা আগমাপায়ী নহে। শ্রীআচার্য্যে অকপট, অহৈতুক, অপ্রতিহত ও অকৃত্রিম স্বাভাবিক প্রীণনধর্ম্ম-যুক্ত আনুগত্যই প্রকৃত আচার্য্যানুগত্য বলিয়া স্বীকৃত। সেইরূপ অকৃত্রিম আনুগত্যকারী যদি দুই একটী ব্যক্তিও থাকেন, তদ্দ্বারাই প্রকৃত আদর্শ সংরক্ষিত ও বিশ্বমঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সহস্র সহস্র কৃত্রিম আনুগত্যকারী আত্মমঙ্গল ও জগন্মঙ্গলের পরিবর্ত্তে আত্মহত্যা ও জগজ্জঞ্জাল সাধন করিয়া থাকে। মনে একটী, মুখে আর একটী ভাব রাখিয়া তোষামোদ করিলে আনুগত্য হয় না। তোষামোদ কখনও আনুগত্য নহে। যে ব্যক্তি অভিনন্দন বা অধিক গদ্য-পদ্য রচনা করিয়া বা অধিক উচ্চ-চীৎকারে জয়-ঘোষণা করিয়া নানাপ্রকার অভিনয় দেখাইতে পারে, তাহারই আচার্য্যে অধিক আনুগত্য আছে, ইহা স্বীকার করা যাইবে না। আচার্য্যের সহিত যাঁহার সমচিত্ত-বৃত্তি ও শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে যিনি অহৈতুকভাবে জীবনে মরণে শরণাগত, তাঁহারই প্রকৃত আনুগত্য হইয়াছে। অহৈতুকই আনুগত্যধর্ম্মের পরিপোষক। আনুগত্যধর্ম্মে 'ইতি' বা 'বিরতি' নাই। আনুগত্যধর্ম্মে স্বাভাবিকী প্রীতি আছে, কেবল ঐশ্বর্য্যবোধ-মাত্র আনুগত্যধর্ম্মের জীবন নহে।

আনুগত্যের বিপরীতভাব নিরপেক্ষতা। নিরপেক্ষতা তটস্থভাবের দিঙ্‌নির্দ্দেশকারী বটে, কিন্তু তটস্থভাবে কোনও অবস্থান নাই। তটস্থশক্তি-প্রসূত জীব হয় শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মের আনুগত্য করিবে, না হয় তাহাকে মায়ার আনুগত্য করিতেই হইবে। ইহার মাঝামাঝি কোন অবস্থা নাই। যাহারাই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যহীন হইয়া নিরপেক্ষতার সাময়িক মুখোস্ পরিয়াছে, তাহাদিগকেই দুইদিন পরে মুখোস্ খুলিয়া ফেলিয়া আনুগত্যহীন ব্যক্তিগণের দলে কোন না কোন প্রকারে নাম লেখাইতে হইয়াছে। আনুগত্যের অপর নাম ভক্তি বা শরণাগতি, নিরপেক্ষতার অপর নাম নির্বিশেষবাদ বা আত্মবঞ্চনা।

অকৃত্রিম আনুগত্য-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিকে ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হয় না। আনুগত্যই তাঁহাকে প্রকৃত পথ ও বাস্তবসত্যের আলোক প্রদর্শন করিয়া থাকে। বাহ্যমুখ লোকের নিকট অপরাধী আপাতঃ অপমানজনক মনে হইলেও অকৃত্রিম ও অকপট আনুগত্যকারী কখনই অকৃত্রিম স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না।

মহাপুরুষগণের সুপারিসপত্র দেখিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব বিচার করার মধ্যেও মহাপুরুষের কৃপা-শক্তিরই একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। মহাপুরুষের সুপারিসপত্রের তাৎপর্য্য আত্মপ্রভুত্বের দ্বারা অর্থাৎ আধ্যক্ষিক বা অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুকে ঘোর বিধিবিরোধী প্রসঙ্গে শাসন করিয়াছিলেন, এই ছল উঠাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অপ্রিয় ও তৃণাদপি-সুনীচধর্ম্মের লঙ্ঘনকারী বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার অতিবাড়ী জগন্নাথের দল শ্রীমহাপ্রভুর সুপারিসপত্র দেখাইয়া তাহাদের নায়ককে শ্রীরাধার অবতার (?) বলিবার চেষ্টা করিয়াছে। বঙ্গদেশীয় অতিবাড়ী রূপ-কবিরাজের দল শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দোহাই দিয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিরোধী হইয়াছে ও নিজদিগকে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রিয় বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে! হরিবংশি-দল শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দোহাই দিয়া তাহাদের নায়ককে শ্রীপ্রবোধানন্দের প্রিয়তম বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর প্রকৃত অনুগত সম্প্রদায় সেই দলকে শ্রীল গোস্বামিপাদের বিরোধী বলিয়াই অবগত হইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের স্বহস্তলিখিত সুপারিসপত্র দেখাইয়া কেহ কেহ শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারের আসন অধিকার ও নিজকে শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ বিচারকে অবিদ্বান্‌দের মনোভাব বলিয়া শুদ্ধভক্তগণের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব মহাপুরুষগণের সুপারিসপত্র যখন স্বার্থসাধন বা অপবৈষ্ণব-নীতি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন মহাপুরুষের সেই আশীর্ব্বাদই অভিশাপে পরিণত হইয়া থাকে। মহাপুরুষের কৃপাই আত্মবঞ্চনাকারী ব্যক্তির নিকট বঞ্চনারূপে প্রকাশিত হয়, আর মহাপুরুষের অভিশাপও শরণাগত আত্মমঙ্গলকামীর নিকট আশীর্ব্বাদরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের কথিত "তোমার সর্ব্বনাশ হউক" এই উক্তি বিপ্রী ভোগীর নিকটেই অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত ও ভীতিসঞ্চারক হইয়াছিল, আর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ও সংসার-ভীতি-নাশক মহাবাক্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামীর নিকট ভগবদ্ভক্তির কৃত্যসমূহও উপজীবিকারূপে পরিণত হয়। শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত মন্ত্র ও শ্রীনাম যাহা স্বয়ং ভগবদ্বস্তু, যাহার তুল্য পরমধন আর কিছুই নাই, তাহাও অপবৈষ্ণবনীতির নিকট পণ্যদ্রব্য হইয়া পড়ে। প্রাকৃতসহজিয়াগণের দ্বারা শ্রীগুরু ও গোস্বামি-বর্গের প্রদত্ত শ্রীনামশ্রেষ্ঠ, শ্রীমন্ত্রশ্রেষ্ঠ, শ্রীশচীপুত্র, শ্রীকৃষ্ণপদামোদর, শ্রীসনাতন-রূপাদি গোস্বামিবর্গ, শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীরাধিকা-মাধবপ্রেম অভিনয় সমস্তই কি পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয় নাই? মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠ কৃপাই কি বৈমুখ্য ও কাপট্যের নিকট বঞ্চনার স্থান অধিকার করে নাই? ফলের দ্বারাই কারণ নির্ণীত হয়; মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষকামনায় প্রীতি ও অনুরাগ নহে। শরণাগতি ও শ্রীগুরুবর্গের সেবা-ধর্ম্মের প্রতি কতটা অকৃত্রিম লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আশীর্ব্বাদের ফলোন্মুখতা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, কেবল মহাপুরুষের সুপারিসপত্রের মামুলী নজিরের স্তূপ দেখিয়া ও দেখাইয়া মহাপুরুষের কৃপার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

কোন ব্যক্তিকে বা বহু ব্যক্তিকে যদি কেহ বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে 'পরম-বৈষ্ণব' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, আবার তিনিই যদি সেই ব্যক্তিকে পরবর্ত্তিকালে 'অবৈষ্ণব' বলেন, তবে তদ্দ্বারা বক্তার নির্ভরশীলতার স্থৈর্য্য থাকে না,—এইরূপ যুক্তিও সমীচীন হইতে পারে না। [illegible] নিকট সর্ব্বদাই বাস্তবসত্য প্রকাশিত। সমস্যার প্রহেলিকা কোনদিনই সেবোন্মুখকে মূর্চ্ছিত করিতে পারে না [illegible] না হইলে সমস্যাবিহীন [illegible] তাৎপর্য্যও উপলব্ধি হয় না। কোন শ্রুতি প্রথম মন্ত্রে নির্বিশেষবাদ স্থাপন করিয়া সবিশেষ-বাদের নিন্দা করিয়াছেন, আবার সেই শ্রুতিই পরবর্ত্তী মন্ত্রে নির্বিশেষবাদের নিন্দা করিয়া সবিশেষবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, যে শ্রীব্যাসদেব শ্রুতির এই আপাত-বিরোধ সমন্বয়ের জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করিলেন এবং তাহাতে আবার যে সকল উক্তির অস্তিত্ব এবং তাঁহারই দ্বারা যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের আবিষ্কার হইল, সেই ব্রহ্মসূত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতের একই অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র ও শ্লোকে পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে একমাত্র সেবোন্মুখ না হইলে আধ্যক্ষিক পাণ্ডিত বা তথাকথিত সরল বুদ্ধির দ্বারা বাস্তবসত্যের অনুভব হইতে পারে না। একই শ্রুতির বিভিন্ন মন্ত্রে নির্বিশেষবাদ ও সবিশেষবাদ বিরোধমূলক মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইলে সবিশেষ-বাদেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই সম্বন্ধে নির্বিশেষবাদিগণের মত গ্রহণ করিলে তাঁহারা হয় ত' তাহা স্বীকার করিবেন না। মায়াবাদী ব্রাহ্মসমাজী অথবা ব্রহ্মবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী বা পূর্ব্বমীমাংসক [illegible] সম্প্রদায়ের নিকট [illegible] ও শ্রীল [illegible] অভিমত গ্রহণ করিলে কি বাস্তবসত্যে উপনীত হওয়া যাইবে? শ্রীগুরু বা আচার্য্যবিরোধিগণের নিকট শ্রীগুর্ব্বানু-গত্য বা আচার্য্যানুগত্যের অভিমত গ্রহণ করিয়া অথবা বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের দল, বা বৌদ্ধ ও নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদীর দল, কোন দল জয়ী হয়, দেখিয়া পরে আনুগত্য করা যাইবে,—এইরূপ বিচার করিলে কি কোনপ্রকার বাস্তবসত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে? শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাদি বৈষ্ণবাচার্য্য

ভক্তের অনুগমনী [illegible] আত্মাভিমানী নিজ [illegible] মত বিবাদ কি [illegible] হইয়া [illegible] থাকেন। তাহারা [illegible] কিন্তু [illegible] অগ্রাহ্য করিয়া [illegible] হইয়া থাকে। উত্তম [illegible]।

অনুগামী [illegible] জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের উভয় দলের মধ্যে কি বিবাদ কি হয়? কিন্তু তাঁহারা অত্র [illegible] প্রবেশ করিতে পারেন না, [illegible] বলেন যে, যাহা তোমাদের মধ্যে দলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে, চিরন্তন তারতম্য অর্থাৎ আনুগত্য বা অনুগমনের মূলেই লইয়াই বিবাদ। যে স্থানে শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় ও আনুগত্যের 'মর্য্যাদা' ও তাঁহার আনুগত্যের নিকট স্বীকৃত হয় না তথায় শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের অস্তিত্বই নাই। প্রাণহীন দেহ যেরূপ, আনুগত্যহীন অনুষ্ঠান ও [illegible]। [illegible] আনুগত্যের কথা। আনুগত্যের নির্দ্দেশ কর্তৃক শক্তিসঞ্চার কেবল আনুগত্যেই শাস্ত্রসিদ্ধ। অপ্রামাণিক যুক্তি-বিচার তথায় নিঃশক্তি কল্পনা। অতএব আনুগত্যদ্বারাই আত্মগত্যের প্রকৃত স্বরূপ, ভক্তির দ্বারাই ভক্তের স্বরূপ উপলব্ধ হইবে। অভক্ত থাকিয়া ভক্তের স্বরূপ মাপিয়া লইয়া পরে তাঁহাতে ভক্তি বা অনুগত্য প্রদর্শন করা, এরূপ অভক্তের বিচারের সহিতঃ শুদ্ধ [illegible] উপস্থিত হইয়াছে।

নিষ্কপটভাবে আনুগত্য হয় না। শ্রীপুরুষোত্তমদেব স্বীকৃত না হইলে আনুগত্যের কল্পনা 'শশ শৃঙ্গের' ন্যায় নিরর্থক। অপ্রকাশ পুরুষোত্তমের পরিচয়, তাহাতে অভক্তের নাই। 'যাঁর যাঁর গুরু তার তাঁ'র কাছে' ঐক্য উদরভরণের গুরু কেবল আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের আনুগত্য করিলে ষড়্গোস্বামীর আনুগত্য হয় না বা শ্রীল ভক্তিবিনোদের আনুগত্য হয় না,"—এরূপ যাহারা মনে করে, তাহারা জড়ভেদবাদী বা উদরভেদবাদী সম্প্রদায়। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য দ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য সিদ্ধ হয়, শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য দ্বারাই শ্রীল ভক্তিবিনোদের আনুগত্য সিদ্ধ হয়, শ্রীল ভক্তিবিনোদের আনুগত্য দ্বারাই শ্রীস্বরূপ রূপের আনুগত্য সিদ্ধ হয়। এই আনুগত্য [illegible] প্রতিষ্ঠিত। আনুগত্যে বিভিন্নতা ও বিলাস আছে, কিন্তু ভেদ নাই। এইরূপ আচার্য্যানুগত্যেই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র।

ভজনের শত্রু কে?

আমার দেহ ও মনই আমার ভজনের [illegible]। ভজনে অগ্রসর হইবার প্রথম মুখেই দেহ আমাকে বাধা দেয়, মন তাহার সঙ্গে যোগাইয়া থাকে।

শাস্ত্র ও সাধুমহাজনগণ বলিয়া থাকেন নিষ্কিঞ্চন মহাজনের চরণে চিরবিক্রীত হইতে না পারিলে ভজন আরম্ভ হয় না। কিন্তু ঐ সময় আমার মন বলিয়া থাকে, সাধুর চরণে বিক্রীত হইলে তোমার এত সাধের [illegible] বা স্বৈরাচারিতা বা ইন্দ্রিয়তর্পণ কিরূপে [illegible]? সাধুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা নরক-যন্ত্রণার আবাহনস্বরূপ। তোমার স্বাধীনতা কিরূপে থাকিবে?

মনের পরামর্শ শুনিয়া আমি তখন আনুগত্যধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে কর্ম্মী হইবারই পথে মন করি। দেহ ও মনের [illegible] দেহ ও মনের [illegible] নিকট গিয়া উপদেশ পাইতে চাহি। [illegible] আমাকে কখনও—"[illegible]" মন্ত্র দীক্ষিত করেন, কখনও বা ঈশ্বর সম্বন্ধে [illegible] "[illegible]"—প্রাকৃত কর্মজড়-স্মার্ত্তগণের মন্ত্র কর্ণে প্রদান করিয়া থাকেন, কখনও বা আমাকে আরও উদারতার আলোক দেখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠাশা পরিপূর্ণ দেশ ও সমাজের পদ্ধতি মধ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন, কখনও বা নেশাখোর [illegible] আমাকে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া [illegible] সাহায্য করাইয়া থাকেন, কখনও বা বাহিরে পরোপকারিতার ভান দেখাইয়া আমার [illegible] স্বার্থের [illegible] আমার আত্মবঞ্চনা সাধন করিয়া থাকেন, কখনও বা আমাকে [illegible] অর্থাৎ নির্বিশেষ [illegible] দেখাইয়া থাকেন।

আমি দেহ ও মনের দ্বারা চালিত। ইন্দ্রিয়তর্পণপর বস্তুই আমার লোভনীয় পদবী। আমি দেহ ও মনের তর্পণকেই হরিসেবা বলিয়া লিখিয়া পড়িয়া চালাইতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণসেবায় দেহ ও মনের তর্পণ নাই, কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ আছে মনে করিয়া কপট লোকের জন্য লোকবঞ্চনা করিয়া থাকি [illegible] হইতে বিরত হই।

কখনও আবার কপট-বৈষ্ণব সাজিয়া যে যে বস্তুতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পারে, তদ্বস্তুগুলি স্বীকারপূর্ব্বক নিজেকে একজন 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আনুগত্যধর্ম্ম হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকি।

কপট বৈষ্ণব সাজিয়া, নিষ্কিঞ্চনের অভিনয় করিয়া আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হই, শ্রেয়ঃপন্থা ত্যাগ করিয়া আমি মনোধর্ম্মের গড্ডলিকাপ্রবাহে ধাবিত হইয়া থাকি।

আমি কলির বাসস্থানসকল অর্থাৎ দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা (পশুবধাদি) এবং স্বর্ণ ইহাদিগকে আমার ভজনের সহায় বলিয়া বরণ করি। তাহারা এই কার্য্যক্ষেত্র অবস্থিত তাহাদিগকে সেবা দিবার ব্যবস্থা করি। আমি খুব উদ্ভাবনা, [illegible] আমার চিত্ত [illegible] বিবরণ করে যে, সময়ে আমি আমাদের দেহস্মৃতি অভাবনীয় কল্পনা [illegible] নিজকে আনন্দ করি [illegible] আমার ভজনপালার দরকার হয়, পানতামাকাদি আমার ভজনের উপকরণ বা উদ্দীপনকারী বলিয়া আমি তাহাদের আদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। কখনও বা পরের ঘরে চুরি করিয়া ও লোকা লোককে ঠকাইয়া বলিয়া থাকি যে, তামাক ও চা না খাইলে আমার পেট বায় জাগিয়া থাকে ও মাথা [illegible] আক্রমণ করে, সুতরাং ভজনে বড়ই অসুবিধা হইয়া পড়ে। আমি এসকলকেই তামাক, চা বা অহিফেন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকি, ভোগপিপাসুদের জন্য এ সকল গ্রহণ করি না। কখনও বা রাগানুগ-ভজনের ছল করিয়া শাস্ত্রের আদেশগুলি বিধিমার্গীর বাহ্যিকপর জন্য লোককে বুঝাইয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিয়া থাকি। বৈষ্ণবগণ যখন বোকা (?) তখন প্রেমের ছলনায় কপটতা করিলা কাঁদিতে পারিলে বৈষ্ণবগণকে ঠকাইতে পারি। অর্থাৎ ছলনায়, সাধুদিগের উদ্দেশে ভক্ত সাজার আমি নানা কপটতা করি। কোনও সময় ভাবি, সাধুর সঙ্গ পাইলে, তাঁহারা আমাকে এ সকল করিতে দিবেন না, তাঁহার কথায় [illegible] সুতরাং কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গে থাকিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভড়ভোগপর মনই আমার গুরু। যখন আমার গুরু মনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, মন তখনি বলিয়া উঠে, তুমি ভজন প্রস্তাব করিবার। গৃহে থাও, গৃহে থাকিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন কর, অন্তরনিষ্ঠা ও বাহ্যে লোক-ব্যবহার করিতে থাক, একট বৈরাগ্য ভাল নহে, যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রৈণভাব-বিবর্জ্জন করিলেই কৃষ্ণভজন হইয়া পড়িবে, লোকচক্ষে বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবে। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের কদর্থ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণকেই যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া মনে করি, গৃহব্রত-ধর্ম্মকেই গৃহস্থাশ্রম বলিয়া মনে করি। আমার সংসারকেই কৃষ্ণের সংসার বলিয়া মনে করি, আমার ইন্দ্রিয়সেবাকেই 'কৃষ্ণসেবা' বলিয়া গ্রহণ করি। থাকি এবং তাহা লিখিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব-লেখক হইয়া পড়ি।

"শয়তানও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে পারে"—সুতরাং আমি তখন নানাপ্রকার তামসিক বা রাজসিক শাস্ত্র হইতে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূল বচন উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রিয়-সেবা চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লই।

মনোধর্ম্মের 'পাল্লায়' পড়িয়া কখনও প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়ি, নিজের শত-সহস্র ছিদ্র ও দোষ রহিয়াছে, পাছে সেই-গুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এইজন্য জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, কপটতা থাকুক না কেন, সেইগুলি অপরকে দেখাইয়া দিবার সাহস পাই না। "তৃণাদপি" শ্লোকের কদর্থ করিয়া সেই কদর্থের আশ্রয়ে নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি। অবৈষ্ণবতা বা কপটতা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াকে 'পর-নিন্দা' বা 'পরচর্চ্চা' বলি। সেই সময় আমি খুব 'তৃণাদপি সুনীচতা' দেখাই, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে আমি কখনও পশ্চাৎপদ হই না। আমার ভোগোন্মুখী ইন্দ্রিয়জ্ঞানে শুদ্ধবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য চেষ্টার কোথায় কোন্ ছিদ্র আছে তদনু-সন্ধানে উদ্যত হইয়া থাকি এবং অজ্ঞজ্ঞানে তাঁহার অচিন্ত্যচেষ্টার সমালোচনা করিতে শতজিহ্ব হইয়া পড়ি, তখন 'তৃণাদপি' শ্লোক আমার মনে থাকে না।

তাই বলিতেছিলাম এই দুষ্ট মনই আমার গুরু। যদি আমি আমার মনোধর্ম্মকে গুরু না করিয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পদতলে বিক্রীত হইতে পারিতাম, তাঁহাকেই যদি প্রতিমুহূর্ত্তে আমার একমাত্র কর্ণধার বলিয়া বরণ করিতাম, তাহা হইলে আমার দুস্তরণী আমাকে ভবসমুদ্রপারের কূল যাবৎ পাইলেই বৈকুণ্ঠরাজ্যে লইয়া যাইত।

আমার মত হরিকথাবিমুখ, প্রকৃত [illegible] বধির ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপ মনোধর্ম্মের তাড়নার বিতাড়িত আমাকে কে রক্ষা করিবেন? আমার মনে হয়,—

"এমন নির্গুণ মোরে কেবা [illegible]।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ [illegible]॥"

এ নিত্যানন্দ আমার মনের ছাঁচে গড়া নিত্যানন্দ নয়, মনোধর্ম্মের নিত্যানন্দ নয়, এ নিত্যানন্দ অধোক্ষজ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেব। এ নিত্যানন্দ আমার চিত্তের দ্বারবীয় কত। বিধ্বংসকারী, আমার মনোধর্ম্মের অসংখ্য উৎপাতছেদনকারী, আমার বিশিষ্ট আসক্তির নিমূলকারী। আমি যেন নিষ্কপটে সেই নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত হইতে পারি।

গুরুদেব, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা কর, আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই॥
গুরুদেব, নিযুত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅবরজচিহ্ন দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজ হারী দাসাধিকারী

শ্রীনরহরিসরকারের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীভাগবতদাস ব্রজবাসী

কাজির সমাধি পাট
পুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর পোঃ চাম্পাগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জামগাছি (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্বাচার্য্য গৌড়ীয়মঠ
বাউগাছি (শিবানন্দের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ শ্রীনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরামদাস দাসাধিকারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমন্মথনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীনীলকান্ত ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীমদনমোহনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশারবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনয়নানন্দ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রীব্রজমাধব দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীজগদানন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপাভিলাষক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্থি-ভিক্ষুক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাণগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীন্দ্র ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডিউক্স ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সহাম রোড, হাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬ ৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবলরামপ্রিয় দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ পি)
সেবক—পণ্ডিত ভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধনঅঙ্গন
সেবক—শ্রীভক্তিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীমহিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ·
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল, এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩১টা অধ্যায়ে সাতশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থ শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমাংশ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (জেলা নদীয়া)।

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বর্গাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ মাধবের স্বরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা সহিত বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিস্তৃত আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অনুপূর্ব্ব সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৭৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান - শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
দশম স্কন্ধ—	৯৲
২। আসামের বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অগ্রিম)	৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অগ্রিম)	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড	৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮। প্রাকৃত আলেখ্য	৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক	।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২। ভজন রহস্য	৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)	১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	৷০
২৭। মুক্তিনিরূপণ ও তত্ত্বসুধা (সানুবাদ)	২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অর্দ্ধ বাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫। গীতমালা	⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন	।০
৪০। শরণাগতি	৵০
৪১। গীতাবলী	⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (যন্ত্রস্থ)	২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক	⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক	⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৪৯ অর্চ্চনপদ্ধতি	⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	০
৫৬। কাব্যপর্ব ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	⁄০
৬০। সারস্বতী	⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৯৲
সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ	।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্	।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পত্রচয়ঃ	⁄০
৬৯। সারার্থদর্শনম্	৵০
ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০। রায় রামানন্দ	৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্‌স্ অন বেদান্ত	৷০
৭২। নামভজন	⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজী	৷০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্	।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্	৷০
৭৭। রোসাট গৌড়ীয়মঠ ইন তুইং	⁄০
৭৮। দি ভাগবত	।০
৭৯। ইস্ট টু প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৯৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪। শ্রীপ্রেমচিন্তামণি	৸০
৮৫। সাধনপথ	৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৮৭। গীতাবলী	⁄১০
শরণাগতি	⁄০
৮৯। প্রাকৃত-রসশতদূষণী	৸৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী	৷০
তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১। শরণাগতি	৷০
তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	০॥১	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানা শাস্ত্রানুকূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থখানা শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক [illegible] ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে [illegible] এই অপূর্ব্ব আকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া গীতার [illegible] ভার প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবর্ণনীয়। [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত [illegible] মূল শ্লোক, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পরে [illegible], তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই পণ্ডিত হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার / অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৭	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩০	৭ ২৮	১৩ ২৯	.		১৮ ৫	২২ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-০১	১৯ ৩৬	০-২৫
(বদল) ছাঃ	. .		. ৯-৩৩		.	. ..		. .
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৯৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম”	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
” ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন / শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬ ৩	১৬-৩১	১৮-৩৮
মহেশগঞ্জ ”	৬-২৩	৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১

(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	.....	... . .		১৫-৫৬	১৭-৪২	. .	.....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩ ৫০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ ”	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
” ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিকাপার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিধায়ক অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা অন্যান্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাত্মা সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— দশ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৷৷৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd. No. C. 1544

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১৸০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৷৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ২২শে বৈশাখ, ১৩৪৮; ৫ই মে; ১৯৪১; সোমবার [৪৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::[০]::——

দোকান কর্ম্মচারী আইন

কোন্ সময় দোকান খোলা হইবে, তাহা লইয়া যে জনসাধারণের মনে যথেষ্ট গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, সেদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৯৪০ সালের দোকান কর্ম্মচারী আইনে দোকান খোলার সময়সম্পর্কে কোনরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ৮৷৷০টাতে দোকান বন্ধ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন এবং প্রতি সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রাতঃকালে যে কোন সময় দোকান খোলা যাইতে পারে, প্রয়োজন হইলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় সকাল ৬-৩০ মিনিটে খুলিয়া রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে বন্ধ করা যাইতে পারে। অবশ্য আইনের ৭ (২) নং ধারা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী যাহাতে কর্ম্মচারিগণকে কাজ করিতে না হয় এবং ৭ (৪) নং ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার বেশী যাহাতে তাহাদিগকে খাটিতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

———

করাচীতে জল-সরবরাহ-সমস্যা

করাচীর জলসরবরাহসমস্যা সমাধান করে সিন্ধু নদের জল করাচীতে আনিবার জন্য করাচীর মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারগণ একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রায় দেড় কোটি টাকার প্রয়োজন। কর্পোরেশনের একটি বিশেষ সভায় উক্ত পরিকল্পনাসম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

———

ব্রহ্ম নৌবিভাগের প্রথম জাহাজ

বড়লাট ও ব্রহ্মের লাটবাহাদুরের মধ্যে নিম্নলিখিত তার বিনিময় হইয়াছে :—

আমি ব্রহ্মের নৌবহরের প্রথম জাহাজখানা ভাসান উপলক্ষে আমি ভারতের পক্ষ হইতে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনাদের তারবার্ত্তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমি আশা করি, ইহা উপলক্ষ করিয়া ছোট হইতে বড় জিনিষের উৎপত্তি হইবে।

———

শ্রীহট্টে ঝড়ের ফলে ক্ষতি

জেলার সর্ব্বত্র ঝড়ে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গ্রামাঞ্চলে বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। রাজনগর-হাট ইংলিশ স্কুলের চালা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে এবং ঐ গ্রামে একজন লোক মারা গিয়াছে।

———

গ্রীক প্রধান-মন্ত্রীর মৃত্যু

গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে আলেকজান্দ্রে কোরিজিসের গত ১৮ই এপ্রিল সহসা মৃত্যু হইয়াছে। গত ৩ মাসের মধ্যে দুইজন গ্রীক প্রধান-মন্ত্রী কর্ম্মরত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

———

আসামে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়

আসামে বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় স্থাপিত হইবে তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের উপর অর্পণ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, বিভিন্ন দলের দাবী বিবেচনা করিয়া পরিষদ একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছিবেন। শিলং ও গৌহাটিতে স্থাপনের জন্য দাবী করা হইয়াছে। শ্রীহট্টে স্থাপনের দাবী বিবিধ কারণে বাতিল করা হইয়াছে

আসামের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ রোহিণীকুমার চৌধুরী কলিকাতা আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভায় যোগদান করেন। তিনি গত ২৬শে এপ্রিল ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আজিজুল হকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসামের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়সম্পর্কে আলোচনা করেন। আগামী জুন মাসে আসামে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত বিলের সিলেক্ট কমিটির এক সভা হইবে। ইহাতে যোগদানের জন্য স্যার আজিজুল হক আসাম সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর সহিতও সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ডাঃ মুখার্জ্জী কলিকাতার বাহিরে থাকায় সাক্ষাৎ সম্ভব হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সিলেক্ট কমিটির সভায় যোগদানের জন্য ডাঃ মুখার্জ্জীকেও আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

———

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র

গত ২৮শে এপ্রিল সন্ধ্যায় কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের এক সভায় বিদায়ী ডেপুটি মেয়র শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এবং মিঃ এম, এ, এইচ, ইস্পাহানি ১৯৪১-৪২ সনের সর্ব্বসম্মতিক্রমে যথাক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিদায়ী মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী বসু দলের মনোনীত শ্রীযুত ব্রহ্মের নাম প্রস্তাব করেন এবং হিন্দু মহাসভা দলের [illegible] প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং মুসলীম লীগের মনোনীত মিঃ ইস্পাহানীর নাম শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখার্জ্জী প্রস্তাব করেন এবং মুস্লিম লীগদলের সৈয়দ বদরুদ্দোজা সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার পূর্ব্বে নব-মনোনীত কাউন্সিলারগণ মিঃ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এক সভায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান চলতি সনে ইহাই কাউন্সিলের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হইল।

———

বাঙ্গালোর প্রস্তাবিত মোটর নির্ম্মাণ কারখানা

বাঙ্গালোরে প্রস্তাবিত মোটর প্রস্তুত কারখানা স্থাপন-সম্পর্কে মাদ্রাজের শিল্পবিভাগের ডাইরেক্টর উক্ত স্থান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। উক্ত কারখানার উদ্যোক্তার সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট দাখিল করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৭১৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, [illegible] মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তিরঞ্জন নাথ এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ , ২য় খণ্ড—৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ॥০
১৯। তর্ক-বিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফলম্ হরিলীলামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৴০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৴০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৴০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৵০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ॥০
৭৪। বিলটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। ঢোকাট গৌড়ীয়মঠ হুইজ হুইং ৵০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৭। গীতাবলী ৵১০
শরণাগতি ৵০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

সজ্জন-কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী স্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৪ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২২শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৫ই মে, ইং ১৯৪১, সোমবার { ৪৯৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ মধুসূদন, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

জীবের পতন

——::(০)::——

যোষিৎসঙ্গই জীবের অধঃপতনের মূল কারণ। যোষিৎসঙ্গস্পৃহাই জীবকে স্বরূপের রাজ্য—আত্মার ধর্ম—ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট ও পাতিত করে। যোষিৎসঙ্গই জীবের আত্মস্বরূপকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করে—সেবাবৃত্তি লুপ্ত করিয়া ভোগবৃত্তি জাগ্রত করে। যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গীর ন্যায় শত্রু জীবের আর নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গ-ফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেরূপ হয় না। যিনি সাধনভক্তিযোগের পরপার অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি কখনও যোষিৎসঙ্গ করিবেন না, কারণ, সাধু ও শাস্ত্র যোষিৎকুলকে সাধকের পক্ষে নিরয়দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। জীবমাত্রই বৈষ্ণব। বিষ্ণুর সেবা করাই তাহার স্বরূপের ধর্ম। স্বীয় ধর্ম্মের অপব্যবহারক্রমে বদ্ধজীব অপর ইতরবস্তুতে ভোগবুদ্ধি করে। ভোগ্য-গণের মধ্যে বস্তুবুদ্ধিতে যোষিতের সঙ্গই বদ্ধজীবকে মোহিত করে। যোষিতে আবদ্ধ জনগণ নিজের স্বরূপোপলব্ধি হারাইয়া সর্ব্বদা যোষিতের ভৃত্যকার্য্যে দিনপাত করে। জীব যোষিৎসঙ্গ-নিবন্ধন অন্তিমকালে যোষিৎধ্যানপর হওয়ায় মৃত্যুর পর যোষিদ্‌রূপেই জন্মগ্রহণ করে। মায়া নানাপ্রকারে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া জীবকে ভগবানের নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত করে ও তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের আবরণ করিয়া ফেলে।

যোষিৎ শব্দের অর্থ স্ত্রী ও ভোগ্য [illegible]। স্ত্রীসঙ্গী যেরূপ যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণসেবোপকরণ বস্তুগুলিতে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ জনও সেইরূপ যোষিৎসঙ্গী। উভয়ই জীবকে ভক্তিপথ হইতে পাতিত করে। উভয়ই জীবের কৃষ্ণস্মৃতি রহিত করিয়া দেয়। যেখানে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ, সেখানে যোষিৎসঙ্গ। কামুক যোষিতের সঙ্গ করে—ভোগ্যের সঙ্গ করে, আর প্রেমিক কৃষ্ণ-সঙ্গ—সেব্যসঙ্গ করে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা যাহার আছে, সে কামুক; তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। আর স্বেন্দ্রিয়তর্পণপিপাসা যাহার নাই—সকল বস্তুকেই কৃষ্ণভোগ্য-জ্ঞানে যিনি শুদ্ধবৈষ্ণবাশ্রয়গতে সকলকে দিয়া কৃষ্ণসেবায় তৎপর, তিনিই প্রেমিক —তিনিই ভক্তিধর্ম্মে—স্বরূপের ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার কোনকালে পতনাশঙ্কা নাই। ভোক্তার অভিমানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সংস্পর্শই যোষিৎসঙ্গ। আমি দ্রষ্টা, সমস্ত বস্তু আমার দর্শনীয়, আমি শ্রোতা, যাবতীয় শব্দ আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে গ্রহণীয়, আমি ঘ্রাণকারী, সকল প্রকার গন্ধই আমার ঘ্রাণযোগ্য, আমি আস্বাদক, আমার জিহ্বা দ্বারা সমস্ত দ্রব্য আস্বাদন করিতে হইবে, আমার স্পর্শশক্তি আছে, সুতরাং সকল সুকোমল দ্রব্যই আমাকে স্পর্শ করিতে হইবে—এই প্রকার ভোগবুদ্ধি লইয়া বস্তুর সান্নিধ্যই যোষিৎসঙ্গ। তাহাতে যথার্থ পুরুষ ভোগপুরন্দর পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনাকে ভগবানের সহিত প্রতিযোগীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করা হয়। এমন কি, অনেক সময় আমিই একমাত্র ভোক্তা, জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু কেবল আমারই প্রাপ্য, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই, সুতরাং আমাকে ভোগ করিতেই হইবে—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া জীবকে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত করে।

এই প্রকারে বিষয়সমূহের সঙ্গ করিলে—চিন্তা করিলে বা আপন ভোগে লাগাইলে তাহাকে বিষয়ী, যোষিৎসঙ্গী বা ভোগী বলা হয়। বিষয়ী ভাল ভাল দ্রব্য ভগবানের সেবায় না লাগাইয়া নিজ ভোগে লাগাইয়া ভগবানকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিবার ফলে মায়ার দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হয়। তখন অনায়াসে আত্মজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞান ভ্রম, ভক্তকে অভক্ত, অভক্তকে ভক্তবোধ ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার বিবর্ত্ত বা মোহ উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্য প্রকার যাবতীয় চেষ্টাই মোহের কার্য্য। এই মোহের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানিগণ। তাঁহারা নিজেকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা চান। ইহাই সুদৃঢ়তম বন্ধন। ইহা হইতে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অসংখ্য চরম দুর্ভাগ্যফলে এই প্রকার বন্ধন ঘটে। এই বন্ধনফলেই জীবের পাঁচপ্রকার ক্লেশের উৎপত্তি হয়। অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ আর দ্বেষ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ তাহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে।

পতিত জীবের ক্লেশভোগ অনিবার্য্যরূপে করিতে হইবে। পতিত জীব যদি ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে নিজ ক্লেশ-ভোগের কারণ অনুসন্ধান করে এবং তজ্জন্য [illegible] হইয়া আর ঐরূপ ক্লেশজনক কার্য্য করিব না বলিয়া ভগবচ্চরণে আবেদন জানায়, তবে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। পতনের একমাত্র কারণ অপরাধ। অপরাধবশতঃ জীবের এই অনিত্য জগতে পতন হইয়াছে।

পতন ও অবতরণ এক নহে। কৃপাময় [illegible] এই প্রপঞ্চে অবতরণ করেন ও স্বেচ্ছায় এ জগৎ হইতে চলিয়া যান, কিন্তু অবৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলের বাধ্য হইয়া এ জগতে আসিয়াছে এবং স্বকর্ম্মানু-যায়ী [illegible] দুঃখ কষ্টাদি ভোগ করিতেছে। অপরাধফলে জীবের পতন হয়। ভোগী জীব ভোগবৃত্তির চরিতার্থ করিতে গিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ করে। বৈকুণ্ঠের দ্বার পর্য্যন্ত পতনের আশঙ্কা আছে। বৈকুণ্ঠে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পূর্ণ শরণাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পতনের আশঙ্কা বিদূরিত হয়। সেবকের কখনও পতন নাই। যাঁহার রক্ষক আছে তাঁহার ভয় নাই, যাঁহার প্রভু আছেন তাঁহার কোন চিন্তা নাই। যাঁহার নিত্য প্রভুর সহিত অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ থাকে, তাঁহার পতনাশঙ্কা বিন্দুমাত্রও নাই।

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥

প্রভুর সহিত যাঁহার সম্বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার পতন কোন কালেই নাই। অনাশ্রিত জীবেরই পতন হয়। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই অনাশ্রিত। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের আশ্রয় না লওয়ায় কখনও ভোগের, কখনও ত্যাগের ছলনায় মুগ্ধ। ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই অন্যাভিলাষ। জীবের স্বরূপ একমাত্র সেবাভিলাষ ব্যতীত অন্য প্রকার কামনা-বাসনা নাই। তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

একমাত্র বাসনা—ভগবানের নব নব ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণবিধান করা। সেবকের কখনও পতন নাই। তাঁহাকে ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন। যাঁহারা সর্ব্বাত্মার দ্বারা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যের সহিত ভগবানের আশ্রিত হইয়াছেন—গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে ত্রিবিধ সেবাতৎপর হইয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাকেই কৃপা করেন। সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে যাঁহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে, তাঁহাকে শাস্ত্র রক্ষা করেন। গুরুবৈষ্ণবানুগত্যই মঙ্গলকামী ... । এই আনুগত্যই সঙ্গ, আনুগত্যই অনুসরণ এবং আনুগত্যই ভক্তি। এই আনুগত্যের অভাব যেখানে, সেখানেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জড়ভক্তি বা ভোগ এবং তাহার ফলস্বরূপ অনন্ত নিরয়প্রাপ্তি। ভগবান্ বা গুরুবৈষ্ণবগণ এই আনুগত্যই আমাদের নিকট হইতে চাহেন। ইহার অভাবেই আমাদের যত অসুবিধা, যত ক্রন্দন।

বদ্ধজীবমাত্রেই পতিত। ভগবৎস্মৃতি তাহাদের নাই। ভগবচ্চরণে অপরাধবশতঃ জীব যে ভগবানের নিত্য কিঙ্করাধিকিঙ্কর সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। ভগবৎকৃপাবতার শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ জীবকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। কি করিলে জীব এ জগৎ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে তাহারও পথ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

(জীব) কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই।
যায় সকল বিপদ্, ভক্তিবিনোদ,
বলেন যখন ও-নাম গাই॥

পতিত জীবের ইহাই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। যতই মায়া-মোহ অপসারিত হইবে ততই জীব গুরুবৈষ্ণবের এই সকল বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়া উত্তরোত্তর ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

জগতের প্রগতি কোন্ দিকে ?

——::•:: – –

(শ্রীল তীর্থগোস্বামিমহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম)

[স্থান—শ্রীমারস্বত-শ্রবণ সদন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, তাং—২৭শে এপ্রিল, ১৯৮১]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তাঁহার শক্তি ত্রিবিধ, যথা, চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। তাই শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥
(চৈঃ চঃ ম ২০।১১১)

অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি হইতে চিজ্জগৎ, তটস্থা জীবশক্তি হইতে জীবজগৎ ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জড়জগৎ প্রকাশিত। চেতনের ধর্ম্ম স্বতন্ত্রতা। অণুচিৎ জীবের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটী ধর্ম্ম আছে। সেই স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্মের সদ্ব্যবহারফলে সে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে নিত্যকাল নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আর তাহার অপব্যবহারফলে মায়া-কবলিত হইয়া জড়জগতে সুখ ও দুঃখের ক্রীড়নক হইয়া থাকে।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তা'রে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
(প্রেমবিবর্ত্ত)

মায়াকবলিত জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিতাপ যাতনা ভোগ ও দেবীধামের বিভিন্ন লোকে পরিভ্রমণ করে। যদি একটী কবুতরকে চৌদ্দটী গবাক্ষ সংযুক্ত একটী স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় এবং উহা হইতে বহির্গমনের পথ একটী জালের দ্বারা নিরোধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ... ঐ গবাক্ষগুলির মধ্যে গমনাগমন করিতে থাকে—মুক্ত হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ জীব এই দেবীধামে আবদ্ধ হইয়া এই চৌদ্দটী লোকের মধ্যে গমনাগমন করিয়া থাকে—পরব্যোমে বিচরণ করিতে পারে না। এইরূপ বদ্ধাবস্থায় জীব নানাপ্রকার অভ্যুদয়ের যে সকল প্রস্তাব করে—প্রগতির যে সকল পথ আবিষ্কার করে, তাহা সকলই মায়িক বদ্ধদশার প্রলাপ। ঐ সকল প্রস্তাবিত পথে বিচরণ করিলে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডেই যাতায়াত হয়, বস্তুতঃ মুক্তদশা লাভ হয় না। জগতের প্রগতি বদ্ধদশারই উচ্চাবচ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতএব উহা 'প্রগতি' পদবাচ্য না হইয়া অধোগতি বলিয়া আখ্যাত হওয়া উচিত।

কেন্দ্র ঠিক না হইলে যেমন বৃত্ত অঙ্কিত হইতে পারে না, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিবিহীন অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। Civilisation যদি ভগবৎসেবা-কেন্দ্রবিহীন হয়, তবে তাহা সর্ব্বনাশকর। একমাত্র সনাতনধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত যত ধর্ম্ম আছে, সমস্তই মনোধর্ম্ম হইতে সৃষ্ট বা আত্মধর্ম্মের বিকৃত রূপ। এই মনোধর্ম্মে কেন্দ্র স্থির নাই।

রজস্তমোগুণ প্রবল হইলে হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস ও জরাসন্ধের ন্যায় চিত্তবৃত্তি উদিত হয় এবং তৎফলে ধ্বংসপ্রগতি অনিবার্য্য। সত্ত্বগুণে জ্ঞান প্রকাশ হইলেও বিশুদ্ধসত্ত্বের আনুগত্য ব্যতীত অপরোক্ষ-জ্ঞানবাদে নির্ব্বিশেষবাদ প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের অতীত ভূমিকায় অবস্থিত।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।" শব্দব্রহ্ম শ্রীনামপ্রভুর কৃপা ব্যতীত অধোগতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই।

ন হ্যেষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩)

"রসো বৈ সঃ"। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সকল রসের সেব্যবিগ্রহ। তিনিই একমাত্র পুরুষ—একমাত্র ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য বা যোষিৎ। 'আমি স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত কৃষ্ণযোষিৎ'—এইরূপ অভিমানে যে দর্শন, তাহাই সুদর্শন। আর ভোক্তাভিমানে যে জগদ্দর্শন, তাহাই কুদর্শন, মোক্ষে নির্ব্বিশেষদর্শন। ভোগে কষ্ট পাইয়া থাকে বলিয়া ত্যাগিগণ কৃষ্ণ-সেবোপকরণকে কৃষ্ণসেবায় না লাগাইয়া 'মর্কটবৈরাগ্য'-র ন্যায় ত্যাগ করে'। তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে নিজ সুখকাম থাকে না বলিয়া তাহারা 'প্রচ্ছন্নভোগী' নামে কথিত হয়। তাহারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীরূপ এবং লীলাবিলাস স্বীকার করে না বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদী। তাহাদের বিচার—তাহারা যে ডালে বসিবে, সেই ডাল কাটিবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥
(ভাঃ ১০।১৪।২২)

এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি ... ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে।

এই জগৎ অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে। ভোগী ভোগের মাদকতায় এই জগৎকে নিত্য ও ত্যাগী ত্যাগের মাদকতায় মিথ্যা বা পারমার্থিক কল্পনা করিয়া ভোগ ও ত্যাগের যে প্রগতি কল্পনা করিতেছে, তাহাতেই এই জড়জগতে নানাপ্রকার সংঘর্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অস্থির-সিদ্ধান্তের প্রচার হইয়াছে। জগতের প্রগতি ভোগ ও ত্যাগের পথ ব্যতীত শুদ্ধভক্তির পথে বিচরণ করিতে অসমর্থ। পাশ্চাত্য জগৎ বর্ত্তমানে ভোগ বা জড়-বিজ্ঞানের প্রগতির পরিণাম প্রদর্শন করিতেছে। ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে হয় ত' কেহ কেহ ত্যাগের প্রগতিকে বহুমানন করিবে। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি ভোগ ও ত্যাগ-প্রগতির দুইটী শেষ পরিণতি প্রদর্শন করিয়াছিল। উহা পৌরাণিক মত-বাদ বলিয়া আধুনিকতাবাদীর নিকট অগ্রাহ্য হইলেও বর্ত্তমান জগৎ উহারই খণ্ড প্রতিধ্বনি করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভোগ ও ত্যাগ—উভয়ের প্রগতি ধ্বংসের দিকে। জন্মের প্রগতি—মৃত্যুর দিকে। মৃত্যুর প্রগতি—জন্মের দিকে। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম—আবার মৃত্যু। এই ব্রহ্মা ও রুদ্রের তাণ্ডব জীবকে মায়াবিমোহিত করিয়া ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু বিষ্ণু বা বাসুদেবের লীলায় নিত্য স্থিতি ও অধিষ্ঠান। এজন্যই ভোগ ও ত্যাগের কথা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি হইলে প্রকৃত প্রগতির পথে অভিযান হয়।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥
(ভাঃ ১।২।৮)

যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবৎ ও ভাগবত-মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না করায়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রমমাত্র।

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ
সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো
যতো ভবেৎ॥
(ভাঃ ২।২।৩৩)

এই সংসারে প্রবেশকারিজনের অপবর্গের নানা পথ থাকিলেও ভগবানের সন্তোষমূলক কর্ম্মাপেক্ষা মঙ্গলময় পথ আর নাই, যেহেতু ইহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেমোদয় হয়।

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥
(ভাঃ ৩।৯।১০)

[হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়সুখের লেশ-মাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত মনোরথ-রূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্যও উদ্যম করিতে পারেন না, যেহেতু, উহাও তাঁহাদের জন্য দৈবকর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে।]

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
(ভাঃ ৪।২২।৩৯)

[ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিসকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্ম-বাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হন না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।]

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥"

সুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবাসুদেবের সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীবাসুদেবের সন্ধান না পাইলে সূরিগণও মোহপ্রাপ্ত হয়। শ্রীবাসুদেব হৃদয়ে নিত্য অধিষ্ঠিত হইলে পরানন্দের পথে প্রগতিলাভ হইয়া থাকে। সে প্রগতির বিরতি নাই। তাহা দেশ কাল-পাত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। এই জগতের প্রগতি ধ্বংসের দূত, আর শ্রীবাসুদেবের সেবায় প্রগতি বা প্রত্যগ্‌গতি সান্দ্রচিদানন্দের পথে আরোহণ। তাহাই শ্রীকৃষ্ণচরণকমলযুক্তে নিত্য আশ্রয়লাভ।

শ্রীপদ্মাবতী দেবী

পরমবৈষ্ণবীশক্তি, পতিব্রতা শ্রীপদ্মাবতী দেবী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জননী। রাঢ়দেশে 'একচাকা' নামে একটি গ্রাম আছে। বর্ত্তমানে বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন (নলহাটী লুপ লাইন) হইতে চারিক্রোশ পূর্ব্বদিকে এই গ্রাম অবস্থিত। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত নামে অতি নিষ্ঠাপরায়ণ, মহাবিরক্ত-প্রায়, দয়ালুচরিত ও উদার এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীর নামই শ্রীপদ্মাবতী দেবী। পতি-পত্নী উভয়েই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই যে জীবের জীবনের ব্রত—ইহা নিয়ত আচরণ-দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গণ্ডগ্রামের ভিতরে বসিয়া তাঁহারা এইরূপ আদর্শ বৈষ্ণবজীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু মরীচিমালী যেরূপ বিশাল গগনের এক কোণে উদিতপ্রায় প্রাতঃকাল হইলেও তাঁহার আবির্ভাবের কথা সকলেই জানিতে পারে, তদ্রূপ একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে সেই ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতি বাস করিয়া হরিভজন করিলেও সমগ্র বিশ্বে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কিরণ-ছটা বিকীর্ণ হইল। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর বিশুদ্ধসত্ত্বে জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দজননী একাধারে ত্রেতাযুগের লক্ষ্মণজননী সুমিত্রা ও দ্বাপর যুগের বলভদ্র-জননী রোহিণী। শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী নিত্যকাল বাৎসল্যরসে ভগবানের সেবক ও সেবিকা। তাঁহারা বাৎসল্যরসের অবধি, কিন্তু এই অবতারে স্বয়ং-ভগবান্ জীবশিক্ষা-কল্পে লোকশিক্ষকরূপে অবতীর্ণ। তাই তিনি তাঁহার সমগ্র নিজজনের দ্বারা এক একটি মহান্ আদর্শ স্থাপন করিলেন।

"পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
তাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দরায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায় ॥"

•   •   •

"তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া ॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে ॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি' যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায় ॥
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতুলি যেন মিলায় শরীরে ॥
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি।
'প্রাণ' হইলা নিত্যানন্দ 'শরীর' হাড়াই ॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ৩৫-৩৬, ১০-১৫)

এইরূপ মাতাপিতার বাৎসল্যরসে সেবিত হইয়া বালক নিতাই বাল্যলীলায় ব্যস্ত ছিলেন। দৈবাৎ একদিন একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী নিত্য-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। পরমোদার হাড়াই পণ্ডিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত ভিক্ষা করাইয়া স্বীয় ভবনে তাঁহাকে স্থান দিলেন। বৈষ্ণব-সাধুকে পাইয়া পণ্ডিত সারারাত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে যাপন করিলেন। উষঃকালে সন্ন্যাসিপ্রবর স্থানান্তরে গমনকাম হইয়া হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন,—"পণ্ডিত, আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।" সর্ব্বদা বৈষ্ণব-সেবায় ব্যগ্র হাড়াই পণ্ডিত, 'বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা গৃহস্থের আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে', —এইরূপ বিচার করিয়া সন্ন্যাসিপ্রবরকে বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি যাহা চাহিবেন, এ অধম তাহাই সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য পাইলে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।"

কৃষ্ণার্থে সর্ব্বস্বত্যাগী, সর্ব্বস্বদ্বারা সতত কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণব-ভিক্ষুক সামান্য প্রাকৃত ভিক্ষুকের ন্যায় কিছু ভিক্ষা করেন না। তাঁহারা অল্পতে সন্তুষ্ট নহেন। কেন না, তাঁহাদের চিত্ত সমগ্র বস্তুদ্বারা স্বরাট্ পুরুষ ভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। তাঁহারা নিজেরা ভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব ডালি দিয়াছেন, তাই তাঁহারা জগতের সকল জীবের সর্ব্বস্বকে ভগবানের পদকমলে অঞ্জলি প্রদান করাইবার জন্য প্রতি দ্বারে দ্বারে সেই ভিক্ষাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিক্ষার গীতি এই,—

'রাধাকৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীও আজ সেই ভিক্ষাই চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী আজ হাড়াই পণ্ডিতের যথাসর্ব্বস্ব—অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ, নয়নের তারা, হাতের নড়ি, গলার হার, বুকের ধন, গৃহের মাণিক, 'তাঁহার বলিতে যা কিছু' সেই নিত্যানন্দচাঁদকে ভিক্ষা চাহিলেন, বলিলেন,—"পণ্ডিত! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভিক্ষা চাই। আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, তীর্থপর্য্যটন করিয়া বেড়াইব। আমার সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী চাই, তোমার পুত্রকে আমার সঙ্গে দাও।"

হাড়াই পণ্ডিত! তুমিই যথার্থ পিতার আদর্শ। তুমি যদি আজ বৈষ্ণব সেবার্থ এইরূপ অপূর্ব্ব ত্যাগের আদর্শ না দেখাইতে, তাহা হইলে জগতে 'বৈষ্ণব-সেবা' গৃহস্থের —গৃহ স্বর কেন, সমগ্র জীবের মঙ্গলের উপায়টী ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইত। আজ তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম নিত্যানন্দ-চন্দ্রকে তুমি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দিবার পূর্ব্বে কি বিচার করিলে? তাহা আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়,—

"ভিক্ষুকের পূর্ব্বে মহাপুরুষসকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন ॥
যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা না'হ জীয়ে।
তথাপিও দিলেন এই পুরাণেতে কহে ॥
সেই ত' বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে ॥"

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য ৩।৮৭-৯০)

এইরূপ বিচার-পূর্ব্বক শ্রীহাড়াই পণ্ডিত শ্রীপদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন। এবার পাঠক-পাঠিকাগণ মাতৃত্বের আদর্শ শ্রবণ করুন। জগতে এইরূপ মাতৃত্বের আদর্শ হইয়াছে কিনা জানি না। প্রাচীন ইতিহাসে বহু আর্য্যনারীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাতা শত্রুর পায়ে পুত্রের প্রাণ ডালি দিবার জন্য পুত্রকে নিজহস্তে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশুপুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছে—এ কথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সে-সকল জাগতিক মহানাদর্শের অভিনয়গুলি যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থত্যাগের নামে স্বপস্বার্থ, মাতৃত্বের নামে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা নেপথ্যে নৃত্য করিতেছে। কারণ, যেখানে সম্পূর্ণ-ভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই, তাহা কৈতব-কাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও উহা সুন্দর মুখোস পড়িয়া আমাদিগকে অনেক সময় ছলনা করে, তথাপি উহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাময়ী প্রহেলিকামাত্র। আজ পতিব্রতা-শিরোমণি পদ্মাবতী বৈষ্ণব-পতিকে কি বলিলেন, তাহা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের অমর ভাষায় বলিতেছি,—

"শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা ॥"

ইহাকেই বলে জননীত্ব, মাতৃত্ব ও পাতিব্রত্য। যদি কাহারও জননী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জননীরই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। যদি কাহারও সহধর্ম্মিণী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ পত্নীই হওয়া উচিত। নতুবা বৃথা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কৃষ্ণের বস্তুকে নিজের ভোগে লাগাইবার জন্য দশমাস দশদিন গর্ভধারণ করা বৃথা।

"পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥"

এই ভাগবতের বাণী অক্ষরে অক্ষরে পদ্মাবতীর জলদচরিত্রে প্রকাশিত।

জগতের বহির্ম্মুখ জনক-জননী পুত্রকে সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পুত্র কোনরূপ সাধুসঙ্গ করিতেছেন, কোনরূপ একটু ভাল হইতেছেন শুনিলেই, পাছে তাহাতে তাঁহাদের ভোগের ব্যাঘাত হয়, ভাবিয়া তাঁহাদের পুত্রগণ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া না দেয়—এই আশঙ্কায় পুত্রকে ধর্ম্মপথে যাইতে শতপ্রকারে বাধা দিয়া থাকেন। আর যদি জানিতে পারেন যে, কোন শুদ্ধ-বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসীর সঙ্গে পুত্ররত্নটী মিশিতেছেন, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসীকে পারিলে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টারও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন না। বর্ত্তমানে এইরূপ হিরণ্যকশিপুসদৃশ শত শত পিতা ও কৈকেয়ী সদৃশ শত শত মাতার অভাব নাই। আমরা অনেক সময় অনেকেই জনকরাজা, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির দোহাই দিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক থাকি; কিন্তু যদি কোন [illegible] সাধু আমাদের কোন আত্মীয় স্বজন বা দুই একটি সন্তানকে আমাদের ন্যায় স্বার্থপর দস্যুর হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করিবার চেষ্টা করেন, তখনই আমাদের বৈষ্ণবতার পরীক্ষা হয়। আমরা তখন ঐ বৈষ্ণব-সাধুর শত্রুতা আচরণ করিতেও ত্রুটি করি না। কিন্তু আমাদের ন্যায় এইরূপ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী মিছাভক্ত, তথা বহির্ম্মুখ জনক-জননী-অভিমানিগণের চক্ষুর সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য আজ হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী—যাঁহারা বাৎসল্যরসের একমাত্র অবধি, তাঁহারা নিজ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে পরম প্রীতি-সহকারে সন্ন্যাসীর হাতে অর্পণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন।

"সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতাপিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা ॥"

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

মুকুন্দ কুঞ্জ অনুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাউভাড়া (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীনিতাইদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদাসস্বরূপ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

চাঁদ রোড, গয়া

সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীপ্রেমদচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপাবন দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রীকৃষ্ণমন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনন্দনন্দন পঙ্কলোচন

শ্রীগোবৰ্দ্ধন মঠালয়

গোবৰ্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণ মথুরা।

সেবক—শ্রীরাধারমণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরা

পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর কর্ণাল (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীঅনাদরানন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীবক্রেশ্বর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

অর্চ্চাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপার্দ্ধিবর্দ্ধক)

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আত্মাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপার্দ্ধিবর্দ্ধক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীগুণনিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিঙ্কুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৬০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪ ৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত,
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।৹	৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এ গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু... র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিদ্বৎ পদ্যানুবাদসহ মাত্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অবদান গীতা... পাঠকগণকে প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা, তৎপরে বড় অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রাঞ্জল তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থনুবন্ধ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-স্বরূপ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ধাম্মিকগণের সুধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১০-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২০ ২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬ ৩০	৭-২৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-৫৫
(বদল) ছাঃ			৯-০১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৫৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩০

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২			১৬ ৬	১৬ ৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১			১৬-১২	১৬-৭০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৭	৯-৫৫			১৬-৬৬	১৭ ১৭	১ ২৯	
(বদল) ছাঃ	৯-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৪২	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ					১৫-৫৬	১৭-৪২		
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২ ৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৬০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -ভিক্ষাপাত্র একমাত্র পারমার্থিক মাসিক" পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় -পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ও 'দ্রষ্টব্য' ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণোদ্দেশে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট. পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া পীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd. No. C. 1544

শ্রীশ্রীপ্রাক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
জৈন, বৌদ্ধ, কর্ত্তার ভজন
উপাসকদের অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪৮; ৬ই মে, ১৯৪১; মঙ্গলবার [৫০তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::[॰]::——

কলিকাতায় সিভিক গার্ড দল

কলিকাতা ও সহরতলীর শত সহস্র সিভিক গার্ডকে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৮টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে কাজ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

সহর ও সহরতলী মোট ২৫০টী বিটে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেক বিটের জন্য ছয়জন করিয়া সিভিক গার্ড নিযুক্ত করা হইয়াছে। ৮টী বিটের কাজ দেখিবার জন্য একজন গ্রুপ কমাণ্ডার থাকিবে। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে সহরকে চোরের ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোকের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা।

মুন্সীগঞ্জের নিকটে দুঃসাহসিক ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জ সহর হইতে এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত পঞ্চসার গ্রামের ডাঃ সতীশচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অনুমান ১২ জন ডাকাত খাকী পোষাক পরিয়া এবং মুখে রং মাখিয়া ছোরা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র উক্ত ডাক্তারের বাড়ীতে হানা দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক অধিবাসীদের সকলকে হাত দিয়া বাঁধিয়া ফেলে। অতঃপর তাহারা ট্রাঙ্ক এবং আলমারীর তালা ভাঙ্গিয়া [illegible] এক হাজার টাকা এবং ৫২ ভোলা পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার লইয়া চম্পট দেয়। ডাঃ মিত্র ডাকাতগণকে বাধা দিলে ডাকাতরা তাঁহার হাতে ছোরা দ্বারা আঘাত করে। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

গড়ের মাঠে গড়খাই

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ সি, ই, এস, ফেয়ারওয়েদার নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :—

বিমান-আক্রমণের সময় আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য গড়ের মাঠে প্রায় একশত গড়খাই কাটা হইয়াছে। যাঁহারা রাত্রে ময়দানে বেড়ান তাঁহাদিগকে খুব সাবধানে চলিবার জন্য হুঁসিয়ার করিয়া দেওয়া যাইতেছে। ঐ সমস্ত গড়খাতে পড়িয়া তাঁহাদের আঘাত পাইবার সম্ভাবনা আছে।

এই সমস্ত গড়খাইর কাছে নোটিশ আটা থাম রহিয়াছে। আশা করা যায় যে, কোথায় গড়খাই আছে, জনসাধারণ তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

এক সপ্তাহ গ্রীষ্মের ছুটি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই এ বৎসর যথারীতি এক সপ্তাহের গ্রীষ্মাবকাশ সমস্ত কর্ম্মচারীকেই দেওয়া হইবে। মে হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এই ছুটির ব্যবস্থা করা [illegible]

গেণ্ডারিয়া ষ্টেসন

ঢাকা নগরীর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত লোহারপুল ষ্টেসনের নাম ১লা মে হইতে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের দাবী অনুসারে উহার নূতন নাম হইবে গেণ্ডারিয়া ষ্টেসন।

পার্ব্বতীপুরের নিকট বেলুন প্রাপ্তি

দিল্লীর আবহাওয়া অফিস হইতে একটী বেলুন উড়াইয়া দেওয়া হয় এবং প্রকাশ থাকে যে, উক্ত বেলুন যে ব্যক্তি পাইবে তাহাকে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। উক্ত বেলুন পার্ব্বতীপুরের নিকট পতিত হইয়াছে। জনৈক লোক উক্ত বেলুনটি কুড়াইয়া পায় এবং সে উহা নিকটবর্ত্তী থানায় জমা দেয়। সেখান হইতে বেলুনটি দিনাজপুরের কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার

ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ আজমীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, আলিগড়ের বাহিরে যে সমস্ত কমিটির সহিত তিনি জড়িত আছেন সেই সমস্ত কমিটির সহিত তিনি তাহার সম্পর্কচ্ছেদ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে যাহাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তজ্জন্য নাকি তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাদুরের বিমানযোগে ঢাকায় আগমন

বঙ্গদেশের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ এম, সি, কার্টারের সহিত গত ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে বিমানযোগে ঢাকায় পৌছিয়াছেন।

কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করার পর তিনি শান্তি কমিটির এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীহট্টে বাস প্রচলনের জন্য আবেদন

সহরের আয়তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ শ্রীহট্টের জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট টাউন মোটর সার্ভিস প্রচলনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ডিভিশনাল সুপার নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন—

"১লা মে তারিখে অনুমান অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় ১০৩নং আপ রেঙ্গপুর লোকালখানি শিয়ালদহ হইতে যাত্রা করে এবং উল্টাডাঙ্গা রোড এবং দমদম জংশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উহার ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয়। একটি রিলিফ ইঞ্জিনদ্বারা ট্রেনটিকে কাঁকুড়গাছিতে আনা হয় এবং ৬টা কুড়ি মিনিটের সময় অন্য লাইন দিয়া উহাকে চালাইয়া দেওয়া হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে কেবলমাত্র একজন রেল কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। ঘটনার ফলে ট্রেণটি দুইঘণ্টা কুড়ি মিনিট কাল দণ্ডায়মান থাকে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই খণ্ড, তাহার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাস্তব, প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডই ১১৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষাংশে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবরণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপণ্ডিতরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অর্থাদের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
দশম স্কন্ধ—	৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮। দ্বাদশ আলবর	॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক	।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২। ভজন রহস্য	॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥০
২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভগবতো হঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫। গীতমালা	⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	৵০
৪১। গীতাবলী	⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক	⁄১০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি	⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ	⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী	⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲
সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬৯। মায়াবাদনির্ণয়ম্	৶০
ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০। রায় রামানন্দ	॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্‌স্ অন বেদান্ত	॥০
৭২। নামভজন	⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি	॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্	।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	⁄০
৭৮। দি ভাগবত	।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫। সাধনপথ	॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৮৭। গীতাবলী	⁄১০
শরণাগতি	⁄০
৮৯। প্রার্থনারসবাণী	।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥০
তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১। শরণাগতি	॥০
তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অপূর্ব্ব কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিষদ'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ পুনঃ মুদ্রিত প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী স্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৫ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২৩শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ৬ই মে, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৫০তম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ

——:•:(•) •:——

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি কাহারও অন্তর্গত বা বশীভূত নহেন। প্রকৃতি, কাল, কর্ম্মাদি সবই তাঁহার বশীভূত। তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়। অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি সকলের দ্রষ্টা, তিনি কাহারও দৃশ্য নহেন। তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্তধর্ম্মাবিশিষ্ট। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য অভিন্ন। তিনি অদ্বয়জ্ঞান। তিনি অতি দূরে ও অতি নিকটে এবং সর্ব্বদা ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত। তাঁহাকে কেহ জানিয়া লইতে পারে না। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখন তিনি প্রকাশিত হন—যাহার প্রতি তাঁহার দয়া হয় তাঁহাতে। কার্ষ্ণের সেবা না করিলে কৃষ্ণানুশীলনে কাহারও অধিকার হয় না। কার্ষ্ণকে বাদ দিয়া কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ অতিমর্ত্ত্য—অধোক্ষজ বস্তু। তিনি সকল বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী। বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ করা সম্ভব হইতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণা এক একটি করিয়া গণনা করা সম্ভব হইতে পারে, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইতে পারে, বিরাটের ধ্যান-ধারণা সম্ভব হইতে পারে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণ দ্বারা বিরজা-ব্রহ্মলোকের পরপারে নারায়ণ-ধামে চতুর্ভুজত্ব লাভও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অভিজ্ঞান ইহ জগতের অস্মিতায় সম্ভব নহে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে নিজে না জানাইলে জীব আপন চেষ্টায় কখনও তাঁহাকে জানিতে পারে না। আবার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার তত্ত্ব অযোগ্য জীব জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইলেও সেই কৃষ্ণলীলা ভক্তিজনগণ ব্যতীত অপর অযোগ্য জীবগণ কেহই বুঝিতে পারে নাই। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া অযোগ্য জীবকে যোগ্য করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এত দয়া! শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া কেহ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারে না। শ্রীশচী-নন্দনরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপা হইলে শ্রীনন্দনন্দনরূপী শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর উভয়ই স্বয়ংরূপ—উভয়ই একতত্ত্ব। তবে উভয়ের লীলাগত বৈচিত্র্য আছে।

আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস—এই বাক্যে যাঁহার যত বিশ্বাস আছে বা হয় যিনি যত উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহার তত মঙ্গল হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,

(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম। তাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ-বস্তু আর নাই। তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু, জীব ভজনকারী বস্তু, আর উভয়ের মধ্যে যে ক্রিয়া, তাহাই ভজন। সম্বন্ধ জানার পর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। 'আমি কৃষ্ণের' ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। যেখানে সম্বন্ধ, সেখানেই সেবা। সেইজন্যই শাস্ত্র আদৌ শ্রদ্ধা, সম্বন্ধজ্ঞান ও আত্মনিবেদনের কথা বলিয়াছেন।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে, বক্ষে, মস্তকে থাকিবার বস্তু, ব্রাহ্মণগণেরও পরমোপাস্য ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে অনুক্ষণ নিজ স্কন্ধে ও মস্তকে রাখেন, সেই গুরুবৈষ্ণবের কৃপা, সঙ্গ ও আনুগত্য ছাড়া কৃষ্ণকে পাইবার দ্বিতীয় রাস্তা নাই। দীন ও অকিঞ্চন হইলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। আমরা যতই দুর্ব্বল হই, যতই অযোগ্য হই, যদি দীনতা ও অকিঞ্চনতা থাকে, তাহা হইলে করুণাময় কৃষ্ণ কার্ষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। কৃষ্ণসেবকগণের কর্ম্ম সাধারণ কর্ম নহে। আলো-অন্ধকারের সহিত যেরূপ পার্থক্য, সেবার সহিত কর্ম্মেরও সেইরূপ পার্থক্য। সুবর্ণ ও কেমিক্যাল স্বর্ণ যেরূপ, ভক্তি এবং কর্ম্মও সেইরূপ। ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্মের ধার ধারেন না। তাঁহারা দেহ-মন-আত্মা ভগবৎ-সেবার্থ সমর্পিত বলিয়া তাঁহারা যাহা করেন, তাহা কর্ম্ম নহে, তাহা সেবা। শ্রীকৃষ্ণ—বিষয় আর সব তাঁহার আশ্রিত। তিনি স্বয়ংরূপ। তিনিই মূল বস্তু।

অনেকে ভগবানের বিশ্বরূপকেই পরম-স্বরূপ মনে করেন। কিন্তু এই বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম-স্বরূপ নহে, উহা প্রাকৃত। বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অধীন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্রই বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন সুখ পান নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অর্জ্জুনকে নিজ দ্বিভুজমুরলীধর রূপ দেখাইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে ভগবান্ দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন; সুতরাং বিশ্বরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ, এইরূপ বিচার ঠিক নহে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সখা ও পার্ষদ। তিনি নিজচক্ষুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যকাল দর্শন করেন। সেই চক্ষু যে নিত্য অপ্রাকৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বিশ্বরূপদর্শনের সময় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে যে দিব্যচক্ষুপ্রদানের কথা শুনা যায়, তাহা অর্জ্জুনের স্বাভাবিক অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে দেবস্বর্গিক ঐশ্বর্য্যদিক দৃষ্টিদান মাত্র, উহা অর্জ্জুনের আকাঙ্ক্ষিত নহে। ভগবদ্বহির্ম্মুখ দেবতাগণ বা জীবগণের যখন অপ্রাকৃত স্বরূপ অপ্রাকৃত ... হয়, তখনই তাঁহাদের বিশ্বরূপদর্শনের যোগ্যতা বা আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহজ স্বাভাবিক অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের অভিনয় করাইয়া দিব্যদৃষ্টি দানের অভিনয় করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ প্রদর্শন শ্রীকৃষ্ণের স্বয় ভগবত্তার পরিচায়ক নহে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের ... প্রদর্শন করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণই লীলাময়। ভগবানের সকল নামাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র। বিষ্ণুসহস্রনামের ... যে ফল হয়, শ্রীরামের একটি নাম একবার মাত্র কীর্ত্তিত হইলে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীনাম নামী অপেক্ষা বেশী দয়ালু। মুক্তিদাতৃত্বহেতু রামনাম তারক এবং প্রেমদাতৃত্বহেতু কৃষ্ণনাম পারক। শ্রীকৃষ্ণনাম তারক ও পারক উভয়ই। তারক হইতে মুক্তি আর পারক হইতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। রামনামে মোচকত্বশক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষসুখধিক্কারি প্রেমানন্দদায়ক শক্তি সর্ব্বাধিক। বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"কেহ শাস্ত্র

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হউন বা খল্ট হউন, শ্রীভগবানের নামের শক্তি নিজ অসঙ্কোচ শক্তিরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। যে নামে প্রেমানন্দ প্রচুর, সেই নাম অপরাধশূন্য ব্যক্তির অন্তরে নিশ্চিত কাহাকে প্রেমদান করিয়া থাকেন, অতএব সেই নামে মোক্ষলাভ তুচ্ছ, সেই নাম মুক্তি মাত্র প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু লোক প্রেমের ন্যায় দাতা নহে, অন্যান্য বা কোনরূপ দুঃখের অভাব মাত্র সুখ নহে, রোগাদি মুক্তির পর স্বাস্থ্যলাভের ন্যায় আহার নিদ্রাদি বিষয়ে সুখ অধিক। যেমন নামাভাসেই অনায়াসে মুক্তি হয়, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের নামের অধিক মাহাত্ম্য শুনা যায়।" শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ভগবান বলিয়াছেন "হে নারদ, নাম সকলের মধ্যে কৃষ্ণ নামটী আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।"

কৃষ্ণভজন জীবের সহজধর্ম্ম। তাহা কাল্পনিক বা অসম্ভব কোন ব্যাপার নহে। তবে একটা কথা এই যে, ভজনে অপরাধ থাকিলে বা কপটতা থাকিলে ভজন হয় না। শাস্ত্র বলেন,—শত বিঘ্নের দ্বারা শত, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা সহস্র এবং অযুত অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি কোন ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিঘ্নাদি ভক্তকে বাধা দিতে পারে না। কুটিলের হরিভজন হইবে না। সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াও অপরাধদোষে শ্রীভগবান, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রতি অন্তরে অনাদর অশ্রদ্ধা থাকিলে তাঁহাদের প্রতি যে পূজাদি করে, তাহাই কুটিলতা। এরূপ কুটিল বা কপট ব্যক্তির আদৌ ভক্তি আবির্ভাব হয় নাই। চিত্ত খুব পাপের দ্বারা মলিন থাকিলে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি বিশ্বাস হয় না। সুস্থতা-অসুস্থতা, সুখে দুঃখে, স্বর্গ নরকে, শয়নে-স্বপনে, ভোজনে শয়নে, সম্পদে বিপদে, এ জগতে বা অন্যজগতে, স্ত্রীদেহে পুরুষদেহে, যে কোন স্থানে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সর্ব্বাবস্থায় সকলের হরিভজন হইতে পারে, কিন্তু কুটিলের কখনও হরিভজন হইবে না। কুটিলের সাধুসঙ্গেও সহজ আপনজ্ঞান নাই। মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারা মহামঙ্গলের কথা শুনা যায়। ভগবদ্ভক্তগণ অকুটিল অজ্ঞকে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু কুটিল বিজ্ঞকেও কৃপা করেন না। শ্রীনামের ফলমাহাত্ম্যে অর্থবাদকল্পনা এবং বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি দশবিধ অপরাধ-ফলেই আমরা হরিভজন করিতে পারি না। আমাদের যত অসুবিধাই থাকুক, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে যদি আমাদের আপনজ্ঞান থাকে তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ করিতে পারিব। স্বতন্ত্র বা সংকল্পাদি ভগবৎকৃপার বাধক। সাধুগুরুকৃপা লাভ খুব কঠিন নহে। দৈন্যই কৃপালাভের একমাত্র উপায়। 'দীনের অধিক দয়া করেন ভগবান।' এ সকল কথা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে এই অমূল্য গ্রন্থ আলোচনার সৌভাগ্য হইলে আমরা বিশেষ লাভ করিতে পারিব।

'আমি কর্ত্তা'—এই অভিমান যাঁহার আছে, তিনি মূঢ়। কিন্তু ভক্তগণ সকলের কর্ত্তা ব্যতীত আর কাহারও কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তৃণাদপি সুনীচ হয়, তাহা হইলে কর্তৃত্বাভিমান আদৌ থাকিবে না। নিরন্তর কৃষ্ণের নাম করা জানার জীবনের সার্থকতা। সেখানে মায়ার হাত হইতে নিস্তার নাই। কৃষ্ণপাদপদ্মের মধ্যে না পড়িলে মায়ার আকর্ষণ থাকিবে। যেখানে সেবাভিমান, সেইখানেই সেবাকর্ষণ। সেবার অভাব যেখানে, সেখানে ভোগ বা মায়া'ও আকর্ষণ করিবে। সাধুসঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিলে অনায়াসে এই ভোগাকর্ষণের হাত হইতে বাঁচা যায়।

নির্ম্মৎসর

——::•::——

পরের উৎকর্ষ দেখিতে না সহ্য করিতে না পারার নামই মৎসরতা। জীবের স্বরূপে মৎসরতা নাই। সেখানে নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের কথা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা—এই কয়টী জীবের মহাশত্রু। এই শত্রুগণ প্রবল হইলে জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া পড়ে। তখন ভগবদ্ভজন না করিয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখ তাহার মায়ার অঙ্গ হইয়া পড়ে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদের ঘনীভূত অবস্থাই মৎসরতা। 'নিজসুখবাসনা অত্যন্ত প্রবল হইলে জীব পরশ্রীকাতর হইয়া পড়ে—অপরের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না—অপরের প্রতিষ্ঠা ম্লান করিবার জন্য তাহার একটা স্বাভাবিক চেষ্টা হইয়া পড়ে। মৎসর ব্যক্তির নিকট কৃষ্ণপ্রীতি বিধায়িনী ভক্তির কথা সাধুগণ কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেও সে তাহা বুঝিতে বা ধরিতে পারে না।

মৎসর ব্যক্তি অসাধু—কপটতার দাস। ধর্ম্ম অর্থ-কাম মোক্ষবাঞ্ছা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সুতরাং যে হৃদয়ে মাৎসর্য্য চণ্ডাল বসিয়াছে, সেখানে ভক্তিদেবী উঁহার আসন কি করিয়া পাতিবেন? শুদ্ধভক্ত—শ্রীবৈষ্ণব-অনুগত নহে। মৎসরতা হৃদয়ে স্থান পাইলে আর আনুগত্য থাকে না। ভগবদ্ভজনপরায়ণ সাধুর এইরূপ মৎসরতা নাই। তাঁহাদের হৃদয় অতি কোমল। সেখানে কাঠিন্য, কর্কশতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতির স্থান নাই। তাঁহারা প্রোজ্ঝিত কৈতব। তাঁহারা কপটতাশূন্য। শ্রীমদ্ভাগবত সাধুগণের আচরিত এই নির্ম্মৎসর ধর্ম্মের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাতে হরিভক্তিবিরোধী মৎসরতা বিন্দুমাত্রও স্থান পায় না। মৎসরতা সেবাপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত।

মৎসর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তর্পণপর। নিজ সুখের বাধা পড়িলে সে করিতে পারে না এমন কোন কার্য্য থাকে না। এইরূপ অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতাবশতঃ সে ভগবানের কথায় কাণ দিতে পারে না বা আবশ্যকতা-বোধও করে না। তাই সে স্বস্বরূপ ভুলিয়া ক্রমশঃ ভগবানে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ে। ভগবানে যাহার বিশ্বাস নাই, সে আত্মঘাতী। তাহাদের আত্মহত্যাবৃত্তি প্রবল হয়, তাহারাই ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষে উঠিয়া পড়িয়া লাগে এবং তাহাতেই গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। তখন তাহাদের আর শ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্ভরতা বা ভগবানের প্রতি নির্ভরতা থাকে না, নিজ নিত্যবন্ধুগণকে শত্রু এবং নিত্যশত্রুকে বান্ধব জানিয়া তাহাদিগকেই পরম আদরের বস্তু বলিয়া মনে করে।

নাস্তিকগণ মৎসর। তাহারা ভগবানের দাস্য ছাড়িয়া নাস্তিক্যকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে। ভগবানের প্রতি মৎসরতা অপেক্ষা ভক্তের প্রতি মৎসরতা অত্যধিক শোচনীয়। তাহাতে জীবের অধিকতর পতন হইয়া থাকে। এই সাধুর প্রতি মৎসরতার বিষময় ফলের কথা শাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন,—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং
মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-
সংজ্ঞিতে॥

হরিজনের নিন্দা করিলে জীব পূর্ব্ব-পুরুষসহ অনন্ত নরকের নিত্য অধিবাসী হয়। সাধুনিন্দা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। সাধুনিন্দকের সঙ্গে কখনও উন্নত উদিত হন না। সাধু ভগবানের প্রাণের প্রাণ। ভগবান্ সাধুর প্রীতিতে চির আবদ্ধ। সাধুকে লঙ্ঘন করিয়া কেহ ভগবানের ভজন করিতে পারে না। সাধুর কৃপা হইলে নামরূপী ভগবানের কৃপা অনায়াসলভ্য হয়। সাধুর অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত নামরূপী ভগবানের কেহ কোনদিন সন্ধানও পাইতে পারে না। তাই শাস্ত্র সাধুনিন্দাকেই প্রথম নামাপরাধ বলিয়াছেন। সাধুই ভগবৎসেবালাভের উপায়। সাধুর প্রসন্নতা বিধান করিতে পারিলে ভগবৎ-কৃপালাভ সুলভ হয়, আবার সাধু অপ্রসন্ন হইলে ভগবানকে কোটি জন্মেও কেহ পাইতে পারে না।

নির্ম্মৎসর সাধুগণ সর্ব্বজীবে দয়াবিশিষ্ট। তাঁহারা শান্তিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হতভাগ্য জীবগণের অভদ্র ভাবসমূহ বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর। কিন্তু হতভাগ্য জীব তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের আচরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সাধুকে পরচর্চ্চক, মৎসর মনে করিয়া নিজের জঘন্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে। এমনি দুর্দ্দৈব! সাধুর স্বভাব অসাধুকে শোধন করা, তাহাতে মৎসরতা নাই।

বৈষ্ণবধর্ম্ম

——::(০)::——

১। শুদ্ধজীবাত্মার নিত্যধর্ম্মই—বৈষ্ণবধর্ম্ম।

২। বহু আশ্রিততত্ত্বের পরম আশ্রয় অনন্ততত্ত্ব বিভুচিৎ অধোক্ষজবস্তুর প্রতি অণুচিৎ আশ্রিততত্ত্বের অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, স্বাভাবিকী, নিত্যা বৃত্তিই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৩। জীবাত্মা নিত্য অর্থাৎ সনাতন-বস্তু। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" সুতরাং জীবাত্মার নিত্যধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্মই জীবাত্মার একমাত্র ধর্ম্ম। জীবাত্মার আর অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে না। দেহ ও মনের বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম হইতে পারে। বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মই মহান্, পরমোদার ও জীবের চরমকল্যাণপ্রদাতা।

৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল ভারতবাসী, হিন্দু বা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম নহে, যাবতীয় জীবাত্মা অর্থাৎ নিখিল চেতনবস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম।

৬। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য বা তথাকথিত নামমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম নহে। যে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" পঞ্চোপাসনার অন্যতম বলিয়া বিদিত, তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। উহা বিকৃত, নশ্বর, মনোধর্ম্মবাচ্য।

৭। বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক মতবিশেষ বা অন্ধবিশ্বাসমাত্র নহে। জগদ্বৈচিত্র্যের নানা মতবাদ, মনোধর্ম্ম বা অনাচার প্রণালীরূপ দুঃসঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া শ্রৌতমার্গ বা সাধুজনের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম অনুশীলন করিবার জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম সৎসম্প্রদায় স্বীকার করেন।

৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্ম্মল, তাহাতে বিন্দুমাত্র কোনপ্রকার কৈতবের অবসর নাই। অন্যাভিলাষ অর্থাৎ হরিসেবা ব্যতীত অপর বাঞ্ছা, কর্ম্ম অর্থাৎ ইহা-মুত্রফলভোগকামনা, নির্ভেদজ্ঞান অর্থাৎ ফলত্যাগ কামনার দ্বারা নিত্যা আত্মবৃত্তির শুষ্কীকরণ বা চরমে নিত্য-সেবারাহিত্যরূপ কৈতব হইতে আত্মধর্ম্ম বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত।

প্রচার-প্রসঙ্গ

২৪ পরগণায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্নস্থানে প্রচারকার্য্যাদি করিতেছেন। গত ১৮।৪।৪১ তাং শুক্রবার বরাহনগর হইতে রওনা হইয়া পুণ্যসলিলা নদীগর্ভ দিয়া নৌকাযোগে কাটাবাগাননিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন দাস অধিকারী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন।

শ্রীশ্রীএকাদশী তিথিবাসরে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু স্থানীয় সজ্জন শ্রীযুত সহদেব মণ্ডল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে এবং উদ্যোগে তদীয় গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষিগোপাল-চরিতাখ্যান পাঠ-কীর্ত্তন করেন। পাঠ-শ্রবণার্থ বহু গ্রামবাসী পুরুষ-স্ত্রী আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভক্তিশাস্ত্রীজী দ্বিপ্রহর হইতে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে সকলের সকল প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন।

তৎপর ভক্তিশাস্ত্রীজী ২৪।৪।৪১ তারিখে বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত হাজারিচরণ হালদার মহাশয়ের উদ্যোগে তদীয় গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'ধর্ম্মপাল নামকের সংবাদ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রবণার্থ বহু লোক আগমন করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

মেদিনীপুরে

গত ৩রা বৈশাখ, বুধবার, মেদিনীপুর জেলার ভুক্তাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত মহোদয়ের আহ্বানে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সদলে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যাদি করেন। তৎপর দিবস ৬ঠা বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উক্ত স্থানে আহূত একটী সভায় শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে দৈত্যবালকগণের প্রতি শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া কৌমারকাল হইতেই এই সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনে হরিভজনে নিযুক্ত হওয়া যে একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

তৎপরদিবস তাঁহারা তথা হইতে রওনা হইয়া মেদিনীপুরের পিংলা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথাকার হাইস্কুলে অবস্থান করেন। উক্ত পিংলা ক্ষকামিনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের উদ্যোগে সেই দিবস সন্ধ্যায় উক্ত স্কুল-হলে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত একটী মহতী সভার অধিবেশন হইলে ভক্তিশাস্ত্রীজী মানবজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল বহু শাস্ত্রসিদ্ধান্তদ্বারা গবেষণাপূর্ণ একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে ছায়াচিত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়। সভায় যে সকল উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসু (জমিদার), শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস বি-এ, শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম সিংহ বি-এস সি, শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সিংহ বি-এ, শ্রীযুত হরিপদ বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি।

চট্টগ্রামে

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ১৯শে মার্চ্চ তাঁহারা কক্সবাজার সাবডিভিসনের অন্তর্গত রামুতে গমনপূর্ব্বক তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া বিভিন্নস্থানে পাঠ-কীর্ত্তন করেন। প্রত্যহ পাঠে বহু লোক যোগদান করেন।

তথা হইতে তাঁহারা গর্জ্জনীয় নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় এ, এস, আই মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তথায় গমন করেন।

গত ২৯শে মার্চ্চ শনিবার গর্জ্জনীয় বাজারে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মঠসেবকগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিয়া আকৃষ্ট হন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বহুস্থানে আহূত হইয়াও শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন। তথা হইতে তাঁহারা কক্সবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত মোহিনী বাবুর সহিত দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা করেন। তৎপর কক্সবাজার হাই স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত অনেকক্ষণ হরিকথা আলোচনা হয়।

গত ১০ই এপ্রিল দেওয়ানবাজারস্থ শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র লালা মহোদয়ের আহ্বানে সেবকবৃন্দ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশচীদেবীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদ্যন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২৩শে এপ্রিল আন্দরকিল্লার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে সেবকগণ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ আলোচনা করেন।

গয়ায়

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত (১১শ স্কন্ধ) ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠীক্লাসে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, উপদেশামৃত ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ আলোচনা হইতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যলীলা হইতে শ্রীচন্দনযাত্রা প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

মঠসেবকগণ প্রত্যহ গয়া সহরের বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভাগবতধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৬।৪।৪১ তারিখে (শ্রীরামনবমী দিবস) মঠসেবকগণ মুরারপুর রোডস্থ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদজীর সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমন করেন। তথায় শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা হইতে শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় কীর্ত্তনকালে 'দশরথগৃহে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ও তাঁহার বনবাসের কারণ', 'রাবণের সীতাহরণ বিষয়টি কি' প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, দশাবতারস্তোত্র, পঞ্চতত্ত্ব, 'শ্রীগুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ৭ই এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে পিরমোল রোডস্থ মিঃ কে, মুখার্জ্জি মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তম চরিত্র', 'তাঁহার অনর্পিত দান', 'মনুষ্যজন্মের সুদুর্লভত্ব ও একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য' প্রভৃতি বিষয়ে ঘণ্টাধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে হাসুয়ার জমিদার বাবু শ্রীকান্তপ্রসাদজীর বাসভবনে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল যাবৎ শ্রীহরিকথা আলোচনা করেন। তৎকালে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও উপস্থিত থাকিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

গত ৮ই এপ্রিল মঠসেবকগণ কাচারীরোডস্থ শ্রীযুক্ত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া 'স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য, চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি', 'চিজ্জগৎ, জড়জগৎ, কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন' প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রমোহন চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন। তৎপরে তাঁহারা উক্ত কাচারীরোডস্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া ভগবানে শরণাগতি, শুদ্ধ ভক্তিসাধন, সাধন ও কৃপার যুগপৎ প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে 'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং', 'নামামকারি', 'নাহং বিপ্রো' প্রভৃতি শ্লোক আলোচিত হয়।

গত ১০ই এপ্রিল, মঠসেবকগণ মহাবীর রোডস্থ শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমার কথা কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন।

কাশীতে

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গভর্ণিং বডির নির্দ্দেশানুসারে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীমঠে শ্রীহরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর মঠসেবক শ্রীপাদ গদাধরচৈতন্যদাসাধিকারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। দ্বিপ্রহরে ২ ঘটিকা হইতে ৩॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত "নদীয়া প্রকাশ", "গৌড়ীয়" প্রভৃতি আলোচনান্তে শ্রীপাদ গদাধরচৈতন্য প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী ও প্রশ্নোত্তরমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ৩॥ ঘটিকা হইতে ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ব্রজবাসী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ গদাধরচৈতন্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'অবধূত ও চব্বিশ গুরু' সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত মঠসেবকগণ সহরের বিভিন্ন স্থানেও শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট শ্রীহরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

গত ২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পদাশ্রিতা রামপুরা-প্রবাসী জনৈকা মহিলা ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে মঠসেবকগণ তাঁহার বাসাবাটীতে হরিকথা কীর্ত্তনার্থ গমন করেন। বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় হইতে চিত্রকেতুর পুত্রশোক-নিবারণ বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ

শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোপিনাথপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনরগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াদি, পোঃ জয়দেবপুর, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীননাথ ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

চন্দ্রনাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দরবিগ্রহ বিদ্যাবন্ধু বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক - শ্রীবনমালী দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক - শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীমাধবচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনন্দনন্দন পদ্মলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীজ্ঞানারায়ণ দাসাধিকারী

কৃষ্ণবিহারীমঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রীরমণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেঃ গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গয়েস গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

অর্থাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক- শ্রীগৌরবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীধর্ম্মদাস দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁধগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক - শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীবংশীলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীচন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং নিউটস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩ ৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক - শ্রীগৌরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্নৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅধমগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবনমালী-বিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পর বিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক - শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীবক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রত্যেক প্রতি লাইনে	৷৹	৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিবিধ অবতারসম্বন্ধে বিশদ প্রৌঢ়গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চার্ট (chart) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক ন্যায়, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এ গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র • আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৯ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৮।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব দার্শনিক বিচার গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থে শিক্ষাষ্টক ... শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশ হইয়াছে। এ গ্রন্থখানা শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক প্রাণ নারায়ণ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং মহোদয় তাঁহার স্বপ্রকাশিত পূর্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া ইহার আদর পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবিতর্ক। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সারশিক্ষা ... অন্বয় ... মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল ... শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণ লিখিত গ্রন্থ ও পদ্যসমূহ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অমূল্য রত্ন-সম্পদ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সকল ব্যক্তিগণের শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ হইবে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ — শনিবার ব্যতীত — শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৯-১৬	১৫-১০	১৬-১৮	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫০	৬ ৩.	৭ ২৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-৬৫
(বদল) ছাঃ			৮-৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-২৮	১৭-৩১	১৯-২৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৯		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন — শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-১৭	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৫৬	১৭ ২৫	১৯ ২১	
(বদল) ছাঃ	১-৩১	৭-১০	৮-৫১	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯
(বদল) ছাঃ					১৫-৪৬	১৭-৪২		..
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯ ৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৫০	২৩.০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভারতের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাবাচার্য্য বি-এ সম্পাদিত হিন্দী পাক্ষিক। কাশী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিলাস অপ্রাকৃত বৈভবের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে [illegible] দেশের বিভিন্ন স্থানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সাক্ষাৎকারে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-সম্প্রদায়ের ও শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ে অপ্রতিহত গৌরকৃষ্ণকৃপারূপ আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশগুলি এই গ্রন্থে প্রবৃত্ত সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস
কৃষ্ণনগর, [illegible] ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহা-যকৃৎ জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার অব্যর্থ ঔষধ। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;
বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd. No. C. 1544

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

শ্রী শ্রীগ্রন্থাবলী
—:o:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সম্পাদিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও ব্যাখ্যা-অনুবাদ
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে
টীকা, কেশ, বাঁধাই ধারণ
উপাদেয় অভিনব সংস্করণ।
ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:o:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুস্পষ্টভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর ছাপাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৮; ৭ই মে, ১৯৪১; বুধবার [৫১তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[*]::—

নাগপুরে মিলশ্রমিক ধর্ম্মঘট

নাগপুর বয়ন শিল্প সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ আর এস, রুইকর, মধ্য প্রদেশের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট তারযোগে জানাইয়াছেন যে, এম্প্রেস ও মডেল মিলের শ্রমিকদিগকে পুনরায় কার্য্যে যোগদানের অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রমিকদের এক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল। শ্রমিক-গণ বিনাসর্ত্তে পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি আশা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করিবে এবং সম্ভবতঃ সম্মানজনক মীমাংসা করিতে প্রস্তুত।

—

পাঞ্জাবে ব্যবসায়ী ধর্ম্মঘট

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ পাঞ্জাবের সর্ব্বত্রই বিক্রয়কর আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য ব্যবসায়ীরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। বণিক প্রতিনিধিদের এবং পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনা ফাঁসিয়া যাওয়ার ফলেই ইহা ঘটিয়াছে। তরকারী ও ফলের বাজার ছাড়া সহরের সমস্ত ব্যবসা অচল এবং লাহোরের সিভিল লাইন বন্ধ ছিল। দুই একটি ঔষধের ও দুধের দোকান অবশ্য খোলা আছে। সমস্ত সম্প্রদায়ই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন। সহরের সর্ব্বত্র পুলিশ মোতায়েন আছে।

—

বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে ঝড়

বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল দিয়া যে ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহাতে বরিশাল, ত্রিপুরা, কুমিল্লা প্রভৃতি কয়েকটি জেলার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। পাটুয়াখালির নিকটে 'মেঘনা' ষ্টীমারে ৭০ জন যাত্রী ছিল। তন্মধ্যে ৪০ জন লোক চরে উঠিয়া রক্ষা পাইয়াছে। অবশিষ্ট যাত্রীদের মধ্যে একজন দারোগা ও ৪ জন খালাসীসহ বহু লোক মারা গিয়াছে। কতকগুলি যাত্রীর এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার

বিহারের গবর্ণর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (১৯১৭) ৬ ধারার ১ উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ এম এল, এ বার-এট-ল কে আরও ২ বৎসরের জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে পুনর্নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যকাল শেষ হওয়ার পর ১৯৪১ সালের ২৩শে আগষ্ট হইতে তিনি উক্ত পদে পুনর্বহাল হইবেন।

—

ঝড়ের ফলে বাগবাজারে শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ১৫ই বৈশাখ সন্ধ্যায় ঝড়ের বেগে কলিকাতার বাগবাজার ষ্ট্রীট ৫নং বাড়ীর ছাদের টিনের চাল উড়িয়া আসিয়া পড়ায় বাগ-বাজারের দারোয়ান সীতারাম দুবে ও স্থানীয় গেনো নামে একজন উড়িয়া ভীষণ আহত হয়। উভয়কে বেলগাছিয়া হাসপাতালে পাঠান হয়। সীতারাম দুবের অবস্থা আশঙ্কা-জনক হওয়ায় তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করান হইয়াছে।

—

দার্জ্জিলিংএ ভূমিকম্প

গত ১লা মে ভোর পাঁচটা পনর মিনিটের সময় দার্জ্জিলিংএ কয়েক সেকেণ্ড ব্যাপী মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। কিন্তু কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

—

ট্রেণ-দুর্ঘটনা

১লা মে সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ, সিমলার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জাফরাবাদ ষ্টেসন অতিক্রম করিবার কালে গত ৩০শে এপ্রিল ৯-১০ মিনিটের সময় একটি এক্সপ্রেস গাড়ী লাইনচ্যুত হয় এবং তাহার ফলে কয়েকজন সামান্য আঘাত পায়। রেলওয়ের ডাক্তার তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ইঞ্জিনের নিকটস্থ বগীটি উল্টাইয়া যায় এবং অপর ছয়টি গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। যে সব প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিয়া আটকা পড়িয়াছে, তাহাদের যাত্রী-চালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—

বর্দ্ধমান বার্ত্তার সম্পাদক দণ্ডিত

বর্দ্ধমান বার্ত্তা সম্পাদক শ্রীযুত দাশরথী তা ও মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত একবড়ি ভড় বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আনীত এক মানহানি মামলায় বিচারপতি এস মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক যথাক্রমে ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ছয়মাস কারাদণ্ড; ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে চারমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলা জজ নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন। পুনরায় হাইকোর্টে আপীল করা হয়, কিন্তু হাইকোর্ট উহা না মঞ্জুর করেন। শ্রীযুত তা ও শ্রীযুত ভড অর্থদণ্ড দিতে স্বীকৃত না হইয়া কারাগারে গমন করিয়াছেন।

—

দাও দ্বারা নরহত্যা

গত শুক্রবার ঢাকার মানিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাটিকাটা গ্রামে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মাটিকাটা গ্রামনিবাসী সেক হাসেম রাত্রিতে তাহার নিজ বাটিতে শয়ন গৃহে যখন ঘুমাইয়াছিল, সেই সময় আততায়ী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার গলদেশে দাও দ্বারা এক প্রচণ্ড আঘাত করে। ফলে তাহার গলা প্রায় বিখণ্ডিত হইয়া যায়। কাজেই সে আর কোনরূপ চীৎকার করিতে পারে না এবং আততায়ীও চলিয়া যায়। পরে যখন বাড়ীর অন্যান্য লোক জানিতে পারে, তখন তাহারাই সকলকে জানায়। দেখা যায় যে, আততায়ী যে দাও দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, সেই দাখানা মৃত ব্যক্তির গলদেশেই রহিয়া গিয়াছে। মৃত ব্যক্তির ভাইগণ থানায় সংবাদ দেয় এবং দারোগা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, ও লাস চালান দেয়। গ্রামে জোর পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

—

সুর্ম্মাভ্যালী ছাত্র ফেডারেশন

শ্রীহট্টের সুর্ম্মাভ্যালী ছাত্র ফেডারেশনের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গ্রীষ্মের বন্ধে জেলার বিভিন্ন গ্রামে ৮৫টি গণ-শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই ছাত্র কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের জন্য ট্রেণিং ক্লাশ খোলা হইয়াছে।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতবর্ষণ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অনন্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাস্তব দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থ শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র- Index (Glossary) সহ সম্প্রতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

[illegible] ঠাকুরের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরানপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৮৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

- শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
- দশম স্কন্ধ— ৯৲
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
- ৩। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড ৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
- ৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
- ৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
- ১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
- ১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
- ১৮। শ্রাবণ আম্বর ॥০
- ১৯। [illegible] ।০
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
- ২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
- ২২। ভজন রহস্য ॥০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
- ২৬। গীতা ও কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
- ২৭। প্রাকৃতরসশত দূষণী (সানুবাদ) ২৲
- ২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
- ৩০। দীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
- ৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
- ৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
- ৩৫। গীতমালা ।১০
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
- ৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
- ৪০। শরণাগতি ৵০
- ৪১। গীতাবলী ।১০
- ৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
- ৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।০
- ৪৫। নবদ্বীপশতক ।১০
- ৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ।১০
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ।১০
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
- ৪৯। অর্চ্চনকণ ।০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৭৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
- ৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
- ৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ।০
- ৬০। সাংখ্যবাণী ।০
- ৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
- ৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
- ৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
- ৬৬। গুরুস্তবম্ ।০
- ৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
- ৬৮। গৌড়ীয়মঠস্তপ রচয়ঃ ।০
- ৬৯। সারাঙ্গসর্ব্বস্বম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৭০। রায় রামানন্দ ।০
- ৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত
- ৭২। নামভজন
- ৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টোলজী ॥
- ৭৪। বিবেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵
- ৭৫। লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।
- ৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
- ৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
- ৭৮। দি ভাগবত ।
- ৭৯। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ [illegible] এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।
- ৮০। ব্রহ্মসংহিতা ।
- ৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
- ৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
- ৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
- ৮৫। সাধনপথ
- ৮৬ কল্যাণকল্পতরু ।১
- ৮৭। গীতাবলী ।১
- শরণাগতি ।
- ৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵
- ৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৯১। শরণাগতি ।

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- ৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্তাম কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৩ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৭ই মে, ইং ১৯৪১, বুধবার { ৫১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ মধুসূদন, ভৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

হরিকথায় রুচিই হরিভজনের মূল। হরিকথায় রুচি বা লোভ হইলে হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গ করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ হয়। সাধুর সঙ্গ করিতে করিতে সাধুর কৃপায় তাঁহাতে প্রকৃত শ্রদ্ধা হয়। এই শ্রদ্ধাই ভক্ত্যঙ্গ বা ভক্তিবীজ। চেতনের বিকাশ অনুযায়ী ভক্তির কাঁচা, ডাঁসা, পাকা অবস্থা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি এই তিনটী অবস্থার কথা শুনা যায়। ভক্তিই ভগবৎসাক্ষাৎকার করায়। ভক্তিই সাধন, ভক্তিই সাধ্য। ভক্তি দ্বারাই জীব ভগবৎ-সান্মুখ্য লাভ করে, ভক্তিই ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়া থাকে। ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম, দেহ-মনের ধর্ম্ম নহে। জড় দেহমনের দ্বারা আমরা যাহা কিছু অনুশীলন করি, তাহা সকলই জড়। জড়ের দ্বারা চেতনের অনুশীলন হয় না। জড়বুদ্ধির সাহায্যে চেতন রাজ্যে যাওয়া যায় না। শ্রবণই জীবকে চেতনের রাজ্যে লইয়া যায়। এই শ্রবণ জড় দেহমনের ধর্ম্ম নহে, তাহা সেবোন্মুখ চিৎকর্ণের দ্বারাই সাধিত হয়। তবে এই সেবোন্মুখতা-লাভের জন্যও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন করিতে হইবে। আমরা জড়েন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তন যাহা কিছু অনুশীলন করি, তাহা আত্মার ক্রিয়াশীল হয় না বলিয়া তাহাকে সাধন-ভক্তি বলা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে জড়েন্দ্রিয়ই ত' আমাদের একমাত্র সম্বল। সুতরাং এমতাবস্থায় আমরা কি করিব? নিষ্কপট হইয়া অথবা অন্ততঃ নিষ্কপট হইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া জড়চেষ্টা দ্বারা ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠানে প্রকৃত যত্নপর হইলে ভক্তিদেবী প্রসন্ন হন। তাঁহার কৃপায় আমাদের এই সকল চেষ্টা জড় হইলেও অশুদ্ধ মনের প্রতি শুদ্ধ প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমে তাহাকে জড়াভিমান হইতে মুক্ত করে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে যখন মনে আর জড়ধর্ম্মের প্রাবল্য থাকে না, তখনই চিৎধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম মনে প্রকাশিত হয়। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা। সে জড়ের আনুগত্য ছাড়িয়া আত্মানুগত হইতে থাকিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও আত্মার আনুগত্য করে। এই আত্মানুগত মনের দ্বারা যে অনুশীলন হয়, তাহাই আত্মবৃত্তি বা ভক্তির অনুশীলন।

সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি এক নহে। জড়াভিনিবেশ থাকাকালে জড় দেহ-মনের দ্বারা যে ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। আর আত্মানুগত হইয়া যে ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান, তাহাই সাধনভক্তি। ধূলির দ্বারা আবৃত দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায় না, সেইরূপ অনর্থের দ্বারা চেতনবৃত্তি আবৃত থাকায় ভক্তিধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না। ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলে দর্পণে মুখ দেখা যায়। এই ধূলি ঝাড়াই সাধনক্রিয়া। সাধনক্রিয়া শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে। সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনক্রিয়া মনের ধর্ম্ম, তাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে। সাধুসঙ্গে মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই শুদ্ধা আত্মবৃত্তি প্রকাশ পায়। যে সকল ভক্ত্যঙ্গের যাজন দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি করিবার চেষ্টা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। সাধনক্রিয়া দ্বারা হরিবৈমুখ্য নষ্ট হয়, মনের মলিনতা দূর হয়। এই মলিনতা দূর করিতে হইলে আত্মধর্ম্মের অনুগত হইয়া সাধন করিতে হইবে। অকপট শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। সাধনভক্তি সাধনক্রিয়ার ন্যায় নশ্বর বা অনিত্য নহে। সাধনক্রিয়াকে কোনমতেই সাধনভক্তি বলা যাইবে না। সাধনক্রিয়ার ভূমিকায় থাকিয়া সাধুসঙ্গে ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন করিতে করিতেই জীবের মঙ্গল হইবে—সাধনভক্তিতে অধিকার হইবে। ভক্ত্যঙ্গগুলি নশ্বর নহে। আমাদের জড়াভিমান প্রবল থাকায় জন্য—আমাদের চিত্তদর্পণে অনর্থধূলি থাকায় জন্য আমরা ভক্তির নিত্যত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপায় আমরা যতই অনর্থমুক্ত হইব, ততই নশ্বর দর্শনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

সাধনে কৃপালাভের জন্য খুব ব্যগ্রতা থাকিবে। সাধনে মুখে 'কৃপা কৃপা' করিয়া সেবায় উদাসীন হইয়া পিছু হাটার কোন কথা নাই। যেখানে সেবোৎসাহ বা সেবা-লাভের আশা নাই, পরন্তু দিন দিন নিরুৎসাহই হৃদয়কে আক্রমণ করিতেছে, গুরু-বৈষ্ণবভগবানের প্রতি নির্ভরতা বা শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে, সেখানে যে ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের ভাণ প্রদর্শিত হয়, তাহা সাধনক্রিয়াও নহে, তাহা কপট জড়ক্রিয়া। সাধনক্রিয়ার মধ্যেও কপটতা নাই। কৌটিল্য বা কপটতা যেখানে, সেখানে ভক্তির কোন কথা নাই।

ভক্তিযাজিগণ আত্মবৃত্তির অনুগত হইয়া সর্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপাভিক্ষা করেন। তিনি প্রথম হইতেই আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীগুরুকৃষ্ণের কৃপা দ্বারা চালিত হন। সাধুগুরুসেবা করিতে করিতে সেই ভাগ্যবান্ জীব গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতাবীজ লাভ করেন। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ও ভক্তি ভিন্ন বস্তু নহে। 'গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ' বলিতে ভক্তিলতার বীজ তখনই পাওয়া গেল, আত্মাতে উহার একেবারেই অভাব ছিল, এরূপ নহে। ভক্তি বা সেবন-বৃত্তি যাহা জীবের স্বরূপে অনুস্যূত ছিল, তাহা গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে প্রকাশিত হইল। জীবাত্মায় গুরুকৃষ্ণের কৃপাধিষ্ঠান নিত্যকালই আছে। যখন জীবের সেবাবৃত্তিকে বিকশিত করিবার জন্য সাধুগুরু কৃপাপূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করেন, তখনই ভক্তিবীজ উপ্ত হয়। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত কখনই জীবের সেবাবৃত্তির প্রকাশ হইতে পারে না। ভোগবুদ্ধির জন্য বদ্ধ জীবাত্মা জড়াভিনিবিষ্ট মনের দ্বারা এই কৃপার কোন সন্ধানই পায় না বলিয়া গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আমাতে নাই, আমার প্রতি তাঁহাদের কৃপা হইবে কিনা কে জানে প্রভৃতি জড়বুদ্ধিমূলক কথা বলিয়া থাকে। এরূপ বুদ্ধি জড়াভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ বুদ্ধিবশেই বদ্ধজীব অভক্ত। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদে যখন আমাদের অভিমান শুদ্ধ হয়, তখন গুরু-কৃষ্ণকৃপাই যে সাধন, কৃপা ছাড়া যে উপায় নাই, তাহা বুঝা যায়।

গুরুকৃষ্ণের কৃপা একটা কথার কথা নহে, তাহার মধ্যে বাস্তবতা আছে। এই গুরুকৃষ্ণের কৃপা দেহমনের উপর হয় না, তাহা আত্মার উপর কার্য্যকরী। সাধুগুরু কৃপা জীবকে অকিঞ্চন করাইয়া কৃষ্ণের দিকে লইয়া যায়। 'আমি যে হরিগুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস' ইহা কৃপাই আমাকে জানায় ও

উপলব্ধি করায়। পুঞ্জীকৃত সুকৃতি যাহার আছে, সেই ব্যক্তি ভগবানের কৃপা-ভিখারী হয় এবং তখন গুরুরূপে কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। জীবের আত্মায় গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ নিহিত হয়। জীব তখন জড়াভিমান হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও অবশে শাস্ত্রবিধির অনুশীলন করে। ইহা গুরুকৃষ্ণপ্রসাদেই সম্ভব হয়। জড়াভিমানের বশীভূত হইয়া অবশে জীব যে ভক্তির অনুশীলন করে, তাহাই তাহার সাধনক্রিয়া। গুরুকৃষ্ণের কৃপাই সাধন, তাহা কিছু জড় নহে। জড় কেবলমাত্র আমাদের অভিমান। জড়াভিমানই আমাদের নিকট গুরুকৃষ্ণপ্রসাদকে সাধনক্রিয়ারূপে প্রতিভাত করে। বস্তুতঃ ঐ সকল অনুশীলন কিছু জড় নহে। জড়চেষ্টা আমাদের চিত্তশুদ্ধি করে না, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ বা ভক্তিদেবীই চিত্তশুদ্ধি করান। নিষ্কপট সরলচিত্ত গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ জড়েন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার জন্য যত্নপর হইলে যদিও সেই চেষ্টা গুরুকৃষ্ণের প্রসাদলাভোপযোগী আত্মায় পৌঁছায় না, তবুও ভক্তিদেবী সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ না করিয়া তাহা দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে ভক্ত্যুন্মুখ করিয়া দেন। সুতরাং অকপট বত্নাগ্রহ থাকিলে সাফল্য অনিবার্য্য।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

—::•::—

প্রশ্ন—সংখ্যানাম কি নির্দ্দিষ্ট ক'রে কর্‌তে হ'বে?

উত্তর—অন্ততঃপক্ষে লক্ষনাম গ্রহণ কর্‌তে হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—লক্ষনাম গ্রহণ না ক'রলে—চিত্তে শ্রীনামের উদয় না হ'লে শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীকৃষ্ণ তা'র গৃহে কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণই গ্রহণ না করেন, তবে ইন্দ্রিয়গুলি থেকে লাভ কি? দেহধারণ ক'রে কি লাভ? এ প্রাণও থাক্‌বার কোন প্রয়োজনই থাকে না। জগতের যত কিছু উপাদান বা উপকরণ আছে, তা'র এবং আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহের একমাত্র সার্থকতা হয় যদি তা' শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয়, নতুবা তা' সকলই ভোক্তাবে ব্যর্থ হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা গ্রহণ কর্‌বেন কে? যদি শ্রীনামপ্রভু আমাদের হৃদয়ে উদিত হ'য়ে আমাদিগকে আত্মসাৎ না করেন, যদি আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁ'র আরাধ্যসিংহাসন স্থাপিত না হয় অর্থাৎ ভোক্তা প্রভুই যদি না আসেন, তবে ভোগ ক'র্‌বে কে? শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই শ্রীনাম। শ্রীনাম যখন আমাদিগকে আত্মসাৎ করেন, তখনই তাঁ'র আবির্ভাব হয়। লক্ষ নাম হয় না কখন? যখন অন্য বিষয়ে আমাদের কালাতিপাত হয়। অন্য বিষয়ে মনোযোগ হ'লেই ব্যবধান এ'সে গেল। ভোগ্য আমার ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ এবং ভোক্তা শ্রীনামের মধ্যে barrier সৃষ্টি হ'য়ে গেল। মন চঞ্চল ও অন্যমনস্ক থা'ক্‌লেই নির্ব্বন্ধ রক্ষা করা যায় না। নিরপরাধে—সমস্ত রকমের ব্যবধান ছে'ড়ে দিয়ে নির্ব্বন্ধের সহিত শ্রীনাম গ্রহণ ক'রলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁ'র সেবা গ্রহণ করবেন। এক লক্ষ নাম গ্রহণ না ক'রলে ত' মহাপ্রভুর নিকট সেবা-লাভের জন্য প্রার্থনা জানানই যা'বে না। শ্রীনাম নিরন্তর হ'লে ক্রমে নামসংখ্যা আরও দিন দিন বৃদ্ধি পা'বে। প্রভুর সঙ্গ কোন্ দাস আকাঙ্ক্ষা না করেন?

প্রঃ—যে-কোন প্রকারে ধামে বাস ক'রে মঙ্গল হয় কি?

উঃ—শ্রীধামে ভোগবুদ্ধি না ক'রে—শালগ্রাম দিয়ে নিজের ভোগের বাদাম ভা'ঙ্গবার চেষ্টা না করলেই হ'বে, তা'র চিত্তবৃত্তি দেখ্‌তে হ'বে, সে সরল নিষ্কপট কি না? অজ্ঞ কিন্তু সরল যদি হয়, তবে শ্রীধামের মাহাত্ম্য শুন্‌লে সে শ্রদ্ধালু হ'বে—তখন তা'র মঙ্গল হ'বে। শ্রীধামে বাস ক'রে জড় ব্যবসায়াদি করা অপরাধ। অপরাধ কর্‌তে হ'বে না। শ্রীধামবাস ও ধামাপরাধ এক নয়। শ্রীধাম ভগবানের অঙ্গ বা বৈভব, শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন। শ্রীভগবানের নিকট শরণাগত না হ'লে কৃপা পাওয়া যায় না। যদি শ্রীধামকে ভগবানের বৈভব ব'লে জ্ঞান ক'রে—নিজেকে শ্রীধামের অনুগত অর্থাৎ ভোগ্য বা দৃশ্য অর্থাৎ ধামের ধূলি জ্ঞান ক'রে, ধামের ভোক্তা বা দ্রষ্টা জ্ঞান না ক'রে ধামের ও ধামবাসীর কৃপাভিখারী হ'তে পারি, তা' হ'লে হ'বে। যখনই নিজেকে ধামের দ্রষ্টা জ্ঞান হ'বে, তখনই ত' দেশের অন্যান্য প্রাকৃত স্থানের মত এখানেও জল-মাটি-কাদা ইত্যাদি, তখন "ভৌম ইজ্যধীঃ" হ'য়ে যা'বে। শ্রীধাম সাক্ষাদ্ ভগবদ্বস্তু। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সন্ধিনী-বৃত্তির পরিণতিই শ্রীধাম। সন্ধিনীশক্তিমদ্-বিগ্রহই শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ গৌরকৃষ্ণের সেবা-বিগ্রহ। তিনি শ্রীধামরূপে আত্মবিস্তার ক'রেছেন। শ্রীধামকে ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু—শ্রীভগবানের স্বাংশ অংশ, স্বতন্ত্র ব'লে উপলব্ধি কর্‌তে হ'বে। শ্রীধাম খণ্ড বা ব্যাপ্য নহেন। ভগবান্ যেরূপ ব্যাপক, ভগবদ্ভক্তির শ্রীধামও তদ্রূপ ব্যাপক বা বিভু বস্তু। এইরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীধামে বাস কর্‌তে হ'বে; যে কোন অবস্থায়, যে কোন সঙ্গতি থাকুক না কেন, বিরোধ না কর্‌লেই হ'বে। শ্রীধামের ভূমি, জল, বায়ু দ্বারা জড়েন্দ্রিয়ের পোষণ কর্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি না হয়, তা'হ'লে শ্রীধামকে ভগবদ্বস্তু জ্ঞান করা হ'ল না। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধামবাস হয়, এই বিচার হ'লে প্রকৃতির অতীত বস্তুকে প্রকৃতির অন্তর্গত ব'লে মনে হ'য়ে গেল—মায়াতীত বস্তুকে মায়িক জ্ঞান করা হ'ল—তা'হ'লে ধামের স্বরূপের সহিত বিরোধ করা হ'ল। শ্রীধাম ইন্দ্রিয়াতীত, মায়াতীত, অপ্রাকৃত, এই অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে বাস কর্‌লে মঙ্গল হ'বে। শ্রীধামপরিক্রমা করাও শ্রীধামের সেবা, শ্রীভগবানের অভিন্ন হ'লেও শ্রীধামে পাদস্পর্শে দোষ হয় না, পাদ দ্বারা সেবা হয়। নবধা ভক্তির অন্যতম অঙ্গ পাদসেবনের অন্তর্গত ধামবাস বা মন্দিরে বাস (শ্রীধাম অধোক্ষজ বা স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট নয়, তিনি পাদতাড়িত হ'বার যোগ্য নহেন)। শ্রদ্ধা অথবা রুচির সহিত শ্রীধাম বা শ্রীমন্দিরকে আরাধ্য-জ্ঞানে তথায় অবস্থান কর্‌লেই শ্রীধাম বা শ্রীমন্দিরে বাস হয়। দৈন্য ও আর্ত্তি-সহকারে বাস কর্‌তে হ'বে। শ্রীধামের কৃপা ও নিজের অযোগ্যতার জন্য প্রবল দৈন্য উপস্থিত হ'বে। পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান, কলহ ইত্যাদির অবসর থাক্‌বে না,—দৈন্য উপস্থিত হ'লে। শ্রীধামের তৃণগুল্মাদিরও দাসত্ব প্রার্থনা ক'রে নিজের অযোগ্যতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে হ'বে। দৈন্য ও আর্ত্তি ব্যতীত—নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, অযোগ্য ও সকলের কৃপার ভিখারী ব'লে উপলব্ধি না হ'লে শ্রীধামবাস হ'তে পারে না। শ্রীধামের কৃপার আভাসেও মঙ্গল হয় অর্থাৎ শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি না হ'লেও যদি শাস্ত্র ও মহাজনের এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করি, কুতর্ক ক'রে বিরোধ না করি এবং শ্রীধামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রীধামের সঙ্গাকাঙ্ক্ষা ক'রে কার্য্যগতিকে দূরেও থাকি, তা' হ'লেও মঙ্গল হয়। শ্রীধামে কোন প্রকার জড়বুদ্ধি না হয় অর্থাৎ সহর অপেক্ষা এই স্থানের স্বাস্থ্য ভাল, আবহাওয়া ভাল বা বেশ নির্জ্জন আরামপ্রদ ইত্যাদি জ্ঞান না হয়। জল, মাটি, কাদা জ্ঞান ক'রে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতে জড়বুদ্ধি না হয়, এ বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক থাক্‌তে হ'বে।

প্রঃ—সঙ্গে স্ত্রী থাক্‌লে কি শ্রীধাম-বাস হয়?

উঃ—স্ত্রী সঙ্গে থাক্‌লেও হ'তে পারে, পরস্পরের মধ্যে ভোগবুদ্ধি ছেড়ে যিনিই বাস কর্‌বেন, তা'রই হ'বে। যদি রজোগুণ তাড়িত হ'য়ে গ্রামবাসের বুদ্ধিতে বাস করি, তা'হ'লে বিষয়বুদ্ধি প্রবল হ'য়ে যা'বে, নিজেকে ভোক্তা অভিমান ক'রে আমার ভোগ্যবস্তু আছে - এই জ্ঞান হ'বে, তখন ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করব, এরূপ স্পৃহা জাগবে। এই বুদ্ধি নিয়ে শ্রীধামবাস হয় না। আগেই বলা হ'য়েছে—দীন না হ'লে, অকিঞ্চন না হ'লে শ্রীধাম-বাস হয় না। যা'র জ্ঞান আছে যে, আমার ভোগ্য কিছু আছে, সে ত' অকিঞ্চন হ'তে পারল না। কাজেই সে ত' শ্রীধামে বাস করতে পারল না। তা'র গ্রামবাস হ'য়ে গেল। অকিঞ্চনেরই শ্রীধামবাস হয়, কারণ তাঁ'র ইন্দ্রিয়সুখলাভের স্পৃহা নাই, তিনি ইন্দ্রিয়কে শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের সেবায় উৎসর্গ ক'রেছেন। অকিঞ্চন হ'লে গৃহে ধামদর্শন হয়। যদি ভোগবুদ্ধি থাকে, তবে শ্রীধামবাসের অভিনয়ে গ্রামবাস হয়। অকিঞ্চন হওয়া দরকার। জেনে নেওয়া, ধ'রে নেওয়া বা কল্পনার কথা নয়; মনে ভোগবুদ্ধি পুষে রেখে গৃহে থেকে ধামবাস করছি অথবা গৃহ ছেড়ে ধামবাস করছি এই মিথ্যা আচারের কাজ নয়। যাঁ'রা শ্রীধামবাসী অর্থাৎ ভক্ত, সাধু, বৈষ্ণব, তাঁ'দের সঙ্গ অর্থাৎ শ্রদ্ধাসহকারে তাঁ'দের কীর্ত্তিত কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ অথবা তাঁ'দের গুণ শ্রবণাদি এবং পরিচর্য্যা কর্‌লে শ্রীধামবাস হয়।

প্রঃ—ভৌম ধামের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—পুরুষাভিমানীর নিকট শ্রীধাম জড়বৎ বা মাটির মত প্রতীত হ'লেও তিনি প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে মিশেন না। প্রাকৃত ভোগীর নিকট শ্রীধাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মনে হ'লেও তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ বস্তু; ইহাতে তাঁহার করুণার আধিক্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভৌমধামের বিচিত্রতা বেশী—চমৎকারিতা বেশী। তাঁ'র নাম গোকুল, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ বা নবদ্বীপ। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড বা প্রপঞ্চের অতীত বিরজা, বিরজার পরপারে ব্রহ্মলোক, তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ। প্রপঞ্চে ইঁহাদের অবতরণ নাই। কিন্তু তদূর্দ্ধে অবস্থিত গোলোক-বৃন্দাবন বা শ্বেতদ্বীপ এবং শ্বেতদ্বীপ হ'তে অভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চে প্রকট থেকেও বৈকুণ্ঠের উপরে বিরাজমান। ভৌম ধামে মর্ত্ত্য (যাকে ইংরাজীতে mortal বলে) অর্থাৎ মানুষের ন্যায় লীলা হওয়াতে লীলার প্রকট ও অপ্রকটে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভৌমলীলার চমৎকারিতা বেশী।

অনর্থ

—::•::—

কৃষ্ণসুখবিধানরূপ প্রেমই অর্থ এবং তদ্বিপরীত স্ব-সুখবিধানেচ্ছাই অনর্থ। অনর্থ আগন্তুক। ইহা জীবস্বরূপে নাই। জীবস্বরূপে কৃষ্ণদাস্য আছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—'জীবনের অর্থ কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ।' কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তিই জীবের জীবনের অর্থ। কৃষ্ণভক্তি বা প্রীতিই জীবের একমাত্র কাম্য। যাহার কৃষ্ণভক্তি নাই, সে বড় দীন, বড় কাঙ্গাল; 'কৃষ্ণভক্তিরসহীন জগ-মাঝে সেই দীন।' কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তিবিস্মৃত হইয়া আমরা অনর্থগ্রস্ত হইয়াছি। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রীতি থাকিলে জীবের আর অনর্থগ্রস্ত হইতে হইত না। অর্থবিস্মৃতি বা অর্থাভাবই জীবের দারিদ্র্য বা অনর্থের কারণ। কৃষ্ণ-

বিকৃতিরূপ বিপদ্ হইতেই যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থ এক, কিন্তু অনর্থ অনন্ত। তবে সাধু-শাস্ত্র তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য এই চারিপ্রকার অনর্থের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। 'আমি কৃষ্ণদাস, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবাই আমার একমাত্র কৃত্য'—এই স্বরূপজ্ঞানের কথা বিস্মৃত হইয়া জীব কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রভুকে ভুলিয়াই—আশ্রয়কে ছাড়িয়াই—কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়াই আজ জীবের এই দুর্গতি!

জীবের স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই প্রথম অনর্থ। স্বরূপবিস্মৃত হইলে জীবের অনিত্য দেহ-গেহাদিতে আত্মবোধ হয়। তখন তাহার দেহে 'আমি'বুদ্ধিবশতঃ দেহ-সম্পর্কীয় বস্তুতে 'আমার' জ্ঞান হয়। তখন জীব কৃষ্ণসুখবিধানের কথা ভুলিয়া গিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হয়, অসদ্-বিষয় ভোগকে তখন অত্যন্ত সুখকর মনে করে। তাহার এই অনিত্যসুখাদির জন্য যে তৃষ্ণা, তাহাকে অসতৃষ্ণা বলে, ইহাই জীবের দ্বিতীয় অনর্থ। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা প্রভৃতি অসতৃষ্ণা। আমি গুরুবৈষ্ণবের কিঙ্কর—ভগবানের দাস, আমি নিত্যকাল গুরু বৈষ্ণবানুগত্যে ভগবানেরই সেবা করিব, গুরুবৈষ্ণবভগবানের সুখবিধানই করিব, যাহাতে তাঁহাদের সেবা, সুখ, সন্তোষ তাহাই করিব, নিত্যকাল কাতরভাবে তাঁহাদের কৃপাভিক্ষাই করিব, তাঁহাদের প্রাতিকূল্য-ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল ক্রিয়াদিই সর্ব্বক্ষণ করিব, তাঁহাদের সঙ্গই করিব, তাঁহারা যে পথে চলেন, যে ভাবে চলেন, যে ভাবে অবস্থান করেন, যে ভাবে দিনযাপন করেন আমিও সেইভাবে চলিতে যত্নপর হইব, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে মঠবাস—গুরুগৃহে বাস, ধামে বাস করিব, ধামোৎপন্ন দ্রব্য খাইয়া ভোজন করিয়া দু'দিনের এই অনিত্য জগতে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া চলিব, সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ হরিনামকীর্ত্তন, হরিগুণ-মহিমা শ্রবণ ও হরিগুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য যা কিছু কামনা, তাহা সবই অসতৃষ্ণা। এই অসতৃষ্ণা হইতেই জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের জন্য আমরা ভগবানের কৃপা উপলব্ধি বা বরণ করিতে পারি না। ভগবানের কৃপা সাধুগুরুরূপে এ জগতে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া যাহাতে আমরা নিরনর্থ হইয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবা করিতে পারি তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য তাঁহারা বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কখনও পাঠ, কখনও বক্তৃতা, কখনও কীর্ত্তন, কখনও ইষ্টগোষ্ঠী, কখনও বা ব্যক্তিগত-ভাবে নিকটে ডাকিয়া যাহাতে অনর্থগ্রস্ত জীব আমরা অনর্থমুক্ত হইয়া নিত্য-মঙ্গল লাভ করিতে পারি, নিত্য প্রভুর নিকট যাইতে পারি, তজ্জন্য নানা প্রকারে যত্ন-চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিয়াও অনেক কথা শ্রবণ করিয়াও তাঁহাদের সেই সকল কথা বা উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারি না। সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া কখনও তদনুসারে চলিবার যত্ন করি না, হৃদয়ে অসামর্থ্য বোধ করি, অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করিতে পারি না। ইহাই তৃতীয় অনর্থ হৃদয়দৌর্ব্বল্য। আর চতুর্থ প্রকার অনর্থ অপরাধ। নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধাদি অসংখ্য প্রকার অপরাধে জীব অপরাধী। অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। অপরাধ না গেলে জীবের কোন প্রকারেই মুক্তি বা মঙ্গল নাই। জীব-স্বরূপের একমাত্র আরাধ্য নামের চরণে অপরাধ, একমাত্র আশ্রয় ধামের চরণে অপরাধ ও একমাত্র অনুশীলনীয় সেবার চরণে অপরাধীর মঙ্গল কোনকালেই হইতে পারে না। মঙ্গলময় যিনি বা যাঁহারা, তিনি বা তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া—অপরাধী হইয়া মঙ্গললাভ কি প্রকারে হইবে? প্রভুর প্রতি—আরাধ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অপরাধ না গেলে সেবালাভ হইবে না। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে অর্থলাভ হইবে না।

আমরা অনর্থগ্রস্ত জীব। অর্থের সন্ধান-স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে নাই। সেইজন্য অর্থজ্ঞ সাধুগণ অনর্থগ্রস্ত আমাদের নিকট মঙ্গলের কথা—ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া উচ্চরবে আমাদিগকে আকৃষ্ট করেন। তাঁহাদের অনুগত হইয়া সেবোন্মুখ কর্ণে এই সকল মঙ্গলময়ী কথা শ্রবণ করিলে অনর্থমুক্ত হইয়া ক্রমশঃ অর্থযুক্ত হইতে পারা যাইবে। যেখানে অর্থ বা ভগবৎপ্রীতি-কামনার কোন কথা নাই, যেখানে প্রভুর সুখের জন্য অখিল চেষ্টা দেখা যায় না, সেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তাণ্ডব নৃত্য আছেই। যখন আমাদের হৃদয়ে সেবাকামনাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে—যখন "তোমার দাসের কতদিন বল তোমা ছেড়ে প্রাণ বাঁচে" প্রাণে এইরূপ প্রবল উৎকণ্ঠা জাগ্রত হইবে, তখনই বিশ্ব তাহার আকর্ষণ ক্রমশঃ শিথিল করিয়া দিবে—যে সকল অনাদিকাল হইতে আমার সেবা-প্রগতির অন্তরায়রূপে বিদ্যমান ছিল, সেগুলি নিমেষেই ম্লান হইয়া যাইবে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও রূপ রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ তখন আমাদের সেবাপথের পরম সহায়ক হইয়া পড়িবে। যখনই আমি প্রভুর হইয়া প্রভুর সেবার জন্য লালায়িত হইব, তখনই প্রভুসেবোপকরণ বিশ্ব ও তদন্তর্গত বস্তু-সমূহ আমাকে প্রভুসেবানিযুক্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া প্রভুসেবার সাহায্যই করিবে। প্রভুসেবার জন্য প্রভুর দেওয়া জিনিষের দ্বারা প্রভুসেবা না করিয়া নিজ সেবায় লাগাইবার ধৃষ্টতা বশায় প্রভুসেবাবঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

অনর্থ আগমপায়ী; ভগবদ্বিমুখ হইলেই অনর্থ আসিবে, আর ভগবদুন্মুখ হইলে অনর্থ চলিয়া যাইবে। সাধুসঙ্গে শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে সকল অনর্থ ক্রমশঃ জীব-হৃদয় হইতে অপসারিত হয়। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি হয় না বা অন্য কোন উপায়ে স্বরূপের উদ্বোধনও হয় না।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পুনর্ভাব উদি' কাটে মায়ার বন্ধন॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

সাধুসঙ্গে শ্রীহরির নাম-গুণ-মহিমাদি শ্রবণ ও তদানুগত্যে জীবনযাপন করিতে করিতে জীবের সমস্ত অনর্থ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। যাঁহার অনর্থ নাই, এরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে আমাদের অনর্থ-নিবৃত্তির সু-কৌশল ও বললাভ হইবে। যাঁহাদের অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে নিবৃত্তানর্থ হইবার উপায় জানা যাইবে এবং রুচিপরায়ণের সঙ্গ করিলে গুরুবৈষ্ণবভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবায় রুচিলাভ হইবে। আমি অনর্থযুক্ত সুতরাং অনর্থমুক্তের সঙ্গ করিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া যদি অনর্থ-যুক্তেরই সঙ্গ করিতে থাকি, তাহা হইলে কোনকালেই অনর্থনিবৃত্তি হইবে না। সম ভূমিকায় না থাকিলে সঙ্গ হয় না। অ-সম-ভূমিকায় থাকিয়াও যদি আমরা সেই ভূমিকায় যাইবার জন্য চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা হইলেই অনায়াসেই সেখানে যাইতে পারা যাইবে। সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবপারচর্য্য ও ভাগবতশ্রবণফলে অমঙ্গলসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলে শ্রীকৃষ্ণে অচলা ও বিক্ষেপরহিত ভক্তির উদয় হইতে থাকে।

জীব নিজের শত চেষ্টার দ্বারাও অনর্থ-নিবৃত্তি করিতে পারে না। নিজ চেষ্টার দ্বারা অনর্থসকল কিছুক্ষণের জন্য সামান্যভাব ধারণ করে এই মাত্র। একমাত্র ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ও জীবের সাধনচেষ্টা ব্যতীত অন্য উপায়ে অনর্থনিবৃত্তি করিবার উপায় নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে একমাত্র আকুল ক্রন্দন ব্যতীত জীবের আর গত্যন্তর নাই। কৃপাপ্রার্থনা যত জাগিবে, নিজের অযোগ্যতা যত উপলব্ধি হইবে, ততই অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভদৃষ্টির মধ্যে পড়িতে পারিলে অনর্থ আপনিই চলিয়া যাইবে।

পাটনায় প্রচার

—::(৩)::—

গত ১৬ই এপ্রিল বুধবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ মিঠাপুরস্থ শ্রীযুত কালুলাল বাবুর গৃহে সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় গমনপূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠের শ্রবণসদনে একটী সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রীজী একঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু শ্রদ্ধালু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার জগৎপুরস্থ শ্রীযুক্ত শিবনন্দন সহায় কণ্ট্রাক্টার মহোদয়ের গৃহে সন্ধ্যায় হরিকীর্ত্তনার্থ আহূত হইয়া পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গমন করেন। শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু প্রায় একঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবতের বহু উপদেশ হিন্দিভাষায় কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৯শে এপ্রিল শনিবার মিঠাপুরস্থ শ্রীযুক্ত কামেশ্বর প্রসাদ বাবুর সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের জন্য শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গমন করেন। গুরুবন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রীজী হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের মহত্ত্ব, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, মহারাজ পরীক্ষিতের সর্ব্বস্বত্যাগ, পরমহংসকুলশেখর শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর নিকট ভাগবত শ্রবণ প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির নামপ্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত অঘোরী বাসুদেবনারায়ণ (ট্রান্সলেটর) বিহার গভর্ণমেণ্ট, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাহী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পালিত, রেলওয়ে পুলিশ ইনেসপেক্টর, শ্রীযুত প্রভুনাথ সহাই হেড ট্রেণ এক্সামিনার, শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ পালিত ট্রেণ এক্সামিনার, শ্রীযুক্ত কামেশ্বরপ্রসাদ, শ্রীযুত মনোরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবৃহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবাস্তববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণ্ডাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীবনীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীঅভয়ানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরমণচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীরত্নমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্টোর রোড, ইষ্টউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৫
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
মিশ্রসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মজুমদার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এ গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মজুমদার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিস্তৃত পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার [illegible] এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণের যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলাংশ, তৎপরে [illegible] গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার [illegible] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] বাঁধাই আর্ট [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর প্রণীত ও সম্পাদিত এই গ্রন্থ আছে। ইহা এক অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে নবদ্বীপবাসীদের প্রাণের শ্রীত আরও হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌরাঙ্গ ঠীক্ষার

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত / শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৩-১৬	১২-১৬	১৬ ২৮	১৭-৪৬	২২ ২৬
দমদম	৪ ৫০	৬ ৩	৭ ২৮	১৩ ২৪			৮ ৫	২২-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৭১	১৯ ৩২	০-০৫
(বগুলা) ছাঃ			৯-৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮ ২৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৪	২০-২০	১ ১০
লাইট রেল (বগুলা) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৪৫	১০ ৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১ ১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ”	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
” ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত / অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৭ ১৪	৯ ২		১৬ ৩	১৬ ৩১	৮ ৩৮		
মহেশগঞ্জ ”	৮-২৩	৯-২১		১৭-১২	১৭ ৫০	১৮ ৪৭		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৭	৯-৫৫		১৬-৫৬	১৭ ২৭	১৮ ২১		
কৃষ্ণনগর ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫০	১১ ২৬	১৫-৪	১৬ ৫২	১৯-২৮	২০ ৪৩
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৪৫	১৭-১০	২০-৩	২১ ১৯
(বগুলা) ছাঃ					১৫-৫৭	১৭-৪২		
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৪০	২৩ ০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ ”	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৫ ৪৪
” ছাঃ	১৫-৫৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বগুলা) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
” ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভারতের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত বৈভবের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতকে সম্বোধন করিয়া এবং দেশবাসীদিগের মঙ্গলোদ্দেশে পণ্ডিত ও সুধীগণের সন্নিধানে তিনি যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তপ্রচারে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃপাশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

---::•::---

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালোর প্যাটেন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবার যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd. No. C. 1544

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতিসুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ। ভিক্ষা মাত্র ১॥০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৮; ৮ই মে, ১৯৪১; বৃহস্পতিবার [৫৮তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[*]::—

এম-এ এবং এম-এসসিতে ভূগোল পাঠ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও এম-এসসি পরীক্ষায় ভূগোল-শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং তদনুসারে নিয়মকানুনের পরিবর্ত্তন করিবার সিদ্ধান্ত সিনেট গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মে ছায়াচিত্র প্রদর্শন

ছায়াচিত্রের উপর প্রবর্ত্তিত কর কমাইবার জন্য রেঙ্গুনের চিত্রগৃহের মালিকবৃন্দ যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহার ফলে ব্রহ্ম-সরকারের বাণিজ্য-সচিব ছায়াচিত্রের উপর শতকরা সাড়ে সাইত্রিশ টাকা হিসাবে কর ধার্য্যের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। আমদানী ফিল্মের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণের সময় ফিল্মের মূল্য সম্পর্কে এখন হইতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ভারতে ছায়াচিত্রের উপর যে হারে কর ও শুল্ক নির্দ্ধারিত রহিয়াছে ব্রহ্ম-সরকার তাহাই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত কম হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিয়া স্থানীয় চিত্রগৃহের মালিকবৃন্দকে সাহায্য দান করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া সরকার মানিয়া লইয়াছেন। ব্রহ্মে ফিল্মের প্রদর্শনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কাজেই সামান্য কিছু সময়ের জন্য চিত্রাদির প্রদর্শন সম্ভবপর, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই সরকার ট্যাক্স ও শুল্কের হার কমাইতে রাজী হইয়াছেন।

আসামের পূর্ব্ব-সীমান্ত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণাদেশ

আসামের পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত লখিমপুর জেলার এলাকার কয়েকটি অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর গত ১লা মে হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা হইয়াছে। লখিমপুরের উপলগিরি ... করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকের দেড় মাইলব্যাপী অঞ্চলকে ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে সংরক্ষিত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। গত ১লা মে তারিখ পর্য্যন্ত যাহারা ঐ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল না, তাহারা উর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারী অথবা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ব্যতীত ঐ অঞ্চলে বসবাস করিতে পারিবে না।

ষ্টীমার ও দেশীয় নৌকায় সংঘর্ষ

গত বৎসর অক্টোবর মাসে ব্রহ্মপুত্র নদীতে কুরুষ নামক স্থানের নিকটে একটি দেশী নৌকার সহিত ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের ও রিভারষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেডের 'কর্ণফুলি খানা' নামক ষ্টীমারের যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে তদন্তের জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট একটী স্পেশ্যাল তদন্ত কোর্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুমুদচন্দ্র দত্ত ও ক্যাপ্টেন এইচ এম বেগকে লইয়া ঐ কোর্ট গঠিত হইয়াছে। মিঃ কুমুদচন্দ্র দত্তকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তেজপুরের সরকারী উকীল গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য্য করিবেন।

মালদহের আম

আমের মরশুম আসন্ন হইয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগে আমের শ্রেণীবিভাগ ও বিক্রিবিষয়ে অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কে নানারূপ তথ্য জানিতে চাহিয়া অনেক চিঠি-পত্রাদি আসিতেছে।

মালদহে আমের ফসলের অবস্থা এ-পর্য্যন্ত বেশ ভালই ছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ইতোমধ্যেই কচি কচি আম ঝরিয়া পড়া আরম্ভ করিয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের প্রধান মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক সম্প্রতি মালদহের মফঃস্বলে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কতিপয় আম-উৎপাদনকারীর সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিয়াছেন।

আগামী জুন মাসে মালদহে একটি আম-প্রদর্শনী খোলার প্রস্তাব হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, শিল্প আমের ব্যবসার সম্পর্কে এই প্রদর্শনী দ্বারা অনেকটা সহায়তা হইবে।

ঢাকার সান্ধ্য-আইন

ঢাকার দাঙ্গার জন্য সহরে যে সান্ধ্য-আইন বা কারফিউ অর্ডার—তাহা প্রথমে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বলবৎ হইত। পরে অবস্থার উন্নতি ঘটিলে উহা রাত্রি ৮ ঘটিকায় বলবৎ হইত। তৎপর ঐ আইন রাত্রি ১০টা হইতে প্রাতে ৫-৩০টা পর্য্যন্ত বলবৎ রহিবে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোষণা করিয়াছেন।

পকেটমারার গ্রেপ্তার

গত ২৯শে এপ্রিল প্রাতঃকালে নারায়ণগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুত রাজেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতিশয় তৎপরতার সহিত মনসুর আলী নামক জনৈক ব্যক্তিকে খিদিরপুর হইতে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, কয়েকদিন হয় মুন্সীগঞ্জের পুলিশ পকেটমারার অভিযোগে উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পাঠায়, কিন্তু সে তথা হইতে নিরাপদে পলায়ন করিয়া কালীবাজারে শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় লয়। উহার নামে ঢাকার সি, আর, পি'র তিনটি, নারায়ণগঞ্জের দুইটি, মুন্সীগঞ্জের ... পকেটমারার অভিযোগ ছিল। গজারিয়া, ত্রিবেণী, কালীরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বাড়ী আছে বলিয়া মনসুর আলী উক্ত থানাসমূহে মিথ্যা পরিচয় দিয়া আসিতেছিল। রূপগঞ্জ থানার মোরাব আলী নামক এক দফাদার চৌকিদার উহার শ্বশুর বলিয়া প্রকাশ।

মুন্সীগঞ্জে প্রচণ্ড ঝড়

গত রবিবার অপরাহ্নে সহরের উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যায়। ফলে স্থানীয় নদীতে বহু নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক নৌকায় চিনি ও গুড় বোঝাই ছিল। ঝড় প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। ঐ ঝড়ে সহর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে কিছু সম্পত্তি ও শস্যের ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের গৌড়ীয়-গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিলে [illegible] ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠ দক্ষ হউন। এই বিরাট [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৪ [illegible] পৃষ্ঠা বাঁধা। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুললিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় সূচী (Contents) ও [illegible] সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র- Index (Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকার অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, [illegible] ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট [illegible] নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—✓০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল [illegible] মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। [illegible] ও অনুবাদ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত [illegible] এই প্রথম প্রকাশ। [illegible] গ্রন্থের প্রত্যেক [illegible] সংক্ষিপ্ত [illegible] ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে [illegible] সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন [illegible] আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৮৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ[illegible] ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড ৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১৲০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বিদ্বদ্রঞ্জন-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (রসিকরঞ্জনী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্যভাষ্য ॥০
২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (চতুর্থ সংস্করণ) (অবাঁধা ।৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ মাননিধি (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১/০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৴০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৴০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (যন্ত্রস্থ) ২৲০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্থপঞ্চক /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সাত্বতবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যগীতামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। [illegible] শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়[illegible] রহস্যঃ /০
৬৯। সাম্প্রদর্শনম্ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ থিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মর্ফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবিজম্ ॥০
৭৭। রেয়াট গৌড়ীয়মঠ [illegible] ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। রহেলট উক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
শরণাগতি /০
৮৯। শ্রীসজ্জিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

সতার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচলিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৭ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২৫শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৮ই মে, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৫২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ মধুসূদন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিকট কৃপা চাওয়াই চেতনের ধর্ম। যেখানে কৃপাপ্রার্থনা নাই, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে জানিতে হইবে। অমৃত-সাগরের নিকট থাকিয়া যদি আমরা অমৃত না চাই, তাহা হইলে অমৃতসাগরের নিকট যাওয়া হয় নাই জানিতে হইবে। অভাববোধ না হইলে কি কেহ কৃপা চায়? অভাববোধ যেখানে নাই, সেখানে চাওয়াও নাই। আমার কৃষ্ণসাক্ষাৎকার হইল না, এই অভাব-বোধ হইলে আমিও কৃষ্ণকে চাহিব এবং শ্রীগুরুদেবও আমাকে কৃষ্ণ দিবেন। যদি কুটিলতা থাকে, তাহা হইলে যে বস্তু হইতে ভয় বা বন্ধন হয়, সেই বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া থাকে এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়। আমাদের যদি সংসারক্লেশ-বোধ না হইয়া থাকে, 'কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়' এই পরিপ্রশ্নের উদয় না হয়, তবে গুরুর কাছে আসা বৃথা। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই এইরূপ প্রার্থনা হওয়া উচিত—

কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥

সংসারকে যদি অনল বলিয়া মনে না হয় এবং তাহা চন্দ্রকিরণের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হয়, তবে বিশ্রাম-প্রার্থনা বা কৃপাপ্রার্থনা কিরূপে হইবে? দৈন্যোক্তি, বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনা জানাইলে শ্রীগুরুদেবের দয়া হইবেই। শ্রীগুরুদেবের মত বড় সাধু আর কেহ নাই। আমি যদি শ্রীগুরুদেবের কাছে কৃপা চাই, তবে নিশ্চয়ই কৃপা পাইব। তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে না গেলে তিনি কাহাকেও বঞ্চনা করেন না। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই তিনি গুরু। আমি যদি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হই, তবে তিনি কৃষ্ণকে নিশ্চয়ই দিবেন। তিনি ত' কৃষ্ণকে দিবার জন্য—আমাকে কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত। কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব। সূর্য্যের স্বভাবই আলোকদান কিন্তু সূর্য্যের আলোককে আবরণ করিলে অন্ধকারই লাভ হয়। নিজেকে দীন বলিয়া উপলব্ধি হইলেই কৃপা পাওয়া যাইবে। সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রার্থনা যেখানে আছে, সেখানে কৃপাভিক্ষা নাই বুঝিতে হইবে। কল্পতরুর নিকটে আসিয়া যদি ছাইপাঁশ চাই, তাহা হইলে তাহাই পাইব।

কাহারও দোষ দেখিতে হইবে না, গুণগ্রাহী হইতে হইবে। শ্রীগুরুর নিষ্কপট ভৃত্য বৈষ্ণবগণের যাঁহার মধ্যে গুরুসেবাবৃত্তি যতটুকু আছে, সেই বৃত্তিটুকুকে 'প্রভুর কৃপা-বৃত্তি' জানিয়া তৎপ্রতি অকপট নমস্কার বিধান করিলে এবং নিজে অকপট সেবা-দৈন্যে বিভূষিত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ, উপদেশ ও আদর্শ আচরণ কায়মনো-বাক্যে অনুসরণ করিলে এ জগতে কেহ আমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। তখন জগতের কোন প্রকার সুখ আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া পরনিন্দা বা পরচ্ছিদ্রান্বেষণে সময় নষ্ট করিবার দুর্ব্বুদ্ধি দিতে পারিবে না। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে নিয়ামক, সেখানে কোন ভয় বা ... যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের কথা অনলস হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে পারে না। যত বিপদই আসুক না কেন, সম্পদস্থাতে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাঁহাদের একমাত্র বল। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীগুরুদেবের বাণীবল এবং তাঁহার আদর্শ আচরণানুসরণ-বল হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হইব, সেমুহূর্ত্ত হইতেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে কত বড় জিনিষ তাহা জৈব-জগৎ চিন্তায়ও আনিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"আমার গুরুপাদপদ্মের পরাগের একটু কণা ছাড়ি'য়ে দিলে তোমাদের মত ক্রোটী কোটী লোক উদ্ধার লাভ করবে। এমন কোন পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোন সদ্বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্য-দেবতায় নাই যা' নাকি আমার গুরুপাদপদ্মের পদধূলির একটী কণা হ'তে ভারী হ'তে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি এত ভারী জিনিষ।" সেবা-চাতুর্য্য বা সেবা কৌশলই পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা। সাধুর পদধূলিতে অভিষিক্ত হওয়ার ন্যায় পরম গৌরবের বিষয় আর কিছু নাই। ইহাই আমাদের একমাত্র কাম্য। সাধুর পদরজে অভিষিক্ত বা শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দাম্ভিকতা যাইবে না। অকিঞ্চন গুরুদাসই তৃণাদপি সুনীচ ও নিরহঙ্কার। গুরুদাসানু-দাসাভিমানরূপ শুদ্ধ অহঙ্কার তাঁহাদের আছে। তাঁহারা নিজেকে সাধুগুরুর পাদ-পদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ মনে করেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত নির্ম্মৎসর দম্ভ প্রাকৃত মাৎসর্য্যোদ্ভূত দম্ভকে শুষ্ক করিয়া মহত্ত্বের অনুমোদন ... কার্য্য করিয়া থাকে। এই দৈন্যময় শুদ্ধ দাসাভিমান সাধুর প্রকৃষ্ট কৃপারই পরিচয়।

যাঁহারা ভগবানের সেবা বা কৃপা চান, তাঁহারা জগতের কিছু চান না। এ জগতে আমার ভোগ্য কিছু আছে, এরূপ চিন্তাস্রোত অকিঞ্চনের নাই। 'তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব, গুরু-অভিমান ত্যজি' ইহাই তাঁহার সহজ চিত্তবৃত্তি। অন্যাপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠাভিমানই গুরু-অভিমান। কিঙ্করাভিমানী সেবকের এই অশুদ্ধ অভিমান নাই। তাই তিনি নিজেকে কাহারও পতি, কাহারও পিতা, কাহারও পূজ্য বা কাহারও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া মনে করেন না। তিনি দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বদা সাধুগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কাতরক্রন্দনময় কৃপা-প্রার্থনামুখ জীবন যাপন করিয়া থাকেন। সাধুর সঙ্গ সর্ব্বদা থাকিতে হইবে। অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। পূজ্য ব্যক্তির সহিত খুব সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। নিরন্তর শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে হইবে। হরিকীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় অসুবিধা ছাড়া সুবিধা কিছু নাই। হরিকথাকীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণ-কারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তন হরিসেবা, নিজের

শ্রবণে সেবা, অর্চনে … নামে হরিসেবা—এই তিনপ্রকারে ভক্তসেবা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণও হয়। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবানের সর্ব্বক্ষণ নিশ্ছিদ্র সেবা সম্ভব।

ভগবানের কৃপা সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক অথবা সৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াই হউক অপর জীবে সংক্রামিত হয়, পরন্তু অন্য উপায়ে হয় না। শাস্ত্র বলিতে-ছেন—"হে ভগবন, আপনি সদনুগ্রহশীল অর্থাৎ সজ্জনগণের দ্বারাই অন্য পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সজ্জন-গণ আপনার মূর্ত্তিমান অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্য রূপে নহে।"

কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। শরণাগতই অনুগত। যেখানে কায়মনোবাক্যে শরণাগতি বা শ্রদ্ধা আছে, সেইখানেই এই ত্রিবিধ আনুগত্য বা সেবা সম্ভব। ভক্তিদেবী কৃষ্ণবল্লভা। তিনি প্রসন্ন না হইলে সেবা লাভ হয় না। আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি—এরূপ অবৈষ্ণব ভাব বিচার প্রবল হইলে আর আনুগত্য বা সেবা-চিত্তবৃত্তি থাকে না। অবৈষ্ণব চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগের একমাত্র উপায়—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে বৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুর কথা শ্রবণ। তাহা হইলে সংসারের বা অনর্থের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া অর্থপ্রবৃত্তি হইবে।

জীবন্ত সাধুর সঙ্গলাভের সুযোগ না হইলে শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। আচার্য্যগণের সঙ্গ ও সেবা করিতেই হইবে। সাধুসঙ্গ বা গ্রন্থপাঠ না করিয়া শুধু অন্যমনস্ক হইয়া মালা টানা হরিনাম নহে। সাধুসঙ্গ না হইলে হরিনাম বা হরিসঙ্গ হয় না। আবার গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে বলিয়া যেন আমাদের হরিনামে বা হরিসেবায় শৈথিল্য না আসে। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ও গ্রন্থ আলোচনা হওয়া চাই, আবার অত্যন্ত আদরের সহিত শুদ্ধরূপে স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া শ্রীনামকীর্ত্তনও করা চাই। এই শ্রীনাম-সেবার মধ্যে শ্রীনামের প্রীতিকামনা ব্যতীত অন্য কোন কামনা-বাসনা থাকিবে না। গ্রন্থাদি আলোচনা অর্থাৎ গুরুবর্গের বাণী শ্রবণের দ্বারা হরিনামে বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়। নামসংকীর্ত্তন গুরুবর্গের সহিত যোগযুক্ত থাকিয়া অর্থাৎ শিষ্য হইয়া গুরুবর্গের আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার পূর্ব্বক দৃঢ়তাসহকারে সেই আদর্শ অনুগামী নিজেকে চালিত করাই প্রকৃত গ্রন্থপাঠ বা প্রকৃত সাধুসঙ্গ।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

——::০::——

প্রঃ—হরিনাম-গ্রহণকালে একটি আঙ্গুল বাহিরে রাখা হয় কেন?

উঃ—একটি আঙ্গুল মানে তর্জ্জনীকে বাহিরে রাখা হয়। তর্জ্জনী দ্বারা শাসন বা নিয়মন করা হয়। শ্রীহরিনাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, কাজেই তাঁকে নিয়মিত করা যায় না। তর্জ্জনী দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ করা হয়। যে পরিদৃশ্যমান জগৎকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে, সেটা জীবের বন্ধনদশা—কারাগার। শ্রীহরিনাম ব্যতীত আর সবই কারাগার, তাহাই তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে এবং এই সঙ্গে আরও জানায় যে, কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে হ'লে বৈকুণ্ঠনামের আবির্ভাব দরকার। তর্জ্জনী দ্বারা 'ইদং' বস্তুকে দেখান হ'চ্ছে। 'ইদং' বস্তু বৈকুণ্ঠ নহে, প্রাকৃত বা মায়িক। ব্রহ্মের নাম 'নেদম্'; শ্রুতি বল্‌ছেন—'নেদম্ যদিদমুপাসতে' অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু 'ইদং' বা এই বস্তু নহেন। তিনি 'তৎ' বা সেই বস্তু। তিনি 'ইদং'ও নহেন, 'ত্বং' বস্তুও নহেন। "ত্বং" অর্থাৎ তুমি। "ত্বং" বস্তুও 'ইদং' নহে। তর্জ্জনী জানাইতেছে 'ত্বং' বস্তু 'ইদং' নহ, তুমি 'তদ্'-বস্তুর। তর্জ্জনী 'ইদং' বস্তুর পরিমাপক বা নির্দ্দেশক, সে 'তদ্'-বস্তুকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। যাঁকে মাপা যায় না, তিনি অধোক্ষজ, ইন্দ্রিয়াতীত, বৈকুণ্ঠবস্তু। তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। অধোক্ষজ অর্থাৎ তুরীয় মান হ'তে অনন্ত মানের বস্তু। তুরীয় মানের বস্তু মানব-মেধার ধারণাযোগ্য নহে, যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক এসম্বন্ধে কল্পনা ক'রেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-মাত্রই তিনটি মানবিশিষ্ট অর্থাৎ বৃহত্তা, দৈর্ঘ্য ও পরিমণ্ডল অথবা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট। এই অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রছে যে, 'ইদং' বা এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এরূপ তিনটি মানবিশিষ্ট। শ্রীহরিনাম ঐরূপ তুরীয় মানের বস্তু নহেন, তুমিও ঐ তিন মানের মধ্যে আবদ্ধ থাকিও না।

প্রঃ—সাধন-ভজন কি প্রকারে হ'বে?

উঃ—সাধুসঙ্গে সাধন-ভজন হ'বে।

প্রঃ—যে সমস্ত লোক ধামে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, তা'রা মঙ্গল লাভ করবে কি?

উঃ—আরাধ্য বা উপাস্য বস্তুকে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নিযুক্ত করলে অপরাধ হ'বে। সেব্য বস্তুর সেবা ক'রতে হ'বে। সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই সেবা। সেবক বা উপাসক নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চা'ন না, চাইলে সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ হ'য়ে গেল।

প্রঃ—"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ" এই বিচারে করলেও কি ভোগ হ'য়ে যা'বে?

উঃ—'স্বনির্ব্বাহ' শব্দের অর্থ কি? 'স্ব' শব্দে দেহ নয়। 'স্ব' অর্থে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সহিত তদীয় সেবকের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যাহা দ্বারা সেই ভক্তি। স্বনির্ব্বাহ অর্থে ভক্তিনির্ব্বাহ। ভক্তির অনুকূল দেহেন্দ্রিয়া-দির জন্য যতটুকু অর্থ বা দ্রব্যাদির প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণই "যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ" শ্লোকের অর্থ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগসূত্রই 'স্ব'-শব্দবাচ্য ভক্তি। ভক্তি অর্থে রাগ, টান বা প্রীতি। ভগবানের প্রতি রাগ বা টান উপস্থিত হ'লে তবে ত' তা'র নির্ব্বাহ। রাগ যা'র না হ'য়েছে তা'কে কি ক'রে বোঝান যা'বে? যাঁ'র সন্তান নাই, তাঁকে সন্তানের মাতার কি করতে হয়, কি ক'রে বোঝান যায়? যখন রাগ উপস্থিত হয়, তখন সেব্যের সুখের জন্য যে দেহ-ধারণ, তাহা ভক্তির ব্যাঘাত-কারক নয়। যাহা ভক্তির অনুকূল, ততটুকু গ্রহণ করলে অপরাধ হ'বে না, এটা শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আদেশ। যিনি বন্ধন মোচন ক'রে নিজের আত্মার আত্মাকে দিয়ে দেন, সেই ধাম ও ধামবাসীকে দিয়ে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে হ'বে না। শ্রীধর বিপ্র ব'লে একজন ভক্ত বাস করতেন। তিনি থোড়মোচা বিক্রী ক'রে দিনাতিপাত করতেন। তাঁ'র বাড়ীতে জল পান করার একটি ভগ্নছিদ্র লৌহপাত্র মাত্র ছিল। পরিধানে অতি জীর্ণ বস্ত্র ও ঘরের চালে খড় পায় ছিল না। মহাপ্রভু তাঁ'র দ্রব্য কেড়ে নিয়েছেন। তিনি নিজের অবস্থার উন্নতির কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত পরিবারবর্গ নিয়ে থাকতেন। স্ত্রী-পুত্র, চারি ভাই, লাতুষ্পুত্র ইত্যাদি বহু পরিজন তাঁ'র। তিনি পরিজন পালনের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করতেন না। মহাপ্রভু তাঁ'কে উপার্জ্জনের কথা বল্‌লেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণই রক্ষক ও পালক জেনে শরণাগতির চরম আদর্শ দেখা'লেন, কোন চেষ্টা করতে চাইলেন না। মহাপ্রভু তখন বল্‌লেন যে, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীরও যদি অভাব হয়, তবুও শ্রীবাসের কোনদিন অভাব হ'বে না। যিনি নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক, সেই লক্ষ্মীকান্ত গৌরনারায়ণ বলছেন—লক্ষ্মী উপবাসী থাকতে পারেন, কিন্তু তুমি কখনও উপবাসী থাকবে না। ভক্ত লক্ষ্মী এমন কি, স্বীয় আত্মা হ'তেও ভগবানের প্রিয়। সম্পূর্ণভাবে শ্রীধামের শরণাগত হ'য়ে থাকতে হ'বে। যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা এবং ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা ক'রবার জন্য উদ্বেগ ছেড়ে দিতে হ'বে। কায়মনো-বাক্যে নিষ্কপটে শরণাগত হ'তে হ'বে। আমাদের দিক্ থেকে কায়মনোবাক্যে সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই কৃত্য নেই। যাঁ'কে গোপ্তৃত্বে বরণ করতে হ'বে, তিনিই সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। আহার দিন বা না দিন্, সেটা তাঁ'র চিন্তার বিষয়, আমার চিন্তার বিষয়—আত্মসমর্পণ ক'রে, সেব্যের সেবা লাভ করা।

প্রঃ—"ধামবাসিজনে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লেশ" এই ধামবাসী কাঁহারা?

উঃ—শ্রীধামবাসী শ্রীধামের ন্যায় সচ্চিদা-নন্দ-বস্তু, প্রাকৃত, খণ্ড বা জড় বস্তু নহেন। শ্রীধাম ইন্দ্রিয়ভোগ্য গ্রাম নহেন, শ্রীভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দ বিভু বস্তু। শ্রীধাম ও শ্রীধাম-বাসী গুরুবৈষ্ণব তদীয় বা বৈভব বস্তু। শ্রীধামে থাকা মানেই ধামবাসীর কৃপালেশ ভিক্ষা করা। শ্রীধামে থাকা বা ধামবাসীর কৃপালেশ-প্রার্থনাই ভগবৎ-সমীপে বাস বা ভগবানের কৃপাভিখারী হওয়া। শ্রীধামবাসী শ্রীধামের বৈভব। নরদেহ বা নারীদেহ-ধারী দূরে থাকুক, এখানে কীটপতঙ্গাদি সকলই শ্রীধামের বৈভব। সূর্য্য যেমন কিরণ ছাড়া নহেন, সেইরূপ শ্রীধামও কখনই বৈভববিহীন হন না। ধামে থে'কে ধাম-বাসীর কৃপা লাভ না হ'লে ধামবাস হ'ল না। সূর্য্যের নিকট বাস করা মানেই যেমন সূর্য্যের আলোর নিকট বাস করা, তেমনই ধামে বাস করা মানেই ধামবাসীর সঙ্গ করা। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসী গুরুবর্গের প্রতি যোল আনা শরণাগতিবিশিষ্ট জনই শ্রীধামবাসী। শ্রীধামবাসীর নিজের দেহের চিন্তা নাই। তিনি বিক্রীত পশুর ন্যায়। বিক্রীত পশু অথবা বিক্রেতা নিজে ভরণ-পোষণের চিন্তা করে না, সে চিন্তা ক্রেতার। শ্রীধামবাসী দেহটাকে ক্রেতা শ্রীধামের কাছে—ধামের মালিক বিভুচৈতন্য কৃষ্ণকে সমর্পণ ক'রেছেন। এখানে পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই। কৃষ্ণকে দিয়ে চাকরী করিয়ে নেবার ইচ্ছা নেই।

প্রঃ—ধামের কীটপতঙ্গতৃণগুল্মাদিকেও কি অতি ভাগ্যবান্ বিচার করতে হ'বে?

উঃ—অতি ভাগ্যবান্ কেন? তাঁ'রা ব্রহ্মারও দুর্ল্লভ ভাগ্যের অধিকারী। ব্রহ্মা শ্রীধামের কীটপতঙ্গাদি হ'তে চেয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবত এ কথা ব'লেছেন।

> "তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
> ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
> যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
> ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥
> (ভাঃ ১০।১৪।৩০)

শ্রীধামের কীট-পতঙ্গ, তৃণ-গুল্মাদি মহা-মহা সৌভাগ্যবান্। ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, স্রষ্টা হ'য়েও শ্রীধামের কীট-পতঙ্গ, এমন কি 'তৃণ' হ'বারও প্রার্থনা ক'রেছেন; এইরূপ দর্শন হওয়া চাই। সর্ব্ব বস্তুতে সেব্যের অধিষ্ঠান দর্শন হ'লে তবে ত' এইরূপ দর্শন হ'বে। তিনি ধামবাসী ছাড়া আর কিছু দর্শনই করেন না।

প্রঃ—এইরূপ দর্শন যাঁ'র হ'য়েছে, তাঁ'র ত' গৃহে থাকে কিছু প্রভেদ নাই। তিনি ত' গৃহে থেকেও মঙ্গল লাভ করতে পারেন।

উঃ—তাঁ'র 'গৃহেতে গোলোক ভায়।' গৃহে ও ধামে সর্ব্বত্র তাঁ'র চিত্ত সর্ব্বদা ধামবাসীর পাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে ধাম আশ্রয় করেন, গৃহে আবদ্ধ হন না এবং শ্রীধাম ছেঁড়ে গৃহাভিমুখে দৌড়ান না। তিনি ধামের বিরহে কাতর হ'য়ে পড়েন। যিনি এইরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুসরণ করেন, তাঁ'র মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। অনাসক্তভাবে সংসার করায় তাঁ'র কোন অসুবিধা হয় না। তিনি অনুক্ষণ শ্রীধামবৃত্তি লইয়াই শ্রীহরিভজনময় গৃহে বাস করেন।

যোষিৎসঙ্গের কুফল

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রই যোষিৎ। সেই যোষিতের প্রতি সম্যগ্‌রূপে প্রীতি বা সম্যগ্‌রূপে অভিনিবেশের নাম যোষিৎসঙ্গ। সম্যক্‌গমনের নাম সঙ্গ। গমন সম্যক্ না হইলে—অসম্যক্ হইলে তাহাকে সঙ্গ বলা যায় না, তাহা অসঙ্গ। মাংসদৃক্‌মাত্রই স্ত্রীসঙ্গী। আর বেদদৃক্‌গণ সৎসঙ্গী। কি স্ত্রীদেহধারী, কি পুরুষদেহধারী ভোগবুদ্ধি থাকিলে উভয়েই যোষিৎসঙ্গী। কণকামীমাত্রেই যোষিৎসঙ্গী; যেথানে ভোক্তাভিমান, সেথানেই যোষিৎসঙ্গ। পুরুষাভিমান থাকাকালে যোষি সঙ্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। এই পুরুষাভিমান বা সংসার-বাসনা একমাত্র শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় অপসারিত হইতে পারে। এই যোষিৎসঙ্গীর ভয়াবহ পরিণামের কথা সকল শাস্ত্রই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"ভোগ্যা যোষিৎ ও তাহার প্রভু যোষিদ্ভর্ত্তা—ইহাদিগকে দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ভীক ও নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবানের অনুশীলন করিবে। নারীচিন্তা হইতে সংসারপ্রবৃত্তি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ জন্য ভগবদ্‌বিস্মৃতি। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ের ভোগ্য ব্যাপারসমূহ—উভয় বস্তু হইতে সর্ব্বতোভাবে সম্চ্যুত হইবে। ভগবৎপ্রপত্তি দ্বারাই তাহা সম্ভব।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩০)

অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গী পুরুষ হইতে জীবের যেরূপ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়-প্রসঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের একটী গল্প হইতে আমরা যোষিৎসঙ্গের কুফলের কথা আলোচনা করিতেছি। কোন সময়ে এক ছাগ বনমধ্যে নিজ প্রিয়বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মফলে কূপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল। কামী ছাগ ঐ ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে শৃঙ্গাগ্র দ্বারা মৃত্তিকা অপসারিত করত নির্গমপথ প্রস্তুত করিল। সেই ছাগী কূপ হইতে উত্থিত হইয়া ছাগকে পতিরূপে বরণ করিল। ছাগী ঐ ছাগকে পতিরূপে বরণ করিল দেখিয়া অন্যান্য বহু ছাগী স্থূলকায় বলিষ্ঠ সেই ছাগকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষী হওয়ায় অজশ্রেষ্ঠ একাকী বহু ছাগীর সহিত বিহার করিতে লাগিল। কূপোত্থিত সেই ছাগী নিজ প্রিয়তমকে অপরের সহিত বিহার করিতে দেখিয়া মনের দুঃখে মিত্রবেশী বস্তুতঃ অমিত্র, ক্ষণকালের জন্য বন্ধুত্ব অভিলাষী, ইন্দ্রিয়সেবী কামুক নিজ স্বামী ছাগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ঐ স্ত্রৈণ ছাগও তখন দুঃখিত হইয়া সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শব্দ করিতে করিতে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিন্তু পথিমধ্যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিল না। ঐ ছাগী যথায় গমন করিল, তথায় উহার পালনকর্ত্তা এক দ্বিজ ক্রোধভরে সেই ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করিয়া দিল। কিন্তু যখন ঐ ছাগ অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল, তখন দ্বিজ নিজ পুত্রীর কামভোগার্থ পুনরায় ঐ অণ্ডদ্বয় সংযোজিত করিয়া দিল। ছাগ কূপলব্ধ অজার সহিত বিষয়ভোগে বহুকাল অতিবাহিত করিয়াও কামভোগে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভোগের দ্বারা ভোগের উপশম হয় না। পৃথিবীতে যে সকল ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সে সমুদয়ও কামহত ব্যক্তির মনঃপ্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন
শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্য-বস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশমপ্রাপ্ত হয় না।

বিষয়াসক্ত, দুর্ব্বুদ্ধি জনগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত ক্লেশকর, স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও যাহা হৃদয় হইতে যাইতে চাহে না, সেই দুঃখরাশিবহনকারিণী ভোগপিপাসাকে সুখাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই অতি শীঘ্র ত্যাগ করিবেন। অন্য লোক ত' দূরের কথা, মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত একাসনে উপবেশন করাও উচিত নহে। যেহেতু বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। যাঁহারা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমমুখে বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যদি ভগবৎ-সেবাকামী হন অর্থাৎ সাধনভক্তি ও ভাবভক্তিতে অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ভোগ্য বিশ্ব কখনও তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না। আমরা যখন বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকি, তখন আমাদের ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তি নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেবাপ্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হয়, তখনই প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ সেবাপ্রভাবে আমাদের ভোগবাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ব্যাঘ্রীর হৃদয়তুল্য স্ত্রীগণের সখ্য কোথাও হয় না। স্ত্রীগণ নির্দ্দয়া ও কুটিলস্বভাবা। তাহারা সামান্য দোষও সহ্য করিতে পারে না এবং নিজসুখের জন্য অধর্ম্মাদিতে ভীত হয় না। সামান্য কার্য্যেই তাহারা বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও পতির প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। সুতরাং যোষিৎসঙ্গ তাঁহারই একচেটিয়া। যোষিৎসঙ্গে তাঁহারই সুখ। অপরের পক্ষে ইহা মহা-বিপদ্‌জনক ও ক্লেশকর। যোষিৎসঙ্গ প্রবল হইলে—প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা বাড়িতে থাকিলে সাধু-গুরুতে বিশ্বাস হইবে না, যোষিৎসঙ্গ এমনি ভয়াবহ!

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীল জাহ্নবা ঠাকুরাণীর আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ৫ই মে সোমবার শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীল জাহ্নবা ঠাকুরাণীর আবির্ভাব-মহোৎসব শ্রীধামমায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরমারাধ্যতম পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যার সময় শ্রীল জাহ্নবা দেবীর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় বহুক্ষণ যাবৎ পরমারাধ্যা শ্রীল জাহ্নবা ঠাকুরাণীর বৈষ্ণবাচার্য্যত্ব, জীবের প্রতি করুণা ও তাঁহার অপার গুণের কথা বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত হইয়াছেন।

রংপুরে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ৮ই সোমবার দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিদিবস শ্রীমঠ হইতে রওনা হইয়া পরদিন ইটাখোলা নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় উক্ত দিবস সমস্ত দিন হরিকথা আলোচনা ও সন্ধ্যায় বহু শ্রীমঠাশ্রিত ভক্ত ও শ্রদ্ধালু সাধারণ সজ্জনের উপস্থিতিতে প্রায় ঘণ্টাধিককাল হরিবাসর-তিথির মাহাত্ম্য ও তাহা পালনের অত্যাবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। তথা হইতে প্রচারকগণ কুণ্ডপুর নামক স্থানে শ্রীযুত বসন্তকুমার রায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে ক্রমাগত দুই দিন মুমূর্ষু জীবের মঙ্গলোপায় সম্বন্ধে হরিকথা আলোচনা করেন। তথা হইতে প্রচারকগণ পুনরায় ইটাখোলা গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ রায় মহোদয়ের আগ্রহে তাঁহার বাসভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, জীবে দয়া নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন হয়। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তথা হইতে প্রচারকগণ মলটাকা নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন।

পাটনায় প্রচার

গত ২০শে এপ্রিল রবিবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গর্দ্দানীবাগস্থ শ্রীযুত সীতারাম শর্ম্মা ওভারসিয়ার মহোদয়ের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া হরিকীর্ত্তনার্থ গমন করেন। শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী 'ভক্তিশাস্ত্রীজী ঘণ্টাধিককাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বহু উপদেশপূর্ণ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

গত ২১শে এপ্রিল সোমবার ভক্তবৃন্দ স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান নেশান"এর সম্পাদক মিঃ সি, ডি, এইচ্, রাও মহোদয়ের গৃহে গমন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "দক্ষযজ্ঞ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

গত ২২শে এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠের শ্রবণ-সদনে একটী সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ব্রহ্মচারীজী ঘণ্টাধিককাল হিন্দিভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠে বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩শে এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায় পাটনা জি, পি, ও পোষ্ট মাষ্টার মিঃ বি, ঘোষাল মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ তথায় গমন করেন। গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, "গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু" কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু ভাগবতস্বরূপ, ভাগবতের প্রকটের কারণ, শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা প্রভৃতি বিষয় সরল বাংলা ভাষায় ঘণ্টাধিককাল ব্যাখ্যা করেন। তারপর "হরি হরি! কবে মোর হ'বে হেন দিন" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুপাদ ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

[illegible]
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
বারদিয়া, পোঃ গুয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাসবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপতি দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ. মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপারী
পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবল্লভ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:: :: ——————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ সৌন্দর্য্যবোধক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, স্থানে শাস্ত্রযুক্তিমূলে সকল অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চরিত্র (charts) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক ন্যায়, গল্প, প্রবাদ ও দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ মানবজাতির মঙ্গলের জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিভিন্ন পরানুবাদসহ শ্রীধাম শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা-নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— :: ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

—— :: ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ৩য় শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণী মাত্র ৮॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর ৩টি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিবৃতি, গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল বা তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য শ্রীবৃন্দাবন শ্রীমন্দিরের তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্‌গীতার এক অপূর্ব অভিনব সম্প্রদায়ানুযায়ী সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া গীতার প্রচার করিয়াছেন। গীতার অনন্য সংস্করণে যে সকল বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক শ্লোক অন্বয়, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার প্রতিপদ অর্থ। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, গ্রন্থপ্রণেতার বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্ট বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা ও বৃহদাকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌড়পাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের প্রবন্ধ-গুলি একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আরও অধিক লোভ পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার — অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	১০-১৬	১৫-১৬	১৬ ৪৬	১৭-৫৯	[illegible] ২৬
দমদম "	৪-৫৮	৬ ৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	..		১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌ.	৬-২২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ১৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.	.	.	৯-৩৩	.. ..	.		..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫ ১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০ ৫১	১১-২৫	১৮-১৫		২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ১৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন — শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬ ৩	১৬ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬ ২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌ.		৬-৫৭	৯ ৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	-	.		.	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	...
দমদম			১১-৪		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪ ১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৬
ছাঃ ১৫-৫৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবনিধান ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা অন্যান্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিম গৌরকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd. No. C. 1544

টেলিগ্রাম—শ্রীদাম শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৮ ; ৯ই মে, ১৯৪১ ; শুক্রবার [৫৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুপা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই। ৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীগোপীনাথ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নানা-সংবাদ

——::[০]::——

সেনেট সভার অধিবেশন

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় চারিটি নূতন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন মঞ্জুর করা হয়। তদ্ব্যতীত বাঙ্গালায় ছয়টি বর্ত্তমান দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে বি-এ পড়াইবার অনুমতি দিয়া সেনেট ঐগুলিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করেন। যে চারিটি নূতন কলেজকে অনুমোদন দান করা হয় তন্মধ্যে একটি হইতেছে আসামে, উহা একটি মেয়েদের কলেজ; অপর তিনটি বাঙ্গালার ছেলেদের কলেজ।

সেনেট ঐদিন ৩টি বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর কলেজে (তন্মধ্যে একটি আসামে) বি-কম পড়াইবার এবং ২টি কলেজে বি টি পড়াইবার অনুমতিও দান করেন। যশোহরে যশোহর কলেজ (আই-এ শ্রেণী) ত্রিপুরায় ভিক্টোরিয়া কলেজ (আই-এ শ্রেণী), শ্রীহট্টে উইমেন্স কলেজ (আই-এ শ্রেণী) এবং উত্তর কলিকাতায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ (আই-এ এবং বি এ শ্রেণী)। এই সকলগুলিকেই ১৯৪১-৪২ সালের সেসনের প্রারম্ভ হইতে অনুমোদন দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত কলেজগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন দেওয়া হয়:—

ভার আশুতোষ কলেজ, কাঞ্চনগোপাড়া চট্টগ্রাম, আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া, নরসিংহ কলেজ, হাওড়া; লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, কলিকাতা, (ইহা মেয়েদের কলেজ;) ইহাতে আই এস-সি পড়াইবারও অনুমতি দেওয়া হয় এবং বাঁকুড়ার হাদিক গার্লস কলেজ, পানবাজার; গৌহাটী—এই ছয়টি কলেজকে ১৯৪১-৪২ সনের সেসনের প্রারম্ভ হইতে বি-এ শ্রেণীতে অধ্যাপনার অনুমোদন দেওয়া হয়।

রিপন কলেজ, কলিকাতা; জগন্নাথ বড়ুয়া কলেজ, জোড়হাট, আসাম এবং হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা—এই তিনটি কলেজে ১৯৪১-৪২ সালের সেসনের আরম্ভ হইতে বি-কম অধ্যাপনার অনুমোদন দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন খৃষ্টান ট্রেনিং কলেজ, বহরমপুর এবং লরেটো হাউস, কলিকাতা, (মেয়েদের কলেজ)—এই দুইটিকে ১৯৪১-৪২ সালের সেসনের প্রারম্ভ হইতে বি টি শ্রেণীতে অধ্যাপনার অনুমোদন দেওয়া হয়।

——

সেনসাসের মোটামুটি বিবরণ

১৯৪১ সনের লোকসংখ্যা গণনায় বৃটিশ শাসিত বঙ্গদেশের জনসমষ্টি ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বিগত ১৯৩১ সনে বৃটিশ-শাসিত বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ১ লক্ষ ১৪ হাজার ২ জন। সুতরাং এই কয়বৎসরে লোকসংখ্যা শতকরা ২০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সনের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৯০ হাজার এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৮ হাজার। বর্ত্তমান লোকসংখ্যার মধ্যে মোট ৯৭ লক্ষ ২২ হাজার লোক লেখা-পড়া জানে, ইহার মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৪৩ হাজার পুরুষ এবং ১৮ লক্ষ ৭৯ হাজার স্ত্রীলোক, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৬ জন মাত্র লেখাপড়া জানে।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত বীরভূম, দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ১০ লক্ষেরও কম এবং ময়মনসিংহের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলাসমূহের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নোয়াখালি জেলায় শতকরা ৩০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং এই বৃদ্ধির হারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যশোহর জেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্ব্বাপেক্ষা কম, শতকরা ৮.৩ জন মাত্র। কলিকাতার লোকসংখ্যা ১৯৩১ সনের তুলনায় শতকরা ৮৫ জন বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ২১ লক্ষ ২০ হাজার দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার। ১৯৩১ সনে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল, ১১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭ শত ৩৪। ১৯৩১ সনে বঙ্গদেশে শিক্ষিত লোকের অনুপাত ছিল শতকরা ৮ জন বর্ত্তমানে তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে।

——

ঢাকা বোর্ডের সিদ্ধান্ত

ইণ্টারমিডিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষায় ঢাকা বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে, বোর্ডের অধীন সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৫ই জুন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে এবং ইণ্টারমিডিয়েট বিজ্ঞানের প্রয়োগাত্মক পরীক্ষা ৯ই জুন পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

——

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার

গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন নগরকসবা গ্রামের শ্রীবিশ্বম্ভর সাহার ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র বিনোদলাল সাহা কয়েকস্থানে প্রতারণার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ পুলিশ কর্ত্তৃক টাউনবাজারের এক পতিতালয় হইতে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, বিনোদলাল অনেক স্থানে নিজেকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সাহা বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিত। মিৎকোদীম ষ্টেসনের ষ্টেসন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় তাহার পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়া সে নারায়ণগঞ্জের মিষ্টান্নের দোকান হইতে মাঝে মাঝে ধারে মিষ্টান্ন খরিদ করিত। প্রকাশ, জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বাসায় একবার মিথ্যা পরিচয়ে চাকুরী করিয়া সেখান হইতে নগদ একশত টাকা লইয়া বিনোদলাল উধাও হইয়াছিল। সেই অবধি উহার কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না।

——

লাইব্রেরীতে চুরি

গত বুধবার ৩০শে এপ্রিল রাত্রিতে কলিকাতা ৭৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ প্রফুল্ল লাইব্রেরীতে এক ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার টাকা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বুধবার রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় কে বা কাহারা উক্ত লাইব্রেরীর পিছন দিকের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং নগদ টাকা, টাইপরাইটিং মেসিন, পুস্তক, মূল্যবান্ কাগজপত্র ও দলিলাদি লইয়া যায়।

থানায় এজাহার দেওয়া হইয়াছে, পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে কোনও ফল হয় নাই।

——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব-আচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ় গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া এতাদৃশে দর্শন ও ভক্ত, ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই গ্রন্থ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৭৭৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা Contents ও প্রত্যেক অধ্যায়ে শ্লোকসমূহ সংস্কৃত স্বতন্ত্র সূচীপত্র Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ সম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৫৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। শ্রবণ আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমঞ্জুষা ঘৃণশো ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্চ্চনকল /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সারগ্রাহী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৯। সারসংগ্রহনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মর্ফলজি এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
শরণাগতি /০
৮৯। প্রাসঙ্গিক-নববাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ॥০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৩শ বর্ষ } ২৮ মধুসূদন, গৌরাঙ্গ ৪৫৫, ২৬শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৯ই মে, ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ৫৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ মধুসূদন, নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাঙ্গ ৪৫৫

শ্রীভগীরথ ও শ্রীখট্বাঙ্গ রাজা

——::•::——

সগর রাজার কথা অনেকেই জানেন। সগর রাজার পিতার নাম বাহুক। শত্রুগণ বাহুকের রাজ্য অপহরণ করায় তিনি সস্ত্রীক বনে গমন করেন। তাঁহার দেহত্যাগকালে তৎপত্নী সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলে মহর্ষি ঔর্ব্ব মুনি তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া সহমৃতা হইতে নিষেধ করেন। বাহুক-পত্নীর সপত্নীগণ তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া ঈর্ষাবশে তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে অন্নের সহিত 'গর' অর্থাৎ বিষ প্রদান করেন। তাহাতে 'গর' সহিত পুত্র প্রসূত হইল বলিয়া তাঁহার নাম হইল সগর। ইনি সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়াছিলেন। সগরের কেশিনী ও সুমতি নাম্নী দুই ভার্য্যা ছিলেন। সগর নিজ গুরু ঔর্ব্ব মুনির নির্দ্দেশানুসারে অশ্বমেধযজ্ঞে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করেন। ইন্দ্র সগরের যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু ও অশ্ব হরণ করেন। পিতা সগরের আদেশে তৎপুত্রগণ সকলেই অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী খনন করেন। শুনা যায়, তাঁহাদের কৃত খাতই পরে সাগরে পরিণত হয়। সগরের সন্তানগণের মধ্যে ষষ্টি সহস্র সুমতি তনয়গণ অবনীতলে সমাধি-মগ্ন বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকপিল-দেবের অনতিদূরে ঐ অশ্বকে দেখিতে পান। তাঁহারা ভ্রমক্রমে কপিল মুনিকে অশ্বাপহরণ-কারী মনে করিয়া অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক মুনির দিকে ধাবিত হওয়ায় মুনি নয়নদ্বয় উন্মীলন করেন। ইন্দ্র প্রভাবে ষষ্টি সহস্র সগর পুত্রের বুদ্ধিনাশ হইয়াছিল, তাই মহদতিক্রমদোষে তাঁহারা নিজ শরীরস্থিত মহদপরাধজনিত বর্দ্ধমান অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হন।

সগর-পুত্রগণের মধ্যে কেশিনী গর্ভজাত অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান সর্ব্বদা পিতামহের মঙ্গলানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। এই অসমঞ্জস পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন। অসৎসঙ্গে যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই জন্মে তিনি জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে ভ্রষ্টাত্মা বলিয়া প্রকাশিত করিতে গিয়া লোকনিন্দিত ও জ্ঞাতিবর্গের অপ্রিয় আচরণ করিতেন এবং লোকের উদ্বেগ জন্মাইয়া ক্রীড়ারত বালকদিগকে সরযূ নদীতে নিক্ষেপ করিতেন। এইরূপে দুরাচারে রত হওয়ায় অসমঞ্জস পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হইয়া যোগবিভূতিবলে সরযূ নদীতে নিক্ষিপ্ত মৃত বালকদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া রাজাকে ও সেই বালকদিগের পিতৃবর্গকে প্রদর্শন পূর্ব্বক অযোধ্যা হইতে গমন করিলেন। অযোধ্যাবাসী সকলেই মৃত বালক-গণের পুনরাগমন দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সগরও পুত্রের জন্য অনুতাপ করিলেন।

অনন্তর সগর-পৌত্র অংশুমান্ অশ্বান্বেষণে বহির্গত হইয়া তাঁহার পিতৃব্যগণ যে পথে গমন করিয়া পৃথিবী খনন করিয়াছিলেন, সেই পথের অনুসরণে তৎসমীপে অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তথায় শ্রীকপিল মুনিকে বিষ্ণুরূপে দর্শন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিরচিত্তে মুনির নানাভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। মুনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"হে অংশুমান্! তোমার পিতা-মহের যজ্ঞপশু এই অশ্ব গ্রহণ কর, তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যগণের উদ্ধারার্থ বিষ্ণুপাদোদকই উপযুক্ত, অন্য জল নহে।" অনন্তর অংশুমান্ অবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করিলেন। সগর সেই পশুদ্বারা অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম্ম শেষ করিলেন এবং অংশুমানকে রাজ্যসমর্পণ পূর্ব্বক বিষয়বাসনা-শূন্য ও মোহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ঔর্ব্ব-মুনির উপদিষ্ট পন্থায় পরমা গতি প্রাপ্ত হইলেন। অংশুমান নিজপুত্রের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া গঙ্গা আনয়ন করিবার জন্য দীর্ঘ-কাল তপস্যা করিয়াও গঙ্গাকে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। এই অংশুমানের পুত্র দিলীপ। তিনিও পিতার ন্যায় গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর দিলীপের পুত্র শ্রীভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ সুমহতী তপস্যা করেন। শ্রীভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবী শ্রীভগীরথ-সমীপে আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিলে রাজা শ্রীভগীরথ প্রণত হইয়া নিজ অভীষ্ট তচ্চরণে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগঙ্গা-দেবী বলিলেন,—"আমি আকাশ হইতে পৃথ্বীতলে পতিত হইবার কালে কোন সমর্থ-বান্ ব্যক্তি আমার বেগ ধারণ করিবেন নতুবা আমি পৃথ্বীতল ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিব। হে রাজন্! আমি কিন্তু পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না, কেন না মনুষ্যগণ আমাতে পাপ প্রক্ষালন করিবে। সেই পাপ আমি কোথায় প্রক্ষালন করিব, তাহা আপনি বিশেষরূপে চিন্তা করুন।" শ্রীভগীরথ বলিলেন,—"হে দেবি, কর্ম্মফলে অনাসক্ত, ভোগবাসনারহিত, বিশুদ্ধচিত্ত, বেদশাস্ত্রে সুনিপুণ, জগৎপাবনকারী, সদাচার-সম্পন্ন ভগবৎপ্রিয় সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া পাপহরণ করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সর্ব্বদা বিরাজমান। আর শ্রীরুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন।" অনন্তর শ্রীভগীরথ তপস্যাদ্বারা শ্রীরুদ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শিব সর্ব্বপবিত্রা জলময়ী শ্রীগঙ্গাদেবীকে সানন্দে মস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর রাজর্ষি শ্রীভগীরথ ভুবনপাবনী শ্রীগঙ্গাকে যে স্থানে স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের দেহ ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছিল, তথায় লইয়া গেলেন। শ্রীভগীরথ অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগঙ্গাদেবী তৎপশ্চাৎ ধাবমানা হওয়া সমগ্র দেশ পবিত্র করিতে করিতে ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষ ভস্মীভূত সগরপুত্রগণকে অভিষিক্ত করিলেন। মহদপরাধে দহ্যমান নিজ শরীরগত অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত সগরপুত্রগণ কেবল দেহভস্মের দ্বারা যে গঙ্গাজল স্পর্শমাত্র স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগঙ্গাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করিলে যে কি পরম মঙ্গললাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গঙ্গা সাধারণ জল নহেন, জলব্রহ্ম। সর্ব্বাঙ্গ বিষ্ণুপাদোদক। এই ধারায় স্নান ও সব কার্য্য মঙ্গল হয়। গঙ্গাকে জল সামান্য বুদ্ধি করিলে অপরাধ হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বর যাঁহাকে পূজ্যজ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি বা ভোগ-বুদ্ধি হইলে অপরাধ অনিবার্য্য। ভগবানকে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণামৃত শ্রীগঙ্গাদেবী জীব-উদ্ধারের জন্য জগতে প্রকটিত রহিয়াছেন। তাঁহার সেবা করিলে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ হইবে। তাঁহার পবা-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

তীরবাসী, তাঁহারা মহাসৌভাগ্যবান্। শ্রীগঙ্গার প্রতি প্রীতি ও স্নানাদি দ্বারা শ্রীগঙ্গার সেবা করিতে হইবে। শ্রীভগবানের শ্রীচরণামৃত ও শ্রীভগবান্ এক বস্তু। শ্রীগঙ্গাকে যদি শ্রীবিষ্ণুপাদোদক জ্ঞান হয় তাহা হইলে শ্রীবিষ্ণুরূপে প্রাপ্ত হইবে। বৈষ্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎ সম্বন্ধ বস্তু। সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধজ্ঞানহীন অচিদ্বস্তুর সেবার দ্বারা কখনই নিত্য কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে গঙ্গায় অবস্থিত মৎস্যাদি জন্তু সমূহ পরমগতি লাভ করিত। কৃষ্ণনাম বা গঙ্গা প্রাকৃত চেতনময় বস্তু। ইঁহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে। ইঁহারা অচেতন নহেন। ইঁহারা অধিকারীর পরাধীন নহেন, ইঁহারা অপ্রাকৃত বস্তু। ইঁহারা পাত্রাপাত্র-বিচার করিয়া অনুগ্রহ-নিগ্রহ করিতে পারেন। অনেকে বলেন, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু জলস্পর্শ-ভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না। আর অনেক ভক্তগণ, এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভু পর্য্যন্ত গঙ্গাস্নান করিতেন, ইহার সমাধান কি? ভক্তগণের আচরণ পরস্পরের বিরুদ্ধ মনে হইলেও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নহে, একতাৎপর্য্যপর। ভক্তগণ বিভিন্ন প্রকার আচরণ দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর আচরণে গঙ্গা যে অপ্রাকৃত বিষ্ণুপদ, তাহাতে কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধি অপরাধ, ইহাই জানা যায়। আবার অন্য দিকে ভক্তের আনুগত্যে চিন্ময় বুদ্ধির সহিত স্নান-পানাদি দ্বারা গঙ্গার সেবা করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই বিষ্ণুর সন্তোষ হয়, ইহাও জানা যায়। অতএব উভয়েরই আচরণ এক-তাৎপর্য্যপর। গঙ্গাস্নানাদি বিধেয় কার্য্য ভক্তের আনুগত্যেই করিতে হইবে, তাহা হইলেই উহারা ভগবানের সন্তোষক হইবে। ভক্তের আনুগত্য বাদ দিয়া আমরা যে কোন কার্য্যই করি না কেন, সেই সমস্ত জীবকে অধোগামী করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগঙ্গা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

প্রেমরসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তা'র বিষ্ণুভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীভগীরথ হইতে শ্রুত উৎপন্ন হয়। শ্রুতের পুত্র নাভ। নাভ হইতে সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে নল রাজার সুহৃৎ ঋতুপর্ণ জন্মলাভ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম। সর্ব্বকাম হইতে সুদাস এবং সুদাস হইতে সৌদাসের জন্ম হয়। এই সৌদাসের পত্নী দময়ন্তী। দময়ন্তীর গর্ভে অশ্মক এবং অশ্মক হইতে বালিক জন্মগ্রহণ করেন। বালিক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ঐড়বিড়ি এবং ঐড়বিড়ি হইতে রাজা বিশ্বসহ উৎপন্ন হন। এই বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ রাজা।

শ্রীখট্বাঙ্গ রাজা দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যগণকে নিহত করেন। দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে খট্বাঙ্গ রাজা নিজ পরমায়ুর অবশিষ্ট কাল জানিতে ইচ্ছা করেন। পরে দেবগণের কৃপায় মুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট নিজ পরমায়ুর কথা জানিতে পারিয়া নিজ রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক পরমেশ্বরে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন। এই প্রকার সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, কুলদেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ হইতে প্রাণ, পুত্র, ঐশ্বর্য্যসমূহ, পৃথিবী, রাজ্য বা স্ত্রী আমার অধিক প্রিয় নহে। দেবতাগণ আমাকে ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিতে চাহিলেও ভগবানে আমার মতি থাকায় আমি কামনাত্যাগী সেই বর প্রার্থনা করি না। আমার কথা কি, দেবতাগণ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় নিজ অন্তরে নিরন্তর বর্ত্তমান অন্তর্যামী শ্রীহরিকে জানিতে পারেন না। আমি জাগতিক কোন কিছু প্রার্থী না হইয়া শ্রীভগবানের মায়ার দ্বারা রচিত যাবতীয় আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিযোগের দ্বারা সেই শ্রীহরিতে শরণাপন্ন হইতেছি। শ্রীখট্বাঙ্গ রাজা ভগবদ্বিষয়বুদ্ধি দ্বারা এই প্রকার স্থির করিয়া দেহাত্মাভিমানরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই শ্রীখট্বাঙ্গ রাজার বংশে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

প্রঃ—শাস্ত্রে পাই বিষ্ণুর রূপ সব চতুর্ভুজ, কিন্তু তাঁ'র সেবকের চতুর্ভুজ রূপ কিরূপ?

উঃ—আড়াইটি রসের দ্বারা যেখানে প্রীতি, সেখানে সারূপ্য দেখি। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ চতুর্ভুজ, দ্বারকায় কখনও চতুর্ভুজ, কখনও দ্বিভুজ। দ্বারকায় সেবকগণের দুই প্রকার ভক্তি দেখা যায়—প্রেমসেবোত্তরা ও সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা। প্রেমসেবোত্তরাতে মুক্তি-বাঞ্ছা নাই, কেবল সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধান-রূপ সেবার ইচ্ছা আছে। সুখৈশ্বর্য্যোত্তরাতে দাস্যাভিমানের সহিত সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য ও সামীপ্য এই চারি প্রকার মুক্তির কথা আছে। আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ ও শ্রীমধ্ব এই মুক্তির আদর ক'রেছেন।

প্রঃ—চেষ্টা করলে ধামে বাস হয় কি?

উঃ—শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর কৃপায় হয়। তবে সেই কৃপা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হওয়া দরকার, যত্ন ও চেষ্টা করা দরকার। জাগতিক বস্তু লাভের জন্য আমাদের কত চেষ্টা। আর পারমার্থিক মঙ্গললাভের জন্য কি চেষ্টা হ'বে না? চেষ্টা দুই প্রকারে হয়। শ্রীধামে প্রীতি উপস্থিত হ'লে শ্রীধামবাসের জন্য স্বতঃ-চেষ্টার উদয় হয়। প্রীতির প্রথমেই শ্রদ্ধা হয়। প্রথমে শ্রীধামের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়, ক্রমশঃ ধামবাসীর সঙ্গ হয়। তৎপরে ধামবাসের চেষ্টাফলে ক্রমশঃ ধামকে একান্তভাবে কায়মনোবাক্যে আশ্রয়ে স্বতঃই প্রীতির উদয় হয়। অন্য প্রকার—ত্রিতাপের অনুভূতি হ'লে ধামবাসের প্রবৃত্তি হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি রৌদ্রতাপে আতপ্ত হ'য়ে থাকে, সে জলের নিকট দৌড়ায়, তেমনই যে বুঝ্তে পারে যে আমি জগতে আছি, আমি জগতের ক্লেশে ক্লিষ্ট হ'চ্ছি, তা'র ভগবদ্ধামে বাসের প্রবৃত্তি হ'বে। ধামের ক্লেশ অনুভূতি হওয়ায় যা'র মনে দৈন্য আসে যে, আমি কি ধামে বাস করতে পারব? শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুরুরূপে তা'কে তা'র স্বরূপ, ধামের স্বরূপ শিক্ষা দেন। স্বরূপে অবস্থান ও শ্রীধামবাস একই কথা। যতই স্বরূপের উদ্বোধন বা শ্রীধামের সঙ্গ হয়, ততই চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্ন হয়। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় বিষয়-বাসনা সম্যগ্ভাবে দূর হ'লে শ্রীধামে বাস হয়।

প্রঃ—লক্ষনাম গ্রহণ না ক'রে শ্রীগুরুদেব বা শ্রীকৃষ্ণকে কোন উপচার নিবেদন করা যায় কি না?

উঃ—কি ক'রে যা'বে? যিনি গ্রহণ করবেন তিনিই স্বমুখে প্রভুপদেশ দিয়ে ব'লেছেন যে, লক্ষনাম গ্রহণ না করলে তা'র নিকট গ্রহণ করব না। তিন রকম উপদেশ আছে। প্রভুপদেশ, মিত্রোপদেশ ও কান্তোপদেশ। প্রভুপদেশ বল্তে জোর ক'রে লাঠি মে'রে যেটা বোঝানো হয়, মিত্রোপদেশে বন্ধুর মত বুঝিয়ে যে উপদেশ দেওয়া হয়, আর কান্তোপদেশে আদর বা আব্দারের সহিত স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় উপদেশ দেওয়া হয়। প্রভুপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। যিনি নিরপরাধে নাম গ্রহণ করেন, তাঁ'রই মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা নিবেদিত বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন। নাম থাকাতেই মন্ত্রের মন্ত্রত্ব। শ্রীনামই পূর্ণচেতন পুরুষোত্তম-বস্তু। মন্ত্রে শ্রীনামাত্মক চতুর্থ্যন্ত পদ ও নমঃ, স্বাহা প্রভৃতি শব্দ আছে। যেখানে শ্রীনামপ্রভুর প্রতি অবজ্ঞা, সেখানে মন্ত্র ও শ্রীনামী সকলের প্রতিই অবজ্ঞা। শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ না করলে প্রসাদ হ'বে না। সাধকের চিত্তে যদি শ্রীনামপ্রভু আবির্ভূত না হন, তবে কে গ্রহণ করবে? নামিপ্রভু শ্রীনামপ্রভুরূপে এ' জগতে সেবা গ্রহণ করেন। সেই নামি-প্রভুই বল্ছেন—লক্ষনাম গ্রহণ করলে তবে সেবা গ্রহণ করেন। তবে কেবল সংখ্যা পূরণ করলেই হ'বে না, নিরপরাধে নাম গ্রহণ করতে হ'বে। ভগবানের নাম আর প্রসাদ একই বস্তু। ভগবান্ ও তাঁ'র স্বরূপশক্তি একই বস্তু। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবন্নাম থেকে পৃথক্ বস্তু ন'ন। অর্চ্চনকালে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারাও শ্রীনামগ্রহণ হয় এবং পৃথগ্ভাবে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্ত্তন দ্বারাও হয়। শ্রীনাম-গ্রহণ দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি—ভূতশুদ্ধি হয়। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকে মহামন্ত্র বলা হয়। শ্রীনাম-গ্রহণের দ্বারাই অর্চ্চন হয়, আবার পৃথগ্ভাবে অর্চ্চন প্রক্রিয়ার দ্বারাও অর্চ্চন হয়। মহামন্ত্র গ্রহণ না করলে কেবল অর্চ্চনের দ্বারা ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ হয় না—অর্চ্চনও শুদ্ধ হয় না। শ্রীনামভক্তের নিকট অভিগমন করলে—শরণাগত হ'লে তিনি সম্বন্ধজ্ঞান দান করেন, নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধনামের পার্থক্য বুঝিয়ে দেন।

প্রঃ—অজামিলের নামাভাস কি প্রকার?

উঃ—উহা সাঙ্কেত্য নামাভাস। আজীবন ছেলেকে নারায়ণ ব'লে ডেকে মরণের সময় তা'র নারায়ণের স্মৃতি এসেছিল। কিন্তু এটা কিছু নজীর নয়। সকলের পক্ষে এটা প্রযুক্ত হ'বে না। সকলেরই আজীবন ছেলের নাম ক'রে মরণের সময় নারায়ণের স্মৃতি উদিত হ'বে না। নামাভাস চা'র প্রকার—সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা। কুটিলতা বা হেলা থাক্লে হ'বে না। সঙ্কেতে, পরিহাসে বা স্তোভে বিষ্ণুস্মৃতি হ'লে হ'বে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সঙ্গে নামোচ্চারণ শুদ্ধনাম। সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হ'য়ে নিরপরাধে নাম গ্রহণ করলে নামাভাস হয়। নামের শুদ্ধাশুদ্ধি নাই। নামে অপরাধাদি নাই। নাম সর্ব্বদাই নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত ও চৈতন্যস্বরূপ। শুদ্ধাশুদ্ধি গ্রহণকারীর। নাম কিন্তু অক্ষর হ'য়ে যান না। গ্রহণকারী অপরাধবশে অক্ষরোচ্চারণের অভিনয় করে মাত্র।

প্রঃ—'অসৎসঙ্গ'-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু,—কৃষ্ণাভক্ত আর॥'—এখানে এই স্ত্রীসঙ্গী কা'কে বলে?

উঃ—স্ত্রীসঙ্গী বল্তে যে কেবল স্ত্রীদেহ-ধারীর সঙ্গকারী পুরুষদেহধারীকেই উদ্দেশ করা হয়, তাহা নয়। স্ত্রীদেহধারীও স্ত্রীসঙ্গী হ'তে পারে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রেই স্ত্রী বা যোষিৎ। তা'র প্রতি সম্যগ্রূপে প্রীতি অথবা সম্যগ্রূপে অভিনিবেশ বা ধ্যান অথবা চিত্তেতে তা'কে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করতে দেওয়ার নাম সঙ্গ। জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রেই জড়, অচেতন, তা'কে মাপা যায়। স্ত্রীদেহধারীই হ'ক্ আর পুরুষ-দেহধারীই হ'ক্, সকলের দেহই জড়, অতএব স্ত্রী বা যোষিৎ। স্ত্রীদেহধারী বা পুরুষদেহধারী যখন ভোগবুদ্ধি নিয়ে জড়দেহে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তা'রা স্ত্রীসঙ্গী হয়। যে ফল-কামনা করে, সে-ই স্ত্রীসঙ্গী। সেই স্ত্রীসঙ্গীও

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র 'সাধুসঙ্গে' সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

প্রকার—বৈধ ও অবৈধ। বৈধ কর্ম্মীও হরিভজন না করে, তবে পুণ্যকর্ম্ম ক'রেও দ্রীসঙ্গী। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥" সাধারণ স্ত্রীসঙ্গ শব্দের যে অর্থ তাহাও এই ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত। ওটা লৌকিক অর্থ, আর এটা ব্যাপক অর্থ। গৃহস্থ বৈধভাবে স্ত্রীসঙ্গ করলেও যদি হরিভজন না করে, তবে ভাগবতের বিচারে তাহা অবৈধ। বিধিলঙ্ঘন হয় যা' হ'তে তা'ই নিষেধ। বিধি কি? "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

প্রঃ—ভক্তের গৃহে অভক্তপুত্র হয় কেন?

উঃ—যেখানে নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হয়, সেখানে ভক্তিযাজনের সুযোগ পেয়েও অভক্ত হয়। পূজার পাত্রকে, নিজের সৌভাগ্যকে অবমাননা করলে যে সুযোগ সে পে'য়েছিল তা' নিষ্ফল হ'য়ে যায়। সুকৃতির ফলে বৈষ্ণবের গৃহে জন্ম হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন, "ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥" শ্রীআলবন্দার ঋষিও ভক্তগৃহে কীট-জন্ম প্রার্থনা ক'রেছেন। তটস্থ সে তা'র সুযোগের অপব্যবহার ক'র্‌তে পারে, তা'র জন্ত সুযোগ যিনি দিয়েছেন, তিনি দায়ী ন'ন্। Law break down হ'বে ব'লে king বা law-makers দায়ী ন'ন্। ব্রহ্মা বৈষ্ণবাচার্য্য, তাঁ'র পুত্র মরীচি কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ। তাঁ'র পুত্র কশ্যপ সবিশেষ বিষ্ণুর উপাসক ব্রাহ্মণ, তাঁ'কে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত বলা যায়। তাঁ'র পুত্র হিরণ্যকশিপু—নির্ব্বিশেষবাদী, বিষ্ণুবিদ্বেষী। তা'র পুত্র প্রহ্লাদ ভক্তরাজ মহাভাগবতোত্তম। তাঁ'র পুত্র বিরোচন জড়বাদী—বিষ্ণুবিরোধী। তা'র পুত্র বলি আত্মনিবেদনের আদর্শ, পরমভাগবতোত্তম। তাঁ'র পুত্র বাণ, তা'র সহস্রটা বাহু নিয়ে সে কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই ক'রেছিল। বাণ শিবের পরম ভক্ত ছিল। শিব তা'র হ'য়ে কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করলেন। পরে বিষ্ণুর সুদর্শনে তা'র ন'শ' ছিয়ানব্বইটা হাত যখন কাটা গেল, তখন সে বিষ্ণুর কাছে শরণাপন্ন হ'ল—এইরকমই সব ইতিহাস পাওয়া যায়।

প্রঃ—গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—ভগবৎ-পাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎ কা'রই গৌড়ীয়-মিশনের সকল কার্য্যের [illegible]। যতই পাঠ, বক্তৃতা, হরিনামের অভিনয় বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি করুন না কেন, ভগবৎপাদপদ্মের সাক্ষাৎকারের জন্য যিনি ইচ্ছাবিশিষ্ট নহেন, যিনি আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সেবা না করেন, তিনি গৌড়ীয় মিশনের লোক ন'ন, ঐরূপ লোকের সঙ্ঘ বা স্থান গৌড়ীয়-মিশন বা গৌড়ীয়মঠ নহে।

প্রঃ—"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" এখানে কৃষ্ণ কি সকলকে নাচাচ্ছেন?

উঃ—কৃষ্ণ নিজেই এ কথার উত্তর দি'য়েছেন। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" শ্রীনারায়ণরূপে মহাসঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতারকে নাচাচ্ছেন। শ্রীকারণার্ণবশায়ী মায়াকে ও জীবশক্তিকে, গর্ভোদশায়ী মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ও বদ্ধজীব-সমষ্টিকে এবং ক্ষীরোদশায়ী মায়াবদ্ধ প্রত্যেক জীবকে নাচাচ্ছেন। কৃষ্ণ বলদেবকে, বলদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, স্বাংশ, বৈভব, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, প্রকাশ, বিলাস, স্বরূপশক্তি, তটস্থশক্তি, মায়াশক্তি সকলকে নাচাচ্ছেন, নিজেও নাচ্‌ছেন, ভক্তকেও নাচাচ্ছেন।

সাধক-মালী

——ঃঃ(০)ঃঃ——

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি'
পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'কল্পবৃক্ষে ক'রে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণসেবাবহির্ম্মুখ হইয়া চৌরাশীলক্ষ উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। জীবের দেহ ও মন—এই দুইটী উপাধি। এই উপাধিদ্বয় লইয়াই জীবের সংসার-কারাগারে ভ্রমণ। এই উপাধিদ্বয়ের অতীত জীবের একটী শুদ্ধস্বরূপ আছে, তাহা অতীব সূক্ষ্ম। এই অণুচৈতন্য বশ্য জীবের ধর্ম্ম—বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের নিত্যসেবা। জীব তাহার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা সৎস্বাধীনতা হইতে নিজ নিজ ভোগেচ্ছারূপ স্বতন্ত্রতাক্রমে বিচ্যুত হইয়া নানাযোনিতে ভ্রমণ করে। সেই জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ দ্বিবিধ ভেদ, জঙ্গম আবার ত্রিবিধ—জলচর, স্থলচর ও খেচর। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ, স্থলচর প্রাণীগণের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মানবের সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা স্বল্প। সেই মানুষের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতি শ্রৌতপন্থা বিমুখ জীবের সংখ্যাই অধিক। আবার যাঁহারা বেদনিষ্ঠ বলিয়া বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অর্দ্ধেক ব্যক্তি মুখে মাত্র বেদ মানেন। বেদনিষ্ঠগণ দুইপ্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী। ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটী জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত। সেইরূপ কোটী জড়বুদ্ধিমুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন অপ্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া দুর্ল্লভ। কৃষ্ণভক্তের কোন কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পর্য্যন্ত সকলেই কামনাযুক্ত। ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—ভুক্তিকামী এবং মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—মুক্তিকামী, তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগফলের সিদ্ধিকামী। যতদিন তাঁহাদের হৃদয়ে এই তিনপ্রকার কামনা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তি দান করে না, এই কারণে তাঁহারা সকলেই অশান্ত; সুতরাং একমাত্র নিষ্কপট কৃষ্ণভক্তই শান্তিপ্রাপ্ত।

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন প্রকারে ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণকৃপারূপা সুকৃতি লাভ হয়, তাহা হইলেই সদ্‌গুরুর দর্শন হয় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় ভক্তিলতার বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। সাধক জীব তখন মালীর ন্যায় সেই ভক্তিলতার বীজে নিষ্কপট সাধুগুরুমুখবিগলিত হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সেচন করিতে থাকেন। এইরূপ জল সেচনফলে লতার অঙ্কুর উদ্গম হয় এবং লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবীধাম মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া রজস্তমাদি-গুণনিবদ্ধ সান্ধ্যপ্রদেশ বিরজায় উপনীত হন। বিরজা হইতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের দিকে অভিযান করেন। একান্ত কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ সাধুগণের শ্রীমুখ-বিগলিত কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল নিরন্তর সতর্ক হইয়া সেচন না করিলে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় ধাম ব্রহ্মলোকের জ্যোতিতে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা হইতে ভক্তিলতা একেবারে নিরস্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সাধকমালী সাবধানে অপ্রাকৃত সবিশেষ-বিগ্রহ পরমপুরুষের সেবালতায় গুরুবৈষ্ণব কৃপারূপ জলসেচন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে ভক্তিলতাকে বিবর্দ্ধিত করেন। কৃষ্ণভক্তের কৃপায় পরব্যোমে নারায়ণের ঐশ্বর্য্য ও কৃষ্ণসেবানন্দের বন্ধনশীলতা বোধ করিতে পারে না। গুরুকৃষ্ণকৃপাস্বরূপ জলসেচন করিতে করিতে মালী গোলোক-বৃন্দাবনে ভক্তিলতাকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করান। লতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলেও মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করেন না। এখানে পরম অনুরাগের সহিত স্বাভাবিকভাবেই নিত্যশ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন করিতে থাকেন।

যদি সাধক মালী গুরু ও বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার মৎসরতা বা দ্বেষ পোষণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ এক ভীষণ মত্ত হস্তী আসিয়া ঐ বর্দ্ধমান লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে এবং লতার পল্লবাদিও শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সে সময়ে মালী গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় সতত সতর্ক থাকিয়া তাঁহাদের প্রসাদরূপ একটী সুদৃঢ় আবরণ দ্বারা একনভাবে লতাকে বেষ্টন করিয়া রাখেন, যাহাতে অপরাধ-হস্তীর কোনপ্রকারে অভ্যুদয় না হইতে পারে। এ সময়ে আর একটী উৎপাতের আশঙ্কা আছে। যে সময়ে ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে সময় যদি ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীব হিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা প্রভৃতি উপশাখাগুলির উদ্গম হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অভিনয় করিলেও অর্থাৎ সেক জল পাইয়াও মূললতার পরিবর্ত্তে উপশাখাগুলি অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া পড়ে, আর বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ কীর্ত্তন জল-সেচন সময় প্রথম হইতেই ছেদন করিবেন, তাহা হইলে মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইতে পারিবে। তখন মালী সুপক্ব প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারিবেন। এই প্রেমাই জীবের পরমপুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—যাহা সাধারণের নিকট পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা এই কৃষ্ণপ্রেমার নিকট অকিঞ্চিৎকর তৃণ, অতি তুচ্ছ, হেয়।

শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হয়, অভ্যাস বা নিজ শক্তির দ্বারা প্রকৃত প্রেমলাভ হয় না। আর কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার অভিলাষ—কৃষ্ণপূজা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পূজা, ব্রত, কর্ম্ম, নির্ভেদ জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা প্রভৃতি বিনির্ম্মুক্ত, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আনুকূল্য শুদ্ধভক্তিই প্রেমলাভের একমাত্র উপায়। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ, ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি। শ্রীরূপ রাত্র ও ভাগবত ভক্তির এই লক্ষণই কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোন প্রকার ভোগ বা মোক্ষ বাঞ্ছারূপ কপটতা বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উদয় হয় না। ভুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদ্বয় ভক্তির লোপসাধন করে।

কলিকাতায় প্রচার

[illegible] অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ [illegible] কলিকাতা [illegible] ভক্তিপ্রদায়িনী সভায় [illegible] বৈষ্ণব [illegible] একটী [illegible] করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅমৃতময় ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬১১৫
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাসস্তবাগ্রজ বিদ্যাবন্ধু বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবাস্তি, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীউদ্ধারণ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৭৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দাস পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ৎয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সেটার রোড, হাউণ্ড গ্রীন
লণ্ডন এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীবেদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রমূলকভাবে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ ভিন্ন পত্রান্তরবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" —

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের ব্যাখ্যা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(হাওড়া টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১০-১৬	১৫-১০	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯		..	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.	.	৯-৩১	.	.	.	.	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-.৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৬৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫			২১ ৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	.২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৬০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬ ৩১	১৮ ৩৮		
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬ ৪০	১৮-৪৭		
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ৫৭	৯-৫৫		১৬-৬৬	১৭ ২৭	১৯ ২১		
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮ ৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৪-৭৫	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯	
(বদল) ছাঃ	....	... .	.. .	..	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	....	
দমদম			১১-৪		১৭-৩৯	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮	
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩ .০	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৬-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৮-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২৫
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—দিল্লীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যার্ণব ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ নং।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরবিহায়ন অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুক্তশ্রীর পরমারাধ্য ও জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে নানাদেশ তথা নানাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জন ভক্তগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-ভক্তসম্প্রদায়ে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তগণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্য সেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৷০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখন হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি-রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd. No. C. 1544

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীপ্রক্তিরত্নমালা
—ঃঃ—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সম্পাদিত।
শ্রী এম কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতিসুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি যাবদ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—ঃঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৮; ১০ই মে, ১৯৪১; শনিবার [৫৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::[•]::——

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টএর পুত্র

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্যাপ্টেন জেমস্ রুজভেল্ট চুংকিং হইতে ৩রা মে প্রাতঃকালে বিমানযোগে রেঙ্গুনের পথে কায়রো যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথায় সামরিক পর্য্যবেক্ষক হিসাবে কার্য্য করিবেন।

——

প্রায় ৭০০ গৃহ ভূমিসাৎ

গত ২৬শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা সাতটার ভীষণ ঝড়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার বাঞ্ছারামপুর, নবিনগর এবং কসবা থানার সমগ্র অঞ্চল এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার দক্ষিণাংশে কতকগুলি গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। ঝড় দেড় ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। অসংখ্য ঘরবাড়ী ও গাছ পড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন গ্রামে গৃহাদির চিহ্নমাত্র নাই। এরূপ প্রবল ঝড় পূর্ব্বে কোনদিন হইয়াছে বলিয়া অতি বৃদ্ধগণও বলিতে পারে না। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার বিরামপুরে সাত শত গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে অতি ভয়াবহ সংবাদ আসিতেছে। গৃহচাপা পড়িয়া অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ক্ষতির পরিমাণ বার লক্ষ টাকারও অধিক। আসাম বেঙ্গল রেলপথের গঙ্গাসাগর ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকের সিগ্‌ন্যাল পোষ্ট ঝড়ে লাইনের উপর ফেলিয়া দেওয়ায় প্রায় চারি ঘণ্টাকাল গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল। টেলিগ্রাম পোষ্ট পড়িয়া গিয়া এবং টেলিগ্রামের তার ছিন্নভিন্ন হওয়ায় টেলিগ্রাম চলাচল আজ পর্য্যন্ত বন্ধ রহিয়াছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলে সর্ব্বত্র একটা ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ধান, চাউল এবং ঘরের ভিতরের যাবতীয় সামগ্রী সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। বহু প্রাচীন বটগাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। বৃক্ষাদির পতনের ফলেও অনেক গৃহ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, এবং বহুলোক আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। এ পর্য্যন্ত কসবা থানার হৈয়দাবাদ, নবিনগর থানায় ইব্রাহিমপুর এবং বাঘাউড়া গ্রামে তিনজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মৃতের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া আশঙ্কা হয়।

——

অগ্নিকাণ্ডে শোচনীয় মৃত্যু

গত ৬ই মে কাণপুরের নিকট মাকবালপুর গ্রামে এক শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৮ জন ব্যক্তি মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে ৩ জন মহিলা ও একটি বালকও আছে। আগুন ক্রমান্বয়ে তিন দিন ধরিয়া জ্বলে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় একশত পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। বহুটাকা মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৪০টি ছাগ পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

ফতেপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গাপুর গ্রাম হইতেও এক অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে প্রায় দুইশত গৃহ দগ্ধ হইয়াছে এবং অনুমান ৫০ হাজার টাকার মূল্যের জিনিষপত্রাদি নষ্ট হইয়াছে।

——

পুলিশ অফিসার সাজিয়া প্রতারণায় অভিযোগ

নিজেকে পুলিশ অফিসার বলিয়া প্রচার করিবার অভিযোগে কুষ্টিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, কে. মিত্র, ফজলুল হক নামক এক ব্যক্তিকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী একটি গ্রামে যাইয়া নিজেকে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার বলিয়া পরিচয় দেয় এবং লোকগণনার হিসাব দেখিতে চাহে। ইহাতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের এক ব্যক্তির সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং সে থানায় সংবাদ দিলে পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করে।

——

আগরতলায় আশ্রয় গৃহীতা

আগরতলা হইতে ২৪শে এপ্রিল তারিখে সংবাদ দিয়াছেন যে সেখানকার পাব্লিসিটি অফিসার জানাইয়াছেন, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধর্ষিত যে সকল লোক গত ২২ দিন যাবৎ সেখানে আশ্রয় নিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা এখন আট হাজারের নীচে।

——

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

বিক্রমপুর নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার রায় সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু বাহাদুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজার টাকা তাঁহার পত্নী শান্তিসুধার স্মৃতিতে দান করিয়াছেন। তাহার সুদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোত্তম বি-এ পাঠার্থিনী হিন্দু মহিলা ছাত্রীকে দুই বৎসরের জন্য পাঁচ টাকার একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। ইহা ভিন্ন উক্ত রায় বাহাদুর প্রতিবারে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বি-এ পাসকোর্সে উত্তীর্ণা সর্ব্বোত্তম মহিলাকে একটি স্বর্ণ মেডেল প্রদান করিবেন।

——

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনান্তে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় গত ৬ই মে প্রাতঃকালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

——

আলিপুর অঞ্চলে চাঞ্চল্যকর ডাকাতি

রবিবার অতি প্রত্যুষে প্রায় ষোলজন লোক দা, লাঠি, সড়কী এবং টর্চ্চ লইয়া আলিপুরের বরদাপ্রসাদ সাধুখাঁর বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাতগণ বাড়ীর লোকজনদিগকে প্রহার করিয়া বহু টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লইয়া চম্পট দেয়। স্থানীয় পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

ভারতবর্ষে গ্লুকোস উৎপাদন

ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে ভাল গ্লুকোস প্রস্তুত করা সম্ভব কি না, বর্ত্তমানে একটি চিনির কারখানায় তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর-জেনারেল ইহাদের প্রস্তুত গ্লুকোজের নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সামান্য কিছু ময়লা থাকা ছাড়া এই নমুনাগুলিকে সন্তোষজনক বলা চলে। বর্ত্তমানে এই ময়লা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে।

——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য, এম্‌ এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অনিন্দ্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্রে বিভূষিত চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ১১৭ অধ্যায়ে সাতশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা Contents ও গ্রন্থশেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র Index Glossary) সহ অচিরকাল প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্‌

চতুর্লক্ষণাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীক শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবরণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্‌-এ, বি-এল্‌,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

	শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	কাশ্মীর বিরাট্‌ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৯৲
৪।	সন্দর্ভ ভাগবত (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲ ; ৩য় খণ্ড	৸০
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৷০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১৷০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	৷০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্‌	৷০
১৮।	প্রার্থনা আদর্শ	॥০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	৷০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৵০
২২।	ভজন রহস্য	॥০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥০
২৭।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৶০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	৷০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	৶০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২৷০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৶০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	৶০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৶০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৶০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৴০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৷০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	৷০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী	৷০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ)	৷০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	৷০
৬৫।	সটীকা শিক্ষাদশমূলম্‌	৷০
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্‌	৷০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌	৵০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৬৯।	সারার্থবর্ষিণী	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রামানন্দ	॥০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্‌ অন বেদান্ত	॥০
৭২।	নামভজন	৴০
৭৩।	বেদান্ত ইটস্‌ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি	॥০
৭৪।	রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্‌	৷৵০
৭৫।	লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্‌	॥০
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
৭৮।	দি ভাগবত	৷০
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন	৷০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৬৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫।	সাধনপথ	॥০
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	৶০
৮৭।	গীতাবলী	৶০
	শরণাগতি	৴০
৮৯।	শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	৷৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সজ্জাত্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমা'-নামক টীকা ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৫শ বর্ষ } ২৯ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৭শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১০ই মে, ইং ১৯৪১, শনিবার { ৫৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ মধুসূদন, অদ্য ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

দৈন্য

—— ::*:: ——

জীবমাত্রই ভগবানের সেবক। ভগবান্ বিভুচৈতন্য, আর জীব অণুচৈতন্য। ভগবানের সহিত তাহার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত তাহার যে সম্পর্ক বা সম্বন্ধ, তাহা সম্বন্ধ নহে, পরন্তু বন্ধন। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য। জীব ভগবানের নিত্য অধীন-তত্ত্ব। ভগবান্ এক, কিন্তু জীব সংখ্যায় অনন্ত। প্রভু বহু হয় না। এক প্রভুরই বহু সেবক বা অনুগত থাকে। বহু সেবকের বা অনুগতের যেরূপ এক প্রভুর সেবাই কৃত্য, সেইপ্রকার অসংখ্য জীবগণেরও ধর্ম মাত্র একটি। তাহা এক-প্রভুর সুখবিধান-চেষ্টা। জলের ধর্ম যেরূপ তরলতা, প্রস্তরের ধর্ম যেরূপ কাঠিন্য, সেইরূপ জীবের ধর্মও ভগবৎ-সেবা। ভগবদ্ভক্তি-যাজনই জীবের ধর্ম।

ভগবান্ বৃহদ্বস্তু—প্রভুবস্তু—বিভুবস্তু। সুতরাং ভোক্তাভিমান, পুরুষাভিমান, কর্তৃত্বাভিমান এবং স্বতন্ত্রেচ্ছাপরিচালনই তাঁহার স্বভাব বা ধর্ম। স্বতন্ত্রতা-পরিচালনাদি তাঁহার সত্তা। আর তদধীন আশ্রিত জীবকুলের ভগবৎ-পরতন্ত্রতাই—দৈন্যই সহজধর্ম। দীনতা, পাতিত্যোপলব্ধি, সুনীচতা, সহিষ্ণুতা এবং অমানি-মানদত্বই অণু জীবের ভূষণস্বরূপ দৈন্য প্রত্যেক জীবেরই সহজধর্ম। অণু জীবের দীনতা স্বাভাবিক। যাঁহারা হরিভজন করিতেছেন বা হরিভক্তির পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের যে দৈন্য দেখা যায় ইহা ভান বা নহে। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে দৈন্য অনুস্যূত আছে। জীব বাস্তবিক স্বতন্ত্রশক্তি তাহার নাই। তাই জীব স্বভাবতঃই দীন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জীবের এই দৈন্যোপলব্ধি বা পাতিত্যোপলব্ধি নাই। 'আমার হরিভজন হইল না'— এই দৈন্যভাব না থাকিলে মনকে সম্যগ্ভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা সম্ভবপর নহে। ভোগ-প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে দৈন্যের অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'দীনের অধিক দয়া করেন ভগবান্'। ভগবান্ ভক্তগণে সর্বতোভাবে আশ্রিত দীন কাঙ্গালকেই কৃপা করেন [illegible] পাওয়া যায়। কে কৃপা— সেবা চাহেন? কৃপা পাইবার জন্য যাঁহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে—'হায়, হায়, আমি হরিভজন—গুরুবৈষ্ণবসেবা করিতে পারিলাম না, আমার এমন কোন যোগ্যতা নাই যাহা দ্বারা তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিতে পারি, এখন উপায় কি?' এরূপ ব্যাকুলতা যাহার স্বাভাবিক হইয়াছে, সেখানে দম্ভ অহঙ্কারাদি থাকিতে পারে না। নিজ মঙ্গলের প্রতি অমনোযোগ থাকিলেই অহঙ্কার, দর্প, গর্ব, মাৎসর্য্য, হিংসা, পরচর্চ্চা-প্রবৃত্তি প্রভৃতি হৃদয়ে স্থান পায়, যাহা ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। যেখানে সেবাকাঙ্ক্ষা, সেখানেই দৈন্য, আর যেখানে সেবার বিপরীত ভোগ বা ত্যাগের কামনা, সেখানে অহঙ্কার, দম্ভ। মাৎসর্য্য হইতে পরচ্ছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তি হয়। অন্যাভিলাষ থাকিলে আমাদের হৃদয়ে স্বাভাবিক দীনতা জাগে না। অভিমানিগণের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না, কিন্তু নিরভিমানিগণের প্রতি তাঁহার দয়া স্বাভাবিক। দৈন্য কোন আগন্তুক অবস্থা-বিশেষ নহে। জড়ের কোন অভিমান না থাকার নামই দৈন্য। ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাই দৈন্য। "যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার', 'ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার। অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার'—ইহাই দীনের কথা। দৈন্য ভগবৎসেবকগণেরই ভূষণ। জাগতিক নানাপ্রকার অর্থ, সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি থাকুক বা না থাকুক, তাহা হরিভজনের পথে বাধা নাই। জাগতিক যোগ্যতা থাকিলেও হরিভজন হইতে পারে এবং আর না থাকিলেও হরিভজন হইতে পারে। চেতনের সহজ স্বাভাবিক দৈন্য যাঁহার অন্তরকে বিভূষিত করিয়াছে, তিনিই ভক্তি অধিকারী।

জাগতিক ভোগোপকরণগুলি হরিভক্তির পথে অনেক স্থলে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সেইজন্য এইগুলি যাঁহাদের নাই বা কম আছে, তাঁহাদের ভক্তিপথে চলিবার সুযোগ বেশী আছে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"ঐশ্বর্য্যাঙ্ক্ষুর শ্রী-জন্ম-বিদ্যা-মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

যাহাদের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীর অভিমান বেশী, তাহারা কোনদিন ভগবানের ভজন করিতে পারে না। 'বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।' বিষয়বাসনা থাকাকালে সেবা-কামনা জীবহৃদয়ে থাকে না। অহৈত্বর্য্যাদির অভিমান থাকিলে জীবের দৈন্য আসে না। যাহারা জড়-অহঙ্কারে মত্ত, তাহারা সতত ভোগের চিন্তায় ব্যস্ত, সেবাচিন্তা তাহাদের নাই। দাম্ভিক ব্যক্তি হরিকথা শুনিতে পারে না। হরিকথায় তাহাদের রুচি নাই। নিজ সুখের কথা যেখানে নাই, সেই কথা শ্রবণে তাহাদের আগ্রহ হয় না। ভগবৎকৃপা-প্রার্থনা-রূপ মনোবৃত্তির ইচ্ছা বা যোগ্যতা তাহাদের সুপ্ত না হইলেও সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহারা [illegible] নহে। [illegible] সহিষ্ণু এবং অমানী ও মানদ হইতে না পারিলে ভগবন্নামগ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয় না। [illegible] নিষ্কিঞ্চন প্রকৃত [illegible] উদয় করিবার [illegible] না। নিরভিমানী [illegible] নিজ [illegible] অপরকে সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজের [illegible], তাঁহাদের অন্তর নিষ্কপট, এই তাঁহারা [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] শুদ্ধ-ভক্তগণ [illegible] হইলেও [illegible] অধঃস্থান [illegible] দৈন্য [illegible] ও নিজেকে [illegible] না। [illegible] দৈন্য বা শুদ্ধভক্তি [illegible]।

[illegible] দীন হওয়া যায় না। দৈন্য [illegible]। দৈন্য [illegible] অনুভূত হয়। প্রাণ, বিষয় বা শরণাগত দৈন্যের মূল। ভগবানের সেবার জন্য বহির্মুখ হইতে নাস্তিকতা-প্রচার কার্য্যসকলও [illegible] ভগবৎসেবকের দৈন্য। আর ভগবৎসেবা সম্বন্ধ-রহিত হইয়া নিজের জন্য কৃত [illegible] অহঙ্কারেরই পরিচয় প্রদান করায় [illegible], সেইরূপ যদি ভগবান [illegible] তাহা হইলে

যাহাও করা যাউক না কেন, তাহা সকলই ভক্তি না সেবা হইবে। সেইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যন্নিমিত্ত কৃত পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপঃ
স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য শ্রীহনুমান্‌জী সোনার লঙ্কা দাহ করিয়া—রাবণের সবংশে নিধন করিয়াও পরম ভক্ত—সর্ব্বলোকপূজ্য, তৃণাদপি সুনীচ ও দৈন্যধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। দীন হন নাই। ভগবৎসেবার জন্য তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অফুরন্ত সেবাপিপাসা আছে। তাঁহারা নিজের জন্য সমস্ত অন্যায় অত্যাচার, অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা অক্লেশে, অম্লানবদনে সহ্য করেন, কিন্তু ভগবান্ এবং ভক্তের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় ব্যবহারাদিও সহ্য করিতে পারেন না। ভক্ত এবং ভগবানে তাঁহাদের প্রীতি। ভগবৎসেবাই দীনতার কারণ। ভগবানের সহিত যাঁহার যে পরিমাণে সম্বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার দীনতাও সেই পরিমাণে লাভ হইয়াছে। ভগবানের কৃপা হইলে জীব নিজের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে এবং স্বরূপদর্শনকালে স্বাভাবিক দৈন্যের উদয় হয়। যতই আত্মদোষ দৃষ্ট হইবে ততই জীব দীন, কাঙ্গাল হইতে থাকিবে। নিজ চেষ্টা দ্বারা কখনও দীন হওয়া যায় না—ভগবৎকৃপা লাভ করা যায় না, শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইতে থাকে, তখন নিজের দীনতা, ক্ষুদ্রতা ও কৃষ্ণপ্রেমহীনতারূপ দারিদ্র্যতার কথা উপলব্ধি হইতে থাকে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

——::•::——

প্রঃ—ভক্তকে বাঁচাচ্ছেন, কিন্তু বদ্ধজীবকেও কি বাঁচাচ্ছেন?

উ.—জীব ভগবচ্ছক্তি। তাঁকে স্বতন্ত্রতা দেওয়া হ'য়েছে, তাঁর পাপ বা অপরাধ হ'চ্ছে স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করলে তাঁর ফলভোগী জীব হয়। ভগবান্ আদেশ বা নির্দ্দেশ করেন কখনও শাস্ত্রমুখে, কখনও অন্তর্য্যামিরূপে, বিবেকবুদ্ধি বা অন্তঃপ্রেরণা দ্বারা। সেই আদেশ পালন করা বা না করার ক্ষমতা জীবের আছে। যদি কোন জীব ভগবানের আইন লঙ্ঘন করে, তবে তাঁকে আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হ'বে। কেহ যদি আইন লঙ্ঘন ক'রে বলে যে, আইন না কর্‌বার জ্ঞান ছিল, তা' হ'লে আর আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তি পেতে হ'বে না। এ'কথাটা ঠিক হয় না। আইন-পালনের জন্য আইন করা, আইন ভঙ্গ করার জন্য আইনের ব্যবস্থা হয় নাই। স্বতন্ত্রতার ... মঙ্গল হ'বে, আর অন্য ভাবে করলে ... ফলভোগ করবে। ক্রিয়ার দুই প্রকার কর্ত্তা দেখা যায়, প্রযোজক কর্ত্তা ও হেতুকর্ত্তা। যে করায় সে প্রযোজক-কর্ত্তা, যে করে, সে হেতুকর্ত্তা। জীব হেতুকর্ত্তা, প্রযোজক কর্ত্তা ভগবান্।

প্রঃ—মাধুকরী ভিক্ষা কেহ অশ্রদ্ধা ক'রে দিলে নিতে হ'বে কি?

উঃ কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন করার পর যদি তাতে শ্রদ্ধা হ'য়ে কেহ কিছু দেন, তা'কে মাধুকরী ভিক্ষা। যিনি মাধুকরী ভিক্ষা দেন, তিনি যদি শ্রদ্ধাযুক্ত বা ... প্রকাশবান্ না হন, তবে ভিক্ষা দিতে চাইলেও নিতে হ'বে না। স্বামী ... স্ত্রীকে সোহাগ দেখাতে চায়, তা'কে স্ত্রী আদর বলে কি? মাধুকরী ... কৃষ্ণকথা ... বলেছেন, ... ব্যক্তি কৃষ্ণ, ... তাঁ'র সম্বন্ধী—আরাধ্য—উপাস্য। ... যোগ্য বা ভক্ত হ'তে পারে না। ... বা উপাসক উপাস্যকে নির্দ্ধারণ করতে পারে না। যেখানে কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সেখানে যে ভিক্ষা বা সেবা, তাহা দ্বারা ভক্তিদেবীর যাজন কি প্রকারে সম্ভব? ... স্বীকার করবেন কেন? যেখানে কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হ'ল না, সেখানে ত' কৃষ্ণ নেন না। মাধুকরী ভিক্ষার দাতা ত' স্বয়ং কৃষ্ণ। শ্রদ্ধারূপে কৃষ্ণ জীবের হৃদয়ে উদিত হ'য়ে যা' দেন, তাহাই মাধুকরী। যেখানে কৃষ্ণ এলেন না, সেখান হ'তে মাধুকরী ভিক্ষা কি ক'রে আনবে? যদি মাধুকরী ভিক্ষা হয়, কৃষ্ণের শরণাগত, কৃষ্ণ ... বন্দ্য পাচ্ছেন, এই বিচারে গ্রহণ করলে কৃষ্ণ তা' গ্রহণ করবেন।

প্রঃ—মাধুকরী শব্দের অর্থ কি?

উঃ মধুপ যেমন ঘুরে ঘুরে বহু জায়গায় যেয়ে ভ্রমণ ক'রে বহু রকম ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই বহু স্থানে যেয়ে বিভিন্ন লোকের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন ক'রে উপায়ন আহরণ করবে—মাধুকরী ভিক্ষুগণ। মধুকরের বৃত্তি, স্বভাব বা ক্রিয়াকলাপই মাধুকরী। মধুকর যখন মধুকে মধু সংরক্ষণ করে, তখন তা'র কোন ব্যক্তিগত দাবী সে তাতে রাখে না, তেমনই যদি মঠের ব্রহ্মচারী কেবলমাত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবার জন্য নৈবেদ্য-সংগ্রহ করেন, তা'ই মাধুকরী। ফুলের সর্ব্বস্বই মধু—মধুকর ফুলের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করে।

প্রঃ—গীতাতে অহংগ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক ও ভগবদুপাসক এই ত্রিবিধ ভক্ত বলা হ'য়েছে, পূর্ব্বোক্ত দুইপ্রকার উপাসক ভক্তশ্রেণীতে গণ্য হ'তে পারে কি?

উ. এক অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানের ত্রিবিধ প্রতীতি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। সবিশেষ ভগবদুপাসকই ভক্ত। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবান্ হ'তে পৃথক্ নহেন, এতদ্ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যাঁ'রা ব্রহ্মোপাসক ও পরমাত্মোপাসক ... উভয়ই হ'য়েছেন। পরতত্ত্ব যেখানে স্বীয় স্বরূপশক্তির বিলাস ... সেখানে সবিশেষ ভগবৎপ্রতীতি। যাঁ'রা তা' স্বীকার করে না, তাঁ'রা প্রতীকোপাসক, অহংগ্রহোপাসক, নিজকে ঈশ্বর ভাবে। অহংগ্রহোপাসক ও অদ্বৈতবাদীতে পার্থক্য আছে। অদ্বৈতবাদী পরতত্ত্ব ও নিজের অস্তিত্বে পার্থক্য ব্যবহারিক ধারণা করে না, অহংগ্রহোপাসক ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিজের অস্তিত্বে পার্থক্য স্বীকার ক'রেও নিজেকে ঈশ্বর ব'লে ভাবনা করে। যেমন পৌণ্ড্রক ইত্যাদি। ব্রহ্মের রূপকল্পনাকারী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকগণও প্রতীকোপাসকের অন্তর্গত ... যথার্থ বা ... পতিত যে ঈশ্বরজ্ঞান, তাহাই প্রতীক। বস্তুর দৃশ্য বা দিককে প্রতীক বলে।

প্রঃ—বিশ্ব উপাসক কি?

উ.—প্রকৃতির স্থূলরূপে মুগ্ধ হ'য়ে যাঁ'রা তাঁ'র স্তব কচ্ছেন, ঈশ্বরের আদর, অভিবাদন, শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, তাঁ'রা বিশ্বোপাসক। জড়সাহিত্যিকগণের সাহিত্য-চিন্তাস্রোতঃ বা চিন্তনীয় বিষয় সব-ই বিশ্বের অন্তর্গত। জড়বিজ্ঞান যেখানে আছে, তা' বিশ্ব। এই বিশ্বের অন্তর্গত বস্তুরূপে যাঁ'র অনাকর্ষক মাপা যায়, তাঁ'রা আধ্যাত্মিক। নিত্য সচ্চিদানন্দ নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে যাঁ'রা বিশ্বের নাম, রূপ, গুণাদির মধ্যে বিচার করে—তাঁ'রা আধ্যাত্মিক। তাঁ'রা বিশ্বের অন্তর্যামীর দর্শন পায় না। বাহিরের রূপ, বিরাট্ দর্শন বা স্থূল-দর্শনে আবদ্ধ। ঐ দর্শনে মোক্ষলাভ হ'বে না।

প্রঃ—শাস্ত্রে পাওয়া যায়, মাতৃগর্ভে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু দর্শন পেয়ে আবার বিস্মৃতি কি প্রকারে হয়?

উঃ—শাস্ত্রে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়-স্কন্ধ একত্রিংশ অধ্যায়ে সপ্তমমাসে গর্ভস্থ জীবের ভগবদ্দর্শনের কথা বর্ণিত আছে। এই দর্শন সকল জীবের হয় না, কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জীবের হয়। যা'র অজ্ঞাত-সুকৃতি আছে, তা'র হ'বে। যা'র প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হ'বে, তা'র হ'বে, যা'র প্রতি অনুগ্রহ নেই তা'র হ'বে না। দয়াটা অহৈতুক, হৈতুক হ'লে—condition থাকলে- আর যাই হোক দয়া হ'ল না। সম্রাট্ কা'কেও গভর্ণর ক'রে দিলেন, কা'কেও করলেন না, কেন করলেন প্রশ্ন হ'তে পারে না। ভগবান্ সম হ'য়েও ভক্ত-পক্ষপাতী, কেন তিনি ভক্তপক্ষপাতী, এ'র কোন যুক্তি নেই।

প্রঃ—জীবের মূল অপরাধ বলতে কি বুঝায়?

উঃ—কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের মূল অপরাধ। জীব তটস্থশক্তি, তা'র কৃষ্ণস্মৃতি ও কৃষ্ণ-বিস্মৃতি উভয় যোগ্যতা আছে, তাই জীবের মধ্যে মুক্ত ও বদ্ধ ভেদ। এ'র ইতিহাস নেই। জীব কৃষ্ণবিস্মৃত হ'লে তা'র জন্য মায়িক জগৎ হ'য়েছে। কাল মায়িক জগতের অন্তর্গত। কাজেই জীবের বদ্ধতার ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারণার্ণবশায়ী মায়াকে ক্ষোভিত করবার পর মহদাদির সৃষ্টি হ'য়েছে। জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতি মায়াকে ক্ষোভিত করবারও পূর্ব্বের কথা।

বৈষ্ণবের কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অসম্ভব

(শ্রীউদ্ধব নীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

হরিভজনের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বিক্ষেপ বা প্রতিবন্ধক হইতেছে শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীপাদ-পদ্মে অপরাধ। দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশকর অপরাধ বৈষ্ণবনিন্দা বা সাধুনিন্দা। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া যিনি নিজ হৃদয় হইতে এই বৈষ্ণবনিন্দা করার প্রবৃত্তিরূপ ভীষণ ব্যাধির মূলোৎপাটন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইবেন, তিনি অপরাধী ত' হইবেনই, পরন্তু সকল জীবের শুদ্ধভক্তি লাভ করার পক্ষে ভয়ানক বাধাকারী পরিণত হইবেন।

বৈষ্ণবনিন্দকের যে কোনকালে জড়বন্ধন হইতে নিস্তার নাই, ইহা জীবদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামিপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত,—

"সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে॥"

বৈষ্ণবাপরাধ হেতু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিজ দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিয়া নিস্তারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভয়ানক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ঘুচ ঘুচ মহা-পাপি, বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্মায়ে লোকেতে॥
বৈষ্ণবনিন্দক তুই পাপি দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি॥
যে 'বৈষ্ণব'-নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণবপূজা হৈতে বড় আর নাই॥

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র 'সাধুসঙ্গে' সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শেষে রমা অঙ্ক ভব নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব-নিন্দয়ে যে সে পাপী দুরাচার॥
চৌরাশী সহস্র যমযাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণবনিন্দকে॥"

(চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণবনিন্দকের অপরাধ-খণ্ডনের একমাত্র উপায় শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে এরূপভাবে বর্ণিত আছে,—

"হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥
দ্বিজ বলে "প্রভু, মোর এক নিবেদন।
আছে, তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ' মন॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বৈষ্ণব করিনু নিন্দা আপনা' খাইয়া॥
'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।'
এই মত অনেক 'নিন্দিনু অনুক্ষণ॥
এবে প্রভু, সেই পাপকর্ম্ম সঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে' সর্ব্বমতে॥
সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ॥
শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন॥
'শুন দ্বিজ বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে, এবে, শুন সে উত্তর॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥
আর যদি নিন্দাকর্ম্ম কভু না আসয়ে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়॥
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥'
নিন্দা-পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার॥

বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' এবং অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' মনে করিলে বৈষ্ণবনিন্দা হয়। বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ শ্রীহরিনাম-চিন্তামণিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

দয়ালু সহিষ্ণু সম দ্রোহশূন্য ব্রত।
সত্যসার বিশুদ্ধাত্মা পরহিতে রত॥
কামে অক্ষুভিত বুদ্ধি দান্ত অকিঞ্চন।
মৃদু শুচি পরিমিত-ভোজী শান্তমন॥
অনীহ ধৃতিমান্ স্থির কৃষ্ণৈকশরণ।
অপ্রমত্ত সুগম্ভীর বিজিতষড়্গুণ॥
অমানী মানদ দক্ষ অবঞ্চক জ্ঞানী।
এই সব লক্ষণেতে সাধু বলি' জানি॥

কৃষ্ণৈকশরণ হয় স্বরূপ-লক্ষণ।
তটস্থলক্ষণে অন্য গুণের গণন॥

বর্ণাশ্রমের চিহ্ন ও বেষাদি দ্বারা বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্ণয় করা হয় না। শ্রীকৃষ্ণে অনন্য শরণাগতিই বৈষ্ণবতার স্বরূপ লক্ষণ। সে লক্ষণ যাহার হয়, তাহার তটস্থ লক্ষণ-গুলি অবশ্য হইবে। শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভাবে শরণাগত কোন ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ-লক্ষণ পূর্ণরূপে উদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি সাধু। যিনি বৈষ্ণবের জাতিদোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায় দোষ, শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণবনিন্দুক। কখনই তাহার নামে রুচি হইবে না।

নামপরায়ণ বৈষ্ণবই সাধু। বৈষ্ণবের কৃপাতেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। যথা, শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে,—

যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ।
কৃষ্ণনাম যার মুখে—সাধু সেইজন॥
তৃণ হৈতে হীন যিনি আপনাকে জানে।
সহিষ্ণু তরুর ন্যায় আপনাকে মানে॥
নিজে ত' অমানী আর সকলে মানদ।
তার মুখে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরতিপ্রদ॥
হেন সাধুমুখে যবে শুনি এক নাম।
বৈষ্ণব বলিয়া তারে করিব প্রণাম॥
বৈষ্ণব সে জগদ্গুরু জগতের বন্ধু।
বৈষ্ণব সকলজীবে সদা কৃপাসিন্ধু॥
এ হেন বৈষ্ণবনিন্দা যেই জন করে।
নরকে পড়য়ে সেই জন্মজন্মান্তরে॥
ভক্তি লভিবারে আর নাহিক উপায়।
ভক্তি লভে সব জীব বৈষ্ণবকৃপায়॥
বৈষ্ণব-দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি।
সেই দেহস্পর্শে আন হয় কৃষ্ণভক্তি॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত আর পদজল।
বৈষ্ণবের পদরজ তিন মহাবল॥
বৈষ্ণব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান্ হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
যে বসিল বৈষ্ণবের নিকটে শ্রদ্ধায়।
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয়॥
প্রথমে আসিবে তাঁর মুখে কৃষ্ণনাম।
নামের প্রভাবে পাবে সর্ব্ব গুণ-গ্রাম॥
অতএব যিনি করিলেন নামাশ্রয়।
সাধুনিন্দা ছাড়িবেন এ ধর্ম্ম নিশ্চয়॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ত্রিবিধ বৈষ্ণবের কথা বলিয়াছেন, যথা—

কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে॥

শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে ত্রিবিধ বৈষ্ণবের লক্ষণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন, যথা—

কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ,—

সাধুসেবাহীন অর্চ্চে লৌকিক শ্রদ্ধায়।
প্রাকৃত বৈষ্ণব হয় বৈষ্ণবের প্রায়॥
বৈষ্ণব-আভাস সেই, নহে ত বৈষ্ণব।
কেমনে পাইবে সাধুসঙ্গের বৈভব॥
অতএব কনিষ্ঠ মধ্যম ভাবে গণি।
তাঁরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥

মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ,—

কৃষ্ণে প্রেম কৃষ্ণ-ভক্তে মৈত্রী আচরণ।
বালিশেতে কৃপা আর দ্বেষী উপেক্ষণ॥
করিলে মধ্যম ভক্ত শুদ্ধভক্ত হন।
কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জ্জন॥

উত্তম বৈষ্ণবের লক্ষণ,—

সর্ব্বত্র যাঁর হয় কৃষ্ণ দরশন।
কৃষ্ণে সবারে স্থিতি কৃষ্ণে পালন॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদ নাহি থাকে তাঁর।
বৈষ্ণব উত্তম তিনি কৃষ্ণনাম সার॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"মধ্যম বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারের অধিকারী, কেন না, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়। তিনি যত্নের সহিত অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করিবেন।"

বৈষ্ণবসেবা হইতে কৃষ্ণসেবা কখনও বড় মনে করিতে হইবে না। ভগবৎ-সেবকগণের চিত্তে তাঁহারা ভক্ত কি না এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক হস্তে ভগবানের সেবা করিয়া অন্য হস্তে ভগবানকে কষ্ট দিলে তাহা সেবা হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সুতরাং তাঁহারা কখনও ভগবানের সেবা-বিমুখ হন না। কৃষ্ণসেবা করিয়া অনেকে কৃষ্ণলাভ করেন না। কিন্তু ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।

বৈষ্ণব—সর্ব্বদেবপূজ্য, সর্ব্বজনপূজ্য, সর্ব্বতোভাবে সকলের পূজ্য। সেই বৈষ্ণবের নিন্দাফলে নিন্দকের কুষ্ঠাদি হয়। ভগবান্ সেই বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডীকে দণ্ডভোগ হইতে কখনও মুক্ত করেন না। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণব-সেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় পাওয়া যায় না। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন,—

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ ছায়া॥
অধমের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।'
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমায়,
তোমার চরণ ধরি॥

সাময়িকী

পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এতৎসম্বন্ধে বৈষ্ণবোচিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে তদীয় সেবা অন্যতম। তদীয় শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীভাগবত ও শ্রীবৈষ্ণবের সেবার কথা তিনি বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রিয় তদীয়ের সেবার দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়, তদীয়ের সেবা ভগবানের সেবার চেয়েও বড় সেবা। তদীয়ের সেবায় উদাসীন থাকিয়া ভগবানের সেবার ছলনা দাম্ভিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। এবার কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-নির্দ্দেশানুসারে শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা ও শ্রীমদ্-ভাগবতাদির সেবা অকপটে যথাসাধ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখামঠসমূহে সর্ব্বত্র তদীয়ের সেবা সুষ্ঠুরূপে হইয়াছে ও হইতেছে। ভক্তগণ সকলেই শ্রীভগবৎ-প্রীতিকাম হইয়া প্রত্যহ শ্রীতুলসী ও শ্রীগঙ্গার সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এবার গ্রীষ্মকালে বৈশাখমাসে শ্রীতুলসীদেবীর বা শ্রীতুলসীমঞ্চের উপর ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা, শ্রীতুলসীর ধারা দান ও দীপদান প্রভৃতি দ্বারাও শ্রীতুলসীসেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য কত কৌশলে নানাভাবে আমাদিগকে সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন, তাঁহার এই চেষ্টাবলীর অনুসরণ করিলে আমরা নিশ্চয়ই লাভবান্ হইব।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

শ্রীযোগ[illegible]পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস [illegible]

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রী[illegible]র পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

[illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible]পুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মা[illegible]গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

গোপালগৌড়ীয়মঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible]বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাঞ্জাববিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কৃষ্ণবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
[illegible] মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible]দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপুরা
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, [illegible], (পাঞ্জাব
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীজগমোহনদাস [illegible]

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible], মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিক্ষুক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আ[illegible]শ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিক্ষুক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক- শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক - শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, উড গ্রীন
লণ্ডন এন ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পা[illegible]পীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

[illegible] মঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রী[illegible]বিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
[illegible]র ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
ভাগের প্রতি লাইনে	॥০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

ছমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ৩৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শাস্ত্রভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৪-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	..	...	১৮ ৫	২২-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	...	...	৯-৩৩	...	...	...	...	...
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪-৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৪			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬ ৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৫৬	১৭ ১৬	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৫	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	...	...	...	...	১৬-৫৬	১৭-৪২		.. ..
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-০
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-১০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তনে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি. সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগৌরব মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সকলেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিম গৌরকৃষ্ণস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটের অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন অধিক। পিলার, লীহা সংযুক্ত জ্বরাদি এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আশাতীত সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd. No. C. 1544

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

ঔঁ অপ্রকাশিত গ্রন্থমালা
—০০—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সম্পাদিত।
এই গ্রন্থ অধ্যায়, বিস্তৃত
ভূমিকা ও হস্তলিখিত অনুবাদ
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—আরী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে সংক্ষেপে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৮; ১২ই মে, ১৯৪১, সোমবার [৫৫তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[০]::—

ব্রহ্মের নবনিযুক্ত গভর্ণর

স্যার রেজিনাল্ড ডরম্যান স্মিথ গত ৮ই মে প্রাতঃকালে গভর্ণমেন্ট হাউসে ব্রহ্মের গভর্ণর রূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ৭ই মে'র সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্মের গভর্ণর হিসাবে কার্য্যকাল শেষ হইবার পর স্যার আর্কিবাল্ড ও লেডী ককরেন। বিমানযোগে ইংলণ্ডের পথে রেংগুন যাত্রা করিয়াছেন। ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে স্যার আর্কিবাল্ড ও লেডী ককরেন ব্রহ্মের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বাণী প্রদান করিয়াছেন।

—

প্রবল বারিপাত

গত ১লা মে হইতে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর অঞ্চলে মুসলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হইয়াছে। এক একবার প্রবল বারিপাতের ফলে খানা, ডোবা, মাঠ ঘাট ও বাড়ীঘর জলময় হইয়া যাইতেছে। মাঠের যে দিকেই তাকান যায় শুধু জল। গত ১৯শে এপ্রিল হইতে প্রায় প্রতিদিন বারিপাত হইয়া মোট ৮'১১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু গত ২রা মে একদিনেই বারিপাত হয় ৫'৫৪ ইঞ্চি, ৩রা মে ০'৬০ ইঞ্চি এবং ৪ঠা মে বারিপাত হয় ৬'২৫ ইঞ্চি। এই যে অবধি আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। এই প্রবল বারিপাতের ফলে মৌসুমী আবাদ সম্পূর্ণ-ই নষ্ট হইয়া গেল এবং চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ৯৲, ৯।০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। জনসাধারণের দুর্গতির পরিসীমা নাই।

—

সরকারী অর্থ লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র

কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগ আলিপুরে একটি ট্যাক্সি হইতে সরকারী অর্থ লুঠ করিতে চেষ্টা করার অভিযোগে ১৩ জন শিখকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কয়েকজন শিখ মোটর চালক ১লা মে আলিপুর পুলিশ আদালতের ময়দানে সমবেত হইয়া আলিপুর ট্রেজারী হইতে যে দারোয়ান টাকা লইয়া পরীক্ষাগারে যাইবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া টাকা ছিনাইয়া লইবে এই সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টর আর, এন মেহতা কয়েকজন পুলিশসহ উপস্থিত হইয়া আলিপুর কোর্টের মধ্যেই ৪ জন শিখকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় এবং কোর্টের বাহিরে লাঠিসোটাসহ একখানা ট্যাক্সি আটক করে। পরে আরও ৯জন শিখকে সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইলে তিনি কয়েকজনকে জামিনে মুক্তি দেন ও কয়েকজনকে পুলিশ হেপাজতে প্রেরণ করেন।

—

বান্নুতে লুণ্ঠন ও বোমা নিক্ষেপ

অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে গত ৮ই মে বান্নু রাজমাক রোডের একটি সেতু উড়িয়া গিয়াছে। মিরণশাহ বান্নু রোডের উপর একটি মোটর লরীকে আটক করিয়া তাহার মধ্য হইতে মালপত্র ইত্যাদি লুণ্ঠন করা হইয়াছে। রাজনৈতিক তহশীলদার খাসাদারের সহিত দস্যুদলের উপর গুলীবর্ষণ করেন, প্রত্যুত্তরে দস্যুরাও গুলী চালাইয়াছিল। দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে।

সর্দ্দার মেহরদেব নামক বাবলানা দস্যুকে তাঁহার গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সে গ্রেপ্তারের সময় কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করে নাই। তৈরপুরীতে কাটশাহী পাঁচটি উষ্ট্রকে আটক করা হইয়াছিল। উষ্ট্রচালক জনৈক ওয়াজির হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বান্নু জেলা হইতে অপহৃত দশ জন হিন্দু আজমীর মেদী খেল নামক একজন দস্যুর নিকট আটক রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সাকির খোলীনামক অপর একজন দস্যু দিন কবীরের নিকট হইতে দুই জন হিন্দুকে ১৩০০ কাবুলী টাকায় ক্রয় করিয়াছে। আসাযীর খুশালী নামক একজন দস্যুর হেফাজতে তুয়ার অঞ্চলের জনৈকা হিন্দু স্ত্রীলোককে আটক রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ইপির ফকিরের জন্য ১৯টা উট্র বোঝা লইয়া যাইবার সময় শেখ দিন মহম্মদ নামক একজন উপজাতিকে লোকের নিকটে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাকে কারডফা আইনের অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

—

মৃতের পুনরুজ্জীবন প্রায় সম্ভব

যাহাদিগকে মৃত বলিয়া ধরা হয় তাহাদিগের মধ্যে অনেককে বাঁচান সম্ভব কি?

কতিপয় চিকিৎসক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইবার পরও কতকগুলি অবয়ব কিছুকাল সজীব থাকে। তাঁহাদের মতে এই সমস্ত আবার সজীব থাকিতে থাকিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনেক মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে।

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইবার পর মস্তিষ্ক দশ মিনিট, হৃদ্‌যন্ত্রের পেশী কুড়ি মিনিট, চক্ষু ৩০ মিনিট, কর্ণ একঘণ্টা, বাহু ও পদের পেশী চার ঘণ্টা, রক্তকণা আটাশ ঘণ্টা এবং চর্ম্ম পাঁচ দিন সজীব থাকে।

—

"মেকলা" ষ্টীমার দুর্ঘটনা

বরিশালের এক সংবাদে জানা যায় যে, যাত্রী ষ্টীমার "মেকলা" জলমগ্ন হওয়ায় যে জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য স্থানীয় উকীল ও মোক্তার সমিতির সভায় দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং উদ্ধার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শুনা যায় যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের নিমিত্ত শীঘ্র ঘটনাস্থলে গমন করিবেন। ইহাও শুনা যায় যে, কোম্পানীর কয়েকজন উচ্চতন কর্ম্মচারী উদ্ধারকার্য্য সম্পর্কে ঘটনাস্থলে পৌঁছিবেন।

—

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর মালিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

গত ১৯শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় ১৮৩টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১১১টি পাঞ্জাব এবং বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৭০৲ হইতে ৯৩৲ এবং ১৪৭৲ হইতে ১৭৫৲ পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছে। গাভীগুলি ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুগ্ধ দিয়াছে।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা Contents ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের সংখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তন্ত্রমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিষয়ের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ ভক্তপূজ্য সর্ব্বাবধূষ্য নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ,

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান -শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
দশম স্কন্ধ—	৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০ , ২য় খণ্ড—৲ ; ৩য় খণ্ড	৸০
৭। শ্রীচৈতন্যাব্দ	১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৸০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮। বাদশ আদর্শ	৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক	।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২। ভজন রহস্য	৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	৷০
২৭। মুক্তিফলটীকা ভগবৌদ্ধত্বঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন	৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫। গীতমালা	⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	৵০
৪১। গীতাবলী	⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক	⁄১
৪৬। অর্থপঞ্চক	⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকথা	⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী	।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী	⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতয়ঃ	।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ	৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্স্ অন বেদান্ত	৷০
৭২। নামভজন	⁄০
৭৩। বেদান্ত ইট্স্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি	৷০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্	।৵০
৭৫। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্	৷০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	⁄০
৭৮। দি ভাগবত	।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৫৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫। সাধনপথ	৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৮৭। গীতাবলী	⁄১০
শরণাগতি	⁄০
৮৯। শ্রীসজ্জনতোষণীবাণী	৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী	৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি	৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

সজ্জনের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী স্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই মে, ইং ১৯৪১, সোমবার { ৫৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ ত্রিবিক্রম, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিভজন কি করিব না ?

কে হরিভজন করিবে না করিবে তাহা লইয়া আমার সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। আমি হরিভজন করি না কেন? ভজন ত' ব্যক্তিগত কল্যাণকর। জগতের কেহই যদি হরিভজন না করেন কিম্বা হরিভজনের ছলনায় অন্য কিছু করেন, তাহা হইলে আমি হরিভজন পরিত্যাগ করিব কেন? হরিভজনই আমার একমাত্র কৃত্য, এতদ্ব্যতীত আমার আর অন্য কোন কৃত্য নাই, হরিভজন ব্যতীত অন্য যাহা কিছু সবই অকৃত্য বা কুকর্ম্ম—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমি হরিভজনে অগ্রসর হই না কেন? হরিভজন না করিবার গুপ্ত ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান পাইলেই অপরে হরিভজন করে না, যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, তাঁহারাই এখন সুষ্ঠুভাবে হরিভজন করিতেছেন না ভাবিতেছি বা কল্পনা করিতেছি. এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পায়। হরিভজন করিবার ইচ্ছা না থাকিলে হতাশা বা নিরাশা হৃদয়ে স্থান পায়, কিন্তু হরিভজনের অকপট আকাঙ্ক্ষা যেখানে, সেখানে সকলেই হরিভজন করিতেছেন, আমি করিতে পারিলাম না, এইরূপ আর্ত্তিই প্রবল হয়। হরি, গুরু ও বৈষ্ণব নির্দ্দোষ বস্তু। সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন বা কৃষ্ণের বিলাস দর্শনই নির্দ্দোষ দর্শন বা সুদর্শন। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানই নির্দ্দোষ। তাঁহাদের সবই ভাল। তাঁহারা বড় সুন্দর। এই সেবাদর্শন বা সুন্দরদর্শন যেখানে নাই, সেখানেই দোষযুক্ত দর্শন বা কুদর্শন। কৃষ্ণদর্শন না হইলে অকৃষ্ণ দর্শন বা মায়াদর্শন হইবেই। হরিভক্তের চিত্তবৃত্তি এইরূপ—

বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে —এইমাত্র জানে॥

যত বাধা-বিপত্তিই আসুক, আমার একমাত্র কৃত্য হরিভজন আমি কিছুতেই ছাড়িব না, এরূপ দৃঢ়তা যেখানে নাই, সেইখানেই অশ্রদ্ধা আছে। শ্রদ্ধাই সেবাধিকারলাভের একমাত্র উপায়। অজ্ঞের শ্রদ্ধা অসম্ভব বলিয়া অজ্ঞের সেবাধিকার নাই। উপরিউক্ত দৃঢ়তা যাঁহার আছে, তাঁহারই শ্রদ্ধা বা শরণাগতি হয়। তিনিই শরণাগত হইয়া হরিভজন করিতে পারেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—'যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চাতে শ্রীহরির পূজা করেন কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যজনের মধ্যে শ্রীহরির পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। অর্চ্চায় অর্থাৎ প্রতিমাতে শ্রীহরির পূজা করেন, পরন্তু হরিভক্তের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না। সুতরাং অন্য জনের মধ্যেও করেন না। ঈদৃশ ভক্তের ভগবৎপ্রেমাভাব, ভগবন্মাহাত্ম্য-জ্ঞানাভাব এবং সর্ব্বাদর-লক্ষণরূপ ভক্তগুণের অনুদয়বশতঃ এই ভক্ত প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি আরম্ভ অর্থাৎ সম্প্রতি অল্পকাল যাবৎই তাঁহার ভক্তি প্রারব্ধ হইয়াছে। এই কনিষ্ঠ ভক্তের শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থাবধারণজাত নহে। যেহেতু 'বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মময় এই শবতুল্য দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং নদ্যাদিসলিলে যাহার তীর্থবুদ্ধি বর্ত্তমান, অথচ ভগবৎ তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিতে কখনও তাদৃশবুদ্ধি নাই সে ব্যক্তি গোখর।'—এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহারা অবগত নহেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র লোকপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব অজাতপ্রেম অথচ শাস্ত্রাপেক্ষক সাধকই মুখ্য কনিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞাতব্য। ভগবৎশরণাগতিই উৎপন্ন শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ। শাস্ত্র অশরণাগত পুরুষের ভয় এবং শরণাগত পুরুষের অভয়ই বলিয়া থাকেন। প্রাকৃত পুরুষ শাস্ত্রে ভগবৎ, দেশ, কাল, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াসমূহের ঐহিক, ব্যবহারিক প্রভাব প্রবলতর তাহাতে আস্থাযুক্ত হন না। অতএব তাহার তদ্বিষয়ে প্রাকৃত প্রভাবের তুচ্ছজ্ঞানে লোকাপেক্ষায় আনুকূল্যে কখনও অপ্রবৃত্ত হয় না। প্রেম উৎপন্ন হইলে নিশ্চিত অভিজ্ঞ উভয় দশায় স্বাভাবিক ভাবই হয় তাহার নহে, তন্নিষ্ঠই হইয়া থাকে। পবিত্র বা প্রাকৃত পুরুষেরও স্বাভাবিক কর্ম্মাবেশবশতঃ ... অভ্যাস হয়, তথাপি বিষয় সম্বন্ধাপেক্ষ তাহাকে বাধা প্রদানপূর্ব্বক দৈন্যরূপা ভক্তিই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।"

যিনি হরিকে চান, তিনি হরিকে পাইবেনই। তিনি বাস্তবিক বস্তুপ্রার্থী হন. কেবল চান বা না চায় এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রশ্ন জাগে কি বা তিনি সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করেন কি? এ মায়ার জগতে কোন বাধা। যিনিই হরিভজন আরম্ভ করিবেন তাঁহারই নিকট জাগতিক অসংখ্য অভাব-অসুবিধা পর পর আসিয়া উপস্থিত হইবে। যিনি ধীরস্থির হইয়া সেই সকল অসুবিধাগুলিকে কৃষ্ণানুকম্পার সোপান বলিয়া বরণ পূর্ব্বক তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণাপেক্ষা সুনীচ, অভিমান, অমানী মানদ ও নিরন্তর হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুমুখোক্ত বাণীর অনুকীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারই হরিভজনের অকপট ইচ্ছা ... জানিতে হইবে। সুতরাং আমরা ... আমার অভিলাষকে ... না মনে করিয়া অস্থির, বাস্তব, বৎসর ও সময় না হইয়া পড়ি। কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি আমাদের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার উপায়গুলি বৃদ্ধি না হয়।

কৃষ্ণ পূর্ণ বস্তু। তিনি অন্তর্যামী। তিনি আমার হৃদয়ের সমস্ত খবরই রাখেন সুতরাং তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে পাইতে চাই কেন? ইহা কি বুদ্ধিমত্তা, না আস্তিকতার অভাব নাস্তিকতা—অশ্রদ্ধা? আমি সত্য সত্য অকপটভাবে কৃষ্ণ চাই কিনা তাহা ত' কৃষ্ণ জানেন. সুতরাং আমি কৃষ্ণ চাওয়ার ভাণ করিয়া কিরূপে কৃষ্ণকে পাইব? যিনি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রতি ... কৃষ্ণসেবাময় জীবন যাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই আত্মসাৎ করেন—আপনাকে ... গ্রহণ করেন।

এরূপ সাধনানুষ্ঠান বা ... আমার হইয়াছে কি? তা' যদি না হয়, তবে আমার ভজন কি করিয়া হইবে?

সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিয়া, সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও আমি কেন হরিভজন করি না? হরিভজন করিতে আসিয়া হরিভজন না করার কারণ কি? তাহা হইলে কি আমার ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে? আমি কি গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতেছি? আমার অর্চ্চনাপরাধ হইয়াছে কি? কই শ্রীনাম প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তির সহিত অনুক্ষণ প্রার্থনা ত' জানাইতেছি না? অমনোযোগিতাই কি আমার

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে ? আমি কি কেবল সাধুসঙ্গের অভিনয় করিয়াই দিন কাটাইতেছি ? আমি কি সাধু ব্যতীত অসাধুর সঙ্গ স্বত-ক্রমে বা স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বদা ষড়্‌বিধ প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি ? আমি কি হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে ক্ষুদ্রতাচ্ছিল্য করিয়া, উহাকে কঠিন রোগ না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এ রোগের ঔষধ কি ? ইহার উপায় একমাত্র সাধুগুরুর পরামর্শগ্রহণ — 'বক্তের বিশ্বাসঘাতক মন বা মনোধর্ম্মী জীবের প্রলাপিত প্রলাপিত বাক্য হইতে দূরে অবস্থান—অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ-কীর্ত্তন। এই কথা শুনিয়া আমার যখন মনে হয়, ইহাতেই কি সেবা হইবে ? তখন দৃঢ়ভাবে জানিতে হইবে, ইহাতেই সব হইবে—হরিকথা শুনিলেই সব হইবে। আগে শুনিতে হইবে, আগে দেখিতে হইবে না বা আর কিছু করিতে হইবে না। কাণের পর্দাটি সর্ব্বক্ষণ খুলিয়া রাখিতে হইবে, সতত সজাগ থাকিতে হইবে জাগিয়া ঘুমাইতে হইবে না।

আমার অনেক সময় মনে হয়, আমি ত' জাগিয়া ঘুমাই না, আমি ত' হরিকথা শ্রবণ করি। কিন্তু আমি সত্যসত্যই হরিকথা শ্রবণ করি কিনা আমার চিত্তবৃত্তির দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যদি হরিকথা সত্য সত্যই শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে দেহাত্ম-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া 'আমি কৃষ্ণের দাস'—এই চিন্তা প্রবল হইবেই।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥

(ভাঃ ৪।৯।১২)

[হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা ভবদীয় পাদারবিন্দ সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় সাধুগণের প্রসঙ্গ বা প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া জীবনযাপন করেন, তাঁহারাই অতিশয় প্রিয় দেহ এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র ইহাদের কিছুই চিন্তা করে না।]

আমি হরিভজন করিতে গিয়া বাধা দেখিয়া কেবল ভয় পাই কেন ? রক্ষক যেখানে আছে, সেখানে ভয়ের কি কথা আছে ? অভয়ের কথা মনে না থাকিলেই ভয় আসে। সেইজন্য শরণাগত ভক্তগণ সতত ভগবানের অভয়পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকেন। সাধুগুরুর শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ করিয়া তদনুকীর্ত্তনকারীর ত' কোন অভাব নাই, কোন অসুবিধা নাই, কোন অকল্যাণ নাই। তবে সাধুগুরুর নিকট থাকিয়াও আমাদের এত পতনাশঙ্কা কেন ? এত ভয় কিসের ? শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তং।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং কৈবল্যপরায়ণম্‌॥

শত্রুগণ হরিভজনকারীকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না, গ্রহকুল বাধাপ্রদান করিতে পারে না, রাক্ষসগণও তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না।

সৌভাগ্যক্রমে আমি সদ্‌গুরুর সন্ধান পাইয়াছি। ভববন্ধচ্ছিদ্‌ সংসারচ্ছেদক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াও হতভাগ্য আমি আবার সেই অসৎ সংসারই প্রার্থনা করিলাম। হায়! যেমন নির্ধন ব্যক্তি রাজার নিকট সতুষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুর্দ্দৈবগ্রস্ত যে, শ্রীগুরুকৃষ্ণের নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্বস্তুই প্রার্থনা করিলাম। শ্রীহরি—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব থাকিলেও মূঢ়তাপ্রযুক্ত আমি সেবা ব্যতীত অন্য কিছু চাহিলাম। সুতরাং আমার ন্যায় মূর্খ আর কে ?

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবত যে ব'লেছেন, "এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি" ইহা কি কেবল মহাভাগবতের জন্য, না সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য ?

উঃ—এটা রাগমার্গের কথা। রাগানুগ সাধকের এই রকম দর্শন হ'বে। রাগের গতি অতিশয় তীব্র। বিধির গতি অত্যন্ত মন্থর। রাগ ইলেক্‌ট্রিসিটির ন্যায়, বিধির গতি শামুকের মত। রাগানুগ ভক্তির যাজনকারী সমস্ত বস্তুতে স্বীয় ইষ্টদেবের আবির্ভাব দর্শন করেন। "স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।" "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" পণ্ডিত বলতে জ্ঞানীও বুঝায়। জ্ঞানীর সমদর্শন ও রাগভক্তের সমদর্শন এক নয়। জ্ঞানী মানে—সবই মিথ্যা, অস্তিত্বহীন, অতএব সমান, আর ভক্তের সমদর্শন মানে ইষ্টদেব-দর্শন। 'সম' অর্থাৎ 'মরা'—'রাধয়া' (স্বরূপশক্ত্যা) সহ বর্ত্তমানঃ যঃ' এই দর্শনই সমদর্শন। 'মা' শব্দের অর্থ স্বরূপশক্তি, যথা 'মাধব'। 'ধব' মানে স্বামী, 'মা' শব্দে স্বরূপশক্তি। এই সমদর্শন রাগানুগ ভক্তের অর্থাৎ রাগাত্মিক ভজনকারীর—কৃষ্ণানুশীলন-কারীর ভাবের দ্বারা যিনি অনুপ্রেরণা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'র উদ্দেশে গীতায় কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সাধারণভাবে বলা হ'বে যে, সর্ব্বত্র একই আত্মা বিরাজ করছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। জ্ঞানী বলবে, এরা কিছু নয়, মিথ্যা, সবই ব্রহ্ম। সাধারণ-ভক্তিতে ব্রহ্ম বলতে ব্রহ্মজাতীয় জীবাত্মাধিষ্ঠানের বিচার হ'বে। রাগানুগ ভক্তিতে ইষ্টদেবের বিলাসের অধিষ্ঠানক্ষেত্র দর্শন হয়। যেখানে বহির্ম্মুখ মায়িক দর্শন, সেখানে কুকুর, বিড়াল, গাধা ইত্যাদি বাহিরের খোলস দর্শন, আর যেখানে অভীষ্টদেবের দর্শন, সেখানে অচেতন দর্শনের বিষয় সম্পূর্ণ-রূপে বাদ প'ড়ে যায়। কারণ, তিনি অভীষ্ট-দেবের দর্শনে আবিষ্টচিত্ত, তিনিই অভীষ্টের বিলাসবৈভবদর্শনের মধ্যে প্রকৃত আত্মদর্শন করেন। এটা রাগানুগা ভক্তির কথা; সেখানে হস্তী, বিপ্র, কীট-দর্শন নেই। অভীষ্টদেবের বিলাস বা লীলা-দর্শনে যা'র রুচি নেই, সে ত' ধর্ম্মধ্বজী। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলেই তিনি 'দাসোঽস্মি' বলেন, তিনি তাঁ'কে গুরুরূপে দর্শন করেন। তিনি বলেন, তুমি আমায় প্রণাম ক'রে আমার আনুগত্য বা ভক্তি শিক্ষা দিচ্ছ, এজন্য তুমি আমার গুরুদেব—প্রণম্য, আমি তোমার দাস। রাগানুগ ভক্তিকেই 'এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম' ব'লেছেন। সকলের ভিতর সর্ব্বভূতের অভীষ্টদেবের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রত্যক্ষ ক'রছেন। জাগতিক উদ্ভব, স্থিতি বা প্রলয় তিনি দেখছেন না; পিতার শুক্র ও মাতার শোণিতে যে দেহের জন্ম, তা' তিনি দেখছেন না। তিনি সর্ব্বত্রই অভীষ্টদেবের বিলাস দেখছেন। "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দম্‌ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি", "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"। 'আনন্দ' বলিতে স্বরূপশক্তি অথবা নন্দনন্দন। নন্দনন্দন ও স্বরূপশক্তির বিলাসই আনন্দ। প্রত্যেক আত্মাতে বিলাসদর্শনই সুদর্শন—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। ভগবৎ-প্রেমেই এই দর্শন হয়। বিষয়-রাগ চিত্তকে মলিন রাখে, কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় না। বিষয়রাগ দুর্ব্বার, দুর্জ্জয়। বিধির গতি শামুকের মত, আর বিষয়রাগযুক্ত মন বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। কাজেই রাগ বা ভাবের দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয়, শোধিত হয়। রাগ উপস্থিত না হ'লে বিধি-পথে চলতে হ'বে। ভক্তের বিশেষ কৃপা হ'লে রাগ উদিত হ'বে। যা'র কৃষ্ণ-ভজনের ইচ্ছা উদিত হ'য়েছে, সে ব'সে থাকবে না। সে যেখানে কৃষ্ণকথা হয়, সেখানে ছুটে যা'বে, তাঁ'র কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্তি হ'বে, শ্রীনামপ্রভুর রূপ গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাশ্রবণকীর্ত্তনে চিত্ত আকৃষ্ট হ'বে।

প্রঃ—কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া।
কৃষ্ণ কহে, 'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব।
—এই দুইটি বাক্যের সামঞ্জস্য কি ?

উঃ—কৃষ্ণ বৈধভক্তিযাজীকে মোক্ষ প্রদান করেন। মোক্ষ বলতে কেবল সাযুজ্যই বুঝায় না। সালোক্য প্রভৃতি যে প্রকার মোক্ষ যিনি চা'ন, কৃষ্ণ তাঁ'কে তাহা দান করেন। আর যাঁ'রা রাগমার্গ অবলম্বন ক'রে প্রেমের ভিখারী হন, তাঁ'দের প্রেম প্রদান করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে এই বিষয়টি নিয়ে বিচার ক'রেছেন। রতি বা প্রেমের দিকে যাঁ'দের লক্ষ্য নাই, তাঁ'রা মোক্ষকামী। শ্রীধ্রুব অর্থাদি লাভের আশায় কৃষ্ণভজন ক'রলেও শেষে ব'লেছেন—

কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্‌ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।

আমি কাচ খুঁজতে খুঁজতে চিন্তামণি পেয়েছি, সুতরাং অন্য বর আর চাই না। ব্রজবাসীর ভাবে রাগানুগা ভক্তিতে কারো লোভ হ'লে তিনি মোক্ষের অতীত রতি বা প্রেমলতিকাকে লাভ ক'রবেন। ভগবানের নিজস্ব সম্পত্তি তৎপাদপদ্মে প্রীতি রতি, সেটি তিনি সকলকে দেন না। বৈধী ভক্তি যাজন ক'রলে সাধারণতঃ মোক্ষ পর্য্যন্ত দেন, প্রেমভক্তি লুকিয়ে রাখেন। বৈধী ভক্তির গতি—চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ। ভগবানের সেবাকল্পে এবং রাগাত্মিক ভক্তিযাজী ব্রজ-বাসিগণের অহৈতুকী কৃপা হ'লে তবেই তাঁ'র রাগানুগভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়। হ্লাদিনী-শক্তির বিশেষ কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণরতি লাভ হয় না, নারায়ণের সান্নিধ্য বা চতুর্ব্বিধ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হ'তে পারে। হ্লাদিনীশক্তির—আনন্দময়ী শক্তির কৃপা হ'লে প্রেমভক্তি লাভ হ'বে। যাঁ'রা প্রেমভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট হন, তাঁ'রাও বাহিরে বৈধী ভক্তি সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন করেন।

প্রঃ—মোক্ষলাভ হ'বার পরও কি পতন হয় ?

উঃ—ভগবৎসাক্ষাৎকার যদি না হয়, কাল্পনিক মুক্তি যদি হয়, তা'হ'লে পতন হ'বে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণ! যা'রা নিজেদের বিমুক্ত ব'লে অভিমান করে, অথচ 'ত্বয়ি' তোমাতে 'অস্তভাবাৎ'—ভাব অর্থাৎ রতি না থাকার জন্য, যা'দের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, তা'রা 'কৃচ্ছ্রেণ'—বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে, 'পরং পদং' প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মপদবী লাভ ক'রলেও তোমার পাদপদ্মকে অনাদর করায়, তোমার বিগ্রহ স্বীকার না করায় পুনরায় অধঃপতিত হয়। ব্রহ্ম হ'বার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করায় তা'দের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। 'আমি ব্রহ্মভূত হ'য়ে গিয়েছি' এই অভি-মানই তা'দের পতনের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ভগবানের পাদপদ্মকে প্রকৃতপক্ষে আদর ক'রে ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত না হ'লে

পতন হ'য়ে যা'বে ; কিন্তু যাঁ'রা চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করেন, তাঁ'দের পতন হয় না। ভগবদ্ আশ্রিত হ'লে মোক্ষকামীর প্রকৃত মুক্তি লাভ হয়।

প্রঃ—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিলাভ কি ক'রে হয় ?

উঃ—বিষ্ণুপাদপদ্ম যাঁ'র হৃদয়ে অবস্থান করছেন, এমন কোন্ মহতের কৃপা যাঁ'র উপর পতিত হয়, তাঁ'র জ্ঞানশূন্যা ভক্তি লাভ হয়।

প্রঃ—জ্ঞান ও সিদ্ধান্তে পার্থক্য কি ?

উঃ—যে বিষয় নিয়ে কেহ কোন প্রকার বাদ-প্রতিবাদ করতে পারে না, বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সঙ্গতি ও সিদ্ধান্ত এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের মধ্যে যেটি সর্ব্বশেষ অঙ্গ বা স্থাপিত হয়, তা'কে সিদ্ধান্ত বলা যায়। শ্রীনাম-পরায়ণ শ্রীভগবদ্ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ভগবজ্‌জ্ঞান—অভিধেয়, আর সিদ্ধান্ত—অনুভূতি, অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের সাক্ষাৎকার। একই বস্তুর দর্শনভেদে তিন প্রকার উপলব্ধি যা'র হচ্ছে, তা'র ভগবজ্‌-জ্ঞান লাভ হ'চ্ছে। এই জ্ঞানকে অভিধেয় বলা যেতে পারে ; আর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে যখন বিচার ঠিক হ'য়ে গেছে, তখন সেটা সিদ্ধান্ত। সম্বন্ধের বিষয়—জীব, মায়া ও শ্রীভগবান্। ভগবানের সঙ্গে জীবের ও মায়ার এবং জীবের সঙ্গে মায়ার যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই সম্বন্ধ-বিষয়ক জ্ঞান। তত্ত্ব বা উপলব্ধির বিষয় হ'চ্ছেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। যখন তাঁ'দের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয়, তখনই তাঁ'দের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়। বৈধী ভক্তি শাস্ত্রপ্রধান। ভগবানের লীলা-পারিষদগণের ভাবে লোভবশতঃ তদনুসরণই রাগানুগ-ভক্তি। এ পর্য্যন্ত জানার নাম জ্ঞান ; আর যখন সেই সেই ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়, তখন তা'কে সিদ্ধান্ত বলা যায়। বৈধী ভক্তি বিধিসাপেক্ষ ব'লে তা'র গতি ধীর। ভগবদ্বিস্মৃতি খুব প্রবল হওয়ায় যখন জোর ক'রে ভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত ক'রতে হয়, তখন তা'কে বৈধী ভক্তি বলা যায় ; আর যদি স্বতঃ স্বচ্ছভাবে রাগমার্গে অর্থাৎ রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের কা'রও ভাবে লোভ বা অনুরাগ হয়, তা'হ'লে তা'কে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। রাগমার্গে প্রথমমুখে কিছু অনর্থ থাকলেও শীঘ্রই সেটা দূর হ'য়ে যায়।

প্রঃ—রাগানুগা ভক্তিতে যে লোভ, তা'তে কি কোন কারণের অপেক্ষা আছে ?

উঃ—হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা হ'লে রাগানুগা ভক্তিতে লোভ হয়। এটা সাধকের ভাগ্য ; এ ভাগ্য অতি দুর্লভ। সাধারণ প্রকৃতিবলে শ্রদ্ধার উদয় হয় ; আর রাগমার্গে কোন ভক্তের বিশেষ কৃপা হ'লে লোভের উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্ত-কৃপাই এই লোভের একমাত্র হেতু, এ কথা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন।

প্রঃ—শুদ্ধভাবে বৈধভক্তি-যাজনকারীকে কি শুদ্ধভক্ত বলা যা'বে ?

উঃ—কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি যদি না হয়, কোন কামনা যদি না থাকে, তা'হ'লে তাঁ'কে শুদ্ধভক্ত বলা যা'বে।

প্রঃ—বৈধভক্তি-যাজকের চতুর্ব্বিধ মুক্তি-লাভ হয় কি ?

উঃ—সুখ বা ভোগ চাইলে চতুর্ব্বিধ মুক্তি পান ; কিন্তু যিনি কিছুই চান না, কেবল কৃষ্ণের সেবামাত্র চান, তিনি সেবা ব্যতীত আর কিছু যদি কৃষ্ণ দিতেও আসেন, তা হ'লেও তা' গ্রহণ করেন না।

প্রঃ—সাযুজ্য-মুক্তির স্বরূপ কি ?

উঃ—ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তিতে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি হয়, তখন ভক্ত, ভগবান্ বা ভক্তির পৃথক্ উপলব্ধি থাকে না, ত্রিপুটী বিনাশ হয়।

প্রঃ—অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ এখানে 'তীব্র' শব্দের অর্থ কি ?

উঃ—তীব্র বলিতে এখানে দৃঢ়ভক্তি বোঝাচ্ছে। টাকা, পয়সা, সুখ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যত প্রকার কাম আছে, তৎসমস্তই এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্তও চাইলেই কৃষ্ণ দিয়ে দেন। কেবল যিনি তাঁ'র সেবামাত্র চা'ন, তিনিই শুদ্ধভক্তির অধিকারী। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন- 'তীব্র' শব্দের অর্থ 'দৃঢ়', দৃঢ় শব্দের অর্থ যাহা অন্য কোন বাধাবিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হয় না।

চেতনের ধর্ম্ম

——::•::——

যাহার চৈতন্য বা চেতনতা আছে, তাহাই চেতন। চেতন ক্রিয়াশীল – গতিশীল। চেতনের ধর্ম্মে জড়ত্ব বা অজ্ঞানতা নাই। চেতনের সহিত জড়ের কোন সম্পর্ক নাই। জড় এ জগতের জাত বা উৎপন্ন বস্তু। তাহা এ জগতেই লয়প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু চেতনের বিনাশ নাই। চেতন এ জগতের কোন বস্তুবিশেষ নহেন। চেতনের স্থান এ অনিত্য জগতে নহে—নিত্যজগতে—গোলোক-বৈকুণ্ঠে। ভগবৎসেবাই চেতনের নিত্যধর্ম্ম। ভক্তিই জীবাত্মার বৃত্তি। ভক্তি আত্মাসম্বন্ধেই সম্ভব—দেহ-মনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

অচেতন বা জড়ের ধর্ম্মের সহিত চেতনের ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। জড়ের ধর্ম্ম—দেহ-মনোধর্ম্ম, আর চেতনের ধর্ম্ম – আত্মধর্ম্ম। জড়ের ধর্ম্মে দেহ-মনের সুখ—দেহমন-সম্পর্কীয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখ, কিন্তু আত্ম-ধর্ম্মে পরমাত্মা ভগবানের সুখ—আত্মসম্বন্ধীয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সুখ। জড়ের ধর্ম্মে জীবকে উত্তরোত্তর এই জগতে আবদ্ধ করে, আর চেতনের ধর্ম্মে বন্ধন খুলিয়া যায়। জড়ের উন্নতিতে চেতনের উদ্বোধন বা জাগরণ হয় না। জড়োন্নতি আত্মোন্নতি নহে। জড়—অনিত্য। তাহার ধর্ম্মও অনিত্য, মায়িক, খণ্ড, আপেক্ষিক। জড় চেতনকে আগাইতে পারে না। চেতনই চেতনকে আকৃষ্ট করে। চেতনের ধর্ম্মে ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত বৈমুখ্য নাই, আর জড়ের ধর্ম্মে ভগবদ্বৈমুখ্য ছাড়া ভগবৎসাম্মুখ্য নাই,। তাই হরিবিমুখগণ কৃষ্ণবিস্মৃত, আর ভক্তগণের কৃষ্ণবিস্মৃতি নাই। চেতনের ধর্ম্ম - চেতনের অনুসন্ধান করা। চেতন সর্ব্বক্ষণ চেতনের দিকে ছুটে। চেতন অচেতনের কথা শ্রবণ—গ্রহণ করে না। চেতনই চেতনের বাণী শ্রবণ করে—চেতনই চেতনকে দর্শন করে। চেতনের সহিত চেতনের যে সম্বন্ধ—তাহাই মৈত্রী—তাহাই প্রীতি বা ভক্তি। তাহাই চেতনের সহজধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম—জৈবধর্ম্ম। এই চেতনের ধর্ম্মে কাল্পনিক কিছু নাই। ইহার বাস্তবত্ব ভক্তগণই জানেন।

চেতনের ধর্ম্ম নিত্য, চেতনের ধর্ম্ম জ্ঞানময়, চেতনের ধর্ম্ম আনন্দময়, চেতনের ধর্ম্ম কৃষ্ণাকর্ষী, চেতনের ধর্ম্ম কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। হরীন্দ্রিয়তর্পণপিপাসাই চেতনের—অধোক্ষজ-সেবাধর্ম্মের প্রবল অন্তরায়। চেতনের ধর্ম্মে শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি আপনজ্ঞান বা টান আছে। চেতন পূর্ণচেতন ভগবানের কৃপার উপর সুদৃঢ়বিশ্বস্ত। তিনি ভগবান্‌কে ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। পূর্ণচেতন—বৃহচ্চেতনই অণুচেতনের প্রাণ। অণুচেতনের ধর্ম্মই বৃহচ্চেতনের অনুগত থাকা। চেতনের ধর্ম্মই সতত সংযুক্ত হইয়া প্রীতিসহকারে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের দাসাই চেতনের সত্তা। সাধুগুরু-কৃপায় জীবহৃদয়ে ভগবানে প্রীতিরূপা ভক্তি উদয় হইলেই জীব প্রকৃত চেতনধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারে। অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতিই জীব ছাড়িতে পারে না, আর সৌভাগ্য ক্রমে সাধুগুরুকৃপায় ভগবৎ-প্রীতি লাভ হইলে যে জীব তাহা কোনকালেই ছাড়িতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তগণ যে ভাবে হরিভজন করেন, সেই পথে চলাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সকলেরই চেতনধর্ম্ম লাভ হইবে। যাঁহারা ভক্তগণের আচার-ব্যবহারে লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত-পক্ষে চেতনের ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারেন।

চেতনের ধর্ম্মে দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। চেতনের ধর্ম্মে সতত কৃষ্ণোন্মুখতা আছে। তাই তিনি সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে শ্রীভগবানের অভিন্ন প্রকাশ-বিশেষ জানিয়া অহর্জগতো কায়মনোবাক্যে নিত্যকাল ভগবানের সেবায় নিযুক্ত। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার ভগবদ্বুদ্ধিলব্ধি হইয়াছে—সর্ব্বস্ব দিয়া যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতেছেন, তিনিই চেতনধর্ম্মী। তাঁহার ভয় নাই। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা উপলব্ধিমুখে তচ্চরণাশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই চেতনের ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে জানেন—'কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে' তিনিই প্রকৃত চেতনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। চেতনের গতি অপ্রতিহতা। বাস্তব উদ্বুদ্ধ চেতনের কৃপায় যিনি একবার চেতনের ধর্ম্ম আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার গতিরোধ কেহ করিতে পারে না, উদ্বুদ্ধ চেতন এ জগতে থাকিতে চান না। তিনি কেবল এ জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে চাহেন। ঊর্দ্ধদিকেই তাঁহার লক্ষ্য, গুরুর দিকেই তাঁহার গতি, বৈকুণ্ঠের দিকেই তাঁহার অভিযান। কি করিয়া এই জগদতিক্রম করা যায়, কেবল তাহাই তাঁহার চিন্তা। তিনি একমাত্র গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গপ্রার্থী নহেন। তিনি অনুনিরপেক্ষ। কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। চেতনের ধর্ম্মে কেবল অনবদ্য হরিভজনের কথা ব্যতীত অন্য কোন কিছু নাই। কেহ হরিভজন করিলে, গুরুসেবা করিলেই তিনি তাঁহার সঙ্গ করিবেন, নতুবা করিবেন না। নিজে খুব অমানি-মানদ হইয়া—'সকলেই হরিভজন করিতেছেন, কেবল আমিই পারিতেছি না' এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবাময় জীবন যাপন করেন। তিনি সতত ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন। তাই নিম্নদর্শন বা লোকের দোষ দর্শন তিনি করেন না—কেবল আমিই নীচে আর সকলেই ঊর্দ্ধে এই দর্শনই করেন। চেতনের ধর্ম্মে মাংসদর্শনের কোন কথা নাই। চেতনধর্ম্মিগণ আত্মদর্শী, বেদদৃক্। তাঁহারা কাণের দ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি করিয়া থাকেন—শ্রৌতপথ অবলম্বন করেন—নিজেকে দীন কাঙ্গাল জানিয়া গুরুবৈষ্ণবের নির্দ্দেশানুসারে চলেন। তাঁহারা নিজের জন্য কোন কিছুই করেন না।

বদ্ধজীব আমাদের চেতনের ধর্ম্ম বর্ত্তমানে সুপ্ত। এমতাবস্থায় উদ্বুদ্ধ চেতন সাধুর সঙ্গ ব্যতীত আমাদের চেতনতা লাভের অন্য উপায় নাই। ভগবানের কৃপাতেই এইরূপ সাধুর সঙ্গসুযোগ লাভ হয়। সাধু গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীই আমাদিগকে সাধু অসাধু চিনিবার বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট নিষ্কপটভাবে আর্ত্তি আবেদন জ্ঞাপন করিলেই ভগবৎকৃপায় প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যাইবে। চেতনের কৃপাতেই চেতনতা লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫

সেবক—শ্রীঅবধৌতচন্দ্র দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পো. শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীশচীনন্দনদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীবনচারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

শ্রীবাস্তব সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

ভালুকা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅনুভানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিপদ ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ

চারবর্ণ রঙপুর

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

সেবক—গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদয়ানন্দগৌরাঙ্গ বিদ্যাবন্ধু বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাপাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীবাসং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীগদাধর চৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রীইন্দুপদ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনিমাই রূপ পদ্মলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীসুধীন বাগল দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণ মথুরা।

সেবক—শ্রীব্রজমঙ্গল দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরশাহী

পোঃ কোড়োল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর কর্ণাল (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আকাশম

(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরস্বরূপ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীবড়বাল দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীগুরুগোপাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাহাদুরপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমৃষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমৃষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যাড্‌ব্রোক রোড, হল্যাণ্ড পার্ক গ্রীন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১১

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিশ্বলিপি-গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅচ্যুতগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসীগৌর দাসাধিকারী

পর্ণ-ছাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পর বহ্মপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচীপত্র তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থ সমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দয়ালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আরও হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	১০-১৬	১৫-১০	১৬ ২৬	১৭-৫৬	২০ ২৬
দমদম "	৪ ৫৬	৬ ৩৭	৭ ২৮	১০ ২৯	· ···	·· ··	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-০১	১৯ ৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	·		৯-৩১	·	·		·	·
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ		৭ ১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "		৭ ৪৪	১০ ৫১	১১-২৫	১৮-১৫		২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ		৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৯		২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬ ৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৯-৩১	৭-১০	৮ ৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৯	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৪	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	·	·	·	··	১৫-৫৬	১৭-৪২	·	...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৪০	২৩.০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫২
" ছাঃ	১৯-২৭
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভক্তিধারার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। সভা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারক বৈষ্ণবগৌরব মুক্তকুলচূড়ামণি পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে সমাগত নানা দেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ সিদ্ধান্তদর্পণে ও তদনুকূল 'সদাচারপালনে' অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৮০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বহিয়াছে ইহা কাটিয়া ভাতের জ্বর। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৮৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

সত্তার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রী...

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এক গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৩ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩০শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৪ই মে, ইং ১৯৪১, বুধবার { ৫৬৭৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ ত্রিবিক্রম, ভৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

গুরুসেবাই কি কৃষ্ণসেবা ?

——::(০)::——

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রিয়জন। সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের অনর্থ-নিবৃত্তির ও ভগবৎসেবাপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীগুরুরূপী আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবিগ্রহের সেবা ব্যতীত কেহ কখনও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা লাভ করিতে পারে না। জীবকুলকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণেচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে সেবকবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণনিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একান্তভাবে আশ্রয় করিলে জীব অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে করিতে জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় ও চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,---

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া নিত্য ভগবৎসেবা লাভ করিতে হইলে গুরুসেবা ও গুরুর আনুগত্যে ভগবদ্ভজন ব্যতীত জীবের অন্য কোন রাস্তা নাই। শ্রীগুরুদেব কখনও শিষ্যকে ভোগ্য মনে করেন না এবং শিষ্যও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা লইয়া গুরুর নিকট যান না। কৃষ্ণসুখকামনা ব্যতীত অন্য কোন কামনা থাকিলে সেখানে গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব উভয়েরই অভাব আছে জানিতে হইবে। ঐরূপ গুরু শিষ্য-সম্বন্ধ নরকের দ্বারস্বরূপ, কিন্তু সদ্গুরুসেবা বৈকুণ্ঠের দ্বার। শ্রীগুরুদেবের ভগবৎসেবা ব্যতীত এক তিলার্দ্ধও অন্য কোন কৃত্য নাই। সুতরাং একমাত্র গুরুর সেবা করিলেই যুগপৎ গুরুসেবা ও ভগবৎসেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—অদ্বয়জ্ঞান। ইঁহাদের যে কোন একজনকে বাদ দিলে আর হরিভজন হইবে না। নিজসুখ-লাভের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও যেখানে আছে, সেখানে সেবা নাই। সেবায় অভীষ্টদেবের সুখ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া গুরুসেবা এবং গুরুকে বাদ দিয়া বৈষ্ণবসেবা হয় না। গুরুবৈষ্ণবকে বাদ দিয়া ভগবানের সেবা এবং ভগবান্‌কে বাদ দিয়া গুরুবৈষ্ণব-সেবা উভয়ই অভক্তি। ইঁহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবযুক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। ইঁহাদের যে কোন একজনের সম্মান বা পূজা করিলে সকলকেই সম্মান করা হইয়া থাকে এবং একজনকে অসম্মান করিলে তিন জনেরই অসম্মান করা হয়।

হরিসেবা যদি গুরুপূজাময়ী না হয়, তাহা হইলে তাহা হরিসেবাই নহে। গুরুসেবা ব্যতীত হরিসেবার আভাসও হইতে পারে না। গুরুসেবা করিতে গিয়া যেন আমাদের গুরুর নামে লঘুর সেবা না হয় অথবা সেবার নামে ভোগবুদ্ধির আবাহন না হয় অর্থাৎ সেবার নামে কপটতা, সেবা অপেক্ষা অধিকতর লোক দেখাইবার বাসনা হৃদয়ে উদিত না হয়, শ্রীগুরুদেবকে অন্তরে মর্ত্ত্য-ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া গুরুকে দেখাইয়া—গুরুর অন্তেবাসী থাকিবার অভিনয় করিয়া যেন নিজের সেবার বিজ্ঞাপন প্রচারের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না জাগে। ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকিলে বঞ্চনাই লভ্য হইবে। ভাগ্য মন্দ হইলে কিম্বা হরিবিমুখ দেবতাগণের চক্রান্তে পড়িলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়াও এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যদ্দ্রোহতীতা ব্রজন্তি বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবম্॥

দেবতাগণ সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি বা সেবাবৃত্তি অনেক সময় মন্দীভূত করিয়া দেন। তাহার কারণ—ঐ সকল দেবতা মনে করেন, শিষ্য একমাত্র গুরুদেবে অচলা ভক্তির প্রভাবেই তাঁহাদিগকে (দেবতা-গণকে) লঙ্ঘন করিয়াও নিশ্চিতরূপে শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করিবে।

কর্ম্মে নির্ব্বেদ উপস্থিত না হইলে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা সুযোগ হয় না। যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে ভোগসংগ্রহ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, সে কি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে? সে-কালে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে তাহার আদর হয় না। কর্ম্মফল প্রচুর পরিমাণে ক্লেশ উৎপাদন করিলে পর যখন জীবের বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন যদি সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কথা শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন বদ্ধজীবের ভোগবাসনা শুষ্ক হইতে পারে। ভগবৎকথা-শ্রবণ ব্যতীত জীবের ভোগবাসনা কখনও শুষ্ক হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
(ভাঃ ১১।২০।৯)

এখানে 'কর্ম্ম' বলিতে নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মকেই বুঝাইতেছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,---"শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র আমারই আজ্ঞাস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, সেই আজ্ঞাচ্ছেদক পুরুষ আমার বিদ্বেষী হইয়া থাকে, তাদৃশ পুরুষ আমার ভক্তরূপে পরিচিত হইলেও বৈষ্ণব নহে।"—এই বচনোক্ত দোষও এই স্থলে সম্ভবপর হয় না, যেহেতু আজ্ঞাপালনই হইয়াছে, পরন্তু নির্ব্বেদ বা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলেও যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃ আজ্ঞালঙ্ঘন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে "ধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াই আমার আদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমার ভজন করেন, তিনিও পরম সাধুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।" এই শ্লোকের টীকায় "ভক্তির দৃঢ়তা নিবন্ধন অধিকারনিবৃত্তিহেতু বেদধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া"—এরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। নিবৃত্তাধিকারের বিষয়ে শ্রীকরভাজন ঋষি এরূপ বলিতেছেন যে,—"যিনি কর্ত্ত অর্থাৎ কৃত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বভাবে শ্রীহরির শরণাপন্ন হন, তিনি পুনরায় দেবতা, ঋষি, ভূত, মনুষ্য ও পিতৃলোকের কিঙ্কর এবং ঋণী হন না।" গরুড় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—'মানব যে পর্য্যন্ত শ্রীহরির অর্চ্চন পরায়ণ না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত দেবতা, মুনি, যক্ষ ও রক্ষপতি প্রভৃতির অধীন—একান্ত অধীন হইয়া থাকে।" নিজ অর্থের আচরণে তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য পৃথক কৃত্যও প্রয়োজন হয় না, যেহেতু ভগবদাশ্রিত পুরুষের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না। যদিই বা দৈবাৎ কোনরূপে কোন বিরুদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ভগবানের অনুক্ষণ স্মরণে আনুষঙ্গিকভাবে প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিতেছেন—স্বীয় পাদমূলভজনরত ত্যক্তান্যভাব প্রিয়-

ভক্তের সম্বন্ধে যদি কখনও বিরুদ্ধ কর্ম্ম উদিত হয়, তাহা হইলে ওঁহার অন্তর্যামী শ্রীহরি সেই সমস্ত দূরীভূত করিয়া থাকেন।"

যাঁহারা বাস্তবিক গুরুসেবা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সেবায় বাধা দেখিয়া বিভ্রান্তচিত্ত হইবার কোন কথা নাই। তাঁহাদের ভজনার পরিবর্তে আশার দেখী। কারণ, ভক্তির আশ্রয়েই দেবপিতৃঋণাদি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ হেতু অনুতাপের কিছু নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'যদি কোন ব্যক্তি স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম-ভজন আরম্ভ করিয়া অপক্বদশায় নষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হন তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ হেতু অমঙ্গল হয় না। পক্ষান্তরে শ্রীহরিপাদপদ্ম-ভজন ব্যতীত স্বধর্ম্ম-পালন দ্বারাও কোনও ব্যক্তির প্রয়োজন লাভ হয় না।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

যাঁহার নিষ্কপট গুরুসেবাবৃত্তি আছে, তিনিই হরিভজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গুরুসেবা বাদ দিয়া যাঁহারা বড় বিচারে বা নিরাহারে কঠোর তপস্যারত আছেন, তাঁহাদের হরিপাদপদ্মলাভ সুদূরপরাহত। নিষ্কপট গুরুসেবক বাহ্যতঃ সাময়িক অনর্থযুক্তরূপেই প্রতিভাত হউন, তাঁহার মঙ্গল সুনিশ্চিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'আত্মা আহতকর যে কামক্রোধাদি অনর্থ, তাহা সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তি-প্রভাবে পুরুষ তৎক্ষণাৎ জয় করিতে পারেন। যদিও আমার ভক্ত অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ে অভিভূত হন, তথাপি নিষ্কপট ভক্তিপ্রভাবে তিনি কখনই বিষয়ে মগ্ন হন না।'

হরিভজন করিতে হইলে শ্রদ্ধা ও সরলতা থাকা চাই। গুরুবৈষ্ণবভগবান্ মাদৃশ পতিতকে নিজগুণে কৃপা করিয়া নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন — এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা লইয়া কৃপার প্রার্থী হইলে গুরুসেবাদাসের সৌভাগ্য নিশ্চয়ই হইবে। নিষ্কপটতাই সকলের মূল। নিষ্কপটতা বা সরলতাই বৈষ্ণবতা, নিষ্কপটতাই সেবার বাহন। সেবাদেবী নিষ্কপটতা-বাহনে আরোহণ করিয়াই কৃষ্ণপ্রেমধন প্রদান করিতে পারেন। কপটতাই জগতে সর্ব্বদুঃখের মূল। কপটী কখনই গুরুসেবা করিতে পারে না। যাহাতে যাহার অসতী মর্ত্ত্যবুদ্ধি আছে, তাহার শ্রবণাদি সমস্তই হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথা। তাহারা সাধুর নিকট শ্রবণের অভিনয় করিলেও এবং উহাতে সাময়িক পবিত্র হইলেও পুনরায় অনর্থদ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের শ্রবণরূপ আনন্দ ব্যর্থ হয়।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুদেবের দ্রব্যাদি অভিন্ন। সুতরাং উহার যান ও শয্যাদি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা অপরাধ। যিনি নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ গুরুদেবের উচ্ছিষ্টভোজী সেবকানুসেবক জানিয়া নিষ্কপটে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, তিনি অচিরেই প্রেমপক্ষময় করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবকগণ সর্ব্বদাই গুরুপাদপদ্মসমীপে বাস করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া থাকেন। জানি না ও নিষ্কিঞ্চন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট নিষ্কিঞ্চন সেবকগণের অহৈতুকী সেবাপ্রভাবে এই পতিত দুরাচার কবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর ও তৎপাদপদ্মাশ্রিতকেবাসী হইতে পারিবে।

তৎ সাধ্বা জন্ম তজ্জং তদ্দিনং
পুণ্যাত্ম নাড়িকা।
যত্রা শুবং প্রণম্য সমুপায় তু ভক্তঃ॥
গুণ গুণাগণ নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তম।
তস্মাৎ সর্ব্বাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব
বিদ্যতে॥

গুরুকৃপাই কৃষ্ণকৃপা, গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা। এ জন্যই গুরুসেবা। শ্রীগুরুদেব ভোক্তা নহেন, তিনি সকলকে দিয়া কৃষ্ণসেবাই করান। জীব গুর্ব্বাদেশ ব্যতীত কখনও সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। কৃষ্ণসেবা, গুরুসেবা ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন - তিনটী পৃথক্ হইলেও তিনটীই এক-তাৎপর্য্যপর। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,— "নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নামসংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠও উহার অন্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী প্রাপ্য হইয়া থাকে, নামভজনেও তাহার স্ফুর্ত্তি না হয়।"

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

প্রঃ—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্'— এই শ্লোকে যে জ্ঞানের কথা বলা হ'য়েছে, সেটি কিরূপ জ্ঞান?

উ.—উহা নির্ব্বিশেষ বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান। অদ্বৈতমতে চরমে সেব্য বা ভজনীয়, ভক্ত বা ভজনকারী এবং ভজন বা ভক্তি কিছুই থাক্‌বে না। এই প্রকার চিন্তাস্রোতঃ হৃদয়কে শুষ্ক, কঠিন ক'রে দেয়, ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তুতে পর্য্যন্ত বিরাগ জন্মায়ে দেয়। যেমন তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ গান, নৃত্য ও বাদ্যকে জ্ঞানিগণ তাঁ'দের অভীষ্ট লাভের পরিপন্থি জেনে বর্জ্জন ক'রে থাকে, কিন্তু পরমার্থের বিচারে ভগবানের সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁ'র সুখের জন্য নৃত্য, গীত, বাদ্য হওয়া উচিত। যদি এগুলিকে প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে দর্শন করা যায়, তা' হ'লে চিত্ত কঠিন হ'য়ে যা'বে। যে জ্ঞান হৃদয়কে এরূপ কঠিন, শুষ্ক ক'রে দেয়, আরোহপন্থায় জড়নারায়ণ নিরসন করতে করতে মায়ার প্রতি, অভেদ উপলব্ধির প্রতি অভিযান করায়, সেই জ্ঞানের কথাই এখানে বলা হ'য়েছে।

প্রঃ—আবাক্ষিক বিচার কা'কে বলে?

উ—যে বিচারকে সাময়িকভাবে ভক্তিসম্মত ব'লে মনে হয়, কিন্তু পরিণামে সে রূপ তা'র থাকে না, রূপক বা আধ্যাত্মিক বিচার চেষ্টা, নিজের মাটিয়া বুদ্ধি দ্বারা সংগৃহীত ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানই যেখানে বিচারের মানদণ্ড, তাকেই আবাক্ষিক বিচার বলা যায়। 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্'— এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হ'য়েছে, সেই জ্ঞানে চরমে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, সেব্য, সেবক ও সেবা নষ্ট হ'য়ে যায়। অসুর মোহনের জন্য এই জ্ঞানের প্রচার হ'য়েছিল। এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের হাত থেকে বাঁচা'বার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যা'তে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার নিত্যত্ব রক্ষিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা ক'রেছেন। কেবল চিন্মাত্রজ্ঞান হ'চ্ছে ব্রাহ্মণগণ, বৈষ্ণবগণ তা' কও মাত্র ক'রেছেন। কিন্তু যখন ভাক্তগণ অদ্বৈতবাদে বা কামক্রোধাদি দ্বারা অভক্তগণ ব'লে স্থাপনের চেষ্টা হ'য়েছে, তখনই বৈষ্ণবগণ সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রেছেন। চিন্মাত্রজ্ঞান যেখানে ভগবজ্জ্ঞানে—সচ্চিদানন্দানুভূতিতে পর্য্যবসিত হয়, সেখানে আর আপত্তি নাই। 'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনঃ' —কর্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানিগণ হরির অধিকতর প্রিয়। কিন্তু নির্ব্বিশেষজ্ঞানের দোষ হ'চ্ছে এই যে, সেখানে সচ্চিদানন্দের আনন্দময়তার সন্ধান পাওয়া যায় না, ভগবানের আনন্দবোধ বা প্রিয়ত্বের উপলব্ধি সেখানে নাই। শ্রুতি ব'লেছেন—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। অন্যমাত্রা সর্ব্বাণি ভূতানাং নব' ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি এই 'আকাশ'—"আ" সম্যক্, "কাশতে" প্রকাশয়াত অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান স্বয়ংরূপ পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ না হ'তেন, তা' হ'লে কেই বা নিঃশ্বাস ধারণ ক'রত, কেই বা সুখের জন্য চেষ্টা ক'রত?

এ জগতে সুখলাভের জন্যই সকলের সব চেষ্টা, সকলের মূল একই সুখানুসন্ধান। সেই সুখের আকরবস্তু যিনি, যাঁ'র স্বরূপভূত আনন্দের বিকৃত প্রতিফলনরূপ জড়সুখলাভের আশায় বদ্ধজীবের যত কিছু প্রয়াস, যদি সেই মূলবস্তু না থাক্‌তেন, তা' হ'লে জগতে কিছুই থাক্‌ত না। আনন্দের অনুভব হ'লে রাজ্যর উদয় হয়। সেই আনন্দময়ের নামের সম্যক্ কীর্ত্তনদ্বারাই আনন্দের উপলব্ধি হয়। এইজন্য শ্রুতি ব'লেছেন্—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" অর্থাৎ আনন্দময়ের নাম, রূপ, গুণ, লীলাই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ক'রতে হ'বে। তাঁ'র কেশ থেকে পদনখ পর্য্যন্ত সমস্তই আনন্দময়।

প্রঃ—অর্চ্চামূর্ত্তি কা'কে বলে?

উ.—অর্চ্চা শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি হওয়া চাই। যে কেহ একটা কল্পনা ক'রলেই তা' অর্চ্চামূর্ত্তি বলা যা'বে না। ভগবদ্ভক্তের শুদ্ধ, ভগবৎ হৃদয়ে, সমাধিমগ্ন অবস্থায় ভগবানের যে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিভাত হন, তিনি কোন ভাস্কর, চিত্রকর, শিল্পী বা কুম্ভকারের মধ্যে প্রেরণা প্রদান ক'রে বহির্জগতে প্রকাশিত হন। মহাভাগবতের সমাধিলব্ধ যে ভগবদ্রূপ, তিনিই অর্চ্চা, এতদ্ব্যতীত বাজারে যা' কিন্‌তে পাওয়া যায়, সেটা পুতুলমাত্র, অর্চ্চা নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সাক্ষীগোপালের উপাখ্যান পাওয়া যায়। দুই বিপ্র তীর্থ ক'রবার জন্য গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'কে কন্যা দিতে চাইলেন; ছোট বিপ্র গোপালকে সাক্ষী ক'রলেন। দেশে গিয়ে বড় বিপ্র নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন। তখন ছোট বিপ্র বৃন্দাবন এসে গোপালকে নিয়ে গেলেন—সাক্ষ্য দেবার জন্য। তাঁ'রা দু'জন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, সেজন্য সেই ভক্তের ভক্তিতে বশ হ'য়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁ'দের নির্ম্মল হৃদয়ে যে রূপে প্রতিভাত হ'য়েছিলেন, সেই রূপেই ছোট বিপ্রের পিছনে পিছনে বৃন্দাবন থেকে কটকে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। ইনি অর্চ্চারূপে পূজিত হ'তে পারেন। শাস্ত্র শ্রীভগবানের রূপ যে ভাবে বর্ণন ক'রেছেন, যে বিগ্রহ মহাভাগবতের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, সেই বিগ্রহকে অর্চ্চাবিগ্রহ বলা চ'লে। প্রাকৃত শিল্পী রাধাকৃষ্ণকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা জ্ঞান ক'রে যে চিত্র অঙ্কন করে, তা' অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ নয়।

প্রঃ—সাধারণ ঠাকুরবাড়ীতে যে বিগ্রহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে কি অপ্রাকৃত বিগ্রহ?

উঃ—শাস্ত্র-লক্ষণান্বিত হ'লে শ্রীমূর্ত্তি বলা হ'বে। দর্শনও ঠিক হওয়া চাই। যদি আপনি কনিষ্ঠাধিকারী হন, ভূতশাদি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত লোকসমূহ যদি আপনার আধার হয়, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখ্যকায় যদি না থাকেন যদি দ্রব্যের প্রতি অভিনিবেশ থাকে, তা' হ'লে আপনার কাছে সবই পুতুল ব'লে বোধ হ'বে। তখন ভগবানের উপাদান কি, তা' জানবার জন্য কৌতূহল হ'বে। শ্রীবিগ্রহকে ভগবদভিন্ন জ্ঞান না ক'রে তাঁ'কে জড় জগতের দ্রব্যবিশেষ মনে করা পাষণ্ডতা।

প্র. -মহাপ্রভু যে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ক'রেছেন, তা' অপ্রাকৃত। বিদ্বেষী বা বিধর্ম্মী কি ক'রে তা' ধ্বংস করে?

উঃ—সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুকে পাথর এবং তাঁ'র আধারকে যখন পাথরের মন্দির দর্শন হয়, তখনই সেটা ভা'ঙ্গবার চেষ্টা হয়। যখন ভগবান্, ভক্তি ও ভক্তকে মাটিয়া ব'লে মনে হ'বে, তখন সে শ্রীরূপবিরোধী, শ্রীবিগ্রহবিরোধী হ'য়ে যা'বে। তখনই তা'র কল্পনার বিগ্রহ বা মন্দির ধ্বংস ক'রবার জন্য তা'র মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যা'বে।

প্রঃ—অর্চ্চক অন্যান্য সাধারণ ঠাকুর-মন্দিরের প্রসাদ পাবেন কি?

উঃ—অর্চ্চকের চিত্তবৃত্তির দোষগুণ দেখেই তা'র বিচার হ'বে। হৃদয় যদি ভক্তির দ্বারা সম্যক্ শোধিত হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে কোন জিনিস দেখে নিজ চিত্তের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতার তারতম্য দেখেই তিনি সেটি প্রসাদ কি অপ্রসাদ তা' বিচার করতে পারবেন।

প্রঃ—গঙ্গাজল বিষ্ণুপাদোদক, কিন্তু যা'রা গঙ্গাতীরে বাস করে, তা'রা গঙ্গাজল দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এতে কি তা'দের অপরাধ হয়?

উঃ—ভজনীয় সেব্যবস্তুকে নিজের ভোগের কাজে লাগা'লে অপরাধ হ'বে। আর যদি বিষ্ণুর সেবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তা' হ'লে বিষ্ণুভক্তি লাভ হ'বে। বিষ্ণুর চরণামৃতের সঙ্গ হ'লে মঙ্গল হয়। গঙ্গাকে জল-সামান্যবুদ্ধিতে ভোগ করতে গেলে অপরাধ হয়, কারণ সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বর বিশ্বেশ্বর যাঁ'কে পূজ্যজ্ঞানে মস্তকে ধারণ ক'রেছেন, তাঁ'কে ভোগ করবার চেষ্টা মহা পাষণ্ডতা। ভগবান্‌কে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁ'র চরণামৃত স্বয়ং জীবকে উদ্ধার ক'রবার জন্য জগতে প্রকট র'য়েছেন। তাঁ'র আরাধনা ক'রলে নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ হ'বে।

প্রঃ—গঙ্গার মাহাত্ম্য না জেনে যদি কেউ গঙ্গাজল নিজকার্য্যে ব্যবহার করে, তা'র কি অপরাধ হ'বে?

উঃ—অজ্ঞ ব্যক্তি ক'রলে তা'র মঙ্গল লাভ হ'তে দেরী হ'বে। আর মাহাত্ম্য জেনেও যদি কেউ শৌচাদি কার্য্যে গঙ্গাজল ব্যবহার করে, বিশেষতঃ যা'রা গঙ্গাতীরবাসী নয়, অথচ অল্প সময়ের জন্য গঙ্গাতীরে এসে গঙ্গাজল দিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নেয়, তা'রা অত্যন্ত অপরাধী। গঙ্গা মহা উদারা। যাঁ'রা বিষ্ণুর সেবক, বিষ্ণুসেবার জন্যই যাঁ'দের সব চেষ্টা, তাঁ'দের গঙ্গা দয়া করেন; তাঁ'দের অপরাধ হয় না। কিন্তু গঙ্গা যাঁ'র শ্রীচরণামৃত তাঁ'র সেবা না ক'রলে অপরাধ হ'বে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রদর্শন ক'রেছেন। বহু ভাগ্যফলে শ্রীগঙ্গাতীরে বাস ক'রবার সৌভাগ্য যাঁ'রা লাভ ক'রেছেন তাঁ'রা যদি শ্রীবিষ্ণুর সেবা করেন, তা'হ'লেই শ্রীগঙ্গার কৃপা লাভ করেন।

ভগবৎসাম্মুখ্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভববন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখনই আমাদের সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং সেই সৎসঙ্গ হইতে ভগবানে রতি জন্মিয়া থাকে। ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ বা ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথমেই শ্রদ্ধা বা শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস অতি প্রয়োজন। শ্রদ্ধার অভাব হইলে ভক্তিতে কাহারও অধিকার হয় না। ভগবান্ প্রীতির পাত্র। ভগবানে প্রীতিই ভক্তি। ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করায়। সুতরাং যদি শ্রদ্ধারই অভাব হয়, তাহা হইলে ভগবদ্দর্শন বা সেবা লাভ অসম্ভব। শ্রদ্ধা যাঁহার যে পরিমাণে আছে, তিনি সেই পরিমাণে ভক্তির অধিকারী। এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস প্রথম অবস্থায় চলা বা কোমলা থাকে—কখনও আসে আবার কখনও যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিফলে এই শ্রদ্ধা লাভ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গেই ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়। সাধুসঙ্গ লাভ হইলে ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ অনায়াসেই হইয়া থাকে। সেইজন্য শাস্ত্র লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধির কথা বলিয়াছেন। যদি বাস্তবিক সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণে মতি না হইয়া পারে না।

কিন্তু দেখা যায়, অনেক সময় সৎসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও আমাদের সংসারমোহ কাটে না। অপরাধই ইহার একমাত্র কারণ। সাধুসঙ্গ পাইলেও নিজের দুর্দ্দৈববশতঃ সাধুর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, তাই অন্তরের সহিত তাঁহাকে আদরও করিতে পারি না এবং বিশ্বাসের অভাবে তাঁহার সঙ্গও ঠিক ঠিক ভাবে হয় না। সাধুসঙ্গ থাকিলে কৃষ্ণভক্তি হইবেই। না হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাতে অপরাধ আছে। ভগবানের কৃপাতেই এই প্রতিবন্ধক দূর হয়।

ভগবান্ সদয়গ্রহশীল। তিনি সজ্জন-গণের দ্বারাই অজ্ঞ পুনঃপুন পতিত কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবানের কৃপা সাধুর আকারে এ জগতে বিচরণ করেন। ভগবানের কৃপার প্রতি বিমুখ হইয়া ভগবানকে লাভ করা যায় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—'অহং ভক্তপরাধীনঃ'। ভগবান্ ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া অস্বতন্ত্রের ন্যায় হইয়াছেন। ভগবান্ ভক্তের প্রেমবাধ্য। সতী স্ত্রী যেরূপ পতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইয়াছেন। ভক্তকে লঙ্ঘন করিয়া কেহ ভগবানের কৃপা পাইতে পারেন না। ভক্তগণের কৃপাই ভগবৎকৃপা-লাভের উপায় আর ভগবানের কৃপাই ভক্তকৃপালাভের উপায়। ভগবানের কৃপাতেই ভগবৎপ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ লাভ হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে।
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

সাধুর কৃপা ছাড়া ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হইতে পারে না। কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। সাধুসঙ্গে জীবের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। সাধুকৃপাবঞ্চিত জীব হরিভজন করিতে পারে না। সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া [illegible] স্পৃহা হইলে সেখানে দাম্ভিকতাই প্রবেশ পায়। দাম্ভিকের পতন অনিবার্য্য। দাম্ভিকের পতন সিদ্ধান্ত হয়—[illegible] নিষ্কাসিত হয় না। সেইজন্য মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

যে দরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে॥
রাই বিনা নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পা'য়।
শ্রীগুরুচরণে রতি, [illegible]

যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা।

[illegible] সেবা এবং ভগবদ্দর্শন লাভ হবে। ভগবচ্চরণে অপরাধ হইলে ভক্তের [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিলে [illegible] হয় এবং ভগবৎকৃপা লাভ হয়, কিন্তু [illegible] —সাধুর শ্রীচরণে অপরাধ হইলে আর নিস্তার নাই। সেইজন্য শাস্ত্র ও মহাজনগণ [illegible] —ছেন যে, হরিভজনেচ্ছুগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাবিধান করিবেন।

মহাজন বলিয়াছেন—'ভগবৎ [illegible] সাম্মুখ্য বিষয়ে প্রাথমিক [illegible], উহা গৌণ। যেহেতু ভগবদ্বিমুখ জনগণ সাংসারিক অনন্ত দুরন্ত সন্তাপপূর্ণ হইলেও তাহাদের প্রতি ঐ ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হয় না। ভগবানের চিত্তে তাহাদের দুঃখের সম্পর্শ হয় না বলিয়া ভগবানের [illegible] কখনও কৃপার উৎপত্তি হইতে পারে না। ভগবানের যে কৃপা, তাহা সৎসঙ্গ আশ্রয় করিয়াই হউক, অথবা সৎকৃপা আশ্রয় করিয়াই হউক অপর জীবে সংক্রামিত হয়, পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(৩)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই [illegible]-কর্ত্তা, আর [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে গুরুদেবের কার্য্য ক'রলেন, তাঁ'র দ্বারা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও গুরুপাদ-পাদপদ্মের অধিক প্রয়োজনীয়তাই জানাইয়াছেন। গুরু ভগবান্ হ'তে অভিন্ন হ'লেও ভগবদ্ভক্তগণ প্রধান [illegible] গুরুতত্ত্বের অবস্থান।

প্রকৃত সাধুসঙ্গফলে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং [illegible] শ্রবণে [illegible] কীর্ত্তন হওয়া হইতে থাকে, তখন [illegible] সাধিত হয়, অনর্থ [illegible] জীবন, অনর্থমুক্তির ফলে [illegible] প্রেম [illegible] নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে অভিনিবেশ, [illegible]

[illegible]

[illegible] ক'রেছে, [illegible] সকল লোক [illegible] ক'রছে, [illegible] এইরূপ [illegible]

[illegible] করে। [illegible] কোন কথা [illegible] হয়, [illegible] হ'ল। [illegible] উচ্চারিত হউক না কেন, [illegible] সেই [illegible] অধিষ্ঠিত আছে, [illegible] সর্ব্ব [illegible] হয় না।

[illegible]

[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ—[illegible], আর আশ্রয়-জাতীয় [illegible]। [illegible] বিনাস-[illegible] পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম।

[illegible] ভগবানের সেবা ক'রতে [illegible] যিনি, তিনিই

শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন—অন্তর্যামী চৈত্ত্য রূপে, প্রতি বস্তুতেই তাঁ'র অবস্থান। তিনি প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান।

সত্য জানিবা মাত্রই তাঁহাতে আমার নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। অনাদি জীবনের সময় যা'র বৎসর [illegible] বিবর্ত্তে [illegible] নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত।

শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চেষ্টা করা [illegible] হ'বে না। অদ্বয়জ্ঞান বস্তু যখন স্বয়ং এসে ব'লবেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা [illegible] হ'বে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম দ্বারাই শব্দব্রহ্মের [illegible] হয়—শ্রুতিশ্রবণের দ্বারাই [illegible]। শ্রবণ অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি [illegible] সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না।

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে জানাইলেন [illegible] —ভগবানের [illegible] না। [illegible] দিন ভগবানের নাম নিতে [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] অবলম্বন করা না। [illegible] [illegible] ভগবানের নাম [illegible] পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে [illegible] হ'বেন। ভগবান নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে আবির্ভূত হ'য়েছেন। মুকুন্দ—সেবা-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্, আর মুকুন্দ শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান্, আশ্রয়-ভগবান। আমার শ্রীগুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই।

জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। যিনি অখণ্ড বস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য দ্বারাই জীবের মঙ্গল লাভ হয়। বৈষ্ণবের নিত্য সম্পত্তি গাঙ্কায় নারায়ণ। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজের [illegible] দিয়ে দেন, তা' হ'লেও তাঁ'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবানকে দিয়ে দিতে পারেন।

ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয় নিবৃত্ত বিচারের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটী টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নহে, পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে।

যে কয়টা দিন জীবন আছে সেই শেষ কয়টা দিন যদি হরিভজন করা যায়, তা' হ'লেই সুবিধা হ'বে। [illegible] [illegible] আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব [illegible] [illegible] কিছুই থাকবে না। চব্বিশঘণ্টা যদি হরিভজন না করি তা' হ'লে সুযোগ পেয়েও হারিয়ে ফেললাম।

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::•::——

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে ও আনুগত্যে গত ২৭শে ও ২৮শে বৈশাখ, ১০ ও ১১ই মে শনিবার ও রবিবার শ্রীধামমায়াপুরে ভক্তিবিনোদ প্রহ্লাদেশ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস ও নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনরূপে মহা [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। গত ১০ই মে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী তিথিতে উষাকাল হইতে [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নগর [illegible] কীর্ত্তন [illegible] [illegible] [illegible] নাম ও শ্রীগৌরহরির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাটবাড়ী, শ্রীকৃষ্ণ-ভবন, [illegible], শ্রীযোগপীঠ মন্দির, শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগুরুবিহারী নাট্য-মন্দিরে সভাস্থলে শ্রীল 'ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ' গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের মাহাত্ম্য এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শরণাগত ভক্তগণের প্রতি শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নির্দ্দেশে শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ হইতে 'শ্রীনৃসিংহ' ও ১৮শ বর্ষ হইতে 'শ্রীশ্রীনৃসিংহ' ও শ্রীপ্রহ্লাদ-নৃসিংহদেবের প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযোগপীঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রীধামবাসী ভক্তগণ মিলিত মহতী সভায় বহুক্ষণ মহাজনপদ কীর্ত্তন ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীনৃসিংহমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রত্নতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৮ম-৯ম অধ্যায় হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের স্তব সহজ ও সরল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা অতি সুন্দরভাবে করেন। অতঃপর হরিসংকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ১১ই মে রবিবার উষঃকাল হইতে শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগারাত্রিকের পর শ্রীযোগপীঠে শত শত শ্রদ্ধালু ভক্ত ও শ্রীধামবাসীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রদের বহু সুকৃতি বালক শ্রীনৃসিংহদেবের ব্রত ও উপবাস পালন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উৎসবোপলক্ষে শ্রীধামে শ্রীপাদ জগদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভু, শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীপাদ বেদতীর্থগণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় প্রভু, শ্রীপাদ [illegible] পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী প্রভু প্রমুখ বহু ভক্ত বিভিন্ন মঠ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন ও হরিকথায় উৎসবটীর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিসের সেবকবৃন্দ গত ২২শে এপ্রিল ৯ই বৈশাখ, মঙ্গলবার দিবস, বেনারস-গঞ্জস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ [illegible] [illegible] এম [illegible] মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে তদীয় বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিঃ এউ. এস্ মিত্র [illegible] বি-এস-সি ল্যাণ্ড স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিউনিসিপ্যাল বোর্ড লক্ষ্ণৌ, মিঃ ভাগবতীচরণ সিংহ, মিউনি-সিপ্যাল বোর্ড লক্ষ্ণৌ, মিঃ বি, পি শ্রীবাস্তব পি, এম. জি অফিস লক্ষ্ণৌ, মিঃ ব্রহ্মদত্ত চীফ্ একাউণ্টেট সেট্রাল সেন্সাস অফিস লক্ষ্ণৌ, মিঃ শ্যাম, জি শ্রীবাস্তব, মিঃ কানহাইয়ালাল শ্রীবাস্তব মাশাকগঞ্জ লক্ষ্ণৌ, মিঃ শরণলাল আগরওয়ালা আহিয়াগঞ্জ লক্ষ্ণৌ, মিঃ রাম অধর মিশ্র পাণ্ডেগঞ্জ লক্ষ্ণৌ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিসের সেবকবৃন্দ গত ৬ই মে, ২৩শে বৈশাখ মঙ্গলবার দিবস নাজারবাগস্থ প্রফেসার শ্রীযুক্ত বাবু পি, কে মুখার্জ্জির আগ্রহাতিশয্যে তদীয় বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ হইতে কপিল-দেব-হূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণে পরম প্রীত হন।

শ্রীমঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশমত বৈশাখীকৃত্যও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

---

২৪ পরগণায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীল [illegible] যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ চব্বিশপরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারবার্য্যাদি করিতে করিতে গত ১৭ই বৈশাখ বুধবারে শাজিতপুর হইতে রওনা হইয়া টিটিগুা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দ-গোপাল ঘোষ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে উপস্থিত হন। তাঁহার গৃহে ব্রহ্মচারীজী ৪ দিন অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ শ্রবণার্থ গ্রামস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীজী প্রায় সর্ব্ব সময় ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গত ২১শে বৈশাখ রবিবার টিটিগুা হইতে রওনা হইয়া বেলা ৫॥০ টার সময় আড়পাড়া নিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত রূপলাল দত্ত মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে উপস্থিত হন। তাঁহার গৃহে ভক্তিশাস্ত্রীজী ৫ দিন অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ক্রমান্বয়ে "সম্বন্ধ-তত্ত্ব", "রস-তত্ত্ব", "[illegible]শিক্ষা" প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্বধামে

গত ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্‌স জজ রায় বাহাদুর মিঃ কে, এন্, রায় সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে প্রায় সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য একটী ইন্দারা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। পরমা-রাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যখন লক্ষ্ণৌতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে বহু কথা শ্রবণ করেন।

এযাবৎ লক্ষ্ণৌতেও তিনি বহুপ্রকারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া আসিয়া-ছেন। তাঁহার কতকটা সেবাকার্য্য অপূর্ণভাবে রহিয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র 'উনাও' জেলার মুন্সেফ মিঃ এস্ পি রায় পিতৃদেবের আরব্ধ সেবাকার্য্য সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আমাদের ইহাই প্রার্থনা যেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের সেবাচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅম্বরঞ্জন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীনবরঞ্জন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজ. ... দাসাধিকারী

শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠ.কৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক— ... ব্রহ্মচারী

শ্রী... মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ ইসলাপুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনদীগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবা স্তবনিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা. কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রমথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীমনোহরচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহী
পোঃ ... , জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ৬ষ্ট গোদাবরী, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীউ.পদ্মলোচন দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাস্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাস্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীঅন্নপূর্ণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং কিউকস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্ল্যাষ্টোনব রোড, হাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী.অভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবলরাম দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীভবানন্দদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারমার্থিক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাবর্ণের বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, ত্রিবর্ণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপাতরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়েও সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড ৸৹	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।৹
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।৹
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥৹
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে রহস্য-তত্ত্ব	।৹
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।৹
১৮।	প্রবন্ধ আলোক	॥৹
১৯।	ভক্তিবিবেক	।৹
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶৹
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৶৹
২২।	ভজন রহস্য	॥৹
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥৹
২৭।	যুক্তমল্লিকা ভগবৌতঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶৹ বাঁধা ৸৹)	
৩০।	দ্বীপ-দিগ দর্শন	৶৹
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶৹
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥৹
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶৹
৩৫।	গীতমালা	৵১৹
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶৹
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶৹
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।৹
৪০।	শরণাগতি	৶৹
৪১।	গীতাবলী	৵১৹
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸৹
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২।৹
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৵১৹
৪৬।	অর্চ্চনপঞ্চক	৵১৹
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৵১৹
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৵১৹
৪৯।	অর্চ্চনকণ	।৹
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।৹
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।৹
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶৹
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।৹
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶৹
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵৹
৬০।	সাংখ্যবাণী	৵৹
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥৹
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥৹
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।৹
৬৫।	সটীকা শিক্ষাদশমূলম্	।৹
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।৹
৬৭।	সাম্বাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶৹
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৵৹
৬৯।	সারাংশবর্ণনম্	৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০।	রায় রামানন্দ	॥৹
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥৹
৭২	নাম ভজন	৵৹
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী	।৹
৭৪।	রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্	।৶৹
৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥৹
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	॥৹
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৵৹
৭৮।	দি ভাগবত	।৹
৭৯।	হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন	।৹
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৫৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸৹
৮৫।	সাধনপথ	॥৹
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	৵১৹
৮৭।	গীতাবলী	৵১৹
	শরণাগতি	৵৹
৮৯।	শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	।৶৹
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১।	শরণাগতি	।৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব জীবনচরিত গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ [illegible], শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে [illegible] এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ [illegible] যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মুখ্য শিক্ষা [illegible] শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ। [illegible] শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থাবলীর একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক ধামবাসী ও ধামযাত্রী শ্রীধামের প্রতি আরও দৃঢ় হইবার যোগ্যতা পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ইণ্ডিয়ান টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত / শনিবার / অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	৯ ১৬	১৫-১৬	১৬ ২৬	১৭-৫৬	০০ ২৬
দমদম	৪ ৫০	৬ ৩০	৭ ২৮	১৩ ২২			১৮ ৫	১১-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬- ২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৭ ৫০	১৯ ১৮	১৮-৩১	১৯ ৩১	০-২৫
(বদল) ছাঃ			৯ ৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৯	৮ ৭০	১০ ৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯ ১৪	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-০৬	১৭ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩		২১ ১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত / অন্য দিন / শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৫৬	১৭-১৭	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৩-৩১	৭ ১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৮
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৭৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	...	...		...	১৫-২৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-২৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩২
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫২
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিধায়ক অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে স্বদেশ তথা বিদেশের দেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবরচিত্তসিদ্ধান্তদর্শনে ও তদনুকূল 'সত্যস্থাপনে' অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়াকাশকুমুদ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৮০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৩১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
(বেহালা, ২৪ পরগণা)

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীক্রান্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীমদ্ নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথামৃত, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮; ১৫ই মে, ১৯৪১; বৃহস্পতিবার [৫৮-তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[•]::—

অগ্নি সংযোগে আত্মহত্যা

নেত্রকোণা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী সুরপুর নিবাসী সতীশচন্দ্র মজুমদারের পত্নী গত ৩রা মে রাত্রি দ্বিপ্রহরে কেরোসিন সাহায্যে অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যা করিয়াছে। অসময়ে টের পাওয়ায় বহুচেষ্টায়ও তাহাকে বাঁচান যায় নাই। তৎপরদিবস অপরাহ্নে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। প্রকাশ, তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতামাতার অজ্ঞাতে সৈন্যবিভাগে যোগ দেওয়ার পর আর তাহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় কিছুকাল যাবৎ তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ হইয়াছিল।

নেত্রকোণায় শস্যবৃষ্টি

নববর্ষের প্রারম্ভ হইতেই ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমায় ক্রমাগতঃ ঝড়বৃষ্টির ফলে লোকের দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। নদীনালা ভরিয়া পূর্ণ বর্ষার সূত্রপাত হইয়াছে। দারুণ অর্থ-সঙ্কটের মধ্যে জিনিষপত্র ও খাদ্য-সামগ্রীর দুর্মূল্যতা দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে হয়।

রাণাঘাটে সাহিত্য সংসদের অধিবেশন

গত ৪ঠা মে সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে রাণাঘাট সাহিত্য-সংসদের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় স্থির হয় যে, আগামী ১৮ই মে রবিবার রাণাঘাট সাহিত্য সংসদের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভার উদ্বোধন করিবেন। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভার প্রধান অতিথি হইবেন এবং প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস ওয়াজেদ আলি বি-এ (ক্যান্টাব) বার এ্যাট ল এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

ময়মনসিংহের গ্রামে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার

গত ১লা মে তারিখে ময়মনসিংহে বাজিতপুর টাউনে ও নান্দিনা গ্রামে বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র উকিলের বাড়ী ও আলিয়াবাদে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরী কবিরাজের বাসায় শেষ রাত্রে স্থানীয় পুলিশ খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। রমেশ কবিরাজের কম্পাউণ্ডার প্রমোদ ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে থানায় ডাকিয়া নেওয়া হয় ও কিছু প্রশ্নাদির পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ঐ রাত্রেই প্রায় ৩টার সময় পেলনপুর গ্রামে একজন নমঃশূদ্রের বাড়ীতে জেলার গোয়েন্দা পুলিশের কয়েকজন ইন্‌স্‌পেক্টার স্থানীয় পুলিশ অফিসার ও অনেক কনেষ্টবলসহ বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া একজন বিদেশী ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া আসে। প্রকাশ, ভদ্রলোকটির নাম কমরেড গোপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অভিভাবকত্বের প্রশ্ন-সম্পর্কিত মামলা

ব্রহ্মদেশের মৌলমিনের রাজা থিবের পৌত্র-পৌত্রীদের অভিভাবকত্বের প্রশ্ন-সম্পর্কে একটি মামলা বিচারাধীন আছে। সম্প্রতি মৌলমিনের চতুর্থ রাজকুমারী তাঁহার স্বামী ও ছয়টি সন্তান-সন্ততি (চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা) রাখিয়া মারা যান। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বৃত্তি পাইতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র তপয় গাই রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এবং ভ্রাতা ও ভগিনীগণ মৌলমিনে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। আমহার্ষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার সম্পত্তি-সম্পর্কে অভিভাবকত্বের সার্টিফিকেট ও চতুর্থ রাজকুমারীর সন্তান-সন্ততির বৃত্তির জন্য মৌলমিনের জেলার দায়রা জজের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। তপয় গাই এই সময় উক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তিনি সাবালক হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নীদের পক্ষ হইতে তাঁহার পূর্ণ অভিভাবকত্বের অধিকার জন্মিয়াছে। তাঁহার এই ঘোষণা-পত্র ঐ অফিসে দাখিল করা হয়। ইতোমধ্যে চতুর্থ রাজকুমারীর স্বামী কো কো নাইং অপর একটি ঘোষণা-পত্র দাখিল করেন। তাহাতে তিনি তপয় গাইয়ের দাবীর বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি না জানাইয়া যুক্ত অভিভাবকত্বের জন্য আবেদন জানান, কিন্তু তাঁহার পুত্র তপয় গাই তাঁহার আবেদনের বিরোধিতা করেন। খুব শীঘ্রই শুনানী আরম্ভ হইবে।

এ আর পি ট্রেণিং স্কুল

সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী মাসের মাঝামাঝি মধ্য কলিকাতার কোন স্থানে সেন্ট্রাল এ আর পি ট্রেণিং স্কুল খোলা হইবে। আগামী ১৬ই জুন প্রাদেশিক সরকারের এ আর পি অর্গানাইজারদের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। এ আর পি অফিসারদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। শিক্ষাদান ব্যতীত এ আর পি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে সংবাদাদি জানান হইবে।

এতদ্ব্যতীত এ আর পি সম্বন্ধে ভারত-সরকারের নীতিও ব্যাখ্যা করা হইবে। মেজর ই কে ইয়েণ্ড ইংলণ্ডের এ আর পির কার্য্যে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি পূর্ব্বোক্ত স্কুলের ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

বিগত ৩রা মে আটপাড়া থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের কালেমামুদ মুন্সীর দৌহিত্রদ্বয় মাঠে কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা-কালীন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে তাহাদিগের অতি সন্নিকটস্থ মিঞাজান নামীয় কৃষক প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু বজ্রের প্রকোপে সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অচৈতন্য অবস্থায় ছিল।

প্রসূতিসদনে সরকারী সাহায্য

বাঙ্গালা-সরকার তমলুক মহকুমা ও শেরপুরে দুইটি প্রসূতিসদন ও শিশুকল্যাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য এককালীন ৬,০০০্ মঞ্জুর করিয়াছেন। মঞ্জুরীকৃত অর্থ গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যয় করিতে হইবে। উভয় কেন্দ্রের হেলথ ডাক্তার তাঁহার নিয়োগের তারিখ হইতে মাসিক ৭৫্ টাকা হিসাবে যে বেতন পাইবেন উক্ত অর্থও গবর্ণমেণ্ট জেলা বোর্ডের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের দর্শনের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভব চার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য একত্রে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবর্ত্তের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান - শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাংলা আদেশ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। দুক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৴০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৴০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা বিদ্যাদশমূলম্ ৷০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৴০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৪ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১লা জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৫ই মে, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৫৮তম সংখ্যা

সজ্জনের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ ত্রিবিক্রম, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

চিত্তশুদ্ধি

——:•:(•) •:——

যাঁহারা দেহধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে নিষ্ঠাযুক্ত, তাঁহারা বাহ্যদেহ পবিত্র জলে ধৌত করিয়া পাপানর্থমুক্ত হইতে চাহেন, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের বা পাপের সমূলে বিনাশ হয় না। যেমন হস্তীকে বার বার স্নান করাইয়া দিলেও হস্তী পুনরায় ধূলির দ্বারা দেহ ধূসরিত করে, সেইরূপ স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মিগণ নিজ নিজ পাপ ক্ষালনার্থ যে সকল প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে, তাহাতে পাপের বীজ ধ্বংস না হওয়ায় পুনরায় পাপের উদ্গম হইয়া থাকে। মদ্য-ভাণ্ডকে যতই জলে ধৌত করা যাউক না কেন, তাহার গন্ধ যেরূপ সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মমার্গীয় প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা স্থূলবুদ্ধি হরিবিমুখ জনগণের পাপপ্রবৃত্তি কখনই নিবৃত্ত হইতে পারে না। দিব্যজ্ঞান ব্যতীত পাপের সংক্ষয় হয় না। কর্ম্মী-জ্ঞানীর দিব্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা পাপের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে না—পাপবীজ বা পাপবাসনা তাহাদের হৃদয়ে থাকিয়াই যায়। এই ত' গেল কর্ম্মীর কথা। জ্ঞানিগণও চিত্তশুদ্ধির জন্য বাহ্যমানাদি কর্ম্ম-কাণ্ডের আশ্রয় করেন। কৃষ্ণভক্তি না থাকায় তাঁহাদেরও বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

নিরন্তর কাম-লোভাদি রিপুবশীভূত মন মুকুন্দসেবার দ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগব্রত অবলম্বন করিলে সেরূপ নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

কেননা ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সাধনের দ্বারা জীবের চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। একমাত্র হরিলীলা-কীর্ত্তন দ্বারাই ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়—চিত্তশুদ্ধি হয়।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাব-সরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥
(ভাঃ ২।৮।৫)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—"যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবে বিরাজ করেন, কিন্তু জীবের কর্ণদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপবেশনস্থানরূপ জীবের হৃদয়কমলস্থ দাস্য-সখ্যাদিভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিক-ভাবে জীবহৃদয়ের কামক্রোধাদি মলও বিদূরিত হয়। যদি কেহ বলেন, জ্ঞানযোগাদিও ত' কামক্রোধাদিরূপ মনকে বিনষ্ট করিতে পারে, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, যে প্রকার কোনও কুম্ভস্থ জলকে দ্রব্যান্তর মিশ্রণ দ্বারা শোধন করা যায়, এবং তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ পরিমিত জল-মাত্রই শোধিত হইয়া থাকে, অন্য পাত্রস্থ বা নদী-তড়াগাদির জল আর শোধিত হয় না, আবার জল শোধিত হইলেও মলরাশি ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ কোন প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলে পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপাদির দ্বারা সকল জীবের হৃদয়ের মল শোধিত হইতে পারে না। কাহারও কাহারও শোধিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে শোধিত হয় না, কেবল তাহাদের মল-রাশির ন্যায় কাম-ক্রোধাদি মলাদি সমস্তের জন্য উপশমিত হইলেও পুনরায় কোন কারণে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই আবার হৃদয়ে অনর্থ প্রকাশিত হয়। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, জাগতিক কথা যেরূপ দেশ-কাল-পাত্রাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং কথারূপে সেবোন্মুখ জীবের হৃৎ-কন্দরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত জীবের সর্ব্বপ্রকার হৃদয়মল নিঃশেষিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকথাকে তপ, কর্ম্ম ও যোগের সহিত সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, নামাপরাধ হেতু শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন। শ্রীকৃষ্ণের কথাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন জীবমাত্রেরই পরম সাধ্য ও পরম সাধন।" গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন,—"আমার বিষয়-বাসনা ছাড়া'বার জন্য সর্ব্বক্ষণ মনকে শত-মুখী প্রহার কর্‌তে হ'বে। 'আমাকে দেখ্‌লে লোকের পুণ্যক্ষয় হয়'—এই বুদ্ধি সর্ব্বদা মনে থাকা দরকার। আমি বিধর্ম্মী হওয়াতে আমাকে দর্শন কর্‌লে লোকের নিত্যক্ষণ থেকেও অসুবিধা হ'বে। সুতরাং কায়মনোবাক্যে যত বিষয় হ'তে স্বতন্ত্র হ'বে—আহার শুদ্ধ হ'বে—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ যতটা কম হ'বে, ততই সত্ত্ব-শুদ্ধি হ'বে। আহার অর্থাৎ আহরণ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণ। আহার শুদ্ধ হ'লে তখন "আপনি অধম হ'ন, লোক মনে—মানিবে" অভ্যাসটা আস্‌বে।'

চিত্তশুদ্ধির মূলে ভগবৎসেবা, আবার ভগবৎসেবার মূলে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ভগবান্ যে কোন প্রকারে রক্ষা করুন, এখানে না, তিনি আনুকূল্যে রক্ষা করেন। ভগবান্‌ই যে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, [illegible] না। [illegible] ভগবানের [illegible] বিশ্বাস করা। নিজের পরিকল্পনায় থাকিতে আমরা শ্রদ্ধা-হৈতুকী ভগবান্‌কে বিশ্বাস করিতে চাই না। তখন মনে হয়, আমরাই ত' সব কাজ কচ্ছি, কৃপা আর কি করিতেছে? এমনি আমাদের চিত্তবৃত্তি যখন আমরা হাতে পান পাই না, তখনই অন্যের শরণাপন্ন বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হয়। [illegible] মুগ্ধ নাই। [illegible] আমরা মাত্র কর্ত্তৃত্ব, তাহাও [illegible] উপেক্ষা করা। [illegible] পাপেশ্বরকে [illegible] বঞ্চিত [illegible] এরূপ [illegible] তাহার সদ্গুরু পাইয়া নিষ্কপটে শরণাগত হইবার পর তাঁহার আস্থার কথা বলিয়াছেন,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
(ভাঃ ১১।২০।২৮)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মদীয় চরিত কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্মাদির উদয় পুরুষ বিষয়বাসনারাশিকে বিষাদ [illegible] তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে "সর্বক [illegible] সকলবিষয় [illegible]" [illegible] দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে তৎপরিত্যাগক [illegible] ভোগের সহিত [illegible] প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি [illegible] হৃদয়স্থিত সমস্ত [illegible] নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

[illegible] শ্রীল [illegible] বলিয়াছেন—"ভগবানের কথা [illegible] কখন [illegible] ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান [illegible] দুঃখাত্মক বলিয়া [illegible] তিনি [illegible] নিত্যধামবাসী হন, সেবা [illegible] দৃঢ়ভাবাপন্ন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে [illegible] করেন। ব্যবহারিক কার্য্য [illegible] প্রেম কার্য্য উপস্থিত হয়, উহাদিগকে নিন্দনপূর্ব্বক দুঃসঙ্গত্যাগচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া ভগবৎ সেবাপরায়ণ হন। ভগবৎসেবায় [illegible] প্রভাবে অমঙ্গল নাই। ভোগপরায়ণ সকলপ্রকার অসুবিধা বর্ত্তমান। [illegible] ভক্তি বিপরীত জাতীয়। সুতরাং সেবোন্মুখ উন্নত হইবার পূর্ব্বে যে সকল বিপৎপাত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে অপায়ক্রনীয় জ্ঞানে তাদৃশ দুঃখ পরিত্যাগ-বাসনায় ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে ক্রমশঃ সুযোগ দান করে। ইন্দ্রিয়সমূহ মনের সেবা করিতে গিয়া নানা প্রকার ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অনন্য ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভজন করিতে করিতে সকল প্রকার ভোগবাসনা হইতে অবসরপ্রাপ্ত করেন। সেইকালে তাঁহারা "ভগবান্ই একমাত্র আনন্দের ভোক্তা" এই প্রকার উপলব্ধি লোপণ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদাই হৃদয়সিংহাসনে শ্রীভগবান্‌কে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন। সুতরাং নিজ ভোগবাসনা তাঁহাকে সেইকালে ক্লেশও দিতে পারে না।"

আমি নিজেকে জাতশ্রদ্ধ মনে করি বটে, কিন্তু আমার ভোগপর কামনাগুলি আমাকে সেবা হইতে বঞ্চিত করিতেছে বলিয়া আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখবোধ হয় কি? আমি প্রীতির সহিত দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভজন করিবার কোন যত্ন করি কি? আমার শ্রদ্ধা হইল না বলিয়া অভাববোধ আসে কি?

শ্রদ্ধাবিন্দু না পাইলে শ্রদ্ধা কি জিনিষ তাহা জানা যায় না। শ্রদ্ধা না হইলে বস্তু-বিষয়ে ধারণা করাও যায় না। এই প্রকার পূর্ব্বাপর দেখে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বক্ষ্যমাণ পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"হে রাজন্, ভক্তদের কাছে কোন বস্তু সত্য এবং কোন বস্তু [illegible] এই বিষয় উপস্থিত হয়। চিত্তারামময় [illegible] পরিবর্ত্তিত সিদ্ধ হইলে মহাজনদিগের [illegible] পুষ্টিপ্রাপ্ত করে।"

ভগবদ্ভক্তগণ যে স্নানাদি করেন, তাহা সাধারণ চিত্তশুদ্ধির জন্ম দেহ বা মনোধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় নহে, তাহা আত্মধর্ম্ম সেবা। তিনি স্বভাবতঃ ভগবন্নামাশ্রয় করিয়াছেন তিনিই শুদ্ধচিত্ত। শাস্ত্র বলেন, যাঁহাদের জিহ্বায় একবারও শ্রীহরির নাম নৃত্য করিতেছেন তাঁহারা বহু বহু তপস্যা শেষ করিয়াছেন, বহু বহু হোম করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে বহু তীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা বহু বেদ পাঠ করিয়াছেন [illegible] আচরণ করিয়াছেন। তাঁহারা [illegible] আবির্ভূত হইতেও [illegible] শ্রেষ্ঠ।

"[illegible] স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ" অর্থাৎ যিনি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করেন, তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুদ্ধ হইয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ভগবানের নাম স্মরণ করিলেই যখন শুদ্ধ হওয়া যায়, তখন ভক্তগণ স্নানাদি করেন কেন? তদুত্তরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়াও ভক্তগণ পুনরায় যে স্নানাদির আচরণ করেন, তাহা কেবল মাধ্যন্দিনাদি, ব্যাস প্রভৃতি সজ্জনগণের অনুষ্ঠিত আচারের গৌরব-রক্ষার জন্যই জানিতে হইবে। অন্যথা তত্ত্বজ্ঞানেও অপরাধ হয়। যেহেতু লোকের কদাচার প্রবৃত্তির নিবারণার্থই তাঁহারা ঐ সকল বিধান করিয়াছেন।"

কর্ম্মিগণ ফলভোক্তা, তাঁহারা পাপপুণ্যের ফলভোগে প্রমত্ত। মনোধর্ম্মী নির্ব্বিশেষজ্ঞানিগণেরও চিত্তশুদ্ধির স্থায়িত্ব নাই। কিন্তু অধোক্ষজ প্রীতির দ্বারাই একমাত্র ঐকান্তিকী চিত্তশুদ্ধি সম্ভব। সেইরূপ শুদ্ধচিত্তে ভগবানের আবির্ভাবাদির নিত্য অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তের শুদ্ধ চিত্তে শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ তাঁহার নাম-রূপ-গুণ ও নিত্য-লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন।

বাস্তবসত্যে প্রীতিই অধোক্ষজে প্রীতি। বাস্তবসত্য স্বপ্রকাশ, তিনি অচেতন নহেন, তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব আছে। তিনি নিজেই initiative লইয়া বাস্তবসত্য গ্রহণের যোগ্যতা প্রকট করাইয়া নিজেকে নিষ্কপটের নিকট প্রকাশ করেন। তিনি কৃপা করিয়া নিজেকে আমাদের নিকট প্রকাশ করিলেই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। তাঁহার কৃপা ছাড়া তাঁহাকে জানাও যায় না এবং চিত্ত নির্ম্মলও হয় না। সুতরাং শ্রীগুরু পাদপদ্মে প্রপত্তি ব্যতীত চিত্তশুদ্ধির অন্য কোন উপায় নাই। গুরুর নিকট প্রপন্ন হইতে হইবে। লঘুর নিকট প্রপন্ন হইলে কখনও বাস্তবসত্যে উপনীত হইতে পারা যাইবে না। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের ক—কৃষ্ণ-চৈতন্য—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণেরই দ্বিতীয় স্বরূপ বা প্রকাশ। এইরূপ সদ্গুরুর চরণে নিজেকে বলি দিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া অনেকে বলেন,—যাঁহাকে গুরু বলিয়া বরণ করিব, তিনিই যে সদ্গুরু তাহা কি করিয়া জানিব? তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহাকে আপনার নিকট গুরু বলিয়া প্রেরণ করিবেন, তিনিই চৈত্য-গুরুরূপে আপনার হৃদয়ে উদিত হইয়া বাহিরে মহান্তগুরুরূপে প্রকাশিত হইবেন। ভগবান্ [illegible] লোকের বিভিন্ন যোগ্যতা দেখিয়া তাহার নিকট সেইরূপ গুরু প্রেরণ করেন। যাঁহারা ভগবানের নিষ্কপট কৃপা চাহেন—যাঁহারা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, ভগবান্ তাঁহাদের উপর নিষ্কপট কৃপা বিতরণ করিবার জন্য স্বয়ং একান্ত সদ্গুরুরূপে প্রকাশিত হন। আর যাঁহারা ভগবানের কপট কৃপা চাহেন, তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে ভগবন্মায়া তদনুযায়ী গুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। নিষ্কপট ব্যক্তির কোন অসুবিধা হয় না। তিনি অচিরেই বাস্তব সত্যের সন্ধান পান।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

— —::*::—

প্রঃ—নিকটে যদি অন্য কোন জলাশয় না থাকে, তা' হ'লেও গঙ্গাজল ব্যবহারে দোষ হ'বে কি?

উঃ—জল যদি না থাকে, তা'হ'লে কূপ কিংবা পুষ্করিণী তৈরী ক'রে নিতে পারে। দশ মাইল হেঁটে গিয়ে যদি জল আনতে হয়, তা'ও ভাল, তবু ভোগ্যবস্তুরূপে গঙ্গাজল ব্যবহার ক'রতে হ'বে না।

প্রঃ—মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় ফেললে কি তা'র সদ্গতি হয়?

উঃ—রোগীকে তিক্ত ঔষধ খাওয়াবার জন্য যেমন লাড্ডু দেখা'বার দরকার হয়, বেদও সেই রকম নানাপ্রকার পুণ্যফলের প্রলোভন দেখিয়েছেন।

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥
(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্র)

শুদ্ধনামের স্ফূর্তি হ'বার আগেই ভক্তির আভাসে সমস্ত অনর্থ দূর হ'য়ে যায়। গঙ্গাকে যদি শ্রীবিষ্ণুপাদোদক জ্ঞান হয়, তা' হ'লে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে রুচি হ'বে।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

গঙ্গাজলে যা'র জল-বুদ্ধি, সে গরুর মধ্যে গাধা অর্থাৎ অত্যন্ত নির্ব্বোধ। কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিমাত্রেই মূর্খ! শ্রীভগবানের শ্রীচরণামৃত আর শ্রীভগবান্ একই বস্তু। অস্থিটা কা'র? দেহের সঙ্গে অপ্রাকৃত আত্মার কি সম্বন্ধ আছে যে, অস্থি গঙ্গায় ফেললে আত্মার কল্যাণ হ'বে? অস্থিটা ত' জড়, শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য জিনিষ, তা'র সঙ্গে আত্মার কি যোগাযোগ থাকতে পারে? তবে যে কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদ নানাপ্রকার পুণ্যের প্রলোভন দেখিয়েছেন, সে কেবল যা'রা বেদবিরোধী অসভ্য, তা'দের সভ্য করবার জন্য।

প্রঃ—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কা'কে বলে?

উঃ—যে কর্ম্ম ফলোন্মুখ অর্থাৎ যা'র ফল ফলতে আরম্ভ হ'য়েছে, সেটা প্রারব্ধ। যা'র ফল এখনও ভোগ হয়নি, তা'কে অপ্রারব্ধ বলা যায়।

প্রঃ—কৃষ্ণ ভক্তবৎসল হ'য়েও ব্রজবাসী স্বজনগণকে বিচ্ছেদ দুঃখ সহ্য করিয়েছিলেন কেন?

উঃ—শ্রীনন্দনন্দন বা গোপীনাথ কখনও ব্রজ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যান না। মথুরায় যা'র অবস্থান দৃষ্ট হয়, তিনি বসুদেব-দেবকী-নন্দন। মথুরায় গমন, কংসবধ প্রভৃতি কার্য্য দেবকীনন্দন ক'রেছেন, যশোদানন্দন করেন নি।

প্রঃ—বসুদেবনন্দন ও যশোদানন্দনে পার্থক্য কি?

উঃ পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই, বস্তু একই। তবে সম্ভ্রম বা ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে উপাস্য বস্তু বসুদেবনন্দনরূপে প্রকাশিত হন, আর যেখানে কেবল মাধুর্য্যময় শুদ্ধ রাগের অবস্থান, সেখানে উপাস্য শ্রীনন্দ-নন্দন। সাধকের ভাবের তারতম্য অনুসারে উপাস্য বিভিন্ন নিত্যস্বরূপে প্রকাশিত হন। স্বরূপে সমস্তই এক তত্ত্ব।

প্রঃ—মায়া কি বস্তু? তা'র থেকে নিস্তার পা'বার উপায় কি?

উঃ—ভগবানের চিচ্ছক্তির ছায়া হচ্ছে মায়া। ভগবদ্ভক্তের শরণাপন্ন হ'লেই মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এ ছাড়া মায়া জয় ক'রবার আর কোন উপায় নেই।

প্রঃ—ভগবদ্রাজ্যে যেতে হ'লে কি বাণীই সম্বল?

উঃ—শব্দব্রহ্ম বা নামব্রহ্মের সম্যক্ কীর্ত্তন ব্যতীত মঙ্গল হ'বে না। স্বয়ং ভগবান্

বেদব্যাস ও অন্যান্য মহদ্ব্যক্তিগণের দ্বারা আবির্ভাবিত এবং মহানুভব ব্যক্তির কীর্ত্তিত শব্দের আরাধনাই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। নিগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং রসময় বস্তু; তা'র উপর আবার মহানুভব শ্রীল শুকদেবের উচ্ছিষ্ট, তাঁ'র শ্রীমুখের অপ্রাকৃত দ্রব অর্থাৎ লালাসংযুক্ত হওয়ায় সে'টি আরও উপাদেয় হ'য়েছে। সেই শব্দরূপী শ্রীভগবদবতার শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। বাণী দুই প্রকারে প্রকটিত হন। এক প্রকার—ভক্তকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত, যেমন শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রকার—মহতের শ্রীমুখকীর্ত্তিত। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবেদব্যাসের লেখনীমুখে প্রকটিত, আবার শ্রীল শুকদেব কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত। এই শ্রীমদ্ভাগবত যদি কোন মহতের শ্রীমুখে শ্রবণ করা যায়, তা' হ'লে তা'র যে ফল হয় তা' অবর্ণনীয়।

প্রঃ—অপরাধ কি প্রকারে যায়?

উঃ—অপরাধ আর যা'তে না হয়, সেজন্য সতর্ক হ'তে হ'বে। পূর্ব্বকৃত অপরাধের ফল সহিষ্ণু হ'য়ে ভোগ কর্‌তে কর্‌তে সর্ব্বক্ষণ ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন কর্‌তে হ'বে। ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। যাঁ'র কাছে অপরাধ হ'য়েছে, তাঁ'র স্তবস্তুতি ক'রে তাঁ'কে প্রসন্ন ক'রতে হ'বে। কারণ যাঁ'র কাছে অপরাধ হয়, তিনি ক্ষমা না ক'রলে আর কোন উপায় নেই। কা'র কাছে অপরাধ হ'য়েছে, যদি জানা না থাকে, তা'হ'লে একান্তভাবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হ'বে। নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ ক'রলে সকল অপরাধ দূর হ'য়ে যা'বে।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ॥
(পদ্মপুরাণ)

অবিরাম নামগ্রহণ করা দরকার। জিহ্বাকে বিশ্রাম না দিয়ে অনবরত শ্রীনাম-গ্রহণ ক'রলে আর অপরাধ করবার অবকাশ থাক্‌বে না, তখন নিরপরাধে নাম হ'বে।

রেঙ্গুণে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ প্রত্যহ মঠে পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিতেছেন।

গত ২৬শে এপ্রিল শনিবার সেবকগণ রেঙ্গুণের প্রসিদ্ধ উকিল মিঃ কে, সি সান্যাল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার কালাবস্থি ভবনে পাঠ-কীর্ত্তনাদি করেন। মিঃ ইউ এল গোস্বামী য়্যাড্‌ভোকেট, রেঙ্গুণ একাডেমির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এম এন লাহিড়ী প্রভৃতি স্থানীয় কয়েকজন উকিল ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

দুই একটী কথা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই সমগ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণকারণ। কৃষ্ণ কাহারও অন্তর্গত, বশীভূত বস্তু নহেন। তাঁহারই বশীভূত প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম ও ব্যোম। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। তিনি ক্ষণভঙ্গুর নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পূর্ণজ্ঞানময়, নিরানন্দের সহিত অসংপৃক্ত, দুঃখাদি তাঁহার নিকট আসিতে পারে না।

কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। তিনি প্রাপঞ্চিক ধারণার গুণসাম্যাবস্থ অব্যক্ত প্রকৃতিমাত্র নহেন। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহ-বিশিষ্ট, জড়ের ত্রিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ চালিত স্থূল সূক্ষ্মপরিচ্ছিন্ন নশ্বরবিশেষ নহেন। অখণ্ডকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত। তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের সৃষ্টির প্রাকট্যের পূর্ব্বে আদি জনক পুরুষ।

হরিভক্তিই সর্ব্বোত্তম বস্তু। হরিভক্তি যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই বড়। শ্রীভগবানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অনাদির আদি। চিদচিৎ বিশ্বে ছোট বড় যত কিছু বস্তু সকলেরই আকর শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। সেই ভগবানের সেবকগণ আরও বড় বস্তু। তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রীতিতে আবদ্ধ করেন, তাড়ন-ভর্ৎসন করেন। ভগবান্ তাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ভক্তি যাঁহার যে পরিমাণে আছে, তিনি সেই পরিমাণে বড়। যিনি হরিভজন করেন না, তিনি জাগতিক সৎকুল-সম্পন্ন, আভিজাত্যসম্পন্ন, ধনবান্, সৌন্দর্য্যশালী যাহাই হউন না কেন, তিনি গৃহেই থাকুন বা বনেই থাকুন, তিনি সদাচার-সম্পন্নই হউন বা যত বড় নৈতিকই হউন না কেন, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে বড় হইতে পারেন না।

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

সর্ব্বোত্তম ভগবানের সেবকগণ সর্ব্বোত্তমোত্তম হইলেও তাঁহারা নিজেকে অতি দীন হীন মনে করেন। 'হায়, ভগবানে আমার প্রীতির লেশমাত্রও হইল না', ইহাই তাঁহারা মনে করেন। ভগবানের সেবকগণের দাম্ভিকতা নাই। তৃণাপেক্ষা নীচ-অভিমান, বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও সকলকে যথাযোগ্য মানদান করাই তাঁহাদের স্বভাব।

সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে হইবে। ত্রিসন্ধ্যা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ হইলেই লঘুর স্মরণ -জড়ের স্মরণ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে, তখন চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গলাভ হইতে পারিবে। স্মরণ বা ধ্যান করিলেই সঙ্গ হয়। যদি বিষয় ধ্যানে বিষয়ীর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে অধোক্ষজের ধ্যানে অধোক্ষজের সঙ্গ হইবে না কেন? যদি জড়ের ধ্যান ও জড়ের প্রতি আসক্তির জন্য আমরা জড়ের প্রতি তন্ময়তা লাভ করি এবং তৎফলে জড়ের গুণসকল আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবে অনন্তগুণ গুণী শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধ্যান ও স্তব করিতে করিতে তন্ময়তা লাভ করিলে তাঁহার গুণসকল কেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইবে না? প্রজল্প বা অসৎকথা-কীর্ত্তনে যদি অসৎসঙ্গ হয় তাহা হইলে সদ্বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণকীর্ত্তন করিলে আমরা সৎ হইব না কেন? পুরুষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণমহিমা স্মরণ বা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার গুণসকল আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সঞ্চারিত হইবে।

চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিতে হইবে। যখন শ্রোতা না পাওয়া যায় তখন একাকী শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের গুণ ও লীলা ধ্যান করিয়া তীব্র বিরহে আকুল হইয়া কাঁদিতে হইবে। আর শ্রোতা থাকিলে তাঁহার গুণ ও লীলা কীর্ত্তন করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবসেবার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৈষ্ণবে রতি না হইলে গুরুপাদপদ্মের কৃপা উপলব্ধি হইবে না।

হরিভজনে বহু বাধা। দেহ, মন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দেবতাগণও ভজনে বাধা প্রদান করেন। এমন কি দেবতাগণ অনেক সময় স্ত্রী পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবরূপেও আসিয়া জীবকে হরিভজনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য ঐকান্তিক না হইলে হরিভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাঁহারা কৃষ্ণকেই একমাত্র নিত্য রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেবতাগণের ঐ মায়াবী ছলনা বুঝিতে পারিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ঐকান্তিক হইলে বাধাসমূহ কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করা ত' দূরের কথা, অধিকতর সংলগ্ন করিয়া দেয়। শরণাগত ঐকান্তিক ভক্ত ভগবৎসেবায় যত বিঘ্ন দেখিতে পান তিনি ততই অধিক আর্ত্ত ও উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সজাগ শরণাগত ভক্ত কখনও পতিত হন না। তিনি গুরুকৃপাকেই একমাত্র সম্বল করিয়া কোটী কোটী বাধাবিপদ অতিক্রম করিয়া দ্রুতগতিতে সেবার পথে অগ্রসর হন। ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন।

স্বতন্ত্রতাই ভজনের বাধা। ইহাই আধ্যক্ষিকতা বা ভোগোন্মুখতা। জীব স্বরূপতঃ গুরুকৃষ্ণের অধীন। অধীনতাই তাহার সত্তা। সুতরাং অধীন জীব যতদিন স্বাধীনতা বজায় রাখিবার অবৈধ চেষ্টা করিবে, যতদিন সে গুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হইবে, ততদিন সে কষ্ট পাইবেই। নিজের উপর নির্ভরতাই অপস্বাধীনতা বজায় রাখিবার চেষ্টা। জীব দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র,—মায়াগ্রস্ত। সুতরাং নিজের উপর নির্ভর করিলে এক অন্ধ অন্য অন্ধ দ্বারা চালিত হইয়া উভয় গর্ত্তে পতিত হওয়ার ন্যায় সংসাররূপ অন্ধকূপে পড়িয়া থাকিতে হইবে। অতএব নিজের উপর নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গুরুকৃপার প্রতি নির্ভর করিতে হইবে। কৃপা পাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া চঞ্চল মনের কথায় কৃপার প্রতি নির্ভরতা ছাড়িয়া দিতে হইবে না। সুখে দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শয়নে-স্বপনে নিরন্তর চাতকের ন্যায় কেবল কৃপার প্রতীক্ষা নির্ভর করিতে হইবে। কৃপা হইবেই। আজ হউক বা দু'দিন পরে হউক গুরুকৃপা অবশ্য পাওয়া যাইবে, কারণ কৃপা ছাড়া আমাদের অন্য কোন প্রাপ্য বস্তু নাই। তবে যাহাতে এই জন্মেই গুরুকৃপা লাভ করা যায় তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—

যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

পতিতের বন্ধু বা পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা একমাত্র সাধু ও সাধুসেব্য ভগবান্। সাধু অভয়। যিনি এই অভয়ের আশ্রিত তাঁহার আবার ভয় কিসের? দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশই ভয়। একাভিনিবেশ বা সাধু-গুরুর প্রতি অভিনিবেশ হইলে আর ভয় থাকে না। ভয়, শোক ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় অশোক, অভয় ও অমৃতাধার সাধুগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি। ইঁহারা সকলেই অমৃত। শ্রীনাম অমৃত, ভক্তি অমৃত, হরিকথা অমৃত। অমৃতের পাদপদ্মে শরণগ্রহণকারীর মৃত্যু, শোক বা ভয় কোথায়? হরিভজন করিতে হইলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তে একের দিকে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে। গুরুপাদপদ্মে যাহাতে আপনজ্ঞান বা প্রীতি বাড়ে তৎপ্রতি সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাঁহার সঙ্গ করিলে গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, আপনজ্ঞান বাড়ে সর্ব্বক্ষণ সেইরূপ শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। সঙ্গ কায়মনোবাক্যে হওয়া চাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তিই সবল। সেইরূপ সবলের সঙ্গই নিরন্তর করিতে হইবে। বহু দুর্ব্বলের সঙ্গ করিলে সবল হওয়া যায় না, একজন সবলের সঙ্গ করিলেই সবল হওয়া যায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন—বড়বাজার ৬.১৫
সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

শ্রীযোগপীঠমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনঙ্গদাস ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী

বালিঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কুসুম [illegible]মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]লোচন

শ্রী[illegible] মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গৌরবিহারী মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে ন, ২৬
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

মাড্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাস অধিকারী

আ[illegible]
(ভগবৎ-[illegible])
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

আ[illegible]
(ভগবৎ-[illegible])
পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ম্যাঞ্চেষ্টার রোড, টাউড, গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পর্দি [illegible]পীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

[illegible]পের বক্তাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরি[illegible]দাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:০:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৹, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ পুস্তক একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থ আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকল ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥• আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬ ১১	৭ ১৪	৩-১৬	১৪-১৬	১৬ ৫৬	১৭-৪৬	২০ ২৬	
দমদম „	৪-৫৬	৬ ৩	৭ ২৮	১৩ ২৯	...	.	১৮ ৫	২২-৪৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ৮	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-৩১	২২-৩৭	০-২৫	
(বদল) ছাঃ		৮ ৩৭							
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ১৩	৮ ৪০	১০ ৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯ ২৫	২০ ২০	১-১০	
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ২০	১০-২৬	১৪ ২০	১৭-৪০			২০-৭০		
মহেশগঞ্জ „	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮ ১৫			২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮ ২৩			২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
„ ছাঃ	২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮ ৩৮			
মহেশগঞ্জ „	৬ ২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬ ৪০	১৮ ৪৭			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৭	৯ ৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১			
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫১	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯	
(বদল) ছাঃ	..		. .		১৫-৫৬	১৭-৪২		...	
দমদম		১১-৪			১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮	
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৭০	২৩ ১০	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ „	১৪-১৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
„ ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত ভক্তিবাদের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা ॥ নং। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্ত বচনামৃত ... পণ্ডিত ও ধর্ম্মবাদী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-সিদ্ধান্তসমন্বিত ও অনুরূপ 'সদাচার'-পালনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্টির অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য ও সেবনীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৷৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথামাত্র, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীগোপীনাথ ইন্‌ষ্টিটিউট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮; ১৬ই মে, ১৯৪১; শুক্রবার [৫৯তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[*]::—

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব

কিভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বজায় থাকিতে পারে সেই সম্পর্কে উপায় নির্দ্ধারণ ও আলোচনার নিমিত্ত গত ১৪ই এপ্রিল মহকুমা হাকিম মিঃ এইচ. এইচ. নোমানি বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলীম নেতাদের লইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। মহকুমা হাকিমকে সভাপতি ও মৌলবী এ. এম, সাইদুল হক ও বাবু ল'লত মোহন বর্ম্মণকে যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী শান্তি-সমিতি গঠন করা হইয়াছে। মিঃ নোমানী এবং ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও যুগ্মভাবে বাজে গুজব ও ত্রাস বন্ধ করিয়া জনসাধারণকে শান্তিতে থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন।

—

পল্লী-অঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবস্থা

বাঙ্গলা-সরকার পল্লী-অঞ্চলে চিকিৎসার জন্য নিম্নলিখিত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। (ক) রাজসাহী জেলার মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত কুষ্ঠ-বিরোধী চিকিৎসালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এককালীন ২০০৲ টাকা দান।

(খ) অর্দ্ধেক মেডিক্যাল অফিসারকে সাহায্য ও অর্দ্ধেক অনুচরের মাহিয়ানা হিসাবে মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান।

২। ড্রাগস্, ড্রেসিং ফার্ণিচার ও অ্যাপ্লায়েন্স বোর্ড কর্ত্তৃক স্থাপিত ১১টি কুষ্ঠ-বিরোধী চিকিৎসাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলা বোর্ডকে এককালীন ২০০৲ টাকা প্রদান।

—

ভারতে ঔষধ প্রস্তুত

ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল লেঃ জেনারেল জি, জি, জলি, সি, আই, ই, আই, এম. এর মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৮ই এপ্রিল নয়া দিল্লীতে মেডিকেল ষ্টোর্স সাপ্লাই কমিটির (ডাক্তারি ঔষধ ও দ্রব্যাদি সরবরাহ কমিটি) এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সভায় যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি প্রস্তুতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

বিদেশী ঔষধের বদলে ভারতে প্রস্তুত কি কি ঔষধ ব্যবহার করা যায়, কমিটি তাহাও সাব্যস্ত করিয়াছেন।

সামরিক ও বে-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি ব্যবহার করেন, কি করিয়া তাহাদের অনেকগুলির উৎকর্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের ও যথোপযুক্ত পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে একটি এড্‌হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও করা হইয়াছে।

—

খুলনায় সাফল্যমণ্ডিত প্রদর্শনী

সম্প্রতি খুলনা থানার অন্তর্গত খোদার নামক স্থানে একটি কৃষি ও জন-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এন, রায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস, এন, ঘোষ পুরস্কার বিতরণ করেন।

এই প্রদর্শনীতে সরকারী জনসেবা-সঙ্ঘ, কৃষি, গৃহপালিত পশু ও চিকিৎসা-বিভাগগুলি, জেলা-বোর্ডের জন স্বাস্থ্য-বিভাগ, বঙ্গীয় সোসিয়াল সার্ভিস লীগ, বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারণী এসোসিয়েশন এবং অন্ধত্ব রোধ করিবার এসোসিয়েশন যোগদান করিয়াছিল।

জেলার বিভিন্ন ও দূর দূর অঞ্চল হইতে কৃষি-পণ্য বহুল পরিমাণে আসিয়াছিল। ইহার সহিত বিভাগীয় পণ্য মিলিয়া প্রদর্শনীকে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষামূলক করিয়া তুলিয়াছিল। এই প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, উহা পল্লীগ্রামের একটি অনুন্নত স্থানে খোলা হইয়াছিল এবং পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীগণ উহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

জেলাবোর্ড, বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিধায়ক শিক্ষা কমিটি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার-বিভাগ-প্রদত্ত নক্‌সা, প্রাচীরপত্র ও মডেলগুলি দ্বারা জন-স্বাস্থ্য শাখা সুন্দরভাবে গঠন করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একটি শিশু-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং ম্যাজিক-লণ্ঠন ও সিনেমা সহযোগে জন-স্বাস্থ্য, কৃষি এবং গৃহপালিত পশ্বাদির যত্ন সম্পর্কে প্রত্যহ ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। এই প্রদর্শনী দেখিতে প্রত্যহ বহুলোক সমবেত হইত এবং উহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ১৫০৲ টাকার অধিক মূল্যের পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। প্রজনন ষাঁড় যাহারা পালন করে তাহাদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদিগকে গৃহপালিত পশু সম্পর্কিত অফিসার নগদ টাকা এবং সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

—

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরিদর্শন

গত ১৯শে এপ্রিল মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরিদর্শন করেন। মিঃ কে, সাহাবুদ্দিন, সি, বি, ই, এম, এল, এ এবং নবাবজাদা কে নসরুল্লা এম, এল, এ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণসহ বিরাট জনতা ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও পরিষদের সদস্যগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাহাদিগের শান্তি বজায় রাখিতে উপদেশ প্রদান করেন এবং সকল সম্প্রদায় যাহাতে বন্ধুভাবে অবস্থান করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করেন।

—

ঢাকায় মোটরের সহিত বাসের সংঘর্ষ

উকিল শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র দাস ও চাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার বসু (ঢাকা ট্রাফিক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য) গত ... এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় পতিত হন। প্রকাশ, তাঁহারা যখন মোটরে [illegible] অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন নবাবপুর ... নিকট একখানি বাসের সহিত তাঁহাদের মোটরের সংঘর্ষ হয়। বাসখানি বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। সংঘর্ষের ফলে মোটরখানির ক্ষতি হয় এবং শ্রীযুক্ত দাস আহত হন। একজন দারোয়ানও আঘাত পায়। তাহারও আঘাত গুরুতর নহে। শ্রীযুক্ত বসু আহত হন নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য্য, এম এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট অনন্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবর্ত্তের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অন্তঃপুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত স্বপ্নিরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষায় বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাণ আনন্দ ॥০
১৯। তর্ক-বিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধবাখ্যা ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্চ্চনকৃত্য ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২ নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবিজম্ ॥০
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত:

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৫ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২রা জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৬ই মে, ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ৬০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ ত্রিবিক্রম, তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীসুদামা বিপ্র

—:•:(•)•:—

শ্রীসুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি অবন্তী-নিবাসী মহামুনি সান্দীপনির নিকট বলরাম ও কৃষ্ণের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরবর্ত্তি-কালে যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময় সেই বেদবিৎশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়-ভোগ-বিরক্ত ও নির্ম্মলাত্মা শ্রীসুদামা বিপ্র বিনা-আয়াস-লব্ধ দ্রব্যে জীবনধারণ করিয়া হরিভজনপরায়ণ গৃহাশ্রমিরূপে সহধর্ম্মিণীর সহিত বাস করিতে-ছিলেন। শ্রীসুদামা বিপ্র অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি এতদূর সেবা-প্রমত্ত ছিলেন যে, নিজ সুখবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ উদাসীনতাই পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার পরিধানে মাত্র একখণ্ড জীর্ণ মলিন বসন ছিল। তাঁহার পত্নীও তাদৃশ জীর্ণ-বস্ত্র পরিধান করিয়া আবশ্যক অন্নাদির অভাবে ক্ষুধা-কাতর হইয়াই অবস্থান করিতেন। সেই পতিব্রতা নারী একদিন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীকে প্রণাম করিয়া ম্লানমুখে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, আমি শুনিয়াছি ব্রাহ্মণহিতকারী, শরণাগতবৎসল, পরম দয়ালু, যাদবশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীপতি ভগবান্ আপনার পরম সখা। হে মহাভাগ, তিনি সাধুগণের পরম আশ্রয়। তাঁহার নিকট গমন করুন। আপনি তাঁহার কুটুম্বী। আপনাকে তিনি প্রচুর ধন প্রদান করিবেন। তিনি অধুনা ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের রাজা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদপদ্ম-পরাগ-পরায়ণ ব্যক্তিকে আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে যথা-বিধি অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে যে তাঁহাদের অভীষ্ট অর্থাদি প্রদান করিবেন, এতদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?" সুদামা বিপ্র তাঁহার পতিব্রতা পত্নীদ্বারা এইরূপে বিশেষভাবে প্রার্থিত হইলেও তুচ্ছ ধনাদিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন, যাঁহারা ভগবদ্-ভজনপরায়ণ, তাঁহারা নিত্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের কোন অভাব নাই। তবে প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভগবদ্ভক্তের যে ব্যবহারিক দুঃখ, যেমন ধন-জন-কুল-মান-হীনতা বা পাণ্ডিত্যের অসদ্ভাব প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তাহা অজ্ঞলোক-প্রতীতি মাত্র। ভগবদ্-ভক্তগণ এইরূপ অভিনয়ের দ্বারা সুকৃতি-শালী ব্যক্তিগণকে ভগবদ্ভজনে আকৃষ্ট করেন। যদি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর সেবকগণ সর্ব্ববিষয়ে অসমোর্দ্ধ সমৃদ্ধিমান্ হইয়াও জগতে এইরূপ আদর্শ প্রকটিত না করিতেন, তাহা হইলে সাধারণ দীন-দরিদ্র, মূর্খ, অকুলীন ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হৃদয়ে বল ও উৎসাহ পাইতেন না। অসমর্থ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বল সঞ্চার করিবার জন্যই ভগবদ্ভক্ত-গণ স্ব-স্বরূপে ভজনসুখে নিমগ্ন থাকিয়াও বাহ্য অজ্ঞ-লোক-প্রতীতিতে ব্যবহারিক দুঃখের প্রকট করেন। ইহাতে দীন, দুঃখী, অপণ্ডিত, অকুলীন ব্যক্তিগণেরও হৃদয়ে ভগবদ্ভজন করিবার সাহস হয়। সাধুগণের আদর্শ দেখিয়া যখন তাঁহারা জানিতে পারেন, দীন, দুঃখী, দরিদ্রেরও ভগবদ্ভজনে অধিকার আছে—তাঁহারাও এইরূপ ভগবদ্ভজন-প্রভাবে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিতে পারেন—সর্ব্ব অশুভ, সর্ব্ব অভাব, সর্ব্ব অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পরম প্রয়োজনলাভে সমর্থ হইতে পারেন, তখন তাঁহাদেরও ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি ও উন্মুখতা হয়।

এইরূপ বিচারপরায়ণ সুদামা বিপ্র মর্ত্ত্য অর্থ-সম্পদের জন্য লালায়িত না হইয়া 'উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই আমার পরম লাভ'—এইরূপ বিচারপূর্ব্বক দ্বারকাপুরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনার্থ উদ্যোগী হইলেন এবং সখা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিবার মত কিঞ্চিৎ সামগ্রী আছে কিনা, পতিব্রতা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কোন প্রকারে শ্রীনারায়ণকে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ দরিদ্রের গৃহে কি করিয়াই বা উপহার সামগ্রী সঞ্চিত থাকিবে? পতিব্রতা ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী বিপ্রগণের নিকট হইতে চারিমুষ্টি চিপিটক-তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহা একটী জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া স্বামীকে প্রদান করিলেন। সেই ভগবদ্ভক্ত বিপ্র তাহা গ্রহণ করিয়াই "আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটিবে" হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন।

বিপ্রবর সৈন্যস্থান ও কক্ষসমূহ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত বৃষ্ণি-অন্ধকবংশীয়দিগের অগম্য গৃহ সকলের মধ্যে ভগবানের ষোড়শ সহস্র মহিষীর শ্রেষ্ঠ-তমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীদেবীর পর্য্যঙ্কে অবস্থিত ছিলেন। তিনি দূর হইতে স্বীয় ভক্তসখা ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সানন্দে সখাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। আলিঙ্গনকালে পরম আনন্দাশ্রু [illegible] কমল [illegible] নয়নযুগল হইতে [illegible] বহিতে লাগিল। [illegible] স্বীয় পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া স্বয় উপহার আহরণপূর্ব্বক সখার পাদপ্রক্ষালন করিলেন। সেই পাদোদক স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া স্বভক্তপালক সেই ভগবান্ চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম [illegible] দ্বারা সখার অঙ্গ প্রলিপ্ত [illegible] সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপাবলী দ্বারা সখার অর্চনা করিলেন। পরে তাম্বুলাদি প্রদানপূর্ব্বক [illegible]। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীদেবী স্বয়ং সেই জীর্ণ-মলিন-বস্ত্রপরিহিত, কৃশ, শিরা[illegible]-ব্যাপ্ত-শরীর সুদামা-ব্রাহ্মণকে [illegible]-ব্যজনাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর সহিত [illegible] ব্রাহ্মণকে প্রীতিসহকারে পূজা করিতেছেন দেখিয়া পুরবাসিগণ [illegible] এবং বলিতে লাগিলেন [illegible], শ্রীহীন লোকনিন্দিত অধন ভিক্ষুক [illegible] কি সুকৃত অর্জন করিয়াছেন যে, আজ ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ [illegible] রুক্মিণীদেবীকে [illegible] পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজ বলদেবের ন্যায় আলিঙ্গনাদি দ্বারা ইঁহার অভিনন্দন ও পূজা করিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ পরস্পর হস্তধারণ-পূর্ব্বক আপনারা পূর্ব্বে যখন গুরুগৃহে ছিলেন সেই সময়ের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ-বিষয়িণী পরম-সুখদায়িনী নানা কথার অবতারণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামা বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে, তুমি গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গুরুকুল হইতে সমাবৃত হইয়া

[illegible] ভাষা পবিত্র করিয়াছ [illegible] তুমি পরম [illegible]। [illegible] জন্ম গ্রহণ করি[illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] বলবান পুরুষ [illegible] সমীপে [illegible] আশীর্ব্বাদ [illegible] তাঁহারা [illegible] নাই। [illegible] বেদাধ্যায়ক [illegible] আমাদের প্রায় দুঃখনা। তাঁহার পুত্র [illegible] গুরুরূপী [illegible] উপদেশ[illegible] যাঁহারা অনায়াসে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাঁহারাই [illegible] সম্বন্ধ [illegible] এবং তাঁহার সেবা [illegible] আর নাই। আমি [illegible] যেরূপ পরিতুষ্ট হই, গৃহস্থাশ্রম, [illegible] বানপ্রস্থ [illegible] হই না। আমরা যখন গুরুর [illegible] তখন কোনদিন [illegible] যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে পড়ে? আমরা মহারণ্যে প্রবেশ করি। অকালে দুঃসহ ঝড় বৃষ্টি [illegible] হইল এবং ভয়ানক মেঘ-গর্জ্জন হইতে থাকিল। এদিকে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, নিম্ন ও উচ্চস্থান সমূহ সকলই জলে [illegible] হইতে লাগিল, আমরা কোনদিকে কিছু দেখিতে [illegible] না। [illegible] সেই মহারণ্যে আমরা [illegible] ও জলধারা পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত হইতে লাগিলাম। দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক সেই বন-মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আচার্য্য সান্দীপনি আমাদের [illegible] সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে [illegible] অন্বেষণে বহির্গত হইয়া [illegible] বনমধ্যে [illegible] অত্যন্ত [illegible] পাইয়া "হায়! হায়!" করিতে করিতে কহিলেন,—"পুত্রগণ! দেহী জীবগণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম [illegible] [illegible]। তোমরা দেহকে পর্য্যন্ত অনাদর করিয়া আমাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। যাঁহারা বিশুদ্ধভাবে গুরুতে সর্ব্বস্ব আত্ম-সমর্পণ করেন, তাঁহারাই সচ্ছিষ্য এবং তাঁহারাই সকলভাবে গুরুসেবা করিতে পারেন। আমি তোমাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের অভীষ্ট [illegible] ইহকালে ও পরকালে স্ফূর্ত্ত হউক।' [illegible] সখে, গুরুগৃহে বাসকালে আমাদের এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? [illegible] গুরুদেবের অনুগ্রহে পুরুষ পূর্ণকাম অধিকারী হইতে পারেন।" [illegible] শ্রীদামা বিপ্র [illegible] কহিলেন, "[illegible] তুমি [illegible] [illegible] বলিলেন,—"সখে, তুমি [illegible] আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ, গৃহ হইতে কি [illegible] আনিয়াছ? আমার ভক্তগণ প্রীতিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু [illegible] 'অধিক' [illegible] প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করি। অভক্তগণ আমাকে [illegible] প্রদান করিলেও তাহাতে আমার পরিতোষ জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলেও শ্রীদামা বিপ্র [illegible] মুষ্টি চিপিটক [illegible] দান করিতে পারিলেন না, লজ্জিত হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ বুঝিয়া চিন্তা করিলেন, "আমার সখা এই বিপ্র আমাকে পূর্ব্বে অর্থাদি কামনা করিয়া ভজনা করেন নাই, স্বাভাবিক [illegible]ভাবেই ভজনা করিয়াছেন। তাই [illegible] স্ত্রীর অনুরোধক্রমে ছল করিয়া [illegible] আমার দর্শন [illegible] আমার নিকট আসিয়াছেন। অতএব আমি ইঁহাকে মর্ত্ত্য-দুর্লভ সম্পদ্ প্রদান করিব।" ভগবান্ এইরূপ [illegible] শ্রীদামা বিপ্রের জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চল হইতে "এটা কি", এইরূপ বলিতে বলিতে চিপিটকগুলি কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখে! এই ত' আমার অতি প্রীতিকর উপহার আনয়ন করিয়াছ। দেখ সখে, এই চিপিটক বিশ্বাত্মা আমার তৃপ্তিসাধন করিবে।" এই বলিয়া ভগবান্ এক মুষ্টি চিপিটক ভক্ষণ করিলেন। পুনর্ব্বার আহারার্থ দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে অমনি রুক্মিণীদেবী তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন। শ্রীদামা বিপ্র সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে মহানন্দে অবস্থান করিলেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখার সঙ্গে সঙ্গে কতক পথ গমন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। বিপ্র পথে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা ভাবিতে লাগিলেন, "অহো! আমি দরিদ্রতম হইলেও স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে যিনি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছেন, আমাকে সেই বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন। কোথায় আমি নীচ, দরিদ্র, আর কোথায় [illegible] শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীকৃষ্ণের পদ-[illegible] অপবর্গরূপ ভগবৎপ্রেমা [illegible] স্বর্গাদি লাভ, পৃথিবী, ভূমি সম্পদ্ ও [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] ভাবিয়াই করুণাময় [illegible] আমাকে অধিক ধন প্রদান না করিয়া, "বন্ধু তুমি ধন অভাবে স্বয়ং পুনরায় আমাকে প্রদান করিয়াছেন"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ স্বীয় পুরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পুরীর চতুর্দ্দিক্ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিতুল্য প্রভা মণ্ডিত বিমানসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষসমূহ বিহঙ্গকুলে বিচিত্র উপবন ও উদ্যান-সকল প্রফুল্লিত কুমুদ কহ্লার-পদ্ম উৎপল-বিশিষ্ট সরোবরসমূহে শোভা পাইতেছে। উজ্জ্বল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দাসগণ ও হরিণাক্ষী দাসীগণ তথায় [illegible] হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতীব বিস্মাপিত হইলেন এবং "একি! ইহা কাহার স্থান! কি [illegible] বা সেই স্থান এইরূপ হইল!"—মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেবকান্তিবিশিষ্ট নরনারীগণ বহু গীত-বাদ্যসহকারে সানন্দে উপায়ন-দ্বারা তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন। স্বামী আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সতী সুনামাপত্নী অতীব হর্ষচিত্তে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর কনক কমল-কানন হইতে নির্গমনের ন্যায় শীঘ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পতিকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইলেন ও ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ পদক-কণ্ঠী দাসীগণের মধ্যে শোভমানা বিমানারূঢ়া দেবীর ন্যায় মূর্ত্তিশালিনী পত্নীকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে তাঁহার সহিত মহেন্দ্রভবনের ন্যায় শত শত মণিস্তম্ভ-শোভিত নিজালয়ে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার মন্দিরে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা, হস্তীদন্ত নির্ম্মিত স্বর্ণ পরিচ্ছেদময় পর্য্যঙ্ক, হেমদণ্ড-সুশোভিত চামর ও ব্যজন, কোমল-আস্তরণযুক্ত আসন, মুক্তাদাম-বিলম্বি প্রভা-ময় বিতান ও মহামরকত-মণি-মণ্ডিত স্বচ্ছ স্ফটিকভিত্তিতে নানা [illegible] প্রদীপ শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণ স্বীয় গৃহে এইরূপ সর্ব্বসম্পত্তির সমৃদ্ধিসমূহ দর্শন করিয়া অকস্মাৎ স্বীয় সমৃদ্ধির হেতু চিন্তা করিতে লাগিলেন—"অহো, আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন দরিদ্র, আমার এই সমৃদ্ধির কারণ মহা-বিভূতিশালী যাদব-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। ভগবান্ স্ব-প্রদত্ত বস্তু 'বহু' হইলেও তাহাকে অল্প করিয়া মানেন। আর সুহৃদ্‌দত্ত-বস্তু 'অতি তুচ্ছ' হইলেও তাহাকে 'বহু' করিয়া মানেন। জন্মে জন্মে যেন আমার শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্য ভাব লাভ হয়। আমি যেন সেই মহানুভব গুণালয় ভগবানের সহিত তাঁহার নিজজন ভক্তগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করিতে পারি। বিচক্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনিগণের ধনমত্ততা জনিত পতন দর্শন করিয়া অবিবেকী, অদীর্ঘদর্শী ভজনাকারীকে অর্থ, ধন, সম্পদ্, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, কলত্র-পুত্রাদি প্রদান করেন না। তবে ধ্রুব, প্রহ্লাদ অম্বরীষাদির ন্যায় শক্তিশালী ও বিবেকী ভক্তগণকে যথেষ্ট সম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের কোন অপকার হয় না। কারণ, সেই সমস্ত ধনাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহারা বিচিত্র ভগবৎসেবার প্রকার অবগত আছেন। কিন্তু আমার ন্যায় অবিবেকীর [illegible] প্রাপ্তি ভক্তির অভাবজনিতই ঘটিয়া থাকে। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ অভক্তজনকে পদমান প্রদান না করিয়া মত্তাবনাদি দ্বারাই বঞ্চনা করেন।" শ্রীদামা বিপ্র এইরূপ বিচার করিয়া ভগবদ্দত্ত ধনে অনুকূল যথাযোগ্য বিষয়মাত্র স্বীকার-পূর্ব্বক ভগবদ্‌ব্রতনিষ্ঠ ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযাজনে পরম আগ্রহবান্ হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যে সাধুগণের গতি শুদ্ধধাম বৈকুণ্ঠলাভ করিলেন।

পারমার্থিক

—:(০):—

প্রয়োজনের অপর নাম অর্থ। সুতরাং পরমার্থ বলিতে পরম প্রয়োজনকে বুঝিতে হইবে। যাঁহারা প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া জড় স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনকেই 'আমি' শব্দের তাৎপর্য্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রয়োজন-বিচারে দেহ ও মনের উপভোগ লৌকিক বিচারেই আবদ্ধ থাকেন। তাঁহাদের এই আত্মস্বরূপ-নির্ণয়ে ভ্রান্তি তাঁহাদিগকে দেহমনের প্রতি ভ্রমাত্মক বিচারেই আবদ্ধ রাখে।

দেহ ও মনকে আত্মবিচারে যাহারা দেহমনের সুখশান্তির অনুসন্ধান করে, তাহাদের বিচারে ব্যবহারিক স্মৃতির আদর দেখা যায়। তাহারা স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গভোগ ও জগতে নানা প্রকার ভোগোপকরণলাভকেই পরমার্থ

শব্দের অপ্রাকৃত বৃত্তিতে বুঝিয়া থাকে। ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেষ্ঠ ভোগসম্পদ্‌লাভই তাঁহাদের মতে মনুষ্যজীবনের চরম তাৎপর্য্যরূপে স্থাপিত হয়।

যাঁহারা তাদৃশ ভোগের ব্যতিরেক ক্রিয়ায় প্ররোচিত হইয়া ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতায় উদ্যত হন, তাঁহারা ভোগের বিপরীত ত্যাগের পথকে বহুমানন করিতে গিয়া আত্মহত্যাকেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই বিচার পরমার্থ-শব্দের তাৎপর্য্যরূপে আদৌ গৃহীত হইতে পারে না। যেখানে আত্মহত্যা সাধিত হয়, তাদৃশ অযৌক্তিক, অপ্রার্থনীয় বিচারে কখনও প্রকৃত পারমার্থিকের রুচি হয় না। ঈদৃশ বিচার অত্যধিক ভোগের প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপে উপস্থিত হয় বলিয়া তাহা পরমার্থ-শব্দের তাৎপর্য্যে গৃহীত হইলে [illegible] হয় মাত্র।

যাঁহারা বাস্তব পারমার্থিক, তাঁহারা কিন্তু উল্লিখিত উভয় প্রকার বিচারের হাত হইতে সযত্নে পরিত্রাণ বাসনা করেন। তাঁহারা কর্ম্মীর স্মৃতিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান তথা জ্ঞানীর অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছজ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য বাস্তবসত্যবস্তুর অনুসন্ধান তৎপর হইয়া প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্মের উপাসক হন। একমাত্র তাহাতেই জীবের আত্মার পরম প্রয়োজনীয় পরমাত্মার সেবাধর্ম্ম থাকায় বুধগণ তাহাই পরমার্থ-শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে লক্ষিত বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা কর্ম্মিগণের অনাত্ম-চেষ্টাপ্রসূত কর্ম্মতাণ্ডবের তথা জ্ঞানিগণের কর্ম্ম-ত্যাগচেষ্টার বিক্রমকে অতিক্রম করিতে পারেন।

পারমার্থিকগণের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাতীত অলৌকিক চেষ্টা [illegible] অনাত্মপ্রতীতি-প্রবণ জাগতিক অপারমার্থিকগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ আধ্যক্ষিক বিচারে বুঝিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা যদি পারমার্থিকগণের নিকট শুশ্রূষু হন, তাহা হইলে তাঁহারাও পারমার্থিক হইতে পারেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব অবস্থার শোচনীয়তা বুঝিতে পারেন।

পারমার্থিকগণ বিচারে একমাত্র বাস্তব সত্য বস্তুই বেদ্য। এই বস্তুর বৈশিষ্ট্য পারমার্থিকগণ পারমহংসী সংহিতার প্রথম শ্লোকে এইরূপ দেখিতে পান,—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-কার্য্য অন্বয়-ও তদ্বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎকর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদিকবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, যেরূপ তেজঃ, জল ও মৃত্তিকার পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুজ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ জড়ধর্ম্ম যাঁহাতে অসম্ভব, যাঁহাতে কপটভাব কোন সময়েই অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্যস্বরূপলক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

যাঁহারা এতাদৃশ বাস্তববস্তুর ধ্যান বা উপাসনা করেন, তাঁহারাই জগতের ক্ষুদ্র [illegible] অধর্ম্ম অথবা বেদবিধি ধর্ম্ম-[illegible] আদর করেন না, তাঁহারা একমাত্র বাস্তবসত্যবস্তুর উপাসনায়ই সকল ধর্ম্মের সীমা দর্শন করেন, তাঁহাদের এতপ্রকার ধর্ম্মে কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডী বা জ্ঞানকাণ্ডীগণের কৈতব বা কপটভাব স্থান নাই। একমাত্র একান্ত পারমার্থিকগণের জন্য এই ধর্ম্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে গ্রথিত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতই পারমার্থিকগণের একমাত্র অনুশীলন-গ্রন্থ।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে যে পরম ধর্ম্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নির্ম্মৎসর পারমার্থিকগণেরই অনুশীলনীয়, সেই নির্ম্মৎসর সদ্ধর্ম্মে ফলাভিসন্ধানলক্ষণ ধর্ম্ম, কাম ও সালোক্যাদি মুক্তিকামনারূপ কপটতার স্থান নাই। এই পরধর্ম্মে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপ ও তাহাদের মূলকারণ অবিদ্যা। মূল-উৎপাটনকারী, পরমানন্দপ্রভাবক নিত্যকাল অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর অনুভব হয়। এতাদৃশ ধর্ম্মের বর্ণনকারী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের কোন কথায় পারমার্থিকগণের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা শুশ্রূষু হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবতবাণী শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অদ্বয়জ্ঞান সদ্য-সদ্যই অবরুদ্ধ হইবেন।

মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর পারমার্থিক বিচারের যে চরম বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিষ্কপট পারমার্থিক গুরু-পাদাশ্রয়কারীর আশাবন্ধ '[illegible]' শ্লোকেই পারমার্থিক রাজ্যের বৈভবের সীমা প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা বিন্দুমাত্র জাগতিক অভিজ্ঞতার বিচারে আবদ্ধ থাকিবেন, তাঁহারা আদৌ পারমার্থিক সেই চরম রহস্যের বর্ণমাত্রও বুঝিতে পারিবেন না।

পারমার্থিকগণ এতাদৃশ ধর্ম্ম যাজন করিয়া পরম বাস্তববস্তু ভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করেন। যাঁহারা জাগতিক বস্তুর আদর হইতে অবসর লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এতাদৃশ পারমার্থিক হইবার সুমহান্ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সাধনশিরোমণি। অন্যান্য সকল প্রকার সাধনই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্তর্গত। সংকীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারাই জীবের সকল প্রকার মঙ্গল সাধিত হয়। এই নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ, শ্রবণাদি নবধাভক্তি ও সাধুসঙ্গাদি সাধন-পঞ্চক সবই আছে। হরিকীর্ত্তনকারীকে পৃথগ্‌ভাবে অন্য কোন ভক্ত্যঙ্গযাজনে বাধ্য হইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র অভিধেয়। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্র কীর্ত্তনমুখেই প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রগানই ভক্তি। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ সন্তর্পণ সাধিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিলে শ্রীকৃষ্ণের নামের কীর্ত্তন, রূপের কীর্ত্তন, গুণের কীর্ত্তন, লীলার কীর্ত্তন ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন বুঝাইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের পরিমার্জ্জনকারী। ঈশবৈমুখ্যজনিত অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগাদি প্রবৃত্ত আবরণ জীবের চেতনকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই সেই আবরণ উন্মোচিত হইয়া থাকে এবং জীব-চিত্তদর্পণে নিজ নিত্য-স্বরূপ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন।

জীব সর্ব্বদা সংসারের ত্রিতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন-বন্যার প্লাবনে নির্ব্বাপিত হইলেই এই ত্রিতাপ-অনলের দহন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরম মঙ্গল জ্যোৎস্না বিতরণ করেন। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শোভা বিকশিত হয় একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই সেরূপ জীবের পরম মঙ্গল উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন [illegible] বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ ও মুখ্যভাব। পরা বিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই জীব জাগতিক বিদ্যারূপ অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অমৃত। অমৃতের আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই পূর্ণরূপে হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমস্ত প্রাকৃত বস্তু নিমজ্জিত করিয়া থাকে। উপাধিগ্রস্ত জীব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বাসনা লাভ করিয়াছে, সেই সমস্তই কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্লাবনে বিধৌত হইয়া যায়। অন্তর বাসনা বিধৌত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব স্বরূপত কৃষ্ণ [illegible] লাভ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন —"যত প্রকার সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ-সাধনের কথা ব'লেছেন, সেখানেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই লক্ষিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন বাদ দিয়ে 'মথুরা বাস', 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা'হ'লে তা' দ্বারা মথুরা-বাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল সকলই লাভ হয়। নামভজনেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। একাঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। "পাঁচের অঙ্গ মধ্যে যে কোন একটীতে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীধামেও শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই।

"সাধুসঙ্গে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য-কার্য্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—'নামসংকীর্ত্তন'। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম প্রয়োজনলাভের অধিকারী হন। মুক্তগণেরও শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা বদ্ধজীব মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতকীর্ত্তনের ফলে তাঁরা 'হরিকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা করেন, অন্তরের দ্বারা। অতএব যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র মধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা জীব 'নামকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা লাভ করেন। যে দিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই দিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে পারেন।

"যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারী সাজবার [illegible] ভক্তিমঠের অধিবাসিগণের সেবার বিমুখ হ'য়ে কেবল অর্থজনের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য। মায়িক প্রকোষ্ঠে ভক্তিমঠের অবস্থান নাই, অনাবরণ মঠ আছে। মায়িক প্রকোষ্ঠে কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করা আছে; কিন্তু ভক্তিমঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টায়ই সকলে ব্যস্ত। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হ'য়ে যদি কেহ মঠবাসিগণের মধ্যে তাঁদেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়-চালন ও নিজেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টার ন্যায় ব্যবহারাদি লক্ষ্য করে, তবে তাহা অপরাধ প্রভৃতি দুষ্ট [illegible]। যে যে বস্তুর দ্বারা হরিসেবা হয়, তাহা মঠবাসিগণের নিকট আছে। মঠবাসিগণের সেবা বস্তুতই শ্রীনামে আবদ্ধ হ'বে। মঠবাসিগণ সমস্ত [illegible] নিত্য-সংকীর্ত্তন করেন। তাঁদের হরিভজন সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁদের 'হরিভজন' ব্যতীত উপলব্ধি নাই, তাঁদের নিকটই মঠবাসিগণ এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন।"

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপ্রপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনঙ্গধাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়-মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ-পরগণা
সেবক—শ্রীঅনন্তনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
সেবক—গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদনাজুনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবাজার, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীসদাশিবচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনন্দচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
সেবক—শ্রীব্রজচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যহরিদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবসুমান দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং নিউটন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅধঃগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবদান্যবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
[illegible] প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মডুর্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মডুর্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলা প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আদর করিবার [illegible] পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগোপাল মীনশ্বর
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টা গাড টাইম)

আপ — শনিবার ব্যতীত — শনিবার — অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	৩-১৬	১৫-১০	১৬ ১৬	১৭-৫৩	২২ ২৬	
দমদম	৪ ৫৮	৬ ৩০	৭ ২৮	১৩ ২৯			৫ ৫	২২-৩৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ২০	১৬ ৪৮	১৮-০১	১৯ ৩১	০-৫	
(বদল) ছাঃ			৯ ৩১						
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ১৩	৭ ৪০	১০ ৮	১৪ ৩০	১৭ ৩১	১৯-২৫	২০-৩০	১ ১০	
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭ ৪০		২০-৩০			
মহেশগঞ্জ "	৭ ৩৫	১০ ৫১	১৫-১৫	১৮-১৫		২১ ৫			
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮ ২৩		২১ ১৩			

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম "	১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	২ ৫৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন — শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬ ২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬ ৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৬৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫১	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ১০	৭-৪৯	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ					১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১২ ২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ .
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫৫
ছাঃ	১৫-৩১
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩০
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতাচার্য্য বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত [illegible] দেশ বিদেশের জনমণ্ডলীর পণ্ডিত ও মহাত্মা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের [illegible] ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথের সিদ্ধান্তের ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-ভক্তবর আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই পঠনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবাস মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অপূর্ব্ব কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'গরিমা'-নামক বিবৃতি অনুবাদ-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিজস্ব।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৮ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ৫ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৯শে মে, ইং ১৯৪১, সোমবার { ৬০-৬১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ ত্রিবিক্রম, সর্ব্বশিন সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীচিত্রকেতু

শূরসেনদেশে শ্রীচিত্রকেতু নামে এক ...র্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তাঁহার এক ...টি ভার্য্যা ছিল। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই ...নাই। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ...ং রূপে, গুণে ভূষিত হইলেও সন্তানাভাবে ...নর দুঃখে কালযাপন করিতেন। এত সম্পদ, ... ঐশ্বর্য্য, এত সম্মান এবং চারুলোচনা ...ত্নীগণ কেহই তাঁহার সম্যক্ প্রীতিবিধান ...রিতে পারেন নাই। একদা অঙ্গিরা ঋষি ...ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা ...কেতুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। ...কেতু মহর্ষি অঙ্গিরাকে প্রত্যুত্থান ও ...র্ঘ্যাদির দ্বারা যথোচিত পূজা করিয়া ...ভোজনাদি দ্বারা অতিথি-সৎকার করেন। ...ন্তর মহর্ষি অঙ্গিরা রাজার কুশল জিজ্ঞাসা ...রিলে পুত্রার্থী রাজা নিজ মনোব্যথা তাঁহার ...কট জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে যেমন স্রক্-চন্দনাদি ...প্রিয় বিষয়ও সুখ দিতে পারে না, সেইরূপ ...শ অপুত্রক ব্যক্তিকেও লোকপালগণের ...র্লভ সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্ও সুখ ...দিতে পারে না। অতএব হে মহাভাগ! ...তে আমি পুত্রলাভ করিয়া পিতৃ-...গণের সহিত দুস্তর নরক হইতে ত্রাণ লাভ করিতে পারি, আমার সেই উপায় বিধান করুন।"

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম-কৃপালু অঙ্গিরা ঋষি যষ্টি-যাগ সম্পন্ন করিয়া চিত্রকেতুর রাণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা কৃতদ্যুতিকে সেই যজ্ঞশেষ প্রদান করেন এবং বলেন,—"হে রাজন্! তোমার হর্ষ-শোকপ্রদ একটি পুত্র জন্মিবে।" অনন্তর কিছুদিন পর রাজার একটি পুত্র হইল। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা চিত্রকেতু ও তাঁহার প্রজাগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন। রাজা সানন্দে বিপ্রগণ দ্বারা কুমারের আশীর্ব্বাদবাণী পাঠ ও জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া বিপ্রগণকে স্বর্ণ, রজত, বসন, ভূষণ, গ্রাম, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি এবং ষাট কোটি ধেনু দান করিলেন। রাজা ও রাণী উভয়েই পুত্রকে অত্যধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। পুত্রবতী কৃতদ্যুতির প্রতি রাজার অধিক প্রীতি প্রকাশিত হওয়ায় অন্যান্য রাজপত্নীগণ নিজেকে ধিক্কার দিয়া নানাভাবে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কৃতদ্যুতির সপত্নীগণ তাঁহাদের প্রতি রাজার অনাদর সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইলেন এবং সকলে মিলিয়া ঐ কুমারকে বিষদান করিলেন। রাজমহিষী কৃতদ্যুতি সপত্নীগণের বিষদানরূপ মহাপাপ-কার্য্য জানিতে পারেন নাই। তাই তিনি বালককে নিদ্রিত মনে করিয়া গৃহে বিচরণ করিতেছিলেন। বালক অনেকক্ষণ যাবৎ নিদ্রিত আছে চিন্তা করিয়া তিনি ধাত্রীকে পুত্রটিকে লইয়া আসিতে বলিলেন। ধাত্রী শিশুটিকে প্রাণহীন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী ক্রন্দন শুনিয়া দ্রুত সত্বর পুত্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে সহসা মৃত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরবাসী নরনারীগণ সকলেই তথায় আগমনপূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কৃতাপরাধিনী সপত্নীগণও তথায় আগমনপূর্ব্বক কপটভাবে রোদন করিতে লাগিল। রাজা চিত্রকেতু পুত্রের এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুশ্রবণে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পথে পুনঃ পুনঃ পতিত ও স্খলিত হইতে হইতে সেই স্থানে আগমন করত মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই ব্যাকুল ক্রন্দনে পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল।

রাজাকে এইরূপ শোকসন্তপ্ত, হতচেতন ও অনাথ জানিতে পারিয়া নারদের সহিত অঙ্গিরা ঋষি সেস্থানে কৃপাপূর্ব্বক আগমন করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শোক দূর করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজেন্দ্র! তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, সে তোমার কে? তুমিই বা ইহার পূর্ব্বদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি? যদি বল, সে আমার পুত্র, আমি তাহার পিতা, তাহা হইলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের এই সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিল কি? এখনও কি আছে, না ভবিষ্যতে থাকিবে? স্রোতের বেগে বালুকারাশি যেমন একবার বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, আবার আসিয়া মিলিত হয়, তেমন প্রাণিগণও কালের নিয়মানুসারে একবার আসিয়া মিলিত হয়, আবার সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ধান্যাদি বীজ বপন করিলে তাহাতে কখনও অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, কখনও হয় না, সেইরূপ ভগবন্মায়া-প্রেরিত প্রাণিগণ কখনও পুত্রাদিরূপে পিত্রাদিতে জন্মগ্রহণ করে, কখনও করে না। সুতরাং এই বিনশ্বর সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নহে। ভগবান্ জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়াও বালকের মত অনভিপ্রেতভাবে নিরন্তর পরতন্ত্র বা স্বতন্ত্র-ভূত ভূতগণ দ্বারা পিতৃরূপে ভূতসকলকে সৃজন, রাজরূপে পালন, সর্পাদিরূপে ধ্বংস করিয়া থাকেন। সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে পরতন্ত্র ভূতাদির কর্তৃত্ব নাই, তবে তাহারা মায়া মোহবশতঃ কেবল কর্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকে।" তাঁহাদের মঙ্গলময় উপদেশ আশ্বস্ত হইয়া রাজা চিত্রকেতু বলিলেন, —"হে মহাপুরুষদ্বয়, পরমহংস-বেশে আত্মগোপনপূর্ব্বক সমাগত আপনারা দুইজন কে? দেখিতেছি, আপনারা অতিশয় জ্ঞান সম্পন্ন এবং মহৎ হইতেও অতিশয় মহৎ। আপনারা আমাকে জ্ঞানদানে সমর্থ। আমি গ্রাম্যপশুসদৃশ মূঢ়বুদ্ধি ও অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, আপনারা আমায় জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিউন।" তদুত্তরে অঙ্গিরা ঋষি বলিলেন,—"হে রাজন্, তুমি পুত্রকামনা করিলে তোমাকে যে পুত্র প্রদান করিয়াছিল, আমিই সেই অঙ্গিরা আর ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা-তনয় পরমপূজ্য নারদ ঋষি। তুমি ভগবদ্ভক্ত, শোক-মোহাদির দ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য নহ, এইরূপ বিচার করিয়া আমরা দুইজন শোককাতর তোমাকে কৃপা করিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। ভগবদ্ভক্ত তোমার শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। আমি যখন পূর্ব্বে তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম, তখনই তোমাকে পরম জ্ঞান প্রদান করিতাম কিন্তু তোমার অন্য বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রলাভে আসক্তি আছে জানিয়া তখন তোমাকে পুত্রই প্রদান করিয়াছি। এখন আপনি নিজেই পুত্রবান্-গণের ন্যায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন। হে শূরসেন! স্ত্রী, গৃহ, ধন এবং বিবিধ ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ ও শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়—এ সকলই অনিত্য। রাজ্য, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য ও বান্ধব ইহারা সকলেই ভয়, শোক, মোহ

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

[illegible] ক্ষণকাল [illegible], সেই ও ঐ কাবের ন্যায় তোমা ক্ষণস্থায়ী। অতএব তুমি শাস্ত্রের আশ্রয় পূর্বক তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ ও পরিণামে বা কোথায় যাইবে, এই বিষয় চিন্তা করিয়া এই অনিত্য সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ কর।'

অনন্তর বলিলেন, 'হে রাজন, তুমি সংযত হইয়া মৎপ্রদত্ত এই পরম মঙ্গলকর মন্ত্র গ্রহণ কর, যাহা গ্রহণ করিলে সপ্ত রাত্রির মধ্যে প্রভু সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করিতে পারিবে। স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত সর্প-ব্যাঘ্রাদির ভয়ের সম্ভাবনাবশতঃ জাগ্রত [illegible] ঐ সকল পদার্থ দর্শনে ভয় জন্মে, সেইরূপ অনাদিকালপ্রচলিত "দেহই আমি" এই অভিমান এবং দেহের সহিত সংযোগ বশতঃ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি আমার [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি অনর্থসমূহ চিন্তা করিবে না। পুত্রাদি পদার্থসকল কেবলমাত্র মানসিক রাগ-দ্বেষ-জনিত পুণ্যপাপেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব 'ইহা আমি', 'ইহা আমার' এইরূপ অহঙ্কার ও মমতারূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্বক সর্বান্তর্যামী ভগবান্ বাসুদেবে মন সমর্পণ কর।"

অনন্তর দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল বন্ধুবর্গের প্রত্যক্ষ গোচর করাইয়া বলিলেন,—"হে জীবাত্মন! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার শোকে অত্যন্ত পরিতপ্ত তোমার মাতা, পিতা, সুহৃৎ ও বন্ধুগণকে দর্শন কর। তুমি অপমৃত্যুতে মৃত হইয়াছ বলিয়া তোমার আয়ুষ্কাল এখনও অবশিষ্ট আছে। অতএব তুমি পুনরায় নিজ পরিত্যক্ত কলেবরে প্রবেশপূর্বক সুহৃদ্গণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পিতৃদত্ত রাজ্য শাসন কর ও রাজাসনে অধিষ্ঠিত হও।" তদুত্তরে মৃত রাজপুত্র বলিলেন—"আমি কর্মবশতঃ দেবতা, তির্যক্ ও নরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি। অতএব ইঁহারা আবার কোন্ জন্মে আমার মাতা-পিতা ছিলেন? এই অনাদি সংসার-প্রবাহের মধ্যে ক্রমশঃ সকলেই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু ও মিত্র হইয়া থাকে। যেরূপ ক্রয়বিক্রয়যোগ্য সুবর্ণাদি বস্তুসমূহ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে পর্যটন করিতেছে, সেইরূপ জীবও নানাবিধ জনক-জননীতে পরিভ্রমণ করিতেছে। পশ্বাদি জীবের সহিত অন্য জীবের নিত্যসম্বন্ধ দেখা যায় না। যে কাল পর্যন্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেইকাল পর্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি পুরুষের মমতা থাকে, সম্বন্ধ তিরোহিত হইলে আর মমতা থাকে না। পিতাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও জীব নিত্য। যেহেতু বস্তুতঃ দেহাদিই জন্মিয়া থাকে, জীবের জন্ম স্বীকার্য নহে। জীব নিরহঙ্কৃত অর্থাৎ 'আমি ইঁহার পুত্র' এইরূপ অভিমানশূন্য। জীব কর্মবশে যতকাল পর্যন্ত দেহাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে, তাবৎকাল পর্যন্ত সেই পিতার সেই পুত্র স্বত্ব বর্তমান থাকে। মরণের পর পিতার সম্বন্ধ বিগত হওয়ায় উক্তরূপ শোক নিরর্থক।"

রাজপুত্র এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে চিত্রকেতু প্রভৃতি তাঁহার বাক্যে বিস্মিত হইলেন এবং মৃতের দেহ দাহন পূর্বক মৃতোচিত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া শোক, মোহ, ভয় ও আর্তিপ্রদ দুস্ত্যজ স্নেহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীনারদ ও শ্রীঅঙ্গিরা ঋষির উপদেশ শ্রবণ করিয়া চিত্রকেতু গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে বহির্গত হইলেন এবং যমুনায় স্নান করিয়া দেব-পিতৃ তর্পণাদি সমাপন পূর্বক মৌন ও সংযতচিত্ত হইয়া নারদ ও অঙ্গিরাকে প্রণাম করিলেন। পরে নারদ সন্তুষ্ট হইয়া শরণাগত, জিতেন্দ্রিয় সেই ভক্ত চিত্রকেতুকে বহু উপদেশ প্রদান পূর্বক অঙ্গিরার সহিত ব্রহ্মার লোকে গমন করিলেন। চিত্রকেতুও কেবল জলপান করিয়া অতি সাবধানে নারদ কথিত সেই মন্ত্র যথোচিতরূপে সপ্তাহকাল জপ করিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সেই মন্ত্রপ্রভাবে দেবদেব অনন্তদেবের চরণান্তিকে গমনপূর্বক স্বপ্রভায় ভক্তগণ পরিবেষ্টিত প্রভু সঙ্কর্ষণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র চিত্রকেতুর অশেষ পাপ ধ্বংস হইল, অন্তঃকরণ নির্মল হইল, তিনি প্রেমাশ্রু সিক্তশরীর করিতে করিতে হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া অত্যধিক ভক্তিসহকারে আদিপুরুষ সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "হে অজিত, আপনি অন্য কর্তৃক অজিত হইলেও সাধুগণ কর্তৃক জিত অর্থাৎ তাঁহারা আপনাকে তাঁহাদের নিজের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে আপনি অত্যন্ত কারুণিক, নিষ্কাম ভজনকারিগণকে আপনি আত্মদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য আপনিও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনার দর্শনে যে মানবগণের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, ইহা কিছু অসম্ভব নয়। যেহেতু আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশ অর্থাৎ অধার্মিক চণ্ডালও সংসার হইতে মুক্ত হয়। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়াই আমার চিত্তের নিতান্ত পাপ ও রাগ-দ্বেষাদি অপসারিত হইয়াছে। আপনার ভক্ত নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা কখনও অন্যথা হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার উপদেশেই আমি আপনাকে পাইলাম। হে অনন্ত! এই সংসারে জনগণ যাহা আচরণ করে, তাহার কোনটিই অজ্ঞাত আপনার অবিদিত নহে। যেমন সূর্যসমীপে খদ্যোতের প্রকাশনীয় বস্তু কিছুই নাই, সেইরূপ সর্বদর্শী আপনার সমীপেও মাদৃশ জনগণের বলিবার কিছুই নাই, আপনি সবই জানেন।"

চিত্রকেতুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীসঙ্কর্ষণদেব কৃপাপূর্বক চিত্রকেতুকে বহু উপদেশ প্রদান পূর্বক অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান্ অনন্তদেব যেদিকে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার বিধান করিয়া আকাশমার্গে বহু বর্ষব্যাপী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার বল ও ইন্দ্রিয় অক্ষুণ্ণ ছিল। একদিন মহাযোগী চিত্রকেতু ভগবৎপ্রদত্ত দীপ্তিমান বিমানে আরোহণপূর্বক বিচরণ করিতে করিতে মুনিগণের সভায় সিদ্ধ চারণগণ-পরিবেষ্টিত মহাদেব পার্বতীকে ক্রোড়ে বসাইয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন এবং পার্বতীর সন্নিকটে [illegible] এইভাবে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ইনি সাক্ষাৎ লোকগুরু, দেহধারী জীবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ধর্মের বক্তা। কি আশ্চর্য! ইনি এই মুনিগণের সভাতে ভার্যার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সাধারণ গ্রাম্য নীচ জনগণও প্রায় গোপনে পত্নীকে ধারণ করিয়া থাকে আর এই মহাদেব তপস্বী হইয়াও সভামধ্যে পত্নীকে অঙ্কে ধারণ করিতেছেন।" অসীম জ্ঞানশালী মহেশ্বর চিত্রকেতুর বাক্য শ্রবণ করিয়াও ঈষৎ হাসিয়া নীরবে রহিলেন এবং তদীয় অনুচর সভ্যগণও তাঁহারই অনুসরণ করিলেন। চিত্রকেতু শিবের প্রতি শাসনবাচক এইরূপ বহু অনুচিত বাক্য বলিলে পার্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্রকেতুকে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিবার শাপ প্রদান করিলেন। এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া চিত্রকেতু বিমান হইতে অবতরণ পূর্বক প্রণতমস্তকে সতীকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—"হে অম্বিকে! আপনি যে আমাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমি শির অবনত করিয়া গ্রহণ করিতেছি। যেহেতু দেবগণ মানবকে তাঁহাদের পূর্বকর্মানুসারে সুখ বা দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব এই সংসারবনে ভ্রমণ করিতে করিতে সকল দেশে, সকল সময়ে প্রাক্তন কর্মফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।' চিত্রকেতু এইরূপে শঙ্কর ও পার্বতীকে প্রসন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শাপ-প্রদানেও চিত্রকেতু ভীত হইলেন না দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তখন শ্রীরুদ্র বলিলেন,—'হে পার্বতি! যাঁহারা শ্রীহরির ভৃত্যের ভৃত্য, বিষয়সুখে নিস্পৃহ, সেই চিত্রকেতু প্রভৃতি মহাত্মার মাহাত্ম্য কিরূপ তাহা দেখিলে ত? নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ মুক্তি ও নরককে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবানের মায়া হইতে জীবের দেহ-সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত সুখ-দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, শাপ ও অনুগ্রহ এই সকল দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে। এই উদারচেতা চিত্রকেতু সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং শান্ত্যাদিগুণযুক্ত। সুতরাং তাঁহার কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। পরমভক্ত চিত্রকেতু দেবীকে প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হইয়াও দেন নাই বরং দেবী-প্রদত্ত শাপ অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। সাধুদিগের লক্ষণই এইরূপ। সেই চিত্রকেতু দানবীশাপে অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ত্বষ্টার দক্ষিণাগ্নি যজ্ঞে উৎপন্ন হন এবং বৃত্রাসুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র ইতিহাস বিষ্ণুভক্তের নিকট শ্রবণ করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কোন সময় দেবরাজ ইন্দ্র নিজ পত্নী শচী সহ সুরসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধ চারণ-গন্ধর্বাদি এবং দেবতাগণের সম্মিলনে গঠিত বিরাট্ রাজসভা-মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন, এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র বিষয়মদে মত্ত হইয়া তাঁহাকে কোনরূপ সম্মান করিলেন না। ইহাতে বৃহস্পতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্যমদ অবগত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সভা পরিত্যাগ করিলেন। পরক্ষণে ইন্দ্র আপনার অন্যায় ব্যবহারের কথা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং তখনই ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য উঠিয়া গুরুদেবের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার এই গুরুঅবমাননাজনিত অপরাধে অচিরেই সুরলক্ষ্মী তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। দৈত্যগণ ঘোর যুদ্ধে দেবগণ সহ দেবরাজকে পরাজয় করিয়া সুরসিংহাসন অধিকার করিলেন। অবশেষে ইন্দ্র দেবগণসহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাদের অপরাধের জন্য তিরস্কার করিয়া ত্বষ্টৃতনয় দ্বিজবর বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া তাঁহার কৃপায় দৈত্যগণকে পরাজয় এবং সুরসিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। ত্বষ্টা-প্রজাপতির ঔরসে ও দৈত্যকন্যা রচনার গর্ভে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপ দেবগণের চিরশত্রু দৈত্যগণের ভাগিনেয় ছিলেন। এই বিশ্বরূপ বৃত্রাসুরের ভ্রাতা। বিশ্বরূপ ইন্দ্রের নিকট নারায়ণ-কবচ ও তাঁহার মাহাত্ম্যের কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। এই বিশ্বরূপের তিনটী মস্তক ছিল। একটির নাম সোমপীথ—ইহার দ্বারা তিনি সোমরস পান করিতেন, অন্যটির নাম সুরাপীথ—তাহার দ্বারা সুরাপান করিতেন; অপরটির নাম অন্নাদ—তদ্দ্বারা তিনি অন্নভোজন করিতেন। দেবগণ বিশ্বরূপের পিতৃপুরুষ বলিয়া বিশ্বরূপ প্রকাশ্যভাবে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক অর্পিত দেবগণের উদ্দেশে হবির্ভাগ প্রদান করিতেন। এদিকে দেবতাগণের যজ্ঞ করিতে করিতে বিশ্বরূপ মাতৃস্নেহবশতঃ মাতামহপক্ষীয় অসুরগণের প্রতি

শ্রুতি বিবরণ দেবতাদিগের দৃষ্টির অন্তরালে গুপ্তভাবে অসুরগণকেও যজ্ঞভাগ দিতেন। ইন্দ্র বিশ্বরূপের গোপনে অসুরগণকে যজ্ঞ-ভাগ প্রদানরূপ কপটধর্ম্ম জানিতে পারিয়া তাঁহার মস্তকত্রয় ছেদন করেন। তাঁহার সোমপীথ নামক মস্তকটী চাতক, সুরাপীথ নামক মস্তকটী চটকপক্ষী এবং অন্নাদি নামক মস্তকটী তিত্তিরী পক্ষী হইয়াছিল। বিশ্বরূপ নিহত হইলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে এইরূপে আহুতি দিলেন যে,—"ইন্দ্রশত্রো! বিবর্দ্ধস্ব" অর্থাৎ হে ইন্দ্রের শত্রো, তুমি বর্দ্ধিত হও। এস্থলে ইন্দ্রশত্রো পদে ইন্দ্রের শত্রু—ইন্দ্রশত্রু এই অভিপ্রায়েই ত্বষ্টা সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বরোচ্চারণ-দোষে ইন্দ্রই যাহার শত্রু এইরূপ উচ্চারণ হওয়ায় সেই যজ্ঞে ইন্দ্রের শত্রু না জন্মিয়া ইন্দ্রই যাহার শত্রু সেই বৃত্রাসুরের জন্ম হইল। বৃত্রাসুরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইয়াছিল। এই বৃত্রাসুর তপোবলে লোকসকলকে আবৃত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সসৈন্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রাদির দ্বারা আক্রমণ করিলে বৃত্রাসুর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহার প্রভাবে দেবতাগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা একমাত্র ভয়ত্রাতা ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। কেন না, ভয় নিবারণের জন্য ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও শরণাপন্ন হওয়া কুকুরের লাঙ্গুল অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টার ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়মাত্র। ভগবান্ দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অথর্ব্বপুত্র দধীচি মুনির নিকট তাঁহার দেহ প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সেই দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন।

দেবতাগণের সহিত বৃত্রাসুরের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। বৃত্রাসুরের সৈন্যগণ ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেও বৃত্রাসুর পশ্চাৎ-পদ না হইয়া একাকী নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধসময়ে বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলিতে লাগিল,—"হে ইন্দ্র! আমি তোমার শত্রু-রূপে অবস্থান করিলেও কি জন্য আমার প্রতি অমোঘ বাণ নিক্ষেপ করিতেছ না। তোমার এই বজ্র ভগবান্ শ্রীহরির তেজে ও দধীচি মুনির তপস্যায় অতিশয় তেজোযুক্ত হইয়াছে। তুমিও বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ। অতএব তুমি ইহা দ্বারা আমাকে বধ করিতে পারিবে। যেহেতু ভগবান্ শ্রীহরি যে পক্ষ অবলম্বন করেন, সেই পক্ষেই জয়, সম্পদ্ ও সন্তোষাদি গুণ অবশ্যম্ভাবী। আমিও তোমার বজ্রাঘাতে ইহলোক ত্যাগ করিয়া সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগণের গতিলাভ করিব। যাঁহারা ভগবানের প্রতি একান্তভাবে চিত্তসমর্পণ করেন এবং ভগবান্ যাঁহাদিগকে নিজজন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে সম্পদ্ আছে তাহা দান করেন না। কারণ, তাহা হইতে শত্রুতা, উদ্বেগ, মত্ততা, গর্ব্ব, কলহ প্রভৃতি হওয়ায় দুঃখ পাইতে হয়। ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তের মঙ্গলকামনায় তাঁহাদের ঐ সকল জড় সম্পদ্ প্রদান করেন না, উহাই ভগবানের কৃপা। এতাদৃশ ভগবৎকৃপা একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য, বিষয়াবিষ্ট জনগণের ইহা দুর্ল্লভ। অতএব হে ভগবন্, যাঁহারা তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, আমি যেন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তোমার সেই দাসগণের দাস হইতে পারি এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের গুণাবলী শ্রবণ, কীর্ত্তন ও সেবা করিতে পারি। আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, এমন কি, মোক্ষপ্রাপ্তিও ইচ্ছা করি না। অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া কোন্ সময় স্তন্যপান করিবে তজ্জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেরূপ প্রবাসী পতির দর্শনে অভিলাষ করে, আমার মনও সেইরূপ একমাত্র তোমাকেই দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। দেহ, পুত্র, দারাদির সহিত অনাসক্ত হইয়া যেন তোমার ভক্তের সহিত মিত্রতা লাভ হয় ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৃত্রাসুর তখনও বলিল,—"যুদ্ধে জয় পরাজয়ের একমাত্র হেতু সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্। মূঢ় ব্যক্তিগণ তাহা না জানিয়া নিজেকেই জয় পরাজয়ের হেতুকর্ত্তা মনে করে। বস্তুতঃ সমস্তই ভগবদধীন। তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্রতা আর কাহারও নাই। পুরুষ, প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি সমস্তই ভগবানের অনুগ্রহেই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহাকে জানিতে না পারিয়াই অনীশ্বর জীব আপনাকে ঈশ্বর বা ভোক্তা বলিয়া মনে করে। ভগবান্‌কে জানিতে পারিলেই জীব সুখ-দুঃখ-ভয়াদিতে অভিভূত হয় না।" এই প্রকার ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে উভয়েই পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলশালী বৃত্রাসুর সবাহন ইন্দ্রকে উদরস্থ করিয়া ফেলিলে নারায়ণ-কবচবলে ইন্দ্র নিজেকে রক্ষা করেন এবং বহুকষ্টে বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করেন। তৎকালে বৃত্রের দেহ হইতে আত্মজ্যোতিঃ নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্থাৎ পার্ষদ-দেহ প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বদেবগণের সম্মুখে লোকাতীত ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে প্রাপ্ত হইলেন।

গৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"মহাভাগবত গুরু আচার্য্যলীলা করিবার কালে স্বয়ং শাস্ত্রবিধি আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দিলেও তিনি যে স্বরূপতঃ পরম স্বতন্ত্র, সেটী ভুলিলে চলিবে না। মহারাজ চিত্রকেতু দেবগণের প্রকাশ্য সভায় মহেশ্বরের উমাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া অবস্থান করাকে গর্হণ করিয়াছিলেন। মহাদেবের ব্যক্তিগতভাবে ঐ কার্য্য যে দোষাবহ, তাহা চিত্রকেতু বলেন নাই। তবে মহাদেব- জগদ্‌গুরু, তিনি কেন ঐরূপ অন্যায় আদর্শ জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া জনগণকে ভ্রান্তিগর্ত্তে পতিত হইবার অবকাশ দিতেছেন, ইহা তাঁহার আচার্য্যোচিত কার্য্য নহে, ইহাই চিত্রকেতুর পূর্ব্ব বিচার ছিল। চিত্রকেতুর এই ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া উমা তাঁহাকে শাপ দিলেন। মহাদেব—পরমহংস—বিধি-বাধ্য নহেন। তাঁহাকে শাসন বা তাঁহার কার্য্যের কোন সমালোচনা করিতে হইবে না। চিত্রকেতু যেখানে উমার শাপ ভগবদিচ্ছা জানিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলেন—ইহাই অধোক্ষজে প্রপন্ন শুদ্ধ ভক্তের বিচার। চিত্রকেতু ত' স্বয়ং মহাভাগবত। মহাদেব যে সঙ্কর্ষণের অংশ কলা শেষদেবকে স্বীয় ইষ্টদেবজ্ঞানে কণ্ঠে ধারণ করেন, চিত্রকেতু সেই সঙ্কর্ষণেরই উপাসক। তিনি কেন বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে গেলেন? তিনি কি শম্ভুর পরমহংসত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই?

প্রকৃতপক্ষে চিত্রকেতুর দর্শনে প্রমাদ হয় না। মহাভাগবতের এই সকল লীলা আমাদের মত ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবার জন্যই। যদি তাঁহারা সকলেই নিন্দার আচরণ দেখান, যদি নিজেই দোষের অভিনয় করিয়া সেই দোষের পরিণাম, দোষক্ষালনের উপায় প্রভৃতি শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে আমাদের স্বভাবগত দোষসমূহ সংশোধিত হয় কিরূপে?"

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন,—"চিত্রকেতুর অভিপ্রায় সাধারণের দুর্জ্ঞেয়। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, বৈষ্ণবপ্রবর শিব ঈশ্বর, অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষ। (বাহ্যে) দুষ্টাচার সত্ত্বেও ইঁহার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু অনভিজ্ঞ জন (বুঝিতে না পারিয়া) ইঁহার নিন্দা করিবে এবং দক্ষ-প্রজাপতির ন্যায় নিন্দাজনিত অপরাধে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, অতএব আমি হইতে যদি ইঁহাকে সদাচারে স্থাপন করিতে পারি (অর্থাৎ আমার বাক্যে যদি ইনি বাহ্যে সদাচার প্রদর্শন করেন), তাহা হইলে লোকের মঙ্গল হইবে। আবার বিষ্ণুই একমাত্র পরমেশ্বর, সুতরাং তিনিই ভদ্র ও চরিত্রবান এবং রুদ্রই দুরাচার-বশিষ্ট এইরূপ শিবনিন্দাও ইঁহার (চিত্রকেতুর) উদ্দেশ্য নহে, অতএব "কঠোরভাষী হইলেও সর্ব্বলোকের মঙ্গলেচ্ছু চিত্রকেতু—হরিভক্ত, অতএব তাঁহার প্রতি আমি ক্রোধ করিতে পারি না" —পরমপূজ্য শিবের এই প্রকার অভিপ্রায় জানিয়া সভাসদ্‌বর্গ তাঁহার প্রতি (চিত্রকেতুর প্রতি) ক্রুদ্ধ হন নাই। পরন্তু তাঁহারাও শিবের ন্যায় মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। চিত্রকেতুর শিবনিন্দা করাই যদি অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে সভাসদ্‌গণ কর্ণাচ্ছাদন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন, জানিতে হইবে।

(চিত্রকেতু বলিলেন—) অভিশাপের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হইবে না, কেননা আমি মহাদেবের প্রতি এবং আপনার প্রতিও কোন অপরাধ করি নাই। নিরপরাধ আমাকে যে আপনি শাপ প্রদান করিলেন, তাহাতেও আপনার কোন দোষ নাই, যেহেতু পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে দেবতাগণের দ্বারাই আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভক্তের পক্ষে দৈববশতঃ আপনাকে এইরূপ বুদ্ধি যুক্তিযুক্ত, বস্তুতঃ ভাতপ্রেম ভক্তের সম্বন্ধ কোথায়? [illegible] জীব [illegible] পূর্ব্বেই তাঁহার [illegible] শাস্ত্রে ভক্তগণের শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আছে, ভক্তের কর্ম্মাদির কখনই হইতে পারে না, তাঁহার শাপ, অনুগ্রহ, স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকাদি সমদর্শিস্বরূপ মহাবল প্রদর্শনার্থ, বিদ্যাধরাধিপের [illegible] কুপথ্য দূরীকরণার্থ, [illegible] এবং বৈষ্ণব স্বীয় [illegible] মহানন্দ [illegible] প্রদানার্থ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ স্বয়ংই দেবীর হৃদয়ে [illegible] শাপ প্রদান [illegible] চিত্রকেতুর প্রতি সেইরূপ বিচার তুল্য আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

(শিব পার্ব্বতীকে বলিলেন,—"হে দেবি,) চিত্রকেতু ও [illegible] ভগবান্ [illegible] ভক্ত [illegible] অতএব চিত্রকেতু [illegible] বানের [illegible] প্রিয়। [illegible] বক্তা [illegible] অতএব চিত্রকেতু ও আমি— উভয়েই [illegible] সমভাবে [illegible] প্রাপ্ত আধুনিক দেহ বর্ত্তমান থাকায় [illegible] ভ্রান্তি হইয়া থাকে, [illegible] আনন্দেরই পুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব তুমি তাঁহার প্রতি [illegible] ক্রোধান্বিতা হইয়াছ।

(আমাদের উভয়ের রহস্যালাপ এই প্রকার,—শিব বলিয়াছেন,—হে চিত্রকেতু,) তুমি সকলের নিকট আপনাকে নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক ভক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছ, আর [illegible] সহস্র বিদ্যাধরীর

সহিত রমণ করিতেছ, তাহাতে তুমি কপটী হইতেছ, আমি কিন্তু বাহ্যে আপনাকে স্ত্রী-লম্পটরূপে (সাধারণের নিকট) প্রকাশিত করিয়া নিরন্তর নিষ্কপটতার পরিচয় দিতেছি। তুমি ভক্ত প্রদর্শন করিতেছ, আর বিষয়ভোগ গোপন করিতেছ, আমি কিন্তু তাহার বিপরীত,-এই প্রকার আমাদের উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ সভ্যগণের নিন্দা। (কে পারিতি,) যদি তুমি আমাদের অপরাধ না হও, তাহা হইলে অন্ত এইরূপ নন্দোক্তি। বিষয় বন্ধুর সহিত অপর বন্ধুর রহস্যালাপ) রসাস্বাদ হইতে পারিবে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

সাধুগণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, ইহা দৃঢ়ভাবে নিজ সম্বন্ধে অধিকার জানিয়া তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য নিষ্কপট সঙ্কল্পনে কাঁদিতে হইবে। সঙ্কল্প না থাকিলে ক্রন্দন আসে না। শ্রবণই পাষাণ হৃদয়কে দ্রব করে, চিত্তকে নির্মল করে, কামাদি কষায় বা পুরুষাভিমানকে ধ্বংস করে। স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইবার পথে শ্রবণই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। কীর্তন-মুখে শ্রবণই কার্যকরী হয়। সেই পেশিপীত্যময় শ্রবণই জীবকে কৃপার কাঙ্গাল করায়। অর্পিত হওয়ার পর যে শ্রবণ, সেই শ্রবণের ইহাই ফল। এইরূপ শ্রবণে ভগবানের সুখ হয়— আমার সুখ নয়। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ বা বন্দনে ভগবানের সুখ হইলেই ভাল। আমার শ্রবণ করার ফলে কৃষ্ণ সুখ পাইতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া যে শ্রবণ, তাহাই সুষ্ঠু শ্রবণ। শ্রবণ কীর্তন স্মরণের ফলটা কৃষ্ণ পাইতেছেন, আমি নয়।

যিনি শ্রবণীয় বিষয়গুলি নিজ জীবনে পালন করেন, তিনি নীরাগ। তাঁহার কথায় প্রাণ আছে। সেই কথা পাথরে দাগ বসানর মত হৃদয়ে দাগ বসাইয়া দেয়। তাঁহার কথায় মৃতসঞ্জীবনী আছে। তাঁহার কথা জীবের জড়তা ছাড়াইয়া জীবকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। প্রথমে নীরাগ শ্রবণগুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপরে নিজে নীরাগ হইয়া কীর্তন করিতে হইবে। অপ্রাকৃত বুদ্ধির সহিত— দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করিলে—দম্ভ, কুটিলতা ত্যাগ করিয়া শ্রবণ করিলে অনর্থ ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে।

শ্রবণ করার নাম শিষ্য হওয়া। শ্রবণের সহিত যদি শ্রদ্ধা-যুক্ত বিশ্বাস থাকে, তবেই শ্রবণ হয়। কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ না বিস্তারিত হয়। শ্রদ্ধা ... পবিত্র-মুখ, হরি দর্শন, সূক্ষ্ম অনুগ্রহ ... বৃদ্ধতত্ত্ব লাভ করিতে পারে।

বিষয়বিগ্রহ নিত্যানন্দের কার্য্য কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা, তাঁহার আশ্রয়-জাতীয় অভিমান। মধুররস ব্যতীত নিখিল সেবকগণের গুরু-নিত্যানন্দ। সেবা ব্যতীত আর কিছু তিনি করেন না। আশ্রয়বিগ্রহ গুরু আর আশ্রয়াভিমানী নিত্যানন্দ একই বস্তু। তবে আমার গুরুদেব কাঞ্চনা জীবন নহেন, ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুদেব সেবকজাতীয় কৃষ্ণ, তিনি বিষয়বিগ্রহ নহেন। শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণ, দীক্ষাগুরুও কৃষ্ণ। বৈষ্ণবমাত্রেই গুরু। কৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির বৈভব বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস। আমার গুরু কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ। গুরুর সেবকমাত্রই মাত্র। শ্রবণগুরু দ্বিবিধ—সরাগ ও নীরাগ। নীরাগ গুরুর উপদেশ পাথরের দাগের মত কাটিয়া বসিয়া যায়, আর উঠে না। সরাগ গুরুর নিজের বিশ্বাস অল্পতাহেতু কম, এই তাঁহার উপদেশ ভক্তের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। তাঁহার নিজের আচরণের অভাব, তিনি সাধুগুরুর উপদেশ নিজ জীবনে পালন করেন না, তাই তাঁহার উপদেশ পাথরে দাগের মত কার্য্যকরী হয় না। নীরাগ শ্রবণগুরুর উপদেশ ধর্মার্থকামমোক্ষাভিসন্ধি কষায়কে পোড়াইয়া ফেলে। কিন্তু সরাগ বক্তা জোনাকী পোকার মত, তাই তাঁহার সঙ্গের দ্বারা হৃদয় নির্মল হয় না। নীরাগ শ্রবণ-গুরুর অন্যাভিলাষ নাই। তাঁহার সঙ্গ করিলে অন্যাভিলাষ নষ্ট হয়। সুতরাং নীরাগ শ্রবণ-গুরুর নিকটই শ্রবণ করিতে হইবে।

সর্বক্ষণ সজাগ থাকিতে হইবে। একটু অন্যমনস্ক হইলেই সর্বনাশ। সেই ফাঁকেই মায়া আসিয়া ধরিবে। মন সর্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা না করিলে মনে কৃষ্ণেতর অসচ্চিন্তা আসিবেই। মন যদি পৃথিবী-ভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, অসচ্চিন্তাতেই মগ্ন থাকে, তাহা হইলে হরিভজন হইবে না। সর্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান করা দরকার। অভাববোধ না হইলে অনুসন্ধান স্পৃহা জাগিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরই Thakur Bhakti Vinode Research Institute অর্থাৎ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগারের শিক্ষার্থী হওয়া আবশ্যক। Research করিতে হইলে তন্ময়তা দরকার। অলস ও অন্যমনস্ক হইয়া Research হয় না। এই জগতেই এই কথা। সুতরাং বাস্তবসত্যের Research অর্থাৎ কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে হইলে যে সর্বক্ষণ খুব alert, খুব attentive হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অভিনিবেশ বা ঐকান্তিকতা না আসিলে কি সৎ, কি অসৎ কোন বিষয়েই উন্নতি করা যায় না। যে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে হইলে মনঃসংযোগ বিশেষ আবশ্যক।

কৃষ্ণ কাঙ্গালকেই চান, সর্বস্বকেই তিনি আকর্ষণ করেন। কাঙ্গাল বড় সুন্দর। শ্যামসুন্দর কৃষ্ণই তাঁহার সর্বস্ব। যিনি কৃষ্ণছাড়া আর কাহাকেও চান না, কৃষ্ণ তাঁহাকেই চান। আমি সকলের চেয়ে ছোট, আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদধূলি— এইরূপ দীনতা থাকিলেই কৃপা পাওয়া যায়। জড়াভিমানী দাম্ভিক কখনও কৃপা পায় না। কৃপার জন্য সর্বক্ষণ কাঁদিতে হইবে। সর্বক্ষণ কাতরভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্পষ্ট স্পষ্টভাবে হরিনাম করিতে হইবে। হরিনামেই সর্বসিদ্ধি হইবে। শ্রীনামের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা বা রুচি হয়, তিনি শীঘ্রই কৃষ্ণসাক্ষাৎকার পান। যেখানে শ্রীনামে রুচি নাই, হরিকথায় শ্রদ্ধা নাই, সাধুসঙ্গের জন্য আগ্রহ নাই, সেখানে কোটিজন্ম অর্চন বা সেবার আড়ম্বর দেখাইলেও কিছুই হইবে না। হরিনামের মধ্যেই সব আছে। হরিনামের বা হরিনাম-সেবকের অযোগ্য সেবকাভিমানিক বুদ্ধি না হইলে শ্রীনাম-সেবা হইবে না। দেহাত্মবুদ্ধি থাকিলে হরিনাম হইবে না। যেখানে দেহে আত্মবুদ্ধি, গেহে আপনবুদ্ধি বা মমতা, সেখানে 'আমি কৃষ্ণের দাস' এই অভিমান কি করিয়া থাকিবে? দেহাত্মবুদ্ধি বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ যাঁহার নাই, এরূপ সাধুর সঙ্গ করিলে দেহাত্মবুদ্ধি ঘুচিয়া 'কৃষ্ণের দাস' অভিমান লাভ হইবে। শ্রীনামের দাসই শ্রীনামের সেবা করিতে পারে। যেখানে দাস-অভিমানই নাই, সেখানে আবার দাস্য কোথায়?

কৃষ্ণের কর্তৃত্বে বিশ্বাস থাকা চাই, তাঁহার উপর নির্ভরতা আশা চাই। ইহাই চেতনের ধর্ম। সবই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয়— ইহা সর্বক্ষণ মনে রাখা চাই। এ জগতে বা পরজগতের মালিক বা ভোক্তা কৃষ্ণ ছাড়া আর কেহ নাই। প্রত্যেক জিনিষ বা ব্যাপার কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার নিকট আসিয়াছে ও আসিতেছে, ইহা জানা দরকার। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হইতেছে, তিনিই কর্তা—এই বিশ্বাস যেন সর্বক্ষণ থাকে, নতুবা অসুবিধা হইবে। রোগ, শোক, মৃত্যু, ভয় সবই কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই হইতেছে। কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। জীব হেতুকর্তা হইলেও ভগবান্‌ই প্রযোজককর্তা। যে করায় সে প্রযোজককর্তা, আর যে করে, সে হেতুকর্তা। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

তব ইচ্ছামত জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ-সুখ-সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশা মাত্র জীব করে তব ইচ্ছা ফলে॥
তুমি ত' মারিবে যা'রে,
কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছা মতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ, শোক, মৃতি ভয়,
তব ইচ্ছা মতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্॥

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহ-আবির্ভাবতিথি-পূজা

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা, কাশী শ্রীসনাতন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব নিরন্তর শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ-মুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীমঠসেবক শ্রীপাদ গদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী প্রভুর মুখগায়কত্বে দশাবতারস্তোত্র ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করা হয়। সমস্ত দিন শ্রীমঠসেবকগণ দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীপাদ গদাধর-চৈতন্য প্রভুর মূলগায়কত্বে সুমধুর স্বরে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ব্রজবাসী প্রভু শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পর দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পুনরায় বেলা ১০ ঘটিকায় বিভিন্নপ্রকার দ্রব্যসম্ভারে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইলে পর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীপাদ গদাধর-চৈতন্য প্রভু ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের বিষয় কিছুক্ষণ আলোচনামুখে বলেন যে, আমরা ভজনের পথে—ভক্তির পথে যে সমস্ত বিঘ্ন ও অসুবিধা দেখিতে পাই তাহা হইতে একমাত্র শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় উদ্ধার পাইতে পারি। সুতরাং আমরা আজ তাঁহারই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ অভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনায় ব্রতী হইলাম এবং চিরকাল যেন হইতে পারি ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা ইত্যাদি বহু কথা আলোচনা করেন। পরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও কাঙ্গালী প্রভৃতি সহ দেড় শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ওাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শীতবিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজ [illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউভাবা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবান্ধববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবাল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপুরা
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীএগরসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাট
সেবক—শ্রীসুশীলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ মঙ্কবাধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং নিউটন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউন্‌স্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅশ্বঘগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসাগর দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিভিন্ন আলোচনা ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। শ্রবণ আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিফলটীকা মধ্যে ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ৵১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। ভাগবত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সাংখ্যদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২ নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্লড্স্ ।৵০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৯৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৭। গীতাবলী ৵১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রপ্রমাণমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া ইহার আদর্শ সম্পাদকত্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে শ্লোক-সূচক গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিলে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
				শনিবার	অন্য দিন			
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৯-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫০	২২ ২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	...	.	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	...	.	৯-০৯	...	...			...
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০ ৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১ ১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

						শনিবার ব্যতীত		
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৯	১৭-১৪	১৯-২৬	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১ ৭-১০		৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৩৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০ ৭-৪৬		৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. . .		. .	.	১৫-৫৬	১৭-৪২		....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-১	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬ ৯-২১		১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-২
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-০৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৬

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্‌-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিহারী'র অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সর্ব্বদেশ সর্ব্বত্র প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জন যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা।

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:o:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাগায়, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অভিনব
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:o:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, ২০শে মে ১৯৪১, মঙ্গলবার [৬২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::[o]::——

'মেকলা' ডুবির বিবরণ

বরিশাল-পটুয়াখালি এক্সপ্রেস ষ্টীমার "মেকলা" ডুবি সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের প্রচার-বিভাগ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে :—

"বরিশাল পটুয়াখালী এক্সপ্রেস ষ্টীমার "মেকলা" অন্যান্য দিনের ন্যায় গত ২৮শে এপ্রিল বিকাল ৬টায় সময় বরিশাল হইতে রওনা হয়। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে বাউফল থানার অধীন বগা ষ্টেশন অতিক্রম করিবার পর উহা এক আকস্মিক ঝটিকার মধ্যে পতিত হয়। যদিও নোঙ্গর ফেলা হইয়াছিল, তথাপি ঝড়ের এক আকস্মিক ঝাপ্টায় ষ্টীমার কাত হয় ও ডুবিয়া যায়। ঐ সময়ে ভাঁটা ছিল। তথাপি ষ্টীমারের অর্দ্ধাংশ জলের নীচে পড়ে। ঐ সময়ে জাহাজে মোট ৫৩জন লোক ছিল; তন্মধ্যে দুইটি শিশু, ২৯জন লস্কর ও একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেওয়ার আরোহীদের মধ্যে পটুয়াখালীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইউ কে ঘোষাল আই সি, এস এবং বাউফল থানার সাবইন্সপেক্টর ছিলেন। ৫জন খালাসীকে এখনও পাওয়া যাইতেছে না। তন্মধ্যে দুই জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে এবং সনাক্ত হইয়াছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেওয়ারও মারা গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৫জন আরোহী (সম্ভবতঃ আরও একজন) মৃত বলিয়া বিদিত। ৩২ জন জীবিত বলিয়া সঠিক-ভাবে হিসাব করা হইয়াছে। পটুয়াখালী হইতে পুলিশ ২৯শে এপ্রিল প্রাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জলমগ্ন জাহাজের এবং মৃতদেহসমূহের ভার গ্রহণ করে। ঐ দিন অপরাহ্ণে বরিশাল হইতে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিশ তথায় পৌঁছিবার পর হইতেই জীবিত ব্যক্তিদের সন্ধান করিতে এবং মৃতদেহসমূহ সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করে। পটুয়াখালীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, যিনি ঐ ষ্টীমারে ছিলেন, তিনিও জীবিত ব্যক্তিদিগকে গণনা করিতেছেন। ঐ অঞ্চলে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কেহ কোন মৃতদেহ দেখিতে পাইলে যেন কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়। কালেক্টর ঐ জাহাজের আরোহীদের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদিগকে তাঁহাকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি এবং এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ভাঁটার সময়েও জাহাজের ধ্বংসাবশেষের অধিকাংশ জলের নীচে থাকে বলিয়া উহা হইতে মৃতদেহ বাহির করা সম্ভবপর নহে। ২৯শে এপ্রিল বেলা ৭৷৮টার সময় জীবিত আরোহীদের মধ্যে ৯জন এক নৌকাযোগে পটুয়াখালী পৌঁছিলে তথায় জাহাজডুবির সংবাদ সর্ব্বপ্রথম পৌঁছে। উহার অল্পক্ষণ পর বরিশাল হইতে মেল ষ্টীমারে অপর কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত হন। ঐ ষ্টীমার মেকলার জীবিত আরোহীদের মধ্যে যাহারা অন্য উপায়ে পটুয়াখালী কিম্বা অন্যত্র যায় নাই, তাহাদের সকলকে উঠাইয়া লয়। ঝড়ের ফলে বগা, পটুয়াখালী ও বরিশালের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় ২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণে টেলিগ্রাফের সংযোগ পুনঃ স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষে টেলিগ্রাম প্রেরণ সম্ভবপর ছিল না।

নানাস্থানে ঝড়বৃষ্টি

গত ১৩ই মে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় ডেরাইস্মাইলখাঁর উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ইহার পরেই তুমুল বৃষ্টি হয়, বহু পথ-ঘাট ডুবিয়া যায়; কাঁচা মাটির ঘর গলিয়া যায়, কয়েক জায়গায় টেলিগ্রাফের খুঁটি ও গাছ পড়িয়া যায়। ডেরাইস্মাইলখাঁ ও ডেরিয়াখাঁর মধ্যবর্ত্তী সাময়িক ডাকগাড়ী চলাচল স্থগিত থাকে। ১৫ই মে তারিখে দিনাজপুরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অনেক গাছ উৎপাটিত হইয়াছে অনেক চালা ও টিনের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। আম ও পাটের দারুণ ক্ষতি হইয়াছে। কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত ১৫ই মে হইতে ৬ সপ্তাহ যাবৎ বসিরহাটের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি আদৌ হয় নাই। ফলে চাষ-আবাদের কাজ সম্পূর্ণ স্থগিত ছিল। গত ১৩ই ও ১৪ই মে সেখানে প্রবল বারিপাত হইয়া গিয়াছে। অল্প পরিমাণে শিলাও পড়িয়াছিল। এই বৃষ্টির ফলে চাষ-আবাদের খুবই সুবিধা হইয়া গিয়াছে। আউশ ধান্য ও পাটের বীজ ছড়ান আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টির পরিমাণ ৩ ইঞ্চি।

নলকূপ স্থাপন

কলিকাতায় বর্ত্তমানে জল সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট হইলে অন্য কি প্রকারে জল সরবরাহ করা যাইতে পারে গবর্ণমেন্ট কিছু-কাল যাবৎ তাহা আলোচনা করিতেছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া বিভিন্ন সম্মেলনে এই সমস্যাটির আলোচনা হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, টালার জল সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলেও যাহাতে অন্য উপায়ে সহর-বাসীদের জল সরবরাহ করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তদনুসারে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় সহরের যে সকল অঞ্চলে ভূগর্ভে পয়ঃপ্রণালী নাই, তথায় ৫০০টি অগভীর নলকূপ (প্রায় ৭০ ফুট গভীর) এবং যে সকল অঞ্চলে ভূগর্ভে পয়ঃপ্রণালী রহিয়াছে তথায় দুই হাজার নলকূপ (প্রায় ২৫০ ফুট গভীর) বসানো হইবে। পরিদর্শনের ব্যয় ব্যতিরেকেই ইহাতে আনুমানিক ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

পকেটমারের শোচনীয় মৃত্যু

গত ১৬ই মে সকালে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা গ্রামের নৈয়ম শেখ নামক জনৈক পকেটমার কেন্দুয়া কালীবাড়ী ষ্টেসনের নিকট চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িয়া শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গত ১৩ই মে সকালে মঁইশাবাড়ী বাজারে একজন লোকের পকেট হইতে চুরি করিবার সময় সে কাদিগাঁওর ইউনিয়নের দফাদার কর্তৃক ধৃত হয়। পরদিন ভোরের ট্রেনে তাহাকে জামালপুর থানায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ট্রেন বাউসী ষ্টেসন হইতে ছাড়িলে সে মনস্তাপের আতিশয্যে গাড়ীর পায়খানায় প্রবেশ করে এবং সেখানকার কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার ভিতর দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়ে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের টোলের ভূতপূর্ব প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের প্রৌঢ় গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল ... দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ... বিরাট ... অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রসহ বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ ... পঞ্চম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও ... বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, ... ভূমিকা ও সূচীসহ ... নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন নাগ এম এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। ... বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
দশম স্কন্ধ—	৯৲
২। ভাষ্যযুক্ত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯। জৈবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮। ভাদশ আলবর	॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক	।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৶০
২২। ভজন রহস্য	॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)	১৲
২৬। গীতার কেবল মাধবভাষ্য	॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)	
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫। গীতমালা	⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	৵০
৪১। গীতাবলী	⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫। নবদ্বীপশতক	⁄১০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক	⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ	⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী	⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬৯। সাধ্যসাধনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ	॥০
৭১। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২ নামভজন	⁄০
৭৩। বেদান্ত ইট্স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি	।০
৭৪। বিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্	।৶০
৭৫। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ দুইং	⁄০
৭৮। দি ভাগবত	।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	২৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫। সাধনপথ	॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৮৭। গীতাবলী	⁄১০
শরণাগতি	⁄০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥০

তামিল অক্ষরে প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি	॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণাম এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৯ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২০শে মে, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৬২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে হরিকথা

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীধামে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীধামবাসী ভক্তগণের নিকট অনর্গল হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন।

গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে মঙ্গলময় উপদেশ ও বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুও শ্রীধামে অবস্থান করিয়া অধিকাংশ সময়েই হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ২৭ই শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে নিয়মিত-ভাবে হরিকথা আলোচিত হইতেছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব-দিবস অপরাহ্নে শ্রীযোগপীঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশনের একটী মহতী সভায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিকট প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল যাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সহজ সরল শিক্ষা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

গত ১৫ই মে, ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার গৌরপার্ষদ শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনমুখে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর আচার্য্যত্ব ও অসমোর্দ্ধ মহিমা বিষয়ে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় অতিসুন্দরভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত হন। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে দুই শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসবে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-তিথিপূজা

গত ২৭শে বৈশাখ শনিবার গৌর-চতুর্দ্দশী-তিথিতে কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে মঠসেবকগণ উপবাসী থাকিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রত পালন করিয়াছেন।

উক্ত দিবস ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর আরতি ও ভোগরাগাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রাতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরে "উদিল অরুণ পূরব-ভাগে" পদটী কীর্ত্তনসহকারে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও অবশেষে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত শ্রীনৃসিংহস্তব পাঠ ও আলোচনা হয়। তারপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতার-স্তোত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে "যশোমতী-নন্দন" গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে হরিকথা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব, বি-এ মহোদয় গত ৭ই মে বুধবার শ্রীহরিবাসরতিথিতে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী দুই দিবস তথায় অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া মঠসেবকগণকে সর্ব্বপ্রকার সেবায় উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন,—"আমরা যখন যে অবস্থায় থাকি, তাহাই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অনুকম্পা বলিয়া মানিয়া লইতে পারিলে একদিন না একদিন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা দূর করিয়া আমাদিগকে নিজপাদপদ্মে স্থান দিবেন। ভজনের পথে তাঁহারা আমাদিগকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাঁহাদের কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মঠসেবকগণ সর্ব্বক্ষণ পরস্পর মিলিত হইয়া কেহ কাহারও দোষদর্শন না করিয়া গুরুবর্গের আনুগত্যে অবস্থানপূর্ব্বক সকলে উপাস্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে আমরা নিত্যমঙ্গললাভ করিতে পারিব। তাহা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের দোষ দর্শন করিলে মৎসর হইলে কোনদিন আমরা ভজনে অগ্রসর হইতে পারিব না, সেবায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আমরা চিরদিন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বিরহ ও উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িব। যত দোষ সব আমার নিজের। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যাঁহাকে মঠসেবকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে অজ্ঞতা বা অন্য কারণে পক্ষান্তরে শ্রীগুরুবর্গকেই অনাদর করা হয়। সুতরাং দোষ [illegible] সর্ব্বপ্রকারে নিজের দোষ মানিয়া লইয়া তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে মঠসেবকগণের অনেকের মধ্যে দাম্ভিকতা ও মৎসরতা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, কেহ কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে চায় না, প্রত্যেকেই [illegible] এক একজন নেতা। ইহা [illegible] অত্যন্ত অন্যায়। তাহা [illegible] দূর করিবার জন্য [illegible] শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে [illegible] জানাইতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা [illegible] থাকিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ [illegible], হরিনাম অথবা হরিসেবায় লাগিয়া থাকিতে হইবে। প্রত্যেকেই যদি আদর্শ জীবন হয়, তাহা হইলে আর সেবায় বিশৃঙ্খলা হইতে পারিবে না।" তথা হইতে ৯ই মে প্রাতে ভক্তিশাস্ত্রীজী গয়ায় গমন করেন।

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

---শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৫

প্রতিবিম্ব-নামাভাস

[illegible]

শাস্ত্রে অনেকস্থানে [illegible], বৈকুণ্ঠনাম, [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। এই আভাস দুই প্রকার—স্বরূপ-আভাস ও প্রতিবিম্ব-আভাস। স্বরূপ-আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশিত, যথা—মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্প কান্তি দ্বারা স্বপ্রকাশ। প্রতিবিম্ব-আভাসে স্বরূপের বিকৃতভাব অন্যাকারে ভাসিত হয়। জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক উচ্ছ্বসিত হইয়া যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ। নামসূর্য্য জীবের অজ্ঞান ও অনর্থ কুজ্ঝটিকা ও মেঘকুজ্ঝটিকায় যতক্ষণ আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সূর্য্যের সঙ্কুচিত অতি স্বল্পালোক পরিদৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভফল প্রদান করেন। সেই নামজ্যোতিঃ মায়াবাদ-জল হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চমৎকারিণী প্রেম উৎপন্ন হয় না। এই নামাভাসটী একটী প্রধান নামাপরাধ, এজন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কোন স্থানে নামাপরাধকেই নামাভাস বলিয়া অবিশেষে বিতর্ক করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিম্ব-নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সম্প্রদায়ে দেখা যায়। অতএব অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস এবং দুষ্টজ্ঞান হইতে অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তিবাধক অপরাধ [illegible] হইয়াছে। এই সকল উপদেশ আমরা নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত শ্রীহরিনামচিন্তামণি-গ্রন্থে দেখিতে পাই।

শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনাম স্বরূপশক্তি ভগবান্। এই শ্রীনামের [illegible] প্রাপক নামাপরাধ, প্রাপক ও পরস্পরের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নামাভাস ও বৈকুণ্ঠে শ্রীনাম অবস্থিত। নামাপরাধ নামসেবা নহে, নামাভাস নামসেবা নহে, আবার শ্রীনামসেবাও অপরাধ বা তদ্রহিত আভাসমাত্র নহে। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে পরব্যোমধামে নামসেবা অবস্থিত। অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামসেবা বা নামের স্থিতি নাই। অনর্থযুক্ত অবস্থায় এবং নামভজনে যোগ্যতারহিতরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস। প্রাপঞ্চিক জীবের ভোগময় স্থানে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় নামসেবা হয় না, নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না।

বৈকুণ্ঠে নাম ও নামী একটী জিনিষ। নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ চৈতন্যবিগ্রহ চিন্তামণি শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ নাম। জীবের বৈকুণ্ঠপ্রতীতির অভাব থাকায় কৃপাপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠনাম জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উদ্দিষ্ট শুদ্ধ-চিন্ময় জীবের সেই বৈকুণ্ঠনামের সহিত সম্বন্ধ বোধের অভাবেই জগতে নামাভাসের যোগ।

শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস যেখানে আছে, সেখানে মঙ্গল অনিবার্য্য। শ্রদ্ধা বা আদরের সহিত নাম কীর্ত্তন করিতে সম্বন্ধজ্ঞান ও তৎফল প্রীতির উদয় হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত যে নামোচ্চারণ, তাহাই শুদ্ধনাম। নিজকে শ্রীনামের সেবক বলিয়া না জানাই স্বরূপভ্রম। এই স্বরূপভ্রম থাকিলে শ্রীনামসেবা হইবে না। সম্বন্ধজ্ঞান রহিত হইয়া নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে নামাভাস হয়। নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতেই নামাপরাধ যায়।

অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু। তিনি কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। তিনি অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে প্রস্তুত হন, অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হন, তাঁহার জিহ্বাগ্রেই শ্রীনামপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক নৃত্য করেন। সুদৃঢ়বিশ্বাস না নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ়বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রীনামই—শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনামসেবাতেই সর্ব্বকৃত্য-কৃত হয়, শ্রীনাম ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞাদি বা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সাধন অপেক্ষা করে না—এইরূপ সেবোন্মুখী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধির সহিত নিরন্তর শ্রীনামভজনকারী সাধুর সঙ্গে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে আমাদের মঙ্গললাভ হইবে।

নামাপরাধ ও নামাভাস ছাড়িয়া শুদ্ধনাম করিতে হইবে। নামাভাস দুইপ্রকার—ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থ-সাধক নাম হয়। যেহেতু তাহাতে ভক্তি-প্রতিকূল ভোগমোক্ষবাসনা থাকে না। তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনামগানে রুচিবিশিষ্ট হয়। তাহারাও ধন্য। ভুক্তিমুক্তিফলকামীদিগের মধ্যে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করে বটে, কিন্তু শুদ্ধনামচিন্তামণি লাভ করিতে পারে না; কেন না, ভোগ-মোক্ষবর্ত্তীয় ভক্তিপ্রতিকূল-বাসনা তাহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা দ্বারা অকৈতব শ্রদ্ধা হইলে ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পায়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল।

যেখানে শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, সেখানে শ্রীবিগ্রহ, শ্রীধাম, শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীনাম প্রভৃতি সকলেরই প্রতি অশ্রদ্ধা স্বাভাবিক। কৃপা থাকিয়া শ্রদ্ধার প্রাণনাথ সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান্ স্বানন্দের শ্রীনামের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না। সুন্দর কাঞ্চনই শ্রদ্ধানন্দের দর্শন পান। চেতন জীব যখন চেতনবৃত্তির অনুশীলনে ভগবানকে সম্পূর্ণভাবে বরণ করেন, তখনই সেই সেবোন্মুখ চেতনের নিকট শ্রীনাম ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন। সেবোন্মুখ না হইয়া—ভোগোন্মুখ থাকিয়া ভগবানকে ডাকিবার জন্য অভিনয় করা যাউক না কেন, কোন ডাকই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। শ্রীনাম বলেন, 'তিনিই আমাকে দেখিবেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়া লইতে পারি না। সুন্দর হইতে পারিলে আমাকে দেখিয়া তাঁহার সুখ হইবে এজন্য কৃষ্ণসুখকর সেবাময় রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে শ্রীনামসাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই হইবে। সৎসঙ্গ দ্বারাই কুরূপ ছাড়িয়া সুরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

নামের দিক্ হইতে যেরূপ বিচার, নাম-গ্রহণকারীর দিক্ হইতেও সেইরূপ বিচার আছে। নামগ্রহণকারী তাঁহার সেব্য নামকে যে পরিমাণ সেবাবৃত্তির সহিত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহার চিত্তে শ্রীনাম তত্তটা প্রকাশিত হইবেন। পরিপূর্ণ সেবাবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণনামকে শ্রীনামগ্রহণকারী সেবক যদি শতকরা শতপরিমাণ সেবাবৃত্তির সহিত গ্রহণ করেন, তবেই শ্রীকৃষ্ণনাম উদিত হইবেন। নতুবা রামনাম বা ঐশ্বর্য্যময় বিষ্ণুর নাম হইয়া যাইবে। নামগ্রহণকারী লোকের সেবোন্মুখতার পূর্ণতায় শ্রীকৃষ্ণনাম উদিত হন। নামগ্রহণকারীর সেবোন্মুখতার বিচার বাদ দিয়া কেবল নামের মহিমার দোহাই দিলে শ্রীনামের প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধ করা যাইবে না। পরমেশ্বর যেরূপ সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও তটস্থশক্তি-প্রসূত চেতন জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিয়া তাহার সহজ সেবা-বৃত্তি আকর্ষণ করেন এবং তাহাই তাঁহার করুণাবিশেষ, চেতনকে জড় বা অস্বতন্ত্ররূপে পরিণত করা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের করুণা নহে, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনামও স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে জীবের সেবোন্মুখতার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার করুণা বিশেষ প্রচার করিয়া থাকেন। জীবের জাড্য বা বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, অচেতনের নিকট পূর্ণ চেতনকে ব্যর্থ করিবার জন্য চেতনের জড়ের সম্মুখীন হওয়া কর্ত্তব্য নহে। জীব যখন সাধুসঙ্গ ফলে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারক্রমে জাড্যাদি অপরাধ অপসারিত করিয়া সেবোন্মুখ হয়, তখনই চেতনবৃত্তির সেবোন্মুখতার তারতম্যানুসারে শ্রীনাম আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। পূর্ণতম সেবোন্মুখতায় পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণনাম প্রকাশিত হন।

ছায়া-নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতি মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ, যজ্ঞাদি সর্ব্বপ্রকার শুভ-কর্ম্মাপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু প্রতিবিম্ব নামাভাস জীবণতম অপরাধ। তাহাতে মঙ্গলের আশা নাই। সেই ছায়া-নামাভাস চারিপ্রকার—সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প-দোষাবহ। হেলাতে নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়। অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে যে কি লাভ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অজ্ঞাতসারে হেলায় নাম গ্রহণ করিলে মঙ্গল হইবে, কিন্তু কুটিলতা থাকিলে মঙ্গল হইবে না। হেলায় নামগ্রহণ করিলেও মঙ্গল হয়—এই শাস্ত্রবাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি আমরা নামের প্রতি কেবল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেলাই করিতে থাকি, তাহা হইলে নামবলে পাপবুদ্ধিরূপ অপরাধ আসিয়া নামাভাস হইতেও পাতিত করিয়া নামাপরাধে লিপ্ত করাইবে। একমাত্র আদরের বস্তুতে যেন অনাদর না হয়। সে বিষয়ে যেন তীব্র দৃষ্টি থাকে, নতুবা ঠকিতে হইবে। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থে নামাভাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

আভাস বিবিধ হয়—প্রতিবিম্ব, ছায়া।
শ্রদ্ধাভাস দ্বিপ্রকার সব ভব মায়া ॥
ছায়া-শ্রদ্ধাভাসে ছায়া-নামাভাস হয়।
সেই নামাভাসে জীবের শুভ প্রসবয় ॥
অন্য জীবে শুদ্ধ শ্রদ্ধা করিয়া দর্শন।
নিজ মনে শ্রদ্ধাভাস আনে যেই জন ॥
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা তাহে থাকে নিত্য বিশি ॥
অশ্রমে অভীষ্ট লাভে যত্নে দিবানিশি ॥
শ্রদ্ধার লক্ষণমাত্র শ্রদ্ধা তাহা নয়।
তাকে প্রতিবিম্বশ্রদ্ধাভাস শাস্ত্রে কয় ॥
প্রতিবিম্ব-শ্রদ্ধাভাসে নামাভাস যত।
প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয় অবিরত ॥
এই নামাভাসে মায়াবাদ দুষ্টমত।
প্রবেশিয়া শঠতায় হয় পরিণত ॥
নিত্যসাধ্য নামে সাধনবুদ্ধি করি।
নামের মহিমা নাশি' অপরাধে মরি ॥
ছায়া-নামাভাসে মাত্র হয় ত' অজ্ঞান।
হৃদয়দৌর্ব্বল্য হৈতে অনর্থ বিধান ॥

সেই সব দোষ নাম করেন মার্জ্জন।
প্রতিবিম্ব-নামাভাসে দোষের বর্দ্ধন॥

বহির্মুখ। শ্রদ্ধা যদি শুদ্ধভাবে হয়, তবে বিশুদ্ধ নাম উদিত হইয়া থাকেন। যেখানে শ্রদ্ধা, সম্বন্ধজ্ঞান, শরণাগতি বা আত্মনিবেদন নাই, সেখানে শুদ্ধনাম নাই। যেখানে শুদ্ধ শ্রদ্ধা সেখানেই শুদ্ধনাম, আর যেখানে শ্রদ্ধাভাস সেখানে নামাভাস। যেখানে ছায়া-শ্রদ্ধাভাস সেখানে ছায়ানামাভাস, আর যেখানে প্রতিবিম্ব শ্রদ্ধাভাস, সেখানে প্রতিবিম্ব-নামাভাস। প্রতিবিম্ব-নামাভাসে কপটতা বা কৈতব আছে। প্রতিবিম্ব-নামাভাসে মায়াবাদ-দুঃসঙ্গ প্রবেশ করিয়া জীবকে শঠ করিয়া ফেলে। নামই সাধন, নামই সাধ্য, এরূপ বিশ্বাস প্রতিবিম্ব-নামাভাসে নাই। এই কপটতাময় প্রতিবিম্ব নামাভাস ভাল নয় মনে করা যায়। সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

সম্বন্ধ ও পরিচয়

(প্রাপ্ত)

আমরা এই জগতে জাগতিক মাতা পিতা হইতে যে কোন একটী দেহ ধারণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের প্রদত্ত কোনও একটী নামে পরিচিত আছি। জড়জগতে এক দেহের সহিত অপর দেহের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা অনিত্য এবং দুঃখদ। কারণ, জীব-দেহ রক্তমাংস-গঠিত মাটিয়া বস্তু। এক অনিত্য দেহের সহিত অপর অনিত্য দেহের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহাকে অজ্ঞানতাবশে প্রকৃত সম্বন্ধ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা কি প্রকৃত সম্বন্ধ বলা যায় না। কারণ, সম্যগ্‌রূপে বন্ধন বা প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনকেই প্রকৃত সম্বন্ধ বলা হয়। আমরা স্বীকার করি আর না করি, দেহ-সম্বন্ধ অনিত্য এবং কল্পিত। এখানে আমরা যেরূপ পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি পরিচয়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছি, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সহিত অণুসচ্চিদানন্দ জীবেরও নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত রহিয়াছে। সেই নিত্য সম্বন্ধেরই বিকৃত প্রতিফলনকে বিম্বজ্ঞানে আমরা প্রতারিত হইতেছি। জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস, অথচ সকলেই পঞ্চরসের বিষয় বা ভোক্তা কৃষ্ণের অনুকরণ বা কৃষ্ণ সাজিয়া অপরাধী হইয়াছি। এই অপরাধের দণ্ড-বর্ণনপ্রসঙ্গে মহাজন এইরূপ বলিয়াছেন,—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

এই জগতে আমাদের যেরূপ পরস্পরের সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, যেমন পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে পর পিতামাতার সহিত সম্বন্ধ হয়, পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ থাকে না, বিবাহ হইলে তৎপর স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ হয়, পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ ঐরূপ নূতন করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ। জীব নিত্যবস্তু, সুতরাং নিত্যবস্তু ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ নিত্যকাল স্থাপিত আছে। যেরূপ সূর্য্যের উদয় এবং অস্তকে সূর্য্যের জন্ম এবং মৃত্যু বলা চলে না, তদ্রূপ জীবের ও ভগবানের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধকে আগমপায়ী বলা যায় না। তবে দর্পণে ধূলা পড়িলে যেরূপ দর্শনে বাধা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জীবের ভোগবাঞ্ছা বা বিষয়-বাসনাজনিত স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকায় ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জানিতে পারা যায় না। এই গুপ্ত সম্বন্ধকে ব্যক্ত করার জন্য অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ নিত্যকাল জগতে প্রকট আছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের কৃপায় আমার স্বরূপের পরিচয় জানিতে পারিয়াও কিছুতেই ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে চাহি না, এমনই দুর্দ্দৈব। সম্বন্ধ বা বন্ধনকে কেন্দ্র করিয়াই জগৎ চলিতেছে, কিন্তু বিকৃতভাবে। জগতে বন্ধনকেই আমরা দুঃখের কারণ বলিয়া জানি, আবার বন্ধনই আমরা সকলেই চাই। বন্ধন ব্যতীত জগতে কাহারও অবস্থিতি অসম্ভব। বন্ধনই আমাদিগকে দুঃখ দেয়, আবার বন্ধনই আমাদিগকে নিত্যানন্দ দান করিয়া থাকে। সম্বন্ধের স্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধের কথা জানিতে পারিলে আর অনিত্য বস্তুর সহিত বন্ধনের ন্যায় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়া জনিত দুঃখ বা নিরানন্দ আমাদিগকে ক্লেশ প্রদান করে না।

এই প্রপঞ্চে আমাদের অনেকের সহিত অনেক প্রকার সম্বন্ধ দেখা যায়, আবার অনিত্য পরিচয়ও অনেক প্রকার পাওয়া যায়। জীবাত্মা চেতনবস্তু, অনাত্ম-অভিমানে জাগতিক সম্বন্ধ বা বহুবিধ পরিচয়ে পরিচিত থাকাকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারি না। অতএব কেহ কাহারও পিতা-মাতা বা কেহ কাহারও পুত্র-কন্যা, কেহ কাহারও প্রভু, কেহ কাহারও ভৃত্য, কেহ কাহারও স্বামী, কেহ কাহারও স্ত্রী প্রভৃতি পরিচয়ে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও পরিচিত আছি। কিন্তু জীব কখনও স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহে। পঞ্চরসের বিষয় একমাত্র ভগবান্। সুতরাং আমরা তত্তদ্ রসের বিষয় না হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারিলেই অনিত্য বন্ধন হইতে ছুটী পাইয়া নিত্য বন্ধনের চমৎকারিতা বা উপাদেয়তা বুঝিতে পারি।

আমরা পিতামাতা হইতে যে দেহ ধারণ করিয়াছি ও নাম ধারণ করিয়াছি, তাহা দ্বারা এই জগতে পরিচিত আছি। কিন্তু শ্রীভগবান্ বা ভক্তের সহিত যখন আমাদের পরিচয়ের আবশ্যক হয়, তখন এই দেহ বা এই নামের দ্বারা তাঁহাদের সহিত আমরা পরিচিত হইতে বা সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারি না। কারণ ভগবদ্বস্তু বা ভক্তবস্তু নিত্য ও সচ্চিদানন্দময়। তাঁহারা বিরূপ বা কুরূপের সহিত কোন পরিচয় বা সম্বন্ধ রাখেন না। বদ্ধজীবের নাম, দেহ ও স্বরূপে যেরূপ বিভেদ, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নাম, দেহ ও স্বরূপে ঐরূপ ভেদ নাই। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥" সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধি বা জড়-বুদ্ধি লইয়া আমরা গুরুদেবের নিকট হইতে যে হরিনাম বা দীক্ষা লইয়া অভিনয় করি বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সহিত পরিচিত বা সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি, তাহা বাতুলতা মাত্র। আমরা জন্মগ্রহণের পর অর্থাৎ দেহ ধারণের পর পিতামাতা কর্তৃক যেরূপ একটী নাম প্রাপ্ত হই, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসিয়া তদ্রূপ দৈক্ষ্যজন্ম হইলে অর্থাৎ দীক্ষা হইলে শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত একটী ভগবদ্দাস্যসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকি। দীক্ষা বা মন্ত্র লইতে আমরা কাণে মন্ত্র লওয়াকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু দীক্ষা বা মন্ত্র ঐরূপ বস্তু নহে। ভগবন্নামাত্মক মন্ত্র সাক্ষাৎ চেতনবস্তু। দীক্ষাকালে ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মসম করিয়া তাহার দেহ চিদানন্দময় করেন। তখন অপ্রাকৃত দেহে তিনি কৃষ্ণভজন করেন। সমজাতীয় বস্তু অর্থাৎ সেব্যাভিমান বা সেবকাভিমান না হইলে উপাস্যের সহিত উপাসকের কোনও সম্বন্ধ বা পরিচয় হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ ও জীব সমজাতীয় বস্তু হইলেও বিভু ও অণু বলিয়া কোন সাম্যসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় না। জাগতিক ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বা বর্ণাশ্রমের অভিমান প্রভৃতি থাকাকালে ভগবানের সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। তাই স্বয়ং শ্রীভগবানই তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ বা পরিচয়ের স্বরূপ জানাইলেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি কিন্তু নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত সমুদ্ররূপ গোপীজনবল্লভের পদকমলের দাসদাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও এক্ষণে মায়া বা অজ্ঞানতার দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, পুনরায় স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে তাহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। এই উপায় ও উপেয় একই বস্তু। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জাগ্রত করিবার উপায়, আবার তাহাই উপেয়। সাধু মহাজনদিগের বিচারে যেরূপ সিদ্ধি করতলগত হইলে আর সাধনের প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যের আর প্রয়োজন বোধ হয় না, তাহা আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ঐরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয় না, কারণ তিনি আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের উপাসক।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধের কথা শুনিলে আমাদের চিত্তে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, এক দেহের সহিত অপর দেহের সম্বন্ধ বা পরিচয় আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাই, কৃষ্ণের সহিত জীবের ঐরূপ সম্বন্ধ বা পরিচয় ত' আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই না, কেবল কাণে শুনিয়াছি বলিতে পারি। সাধু ও শাস্ত্র কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে ইহা বলিয়া দেন যে শব্দই আমাদিগকে যাবতীয় বস্তু ও বস্তুনিচয়ের অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠ-শব্দ-শ্রবণের দ্বারাই আমরা বৈকুণ্ঠবস্তুর পরিচয় ও বৈকুণ্ঠ-বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারি। জড়জগতের শব্দের সহিত যেরূপ বস্তুর পার্থক্য আছে, সেরূপ অপ্রাকৃত শব্দ আর শব্দির বস্তুটী কিন্তু ভিন্ন নহে, বৈকুণ্ঠের ও বৈকুণ্ঠশব্দের ঐক্য। ভিন্নতা বা ব্যবধান নাই। শব্দ ও শব্দী একই বস্তু। এই শব্দের আশ্রয় ব্যতীত —বেদাখ্য শব্দ বা বেদবস্তু বিষয়ক শ্রবণ ব্যতীত এই ভগবান্, আমরা জাগতিক যে সম্বন্ধ দেখিতে পাই, তাহাই নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া মায়ার দ্বারা প্রতারিত হই। সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শব্দ শ্রবণ ব্যতীত আমরা বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধ ও পরিচয়ের স্বরূপ জানিতে পারি না। তাই শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে ইহাই প্রার্থনা যে, শ্রীগুরুমুখবিগলিত শব্দব্রহ্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা যেন অন্য কোন দুর্বুদ্ধিতে পতিত না হই।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১১৫
সেবক—শ্রী… দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এ

শ্রীগোপীনাথপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী…দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী…চরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরগোপাল ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী…রাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীদামোদর অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোপীনাথদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
হাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাঁদপুর, পোঃ পাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী…নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী… বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীদামোদর দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণ্ডাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ নং সতীবাগ, … সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী…দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রী… দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী…দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রী…দাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায় পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী… দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবন্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আতাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবন্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রী…নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

কাঁথেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী…দাস ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অনর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ তমলুক, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণ… ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী… ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রী…চরণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিউজেম ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ইউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী…ানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী…দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীবিভুদনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী…চরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী…শেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ ভিন্ন পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শাস্ত্রানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৪৬	৬ ২১	৭ ১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬ ৩৬	১৭ ৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪ ৫৬	৬ ৩০	৭ ২৮	১৩ ২৯		১৮ ৫		২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ				৯-৩১				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৭৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০ ৫১	১০-২৫	১৮ ১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩১	১৮ ২০			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-১৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯ ১২		১৬ ১	১৬ ৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৭		৯-৫৫		১৬ ৮৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭ ৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৭৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ					১৫-৫৬	১৭-৪২		
দমদম			১১-৭		১৭ ৩৬	১৯ ৯	২১ ২৯	২২ ৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২ ১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	২২ ২৬	২১ ৭০	২৩.০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৭ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৫১
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -ভিজিয়ানার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১.০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈভবোৎপল মূর্ত্তিমান পরমাচার্য্যবর্য ও জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা সমস্ত দেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তর-সিদ্ধান্তসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীগৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৬০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৷৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রী শ্রী গৌর গ্রন্থমালা
—:*:—
শ্রীল নারায়ণের ভক্তি-
তত্ত্বের এক শত দিন।
এই গ্রন্থ অধ্যায়ে, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অনুবাদ
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মুদ্রা প্রতিঃ ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে এইটি
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ। ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীগোপীনাথ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, ২১শে মে ১৯৪১, বুধবার [৬৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::[*]::——

কলিকাতার শেরীফের পদ

বাঙ্গলা সরকার ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে শেরিফাধিকার নামে একটি বিল পেশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত বিলে কলিকাতার শেরিফের পদ গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সরকার কর্তৃক এই পদে প্রার্থী নিয়োগ হইলেও শেরীফের পদটি কলিকাতা হাইকোর্টেরই অধীনে আছে।

——

প্রস্তাবিত কলেজ

পাইকপাড়ার রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ১৯১৮ সালে তাঁহার শেষ উইলে কান্দীতে একটি কলেজ করিবার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। এই ব্যাপার লইয়া দাবীদারের পক্ষ হইতে একটি মামলা করা হয়। মামলার নিষ্পত্তির একটি সর্ত্ত অনুসারে ১৯৪০ সালে কান্দীতে কলেজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও কলেজ স্থাপন করিবার কোনও চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। রাজা বাহাদুরের শেষ উইলের সকল সর্ত্ত অনুসারেই কাজ করা হইয়াছে, কেবল এই কলেজ স্থাপনের বিষয়ে তাহা পালিত হইতেছে না।

——

কান্দীতে ডাকাতি

গত কয়েকজন সশস্ত্র ডাকাত পাঁচল গ্রামের শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পালের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি করিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়া দিবার নিমিত্ত ডাকাতেরা বাড়ীর লোকদিগকে অনবরত বর্শার খোঁচা দিয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের দেহ হইতে জোরপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়াছে। ডাকাতেরা নগদ অলঙ্কারে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

——

মহামান্য নিজামের দান

রাজকীয় নৌবহরের জন্য একখানা 'কর্ভেট' শ্রেণীর জাহাজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবার জন্য মহামান্য নেজাম বাহাদুর এক লক্ষ পঞ্চাশ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। নৌবিভাগ এই দান গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি যে সমস্ত কর্ভেট জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে তন্মধ্যে একখানির "হায়দরাবাদ" নাম দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

——

বিভিন্ন প্রদেশের সিভিক গার্ড

জানা গিয়াছে যে, সিভিক গার্ড সংগ্রহের কার্য্য সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। বিশেষভাবে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে কাজের অবস্থা খুবই সন্তোষজনক। ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৫৩,১৩১ জন সিভিক গার্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

কোন প্রদেশে কতজন সিভিকগার্ড সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

পাঞ্জাব—১৫,৬৬৮। মাদ্রাজ—১০,৭৮২। বাংলা—১০,৪৮৮। যুক্তপ্রদেশ—৬,২৫১। বোম্বাই—৪,২ ৬। মধ্য-প্রদেশ—৩,০৬৭। বিহার—৮৮৭। সিন্ধু—৪৮৮। সীমান্ত—৫৫৫। দিল্লী—১৮৪। কোয়েটা—১৭৪। কুর্গ—১২৫। উড়িষ্যা—১০০। আজমীর-মাড়োয়ারা—১১।

——

দুঃসাহসিক চুরি

চক্রাইল গ্রাম নিবাসী আবদুল বেপারীর বাড়ীতে ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা বাহির হইতে দালানের দরজার খিল খুলিয়া ভিতরে ঢোকে ও নগদ ১৬০০, শত টাকা ও ৭ ভরি সোনা লইয়া চম্পট দেয়। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে।

——

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর

বাঙ্গলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ আর, মালিক গত ১লা মে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সময় কলিকাতায় ২১১টি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৬৭টি পাঞ্জাব এবং বাদবাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। উক্ত সময়েই পাঞ্জাব হইতে ১১৭টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১১১টি মহিষ কলিকাতায় আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৬৮৲ হইতে ৯০৲ এবং ১৪৫৲ হইতে ১৭৫৲ পর্য্যন্ত ওঠানামা করিয়াছে। দুগ্ধবতী গাভী ৩ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষ ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে।

——

বন্দুকের গুলিতে পুলিশের মৃত্যু

গত ১০ই মে রাত্রে নবাবপুরে একটি বন্দুকের আওয়াজ শুনা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর্ম্ম পুলিশের একজন কনেষ্টবল মাটিতে পড়িয়া মরিয়া যায়। প্রকাশ, তাহার নিজের রাইফেলের গুলির আওয়াজই শুনা গিয়াছিল। রাইফেলটি তাহার পাশে পড়িয়াছিল কনেষ্টবলের নাম ধরম রায়। সে নবাবপুর রোডে ডিউটিতে ছিল।

তাহার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে। ১১ই মে প্রাতঃকালে তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করা হইয়াছে।

——

বঙ্গভাষার রাজভাষা দাবী

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটী হলে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া তাহাতে বহু মনীষি কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, যেহেতু বঙ্গ সাহিত্য ভাবের প্রাচুর্য্য এবং সম্পদে লেখার বহুলতায় ও ভাষার সম্পদে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই উক্ত সম্মেলন বঙ্গভাষাই ভারতের রাজভাষা হওয়ার উপযুক্ত ভাষা বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রচার সমিতির অধিবেশনে অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের এক প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের ইংরেজ ডিরেক্টারও বঙ্গভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা আখ্যায় সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আজ ভারতের জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যাবতীয় মনীষিই বোধ হয় এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গভাষা সকল সম্পদে ভারতীয় সকল ভাষার মধ্যে গরীয়ান্।

——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্লক্ষণাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, বিবরের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ , ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। স্বাধন আশ্রয় ॥০
১৯। তর্ক্ক বেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। শ্রীপ-দিগ্দর্শন ৩০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টদর্পণ /০
৬০। সাম্প্রবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্থ প স্তবঃ ৴০
৬৯। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২ নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইট্স্ মর্ফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ॥৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইকো টু প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৫৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি /০
৮৯। শ্রীসজ্জনতোষণী ॥৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণাম এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৩০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১০ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ৭ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ২ শে মে , ইং ১৯৪১, বুধবার { ৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গত শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, শ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব তিথি, শ্রীল পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর ও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-তিথি সংকীর্ত্তনমুখে পালিত হইয়াছে। তথায় বৈশাখমাসে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রাতে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্নে গৌড়ীয় ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

পুনপুনে প্রচার

গত ২৬শে এপ্রিল শনিবার পাটনা সহর হইতে নয় মাইল দূরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মস্পর্শতীর্থ পুনপুন্ নামক স্থানে তথাকার স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় শ্রীবালকিষণপ্রসাদজীর সাদর আহ্বানে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গমন করেন। পুনপুন্ নদীর তীরে শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী বিরাট্ সভার আয়োজন হয়। সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় গুরুবন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি জীবের ধর্ম্ম, মনুষ্য-জীবনের দুর্লভত্ব, এই মনুষ্যজীবনে হরিভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য, হরিনামই একমাত্র সত্য, সময় থাকিতে থাকিতে নামাশ্রয় করা প্রয়োজন, কলিযুগের ধর্ম্মই নাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া, গয়াযাত্রাকালে তিনি কৃপাপূর্ব্বক এই পুনপুন্ তীর্থে আগমন করেন—প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ খুব আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা-ভঙ্গ হয়। শ্রীযুত বালকিষণ বাবুর চেষ্টায় ও যত্নে সভার কার্য্য খুব ভালভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

পাটনায় প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে প্রত্যূষে শ্রীচৈতন্যভাগবত, অপরাহ্নে 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশ', 'গৌড়ীয়' ও রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ সহরের বিভিন্নস্থানে পাঠ-বক্তৃতাদিও করিতেছেন।

গত ২৪শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ডাঃ কামেশ্বরপ্রসাদ মহোদয়ের গৃহে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ ও হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৫শে এপ্রিল শুক্রবার পাটনা সহরের বাঙ্গালীদের হরিসভার সম্পাদক রায় সাহেব অন্নদাকুমার ঘোষ মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ বাঁকিপুরস্থ হরিসভায় গমন করেন। সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সরল বঙ্গভাষায় "ভাগবত-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ঘণ্টাধিককাল ব্যাপী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল:—রায় সাহেব অন্নদাকুমার ঘোষ, প্রবাসী বাঙ্গালী এসোসিয়েসনের সম্পাদক, শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, উকিল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, উকিল; শ্রীযুত রামচন্দ্র সেন, জমেদার, শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দে, উকিল, শ্রীযুত প্রভুনাথ সহায় প্রভৃতি।

গত ২৮শে এপ্রিল সোমবার বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ গুরু সাহিলাল, এম, এল, সি মহোদয়ের গৃহে রাত্রিতে শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় প্রত্যহই বহু যাত্রী শ্রীধামমায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন এবং শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের নিকট শ্রীধামের মহিমা ও শ্রীধামেশ্বরের দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ১৭ই মে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্র-মোহন দত্ত ও নেপাল রাজকুমারের গৃহ-শিক্ষক শ্রীযুত অনিমেষ চন্দ্র রায়চৌধুরী মহোদয়দ্বয় শ্রীধাম-দর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ভাগবততীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করেন।

শ্রীধামবাসী শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া তাঁহারা পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন।

গত ১৬ই মে ময়মনসিং জেলার বাহাদুরাবাদ নিবাসী ডাঃ শচীনন্দন সাহা এম্ বি মহোদয় এবং গত ১৮ই মে লক্ষ্ণৌএর ভেটারিনারী সার্জ্জন শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর মুখার্জ্জি মহোদয় সপরিবারে শ্রীধামদর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করেন।

শব্দশক্তি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বামন হইতে যে মায়ার শুদ্ধান আরম্ভ হইতে হয়, তাহা হইতে ছুটীলাভ হয় না, যতক্ষণ না আমরা পূর্ণপুরুষ ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাকথায় কার্চ্ছবিশিষ্ট হইতে পারি। আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে এই অধোক্ষজ ভগবানের ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণফলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে আমাদের ভক্তির উদয় হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ঠকের কথা, ভেকের শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধ আলোচনা করা আবশ্যক। নিছক শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন। তবে যা'র তা'র কাছে—মাত্র অনুস্বার-বিসর্গ জানা লোকের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শুনতে গেলে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'বে। বৈষ্ণব বা মহাভাগবতের কাছ থেকে শুনতে হ'বে এবং সদ্গুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার করতে হ'বে। আরোহপথে বা নিজ অক্ষজ চেষ্টাদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়টা বুঝে নেব, এ বিচার দ্বারা মঙ্গল হয় না, সেবোন্মুখ হ'তে পারলেই বিষয়টী সেবোন্মুখ চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন।"

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ ত্রিবিক্রম, কৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রায়শ্চিত্ত

——::(৩)::——

যেখানে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য বা পাপাচরণ হয়, সেইখানেই প্রায়শ্চিত্তের কথা আসিয়া পড়ে। দেহসর্ব্বস্ব কর্ম্মিগণের মধ্যেই এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখা যায়। ভগবৎ সেবাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ পাপ বা পুণ্য, স্বর্গ বা নরক কোনটাই বাঞ্ছা করেন না। তাঁহারা অস্মৎপরায়ণ বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করেন না। তাঁহারা জানেন যে, জীব নিত্য ভগবদ্দাস। ভগবানের সেবাই তাঁহার স্বরূপধর্ম্ম। সুতরাং দেহ মনোধর্ম্ম পাপ ও পুণ্য হইতে তাঁহারা সর্ব্বদা বিরত থাকেন। তাঁহারা যে কিছু কার্য্য করেন, সকলই ভগবানের সেবোদ্দেশ্যে করেন বলিয়া পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে নিজ ফলভোক্তা সাজিয়া কার্য্য করা যায়, সেখানে ভগবদ্বিস্মৃতি ও তজ্জন্য পাপের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব-
কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম-
কারণাৎ॥
(গীতা ৩।১৩)

সাধুগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অবশেষ গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলপ্রকার পাপাদি মুক্ত। যাঁহারা ভোক্তা-অভিমানে সর্ব্বযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া নিজের জন্য পাক করেন, তাঁহারাই পাপের ভাগী হইয়া থাকেন। ভক্তগণ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট। সুতরাং তাঁহাদের স্বভাবতঃই কোন নিষিদ্ধ পাপাচারে মতি হয় না। যদিও কোন কারণে পাপ কর্ম্ম হইয়া পড়ে, ভক্ত-বৎসল ভগবান্ কোনও প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধ করাইয়া লন শাস্ত্র বলেন,—

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করেন, না করেন
প্রায়শ্চিত্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

অর্থাৎ অন্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরির পাদমূল যিনি ভজন করেন, সেই প্রিয় ব্যক্তির কখনও কোনপ্রকার পাপ উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

জীব শরীর বা মন দ্বারা পাপাচরণ করিয়া যদি ইহলোকে প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে তাহাকে নরক-ভোগ করিতে হয়। বৈদ্য যেরূপ রোগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে ঔষধ বিধান করেন, তদ্রূপ পাপের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিচার করিয়া তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কিন্তু একটা কথা—সেই প্রায়শ্চিত্তসমূহও কর্ম্ম, আর পাপাচরণসমূহও কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ আশা করা যায় না। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও পাপের বীজ নষ্ট হয় না। অবিদ্যা-নাশ না হওয়াতে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা তাৎকালিক পাপ ক্ষয় হইলেও পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপের উদ্ভব হইয়া থাকে। পাপের মূলোৎপাটন না হওয়ায় নরকপাত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন পরক্ষণেই আপন অঙ্গে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ পুরুষগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পুনরায় পাপানুষ্ঠান করায় অন্ধ নরকে গমন করে। সেইজন্যই শাস্ত্র ভগবদ্-ভজনই একমাত্র প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভু কাশীতে একদিন সুবুদ্ধি রায়কে বলিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে—ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম হৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

অনন্যশরণাগত ভক্তের কোনও পাপ-স্পর্শ নাই। কারণ শ্রীভগবান্ তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। ভক্তগণ সম্পূর্ণভাবে ভগবানে শরণাগত বলিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত। তাঁহাদের আর পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের দরকার নাই। কর্ম্মিগণ শত শত কৃচ্ছ্রাদি-সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও নারায়ণে শরণাগতির অভাবে পাপ হইতে মুক্ত হন না। তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত-আচরণ কেবল হস্তিস্নানের ন্যায় পুনঃ পুনঃ নিরর্থক হয়। কর্ম্মজ্ঞানময় যে সকল প্রায়শ্চিত্ত, তাহা পুরুষকে সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না। যেরূপ সুরাভাণ্ডকে পুনঃ পুনঃ নদীতে ধৌত করিলেও ঐ ভাণ্ডের কোথাও না কোথাও সামান্য দুর্গন্ধ লাগিয়া থাকে তদ্রূপ। কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মাদি ছাড়াও কেবলা ভক্তি পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিয়া প্রেম পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে। যিনি একবার মাত্রও ভগবানের পাদপদ্মে মনো-নিবেশ করাতে ভগবানের গুণে অনুরক্ত হন, কিন্তু তখনও যদি তাঁহার পরেশানুভব না হইয়া থাকে অর্থাৎ ভক্তি হওয়া দূরে থাকুক যাঁহার ভক্ত্যাভাসই মাত্র হইয়াছে, তাঁহাকেও যম বা যমভৃত্যগণ স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারেন না। কারণ ভগবানে একবার মাত্র ভক্ত্যাভাস উদিত হইলেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত আচরিত হয়। সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পাপপুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, স্বর্গ-মোক্ষকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া সর্ব্বধর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-
পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব
ভাস্করঃ॥
ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-
আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষ-
নিষেবয়া॥
(ভাঃ ৬।১।১৫-১৬)

অগ্নিধারা বেণুগুল্মবিনাশের ন্যায় তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্যাদির বলে যে পাপনাশের কথা শুনা যায়, তাহাতেও পুনরায় পাপাঙ্কুরোদ্গমের আশঙ্কা আছে। কারণ, অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম বিনষ্ট হইলেও মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত মূলদেশের উচ্ছেদ হয় না। তাই অনেক সময় বৃষ্ট্যাদির জল পাইয়া সেই বেণুগুল্ম হইতে অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়। কিন্তু বাসুদেব-পরায়ণ পুরুষ তপস্যাদি-নিরপেক্ষ কেবলা ভক্তির দ্বারাই পাপকে সমূলে ধ্বংস করেন। সূর্য্য যেরূপ হিম-রাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে আনুষঙ্গিকভাবে পাপকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন। যেমন আলোকদানই সূর্য্যের মুখ্য কার্য্য এবং হিমাদি বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎ-সেবা বা প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য সাধ্য এবং অবিদ্যা বা পাপাদি বিনাশ আনুষঙ্গিক।

পাপী পুরুষ ভগবদ্ভক্তের নিরন্তর সঙ্গ (সেবা) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক (শরণাগত ও সেবোন্মুখ হইয়া) যেমন পবিত্র হইতে পারেন, তপস্যাদির দ্বারা সেইরূপ শুদ্ধ হইতে পারেন না। অতএব ইহলোকে ভক্তিই একমাত্র সমীচীন পথ। ভক্তিপথ হইতে নিত্যমঙ্গল লাভ হয় ও অকুতোভয় হওয়া যায়। উপরিউক্ত শ্লোকের তথ্যে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন —ভক্তি ক্লেশঘ্নী। ক্লেশ তিন প্রকার —পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ ভেদে পাপ দ্বিবিধ। পাপ অদৃষ্টরূপে চিত্তে সঞ্চিত থাকে এবং যাহার ফলভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ, উহা অনাদি, অনন্ত, আর যাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহাকে প্রারব্ধ পাপ বলে। এই প্রারব্ধ পাপ প্রভাবেই নীচকুলে জন্ম-পরিগ্রহ প্রভৃতি হয়। ভক্তি এই অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ উভয়বিধ পাপই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্ত, তাঁহাদিগের 'ফলোন্মুখ' 'বীজ', 'কূট' ও 'অপ্রারব্ধ ফল' এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হয়। ফলোন্মুখ অর্থে প্রারব্ধ। বীজ অর্থে বাসনা বা প্রারব্ধের উন্মুখতা-কারণ, কূট অর্থে বীজত্বের উন্মুখতা-কারণ, অপ্রারব্ধ ফল অর্থে যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যারম্ভ আরম্ভ হয় নাই।

জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম অবিদ্যা। শুদ্ধভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়। তখন আর স্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তি দ্বিবিধা—(১) সন্ততা (সর্ব্বদা বর্ত্তমানা, নিষ্ঠাময়ী) ও (২) কাদাচিৎকী (যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান নহে, কখনও কখনও উদিত হয়)। সন্ততা বা নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি আবার দ্বিবিধা—(১) আসক্তিময়ী এবং (২) রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি ত্রিবিধা—(১) রাগাভাসময়ী (২) রাগাভাসশূন্যস্বরূপভূতা ও (৩) আভাসরূপা। তন্মধ্যে আভাসরূপা ভক্তি দ্বারাই সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। ইহা দেখাইবার জন্যই রাগময়ী ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ভক্তির মাহাত্ম্য বলিতেছেন। অর্থাৎ কাদাচিৎকী ভক্তির মধ্যে সর্ব্বনিম্না আভাসরূপা ভক্তিই যখন পাপাদি সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থা, তখন সন্ততা ভক্তির অন্তর্গত রাগময়ী বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিযুক্তা ঐকান্তিকী ভক্তির ত' কথাই নাই। হিমরাশিকে বিনষ্ট করিতে হইলে যেমন হিমের সহিত সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যরশ্মির ঈষৎ আভার সঙ্গে সঙ্গেই হিমরাশি নিঃশেষিতরূপে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপ বিনষ্ট করিবার জন্য আভাসরূপা ভক্তিই যথেষ্ট।

কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে শূদ্রার সংস্পর্শে সদাচারভ্রষ্ট হয়। সে পাশাক্রীড়া, বঞ্চনা ও চৌর্য্যাদি অবলম্বন করিয়া অপবিত্রভাবে জীবনযাপন করিত। সে পুত্রাদি প্রতি-পালন করিতে করিতে ৮৮ বর্ষকাল এইভাবে অতিবাহিত করিল। তাহার দশটী পুত্র ছিল। তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল—

নারায়ণ। ক্রমশঃ তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। পুত্রের প্রতি অত্যাসক্তি থাকায় তখন সে তাহার নারায়ণ নামক বালক পুত্রের বিষয় ভাবিতে লাগিল। এমন সময় তিনজন অতি ভীষণাকৃতি যমদূত তাহাকে লইতে আসিয়াছে দেখিয়া অজামিল বিহ্বলচিত্তে নারায়ণ নামক পুত্রকে 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলিয়া উচ্চ চীৎকারে ডাকিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শ্রীনারায়ণের স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হওয়ায় নামাভাসফলে তিনি সমস্ত পাপ ও বিপদাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান। শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষ্ণুপার্ষদগণকে তৎপার্শ্বে দেখিতে পান এবং তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হন। এই অজামিল প্রথমে শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, সৎস্বভাব, সদাচার ও ক্ষমাদি সদ্গুণের আশ্রয়, ব্রতনিষ্ঠ, কোমল-চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ, পবিত্র, গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধদিগের সেবায় রত, নিরহঙ্কার, সর্ব্বজীবের হিতকারী সুহৃৎ, সাধু, মিতভাষী ও অসূয়াশূন্য ছিলেন। একদা ঐ অজামিল পিতার আদেশে ফল-পুষ্প, সমিধ্ ও কুশ আহরণের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। ফলপুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আগমন করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কামুক শূদ্র লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধারণভোগ্যা এক শূদ্রাণীর সহিত হাস্য, গান ও বিহার করিতেছে দেখিতে পাইলেন। শূদ্র স্বীয় কামোদ্দীপক অঙ্গরাগযুক্ত বাহু দ্বারা সেই শূদ্রাণীকে আলিঙ্গন করিতেছিল, ইহা দেখিয়া অজামিল হঠাৎ মায়ামোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞান ও নিজ বুদ্ধিবলে নিজ চিত্তকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াও মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাই স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। অসৎ সঙ্গের ভীষণ ভয়াবহ পরিণাম এবং সৎসঙ্গের অদ্ভুত প্রভাব—হরিনাম ও হরিভক্তের অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ-মহিমা অজামিলের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই।

যমদূতগণ অকস্মাৎ বিষ্ণুদূতগণের আগমনে বিস্মিত হইলেন। যমদূতগণের প্রশ্নোত্তরে বিষ্ণুদূতগণ বলিতে লাগিলেন, এই ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে নারায়ণ নামোচ্চারণ করিয়া এক জন্মের নয়, কোটি জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। শ্রীহরির নামাভাস-গ্রহণই সর্ব্ববিধ পাপের উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের শান্তি হইলেও তাহাতে পাপীর পাপবাসনা দূর হয় না, আবার সে পাপরত হয়। কিন্তু হরিনামা-ভাসেই পাপের মূল উৎপাটিত হয়, হৃদয় পাপ-প্রবৃত্তিশূন্য বিশুদ্ধ হয়। স্বর্ণাপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, স্ত্রীহত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে সকল মহাপাতকী আছে, শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর 'এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য' এইরূপ মতি হইয়া থাকে। অজামিল সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাস করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি যমদণ্ড্য নহেন। এখন অজামিল বিষ্ণু-দূতগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন এবং এইরূপ দর্শন ও মৃত্যুসময়ে হরিনামাভাসোচ্চারণ যে তাঁহার পূর্ব্বসুকৃতির ফল, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভগবানে ভক্তিমান্ হইলেন। পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য তাঁহার ঘোর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া বহু পরিতাপ করিলেন। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার এইরূপ সদ্বুদ্ধির উদয় হওয়ায় তিনি অবিলম্বে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে প্রস্থান করিলেন। তথায় একান্তভাবে হরিভজনে নিবিষ্ট হইয়া অচিরেই শ্রীভগবানে সমাধিযোগ-প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে শ্রীভগবানে তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চলা হইলে সেই বিষ্ণুদূতগণ পুনর্ব্বার সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণবিমানে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠধামে লইয়া গেলেন। পুত্রের নামগ্রহণ-ছলেও হরিনাম-কীর্ত্তনে (নামাভাসে) এমন মহাপাপী ব্যক্তিও বিশুদ্ধ হইয়া পরা গতি প্রাপ্ত হইলেন। অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরমপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই নাম গ্রহণ করিলে তাহা যে কিরূপ ফলদ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শব্দশক্তি

——::•::——

শব্দের শক্তি অসীম। ভগবান্ নামরূপে—শব্দরূপে এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শব্দই জগৎকে চালিত করে। শব্দ বন্ধ হইলে বিশ্বচক্র বন্ধ হইয়া যায়। শব্দ-বিনিময়ের মধ্য দিয়াই এ জগৎ, কি পরজগৎ চালিত হইতেছে। শব্দের মধ্য দিয়াই জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি চালিত হইতেছে। শব্দ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের দূর দর্শন করাইতে পারে—শব্দ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারে। শব্দই অমিত প্রভাবশালীকে নিস্তেজ ও দুর্ব্বলকে পরমশক্তিশালী করিতে পারে। শব্দের মত শক্তি আর কাহারও নাই। শব্দ দূরের ঘটনা চিত্রিত করিতে পারে, দূরের দৃশ্য মূর্ত্ত করিতে পারে, শব্দ তীর অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া মর্ম্মে আঘাত করে, শব্দ বিদ্যুৎ অপেক্ষা অতি দ্রুতবেগে শক্তিসঞ্চার করে, শব্দ হিংস্রকে মুগ্ধ করে, শত্রুকে মিত্র করে, মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, দুর্ব্বলকে সবল করে। শব্দই বল, শব্দই শক্তি। গুরুবর্গ এই শব্দেরই প্রচারক। শব্দই বেদ, ভাগবত, পুরাণ। শব্দই আরাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য, শব্দই—সাধন, শব্দই—সাধ্য।

শ্রীনাম—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই। শব্দের কৃপা ছাড়া আমাদের মঙ্গলের আর উপায় নাই। শব্দই বিমুখ আমাদিগকে উন্মুখ করে—শব্দই নিদ্রিত আমাদিগকে জাগ্রত করে। বৈকুণ্ঠ শব্দ জীবের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইতে থাকিলে জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়। প্রাকৃত শব্দ যখন শ্রুতিগোচর হয়, তখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে যায়। পরীক্ষা করিয়া ঐ শব্দটী গ্রহণের যোগ্য কি অযোগ্য বিচার পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করে। কিন্তু বৈকুণ্ঠশব্দ সম্বন্ধে সেরূপ বিচার করিতে হইবে না। বৈকুণ্ঠ-শব্দের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব আছে। বৈকুণ্ঠশব্দ মহাশক্তিশালী। তাঁহাকে নিয়মিত করা যায় না। ঐ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। বৈকুণ্ঠশব্দই ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি জীবকে প্রদান করে। বৈকুণ্ঠশব্দ জীবকে নিয়মিত ও চালিত করিলে জীবের পরম মঙ্গললাভ হয়। শব্দই জীব-হৃদয়ের কল্মষাদি দূরীভূত করিয়া নির্ম্মল করে এবং সেই নির্ম্মল হৃদয়েই ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বৈকুণ্ঠশব্দ যোগ্যস্থান হইতে আসা দরকার। যে সমস্ত কথা শ্রীভগবান্ হইতে আম্নায়-পারম্পর্য্যে অবতরণ করিয়াছেন, তাহাই শ্রবণ করা উচিত, তাহাতেই আমাদের চরম মঙ্গল নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস-পরম্পরাখাতে যে শব্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই বৈকুণ্ঠশব্দ। ইঁহার মধ্যে কোন খাদ নাই। এই বাণীর অনুগত হওয়াই শ্রৌতপন্থা স্বীকার করা। অবরোহপথ বা অবতারবাদ স্বীকারই ভগবচ্চরণে শরণাগত, প্রপন্নের কর্ত্তব্য। আরোহপন্থায় মনোধর্ম্মিগণের বিচার আমাদের গ্রহণীয় নহে। শ্রৌতপন্থায় অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান পাওয়া যায়—অপ্রাকৃত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়—অপ্রাকৃত স্বরূপের কৃত্য সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়—অপ্রাকৃত বাস্তববস্তু শ্রীভগবানের সন্নিকর্ষ লাভ হয়। কিন্তু আরোহপন্থায় মনোধর্ম্মিগণ প্রাকৃত জগতেই আবদ্ধ হয়, তাহাদের বিচার বা চেষ্টা প্রাকৃত জগৎ অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত জগতের কোন সন্ধান দিতে পারে না—অপ্রাকৃত বাস্তববস্তু ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারে না—জীবকে তাহার অপ্রাকৃত স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না বরং তাহার বিপরীতভাবেই সাহায্য করে।

এই সংসারে শোক, মোহ ও ভয় দ্বারা ক্লিষ্ট হন না, এইরূপ লোক পাওয়া যায় না। কেবল পরমধাম হইতে অবতীর্ণ সাধু দিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সহিত এ সংসারের কোন সংস্পর্শ নাই। এ জগতে থাকিয়াও তাঁহারা বৈকুণ্ঠবাসী। পদ্মপত্রের মত জলে থাকে, কিন্তু মিশে না। তাই তাঁহারা অশোক, নির্মোহ ও অভয়। তাঁহাদের ত্রিতাপাদি ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু এ জগতের জীবমাত্রেরই ত্রিবিধ ক্লেশ বা ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয়। এই বিপদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি স্ব স্ব মনোধর্ম্ম-বশে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কত রকমের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিতেছে না। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা পদানুসরণেই এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

কর্ম্মপথ ও জ্ঞানপথ আমাদের অবলম্বনীয় নহে। ঐ পথে আমাদের নিত্যমঙ্গল বা চরমকল্যাণের কোন সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মপথে স্বর্গাদি সুখভোগ হইলেও তাহা নিত্যকাল স্থায়ী নহে। স্বর্গাদিসুখ চিরকাল থাকে না। সেই ভোগ শেষ হইবার পর আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। কর্ম্ম-যোগাবলম্বনে যে ধর্ম্ম, তাহা আগমাপায়ী; তাহাতে কখনও সুখ, কখনও দুঃখ—নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। কর্ম্মপথ-অবলম্বনে এই ত্রিতাপময় সংসারে গতায়াত শেষ হয় না। জ্ঞানপথেও জীব নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। এই সকলই আরোহপন্থা। আরোহপথের পথিকগণ কর্ত্তৃত্ব নিজে রাখিতে চায়। তাহারা ভগবানের উপর যোল আনা কর্ত্তৃত্বের ভার দিতে পারে না। তাহারা শরণাগত নহে। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও কিছু করা ঘটিতে পারে, ইহা তাহারা মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক মঙ্গল লাভ করিতে হইলে ত' ভগবানের একান্ত শরণাগত হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। অপ্রাকৃত ভগবদ্বাণীর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে কোনদিনই মঙ্গল নাই। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই এই নিত্যমঙ্গলের সন্ধান অনুক্ষণ প্রদান করিতেছেন। স্বাভিনিবেশের ইন্দ্রিয়গুলি ... জন্য ধাবিত। ইন্দ্রিয়সকলের এইরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। তাহাদের গতির মোড় ফিরাইয়া দিতে পারিলেই সুবিধা হইবে। অন্যান্য ইতরকথা ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী সুষ্ঠুরূপে আলোচিত হইলেই ইন্দ্রিয় সকলের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে। ভোগ-

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীনবরক্ষিত দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—ঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবজ্ঞবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওনং পাগলাঝোরা, পোঃ দার্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধীবসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপদ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ পঙ্কিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওগেই গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবংশীবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আত্মাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীরত্নমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অনধি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং নিউটন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্ষেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১০।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅবরগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পাণ্ডুলিপিরূপে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ তিনটি পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, প্রভৃতি মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে টীকা শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ — শনিবার ব্যতীত / শনিবার অন্ত দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৪৬	৬-২১	৭ ১৪	৯-১৬	১৫-১৬	১৬ ১৬	১৭-৫৬	২৩ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬ ৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	..		১৮ ৫	২৩-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-০২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৩৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.	. ..	৯-৩৩	...	.	.	. . .	.
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-০৬	১৪ ৫০		১৭-৪০		২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ২৫	১০-৫১	১৫-২৫		১৮-১৫		২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩		১৮-২৩		২১ ১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৮
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন — শনিবার ব্যতীত / অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬ ৩	১৬ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮ ৫১	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-১৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.	..	.	.	১৫-৫৯	১৭-৪২	. ..	.. ..
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
" ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—চিকিৎসার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিধায়ক অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও ধর্ম্মবাদী সজ্জনগণের সহিত যে সমস্ত পারিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-কিঙ্করগণ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই সেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি ক্রমশঃ অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় গ্রন্থমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
প্রভুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে বর্ণনে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷৹
পাঃ ।৹
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, ২২শে মে ১৯৪১, বৃহস্পতিবার [৬৪তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[০]::—

কলিকাতায় চারি ব্যক্তি গ্রেপ্তার

গত রবিবার পুলিশ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস করে এবং ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে চারি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের নাম শ্রীযুত কমলেশ ব্যানার্জ্জি ইন্দ্র দত্ত সেন, শচীন হাজরা ও অমূল্য চাটার্জ্জি। প্রকাশ, পুলিশ একটি হাতে চালান মুদ্রাযন্ত্র, একটি রাইক্রো টাইপ মেশিন, কতকগুলি টাইপ ও কয়েকখানা আপত্তিকর পুস্তিকা হস্তগত করে। কংগ্রেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ডি সুর ও মিঃ মিনিকেও স্পেশাল কোয়ার্টারে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কিন্তু পরে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর অগ্নিভোজ দণ্ডিত

দ্বারভাঙ্গার সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর অগ্নিভোজ জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় সত্যাগ্রহ করায় তাঁহাকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর

শ্রীহট্টের অন্যতম কৃতীসন্তান শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ (লণ্ডন) আসাম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ডিরেক্টার হিসাবে তাঁহার প্রথম শ্রীহট্টে আগমন উপলক্ষে গত ১২ই মে তাঁহাকে শ্রীহট্টবাসী শিক্ষাব্রতীদের পক্ষ হইতে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সুরমা উপত্যকার স্কুলসমূহের প্রথম মুসলমান ইন্সপেক্টার মিঃ আবুল লেইসকে সভাপতি করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। তাঁহার সভাপতিত্বে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল গৃহে এক সভা হয়। তাহাতে সভাপতি মহোদয় মিঃ রায়ের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক মজদ-উদ্দিন আহমেদ, সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন প্রভৃতির বক্তৃতার পর মিঃ রায় উত্তর প্রদান করেন।

কাশ্মীরে প্রবল ভূমিকম্প

গত ১৩ই মে রাত্রিতে কাশ্মীরে প্রবল ভূকম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের ফলে ঘরের দরজা জানালাগুলি ভীষণ শব্দে আন্দোলিত হইতে থাকে এবং পাখীগুলি কিচির মিচির শব্দ করিতে থাকে। জনসাধারণ আতঙ্কে ছুটাছুটি করিতে থাকে। কোনরূপ সম্পত্তি বা প্রাণহানির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অপরাধজনক নরহত্যা

গত ৯ই মে সংবাদে প্রকাশ, ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ কে, সি, সেন জুরীদের মত গ্রহণে বৈদ্যের বাজার থানার দক্ষিণপাড়া নিবাসী রেজাককে তাহার গর্ভবতী স্ত্রীকে অপরাধ-জনক হত্যার অপরাধে সাতবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে রেজাক ও তাহার স্ত্রী কদিলা বিবির মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। গত ২৯শে ডিসেম্বর একটা লাঠীর কতগুলি আঘাতে তাহার (কদিলার) মৃত্যু ঘটাইয়া উহার নাবালিকা কন্যাকে নিয়া বাড়ীর বাহির হয়। রেজাক পলাতক থাকিয়া প্রায় একমাস পরে আত্মসমর্পণ করে। আসামী নিজকে নির্দ্দোষ বলে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে ভূমিকম্প

গত ১৮ই মে প্রাতে রাত্রি প্রায় ৩টা ১০ মিনিটের সময় রাওয়ালপিণ্ডিতে মাঝামাঝি রকমের ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূকম্পন ৪০ সেকেণ্ড কাল স্থায়ী হয়। এপর্য্যন্ত কোনরূপ সম্পত্তি বা প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মজুমদার

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট সলিমুল্লা ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল ঢাকার সুপরিচিত সুদীর্ঘকালের শিক্ষাব্রতী দীনবন্ধু মজুমদার এম-এ মহোদয় গত ১লা বৈশাখ নববর্ষ প্রারম্ভে কলিকাতা মহা-নগরীতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ তদীয় পিতৃভক্ত কৃতিপুত্রগণ কর্তৃক শাস্ত্রবিহিত বিধানে এবং যথাযোগ্যভাবে তাহাদের চাকুরিয়া ২০নং মহারাজা ঠাকুর রোডস্থিত বাসভবনে গত ৩১শে বৈশাখ সম্পন্ন হইয়াছে। স্বর্গীয় মজুমদার মহাশয় সুদীর্ঘকাল ঢাকায় শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বিশেষ যশোগৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব ইস্লামিয়া সেমিনারী (বর্ত্তমানে ইস্লামিয়া সলিমুল্লা হাইস্কুল) প্রভৃতি কতিপয় হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঢাকার বর্ত্তমান সলিমুল্লা কলেজের প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁহার কৃতিত্ব অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি যেমন ভক্তিপরায়ণ ছিলেন তেমনই তাঁহার অমায়িক চরিত্র ছিল। 'স্বায়ত্তশাসন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তিনি অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাকে অনুজবৎ স্নেহ করিতেন।

প্রিন্স আমাডিও রবার্টো

ইতালীর রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র স্পোলেটোর ডিউক ও অ্যাওস্টার প্রিন্স আমাডিও রবার্টোকে ১৮ই মে তাহাদের ক্রোশিয়া রাজ্যের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রোমের রাজপ্রাসাদে ঐ দিবস মধ্যাহ্নের একটু পরে এই অনুষ্ঠান হয়। বেতারের সংবাদে প্রকাশ, ক্রোট 'ফুয়েরার' আন্টে প্যাভেলিচ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুসোলিনী এবং চক্রশক্তির বহু রাজনীতিবিদ কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকের সমক্ষে প্যাভেলিচ ক্রোট প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে স্পোলেটোর ডিউককে ক্রোশিয়ার রাজা মনোনীত করার প্রস্তাব করেন। পরে প্যাভেলিচ নূতন রাজাকে আহ্বান করেন। অতঃপর রাজপ্রাসাদের অলিন্দ হইতে সমবেত জনতার নিকট ঘোষণা প্রচার করা হয়।

নবগঠিত ক্রোশিয়া রাজ্যের রাজা ডিউক অব স্পোলেটোর বয়স ৪১ বৎসর এবং তিনি আবিসিনিয়ায় ইতালীর নেতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর, মহাপ্রাণ প্রথিতনামা বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য মহোদয়ের শ্রৌতপথের এবং পরিণত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া তোমাদের মনন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু স্থানে উহার নিজস্ব অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা বাণী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

— — — —

অণুভাষ্যম্

চতুর্বর্গাধায়ক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

— — — —

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

———

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

———

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আদ্যলীলা বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ আখ্যান ৷০
১৯। উর্দ্ধ-রেখা ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। বৃহৎক্রমদীপিকা অপরোক্ষঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তকঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীপ-প্রদর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ।০
৫০। বৈষ্ণববধূর সমাহৃতি (গোবিন্দ বকরে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃত) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যগীতামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বৎবঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাৎসারনির্ণয়ম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ৷০
৭২ নামভজন ৴০
৭৩। বেদার ইটস্ মরফলজি এণ্ড অরিজিন ৷০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন জুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড অ্যানআলয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১১ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২২শে মে, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৬৮তম সংখ্যা

সত্তায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'বিবৃতি'-নামক বিস্তৃত ভাষ্য-সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণাম এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। [illegible] মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ ত্রিবিক্রম, আদি কারণার্ণবশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

ব্রহ্মবিমোহন

ব্রহ্মা সাধারণ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। তাঁহার দুইটী স্বরূপ আছে—একটি স্বরূপগত আর একটি অধিকারগত। শাস্ত্রে চতুর্ম্মুখ, সহস্রমুখ, লক্ষমুখ, কোটিমুখ, অসংখ্যমুখ প্রভৃতি ব্রহ্মার কথা শুনা যায়। নিজস্বরূপে ব্রহ্মা ভগবৎসেবক। মায়িক গুণের অধিকারিরূপে তিনি প্রাকৃত জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহার সেই স্বরূপে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের পরিচালক। জগদ্গুরু ব্রহ্মার সহিত মায়ার কোন সম্পর্ক নাই। ব্রহ্মা নিজে বৈষ্ণব হইয়াও অচিন্ত্য-লীলাময় বিষ্ণুর প্রেরণামত বহিরঙ্গ-মোহিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্রদর্শনার্থ সৃষ্টিকার্য্যে রত থাকেন। শ্রীগর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে শ্রীব্রহ্মার জন্ম হয়। কোন মহাকল্পে মহত্তম জীবও উপাসনা-বলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার কোন কল্পে যোগ্য জীব না থাকিলে তখন মহাবিষ্ণুই স্বাংশে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন, সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব দুইই সিদ্ধ হয়।

একদিন শ্রীনারদ ব্রহ্মাকে কঠোর তপস্যা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে পিতঃ! আমার একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি আপনাকেই অখিল লোকের একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া জানিতাম, কিন্তু আজ আমার মনে হইতেছে যে, আপনারও উপরে কেহ অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন।" তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সানন্দে বলিলেন,—"বৎস! তোমার ধারণা সত্য। তোমার এই প্রশ্নও আমার প্রতি পরমকৃপা, কারণ তুমি প্রশ্ন করাতে আজ আমি কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য পাইলাম। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর সত্য কিন্তু আমারও উপর, সকলের একমাত্র শাস্তা আর একজন অন্য পরমেশ্বর আছেন, তিনি বাসুদেব। আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করি। তিনি জগদ্গুরু। তাঁহার মায়াতেই জগৎ মুগ্ধ। কেবল তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত জনই ঐ মায়া হইতে মুক্ত। বেদ সেই মায়াধীশ নারায়ণেরই মহিমা কীর্ত্তন করেন। সমস্ত দেবতা সেই নারায়ণের অঙ্গ হইতে জাত, অখিল লোক সেই নারায়ণেরই সেবক। সকল সাধনার একমাত্র সাধ্য তিনি। তিনিই সকলের একমাত্র গতি। আমি এবং অপর প্রজাপতি-গণ সকলেই তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির অত্যল্প মাত্রায় শক্তিশালী হইয়া তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি। কিন্তু প্রাকৃত জগতে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে প্রকাশিত স্বরূপ আমার নিত্য বৈষ্ণব-স্বরূপ নহে। আমি নিত্য বৈষ্ণবস্বরূপে সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবক। তখনই আমি নিত্য ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ বা আদিকবি। ভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগত না হইলে, তাঁহার কৃপাপাত্র না হইলে তাঁহার তত্ত্ব কেহই অবগত হইতে পারেন না। সেই ভগবানই কৃপা করিয়া নিজ মুখে আমাকে তাঁহার কথা কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। আমি তাঁহারই শরণ লইয়া তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া সতত তাঁহারই সেবা করিতেছি। তুমিও অনন্য ভক্তিযোগে সর্ব্বদা তাঁহারই আরাধনা কর।"

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে যখন নিজ ধামসহ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি চতুর্ব্বার তাঁহার প্রিয় ভক্ত ব্রহ্মাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

যাঁহাদের বাক্য, মন, কর্ণ ও ইন্দ্রিয় [illegible] একমাত্র কৃষ্ণ, সেই সাধুগণ [illegible] ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে [illegible] না। মীন যেমন জল ছাড়া থাকিতে পারে না, কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিত বা কৃষ্ণসঙ্গী, কৃষ্ণৈক-প্রাণ সাধুগণও কৃষ্ণপাদপদ্ম [illegible] ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। [illegible] কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি [illegible] হরিকথায় [illegible] সাধু [illegible] তাঁহাদের [illegible]। তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণকথা [illegible] নূতনরূপে [illegible]। সেইরূপ অনুগত ভক্ত বা শিষ্য [illegible] নিকটই সাধুগণ [illegible] থাকেন। শিষ্য [illegible] আত্মজ্ঞান করেন [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস' [illegible] তাঁহাদের প্রবল। [illegible] দুঃখ নাই। কৃষ্ণদাসাভিমানে যে আনন্দ আছে, সে আনন্দের নিকট [illegible] তুচ্ছ। সুতরাং দুঃখ বা হতাশা যাঁহার আছে, তাঁহার কৃষ্ণদাসাভিমান নাই। [illegible] দাসাভিমানীর কি দুঃখ থাকে? [illegible] ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"জীব [illegible] এ বিশ্বাস, করলে ত' আর দুঃখ নাই।" কৃষ্ণদাসাভিমানেই যখন এত সুখ, তখন কৃষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণসেবায় যে [illegible] সেখানেও নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেখানে সেবা, সেখানেই প্রিয়ত্ববোধ; সেখানে প্রিয়ত্ববোধ নাই, সেখানে সেবাও নাই। এই প্রিয়ত্ব-বোধের মধ্যে আপনজ্ঞান বা মমত্বজ্ঞান আছে। [illegible] বা [illegible] সুখকর। [illegible] সুখই [illegible] সুখ, [illegible] দুঃখ। [illegible] প্রভু [illegible] সেবা [illegible] কামনা নাই। [illegible] কেহ [illegible] পৃথিবী [illegible] কোন [illegible] চাইবই। [illegible] নাই। [illegible] নাই। [illegible] আকৃতি [illegible]

[illegible] তাহার [illegible] সেই সময় [illegible] তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মাধুর্য্য মুগ্ধ হন। ব্রহ্মার [illegible] সৃষ্টি [illegible] এই চিন্তা [illegible] অনেক দেখিয়া অনেক

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

চিন্তা করিয়াও [illegible] এক সংশয়ের নিরসন করিতে পারিলেন না। [illegible] ইনি জীব, আবার [illegible] জীব নহেন। [illegible] থাকে না [illegible] না পারিয়া তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য [illegible] শ্রী[illegible] সমস্ত [illegible] গো-বৎস-[illegible] পাইল না। অনন্তর [illegible] না পাইয়া [illegible] প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানেও গোপবালক [illegible] দেখিতে পাইলেন না। সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এইরূপ ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া নিজেই বত গোপবালক এবং বত গোবৎসরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কর্তা হইয়া আত্মরূপী বৎসপালরূপে আত্মরূপী বৎসগণকে চালনা করিয়া নিজস্বরূপ বালকগণ সহিত বেড়াইয়া [illegible] ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। [illegible] প্রতি গোপীগণের বাৎসল্য পূর্ববৎ [illegible] ছিল। পূর্বে গোপীগণের নিজ পুত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে যে স্নেহ [illegible] ছিল তাহা থাকিল না অর্থাৎ স্বপুত্র ও কৃষ্ণে সমস্নেহ হইল। গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও মাতৃভাব পূর্ববৎ ছিল, কিন্তু পূর্বে 'ইঁহারা আমার মাতা, আমি ইঁহাদের পুত্র' এইরূপ মমতা ছিল না, এখন সেই মমতা যথাযথ হইল, ইহাই বিশেষত্ব। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপালক হইয়া বৎসপালকরূপে নিজেকে নিজেকে পরিচালনা করিতে করিতে এক বৎসর পর্যন্ত বনে ও ব্রজে ক্রীড়া করিলেন। গো সমূহের গো-বৎসগণের প্রতি এবং গোপীগণের নিজ পুত্রগণের প্রতি স্নেহাধিক্য দেখিয়া শ্রীবলদেব প্রভু তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, সমস্ত সহচর ও গো-বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তখন তিনি বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি পূর্বে জানিতাম যে, এই সকল গো-পালকগণ দেবতাস্বরূপ এবং গো-বৎসগণ ঋষিস্বরূপ। কিন্তু বর্তমানে আমার সেরূপ দর্শন হইতেছে না। পরন্তু পৃথগ্রূপে প্রতীয়মান এই সকলকে তোমার প্রকাশ দেখিতেছি। অতএব ইহার কারণ আমাকে সংক্ষেপে বল।" শ্রীবলদেবের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বলিলে তিনি তাহার বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন। এক বৎসর পর ব্রহ্মা আসিয়া দেখিতে পাইলেন পূর্ববৎ সমস্ত গোপাল ও গো-বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছে, [illegible] তৎক্ষণাৎ পর্বত-গুহায় গিয়া দেখিলেন সেখানে সেই সমস্ত গোপাল ও গো-বৎসগণ [illegible] রহিয়াছে। আবার গোষ্ঠে আসিয়া দেখিলেন—এখানেও অবিকল তাহারাই রহিয়াছে। মহাবিস্মিত হইয়া তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, গোষ্ঠে গোপবালকগণ সকলেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজমূর্তি। তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্যের কথা বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মা সেই সকল গোপাল ও গোবৎসগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনিয়া দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পতিত হইয়া স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভগবচ্চরণে শরণাগত না হইয়া তাঁহাকে জানিবার ধৃষ্টতা করিতে গেলে যে কিরূপে দণ্ডিত হয়, লোকশিক্ষক ব্রহ্মা তাহা শিক্ষা দিবার জন্য এই লীলাভিনয় আমাদের নিকট প্রকট করিলেন। আমরা যদি এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আরোহপন্থা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে শরণাগত হইতে পারি, তাহা হইলে এই পারমার্থিক সাধনা সার্থক হইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে শরণাগত বা শ্রদ্ধা না আসিলে [illegible] সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া বিক্ষিপ্ত হইতে হয়। সংশয়পূর্ণ [illegible] আশঙ্কা লইবার বুদ্ধি থাকিলে সর্বনাশ হইবে।

কোন সময় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় গমন করিলে দ্বারপাল তাঁহাকে বাহিরে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, একটু অপেক্ষা করুন, আমি মহারাজকে সংবাদ দিই, তাঁহার অনুমতি আসিলে আপনি যাইতে পারিবেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—"তাঁহাকে গিয়া বলুন যে, ব্রহ্মা আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" দ্বারপাল গিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তিনি কোন্ ব্রহ্মা?" দ্বারপাল আসিয়া ব্রহ্মাকে সেই কথা বলিলে ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন,—এ আবার কি কথা? ব্রহ্মাণ্ডে আমি ছাড়া আর ব্রহ্মা আছে নাকি? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দ্বারপালকে বলিলেন—"তাঁহাকে গিয়া বলুন যে, সনক সনাতনাদি চতুঃসনের পিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।" দ্বারপাল গিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। ব্রহ্মা দ্বারপাল সহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপনীত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-বন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর অভিনন্দন সহ আসন প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"প্রভো, আপনার একটী কথায় আমার বড় বিস্ময় ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে দয়া করিয়া তাহা নিরসন করুন। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছে? ইহার তাৎপর্য কি? আমা হইতে আরও ব্রহ্মা আছে নাকি?" তখন অনন্তকোটি চিদচিৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদিগকে স্মরণ করিলেন। অমনি অত্যল্পকাল মধ্যে অতুল ঐশ্বর্যসমন্বিত বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত, দিব্যমূর্তি সহস্র সহস্র ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া গোষ্ঠহস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অচিন্ত্য অদ্ভুত প্রভাব লক্ষ্য করিয়া—কাহাকেও দশমুখ, কাহাকেও বিশমুখ, কাহাকেও শতমুখ, কাহাকেও সহস্রমুখ, কাহাকেও লক্ষমুখ, কাহাকেও কোটিমুখ, দেখিয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মা শত শত রাজহংসের মধ্যে ক্ষুদ্র বকের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ মধুরবাক্যে বিদায় দিলে তাঁহারা স্ব-স্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রস্থান করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"ব্রহ্মন্! তোমার এই ব্রহ্মাণ্ড মাত্র পঞ্চাশৎ কোটি যোজন, তাহাতে তুমি অতি ক্ষুদ্র চতুর্মুখ ব্রহ্মা। অন্যত্র কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন ব্রহ্মাণ্ড সহস্র কোটি, কোন ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ কোটি, এমন কি, নিযুত কোটি ও কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত বড় বড় ব্রহ্মাণ্ডও আছে। যেমন ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতে ব্রহ্মাও তেমনি ঐশ্বর্যযুক্ত। ইহা আমার চতুষ্পাদ বিভূতির আমার ঐশ্বর্য। [illegible] অশোক, অভয় ও অমৃত এই ত্রিপাদ বিভূতি গোলোকগত ঐশ্বর্য আর একপাদ বিভূতি মায়িক ঐশ্বর্য। এই সকল আমার একপাদ বিভূতি। পূর্ণ বিভূতির পরিমাণ কে করিবে?" এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা অনেক স্তবস্তুতি করিলেন এবং বিদায় লইয়া ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

— —::•::— —

ভোগবুদ্ধিতে কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করিলে জীবের সর্বনাশ হইয়া যায়। কৃষ্ণের প্রসাদ জলন্ত আগুনের মত মহাপ্রতাপশালী। উহাকে পাত্রভাবে হজম করিয়া ফেলা যায় না। কৃষ্ণের কৃপা—এই বুদ্ধিতে, সেবাবুদ্ধিতে না লইতে পারিলে পোড়াইয়া মারিবে অর্থাৎ "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব"—এই শ্লোকোদ্দিষ্ট চিত্তের গতি অতি ঘৃণ্য আকারে দেখা দিবে। কৃষ্ণের প্রসাদ বা কার্ষ্ণের প্রতি সেবাদৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বুদ্ধি লইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে হইবে না। আবার কৃষ্ণের প্রসাদকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেও কি ঐ সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইব? কৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ না করিলে অন্য বিষয়ীর দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে আমাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে,—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মন মলিন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

সুতরাং সেস্থলেও রক্ষা পাওয়া যায় না। গুরুবৈষ্ণব যখন প্রসাদ দান করেন, তাঁহাকে না হয় ত্যাগ করিতে পারিবে, কিন্তু নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজেই যদি অর্থাদি সংগ্রহ করি, তাহাই কি নিজের জিনিষ? এই দেহটাই কি আমাদের নিজের ভোগের দ্রব্য? প্রাপঞ্চিক অর্থ বা নিজের দেহ প্রভৃতিকে আমার ভোগের ইন্ধন বা আমার করতলগত বস্তু মনে করিলে কৃষ্ণের সহিত বিরোধিতাই করা হইবে। সমস্তই কৃষ্ণের বস্তু, কোনটাই আমার ভোগের বা ত্যাগের জিনিষ নহে। আর ত্যাগ করিতে চাহিলেই কি ত্যাগ করা যায়? আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি ও মাটি কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? কিন্তু ঐগুলিও ত' কৃষ্ণের বস্তু। উহাদের ভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবারই বা কি অধিকার আমাদের আছে? একমাত্র উপায়—শরণাগত হইয়া যাওয়া, নিতাইচাঁদের হইয়া যাওয়া। সম্পূর্ণ ষোল আনা দিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। চিদ্বৈভব এবং অচিদ্বৈভবের মালিক শ্রীবলদেব প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুর নিকট আত্মনিবেদন করিলে, সম্পূর্ণ নিতাইচাঁদের হইয়া যাইতে পারিলে আর চিন্তা নাই; তখন আর কিছুতে ভোগবুদ্ধি আসিবে না। নিতাইচাঁদের সংসারে প্রবেশ লাভ হইলে কৃষ্ণপ্রসাদবুদ্ধিতে সকল বস্তুর আহরণের বা গ্রহণের অধিকার তৎক্ষণাৎই আসিয়া যাইবে।

গুরুবৈষ্ণব—নিতাইয়ের সংসার অর্থাৎ শ্রীনামহট্টের অন্তর্বর্তী। তাঁহারা সকল সময়েই সকল ব্যক্তিকে নিতাইয়ের সংসারে কৃষ্ণের যত প্রসাদ আছে, সমস্তই সেবাবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার জন্য বলিতেছেন। লোকে নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। পাত্রপূর্ণ মধু রহিয়াছে, গুরুদেব বলেন, সমস্তই গ্রহণ কর। কিন্তু সকলেরই কি সবটুকু গ্রহণের যোগ্যতা আছে? তবে এই যোগ্যতা হওয়া চাই, নতুবা অন্য কোন পথ নাই। কৃষ্ণের প্রসাদগ্রহণের যোগ্যতা না হইলে ভোগের বা ত্যাগের মধ্যে পড়িতে হইবে।

আবার অধিকার-অনুযায়ী কৃষ্ণপ্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা নির্মৎসর, নিষ্কপট কৃপালু গুরুদেব নিশ্চয়ই দেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের বা নিতাইচাঁদের হইয়া কৃষ্ণের প্রসাদ সেবাবুদ্ধিতেই গ্রহণ করিতে বলেন,—বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধি করিতে বলেন না। যেমন গোপীগণ কৃষ্ণের প্রসাদস্বরূপ, গুরুদেব কোন শিষ্যকে কৃষ্ণের প্রসাদজ্ঞানে গোপীগণের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিতে বলেন না।

কৃষ্ণের প্রসাদ পাইলে ভোগত্যাগের আগুন অনায়াসেই দূর হয়। আত্মসমর্পণ বা শরণাগতির বিচার ছাড়িয়া যাহাই করি না কেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের নৈবেদ্যবস্তুর ভোগ বা ত্যাগের চেষ্টা যাহাই করি না কেন, সকলই আমাদের ভোগেচ্ছাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে। কৃষ্ণের দ্রব্য গ্রহণ না করিয়াও কোথাও পলাইতে পারিব না, সুতরাং উপায় কি? উপায়—শরণাগত হইয়া যাওয়া।

"সাধুসঙ্গ", "সাধুসঙ্গ"—সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

হরিভজনের রাস্তা ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই সর্ব্বনাশ। হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ, যে কোন গর্ত্তে পড়িয়া পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু শরণাগতের নিকট তাহা ঋজু, সরল বা স্বাভাবিক; প্রণয়ের কোন কষ্ট নাই। তাঁহাকে নিতাইচাঁদ চালিত করেন। তিনি চক্ষু বুজিয়া চলিলেও পতিত হন না।

— —

মায়াবদ্ধ কৃষ্ণবিমুখ জীবের চিত্তের বিকার হইতে জড়েন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছামূলে প্রাকৃত যে ভুক্তদয়া, উহা অপ্রাকৃত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ দয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভগবান্ বা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের-মধ্যে 'দয়ানাম্নী' বৃত্তি ... নিত্য চিন্ময়ী শক্তির আনন্দময় প্রকাশের রূপে উদারলীলার অঙ্গরূপে নিত্য। বিরাজমান এই বৃত্তিটির অভাবে প্রাকৃত অবতারী ভগবানের মহিমা এবং তদ্ভক্ত সাধকজনের পক্ষে সিদ্ধান্ত বৃথা হইয়া পড়ে। সুপ্রাপিত পুরুষের সহিত তুলনা দিয়া যে সাধুর কথা বলা হইয়াছে, উহা সাধনসিদ্ধ বা সাধনরত সাধুর কথা, নিত্যসিদ্ধ সাধুর কথা নহে। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণবের বা ভগবানের পক্ষে প্রাপঞ্চিক ক্লেশের অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু তাঁহারা সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব বলিয়া সম্বিৎশক্তির আশ্রয়ে সর্ব্বজ্ঞ বলি। ঈশ্বরবিমুখতা জনিত জীবের ক্লেশ বা সংসার ভোগের কথা জানিতে পারেন। সাধনাগমন উত্তমাধিকারী বা সাধনরত মধ্যমাধিকারীও তাহা জানিতে পারেন। কিন্তু জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কিছু স্বয়ং ঐ ক্লেশের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন না। ইহাই তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব। "এতদীশনমীশস্য" শ্লোক এই পক্ষে বিচার্য্য। শ্রীব্যাসদেব সমাধিগতদর্শনে অপাশ্রিতভাবে মায়ামোহিত জীবগণের ক্লেশ দেখিয়াও তদ্দ্বারা স্বয়ং সংশ্লিষ্ট হন নাই এবং জীবগণের প্রতি উপকারের বা দয়ার ইচ্ছা করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত অনুকম্পা বা দয়া সচ্চিদানন্দ-বৃত্তি, আর অনিত্য দয়া প্রাকৃত।

———

যে কোন অবস্থা বিপর্য্যয়, অসুবিধা আমাদের আসুক না কেন, শ্রীহরিনাম কোনমতেই ছাড়িতে হইবে না। না খাইয়া মরিবার মত অবস্থা যদি আসে তথাপি হরিনাম বন্ধ করিতে হইবে না। সুখের দিনে হরিনাম ভুলিয়া যাইতে হইবে না।

———

ভক্তি ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আছে। ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে শ্রী বা মূর্ত্তি বা রূপই লক্ষ্মী। শ্রী ঐশ্বর্য্যপ্রধান ও মাধুর্য্যপ্রধানভাবে দ্বিবিধরূপে প্রকাশিত। এই ঐশ্বর্য্যাত্মকতা এবং মাধুর্য্যাত্মকতার সহিত বৈরাগ্য আছে—দ্যুতি বা কিরণরূপে। এই বৈরাগ্য ভক্তিরসপুষ্ট বৈরাগ্য, যাহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌর ভগবান্॥

এই বৈরাগ্য বিলাস-বিহীন নহে। উহা যুক্তবৈরাগ্য, বিলাসের অনুগামী। শ্রীকে—ধনকে বাদ দিয়া ধন ত্যাগ বা ধন পরিত্যাগ দ্বারা সন্ন্যাসগ্রহের কল্পনামাত্র নহে। বৈরাগ্য বা ব্রহ্মচর্য্য শুষ্ক, নীরস, অত্যন্ত তীব্র জ্যোতির্ময় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক, আর ভক্তি রসময়ী, স্নিগ্ধ।

সাক্ষাদ্ ভগবদভিন্ন বিগ্রহ, ভগবৎপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে যে বা যাহারা নরকের শেষ সীমায় গমন করিয়া কোনপ্রকার জাতিবুদ্ধি করে তাহারা পরিণামে আত্মহত্যা বা নির্ব্বিশেষগতি লাভ বা অনন্তকোটিকাল নরকে পচিয়া মরে। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের অধমাধম ফল আর কিছু হইতে পারে না। তজ্জন্য সমস্ত সাত্বতশাস্ত্র একবাক্যে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই নরক হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার প্রতি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রকার অসহযোগ প্রদর্শন করিতে হইবে। উহাতে আমাদের কোনপ্রকার সংস্পর্শ যেন না থাকে, ইহাই সর্ব্বক্ষণ শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি মদনমোহন কামদেবরূপে, পুষ্পবাণ গোবিন্দরূপে ও অনঙ্গ গোপীজন বল্লভরূপে নিত্যকাল কিশোর বয়স হ'য়ে গোলোক-বৃন্দাবনে তাঁ'র পরার্দ্ধক্য তাঁ'র অভিন্ন হ্লাদিনীশক্তির সহিত সর্ব্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত। সেই স্বয়ংরূপের সহিত স্বয়ংরূপের পরিচর্য্যা লাভ সকল জীবাত্মার, শুধু সকল জীবাত্মার নয়, সকল নিত্যমুক্ত পার্ষদগণের, এমন কি, পার্ষদগণের নিত্য প্রভু স্বয়ংপ্রকাশ মূলসঙ্কর্ষণ বলদেবের পর্য্যন্ত কাম্য। লক্ষ্মীর বা অন্যের কা কথা, মূলসঙ্কর্ষণ—যিনি সমস্ত বিষ্ণুকোটির মূল অংশী, সেই বলদেবও শ্রীরাধারাণীর অনুগারূপে শ্রীরাধার সেবার জন্য লালায়িত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় যে শ্রীরাধিকা-মাধবাশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই আশাবন্ধে যেন সমস্ত বাসনা কেন্দ্রীভূত ক'রে শ্রীরাধা-নিত্যজনের দাস্যের জন্য কোটিগুণ উন্মুখ হ'তে পারি।

"বিষয়-বিগ্রহ অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহের সৌখ্যবিধান ও পক্ষপাতিত্বই গৌড়ীয়ের ও তদনুগাশ্রিতগণের প্রকৃত ভজন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়"—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই কৃপাশীর্ব্বাণীই আমাদের শ্রীগুরুগৌড়ীয়সেবার একমাত্র মূলমন্ত্র।

———

শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব বস্তুতঃ এক অভিন্ন বস্তু। উভয়েই সেবক-ভগবান্। গুরু ও বৈষ্ণব পর্য্যায়ক্রমে সেবকাভিমানী। শিষ্যের দিক্ হইতে দর্শনে শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব এবং সেবাদক্ষতা সর্ব্বাধিক। গুরু ও বৈষ্ণব মহাভাগবত, তাঁহাদের ভূমিকায় তাঁহারা পরস্পর বন্ধু বা সখিভাবে সম্বন্ধযুক্ত। সেবক তাঁহার গুরুদেবে সর্ব্বাপেক্ষা বরিষ্ঠত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন করেন। কিন্তু গুরুদেব নিজে অপর মহাভাগবত বৈষ্ণবকে গুরুদেবের সেবার বাধ্য করিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন না। শ্রীবৃন্দাদেবীকে শ্রীরাধিকাদেবীর পাদপদ্ম আদর দিতে পারি না। তিনি নিজকে শ্রীমতী বৃষভানবীর চরণে প্রণত আত্মদান করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জোর করিয়া সেবা করাইতে যাইব না।

মহাপ্রভুর আপামরে বিতরণমূলক এই সকল লীলাই একতাৎপর্য্যপর। জীবের প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বালক, অজ্ঞ, সরল, মূর্খ যাহারা, তাহাদের প্রতি কৃপা করিতে উন্মুখ হইলেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইবে। দয়াকারী নিতাইচাঁদের। অন্যকে দয়া করার অর্থ হইতেছে শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের missionএ যোগদান করা। শ্রীগুরুদেবের mission জানিয়া নিজেকে গুরুসেবকাভিমানে জীবে দয়া করিবার প্রবৃত্তি হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভজনবল লাভ হয়।

———

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::•::——

পাটনায় প্রচার

গত ২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গুরুনপুরস্থ শ্রীযুত ননীগোপাল প্রামাণিক মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত পাঠ ও বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

গত ৩রা মে শনিবার ঈশ্বরপুরস্থ শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার মুখার্জী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গমন করেন। গুরুবন্দনাদি অন্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু গীতার স্বরূপ, অর্জ্জুনের স্বরূপ, জগজ্জীবের মঙ্গলার্থ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহু অমূল্য উপদেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান, যোগ হইতে ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব, গীতার চরম শিক্ষা শরণাগতি, গীতার শেষ কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম কথা, গীতাই পারমার্থিকের মুখ্যনিষ্ঠা, জগতের তথাকথিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবা করিলে—শরণাপন্ন হইলে ধর্ম্মত্যাগ হেতু যে পাপ হয়, সে পাপ হইতে ভগবানই শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

গত ৬ই মে মঙ্গলবার পাটনা সি, পি, ও পোষ্টমাষ্টার মিঃ বি, ঘোষাল মহোদয়ের গৃহে শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দক্ষযজ্ঞপ্রসঙ্গ পাঠ ও বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

পাটনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-তিথি-পূজা

গত ১০ই মে শনিবার শ্রীশ্রীচৈতন্য-রামানুজার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবতিথি-পূজা নিরন্তর পাঠ-কীর্ত্তন আলোচনামুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে উচ্চকীর্ত্তনের পর 'শ্রীমদ্ আচার্য্যলীলা' গ্রন্থখানি সমস্ত দিবস দিবসব্যাপী পারায়ণ হইয়াছে।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীমঠের শ্রবণ-সদনে গুরুবন্দনা, গঙ্গাস্তব, দশাবতারস্তোত্র প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে সন্ধ্যারাত্রিক, শ্রীতুলসীপরিক্রমাদি অন্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ও ভক্তবিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব বিষয় পাঠ ও হিন্দিভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকালব্যাপী ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরদিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীতুলসীপরিক্রমা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়, তারপর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুত প্রভাসাদিত্য বসু নামক জনৈক শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় সস্ত্রীক প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক প্রত্যহ অপরাহ্নে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহাদের হরিকথা-শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা বেশ সন্তোষ। তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাগবাজার (কলিকাতা) শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১১৫
সেবক—[illegible]

শ্রী[illegible]পীঠ শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রী[illegible] পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠ[illegible]
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
[illegible]পুর, পো. হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

বালিঘাট গৌড়ীয়মঠ[illegible]
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবন্ধু বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রী[illegible]পাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রী[illegible]চৈতন্যমঠপীঠ
[illegible]পুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible] লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ, [illegible]
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গো[illegible] মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং [illegible] রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ৭।৬, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপানির্ভরক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আ[illegible]
(ভগবৎ-কৃপানির্ভরক)
পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

[illegible]কুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ [illegible] রোড, [illegible] গ্রীন
লণ্ডন, এন ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৩।৪, কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

[illegible]নিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পর বিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ. পি)
সেবক—শ্রী[illegible]ভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রী[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতার-সম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পাণ্ডুলিপিরূপে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১॥০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ তিনি পদ্যানুবাদসহ মাত্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের সরলানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই আর সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থনিচয়ের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধামতত্ত্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক পরিক্রমাকালেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত / শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৩-১৬	১৫-১০	১৬ ১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম „	৫ ০৬	৬-৩	৭ ২৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-০২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-০১	১৯-৩৭	০-০৫
(বদল) ছাঃ			৯-৩৭					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯ ১৪	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০ ৫১	১৫-২৫	১৮ ১৫			২১ ৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১ ১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত / অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪		৯-১২	১৬ ৩	১৬ ৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩		৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ৫৭		৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩০	৭-১০	৮ ৫১	১১-২৬	১৫-৪	১৫ ৫৬	১৯-২৮	২০ ৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ					১৫-৫৬	১৭ ৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২ ৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২২ ৪০	২৩.০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩১
শান্তিপুর পৌঃ	১৭-১৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-১৪
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুখ্যতম পরমারাধ্য [illegible] প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীনবদ্বীপে [illegible] পদেশসমূহের সঙ্কলিত পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ সজ্জন হৃৎকর্ণে যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ অমৃতময় এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ ও শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুগত 'সজ্জনতোষণী' শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-কিঙ্কররূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ সকল সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যপাঠনীয়।

ভিক্ষা— ৷০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায়, মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিশিষ্ট'-নামক বিবৃত সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণাম এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে মূল ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১৩ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১০ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৪শে মে, ইং ১৯৪১, শনিবার { ৬৫-৬৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ ত্রিবিক্রম, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:•:(•)•:——

ভক্তগণ ভিক্ষা করিয়া ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার উপকরণসমূহ তাঁহারা দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করেন। ভিক্ষা কথাটী শুনিয়া অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হয়। বিষয়ী মনে করে, আমার কিয়দংশ বিষয়ে হাত পড়িবে। তজ্জন্য কেহ বা ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দেয়, আবার অনেকে ক্রোধান্ধ হইয়া ভক্তের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কর্ম্মজড়গণ মনে করেন, ভক্তের ভিক্ষা বুঝি তাঁহাদেরই মত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ক্ষুধালীলা-প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞরত বিপ্রগণের নিকট অন্নযাচ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে পর্য্যন্ত ভিক্ষাদানে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মব্যবসায়ী তাঁহারা মনে করেন, শুদ্ধভক্তের ভিক্ষা বুঝি তাঁহাদেরই মত উপোযোগোপজীবিকা। এইরূপ দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভিক্ষা সম্বন্ধে কত লোক কত কি ভাবিতে পারেন। শুদ্ধভক্তগণ নিজ ভোগোদ্দেশ্যে পুত্রাদির জন্য বা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভিক্ষা করেন না। যাঁহার অন্যাভিলাষ নাই, তিনি অকিঞ্চন, তিনিই ভক্ত। যাঁহার প্রত্যেকটী কার্য্য কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর, তিনিই ভক্ত। সুতরাং ভক্তের ভিক্ষা যে ভগবানেরই সেবা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের লোকের ধারণায় যতই হেয় কার্য্য হউক না কেন, তাহা যখন হরিসেবার জন্য করা হয়, তখন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিজ উদর-ভরণের জন্য মানুষকে সারমেয়ের তুল্য নীচ ও মনুষ্যত্ব-হানী করিয়া দেয় কিন্তু হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার জন্য ভিক্ষা আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইবার সুযোগ প্রদান করে। কেবল তাহাই নহে, ভক্তের এই ভিক্ষা অত্যন্ত বিষয়ী ব্যক্তিরও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করায়। সেইজন্যই জীবদুঃখদুঃখী ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ জীব-মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ভিক্ষালীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ যাঁহাদের প্রেমবাধ্য, তাঁহাদের কি কোন অভাব আছে? স্বয়ং-ভগবান্ যাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন, তাঁহারা কত বড় জিনিষ! কিন্তু তথাপি তাঁহারা ভিক্ষুকের লীলা করিয়া থাকেন। এই ভিক্ষার দাতা ভগবান্ স্বয়ংই। ভগবান্ যাঁহার নিকট হইতে সেবাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তগণকে ভিক্ষা দিবার প্রেরণা প্রদান করেন। কৃষ্ণসেবার উপকরণ কৃষ্ণেচ্ছাতেই পাওয়া যায়। তবে আমাদের দিক্ হইতে সেবা করিবার ইচ্ছা থাকা চাই।

———

ভবরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীভগবান্ দ্বিবিধরূপে—শ্রীনাম ও অর্চ্চারূপে জগতে অবতরণ করিয়াছেন। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ।' নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই—একই বস্তু। মহাপ্রসাদও তদীয়-বস্তু। শ্রীনাম-ভবরোগের একমাত্র ঔষধ এবং তদীয় বস্তু মহাপ্রসাদ ভবব্যাধির একমাত্র পথ্য। শ্রীহরিনাম যেমন জীবের সাধন ও সাধ্য, মহাপ্রসাদও তেমনি সাধন ও সাধ্য। পরমহংস মুক্তকুল শ্রীনাম ও মহাপ্রসাদের নিত্যসেবা করেন। অনেকে মনে করেন, শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীধামেই মহাপ্রসাদ হয়, সুতরাং সেই স্থানে কেবল মহাপ্রসাদে জাতিবিচার করিবে না। এইরূপ বিচারের মূলে দিব্য-জ্ঞানের অভাব আছে। উহা কেবল লৌকিক বা গতানুগতিক শ্রদ্ধা মাত্র। উহা নিম্ন-অধিকারীর লৌকিক সংস্কার। যিনি জগন্নাথ, তিনি জগতের নাথ, কেবল পুরীর নাথ নহেন। যদি কেহ তাহা বলেন, তবে ভগবানের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। জগতের যে কোন স্থানে বসিয়া শুদ্ধভক্ত ভক্তিসহকারে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন, পানাদি যাহা কিছু প্রদান করেন, ভগবান্ ভক্তের প্রণয়কৃত সেই উপহার সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই ভগবানের শ্রীমুখবাক্য। সুতরাং মহাপ্রসাদ সকল স্থানেই হইতে পারে। সেই মহাপ্রসাদে যাহারা ডাল-ভাতবুদ্ধি করিয়া উহা শূদ্রের স্পৃষ্ট এরূপ জ্ঞান করে, তাহাদের নরকে গমন হইয়া থাকে। সেই মহাপ্রসাদে সকল জীবের সমান অধিকার। শুদ্ধভক্তগণ নিত্যকাল সেই মহাপ্রসাদের সম্মান করেন এবং সকল জীবকে তাহা প্রদান করেন। তাঁহাদের এই মহাপ্রসাদ বিতরণ জীবের দৈহিক ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য নহে; পরন্তু পরম-দুর্ল্লভ, পরমহংসবন্দ্য প্রেমসম্পত্তি লাভার্থ সুকৃতি উদয়ের জন্য। যেমন শ্রীনামসেবার ফলে জাগতিক অভাবমোচন, সার্ব্বভৌমাদি পদ এবং মুক্তিপর্য্যন্ত লাভ হয়, তদ্রূপ মহা-প্রসাদসেবার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে দৈহিক ক্ষুধাও নিবৃত্তি হইতে পারে। পরন্তু উহা অতি তুচ্ছ ও হেয় ফলমাত্র।

———

ভগবৎসেবাবুদ্ধি যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ভোগ-মোক্ষ কামনা সেই পরিমাণে আপনা হইতেই ক্ষীণ হইয়া যায়। আইন মানিয়া চলা চোর, দস্যু বা রাজদ্রোহীর পক্ষেই কঠিন, অপরের পক্ষে ইহা অতি সহজ। ভক্তিও সেইরূপ অতি সহজ। নির্ম্মল চিত্তে ভক্তি স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মরুভূমিসদৃশ হৃদয়ে বা অপরাধ কঠিন পাষাণ হৃদয়ে ভক্ত্যঙ্কুর হয় না। সঙ্কীর্ত্তনের চাষের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়। কিন্তু কৃপাবারি না পড়িলে সঙ্কীর্ত্তনের চাষ কি করিয়া হইবে? ভক্তের হৃদয় খুব কোমল ও দৈন্যপূর্ণ। সেখানে দাম্ভিকতা, প্রভুত্বা-কাঙ্ক্ষা ও তর্কস্পৃহা নাই। আনুগত্যধর্ম্মই সেখানে হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। সেবকের চিত্তে অন্যাভিলাষ নাই। সেবা করিতে করিতে অন্যাভিলাষরূপ মল বা অনর্থ সমূলে বিনষ্ট হইলে জীব স্বীয় স্বরূপগত অহৈতুক-সেবানন্দে বিভোর হন। শুদ্ধস্বরূপে ভক্তের হৃদয় ভগবৎসেবায় ব্যস্ত থাকায় তাহার মায়াধীনতা স্বীকারের অবসর হয় না। ভোগী ও ত্যাগিগণ ভগবৎসেবাবিমুখ হইলেও ভক্তগণ তাঁহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করেন না। ভক্তগণ জানেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতিরেকে উন্নতির পথ মুক্ত হয় না এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কপট ও ফল্গুবৈরাগী যদি পৃথিবীতে না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যাইত না এবং আপনাদিগকে সতর্ক করিবার সুযোগ হইত না। যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিগণ কর্ত্তৃক 'স্বজন' এবম্প্রকার উপকৃত হন, সেই ঋণশোধন-

বলে ভক্তগণ তাঁহাদিগকে উদ্ধারাধিকারে লইয়া পাইবার জন্য সম্মান এবং সুশিক্ষা দ্বারা সংশোধিত করিতে থাকেন। এইজন্য ভক্তগণকে অনেক সময় নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। নানাভাবে নির্য্যাতিত হইয়াও তাঁহারা জীবমঙ্গলবিধানে বিরত হন না, এত তাঁহাদের দয়া।

প্রাকৃত বিরহ বা বিচ্ছেদে কেবল মাত্র দুঃখই অনুভূত হয়। এই প্রাকৃত বিরহের বাস্তব সত্তা বা নিত্যতা নাই। অপ্রাকৃত দেহ সেরূপ জাতীয় নহে। ঈশ্বরের নিত্যস্থিতি আছে, ইহা জানা হেতু এবং একদিন না একদিন ভগবান্ নিশ্চয়ই দর্শন দিবেন, এই প্রকার আস্তিক্য-বুদ্ধিবিশিষ্ট ভগবদ্বিরহিগণ আশাবন্ধযুক্ত হন এবং উৎকণ্ঠার সহিত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ লীলার কীর্ত্তনে রতিযুক্ত হইয়া থাকেন। অপ্রাকৃত ভগবদ্বিরহে নৈরাশ্যজনিত তাপের পরিবর্ত্তে আশা বন্ধহেতু উত্তরোত্তর আনন্দাপ্লুতা সংঘটিত হয়, যাহা ভবিষ্যতে ভগবৎসাক্ষাৎকার করাইয়া বিরহকে সম্ভোগরসে পরিণত করে। শ্রীরামদেবের বনবাসলীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অত্যাচারের কথা শ্রবণকালে ভক্তগণ দুঃখহেতু অশ্রুপাত করিলেও এই ভাবপূর্ণ চরিত্র পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই আগ্রহাতিশয্যের অন্তরালে বিমলানন্দের আলোক প্রদীপ্ত থাকে এবং তাহারই প্রভাবে ভগবদ্বিষয়ের ন্যায় বিরহভাবটী জাগতিক শোকের ন্যায় জ্বালা প্রদানে সমর্থ হয় না। সর্পাঘাতে বিষের ক্রিয়া উৎপন্ন না হইলেও দংশনহেতু ক্ষতস্থানে যেমন কথঞ্চিৎ জ্বালা অনুভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অদর্শনজনিত যে কিছু বিরহবেদনা, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভক্তগণকে সহ্য করিতে হয়। ভগবদ্বিরহের প্রভাবে চিত্তে তন্ময়তা আসে এবং তদ্ধেতু ইতর বাসনাসমূহ স্থানাভাবহেতু চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। বিষয়বাসনা নষ্টপ্রায় হইলে মন আপনা হইতে একাগ্রতা করিতে প্রবৃত্ত হয়। অপ্রাকৃত ভগবদ্বিরহ যাঁহাদের উদয় হয়, তাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান্। পূর্ব্বাভূত সুকৃতি ভিন্ন উহা লাভ হয় না। এই বিরহে কামের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। তজ্জন্য দুঃখের পরিবর্ত্তে পরমানন্দেরই উদয় হইয়া থাকে। যে হৃদয়ে ভগবদ্বিরহ নাই, সে হৃদয় মরুভূমি-সদৃশ। সংসার ক্ষয়োন্মুখ না হইলে ভক্তের সঙ্গলাভও হয় না এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্বিরহও উপলব্ধির বিষয় হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

প্রত্যেক দিন সকাল বেলা উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের মনকে ত'শ বা জুতা, আর পাঁচ'শ বা ঝাঁটা মারিয়া মনকে শিখাইতে হইবে—"মন, তোমার পরনিন্দা করিয়া কি ফল? তোমার চর্চ্চা তুমি কর না কেন?" "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" "পরচর্চ্চা" শব্দে 'পর' বলিতে পরমেশ্বর-বিমুখ জনের চর্চ্চা। উহার দ্বারা আত্মার অমঙ্গল হয়। কিন্তু 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরের চর্চ্চার দ্বারা আত্মমঙ্গল হইয়া থাকে।

অস্মাভিমানীদিগের অন্যের মস্তক চর্ব্বণ করিবার প্রবৃত্তিই প্রবল, তাহারা অত্যন্ত দাম্ভিক। দাম্ভিকগণ কখনও হরিভজন করিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তকে অসম্মান করাই দাম্ভিকের কার্য্য।

ভজনের ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ভগবৎ-তত্ত্বে অপরাধী হইয়া মহাজনের বিচার-তাৎপর্য্যবোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়।

কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র বাস্তবসত্য। যে সত্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান নহে, তাহা কখনও সত্য নহে, তাহা মিথ্যা, তাহার অনুসরণ ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। তাঁহার নিষ্কপট সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন, তাহাকেই প্রকৃত সত্যের অনুসরণ বলে। শ্রীরূপরঘুনাথের কথাই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।

বড় দরিদ্র জীব আমরা, 'দরিদ্র-নারায়ণ' নহি। আমাদের এই দরিদ্রতা কমিয়া যাওয়া দরকার। ধনসংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন। "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন॥" ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। কৃষ্ণ-প্রীতি প্রয়োজন হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

দাম্ভিক লোক কখনও প্রচারকার্য্য করিতে পারে না। দাম্ভিক কি প্রচার করিবে? দাম্ভিক প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া 'আমি মহাপ্রচারক' এইপ্রকার অভিমান করে। বাস্তবসত্য তাহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন না, সুতরাং তাহার দ্বারা জগতের কোন বাস্তবমঙ্গল বিহিত হইতে পারে না।

সাধকের পক্ষে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও তৎফলে হরিকথা শ্রবণাদি দ্বারা যে মঙ্গল উদিত হয়, প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া বহু জন্ম অর্চ্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কথা দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অন্তর্যামী ভগবান্, তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না।

"মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ" বিচার না হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাওয়া হয় নাই। ভক্তের অনুগ্রহ না হইলে গুরুকে পাইতে পারি না।

ভগবদ্বস্তুর আলোচনার আত্যন্তিক অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তাই অভাবের তাড়নায় আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ অস্থির হইয়া পড়িতে হইতেছে। ভগবদ্বস্তু পরিপূর্ণ, তাঁহার আলোচনায় অভাবের কোন কথা নাই। পণ্যবস্তুর আলোচনা যত বেশী বৃদ্ধি পাইবে অভাবও তত অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বর্ত্তমানে মানবের চিত্তবৃত্তি যে সকল জিনিষ লইয়া meddle করিতেছে তাহাতে কেবল অসুবিধার কথা ছাড়া সুবিধার কোন কথাই নাই। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব আমাদিগকে বলিতেছেন—"তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর। যাহার সহিত দেখা শুনা হইতেছে, তাহাকে কৃষ্ণকথা বল।"

আমাদের বাবু হইবার দরকার নাই। শুধু ভারত নয় সমস্ত জগতে প্রচার করা আবশ্যক যে আমরা 'খাব দাব' বলিয়া joint mess সৃষ্টি করব না। উহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। আমরা মনুষ্যজাতির কোন বিচারের মধ্যে থাকিব না। আমরা কি মনুষ্যজীবন পাইয়াছি কেবল 'খাওয়া থাকার' জন্য? আমরা কি সর্ব্বশুদ্ধ কতকগুলি লোককে আক্রমণ করিতে বসিয়াছি? কেবল শরীর পুষ্টি করিয়া দেশবাসীর মাংসবৃদ্ধি করিয়া এবং পচা ও পরস্পর 'মারামারি' করিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিতেছি? সমস্ত লোকের সত্যকার নিত্যকালের উপকার যাহাতে হয়, তাহাই করা আবশ্যক।

কখনও দুঃখাবেগ দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের সেবা করিলেই জীবে দয়া করা হয়। জীবকে হরিভজন করান সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়া। নিজপ্রতিষ্ঠৈষণা প্রবল হইলে বিচার হয়—'আমার হরিশক্তি বেশী হইয়াছে।' আমার প্রতিষ্ঠা বেশী বাড়িয়াছে, সকলেই আমার অধীন,—ইহার নাম বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল হইবে। কপটতা পরিহার করিবার একমাত্র উপায়—শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা ও অনুসরণ।

শ্রীগুরুদেবকে প্রাকৃতজাতীয় অর্থাৎ উপাস্য বস্তু বলিয়া মনে না করিলে আমাদের তাঁহার চরণে মর্ত্যবুদ্ধি আসিয়া যাইবে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" "ন অসূয়েত" অর্থাৎ মৎসরতা বা হিংসা করিবে না। গুরুসেবাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য।

ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। তাহাদের স্থান ধাম নহে,—গ্রামে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদবতার বা ভক্তগণ তাহা রোধ করেন।

হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের ব্যবহার না করিলে হরিভজন হয় না। কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা-রহিত ব্যক্তির মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকা'ব—বৈষ্ণবের চোখে ধূলি দে'ব—আমার অসৎপ্রবৃত্তি কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ কলা দিয়ে পুষ্‌বো, লোকের কাছে সাধু ব'লে প্রতিষ্ঠা নেব—এ সকল বৃত্তি দুর্ব্বলতা মাত্র নহে, কিন্তু ভীষণ কপটতা, এ'দের কোন কালেই মঙ্গল হয় না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে বিনীতভাবে সাধুদের শ্রীমুখবিগলিত কথা শুনতে শুনতে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে, তা'তে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি, তা' হ'লে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেল্লাম। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নয়। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না।

নিন্দকের গতি নাই

——::•::——

ভক্ত কৃষ্ণের সেবা করেন, কৃষ্ণও ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন—পরস্পর পরস্পরকে সুখ দিবার জন্য ব্যস্ত। এই কৃষ্ণদাসগণের সেবা করিলেই কৃষ্ণ অনুগ্রহ করেন। বৈষ্ণবের সেবাফলেই কৃষ্ণ-সেবা লাভ হয় বলিয়া স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তরূপ ধারণ করিয়া সতত বৈষ্ণব-গণের বিবিধ সেবাবিধান পূর্ব্বক জগজ্জীবকে বৈষ্ণবসেবার অত্যাবশ্যকতার কথা শিক্ষা দিয়াছেন। নিজভক্তের জন্য ভগবানের অকরণীয় কিছু নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে পাই,—

তোমরা যে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তোঞি বুঝি,—আমার উচিত আছে কর্ম্ম॥
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারো পা'য়ে ধরে সেই ঠাঞি॥
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কা'রো করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি' কারো দেন ত' আপনে॥
কুশ-গঙ্গামৃত্তিকা কাহারও দেন করে।
সাজি বহি' কোনদিন চলে কারো ঘরে॥
এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে।
সেবকের লাগি' নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥
কৃষ্ণের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব।
'ভক্ত লাগি' কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা-বিলাসে॥

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে প্রীতি হয়॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলিবে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিত্যশুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী। সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের পরস্পরের মধ্যে যে মতভেদ, তাহা কেবল চমৎকারিতা-বর্দ্ধনের জন্য। বস্তুতঃ আত্মধর্ম্মিগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল মতভেদ বর্ত্তমান। আত্মধর্ম্মিগণের মতভেদের আকার আত্মধর্ম্মের বিচিত্রতা বিস্তার করে। তাহাতে জড়ীয় ভোগ ও ত্যাগ বা মিছাভক্তির কোলাহল নাই— ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেও পাই,—

নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি নাশ।
একে বন্দে, আরে নিন্দে যাইবেক নাশ॥

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্য পাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি॥

অর্থাৎ কোন মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পদযুগল পূজা করিয়া পুনরায় তাঁহার মস্তকে প্রহার করিলে সে যেমন নরকগামী হয়, তদ্রূপ যিনি প্রতিমাতে বিষ্ণুর পূজা করিয়া নিখিল প্রাণির হৃদয়স্থ সেই সর্ব্বগত বিষ্ণুরই অবজ্ঞা করেন, তিনিও নরকগামীই হইয়া থাকেন।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি কেহ নিষ্কপটে হরিসেবারত বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তবে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য সন্দেহ নাই। জীব দয়ার অভাববিশিষ্ট হওয়া দম্ভক্রমে যাহার বিষ্ণুসেবক বলিয়া অভিমান হয়, তাহার ভক্তির পরিবর্ত্তে ত্রিবিধ তাপই লাভ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে ভগবানই স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করান। কেহই ভগবানের প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হন না। ভগবানের এই সূক্ষ্ম-কর্তৃত্ব ভক্ত ব্যতীত কর্তৃ অভিমানী অপরে বুঝিতে পারে না। তাই ভক্তগণ প্রত্যেক জীব-হৃদয়কে ভগবন্মন্দির বলিয়া জানেন। সমগ্র জগতে, অণুপরমাণুর অভ্যন্তরে, স্থূলপিণ্ড ও মহা-পিণ্ডের অভ্যন্তরে ভগবান্ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান নাই, প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবদধিষ্ঠানের অভাব আছে, এইরূপ বুদ্ধিতে বিষ্ণুপূজার ছলনা বিষ্ণুপূজা নহে, উহা প্রাকৃত মূঢ়তা মাত্র। জীবহিংসা করিলে তদভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুহিংসাই হইয়া থাকে। ভগবান্ হইতে অভিন্ন বৈষ্ণবের পূজায় উদাসীন হইয়া বিষ্ণু-পূজা করিতে গেলে পূজা না হইয়া তাহা দুঃখেরই কারণ হয়। মানবমাত্রেরই হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, আবার বৈষ্ণব সাধারণ মানবের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহার হৃদয়ে যে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে— তাহাতে সেবোন্মুখ হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন। একজন বিষ্ণুসেবারহিত হইয়া রজস্তমোগুণ-নিরত আর বৈষ্ণব শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুসেবায় প্রমত্ত। সুতরাং বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের হিংসা করিলে সাধারণ জনে হিংসা অপেক্ষা শতগুণ পাপ বা অপরাধ উপস্থিত হয়। দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই সত্বের নিন্দা করিবার দুষ্প্রবৃত্তি আসে। প্রত্যেক জীবে ও প্রত্যেক জড় পরমাণুতে বিষ্ণু অধিষ্ঠিত এবং তাঁহারাই হরিমন্দির, এ কথা অজ্ঞাভিমানী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না। হরিপূজার ছলনায় ভক্তপূজা পরিহারই ভক্তাধমের লক্ষণ। যাঁহারা পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত ভগবানের পূজা করেন এবং ভক্তের পূজার মহিমা ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহারাই উন্নত ভক্ত। তাঁহাদের পতনের সম্ভাবনা অনেক কম। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণবহিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবের যে অধম পীড়া করে॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফল যায়, আর দুঃখে মরে॥
সর্ব্বভূতে আছেন, শ্রীবিষ্ণু না জানি॥।
বিষ্ণুপূজা করে অতি-[illegible] হইয়া॥
এক হস্তে যেন [illegible] পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথার কপালে॥
এসকল লোকের কি কুশল কোনক্ষণে।
হইয়াছে, হইবেক ? বুঝ ভাবি' মনে॥
যত পাপ হয় প্রজা জনেরে হিংসিলে।
তার শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥
শ্রদ্ধা করি' মূর্ত্তি পূজে ভক্তে না আদরে।
মূর্খ নীচ পতিতে দয়া নাহি করে॥
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥
বলরাম শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এসব জনারে॥

জীব নিজ অহঙ্কার-বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যেখানে সেবোন্মুখতা বা ভগবানে ভক্তি দেখা যায় সেখানেই গুরুবৈষ্ণবের অনুকম্পা আছে জানিতে হইবে। শরণাগত ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারেন। তাঁহারা জানেন যে, কৃপারই বড়াই, আমাদের নিজেদের কোন যোগ্যতা নাই। ভগবচ্চরণে নির্ভরশীল সেই ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে কি আর নিস্তার আছে ?

উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য

(প্রাপ্ত)

ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে প্রত্যেক সাধক জীবের উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্যের সহিত তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে। কৃষ্ণ ও তদীয় বস্তুর সেবা প্রীতি ও নিপুণ যত্নাগ্রহের সহিত করার নামই ভজনে উৎসাহ। ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস বলিতে ভক্ত এবং ভগবানের বাক্যেতে দৃঢ় বিশ্বাসই বুঝায়। "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়" এইরূপ দৃঢ়বুদ্ধিই ভক্তিতে বিশ্বাস। এখানে ভক্তিতে যেমন বিশ্বাসের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি ভগবানের বাক্যেও বিশ্বাসের কথাও দৃঢ়তার উপদেশ করা হইয়াছে। কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ় মতিই ভক্তিতে বিশ্বাস। আবার গুরুর প্রতি "কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে" এই বিশ্বাস থাকিলে কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ় মতি লাভ হয়। প্রেম অর্থাৎ প্রয়োজন লাভে ধৈর্য্যের কথাও বলা হইয়াছে। অভিধেয় সাধনে অর্থাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সাধুবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইলেও ধৈর্য্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, ধৈর্য্যহীন হইলে অভিধেয় সাধনে শিথিলতা আসিয়া যায়।

উৎসাহান্বিত হইয়া নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে পারিলে সাধকের উত্তরোত্তর উন্নতি অবশ্যই লাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য জানিয়া, তাঁহার পাদপদ্মাশ্রিত সদাচারপরায়ণ হইয়া [illegible] সহিত ধৈর্য্যসহকারে চলিতে হইবে। [illegible] কত দুঃখদুর্দ্দশা আসিয়া যাইতে পারে, আবার দুঃখ অতীব লাভ হইতে পারে, সেজন্য অধীর হইয়া চলিলে না। যত দেরীই হউক, প্রয়োজন লাভ করিতেই হইবে, অসংখ্য প্রকার বাধা [illegible] আসিয়া উপস্থিত হউক, তাহাতেও হতাশার কোন কথা নাই। দৃঢ়তার সহিত লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিলে, যেখানে যে প্রকার বিপদসঙ্কুল, সেখানে অগ্রসর হইবার আশঙ্কাও নাই। এই প্রকার উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া ভক্তিযাজন করিলে অগ্রগতি বা উন্নতি লাভ হয়। উৎসাহ হৃদয়ে প্রেরণা দান করে, ইহা চেতনের বৃত্তি। সেবা করিবার জন্য যাঁহার অকপট ইচ্ছার উদয় হইয়াছে, তিনি উন্মুখ, উৎসাহ তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে। হরিভজন আত্মার বৃত্তি, তাহা দেহমনের বৃত্তিবিশেষ নহে, অসুস্থ হওয়া ত' দূরের কথা, দেহের নাশ হইলেও সাধকের হরিভজন থামিয়া যায় না। আত্মার বৃত্তিতে উৎসাহ বর্ত্তমান। সুতরাং উৎসাহের সহিত হরিভজন করাই আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। যেখানে প্রকৃত হরিভজনের কথা, সেখানে সেইজন্য হতাশা আসিতে পারে না। সেব্যের সেবায় আন্তরিকতার গাঢ়তা যত অধিক হইতে থাকে, ততই উৎসাহ ক্রমবর্দ্ধনশীলরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। বিভিন্ন প্রকার সেবার দ্বারা সেব্যের সুখ-বিধান করিয়া সাধক তখন সর্ব্বক্ষণ বিভোর থাকেন, উদাসীনতা বা নিরুৎসাহ তাঁহার হৃদয় চিত্তকে স্পর্শও করিতে পারে না।

হতাশা উৎসাহের বিপরীত ভাব,— ইহা অনাস্থা প্রতীতি। জড় বস্তু, অহঙ্কার বা [illegible] হইতে হতাশার সৃষ্টি, মূলে দেহাত্মবুদ্ধি। দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই [illegible] দশায় থাকা পর্য্যন্ত কোন কিছুতেই স্থায়িত্ব হইবে না, [illegible] থাকিয়া যাইবে। যখনই [illegible] অবস্থা বা [illegible] আসিয়া [illegible], সঙ্গে সঙ্গে হতাশা, [illegible] হইয়াছে। [illegible] জানিয়াছি, [illegible] হতাশার [illegible] হইয়া [illegible]। [illegible] যেখানে উৎসাহহীনতা, সেখানে আন্তরিকতার অভাব আছে জানিতে হইবে। [illegible] অভাব হইলে [illegible] আসে। [illegible] অনুষ্ঠান-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। [illegible] সেবায় [illegible] সেখানে [illegible] না, অন্য কোন [illegible] উৎসাহিত হইতে পারে। [illegible] অনাত্ম-[illegible] সাধক [illegible] কদাচিৎ [illegible] কৃপায় তিনি [illegible] হন।

[illegible] কিন্তু পূর্ব্ব [illegible]। নতুবা উৎসাহ স্থায়িত্ব লাভ করে না। "[illegible]" [illegible] জানিয়া [illegible] স্থায়ী হবে। [illegible] দৃঢ় [illegible] তাঁহার [illegible] দৃঢ় বিশ্বাস [illegible] নিশ্চয় [illegible] সংশয়ের স্থান নাই। [illegible] 'নিশ্চয়' [illegible] নিশ্চয়ের মধ্যে [illegible] উদাসীনতা লক্ষ্য হয়। অতীতকালে [illegible] সংযুক্ত হইলে [illegible] স্বীকৃত হয়। কারণ বিশ্বাস বা নিশ্চয় আছে বলিয়া [illegible] অন্য [illegible] জন্য

সাধক ধন্যা[illegible] হন। [illegible] থাকে অথবা [illegible] হইবে কিনা [illegible] অবস্থা দেখা [illegible] ভাজা, [illegible] সত্যবস্তু [illegible] অপরাধের [illegible] হয়। [illegible] নিদায় [illegible] আছে।

[illegible] হউক [illegible] সাধন [illegible] দক্ষিত [illegible] প্রকটন [illegible] করেন। [illegible] হইবে না [illegible] অতীব [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] কোন [illegible] সর্কাঙ্গ [illegible] নিরীক্ষা [illegible] লাভ [illegible] হন না অথবা মনের [illegible] বহুব [illegible] গৌরিবঞ্চকের [illegible] স্থানে [illegible] বৈষ্ণবাগ্রণ ও দাসগণের সম্পূর্ণ [illegible] ছাব। [illegible] বৈষ্ণবাপরণ সত্য। [illegible] মত ভক্ত [illegible] নহেন। [illegible] সেবক [illegible] জ্ঞান [illegible] করেন—তাহারা [illegible] চান না। [illegible] যায় না কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা দান করিয়া থাকেন।

আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু শ্রীউপদেশামৃতে এই কথা বলিয়াছেন,—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎ
কর্ম্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ
প্রসিধ্যতি॥

যৎকিঞ্চিৎ

---::•::---

কৃষ্ণের অচিন্ত্য বিগ্রহ বা প্রকাশবিগ্রহ বা স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুদেব। তিনি অপ্রাকৃত [illegible] হইয়াও নরসমাজে নরের ন্যায় [illegible] করিয়া বদ্ধজীবগণের [illegible] অবতরণ করিয়াছেন। যুগে যুগে ভগবান্ [illegible] এই প্রকার [illegible] জগজ্জনবিধানের নিমিত্ত [illegible] থাকে। তাঁহারা যে স্থানেই থাকুন না কেন [illegible] সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি [illegible] কিন্তু [illegible] না পারিয়া তাঁহাকে নরমাত্র জ্ঞান করে। আর সুকৃতিসম্পন্ন সৌভাগ্যবান্ জনগণ তাঁহার অপ্রাকৃত অনুগ্রহ [illegible] হইয়া [illegible] লাভ করেন। তাহাদের [illegible] বা [illegible] বড় [illegible] আর নাই। [illegible] করিয়া এ জগতে [illegible]। এ জগতের কেহ বড় [illegible] করিয়া তাঁহাকে বড় করিতে পারে না বা নিন্দা করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা [illegible] করিতে পারে না। [illegible] সূর্য্যের ন্যায় জগতে নিজ মহিমায় [illegible] প্রকাশিত হন ও [illegible] কোটি কোটি [illegible] অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করেন।

[illegible] অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার [illegible] পার্ষদগণ ও স্বধামসহ লোক-শিক্ষক [illegible] নামে [illegible] [illegible] আবির্ভূত হইয়াছিলেন। [illegible] বৈকুণ্ঠবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত [illegible] দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই, ইহাই তাঁহার একমাত্র আচরিত ও প্রচারিত বিষয়। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম। [illegible] বাণীর সেবার দ্বারা [illegible] সেবা হয়। এই বৈকুণ্ঠ-বাণীর [illegible] নাই—অবসান নাই। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। তৃণাদপি সুনীচ হও, তরু হতে সহিষ্ণু হও, অমানি-মানদ হও। [illegible] তোমার মঙ্গল তথা জগতের মঙ্গল হইতে পারিবে না। হরি[illegible] তোমাকে পদদলিত করে করুক, তুমি দীন অকিঞ্চন হইয়া বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন করিতে থাক—কোন ক্রমেই বৈকুণ্ঠ [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইও না। [illegible] ঠিক থাকিলে কেহ পদস্খলিত করাইতে পারিবে না। জগতের কোন [illegible] শক্তি—অধর্মের কোন প্রকার অত্যাচার বৈকুণ্ঠবাণীর প্রবাহকে রোধ করিতে পারে না। ঠাকুর হরিদাসকে বিধর্ম্মী বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া মায়াদেবী নানা-প্রকার ছলনা করিয়াও তাহাকে বৈকুণ্ঠ-নামকীর্ত্তন হইতে কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই। একচ্ছত্র সম্রাট হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াও প্রহ্লাদ মহারাজকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহনকারী গুরুবর্গ জানাইয়া দেন ভগবান্ যে ভোক্তা, ইহা ভুলিয়া গেলই [illegible] হয়। ভগবানের যে ছায়াশক্তি [illegible] করিয়া দেয় ও [illegible] তাহাই মায়া। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়া জীবকে মোহিত করিতেছে। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে [illegible] হইবে না। [illegible] শ্রবণ গ্রহণ করিলে আর [illegible] থাকিবে না। [illegible] [illegible] বাণী [illegible] বৈকুণ্ঠবাণীর প্রতি [illegible] আছে। বৈকুণ্ঠবাণীর প্রতি উদাসীনতা বা শ্রবণ অনাদরের জন্য [illegible] হয়। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-[illegible] না হয়। [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] করিয়া [illegible] ইহাই [illegible] অবলম্বন। বৈকুণ্ঠবাণীর নিরন্তর [illegible] করিলে [illegible] হইতে পারিবে বৈকুণ্ঠ [illegible] করা যাইতে পারিবে। তাঁহার [illegible] সহিত নিষ্কপটভাবে [illegible] করিলে [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

---::•::---

বোম্বেতে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায়, আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গৌড়ীয়, শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রভৃতি আলোচনা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে [illegible] নারদ সংবাদ, শ্রীকপিল-দেবহূতি উপাখ্যান [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীতুলসীপরিক্রমা হয়। প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে যাইয়াও মঠসেবকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

গত ১২ই মে সোমবার আহূত হইয়া রাজা মতিলাল বংশীলালজীর মালবার হিল-স্থিত ভবনে মঠসেবকগণ রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুবন্দনান্তে পঞ্চতত্ত্ব, "ভজহুঁ রে মন", "যশোমতীনন্দন" প্রভৃতি গীত কীর্ত্তন হইলে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণের উপাখ্যান-প্রসঙ্গ হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা হয়। প্রসঙ্গক্রমে জন্ম ঐশ্বর্য্য-শ্রুত শ্রী প্রভৃতি দ্বারা যে শ্রীভগবান্ বশীভূত হন না, একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, এবং সৎসঙ্গ—সদ্গুরুকৃপা লাভ ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না প্রভৃতি আলোচনা হয়। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠে রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বংশীলালজী (বাক্কার ও মিলওনার) পরিবারবর্গ এবং কর্ম্মচারিগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর জেলায় প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক রংপুর জেলার হাতীবান্ধা প্রভৃতি স্থানের প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া জলঢাকা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত ধরণীধর বাবুর বাটীতে কয়েকদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-কীর্ত্তন ও [illegible] শ্রীহরিকথা আলোচনা করেন। তথা হইতে চোরঙ্গা প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া কাটালি নামক গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে গমনপূর্ব্বক ২০শে মে তথায় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরদিন "শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তথা হইতে প্রচারকগণ ঘোড়ামারা নামক স্থানে পত্নিদার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া এ যাবৎ দুই দিন মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ও শ্রীচৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীধামদর্শনে

গত ২০শে মে নালন্দা কলেজের প্রফেসর শ্রীযুত ক্ষেত্রলাল সাহা মহোদয় শ্রীধামদর্শনার্থ সপরিবারে শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সহিত তাঁহার বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলাপ হয়। তিনি মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅখণ্ডধন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভবভঞ্জন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজ দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রাবলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদন্তসুন্দর বিদ্যাবন্ত বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দুপদ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনয়নাচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গগত ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবদ্ধমান দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরাসবিলাস ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকমলসুন্দর দাসাধিকারী

অনর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অনর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দ্র ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ড, পোঃ চিরকুন্দা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ম্যাণ্ডেভিল রোড, হাইডন গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগোবিন্দগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীজ্ঞানপ্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীমন্দির অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিমোহনদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম. এ. মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাদশ দেশবাসী ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট অলিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত নির্ঘণ্ট (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা -১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের বাংলা ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে ভাষ্য সংক্ষেপে অনুবাদ ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য এবং মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিষয়ের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্প্রদায়নিরপেক্ষগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। দ্বাদশ আলবার — ॥০
১৯। তর্কা দেক — ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব — ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ।৵০
২২। ভজন রহস্য — ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (বিশ্বনাথ-টীকা সহ) — ১৲
২৫। গীতা (বলদেব টীকাসহ) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য — ॥০
২৭। মুক্তাফল টীকা প্রশ্নসহ (সানুবাদ) — ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ দর্শন — ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) — ৵০
৩৫। গীতমালা — ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) — ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড — ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ — ।০
৪০। শরণাগতি — ৵০
৪১। গীতাবলী — ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা — ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) — ২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক — ৴১০
৪৬। অর্চ্চনকণ — ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ — ।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) — ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী — ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ।০
৬৫। সটীক-শিক্ষাদশমূলম — ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ — ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য প্রচারঃ — ৴০
৬৯। সাংখ্যদর্শনম্ — ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ — ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত — ॥০
৭২। নামভজন — ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি — ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ — ।৵০
৭৫। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ — ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং — ৴০
৭৮। দি ভাগবত — ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন — ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ২৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৸০
৮৫। সাধনপথ — ৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু — ৴১০
৮৭। গীতাবলী — ৴১০
শরণাগতি — ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী — ৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী — ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি — ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৭৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে বেষ্টিত পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬ ৫৬	১৭-৫৬	২০ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬ ৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	....	....	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-৫৫
(বদল) ছাঃ	..		৯-৩১		.	.	..	..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮ ৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-.৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০ ৫১	১১-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩০

ডাউন

				শনিবার ব্যতীত				
				অন্য দিন	শনিবার			
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২৯	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫১	১১ ১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. . .		..		১৫-৫৬	১৭-৪২	. .	.....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৭	১৯ ২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৪৪
ছাঃ ১৫-৩১
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মঙ্গলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত নবদ্বীপ তথা বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মতবাদী সম্প্রদায়গণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবরসিদ্ধান্তস্থাপনে ও অপসিদ্ধান্তখণ্ডনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৷৷০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বালায় এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
বেহালা, ২৪ পরগণা।

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No.C.1544.

শ্রী শ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথামালার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতিসুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ—ভবানী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, ২৬শে মে ১৯৪১, সোমবার [৬৭তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

——::[০]::——

বালিকা হত্যার দায়ে নারীর প্রাণদণ্ড

অলঙ্কারের লোভে ৭ বৎসরের একটি বালিকাকে হত্যা করার অপরাধে ঢাকার এস এস পি (সদর মহকুমা) ও স্পেশ্যাল কমিশনার মিঃ আবুজাফরের পত্নী হেজোকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ক্যাম্বেল এই মামলার বিচার করেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গনেশী চামারের কন্যা কিষেণ পিয়ারী (৭) অন্যান্য বালিকাদের সঙ্গে যখন খেলা করিতেছিল সেই সময় আসামী হেজো উক্ত বালিকাকে ডাকিয়া লইয়া যায় এবং তাহার গলায় কাপড় বাঁধিয়া শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করে। পরদিন বালিকার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। যে কাপড় দ্বারা বালিকাকে হত্যা করা হয়, পুলিশ একটি ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকার সাহায্যে তাহার সন্ধান পায়। অধিকন্তু যে চাদরে করিয়া মৃতদেহ দূরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাও এই বালিকার সাহায্যে আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। আসামীর বাড়ীতেই মৃত বালিকার বালা পাওয়া যায়। হত্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আসামী একজন মদ্যপায়িনী এবং ঐ সময়ে তাহার হাতে টাকা ছিল না। সে বালিকাকে হত্যা করিয়া তাহার রৌপ্যালঙ্কারগুলি এক টাকায় বন্ধক দেয়। পূর্বোক্ত ৬ বৎসর বয়স্কা বালিকা শ্বাসরোধ করিয়া হত্যাকারেত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, দায়রা জজ শেষ পর্যন্ত দায়রা বিচারে আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া।

———

গোপালগঞ্জে (ফরিদপুর)—পল্লীউন্নয়ন

সরকার মঞ্জুরীকৃত অর্থের সাহায্যে বিল অঞ্চলে কচুরীপানা প্রবেশ করিতে না দিবার জন্য বাঁশের বাঁধ রক্ষা করিবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাঁধ তৈরী, রাস্তা নির্মাণ এবং খাল খনন প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্য জেলা-বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলের যাতায়াত জল পথ এবং জল-সেচ সম্পর্কিত খালের উন্নয়নার্থ তিনটী পরিকল্পনা কাওত সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ এবং স্থানীয় চাঁদায় কার্য্যকরী করা হইতেছে। পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের স্থানীয় কর্মচারিগণ কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতেছে এবং পল্লী অঞ্চলে প্রচারকার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক স্থল বিশেষে স্থানীয় চাঁদার সাহায্য পাইয়া স্থান বিশেষে না পাইয়া গত জানুয়ারী মাসে বহু সংখ্যক জলকূপ খনন করা হইয়াছে।

———

বগুড়ায় জাতিগঠন

উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিনিয়ার ও জুনিয়ার মাদ্রাসা এবং মক্তবসমূহের শিক্ষকদের জন্য বগুড়া-পাবনার শরীর-চর্চা বিষয়ক শিক্ষার বিশেষ অফিসার সম্প্রতি বগুড়া সহরে একটি শরীর-চর্চা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিগত ৫ই মার্চ হইতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এই কেন্দ্রের কাজ চলিয়াছিল মোট ৭২ জন শিক্ষক এই কেন্দ্রে যোগদান করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রের শিক্ষা সমাপনের পর বিগত ২৫শে মার্চ তারিখে সেণ্টাল মাদ্রাসা ময়দানে একটি শরীর-চর্চা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তৎকালীন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এ, মজুমদার এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ট্রেনিং গ্রহণকারী শিক্ষকগণ যেসব ক্রীড়া-কসরৎ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট অতিশয় প্রীত হন এবং শরীর-চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।

———

ভিক্ষুকদের জন্য উপনিবেশ

করাচীর পার্শ্ববর্তী স্থানে একটি ভিক্ষুক উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। কর্তৃপক্ষের নিকট ২৫ হাজার টাকা সাহায্যের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জনৈক মহিলা ঐ উদ্দেশ্যে বহু টাকা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপনিবেশে সত্বর বহু কুটীর নির্মাণ করা হইবে এবং কাগজ প্রস্তুত, ঝুড়ি প্রস্তুত, সূতাকাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি কুটীর শিল্প ভিক্ষুকদের শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাদিগকে লেখা-পড়াও শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ইহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য রেডিও রাখা হইবে।

———

ফরিদপুর জেলায় কচুরীপানা ধ্বংস

স্বেচ্ছাসেবকদিগের দ্বারা কতগুলি ইউনিয়ন হইতে কচুরীপানা দূরীভূত করা হইয়াছে। সরকারী সাহায্যে খালিয়া খাল, সিন্দিয়া খাল, রাজৈর থানার বিলবাগিয়া এবং কালকিনি থানার কোন কোন অঞ্চলের কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। যাহাতে বিলবাগিয়াতে কচুরীপানা প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কতেপুর এবং সিন্দিয়া নামক স্থানে কাঠের থাম লাগাইয়া বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় জন্য সরকারী সাহায্য ৯০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

———

গবাদি পশুর বাজার দর

বাঙলা সরকারের সিনিয়ার মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন:—

১০ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কলিকাতায় ২৬৭টি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১৯৮টি এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ১৬৪ এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১৫০টি মহিষও আমদানী হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের বাজার দর যথাক্রমে ৭০–১০৫৲ এবং ১৫০—১৮০৲ টাকা ছিল। প্রত্যেক গাভী /৬ সের হইতে /৮ সের এবং মহিষ ।০ সের হইতে ।২ সের দুধ দিয়াছে।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিখিলাধীশ প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মত্ত হউন। ইহা বিরাট, অনন্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও প্রত্যেক শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইল। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্দশাধ্যায়ক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে অঙ্কিত ও শ্রীপাদ বলদেব যতি-বিরচিত 'ভক্তমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ৫৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা, বিবিধের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অতুলপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাংলা অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবত্ (সমগ্র) ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণব-পঞ্জী ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। ব্রাহ্মণ সংবাদ ৷০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০

২২। ভজন রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্রভাষা ৷০

২৭। ভক্তিসন্দর্ভ অপলোচক (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৵০

৪১। গীতাবলী ৴১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যগীতামৃতসারঃ ।০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

৬৯। সংক্ষেপনির্ণয়ম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ৷০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ৷০

৭২ নামভজন ৴০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ৷০

৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০

৭৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ৷০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ৷০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৮৭। গীতাবলী ৴১০

শরণাগতি ৴০

৮৮। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা(?)

৮৯। প্রাগ্ভক্তিসন্দর্ভবাণী ৷৵০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সত্যাং কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পদ্মিনী'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৫ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে মে, ইং ১৯৪১, সোমবার { ৬৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ ত্রিবিক্রম, সর্ব্বশিব সম্বর্দ্ধন গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীঋষভদেব

——::(০)::——

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাঁহার পুত্র রাজর্ষি আগ্নীধ্রের পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ নাভি অপুত্রক ছিলেন। তাই তিনি পুত্রকামনা করিয়া নিজ পত্নী মেরুদেবীর সহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শ্রীহরির উপাসনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ নানাভাবে তাঁহাকে স্তব করিয়া তাঁহার নিকট একটী বর প্রার্থনা করেন। তাঁহারা বলিলেন,— "হে প্রভো, যদিও আপনার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম, তথাপি আমাদের প্রার্থনা এই যে, যদিও আমরা কখনও ক্ষুধার্ত্ত, পতিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, জ্বরগ্রস্ত অথবা পীড়িত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলেও অন্তকালে আপনার সর্ব্বপাপ-বিনাশন শ্রীনাম যেন আমাদের জিহ্বায় উচ্চারিত হন। অপর প্রার্থনা এই যে, নির্ধন ব্যক্তি অনুরূপ ধন আশা করিয়া যেমন ধনীর নিকট ধাবিত হয়, তদ্রূপ রাজর্ষিও আপনার নিকট তৎসদৃশ পুত্রপ্রার্থনা করিতেছেন। আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

করুণাময় শ্রীহরি ঋষিদের বাক্যে সম্মত হইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন এবং স্বেচ্ছাময় ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মেরুদেবীর গর্ভসিন্ধুতে শ্রীঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শ্রীঋষভদেবের শ্রীঅঙ্গে ভগবল্লক্ষণ-সমূহ অর্থাৎ পাদ-তলাদিতে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। তাঁহার সর্ব্বভূতে সমতা, জিতেন্দ্রিয়তা, বিষয়বিতৃষ্ণা ও অলৌকিক সামর্থ্য প্রভৃতি দেখিয়া রাজর্ষি নাভি তাঁহার নাম ঋষভ (শ্রেষ্ঠ) রাখিলেন। কিছুকাল পরে নাভিরাজ পুত্রকে উপযুক্ত দর্শন করিয়া ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহাকে রাজ্যাভিষেক পূর্ব্বক স্বীয় পত্নী মেরুদেবীর সহিত বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বনে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় কঠোরভাবে ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা করিয়া অন্তিমে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

কোন সময়ে ইন্দ্র স্পর্দ্ধা করিয়া শ্রীঋষভদেবের রাজ্যে বারিবর্ষণ বন্ধ করিলে ভগবান্ শ্রীঋষভদেব ইন্দ্রের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক স্বীয় শক্তিপ্রভাবে স্বীয় রাজ্যকে বারিবর্ষণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিঞ্চিত করিয়াছিলেন। পিতা অন্যত্র প্রস্থান করিলে শ্রীঋষভদেব গৃহস্থোচিত ধর্ম্মসমূহ আচরণ করিয়া লোক-শিক্ষার্থ কিছুদিন গুরুগৃহে বাস করিলেন। গৃহস্থাশ্রমবাসীর প্রথমেই গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করা অত্যাবশ্যক, ইহা গৃহমেধী জীবগণকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার এই লীলা। অনন্তর গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রুতিস্মৃতি-বিধানানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ স্বয়ং নিজে আচরণ করিয়া আমাদিগকে গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুসেবারূপ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিলেন, আর হতভাগ্য আমরা আজ ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া নাস্তিক হইয়া আচার্য্যরূপী শ্রীভগবানের সেবায় উদাসীন ও বঞ্চিত হইয়া বৃথা জীবন যাপন করিতেছি, এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব।

ইন্দ্র শ্রীঋষভদেবের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে জয়ন্তী নাম্নী কন্যা দান করিলেন। সেই ইন্দ্রদত্ত ভার্য্যায় ইচ্ছাময় শ্রীঋষভদেবের একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই শত পুত্রের মধ্যে শ্রীভরতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মহাযোগী ও শ্রেষ্ঠগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। শ্রীঋষভদেবের অন্য নিরানব্বইসংখ্যক পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট এই নয়জন প্রধান। ইঁহারা সকলেই ভরতের অনুগত ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই নয়জনের পরবর্ত্তী কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই নয়জন মহাভাগবত। ইঁহারাই নব-যোগেন্দ্র নামে পরিচিত। বিদেহরাজ নিমি ইঁহাদের নিকট (১) আত্যন্তিক ক্ষেম কি? (২) ভাগবত-ধর্ম্ম, স্বভাব, আচার, বাক্য ও লক্ষণ কি? (৩) ভগবদ্বিমুখ বহিরঙ্গা মায়া কাহাকে বলে? (৪) ঐ মায়া হইতে কিরূপে নিষ্কৃতিলাভ ঘটে? (৫) ব্রহ্মের স্বরূপ কি? (৬) ফলভোগ-মূলক কর্ম্ম, বিহিত কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য কাহাকে বলে? (৭) ভগবদবতারগণের লীলাচেষ্টা কি কি? (৮) ভগবদ্বিমুখ ভক্তিহীন অর্থাৎ অভক্তগণের নিষ্ঠা বা গতি কি? (৯) চারিযুগের যুগাবতার চতুষ্টয়ের কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার, কি কি নাম এবং কিরূপ পূজাবিধি—এই নয়টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সেই পরমহংসগণ তাহার যথাযথ উত্তর দেন। এই প্রশ্ন শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীঋষভদেবের অপর একাশীটী পুত্র সকলেই পিতৃভক্ত, বিনীত, বেদজ্ঞ, যজ্ঞপরায়ণ ও সদাচাররত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

গুণ ও কর্ম্মানুসারে মানবগণের যে বর্ণ ও আশ্রম নিরূপিত হয়, তাহা এই শ্রীঋষভদেবের পুত্রগণের মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু হতভাগ্য আমরা এই শাস্ত্রশাসন স্বীকার না করিয়া আসুরিক মতের সমর্থন করিতেছি। সেইজন্য ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র এবং শূদ্রকুলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, এই শাস্ত্রবাক্য আমাদের ভাল লাগে না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, অপরগণ তাহাই আচরণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য শ্রীঋষভদেব ভগবান হইয়াও গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া কিরূপে সংযত হইয়া হরিভজন করিতে পারে, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যে ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদা সকল প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, সেই ভগবান্ আজ সাক্ষাতে প্রজা পালন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজাগণ যে কি সুখে বাস করিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

কোন সময় ভগবান্ শ্রীঋষভদেব দেশ-পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তিনি তাঁহার পুত্রগণকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিতে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রগণ স্বভাবতঃ সংযত, বিনীত ও নম্র হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে

উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"হে পুত্রগণ, মানবদেহ দুর্লভ। ইহা অনিত্য হইলেও পরমার্থদ। নরতনু ভজনের মূল। সুতরাং এই নরদেহ লাভ করিয়া কাহারও দুঃখপ্রদ বিষয়ভোগ করা উচিত নহে। ঐ প্রকার বিষয়ভোগ বিষ্ঠাভোজী শূকর কুক্কুরাদির মধ্যেও আছে। ভগবদ্ভক্তি-সেবা করাই মানবের একমাত্র কৃত্য। সেবার দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং হৃদয় নির্ম্মল হইলে জীব সেবানন্দে বিভোর হইয়া যায়। এই সেবানন্দের নিকট জড়ীয় বিষয়-ভোগ, স্বর্গসুখ বা ব্রহ্মানন্দ সবই তুচ্ছ। মহৎসেবাই মুক্তির দ্বার। যোষিৎসঙ্গ এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে শাস্ত্রগণ তমোদ্বার বলিয়াছেন। যাঁহারা সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সমদর্শী ও সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারাই দেহাদিতে ভোগবুদ্ধিহীন ও পুত্র-কলত্র গৃহাদিতে অনাসক্ত হইয়া আমাতে প্রীতিস্থাপন পূর্ব্বক সেবাময় জীবন যাপন করিয়া থাকেন। হে পুত্রগণ! ভগবদ্-বিস্মৃতি হইতে জীবের সংসার হয়। আত্ম-[illegible] হয়। তখন তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণই ভাল লাগে। সে যখন ইন্দ্রিয়তর্পণরত থাকে, তখন প্রমত্ত হইয়া নিশ্চয় পাপাদি কার্য্য করে। সে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক পাপকার্য্য হইতে এই কষ্টপ্রদ দেহের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই সকল ক্লেশোৎপাদন কারণ বিষয়ার্থ চেষ্টাকে আমি ভাল মনে করি না। যে সকল জীব ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাকে অনর্থ বলিয়া জানে না, তাহারা স্ব-স্বরূপ বিস্মৃতির জন্য দেহ-গেহ ও পুত্রাদিতে নানাবিধ ক্লেশ উৎপাদিত করিয়া থাকে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবের সংসারবন্ধন মোচন না হয়, তখনই সে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় 'আমি আমার' বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবদুন্মুখ হয়। যে কাল পর্য্যন্ত জীব বাসুদেব-কৃষ্ণে ভক্তিযুক্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত দেহাদিমুক্ত হয় না। হে পুত্রগণ! পরমহংস গুরুদেবে ও আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি, বিষয়ভোগাদিতে বিতৃষ্ণা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, সর্ব্বজীবের দুঃখ-বাধা পর্য্যালোচনা, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, [illegible] ব্রতানুষ্ঠান, কাম্য কর্ম্ম পরিহার, আমার আরাধনারূপ কর্ম্ম, মদ্বিষয়িণী কথা, আমার ভক্তগণের নিত্য-সঙ্গ, আমার গুণকীর্ত্তন, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও বৈরভাববর্জন, ক্রোধ লোভাদিতে অভিভূত না হওয়া, দেহ গেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ, সম্যক্প্রকারে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের দমন, সাধুশাস্ত্রে সুদৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য, সতত কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বৃথা বাক্যালাপাদিতে বিরতি, সর্ব্বত্র [illegible]—এই সকলের দ্বারা ধৈর্য্য, [illegible] জীব [illegible] অহঙ্কারকে দূর করিয়া। আমার লোক

ও কৃপা একান্ত প্রার্থনীয় হইলে পিতা পুত্রদিগকে, গুরু শিষ্যগণকে এবং রাজা প্রজাবর্গকে ইহাই শিক্ষা দিবেন। উপদিষ্ট ব্যক্তি উপদেশানুরূপ কার্য্য না করিলেও তৎপ্রতি ক্রোধ করিবে না। যাহারা নিজের মঙ্গলপথের উপায় জানে না, সেই কামাসক্ত ব্যক্তিগণ তোমা বিষয়সুখের জন্যই সতত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ তাহাদের সামান্য ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই যে শত্রুতা ও তজ্জনিত ক্লেশ তাহা জানিতে পারে না। অজ্ঞানান্ধ সেই সকল জীবকে দয়ালু বিদ্বান্‌গণ অন্ধ ব্যক্তির বিপথগমন হইতে ভাবি বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। জীব অবিদ্যার হাত হইতে কতই না কষ্ট পাইতেছে। ভগবৎসেবাতেই সেই সকল দুঃখের অবসান হয়। এই উপদেশ নিজে পালন করিয়া অপরকে উপদেশ দিয়া মুক্ত করাই দয়ার পরিচয়। যাহারা দয়ার এরূপ প্রকৃষ্ট পরিচয় অনুভব করে না এবং অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে জানে না, তাহারা নিষ্ঠুর। সেই গুরু গুরু নহেন, সেই পিতা পিতা নহেন, সেই জননী জননী নহেন, সেই বন্ধু বন্ধু নহেন, যিনি তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জীবের মঙ্গল না করেন। সেই সকল হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগই শ্রেয়। যিনি আমার ভগবদ্ভজনের সুবিধা করিয়া দেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ সেবাই নিত্যকাল করিতে হইবে। হরিবিমুখের সঙ্গ করার দরকার নাই। বলি অসুরেন্দ্র গুরু শুক্রাচার্য্যকে, ভক্তরাজ বিভীষণ রামবিদ্বেষী রাবণকে, প্রহ্লাদ হরিবিরোধী পিতা হিরণ্যকশিপুকে, ভরত রামসেবাবিমুখ জননী কৈকেয়ীকে, খট্বাঙ্গ রাজা মুক্তিপ্রদানে অসমর্থ দেবতাগণকে, কৃষ্ণগতপ্রাণা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ নিজ ভোগপর কৃষ্ণসেবাবিরত স্ব স্ব পতি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া উপরিউক্ত উপদেশের সার্থকতা শিক্ষা দিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীঋষভদেব পুত্রগণকে নিজ-স্বরূপ অপ্রাকৃতত্ব জানাইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র পরমহংস শ্রীভরতের সেবা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আমার অধিষ্ঠান জানিয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সম্মানের সহিত তাহাদের পূজাই আমার পূজা, ইহা বলিয়া 'জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান' কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবার কথা বলিয়া দিলেন। তিনি আরও পুত্রগণকে বলিলেন যে, আমার পূজায় মন, বাক্য, চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাফল্য হয়। আমার আরাধনা ব্যতীত কোন জীবই জীবন মায়াপাশ হইতে কদাপি মুক্ত হইতে পারে না।

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব লোকশিক্ষার্থ সুশিক্ষিত পুত্রগণকে উপদেশ দিয়া নিজে পারমহংস্য ধর্ম্মশিক্ষা দিবার মানসে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পরমভাগবত ভগবদ্ভজনপরায়ণ শ্রীভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং নিজে উন্মত্তের ন্যায় নগ্নগাত্র ও বিমুক্ত-কেশ হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রব্রজ্যায় গমন পূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি অন্ধের ন্যায় সম্ভাষণে জড় মূকের ন্যায় অবস্থান করিয়া অবধূতের বেষ গ্রহণ করিলেন। তিনি পুর, গ্রাম, দেশ, পর্ব্বত, বন ও ঋষিদিগের আশ্রম প্রভৃতি যে যে স্থানে ভ্রমণ করিতেন, সেই সেই স্থানে দুর্জ্জনগণ মক্ষিকা যেরূপ বন্যহস্তীকে ব্যাকুল করে, তদ্রূপ ভয়-প্রদর্শন, তাড়ন, গাত্রে মলমূত্র-ত্যাগ, প্রস্তর ও ধূলিনিক্ষেপ, অধোবায়ু ত্যাগ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে নানা প্রকারে ক্লেশ প্রদান করিলেও তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার দেহে আমি আমার বুদ্ধি না থাকায় তিনি অকুতোভয়ে একাকী পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। নিজ কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা হেতু প্রতিপক্ষগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য তিনি অজগর-ব্রত অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ একস্থানে অবস্থান করিয়া আহার পান ও মলমূত্র পরিত্যাগ এবং পরিত্যক্ত বিষ্ঠাতে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীরের অনেকস্থান বিষ্ঠালিপ্ত হইল। অপ্রাকৃতত্ব হেতু ঐ বিষ্ঠার দুর্গন্ধ লেশমাত্রও ছিল না। বায়ু শ্রীঋষভদেবের সেই পুরীষ সৌরভে সুরভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত স্থান সুবাসিত করিয়াছিল। অন্তরীক্ষে বিচরণ, মনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামিত্ব, অন্তর্দ্ধান, পরকায় প্রবেশ, দূরদর্শন প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য সকল যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা অঙ্গীকার করিতেন না।

অনেকে বলেন, যোগৈশ্বর্য্যাদি ত' ভক্তের কোন ক্ষতি করে না, তবে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না কেন? তদুত্তরে [illegible] বলিতেছেন,—"ধূর্ত্ত ব্যাধ যেমন মৃগ সকলকে ধারণ করিয়াও (পাছে চলিয়া যায় এই ভয়ে) তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না সেইরূপ ইহলোকে মহাত্মগণও চঞ্চল মনের প্রতি সম্যক্ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। মনের চঞ্চলতা থাকিলে কাহারও সহিত মিত্রতা করিবে না। কারণ, এইরূপ মনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই বিষ্ণুর মোহিনী অবতারের রূপাদিদর্শনফলে মহাদেব এবং সৌভরি প্রভৃতি অন্যান্য সর্ব্ব ব্যক্তিগণেরও বহুকালের তপস্যা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অসতী ভার্য্যা যেমন উপপতিদিগকে সুযোগ দিয়া নিজ স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, মনের প্রতি বিশ্বস্ত যোগীর অসৎ মনও তদ্রূপ সর্ব্বদা কামাদির ক্রোধাদির অবসর প্রদান করিয়া যোগিগণকে যোগভ্রষ্ট করায়। যাহার নিমিত্ত জীবের কর্ম্মবন্ধন বা সংসার হইয়া থাকে, সেই বিশ্বাসঘাতক মনকে কোন্ পণ্ডিতই বা বিশ্বাস করিবেন?

পৃথিবীপর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীঋষভদেব একদা দক্ষিণ কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুটকাচলের সমীপবর্ত্তী বনে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া লীলাময় ভগবান্ নিজ লীলায় অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীঋষভদেবের আশ্রমাতীত পরমহংসলীলা শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটকদেশের জৈনরাজ অর্হৎ স্বয়ং সেই সকল শিক্ষা করিলেন এবং প্রাণিগণের পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপফলে কলিযুগে অধর্ম্ম প্রবল হইলে সেই মন্দমতি রাজা অর্হৎ বিমূঢ় হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদবিরোধী পাষণ্ড জৈনমত প্রচার করিলেন।

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব লোক, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং গো-সকলের পরমগুরু। তাঁহার এই বিশুদ্ধচরিত কথা পরমমঙ্গলজনক। যিনি একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করান, সেই শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই শ্রীবাসুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

কখনও কৃত্রাবেশ দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের সেবা করিলেই জীবে দয়া করা হয়। জীবকে হরিভজন করানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়া। এক মুষ্টিতে আর মুষ্টা এবং হরিভজন না করাই মূর্খতা। মহাজন মহতের অনুসরণ চাই, অনুকরণ চাই না। অনুসরণ কার্য্যটী সাধন ও সিদ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই কর্ত্তব্য; অনুকরণকারীরা বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। কৌপীন লই আর না লই, হরিভজন হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। কপটতা পরিত্যাগ কর, অনুসরণ কর, অনুকরণ করিও না। আলস্যে দিন কাটাইবে না। গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহ পড়িবে। কুভাব যেন কখনও প্রবেশ না করে। ভগবদ্ভক্ত বড় কঠিন ঠাঁই, তাঁহাদের অনুকরণ করিলে জীবের অব্যাহতি নাই। কপটতা পরিহার করিবার একমাত্র উপায়—গুরুবৈষ্ণবের সেবা ও অনুসরণ।

অধোক্ষজ নিজে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব (Initiative) লইতে পারেন। যতক্ষণ তিনি যোগ্যতা প্রদান না করেন, ততক্ষণ আমরা অধোক্ষজকে জানিতে পারি না। অধোক্ষজ-বস্তু এমন ক্ষমতা রাখেন যে, তিনি নিজে ইচ্ছা করিলে আপনাকে প্রকাশ করিতেও পারেন আবার অপ্রকাশিত রাখিতেও পারেন। অধোক্ষজ ভগবান্‌কে জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপ্রতি সেবাবিধানরূপ একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি প্রকাশিত হয়। 'ভক্তি' বলিতে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। আর অভক্তি বলিতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং

উঁহাদের বিগ্রহে অসংখ্য প্রকার বিমুখতা। পূর্ব্বাশ্রমের বৈকুণ্ঠগমনই সন্ধির বা প্রেমের লক্ষণ। নিজের শরীর ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তথাপি বৈকুণ্ঠনামগানে সদা রুচি। ভগবানের গুণকীর্ত্তনের জন্ম অত্যন্ত চেষ্টা। যাঁহার ভাবাঙ্কুর হইয়াছে, তাঁহাতে এই সকল দেখা যাইবে। যখন সাধনভক্তিরাজ্যে একটু অগ্রসর হওয়া যায় এবং ভাবের অঙ্কুর যাত হয়, তখনই ক্ষান্তি,অব্যর্থকালত্ব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

আমাদের অধোক্ষজ ভগবানের সেবক হইতে হইবে। পুরোহিত বা প্রতিনিধির দ্বারা সেবা হয় না। আচার্য্যের অনুগত হইয়া নিজেকে সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ, মথুরাবাস, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হইলেও মঙ্গল হইবে, কিন্তু ইহার সকলগুলির অভিনয় করিলেও মঙ্গল হইবে না। যদি আত্মসমর্পণ না করিয়া ঐ সকল কার্য্যের অনুকরণ করা যায়, তবে অভিনয় মাত্র হইবে।

পূর্ব্বে ভক্তি ছিল, এখন নাই—এ সকল কথার কোন অর্থ নাই। যাঁহার জাগতিক স্বার্থের একটু ব্যাঘাত ঘটিলেই ভক্তি ছুটিয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বের ভক্তিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভগবান্ যখন "হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"-রূপ কৃপাবিস্তার করেন, যখন প্রকৃতপক্ষে ভজন আরম্ভ হইবার কথা, তখন যদি ভক্তি ছুটিয়া যায়, তবে জানিতে হইবে—সে ভক্তি জাগতিক-সুবিধা-বাঞ্ছার কপট-ভক্তি। সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করাই প্রকৃতভক্তের বিচার। শ্রীরূপ, সনাতন ও রঘুনাথের কৃপা না হইলে—'আমি শ্রীরূপের পদধূলি' এবিচার না আসিলে—গোস্বামিবর্গের কথায় প্রবোধন না হইলে জীবের অসুবিধা ঘুচিবে না—সন্দেহ কাটিবে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ না করিলে পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ দর্শন হয় না। এই চক্ষুর্দ্বারা শ্রীজগন্নাথ-দর্শন অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবোন্মুখ দ্বারাই শ্রীজগন্নাথ-দর্শন সম্ভব। শব-শরীরে ভেদবুদ্ধি থাকিলে জগন্নাথ-দর্শন হইবে না। নিত্যসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ গরুড়ের পশ্চাৎ থাকিয়া তাঁহার কৃপায় জগন্নাথ-দর্শন হয়।

অতীন্দ্রিয়বস্তুকে নিজে নিজে দেখবার চেষ্টা করা একরূপ কথা, আর অতীন্দ্রিয়বস্তু যখন নিজেকে নিজে দেখান, তখন তাঁকে দেখা আর এককথা। এই দু'রকম দেখা হ'তে বস্তুর ভিন্নতা প্রতীতি হয়। কিন্তু অধোক্ষজ শ্রীচৈতন্যবস্তু ভিন্ন নহেন, আমাদের দর্শনের ভূমিকা, দর্শনশক্তির অপটুতা ও অযোগ্যতাই সেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বা পূর্ণস্বরূপ-দর্শনে ব্যাঘাত আনয়ন ক'রে থাকে।

নিমন্ত্রণ পত্র

——:•:(•):•:——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ,
চটকপর্ব্বত, পুরী
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৮), ৯ই জুন (১৯৩১) সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ১৬ই আষাঢ়, ৩০শে জুন সোমবার শ্রীহেরাপঞ্চমী দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-বাণী-পীঠ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে ও গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১০ই আষাঢ় (১৩৩৮), ২৪শে জুন (১৯৩১) মঙ্গলবার দিবস নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি সংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাত্বত-ধর্ম্ম-সমন্বয়কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে। মহাশয়গণ উক্ত অনুষ্ঠানসকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশন গভর্ণিংবডি
শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী— মঠসেবক

কএক দিন ত' মাত্র এই পৃথিবীতে থাক্ব, তা'র পর জীবিতোত্তরকালে আমি কোথায় নীত হ'ব, কিরূপে থাক্ব—চিন্তা করা উচিত। পৃথিবীতে যে কয়দিন আছি, অতি সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে—কি প্রকারে নিত্যবাসস্থানীয় দিকে অগ্রসর হ'তে পারি, সেই বিচারটা উত্তরোত্তর প্রবল করা দরকার। পৃথিবীতে কিরূপভাবে থাক্লে সুবিধা হ'বে, তা'তে অস্থির না থেকে কিপ্রকারে জীবিতোত্তরকালে নিত্যকাল সুবিধায় থাক্তে পার্বো তা'র বিচার করা প্রয়োজন। সেই বিচার কর্তে গিয়ে উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের স্বরূপবিচার করা প্রয়োজন।

কামের ক্রীড়াপুত্তলি না হ'য়ে কিরূপে মঙ্গললাভ কর্বো তা'র আলোচনা করা দরকার। "ধনং দেহি, জনং দেহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি, রিপো জহি" প্রভৃতি অমঙ্গলময়ী কামনার হাত হ'তে অনায়াসে লোক পরিত্রাণ লাভ কর্তে পারে—অনন্যের সকল দুষ্টকামনার হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ কর্তে পারে—জড়বস্তুর প্রতি কাম, আসক্তি বিদূরিত হ'তে পারে, যদি চার প্রকার আস্তিক-পর্য্যায়ে যে সর্ব্বোত্তম রাধাগোবিন্দের কথা, সেই কথা যদি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত মানুষ আলোচনা করে, শুধু কাম দূর করা নয়, কামের যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ কৃষ্ণকাম বা প্রেমলাভ কর্তে পারে—এই রাইকানুর গান কীর্ত্তনে। কাম—পরমগতিশীল বৃত্তি, উহা কখনই কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ হ'তে পারে না, কেবল উহার যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ উহার গতি স্বাভাবিকী করা যাইতে পারে মাত্র। কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণে কাম নিযুক্ত করাই কামের একমাত্র যথার্থ ব্যবহার বা উহাই কামের স্বাভাবিকী বৃত্তি।

আমাদের নিত্য আরাধ্যবস্তু—সকলের রক্ষক ও পালক—গোপ। শান্ত সেবক—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, কালিন্দী, কালিন্দী-তট, কদম্ব ইত্যাদি, দাস্যসেবক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক ইত্যাদিকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অচেতনকে repel করেন। যে জীব foreign জিনিষ incorporate কর্তে ব্যস্ত আছেন, তাঁ'কে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁ'র আবৃত দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জান্তে পারি, এখন সাজাসাজিতে দিন কাটাচ্ছি, নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার কর্ছি না। জন্ম-জন্মান্তর এই রকম কর্ছি।

নশ্বর relativityর মধ্যে দিন যাপন কর্লাম। আমার কত কাম-প্রভু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্রভু, মদ-প্রভু, মোহ-প্রভু ও মাৎসর্য্যপ্রভুর সন্তোষের জন্য কত তাণ্ডব নৃত্যই না ক'রেছি। রিপুকে প্রভু মনে ক'রেছিলাম। মৎসরতাধর্ম্ম ত' আমার হাড়মাসে মজ্জাগত হ'য়ে র'য়েছে। লোকে কেন দু'বেলা খেতে পারে? সব সুবিধা আমার একা'র হ'বে। এখন বুঝ্তে পেরেছি, ওদের চাক্রী ক'রে কোন সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণের পাঁচ রকম নিত্য চাকরদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি কর্তে পারি, তা'হ'লে এ জন্মে কিংবা পরজন্মে সুবিধা হবে। নিজেকে মন বিবেচনা করায় জন্ম-জন্মান্তর ঘ'রে ঘুর্লা'ম। ও-সব কর্বার আর সময় নাই। সমস্ত গুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণসেবাতে নিযুক্ত হ'ব। এখন আত্মবুদ্ধি ঠিক হ'য়েছে—ব্রহ্মসাহচরী জপ কর্তে কর্তে। আমাকে তোমার একটা চাকরীতে নিযুক্ত কর।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

----::•::----

শ্রীধামে শ্রীল বাবাজী মহারাজ

শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীবঙ্গদেশের বিভিন্ন কৃষ্ণলীলা ক্ষেত্রে কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক গত ২০শে মে শুক্রবার শ্রীধাম নবদ্বীপে কৃপাপূর্ব্বক শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার পরমপূজ্য শ্রীপাদপদ্মদর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া সজ্জনগণ ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন ও হইতেছেন। গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবা ও কৃপালাভের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয়। গৌরপ্রিয়জনের সেবা গৌরসুন্দরের সেবা অপেক্ষাও বড়। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রেমবাধ্য। দীনহীন, কাঙ্গাল ও সেবোন্মুখ হইলে আমরা তাঁহার কৃপা ও সেবালাভে ধন্য হইতে পারিব।

দিল্লীতে প্রচার

আকবরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নিউদিল্লীর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ১১ই মে শনিবার দিবস পাহাড়গঞ্জস্থিত পাঞ্জাবপ্রদেশ-নিবাসী মিঃ মঙ্গলদাস শেঠ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য গমন করেন। সভামণ্ডপটি বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পণ্ডিতপাদপদ্মজাদ্ ভক্তিপ্রদন প্রভু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষা ও দানবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু বক্তৃতামুখে শরণাগতি ও ভগবৎকৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ১৮ই মে রবিবার শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু কতিপয় সেবকসহ মিঃ এন্. নিশ্চলদাস, ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী (মার্কেনটাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী) মহোদয় কর্ত্তৃক নিউদিল্লীর কনট্‌প্লেস্‌স্থিত বাসভবনে আহূত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য গমন করেন। তথায় পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন বড়বাজার ৪১১৫

সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগপীঠ মন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক- শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক শ্রী[illegible]নন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

[illegible]পুর, পোঃ চাপড়ালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—[illegible] ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

সেবক—শ্রীগোবেন্দ্র ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধীবাসিং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রী[illegible]চৈতন্যমঠ

[illegible]

সেবক—[illegible]

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রী[illegible]চরণ [illegible]

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]মঠ

বর্ষাণা মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া

পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীমৎপ্রণবদাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ কৃপাপ্রার্থিক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থিক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক- শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিরুলিয়া, পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অনঙ্গ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

সেবক শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীবাধ (বর্দ্ধমান)

সেবক- [illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুলুকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ গ্ল্যাডস্টোন রোড, ইউড গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] বিল্ডিং

লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পঞ্চবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পর-বিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]চরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতার ও অবতারী

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এ গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ।৵০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ ভিন্ন পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গদ্যে পদ্যময় লীলা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে জীবনের শেষদিনে এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গুরুনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল-শিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব বাংলা-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

						শনিবার ব্যতীত		
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৯	৩-১৬	১৫-১৬	১১ ৫৬	১৭-৫৩	২২ ২৬
ব্যাণ্ডেল	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	...	...	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৪৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	...	"	৯-৪৭	.	...	...	...	......
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ১৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	৯-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ	" ৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৪		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
ব্যাণ্ডেল"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

				শনিবার ব্যতীত				
				অন্য দিন	শনিবার			
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২	১৬ ৩	১৬ ৩১	১৮ ৩৮		
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯ ২১		
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫৭	১১-২৬	১৫-৪	১৫ ৫৬	১৯-২৮	২০-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ					১৫-৫৬	১৭-৪২		....
ব্যাণ্ডেল			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-১	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৪০	২৩ ০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৫-৪৪
ছাঃ	১৫-৩২
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৭
" ছাঃ	১৯-১০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—দিল্লীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরশিখামণি জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সজ্জন তথা দেশের পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত যে সকল সংলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ সদুপদেশসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর্গসদাচারসম্পন্ন ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যপাঠ্য।

ভিক্ষা— ৷৷০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেঙ্গল ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীভ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃতি ভাষ্যসহ সম্প্রতি, প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা.

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৩শ বর্ষ } ১৭ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৮শে মে, ইং ১৯৪১, বুধবার { ৬৮-৬৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ ত্রিবিক্রম, ৩ত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীহরিকথায় রুচিই ভক্তি

——:•:(•)•:——

ভক্তি জিনিষটী সেবা। সেব্য ও সেবকের মধ্যে যেখানে নিত্যসম্বন্ধ, সেখানেই সেবা। সেব্য, সেবক ও সেবা এই তিনটী নিত্য। ভক্তি শুদ্ধ আত্মার most natural, innate an eternal function ইহা দেহমনের ধর্ম্ম বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব। পরমপুরুষ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এই বিশুদ্ধসত্ত্বে—বসুদেবের নিকটই আবিপ্রকাশ করেন। এই বিশুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয়ই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন - যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম নিত্য উদিত হন।

আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে, বনে এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

অন্যাভিলাষ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি সবই কৈতব বা অজ্ঞানান্ধকার। সাযুজ্যমুক্তিই কৈতব। পুনঃ স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন ও অবস্থানই প্রকৃত মুক্তি। তাহা বিভু সচ্চিদানন্দের পাদপদ্মে—ভগবৎপাদপদ্মে অবস্থান। এই সেবাধর্ম্মে জড় অভিজ্ঞান, মনোধর্ম্ম বা স্বতন্ত্রতার কোন স্থান নাই। ইহা পূর্ণ আত্মনিবেদনের—আত্মসমর্পণের—complete submissionএর—শ্রৌত-পথের - অবরোহ-পথের ধর্ম্ম।

সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত মহাজনের আনুগত্য অর্থাৎ দীক্ষা, শিক্ষা ও অনুসরণফলে সুপ্ত-সেবাবৃত্তির পুনর্বিকাশে, যখন আমরা পূর্ণচেতনের সেবায় অবস্থিত হই, তখনই আমাদের সুনির্ম্মল আত্মস্বরূপের ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ-গুণ-লীলাদি স্বয়ং প্রকাশিত হয়। শুদ্ধভক্ত সাধুর এবং প্রকৃত সাধু বা মহাজনগণের পূর্ণ আনুগত্য-ধর্ম্ম। অকৈতব মহাজনগণের অকপট আনুগত্যই অধোক্ষজবস্তু-বিজ্ঞানের একমাত্র প্রবেশ-পথ। ভক্তিতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই—complete surrender চাই, নতুবা চিত্ত নির্ম্মল হইবে না। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব আমাদের সর্ব্বক্ষণ প্রচুরভাবে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ করা চাই, নতুবা দেহাত্মবুদ্ধি বা ইতর চিন্তা যাইবে না—কৃষ্ণ-দাসাভিমান জাগিবে না - কুদর্শন ঘুচিবে না। শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণসেবা, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের highest success বা পরমসিদ্ধি। ইহাই চরম পরমকল্যাণ—ইহাই জীবের চরম-পরমপুরুষার্থ। এই পরমকল্যাণলাভের একমাত্র উপায় সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন। অকপটভাবে এই শ্রবণ-কীর্ত্তনফলেই স্বতন্ত্র সর্ব্বময় প্রভু ভগবান্ শ্রবণ-কীর্ত্তন-কারীর হৃদয়ে আপনা আপনিই উদিত হইয়া অবরুদ্ধ হন। ইহাই সহজ স্বাভাবিক বিশুদ্ধ উপায়। ইহাতেই মন সম্যক্ স্থির ও নির্ম্মল হয়। ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"যাঁহারা তর্কপ্রবৃত্তি বা মাপিয়া লইবার দুর্বুদ্ধি ছাড়িয়া কৃতি শুশ্রূষু হন, অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহকারে তত্ত্বদর্শিগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা অর্বাচীন সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।"

কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনই ভক্তি, প্রতিকূল-অনুশীলন ভক্তি নহে। কৃষ্ণানুশীলন না ভক্তিতে তন্ময়তা আছে। তন্ময়তা, অভিনিবেশ বা মনঃসংযোগ যেখানে নাই, সেখানে আবার ভক্তির কি কথা আছে? একাভিনিবেশই ত' ভক্তি। দ্বিতীয়াভি-নিবেশ বা দেহাত্মাভিনিবেশে ভক্তির কি কথা আছে? তাহা ত' অভক্তি। প্রতিকূল অনুশীলনে তন্ময়তা লাভ হইলেও তদ্বারা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ হয় না। প্রতিকূল না হইলেও নিজের খামখেয়ালীও ভক্তি নহে। অনুশীলন অনুকূল প্রীতিপূর্ণ এবং কৃষ্ণের অনুকূলে হওয়া চাই, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।

হরিকথায় রুচিই হরি-ভজনের প্রথম ভূমিকা। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"যতো ধর্ম্মাদধোক্ষজে ভক্তিস্তৎকথা-শ্রবণাদিষু রুচির্ভবতি। যাস্তবং ভক্তি-সন্তোষকত্বাদি ধর্ম্মস্য ফলং শ্রবণাদিরুচিলক্ষণা ভক্তিরেব, তদ্যেকস্তানুগতা তৎপ্রবর্ত্তিতাশ্চ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিরূপা ইত্যায়াতং, তদা সাক্ষাৎ শ্রবণাদিরূপা ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা।" অর্থাৎ ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে রুচিই ভক্তি। শ্রবণাদি-রুচিলক্ষণা ভক্তিই যদি হরি-সন্তোষোৎপাদক ধর্ম্মের ফল হয় এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ও সমূহ যদি রুচিলক্ষণা ভক্তির আশ্রিত ও প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই কর্ত্তব্য। সেই ভক্তি তখন আগ্রহের সহিত কর্ত্তব্য বা তাহার প্রয়োজন আছে কিনা, তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্
সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ
পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥

শ্রবণাদিরুচিরহিত ভক্তিহীন ধর্ম্ম কেবল শ্রম বলিয়া ধর্ম্মাদি আগ্রহশূন্য হইয়া একাগ্রমনে ভক্তবৎসল ভগবানের নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজন কর্ত্তব্য। শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"শ্রীহরির সন্তোষই স্বধর্ম্মের পরম ফল, সুতরাং হরিতোষণ-কার্য্যে অনন্যচিত্তে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, শ্রুত হরিকথা গান করিতে হইবে এবং শ্রুত ও গীত হরিলীলা স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে সেবকের ভজনীয় বস্তুর পূজারূপ অনুশীলন হইবে।"

হতভাগ্যগণের এই পরমমঙ্গলময় হরি-কথায় রুচি জন্মে না। হরিকথায় রুচি কিরূপে হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
(ভা. ১।২।১৬-২০)

ভগবদ্ধামসেবাফলে দৈবাৎ সুকৃতিফলে মহৎকৃপাজনিত মহতের সেবা হয়। এই মহতের সেবাফলে জাতশ্রদ্ধ পুরুষ সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হন। সদ্গুরুর নিকট শ্রবণফলেই বাসুদেব কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। বাসুদেব-কথায় রুচি হইলে সাধুগণের

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অতএব, তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ [illegible] শ্রবণকারীর হৃদয়ে অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া [illegible] অমঙ্গলনাশ [illegible] করেন। অর্থাৎ ক্রমশঃ [illegible] কীর্ত্তনের [illegible] এবং অর্থানুবৃত্তির ফলে [illegible] হন। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অর্থাৎ [illegible] অর্থাৎ [illegible] নাশ করেন। তার [illegible] ভক্তিপ্রভাব [illegible] হয়। সর্বক্ষণ বৈষ্ণবের শুশ্রূষা ও ভাগবতের শ্রবণ, পাঠ ও [illegible] অনাবৃত্ত [illegible] উত্তমশ্লোক ভগবানের শ্রবণ ও অনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নৈরন্তর্যময়ী ভক্তি হয়। অতএব [illegible] নৈষ্ঠিকী ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় রজস্তমঃ প্রভাব [illegible] যে সকল [illegible] কামাদি [illegible] বর্ত্তমান ছিল, সেই সকল [illegible] আক্রান্ত না হইয়া মন [illegible] অবস্থিত হইয়া উপশম লাভ করে। জীবের অর্থানুবৃত্তি হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া তিনি ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহার চিত্ত [illegible] শোক ও অভাবের [illegible] হইয়া প্রসন্ন হয়। শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] লিখিয়াছেন, "তুমি [illegible] পুণ্যতীর্থ [illegible] "মহা" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৫) [illegible] অনুসারে [illegible] মহত্তমা [illegible] পুণ্যতীর্থ [illegible] কথা- [illegible] তীর্থ [illegible] বা [illegible] সেবা [illegible] এবং [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] ভগবৎ- [illegible] [illegible]

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য [illegible]
[illegible] কথারুচিঃ।
[illegible] বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ
[illegible] ॥"

"[illegible] শুশ্রূষা [illegible] ক্রমে [illegible] হইয়া [illegible] সেইসকল [illegible] উদ্দেশ [illegible] পর্য্যটন করেন।" এই [illegible] অনুসারে [illegible] হইয়া থাকে। শ্রীধরাদিপাদের টীকানুসারে পুণ্যতীর্থ নিষেবণমূলে মহৎকৃপা প্রাপ্ত যে মহৎসেবা, তদ্বারা বাসুদেব কথায় রুচি হয়। কেহ অন্তঃ বা যা তীর্থে ভ্রমণ [illegible] তাহার তীর্থভ্রমণকারী বা তীর্থ-বাসকারী সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদি [illegible] ঘটিয়া থাকে। [illegible] শ্রদ্ধা হয়। হরিজনগণের স্বাভাবিক পরস্পর ভগবৎকথায় [illegible] ইঁহারা কি বিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন তাহা আমি শ্রবণ করিব' এরূপ ইচ্ছা হয়। সাধুগণের পরস্পরের হরিকথা কর্ণে প্রবেশ করিলে শ্রবণকারীর হরিকথায় রুচি জন্মে এবং [illegible] নিকট হইতে শ্রবণ করিলে [illegible] উহা কার্য্যকরী হয়। এতৎপ্রসঙ্গে কপিলদেবের বাক্য— "সাধুগণের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে নিষ্ঠার উৎপত্তিক্রম [illegible] পরিজ্ঞান হয়, আর কপিল [illegible] হরিকথায় জন্ম ও কর্ণের রসায়ন হয়। সাধুসঙ্গ অতএব [illegible] পূর্ব্ব [illegible]। সঙ্গ হইতে সঙ্গ। [illegible] কথা শ্রীতির সহিত আস্বাদন করিতে করিতে আসক্তি, রতি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ক্রমপন্থায় উদিত হয়।"

অকিঞ্চন সাধন কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য উপাদানও নাই। কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণপ্রীতি-সাধনের—কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। কৃষ্ণই উপায়, কৃষ্ণই উপেয়। এইরূপ সাধ্যসাধনের একত্ব ও বিশুদ্ধ নির্ম্মলত্ব অন্য নাই। শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা বৈধী ভক্তির এক অঙ্গ, বহু অঙ্গ বা সকল অঙ্গ যিনি শ্রদ্ধা সহকারে অনুশীলন করেন, তিনিই ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। দেহগেহবৎ জীবের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে প্রচুর পরিমাণে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ না করিলে মঙ্গলের আশা নাই।

জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তি-সাধনের ক্রম শিক্ষা দিয়াছেন। আদিতে সৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, তাহার ফলে শ্রদ্ধার উদয়, তৎপর গাঢ় পিপাসার সহিত আরও শ্রবণ, দ্বিতীয়বার [illegible] সদ্-গুরুর [illegible] অর্থাৎ কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তনপ্রভাবে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সকল [illegible] নিবৃত্ত, অনর্থ নিবৃত্তির পরে নিষ্ঠার উদয়, নিষ্ঠার পরে রুচি, রুচির পরে আসক্তি এবং আসক্তির পরে ভাবের উদয়। যাহা সাধনকালে সাধনভক্তি, তাহাই সিদ্ধকালে ভাবভক্তি ও তাহার বিকশিত অবস্থাই প্রেমভক্তি। ভাবভক্তি [illegible] অঙ্কুর মাত্র। ভাবভক্তির [illegible] উদয়। ভাবভজনফলে অনর্থ অর্থাৎ মায়ার সকল আবরণ ঘুচিয়া গেলে সাধক সুনির্ম্মল আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তখনই তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপের পরিচয় লাভ করেন। শুদ্ধ নির্ম্মলচিত্তে রাগমার্গে ব্রজভজন বা শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা হয়। ইহা মনের কল্পনা নহে। কল্পনা হইলেই তাহা ভোগে, জড় প্রেমে বা কামে পরিণত হইয়া গেল। তাহা সত্য হইতে—কৃষ্ণ হইতে বহু দূরে। অথচ আমাদের এমনি ভ্রম যে, আমরা অপক্কাবস্থায় কৃষ্ণলীলাদি-শ্রবণেচ্ছু হইয়া এতাদৃশ মানসভোগে আকৃষ্ট ও মগ্ন হইয়া যাই। এই কাল্পনিক উচ্ছ্বাস বা মানসভোগ Sentimentality মাত্র। শুদ্ধ ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম বা ভগবৎপ্রীতি এইরূপ Sentimentality বা মানসিক ভাবোচ্ছ্বাস হইতে শত সহস্র যোজন দূরে Sentimentality বা মনোধর্ম্মের পর্য্যায়ে অবস্থিত। Sentimentality ভক্তি নহে, তাহা কাম মাত্র। মনের ভাবুকতায় যে সেবা, তাহা কামেরই সেবা মাত্র। বিপ্রলম্ভরসেই সেবা হইয়া থাকে। আমার 'ভাল লাগা জিনিষ ত' আর ভক্তি নহে, যাহাতে কৃষ্ণের সুখ তাহাই ভক্তি। কৃষ্ণপাদপদ্মবিচ্যুত কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জীবের কৃষ্ণবিরহই বাস্তব এবং স্বাভাবিক। এই কৃষ্ণবিরহই চেতনের সহজবৃত্তি বা ভক্তি।

জগদ্গুরু শ্রীজাহ্নবা দেবী

——::•::——

[গত ২২শে বৈশাখ, সোমবার শ্রীজাহ্নবা দেবীর আবির্ভাবতিথিতে গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

শ্রীল জাহ্নবামাতা ঠাকুরাণী নিত্যানন্দ-শক্তি—তিনি জগদ্গুরু। তিনি শ্রীরাধারই অংশ হইলেও সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার ভেদ নাই। শ্রীজাহ্নবামাতা প্রেমভক্তির গুরু। তিনি গোপীনাথের প্রিয়তমা। পুরীর শ্রীটোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে ও বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের দক্ষিণে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অঙ্গরূপে তিনি নিত্য বিরাজিতা। শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, দক্ষিণে শ্রীজাহ্নবাদেবী অর্থাৎ শ্রীমতীর স্বরূপা অনঙ্গমঞ্জরী। তিনি শ্রীমতী রাধারাণী, [illegible], [illegible] দেবীর [illegible] প্রিয়। [illegible] শ্রীনিত্যানন্দকে [illegible] সহিত নিত্য [illegible] অত্যন্ত সুখী হন, শ্রীমতীও [illegible] সহিত [illegible] আনন্দলাভ করেন।

শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীজাহ্নবাদেবী সমগ্র গৌড়-মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের একজন অধীশ্বরী, সর্ব্ব বৈষ্ণবের শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে শোভিতা ছিলেন।

যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ এই ছয় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন, সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবী বহু ভক্তসহ খড়দহ হইতে খেতুরীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীর দর্শনের জন্য গ্রামে গ্রামে বহু লোকের সংঘট্ট হইয়াছিল এবং পথেও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। খেতুরী যাইবার পথে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী কোন কোন ভাগ্যবন্ত ব্যক্তির গৃহে পদধূলিদান ও ভক্তগণের সহিত বিশ্রাম করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতা অম্বিকায় উপস্থিত হইলে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ভক্তগণের সহিত শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীকে নিজভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই স্থানে বিপুল সংকীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীনবদ্বীপস্থ ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীকে শ্রীনবদ্বীপে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীশ্রীপতি শ্রীজাহ্নবা-মাতাকে গঙ্গাস্নানের ছলে কিছু সময় তথায় অবস্থানের প্রার্থনা জানাইলে শ্রীঈশ্বরী কএকদিন নবদ্বীপে অবস্থান করিয়া তৎপরে শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা-স্থান কাটোয়াতে গমন করেন। তথায় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভোগ লাগাইয়া সংকীর্ত্তন মহামহোৎসব সম্পাদন ও তৎপরে খেতুরীতে শুভবিজয় করেন। সপার্ষদ শ্রীজাহ্নবা-মাতার পদার্পণে শ্রীখেতুরী আনন্দ-বন্যায় প্লাবিত হইল।

খেতুরী-উৎসবে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়, শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-প্রমুখ আচার্য্যগণ ও বৈষ্ণবগণ একমাত্র শ্রীশ্রীল জাহ্নবামাতা-ঠাকুরাণীকেই সকলের নিয়ামক ও আচার্য্য-রূপে বরণ করিয়া তাঁহারই আদেশ ও উপদেশানুসারে সমস্ত ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আচার্য্যগণ শ্রীল জাহ্নবা-দেবীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীজাহ্নবাদেবী উক্তজলে স্নান করিতেন ও অনেক পরিচারিকা সূক্ষ্ম বসনের দ্বারা শ্রীঈশ্বরীর শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া দিতেন,—এই বর্ণনা শুনিয়া বঙ্গভাষার ইতিহাস-লেখক কোন সাহিত্যিক 'বৈষ্ণবের ও আচার্য্যের কেন এইরূপ বিলাসিতা থাকিবে' ?—এই প্রকার মতামত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। ইহাতে একদিকে যেমন প্রাকৃত সাহিত্যিকের অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই সম্পূর্ণ মূর্খতা ও বাৎসর্য্য প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু যিনি এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি বাস করিতেন, তিনি তাঁহার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ের ৮৩—৮৭ শ্লোকে অনুরূপ আধ্যাত্মিক সন্দেহ ও অপরাধের মীমাংসা শ্রীপাণ্ডবগণের আচরণ হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযাজ্ঞসেনের একনিষ্ঠ সেবক, অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যের শ্রীহনুমান্

'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' বলিতেছেন,—"আমরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যরূপ বৃহদ্‌ব্রতধারী এবং পাণ্ডবেরা গৃহধর্ম্মাবলম্বী ও সাম্রাজ্য-ব্যাপৃত —এইরূপ বিবেচনা করিয়া যেন আমরা আপনাদিগকে অপরাধী না করি। যাঁহারা পরমহংসগণেরও গুরু, পাণ্ডবগণ তাঁহাদেরও পূজনীয়। উত্তম বসন, স্রক্‌চন্দনাদি যেরূপ ক্ষুধাদিসন্তপ্ত ব্যক্তির সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বহুবিধ দেবদুর্লভ রাজৈশ্বর্য্য ও ত্রিভুবন-ব্যাপ্ত অমল যশোরাশি রমণীললামভূতা সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা মহিষী কৃষ্ণ-প্রেমানলে সন্তপ্ত দগ্ধচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের সুখ-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের মহাপুণ্য দ্বারা অর্জ্জিত বিষ্ণুলোকাদি এবং অপরাপর ভোগ্য বিষয়-সকল কৃষ্ণের প্রসাদে উপস্থিত, কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁহার ভোগ্যদর্শন না থাকায় কোনরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। দ্রৌপদীর প্রতি যে যুধিষ্ঠিরের প্রিয়তা দৃষ্ট হয়, তাহাও দেহ-সম্বন্ধযুক্ত বা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ সাধনের জন্য নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমসম্বন্ধবশতঃ।"

শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিচ্ছেদাগ্নিতেই সর্ব্বদা দগ্ধ ছিলেন। আমরা নিজেরা বিলাসী ও ভোগী বলিয়া 'কামনা'-যোগীর দর্শনের ন্যায় সর্ব্বত্রই যে বিলাসিতা ও কামুকতা দেখিতেছি, তাহার বিন্দুমাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। পুত্রশোকাতুরা জননীকে কেহ ভাল করিয়া সাজাইয়া দিলে বা উত্তম দ্রব্য আহার করাইলে তিনি কি তাহা রুচির সহিত ও ভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার অবসর পান? তাঁহার সেই দিকে আদৌ দৃক্‌পাতই থাকে না। অথচ যে ব্যক্তি সেই শোকসন্তপ্তা জননীর অভ্যন্তর জানে না, সে মনে করে যে কেনই বা একজন পরিচারিকা ইঁহাকে এত আদর করিয়া—এত সাধ্য-সাধনা করিয়া বসন-ভূষণ পরাইয়া বা ভোজন করাইয়া দিতেছে? বিশেষতঃ শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের শক্তি। সাধারণ সাধক-জীবের বিচার তাঁহাতে আরোপ করা মূর্খতা ও অপরাধের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীজাহ্নবামাতা খেতরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় গোস্বামিবৃন্দ ও বৈষ্ণবগণের দ্বারা জগদ্‌গুরুরূপে সম্মানিত ও পূজিত হইতেন। শ্রীবসুধাগর্ভ-সিন্ধুপ্রকটিত শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীক্ষীরোদক-শায়ী-মহাবিষ্ণু শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী প্রভুও শ্রীল জাহ্নবা-মাতার শিষ্যত্বগ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদধারা শ্রীজাহ্নবাপাদ-পদ্মের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎসম্পাদিত "শ্রীসজ্জন-তোষণী"তে (২।৪) বলিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর জন্মোৎসবের দিন শ্রীচৈতন্য-চরণপরায়ণ মহাভাগবতদিগের আনন্দের দিন। আনুমানিক ১৪০৯।১০ শ্রীজাহ্নবা দেবী অম্বিকা কাল্‌নায় মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের সৌভাগ্য-শালিনী ভদ্রাবতীনাম্নী পত্নী-গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হয়েন। উপযুক্ত সময়ে শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভু সর্ব্বগুণসম্পন্না জাহ্নবার ও তদীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বসুধা দেবীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করেন। • • • জাহ্নবা দেবী আনুমানিক ১৪৬৫ শকে শ্রীবংশীবদনানন্দ-পুত্র শ্রীচৈতন্যাত্মজ শ্রীরামচন্দ্রকে পাল্যপুত্র গ্রহণান্তর দীক্ষা প্রদান করেন। প্রভু নিত্যানন্দ-শক্তি সাক্ষাৎ অনঙ্গমঞ্জরী জাহ্নবা দেবী যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রায় অবিদিত নাই।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার কল্যাণকল্পতরুর পুষ্পিকায় পুনঃ পুনঃ শ্রীজাহ্নবা দেবী বা অনঙ্গমঞ্জরীকে আশ্রয়-বিগ্রহবিচারে তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম জানিয়া "আমার প্রভুর প্রভু, শ্রীগৌর-সুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥" —এইরূপ গীতি গান করিয়াছেন, বর্ত্তমানযুগে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা-দেবীকে সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম জানিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা গাহিয়াছেন।

"নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবাপদে মোরে রাখহ টানিয়া॥"

(কল্যাণকল্পতরু)

• • •

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম না আছে সম্বল॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি, না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবাদেবী! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজ গুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়॥
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু॥
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

(কল্যাণকল্পতরু)

• • •

কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণব-সদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণ-শরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ॥

(প্রার্থনা লালসাময়ী)

• • •

সিদ্ধ-দেহে নিজ-কুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব হৃষ্টমনে॥
এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এই বার॥

(প্রার্থনা লালসাময়ী)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণ কল্পতরুর বিজ্ঞপ্তিতে গোকাশক্তাক্রমে শ্রীগোপীনাথের চরণে নিবেদন জানাইয়াছেন। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ 'গোপীনাথ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীমহাপ্রভু" শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী গোপীর নাথ, আমার "শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাণবল্লভ" সুতরাং তাঁহার নিকট আমার দাবী আছে -

গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি॥

প্রেমভক্তির গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপিণী সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবীকে স্ত্রী-মূর্ত্তিধারিণী বলিয়া যেন কেহ মর্ত্ত্যবুদ্ধি না করেন। শ্রীগুরুদেব স্ত্রী-পুরুষ, মানব মানবী নহেন। তিনি গোপী, গোপী-নাথের প্রিয়তম। শ্রীব্রজলীলায় গোপীগণ স্ত্রীমূর্ত্তিতেই প্রকটিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্রজলীলার গোপীগণ কেহ বা পুরুষ-মূর্ত্তিতে, কেহ বা স্ত্রী মূর্ত্তিতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা—শ্রীশ্রীস্বরূপ রামরায় রূপে বা শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু প্রভৃতি স্বরূপে আবার শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী— শ্রীজাহ্নবা দেবীরূপে, শ্রীপৌর্ণমাসী - শ্রীশচী-মাতারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ইহা শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য ও ঔদার্য্য। স্বার্থ ও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি বা বিকৃতমস্তিষ্ক আধুনিক ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় কল্পনার কারখানায় এই সকল তত্ত্ব নির্ম্মিত হয় নাই। ইহারা বাস্তবসত্য ও নিত্যসত্য। প্রেম-সমাধিযোগে ইঁহাদের তত্ত্ব মহাভাগবত-পাদগণ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাকৃত অধ্যাপক, সাহিত্যিক বা পণ্ডিতম্মন্য-ভাষ্ডিত হইয়া এই বাস্তবসত্য উপলব্ধি করিতে পারেন না।

শ্রীব্রজলীলার গোপীগণের স্ত্রীমূর্ত্তিতে বা পুরুষ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব আনুষঙ্গিক সখী-ভেকীদলের প্রাকৃত কল্পনাকে সমর্থন করে না। শ্রীমতীর কান্তিস্বরূপ শ্রীব্রজলীলার পরিকর, শ্রীনিত্যানন্দ-নিজজন শ্রীদাস গদাধর প্রভু শ্রীগৌরলীলায় পুরুষমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুকরণ করিয়া বদ্ধজীব কল্পনাপূর্ব্বক সখীভেক পরিধান করিলে পাষণ্ডিমাত্র হইবে। শ্রীব্রজলীলার পরিকরগণ শ্রীগৌরলীলায় স্ত্রীবেষে সজ্জিত হন নাই। শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তে শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর ভাব প্রকাশিত, শ্রীগৌরলীলায় পার্ষদগণের চিত্তে শ্রীব্রজলীলার গোপীগণের ভাব নিত্য প্রকাশিত ছিল। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীমতীর ন্যায় বেষ পরিধান করেন নাই বা ভক্তগণও শ্রীল গদাধরকে সেইরূপভাবে সজ্জিত করিয়া পূজা করেন না। শ্রীব্রজলীলার প্রত্যেক পরি-করের মূর্ত্তি যেরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্য, শ্রীগৌরলীলায় প্রত্যেক পরিকরের স্বরূপও সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় ও নিত্য।

স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী গৃহস্থ-বেষধারী পরমহংস জগদ্‌গুরু হইতে পারেন না, এরূপ এক অভিনব মতবাদ প্রচারিত হইলে আচার্য্য-গণ তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরাস করেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎই— জগদ্‌গুরু। তিনি যে কোন মূর্ত্তিতে, যে-কোনও বেষে, যে কোনও আশ্রমে জগতে অবতীর্ণ হইবার লীলা প্রকাশ করুন না কেন, তিনিই জগদ্‌গুরু। শ্রীহনুমান্ বানররূপে, শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবলি অসুরকুলে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে অবতীর্ণ হইয়াও নিত্যসিদ্ধ জগদ্‌গুরু। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্য্যগণ শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা দেবীকে জগদ্‌গুরুর আসন প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দাদি আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীজাহ্নবামাতাকে গুরুদেবতা বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের শ্রীনিবাসাচার্য্য-দুহিতা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীল অনন্তাচার্য্যের প্রিয় শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যা শ্রীগঙ্গামাতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী, এমন কি, উৎকলাধিপতি স্বয়ং পর্য্যন্ত তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন।

শ্রীজাহ্নবা দেবী সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা ব্যতীত আমাদের 'নারকীয়', ধর্ম্মাভিলাষ নির্ম্মূল হওয়া ত দূরে থাকুক, হইতে পারে না। আমাদের চিত্ত নির্ম্মল না হইলে শ্রীব্রজধামের কৃপা, শ্রীরূপ রঘুনাথের কৃপা লাভ হইতে পারে না। শ্রীরূপ রঘুনাথের কৃপা না হইলে যুগলপ্রীতি অনুভূত হয় না। অতএব সকলের মূল শ্রীনিত্যানন্দের ঈশ্বরী শ্রীনিত্যানন্দরূপা শ্রীজাহ্নবা দেবীর কৃপা।

———

সাধন

শ্রীল ভগবান্‌ ... হইয়া শ্রীয় ভোগ বাঞ্ছা ... আমায় এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছি। ... জীবের ... [illegible] ... ভগবৎ ... কৃপা ... [illegible] ... মানুষ ... অধীন ... [illegible] ... কৃষ্ণভক্ত ... সাধন ... করিতে ... তাঁহার ... আমাদের ... [illegible]

সাধারণ ... [illegible] ... সাধন ... [illegible] ... জীবন ... আমার জীবন বৃথা, ... আশা ... [illegible] ... সাধন। সাধকের ... [illegible] ... সাধনকারী ... করিয়া ... থাকেন, ইহাদের ... কৃপা ... রূপ, শ্রীনাম, শ্রীধাম, ... শ্রীগুরু ... আমাদের ... উন্মুখ হইয়া আছেন। আমরা উহাদের কৃপালাভের ... করিলে। এই কৃপা ... আমাদের একমাত্র ... প্রণালী তাহা স্বীকার করিয়া তদনুসারে চলাই সাধন।

সাধন কথাটী কেবল ... সাধন বিষয়ে পিপাসা বৃদ্ধি ... কৌশল মাত্র। ... [illegible] ... সাধন ... [illegible] ... হয়, ... [illegible] ... হন। ... যখন ... [illegible] ... পরিত্যাগ

করিলে কৃপালাভ কখনও হইবে না। ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যিনি অভিলাষ করেন, অথচ প্রকৃত সাধন যত্ন করেন না, তাঁহার বাস্তবিক ভগবান্‌কে লাভ করিবার ইচ্ছা নাই বুঝিতে হইবে। বদ্ধজীবের ... অধিকার ... কোনরকমে ... পারে না। প্রত্যেক জীব ... ভগবৎসেবায় ... ভগবদ্ভজনের ... [illegible] ... পড়িয়াছে। ... অবস্থায় অনবরত ... দাস ... হইয়া পড়িয়াছে—ভগবানের স্বরূপ ... [illegible] ... জীবের এই নিত্যসিদ্ধ ... করিবার জন্য সাধনের একান্ত আবশ্যক। ভগবানের নিত্য-নাম জীবের ... পুনর্জীবন করার ... [illegible] ... হয়, ... উপায় ... নাই।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

শাস্ত্রে এই সাধনাঙ্গ চতুঃষষ্টি প্রকারের শুনা যায়। তন্মধ্যে নববিধা সাধনভক্তিই শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা সাধনভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি নাই। হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন। সাধনের অন্যান্য সকল অঙ্গ হরিনামকীর্ত্তনের সহায়ক। নিষ্কপটে হরিনাম সাধন করিতে করিতে সিদ্ধিকালে হরিনামকেই সাধ্যরূপে পাওয়া যাইবে। হরিনামই সাধন, হরিনামই সাধ্য।

সাধন ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং যতকাল দেহে শক্তিসামর্থ্য থাকে, ততকাল অন্যান্য সৎচেষ্টার সহিত ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যুক্ত আহার দ্বারা শরীরকে সুস্থ রাখিলে সাধনকার্য্য ভালভাবে হয়। গুরুবৈষ্ণব ... ভোজন করিয়া শরীর পুষ্ট ... করিলে হরিভজন হইবে না। অনাহার ও অতি বৈরাগ্য উভয়ই খারাপ। দেহরক্ষার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক তাহা স্বীকার করাই সাধকের উচিত। ... সর্ব্বদা ... ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়া ... শ্রবণকীর্ত্তনে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। ... ইন্দ্রিয়গুলি যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা বিচলিত না হয়,

এজন্য খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। ভজনের অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জনের প্রতি খুব তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাই সাধকের সাধন। ভক্তির অনুকূল স্বীকার ও প্রতিকূল-পরিত্যাগ বিষয়ে দৃঢ়তা ও যত্নের আবশ্যক।

সাধক খুব alert, খুব smart, প্রকৃত সাধক খুব সজাগ। আলস্য জাড্য, অনুদ্যমতা, অমনোযোগিতা প্রভৃতি দোষ তাঁহার নাই। ... সুখ হয়, ... আপনার ... করেন। সাধক খুব সতর্ক হইয়া চলেন, যাহাতে তাঁহার মনুষ্যজীবনের অমূল্য সময়ের এক মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয়িত না হয়। ... কখন কি হয় বলা যায় না, এই মুহূর্ত্তেই মরিয়া যাইতে পারি, এই চিন্তা তাঁহার খুব প্রবল। কেহ হরিভজন করুক আর নাই করুক, আমাকে হরিভজন করিতেই হইবে—সাধকের এই ... সর্ব্বদা চিত্তে জাগরূক থাকে। ... সময় বৃথা ব্যয় করেন না, সর্ব্বক্ষণ ... হরিকথা শ্রবণ করিয়া দিন যাপন করেন। ... পৌঁছান যাইবে না। যাহাতে হরিবিমুখবৈষ্ণবের সন্তোষ নাই, এরূপ কার্য্য করা অন্যায়। "জন্ম মুখ্য ... করিব যতন, হ'য়ে পদে অনুরাগী" ইহাই সাধকের চেষ্টা।

সাধুর সহিত মমতাযুক্ত, প্রীতিময় সঙ্গ যিনি যে পরিমাণে করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণেই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। সাধকের সাধনপথে সাধুসঙ্গ প্রধান সহায়। সাধন পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে। সেই সকল বাধাবিঘ্ন হইতে সাধু রক্ষা না করিলে অন্য উপায় নাই। সুতরাং অনবরত সাধুসঙ্গের সহায়, তাঁহার অনধীন কিছুই করিতে পারে না।

কামক্রোধ সাধকের কিবা করিতে পারে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

সাধকের জীবন ... শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অভিনিবেশ হওয়া দরকার। ... অভিনিবেশ না হইলে ... কখনও যাইবে না। সর্ব্বদা গুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির ধ্যান, আর নিরন্তর শ্রীহরিনাম গ্রহণ—ইহাতেই নিত্য মঙ্গল হইবে। জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে পড়িতে হইবে না বা কোন প্রকার কৌতূহল রাখিতে হইবে না। দৈন্য ভাব দরকার। 'আমি তোমাদের জন, কিন্তু তোমাদের কৃপা পাইলাম না,'—এই বলিয়া দেহ-অন্তরে শ্রীগুরুচরণে দান দিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে। সংসারের কোন কার্য্য বা অশন-বসন প্রভৃতি কোন ব্যাপারে কিছু মাত্রও অভিনিবেশ রাখিবে না। ঐ সকল কার্য্য যতটা সংক্ষেপ হইতে পারে, তাহাই করা উচিত। নিদ্রা কমাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা সেবাভাবের জন্য ব্যাকুল থাকিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ এই প্রকার অভিনিবেশ হইলে আর অন্য কোন প্রকার অসুবিধা আসিয়া আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই প্রকার ধ্যান যাহার যত বেশী হইবে, তাঁহার তত শীঘ্র মঙ্গল হইবে।"

শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

—:(৩):—

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীধামে শুভাবস্থান ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রমুখ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আগমন বশতঃ শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-মুখরিত আছে। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কখনও প্রশ্নোত্তরমুখে, কখনও কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ... মধ্যে মধ্যে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশাবলী আমরা গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর কৃপায় গৌড়ীয়ে পাইবার আশা পোষণ করিতেছি।

গত ২৬শে মে শুক্রবার প্রাতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শুদ্ধভক্তিবৃন্দ ও ভগবদ্ভক্তবৃন্দকে কিছুক্ষণ যাবৎ বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবান্ধব এম্-এ, বি-এল, যশোহর জমিদার শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অধোক্ষজ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২শে মে কাঁটা দোরাস্বা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ সুধাদেবী বি, এ-স্সি মহোদয়া শ্রীধামদর্শনার্থ আগমন করিয়া পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে কিছুক্ষণ যাবৎ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত হন এবং পুনরায় আসিয়া হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নিকটও কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব জনৈক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের নিকট জীবিগ্রহতত্ত্ব ও পৌত্তলিকতা, ভগবান্‌কে লাভ করিবার উপায়, জীবের কর্ত্তব্য ও তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র 'সাধুসঙ্গে' সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবনবমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীনবন্ধচ্ছিন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতারিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীচন্দ্রশেখরের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
দুত্তবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদনারায়ণবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চাপকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীভবিভোবন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাথারবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রদমন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীজগদ্দেবদাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায় পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গয়ের গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলম্বক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলম্বক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক- শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীঅক্ষয়দাস দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক - শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক- শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্লাষ্টার রোড, হাইড পার্ক
লণ্ডন, এস ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
১৬।৪, কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক - শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক - শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

বিশ্বনিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনন্তগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরব্রহ্মপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরভবন
সেবক—শ্রীতারাপদনোরদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
সেবক—শ্রীঅভিনেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পারঙ্গম লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং গুরু ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে স্তবকে ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ৮৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কারিকা'টি অন্বর্থ আলেখ্য ব্যাখ্যা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৫৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী, (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।৹
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্য বিরহ-রত্ন ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। বাদল আন্দোল ॥৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵৹
২২। ভজন রহস্য ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধুভাষা ॥৹
২৭। বৃত্তিমালিকা ও শ্লোক-তত্ত্ব (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ত…(সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (চতুর্থ সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵৹ বাঁধা ৸৹)
৩০। জীব-দিগ্দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা /১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶৹
৩৭। শ্রীপ্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী /১৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /১৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /১৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ /৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /৹
৬০। সাংখ্যবাণী /৹
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥৹
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।৹
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /৹
৬৯। সারার্থদর্শনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥৹
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥৹
৭২ নামভজন /৹
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ॥৹
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্লড্স্ ।৵৹
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥৹
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥৹
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /
৭৮। দি ভাগবত ।৹
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন ।
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸
৮৫। সাধনপথ ।
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১
৮৭। গীতাবলী /১
শরণাগতি /
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৶
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণামূলক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অধিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের বর্ণশিক্ষা তৎপরে বেদ অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার পরিচয় তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, এবং শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থ পুস্তক একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ভক্তি-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আরও অধিক সৌভাগ্য পাইবেন। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

শনিবার ব্যতীত / শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৩-১৬	১৪-১০	১৬ ৫৬	১৭-৫৩	২২ ২৬
দমদম ,,	৪-৫৬	৬ ৩,	৭ ২৮	১৩ ২৯	..		১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ				৯-৫৭				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-৬	১৬ ৫০	১৭ ৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ ,,	৭ ৪৫	১০-৫১	১ -২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭ ৫২	১০-৫৯	১৫-৩৯	১৮ ২৯		২১ ১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ,,	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
,, ছাঃ	১২ ৫৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত / অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ ,,	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯ ৫৫		১৬-১৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮ ৫১	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৪ ৪৫	১৭-০০	২০-৩	২১ ১৯
(বদল) ছাঃ					১৫-০৮	১৭-৪২		....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ১৬	২২ ৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ ,,	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
,, ছাঃ	১৫-৩২
শান্তিপুর পৌঃ	১৮-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩৯
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
,, ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত ভিকাতার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত … সিদ্ধান্তসার বাবাজী বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। … শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিহিত শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্য মঠাধ্যক্ষ প্রভুপাদ পরমহংস … ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে নানাদেশ তথা বিদেশের মনীষিসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংরক্ষণে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তস্ফূর্ত্তির অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও শাস্ত্রানুরাগীরই অবশ্যপাঠ্য।

ভিক্ষা— ৳০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৩১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণদের মুখে, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C. ৫৮৮

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৯ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ৩০শে মে , ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ৭০০৭.৬ম সংখ্যা

সজ্জনের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

——:•:(*):•:——

হৃদয়কে আসন-ঘর করিতে হইবে এবং ভগবান শ্রবণ-কীর্ত্তনজ্ঞানত স্মৃতির দ্বারা অনুক্ষণ গুরুবর্গের পূজা করিতে হইবে। অকপট শরণাগত বা অকিঞ্চন হইলে ভগবান্ তাঁহার নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। কর্ণ দ্বারা শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ দর্শন কর, গুরু দর্শন কর, বৈষ্ণব দর্শন কর। কাণ দিয়া শুধু দেখা নহে, আস্বাদন করা, আঘ্রাণ করা, স্পর্শ করা—অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের কৃত্য সেবোন্মুখ কর্ণ দ্বারা নিয়মিত হউক। কর্ণের পথই শরণাগতির পথ—প্রপত্তির পথ। কর্ণের পথ একমাত্র অমৃতের পথ; আর চক্ষুরাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পথ মৃত্যুর পথ। মৃত্যুর পথে যাইও না।

ঐকান্তিককুলের শিরোমণি গুরুবর্গের পাদপদ্মের ধূলি বলিয়া অভিমান থাকিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। দুইজন প্রভু যেন হৃদয়ে স্থান না পায়—কৃষ্ণ ও মায়া যেন যুগপৎ হৃদয়ে আধিপত্য বা প্রভুত্ব বিস্তার করিতে না পারে। প্রভু দুই জন হইতে পারেন না—দুইজন কৃষ্ণ হন না।

বদ্ধবিমুখ অবস্থায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার হইতেছে না বলিয়া তিনি এ স্থানে বিরাজমান নাই—এরূপ মনে করিতে হইবে না। নিষ্কপট দৈন্য, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও সেবাচেষ্টা—সর্ব্বক্ষণ চাতকের ন্যায় নিত্যানন্দের কৃপাপ্রার্থনা করিতে থাকিলেই অনুগত, দীন হীন, দুর্ব্বল, প্রপন্ন জীব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা, ইঙ্গিত, কৃপাশীর্ব্বাদ ও নব নব সেবার প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জড় অহঙ্কার বা দম্ভই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভের পথে বাধা বা অন্তরায়। দম্ভের লেশমাত্র থাকিলেও স্বরূপ-দর্শন—নন্দ-যশোদার বা শচী-জগন্নাথের আনুগত্য হয় না। 'পুরুষ' বা 'স্ত্রী' এই সকল অভিমান থাকিলে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ হয় না।

আমাদের হৃদয় যত শরণাগত হইবে, ততই শ্রীমূর্ত্তি আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবেন। আর নিজে যতটা শরণাগত না হইব, আধ্যক্ষিকতা ততটা আমার উপর প্রভুত্ব করিবে। একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন যত্নের দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়তমের কৃপার উপলব্ধি হয় না। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নামাচার্য্য ও শ্রীনাম-প্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে। কৃপা ব্যতীত প্রেম পাওয়া যায় না। অনুক্ষণ কৃপা-প্রার্থনাই একমাত্র কার্য্য। নামপ্রভুর কৃপা-লাভের জন্য অবিরাম আর্ত্তি, আত্মনিবেদন ও তাঁহাতে শরণাগতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-ভজন। কৃপাপ্রার্থনার আর্ত্তি যাঁহার যত প্রবল, তিনি ততই ভগবৎসেবার প্রতি উন্মুখ।

অভক্তির দ্বারা ভক্তি পাওয়া যায় না। ভক্তির দ্বারাই ভক্তি পাওয়া যায়। কৃপাশক্তি ও ভক্তি সমজাতীয় বস্তু; শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা বা শরণাগতিই কৃপা-সহচরী। যিনি যতটা কৃপার প্রতি শরণাগত হইবেন অর্থাৎ আত্মম্ভরিতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আত্ম-নিবেদন করিবেন, তাঁহার উপর ততটা ভগবৎকৃপা বর্ষিত হইবে।

গুরুর অন্তরে প্রবেশ না করিলে শিষ্য হওয়া যায় না। যেখানে অকপট সেবা, তথায়ই অন্তরের কথা জানা যায়।

যাঁহারা ভগবৎকৃপার পক্ষপাতী, তাঁহাদের সাধনে কৃপা ও ভক্তির সমন্বয় আছে। কৃপালাভার্থই তাঁহাদের সাধন—নিজের চেষ্টায় তাঁহারা উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, এইরূপ আত্মম্ভরিতা তাঁহাদের নাই। কৃপা দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হয়—কেবলমাত্র সাধনের দ্বারা তাহা হয় না। ভগবানের দিক্ হইতে অহৈতুকী কৃপাধারা আর জীবের দিক্ হইতে পূর্ণ শরণাগতি—ইহাই অবরোহ-পথ।

সাধুসঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অনুক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে, অনুক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হইবে। শুশ্রূষা শব্দের এক অর্থ—পরিচর্য্যা, আর এক অর্থ—শ্রবণেচ্ছা। সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট অনুগত ও নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অনুক্ষণ সঙ্গ না করিলে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ স্মৃতিপথে থাকে না। যে সাধু আমাকে তোষামোদ করেন না, আমাকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা দিয়া ভোগা দেন না, সেরূপ সাধুকে eternal tutor করিতে হইবে। সকল সময়ই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে, সাধুর সঙ্গের জন্য—সাধুর বাণী-শ্রবণের জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে, এক মুহূর্ত্তও সাধুর সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। সেই সুযোগে দুষ্টমন বা উহার অধীশ্বরী মায়া বা সংসার-বিষয়ভোগ বা ত্যাগ বাসনা আমাকে তাহাদের কবলে কবলিত করিয়া ফেলিবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত জীবের অন্য কোন কার্য্যই নাই।

হরিনামের কৃপাতেই সব হইবে। আমরা কেবল সেই কৃপার প্রার্থী হইব। হরিনামের কৃপাতেই হরিনাম হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন হয়। ভক্তের সর্ব্বত্র গুরুদর্শন, কোথাও ভোগ্যদর্শন নাই, হরিনাম কীর্ত্তনই একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন। শ্রীনামকীর্ত্তনই ভগবানকে পাইবার একমাত্র সহজ পথ, এতদ্ব্যতীত সবই ন্যূনাধিক বঞ্চনাময়। শ্রীনাম-কীর্ত্তনের পথই পূর্ণ শরণাগতির পথ—শ্রুতি, গীতা-ভাগবতাদি-কথিত পথ। ঈশ্বরের কৃপাবলেই ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। নামভজন ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। নিরপরাধে নিরন্তর নাম-ভজনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ।

দেহের দ্বারা হরিভজন হয় না। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ কোনটীই হরিভজন করিতে পারে না। আত্মা বা চেতনই হরিভজন করে। দেহের সহিত হরিভজনের কোনই সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র সুষ্ঠু শুদ্ধভক্তির নির্ব্বাহ যাহাতে হয়, তৎপ্রতি বিশেষ তীব্রদৃষ্টি ও যত্নাগ্রহ রাখিবে। যুক্তবৈরাগ্যের প্রতি আশ্রয় লাভ ঘটিলে দেহ বা ইন্দ্রিয়ে শুদ্ধভক্তির অভিব্যক্তি হইয়া পড়ে। একমাত্র শরণাগত বা প্রপন্ন হইলেই অপ্রাকৃত-তত্ত্ব শ্রীনাম স্বতঃপ্রকাশিত হন।

কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণই বৈষ্ণব। যিনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন, যাঁহাকে লইয়া ভগবানের ভগবত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর কৃষ্ণত্ব, তিনিই বৈষ্ণব। যিনি শ্রীগুরুদেবের সমস্ত কৌশলের মধ্যে কৃষ্ণভক্তের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্ ও বিশ্বস্তম বিশ্রব্ধ সেবক। তিনিই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রদর্শিত ভজনমার্গে সদা সর্ব্বদা অনুসরণ করিবেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ ত্রিবিক্রম, [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীভরত

----:০(০):০:----

শ্রীভরত ভগবান্ শ্রীঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার আদেশে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া তিনি বিশ্বরূপ পঞ্চজনীর পাণি গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিতে থাকেন। পঞ্চজনীর গর্ভে শ্রীভরতের সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু নামে পাঁচটী পুত্র হয়। এইরূপ পৃথিবীপতি রাজা শ্রীভরত অবতীর্ণ হইয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবানের অর্চ্চন করিতে লাগিলেন। তিনি সকল কার্য্য ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের প্রীতির জন্য করিতেন। এইরূপ ভজনের ফলে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইল এবং ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে তাঁহার ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি বহুকাল পৃথিবী পালন করিয়া সন্তানগণের মধ্যে তাহা বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং নিজভবন হইতে পুলহাশ্রমে গমন করিলেন। পুলহাশ্রমে শ্রীভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী, জল ও ফলের দ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ ও বিষয়াভিলাষ দূর হইলে তিনি ভগবৎশ্রীচরণে পরা ভক্তি লাভ করিলেন।

একদিন শ্রীভরত মহানদীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, আবশ্যক কৃত্য ও স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক প্রণব জপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তত্রয়-মাত্র নদীতীরে উপবেশন করেন। সেই সময় সেই স্থানে এক হরিণী পিপাসায় কাতর হইয়া একাকিনী সেই জলাশয় সমীপে আগমন করে। হরিণী যখন জল পান করিতেছিল, সেই সময় অনতিদূরে এক পশুরাজ ভীষণ গর্জ্জন করায় হরিণী ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া হঠাৎ লম্ফপ্রদান করিয়া নদী পার হয়। লম্ফপ্রদানজনিত বেগে হরিণীর গর্ভস্থ সন্তান নদীর প্রবাহে পতিত হয় এবং কিছুক্ষণ পরে হরিণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নদীতীরে বসিয়া রাজর্ষি হরিণশিশুটীকে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া ভরতের করুণার উদ্রেক হইল। তিনি উহাকে স্রোত হইতে উত্তোলন করিলেন এবং ঐ হরিণশিশুকে মাতৃহারা জানিয়া নিজাশ্রমে লইয়া আসিয়া নানা ভাবে পালন করিতে লাগিলেন। হরিণশিশুর প্রতি তাঁহার আত্মীয়জ্ঞান হইল, তাই তিনি ঐ হরিণশিশুকে অহরহঃ তৃণাদির দ্বারা পোষণ, হিংস্রজন্তু হইতে রক্ষণ, কণ্ডূয়নাদি দ্বারা প্রীতি-সম্পাদন এবং চুম্বনাদি দ্বারা লালন প্রভৃতি কার্য্যে আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তৎফলে তিনি ভগবৎপরিচর্য্যা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। শ্রীভরত মনে মনে চিন্তা করিলেন—এই নিরাশ্রয় হরিণশিশু আমার শরণাগত, সে আমাকে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সহচর মনে করিতেছে। আমার প্রতি ইহার ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে, সে আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না। সুতরাং অবশ্যই আমার ইহার লালন, পালন ও পোষণ কর্ত্তব্য। এইরূপে শ্রীভরত উপবেশন, শয়ন, স্নান ও ভোজন প্রভৃতি সকল সময়েই মৃগশিশুর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন ফলাদি আহরণের জন্য বনে যাইতেন, তখন ঐ মৃগ-শিশুটিকে সঙ্গে লইতেন এবং পথিমধ্যে স্নেহবশে সেই হরিণ-শিশুটিকে কখন স্কন্ধে উঠাইতেন, কখনও বা ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, কখনও বক্ষোপরি রাখিয়া লালন-পালন করিতে করিতে আনন্দিত হইতেন। হরিণশিশুটীকে তিনি সর্ব্বক্ষণ কাছে কাছে রাখিতেন। দুস্ত্যাজ্য সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াও সামান্য একটী মৃগশিশুতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ভক্তিপথভ্রষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি সেই মৃগশিশুর অদর্শনে তাহার বিরহে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া 'হা মৃগ, হা মৃগ' করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যু-সময়েও তিনি দেখিতে পাইলেন যেন সেই মৃগশিশু নিজপুত্রের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক-প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার চিত্ত মৃগেতে অভিনিবিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি প্রাকৃত ভগবদ্বিমুখ পুরুষের ন্যায় মৃগচিন্তার সহিত এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। ভরতের দেহ নষ্ট হইল কিন্তু পূর্ব্বসুকৃতিফলে তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি পূর্ব্বজন্মের মৃগাসক্তিরূপ হরিবৈমুখ্য-জনিত অধঃপতনের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং মৃগমাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শালগ্রাম-মুখরিত সেই পুলহাশ্রমে গমন করিলেন। শ্রীভরত সেই আশ্রমে পুনরায় সঙ্গদোষভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া শুষ্ক তৃণ-লতাদি আহার পূর্ব্বক একাকী অবস্থান করিয়া মৃগদেহাবসানকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃগাসক্তিজনিত দেহাবসানকাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি তত্রত্য তীর্থোদকে স্বীয় কলেবরের অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত করিয়া ঐ মৃগশরীর পরিত্যাগ করিলেন। মৃগদেহ-মুক্তির পরজন্মে রাজর্ষি ভরত জনৈক সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবৎকৃপায় ভরতের পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের বিবরণসমূহ স্মৃতিপটে উদিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি জাতিস্মর ছিলেন। ভগবদ্-বিমুখ স্বজনগণের সঙ্গহেতু পুনরায় পতনাশঙ্কায় নিরন্তর মনোমধ্যে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া আপনাকে লোকমধ্যে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভরতের পিতা ভরতকে শিক্ষা-প্রদান করিবার জন্য বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। অনন্তর ব্রাহ্মণ পরলোকগমন করিলে ব্রাহ্মণের পতিব্রতা কনিষ্ঠা পত্নী ভরতকে সপত্নীর হস্তে অর্পণ করিয়া সহমরণ-দ্বারা পতিলোকে গমন করিলেন।

ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ কর্ম্মকাণ্ডে রত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ভরতের প্রভাব জানিতে পারেন নাই। অবিবেকী ব্যক্তিগণ ভরতকে উন্মত্ত, জড়, বধির বলিয়া সম্বোধন করিলে, তিনি তাহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। স্বেচ্ছায় যাহা আসিয়া উপস্থিত হইত, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন, কিন্তু নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কিছুই গ্রহণ করিতেন না। তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ায় সুখদুঃখাদিহেতু মানাপমানজনিত দেহাভিমান তাঁহার ছিল না। তাঁহার শরীর খুব পুষ্ট ও সুদৃঢ় ছিল। তিনি দীনহীন কাঙ্গালের বেশে মলিনবসন পরিধান করিয়া থাকিতেন। সেইজন্য তাঁহাকে সকলেই ব্রাহ্মণাধম বলিয়া অবজ্ঞা করিত। যখন তিনি পরের নিকট হইতে কর্ম্মমূল্যস্বরূপে আহার মাত্র পাইবার অপেক্ষা করিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাকে আহারের লোভ দেখাইয়া শালীক্ষেত্রের কর্দ্দমবিলোড়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তিনিও তাহাই করিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তণ্ডুলকণা, খইল, তুষ, কীটদষ্ট মাষ প্রভৃতি তাঁহাকে যাহাই আহার করিতে দিতেন, তিনি তাহাই অমৃতের ন্যায় ভোজন করিতেন।

অনন্তর একদিন কোন এক শূদ্র-সামন্ত চৌররাজ পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকট নরপশু বলিদান দিবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার সেই পুরুষ পশু দৈববশে বন্ধনগ্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করায় দস্যুরাজের অনুচরগণ সেই পশুর অনুসন্ধান করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ এক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণতনয় শ্রীভরতকে ক্ষেত্ররক্ষা করিতে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর চৌরগণ সেই ভরতকে স্নান করাইয়া তাঁহাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইলে এবং পশুযোগ্য অলঙ্কার, গন্ধচন্দন, তিলক ও মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে তাঁহাকে ভদ্রকালীর সম্মুখে অধোমুখে উপ-বেশন করাইলেন। তৎপরে একজন চোর এক ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক ভগবানের অংশযুক্ত ব্রাহ্মণকুলকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে দেবী সেই শূদ্রগণের নিদারুণ ব্রহ্মহিংসাত্মক ভগবদ্বিরোধের কথা বুঝিতে পারিলেন। দেবীর দেহ ব্রহ্মতেজ দ্বারা অতিশয় সন্তপ্ত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন এবং পাপিষ্ঠ শূদ্রগণের মস্তক খড়্গে ছেদন করিলেন।

শিরশ্ছেদন-কাল উপস্থিত হইলেও পরমহংস শ্রীভরত তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। যাঁহাদের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নাই, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বলোকের শুভানুধ্যানে নিযুক্ত, যাঁহারা কখনও কাহারও অপকার করেন না, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের শিরশ্ছেদন-কাল উপস্থিত হইলেও যে তাঁহারা অবিচলিত থাকিবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ভক্তের প্রতি হিংসা করিতে গেলে লোক নিজেই বিপদে পড়ে। মহদ্ব্যক্তির প্রতি হিংসারূপ অপরাধ করায় অনিষ্টকর কার্য্য তাহার নিজের প্রতিই ফলিয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

কোন সময় সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ যখন কপিলাশ্রমে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় শিবিকাবহনকার্য্যে একজন সেবকের অভাব হওয়ায় তাঁহার প্রধান শিবিকা-বাহক দৈবক্রমে উপস্থিত দ্বিজবর ভরতকে বলপূর্ব্বক সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিল। অভিমানশূন্য ভরতও কোন প্রতিবাদ না করিয়া শিবিকাবহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গমনকালে পাছে পদপীড়নে প্রাণিহত্যা হয় এই ভয়ে, অগ্রে কিয়দ্দূর দেখিয়া তবে পাদক্ষেপ করিতেছিলেন বলিয়া অপর বাহকদের সহিত তাঁহার গতি বিষম হওয়ায় শিবিকা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া এবং নূতন বাহক রাজা ভরতকে দোষী জানিয়া ক্রোধবশে শ্লেষবাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহাতেও দেহাত্মবোধ-শূন্য দ্বিজবর ভরত মৌনী হইয়া পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকিলে রাজা এবার তাঁহাকে কটুবাক্যে দণ্ড দিবার ভয় দেখাইলেন। তখন শ্রীভরত নিরহঙ্কার ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "হে রাজন্, আমি দেহ হইতে ভিন্ন। দেহই শিবিকা বহন করে। আমি দেহও নহি, সুতরাং শিবিকাবাহকও নহি। আমার দেহটাই স্থূল, আমি স্থূল নহি। স্থূল, কৃশ, মনঃপীড়া, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, বিষয়ভোগবাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, দেহাত্মবুদ্ধি, শোক ও মোহ এ সকলই দেহাভিমান হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমার দেহাভিমান নাই; সুতরাং আমি নিজেকে কখনও স্থূল বা কৃশ মনে করি না। এ জগতের কল্পিত প্রভু ও ভৃত্যবুদ্ধির কোন মূল্য নাই। আজ যে প্রভু, কাল সে ভৃত্য, আজ যে ভৃত্য, কাল সে প্রভু হইতে পারে। সুতরাং বড়াই করিবার কিছু নাই। প্রভু-অভিমান বা আপত্তিক ভৃত্যাভিমান কোনটাই নিত্য নহে।"

দেহে আত্মবুদ্ধির কারণ অবিদ্যা বা কৃষ্ণবিস্মৃতি। তাহা ভরতের ছিল না। তাই তিনি দৈন্যবশতঃ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান না করিয়া সাধারণ জীবের মত "আমি শিবিকাবহন দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্মফল ক্ষয় করিতেছি", এরূপ বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। শ্রীভরতের শ্রীমুখে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছেদক উপদেশ শ্রবণ করিয়া রহূগণের রাজাভিমান দূর হইল। তিনি শীঘ্র শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীভরতের পাদমূলে পতিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"হে ব্রহ্মন্, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রভয়ে ভীত নহি, শূলপাণির শূলকেও আমি ভয় করি না, কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞ-কুলের অবমাননারূপ অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করি। আপনি সর্ব্বজনসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিন্ত্য ও অনন্তমহিমাবিশিষ্ট হইয়াও কেন জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন। ইহসংসারে জীবের অবলম্বন কি, তাহা আপনার নিকট শ্রবণের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। আমি অত্যন্ত অপরাধী হইলেও আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। আপনার কৃপা হইতে আমি সাধুগণের অবমাননারূপ অপরাধ ও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব।"

তদুত্তরে শ্রীভরত মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"যাবৎ পুরুষের মন সত্ত্বরজস্তমো গুণের অধীন থাকে, তাবৎ সেই মন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাপপুণ্যাদি করিয়া থাকে। এই মনই পৃথক্ পৃথক্ নামের সহিত দেব, নর, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। সেইজন্য পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি, তথা বন্ধ ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুরূপে একমাত্র মনকেই নির্দেশ করিয়াছেন। জীবের মন বিষয়াসক্ত হইলেই তাহা সংসার-ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে, আবার তাহার অনাসক্তিই তাহার মুক্তির হেতু হয়। এই মনের অনন্ত বিভূতি আছে, ঐ সকল অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। উহারা জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত হয় এবং সুষুপ্তিকালে তিরোহিত হয়। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, তিনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের আশ্রয়। বায়ু যেমন প্রাণরূপে সর্ব্বজীবের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা ভগবান বাসুদেবও এই বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপর আধিপত্য করেন। জীব যতদিন সাধুসঙ্গপ্রভাবে মায়া অতিক্রমপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন সে সংসারে ভ্রমণ করে। মনই জীবের সংসারতাপের মূল। যতদিন জীব ইহা জানিতে না পারে, ততদিন তাহাকে সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়। মনের ন্যায় প্রবল শত্রু আর নাই। ইহাকে উপেক্ষা করিলে ইহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। ইহা অবাস্তব হইলেও জীবের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে। অতএব হে রাজন্, হরিগুরুচরণসেবনরূপ অস্ত্রদ্বারা সতর্কতার সহিত আপনি ইহাকে বিনষ্ট করুন।"

রাজার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভরত আরও বলিলেন, "ভূপৃষ্ঠের স্থাবর বা জঙ্গম যাবতীয় বস্তু পার্থিববিকার মাত্র। রাজাও তদীয় সেইরূপ একটী পার্থিববিকারের অভিমান-হেতু 'আমি রাজা' এই অহঙ্কার করিতেছেন, সুতরাং তিনি অত্যন্ত অজ্ঞান। পৃথিবীর সমস্তই পার্থিববিকার, পরিণামশীল ও নাম মাত্র ভিন্ন। সকলই অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় প্রাপ্ত হয়, কিছুই নিত্য নহে। এই বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবোপকরণ। অদ্বয়-জ্ঞান ভগবানই একমাত্র সত্য। হে রহূগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনাদ্বারা এই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না। সাধুসঙ্গের প্রভাব অপরিসীম। সেই কৃষ্ণপ্রিয় সাধুগণের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহাদের শ্রীমুখে শ্রীহরির নাম রূপ-গুণ-লীলাদির কথা আদরের সহিত শ্রবণ করিতে করিতে জীবের সমস্ত ইতর বাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধা রতির উদয় হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণফলে জীব অনায়াসে সংসারের পরপারে গমন করিতে পারে। এই সংসার অগম্য ও অতি দুস্তর। জীব মায়াবশে তাহাতে বদ্ধ হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। এই অরণ্যে ষড়েন্দ্রিয় দস্যু এবং পুত্র-কলত্রাদি মাংসাশী শৃগাল-কুকুরের তুল্য। তাহারাই জীবের ধন ও মন হরণ করে। কামকর্দ্দমাবৃত গৃহ তৃণগুল্মাদিতে পরিপূর্ণ গর্ত্তের ন্যায় ভয়াবহ। গৃহমেধী জীব অনিত্য দেহে ও স্বজনাদিতে আসক্ত হইয়া নিত্যবস্তুর কথা বিস্মৃত হয় এবং বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বশে ধাবিত হইয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। সে কখনও ক্ষণস্থায়ী সুখে সুখী এবং কখনও বা দারুণ দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে। এই গৃহ দাবাগ্নি-সদৃশ। ইহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। ইহা সর্ব্বদা ক্লেশময়। বদ্ধজীব নিদ্রাস্বপ্নতর্পণে ও নিদ্রায় দিন বৃথা যাপিত করে। সে একটী অবলম্বন হারাইয়া আবার নূতন অবলম্বনে ভর করিয়া, এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া অন্য আশ্রয় লইয়া বৃথা সুখের আশা করে। এই অবস্থায় মায়াবদ্ধ জীব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা কোনক্রমেই সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সে অনিত্য ধনজনাদির কথায় মত্ত হইয়া মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ এত দুঃখ ভোগ করিয়াও সে ক্ষণিক সুখকর ও পরিণামে মহাদুঃখজনক ভোগ ছাড়িতে পারে না।"

শ্রীভরতের শ্রীমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রহূগণের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি মহাভাগবত শ্রীভরতের নিকট ভগবত্তত্ত্ব সম্যগ্রূপে অবগত হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীভরতের নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভরতের চরিত্র হইতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যাঁহারা নিত্যকৃষ্ণদাস জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল তাহাদের দৈহিক উপকার বা শুশ্রূষাদি করিবার চেষ্টাবিশিষ্ট হন কিম্বা যাঁহারা 'আগে দৈহিক উপকার, পরে ভগবানের সেবা'—এইরূপ বিচার করিয়া জীবসেবা, দেশসেবা প্রভৃতি পরোপকারের ছল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসারদশাই প্রাপ্ত হন। ইঁহারা দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ অসদ্-বস্তুতে আসক্ত, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গও দুঃসঙ্গ। তাঁহাদের সঙ্গ করিলে ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। তাঁহাদের সঙ্গ ভগবদ্ভক্তগণের পরম অন্তরায়। যাঁহারা ভগবৎসেবাপরায়ণ, তাঁহারাই যথার্থ পরোপকারী। তাঁহাদের মত জীবে দয়ার্দ্র আর কেহ নাই।

পূর্ব্বকালে রন্তিদেব নামে একজন মহা দয়ালু ও দানশীল নরপতি ছিলেন। তিনি ভরতের ন্যায় সন্ন্যাসী না হইলেও একজন বৈষ্ণবগৃহস্থ ছিলেন। তিনি গৃহে উদাসীন থাকিয়াও অপরকে বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রসাদ বিতরণ করিতেন। শুনা যায় যে, ঐ নরপতি সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া সংসারে উদাসীন থাকিতেন। এমন কি, জলমাত্র পান না করিয়াও তাঁহার মাসাধিককাল গত হইত। তিনি প্রাণি-নির্ব্বিশেষে শ্রীহরির অবশেষ শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা তাহাদের আত্মার নিত্যকল্যাণ বা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা ছিল যে, আমি যেন জীবের দুঃখের ভোক্তারূপে দেহীর অন্তর্হিত হইয়া তাহাদের সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হই,—যাহাতে আমা হইতে জীবের ভগবদ্বিমুখতারূপ সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয়।

শ্রীভরত ও রন্তিদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীভরত স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, গৃহ, কর্ম্ম—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও কেবল জীবের দৈহিক কষ্ট নিবারণের জন্য দয়া করিতে গিয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, আর রন্তিদেব সর্ব্বজীবকে ভগবৎসম্বন্ধীয় দর্শন করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদদ্বারা ভগবৎসেবকসূত্রে তাহাদের আত্মার কল্যাণ সাধনে এবং আত্যন্তিকভাবে তাহাদের নানাবিধ দুঃখ বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন।

শ্রীভরত প্রেমিক ভক্ত। কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহার এইরূপ বিচার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল। ভক্তগণের আর্ত্তি [illegible] করিবার জন্য ভগবান্ অনেক সময় এইরূপ লীলা করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা যেন মহাভাগবত শ্রীভরতের লীলায় দোষ বোধ না করি এবং 'ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য বিষয়ে অভিনিবেশই জীবের সর্ব্বনাশের হেতু'—তাঁহার লীলার এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যেন অনিত্য ধনজনাদির চিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারি। তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

———

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——॰॰(০)॰॰——

শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-সেবক। তিনি প্রধান সেবক এবং কৃষ্ণই তাঁহার সেব্য। শ্রীগুরুদেব যুগপৎ [illegible] ও হরিকীর্ত্তন। শ্রীগুরুদেব আনুগত্য[illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] করেন। [illegible] প্রভৃতি [illegible] তাঁহার সেবা করেন। প্রকৃত শিষ্য শ্রীগুরুকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। শিষ্যের সেবা শ্রীগুরুদেব স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি সম্পাদন করেন। শ্রীগুরুদেব নিজে সেবা গ্রহণ করেন না [illegible] সেবা-[illegible] করেন [illegible] কৃষ্ণসেবা [illegible] ভিন্ন।

যাঁহার [illegible] যত প্রবল, তাঁহার [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] ভজন করিতে [illegible] নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি [illegible] [illegible]

[illegible] ইচ্ছাই [illegible]

যা আত্মনিবেদন ব্যতীত সেবালাভ হয় না। সেবায় কোন কামনা নাই, হেতু নাই—কপটতা নাই। সেবার ফল কেবলই সেবা। সেবাপ্রাপ্তি বা সেবাবিমুখতাই জীবের বদ্ধাবস্থা। আর সেবায় উন্মুখতা বা সেবাপরতাই জীবের মুক্তাবস্থা—প্রকৃত অবস্থা, সহজ অবস্থা, স্বাভাবিক অবস্থা—নিত্যাবস্থা বা স্বরূপাবস্থা। সেবাই সাধন, সেবাই সাধ্য। পরমপ্রেমের আনুগত্যই সেবা। আনুগত্যই সেবার স্বরূপ।

যাহা নিত্যকাল থাকে, তাহাই সত্য। ভগবান ও ভক্ত সত্য। ইঁহাদের সম্বন্ধ অনাদি। পুরুষোত্তম ধামের সম্বন্ধ হয়। সেখানে গোপালদর্শন, সেখানেও মহোৎসব, আর যেখানে গোপ-দর্শন, সেখানেই মহত্ত্ব ও সেবা। সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিনাম শ্রবণের ফলে অনর্থ ও পুরাতন অপরাধ দূর হইতে থাকে, নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

দেহাভিমান থাকিলে ভক্ত ও ভক্তিদেবীর দর্শন লাভ হয় না। আমাদের সংকীর্ণতা দূর হইলে, তবেই মহাজনগণ কৃপা করিবেন। 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' ইহাই জীবের শুদ্ধ অভিমান, এই শুদ্ধ অভিমান প্রত্যেকেরই থাকা দরকার। এই অভিমান প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত উদয় হইবে, ততই আমাদের তৃষ্ণা বাড়িবে। তিনি আমার অধীন, তিনি সাধু নহেন। সাধুকে অধীন মনে করিলে অপরাধ হয়। এই চক্ষু দিয়া সাধুকে দেখা যায় না। সেবোন্মুখতার দ্বারা সাধুদর্শন হয়। সাধুর শিক্ষা, উপদেশ ও শ্রবণে সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হয়। আনুগত্যই সঙ্গ, সেবার স্বতন্ত্রতা অবলম্বনকে জীবের অসঙ্গ। যেখানে Submission নাই, সেখানে সঙ্গও নাই। স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখনও সাধুসঙ্গ করিতে পারে না। অমানী মানদ সাধুসঙ্গের অধিকারী। প্রথমেই অকপট ও নিরভিমান হওয়া চাই, নতুবা হরিভজন হইবে না। যেখানে কপটতা, সেখানেই অপরাধ। অন্যান্য অপরাধ না থাকিতে পারে, কিন্তু কপটের অপরাধ আছেই।

সর্বক্ষণ মনোযোগের সহিত হরিকথা আলোচনা করিতে হইবে। সাধুদের কীর্তনপ্রভাবে নিরন্তর কৃষ্ণকথা যদি হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ মনের ভিতর আসিয়া বিস্তার করিবেন। কৃষ্ণ আমাদের অনর্থ আপনা হইতে চলিয়া যাইবে। নিজ পক্ষ হইতে চেষ্টা না করিলে উন্নত হওয়া যাইবে না। অন্যাভিলাষিতাশূন্য না হইলে, ইহা যাহার নাই, তাহার মঙ্গল হইতে পারে না। হরিকথা আলোচনা করিতে হইবে। কেহ না থাকিলে নিজে নিজে বলা দরকার। বৈষ্ণবের দরকার, তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিলে মঙ্গল কি করিয়া হইবে? আমরা সব কাজেরই সময় পাই, কিন্তু যত সময়াভাব হরিকথা-শ্রবণে। এমনই আমাদের হরিকথা-শ্রবণে রুচি!

যেখানে হরিকথায় রুচি নাই, সেখানে ভক্ত ও ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ আছে, বুঝিতে হইবে। যে পর্যন্ত ভগবান্‌কে দিয়া দেন তাঁহার ভক্ত। ভগবৎকথায় রুচিই সৌভাগ্যের প্রথম পরিচয়। ভগবৎকথায় যাঁহার রুচি আছে, তাঁহার প্রতি নিশ্চয়ই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নজর পড়িয়াছে, বুঝিতে হইবে। যেখানে ইতরকথায় রুচি, সেখানে হরিসেবাদিতে অরুচি স্বাভাবিক।

আত্মনিবেদন না করিয়া যতই শ্রবণ-কীর্তনের অভিনয় করি, কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। সর্বক্ষণ গুরুচরণে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। যাহা কৃষ্ণপাদপদ্মে মনঃসংযোগে বাধা দেয়, তাহা দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আবার প্রত্যেক কার্যে ভগবানের সুখ হইতেছে কিনা, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যেখানে আদর, শ্রদ্ধা ও প্রীতি, সেখানে মঙ্গল না হইয়া পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলে আমাদের আনন্দময় বৃন্দাবন লাভ হইতে পারে। তাঁহার কৃপাই সকল মঙ্গলের মূল।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নিউ-দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৭শে বৈশাখ, ১০ই মে শনিবার শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি হরিসংকীর্তন ও উপবাসমুখে পালিত হয়। ঐ দিবস মঙ্গল আরাত্রিক ও উষঃকীর্তনের পর শ্রীদশাবতার স্তোত্র, মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীবিগ্রহসমুখে বহু আত্মমঙ্গলকর হরিকথা কীর্তন করেন। অপরাহ্নে আহূত একটী সভায় বহু সজ্জন ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা যোগদান করেন। পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও নামমন্ত্র কীর্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'শ্রীমদ্ভাগবত' হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কারণ, ভগবদ্বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর বিনাশ সাধন, লীলাবতার শ্রীনৃসিংহদেবের স্বরূপ এবং শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ ইত্যাদি বহু বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সুযোগ্য প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে শ্রীহরিকথা-প্রচারে নিযুক্ত আছেন। তিনি গত ২৪শে মে শনিবার প্রাতে ভক্তগণসহ অমর্ষি শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। মঠবাসিগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-কীর্তনমুখে তাঁহার সম্বর্ধনা করেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া ঐ দিবস ব্রহ্মচারিগণ সহ আসিয়া উপস্থিত হন।

স্বামীজী "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীমঠবাসিগণের কর্তব্য এবং সর্বজীবের মঙ্গল কি উপায়ে হইতে পারে"—এতৎপ্রসঙ্গে বহু কথা কীর্তন করেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুও "শ্রীশিক্ষাগুরু ও শ্রীদীক্ষাগুরুর জগতের প্রতি অমোঘ দান ও অহৈতুকী দয়ার কথা" আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন।

গত ২৫শে মে সকালে তাঁহারা সকলেই অন্যত্র প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন।

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা চাটন, খাদ্যবচক, জয়রামপুর, সুন্দার, জাগুরমান, ডোমরা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া হরিকথা প্রচারার্থ অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

দক্ষিণ উৎকলে প্রচার

ব্রহ্মপুর গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ইচ্ছাপুর, ছত্রপুর, রম্ভাকুণ্ডা ও গণপুর অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচার করিতেছেন। ইচ্ছাপুরে ডাক্তার আর, এম, পাত্র মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় সভাগৃহে 'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ'-সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বপ্রমুখ আচার্যবর্গ যে শ্রেয়ের বাণী বলিয়াছেন, তাহা প্রেয়ঃকামী চার্বাক ও বিভিন্ন দার্শনিকগণের মত হইতে সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে রক্ষা করিয়া কিরূপ সুসিদ্ধান্তালোক প্রদান করিয়াছেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করিয়া কলির জীবকুলকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা উপদেশক শ্রীপাদ মহেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু আলোচনা করিয়াছিলেন। স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত নাগেশ্বর রাও বি-এ, বি-টি মহোদয় সভাপতি হইয়াছিলেন। উৎকলবাসী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার আর, এম, পাত্র মহাশয়ের গৃহে মহাজনপদাবলী কীর্তন করার পর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যা হইয়াছিল। স্থানীয় বহু ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করি… মিশনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাত্র বি-এ, বি-টি মহোদয়ের আহ্বানে ও শ্রীযুক্ত অভিমন্যু পট্টনায়ক মহাশয়ের উদ্যোগে ছত্রপুরে শ্রীআচার্যবাণী প্রচার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনায়ক চৌধুরী পি, ডব্লিউ, ডি'র সুপারভাইজর মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনারদ-বসুদেব-সংবাদ ও স্থানীয় জমিদার রাজা বাহাদুর শ্রীযুত ভেঙ্কট কৃষ্ণেয়া মহাশয়ের ঠাকুরমন্দিরে স্থানীয় পণ্ডিতগণের নিকটে বেদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে দশমূলতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দশমূল তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য দুই ঘণ্টাকাল আলোচিত হইয়াছিল। স্থানীয় অ্যাসিষ্ট্যান্ট সিভিল সার্জেন মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কলিযুগ ও যুগধর্ম-সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

রম্ভাকুণ্ডার স্থানীয় ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর)এর কয়েকজন সেবক রম্ভাকুণ্ডায় সপ্তাহকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও টাউন ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণের গৃহে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচার ও প্রচার যে শ্রীমদ্ভাগবতসম্মত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হইয়াছিল।

গণপুরবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বেবর্তা পট্টনায়ক মহোদয়ের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত নরসিংহ সাহু মহোদয়ের আহ্বানে ব্রহ্মপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস হইতে দুইজন সেবক কিছুদিনের জন্য গণপুর অঞ্চলে প্রচার করিতেছেন।

[illegible], [illegible] ও জগন্নাথপুরের গ্রামবাসিগণের আগ্রহে শ্রীহরিনামচিন্তামণি পাঠ হইয়াছে।

গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত নরসিংহ সাহু মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী পাঠ হইয়াছিল। উক্ত অঞ্চলের গ্রামবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

গয়ায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্বক মঠবাসী ভক্তগণের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিতেছেন। তিনি সহরের শ্রদ্ধালু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের নিকটও গমন করিয়া হরিকথা কীর্তন করিতেছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজীর সত্বর এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে যাইবার কথা আছে।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র 'সাধুসঙ্গে' সর্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতত্ত্ববিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউভাষা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাসন্দনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীভবতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার. সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্দ্রিনদ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্দ্রিনদ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবদ্ধমান দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভবীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাম্বার্ট রোড, উডগ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪ ৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীজয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবলরামাশ্রয় দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাস ভক্তিশাস্ত্রী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পারদর্শক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করুন এবং শুদ্ধ ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড, ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও সুবিস্তৃত সূচীপত্র- Index Glossary) সহ। ভিক্ষা -১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক সমন্বয়ের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার ব্যাখ্যান ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ও ব্রতের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সজ্জায় নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ব্যাখ্যা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান —শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমহংসাচার্য্য শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড -৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাংলা আমরা ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্, (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷৷০
২৭। মুক্তামাল্লিকা ভগবৎগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২,০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যগীতামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। প্রপন্নজীবনামৃতম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ৷৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ৷৷০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজী ৷৷০
৭৪। রিলিজিয়াস্ ডায়ার্ড্স্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৷০
৭৬। বৈষ্ণবিজম্ ৷৷০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ৷৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসজ্জনতোষণীবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ৷৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিবিধ অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মদুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুখবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মদুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টিপ্পনী পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল রাধারমণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৮	৬ ২১	৭ ১৪	৯-১৬	১৫-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬ ৩১	৭ ২৮	১০ ২৯	..	.	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পোঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ২০	১৬ ৭৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ		.	৯ ৩১		..	.		
কৃষ্ণনগর পোঃ	৬-৫১	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫			২১ ৫	
নবদ্বীপঘাট পোঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮ ২০			২১-১৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পোঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পোঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪৭ (লাইট; রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫ ২৫
নবদ্বীপঘাট পোঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৭ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পোঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২৯	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১ ১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পোঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯
(বদল) ছাঃ	....	. ..	. .	.. .	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	....
দমদম			১১-৪		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২ ৫৮
কলিকাতা পোঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১-৪৭	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫ ৩৯
শান্তিপুর পোঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পোঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পোঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।॰ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিব্বতীয় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।॰ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।॰ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সজ্জন তথা সকল দেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাত্মা সম্প্রদায়ের সহিত যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-শুদ্ধসিদ্ধান্তস্থাপনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সম্প্রদায়ী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। লিভার, প্লীহা, সংযুক্ত কাশজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1844

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—০—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথামৃত, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতিসুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, ৩১শে মে ১৯৪১, শনিবার [৭২তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[০]::—

খাদ্যদ্রব্য ভরিবার জন্য ৩৫ লক্ষ টিন

৩৫ লক্ষ টিনের পরিষ্কার ক্যানেস্তারা সরবরাহ করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোনও একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত বন্দোবস্ত করা হইতেছে। মার্কিন হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের এক অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। এই ক্যানেস্তারায় সেই খাদ্য ভরিয়া পাঠান হইবে।

মাদ্রাজের কোনও এক স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাগু ও টেপিয়োকা (সাগু প্রস্তুতের যোগ্য এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য) পাওয়ার আশা আছে। উহাদের নমুনা পরীক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানের সাগু উৎপাদকদের উৎসাহিত করিতে কতকগুলি হাসপাতালের জন্য এইখানে সাগু ও টেপিয়োকার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকার পল্লীতে সশস্ত্র ডাকাতি

গত ১৫ই মে শ্রীনগর থানা হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী বাগড়া গ্রামে ধনী বানের মহাজন তিন বেপারীর বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি অনুমান দুই ঘটিকার সময় ২০।২৫ জন ডাকাত মুখে রং মাখিয়া এবং খাকি রংয়ের হাফ প্যান্ট ও হাফ সার্ট পরিধান করিয়া বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উহাদের বাড়ীতে হানা দেয় এবং কুড়াল দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা ঘরের লোকজনকে প্রহার করিয়া জখম করে এবং লোহার সিন্দুক ও অন্যান্য বাক্সপেটরা ভাঙ্গিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় দশ হাজার টাকার মাল লইয়া উধাও হয়। গ্রামের লোক টের পাইয়া ডাকাতদলকে পলায়নের পথে বাধা দিলে ডাকাতগণ বন্দুকের গুলী ছোড়ে এবং তাহাতে কতিপয় গ্রামবাসী আহত হয়। তাহাদের অবস্থা সঙ্কটজনক নহে। পুলিশ এই পর্য্যন্ত ১০।১২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিন্তু লুণ্ঠিত টাকা ও অলঙ্কারাদির কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান

এক প্রেস নোটে প্রকাশ যে আসাম গভর্ণমেণ্ট নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছেন। অনেক মহকুমায় এক শতটির বেশী করিয়া কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। শীঘ্রই প্রতি মহকুমায় দুই শত করিয়া শিক্ষাকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা হইবে। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে ১৯০০০জন মধ্যে ১৫০০০ জন পাশ করিয়াছে। চলতি বৎসরে গভর্ণমেণ্ট অশিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য ১০০০০৲ টাকা ব্যয় করিতেছেন আগামী বৎসরে অধিকতর অর্থ ব্যয় করা হইবে। প্রাথমিক পুস্তক প্রণয়ন ও বয়স্কদের শিক্ষার জন্য চার্ট প্রস্তুত প্রভৃতিতে ১২০০০৲ ব্যয়িত হইয়াছে। আসামী ও বাঙ্গলা ভাষায় পোষ্টারসমূহ প্রচারিত হইয়াছে। বাতি, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতির জন্য মোট দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। সাধারণতঃ পাঠশালা গৃহসমূহে কেন্দ্র খোলা হয়। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য অফিসারকে সাহায্য করার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯জন সহকারী সাবইনস্পেক্টার ও অন্যান্য সহকারী লিটারেসী অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন। আগামী বৎসরে পুস্তক বাক্স প্রভৃতির জন্য ৬৪ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে মাট ৩১,০০০ লোক শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। যে ভাবে শিক্ষা দান চলিতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, প্রতিবৎসর আসামে ১১৫০০০ হাজার জন শিক্ষিত লোক বাড়িবে।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলুই, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধর চালিহাও এই কার্য্যে সহযোগিতা করিতে রাজী হইয়াছেন।

বাঙলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ

গত ৫ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশে মোট ৩,১১৭ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ফরিদপুরে ৬৬৪ জন বাখরগঞ্জে ৪৯২ জন, কলিকাতায় ২৭৩ জন, ২৪-পরগণায় ২৩২ জন, হাওড়ায় ১৫১ জন, যশোহরে ২৫৯ জন, খুলনা ২১১ জন, চট্টগ্রামে ১৮১ জন এবং ত্রিপুরায় ১২৮ জন আক্রান্ত হয়।

উক্ত সপ্তাহে মোট ১,৪০৮ জন লোক কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তন্মধ্যে ২৪-পরগণায় ১২৪ জন, যশোহরে, ১৮৯ জন, ফরিদপুরে ২৬৫, বাখরগঞ্জে ২৩৮ জন চট্টগ্রামে ১৩২ জন এবং খুলনায় ১১৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মোট ১,০৭৬ জন লোক উক্ত সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে কলিকাতায় ৩৮৯ জন, নদীয়ায় ২৬৫ জন এবং হাওড়ায় ১০৮ জন লোক রোগাক্রান্ত হয়। বসন্তরোগে মারা যায় মোট ৫১০ জন লোক, তাহার মধ্যে একমাত্র কলিকাতাতেই মরে ৩২১ জন।

দার্জ্জিলিংএ মোট ৭১ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্লেগ রোগে কেহ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

জন-কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে সরকারের সাহায্য

সম্প্রতি বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন:—

(১) শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক ওয়ালস্ হাসপাতালে প্রস্তাবিত শিশু-কল্যাণ ও প্রসূতি-সদন নির্ম্মাণের ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ এককালীন ৪,০০০৲ টাকা দান এবং স্বাস্থ্যসম্পর্কিত পরিদর্শকের মাসিক ১০ টাকা বেতন মঞ্জুর।

(২) হুগলী জেলার অন্তর্গত আরাম-বাগ মহকুমার অধীন বালবাটি ইউনিয়নে হুগলী জেলা বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপন ও ব্যয়ভারনির্ব্বাহার্থ এককালীন ২০০৲ টাকা প্রদান। এই ঔষধ ক্রয়, ক্ষতস্থান বন্ধন, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয় করিতে হইবে।

(৩) মোনাকসা বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত একটি কুষ্ঠাশ্রমের নির্ম্মাণকার্য ও ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বগুড়া জেলা বোর্ডকে ২০০৲ টাকা প্রদান। এই দুইশত টাকার মধ্যে ৮৫৲ টাকা এককালীন প্রদত্ত হইয়াছিল এবং বাদবাকি ১১৫৲ টাকা ঔষধ, ক্ষতস্থান বন্ধন ও আসবাবপত্রাদির নিমিত্ত পৌনঃ-পৌনিকভাবে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিখিলভারতবিখ্যাত মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া এবিষয়ে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্ধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ মূল্য ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা তাহার আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদৃষ্টপূর্ব্ব নবকলেবরে নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান - শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০৲

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড - ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। প্রাকৃত আদর্শ ॥০

১৯ তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০

২৭। দুর্জ্জাত্যধিকা ভগবৌ-ভঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৵১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী ৵১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১০

৪৬। স্মরণমঙ্গল ৵১০

৪৭। মনঃশিক্ষা ৵১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১০

৪৯। অর্চ্চনপথ /০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষে ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০

৬০। সারস্বতী /০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ ঐ নির্ণয়ঃ ৭০

৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৭। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ /০

৬৯। সারাৎসারনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২ নামভজন /০

৭৩। সোসাইটি রকস্কুণ্ডস্ এণ্ড অর্চ্চনাঙ্গ ॥০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০

৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। এরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ॥০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ॥০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০

৮৭। গীতাবলী ৵১০

- শরণাগতি /০

৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

[illegible] ও প্রণতি এই গ্রন্থ সুন্দর আকারে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৬০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২০ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩১শে মে, ইং ১৯৪১, শনিবার { ৭২৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

——:•:(•):•:——

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধুসঙ্গ থেকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ ক'রলে আমাদের কর্ণে এতকাল যে সকল অসৎ কথা—অমঙ্গলের কথা প্রবেশ ক'রেছে, তা' সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হ'বে। শ্রীভগবানের কথা নিত্য—পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। দুর্ল্লভ সজ্জনের মুখেই তাঁ'র কথা কীর্ত্তিত হয়। সুতরাং এরূপ সজ্জনের সঙ্গ—সাধুর সঙ্গ দুর্ল্লভ হ'লেও অনুসন্ধান ক'রতে হ'বে। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ সাধুর নিকট ঐহিক সুখসুবিধার কথা শুনতে চাইলেও তাঁ'রা বিজ্ঞ ব'লে আমাদিগকে বিষয়সুখজনিত অমঙ্গলের উপদেশ না দিয়ে নিত্যরাজ্যের পূর্ণজ্ঞানের ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথা বলেন। তাঁ'দের সেই সকল কথা সর্ব্বদা আমাদের স্মৃতিতে উদয় হওয়া প্রয়োজন। সে সব কথা স্মৃতির অভাবে নানাপ্রকার ইতর কথা হৃদ্দেশ অধিকার করে। সাধুগণের মুখে যে সব কথা শ্রবণ করা যায়, তা' অনুক্ষণ স্মরণ ক'রলে জীবের জাগতিক অমঙ্গল দূর হ'য়ে নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। সাধুর বাক্য—গুরুর বাক্য—শাস্ত্র-বাক্য—ভগবানের বাক্য ভিন্ন নয়—এক কথা।

নিত্য বস্তু ভগবানের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আমরা তাঁ'র কথা ভুলে গিয়েছি ব'লে তিনি এখন আমাদের নিকট হ'তে বহু দূরে আছেন। সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বাদ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁ'র কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ক'রলে তিনি আমাদের যাবতীয় পাপ—সকল প্রকার অসুবিধা দূর ক'রে দিয়ে তাঁ'র সঙ্গ প্রদান ক'রবেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ভগবৎপাদপদ্মসেবায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিষগুলি থাকে না, কিন্তু যে জিনিষ নিত্য—পরমমঙ্গলময়, তা'র সঙ্গবিচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আমাদের দিব্য-জ্ঞানের—সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। তখন আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার্থ নিত্য বৈকুণ্ঠ-ধামের যাত্রী হইয়া পরা শান্তি লাভ করি।

ভক্তি হয় যা'তে, তা'রই রাস্তা করা দরকার। ভক্তি পরমানন্দবস্তু, তাঁ'তে নিরানন্দ ব'লে কোন কথা নাই। হরিভজন হ'লে ব্যারাম হওয়াও ভাল। হরিভজন না হ'লে ব্যারাম থেকে ছুটী পেয়েই বা লাভ কি? যে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন, সকল অবস্থায়ই শ্রীভগবানের সেবা করুক—ইহাই বৈষ্ণবের বিচার। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের আর উপায় নাই।

ভগবান্‌কে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করার নামই ভক্তি বা একায়নপন্থা। এতদ্ব্যতীত অন্য বিচারে ধাবিত হইলেই বহ্বয়নপন্থা আসিয়া যায়। আমার আশা যেখানে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবসত্যের সেবায় উন্মুখ, সেইখানেই মানব সাধুতা, নতুবা সর্ব্বত্রই অসাধুতা বিরাজিত। যাঁহারা দিবানিশি পরচর্চ্চায় আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহারা কখনই আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। ভক্তিযাজীর খুব সতর্ক হওয়া দরকার। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ভক্ত্যঙ্গযাজনাভিনয় সত্ত্বেও ভক্তিহীনতা আপনাআপনি উপস্থিত হইয়া পড়ে।

ভগবৎসেবা করিতে গিয়া ভোগবুদ্ধি মাঝে আসিয়া পড়িলে সেবা আর হইয়া উঠে না। ভগবৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যের নানাবিষয়ে মতি দৃষ্ট হয়। ইহজগতে কামাদির হস্ত হইতে যদি কেহ পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার বাস্তবসত্যে অকপট শ্রদ্ধা হওয়া দরকার। শ্রদ্ধা হইলেই অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা বুঝিতে পারা যায়।

বিষ্ণুসেবকই ভক্ত, আর সকলে ইতর-জগতের প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা অভক্ত বা অচেতন। যাহারা প্রভুত্বকামী, তাহারাই মূর্খ। হ্লাদিনীস্বরূপা পরাশক্তি শ্রীরাধিকাই সকলের গুরু। তিনি কৃষ্ণেরও গুরু—কৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া নাটের কার্য্য শিক্ষা করেন। অর্থাৎ শ্রীরাধাই গুরু-তত্ত্বের মূল। মধুররসের রসিকগণের মূল গুরুই শ্রীরাধিকা।

হরিভজনে যাঁহার কিছুমাত্রও শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি ভজনমার্গের প্রথম সোপান-ধাপের এই কথাটি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবেন, "ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।" ভাল খাওয়া-পরার ইচ্ছা বা তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে অবশ্যই দূরে সরাইয়া দিবে। ভাল ভাল খাওয়া-পরার ইচ্ছা থাকিলে কখনই হরিভজন হইবে না।

ভগবানে full confidence অর্থাৎ হরিভজনে firm determination রাখা দরকার। I must recieve His grace I must not go astray. God will undoubtedly help us, if we are bonafide. প্রাকৃত আশিতাই মনোধর্ম। শূন্য বা নিরীশ্বরের বা সংসারাসক্ত মনের ধ্বংসের অকুষ্ঠ সাধন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ ক'রলে তাঁ'র [illegible] পরিমাণ [illegible] সেবাদর্শ যদি সৌভাগ্যে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা ক'রতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র বন্ধুবর্গ বাহ্যজগতের বন্ধু ন'ন। [illegible] যে ভাষায় বললে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষায় বলে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি batteryর action এর মত। উহা অসৎসঙ্গকে repel ও সৎসঙ্গকে attract করে। সাধুদিগের সঙ্গ দ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বস্তু ত্যাগ ও সদ্বস্তুগ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না।

আমাদের কোন [illegible] নাই—পান করার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, যদি কৃষ্ণভজন না করি, মনুষ্যজন্ম লাভের যে যোগ্যতা হ'য়েছিল, সেটাও না হওয়াই ভাল ছিল, যদি হরিভজন না হ'ল। [illegible] খাওয়া দাওয়া [illegible] জীবন কেটে যায়, তা'হ'লে [illegible] হ'য়েছিল, সেটি [illegible] ছাড়া [illegible] ভিতর পড়তে হ'ল। [illegible] হয় হরিভজন ক'রবার জন্য।

জীবের যতপ্রকার কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আমাদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—বৈষ্ণবের বাক্যের শরণাগত হওয়া। ভক্ত আশ্রয় [illegible] উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব [illegible]।

——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ ত্রিবিক্রম, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৫

পরিপ্রশ্ন

—::•::—

আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরিপ্রশ্ন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

আত্মজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিতেছেন, তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুবর্গকে প্রণিপাতপূর্ব্বক এবং অকপটভাবে সেবা করত তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের নিকট তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, সেই জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন। এই জ্ঞানিগণ সাধারণজ্ঞানী বা তত্ত্ব-অজ্ঞানী। ইঁহারা তত্ত্বদ্রষ্টা—অনুভবে প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বদ্রষ্টাদিগের নিকট প্রণিপাত করিতে হইবে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। তৎপর 'কেন এ সংসারবন্ধন হইল, কিরূপে ইহা দূর হইবে',—আবশ্যকতার সহিত যেখানে এরূপ জিজ্ঞাসা, তাহাই পরিপ্রশ্ন। যেখানে প্রণিপাত বা আত্মনিবেদন নাই, সেখানেই পরিপ্রশ্নের উদয় হয়। আবার যেখানে পরিপ্রশ্ন সেইখানেই হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবা স্বাভাবিক। ইঁহাদের একটী অপর দুইটীকে বাদ দিয়া থাকিতে পারে না।

প্রণতই পরিপ্রশ্ন করে, প্রণতই সেবা করে। যেখানে পরিপ্রশ্ন নাই, সেখানে সেবাও নাই, সেখানে পরিপ্রশ্ন বা সেবার আড়ম্বর কপটতা মাত্র। ভোগোন্মুখের পরিপ্রশ্নের কোন মূল্য নাই। সেবোন্মুখেরই পরিপ্রশ্নে অধিকার। সাধকজীবনের প্রারম্ভে পরিপ্রশ্ন আসিবেই থাকিবে। পরমার্থবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বা অনুতাপশূন্য ব্যক্তিগণেরই পরিপ্রশ্নের উদয় হয় না। পারমার্থিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যে অকপট সাধন বা জিজ্ঞাসা, তাহার সহিত জ্ঞান-সংগ্রহের চেষ্টা বা কৌতূহল-চরিতার্থতা এক নহে। সেবোন্মুখতাই পরিপ্রশ্নের ভিত্তি, আর আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক কৌতূহল চরিতার্থতার প্রয়াস। প্রণিপাতের ফল পরিপ্রশ্ন, পরিপ্রশ্নের ফল সেবা এবং সেবার ফল উত্তরোত্তর সেবা। পরিপ্রশ্নের মূলে যদি সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু দেখা যায়, তবে তাহা মনোধর্ম ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

প্রণিপাতযুক্ত পরিপ্রশ্ন না হইলে অর্থাৎ সরলভাবে অকপট আত্মসমর্পণের সহিত বাস্তবসত্যে বা সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য পরিপ্রশ্ন না হইলে ঐরূপ শ্রবণকীর্ত্তনের অভিনয় কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। পরিপ্রশ্নের নামে তাদৃশ কৌতূহলরূপ কাম বা মনের সাময়িক উচ্ছ্বাস কতদিন থাকে? নামভজন শ্রবণ কীর্ত্তনের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে যদি চেতনের সাড়া পাওয়া না যায়, নিত্যনূতনভাবে সেবাশা হৃদয়ে না জাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার প্রণিপাতে কপটতা আছে, পরিপ্রশ্নের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কামনা আছে, সেবার আড়ম্বর বা অভিনয়ের মধ্যেও অন্যাভিলাষ আছে। পরিপ্রশ্ন তর্কপন্থায় আবাহন নাই। প্রকৃত পারপ্রশ্নকারী সরল, অনুগত ও অকপট। শুদ্ধ শ্রোতৃপরিবাহী ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেবায় প্রবৃত্ত হন। প্রণিপাত অর্থাৎ আত্মনিবেদন। পরিপ্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে পরিপ্রশ্নের অভিনয় করি না। শ্রদ্ধা বা শরণাগতি নাই, অথচ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি,—এইরূপ শত কোটি কোটি জন্ম করিলেও কি ফল হইবে? 'আদৌ গুর্ব্বাশ্রয়ং ততঃ ক্রিয়েত।' আত্মনিবেদন হইলাম না, অথচ ভগবানের সেবাসুখ্যান-বিষয়ে প্রশ্নের মূল্য কি? সেইজন্যই বলিতেছি, প্রণত হইয়া পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে। নতুবা এই প্রশ্নের আর শেষ হইবে না। যেখানে সংশয়, সেইখানেই প্রশ্ন। এইরূপ সংশয়ী প্রাণ পরিপ্রশ্নের মধ্যে প্রণতি নাই, সুতরাং তাহার মৌখিক পরিপ্রশ্ন বৃথা কালক্ষয় মাত্র।

যৎকিঞ্চিৎ

—:•(•):•:—

কৃপা দুই প্রকার—কপট কৃপা ও অকপট কৃপা। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা, স্বর্গাদিসুখ-প্রাপ্তি কপট কৃপার ফল। এই কপট কৃপার ফলে জীব সংসারে ভ্রমণ করে, আর গুরুবর্গের অকপট কৃপায় সংসারক্ষয় ও কৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়। বদ্ধজীবের যাহা রুচির অনুকূল, তাহাই কপট কৃপা, আর যাহা জীবের পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই অকপট কৃপা। এই কপট কৃপার অপর নাম মন্দোদয়া দয়া বা বঞ্চনা। বদ্ধজীব আমাদের স্বভাবতঃই কপট কৃপা বা বঞ্চনার প্রতিই রুচি বেশী। অনেক সময় আমরা মুখে ভগবানের অকপট কৃপা চাহিয়াও কার্য্যকালে কপট কৃপারই ভিখারী হইয়া থাকি। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট হইতে জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তিই আমাদের নিকট অধিক কৃপার পরিচয় বলিয়া মনে হয়।

প্রকৃত ভক্ত সেবের সেবাসুখ ব্যতীত নিজ সুখের জন্য কিছুই চাহেন না, এমন কি, যাচিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করেন না। গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কিংবা কোনপ্রকার স্নেহপরবশ হইয়া আমাদিগকে কোন কিছু প্রদান করিতে চাহিলেও আমরা মঙ্গলকামী হইলে একমাত্র তাঁহার সেবা ব্যতীত আন্তরিকভাবে আর কিছুই চাহিব না। সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের সেবাবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এইরূপ দৃঢ়তা আসিবে। অনেকে মনে করেন যে, আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে শরণাগতও হইব না এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণও করিব না। কিন্তু ইহা ভক্তির বিচার নহে। সর্ব্বদা শরণাগতিময় জীবনই শুদ্ধভক্তির অনুকূল। ভক্তিতে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও তাঁহার সুখের জন্য ব্যস্ততা আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া, তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইয়া তাঁহাদের সেবা করাই শরণাগতের লক্ষণ। শ্রীগুরুবৈষ্ণব এইরূপ শরণাগত ব্যক্তিকে কখনও কপট কৃপা-দ্বারা বঞ্চনা করেন না।

শুদ্ধভক্ত কখনও জাগতিক অভাব-অসুবিধা গুরুবৈষ্ণবের দ্বারা পূরণ করাইবার চেষ্টা করেন না, বরং নিজের সেবাবৃত্তির অভাব জানিয়া তৎপ্রতি বিচার ও অধিকতর অকপট আর্ত্তি করিয়া থাকেন। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ।

মঙ্গলের পথে বহু বিঘ্ন। এই সব বিঘ্ন দূর করিতে হইলে শ্রবণ আবশ্যক। কর্ণই সর্ব্বাগ্রে নিত্যমঙ্গল বরণ করিতে পারে। শ্রবণ হইলেই কীর্ত্তন হইবে, কীর্ত্তন হইলেই স্মরণ হইবে। কীর্ত্তন হইলে কীর্ত্তিত বিষয় স্মরণ না হইয়া যায় না। সেইজন্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ একতাৎপর্য্য-পর। যদি এগুলি একতাৎপর্য্যপর না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুশীলন হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যের দাসগণ প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেন,—যদি কীর্ত্তন কর, তবে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে, তদ্দ্বারা পরের মঙ্গল ও তোমার নিজের মঙ্গল খুব বেশী পরিমাণে হইবে। শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তনই শ্রবণের একমাত্র পরিচালক।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ কায়মনোবাক্যে শ্রবণ করিলে নিজের ও জগতের মঙ্গল হয়। কৃষ্ণ-সেবায় সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত না হইলে নিজের ও পরের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আমরা যদি দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে সাধুর পদধূলিতে স্নান করিয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইতে হইবে। কৃষ্ণের সেবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। কৃষ্ণ পূর্ণানন্দ লাভ করিলে তদন্তর্গত আমরাও পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারিব।

সর্ব্বক্ষণ শ্রীধামে বাস করিতে হইবে। শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা লইয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণ-বসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস। জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণাগার শ্রীধাম নহে। শ্রীকৃষ্ণবিলাসস্থলীই শ্রীধাম। শ্রীধাম জাগতিক কোন স্থানবিশেষ নহেন, তাহা ভগবল্লোক এই শ্রীধামে ভগবান্ তদীয় পরিকরগণসহ সতত বিবিধ প্রেম-লীলায় মগ্ন হইয়া পরমানন্দে বিরাজ করেন। শ্রীধাম চিন্ময়, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব জড়েন্দ্রিয়ে শ্রীধামের সেই বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না, পরন্তু শ্রীধামকে মায়ায় প্রপঞ্চের মত দেখে। যে শ্রীধাম জীবের একমাত্র আশ্রয় ও নিত্য বাসস্থান, সেই শ্রীধামের প্রতি বদ্ধজীবের বিশ্বাস হয় না, শ্রীধামের চেতনময়ত্ব ও স্বতঃকর্ত্তৃত্ব তাহারা স্বীকার করিতে পারে না। শ্রীধাম কালাতীত বস্তু। কাল সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে নিত্যানন্দ সতত বর্ত্তমান। সেখানকার প্রতি আনন্দ-মুহূর্ত্ত অখণ্ড ও অটলভাবে সতত কৃষ্ণসেবার জন্য। সেখানে হেয়তা বলিয়া কিছু নাই। সেই গোলোক-বৃন্দাবন আলোক চিদানন্দ-জ্যোতিঃ, তাহাতে কখনও ছায়াপাত হয় না। তথায় অখণ্ড আনন্দময় প্রেম সদা সমভাবে বর্ত্তমান। শ্রীভগবানের অতীব প্রিয়জন ব্যতীত অন্য কাহারও শ্রীধামে প্রবেশাধিকার নাই।

অদেব কখনও দেবতার সেবা করিতে পারে না। বিধিমার্গেও দেখিতে পাওয়া যায়, সেব্য ও সেবক সমজাতীয় না হইলে সেবা সম্পাদিত হয় না। 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'—এই ন্যায়ানুসারে অদেব কখনও দেবতার অর্চ্চনের যোগ্য হয় না। শ্রীগুরু-দেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবা করেন। অনন্ত জীবকে তিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে দেবতা থাকিয়া তাঁহার আশ্রিতবর্গকে অদেব রাখেন না, কারণ অদেবের কখনও দেবতা অর্থাৎ শ্রীবাসুদেবের সেবাযোগ্যতা নাই। তাই শ্রীগুরুদেব সকলকে সেবাধিকার প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের অপ্রাকৃত অনুভূতি উদিত করাইয়া থাকেন। রাগমার্গেও দাসগণ সমজাতীয় স্বরূপানুভূতিতে ভগবানের নিত্য-আশ্রিত উপলব্ধিতে নিত্য ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ।

ভক্তের অনুগ্রহ

ভক্তের জীবে দয়া স্বাভাবিক। তাঁহার স্নেহ, তাঁহার শাসন, তাঁহার শাপ—সবই দয়া। ভক্তের প্রত্যেক কার্য্যই ভগবৎ-সুখপর ও জীবমঙ্গলদায়ক। হরিবিমুখতাই সকল ক্লেশের মূল। ভগবদুন্মুখ ভক্তগণ জীবের হরিবিমুখতা দূর করিবার জন্য সতত ব্যস্ত। সেবোন্মুখ হইলেই ভক্তের কোমলতা, দয়ার্দ্রতা উপলব্ধি করা যায়। ভক্তই জীবকে ভগবানের সন্ধান দেন। ভক্তের মত এত বড় দান আর কেহ করিতে পারেন না। সেইজন্য ভক্তের ন্যায় এত বড় জিনিস আর কোথাও নাই। ভক্ত কলে-কৌশলে আমাদিগকে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করাইবার যত্ন করেন। মাদৃশ বদ্ধজীবগণকে ভগবদুন্মুখ করিবার জন্য ভক্তগণের যে চেষ্টা ও যত্ন, তাহা অবর্ণনীয়। ভক্তের ন্যায় এত বড় বান্ধব কি আর কেহ আছে? সেই পরমবান্ধবকে যদি বান্ধবজ্ঞান না হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা করা যায় কি?

পরদুঃখদুঃখী জগদ্গুরু শ্রীনারদের কথা সকলেই অবগত আছেন। তিনি বীণাযন্ত্র সতত শ্রীরাধারমণের শ্রীনামগানে রত। তিনি মহাভাগবতশিরোমণি। তাঁহার সর্ব্বত্র সমদর্শন। তিনি ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী। পরদুঃখকাতর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ একদিন ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া কুবেরনন্দন নলকূবর ও মণিগ্রীবকে শাপচ্ছলে কৃপা করিয়াছিলেন। সেইজন্যই বলিতেছি, ভক্তের শাপ—শাপ নহে, তাহা শাপে বর। ভক্তের সেই কৃপা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার করায়। শ্রীনারদের শাপপ্রতিম কৃপা ঐ কুবেরপুত্রদ্বয়কে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিল।

মণিগ্রীব ও নলকূবর—ইঁহারা দুই সহোদর। নারদের শাপে ইঁহারা ব্রজে যমলার্জ্জুনবৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই কুবের পুত্রদ্বয় রুদ্রের অনুচর ছিলেন। মহেশ্বর তাঁহাদিগকে কৈলাস পর্ব্বতের তপোবন রক্ষা করিবার আদেশ দেন। শঙ্করের ক্রীড়াবনে মদমত্ত থাকিয়া তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা তত্রত্য মন্দাকিনীতটে বারুণী মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ দিব্যনারীগণ সঙ্গে বিহার করিতে থাকেন। একদিন তাঁহারা গঙ্গায় গমনপূর্ব্বক মত্তহস্তীর ন্যায় স্ত্রীলোকের সহিত নির্লজ্জভাবে বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীনারদ তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী কোনপ্রকার সুকৃতিফলে বৈকুণ্ঠপথে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই কুমারদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাদিগকে মদমত্ত বুঝিতে পারিলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া বিবসনা দেবকন্যাগণ লজ্জিতা ও অভিশাপভয়ে ভীতা হওয়া সত্বর বস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু কুবেরপুত্রদ্বয় বসন পরিধান করিলেন না। তখন পরমকরুণাময় দেবর্ষি শ্রীনারদ সেই মদিরামত্ত দেবপুত্রদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য শাপপ্রদানে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন—"বিষয়াসক্ত পুরুষের ধনমদ যেরূপ বুদ্ধিনাশ করিয়া থাকে, সৎকুল কিংবা বিদ্যা প্রভৃতি হইতে জাত গর্ব্ব তাদৃশ বুদ্ধিনাশ করে না। ধনগর্ব্ব জন্মিলে জীব স্ত্রী-সম্ভোগ, অক্ষক্রীড়া ও মদ্যপানে রত হয়। ঐরূপ অহঙ্কারী জীব অনিত্য নশ্বর দেহকে নিত্য মনে করিয়া নিজসুখের জন্য পশুবধ করিয়া থাকে। পরহিংসাই তাহাদের কার্য্য হইয়া থাকে। প্রাণিহিংসা হইতে অন্তিমকালে নরকপ্রাপ্তি হয়। কি দেবদেহ, কি নরদেহ, কি পশুদেহ—সমস্তই মৃত্যুর পর কৃমি-বিষ্ঠাদিরূপে পরিণত হয়। এই শরীর যে পরাধীন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। তজ্জন্য এই দেহে অহংমম বুদ্ধি করিয়া মতিভ্রষ্ট হয়। নিত্য ভগবদ্দাস জীব জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দেয়। যে দেহের জন্য সে এত করিতেছে, সে দেহ যে চিরদিন থাকিবে না, একথা সে একবার চিন্তাও করে না। এরূপ মদান্ধ ব্যক্তির দারিদ্র্যই মহৌষধ। কারণ, যে ব্যক্তি নিজে কষ্ট পায়, সে অপরের কষ্ট বুঝিতে পারে, আর সর্ব্বদা দারিদ্র্যক্লিষ্ট বলিয়া তাহার কোনরূপ অহঙ্কার আসিতে পারে না। দরিদ্র ব্যক্তি নানাভাবে কষ্ট পায়। তাহার পক্ষে সেই কষ্ট পরম তপস্যাস্বরূপ; যেহেতু ঐ দারিদ্র্যই তাহাকে গর্ব্বহীন করিয়া থাকে। সর্ব্বদা ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর হওয়ায় তাহার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কমিয়া যায়। তখন আর হিংসা করিবার ইচ্ছা হয় না। সমদর্শী সাধুগণও এই দীনহীন অকিঞ্চনকেই সঙ্গ দান করিয়া থাকেন। নিরভিমান দীন বা দরিদ্র ব্যক্তিও সৎসঙ্গবশতঃ বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হয় এবং শীঘ্রই তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহারা অনন্যচিত্তে ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহাদের কৃপা অকিঞ্চন ব্যক্তিই লাভ করিয়া থাকে। এই দুইজন লোকপাল কুবেরের পুত্র হইয়া এত মদমত্ত যে, নিজ শরীর নগ্ন আছে বলিয়াও তাহারা জানিতে পারিতেছে না, এই অপরাধে তাহারা স্থাবরত্ব লাভের যোগ্য। তবে ঐ স্থাবরত্ব লাভের পরেও যাহাতে তাহারা ঐরূপ অপরাধ না করে, তজ্জন্য আমার অনুগ্রহেই ইহাদের পূর্ব্বস্মৃতি বর্ত্তমান থাকিবে। দৈব শতবর্ষ গত হইলে ইহারা আমার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দেবত্ব লাভ করিবে।" এই বলিয়া শ্রীনারদ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন এবং নলকূবর ও মণিগ্রীবও যমজ অর্জ্জুনবৃক্ষ হইলেন।

কুবেরপুত্রদ্বয় ব্রজে যমলার্জ্জুনবৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছে, স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ও সেই সময় ব্রজে বাল্যলীলা করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের বাক্য রক্ষা ও তাঁহাদের উদ্ধার করিবার মনস্থ করিলেন। একদিন মা যশোদা শিশুরূপী ভগবান্‌কে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে গিয়া মা যশোদা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতার বন্ধন স্বীকার করিলেন। শিশুকে উদূখল বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া মা যশোদা কার্য্যান্তরে গমন করিলে শ্রীদামোদর তখন নিজভক্ত শ্রীনারদের বাক্য রক্ষা করিবার জন্য নিকটস্থিত যমলার্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিয়া উদূখলটীকে এরূপ সবলে আকর্ষণ করিলেন যে, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ দুইটী ভীষণ শব্দ সহকারে ভূমিসাৎ হইল। তখন দিব্যমূর্ত্তি সেই কুবেরপুত্রদ্বয় আসিয়া শিশুরূপী নিজ নিত্যপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। নিজেদের অপরাধ দূর করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় উৎকণ্ঠা জানাইলে করুণাময় ভগবান্ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাদের সব কথাই জানি। মদমত্ততা-হেতু তোমরা অন্যায় কার্য্য করায় শ্রীনারদ তোমাদের বৃক্ষযোনিপ্রাপ্তির অভিশাপ দেন। তোমরা শ্রীনারদের এই ব্যবহারটাকে অন্যায় ভাবিও না। কারণ, সাধুগণ সূর্য্যের ন্যায় সমদর্শী। তাঁহাদের শত্রুও নাই, মিত্রও নাই। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ আমার ঐকান্তিক ভক্তের দর্শনে জীবের সংসারবন্ধন নষ্ট হয়। তোমরা বড়ই ভাগ্যবান্, শ্রীনারদের কৃপা লাভ করিয়া তোমরা ধন্য হইয়াছ। এখন তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর এবং আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া কৃতকৃতার্থ হও।" শ্রীভগবানের এই সকল মঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কুবেরপুত্রদ্বয় শ্রীভগবানকে ভক্তিভরে বারবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান্‌কে ভুলিয়াই জীবের সংসারগতি হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সাধুর চরণে অপরাধ করিয়া জীব নিকৃষ্ট বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি জন্ম লাভ করে। সাধুগণ ভগবান্ ছাড়া থাকেন না, ভগবানও সাধুগণ ছাড়া থাকেন না। উভয়েই উভয়ের প্রণয়ে আবদ্ধ। ভক্তগণ ভগবান্‌কে নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ করায় ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজ করেন। ভগবানের চরণে অপরাধ হইলে সাধু রক্ষা করেন কিন্তু সাধুর চরণে অপরাধ হইলে আর নিস্তার নাই। অতএব আমরা যেন ভ্রমেও সাধুর চরণে অপরাধ না করি। ভবনদী পার হইবার একমাত্র উপায় হইতেছেন—সাধু। তাঁহার প্রতি অপরাধ হইলে সংসার হইতে উদ্ধার লাভের আর উপায় নাই।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পাটনায় প্রচার

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ১৭ই মে শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ পালিত মহোদয়ের গৃহে গমন করেন। গুরুবন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত-একাদশস্কন্ধ হইতে "ত্রিদণ্ডী-ভিক্ষুর উপাখ্যান" পাঠ ও সরল বাংলা-ভাষায় ঘণ্টাধিককাল ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২০শে মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শাহ-লালমিলের সত্বাধিকারী শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসাদজীর সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে সন্ধ্যায় পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক হরিকীর্ত্তনার্থ গমন করেন। গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও "যশোদানন্দন ব্রজজন নাগর" কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু সরল হিন্দীভাষায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য, ভাগবতের স্বরূপ, "নারদ-ব্যাস সংবাদ" প্রভৃতি বর্ণন করেন। পাঠের পর কীর্ত্তন হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রীমঠে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, অপরাহ্নে শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ, গৌড়ীয় পাঠ, সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-উপাখ্যান পাঠ ও হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা হইতেছে। প্রতিদিন বহু বাঙ্গালী ও বিহারী পাঠে যোগদান করিতেছেন এবং সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে কখন কখন বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণও আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

দার্জ্জিলিংএ প্রচার

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। অপরাহ্নে গৌড়ীয় ও শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ প্রভৃতি আলোচনা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও অন্তে কীর্ত্তন হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে যাইয়া মঠসেবকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দার্জ্জিলিং-এ নবাগত বহু ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলা প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও মঠসেবকগণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয় শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাস [illegible]

শ্রীযোগমায়াপ্রধানপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—[illegible] দাস [illegible]

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ [illegible]পুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচা[রী]

[illegible]
[illegible]পুর
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

সাবর্ণভোগ-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জামনা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
চিনাডাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
[illegible]পুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুল, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদত্ত[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাথা[illegible] বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধীবসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপ[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রী[illegible]মাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রী[illegible]চৈতন্যমঠপীঠ
[illegible]পুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কৃষ্ণবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ [illegible]লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণ মথুরা
সেবক শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গ্রেট গোদাবরী, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

ভা[illegible]ভজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী[illegible]সুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাস[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরাঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ কিন্দি পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাঁহার মানস সন্তানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ইণ্ডিয়ান টাইম)

আপ — শনিবার ব্যতীত — শনিবার — অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৩-১৬	১৫-১০	১৬-৫৬	১৭-৫০	২০ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩০	৭ ২৮	১৩ ২২	...	...	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	..	..	..	৯-৩১	...	...	...	..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট (রেল বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩১	১৮ ২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন — শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন — শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮		
মহেশগঞ্জ "	৬ ২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১		
কৃষ্ণনগর) ছাঃ	৬-৩১ ৭-১০	৮-৫৭	১১-৩৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-১৮	২০-৪৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১৫ ৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৯৫	১৭-৩০	২০-৭	২১-১৯	
(বদল) ছাঃ	.	...	.	১৫-৫৩	১৭-৪২		.....	
দমদম		১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮	
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৩ ৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৩	২১-৪০	২৩ ১০	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-২
মহেশগঞ্জ " ১৪-১৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-৩২
শান্তিপুর পৌঃ ১৭-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২৭
কলিকাতা পৌঃ ২১-৫

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিহার'প অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় বঙ্গদেশ তথা বহির্ভারত প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরস্বরূপ অমৃত বচনসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও ভাগবত 'সিদ্ধান্ত'-বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই অবশ্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd No. C. 1544

তৈলিগ্রাম—শ্রীনাথ শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:•:—
শ্রীল মায়াবদ্দাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বাগ্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:•:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, ২রা জুন ১৯৪১, সোমবার [৭৩তম সংখ্যা

নানা-সংবাদ

—::[০]::—

ত্রিপুরা জেলায় ভীষণ ঝড়

গত ২৫শে মে রাত্রি ১২টার সময় কুমিল্লায় প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তাহা ২৬শে মে অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত অনবরত চলিতে থাকে। সহরের বহু বাড়ী, যোগপট্টি অঞ্চলের বহু দোকান ঘর ও বৃক্ষাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। পল্লী অঞ্চল হইতে হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর পাওয়া গিয়াছে। কোতোয়ালী থানার গলিয়ারা, জোরকারণ ও অন্যান্য ইউনিয়নের অন্তর্গত বহু গ্রামের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। মনিপুর, পেঁড়োভলী, জুলাই, দক্ষিণ-রামপুর, শ্রীপুর, কনেসতলা, নলকুড়া, খোলারগোড়া, খিলাতলী, কৃষ্ণপুর, চুনী-পাড়া, ভাগলপুর প্রভৃতি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর গৃহ ও বৃক্ষাদি ভূপাতিত হইয়াছে। বড় বড় গাছের মূল উৎপাটিত হইয়াছে। ঘরের নীচে পড়িয়া বহু লোক ও গবাদি পশু আহত হইয়াছে। মৌঃ আশরাফউদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী সাহেবের সুবাগঞ্জ টি এ হাইস্কুলের এবং চৌয়ারা মধ্য ইংরাজী স্কুলের টিনের চাল উড়াইয়া নিয়া তালগাছের উপর ফেলিয়াছে। জেলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে ঝড়ের তাণ্ডব লীলার খবর পাওয়া গিয়াছে।

বরিশালের গ্রামে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা

বরিশাল জেলার উত্তরপুর, কাজলাকাঠি, কোদাবর, চরসন্ধি, কবিরাজ চাত্রা প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া গত ২৫শে মে রাত্রে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন হইয়াছে। বহু বাড়ীর চালা উড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা হইবে।

বাখরগঞ্জ থানায় ঝড়ের প্রকোপ

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাখরগঞ্জ থানার এলাকায় ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের ফলে ঐ অঞ্চলের বহু বাড়ীঘর ও গাছপালা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বাখরগঞ্জ থানার অফিস, বাজারের ঘর, গাড়ুলিয়া এম ই স্কুলের গৃহ ঝড়ের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সারারাত্রি ধরিয়া প্রবলবেগে ঝড় বহিতে থাকে। পরের দিন সকাল সাতটার সময় ঝড়ের বেগ কমিয়া আসে। ঝড়ের ফলে বহু গরু বাছুর মারা গিয়াছে। নদী দিয়া ৪।৫টি মানুষের মৃতদেহও ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। নৌকা ডুবির ফলেই ইহাদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতায় আলোক নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতা ও সহরতলীতে আলো নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা-সরকারের আদেশ গত বৃহস্পতিবার হইতে কার্য্যকরী হয়। সহরের সর্ব্বত্র গৃহসমূহ, দোকান প্রভৃতির বাতির উপর এরূপভাবে ঢাকনি দেওয়া হইয়াছে যাহাতে কোনরূপ আলো বাহিরে আসিতে না পারে। সহরের রাস্তাদিতে ট্রামগাড়ী, বাস প্রভৃতি যানবাহনের সম্মুখের আলো এবং আভ্যন্তরীণ আলোক-সমূহ বহুলাংশে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে এবং যানবাহনের গতিবেগ হ্রাস পাইয়াছে। কোন কোন স্থলে রাস্তার বাতিসমূহের উপরেও ঢাকনি দিয়া আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। অবশ্য রাস্তাসমূহের আলো নিয়ন্ত্রণ এবং মোটরযান মোটরবাস প্রভৃতির সম্মুখের আলো সরকারের অনুমোদিত মুখোস দ্বারা আবৃত করা সম্পর্কে সরকারী আদেশ কার্য্যকরীভাবে প্রযুক্ত হইবার সময় যথাক্রমে আগামী ৩০শে জুন এবং ২০শে জুন পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৃহস্পতিবার (২৯শে মে তারিখ) হইতে গৃহ, দোকান প্রভৃতিতে আলো নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে বলিয়া সরকারী আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে দুর্ঘটনা

জোড়াসাঁকো থানার অধীন জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটস্থ একটি বাড়ীর ত্রিতল হইতে পড়িয়া গিয়া জনৈকা মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, রাত্রির আহারাদি শেষ করিয়া স্ত্রীলোকটি যথারীতি শয়ন করিতে যায়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পরে হঠাৎ গোলমাল শুনিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকটি মুমূর্ষু। তখনই চিকিৎসক ডাকা হয়, কিন্তু পতনের কিছুক্ষণ পরেই স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার্থ পাঠান হইয়াছে কিন্তু ফলাফল জানা যায় নাই।

"মাদ্রাজ মেলের" ছাপাখানায় ধর্ম্মঘট

গত ২৮শে মে মাদ্রাজ ইঙ্গ-ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র "মাদ্রাজ মেল"এর প্রিণ্টিং বিভাগের সহকারী ফোরম্যানকে সাময়িকভাবে কর্ম্মচ্যুত করায় ছাপাখানার শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিবার আশু কারণ বলিয়া প্রকাশ। ২৮শে মে ঐ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই।

ঐ সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিয়া পুলিশ ডাকিয়া আনেন এবং তাহারা আসিয়া শ্রমিকদিগকে ছাপাখানা হইতে বাহির করিয়া দেয়। কেরাণীরাও ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছেন।

গত ২৮শে মে মাউণ্ট রোডে তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া যায়।

পুলিশের উপর ইটপাটকেল বর্ষণ

গত ২৫শে মে রবিবার রাত্রিতে যখন কয়েকজন পুলিশ বসিরহাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পিছনে পাহারা দিতেছিল, তখন কতগুলি লোক পুলিশের উপর ইটপাটকেল বর্ষণ করে। ফলে একটি হাবিলদারের মাথা কাটিয়া যায়। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ ব্যাপারে পুলিশ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিচারপতি ক্ষিতিশচন্দ্র সেন

আগামী আগষ্ট মাসে বিচারপতি মিঃ ওয়াদিয়া অবসর গ্রহণ করিলে তৎস্থলে বিচারপতি ক্ষিতিশচন্দ্র সেন আই সি এস বোম্বাই হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইবেন। একখানি সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে সম্রাট এই নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া এই গ্রন্থে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহার বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতীয় বৈদিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), লেখক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র স্বামী-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা অর্থের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব পরিমার্জ্জিত নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ,
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন নাথ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার মূল ভাষা ও অনুবাদ থাকায় শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধুসজ্জনগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান - শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। আদ্যন্ত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সাধারণ সংস্করণ (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ষাণ্মাস আনন্দ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমঞ্জরিকা ভগবৎ তঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্থ গুরুবন্দনম্ /০
৬৯। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি /০
৮৯। প্রাকৃতিকসমন্বয় ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৃহস্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। যাহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা [illegible] মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৩ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, [illegible] ১৩৪৮, [illegible] জুন, ইং ১৯৪১, [illegible] { [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ ত্রিবিক্রম, সর্ব্বশিব সর্ব্বণ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীতপন মিশ্র

—ঃঃ(০)ঃঃ—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পরিকর ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান্ অনুরাগ স্বরূপ। তাঁহারই পিতার নাম—শ্রীতপন মিশ্র। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন,—

অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি' ভট্টে নিষেধিলা॥
বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণবপাশে ভাগবত কর অধ্যয়ন॥

হরিবিমুখ মাতাপিতার সঙ্গ ত্যাগই কর্ত্তব্য। এখানে হরিসেবোন্মুখ বৈষ্ণব মাতা-পিতার সেবার কথা বলিয়াছেন, পরন্তু বৈষ্ণব মাতাপিতার পরিত্যাগের কথা বলেন নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে কাশীতে গিয়া বৈষ্ণব মাতাপিতার সেবা করিতে এবং বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে বলিলেন।

শ্রীতপন মিশ্র একজন সারগ্রাহী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বহু স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনাদ্বারা উদ্দেশ্য বস্তু কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সাধ্যসাধন নির্ণয় করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকালে তথায় এমন কোন লোক ছিল না, যিনি তাঁহার সংশয় ছেদন করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতে পারেন। স্বপ্ন শাস্ত্র বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সাধনার না থাকা হেতু চিত্তে শান্তি গোস্বামি লাভ করিতে পারেন নাই। নিত্য ব্রহ্ম-মন্ত্র-জপসহ শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার মন অপ্রসন্ন ছিল। সমস্ত সাধনের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাঁচপ্রকার সাধনের কথা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যদেব প্রদর্শিত পথ। শ্রীকৃষ্ণ কোন অঙ্গ দ্বারা, রূপে সাধিত হইতে পারে না—সে কারণ পারে না এবং যদি না তদ্বারা শ্রীনামকীর্ত্তনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। 'সাধন ব্যতীত চিত্ত কখনও শান্তি ঘটে না'—এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণপ্রীতিমূলক শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র সাধন এবং তদ্দ্বারা একমাত্র সাধ্য কৃষ্ণপ্রেমা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনে নিয়োজিত থাকা ও তাহা অসম্পূর্ণ নয়—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ।

সাধ্যসাধন নির্ণয় করিতে না পারিয়া মনদুঃখে জীবন যাপন করিতে করিতে সৌভাগ্যক্রমে একদিন শেষরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন,—এক দেবতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"ওহে দ্বিজ! শুন, শুন, আর চিন্তা করিও না। অধ্যাপকশিরোমণি নিমাই পণ্ডিত শিষ্যবর্গসহ বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার জন্য ভাগ্যবতী পদ্মানদীতীরে শুভাগমন করিয়াছেন। তুমি সেই নিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন কর। তিনি তোমার সাধ্যসাধন নির্ণয় করিয়া দিবেন। তিনি নর নহেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ নররূপী [illegible] করিতে আসিয়াছেন। [illegible] তাঁহার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ [illegible] না। এই কথা বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত [illegible] ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিয়া [illegible] করিলেন। [illegible] সেই ভাগ্যের কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলের সাক্ষাতে [illegible] হইয়া অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

বিপ্র মুঞি, আমি অতি দীনহীন জন।
কৃপা দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্যসাধনতত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি' আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
[illegible] [illegible] না পাই স্থির॥
[illegible] [illegible] [illegible]॥
প্রভু বলে,—[illegible] [illegible]
[illegible]॥
কৃষ্ণ ভজিবারে [illegible]॥
[illegible]।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নাম [illegible]॥
আর কোন [illegible]।
রাত্রিদিন নাম লয় [illegible]।
তাহার মহিমা [illegible]।
[illegible]॥
সেই জন [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]॥
[illegible]॥
[illegible]॥

[illegible] [illegible]। [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ভগবৎ- [illegible] দয়া [illegible] প্রদান [illegible] [illegible] লোকের [illegible] হয় [illegible] ঈশ্বর- [illegible] [illegible] [illegible] অর্থ [illegible] শ্রীমদ্- [illegible] লোকের [illegible] [illegible] [illegible]

'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥
তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মরে, তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব॥
সদা নাম লইব, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
(শিক্ষাষ্টক)
ঊর্ধ্ব-বাহু করি' কহোঁ, শুন, সর্ব লোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

জগৎ উদ্ধারের জন্য [illegible] নামরূপে [illegible] হইয়াছেন। সুতরাং কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত অন্য আরাধনা নিরর্থক। হরিনামই পরম গতি। এই মহামন্ত্র নাম সংকীর্তন করিবার।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে "কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল, ইথে বিধি নাহি আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

মহাপ্রভু কিছু উপদেশ দিয়া তপন মিশ্রকে কাশী যাইতে আদেশ দিলেন এবং সেখানে 'সাধ্যসাধনতত্ত্ব বলিব' বলিয়া আলিঙ্গন দিলেন। ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া বারংবার প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

একমাত্র হরিনামই সাধন, হরিনামই সাধ্য। তবে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার করিয়া অপরাধশূন্য হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে হইবে। শুদ্ধ নামের ফল প্রেম, নামাপরাধ বা নামাভাসের ফল প্রেম নহে। অপরাধযুক্ত নাম বহু পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলেও প্রেম পাওয়া যায় না। কিন্তু অপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নাম লওয়ার অবসরে [illegible] হইতে পারে। সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে না। অনর্থ না [illegible] নাশ হয় না। তবে অনর্থ থাকাকালে অবকাশ না দিয়া নিরন্তর সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করিলে পুনঃ অনর্থ বিনষ্ট হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কথোপকথনে আমরা নামের মাহাত্ম্য এইরূপ শুনিতে পাই,—

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি' তাঁহারে পুছিলা॥
"হরিদাস, কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা দুরাচার॥
ইহা-সবার কোন মতে হইবে নিস্তার?
তাহার হেতু না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে, প্রভু, চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি' দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন-সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হা রাম', 'হা রাম' বলি' কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে, 'হা রাম, হা রাম'॥
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥
দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥
(নৃসিংহপুরাণ)

কোন যবন শূকর দন্তে আহত হইয়া 'হারাম', 'হারাম' বলিতে বলিতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। 'হারাম'-শব্দে 'হা-রাম' এই সাংকেতিক রাম-শব্দ থাকায়, সেই যবন নামাভাসে উদ্ধার পাইয়া গেল। এরূপ করিয়া 'রামনাম' লইলে যে ফল হয়, তাহা বলা যায় না।

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি' 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এই ত' স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥
নামাভাস হৈতে হয় সর্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল—সাক্ষী॥

পবিত্র ও অপবিত্র

সিদ্ধ বা আতপ তণ্ডুল—এই দুইটীই জড় বা প্রাকৃত। প্রাকৃতবস্তু বিষ্ণুপূজ্য হইতে পারে না। অপ্রাকৃত ভাবের সহিত অর্পিত না হইলে ভগবান্ কোন বস্তুই গ্রহণ করেন না। অপ্রাকৃত ভাব নিষ্কপট কৃষ্ণসেবাপর নির্গুণ বুদ্ধি হইতে হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে, "মৎসেবায়াং তু নির্গুণা" অর্থাৎ আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণা"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন,—"তথা [illegible] অনন্যাংকাঙ্ক্ষা ভক্ত্যা যৎ প্রযচ্ছতি, ভক্ত্যোপহৃতমপি পত্রপুষ্পাদিকং নৈবাশ্নামীতি দ্যোতিতম্। [illegible] এব পত্রাদিকং মদর্পিতং, তৎ তথাহমশ্নামি যথোচিতমুপযুঞ্জে। কীদৃশম্? ভক্ত্যা উপহৃতং, ন তু কস্য চিদনুরোধাদিনা দত্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মদ্ভক্তস্যাপ্যপবিত্র-শরীরস্যেতি নাশ্নামীত্যাহ * * প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মদ্ভক্তং বিনা নান্যঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার ভক্ত ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি তাৎকালিকা ভক্তির সহিত (লৌকিকী বা প্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত) পত্রপুষ্পাদি কোনও দ্রব্য প্রদান করেন, তাহা আমি গ্রহণ করি না, কিন্তু একমাত্র আমার ভক্ত পত্রপুষ্পাদি যাহা কিছু প্রদান করেন, তাহাও আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। কেন না, তিনি আমার সেবার নিমিত্ত ভক্তির সহিত ঐ সকল উপহার প্রদান করিয়াছেন। কাহারও অনুরোধে বা উপরোধে প্রদান করেন নাই। "প্রযতাত্মনঃ" বলিতে শুদ্ধান্তঃকরণ। আমার ভক্ত ব্যতীত অপরের অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ নহে। "[illegible] পুরুষঃ কৃষ্ণঃ" প্রভৃতি ভাগবতবাক্যই তাহার প্রমাণ। আমার পাদপদ্মে [illegible]-পরিত্যাগে অনন্যচিত্ত ভক্তের লক্ষণ। বিষয়ী লোকে 'সিদ্ধ', 'আতপ' প্রভৃতি জড়সম্বন্ধে যে শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করেন, ভক্তের বিচার তাহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রাকৃতগণ অপ্রাকৃত বা নির্গুণ বস্তু-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দুর্নীতি দেহে আত্মবুদ্ধিপূর্বক অনুকূলস্বরূপকে যে প্রাকৃত বিচার করিয়া থাকেন, তাহা বিষ্ণুভক্ত বিচারে গ্রহণীয় নহে। শ্রীপাট খানাকুল-কৃষ্ণনগরে নিত্যানন্দ-পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত [illegible] উষ্ণ চাউলের অন্নভোগ ও উষ্ণ চাউলভাজা মুড়ি-ভোগ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। [illegible] শিষ্য শ্রীনৃসিংহ [illegible] ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমহাপ্রভুর অদ্যাবধি উষ্ণ চাউলের ভোগ হইয়া থাকে। এরূপ বিষয়ে ভক্তগণের কোনও প্রকার সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই। সম্প্রদায়ী গৃহস্থগণের বিশ্বাস করিয়া উক্ত চাউলের ভোগ প্রদান করা বিধি নহে,—পরন্তু সেবাপরাধ। কিন্তু ভক্তের ভিক্ষালব্ধ নির্গুণ তণ্ডুলের ভোগ হইবার কোন বাধা থাকিতে পারে না। তাহাতে প্রাকৃতবিচার বা জড় জাতিসামান্যবাদ অর্থাৎ 'এইটি সিদ্ধ', 'এইটি আতপ'—এইরূপ বিচার স্থান পাইতে পারে না। বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণ কনিষ্ঠাধিকারে থাকিয়া যে অর্চনাদি করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক নির্গুণ নহে। কিন্তু তাহা নির্গুণোদ্দেশক বলিয়া ঐরূপ অর্চনেরও প্রশংসা করা যাইতে পারে। তাঁহারা সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্বগুণযুক্ত দ্রব্যকে পবিত্র জানিয়া ভগবানকে সমর্পণ করিবেন—ইহাই বিধি। কিন্তু ভক্তকৃপাবলে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয় হইলে তাঁহাদের কনিষ্ঠাধিকারগত শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয় এবং তাঁহারা তখন মধ্যমাধিকারে উন্নীত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বিলাতি চিনি বা মিশ্রিত ঘৃত অপবিত্র, দেশী চিনি ও অবিমিশ্র ঘৃত পবিত্র। পবিত্র ও অপবিত্র—উভয় বস্তুই জড়বস্তু। হৃদয়ের ভাবের সহিত দ্রব্যাদি না দিলে ভগবান্ পবিত্র ও অপবিত্র—কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না।

পবিত্র ও অপবিত্র—উভয় বস্তু জড় সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবাসম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে—পবিত্র বস্তু; রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমঃ নিরাস করিতে হইবে। অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্রবুদ্ধি-বিচারে অর্থাৎ রজোতমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না, তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

'পবিত্র' ও 'অপবিত্র' সংজ্ঞা দুইটী সম্বন্ধে কর্ম্মিগণ যাহাকে পবিত্র বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে, আবার কর্ম্মিগণের বিচারের অপবিত্র বস্তু ভক্ত 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। অপবিত্র-শব্দ আমরা বুঝাইলে তাহা কখনই ভগবানকে কেহ নিবেদন করিতে পারে না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্তু ভগবানে নিবেদন করা যায় না। যদি কেহ কোন অপবিত্র বস্তু ভগবানকে নিবেদন করেন, তাহা তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্তকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বহির্ম্মুখ জীব-ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন, তখন সে বস্তু বদ্ধজীবভোগ্য নহে, পরন্তু ভগবৎ-প্রসাদ বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।

কৃষ্ণাকর্ষণ

——ঃ০(০)ঃ০——

কৃষ্ণ আকর্ষক। কৃষ্ণ ত্রিজগন্মানসাকর্ষী। বাস্তববস্তুই আকর্ষক। শ্রীকৃষ্ণ পরমসেব্যবস্তু। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ পরমসেব্য ভগবান্‌ও সেবোন্মুখকেই—সেবককেই কৃপাকর্ষণ করেন। কৃষ্ণের আকর্ষণ অভক্ত জীবপুঞ্জ বুঝিতে পারে না। সেব্যের মাধুর্য্য সেবকই আকৃষ্ট হন। কৃষ্ণের এই আকর্ষণীশক্তিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভিতর দিয়াই ভগবান্ জীবকে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন। আবার শ্রীগুরুপাদপদ্মও শ্রদ্ধালু শরণাগতকেই আকর্ষণ করেন। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।" যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা আছে—যিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবানন্দে সতত যত্নবিশিষ্ট, শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকেই হরিভজনকৌশল শিক্ষা দেন। শ্রদ্ধাবান্ জনের নিকটই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে যত্নচেষ্টা করেন। সেবোন্মুখ হইলে জীবের প্রতি গুরুবৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই হয়। সেবোন্মুখের অনর্থাদি থাকিলেও তাঁহারা সেইসকল দোষ দর্শন করেন না। সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তি দেখিয়াই গুরুবৈষ্ণবগণ কৃপা করেন। আকর্ষক বস্তুর এমন শক্তি আছে—যাহা দ্বারা তিনি আশ্রিতকে টানিয়া লইয়া যান। এই আকর্ষণ সেব্যের দিক্ হইতে স্নেহকৃপা, আর সেবকের দিক্ হইতে ভক্তি, প্রীতি বা ভালবাসা। আকর্ষণের বাধা বা অন্তরায় জীবের দিক্ হইতে অশ্রদ্ধা, অপ্রীতি এবং সেব্যের দিক্ হইতে উদাসীনতা। মধ্যস্থলে এইরূপ ব্যবধান থাকিলে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ জীবকে ভগবানের সেবা হইতে তফাৎ করিয়া দেয়। আকৃষ্ট জীব আকর্ষকের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যদি অন্য কোন অবাস্তব বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে মূল আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়। এই আকর্ষণের ফলে একদিকে কৃষ্ণপ্রাপ্তি—নিত্য নবনবায়মান পরমানন্দসমুদ্রে নিমজ্জন, অপরদিকে অনন্ত ক্লেশপরিপূর্ণ নরককুণ্ডে পতন। গুরুবৈষ্ণবের আকর্ষণে সংসারবন্ধন ক্ষয় হয়, আর এ জগতের কোন ব্যক্তি বা বস্তুর আকর্ষণে বন্ধন হয়। একদিকে বন্ধন বা বন্ধনাত্মক সংসারের—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আকর্ষণ, আর অন্য দিকে গুরুকৃষ্ণের মুখসাধনচৌরূপ প্রাণের টান। এ জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমাদের অতি নিকটেই আছে। আমরা যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আকর্ষণের মধ্যে পড়িবার জন্য খুব যত্ন না করি, তাহা হইলে মায়ার আকর্ষণের মধ্যে পড়িতেই হইবে। মায়িক আকর্ষক বস্তুগুলি আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে সজ্জিত রহিয়াছে। আমরা একটু ভগবদ্বিমুখ হইলেই তাহারা আকর্ষণ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। দুর্ব্বল পাইলেই তাহারা আক্রমণ করিবে। সেইজন্যই সাধুশাস্ত্র সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ থাকিয়া নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে বলেন। হরিকথাই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। এই রক্ষাকর্ত্তা যাহার নাই, তাহার পদে পদে বিপদ্। হরিকথাই বল। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীই বলবান্। হরিকথা-শ্রবণফলেই বর্ত্তমান বিপদ্ ও ভাবি বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অনবরত হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকিলেই কাম ক্রোধাদি শত্রুগণ প্রবল হইতে পারে না এবং রূপ-রসাদি মায়িক বস্তুসকলের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবান্ আমাদিগকে আকর্ষণ না করিলে অর্থাৎ হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে রুচি না হইলে মায়াদেবী আকৃষ্ট হইতে হইবে। হরিকথায় রুচিই ভগবানের আকর্ষণ। রুচি হইলেই কৃষ্ণাকর্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

কৃষ্ণ পূর্ণ আকর্ষক বস্তু। সেই পূর্ণ আকর্ষক বস্তুটী খণ্ড নহেন। যদি তিনি খণ্ড বস্তু হইতেন অর্থাৎ যদি তাঁহার শক্তি অল্প হইত, তাহা হইলে তদপেক্ষা বৃহত্তর অন্য কোন বস্তু তাঁহাকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিত। তাঁহার ঊর্দ্ধ বা সম কেহই নাই। তিনি আকর্ষক, আর সকলেই আকৃষ্ট। অণুচেতনের প্রতিই পূর্ণচেতনের আকর্ষণ হয়। চেতন অচেতনকে স্পর্শ করে না অথবা অচেতন বস্তু চেতনের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণের আকর্ষণে পড়িলে হৃদয়ের কাঠিন্য বা মলিনতা থাকে না। সরলকে কৃষ্ণ জোর করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক হৃদয়কে কর্ষণ করেন। কৃষ্ণ জীবের হৃদয়রূপ ভূমিকে তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীবলদেবের দ্বারা কর্ষিত করাইয়া তথায় কৃষ্ণপ্রেমবীজ রোপণ করেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি-চেষ্টারহিত হৃদয়ই কৃষ্ণপ্রেমভক্তিভূমিকা। কৃষ্ণের আকর্ষণে পড়িলে অহঙ্কার-অভিমান থাকে না, জড়জগতের প্রভু হইবার বাসনা থাকে না। তখন তাহার নিজকে অতি দীনহীন অকিঞ্চন বুদ্ধি হয়, নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি বলিয়া তাহার সহজ উপলব্ধি হয়।

কৃষ্ণাকর্ষণে পড়িলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। দাম্ভিকতাই পতনের প্রথম সোপান। দাম্ভিকতা হইতেই জীবের পতন হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দাম্ভিকতা নাই। ভগবান্ যাঁহাকে নিজের বলিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন, তাঁহার আর কি অসুবিধা থাকে? সৌভাগ্যক্রমে একবার কৃষ্ণাকর্ষণে—গুরুবৈষ্ণবের শুভদৃষ্টির মধ্যে পড়িলে জীবের আর কোন অসুবিধাই থাকিতে পারে না। তাঁহাকে বাধা দিয়া ভক্তি হইতে কেহ বিচ্যুত করিতে পারে না। গুরুকৃষ্ণের আকর্ষণের মধ্যে পড়িতে পারিলে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও অবস্থান করা যায় না। তাঁহাদের আকর্ষণে পড়িলে তাঁহারা ছাড়া আর আমার কেহ নাই—এই উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবে হয়। জীব যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আকর্ষণে পড়ে তখনই সে বলিতে পারে,—

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে ॥

—— -

প্রচার-প্রসঙ্গ

——ঃঃ০ঃ——

দিল্লীতে

গত ২৩।৫।৪১ তারিখে স্থানীয় বিখ্যাত য্যাড্‌ভোকেট মিঃ বি, সি, মিশ্র মহোদয়ের সাদর আহ্বানে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার বাসভবনে বা ৮ ঘটিকায় গমন করেন। এতদুপলক্ষে মিঃ বি, সি, মিশ্র মহোদয় তথায় একটী বিরাট সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় আসিতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, দশাবতারস্তোত্র, ও পঞ্চতত্ত্বকীর্ত্তনান্তে শ্রোতৃগণের অনুরোধক্রমে শ্রীপাদ সুদর্শন প্রভু দেড়ঘণ্টাকাল যাবৎ "প্রণবতত্ত্ব" সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত আগ্রহসহকারে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত হন। অতঃপর রাত্রি ১০॥ সাড়ে দশ ঘটিকায় মহামন্ত্রকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

———

মেদিনীপুরে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশে ও গর্ভবিরোচন নিয়ামকত্বে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর-জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য করিতে করিতে গত ১১শে এপ্রিল ২৮ই বৈশাখ শনিবার দিবস নারস্ব দিগ্রামে উপস্থিত হন।

গত ৭ই বৈশাখ স্থানীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ধাড়া মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়। তৎপর দিবস হইতে গত ১২ই বৈশাখ পর্য্যন্ত ৫ দিন যাবৎ স্থানীয় হরিসভায় যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্রের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ১৩ই বৈশাখ রাত্রে সম্রান্ত বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিসহ খোল, করতাল, নিশান, শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টাসহ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণকে অগ্রণী করিয়া পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে একটি নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। তৎপর দিবস গোকুলনগর গ্রামের সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া প্রচারকগণ তথায় উপস্থিত হন। তৎপরে ১৪ই বৈশাখ, রবিবার হইতে ১৮ই বৈশাখ পর্য্যন্ত স্থানীয় বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে যথাক্রমে 'মানবজীবনের [illegible]', 'সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম'-সম্বন্ধে আলোচনা, [illegible] ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্রে [illegible] ও [illegible] প্রচার্য্য-[illegible] কয়েকটি বক্তৃতা হয়। পরদিবস হইতে ২০শে বৈশাখ পর্য্যন্ত স্থানীয় [illegible] মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনারদ-[illegible] উপাখ্যান ও [illegible] প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। গত ২১শে বৈশাখ, [illegible] বৃন্দাবনচন্দ্র-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী মহাশয়ের [illegible] প্রচারকগণ তথায় উপস্থিত হইয়া [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস হইতে ২৫শে বৈশাখ পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও জীবের [illegible] বর্ণনা প্রসঙ্গে [illegible] এবং ছায়াচিত্রে শ্রীরামলীলা আলোচনা হয়।

———

মালদহে

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা দাৰ্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া গত [illegible] জ্যৈষ্ঠ মালদহ-জেলার বরুইনামক গ্রামে উপস্থিত হন। উক্ত দিবস সর্ব্বাস্তান শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিশ্বাস মহাশয়ের মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার গৃহে প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'রায়-রামানন্দ'-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। যথাক্রমে তাঁহারা বরুইগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাসভবনে ২০শে, ২১শে ও [illegible] তিন দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে [illegible] ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] কীর্ত্তন হয় [illegible] পাঠ [illegible] হয়। [illegible] প্রচারকগণ পুনরায় দিনাজপুর-জেলায় রায়গঞ্জ নামক স্থানে [illegible] করেন।

[illegible] মহাজনগীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

— · —

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। ...

...

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... দাস অধিকারী

শ্রীব্রজপত্তন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈতভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীবাসাঙ্গন ... পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

... পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, ... (নদীয়া)

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

...

শ্রীবাসাঙ্গন

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

আনন্দসুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ ... (নদীয়া)

সেবক—শ্রী... দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীসনাতন মঠ

চাপাহাটী, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী... অধিকারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রুঞ্চনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রী... অধিকারী

শ্রীমধ্বাচার্য্য গৌড়ীয়মঠ

রাউতারা (... নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুপাদ দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রী... সেবাধিকারী

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী...গোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রী...গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

পাঁচালপাড়া, পোঃ ... (নদীয়া)

সেবক—শ্রী...কিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ...

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রী... ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রী... অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

... মৈমনসিংহ

সেবক—শ্রী... বিদ্যারত্ন বি, এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রী...মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

... দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রী...গোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

... বেনারস সিটি

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার মিশ্রপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণ শহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী...গোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রী... ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

সেবক—শ্রী... ত্রিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী...নারায়ণ দাসাধিকারী

... মঠ

বর্ষাণা মথুরা

সেবক—শ্রী... দাস

গৌরবিহারী মঠ

...

পোঃ ... জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৪নং ... রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী...দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

রায় পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ... গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রী... দাস অধিকারী

আর্ত্তিত্রাণ

(...)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

আশ্রম

(...)

পুরী

সেবক—শ্রী... দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী...গৌর ... ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

... কুটী

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

সিদ্ধিগৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... পুরী

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

... শ্রীমন্মঠপীঠ

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিকলিয়া, পোঃ ..., মেদিনীপুর

সেবক—শ্রী...সুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রী...চরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ ..., (মানভূম)

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রী... ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যান্সডাউন রোড, হাউড্ গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রী...গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

পরমেশ্বরী ... বিল্ডিং

... রোড, রেঙ্গুণ, ইউ-পি

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

বিশ্ববিনোদ গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী...গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রী...গোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী...কিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন

সেবক—শ্রী...বিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী...চরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনমীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারেই প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট, গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সংশাস্ত্রসেবার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলাশঙ্কা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পার্শ্বে তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডাবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩,	৭ ২৮	১৩ ২৯	....	.....	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৫১	১৯-৩৩	০-২৫
(বগুলা) ছাঃ	....	...	৯-০১	. :	.....	...	.....	.....
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৪	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বগুলা) ছাঃ	৭-১০	১০-২৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২			১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১			১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫			১৬-৬৬	১৭ ১৪	১৯-২৯	
(বগুলা) ছাঃ	৯-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১০-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ৬০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বগুলা) ছাঃ	. .	......	.....	.....	১৫-৫৭	১৭-৪২	. ..	....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বগুলা) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲. ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা অন্যেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd No. C. 1544

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম, শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
ঐই গ্রহ কথাগার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতিসুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৸০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ : ভিক্ষা ১৷৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ; ৩রা জুন, ১৯৪১, মঙ্গলবার [৭৪তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—::[০]::—

চট্টগ্রাম-মিউনিসিপ্যালিটি

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সকল বিষয়েই উন্নতি দেখা গিয়াছে। বালক-দিগের ২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের সংখ্যা ৩৫ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২০টি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ২ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাদিগের ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা আয় হইতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সকল বিষয়েই বিনা-ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদান সুব্যবস্থিত হইয়াছে।

চাঁদপুরে প্রবল ঝড়

গত ২৫শে মে সন্ধ্যা হইতে প্রায় ১৮ ঘণ্টা প্রবল ঝড় হয়। ফলে বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে এবং বহু ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে। গবাদি পশুও মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঝড়ের পরই প্রবল বৃষ্টি হয়। পাট ও ধান ক্ষেত্র ডুবিয়া গিয়াছে, ইহাতে শস্যের খুব ক্ষতি হইবে।

বরিশালে ঘূর্ণিবাত্যা

গত ২৫শে মে তারিখে সমগ্র বরিশাল-জেলার উপর দিয়া যে ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হইতে থাকে। মধ্য রাত্রিতে ঝড় প্রবল আকার ধারণ করে এবং উহা সকাল পর্য্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। সহর ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষতির বর্ণনা করা যায় না। সহরে এমন একটি গৃহ নাই, যাহার টিনের চাল ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে খুব কম গৃহই রক্ষা পাইয়াছে।

সহরে ক্ষতির পরিমাণ দেখার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান সহরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ধনসম্পত্তি পাহারা দেওয়ার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। অনুমান, সহরে প্রায় ১ হাজার গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং প্রায় ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। টেলিগ্রাফের লাইন বিকল হইয়াছে। টেলিফোনের তারও ছিন্নভিন্ন হইয়াছে।

নোয়াখালিতে ঝড়বৃষ্টি

প্রায় দশ দিন যাবৎ সাংঘাতিক গরমের পর গত ২৩শে মে রাত্রিতে নোয়াখালিসহরে এক প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। নোয়াখালির ইতিহাসে এত বড় ঝড় কখনও নাকি হয় নাই। প্রায় ১৭ ঘণ্টা যাবৎ ঝড় বহিয়াছিল। অসংখ্য কাঁচাবাড়ী ও টিনের ঘর প্রবল বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে অথবা ধ্বসিয়া মাটির সহিত সমভূমি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে পড়া গাছ ও বাড়ীতে রাস্তা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার ছিন্নভিন্ন হইয়া বাহিরের সহরের সহিত বাহিরের তাদের যোগাযোগ বন্ধ আছে। অফিস ও আদালত ইত্যাদি ২৭শে মে বন্ধ রাখিতে হয়—কেননা, কেরাণী বা মক্কেল কেহই হাজির হইতে পারে নাই। ডাকঘর ও অন্যান্য কয়েকটি পাকাবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

দিল্লীতে প্রচণ্ড ধূলিবাত্যা

গত ২৮শে মে সন্ধ্যায় নয়াদিল্লীতে এক প্রচণ্ড ধূলিবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। মেঘের ন্যায় ধূলি আকাশে উত্থিত হয়। সহরে সর্ব্বত্র ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। হঠাৎ বাতাস পড়িয়া যাওয়ায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া যায়। কোন দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। গৃহাভ্যন্তরের সমস্ত দ্রব্যের উপর এক গাদা ধূলি জমিয়া যায়। দুই একফোঁটা বৃষ্টিও হয়, ফলে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা রুক্ষভাব ধারণ করে। ধূলি ও এইরূপ বায়ুমণ্ডল মানুষের নিকট অসহনীয় হইয়া পড়ে।

সর্ব্বোচ্চ তাপ ১১৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। ক্রমান্বয়ে তিন দিন যাবৎ উষ্ণতা ১১৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, সর্দ্দিগর্ম্মিতে দুইজন লোক মারা গিয়াছে।

জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেলের ষ্টোর্সে অগ্নিকাণ্ড

গত ২৫শে মে সকালে জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেলের ষ্টোর্সে যে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ ৪৫ হাজার টাকা অতিক্রম করিবে না বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কারাগার-সমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেঃ কঃ গ্যাড়েস্কাল আই, এম, এস অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য জব্বলপুরে গিয়াছিলেন। গত ২৯শে মে তিনি পাঁচমারী যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে তিনি প্রাদেশিক সরকারের নিকট তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিবেন।

কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সংবাদপত্র-মুদ্রণের কাগজ-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের সহিত সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের আলোচনা হইবার পরই সংবাদপত্র-মুদ্রণের কাগজ ও অন্যবিধ কাগজ—উভয় শ্রেণীর কাগজেরই মূল্য নিয়ন্ত্রণ-জন্য আদেশ জারী করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী সংবাদপত্র-মুদ্রণের কাগজ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করার পর এদেশে কাগজের দর বাড়িয়া যাওয়ায় এইরূপ আদেশ জারী করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ক্রয়ের লাইসেন্স-সম্পর্কে কিছু বিলম্ব হইতে পারে, কারণ বিভিন্ন সংবাদপত্রের কি পরিমাণ কাগজের দরকার, গবর্ণমেণ্ট তৎসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইতেছে,—সংবাদপত্র-সমূহকে অনাবশ্যক অসুবিধায় না ফেলা সংবাদপত্রগুলিকে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট কাগজ দেওয়া হইবে তবে কাগজ মজুত করিয়া রাখিতে দেওয়া হইবে না এবং কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য সেই সঙ্গে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। পরিকল্পনাটি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী হয়, তজ্জন্য একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটিতে সম্পাদকগণে কাহাদিগকে লওয়া হইবে, তৎসম্পর্কে ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সহিত পরামর্শ করা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং কৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহার বিরাট আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবৃহৎ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব প্রভু-বিরচিত 'তত্ত্বমণি' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা অর্থের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব পরিপাটীপূর্ব্বক নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তিরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য জিজ্ঞাসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৲
৪। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিরয়-তত্ত্ব — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। বারশ আখর — ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক — ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ৷৶০
২২। ভজন রহস্য — ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) — ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য — ॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) — ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) — ৶০
৩৫। গীতমালা — /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) — ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড — ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ — ।০
৪০। শরণাগতি — ৶০
৪১। গীতাবলী — /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা — ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) — ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক — /১০
৪৬। অর্থপঞ্চক — ৵১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ৵১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — /১০
৪৯। অর্চ্চনপথ — /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) — ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — /০
৬০। সাংখ্যবাণী — /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৩৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ — ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ — ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — /০
৬৯। সাবরণবর্ণনম্ — ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ — ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত — ॥০
৭২। নামভজন — /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি — ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ — ৷৶০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ — ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং — /০
৭৮। দি ভাগবত — ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন — ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৩৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৸০
৮৫। সাধনপথ — ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু — ৵১০
৮৭। গীতাবলী — ৵১০
শরণাগতি — /০
৮৯। প্রার্থনারসবাণী — ৷৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী — ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি — ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ } ২৪ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩রা জুন, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৭৪তম সংখ্যা

সত্যাত্ম কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ ত্রিবিক্রম, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

মহৎ

——::(০)::——

সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বারস্বরূপ। ভগবৎসাম্মুখ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিই সৎ। যাহার যেরূপ সৎসঙ্গ হয়, তাহার তাদৃশ সাম্মুখ্যই [illegible] হইয়া থাকে। সাধুগণ ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ। জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সৎসঙ্গ লাভ হয়। সৎসঙ্গফলেই জীবের কৃষ্ণে [illegible] হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ হইলেও অপরাধ সেখানে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। অপরাধবশতঃই জীব সজ্জন-গণের প্রতি অনাদরযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবৎ-[illegible]—আদরের সহিত অকপটে [illegible] শ্রীহরিনাম করিতে করিতে জীবের [illegible] অপরাধ বা প্রতিবন্ধক বিদূরিত [illegible]। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বা এ জন্মে সঞ্চিত [illegible] রাশি বিনষ্ট না হইলে কাহারও কৃষ্ণে মতি হয় না বা কৃষ্ণোন্মুখতা জাগে না। মহৎকৃপা ব্যতীত কাহারও মঙ্গল হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

মহৎ বা শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব। গুরু ও বৈষ্ণব বা সাধুর কৃপাতে অনর্থনিবৃত্তি ও শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। যদি কেহ বলেন,—ভক্তের কৃপাতেই যদি সংসারবন্ধন নাশ হইয়া মুক্তি হয়, তাহা হইলে "এই সংসারান্ধ দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। হে দেব! সংসারে পরিভ্রমণ-শীল ইহাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই"—এই বাক্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহা-রাজের সমস্ত সংসারিগণের প্রতি যে কৃপা দেখা যাইতেছে, সেই কৃপাবশতঃ সকলেরই মুক্ত হয় না কেন? তদুত্তরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—জীব অনন্ত বলিয়া তৎকালে সকল জীবের কথা তাঁহার স্মরণ হয় নাই, পরন্তু তিনি যাঁহাদিগকে দর্শন বা যাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদের কথাই তৎকালে স্মরণ হওয়ায় তদীয় অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে।

সৎসঙ্গ ব্যতীত ভগবানে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। যেখানে সৎসঙ্গ সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি হইতেছে না, সেখানে বর্ত্তমান জন্মসম্বন্ধীয় বা আধুনিক, পূর্ব্ব জন্ম-সম্বন্ধীয় বা প্রাক্তন, অথবা পরম্পরাসম্বন্ধ-জাত সৎসঙ্গ অনুমেয় হইয়া থাকে। এই সৎসঙ্গ লাভ ভগবানেরই অনুগ্রহ। সৎসঙ্গই বা সৎকৃপাই ভগবৎকৃপার বাহন। সাধুর কৃপা পাওয়া খুব কঠিন বা অসম্ভব নহে। দীন হইলেই তাঁহাদের কৃপা পাওয়া যাইবে। যেখানে দৈন্য, সেইখানেই কৃপা। যে দীনহীন, কাঙ্গাল বা অকিঞ্চন নয়, সে ত' কৃপা চায় না, সুতরাং সে কৃপা পাইবে কি করিয়া? দীনতা বা অকিঞ্চনতাই কৃপাভিখারীর স্বভাব। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা-দর্শনেই উৎপন্ন হয়, এ বিষয়ে জীবের পক্ষে সাধুগণের উপাসনাদির অপেক্ষা নাই। যেরূপ নলকূবর ও মণিগ্রীবের দুরবস্থা দর্শনেই তাঁহাদের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি
তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীন-
বৎসলাঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৬)

অর্থাৎ যাহারা দেবতাগণকে যেভাবে ভজন করেন, ছায়াতুল্য কর্ম্মসহায় দেবগণও ভজনকারীকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুগণ সেইরূপ নহেন, তাঁহারা দীনবৎসল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"দেবগণ প্রাণিগণের মঙ্গল-বিধান করেন। যে সকল প্রাণী মঙ্গল প্রার্থনা করে না, তাহাদিগকে দেবগণ দুঃখ প্রদান করেন, সুতরাং দেবগণের উভয় প্রকার সুখদুঃখদাতৃত্ব বর্ত্তমান। সাধুগণের চরিত্র দেবগণ অপেক্ষা উন্নত। তাঁহারা কোন প্রকার দুঃখাবেগ প্রদান করেন না, অর্থাৎ কোন প্রাণীরই দুঃখের কারণ হন না। দেব-গণের দয়ায় ইষ্টানিষ্ট—উভয়প্রকার ফল আছে—নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল নাই। কিন্তু বৈষ্ণবের দয়া নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন, সুমঙ্গল-বিধায়িনী। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণ সকল অবস্থাতেই সকলের নিত্যমঙ্গল কামনা করেন। তাঁহারা নিঃশ্রেয়সের পথে ভগবদ্ভক্ত [illegible] এবং অপরাপর দেবতা-গণের কৃপা বা অকৃপায় নিরপেক্ষ। [illegible] বলিয়া প্রতি-[illegible] বৈষ্ণবের নিরবচ্ছিন্ন [illegible]। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের কাহারও প্রতি [illegible] কারুণ্যাভাব-হেতু [illegible] তাঁহারা সকলের নিত্য [illegible]। বৈষ্ণবসঙ্গে, [illegible] নিহিত।"

[illegible] পারি যে, মহতের [illegible] হেতু এবং [illegible]। ভগবান [illegible] মহৎ-সেবা। মহৎ [illegible] ও [illegible]—মহাজ্ঞানী ও [illegible]। [illegible] দ্বিবিধ— [illegible]। [illegible] সবিশেষ [illegible] ও মহা-[illegible] নহে। কারণ, [illegible] মধ্যেও [illegible] শাস্ত্রবাক্য [illegible] শ্রেষ্ঠ-[illegible]। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু [illegible],—"জ্ঞানমার্গে [illegible] নহে, আর [illegible] ভক্তিমার্গে ও [illegible] কথা [illegible] বাক্য [illegible] না, [illegible] নশ্বর দেহ [illegible] আসন হইতে [illegible] স্থানচ্যুতই [illegible] পুনরায় স্থানে [illegible], তাহা দর্শন করেন

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

না। এইরূপ ব্যক্তিই [illegible]। ভক্ত-সিদ্ধ ত্রিবিধ—ভগবৎপার্ষদ দেহপাত, নির্ভজনীয় ও নিত্যভক্তবর্গ। শ্রীনারদ, শ্রীশুকদেব ও শ্রীভরত প্রভৃতি ভক্তগণের দৃষ্টান্ত। শ্রীভরতের মৃগ-শাবকাসক্তির মায়িক কার্যতা। নিত্যরূপে বর্ত্তমান ছিল এবং প্রেমও ছিল।

যাঁহারা ঈশ্বরে সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া ভগবৎসান্নিধ্যে [illegible] জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা [illegible] বিদ্বেষীদিগের অপরাধ এবং [illegible] কৈশোরাবধি [illegible] যাঁহারা সর্বদর্শী, [illegible] মহৎ। [illegible] মহত্তর [illegible]। তিনি [illegible] দান করেন, [illegible] আর তিনি [illegible] আকিঞ্চন [illegible] স্বরূপলক্ষণ। [illegible] বলিয়াই তিনি মহৎ। [illegible] ব্যক্তিই মহৎ। ভগবদুন্মুখ তাঁহার [illegible] আছে। তাই সাধুসঙ্গ [illegible] ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়। ভগবৎসাক্ষাৎকারই জীবের প্রয়োজন। [illegible] একটা কথা, এই সাক্ষাৎকারে ভগবানের [illegible] যতই অনুভূত হয়, ততই তাহা উৎকর্ষ লাভ করে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"[illegible] দ্বারা [illegible] (খাড় গুড়) [illegible] মাধুর্যের অভাবহেতু উক্ত খণ্ডরূপ যেরূপ [illegible] রূপেই গণ্য হয়, সেইরূপ [illegible] বিষয়ীভূত শ্রীভগবানের [illegible] ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকার রূপেই পরিগণিত হয়।"

মহাভাগবতগণ চেতন ও অচেতন সর্বভূতে নিজাভীষ্টদেব শ্রীভগবানের আবির্ভাব অনুভব করেন। ভগবান্ তাঁহার প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপদ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর বাস করেন। [illegible] মধ্যম ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম করেন অর্থাৎ পরমেশ্বরে অনুরক্ত হন। তিনি অধীন অর্থাৎ ভক্তগণের প্রতি বন্ধু, বালিশ অর্থাৎ ভগবৎসেবার প্রতি উদাসীনে কৃপা এবং বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন। ভক্তগণের কৃপা ছাড়া মহত্ত্বের অন্য কোন উপায় নাই। তাই [illegible] বলিয়াছেন,—মহাভাগবতগণের পদরেণু দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস অথবা [illegible], অগ্নি ও সূর্যের উপাসনাদ্বারা ভগবদ্ভজন লাভ হয় না। পরমহংস বৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে না অর্থাৎ তাঁহারা মহৎ বা বৈষ্ণবের পদধূলি গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানে তাঁহাদের মতি হয় না, সুতরাং তাঁহাদের অনর্থ বা সংসারবাসনাও যায় না।

যিনি পরদুঃখদুঃখী, যিনি আমার ব্যথায় ব্যথী ও দুঃখে দুঃখী, আমার হরিবিমুখতা দেখিয়া অযাচিত ভাবে আমার দুঃখদূরীকরণের জন্য যিনি ব্যস্ত, আমি কষ্ট পাই, ইহা যিনি চান না, সেই আমার নিত্য নিত্যপ্রভুই মহৎ। আমি হরিবিমুখ থাকিয়া এত বড় দয়াল প্রভুর প্রাণে কি চিরকাল ব্যথাই দিব? নিজ ক্ষণিক সুখের জন্য আমি সেই প্রভুর প্রাণে কষ্ট দিতেছি। সুতরাং আমি কিরূপ 'নষ্ট'! আমার নিস্তার কি হইবে না? আমার পাষাণ [illegible] না? আমার জন্য তাঁহার [illegible] হয়, কিন্তু [illegible] জন্য ত' আমার কষ্ট হয় না। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি আমাকে যত 'আপনার' মনে করেন, যত 'আপনার' ভাবেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে 'আপনার' ভাবি না কেন? [illegible] যে তাঁহাতে প্রীতি বা [illegible] না। সে জন্যই আজ এই অবস্থা। জানি না, কবে নিষ্কপটে মহতের পদধূলি [illegible] এবং স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া—নিজের মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত চিন্তা ছাড়িয়া তাঁহার সুখের জন্য ব্যস্ত হইব। আমি ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছি বলিয়া তাঁহার কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা কি আমি একবারও চিন্তা করিব না? [illegible] কি প্রভু বলিবেন না? [illegible] হইবে না? সেবা-[illegible] অগণিত সেবক-মহদ্গণের সেবা, মহতের সুখবিধানমুখে সেবা ভগবানের সেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠা কি আমার জাগিবে না?

যে সেব্যের নিকট কিছু চায়, সে সেবক নহে, আর যে প্রভু প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষায় সেবককে কামনায় দান করেন, তিনিও প্রভু নহেন। যেখানে সেবার দ্বারা সেব্যের সুখবিধান ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে সেবক যতই পরিচর্য্যা বা মনোহভীষ্টপালনের অভিনয় করুক না কেন, তাহা কখনই সেবা নহে এবং সেই সেবাভিনয়কারীও সেবক নহে। অবশ্য সেবোন্মুখ বা সেবাভিলাষীও সেবা পায়। ভক্তের ভক্তই ভগবানের সেবা পাইয়া থাকেন, অপরের ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি-বিষয়ে সংশয় আছে।

মহৎসেবার প্রথমেই মহতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়। "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে,"—মহতের প্রতি এইরূপ সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসই প্রকৃত শ্রদ্ধা বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হইতেই ক্রমশঃ সেবায় নিষ্ঠা ও রুচি জন্মে। মূলে শ্রদ্ধার অভাব যেখানে, সেখানে নিষ্ঠা বা রুচির অভিনয় অসতী স্ত্রীর স্বামি-সেবায় অত্যাগ্রহের ন্যায় ভণ্ডামি মাত্র। সেব্য ও সেবক—উভয়েই এক ভূমিকায় অবস্থিত না হইলে কখনই সেবা করিতে পারে না। সেবক নিত্যকালই সেবক থাকেন। এক ভূমিকায় থাকিলেও আশ্রয়বৈশিষ্ট্যের কখনও ধ্বংস হয় না। মুক্তগণ সর্বদা তাঁহাদের অগ্রণীর অনুসরণ করেন। শ্রদ্ধাই সেবোন্মুখ চিত্তের নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা যত দৃঢ় হইতে থাকে, হৃদয়ও ততই সেব্যের সহিত সমচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট হয়। একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে না পারিলে পরস্পর পরস্পরের সুখবিধান করিতে পারে না। শুদ্ধসেবক সেব্যের আচার, বিচার, ব্যবহার, গমন ও চিন্তাধারা সকলই জানেন। শ্রদ্ধা না থাকিলে সেবক হওয়া যায় না। শ্রদ্ধার অভাবে মহতের সেবার পরিবর্তে অন্যথা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। মহতের অনুগত না হইলে মহতের সেবা হইবে না। মহতের অনুগমনই মহতের সেবা। মহতের অনুশীলনই মহতের অনুগমন। অনুক্ষণ সেবাই অনুশীলন। অনুশীলন ব্যাপারটি নিবৃত্তিপর নহে, তাহা পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হওয়া। আচার, প্রচার ও বিচারের মধ্যে মহতের শিক্ষা পাওয়া যায়। অনেক সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ মহতের আচার ও প্রচার আমাদের বোধগম্য হয় না, তখন বিচারই আমাদিগকে সেই সময় রক্ষা করিয়া থাকে। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

মহতের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই প্রভুকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাওয়া যায়। শরণাগতই প্রভুর আচার ও বিচার গ্রহণ করিতে পারে। মহাজন শাস্ত্র যে সকল বিচার করিয়াছেন, তাহাতে নিষ্ঠা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। সাধুর সঙ্গ, শ্রুতি ও বিচার ছাড়িলে জীবের হরিবিমুখতা অবশ্যম্ভাবী। যিনি অকপটে দৃঢ়ভাবে মহতের বিচারধারার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই মহতের মনোহভীষ্টে ব্রতী হইয়াছেন। যে ধারা পূর্ব পূর্ব মহদ্গণের মধ্য দিয়া শ্রৌত-পরম্পরায় এখানে আসিয়াছে, নিজের সংশয়, আধ্যক্ষিকতা দ্বারা সেই গতিকে রুদ্ধ করিবার ধৃষ্টতা করিতে হইবে না, পরন্তু মহতের বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্ব পরমঙ্গলের জন্য সেই বিচার বিশ্বে প্রচার করিতে হইবে। মহতের আশ্রয় না লইয়া কৃষ্ণভজন করিতে গেলে বিনাশই লাভ হইবে। যদি সুদৃঢ় আশ্রয় থাকে, তাহা হইলে কোন অসুবিধা হইবে না। সুতরাং মহতের সঙ্গ ও মহতের সেবাই আমাদের কাম্য হউক। মহতের সঙ্গ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমাদের একটা আশা হউক, তাহা হইলেই আমাদের উপর মহতের দৃষ্টি পড়িবে।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীর দিগ্‌দর্শন

(প্রাপ্ত)

কৃষ্ণ অকুণ্ঠমেধস্। কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞানের অগোচর। কৃষ্ণ অখিল লোকপতি। কৃষ্ণ অখিলকারক-শক্তিধর। কৃষ্ণ অখিল শক্তির অববোধক। কৃষ্ণ অচিন্ত্যপ্রভাব। কৃষ্ণ অজ। কৃষ্ণ অনন্তদর্শী। কৃষ্ণ অনন্তভক্তের বিজিত। কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী। কৃষ্ণ অন্যের তেজোহরণকারী। কৃষ্ণ অহঙ্কারশূন্য জীবের মোক্ষপ্রদ। কৃষ্ণ অহঙ্কারী জীবের সংসার-বিধায়ক। কৃষ্ণ আদিদেব। কৃষ্ণ আদিপুরুষ। কৃষ্ণ আনন্দসংপ্লব। কৃষ্ণ আপ্তকাম। কৃষ্ণ আত্মানন্দী। কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের বিরোধী। কৃষ্ণ উত্তমঃশ্লোক। কৃষ্ণ উদ্ধর্ম্মশার্ঙ্গরহর (অর্থাৎ পাদগুর্ম্মরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য-বিনাশকারী)। কৃষ্ণ উপচর্য্যা-পাচর্য্যাহীন। কৃষ্ণ উপাদান ও নিমিত্তকারণ। কৃষ্ণ একমাত্র সত্য। কৃষ্ণ কর্ম্মফলদাতা। কৃষ্ণ কর্ম্মফলবাধ্য নহেন। কৃষ্ণ কার্য্যকারণ-দ্রষ্টা। কৃষ্ণ কালপুরুষ। কৃষ্ণ কালস্বরূপ। কৃষ্ণ কালেরও কাল। কৃষ্ণ কাষ্ঠমধ্যগত অনলবৎ প্রাণিমাত্রের অন্তরে বর্ত্তমান। কৃষ্ণ [illegible]। কৃষ্ণ ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশুদ্বিবুধিকারী (অর্থাৎ ভূমি, দেব, দ্বিজ ও পশুগণরূপী সম্প্রদ বুদ্ধিকারী)। কৃষ্ণ ক্ষিতিরাজসঙ্গরক্। কৃষ্ণ গর্ব্বিতের গর্ব্বনাশকারী। কৃষ্ণ জগজ্জন্মাদির মূলকারণ। কৃষ্ণ জগৎকারণ। কৃষ্ণ জগৎস্রষ্টা। কৃষ্ণ জগতের মঙ্গলার্থ ভৌতিক দেহিবৎ প্রতীত। কৃষ্ণ জগদ্গুরু। কৃষ্ণ জন্মমরণভীত জীবগণের আশ্রয়। কৃষ্ণ জন্মরহিত। কৃষ্ণ জীবগণের অন্তর্য্যামী, কারণ ও নিয়ন্তৃরূপে সমভাবে অবস্থিত। কৃষ্ণ দীন দানবত ব্যক্তির ক্লেশনাশন। কৃষ্ণ দুর্নীত ও স্বপ্রকাশ। কৃষ্ণ দানযোগ্য। কৃষ্ণ দুর্জ্জনশাস্তা। কৃষ্ণ দেবদেব। কৃষ্ণ দেবেন্দ্র-গণের দুর্জ্জ্ঞেয়। কৃষ্ণ দেহগেহাদিতে উদাসীন। কৃষ্ণ দেবদেবেশ। কৃষ্ণ ধর্ম্মবক্তা। কৃষ্ণ নন্দের নিত্যপুত্র। কৃষ্ণ নরগণের দুর্দ্দর্শ। কৃষ্ণ নরলোক-বিড়ম্বন। কৃষ্ণ নরলোচনপান পাত্র। কৃষ্ণ নিখিল-অন্তর্য্যামী। কৃষ্ণ নিখিল জগৎ-পূজ্য। কৃষ্ণ নিখিল জগদাধার। কৃষ্ণ নিখিল জ্যোতির প্রকাশক। কৃষ্ণ নিজস্মরণকারীকে আত্মপ্রদানে অকুণ্ঠিত। কৃষ্ণ নিমিত্তকারণ। কৃষ্ণ নির্গুণ হইয়াও সৃষ্ট্যাদ্যর্থে অচিন্ত্যশক্তিক্রমে গুণস্বীকারী। কৃষ্ণ নির্ব্বিকার। কৃষ্ণ নিলেপত্ব-হেতু বৈষম্যের অনাস্পদ। কৃষ্ণ নিষ্কিঞ্চনগণকে আত্মপ্রদানকারী। কৃষ্ণ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়। কৃষ্ণ নিষ্ক্রিয়। কৃষ্ণ নৃলিঙ্গ গূঢ় পুরাণপুরুষ। কৃষ্ণ পঙ্কজবৎ আবহৃদয়ে বর্ত্তমান। কৃষ্ণ পরম মায়াবী। কৃষ্ণ পরমেশ্বর ও সর্বান্তর্য্যামী। কৃষ্ণ পুণ্যশ্লোকশিখামণি। কৃষ্ণ পুরাণপুরুষ ও সনাতন। কৃষ্ণ পূজনীয়শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র 'সাধুসঙ্গে' সর্বসিদ্ধি হয়॥

প্রণতজন-দুঃখহর। কৃষ্ণ প্রণতজনের পাপনাশক। কৃষ্ণ প্রণতার্ত্তিহর। কৃষ্ণ প্রলয়ান্তে অবশিষ্ট। কৃষ্ণ প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত। কৃষ্ণ প্রাণীদিগের আত্মা ও বন্ধু। কৃষ্ণ বিজাতীয়ভেদশূন্য। কৃষ্ণ বিলক্ষণাত্মা। কৃষ্ণ বিশ্বকর্ত্তা। কৃষ্ণ বিশ্ব-পালক। কৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়ী। কৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব। কৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যাগ্রণী। কৃষ্ণ ব্রহ্মার জনক। কৃষ্ণ ব্রহ্মার পূজ্য। কৃষ্ণ ভক্তপ্রিয়। কৃষ্ণ ভক্তেচ্ছানুরূপ রূপধারী। কৃষ্ণ মথুরায় নিত্য বিদ্যমান। কৃষ্ণ মমতাবুদ্ধিশূন্য ও সর্ব্বত্র সমদর্শী। কৃষ্ণ মায়াতীত। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রেমবশীভূত। কৃষ্ণ লোকলোচন-সমক্ষে মায়া-যবনিকাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ লৌকিক পন্থানুবর্ত্তী নহেন। কৃষ্ণ শরণাগতের সংসারভয়নাশক। কৃষ্ণ শাস্ত্রযোনি। কৃষ্ণ শ্রীগুরুর স্বরূপ। কৃষ্ণ স্ত্রী-পুত্রাদি-কামনা-রহিত। কৃষ্ণ সংসার ও অপবর্গদাতা। কৃষ্ণ সকল বস্তুর কারণ। কৃষ্ণ সজ্জন-সুহৃৎ। কৃষ্ণ সজাতীয়-ভেদশূন্য। কৃষ্ণ সৎ। কৃষ্ণ সত্যকাম। কৃষ্ণ সত্যবস্তু। কৃষ্ণ সত্যবাক্। কৃষ্ণ সত্যসঙ্কল্প। কৃষ্ণ সমদর্শী। কৃষ্ণ সর্ব্বকারণকারণ। কৃষ্ণ সর্ব্বজনক। কৃষ্ণ সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ। কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ। কৃষ্ণ সর্ব্বদর্শী। কৃষ্ণ সর্ব্ব-দেবময়। কৃষ্ণ সর্ব্বদ্রষ্টা। কৃষ্ণ সর্ব্বপ্রভু। কৃষ্ণ সর্ব্বশ্বর আশ্রয়। কৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক ও নিত্য। কৃষ্ণ ভূতগণের আত্মা। কৃষ্ণ সর্ব্বভূত-মনোহভিজ্ঞ। কৃষ্ণ সর্ব্বভূতাত্ম-স্বরূপ। কৃষ্ণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কৃষ্ণ সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী। কৃষ্ণ সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ। কৃষ্ণ সর্ব্বমঙ্গল-পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্। কৃষ্ণ সর্ব্বসম্পদাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর অধীশ্বর। কৃষ্ণ সর্ব্বান্তর্য্যামী। কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। কৃষ্ণ সাক্ষী ও স্বদৃক্। কৃষ্ণ সাধুগণের শরণ্য। কৃষ্ণ সুহৃদারাধ্য। কৃষ্ণ সুহৃদ্। কৃষ্ণ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা। কৃষ্ণ স্বজাতীয় ভেদরহিত। কৃষ্ণ স্বপরভেদরহিত। কৃষ্ণ স্বরচিত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট। কৃষ্ণ স্বসুখানুভবতৃপ্ত। কৃষ্ণ স্বসেবকগণের সংসারবিনাশী। কৃষ্ণ স্বেচ্ছাবপুধারী। কৃষ্ণ ঈশ। কৃষ্ণ নিয়ন্তা। কৃষ্ণ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। কৃষ্ণ প্রভু। কৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় চৈতন্য বস্তু। কৃষ্ণ অনন্ত বৈভবযুক্ত। কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। কৃষ্ণ ইচ্ছা ও শক্তিসম্পন্ন পূর্ণ চৈতন্য ইচ্ছাময় পুরুষ। কৃষ্ণ সর্ব্বদা সত্য-সঙ্কল্প। কৃষ্ণ বিভুচৈতন্য। কৃষ্ণ সর্ব্ব-গুণাকর। কৃষ্ণ পরমেশ্বর। কৃষ্ণ বাঞ্ছা-কল্পতরু। কৃষ্ণ নাম নামী। কৃষ্ণ শব্দরূপে জীবে কৃপাশীল। কৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্য। কৃষ্ণ দীনদয়াময়।

—

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::[*]::——

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরতত্ত্বের (Absoluteএর) নিকট হইতে আমরা সকলেই কৃপাপ্রার্থনা করি। পরতত্ত্ব অনন্তব্যক্তিত্ব এবং অব্যক্তিত্ব-রূপবিশিষ্ট। এই উভয়বিধরূপবিশিষ্ট পরতত্ত্ব আমাদের উপাস্য। আমরা নিত্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন সত্তা। অতএব আমাদের নিত্য ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পরতত্ত্বের উপাসনারই প্রয়োজন আছে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধই স্বাভাবিক এবং সম্যক্ প্রয়োজনপ্রদ। পরতত্ত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রয়োজনীয় হইলে আমাদের সমুদয় কার্য্য পরতত্ত্বের উদ্দেশ্যে রত হওয়াই সঙ্গত।

তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা পরতত্ত্বের স্বরূপনিরূপণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পরতত্ত্বের সন্ধান ইহজগতে পাওয়া যায় না। যে সত্তা পরতত্ত্বের একান্ত উপাসনার বৃত্তি প্রদর্শন করে, তাঁহার নিকটই পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

উপাসকের পঞ্চবিধ অবস্থান। পঞ্চবিধ অবস্থানের মধ্যে যেখানে নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা থাকে, তাহাও কিছু প্রতিকূলভাবময় নহে, তাহাও অনুকূলভাবযুক্ত।

যদি আমরা অন্যান্য যাবতীয় বস্তুসত্তার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যশূন্য, উদাসীন বা নিরপেক্ষ হই, তখন আমাদের পরতত্ত্বের সেবার যোগ্যতা উদিত হয়।

আমাদের বর্ত্তমান নশ্বর ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা পর-তত্ত্বের নিকট পৌছান যায় না। তাহা হইলে উপায় কি? আমরা অকপট সেবোন্মুখ হইলে পরতত্ত্ব স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বহির্ম্মুখভাব ঘুচাইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে সেবা করিবার মত যোগ্যতার উদ্ঘাটন করিয়া দেন।

যদি আমরা পরতত্ত্বে সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে অন্য বস্তুর সেবা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। সমুদয় সত্তার সেবাসমর্থনকারী সাহিত্য (altruistic literature) অপ্রয়োজনীয়—অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি-রহিত। আমাদের পূর্ব্বপশ্চাৎ (antecedents and consequents) বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভূতভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের নাই। প্রপঞ্চগত অত্যন্ত স্থূল প্রত্যক্ষ ঘটনাই আমাদের বর্ত্তমান যোগ্যতায় একমাত্র দৃষ্টিসম্মুখে উপস্থিত হয়। এজন্যই স্থূল-সমাধিগ্রস্ত মনীষিগণ বিচার করিয়াছেন যে, জাগতিক সম্বন্ধ অঙ্গীকারপূর্ব্বক আমাদের মরণশীল মর্ত্ত্যজীবের সেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রপঞ্চাতীত ঘটনাসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিতে পারিলে আমরা বাঁচিতে পারি না। আমাদিগকে এই জগৎ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আত্মা প্রপঞ্চাতীত দেহাদি নহে। দয়ার আদর্শ জাগতিক সত্তায় সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন করে। ইহাই জগতের তথাকথিত পরোপকারের মূলের কথা। জগতে পাপপুণ্য-আচরণ অপরিহার্য্য। আমরা জগতে বাধ্য হইয়া পাপপুণ্যাচরণে প্রবৃত্ত হই। তদ্দ্বারা আমাদের কোনও মঙ্গল হয় না। স্বয়ং স্বেচ্ছায় গাধার টুপি মাথায় দিয়া দর্পণে নিজের প্রতিফলিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে দর্পণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা মূর্খতা মাত্র। দর্পণের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র আমাদের সম্বল। পাপপুণ্যাদি ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুশীলনে আবদ্ধ থাকা গর্হিত কার্য্য। প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বের পাদমূলেই সর্ব্বমঙ্গলের উৎস।

পাপপ্রবণ জীবন নিয়মিত করিয়া উহার ফলস্বরূপ পুণ্যবান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত বিষয়। উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম পালন করিবার পরও দেখি, আরও কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে, তাহা পরতত্ত্বের ঐকান্তিকী সেবা।

আত্মার কোনরূপ মলিনতার প্রয়োজন নাই। দৈহিক তাৎকালিক প্রয়োজন-সমূহই আবর্জ্জনা। মন পুণ্যের অনুশীলন দ্বারা সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ নিয়মিত মনে হইলেও উহা স্বভাবতঃই বড় বিশ্বাসঘাতক, উহার উপর নির্ভর করা যায় না।

বালকের ন্যায় চাপল্যপ্রিয় না হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যাবতীয় কৃত্য পরতত্ত্বের প্রীতিপ্রযুক্ত হইলেই কর্ত্তব্য। আত্মদ্বারা পরতত্ত্বের সেবা সম্ভব। সেবা-লাভের উপায়—শরণাগতি। আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইব না, তাঁহার (ভগবানের) উপর নির্ভর করিব। অন্য কার্য্য না করিবার জন্য অর্থাৎ ইতরকার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক করিব না।

আত্মার উন্নত আকাঙ্ক্ষা শাস্ত্রবিধি-পালন মাত্র নহে কিংবা বৈদান্তিকক্রমের ন্যায় নির্ভেদ জ্ঞানানুশীলনমাত্রও নহে। আত্মার একমাত্র সম্বন্ধ—একমাত্র নিত্য আকাঙ্ক্ষা পরতত্ত্বের নিত্যসেবা। পরতত্ত্ব সেবাবিহীন হইলে জাগতিক পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাগতিক ব্যাপারে তুলনামূলক বিচারদ্বারা এই সমুদায় লোকহিতকর কার্য্য প্রথমদৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরতত্ত্বের সেবা আচরণীয়। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'— এই চরম গানেও অপর অনর্থময় অধিকারের পতুলখেলা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাস্তব-সত্য অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার উপদেশই আছে।

ভগবদ্‌ভক্তির কথা ছাড়িয়া যাঁহারা অনিত্য-দেশ-কাল-পাত্রের আন্দোলনে ব্যস্ত, তাঁহারা উই আর ইঁদুরের মত নিজের শরীর নিজেই কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে কৃষ্ণ সর্ব্বরসাশ্রয়, সর্ব্বরস দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে হইবে। তাঁহার সেবাবিমুখ হইয়া ইতরানুশীলনে দিনপাত করা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয়। অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণের ভজনেই অখিল রস fixed হইবে।

সেবার কথাটী জান্‌তে হ'বে মনোযোগ দিয়ে। নিজের সন্তুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশ্ন করবো—মনো-যোগের সহিত উত্তর শুনে সেবায় লাগিয়ে দেবো। তর্কের পথ ও শুনার পথ বিভিন্ন। শুনার পথে শব্দ ব'লে একটী জিনিষ আছে— যা' দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান প্রদান করে। আমরা চতুর্থমানের (Dimension)— তুরীয়ের সংবাদ জানি না। সেটা এসে উপস্থিত হ'চ্ছে। তৃতীয়মানের পর বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গম্য। বেশী মানব কথা—পঞ্চমমানের কথা— '[illegible]'— যমুনার ধারের পঞ্চমমানের কথা তৃতীয়মানের ভিতর থাকাকালে—দ্রষ্টা আমাদের থাকা-কালে শুনতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় মানে চারটে তুরীয়াংশ সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাওয়া যায়। একটা তুরীয়াংশ থেকে এখন সংবাদ পাচ্ছি। চারটে দেখলে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায়। এক স্থান বিন্দুতে এই জগৎ তিনটে বিষয়ে—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনে আবদ্ধ র'য়েছে। গোলোক বস্তুর—সমস্ত বস্তুটীর পূর্ণতা দর্শন হ'চ্ছে না।

অর্দ্ধাংশ আমাদের দর্শনীয় হয়। ১৮০ ডিগ্রি বেশী আমাদের চোখের দ্বারা। আর অপরার্দ্ধ দেখতে পাই না। কেবল নীচে থেকেই দেখবো বিচারটা ছেড়ে দিয়ে যদি অধিকতর নিরপেক্ষ দর্শক হ'তে পারি, তা' হ'লে দেখতে পাব যে, [illegible] কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখানে যে রকম সম্বন্ধ পাই, তা'তে নির্বিশেষ অবস্থা চরম লক্ষ্য হয়। পঞ্চমমানের পূর্ণতা লাভ করতে হ'লে কৃষ্ণতত্ত্ব—পঞ্চতত্ত্ব বিচার প্রবল হয়। 'বন্দে [illegible]।' কৃষ্ণগোবিন্দসম্বন্ধ [illegible] নাই— [illegible] দর্শন নাই। [illegible] আকৃতি প্রকাশ [illegible]। কৃষ্ণ-গোবিন্দসম্বন্ধে [illegible] যায় না, [illegible] দিয়েছেন। [illegible] কথা [illegible] এসেছে। [illegible] যাঁ'রা ভাগ্যবান্, তাঁ'রা ধ'রে নিতে পারেন।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়া[illegible]পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
ভাউরা ([illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

[illegible] চৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীব্রজশরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিক্ষুক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিক্ষুক)
পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাণ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible]কল্যাণ ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্ল্যাডষ্টোন রোড, উড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৷১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পঞ্চমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারেই প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। কাপড় বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-২৬	৬-২১	৭ ১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	.. ..	....	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	......	.. .	৯-৩১	.	....	...	... .	.....
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৩	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.. .	......	......	.....	১৫-৫৬	১৭-৪২	......	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনগণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগানুবর্ত্তিসিদ্ধান্তস্থাপনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৮০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১।১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস
কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

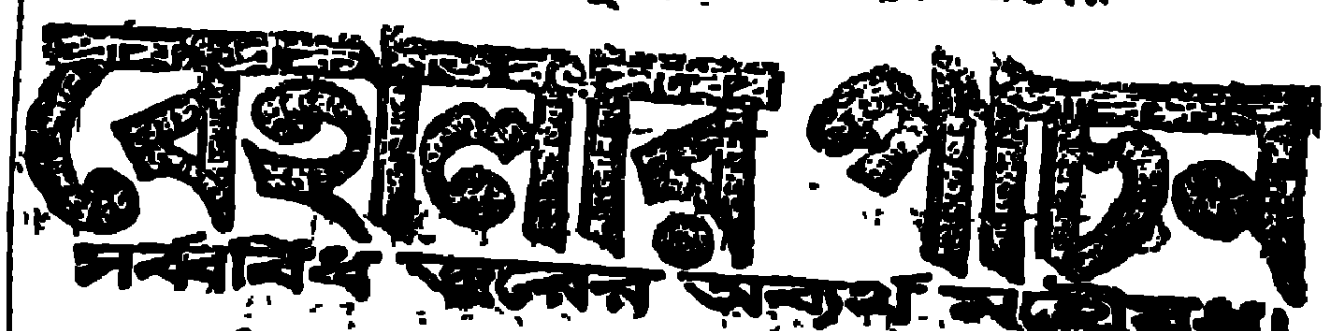

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—:o:—
শ্রীল মহাজনগণ ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথামৃত, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতিসুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:o:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ : ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮; ৪ঠা জুন, ১৯৪১, বুধবার [৭৫তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——::[o]::——

মার্কিণ-নৌবিভাগে নূতন জাহাজ

"আমেরিকান" জাহাজখানি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম যাত্রি-জাহাজ। সামুদ্রিক কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ জাহাজখানি নৌ-বিভাগকে প্রদানের জন্য গ্রহণ করিতেছেন। "আমেরিকান" গত জুলাই মাস হইতে কাজ করিতেছে। কতকগুলি বাণিজ্য-জাহাজকে নৌবিভাগের সাহায্যকারী জাহাজরূপে গ্রহণ করা হইতেছে।

———

"সুযোগ-সন্ধানী" ট্যাঙ্ক

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকা লিখিয়াছে :—

বর্ত্তমানে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে যে ধরণের সাঁজোয়া গাড়ী সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা পূর্ব্ব সাঁজোয়া গাড়ীগুলি অপেক্ষা আরও অনেক উন্নত। হাল্‌কা মাঝারি ওজনের ট্যাঙ্কের বদলে বর্ত্তমানে বিশেষ করিয়া গুরুভার ট্যাঙ্কই নির্ম্মিত হইতেছে। মাঝারি ওজনের ট্যাঙ্ক এখন আর নাই এবং হালকা ট্যাঙ্কও আর নূতন তৈয়ার করা হইতেছে না।

"সুযোগ-সন্ধানী" (অপর্চুনিটি) ট্যাঙ্ক-নামক একপ্রকার নূতন ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইতেছে। এগুলি গ্রে হাউণ্ড কুকুরের মত দ্রুতগতিবিশিষ্ট। পদাতিকদের সাহায্যে ব্যবহৃত "আই" শ্রেণীর ট্যাঙ্কেরও বিশেষ উন্নতিসাধন করা হইয়াছে।

———

কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি

বাঙলায় কুইনাইনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ গভর্ণমেণ্ট সিঙ্কোনার উৎপাদন বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং-জেলার বনঅঞ্চলে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তথায় সিঙ্কোনার চাষাবাদ করার প্রস্তাব হইয়াছে। কৃষির প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতিসম্পর্কে গবেষণা করিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করা হইবে।

সিঙ্কোনা বড় হইতে কয়েক বৎসর সময় লাগে, এজন্য শীঘ্র কোন সুফল দেখা যাইবে না। এই অপরিহার্য্য বিলম্বের অসুবিধা যতটা সম্ভব হ্রাসের জন্য বিশেষ অবস্থায় সিঙ্কোনা উৎপাদনের জন্য যাহা করা প্রয়োজন, তাহা করা হইবে। উৎপন্ন ফসল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মংপুর কারখানাও সম্প্রসারিত হইবে। নূতন পরিকল্পনানুসারে বার্ষিক ১০০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইবে। বর্ত্তমানে বার্ষিক ৫০,০০০ পাউণ্ড মাত্র উৎপন্ন হয়। কুইনাইনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিবে। উপরোক্ত পরিমাণ কুইনাইন ব্যতীত নূতন পরিকল্পনা-অনুযায়ী ৫০,০০০ পাউণ্ড সিঙ্কোনা অ্যালকলি পাওয়া যাইবে।

———

শিখ কর্ম্মীদিগকে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

সর্দ্দার বসন্ত সিং কুক্কার সভাপতিত্বে জিলা আকালীদলের প্রতিনিধিদিগের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, প্রতি সহর ও গ্রামে কর্ম্মচারীদিগকে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য 'ঘাটকা' শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

———

'পাতিয়া' জাহাজ ডুবি

গত ২৯শে মে প্রাতে নৌবহরের সহায়কারী জাহাজ 'পাতিয়া' বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয়। জার্ম্মাণ বিমান হইতে বোমা ও মেশিনগানসাহায্যে 'পাতিয়া'র উপর আক্রমণ চালান হইয়াছিল। জাহাজ হইতে কামান দাগিয়া জার্ম্মাণ বিমানখানিকে ফেলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু 'পাতিয়া' নিজেও যখম হইয়া ডুবিয়া যায়। পাতিয়া' জাহাজ হইতে যাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছে, তাহারা বলিয়াছে যে, লেফ্‌টেনাণ্ট ওয়েন অসম সাহসের পরিচয় না দিলে আরও বহু লোককে প্রাণ হারাইতে হইত। মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত জানিয়াও তিনি জাহাজখানিকে বাঁচান যায় কিনা দেখিবার জন্য জাহাজের গভীর তলদেশে চলিয়া যান, কিন্তু আর উঠিয়া আসেন নাই। তিনি ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই অনেকে জীবনরক্ষার সুযোগ পান।

———

লাহোরে আলোকনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত

লাহোর, অমৃতসর, গুজরাণওয়ালা, ওয়াজিরাবাদ, কাসুর, গুরুদাসপুর, ভ্যালহৌসী, পাঠানকোট, বাটালা ও সেখপুরা সহরে ৪ঠা জুন সূর্য্যোদয় হইতে ৬ই জুন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ব্যাপী আলোক-নির্ব্বাপণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

পুলিশ ও বিমান আক্রমণ সতর্কতা-সম্পর্কিত কর্ম্মচারীদিগের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য বিভাগীয় কমিশনার জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

———

বিলাতী ডাক খোয়া যাওয়ার সংবাদ

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল গুহের সহিত জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের ১৫ই নবেম্বর ও ২রা ডিসেম্বর মধ্যে সমুদ্রপথে ভারত হইতে প্রেরিত পার্শ্বেল ও চিঠিপত্র শত্রুপক্ষের কার্য্যের দরুণ খোয়া গিয়াছে।

———

লণ্ডনস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত

লণ্ডনস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ উইনাণ্ট প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রাষ্ট্রসচিব ও অন্যান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এক পক্ষকালের মধ্যে [illegible] ফিরিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

———

মার্কিণের বিমানশক্তি বৃদ্ধি

মার্কিণ সৈন্য ও নৌবাহিনীর জন্য নূতন বিমানবহর নির্ম্মাণকল্পে কোটি ৯০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন।

———

চাঁদপুরে প্রবল ঝড়

গত ২৮শে মে সন্ধ্যা হইতে চাঁদপুর পার ১৮ ঘণ্টা প্রবল ঝড় হয়। ফলে বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে এবং বহু ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে। গবাদি পশুও মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত '[illegible]' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ঠাকুরের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবসম্পন্ন নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲ সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲ ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] আলবার ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ॥০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্স্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মর্ফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৭৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸
৮৫। সাধনপথ
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৭। গীতাবলী ৵১০
শরণাগতি /
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অম্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৫ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২১শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৪ঠা জুন, ইং ১৯৪১, বুধবার { ৭১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ ত্রিবিক্রম, বুধ অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

ব্রহ্মলোক ও সাযুজ্য

—::•::—

ব্রহ্মলোকের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই এই জড়জগতের কথা আসে। এই জড়জগৎ বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেবীধাম। ইহাতে ভূর-সত্যলোকাদি চৌদ্দটী লোক আছে। কর্ম্মিগণ এই চতুর্দ্দশ লোকেই গতাগতি করে। এই চতুর্দ্দশ স্তরের উর্দ্ধভাগস্থিত মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চারিটী স্তর সূক্ষ্ম এবং নিম্নস্থিত স্তরগুলি স্থূল। ঐ চারিটী উর্দ্ধলোক স্বর্গধাম-সোপান যাহারা অকর্ম্মী, সুকর্ম্মী, তাহারা তপ-সত্যাদি নিত্যলোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা গৃহস্থ—ত্যক্তগৃহ নহেন, তাঁহাদের ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোক পর্য্যন্ত গতি। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চারিটী লোক ত্যক্তগৃহদের প্রাপ্যস্থান। অন্য দশটী লোক কুভোগী বা কুকর্ম্মী এবং সুভোগী বা সুকর্ম্মীর প্রাপ্য।

দেবীধামের উপরে শিবধাম। সেই ধাম মহাকাল-ধাম নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা-আলোকময় সদাশিব-লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোক। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

> গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
> দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
> তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্ব্বোপরি গোলোকনামা নিজধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাব-সকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"হরধাম বা ব্রহ্মধাম—Infinite এবং দেবীধাম finite. হরধাম দেবীধামের অন্তর্গত—এরূপ নহে। দেবীধামই হরধামের অন্তর্গত, কারণ finite infinite-এর মধ্যেই থাকে। দেবীধামের ঊর্দ্ধ চারিলোক হরধাম-সোপান অর্থাৎ দেবীধামের অন্তর্গত। চতুর্দ্দশ লোকাত্মক সমস্তটাই হরধাম বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী, কারণ Infinite-ই finite-এর আধার। ব্রহ্মলোক—নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্মলোক যাঁ'র বাস হ'লে, তাঁ'র অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্মলোকের মধ্যে লোকবাস নাই। There is no entity—there is no manifestation.

বিরজার সংলগ্ন (সংস্পর্শযুক্ত) জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক বা মহেশধাম। এই মহেশ, ব্রহ্ম বা মহাদেব ও বিরজা—পরস্পর নিত্য-সঙ্গি-সঙ্গিনীরূপে বিরাজমান। দেবীধামেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার। ব্রহ্মলোক বা মহেশধামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার নিরস্ত হইয়া অপরোক্ষ বা কেবল চিৎ (চিন্মাত্র) নির্ব্বিশেষজ্ঞানের বিচার। নির্ব্বিশেষজ্ঞানে যদিও চিৎসবিশেষের উদ্দেশ নাই, তথাপি তাহা জ্ঞান, সেখানে মায়া বা অজ্ঞানের কথা সাক্ষাৎ স্পষ্টভাবে নাই। চিন্ময়-সলিলরূপা বিরজা এবং চিন্ময় তেজঃ-স্বরূপ ব্রহ্মলোকের পর চিদ্বিলাস মরুৎ বা বায়ুর অবস্থান।"

ব্রহ্মলোক চিন্ময় ধাম। তাহা জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক। সেখানে কেবল চিন্মাত্র। পরব্রহ্মের তেজোময়ত্ব। ব্রহ্মলোক গুণ, অবয়ব প্রভৃতি বিরহিত। পরব্যোমের বাহিরে যে চিন্ময় ব্রহ্মলোক বিরাজিত। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বৈকুণ্ঠে যাইতে পারেন না, বৈকুণ্ঠের বাহিরেই তাঁহাদের স্থিতি। শাস্ত্র বলেন,—

> ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
> বৈকুণ্ঠবাহিরে হয় তা-সবার স্থিতি॥
> বৈকুণ্ঠবাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
> কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥
> সিদ্ধলোক নাম তা'র প্রকৃতির পার।
> চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার॥
> সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ।
> ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ॥
> তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
> নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
> নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
> সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়।
>
> (চৈঃ চঃ আদি ৫ম অঃ)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"বৈকুণ্ঠলোকে কৃষ্ণধাম ও পরব্যোম পূর্ণরূপে দৃষ্ট হয়। সেই পরব্যোমের বাহিরে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল হইয়াছে। তাহাকে সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক বলে। ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাহাই গতি। ঐ ধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত বিলাস অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতারহিত—জ্যোতির্ম্ময় মাত্র, কিন্তু মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের রথাদি সবিশেষ অর্থাৎ অনেক বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরের প্রকাশ ব্রহ্মধামের সদৃশ।"

[illegible] কি [illegible] পরমজ্যোতিতে [illegible]। এই জ্যোতিঃ মায়াকারণকারণ [illegible] অন্তর্যামী। নির্বিশেষবাদী [illegible] ব্রহ্ম। [illegible] ও [illegible] [illegible] কথা হইয়াছে। [illegible] এই অবাক্ত, অনির্দ্দেশ্য [illegible] শ্রীভগবানের শ্রীরূপ-ভজন হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ অনির্দ্দেশ্য [illegible] সাধনায় [illegible] বলাচিৎ [illegible] ব্রহ্মলোক স্বীয় সত্তাকে [illegible] করিয়া [illegible] প্রাপ্ত হন। [illegible] —যথা—

> [illegible]
> [illegible] হইতঃ॥
>
> (আগুপুরাণ)

[illegible] অর্থাৎ [illegible] চতুর্বর্গ [illegible] সিদ্ধলোক। [illegible] করেন, [illegible] করিয়াও [illegible] প্রাপ্ত হন না।"

[illegible]—

> "[illegible]
> [illegible] ৫।
> [illegible] কিম্বা [illegible]
> [illegible]॥
> [illegible] মাদৃশ [illegible]
> [illegible]
> [illegible]॥"

[illegible] সকল [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শাস্ত্র গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছে, সেই মোক্ষকে কিরূপে সাধ্য বলা যায়? ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধু ও অসুরের যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্যধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়ও সেইরূপ বৈপরীত্যভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধুবিদ্বেষ ও গো-বিপ্রহননই সাধন এবং মোক্ষই সাধ্য, ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। যাঁহারা সেই মোক্ষপ্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল স্ব-স্বরূপ অসাধুসাধন আশ্রয় করেন।"

মোক্ষাভিলাষী দেবদেবী উপাসকগণও পরোক্ষ কৃষ্ণকৃপায় কদাচিৎ পূর্ণকাম হইলে এই গতি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মায়াবাদী। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অনাদর প্রদর্শন এবং নির্ব্বিশেষভাবে পরমতত্ত্ব জ্ঞান করিয়া ইঁহারা মহা অপরাধী। তাই ইঁহাদের প্রায় সকলেই অতঃপর দুরপনেয় অপরাধ হইতে না হইতেই অধঃপতিত হন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে কমললোচন, যাহারা 'আমরা মুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি, সুতরাং আপনার দুরত্যয়া মায়াতে আবদ্ধ। তাহারা অতি দুঃখে মোক্ষপদ নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াও আপনার সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ শ্রীপাদপদ্মকে অনাদর করার ফলে স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩)

যাহারা জীবমাত্রের উদ্ভব হেতু আত্মলোকপতি শ্রীহরির সাক্ষাৎ ভজন করে না, পরন্তু মোহের বশে তাঁহাকে অবমাননা করিয়া থাকে, তাহারা কৃতঘ্ন ও ঘোর অপরাধী। এই অপরাধই তাহাদের উর্দ্ধগতির পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে অধঃপতিত করে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ
সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
(গীতা ১৬।১৮ ১৯)

হে অর্জ্জুন যাঁহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমার এই স্বস্বরূপ শ্রীবিগ্রহে এবং আমার অভিন্নতনু অপ্রাকৃত ভাগবতদেহে দোষ দর্শন ও দ্বেষভাব পোষণ করে, আমি সেইসকল দ্বেষপর কূটবুদ্ধি নরাধমগণকে অশুভসংসারে অসুরকুলে পুনঃ পুনঃ ক্ষেপণ করি। মোক্ষোন্মুখ বা বহির্ম্মুখ ব্যক্তি যে কোন পথে কেবল দুঃখভাগীই হয়।

অব্যক্ত অক্ষর-উপাসকগণ দুঃখভোগ করিতে করিতে অধঃপতিত হয় এবং কৃষ্ণদ্বেষী অসুরকুলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। কোন কারণে কচিৎ কেহ আকাঙ্ক্ষিত গতি লাভ করিলে এই সিদ্ধলোকে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন। তাহাতে দুঃখেরই অচিরস্থায়ী আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় মাত্র। তথাপি বিগতবাত সিন্ধুবক্ষে অতরঙ্গ প্রশান্তভাবের মত তাঁহাদের যে নির্ব্বাণ বা বিদেহমুক্তি, তাহাও কালবিলুপ্ত অর্থাৎ নিত্য নহে। সাগরে ঝড় নাই, তরঙ্গও নাই, কিন্তু ঝড় উঠিলে সেই প্রশান্ত সাগরবক্ষে যেমন আবার তরঙ্গাদির অভ্যুদয় হয়, তেমন অতি সূক্ষ্ম অবস্থিত ঐ মুক্তাত্মাসকল কল্পোচ্ছ্বাসে আবার স্থূলদেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে আগমন করেন। শুদ্ধভক্তগণ এই সাযুজ্যমুক্তিকে নরক হইতেও অতি ভীষণরূপে দর্শন করেন।

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-হতারিগতিদায়ক। তিনি ভক্তবেশমাত্র দেখিয়াই বালঘাতিনী পূতনাকে ধাত্রীর উচিত গতি লাভ করাইয়াছিলেন। এমন কি তিনি পূতনার বান্ধব বক-কংসাদিকেও গোপবালকোচিত মধুর ক্রীড়াদ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন। হতারিগতিদায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তিরূপ সালোক্য পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন, কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিজ অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা নিহত শত্রুমাত্রকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। জয় বিজয় হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি রূপে বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি পান নাই, কেবল উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণেরও মুক্তি হয় না। তবে যে কোথাও কোথাও অন্য ভগবৎস্বরূপকর্ত্তৃক ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ শুনা যায়, তাহার কারণ কেবল—ভগবদ্দ্বেষিকর্ত্তৃক বিদ্বেষসহকারে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তন। কিন্তু নিখিল ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদানের কথা কোন অবতারে শুনা যায় না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্য স্বভাববশতঃ তদ্দ্বেষী অসুরগণকেও মুক্তি দান করেন, অসুরগণের মুক্তিদানের অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। পূতনার ধাত্র্যোচিতা গতিপ্রাপ্তিই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই যে, তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও আপনার নিরতিশয় প্রভাবদ্বারা তিনি স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। এজন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎস্বরূপের কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণকারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণ রাজা বিষ্ণুবিদ্বেষী ছিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মত বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষণ-ধর্ম্ম না থাকায় কৃষ্ণদ্বেষিগণের আবেশের ন্যায় বেণ রাজার ভগবানে আবেশের অভাবহেতু মুক্তিলাভ হয় নাই। এইজন্য যে-কোন উপায়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশের কথাই শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিখিল ভগবৎস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে আশ্চর্য্যতমা অসীম শক্তি আছে,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের সিদ্ধান্ত।

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"হিরণ্যকশিপু ও রাবণের দেহ ধারণপূর্ব্বক অমরগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি লাভ করে নাই, সেই দৈত্য আবার শিশুপাল-দেহে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল?' -বিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিতেছেন,—শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে 'ইনিই বিষ্ণু' এই বুদ্ধি না করিয়া কোন 'পুণ্যরাশি-সমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ' বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু মরণকালে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধনহেতু রাবণদেহে ত্রৈলোক্যাধিকারিণী নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে তাঁহাকে ঈশ্বর অর্থাৎ সেব্য বিষয়বিগ্রহ বুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে লীন হয় নাই। সে রাবণদেহে কামপরায়ণহেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনমাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে শ্রীরামে বিষ্ণুবুদ্ধি না হওয়ায় তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্যবুদ্ধিই হইয়াছিল। পুনর্ব্বার সে শ্রীরামহস্তে পতনহেতু শিশুপাল দেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজবংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুজ্ঞানে বহু জন্ম পর্য্যন্ত বিদ্বেষফলে তাহার চিত্ত সেই বিদ্বেষে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায় নিন্দন-ভর্ৎসনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল বিদ্বেষপ্রভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি—কোন অবস্থাতেই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের একনিষ্ঠ চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অনুস্মরণ করিতে করিতে অন্তিমকালে সেই দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজ বিনাশনিমিত্ত আগত সুদর্শন-চক্রের কিরণচ্ছটায় সেই পরমব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎস্মরণ-প্রভাবে অঘরাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া ভগবৎসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে মৈত্রেয়, ইহাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। প্রতিকূল-অনুশীলনরূপে কৃষ্ণদ্বেষিগণ যখন বৈরানুবন্ধদ্বারাও সদ্গতি লাভ করিতে পারে, তখন অনুকূল-অনুশীলনরূপে শুদ্ধ ভক্তগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই দুই দৈত্য পূর্ব্বে ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয় ছিলেন, পরাশর এই কথা না বলিয়া তাহারা তিনবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল,—এইমাত্র বলিয়াছেন; অতএব এই ভগবৎপার্ষদদ্বয় যে সকল কল্পেই অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পরাশরের অভিপ্রায় নহে, তাহা না হইলে প্রতিকল্পেই ভগবৎপার্ষদের পতন হয়, এ কথা বড়ই অসঙ্গত। (অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাশক্তির ন্যায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাশক্তিও নিত্য বর্ত্তমান। ক্রীড়ামোদী মহারাজ যেরূপ প্রতিকূলবৃত্তিবিশিষ্ট ক্রীড়কগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আবার ক্রীড়কগণের অনুপস্থিতি হইলে বীর পারিষদ বা অনুচরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ামোদ করেন এবং সেই অনুচরগণও প্রতিকূলতার সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রভুর সন্তোষবিধান করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুও প্রতিকূলতাপন্ন অনাদিবহির্ম্মুখ জীব অথবা স্বীয় কোন পার্ষদকে প্রতিকূলতাযুক্ত করিয়া এবং তাহারও প্রতিকূলভাববিশিষ্ট হইয়া পরস্পরের যুদ্ধক্রীড়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন। এরূপ প্রতিকল্পে ভগবৎপার্ষদের পতন অসঙ্গত)।

ভগবান্ যে অলৌকিক নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু কোনও পুণ্যরাশিজাত প্রাণিমাত্র মনে হইয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নৃসিংহকে 'ইহা একটা তেজস্বী প্রাণী' এইরূপ ভাবনা থাকায় সে অন্তিমকালে তাঁহার রূপের ভাবনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কেবল নৃসিংহের হস্তে বিনাশ হেতু রাবণদেহে স্বর্গ ও ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয়ধারণার অভাবে এবং অত্যন্ত দ্বেষের অভাবে ভগবানে আবেশবুদ্ধি হয় না, বেণ রাজার ন্যায় ভগবানে এই আবেশবুদ্ধি ব্যতীত যে দ্বেষ, তাহা কেবল নরকের কারণ। অত্যন্ত আবেশ না হইলে নিন্দাদিজনিত অপরাধের বিনাশ হইতে পারে না।

অপরাধবশতঃ ভগবানের তত্ত্বস্বরূপ দর্শন না হওয়ায় পরব্রহ্ম শ্রীনৃসিংহদেব প্রকট থাকিতেও হিরণ্যকশিপু তাঁহাতে লীন

হইতে পারে নাই। রাবণ-দেহেও তাহার চব অত্যন্ত কামপরতন্ত্র হওয়ায় শ্রীরামে তাহার হিরণ্যকশিপুর ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি ছিল। এই কারণে সেই দৈত্য শিশুপালরূপে পুনরায় পূর্ব্বের স্থায় উত্তম ভোগ-সম্পদ্ লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবত্ব থাকায় সেই নাম যোগ-হেতু সে তৎকালে তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মদ্বয়ের মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত দ্বেষ-সহকারে সতত নিন্দা-তর্জ্জনাদি করিয়া সেইসকল নাম কীর্ত্তন করিত এবং তাঁহাতে চতুর্ভুজাদিরূপ দর্শন করিয়া বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় নামকীর্ত্তনের ন্যায় সেই রূপেরও অনুক্ষণ চিন্তা করিত। তজ্জন্য দ্বেষজনিত পাপরাশি দগ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণনিক্ষিপ্ত চক্রের দীপ্তিদ্বারা তাহার দৈত্যভাব দূর হইয়াছিল এবং দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্ম-পরাকৃতিরূপ দর্শন করিয়াছিল। তৎকালে সুদর্শন-চক্রাঘাতে তাহার দৈত্যদেহ বিনষ্ট হইলে সে পরব্রহ্মে লীন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষজনিত অতিশয় আবেশহেতু শিশুপাল তাঁহাতে সাযুজ্যলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা অবতারীকে বিদ্বেষ অর্থাৎ প্রতিকূলভাবেও শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে তাদৃশ অসুরেরও সদ্গতি লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ

——::[•]::——

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বাংশী। তিনি ব্রহ্মার কারণের কারণের কারণ, রুদ্রের কারণের কারণের কারণ, ব্রহ্মের কারণের কারণ, নারায়ণের কারণের কারণ, সকলের আদিকারণ। তিনিই সকলের কারণ, তাঁহার কারণ আর কেহ নাই। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনি নিখিল হৃদারি-গান্ধ্যদায়ক। তিনি অসীম শক্তিশালী। তিনিই শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত। তিনি স্বয়ংরূপ—অন্যকে অপেক্ষা করিয়া বা আশ্রয় করিয়া তাঁহার রূপ প্রকটিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ যাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। কৃষ্ণরূপ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একান্ত-ধাম বা আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও নামী, রূপ ও রূপী, গুণ ও গুণী -অভিন্ন। এ জগতে রূপ রূপীকে বা দেহ দেহীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, কারণ এখানে দুইটীই স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু কৃষ্ণলোকে সেরূপ নহে, সেখানে নাম ও নামী এবং দেহ ও দেহী অভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি সকলের প্রাণ। তিনি সকলের ধ্যানের ধন বা বস্তু। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকে শাস্ত্র-ব্যাখ্যান-দ্বারা, স্বীয় প্রজ্ঞাবলে কিম্বা বহু জ্ঞানোপদেশ-শ্রবণসাহায্যে কেহ লাভ করিতে পারে না। তিনি যাঁহার প্রতি নিজগুণে সুপ্রসন্ন হন, যাঁহাকে তিনি নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহাকে তিনি নিজস্বরূপ দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করেন। ভক্তিদ্বারাই ভক্ত তাঁহার এই রূপ দর্শন করিতে পারেন, এ সৌভাগ্য অন্যের ঘটে না।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-নন্দন। ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস; অন্য যাবতীয় বস্তু সেই মূল বিলাসের উপকরণ। শ্রীবার্ষভানবী আশ্রয়শিরোমণি— আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ং-রূপা। অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনের যোগ্যতা নাই। অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অভিনয় বা চেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বা বিষ্ণুর অর্চ্চনমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বভোক্তা। শ্রীকৃষ্ণের দেহ দেহীতে—নাম-নামীতে, রূপ-রূপীতে, গুণ-গুণীতে, লীলা ও লীলাপুরুষোত্তমে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের যে কোন একটী অঙ্গ পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পদনখাগ্র—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ণের ন্যায়ই শ্রবণ করিতে পারেন, কর্ণও পাদের ন্যায়ই গমন করিতে পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারেন,—কোন ইন্দ্রিয়ের কোন অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ abstract মাত্র নহে, উহা পূর্ণ Concrete Absolute. শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমাধুরী, লীলামাধুরী ও অতুল্য সেবক-মণ্ডলমাধুরী অসমোর্দ্ধ, নিত্য প্রগতিশীল ও নবনবায়মান সৌন্দর্য্যময়।

শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীহরিনাম। শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত ও চিন্তামণি-স্বরূপ। মুক্তিদাতৃত্বহেতু রামনাম তারক এবং প্রেমদাতৃত্বহেতু কৃষ্ণনাম পারক। শ্রীকৃষ্ণনাম যুগপৎ তারক ও পারক। তারক হইতে মুক্তি এবং পারক হইতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। রামনামে মোচকতা-শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষসুখ-তিরস্কারী প্রেমানন্দদাতৃত্বশক্তি সমধিক।

শ্রীকৃষ্ণ অনন্তগুণে গুণী। তাঁহার অপার গুণের কথা শ্রীঅনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, আর সকলেই তাঁহার ভৃত্য।

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ,—চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি' জুড়ায় ভক্তকাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য সদ্গুণরাশির মধ্যে চৌষট্টী প্রধান। যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজাঃ, (৫) বলবান্, (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়ম্বদ, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষুঃ, (২১) শুদ্ধ, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভঙ্কর, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুসমাশ্রয়, (৪৬) নারীগণমনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ, (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, (৫১) সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, (৫২) সর্ব্বজ্ঞ, (৫৩) নিত্য নূতন, (৫৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূত-স্বরূপ, (৫৫) অখিল-সিদ্ধিবশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত, (৫৬) অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, (৫৭) কোটি-ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৫৮) সর্ব্বাবতারবীজত্ব (৫৯) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৬০) আত্মারামগণের আকর্ষক, (৬১) সর্ব্ব-লোকের চমৎকারিণী লীলাকল্লোলবারিধি, (৬২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৬৩) ত্রিজগন্মানসাকর্ষী-মুরলীকল কূজিত, (৬৪) অসমানোর্দ্ধরূপ-শ্রীবিস্মাপিতচরাচর অর্থাৎ যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্মাপিত করিয়াছে, এবম্বিধ সৌন্দর্য্যশালী।

শ্রীহরিই জীবের জীবনস্বরূপ, সুতরাং হরিকথাবিমুখ হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—অশ্বত্থবৃক্ষাদি কি মানুষের অপেক্ষা বেশীদিন বাঁচিয়া থাকে না? কামারশালের ভস্ত্রা কি মানুষের চেয়ে অধিক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে না? গ্রাম্য শূকরগুলি কি খাদ্য-গ্রহণ ও স্ত্রী-সঙ্গাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে না? আমরা কি মনুষ্য হইয়াও কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া পশুধর্ম্মেই মত্ত থাকিব?

ভক্তের সামান্য খাওয়া-দাওয়ার অভাব ত' দূরের কথা, ইন্দ্রাদিপত্য, সার্ব্বভৌমত্ব, ধর্ম্মার্থকাম ও পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য—ভক্তের সেবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ভক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের দ্বারা বশ করিয়াছেন। ভগবান্ ভক্তের প্রাণ, ভক্তও ভগবানের প্রাণ। ভগবান্ নিজে ভক্তের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবানের এত দয়া, এত ভক্তবাৎসল্য! কিন্তু নাস্তিক আমাদের এই বেদবাণীতে পর্য্যন্ত আস্থা নাই। যে পর্য্যন্ত আমাদের হরিকথায় শ্রদ্ধা না হইবে, ততদিন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব পণ্ডশ্রমমাত্র। একমাত্র হরিকথায় রতি হইলে যাবতীয় অনর্থবীজ উৎপাটিত হয় এবং ভগবান্, জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় কামাদি নষ্ট করেন। হরিকথা মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃতসঞ্জীবনী। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল লাভ হয়। হরিকথা সাক্ষাৎ হরি। হরিকথা মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী—সকলেরই একমাত্র আশ্রয়ণীয় বস্তু। ইহা একমাত্র ভবৌষধি। যিনি এই হরিকথা হইতে বিরত হন, তিনি আত্মঘাতী ও পশুঘাতী। হরিকথাই অনন্ত ভক্তের প্রাণ। হরিকথা-কীর্ত্তনের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আর কিছু নাই। একমাত্র হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, অজিত ভগবান্‌ও জিত হইয়া সন্ত হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিবিষয়ক কথা নিত্য শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিতে করিতে বিনা প্রযত্নে অতি অল্পকালের মধ্যেই ভগবান্ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। অর্থাৎ হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির স্মরণপ্রযত্ন অনাবশ্যক। স্মরণ শ্রবণ ও কীর্ত্তনেরই অধীন।

সীতাপুরে প্রচার

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও নৈমিষারণ্য-শ্রীপরমহংসমঠের সেবকবৃন্দ গত ১৯শে মে সীতাপুর-সহরে গমনপূর্ব্বক পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় তথায় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত শ্রদ্ধালু লোকের নিকট সপ্তাহকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য ও শ্রীশ্রীভগবদ্গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিঃ বি, সেক্সেনা, সিভিল সার্জ্জন, মিঃ এন্, কে, আগরওয়ালা, ডিঃ ডাইঃ, শেঠ রামনারায়ণ, মার্চেণ্ট; লালা গোবিন্দপ্রসাদ, মার্চেণ্ট, শেঠ শোভারাম, মার্চেণ্ট, বাবু বিষ্ণুকুমারজী, উকিল; বাবু মনসা রামজী, উকিল, বাবু বদ্রীপ্রসাদ জী উকিল, বাবু জি, এন্, সাইগল, উকিল, বাবু জি, এন্, মেহ্‌রোত্রা, উকিল ইত্যাদি।

তথা হইতে সেবকবৃন্দ গত ২৪শে মে পরমহংসক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহারা গত ২৮শে মে শ্রীব্রহ্ম-শ্রীদধীচি-কুণ্ডের তীরে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনবাণী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৩০শে মে মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে নগর-সংকীর্ত্তনসহ শ্রীনৈমিষারণ্য চক্রতীর্থ, শ্রীব্যাসগদি, শ্রীললিতাদেবী প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা, শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, নাম-মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনাদি হয়। লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক উপদেশক শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু উৎসাহের সহিত এই সময় শ্রোতৃবর্গের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীগৌরপ্রপন্ন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক — শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীপদ্মভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীগৌরচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীবংশীবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

বাস্তিক্ষর্ — পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক — শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক — শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক — শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রীদানবদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক — শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক — শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক — শ্রীঅনুগানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক — শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক — শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

শ্রীবংশীবদনানন্দ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক — শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক — শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক — শ্রীনরহরিনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক — শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক — শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক — শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক — শ্রীশিবদাসস্বরূপবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক — শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক — শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক — শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক শ্রীনরোত্তমানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক — শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক — শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ গলি, বেনারস সিটি
সেবক — শ্রীসনাতনচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক — শ্রীরূপানুগ ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক — শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক — শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক — শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক — শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড পুরী
সেবক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক — শ্রীকৃষ্ণদয় দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক — শ্রী নন্দচরণ ভক্তিরোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক — শ্রীসূর্যনারায়ণ দাসাধিকারী

কৃষ্ণবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক — শ্রীরাধারমণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখুপুরী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক — শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক — শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক — শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক — শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক — শ্রীচন্দ্রশেখর দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক — শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক — শ্রীবৃন্দাবননাথ ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক — শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক — শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক — শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক — শ্রীব্রজমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক — শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক — শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক — শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক — শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
সেবক — শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রণবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুলুককুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক — শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক — শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক — কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক — শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক — শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক — শ্রীমহাগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক — শ্রীবলাসাক্ষিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক — পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক — শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীপুরঅঙ্গন
সেবক — শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক — শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মন্মথা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মন্মথা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা অনুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রী নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক তৎপরে বড় অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পরে ... তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। ... পাঠ করিয়ে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ... আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৩	৬-২১	৭ ১৪	১০-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪ ৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	...	.	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-০১	১৯-৩১	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.. ..	..	৯-৩১					...
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৭৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯ ১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০ ৫১	১১-২৫	১৮ ১৫		২১ ৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৯		২১ .৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	.২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮ ৫৭		৯-৫৫		১৬-৬৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৫-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. .. .	..	.		১৫-৫৬	১৭ ৫২	.	....
দমদম		১১-৪			১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১-৪০	২৩ ০০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৫ ১
মহেশগঞ্জ "	১৫ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৫ ৫৪
ছাঃ	১৫ ৩১
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-১০
কলিকাতা পৌঃ	২০-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবনিধান অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে সমাগত বিভিন্ন প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহোদয়গণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত খণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিম গৌরকৃষ্ণ-কৃপারূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী সজ্জনেরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৩১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্ট্রীট অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No C. 1544

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৭ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ৬ই জুন , ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ৭৬-৭৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ ত্রিবিক্রম, তিথি পার্শ্বোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০(০):০——

যিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই কাণ দিয়ে শুন্‌তে পারেন। নমস্কার কর্‌বার তিনটে অবলম্বন—কায়, মন ও বাক্য। আনুগত্যধর্ম্মের কথা নিরহঙ্কার হ'য়ে শুন্‌তে হ'বে। জগতের বিভিন্ন কথা আছে, সে সব কথা হ'তে ভিন্ন ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কথা শুন্‌তে হ'বে। নিত্যকাল স্থায়ী কথা শ্রবণ কর্‌তে হ'বে—যাহা একমাত্র সাধুই বলেন। সাধু নিত্যকথা অবলম্বন ক'রে বাস করেন—যে কথা অপরিবর্ত্তনশীল। যে কথার দ্বারা পার্থিব জ্ঞান লাভ ক'রেছি, পরে উহার অসম্পূর্ণতা সমাধান করিয়া। উত্তরোত্তর বেশী জ্ঞান লাভ কর্‌বো, বরাবরই মনে করি। কিন্তু সকল সময়ই মনে করি যে, পরেও যা' শুন্‌বো, তা'ও অসম্পূর্ণ হ'বে—পরে আবার তা' ওলটপালট কর্‌বো—তদ্দ্বারা আশা পূর্ণ হ'বে না অভিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন হ'য়েও কিন্তু কখনই পূর্ণতা সাধিত হ'বে না।

যে সমুদয় কথাতে মানবজাতি উন্নত হ'বেন, আশা কর্‌ছেন, সেগুলো পূর্ণতার দিকে যা'চ্ছে না, অভাবের দিকেই যাচ্ছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান-অবলম্বনে সত্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বুদ্ধি অবলম্বন ক'রে অব্যবস্থিত অবস্থা থেকে অব্যাহতি পা'ব না। ইন্দ্রিয়ানু-শীলন-চেষ্টাদ্বারা যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা ফুটো হাঁড়িতে জল রাখার মত। অদ্বয়-বস্তুর কথা—যা' সাধুগণ বলেন, তা' সেরূপ নয়। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের কথা গ্রহণের চেষ্টাদ্বারা সুবিধা হয় না। এইরূপ যে জ্ঞান—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি শব্দসাহায্যে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেইরূপ জ্ঞানসম্বন্ধে যে যে-রকম মূর্খই থাকি না কেন, যদি মনোযোগের সহিত একমাত্র সত্যের কথা শুন্‌বার সুযোগ হয়, তা' হ'লে আরোহ-চেষ্টা পরিত্যাগ কর্‌তে পারি—রাবণের সিঁড়ি বাঁধ্‌বার চেষ্টা ছাড়্‌তে পারি।

হে ভগবন্‌! তোমাকে জয় করা যায় না। সমগ্র জ্ঞান আমাদের লাভ হয় না। আরোহ-চেষ্টাদ্বারা আংশিক জ্ঞান লাভ করি। তোমাকেও জয় করে—অদ্বয়জ্ঞান তাঁ'র করায়ত্ত হয়, যে ব্যক্তি সাধুদিগের মুখে মনোযোগের সহিত তোমার সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করেন। এই পদ্ধতির দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের সমুদয় অসম্পূর্ণতা অতিক্রম ক'র্‌তে পারি।

এই পৃথিবীতে জ্ঞানসংগ্রহ করার স্পৃহা থাকাকাল পর্য্যন্ত সেই পূর্ণবস্তু—"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি"—তাঁ'কে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দোষজনক কিসের জন্য? এ সব জ্ঞানের অন্ত পক্ষ থাক্‌বেই। একমাত্র সত্য প্রত্যাখ্যান ক'র্‌বার আবশ্যক হয় না, উহাকে নড়াইতে পারা যায় না। যা'কে স্থানচ্যুত করা যায়, তা' একমাত্র সত্য নয়। অন্যটা তর্কপথ। যে পন্থায় আমরা নিকৃষ্ট যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের অসত্যতা উদ্ঘাটন ক'র্‌বার অধিকার পোষণ করি তা'তে সেই শব্দগুলির দোষ নির্দ্ধারিত হউক, এই অবসরের সুযোগ আমরা দেই। একমাত্র সত্য এরূপ ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানজাত সত্য নয়। ইন্দ্রিয়জ চেষ্টারূপ পর্ব্বত-আরোহণ কার্য্যদ্বারা কোথায় পৌঁছব, তা' কেহ জানে না। উহা গণিত-বিচারের অসীমের বিচারের মত ধ'রে নেওয়া জিনিষ। এরূপ জ্ঞানসংগ্রহদ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের পথে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা ক'র্‌লে সুবিধা হ'বে না।

বৈদিক পন্থায় শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। তজ্জন্য আনুগত্য-স্বভাবের আবশ্যক। সে জ্ঞানটা সেদিক্ থেকে আসুক—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। যেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে পা'চ্ছি না, সেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে হ'বে—তা'র অনুগত হ'য়ে। যদি অহঙ্কারী হই, তা' হ'লে নিত্যমঙ্গলের কথা শুন্‌তে অবকাশ দেবে না। যিনি জানেন, তাঁ'র কাছ থেকে জান্‌তে হ'বে। যদি আমি জানি, এরূপ অভিমান হয়, তা' হ'লে জান্‌তে পা'র্‌বো না। যেখানে সন্দেহ হ'বে, সেখানে ব'লতে হ'বে এবং জবাবটা ধৈর্য্যের সহিত শুন্‌তে হ'বে। অমনোযোগী হ'লে শুনা হ'বে না। পরিপ্রশ্ন হোক্, কিন্তু প্রশ্নটা ক'রে জবাবটা শু'ন্‌বো না—এরূপ অধৈর্য্য হ'য়ে পড়্‌তে হ'বে না—শুন্‌বো। প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যুত্তর পা'বার চিত্তবৃত্তি থাকা দরকার। অন্য বিষয়ের চিন্তা কর্‌লে—পুরাণো কথা মনে হ'লে প্রশ্নের উত্তরের সময় অমনোযোগী থাক্‌বে। জবাবটাকে কার্য্যে পরিণত ক'র্‌বো। ঘড়িতে দম দিয়ে আবার সমস্তটা খুলে দেবো না। ঘড়ির সময় দেখাটার পরে একটা কাজ থাকা উচিত। যদি কেবলই ঘড়ি দেখ্‌তে থাকি, তা' হ'লে কাজ হ'বে না। পরে একটা কৃত্য আছে, তা'র নাম অভিধেয়।

আমাদের যখন চক্ষু আছে, তখন ভগবান্ কি বস্তু, আমাদের দেখ্‌বারও একটা ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেই বস্তুর দর্শন কি প্রকারে সম্ভব হ'তে পারে? তিনি যে অধোক্ষজ অর্থাৎ প্রাণিমাত্রেরই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। পরতত্ত্ব-দর্শন, কিংবা ব্যূহতত্ত্ব-দর্শন কিংবা বৈভবতত্ত্ব-দর্শন বর্ত্তমানে আমাদের অধিকারের অন্তর্গত নহে, অন্তর্য্যামি তত্ত্বদর্শন সামান্যভাবে সম্ভব হ'লেও তা' নানা বিপদ্‌গ্রস্ত। পরতত্ত্ব, ব্যূহতত্ত্ব, বৈভব-তত্ত্ব, অন্তর্য্যামিতত্ত্ব চক্ষুর্দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে।

ভগবানের স্বরূপটি কি, তাঁ'র কি রূপ, তাঁ'র কি গুণ, কি লীলা, এ'সকলের বিজ্ঞান তাঁ'র অনুগ্রহ না হ'লে জানা যায় না। আমরা তাঁ'র দর্শন লাভ ক'রে তাঁ'র যে সেবা ক'র্‌ব, তাঁ'র রূপের অভিব্যক্ত না হ'লে সেই সেবা করা যায় না। তাঁ'র অভিব্যক্তি কি জীবের ভোগ? তাঁ'কে উক্ষণ করবার পূর্ব্বে তাঁ'র কথা শ্রবণ করা দরকার। যে চক্ষুর অন্য কোন কৃত্য নেই—ভগবানের সেবা ছাড়া, সেই চক্ষুদ্বারাই ভগবানের দর্শন হ'বে। পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—এই পাঁচপ্রকার ভগবৎ-প্রকাশের মধ্যে বর্ত্তমানে আমাদের অর্চ্চা দর্শনে অধিকার ও অর্চ্চনযোগ্যতা হ'তে পারে, আমরা দর্শন ক'রে তাঁ'র সেবা ক'র্‌তে পারি, কিন্তু সেই দৃশ্য পদার্থ জড় নহেন—তিনি অপ্রাকৃত ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। জড় হ'লে তিনি আমাদের সেবা ক'র্‌বেন। আমরা কাঠ-পাথরের পূজা ক'র্‌ব না—জড় জগতের ভোগানন্দের অনু-সন্ধান ক'র্‌ব না। আমাদের নিত্যনিয়ামক আরাধ্যবস্তুরই সেবা ক'র্‌ব।

———

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস

— :::•::: —

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদ—শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন। তিনি যশোহর-জেলার বুঢন গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত হন। বুঢন গ্রামটী সম্প্রতি কোথায় অবস্থিত, তাহা জানা যায় না। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের শৈশবকালের কোন ঘটনা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কাহারও মতে গো-বৎসহরণের অপরাধ-ক্ষালনার্থ ব্রহ্মা অহিন্দু যবনকুলে উদ্ভূত হন। আবার কাহারও মতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ হরিদাস-নামে উদিত হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন' বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলিয়াছেন,—ঋচিকমুনির পুত্র মহাতপাঃ ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ঠাকুর হরিদাস। শ্রীচৈতন্যচরিত-গ্রন্থে শ্রীল মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনি-পুত্র তুলসীপত্র আহরণপূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার অভিশপ্ত হইয়া যবনত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম-ভক্তিমান্ মহাভাগবত হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুর-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয় অপতিত॥
তাঁহার অনন্তগুণ,—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ-সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূ-ভঙ্গ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ
লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহা-কুতূহলে॥

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যবনকুলের সামাজিক রীতিনীতি পরিহার করিয়া শ্রীহরিনামগ্রহণে ব্রতী হন। তিনি শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃকুলের আশা-ভরসা ও সংসারপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া নিষ্কামভাবে ভগবানকে ডাকাই একমাত্র ব্রত বলিয়া স্থির করেন। তাই তিনি যুবাকালে বুঢন-গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বেনাপোলের নিকটস্থ বনমধ্যে একটী নির্জ্জন কুটীরে থাকিয়া তুলসী-সেবন ও প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনামসংকীর্ত্তন দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাসের শ্রীনামে ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখি। অনেক সজ্জনব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণে [illegible] হইতে যবন হিন্দুসমাজে হিংসার [illegible] হইল। ভক্তদ্বেষি-সম্প্রদায়ের একজন [illegible] দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্র খাঁন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা দর্শনে মৎসর হইয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। রামচন্দ্র শ্রীহরিদাসকে তাহারই ন্যায় একটী দুর্দ্দান্ত যুবক মনে করিয়া একজন সুন্দরী যুবতী বারাঙ্গনাকে তাঁহার নিকট রাত্রে প্রেরণ করিল। সেই যুবতী স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠব দ্বারা এবং পুরুষবিমোহিনী অনুরাগ হাব-ভাবক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া ঠাকুরকে হরিসেবা-প্রবৃত্তি হইতে বিচলিত করিবার জন্য যার-পর-নাই চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণসেবাপরায়ণ শ্রীহরিদাস বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিরন্তর শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব-হৃদয় ও সাধারণ মানবহৃদয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। কামিনীর কটাক্ষে সমস্ত বিশ্ব, এমন কি, দেবগণেরও চিত্তভ্রম উপস্থিত হয়, কিন্তু ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত অকিঞ্চন শ্রীহরিদাস অচল-অটল থাকিয়া নিরন্তর প্রভুসেবায় ব্যস্ত। ইহারই নাম ঐকান্তিকতা, ইহারই নাম নিষ্ঠা, ইহারই নাম শুদ্ধভক্তি, ইহারই নাম মাহাত্ম্য, ইহারই নাম পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে চিরনিষ্কৃতি—ভোগ্যদর্শনের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র সেব্য-দর্শন বা গুরুদর্শন। যাঁহার পুরুষাভিমানই নাই, যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভোগ্যাভিমানে বা কৃষ্ণসেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত ও কৃষ্ণাবিষ্ট, তাঁহাকে কি কামিনীরূপিণী মায়া প্রলুব্ধ করিতে পারে? তাই সেই বেশ্যা বিফলমনোরথ হইয়া সূর্য্যোদয়ে রামচন্দ্র খানের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা নিবেদন করিল। বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষাণহৃদয় রামচন্দ্র তাহাকে পুনরায় [illegible] শ্রীহরিদাসের হৃদয় মুগ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। সেই দুষ্টা রমণী শ্রীহরিদাসের ভজনে বাধা দিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিল। উপর্য্যুপরি এইরূপ তিনরাত্রি কাটিয়া গেল, তথাপি শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত হৃদয় হরিভজন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বেশ্যা ও রামচন্দ্রের অভীষ্টসিদ্ধির বিন্দুমাত্রও সহায়তা করিল না। ঠাকুরের দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা, গোস্বামিত্ব ও অলৌকিক ভজন দর্শন করিয়া পাপনিরতা রমণীর মন ফিরিয়া গেল। তখন সে ঠাকুরের পদতলে নিপতিতা হইয়া স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বেশ্যা কহে,—কৃপা করি' কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য—যাতে যায় ভব-ক্লেশ॥
ঠাকুর কহে,—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লও, তুলসী-সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়া সেই বেশ্যা ধন্যা হইলেন এবং ঠাকুরের আদেশ-অনুসারে গৃহে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়া মস্তক মুণ্ডন করত একবস্ত্রে সেই বনস্থ নির্জ্জন কুটীরে থাকিয়া তুলসী-সেবন ও দিবারাত্র তিনলক্ষ হরিনাম করিতে করিতে শুদ্ধচিত্তা হইলেন। ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া বেশ্যা উদ্ধার লাভ করিলেন। সৎসঙ্গের এতই প্রভাব! ভক্তকৃপার এতই শক্তি! বৈষ্ণবহৃদয় ব্যতীত এত দয়া আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কর্ম্মফলবাধ্য মানবের সহিত সর্ব্বদেববন্দ্য বৈষ্ণবের তুলনা হয় না। বেশ্যার প্রতি ঠাকুরের অমন্দোদয়-দয়া দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাই বলি, হে নামাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ! আসুন, আমরা শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের এই পরমপবিত্র অনুপম চরিত্র সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণকে অনুক্ষণ ডাকি, তবেই করুণাময় নামাচার্য্য ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে কৃপা করিবেন।

শ্রীহরিদাস গঙ্গাতীরে বাস করিবার ছলে বেনাপোলের কুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীয়া-জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া-নামক স্থানে শুভাগমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তৎকালে শান্তিপুরে বাস করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সঙ্গ লাভ করিয়া শ্রীহরিদাস মনের আনন্দে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া নিরবধি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিদাস কৃষ্ণনাম-প্রেমে উন্মত্ত ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তের অগ্রগণ্য ছিলেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণসমাজ শ্রীহরিদাসের ভগবন্নিষ্ঠা ও শুদ্ধসাত্ত্বিক-বিকারসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীহরিদাসের বিরুদ্ধে যবনাধিপতি মুলুকপতির নিকট মহাপাপী কাজী অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলিতে লাগিল যে, শ্রীহরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াও হিন্দুর আচার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মুলুকপতি শ্রীহরিদাসকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইল। শ্রীহরিদাস নির্ভয়ে যবনাধিপতির নিকট গমন করিলেন। তথায় শ্রীহরিদাসের দর্শনফলে কারাক্লেশ-যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে বিচার করিয়া কারাগারস্থিত বন্দিগণ কারারক্ষকগণকে অতিশয় অনুনয়-বিনয়পূর্ব্বক ঠাকুরের শ্রীচরণদর্শনা-কাঙ্ক্ষা জানাইল। শ্রীহরিদাস বন্দিগণের সেইরূপ বিষয়নির্ম্মুক্ত অবস্থাই যে হরি-ভজনের অনুকূল, তাহা জানাইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বাবস্থায় আত্মার স্বাধীনতারূপ কৃষ্ণদাস্যের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে উপদেশ করিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বন্দিগণকে বলিলেন,—

"এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা-সবাকার মন।
যেন আছে, এই মত থাকু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি' করিতে থাকহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন।
কৃষ্ণ বলি' কাকুবাদে করহ চিন্তন॥
আর বার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে, গেলে দুষ্ট-মেলে॥
বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র মায়াজাল, এই সব 'কাল'॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয়॥
'বন্দী থাক'—হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাসর, অহর্নিশ বল হরি॥
সর্ব্বজীব প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমা সবাকার॥
চিন্তা নাহি, দিন দুই-তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে—এই কহিনু তোমারে॥
বিষয়েতে থাক, কিবা থাক যথাতথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা॥

অনন্তর মুসলমান-অধিপতি শ্রীহরিদাসকে হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীহরিদাস বলিলেন,—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যাঁ'রে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥

পরমেশ্বর এক, নিত্য, অদ্বিতীয় এবং সকল জীবেরই প্রভু। হিন্দু-মুসলমান, বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী - সকলেরই ঈশ্বর একজন। তিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হইয়া প্রযোজক-কর্ত্তৃরূপে যাহাকে যেভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, প্রযোজ্যকর্ত্তৃরূপে জীব তাহাই করিয়া থাকে। একমাত্র ঈশ্বরই জীবের কৃতকর্ম্মের হেতুকর্ত্তা। অহঙ্কারবিমূঢ় জীব আপনাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া যে কর্ম্ম করে, তাহা তাহার মিথ্যা অভিমান-মাত্র। ভগবদিচ্ছাই ফলবতী হয়। জীব উপলক্ষ্যস্বরূপ হইলেও ঈশ্বরেচ্ছাই বলবতী। ঠাকুরের শ্রীমুখে এইরূপ সুসত্য বচন শ্রবণ করিয়া যবনগণ সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু এক মহাপাপিষ্ঠ কাজী মুলুকপতিকে শাস্তি দিবার জন্য অনুরোধ করায় মুলুকপতি কঠিন শাস্তির ভয়-প্রদর্শনদ্বারা শ্রীহরিদাসকে স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলায় শ্রীহরিদাস নির্ভীকতার সহিত দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইলেও—প্রাণ বিগত হইলেও তিনি হরিনাম-কীর্ত্তনরূপ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ জীবমাত্রের আত্মার নিত্যধর্ম্ম কখনই কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিবেন না।

হরিদাস বলেন---যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥
অপরাধ-অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে—ইহা জানিহ কেবল॥

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের শ্রীনামের প্রতি এইরূপ অচলা শ্রদ্ধা ও প্রপত্তি দেখিয়া মৎসর পাপী কাজী অম্বুয়া-মুলুকের অন্তর্গত বাইশ বাজারে তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রহারপূর্ব্বক বধ করিবার আদেশ প্রদান করিল। দুষ্টগণ শ্রীহরিদাসকে বাইশ বাজারে নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। শ্রীপ্রহ্লাদের ন্যায় এরূপ নৃশংসভাবে নির্য্যাতীত ও লাঞ্ছিত হইয়াও নামানন্দে মগ্ন শ্রীহরিদাস বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইলেন না, উপরন্তু পরদুঃখদুঃখী শ্রীহরিদাস প্রহারকারিগণের দুর্দ্দৈবফলে সত্যদ্রোহজনিত ভীষণ অপরাধের আশঙ্কায় উহাদের অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাভাগবতগণের এতাদৃশী সহিষ্ণুতা ও দয়া স্বাভাবিকী। তাঁহারা ভগবৎসেবায় সর্ব্বক্ষণ এরূপ ব্যস্ত ও নিরত থাকেন যে, ভগবদ্বহির্ম্মুখ জগতের নির্য্যাতনাদি তাঁহাদিগকে কোনরূপ উদ্বেগ দিতে সমর্থ হয় না।

সবে যেসকল পাপিগণ তাঁ'রে মারে।
তা'র লাগি' দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥
এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ ॥

শ্রীহরিদাসকে এরূপভাবে প্রহার করিয়াও তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারিয়া পাপী যবনানুচরগণ মুলুকপতির ভয়ে ভীত হইলে পরদুঃখদুঃখী দয়াল ঠাকুর হরিদাস ধ্যানানন্দাবেশে নিজেকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীহরিদাসকে কবর দিলে পাছে তাঁহার সদ্গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার অসদ্গতির জন্য কাজী শ্রীহরিদাসকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিল। তখন শ্রীহরিদাসের দেহে শ্রীবিশ্বম্ভরের অধিষ্ঠান হওয়ায় সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একচুলও নড়াইতে পারিল না। পরে কৃষ্ণেচ্ছায় শ্রীহরিদাস গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে ত্রিবেণীতে আসিলেন এবং বাহ্যদশা লাভ করিয়া ফুলিয়া-গ্রামে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যবনগণ শ্রীহরিদাসের ঐরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে মহা-পীর-জ্ঞানে নমস্কার করিতে লাগিল, এমন কি, মুলুকপতিও স্বকৃত অপরাধের জন্য যোড়-হস্তে তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিল।

ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরিদাসের পুনরায় দর্শন পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয় দৈন্যভরে বলিলেন,—

হরিদাস বলেন,—শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ ॥
প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিলুঁ অপার।
তা'র শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার ॥
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি' ক্ষমিলেন বড়-দোষ ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপ-কাণে ॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার ॥

যে সকল যবন মহাভাগবতবর শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে পূজাবুদ্ধিতে বিনীতভাবে নমস্কার করিল, তাহাদের ভববন্ধন মোচন হইল। শ্রীভগবৎপাদপদ্মে পূর্ণ-শরণাগত শ্রীহরিদাস আপনাকে কর্ম্মফলবাধ্য সামান্য বদ্ধজীব মনে করিয়া দৈন্যভরে বিষ্ণুনিন্দাশ্রবণাভিনয়ের ফল-স্বরূপ নিজ প্রতি ভীষণ দ্রোহ ও হিংসাকে যথাযোগ্য ভগবৎকৃপাদণ্ডজ্ঞান করিলেও ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বৈষ্ণববিদ্বেষী যবনগণ সকলেই স্ববংশে নিধন-প্রাপ্ত হইল। ভক্তগণ কাহারও অপরাধ গ্রহণ না করিলেও ভগবান্ ভক্তবিদ্বেষীকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

এখন ঠাকুর শ্রীহরিদাস গঙ্গাতীরে নির্জ্জন গোফায় অহর্নিশ শ্রীহরিনাম করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ ত্রিলক্ষ হরিনামগ্রহণে শ্রীহরিদাসের ভজনকুটীরটী শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠ-ভবন হইল। ফুলিয়ার সেই গোফায় এক বিষধর মহানাগ বাস করিত। তাহাতে ঠাকুরের কোন অসুবিধা না হইলেও যাঁহারা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহারা জ্বালাপ্রভাবে কেহই সেখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। ওঝা-গণের নিকট গোফার নীচে মহাসর্পের কথা অবগত হইয়া গ্রামবাসিগণ অনুরোধ করিলে শ্রীহরিদাস সেই গোফা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করায় সেই মহানাগ সেইদিনই সন্ধ্যায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলেন। আর একদিন কোন এক ধনিলোকের গৃহে এক ডঙ্ক কালিয়দহে কৃষ্ণের লীলা-মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন করিতেছিল। শ্রীহরিদাস কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অপ্রাকৃত দেহে শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকার-সমূহ পরিদৃষ্ট হইল। সকলেই শ্রীহরিদাসের শ্রীচরণধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া এক কপট বিপ্রাধম শ্রীহরিদাস হইতেও অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভের আশায় তাঁহার অনুকরণে কৃত্রিম ভাবসমূহ দেখাইতে লাগিল। ডঙ্ক সেই দুর্ব্বিপ্রের কৃত্রিমতা জানিতে পারিয়া তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিলে বিপ্র বাধ্য হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। ডঙ্ক শ্রীহরিদাসের অকৃত্রিমতা ও দুর্ব্বিপ্রের কৃত্রিমতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

সেই সময় পাষণ্ডিগণ সকলেই উচ্চ কীর্ত্তনের বিরোধী ছিল। হরিনদী-গ্রামে এক নাস্তিক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ শ্রীহরিদাসকে উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাহার প্রতিবাদ করিলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বলিলেন,—

উচ্চ করি' লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্র, গুণ সে বর্ণয় ॥
শুন বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু-পক্ষী-কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
পশুপক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে ॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চসংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চসংকীর্ত্তনকারী।
শত গুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জীবমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন ॥

ঐ পাষণ্ডী ব্রাহ্মণাধম শ্রীহরিদাসের শাস্ত্রীয় বাক্যে অবিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি জাতিবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে নাক কাণ কাটিয়া এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত করিতে বলিলে কয়েকদিনের মধ্যেই অপরাধফলে বসন্তরোগে সেই বিপ্রের নাক খসিয়া পড়িল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গলাভার্থ শ্রীনবদ্বীপে গমন করিলেন।

কোন সময় শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সপ্তগ্রামান্তর্গত চাঁদপুরে গমন-পূর্ব্বক হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীনাম ও নামাভাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীনাম ও নামাভাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তথাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী-নামক এক পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ শ্রীনামের মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস করিয়া ঠাকুরের সহিত বাদ প্রতিবাদ করায় ঠাকুরের শ্রীচরণে অপরাধফলে তিন দিনের মধ্যে বৈষ্ণব-অবজ্ঞার ভীষণ ফলস্বরূপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয় এবং তৎফলে তাহার হস্ত-পদাঙ্গুলি ও নাসা খসিয়া পড়ে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এইরূপ মাহাত্ম্য দেখিয়া সকলেই তচ্চরণে আকৃষ্ট ও প্রণত হন।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস নামাচার্য্য। তিনি শ্রীনবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন-প্রচারের প্রধান সহায়কগণের অন্যতম ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর জীবের দুঃখ দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে বলেন। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করেন। মহাপ্রকাশের সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীঠাকুরের অপার মহিমার কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে ঠাকুর হরিদাস বলেন,—

তোমার চরণ ভজে যেসকল দাস।
তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া-কুল-ধর্ম্ম ॥
শচীর নন্দন বাপ, কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

তিলার্দ্ধেকো তুমি যাঁ'র সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পা'বে, নাহিক অন্যথা ॥
তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা সে করে আমাকে।
নিরন্তর থাকি আমি তোমার শরীরে ॥

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

"জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে ॥
যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে ॥
মহাভক্ত হরিদাস ধন্য ধন্য ধন্য।
হরিদাস-স্মরণে সর্ব্বাপ নিষ্পন্ন ॥
হরিদাস স্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদিক কর্ম্মপাশ ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তাঁ'রে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন ॥
যাঁর দৃষ্টিমাত্র ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন ॥
তিলার্দ্ধ ইহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় ॥
ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস হেন ভক্তসঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তেন বড় রঙ্গ ॥
সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্য সত্য সে যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥

ফুলিয়ায় অবস্থানকালে একদিন ব্রহ্মাণ্ড-মোহিনী মায়াদেবী নারীমূর্ত্তিতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষা করিবার জন্য জ্যোৎস্না-রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জীব-মোহিনী মায়া পর পর তিনরাত্রি বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করিয়াও তাঁহাকে মোহিত করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের উপদেশ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীল ঠাকুরের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া সজ্জনগণ সকলেই ঠাকুরের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনন্ত লীলা, জীবের প্রতি অপার দয়া, ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির কথা কেহ বর্ণিয়া শেষ করিতে পারে না। আমরা আজ তাঁহার কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিবার প্রয়াস করিয়াছি মাত্র।

শ্রীচৈতন্যদেব কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করিলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসও নীলাচলে গমন করিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহের সন্নিকটে বাগানের মধ্যে একটী কুটিরে ভজনানন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভজনস্থানের নাম সিদ্ধবকুল-কুঞ্জ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেবকগণের মহাপ্রসাদ

আশঙ্কায় শ্রীহরিদাস শ্রীমন্দিরে না গিয়া শ্রীমন্দিরের চক্রদর্শন ও প্রণামাদির দ্বারা শ্রীবিগ্রহ-দর্শন করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসদ্বারা শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করাইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রকটকালের শেষ দিনেও সংখ্যা-নামের মর্য্যাদা জগৎকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অপ্রকট কালের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলে সংখ্যা-নামের অপূর্ণতাই তাঁহার ব্যাধির কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সংখ্যানাম গ্রহণে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার সিদ্ধ দেহের উল্লেখ-পূর্ব্বক সংখ্যানাম হ্রাস করিবার কথা বলিলে শ্রীহরিদাস দৈন্যভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এজগতে প্রকট থাকাকালে তিনি যেন এজগৎ হইতে চলিয়া যাইতে পারেন, এই প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে শ্রীহরিদাস সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের চিন্ময় তনু কোলে লইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বিমানে চড়াইয়া সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সমুদ্রে স্নান করাইলে ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিলেন এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রসাদ-চন্দন দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন।

অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বগণসহ শ্রীহরিদাসকে প্রদক্ষিণ করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে আগমনপূর্ব্বক শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসবের জন্য আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাসমারোহের সহিত শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস জগদ্গুরু। তিনি তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ও অমানি মানদত্বের মূর্ত্তবিগ্রহ। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই উপদেশ মন্ত্রে নিত্য দীক্ষিত ও নাম-প্রচারের জন্য আপ্রাণ-প্রচেষ্ট। শ্রীনামকে এইরূপ প্রগাঢ় প্রীতি সুলোকে দুর্লভ। তাঁহার উপদেশ ও শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তাই জীবের রক্ষাকবচ। তাঁহার আদর্শ আমাদের সকলেরই গ্রহণীয়। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিলে আমরা তাঁহার কৃপায় শুদ্ধনাম-গ্রহণের সৌভাগ্য পাইয়া কৃতার্থ হইব। শ্রীনামের শ্রীচরণে তাঁহার সম্পূর্ণ শরণাগতি, প্রগাঢ় প্রীতি, নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়তা আমাদের অনুসরণীয় হউক, তাঁহার কৃপা ও সঙ্গলাভই আমাদের নিত্যকাম্য হউক, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

সুকৃতি ও শ্রদ্ধা

জীব বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে দ্বিপ্রকার। একপ্রকার জীব কৃষ্ণভক্ত—তাঁহারা মুক্ত-আর একপ্রকার কৃষ্ণাভক্ত—তাহারা বদ্ধ। যে জীব কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ-কৃপায় মায়ামুক্ত হইয়াছেন, তিনি মুক্তজীব—তিনিই শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। আর যে জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া মায়ার কবলে কবলিত হইয়া সতত সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তিনি বদ্ধজীব—কৃষ্ণাভক্ত। মায়ামুক্ত জীবের সমস্তই চিন্ময়। কৃষ্ণবহির্মুখতাদোষে কৃষ্ণশক্তি মায়া জীবকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছে। গুণত্রয়ের তারতম্যবশতঃ জীবের অবস্থাও বিচিত্র হইয়াছে। চিজ্জগৎ যেরূপ বৈচিত্র্যতা-পরিপূর্ণ, অচিজ্জগতেও সেই-প্রকার বিচিত্রতা বর্ত্তমান। জীবের শরীরের বিচিত্রতা, জীবনের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও গতির বিচিত্রতা প্রভৃতি সর্ব্বদা লক্ষিত হয়। জীব সংসারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নূতনরকম 'আমিত্বে'র বিচার উদিত হয়। শুদ্ধাবস্থায় জীবের আমিত্বের বিচার আত্মসম্বন্ধে হয়, আর বদ্ধাবস্থায় জীবের দেহমন-সম্পর্কে আমিত্বের বিচার নিরূপিত হইয়া থাকে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের 'আমি কৃষ্ণদাস' এইরূপ আমিত্বের অভিমান ছিল, বদ্ধাবস্থায় তাহার বিপরীত অভিমান হইয়াছে। মায়ার কবলে পড়িয়া জীবের আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি রাজা-প্রজা, আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি দাতা, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি সবল, আমি দুর্ব্বল—ইত্যাদি কত রকমের আমিত্ব লাভ হইয়াছে। ইহার নাম 'অহংতা'। 'মমতা' বলিয়া জীবের আর এক প্রকারের অভিমান আছে। আমার বলিয়া দেহ-গেহ-পুত্র-পরিজন-ধন-বস্ত্র-বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য কুলশীল রূপ-গুণাদির প্রতি যে আপনবুদ্ধি বা আদর, তাহার নাম মমতা। অহংতা ও মমতা লইয়াই বদ্ধজীবের সত্তা। এই অনিত্য অহংমম-ভাবে আবদ্ধ হইয়াই জীব যে কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলিয়া মায়িক শরীর আশ্রয় করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে।

জীবের বদ্ধাবস্থায় যেপ্রকার আমি ও আমার অভিমান আছে মুক্তাবস্থায়ও ঐরূপ অভিমান আছে। মুক্তাবস্থায় তাহা নির্দ্দোষ ও চিন্ময়। জীব উপযুক্ত চেষ্টাবলে এই মায়িক অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধাবস্থায় নীত হইতে পারে। উপযুক্ত চেষ্টার নাম সাধন। কর্ম্মজ্ঞানযোগ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রপত্তি-সহকারে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের অনুশীলন করিলে জীবের সংসার-বাসনা নষ্ট হইয়া সেবাবৃত্তি জাগ্রত হয়। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তিই জীবের সংসার-বাসনা নষ্ট করিয়া সেবাবৃত্তি জাগ্রত করে। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তিই জীবের উপযুক্ত চেষ্টা। ক্ষণার্দ্ধকালও যদি সৎসঙ্গ হয়, তবে তাহাতেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী আমার দৈবী মায়া মানব নিজ চেষ্টায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অতএব মায়া পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমাতে যিনি শরণাগত হন, একমাত্র তিনিই এই মায়া পার হইতে পারেন। কিরূপে ভক্তিলাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ
পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥'

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে ভক্তিবৃত্তি উদিত হন। পুরুষসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন। সুকৃতি দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে সুকৃতিদ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তি-লাভ হয়, তাহা নিত্য। আবার যে সুকৃতি-দ্বারা ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক সুকৃতি। নিত্য সুকৃতির ফল নিত্য এবং নৈমিত্তিক সুকৃতির ফল অনিত্য। ভুক্তি নিমিত্তাশ্রয়ী, তাহা অনিত্য। মুক্তিও অনিত্য। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন বস্তু। মায়া-সংসর্গই বন্ধন। মায়াসংসর্গ সম্পূর্ণরূপে ছেদনের নাম মুক্তি। এই মোচনকার্য্য নিত্য নহে। কিন্তু শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে রতির শেষ নাই। ইহা ক্রম-বর্দ্ধমান। যে ভক্তি মুক্তি উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম-বিশেষ। যে ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পরে বর্ত্তমান থাকে, সে ভক্তি অনিত্য বা নিমিত্তাশ্রয়ী নহে। তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার একটী অবান্তর ফলমাত্র। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি সমস্তই নৈমিত্তিক সুকৃতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত নিত্য সুকৃতিফলে জীবের শ্রদ্ধা লাভ হয়। শাস্ত্রে হরিমন্দির মার্জ্জন, তুলসীর নিকট আলোকদান, হরিবাসর পালন, নগরসংকীর্ত্তনে যোগদান, সাধুগণ কি বলেন, তাহা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা ইত্যাদিকে ভক্তিক্রিয়া বলে। ইহা দ্বারাই জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ হয়। সেই সমস্ত ভক্তিক্রিয়া শুদ্ধশ্রদ্ধার সহিত না হইলেও অর্থাৎ ঘটনাক্রমে হইলেও তদ্দ্বারা ভক্তি-পোষক সুকৃতি হয়। নৈমিত্তিক সুকৃতি দ্বারা অবান্তর ফল লাভ হয়, কিন্তু অনন্য-ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় না। কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্যোপায় পরিত্যাগশীল ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি-বিশেষই শ্রদ্ধা।

শাস্ত্রবাক্যে— সাধুগুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী'। ভক্তির মূল শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ভগবান্ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, এই বাক্যে যাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি শ্রদ্ধাবান্। যাঁহার এই শ্রদ্ধা লাভ হইয়াছে, তিনি ভক্তির দ্বারে বসিয়াছেন। সুদৃঢ়, নিশ্চয়, ধীর, স্থির, অচল, অটল ধারণার নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই ভক্তি লাভ করিবেন। এইরূপ শ্রদ্ধালাভের পর ভক্তি লাভ হয়। বৈধী ভক্তির বীজ শ্রদ্ধা, আর রাগভক্তির বীজ রুচি বা লোভ।

অনন্যভক্তির যাহা অনুকূল, তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল, তাহা বর্জ্জন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা, ভগবান্‌ই আমার রক্ষাকর্ত্তা, জ্ঞানযোগাদি চেষ্টাদ্বারা আমার কিছুই হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস; আমার চেষ্টায় ভক্তিবিষয়ে কিছু লাভ হইতে পারে না, আমাকে আমি পালন করিতে পারি না, আমি শ্রীভগবানের সেবা যথাসাধ্য করিবই, তিনি আমাকে পালন করিতেছেন ও করিবেন এরূপ নির্ভরতা, তাঁহার ইচ্ছাতেই আমি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিব, এরূপ আত্মনিবেদন, নিজেকে অকিঞ্চন, দীন-হীন কাঙ্গালবুদ্ধি—এইরূপ প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মনিবেদন ও দৈন্যে অবস্থিত হইলে যে বৃত্তি উদিত হয়, তাহাই শ্রদ্ধা। ইহাই মুক্ত জীবের স্বভাবের প্রথমাবস্থা। শ্রদ্ধা হইতেই সাধুসঙ্গ হয় এবং সাধুসঙ্গ হইতেই জীবের অনাদিবন্ধন মোচন হয়।

শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃষ্ণানুবৃত্তিচেষ্টা সর্ব্বদা লক্ষিত হয় ও কর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যক্ত হয়। ইহাই শরণাগতি। শ্রদ্ধা-শব্দে আদর। কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস থাকিলেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, তাহাতে রুচির প্রয়োজন। কর্ম্ম ও জ্ঞানে যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে রুচি-রূপা ভক্তিপরমাণু আছে। ভক্তিসম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা, তাহাতেও ভক্তির প্রতি রুচি আছে। সেই রুচিযুক্ত শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজস্বরূপ, জীবহৃদয়ে রোপিত হয়। ভক্তিরুচিমিশ্র শ্রদ্ধার সকল ভক্তিতেই পর্য্যবসান হয়। ইহাই শরণাগতি। ভক্তিরুচিই সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থশূন্য অবস্থা লাভ করিলে নিষ্ঠা-রূপী হইয়া শুদ্ধরুচি-নাম লাভ করে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"লোভাত্মিকা বা শাস্ত্রবিশ্বাসরূপিণী-শ্রদ্ধা যখন উদয় হয়, তখনই নরমাত্রেরই শুদ্ধ-ভক্তিতে অধিকার জন্মে। শ্রদ্ধোদয়মাত্রই ভক্তিতে কনিষ্ঠাধিকার জন্মে। যখন শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুশীলন ও সাধুসঙ্গবলে অনর্থ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা হয়, তখন শুদ্ধ ভক্তিতে মধ্যমাধিকার জন্মে। পুনরায় শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গবলে নিষ্ঠা রুচিতা লাভ করিলে অর্থাৎ রুচি-স্বরূপা হইলে সাধক উত্তমাধিকারী হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তি-লাভের সনাতন প্রথা।"

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী ভববন্ধন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রী ভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী চরণে ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক - শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনন্তানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়াড়ি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদনাস্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক- শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
সেবশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক - শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৭
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পণ্ডিতাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবস্থাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের মৌলিকগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ক্রোড়েশ আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান – শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৲
৪। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড – ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲ ; ৩য় খণ্ড – ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর — ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক — ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ।৵০
২২। ভজন রহস্য — ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) — ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য — ॥০
২৭। দুর্জ্জয়ানুকম্পা ও অন্যোক্তি (সানুবাদ) — ২৲
২৮। বেদান্তত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) — ৵০
৩৫। গীতমালা — ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) — ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড — ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাবর্ণন — ।০
৪০। শরণাগতি — ৵০
৪১। গীতাবলী — ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা — ৸০
৪৩। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণদাকর (সহজ) — ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক — ৴১০
৪৬। অর্থপঞ্চক — ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — ৴১
৪৯। অর্চ্চনকণ — ৴
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) — ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ।
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৴
৬০। সাংখ্যবাণী — ৴
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ।
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ।
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ — ০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ — ।
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত
৭২। নামভজন — ৴
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজী
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ — ৸
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৬। বৈষ্ণবীজম্
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৮। দি ভাগবত
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন
৮০। ব্রহ্মসংহিতা
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৬
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮৫। সাধনপথ
৮৬ কল্যাণকল্পতরু — ৴
৮৭। গীতাবলী — ৴
শরণাগতি
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী — ৸
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী — ।

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ঐ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ গবেষণাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অভিনব। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত

					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৩	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২ ২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	……	……	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৫৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	……	…	৯-০১	..	….	……	…	….
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩০	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন

শনিবার ব্যতীত

			অন্য দিন	শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৭-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৭	৯-৫৫	১৬-৬৬	১৭ ১৪	১৯-২১

(বদল) ছাঃ	৩-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৩	১৫-৪	১৬ ৫৩	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৪	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. .	……	……	.. ..	১৫-৫৬	১৭-৪২	. .	.. …
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৩	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিগ্রহ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি শতগুণ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

নতার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৬০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৯ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৯ই জুন, ইং ১৯৪১, সোমবার { ৭৮-৭৯তম সংখ্যা

"কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ ত্রিবিক্রম, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগঙ্গামাতা

——::[•]::——

বঙ্গদেশান্তর্গত রাজসাহী-জেলার পুঁটিয়া-রাজবংশের নরেশনারায়ণের শচীদেবী-নাম্নী এক কন্যা অতি শৈশবকাল হইতেই সংসারে উদাসীনা ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা হন। রাজা নরেশনারায়ণ শচীদেবীর বিবাহপ্রদানার্থ উপযুক্ত বরের সন্ধান করিতে থাকিলে শচীদেবী পিতাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলেন যে, কোনও মরণশীল পুরুষের সহিত যেন তাঁহার বিবাহ না দেওয়া হয়। কালক্রমে মাতাপিতার মৃত্যু হইলে শচীদেবী বৃন্দাবনে গমন করেন। এই সময়ে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীল অনন্তাচার্য্যের প্রিয় শিষ্যবর শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন—

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত-আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁ'র প্রিয়শিষ্য ইঁহা পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁ'র পরমবিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁ'র পরম-উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল॥

পুঁটিয়া-রাজদুহিতা শ্রীশচীদেবী শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করায় শ্রীল গুরু গোস্বামী শ্রীশচীদেবীকে অন্যাভিলাষশূন্যা নিষ্কপট হরিসেবাভিলাষিণী দেখিয়া তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিলেন। শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীশচীদেবী কিছুকাল একটী সম্ভ্রান্তা স্ত্রী-ভক্তের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে ভগবদ্ভজন করিতে লাগিলেন। তিনি কয়েক বৎসরকাল শ্রীরাধাকুণ্ডে একান্তভাবে ভজন করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে তথায় ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুপ্ত লীলাস্থলী শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে নিত্য-সেবা প্রকাশ করিতে বলায় গুর্ব্বাদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীশচীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটস্থ যেস্থানে শ্রীসার্ব্বভৌমের আবাসভবন ছিল, সেই স্থানের অনুসন্ধান করেন। শুনা যায়, তথায় একটী জরাজীর্ণ ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীরাধাদামোদর-শালগ্রাম ও একটী বালগোপালমূর্ত্তি অবস্থিত ছিলেন। শ্রীশচীদেবী শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণানুসারে সেই স্থানে একটী ছত্র স্থাপন করেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীশচীদেবীর শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। শ্রীরাধাকুণ্ডে বাসকালেও তিনি নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রেও তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীক্ষেত্রবাসিনী ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাগণ প্রত্যহই শ্রীশচীদেবীর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণার্থ আগমন করিতেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেইসকল কথা গৃহে গিয়াও আলোচনা করিতেন। শ্রীশচীদেবীর মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া অনেক সজ্জন ব্যক্তিও তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে আসিতেন। যখন শ্রীশচীদেবী শ্রীপুরুষোত্তমের শ্বেতগঙ্গার তীরে ছত্র স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ উৎকলাধিপতি শ্রীমুকুন্দদেবও শ্রীশচীদেবীর ছত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশচীদেবীর শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, প্রত্যহ তথায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণার্থ আসিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব শ্বেতগঙ্গার সন্নিকটস্থ স্থানটী শ্রীশচীদেবীকে অর্পণ করিবার জন্য শ্রীমুকুন্দদেবকে স্বপ্নাদেশ করায় শ্রীমুকুন্দদেব তাহা শ্রীশচীদেবীকে দিবার কথা জানাইলে বিষয়বিরক্তা শ্রীশচীদেবী বিষয়ী রাজার নিকট হইতে ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেও শ্রীগুরুদেবের আদেশ স্মরণ করিয়া সেই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুপ্ত লীলাস্থলী-উদ্ধারার্থ রাজার প্রদত্ত স্থানটী গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষার দ্বারা ঠাকুরসেবা চালাইতে লাগিলেন।

কোন সময় কৃষ্ণত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী-স্নানের জন্য অনেকে গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ভগবৎ-সেবাপরায়ণা শ্রীশচীদেবী কর্ম্মিগণের ঐরূপ হুজুগে প্রমত্ত না হইয়া একান্তমনে শ্রীগুরুদেবের আদিষ্ট ভগবৎসেবা ও ক্ষেত্রসন্ন্যাসকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত জানিয়া তাহাতে পরিনিষ্ঠিতা থাকিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নাদেশে শ্রীশচীদেবীকে বলিলেন,—"যেদিন গঙ্গার স্নানযোগ হইবে, সেদিন তুমি শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিবে। গঙ্গাদেবী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে শ্বেতগঙ্গায় উপস্থিত হইবেন।" এইরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীশচীদেবী সেদিন সকলের অজ্ঞাতসারে অর্দ্ধরাত্রে শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। স্নান করিবামাত্র তিনি যেন গঙ্গাস্রোতের দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ অন্য স্থানে নীত হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় শ্রীক্ষেত্রবাসী নরনারী গঙ্গাস্নান করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে স্নান-কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনিও সানন্দে স্নান করিতেছেন। ঐ কোলাহল-শ্রবণে দ্বাররক্ষকগণ জাগ্রত হইয়া পরিছাগণকে তাহা জানাইল। তাঁহারা রাজার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজা শ্রীমন্দির খুলিবার জন্য আদেশ দিলেন। শ্রীমন্দির খুলিয়া দেখা গেল, মন্দিরমধ্যে শ্রীশচীদেবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশচীদেবী বলিলেন,—"আমি শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিতেছিলাম, স্নান করিতে করিতে গঙ্গার স্রোতে চালিত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে স্বপ্নে আমি শ্বেতগঙ্গায় স্নানার্থ শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ পাইয়াছিলাম। শ্রীজগন্নাথদেব আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আমার স্নানের জন্য বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবী কৃপাপূর্ব্বক শ্বেতগঙ্গায় আবির্ভূতা হইবেন। ইহা ব্যতীত আর আমি কিছুই জানি না।" শ্রীশচীদেবীর এই অদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে সেইদিন হইতে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

'গঙ্গামাতা' নামে অভিহিত করিলেন। আরও জানা যায় যে, শ্রীজগন্নাথদেব রাজা মুকুন্দদেবকে স্বপ্ন জানাইয়াছিলেন যে, জগন্নাথদেবের পাদস্পৃষ্টা গঙ্গা শচীদেবীর স্নানের জন্য শ্বেতগঙ্গায় আবির্ভূতা হইয়াছেন এবং শচীদেবীকে স্বপ্নদানে আনয়ন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাতে কোনপ্রকার সন্দেহের আশঙ্কার কারণ নাই। শ্রীশচীদেবী 'গঙ্গামাতা'-নামে বিদিত করাইয়া তাঁহার নিকট রাজার কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কিংবদন্তী এই যে, এই ঘটনার পরেই মুকুন্দদেব শ্রীগঙ্গামাতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেই সময় বাঙ্গালার অন্তর্গত জয়পুর নগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে 'রসিক রায়'-নামক শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। সেবাপরাধে সেই ব্রাহ্মণ নির্ধন হইয়াছিল। একদিন ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইল যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন,—"তোমার গৃহদেবতা 'রসিক রায়'কে শীঘ্রই তুমি শ্রীক্ষেত্রে শ্বেতগঙ্গাতটে স্থিত গঙ্গামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দাও, নতুবা তোমার কোন দিন মঙ্গল হইবে না।" ব্রাহ্মণ নিঃস্থান হইয়া এতদিন বিশেষ মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন, স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ পাইয়া আরও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণ একটী পেটিকার মধ্যে শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীরসিক রায় বিগ্রহকে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কিছুদিন পরে গঙ্গামাতার আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহ প্রদানে উদ্যত হইলেন। গঙ্গামাতা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বলিলেন,—"এই শ্রীবিগ্রহ রাজসেবার মূর্ত্তি, আমি মাধুকরীর ভিক্ষায় দেহ সেবা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, এত বড় শ্রীবিগ্রহ কোথায় রাখিব? এই শ্রীবিগ্রহ রাখিলে আমাকে সেবারাধনী হইতে হইবে। আপনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আপনার শ্রীবিগ্রহ আপনি লইয়া যান।" ব্রাহ্মণ বেগতিক দেখিয়া নিকটস্থ তুলসী কাননে অলক্ষিতভাবে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া দিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। এদিকে রাত্রকালে শ্রীগঙ্গামাতা স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীরসিকরায় গঙ্গামাতাকে বলিতেছেন,—"আমি তোমার সেবা-গ্রহণার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহা বহুদিন যাবৎ তোমাকে জানাইয়া আসিতেছি। অতএব তুমি আমাকে অনাদর করিতেছ কেন? ব্রাহ্মণ আমাকে কাননে রাখিয়া গিয়াছে, তুমি আমাকে সেস্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন কর।"

গঙ্গামাতা এইরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীবিগ্রহকে যথাস্থানে স্থাপন করাইলেন। শ্রীগঙ্গামাতার প্রভাবে অচিরেই শ্রীরসিকরায়ের সেবার ঔজ্জ্বল্য প্রকটিত হইল।

ধরাকোটের রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ শ্রীগঙ্গামাতার পঞ্চম অধস্তন বঙ্গবাসী শ্রীভগবান্ দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বহু ব্যয়ে বর্ত্তমান গঙ্গামাতা মঠের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করাইয়া দেন এবং ভগবৎসেবার্থ উড়িষ্যাপ্রদেশে একটী গ্রাম প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ দাস 'মোহন-রায়'-নামক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রশিষ্য শ্রীনীলাম্বর দাস 'বিনোদ-রায়' ও 'শ্যাম রায়'-নামক বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনীলাম্বর দাসের গুরুদেব শ্রীমধুসূদন দাস শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ এবং শ্রীরসিক-রায়ের দক্ষিণে শ্রীললিতাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগঙ্গামাতার শিষ্য শ্রীবনমালী দাস শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীগৌর-গদাধর-বিগ্রহ স্থাপন করেন। শ্রীগঙ্গামাতার মঠে যে শ্রীরাধাদামোদর-শালগ্রাম পূজিত হইতেছেন, তাহাই শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পূজিত শিলা বলিয়া তথাকার সেবকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশের নির্দ্দেশমতে অষ্ট সখীর অন্যতম শ্রীসুদেবী-সখীই গৌরাবতারে শ্রীঅনন্তাচার্য্য। শ্রীঅনন্তাচার্য্য - শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য। শ্রীঅনন্তাচার্য্যের শিষ্য—পণ্ডিত হরিদাস, ইঁহার নাম শ্রীরঘু-গোপাল—শ্রীরাসমঞ্জরী। তাঁহার শিষ্যা—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগঙ্গামাতা। শ্রীগঙ্গামাতার শিষ্য - শ্রীবনমালী, তচ্ছিষ্য—শ্রীগোপাল দাস, তচ্ছিষ্য— শ্রীভগবান্ দাস। শ্রীভগবান্ দাসের শিষ্য—শ্রীমধুসূদন দাস, তাঁহার শিষ্য—শ্রীনীলাম্বর দাস, তচ্ছিষ্য —শ্রীনরোত্তম দাস। তচ্ছিষ্য—শ্রীপীতাম্বর দাস, তচ্ছিষ্য—শ্রীমাধবদাস। শ্রীমাধবদাসের শিষ্য — শ্রীবাদ্য কৃষ্ণদাস। এই মঠের প্রদত্ত হিসাব হইতে জানা যায়—শ্রীগঙ্গামাতা ষাট বৎসর বয়সে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন এবং এই স্থানে আরও ৬০ বৎসরকাল প্রকট ছিলেন। অর্থাৎ ১২০ বৎসর বয়সে শ্রীগঙ্গামাতা অপ্রকট হন। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীগঙ্গামাতার আবির্ভাব ও ১৭২১ খৃষ্টাব্দে তিরোভাব হয়। পুরীর লোকনাথের মন্দিরের নিকট সমাধি-বাগিচা-নামক স্থানে শ্রীগঙ্গামাতার সমাধি-মন্দির আছে।

পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেব শ্রীগঙ্গামাতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীগঙ্গামাতাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদানে ইচ্ছুক হইলে শ্রীগঙ্গামাতা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে রাজা একভাণ্ড পরিমাণ মহাপ্রসাদ প্রত্যহ লইয়া আসিয়া শ্রীগঙ্গামাতাকে প্রদান করিতেন। এখনও পুরীর রাজা শ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে একভাণ্ড মহাপ্রসাদ শ্রীগঙ্গামাতামঠে প্রদান করেন। শ্রীবনমালী দাস হইতেই শ্রীগঙ্গামাতামঠের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রভুপাদেশ

——:•(•):——

গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট থাকিবেন। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিবেন। অসৎসঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে দূরে থাকিবেন। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে বসতিস্থাপন-পূর্ব্বক ভুক্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের দ্বারাই মুক্ত হওয়া যায়। আমরা যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই অনুষ্ঠানত্রয়ের দ্বারা ভগবান্ ও তদীয়জনকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে পরম-গোপ্তা জগন্নাথের অবশ্য নিত্যকৃপাভাজন হইতে পারিব।

প্রজল্প পরিত্যাগ কর, কৃষ্ণকথা বল, সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কোলাহল হউক। অসৎসঙ্গে কখনও নাম হয় না। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণব-সেবা ও নামসংকীর্ত্তন করিবেন। খুব উচ্চ-কীর্ত্তন করিবেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধামের প্রতি অকৃত্রিম প্রগাঢ় অনুরাগ হওয়া দরকার। শ্রীধামে বাসপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম ও গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে হরিভজনে অগ্রসর হউন। নবদ্বীপ-বনে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃতদেহে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থান করিয়া বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক গৌর-কৃষ্ণের আরাধনা করিলে ভজনপরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, নতুবা এই ভীষণ কলিযুগে অন্য কৃত্রিম উপায়ে ব্রজভজন হইতে পারে না।

সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনে থাকিবে। কৃত্রিমভাবে কোনপ্রকার ত্যাগ বা গ্রহণ হইতে পারে না। প্রমদা-বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। সকলকে কৃষ্ণদাস জ্ঞানে বা গুরুবুদ্ধি করিবে। সর্ব্বজীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্বদা আদরের সহিত সকলকে সম্মান করিবে। ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বদাই সকল জীবের অন্তরে অবস্থিত। যে মানব প্রাণিসমূহে ভগবানের অধিষ্ঠান দর্শন অর্থাৎ কাষ্ঠবুদ্ধির অভাবে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির পূজা করে, তাহার অর্চ্চন বিড়ম্বন-মাত্র। নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণবৃত্তিহীন অর্থাৎ সুপ্তচেতন ভগবদ্বিমুখ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানে সর্ব্বাত্মসমর্পণকারী জীবপর্য্যন্ত যে কোন জীবকে অবজ্ঞা করিলে তাঁহাদের অবজ্ঞা দ্বারা ভগবান্‌কেই অবজ্ঞা করা হয়। যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ভাবকে গর্হণ করিয়া হিংসা করে, তাহা হইলে তাদৃশ হিংসার দ্বারা সেই পরমেশ্বর-বস্তুই হিংসিত হন। ভগবান্ বিষ্ণুই অন্তর্য্যামী ঈশ্বররূপে জীবহৃদয় পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রবিষ্ট আছেন—ইহা জানিয়া সকল প্রাণীকে মনে মনে আদর করিবে। এইরূপে প্রথম উপাসক অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধাবান্ অর্চ্চন-কারিগণের সম্বন্ধে সর্ব্বভূতে আদর বিহিত হইয়াছে, পরন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণের সর্ব্বত্র ভগবান্ বিষ্ণুর বৈষ্ণবস্ফূর্ত্তি বিদ্যমান বলিয়া তাঁহাদের সর্ব্বভূতাদর স্বতঃই হইয়া থাকে। ভূতদ্বেষ অপেক্ষাও ভূতনিন্দা অধিকতর দোষাবহ। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের ভূতহিংসা ও ভূতনিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে।

দশ অপরাধশূন্য হইয়া গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময় জীবন-যাপনপূর্ব্বক সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করিবে। শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের যতটা শুশ্রূষা করিতে পারিবে, তাঁহার সঙ্গে যতটা সময় অতিবাহিত করিবে, ততটা তোমাদের শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনের পথ পরিষ্কার হইবে। হরিবিমুখ সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। অসৎ রোগের দূষিত বীজ সাধকজীবনে সংক্রামিত হইয়া পড়িলে আত্মার স্বাস্থ্য-লাভের পথ সুদূরপরাহত। হরিজনসঙ্গে হরিরস আস্বাদন করাই জীবনের কর্ত্তব্য। কখনও অসৎসঙ্গ করিবে না—প্রজল্প করিবে না। শ্রীউপদেশামৃতের 'উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ'-শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবে।

আমি কৃষ্ণ চাই, না মায়া চাই

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

আমি কৃষ্ণ চাই কি? "আমি অনন্যভাবে নিত্যকাল কৃষ্ণভজন করিব - কৃষ্ণভজন ভিন্ন অন্য কার্য্য করিব না"—এইরূপ অচল-অটল সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমি করিয়াছি কি? যদি একমাত্র কৃষ্ণকেই না চাহিয়া থাকি, কৃষ্ণভজন ভিন্ন অন্য কোন কৃত্য আমার আছে,—এরূপ অভিসন্ধি যদি হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি, তবে আমার শ্রদ্ধা হইয়াছে, ইহা মনে করা উচিত কি? শ্রীগুরুবর্গ বলেন, "শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্ব্বেই 'আমি নিত্যকাল একমাত্র কৃষ্ণভজন করিবই—কৃষ্ণভজন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য করিব না'—এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়তা হইবে। এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়তার অভাব যেখানে, সেখানে শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই।"

আমি অনেক সময় কপটতা করিয়া বলিয়া থাকি, 'আমি গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ পাইলাম না, গুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গ দিলেন না'। ইহা আমার নিছক ভণ্ডামি ভিন্ন আর কিছু নয়। আমি যদি সত্য সত্যই কৃষ্ণকে চাহিতাম, কৃষ্ণভজন করিতে পারি না বলিয়া যদি আমার আত্মার তীব্র অন্তর্দাহ হইত, তবে নিশ্চয়ই কৃষ্ণকৃপায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রকৃষ্ট সঙ্গ পাইতাম এবং তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণকথা-শ্রবণের ফলে হৃদয়ে শ্রদ্ধা, রতি ও

ভক্তি ক্রমশঃ উদিত হইত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥'

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মধ্য দিয়াই ভগবানের কৃপা এ জগতে প্রবাহিত হইতেছে। কৃষ্ণই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের একমাত্র সম্পত্তি। শ্রদ্ধাবান্ জীবকে কৃষ্ণ প্রদান করিবার জন্যই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের এই জগতে কৃপাবতরণ। কৃষ্ণ-প্রদানকার্যই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা।

আমার যদি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বস্তু অর্থাৎ মায়া-প্রাপ্তির বাসনা থাকে—আমার কায়মনোবাক্য যদি মায়াসঙ্গ-প্রাপ্তি বা ভোগের সেবার জন্যই নিযুক্ত থাকে, তবে আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ পাইয়াছি ও তাঁহাদের নিকট অনেক কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়াছি—এইরূপ মিথ্যা অভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিজেকে ও পরকে বঞ্চনা করা উচিত কি? যে একমাত্র কৃষ্ণকেই চায়, সেই কৃষ্ণরূপায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ পায়। আর সর্ব্বদা মায়ার সঙ্গ কামনা করিয়াও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ পাওয়া যাইতে পারে—এইরূপ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করা উচিত কি? কৃষ্ণ ও মায়া যুগপৎ পাওয়া যায় কি? কৃষ্ণপ্রদানকারী শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও কৃষ্ণবিস্মৃতিকারিণী মায়ার প্রতি কি যুগপৎ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা-বুদ্ধি হইতে পারে? যুগপৎ আলো ও অন্ধকার দর্শন হইতে পারে কি?

যে কৃষ্ণ চায় না, সে ত' মায়া বা মায়াপুত্র। যে কৃষ্ণ চাহে না, কৃষ্ণভজন ভিন্ন যাহার অন্য কোন কৃত্য আছে, সেরূপ ব্যক্তিকে যদি আত্মীয় মনে করি, তবে কি বুঝিতে হইবে? বুঝিতে হইবে যে, আমিও কৃষ্ণ চাই না—চাই মায়ার গোলামী।

কৃষ্ণকে চাহিলে মায়াকে ছাড়িতেই হইবে, আর মায়াকে চাহিলে কৃষ্ণকে ছাড়িতেই হইবে। একমাত্র প্রীতির বিষয় যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ করায় যে মায়া—সেই মায়াকে বন্ধু ও আত্মীয় মনে করা মূর্খতা নহে কি? যে মায়া আমাকে নিত্যকাল নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চনা করিবে ও কামক্রোধের দাসত্ব করাইবে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করি না; কিন্তু পরমকরুণাময়, সর্ব্বশক্তিমান্, শরণাগতপালক, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করিতে পারি না—তখনই যত সন্দেহ, যত সংশয় চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। হায়! হায়! ইহা যে কতটা দুর্ভাগ্যের কথা, তাহা একবার চিন্তা করি কি?

আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণের প্রতি সর্ব্বদা সেবোন্মুখ থাকাই আমার স্বরূপের নিত্য স্বভাব। কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হইয়া, আমার নিত্য স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, মায়াভিনিবিষ্ট থাকিয়া কামক্রোধের দাসত্ব করাই আমার কপটতা বা ভণ্ডামি।

আমি কি নিত্যকালই কপটতা বা ভণ্ডামিই করিব? আমি কি কিছুতেই সরল হইব না? সকল চেতনের একমাত্র প্রাণ যিনি—যাহার সহিত সম্বন্ধরহিত হইলে অচেতন জড়ধর্ম্মে আবদ্ধ হইতে হয়—সেই নন্দনন্দন কৃষ্ণের প্রতি কি কিছুতেই সেবোন্মুখ হইব না? কপটতা বা মায়ার সঙ্গ করিয়া আত্মহত্যা করা কই কি বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিব?

আমি যদি সত্যসত্যই কেবল কৃষ্ণকেই চাহিতাম, তবে নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ পাইতাম এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবই যে আমার একমাত্র নিত্য বন্ধু ও আত্মীয়, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিতাম। আমি কৃষ্ণভজন করিয়া নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হই, ইহাই তাঁহারা চাহেন—আমি মায়ার গোলামী করিয়া আত্মবিনাশ করি, ইহা তাঁহারা চাহেন না। আমি কৃষ্ণোন্মুখ হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কিরূপ আনন্দ হয় ও আমি কৃষ্ণ-ভজন না করিয়া মায়ার প্রতি অভিনিবেশ করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণব কিরূপ দুঃখ অনুভব করেন—ইহা আমি বুঝি কি? আমি কৃষ্ণ-ভজন না করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে যাঁহার আনন্দ হয়, তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণব নাহেন, পরন্তু নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মায়া। তাই বলি, আমি যদি সত্যসত্যই কৃষ্ণকে চাহিতাম, তবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবকেই আমার অকৃত্রিম নিত্য বন্ধু ও আত্মীয় বলিয়া জানিতে পারিতাম—আর মায়ার বঞ্চনায় বিশ্বাস করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতাম না।

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর হরিকথা

——::•::——

['গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গত ২৮শে বৈশাখ শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে হরিকথা-কীর্ত্তন-মুখে বলেন,—]

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর ন্যায় পতিতপাবনী তিথি আর নাই। একমাত্র বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যতীত সকলেই এই পতিতপাবনী তিথির পরমোদারা কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। বিষয়ী, দুর্জ্জন, পাপিষ্ঠ, মূর্খ, পতিত, নরাধম ব্যক্তিগণও জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-ভাবে এই তিথির সেবা করিলে মহাভক্তি-পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ভক্ত্যাভাসের ফলে শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপ্তি, এমন কি, কোন কোন স্থলে মহাভক্তি-প্রাপ্তির উদাহরণরূপে শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে দৈবক্রমে উপবাস ও জাগরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

"তথা ভক্ত্যাভাসস্যাপি সর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বক-শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপকত্বম্। • • • কচিত্তু মহাভক্তিপ্রাপকত্বং। যথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদস্য তস্য প্রাগ্জন্মনি বেশ্যয়া সহ বিবাদেন শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাং দৈবাদুপবাসঃ সম্পন্নো জাগরণঞ্চেতি।"

(ভক্তিসন্দর্ভ, ১৪২ অনুচ্ছেদ)

ভক্ত্যাভাসদ্বারাও সর্ব্বপাপক্ষয় হয় ও বিষ্ণুপদ-লাভ ঘটে। • • • • কোথাও কোথাও ভক্ত্যাভাসে মহাভক্তির প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে, যথা, বৃহন্নারসিংহপুরাণে কথিত আছে যে, মহাভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে বেশ্যার সহিত বিবাদফলে দৈবক্রমে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-তিথিতে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ ঘটিয়াছিল।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের চতুর্দ্দশ বিলাসে বৃহন্নারসিংহপুরাণের এই প্রসঙ্গটি আছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত হইতে কেহ যেন ভক্ত্যাভাস-বলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধে নিমগ্ন হইবার দুর্বুদ্ধি না করে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ নামবলে ও ভক্তিবলে অধিকতর পাপে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে দুর্নিবার অপরাধ ঘটে এবং ভক্তি হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইতে হয়।

অভক্তিগণ মনে করিয়া থাকে, বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ স্তব-স্তুতি-প্রশংসা পাইলে বশীভূত হয়, শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ স্তব-স্তুতি পদ্ধতি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তাহা হইলে ভগবান্ একজন খোসামোদপ্রিয়? ইহার মীমাংসা শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ এইরূপ বলিয়াছেন,—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

(ভাঃ ৭।৯।১১)

"অয়ং প্রভুরাত্মনো মানং পূজাং জনাদবিদুষঃ অজ্ঞাৎ ন বৃণীতে নেচ্ছতি। তত্র হেতুর্নিজলাভেনৈব পূর্ণঃ পরমসন্তুষ্টঃ, হেত্বন্তরং, করুণঃ পূজার্থং তৎপ্রয়াসাসহিষ্ণুঃ, কথম্ভূতাজ্জনাদবিদুষঃ, পিতৃবৎ বালকং তস্মাদ্ধি ন কিঞ্চিদপি জানতঃ; এবং স্বস্য তজ্জনৈকবন্ধুনঃ বৈলক্ষণ্যোক্তিঃ, যদ্বা, তদাবেশনানাৎ কিঞ্চিদপি ন জানত ইত্যর্থঃ, উভয়ত্র পক্ষে তস্য অভিজ্ঞং তস্য কারুণ্যহেতুর্জ্ঞাত ভাবঃ। তর্হি কিং তজ্জনস্য মানং ন স্বীকুরুত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদিতি। যৎ জনঃ যৎ মানং ভগবতি বিদধীত সম্পাদয়তি, স মানোহস্যাত্মন এব, তৎসম্মানমাত্রেণৈব স্বসম্মাননাভিমাননাৎ সুখং মনামনস্থানং করোতোত্যের্থঃ। তৎসম্মানমাত্রেণ স্বসম্মানস্য তদেকজীবনস্য তজ্জনস্য যুক্ত এবেতি দৃষ্টান্তমাহ, যথা মুখস্য শোভা তিলকাদিনা, তস্যাঃ মেব প্রতিমুখস্য শোভাবৈ ভাতি, নান্যদিতি।"

এই প্রভু নিজের "মান" অর্থাৎ পূজা, "জন" অর্থাৎ নিজভক্ত হইতে "বরণ" অর্থাৎ ইচ্ছা করেন না। যেহেতু তিনি নিজের লাভেই "পূর্ণ" অর্থাৎ পরমসন্তুষ্ট। অপর কারণ এই যে, তিনি "করুণ" অর্থাৎ পূজাদি-বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু। কিরূপ জনের নিকট হইতে প্রার্থনা করেন না, তাহা বলিতেছেন,— "অবিদান্" অর্থাৎ পিতৃসমীপে পুত্র যেরূপ অজ্ঞ, সেইরূপ তৎসমীপে যিনি অজ্ঞ, তাদৃশ জন হইতে। স্বয়ংও তাদৃশ জনগণের একবান্ধব বলিয়া ইহা শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বৈলক্ষণ্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা "অবিদান্" অর্থাৎ যিনি ভগবদাবেশবশতঃ অন্য কোন কিছুই অবগত নহেন, তাদৃশ জন হইতে। উভয়প্রকার ব্যাখ্যায়ই এই অবিজ্ঞতার ভগবানের কারুণ্যহেতু হইয়া থাকে। তাহা হইলে কি মানবগণ তাঁহার পূজা করেন না? এ আশঙ্কা বলিতেছেন যে, ভক্তজনগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-যে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্ত নিজের জন্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবানের সম্মানহেতুই নিজ সম্মানজ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

ভগবানের প্রতি পূজকের পক্ষে ভগবানের সম্মানেই যে নিজ সম্মান সঙ্গত হয়, তাহাতে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—মুখে যে যে শোভা করা হয়, কেবলমাত্র তাহাই যেরূপ প্রতি-মুখের (প্রতিবিম্বের) শোভার জন্যই হয়, পরন্তু অন্য কোন রূপ সেইরূপ প্রতিমুখের শোভাজনক হয় না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীনৃসিংহদেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

ভাগবতপূজ্য লোক মহত্তায়াম্যমুতাঃ।
তান্ মে পশ্য ভক্তানাং মহিমানং

প্রাণিসর্ব্বস্বক॥

(ভাঃ ১।২০।২১)

শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীপ্রহ্লাদকে বলিলেন,— 'ইহাতে আমার ভক্তগণ তোমার অনুসরণ করিবে, যেহেতু আমার ভক্তসমূহের মধ্যে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।'

অতএব শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনার পূর্ব্বে শ্রীপ্রহ্লাদের পূজা করিবে। শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপায় শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা লাভ হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে —

"অগ্রে প্রহ্লাদ পূজনীয়ঃ। তথা চাগমে—
প্রহ্লাদক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরিং প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥

(১৪শ বিলাস, ১১৭ সংখ্যা)

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু পদ্যাবলীতে বলিয়াছেন,—

প্রহ্লাদ নাথ পদাম্বুজ-পুণ্ডরীকাক্ষ
হাসাদ্রিত-ভুক-শোনক-ভীম-রাজন্যান্।
রুদ্র বলাদিকে বিভৌষণ ভক্তমানীন্
পুণ্যান্ নমামি পরমভাগবতান্ নমামি॥

(পদ্যাবলী ৫২)

ভক্তিলতা

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

ভক্তি—লতা। লতা যেরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তিলতাও বর্দ্ধিত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছায়। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন জিনিষ নাই, যাহাকে ভক্তিলতা আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ সেবা সেবক সম্বন্ধ নয়। জগতের সকলেই প্রকারান্তরে সেবা লইতে চায়। ইহাই অভক্তি আর সেবা ও সেবকের সহিত যোগস্থাপনই ভক্তি। সেবা ও সেবক-সম্বন্ধ ভুলিয়া জড় বদ্ধজীব সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। সংসার ক্লেশপূর্ণ হইলে তবে সেই জীবের ভগবৎসেবার প্রতি রুচি হয়। জীবের জীবন আছে বলিয়া সে কর্ম্ম করিতে পারে। মধ্যাবস্থায় ভ্রাম্যমান জীব কোনটা কর্ত্তব্য, কোনটা অকর্ত্তব্য—ঠিক করিতে না পারিয়া কখনও মায়াবাদী আবার কখনও ভোগবাদী হয়। বদ্ধজীব এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। ভাগ্যহীন জন ভোগ ও ত্যাগের জন্য জগতে বিচরণ করে, আর সৌভাগ্যবান্গণ যাঁহাদের শ্রেয়োলাভের বিচার প্রবল হইয়াছে, তাঁহারা ভক্তি অনুসন্ধানের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন।

যাঁহার সেবা করিতে হইবে সেই ভজনীয় বস্তু ভগবান্ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু নহেন। ভজনীয় বস্তু প্রাকৃত রাজ্যগত নহেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডাতীত। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিষের সেবা করেন, তাঁহারা ভক্ত নহেন। ব্রহ্মাণ্ডে ভজনীয় বস্তু পাওয়া যায় না বলিয়া ভক্তিলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যায়। ভক্তিলতা বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোম পর্য্যন্ত যায় এবং তদুপরি গোলোক বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ ভুবনের বহির্দেশে চিন্ময় জলরাশি বিরজা আছেন, পতিতপাবনী গঙ্গা এই বিরজারই একাংশ। বিরজায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কোন প্রবিষ্টতা নাই। এই জগতে ত্রিগুণের প্রাধান্য রহিয়াছে। বিরজার পরপারে জ্যোতির্ম্ময় স্থান ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক—ভগবানের জ্যোতির্ম্মণ্ডল। তথায় কোন অবস্থান ভূমি নাই। তথায় কোন ভজনীয় বস্তুও নাই। তৎপরে বৈকুণ্ঠ। পরব্যোমে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ আছেন। এখানে ভগবান্ আড়াই প্রকার রসের দ্বারা সেবিত হন। তজ্জন্য সেখানেও পরিপূর্ণ পঞ্চরসের বিচারবিগ্রহ শ্রীভগবান্ না থাকায় ভক্তিলতা তথা হইতেও উর্দ্ধে গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়া থাকে।

তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

পরিবর্দ্ধমানা ভক্তিলতা বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন। শুদ্ধভক্ত ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ, এমন কি, চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠেও গমন করিতে চাহেন না। তাঁহারা ভগবানের অহৈতুকী ভক্তিই প্রার্থনা করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শুদ্ধভক্তির কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত, আনুকূল্যের সহিত ভগবৎসেবাই উত্তমা ভক্তি। যেখানে কৃষ্ণের সেবা হয় না, সেখানে অন্যাভিলাষাদি থাকিবেই। ইহজগতে কেবল ভোগ ও ত্যাগ। এই সকল কৃষ্ণেতর প্রবৃত্তি আমার ব্যবহার বিচারাদিই এখানে পাই। এই সকল পরিহার না করিলে শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যায় না। ভক্তিলতা ও তাহার গতিসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“ভক্তি—লতা। ভক্তিলতা যে বৃক্ষকে আশ্রয় করে, তাহা প্রপঞ্চের ক্রীড়াভূমি ব্রহ্মাণ্ড, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিরজা বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণের ব্রহ্মলোকে নাই। ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ত ঊর্দ্ধ এবং সপ্ত অধোলোক। অন্যাভিলাষী ভুক্তিকামিগণের গন্তব্যস্থান নিম্নলোক এবং পুণ্যকর্ম্মী তপস্বিগণের স্থান ঊর্দ্ধলোক। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কুত্রাপি ভক্তির আশ্রয় নাই। ভক্তিলতা এই সকল ভেদ করিয়া পরব্যোমে যায়। সেখানেও ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ-রূপে গৌরবাবিচারে শ্রীনারায়ণ সেবিত হইলেও শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী ভক্তিলতা তথা হইতেও বর্দ্ধিত হইয়া পরব্যোমের ঊর্দ্ধতম লোক গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপদকল্পবৃক্ষের সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন এবং শুদ্ধ বিশ্রম্ভভাবে রসপঙ্কজোপাস্য কৃষ্ণের সেবা করিয়া ধন্য হন।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তররহিত। আর কৃষ্ণও তাঁহার প্রেষ্ঠজন ব্যতীত কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্যকাল সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসীর নিত্য অস্তিত্বের অভাবহেতু তিনি নিত্য সেবা গ্রহণে যোগ্য হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীববিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবের উদ্ধারকল্পে এ জগতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহার দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে, জলসেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিলতা বীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলধারা হৃদয়ক্ষেত্র সিক্ত করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। লতার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনরত হইলে লতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।”

ভক্তিলতার কারণ—গুরুপ্রসাদ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ। গুরুবর্গের প্রসন্নতা হইতেই এই ভক্তিবীজ লাভ হয়। তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞানবীজের প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তির বীজ পাওয়া যায় না। যাহারা দুর্ভাগা, তাহারা সদ্গুরু লাভ করিয়াও শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে পারে না। তাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্য করিয়া লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্যই ব্যস্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ জীবই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া শ্রীগুরুপাদপ্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথে চলিতে পারেন। একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তি-অধিকারী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাহাদেরই জন্য, তিনি আর কাহারও নহেন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে পারেন। গুরুবৈষ্ণবে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রীতি যত বর্দ্ধিত হয়, ততই এই ব্রহ্মাণ্ডের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকে।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জলসেচন। এই জলসেচন-প্রভাবে ভক্তিলতা বর্দ্ধিত হয়। শ্রবণ কীর্ত্তন যদি অপরাধ অর্থাৎ অন্যাভিলাষাদি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া ভক্তি অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইতে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। অপরাধযুক্ত ভক্তানুষ্ঠানে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না।

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
অন্য বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি' 'জ্ঞান'-'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধিসহকারে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণই প্রকৃত মঙ্গলোপায়। ভক্তসঙ্গ কৃপালেশেই জীবের কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটে। সাধুসঙ্গমুখে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থ সকল যতই হ্রাস পাইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, ভাব, আসক্তি ও প্রেম পর্য্যন্ত উদিত হইতে থাকে। ইহাই কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিবার ক্রম। এই ক্রম অবলম্বন করিয়া ভক্ত ভগবানের সেবা করিয়া অপ্রাকৃত সেবাসুখ লাভ করেন।

গয়ায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১০ই মে, শনিবার শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি দিবারাত্রি উপবাস ও হরিসংকীর্ত্তনমুখে পালিত হইয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্বে শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতার-স্তোত্র ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা-গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীনৃসিংহপুরাণোক্ত শ্লোকদ্বয় ও শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদকৃত শ্রীশ্রীনৃসিংহস্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের চরিত্র, ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কারণ, ভগবদ্বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর বিনাশসাধন প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভু গত ১০ই মে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-দিবস হইতে ১৩ই মে পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব-প্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচনা করেন।

গত ১১ই মে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাবদিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিষয় আলোচনা করেন। গত ১৫ই মে শ্রীল রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব দিবসে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমহাপ্রভু ও রায়-রামানন্দ প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ২৪শে ও ২৫শে মে শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভু শ্রীমঠে 'Philosophy of Sree Chaitanyadev'-সম্বন্ধে হিন্দি-ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয় দিনেই বাঙ্গালী ও বিহারী বহু শ্রোতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিবস বক্তৃতান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২৬শে মে হইতে ৩০শে মে পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী দশমূলতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেন। গত ৩১শে মে তিনি এলাহাবাদ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে গমন করেন। শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাচরণ মুখার্জ্জি, বি-এ; শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচান্দজী, বি-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার, এম-এ; শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সাহাই, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রভৃতি কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠে যোগদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অপরাহ্ণে গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ প্রভৃতি আলোচিত হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅধমবন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউতারা (শ্রীবুদ্ধসংবদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবধবংশনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক - শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রদমন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপারী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীনবদ্বীপ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাণগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক - শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীশচীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সহাম রোড, হোয়াইট গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্মৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীসনাতনানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর। (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পণ্ডিতাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীমণিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিদ্যাসীনাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব চার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। উহাতে বিরাট্ অানন্দ ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক যেরূপভাবে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত ও শ্রীপাদ বলদেব স্বরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ও বর্ণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট এন্টিকপেপার নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—,

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য পুনর্ব্বিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিকোপনিষৎ ও (সানুবাদ)২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৶১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীল ভক্তিরাজ (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৶১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৶১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৶০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৶০
৬৯। সারসংগ্রহবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্স্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৶০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। বিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৶০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। রেলো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৶১০
৮৭। গীতাবলী ৶১০
শরণাগতি ৶০
৮৯। শ্রীসজ্জনতোষণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
উপরে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

সংবাদের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সু-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার, অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-০৬	৬-২১	৭ ১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬ ১৬	১৭-৫৩	২০ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	.		১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-০১	১৯ ৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	..	..	৯-৩৩	.	. .		. ..	..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ”	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
” ছাঃ	১২ ৫৭
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪৭ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন, শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৩-৩	১৩ ৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ ”	৬ ২৩		৯-২১		১৩-১২	১৫-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৩-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.	.		. .	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	...
দমদম			১১-৪		১৭-০৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১২-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ ”	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
” ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—দিল্লীতালায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতে বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-সিদ্ধান্তদানে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::○::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd. No C. 1544

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাগায়, চিত্রত
টিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
টীপ, বেন, কঠাদি ধারণ
যাত্রিগণের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর ছাপাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ; ১০ই জুন, ১৯৪১, মঙ্গলবার [৮০তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—:[০]:—

পরলোকে ভূতপূর্ব কাইজার

গত ৪ঠা জুন জার্মানীর ভূতপূর্ব কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম পরলোকগমন করিয়াছেন।

গত ২০শে মে নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, জার্মানীর ভূতপূর্ব কাইজার দারুণ সর্দি ও অন্ত্রপীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। সেই সংবাদেই তাঁহার আরোগ্যলাভসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয় যে, ৮২ বৎসর বয়সে এই পীড়া তাঁহার শক্তিক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে।

তারপর ৩১শে মে ভিসি হইতে খবর পাওয়া যায় যে, ঐদিন প্রাতঃকালে কাইজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা যায়। গত ৩০শে মে বার্লিনের ভাচেস কাইজারকে দেখিতে আসেন। চিকিৎসকগণ কাইজারের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সেই ব্যাধিই তাঁহার কাল হইল মৃত্যুর এবং তাঁহার নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটে।

আসোসিয়েটেড প্রেস-এর একটি সংবাদে প্রকাশ, গত ৪ঠা জুন বেলা ১১টা ৩০ মিনিটের সময় ভূতপূর্ব কাইজার ডর্নে পরলোক গমন করেন। ভূতপূর্ব কাইজার ডর্নে তাহাকে সমাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি অজ্ঞাত ও বৎসরকাল বাস করেন। প্রকাশ, তাঁহার অন্তিম অভিপ্রায় রক্ষা করা হইবে। সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রাপ্ত ডর্নে-এর একটি সংবাদে ভূতপূর্ব কাইজারের অন্তিম সময়ের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তাহের শেষভাগে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন বলিয়া আশা হয়। কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রিতে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসিতে থাকায় তিনি দ্রুত দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকেন এবং অবশেষে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসে নাই। তাঁহার মৃত্যুশয্যাপাশে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে তাঁহার পত্নী প্রিন্সেস হেরমিন, তাঁহার কন্যা ব্রান্সউইক-এর ডাচেস, তাঁহার পৌত্র প্রিন্স লুই ফার্ডিনান্ডের পত্নী এবং প্রিন্সেস হেনরিয়েটা অন্যতম। কিন্তু গত সপ্তাহের শেষভাগে তাঁহার অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি হওয়ায় এবং তিনি মধ্যাহ্নভোজের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কয়েকজন ডর্ন ত্যাগ করেন। ইঁহাদের মধ্যে তাঁহার পুত্রেরা অন্যতম।

আজাদ মুসলিম সম্মেলন

মৌলবী হাফিজুর রহমান সেওহারীর সভাপতিত্বে গত ৩০শে মে বারাবাঁকি জিলা-আজাদ-মুসলিম-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শীয়াদের নেতা আবদুল হাসান বলেন, কোন জাতিরই ভারত আক্রমণের অধিকার নাই। মুসলমানদিগের পক্ষে হিন্দুদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করা উচিত নহে। সকলের একযোগে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কাজ করা উচিত।

ডাঃ অধ্যাপক আবদুল বারী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে আজাদমুসলিম সম্মেলনের সার্থকতার বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

কলিকাতায় বিমানআক্রমণ আশঙ্কা

কলিকাতায় শত্রুপক্ষীয় বিমান হানা দিলে যাহারা গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে, তাহাদিগকে খাদ্য ও আশ্রয়দানের সমস্যা-সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীয়েট ভবনে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিব স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ আলোচনার পর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে একটি পরিকল্পনা রচনা করিতে অনুরোধ জানান হইবে। যুক্তভাবে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, প্রধান কর্মকর্তা ও কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত পরিকল্পনা রচনা করিবেন। ঐ পরিকল্পনায় গৃহহীনদের খাদ্য ও আশ্রয়দান—উভয় ব্যবস্থাই সন্নিবেশিত থাকিবে। পরিকল্পনাটি রচিত হইলে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের আর একটি বৈঠকে উত্থাপন করা হইবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী আশ্রয় ও আহার্য্যদান ব্যবস্থায় যে ব্যয় হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বহন করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত বৈঠক সম্পর্কে এই মর্ম্মে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, বিমানআক্রমণে গৃহহীনদের আহার্য্য ও আশ্রয়দানের ব্যবস্থার ভার কলিকাতা কর্পোরেশন এই সর্ত্তে গ্রহণ করিয়াছেন যে, যাবতীয় ব্যয়ভার বাঙ্গালা সরকারকে বহন করিতে হইবে। যথাসম্ভব সত্বর এ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা ও দাখিল করিতেও কর্পোরেশন রাজী হইয়াছেন।

বাংলা সরকার কর্ত্তৃক পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়া চট্টগ্রাম ইম্পিরিয়াল প্রিণ্টিং হাউস হইতে আহম্মদ চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত "অগ্রসর হও—জনগণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা কর" নামক পুস্তিকা খানির প্রকাশ, বিক্রয় অথবা বিতরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানির সবগুলি কপিই বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

ফরাসী ভারতের পুলিশবাহিনী

ফরাসী ভারতের পুলিশবাহিনীকে 'জেন্দারমে'তে পরিণত করা হইয়াছে। উহা ফরাসী সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে কাজ করিতে পারিবে।

এই পুলিশ বাহিনীতে ৭৫ জন কনেষ্টবল ১২ জন হেড কনেষ্টবল, ২ জন সাব ইন্সপেক্টর এবং একজন ইন্সপেক্টর আছে। একজন পুলিশ কমিশনার দ্বারা ইহা পরিচালিত হয়। তিনি নিজে একজন জেন্দারমে।

নদীয়ার পল্লীতে ডাকাতি

গত ৩১শে মে আলমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত খালকুলাগ্রামে বেনোয়ারীলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছে। গৃহস্বামী ও তাহার পুত্রকে মারপিট করিয়া গহনা প্রভৃতি লইয়া ডাকাতগণ পলায়ন করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিখিলবঙ্গ-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। ইহাতে বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বহি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা এতদ্বের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বালক আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমন্নিকা অপসোঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তকঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্চ্চনকল্প /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনপথ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৯৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৯৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
শরণাগতি /০
৮৯। প্রার্থনা-সিদ্ধান্তবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সত্তার কল্যাণকল্পতরু
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৯শ বর্ষ } ১ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১০ই জুন, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৮০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ বামন, স্থাণু প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শিক্ষা

——:(*)•:——

কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ উভয়েই ঈশ্বর—উভয়েই মায়াতীত। উভয়ের সহিত উভয়ের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাঁহাদের আচার বিধি নিষেধের বহির্ভূত। শ্রদ্ধাচক্ষে বা ভক্তিচক্ষে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন না করিলে বঞ্চিতই হইতে হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

নিত্যানন্দস্বরূপ—পরম-অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যেবা কিছু দেখ তা'ন।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥
তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁ'র চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি তা'র হয় বাধ॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ॥
পরহিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দায় কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি॥

শ্রীব্রহ্মা জগদ্গুরু হইয়াও লোকমঙ্গলের জন্য স্থইবার বিমোহিত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা ব্রহ্ম-বিমোহনের কথা শ্রীনদীয়া-প্রকাশে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ব্রহ্মার দুরাচার-প্রতিম আচরণ এবং শিবের শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপে আকৃষ্ট হইবার কথা শুনা যায়, তদ্দ্বারা জগদ্গুরু শিব-বিরিঞ্চি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অতি বিদ্বান্ পণ্ডিতগণকেও মায়াদেবী যে কোন মুহূর্ত্তে মোহিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মা বা শিবের ন্যায় জগদ্গুরু গণের কোন দুরাচার নাই, উহা সাধকগণকে সতর্ক করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় জগদ্গুরুগণের লীলাচাতুরী-বিশেষ। যদি তাঁহারা ঐরূপ লীলা-প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি দাম্ভিক ব্যক্তিগণ আনুগত্যধর্ম্ম অপেক্ষা তপস্যা-বৈরাগ্যাদিকে অধিক শক্তিশালী বলিবার সুযোগ পাইয়া ভক্তিপথের পথিকগণকে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিত। ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় তপস্যা ও অলৌকিক জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণও কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের শরণাপন্ন না থাকিলে যখন পতনোন্মুখ হইতে পারেন, তখন ক্ষুদ্র-জীব আনুগত্য ছাড়িলে যে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—"পরমবিদ্বান্ ও অতিবিবেকিগণেরও কাম জয় করা সুকঠিন; এজন্য কন্যা, ভগিনী প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জনে বাস করিবে না। ইহা জানাইবার জন্যই ব্রহ্মার এই লীলা। সমর্থবান্ তেজস্বী পুরুষগণের ধর্ম্মমর্য্যাদা-লঙ্ঘন বা স্ত্রীসম্ভাষণাদি আচরণ দৃষ্ট হইলেও তাহা দূষণীয় নহে, যেরূপ অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও দোষভাক্ হয় না। এই [illegible] নিজ কন্যার অনুগামী হইলেও ব্রহ্মার কোনপ্রকার দোষের আশঙ্কা করিতে হইবে না।

ব্রহ্মার এই লীলায় মহা-অধিকারীর সামর্থ্য এবং ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সতর্কতার কথা আছে। ব্রহ্মার চরণে যেন আমাদের কোনপ্রকার অপরাধ না হয়,—সে-বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকা দরকার। ব্রহ্মা ঈশ্বর, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহার সকল আচার গ্রহণ করিতে হইবে না। অনীশ্বর হইয়া ঈশ্বরের সকল আচার গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার আচার-দর্শনে হাস্যকারী ব্রহ্মার পৌত্রগণের ন্যায় দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

প্রজাপতি মরীচি—যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তা'ন পুত্র ছিল এই ছয় জন॥
দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি' কন্যা প্রতি করিলেন চিত॥
তাহা দেখি' হাসিলেন এই ছয়জন।
সেই দোষে অধঃপাত হইল সেইক্ষণ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে কৈল উপহাস।
অসুর-যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব-দেহ ছাড়ি' জন্মিলেন তা'র ঘরে॥
তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয় জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ॥
তবে যোগমায়া ধরি' আনি' আরবার।
দেবকীর গর্ভে শক্তি দৈলেন সঞ্চার॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেহ দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে॥
জন্ম হৈতে অশেষপ্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস রায়॥
প্রভু বলে,—শুন, শুন, বাপ মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে [illegible] হয়॥
[illegible] পাইলেন প্রত্যক্ষ [illegible]।
[illegible] দুঃখ কি কহিব সীমা॥
যে দুর্গতি হয় বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥

শ্রীমহাদেব জগদ্গুরু—বৈষ্ণবশিরোমণি। তিনি অহর্নিশ রামনামে পাগল। তিনি মায়াতীত বস্তু। সমুদ্রমন্থনকালে অমৃতভাণ্ড লইয়া সুরাসুরগণের মধ্যে কলহ আরম্ভ হইলে ভগবান্ পরম সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সকলেই অমৃত বণ্টন করিবার জন্য অমৃতভাণ্ডটী তাঁহার হস্তেই প্রদান করিলেন। মোহিনীরূপধৃক্ শ্রীভগবান্ তাঁহাদের চঞ্চলতার অবসর বুঝিয়া 'তিনি যাহা করিবেন, তাঁহারা কেহই তাহাতে কোন প্রতিবাদ থাকিতে পারিবে না',—এই বলিয়া তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। অতঃপর দেব ও দানবগণ অমৃত-প্রার্থী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পংক্তিতে উপবেশন করিলে মোহিনীমূর্ত্তিধারী শ্রীভগবান্ অসুর-গণকে অমৃত-পানে সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক দেবতা-গণের মধ্যেই সমস্ত অমৃত বণ্টন করিয়া দিলেন। অসুরগণ অমৃতকলস মোহিনীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক সমভাবে অমৃত বণ্টন করিতে বলিলে শ্রীমোহিনী হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

তুমি সব কেন কর আমাতে প্রতীত।
নারীকে বিশ্বাস কভু না করে পণ্ডিত॥
[illegible]।
আমারে প্রতীত কর [illegible]॥
[illegible]।
দৈত্যগণ [illegible] উচ্চ করি॥

ভগবান্ শ্রীহরি এই মোহিনীরূপে [illegible] মোহিত করিয়াছেন, এ কথা [illegible] মোহিনীরূপ দর্শন করিবার [illegible] হইয়া ভগবান্ [illegible] কালিন্দপদ অন্তত [illegible]

দেবকে দর্শন করাইয়াছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের মনোভীষ্টপূরণার্থ মায়া-বিস্তারপূর্ব্বক মোহিনীমূর্ত্তি প্রকট করিলে মহাদেব সেই মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শনে প্রথমতঃ মুগ্ধ হইয়া পরে আত্মসম্বরণ করিলেন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ভক্তপ্রবর শম্ভুকে তাঁহার স্বমায়া মোহিত করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া মায়ার প্রভাব কীদৃশ এবং শম্ভুর মোহাপনোদন করিয়া ভক্ত কিপ্রকারে তাঁহার সেই দৈবী মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহা জগৎকে শিক্ষা দিলেন। মোহিনীরূপ-দর্শনে মহাদেব কামবিবশে বিভোর হইয়া পার্ব্বতীর সম্মুখেই নির্লজ্জভাবে সেই সুন্দরীর অনুসরণ করিলেন, পরে মহাদেব আপনাকে ভগবানের মায়ায় আহত দেখিয়া মোহ হইতে বিমুক্ত হইলেন। তখন ভগবান পুরুষাকৃতি ধারণ করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,—

কো নু মেঽতিতরেন্মায়াং
বিষক্তস্ত্বদৃতে পুমান্।
তাংস্তান্ বিসৃজতীং ভাবান্
দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ॥
(ভাঃ ৮।১২।৩৯)

আপনি ব্যতীত কোন্ পুরুষ বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়াও অজিতচিত্তগণের দুস্তর তত্তদ্বিষয়-সৃষ্টিকারিণী আমার মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে? বিষ্ণুর কৃপালাভ করিয়া শ্রীমহাদেব ভবানীকে বলিলেন,—

অয়ি ব্যপশ্যস্ত্বমজস্য মায়াং
পরস্য পুংসঃ পরদেবতায়াঃ।
অহং কলানামৃষভোঽপি মুহ্যে
যয়াবশোঽন্যে কিমুতাস্বতন্ত্রাঃ॥
(ভাঃ ৮।১২।৪৩)

হে দেবি, জন্মরহিত পরদেবতা ও পরমপুরুষ ভগবানের মায়া অবলোকন করিলে ত'? আমি তাঁহার অংশাবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও যখন মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইলাম, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়পরবশ লোকসকল যে মোহিত হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি?

জগদ্গুরু শ্রীমহাদেব আমাদের শিক্ষার জন্য এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। যদি তিনি ঐরূপ আত্মমোহনলীলা না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র সাধকগণ সতর্ক হইতেও পারিতেন না এবং সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতও হইতে পারিতেন না। ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিন্দুমাত্রও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে জীবের পতন যে অনিবার্য্য, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই জগদ্গুরু শ্রীমহাদেবের এই লীলা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জগদ্গুরু শিবের এই লীলা হইতে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানে একান্ত শরণাগতি শিক্ষা করিবেন, জগদ্গুরুর প্রতি কোনপ্রকার মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া অধঃপতিত হইবেন না।

এই লীলাদ্বারা জগদ্গুরু শ্রীমহাদেব আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন যে, যাহারা নিজেরা পুরুষের অভিমান বা শিবের অভিমান করিয়া ভগবানের স্ত্রীরূপ বা মহামায়ারূপ দেখিবার চেষ্টা করে, তাহারা শ্রবণ-স্মরণ-সাধনা করিয়াও ঐরূপভাবে মোহিত হয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবানের সহিত প্রভু-সম্বন্ধ, সখ্য-সম্বন্ধ, পুত্র-সম্বন্ধ ও পতি-সম্বন্ধ — এই চারিপ্রকার আত্মার বা চেতনের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন; পরন্তু তিনি ভগবানের সহিত জীবাত্মার স্ত্রী বা জননী-সম্বন্ধের কথা বলেন নাই। ভগবানকে স্ত্রী বা জননীরূপে দেখিতে চাহিলেই মহামায়া জীবকে মোহিত করেন। ভগবান্ ক্লীব বা স্ত্রী নহেন, তিনি—পুরুষোত্তম, জীবমাত্রেই তাঁহার প্রকৃতি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পতন বা মোহ নাই। তাঁহাদের অসুরমোহন বা বিমুখবঞ্চন লীলা দেখিয়া অসুর বা বিমুখগণই বঞ্চিত হয়। উত্তমগণ গুরুবৈষ্ণবের প্রত্যেক লীলার মধ্যেই অপার কৃপা ও শিক্ষা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বঞ্চিত কেবল বঞ্চিতই হয়। শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস ও শ্রীপ্রহ্লাদ-আদি মহাজনগণের যেসকল দুরাচারপ্রতিম ব্যবহারের কথা শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়, তাহা সাধুজীবকে সতর্ক করিবার জন্য। অকপটভাবে হরিভজন করিলে ও সদ্গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলে এইসকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়। শরণাগত না হইয়া যুক্তিকে আশ্রয় করিলে কেবল অপরাধই হয়।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::[*]::——

যাঁরা বলেন, ভগবান্‌কে যেভাবেই ডাকি না কেন, তিনি দেখা দিবেন, তাঁ'রা জানেন না যে, ভগবান্ আমাদের বাগানের মালী বা চাকর ন'ন। চাকর ব'লে ডাক্‌লেও তিনি আস্‌বেন, এটা অবাস্তব কথা। যিনি হরিকথা শ্রবণ ক'রে তারপরে তাঁ'র দর্শন করেন, তাঁ'রই প্রকৃত দর্শন হয়।

হরিভজন করিতে যাইয়া 'অহংমম'-ভাবরূপ মায়াপিশাচী যেন না হয়। দেহমনের পরিচয়টি স্বরূপের পরিচয় নহে। গোপী-ভর্ত্তা যে কৃষ্ণ, তাঁহার পদকমলের দাসদাসানুদাস-পরিচয়টি জীবের স্বরূপের পরিচয়। ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-পরিচয় এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-বিচার আমাদের স্বরূপের পরিচয় নহে। বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকিলে হরিভজন সুষ্ঠু হয় না। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের মধ্যে যাঁহারা অবস্থিত হইবেন, তাঁহারা প্রেমময় সেবা-জগতে প্রবেশ লাভ করিতে গেলে প্রত্যেক পদে বিপদ্ বরণ করিবেন।

ভগবদ্দাস্য ও ভক্তদাস্যে ভগবদ্ভজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের অনুগত না হইয়া নিজেই ভগবানের সেবার জন্য দাম্ভিকভাবের সহিত অগ্রসর হয়, সে কখনও ভগবানের প্রীতি লাভ করিতে পারে না। আমি ভগবানের সেবা করিব, আর তাঁহার সেবককে মানিব না—ইহা হরিভক্তের লক্ষণ নহে। বহির্ম্মুখ মিছাভক্তের চিন্তাস্রোত ও সেবোন্মুখ অকপট ভক্তের চিন্তাস্রোত বিপরীত।

যিনি বিচার করেন যে, কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, তাঁহার মুখেই শ্রীনাম স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। যে হরিভক্তের ছলনা করিয়া হরিনাম-গ্রহণের ভাণমাত্র করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সেবা করে না বা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করে না, তাহার হরিনাম হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা বা দিব্য-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সেবোন্মুখ জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলে কৃষ্ণনাম-গ্রহণের যোগ্যতা হয়। দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করিলেই দিব্যজ্ঞান লাভ হইল না। দিব্যজ্ঞানের অভাবে আমাদের Iconographer বা Iconoclastএর ন্যায় কাঠ-পাথর চিন্তা ও জড়দর্শন প্রবল হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন হইবে। শ্রীবিগ্রহ আমাদের আধ্যক্ষিক বিচারের আশামী নহেন। তিনি স্বেচ্ছায় যে-কোনরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন। দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবার যত্নকারী ব্যক্তিই দীক্ষা-প্রাপ্তির পরে সেবোন্মুখী বৃত্তিতে কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করেন। দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, কে ভগবদ্ভক্ত ও কে অভক্ত। যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অচলা ভক্তি আছে, তিনিই ভক্ত। ধূর্ত্ততা ও অনবধানতাযুক্ত আত্মায় হরিভক্ত হওয়া যায় না। হরিভজনে মনোযোগ না থাকিলে শ্রীভগবানের অর্চ্চন-সেবার ব্যাঘাত হইবে। যাহারা দুরাচারসম্পন্ন, তাহাদের সঙ্গ আচরণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনও কোনপ্রকারে করিবেন না। যাহার শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সে ভগবদ্ভজন-রাজ্যে প্রবেশের দ্বারেও উপস্থিত হয় নাই। 'শ্রদ্ধা' শব্দে implicit confidence (শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস) বুঝায়।

কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন বিহিত হইয়াছে। তাহাও শ্রদ্ধা ব্যতীত মোটেই সাধিত হয় না। যেহেতু উক্ত হইয়াছে—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।" যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্থাৎ "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়।"—এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিষ্ণুর অর্চ্চনে যত্নশীল হন, তাঁহারই অর্চ্চনাধিকার লাভ হইয়াছে, জানিতে হইবে।

শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে হইবে। 'শ্রদ্ধা'-শব্দকে আভিধানিক শব্দমালার সাহায্যে বুঝা যায় না। 'শ্রীমদ্ভাগবত' বা 'গোবিন্দভাষ্যে'র আনুগত্যময়ী সেবার পরিবর্ত্তে উহাদিগকে আভিধানিক ও আকস্মিক শব্দের সমষ্টি মনে করিয়া জড়মেধার সাহায্যে আয়ত্ত করিতে গেলে উহারা ঐরূপ আধ্যক্ষিক ব্যক্তিকে বঞ্চিতই করিয়া থাকেন। আবার আভিধানিক শব্দমালাকে নিজের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিলেও আমাদের অসুবিধা হইবে। অধোক্ষজবস্তুতে অক্ষজ-বিচার প্রয়োগ করিতে গেলেই মায়ার কার্য্য হইয়া পড়ে। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া।" ভগবান্ আমাদের দ্বারা পরিমিত হইবার বস্তু নহেন। শ্রদ্ধার উদয় না হইলে জীব কনিষ্ঠাধিকারেও পৌঁছিতে পারে না। শ্রীবিগ্রহে কাঠ-পাথরবুদ্ধি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবে মনুষ্যবুদ্ধি, 'অহংমমভাব' এবং নিজকে ভোগ্য জানিবার পরিবর্ত্তে ভোক্তৃজ্ঞান থাকিলে অর্চ্চন হয় না। যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করেন, অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার অচলা ভক্তি আছে, তাঁহারই অর্চ্চন হইয়া থাকে।

নামই বীজস্বরূপ। অসম্প্রসারিত নামই বীজ ও সম্প্রসারিত নামই রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলারূপে প্রকাশিত। অতএব 'নাম' বলিতে—'নাম নাম', রূপ-নাম', 'গুণ-নাম', 'পরিকর-বৈশিষ্ট্য-নাম' ও 'লীলা-নাম'।

নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে নিৰ্ভীক-সত্য প্রচার করা যায় না। বাহিরে বৈরাগ্যের অভিনয় ও অন্তরে পূর্ণ সম্ভোগবাদরূপ কপটতা মহাপ্রভুর শিক্ষা নহে। নাম-সংকীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হয়। পূর্ণ-প্রস্ফুটিত নামই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা। নামকীর্ত্তনমুখে স্মরণ না হইলে নামীর সাক্ষাৎকার ও সেবালাভ হয় না। নামরূপ কলিকা স্বয়ম্ফুট হইতে হইতেই রূপাদি চিন্ময়রূপ বিকশিত হন, পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। নামকুসুম পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকালীয়া চিন্ময়ী নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীতা হইয়াও জগতে উদিতা হন।

যিনি মহাপ্রভুর শিক্ষা অকপটভাবে প্রচার করিবেন, তাঁহার সুবিধা হইবে। যিনি কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্চ্চন করিবেন, বসিয়া বসিয়া নাক টিপিবেন, তিনি হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। গুরুর কার্য্য করিতে পারিলেই সুবিধা হইবে। কেবল শিষ্য (?) হইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলেই সুবিধা হইবে না। যেমন আমরা স্মৃতির বচনে শুনিতে পাই যে, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে না পারিলে তাহাকে নরকভোগ করিতে হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন অর্থাৎ গোত্রবর্দ্ধন

বা কীর্ত্তন না হইলে আপনারাও ভোগী ও ত্যাগীর ন্যায় মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন। নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না।

অনর্থনিবৃত্তি করিতে করিতেই যেন আমাদের দিন ফুরাইয়া না যায়, অর্থ-প্রবৃত্তিও দরকার। অর্থে প্রবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্তই অনর্থনিবৃত্তির প্রয়োজন। অর্থ-প্রবৃত্তি হইলে অনর্থনিবৃত্তি গৌণ হইয়া পড়ে, অর্থপ্রবৃত্তি মুখ্য হয়। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হইলেই হইবে না, নিজেও অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, আচারবান্ হওয়া আবশ্যক। নিজে অকপট-ভজনের মূলে কতটা চলিয়াছেন, তাহাও দেখিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে দয়া করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। কোন সময় হরিনাম করিতে হইবে না, এরূপ নহে—'হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ।' শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন করিলে স্মরণ হয়। কীর্ত্তনকারী যখন হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তখন হরিকথা স্মরণে আসে।

আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ, তাহা জানি না। তাই কৃষ্ণ নিজ সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে জগতে অবতীর্ণ। গৌণ নামে শব্দ ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু মুখ্য নামে শব্দ ও শব্দী অভেদ। নামগ্রহণে যোগ্যতার বিচার নাই, কিন্তু ঠাকুরের পূজায় যোগ্যতার বিচার আছে, যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, স্নান করিতে হইবে, ইত্যাদি। দেশগত বিচার, কালগত বিচার ও পাত্রগত বিচার হরিকীর্ত্তন-সম্বন্ধে নাই। কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই বিধেয়। হরিকথা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন না করিয়া বাচালতায় পঞ্চমুখ হইলে কালসর্পের কবলে কবলিত হইতে হয়। যিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি দানবীর, তিনি পরহিংসা করেন না। যিনি মৌনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন না, তাঁহার অব্যক্ত বাগ্‌বেগ নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করে। তিনি মনে মনে বিষয়চিন্তা করেন; তিনি আত্মহিংসক ও পরহিংসক। তাই মহাপ্রভুর উপদেশ—সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। যাঁহারা সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা যদি তোমার বন্ধু হন, তাহা হইলে তোমার ভুল কীর্ত্তন সংশোধিত করিবেন। কপটতা ও প্রতিষ্ঠাকামনা হৃদয়ে থাকিলে লোকে তথাকথিত মৌনধর্ম্ম অবলম্বন করে। "বকঃ প্রমধার্ম্মিকঃ।" কপটতার দ্বারা চালিত হইয়া যাঁহারা মৌনধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাঁহারা অকস্মাৎ কোন পাপ করিয়া বসে। মৌনী ও ধ্যানী হইয়া নিজের স্বার্থ পোষণের জন্য তাহারা অপরের দ্রোহ আচরণ করে। হরিকথা কীর্ত্তন না হইলে জগতে কুধর্ম্মই অধিকতর প্রবল হইবে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজতত্ত্ব। তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন। আমরা আমাদের অনিচ্ছা ও অজ্ঞানবশতঃই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারি না। ভগবানের কৃপা যাঁহার প্রতি বর্ষিত হয়, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে দর্শনের অধিকারী হন। তাঁহার কৃপার প্রতি নির্ভরতা ছাড়িয়া পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলে ভগবদ্দর্শনের পরিবর্ত্তে মায়া-দর্শনই হইয়া থাকে। রজস্তমোগুণ-তাড়িত ব্যক্তির কখনও ভগবদ্দর্শন হয় না। যতদিন আমরা ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে ভগবৎ-প্রাকট্য হয় না। একটি হৃদয়ে দুইটি প্রভু বা দুইটি চিন্তা একসঙ্গে থাকিতে পারে না। আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার ন্যায় ব্যক্তিও নিজের অক্ষজদর্শনে ভগবান্‌কে মাপিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। করুণাময় ভগবান্ তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তৎসমীপে উদিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ ও সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে গুণ ও লীলা-বিশিষ্ট, তুমি সেইসকল বিষয়ের যথাযথ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও।"

যাবানহং যথা-ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

এখানে 'মদনুগ্রহাৎ'-শব্দটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদনুগ্রহই একমাত্র কারণ। ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া অনন্যচিত্তে ভগবদ্দর্শনের যত্ন করিলেই ভগবৎকৃপা-লাভের অধিকারী হওয়া যায়। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না। শ্রৌত-পথ অতিক্রম করিয়া কেহ কখনও ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ভক্তের সেবাবৃত্তিতে অবস্থানই ভগবজ্জ্ঞান-লাভের নিদর্শন।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার—শ্রীব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠার বিষয়ই ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত্য—সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাই অভিধেয় বা উপায়। কৈবল্যই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। 'কৈবল্য'-শব্দে মুক্তি নহে, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—কৈবল্যশব্দে প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ মোক্ষাদি-কামনারহিত প্রেমলক্ষণা ভক্তি। তদ্ব্যতীত জীবের অন্য কোন প্রয়োজন নাই বা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ক্ষণিক, তাৎকালিক ও নশ্বর।

সাময়িক প্রসঙ্গ

উৎকলে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমায়াপুরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণপূর্ব্বক কয়েকজন ব্রহ্মচারিসহ উৎকল-প্রদেশে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারের জন্য গমন করিয়াছেন। প্রচারকগণ গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে, শনিবার-দিবস জলেশ্বরে অবতরণ করিয়া তথায় কয়েকটী গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

জলেশ্বরে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া প্রচারকগণ তথা হইতে বস্তা নামক স্থানে গমন করেন। গত ২৭শে মে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সাউ মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গৃহস্থের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহে অবস্থানকালে প্রত্যেক জীবের মঙ্গলের জন্য যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেইসমস্ত বিষয় প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ২৮শে মে, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার-দিবস প্রচারকগণ ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যের বড়ান-পুর-নামক গ্রামে উপস্থিত হন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় গ্রামের মধ্যস্থ শিব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয়, তথায় শ্রীতপনমিশ্রের আগমন ও মিলন বিষয়ে উৎকল-ভাষায় বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী প্রসঙ্গক্রমে 'গৃহে স্বতন্ত্রভাবে বহু শাস্ত্রাদি আলোচনার দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ হইতে পারে না, ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে হইলে স্বতন্ত্রতা ত্যাগ করিয়া সাধু-মহাজনের শ্রীচরণে প্রপন্ন হইতে হইবে এবং তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে, তবেই জীবের মঙ্গল হইতে পারে',—ইত্যাদি বিষয় প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ উৎকল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। প্রচারক-গণের নিকট পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য গ্রামের বহু লোক আগমন করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ২৯শে মে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতি-বার প্রচারকগণ শালদিয়া-নামক গ্রামে শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত শ্রীযুত রুদ্রনারায়ণ জেনা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিষ্যগণসহ গয়া তীর্থে গমন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী প্রসঙ্গক্রমে গয়ায় গমনপথে মন্দারে শ্রীমধুসূদন দর্শন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্বরাক্রান্ত হইবার অভিনয় ও বিপ্রপাদোদক-পান—এই কয়েকটী বিষয় লইয়া বদ্ধজীবের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রামবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেন। পাঠ-শ্রবণার্থ গ্রামের বহু লোক আগমন করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেতন সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর-জেলার সবং ও পটাশপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ১৯শে বৈশাখ স্বামীজী সবং-অঞ্চলের ত্রিপুর-গ্রামের শ্রীযুত সাধুচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস তথাকার জমিদার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভৌমিক মহোদয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী উক্ত-গ্রামে প্রায় এক সপ্তাহকাল হরিকথা-কীর্ত্তন করেন।

তথা হইতে প্রচারকগণ বড় সাহাড়া-গ্রামে চারিদিন ও মালপাড়গ্রামে দুইদিন হরিকথা প্রচার করিয়া সবিনাসপুর-গ্রামের শ্রীযুত কাঙ্গালচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীযুত তারকচরণ দাসাধিকারী মহোদয়গণের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তথা হইতে স্বামীজী গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বিষ্ণুপুর-গ্রামাঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন।

পাটনায় প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৩শে [illegible] পাটনা-মঠ হইতে বাঢ়-নামক টাউনে গমন পূর্ব্বক তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কিছুদিন পাঠ, কীর্ত্তন ও [illegible] প্রচার করেন। তথাকার উকিল, মোক্তার পর্য্যন্ত সকলেই হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীনবকৃষ্ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশচীবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
রাইডাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্বয়ানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
বারদী, পোঃ বারদি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবাস্তুবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণ্ডাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীউদ্ধারণ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীধন্বন্তরি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিতকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাডব্রোক রোড, হল্যাণ্ড পার্ক
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৮০	।৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ স্রোতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিকারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিভিন্ন পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বিভাগীতা প্রসিদ্ধ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৩	২০ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	.	.....	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.. ..	.		৯-৩১	..	....	. ..	.... .
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩-৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৩-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ৭	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.	..	....	.	১৫-৫৬	১৭-৫২	.	.. ..
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে স্বদেশ তথা বহির্দেশ প্রদেশসমূহের বহু প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৮৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::০::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১০১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। নিতান্ত পুরাতন প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd. No C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ; ১১ই জুন, ১৯৪১, বুধবার [৮১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ-সংবাদ

—::[০]::—

মার্কিণ সেনাদলকর্ত্তৃক বিমান কারখানা পরিচালনার আয়োজন

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারী মিঃ আর্লী গত ৭ই জুন রিপোর্টারগণকে বলিয়াছেন যে, মার্কিণ সেনাদল যাহাতে নর্থ আমেরিকান এভিয়েশান ফ্যাক্টরী দখল করিয়া লইয়া ধর্ম্মঘটী শ্রমিকগণের কার্য্য নিজেরাই চালাইতে পারে, তদনুরূপ আদেশপত্রে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর দিবার জন্য সমস্ত কিছু ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট তাঁহার সপ্তাহশেষের নৌ-বিহার শেষ করিয়া আসিবার পূর্ব্বে শ্রমিকেরা যদি কাজে পুনরায় যোগদান না করে, তবে তাহাদিগকে তিনি ভর্ৎসনা করিবেন।

ধর্ম্মঘটীরা যদি গত ৭ই জুন কাজে যোগ না দেয়, তাহা হইলে সোমবার প্রেসিডেন্টের ঘোষণার দ্বারা গভর্ণমেণ্ট নর্থ আমেরিকান এভিয়েশান কর্পোরেশন হাতে লইবেন—এই খবর এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত কর্ম্মচারী বলেন যে, সমর ও নৌবিভাগ এবং উৎপাদন বিভাগ ধর্ম্মঘট সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কারণ ধর্ম্মঘটের ফলে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল অর্ডার আছে, সেগুলি বিলম্বিত হইতেছে।

—

দুইশত ইতালীয় বন্দী

গত ৭ই জুন ইতালীতে বলা হইয়াছে, সিরিয়ায় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই।

আবিসিনিয়া—প্রাকৃতিক অসুবিধা ও প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার যে সেনাদল জিমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহারা আমোনদী অতিক্রম করিয়া আবার্ণ্ট অধিকার করিয়াছে। তাহারা এক হাজার ইতালীয়কেও বন্দী করিয়াছে। যে আফ্রিকান সৈন্যদল সমুদ্র দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহারাও সাফল্যের সহিত আবো নদী অতিক্রম করিয়াছে। প্রত্যুষে আক্রমণ চালাইবার পর তাহারা উক্ত নদী অতিক্রম করে। ঐ আক্রমণের সময় তাহারা ইতালীয়দের ১৮টি কামান হস্তগত করে ও এক হাজার ইতালীয়কে বন্দী করে। শত্রুপক্ষ একটি পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রতিহত করা হয় এবং সেই সময় শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইরাকের অবস্থা শান্তিপূর্ণ আছে।

নাইরোবীর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সৈন্যদল দুই স্থানে আমোনদী অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ ইতালীতে ঘোষণা করা হইয়াছে সেই কার্য্য উক্ত সৈন্যদের পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য ছিল না। আবার্ণ্টঅঞ্চলে উক্ত নদীর প্রস্থ প্রায় ৫০ ফিট এবং উহার একটি উপত্যকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ইতালীয়দের অধিকারে ছিল। ইতালীয়গণ এই সুবিধা বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা সুবিধাজনক ঘাঁটিসমূহে কামান ও মেসিনগান বসাইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ ও আফ্রিকান সৈন্যদল এই সমস্ত বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হয়। এই অঞ্চলে ইতালীয়দের সমস্ত আত্মরক্ষা ঘাঁটি তাহারা অধিকার করে।

—

জাপ বিমান হইতে অগ্নিবোমা বর্ষণ

চুংকিং'এর সহরতলীসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করিবার জন্য জাপানী বিমানপোতসমূহ শুক্রবার অপরাহ্নে বৃষ্টির ন্যায় অবিরামভাবে অগ্নিউদ্গারক বোমাবর্ষণ করিয়াছে। চুংকিং সহরের পশ্চিম তোরণের নিকটবর্ত্তী বহু দোকানপাট ও ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং বৃটিশ দূতাবাসের নিকটস্থ ইয়ং উইমেনস্ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশনের গৃহনাগারটি অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। বৃহস্পতিবার রাত্রের শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য যে সকল কর্ম্মচারী দায়ী, সংবাদপত্রসমূহ তাহাদের প্রতি শাস্তিবিধান দাবী করিতেছে। ঐ রাত্রিতে একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী শত শত লোক শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

—

বিমান-আক্রমণসম্পর্কে সতর্কতা

চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে বিমানআক্রমণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম সহর ও সহরতলীকে পাঁচটি মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড ও পাহাড়তলী অনুসারে ৬টি সাব এরিয়ায় বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি সাব এরিয়াকে আবার ৬টি সেকটারে বিভক্ত করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ হাসপাতালের ব্যবস্থাসহ পাঁচটি দল গঠন করা হইয়াছে। হাসপাতাল ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতেছে। বিমানআক্রমণ-সঙ্কেতধ্বনি ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং জনসাধারণ যাহাতে বিমান-আক্রমণ সঙ্কেতধ্বনির সহিত পরিচিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সিনেমায় বিমানআক্রমণ-সঙ্কেতধ্বনির রেকর্ড শুনান হইতেছে। বিমান আক্রমণের সময় জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য শীঘ্রই এখানে একটি বিমান আক্রমণের মহড়া হইবে।

—

মধ্যপ্রদেশে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

এই প্রদেশে আগামী ২৬শে জুন কাপড়ের কলের শ্রমিকদের যে সাধারণ ধর্ম্মঘট হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে আগামী ১২ই জুন তারিখে নাগপুরে সম্প্রতি আকোলায় গঠিত কর্ম্মপরিষদের এক বৈঠক হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রমিকনেতৃগণ মনে করেন যে আকোলা, বুরহানপুর, হিঙ্গনঘাট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এই সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যাইবে। আগামী ১৩ই জুন বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রমিকদের দাবী প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

—

মাদ্রাজ কর্পোরেশনের উপনির্ব্বাচন

মাদ্রাজ কর্পোরেশন কাউন্সিলে উপ-নির্ব্বাচনে কংগ্রেসমনোনীত প্রার্থী ডাঃ টি কৃষ্ণরাও, শ্রীযুত সত্যমল ভেঙ্কটরমন, মিঃ কন্দোপপার, এস কে নারায়ন আয়ার এবং কৃষ্ণ আয়ার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রতিপক্ষ আজ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। স্বতন্ত্রপ্রার্থী শ্রীযুত টি সুব্বারাও নাইডুও বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৯টি বিভাগে কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। আগামী ৩০শে জুন নির্ব্বাচন হইবে।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিয়োগীপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ৮৫২ বিরাট আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানবীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তন্ত্রমঞ্জরী' টীকা আহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা গ্রন্থের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুশান্তিরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শী আকারে ৬৯৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড -৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ আলবার ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভগবৎ তত্ত্ব (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। গুরুস্তবম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদাস্ ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। এপ্রোচ টু প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃতি তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রার্থনা এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ | ২ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১ই জুন ই° ১৯৪১, বুধবার | ৮১৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ বামন, ভূত অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

যৎকিঞ্চিৎ

——:(*)•:——

কোন গৃহস্থের অনেক স্ত্রী থাকিলে তাহারা যেমন সকলেই স্বামীকে নিজের দিকে টানিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-সকল দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণপূর্ব্বক বিব্রত করিয়া তুলে। জিহ্বা রসের প্রতি, তৃষ্ণা জলের প্রতি, উপস্থ স্ত্রী-সঙ্গের প্রতি, উদর আহার্য্য বস্তুর প্রতি, কর্ণ শব্দের প্রতি, চঞ্চল চক্ষু রূপের প্রতি এবং নাসিকা ঘ্রাণের প্রতি জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কাহার অভিলাষ পূরণ করিবে, কোন্‌দিকে যাইবে—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এক পত্নীর অভিলাষ পূরণ করিতে গেলে আর এক পত্নী তাহাকে অস্থির ও অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। সুতরাং পুরুষাভিমানীর ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সুখভোগ দূরে থাকুক, দুর্ভোগ-ভোগ বা দুঃখের অন্ত থাকে না।

এই ছয়টী সপত্নীকে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টী দোষ বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, অথবা বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয় বেগের প্রতীক বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ষড়ূর্ম্মিকেও ষট্‌পত্নীর সহিত তুলনা করা যায়। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ষড়্‌রিপু, ষড়্‌বেগ ষড়্‌দোষ, ষড়ূর্ম্মি বা ছয়প্রকার দেহধর্ম্মের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া অতি কষ্টের সহিত জীবন যাপন করে। যাঁহারা এই ষড়্‌বেগ দমন করিতে পারেন, তাঁহারা গোস্বামী। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—কেহই এই রিপুর তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ভগবদ্ভক্তের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই ষড়্‌রিপুর প্রতি অন্তরে অনুরাগ ও বাহ্যে ক্রোধের অভিনয় না দেখাইয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল জানেন। তাই তাঁহারা কামকে কামদেব কৃষ্ণের সেবায়, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে হরিকথায়, মোহকে ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতায়, মদকে কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা জিহ্বাকে হরিকথা-কীর্ত্তন বা ভগবৎপ্রসাদ-সেবনে, তৃষ্ণাকে হরিকথামৃত-পানে, কর্ণকে হরিকথা-শ্রবণে, চক্ষুকে হরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য-দর্শনে, নাসিকাকে কৃষ্ণনির্ম্মাল্য-আঘ্রাণে এবং মনকে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত করেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনদ্বারা অব্যক্ত ও ব্যক্ত বাক্যবেগ দমন, মনের দ্বারা সর্ব্বদা হরিসেবা-চিন্তন-প্রভাবে মনের বেগ দমন, ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ করিয়া ক্রোধের বেগ দমন, প্রপঞ্চজয়কারক ভগবৎপ্রসাদ-রস আস্বাদন করিয়া জিহ্বার বেগ দমন, কেবলমাত্র হরিসেবার্থ দেহরক্ষার জন্য বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া উদরবেগ দমন এবং আপনাদিগের পুরুষাভিমান দমন করিয়া গুরুবর্গের বাস্তবকিঙ্কর-অভিমানে যাবতীয় অনর্থের বেগ দমন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবানের কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবকৃপারূপ সুকৃতিফলে সদ্গুরুচরণাশ্রয় লাভ হয়। সদ্গুরুর কৃপায় শ্রবণফলে সম্বন্ধজ্ঞানের উপলব্ধি ও শ্রদ্ধা বা ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সেই বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে মালীর ন্যায় ভক্তিলতার বীজে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ কীর্ত্তন-জল অনুক্ষণ সেচন করিতে হয়। অনর্থযুক্তাবস্থায়ও হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ ভজন করিতে করিতে অনর্থমুক্তাবস্থা লাভ হয়। অনর্থমুক্তাবস্থায় শ্রবণ কীর্ত্তন-ভজন সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। তখন রাগময়ী ভক্তির আশ্রয়ে কৃষ্ণমাধুর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ঐশ্বর্য্যে শুদ্ধ ভক্তিলতার আশ্রয়যোগ্যতা নাই। ব্রহ্ম-লোকে ভক্তিলতার আশ্রয় নাই। যাঁহারা ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ম্ময়তায় আত্মহারা হইয়া পড়েন, তাঁহারা আর পরব্যোমের সন্ধান পান না। তাঁহাদের ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া শুষ্কতা লাভ করে, কারণ, তাঁহারা শ্রবণকীর্ত্তন-জলসেচনকে সাময়িক ও ভক্তিলতাকে কল্পনা মনে করেন। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম। যখন সাধকের ভক্তিলতার বীজ ক্রমে ক্রমে শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জলসেচন-প্রভাবে অঙ্কুরিত হইয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, তখন যদি কোন নিষ্কপট বিষ্ণুভক্তের চরণে নিন্দাদি অপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে লতার মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা ও জড়ীয় বিষয়লাভেচ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগুলিই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বৈষ্ণবাপরাধ মত্তহস্তীর ন্যায় লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেয়, তাহাতে সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। অতএব সাধকের সর্ব্বপ্রথমেই উপশাখা ছেদন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। দুঃসঙ্গ না করিলে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করা যায় না, ইহা যেন সাধকমাত্রেই মনে রাখেন।

নিখিল চেতনের কৃষ্ণসেবাধর্ম্ম অনুস্যূত আছে। মহাভাগবতের শ্রীমুখে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন শ্রবণ প্রত্যেক আত্মার আবশ্যক। কৃষ্ণনামেরই চেতনময় স্বরূপে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রকটিত হইতে পারে। কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে হিংসাদ্বেষাদি আর থাকে না। তখন সকলে উদ্ভাস্বররূপে কৃষ্ণনামে উন্মত্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলেরই উদ্দেশ্যে ও উপদেশে একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই ভাগবতধর্ম্ম। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বতন্ত্রা ও স্বপ্রকাশ। পশুপক্ষী পর্য্যন্ত দেহধারী জীবেরও হরিকীর্ত্তনে অধিকার আছে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে সকলেরই সেই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে [illegible] ভগবানের [illegible] উদাহরণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুও ঝাড়িখণ্ডের পথে পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ—সকলকে দিয়াই কৃষ্ণকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন।

অতীতযুগে ভগবানের সঙ্গে [illegible] করিতে [illegible] প্রভৃতি [illegible] বৈকুণ্ঠে [illegible] অবতীর্ণ হইয়া [illegible] কীর্ত্তন করেন, তখন তাহার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে বৈকুণ্ঠ [illegible] বৈকুণ্ঠাবস্থানে আত্মকীর্ত্তন [illegible] অন্য কোন বাঞ্ছা নাই, এই অপূর্ব্ব সুযোগ বা আত্মদান [illegible] করিবার জন্যই নিরন্তর হরিকীর্ত্তনকারী

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

বৈষ্ণবাচার্য্যের অবতার। যাঁহারা মঙ্গলকামী, তাঁহারাই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশ পালন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য্যের কীর্ত্তন শ্রবণমুখে তাঁহার কৃপা গ্রহণ করেন; কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা, তাঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্যের [illegible] প্রতি বিমুখ হইয়া [illegible] হন।

কারণ [illegible] শুদ্ধির পাত্র। কৃষ্ণ বিনা [illegible] কথা চীৎকার করা। [illegible] তাহার চীৎকার [illegible] থাকে। প্রকৃত পুনঃ পুনঃ [illegible] প্রকৃতির কাম-ক্রিয়া করে। [illegible] আনন্দ বোধ করে, যাহারা [illegible] তাঁহাদের বহু জানিত পুণ্য ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগ্রহ [illegible] ও তাঁহার কৃপা গ্রহণ করিতে পারেন না।

বৈষ্ণবগণের মতে বাঞ্ছাপূর্ত্তির—প্রাকৃতজন। সাধারণ কখনই বৈষ্ণব হইতে পারেন না। যাহারা শুদ্ধ—যাহারা তামসিক রাজসিক, তাহারা নির্গুণ বিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া [illegible] দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। আর্ত্তাদি [illegible] কর্ম্মযুক্ত হইয়া ভগবানে ভক্তি আচরণ করেন। যে পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা স্বাভাবিকঃ বহির্ম্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা ভগবৎ-স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে প্রশ্রয় দেয় না। করুণাময় ভগবান্ স্বয়ং কৃপা করিয়াই তাহাদের কাম দূর করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ শীঘ্র ফল পাইবার জন্য সেই সেই কামফলদাতা দেবতাগণের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে ভালবাসে না। যাহারা নিজ-সুখের জন্যই ব্যস্ত, তাহারা ভগবানকে ভাল-বাসিবে কি করিয়া? ভগবানকে ভালবাসার পথে—ভক্তির পথে নিষ্কামতাই প্রধান অঙ্গ। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। প্রপঞ্চ মধ্যে [illegible] ভগবানের [illegible] দেবতাগণ অপ্রাকৃত দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। দেবতাগণ কেহই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর নহেন, তাঁহারা জগদীশ্বরের দাস। যাঁহারা দেবতাগণকে [illegible] বলিয়া অর্চ্চন করেন, তাঁহাদের অন্তর বৈধ অর্থাৎ ইহারা [illegible]। যাঁহারা ঐসকল দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না।

সেবা আত্মার বৃত্তি। তাহা দেহমনের ধর্ম্ম নহে। সেবা স্বাভাবিকী, অপ্রতিহতা। সৌভাগ্যক্রমে গুরুবৈষ্ণবকৃপায় জীবের এই সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়। সেবাপ্রবৃত্তি বা সেবার প্রবল স্রোতের নিকট কোন প্রতিবন্ধকই নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। ইহারই নাম জীব ভক্তিযোগ। সেবা-দিকের কৃষ্ণাভিমুখিনী প্রগতিকে রুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। প্রকৃত সেবক সেব্যের নিকট পৌঁছিবেই, ইহা ধ্রুবসত্য। অন্তরাগমনী সেবার বাধা কিছুই করিতে পারে না, উপরন্তু সেবোৎসাহ বাড়াইয়াই দেয়। তবে যেখানে সেবা আত্মার অনুস্থ হইয়াছে, সেখানে আত্মবৃত্তি সম্প্রকাশিত না হওয়ায় দেহমনের আবরণ বা অন্যাভিলাষ সেবা-ভাবকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের অভিনয় করিবার পরও—সেবাভিমানের দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরও এইরূপ সেবাশৈথিল্য উপস্থিত হইতে পারে। যেখানে প্রকৃত সহজ আত্মবৃত্তির উদয় হয় নাই, সেইখানে সাময়িকভাবে কখনও সেবায় উৎসাহ এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নিরুৎসাহ আসিয়া পড়ে। সেইজন্যই বুদ্ধিমান সাধক ভাগ্যক্রমে হৃদয়ক্ষেত্রে সেবানুশীলন প্রাপ্ত হইয়াও যদি সতত সাবধান ও সজাগ না থাকেন—সতত এক টি শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গের অভিনিবিষ্ট না থাকেন—অনুক্ষণ সদ্গুরু সেবানুশীলক বৈষ্ণবের সঙ্গে পরিবেষ্টিত করিয়া না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে অনর্থগ্রস্ত হইয়া, শিষ্টাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আসিয়া সেবোৎসাহকে রুদ্ধ করিয়া দিবে। সাধারণ সাধক ত' দূরের কথা, জীবন্মুক্তদশার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ও হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ বা কোনপ্রকার ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদ্বারা অভিভূত হইলে তাঁহারও সেবাপ্রগতি রুদ্ধ হইতে দেখা যায়।

নিজের সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, না হ্রাস হইতেছে, তাহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক-মাত্রেরই প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে তাহার সাময়িক নিরুৎসাহভাব ক্রমে ক্রমে তাহাকে সেবাবিমুখ করিয়া ফেলিবে। সুতরাং সেবায় নিরুৎসাহ বা হতাশা ভাবটী সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কা-জনক। প্রতি মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুকৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তনজল সেবাপ্রবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করিতে না পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। পারিতেছি না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে মায়া ছাড়িবে না। কারণ, তটস্থ অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। যেখানে কৃষ্ণাধীনতার প্রতি ঔদাসীন্য, সেখানে মায়াধীনতা স্বাভাবিক হইয়া পড়িবেই। সেইজন্য সাধক সর্ব্বদা আপনার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া—গুরু-বৈষ্ণবের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেবার মধ্যে জীবনযাপন করিবেন। মুহূর্ত্ত মাত্রও যেন সেবায় নিরুৎসাহভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে সেবাবিমুখ না করে, এবিষয়ে সাধক সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকিবেন। সাধুসঙ্গের দ্বারা সেবাপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, আর অসৎসঙ্গ বা অনিত্যবস্তুর ধ্যানের বা চিন্তার দ্বারা সেবাবিরক্তির ভাব হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহারা সেবায় যাহাতে নিরুৎসাহ না আসে, এরূপ অবস্থা বা সঙ্গের মধ্যে বাস করিবেন।

আমরা শ্রীভক্তিসন্দর্ভগ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি সাক্ষাৎ ভক্তি দূরে থাকুক, ভক্ত্যাভাস দ্বারাও সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় ও বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি ঘটে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে, মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া বোকিল ও মানী স্ত্রী-পুরুষ দণ্ডের অগ্রভাগে পুরাতন বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক এক জীর্ণ বিষ্ণুমন্দিরে নৃত্য করায় তাহাদের ধ্বজারোপণ-ব্রতের ফলপ্রাপ্তিতে বিষ্ণুপদ লাভ হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাধাহত ও কুক্কুরমুখাত্রাণ কোন পক্ষীর পলায়নচ্ছলে ভগবন্মন্দির-পরিক্রমণ ফলের প্রাপ্তিনিবন্ধন অবশেষে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। কোথাও কোথাও ভক্ত্যাভাসে মহাভক্তির প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে। যথা বৃহন্নৃসিংহ-পুরাণে কথিত আছে যে, মহাভক্ত প্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে বেশ্যার সহিত বিবাদকালে দৈবক্রমে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীতে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ ঘটিয়াছিল। ভক্ত্যাভাসের কথা দূরে থাকুক, অপরাধরূপে আপাত প্রতীয়মান হইয়াও ভক্ত্যাভাসের মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়; যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবন্মন্দিরে আশ্রয়কারী কোন বিপ্রের প্রতি জনৈক রাক্ষসের উক্তি—"হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার অঙ্গস্থিত রক্ষামন্ত্রদ্বারা নিজে শিগু (অস্থির) হইতেছি এবং তৎসংস্পর্শে আমার মনে যথার্থই এই ভাব উপস্থিত হইয়াছে; সেই রক্ষামন্ত্র কি, তাহা জানি না এবং উহার মূল আশ্রয় কি, তাহাও জানি না। তথাপি উহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমার অত্যন্ত নির্ব্বেদ লাভ হইয়াছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে উদাহৃত আছে, একদা একটি স্ত্রী-মূষিক শ্রীভগবন্-মন্দিরস্থ দীপের তৈল পানকালে দীপবর্ত্তিটী টানিয়া তুলিতে গিয়া দীপটি হঠাৎ সম্যগ্-রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে উহার মুখদাহ-ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছিল এবং মৃত্যুর পর সে রাজত্ব লাভ করিয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপদানাদি লক্ষণাময়ী ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অন্তিম পরমপদ লাভ করিয়াছিল। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে উক্ত আছে যে, জন্মাষ্টমী-ব্রতকারিণী এক দাসীর (কুলটার) সহিত অসৎসঙ্গ সত্ত্বেও এক ব্যক্তি জন্মাষ্টমীব্রতের ফল লাভ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

—::•::——

হরিভজন কাহাকে বলে, তাহা জগতের লোককে বুঝাইয়া দিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের কথা প্রত্যেককে জানাইতে হইবে। মহাপ্রভু জানাইলেন,—লোককে কৃষ্ণকথা দিবে। তাহাদিগকে মায়ার কথা দিলে ঐসকল জীব কেবল ভোগ ও ত্যাগে প্রমত্ত থাকিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন বলিয়া তিনি মহাবদান্য। তিনি সর্ব্বজীবৈক-পিতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি দান করিয়াছিলেন? কেন তিনি মহাবদান্য? তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাতা, যেহেতু তিনি হরিকীর্ত্তন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন, কৃষ্ণকথামৃত বিলাইয়াছেন। শ্রীহরিকীর্ত্তন করিলে যাহারা শ্রবণ করে, তাহাদেরও প্রচুর মঙ্গল হয়, ইহাই বদান্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হরিকথা প্রথমে গুরুমুখে শ্রুত হইলে তবে কীর্ত্তন হয়। হে জীব! হরিকথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন কর, ত্যাগপন্থী হইয়া—নির্জ্জনভজনের ছলনায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে অমঙ্গল হইবে। যাহারা হরি-কীর্ত্তন করে না, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। যাহারা হরিকীর্ত্তন না করিয়া নামাপরাধ করে এবং চেঁচামেচি করিয়া চিত্তশুদ্ধি করে, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী ঠুঁটোরাম হইয়া থাকিবে। থিয়েটার, সিনেমা, টকি, গ্রামোফোন, ভাড়াটিয়া কথক, পাঠক, বক্তা, পণ্ডিত অথবা বৈরাগ্য ও ভক্তি ব্যতীত ইতর বিচারযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ও কথা শ্রবণ করিলে হরিকথা শ্রবণ হয় না। ইহারা কেহই হরিকথা জানে না। প্রাকৃত সহজিয়ারা বিষয়কথা ও হরিকথাকে এক মনে করে। কৃষ্ণভজন বড় জিনিষ। যিনি কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছেন, শ্রীহরি তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন।

যিনি আপাত সুখদুঃখে বিচলিত হন না, যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহার ইতর-চিন্তা আসিতে পারে না। রোগের চিন্তা করিতে হইবে না। হরিসেবা না করিলে রোগ হয়।

হরিকথা বলাই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কীর্ত্তন বলিলে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের কথা বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম ও অন্য শব্দকে এক মনে করা নামাপরাধ। হরিভজনের প্রতিকূল জিনিষগুলি সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। ভজনের অনুকূল ছয়টী গুণ অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক।

সাধুগুরুর মুখে ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে হইবে। কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিলে

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

২৪ ঘণ্টাই কৃষ্ণের স্মরণ হইবে। বহির্ম্মুখ গৃহমেধীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কি করিয়া ২৪ ঘণ্টা হরিভজন হয়।

'আমার সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল কি করিয়া হইবে'—এই চিন্তা যাহার মনে উদিত হয়, তাহারই ভজন হইবে।

বৈরাগী ও আসক্ত হইলে হরিভজন হইবে না। কীর্ত্তন করিব না—এইরূপ বিচার করিলে অসৎ হইতে হইবে এবং অবশেষে সর্ব্বনাশ হইবে।

প্রতিষ্ঠাশা অতি ভীষণ জিনিষ, উহা ত্যাগ করা বড় কঠিন। সব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু ওটা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হউক, সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হউক। যে-সে স্থানে বা যে-কোন ব্যক্তির নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে না, শুদ্ধবৈষ্ণব শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নাম গ্রহণ করিতে হইবে—হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। এই মনুষ্যজন্ম হারাইলে যে পুনরায় মনুষ্যজন্ম পাইব, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এইজন্য মহাজনগণ বলিয়াছেন,—'নরতনু ভজনের মূল।'

যাঁহারা সত্য-সত্য হরিসেবক—অনুক্ষণ হরিসেবারত, তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া না করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য করিলেই আমরা ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে পারিব। হরিজনের প্রসাদেই হরিপ্রসাদ লাভ হয়, হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোনও প্রকারেই মঙ্গললাভ হইতে পারে না।

ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া চব্বিশঘণ্টা ব্রজেন্দ্রনন্দনের নামগুণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজে বাসই সমস্ত উপদেশের সার। সেইরূপ মহাপুরুষ মথুরা-জেলা বা যে জেলাতেই থাকুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ব্রজবাসের অসুবিধা হয় না। 'ব্রজ্'-ধাতুর অর্থ চলা। তিনি সর্ব্বদা চলিতেছেন—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পথে। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া শ্রীনামের ভজন না করিলে মায়ার সংসার হইয়া যাইবে। আর ব্রজবাসীর আনুগত্যে কৃষ্ণসংসার লাভ হইবে। যদি সব সময়েই কৃষ্ণভজন না হয়, তাহা হইলে ব্রজবাসীর আনুগত্য হইতে খারিজ হইয়া যাইতে হইবে।

পরমশ্রদ্ধাসহকারে গুরুসেবা করিলে মঙ্গল লাভ হয়। লৌকিক বিচারে যে জগদ্দর্শন, তাহাতে অমঙ্গল ভরা। পুরু-দুঃখ-দুঃখ জগতে কেবল কষ্ট পাইবার জন্যই মনুষ্যের যাবতীয় চেষ্টা। ভগবৎসেবা-বিমুখের জন্যই মায়ার এই বিধান। যাঁহারা জগৎসৌখ্যে ব্যস্ত হন, তাঁহারা অমঙ্গল বরণ করেন। মনুষ্যের সেবাবিমুখতাক্রমে এই বিচার আসে। তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। চৌদ্দভুবন অমঙ্গলের ভূমিকা। যিনি দ্রষ্টা, তাঁহার লোকও তদ্রূপ। তাহাতে কৃষ্ণসেবা-বিকাশের বাধা আসে। কোথা হইতে এই অমঙ্গল আসে? কৃষ্ণসেবা-রাহিত্য হইতে সচ্চিদানন্দবস্তু-বিবেকের অভাব হইলে—কৃষ্ণচৈতন্যসেবা-বঞ্চিত হইলেই এই দুর্দ্দশা। ভোগভূমিকায় প্রভুসূত্রে ভোগ করার বুদ্ধি প্রবল। তাহাতে সেব্যের অমল পাদপদ্মশোভা-সন্দর্শনের বিচার হয় না।

আমি কর্ত্তা—এই অভিমান প্রবল হইয়াছে। এই বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার হইবে? "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"—এই বিধিকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বস্তুকে যে ভোগ বা ত্যাগ করার বিচার আসিয়াছে, তাহা গর্হণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বহির্জ্জগতের চিন্তা-স্রোতে আবদ্ধ। তাহারা অবিবেচনার রাজ্যে অগ্রসর। তজ্জন্যই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবাবিচার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা রিপুর বশ হইয়া বিশ্বদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় গুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কাজ ৬০ দণ্ডকাল কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করা। যিনি বিশ্বদর্শন করেন, তিনি ভোগী। যিনি ভোগ ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ-বিচারপর হইয়া নিজত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় হয় নাই। ব্যাস-গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অহংগ্রহোপাসনার দুর্ব্বুদ্ধি যাঁহাদের, তাঁহাদের মৌখিক গুরুপাদাশ্রয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া বুভুক্ষাধারা অমঙ্গলই বরণ করিব, ইহা ভোগীর বিচার। যাহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন, সেইরূপ বিচার তাঁহাদের নাই। আমরা বর্ত্তমানে সেবাবিমুখ হইয়া এ জগতে আসিয়াছি। সকলে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক—এই বিচার প্রবল, কেহ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত করিলে 'সে বড় খারাপ লোক।' এ দুর্গতির হাত হইতে উদ্ধারের উপায় শ্রীগুরুপাদাশ্রয়। লঘুর অন্য কাজ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য। তাহার দ্বারা সাতপকার মঙ্গললাভ হয়। চিত্তদর্পণ মলিন থাকিলে কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ হইবে। যাহাতে বিষয় প্রতিফলিত হইতেছে, সেই চিত্ত কলুষিত। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে তাহা মার্জ্জিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধাগোবিন্দ, তাঁহার সংকীর্ত্তন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।" বেশী ভজনশীল আমাদের অভাব পূরণ করিয়া দেন, এইজন্য একত্রে কীর্ত্তন। অর্চ্চন নিজে নিজে করা হয়, অপরে দেখে না, কিন্তু কীর্ত্তন অপরের কাণে নিনাদিত হয়, সেই বাক্য শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বা তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ আমাদের ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন। কীর্ত্তনের মধ্যে বিশ্বের সংযোগ আসিলে—ভোগ্য বা ত্যাজ্য কথার সঙ্গে মিশ্রিত হইলে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সেই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। যাঁহারা প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলেই চিত্ত মার্জ্জিত হয়, এই পুরু-দুঃখ-দুঃখ বিশ্বের ভোগী বা ত্যাগিসূত্রে যে অবিচার আসে, তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়। সর্ব্বতোভাবে শতকরা ১০০ অংশ সেবা না করিলে তাঁহার বিচার গ্রহণ করিব না।

জীব যথার্থ সদ্গুরুর আনুগত্যে চেতন রাজ্যের পরমোন্নতি লাভ করিতে পারে। হরিসেবাফলে প্রাকৃত-অভিমান-রহিত হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের ভেদাংশ হইলেও জাগতিক খণ্ডিত ভেদাংশ নহে। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের এমন কি নিত্যমুক্তগণের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। জীবমাত্রই প্রথমে শুদ্ধভক্ত হউন, আর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ভাবরাজ্যে উন্নতিলাভ করুন। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির কথা অতিক্রম করিয়া শুদ্ধভক্তির কথা আলোচ্য। কামনাতাড়িত ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রতি প্রথমে কর্ম্মার্পণ-যোগ শিক্ষা করে।

আমরা লঘু হইতে লঘু, তদপেক্ষাও লঘু, আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যিনি বৃহতের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন ব'লে কৃষ্ণের প্রিয়তম। ভগবানের যাবতীয় প্রিয়জনের মধ্যে আমার মঙ্গলদাতা গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। গোস্বামি ষট্ক—যাঁ'রা ব্রজে বাস ক'রেছিলেন, তাঁ'দের বিচারে পাই,—কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই আশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের যোগে লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিচার ক'রতে হ'বে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বালেশ্বরে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বালেশ্বর অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রচারকগণ বালেশ্বর জেলার চূড়ামণিপুর-গ্রামে উপস্থিত হন এবং জনৈক শ্রদ্ধালু ব্যক্তির গৃহে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শিক্ষাষ্টক পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরদিবস নহলোরা-গ্রামে গমন করিয়া তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ প্রচারকগণ নন্ত্রানিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী মহোদয়ের বাড়ীতে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতিথি-সৎকার-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবসও ঐ গ্রামে শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ সাউ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। তাঁহারা তথা হইতে গমন করিয়া গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ নহরমপুর-গ্রামের শ্রীশিবমন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীতপনমিশ্রের সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

প্রচারকগণ তথা হইতে গমন করিয়া নাগডিহা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত মদননারায়ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার বাড়ীতে একদিন অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তাঁহারা গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুত পাণিগ্রাহী মহাশয়ের গৃহে এবং ১৮ই তারিখে ঝিকরাবাসী শ্রীযুত মাগুণীচরণ দাস এবং ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে জামালপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত রামহরি বেরা মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যেক দিন পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

তথা হইতে প্রচারকগণ কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গমন করেন। তাঁহাদের শীঘ্রই পুরী-অঞ্চলে যাইবার কথা আছে।

পাটনায়

গত ২৩শে মে, শুক্রবার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্য-তম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পাটনা-জেলার বাড় নামক স্থানে হরিকথা-প্রচারার্থ গমন করেন। তাঁহারা তত্রস্থ শ্রীযুত বিশেশ্বর প্রসাদ উকিল মহোদয়ের গৃহে গমন করেন। শ্রীযুত বিশেশ্বর বাবুর সত্যাগ্রহে তাঁহার গৃহে দুইদিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ-উপাখ্যান পাঠ ও হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা হয়। পাঠে বহু উকিল, মোক্তার ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৪শে মে, শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উকিল মহোদয়ের গৃহে "শ্রীচৈতন্যদেব ও নামসংকীর্ত্তন"-সম্বন্ধে ঘণ্টাধিককাল হিন্দিভাষায় বক্তৃতা হয়। সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ২৬শে মে, সোমবার শ্রীযুত বিশেশ্বর প্রসাদ, উকিল মহোদয়ের অনুরোধে তাঁহার গৃহে "জীবের শিক্ষা"-সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাকাল হিন্দিভাষায় বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅবধূতবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভাববিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবঙ্কবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরগোপাল ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
স্থানঃ শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

প্রভুকুল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
[illegible]পুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেশনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible]বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদয়াল বনবিহারী বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দুপদ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেটা, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিগ্রা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিতকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড. গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ. পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৹, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পাঞ্চপূর্ব্বকমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ৷৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিভিন্ন পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীযোগপীঠমঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক। তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জলার্থ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোক বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই পণ্ডিত লাভবান হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-২৬	১৭-৫০	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩০	৭-২৮	১৩ ২৯	..	..	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৫৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	..		৯-৩৪	..		.	. .	. ..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫০	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২০		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

					অন্য দিন	শনিবার	শনিবার ব্যতীত	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৬		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. ..	.. ..	... .	.	১৫-৫৬	১৭ ৪২	.	.....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২৭
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের সহস্রাধিক পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত বেশী অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। প্যাকিং ও ডাক খরচ স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd. No C. 1544

শ্রী শ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ বর্ণমালায়, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঊণ, ফেন, বর্ঠাদি বাদশ উপনিষদের অতিকথ সংগ্রহ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ : ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ; ১২ই জুন, ১৯৪১, বৃহস্পতিবার [৮০তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—::[০]::—

অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যগণকে আশ্বাসদান

প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস শুক্রবারে মেলবোর্ণে এক বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা যথা প্রাচ্যে যে সকল যুদ্ধ করিবে, তাহাতে যথাসম্ভব বেশী বৃটিশ বিমানদ্বারা সৈন্যগণকে সমর্থন দেওয়া হইবে।

ওয়েলিংটনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফ্রেজার এক মফঃস্বিবিরে ক্রীট প্রত্যাগত নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যগণের নিকট এক বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, পরবর্ত্তী লড়াইতে নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যগণকে বিমানবহরের যথোপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হইবে।

উত্তর পাড়ায় চিতাবাঘ

সম্প্রতি উত্তর পাড়ায় (হুগলী) একটি চিতাবাঘের আবির্ভাব হয়। বাঘটি কিঞ্চিদধিক পাঁচ ফুট লম্বা। বাঘটি দুইজন লোককে জখম করে। আহত ব্যক্তিদ্বয়কে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

উত্তরপাড়ার জমিদার ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত লোকনাথ মুখার্জ্জি এই সংবাদ পাইয়া বাঘটির গতিবিধির উপর নজর রাখেন। অবশেষে তিনি বালী হাডের কারখানার নিকট বাঘটিকে রাইফেলের গুলীর আঘাতে হত্যা করেন।

ভূগর্ভে জলাধার নির্ম্মাণ

বিমান আক্রমণের ফলে কলিকাতা সহরে অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে তাহা নিভাইবার জন্য যাহাতে অপরিশ্রুত জলের অভাব না হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থাস্বরূপে বাঙ্গলা সরকার সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূগর্ভে ১৩০টি জলাধার নির্ম্মাণের এক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রত্যেক জলাধারে প্রায় আট হাজার গ্যালন জল থাকিবে এবং এইসকল জলাধার নির্ম্মাণে প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেডের চীফ অফিসারের সহিত পরামর্শক্রমে উপস্থিত ছয়টি জলাধার নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেডের চীফ অফিসারই এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক। অবশিষ্ট ১২৪টি জলাধারের জন্য বাঙ্গলা সরকার স্থানের তালিকা দিতে কর্পোরেশনকে অনুরোধ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, পরিকল্পনার সমগ্র ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন।

দেশরক্ষার তোড়জোড়

দেশরক্ষাসম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য একটি বিভাগীয় কমিটী গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের দলপতি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের দলপতি স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে এইরূপ অনুরোধ করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন দলের পক্ষ হইতে এই কমিটিকে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য তাঁহারা যেন আইনসভার বিভিন্ন দলের দলপতিদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। মোট ১০জন সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ হইতে ৪ জন সদস্য লওয়া হইবে। ভারতের জঙ্গীলাট এই কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন এবং কেবলমাত্র বে-সরকারী সদস্যেরাই কমিটিতে স্থান পাইবেন। জঙ্গীলাট যখন আহ্বান করিবেন, তখনই এই কমিটীর বৈঠক বসিবে, তবে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, সাধারণতঃ এক অধিবেশনের পর তিন মাস না গেলে এই কমিটীর বৈঠক বসিবে না। প্রত্যেক অধিবেশনেই জঙ্গীলাট যুদ্ধসম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়া বৈঠকের উদ্বোধন করিবেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক এই কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন করা হইবে। আইন সভার অধিবেশন সাপেক্ষভাবে যথাসম্ভব শীঘ্র এই কমিটি গঠনের জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সংবাদ নিয়ন্ত্রণসম্পর্কে কড়াকড়ি

এখানে ঘোষিত হইয়াছে যে, জাতীয় নিরাপত্তা আইন সংশোধন করিয়া সংবাদনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হইয়াছে। সংশোধিত আইনে গবর্ণমেণ্টকে যে সংবাদপত্রের সম্পাদক মুদ্রাকর কিংবা প্রকাশক একাধিকবার সংবাদ নিয়ন্ত্রণের আদেশ অমান্য করিয়াছেন, সেই সংবাদপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কোন সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়ার পর উহা প্রকাশিত হইলে গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

জার্ম্মাণী ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি

জানা গেল যে, জার্ম্মাণী ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শীঘ্রই আর কাবার উভয় পক্ষের আলোচনা আরম্ভ হইবে।

গ্রীক দ্বীপগুলি হইতে বহু আশ্রয়প্রার্থী তুরস্কে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুর্কী গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ভিতরে পাঠাইয়া দিতেছেন। সেখানে তাহারা জীবনধারণের মত অল্প পরিমাণ দৈনিক ভাতা পাইতেছে।

বাঙ্গালী বালকদের পুষ্টিকর খাদ্যাভাব

বাঙ্গালী বালকদের পুষ্টিকর খাদ্যাভাবের সমস্ত সম্পর্কে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এন. সি. বসু গবেষণা করিতেছেন। প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট এই গবেষণার খরচা সম্পর্কে ১,৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেওলী বন্দীশিবিরে ৩০জন ধর্ম্মঘট

ইউনাইটেড প্রেস অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, দেউলী বন্দীশিবিরে নিরাপত্তা রক্ষার্থ কতিপয় আটক বন্দী যে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য, এম্ এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। উত্তর্ক নিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণার দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও পূর্ব্বের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব নবাবয়বে নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিত্য-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। মানস আভরণ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। দুর্ব্বোধ্যরিকা অগসো ত্বঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৯। সারসংগ্রহনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৫৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ⁄০
৮৯। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃতি ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা সজ্জনমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

—•—

বিবিধ স্তব ও প্রণতি [illegible] গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৩ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই জুন ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার } ৮১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বামন, আদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

সেবোন্মুখ শ্রোত্রই ভগবদ্দর্শনের নেত্র

—::•::—

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজবস্তু। এ জগতের অভিজ্ঞতাদ্বারা মনোধর্ম্মী জীব তাঁহার সন্ধান পাইতে পারে না। ভগবানের নিজজনগণ যখন এ জগতে আসিয়া শ্রীহরির কথা বলেন, তখন প্রণত হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গকৃপায় শ্রবণাগ্রহে ভগবানের যে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত দর্শন। হরিভক্তি-রাজ্যে শ্রীহরির পাদপদ্মে শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠাই সকলের মূল। ভগবানের কৃপা হইলে তিনি শব্দরূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীব সেবাপথের পথিক হয়। শব্দ বা শ্রবণই দর্শনকে নিয়মিত করে। ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়া বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করাই অণুচেতনের একমাত্র স্বভাব। স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া তর্কবিতর্ক করিতে গেলে বাস্তবসত্য ভগবানের সন্ধান কোনকালেই পাওয়া যাইবে না। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা অকপটে ২৪ঘণ্টার মধ্যে ২৪ঘণ্টাই বাস্তববস্তু শ্রীভগবানের অনুশীলন করি, তাহা হইলে করুণাময় ভগবান্ আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে কৃপা করিয়া দর্শন দান করিবেন।

সেবোন্মুখতাই মঙ্গললাভের একমাত্র যোগ্যতা ও উপায়। জড়ের কোনপ্রকার অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন করিতে পারিবে না। চেতনের বৃত্তির দ্বারা—চেতনের চক্ষুর দ্বারাই চেতনের দর্শন হইবে। আমরা যে যেখানে আছি, সেখানে থাকিয়াও যদি চেতনকর্ণের দ্বারা অধোক্ষজের কথা শ্রবণ করি, তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া প্রণত হইয়া শ্রবণোন্মুখ কর্ণ প্রদান করি, যদি হরিকথা-শ্রবণার্থ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে অকপটে সাধুর সম্মুখীন হই, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

ভোগদর্শনই কুদর্শন এবং সেব্যদর্শনই সুদর্শন। ভোক্তৃ অভিমানে ভোগদর্শন এবং সেবকাভিমানে সেব্যদর্শন স্বাভাবিক। যিনি শিষ্য হন নাই—শ্রবণ করেন নাই, সেই কর্তৃত্বাভিমানী সেব্যদর্শন বা প্রভুদর্শন কি করিয়া করিবে? সেইজন্য ভগবদ্দর্শন করিতে হইলে নিরন্তর ভগবদ্দর্শনকারী, ভগবানের নিত্যপরিকর ও সঙ্গী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। অকপট শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়কারীর নিকট বাস্তব সত্য অনায়াসে করায়ত্ত হয়। দুষ্ট-অভিমানে বা ভোক্তৃ অভিমানে যে দর্শন, তাহা ভোগদর্শন বা ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃশ্য-অভিমানে বা সেবকাভিমানে যে দর্শন, তাহাই প্রকৃত দর্শন ও সেবা। পুরুষাভিমানী কখনও পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পায় না। কৃষ্ণ-ভোগাভিমানী বা কৃষ্ণদাসাভিমানীই কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণদর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন।

নিজের বা সেবোন্মুখের শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শন, স্পর্শন—সবই সেবা; আর দুষ্ট-অভিমান করিয়া যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও দর্শনচেষ্টা, তাহা সবই অমঙ্গল—তাহা শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দর্শনাদি নহে। শ্রবণের পূর্ব্বে যে দর্শন, তাহা প্রকৃত দর্শন নহে। শ্রবণের [illegible] দর্শন বাধা মাত্র। ঐ বাধা দর্শনের দ্বারা অপসারিত হয় না। শ্রবণের দ্বারা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই অপসারিত হয়। শ্রবণফলে জীবের ভগবৎপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণের বুদ্ধি উদিত হয়। শ্রবণফলে যখন আত্মসমর্পণ হয়, তখনই সে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে পারে। এই চর্ম্মচক্ষে বা [illegible] ভগবদ্দর্শন হয় না, শ্রদ্ধার বা ভক্তির দ্বারাই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণফলে জীব যখন সেবোন্মুখ হন, তখনই স্বপ্রকাশ অধোক্ষজবস্তু ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের সেবোন্মুখ নয়নের গোচরীভূত হন। শ্রবণফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রবণফলে জীব মনোধর্ম্মের কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং ভগবানের প্রতি তাঁহার প্রীতির উদয় হয়। যাহারা শ্রবণ না করিয়াই দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহাদের হৃদয়ে আত্মগৌরব পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতাই প্রবল হইয়াছে, জানিতে হইবে। ভগবদ্দর্শন নিজ স্বপ্রকাশ [illegible] নাই। ভগবদ্দর্শন ভগবানেরই সুখ হয়। ভগবানের না হইলে ভগবদ্দর্শন হয় না। ভগবানের আর্ত্তি-বিচারে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই ভগবানকে দর্শন করিতে পারেন। স্বতন্ত্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যে ভগবদ্দর্শনচেষ্টা, তাহা ভগবদ্দর্শনে বাধা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রবণকারীর নিয়ম। নিয়মের শ্রবণ প্রভুর হৃদয়ে ধারণ ও প্রভুর স্বপ্রকাশন ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রবণ [illegible] ব্যাপার নয়। শ্রবণের [illegible] মূককে বাচাল করিতে পারে, অন্ধকে [illegible] করে, নির্জীবকে সজীব করে, [illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

কথামৃত প্র[illegible] [illegible] করিয়া পান করেন, তাঁহারা নিশ্চিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হন।

জাগতিক পদার্থ দর্শনকে বিশ্বাস করা যায় না, [illegible] দেয়। [illegible] হই। [illegible] মনে [illegible] হয়। [illegible] দর্শন [illegible] সে তাহার [illegible] ভক্তিবলে [illegible] অন্তরে [illegible] ভগবদ্দর্শন [illegible] হিরণ্যকশিপু [illegible] বর্তমান। [illegible] জানিতে পারি, [illegible] দর্শন হয় না, [illegible] না করেন। [illegible] হিরণ্যকশিপু নর [illegible] দর্শন [illegible] না হওয়া দর্শন [illegible] শ্রীপ্রহ্লাদ [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] দর্শন [illegible] সেবোন্মুখ [illegible] ভগবদ্দর্শনের [illegible] সহিত [illegible] থাকে না।

মানবের [illegible] অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য ভগবানের [illegible] থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল-যুক্ত হইলে ভগবানের রূপ[illegible] কথা শ্রবণ এবং তৎকালে [illegible] লাভ হয়। [illegible] প্রকৃত দর্শন হয়। শাস্ত্রবাক্যে বলিতে পাই,—"জীবের আত্মাকে দৃশ্য-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়। প্রভু-অভিমানে জগৎকে ভোগাভিমান [illegible] লাভ হয়। জগতের প্রতি সেবাদৃষ্টি [illegible] অনুপাদেয়তা বা ভোগের [illegible] দিয়া সেবার বা অপ্রাকৃত প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার ও গোলোকদর্শন [illegible] জীবের নিত্যকর্ম ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। একমাত্র পরমভক্ত ও পরমপুরুষ ভগবানের ভোগ্য দৃশ্য বা [illegible] মঙ্গল। শ্রীভগবান্ দৃশ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে আত্মবিচারগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ প্রেমনেত্রে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন,—এই কথা কেবল মৌখিকভাবে বলিলে আন্তরিক প্রশ্রয় দিয়া তাহাকে পরন্তু নির্ভরতা বা অকপট কৃপাপ্রার্থনা বলা যাইবে না। যে কৃপা চায়, সে সর্বক্ষণ কৃপালাভের জন্য উন্মুখ থাকে, ইহাই কৃপা ভিক্ষুর লক্ষণ। কৃপাভিক্ষু কখনও স্বতন্ত্রতার অন্ধকারে করে না। [illegible] যে, স্বতন্ত্রতাই হরিবিমুখতা বা [illegible] সে সর্বক্ষণ গুরুবর্গের [illegible] থাকিয়া তাঁহাদের অধীনতাকেই পরম [illegible] স্বাধীনতা বলিয়া মনে করে। সেবোন্মুখ বা রূপোন্মুখ না হইলে কি সেবা বা কৃপা পাওয়া যায়? যে কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি সেবায় উদাসীন, সে কপট বা কৃপাগ্রহণে অনধিকারী। অতএব অকাতরে নিরপেক্ষ [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা-[illegible] নাই। তাঁহাদের কৃপা [illegible] সর্বক্ষণই বর্ষিত হইতেছে। [illegible] কথা,—শুধু [illegible] আশিসেই [illegible] হইবে না, কৃপাই চাই। তাঁহাদের [illegible] না থাকিলেও আমরা কৃপা চাই না। না চাহিলে কৃপা কি করিয়া পাইব? [illegible] সেবোন্মুখতা, সেইখানেই প্রকৃত [illegible] তিনি যে পরিমাণে সেবোন্মুখ, তিনি সেই পরিমাণে কৃপাধিকারী। সেবোন্মুখতাহীন কৃপা প্রার্থনার কোন মূল্য নাই। কৃপাভিক্ষাকারীদেরই সাধনাগ্রহ বা প্রকৃষ্ট সাধনচেষ্টা থাকিবেই। নিজের প্রকৃত যত্ন এবং ভগবানের কৃপা—এই উভয়ের যোগাযোগ হইলেই জীব উদ্ধার লাভ করিতে পারে। ভগবৎকৃপানিরপেক্ষ হইয়া কেবল নিজ সাধনচেষ্টা দ্বারা কোন জীব উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সাধনচেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক কেবল কপটতা করিয়া মুখে কৃপাপ্রার্থনা অর্থাৎ জাড্য, অলসতা বা সেবাবিমুখতাদ্বারা কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যিনি কৃপা চান, তিনি অবশ্যই সাধন করিবেন অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইবেন। সেইরূপ সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই সেবাপ্রবৃত্তিকে প্রচুর কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শরণাগতই কৃপা পায়। শরণাগত সেবার সুবিধানের জন্য সর্বক্ষণ ব্যস্ত। শরণাগত অলস নহেন, তিনি সর্বক্ষণ সজাগ ও সেবাতৎপর। তাঁহার সেবা-তৎপরতা ও সেবা-দক্ষতার নিকট কর্মবীরগণেরও দক্ষতা ও কর্মোৎসাহ হার মানিয়া থাকে। আমরা মুখে কৃপা চাই বটে, কিন্তু আমাদের সেইরূপ অকপট শরণাগতি, সাধুগুরু-শাস্ত্রবাক্যে অচল, অটল, স্থির বিশ্বাস এবং কৃপা ও সেবাপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা ও তৎপরতা কোথায় যে আমরা কৃপা পাইব?

আমরা যদি সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়া না লই, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হইবে না। কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত হইতেই আমাদের দাসী হওয়া দরকার—'আমি সেবক, আমার সেবাধর্ম, ভগবৎসেবা ব্যতীত আমার আর অন্য কোন কার্য নাই'—এই বিচারে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সুযোগ একবার হারাইলে তাহা পুনরায় পাওয়া খুব কঠিন। প্রভুত্ববুদ্ধি লইয়া প্রভুসেবা করিবার পরিবর্তে ভৃত্য হইয়া প্রভুসেবা করিবার বুদ্ধি আমাদের হউক, তাহা হইলেই সেবা লাভ করিয়া আমাদের জীবন সার্থক হইবে। 'আমি কৃষ্ণের দাস'—এই বিশ্বাস আমাদের হউক, তাহা হইলে আর দুঃখ থাকিবে না। নিরন্তর হরিনাম কীর্তনকারীর কোন বিপদ্ নাই। কৃষ্ণনামে রুচি হইলে আর বন্ধন থাকিবে না। কৃষ্ণনামে রুচিই ভক্তি, কৃষ্ণনামে অরুচিই অভক্তি বা বন্ধন। 'আমি কৃষ্ণের'—একথা সর্বক্ষণ মনে থাকিলে আর কোনও অসুবিধা নাই। এই কথাটী ভুলিলেই সর্বনাশ। এই ভুলটাই সমস্ত দুঃখের মূল। এই ভুল যাহার আছে, তাহার সর্বস্ব ভুল। 'আমি কৃষ্ণের'—এই অভিমান যাহার আছে, তাহার ভুল থাকিতে পারে না। যেখানে ভুল বা ভ্রম, সেখানে কৃষ্ণ-দাসাভিমান নাই। কৃষ্ণদাসাভিমান ও ভ্রম যুগপৎ থাকিতে পারে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস
করলে ত' আর দুঃখ নাই।
(যায়) সকল বিপদ্, ভক্তিবিনোদ
বলেন, যখন ও-নাম গাই॥

'কৃষ্ণনাম করি হবে ঘুচবে বন্ধন।'

আমি যদি অকপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি ভাগবত-ভাব বীজ—সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিব এবং গুরুর আদর্শ সেবকের সেবা দেখিবার সৌভাগ্য আমার নিশ্চয়ই লাভ হইবে। গুরুবৈষ্ণব যেভাবে ভগবানের সেবা করেন, সেইভাবে সেবা করিলে ভগবানের সেবা হইবে। নিরন্তর ভগবৎসেবারত গুরুবৈষ্ণবের সেবার সাহায্য করিতে পারিলে আমরাও সেবক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিব। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁহার বন্ধু সাধুগণ আমার সেব্য—এইরূপ বুদ্ধি উদয় হইবে। তখন বুঝিবার সৌভাগ্য হইবে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার বন্ধুগণ এই জগতের বস্তু নহেন এবং সেই প্রপঞ্চাতীত আত্মীয় সজ্জনগণ ব্যতীত আমার বান্ধব আর কেহ নাই। এই সাধুগণের সঙ্গ হইলে অনায়াসেই ভগবানকে লাভ করা যাইবে। ভজনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গ হইলেই মঙ্গল হয়। ভজনে বাধা উপস্থিত হইলে আত্মঘাতী হইতে হয়। হরিকথা শ্রবণে অনাসক্তাই ভজনের প্রধান বাধা। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হইলে সুবিধা হয়। কৃষ্ণ ব্যতীত বিশ্বের—ত্রিজগতের অন্য কোনও বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ নাই—কৃষ্ণসম্বন্ধে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিকভাবেই নিখিল বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধজ্ঞান সাধুগুরুর কৃপায় প্রত্যেকেরই লাভ হওয়া দরকার; নতুবা ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

ভোগের পথে প্রথমমুখে কোন বিপদ্ বা অসুবিধা দেখা যায় না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবার কথা—নিত্যমঙ্গলের কথা যেখানে, সেখানে প্রতি পদে বিপদ্ বা অসুবিধা আসিয়া নিরুৎসাহিত করিবার চেষ্টা করে। সুকৌশলী বুদ্ধিমান্ সাধক সেই বাধা দেখিয়া ভীত হইবেন না, পরন্তু সেইগুলিকে পরীক্ষা বা কৃপা জানিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত সেবায় অগ্রসর হইবেন। সেবার বাধাগুলি সেবককে উত্তরোত্তর সেবাপথে সহায়তা করিবার জন্য আসিয়াছে, ইহা অকপট সেবকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। সেইজন্য বিপদে ও সম্পদে সর্বাবস্থায় তাঁহারা সহিষ্ণুতার মূর্তবিগ্রহ ভক্তিবিনাশকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরেন। ভক্তগণ ভগবানের জন্য সবই করিতে পারেন। এই জগতে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গলাভেই ভগবানের সেবালাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবাকেই সার করিয়াছেন, সেবাই তাঁহাদের জীবাতু, সেবাই তাঁহাদের সত্তা, সেবাই তাঁহাদের প্রাণ। ভক্তগণ ভগবানের সেবার জন্যই—ভগবানের সুখের জন্যই ভগবানের সেবা করেন। প্রভুকে দিয়া নিজেদের সেবা করাইয়া লইবার দুর্বুদ্ধি তাঁহাদের নাই। এ জগতের ছোট-বড়, ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই ভগবানের সেবা ও ভক্তের সেবা ভুলিয়া নিজেদের সুখানুসন্ধান করিতেছে—ন্যূনাধিক সকলেই নিজের প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। আমরা যদি সদ্গুরুপাদপদ্মের অনুসরণ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিগণের পদানুসরণ করি, তাহা হইলে আমাদের সদ্গুরুর নিকট আসা হইয়াছে কি? যিনি বা যাঁহারা ইহলোকের, পরলোকের, দেহগেহাদিসুখের, সিদ্ধির, এমন কি, মহাজনের মহামূল্য মুক্তিরও অপেক্ষা করেন না, সেইরূপ মহাপুরুষগণের নিকট আসিয়াও আমরা কি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ তাঙ্গা বিড়ম্বনার জন্যই লালায়িত হইব? যাঁহারা স্বভাবে—ভাবে ভাবে জন্মজন্মান্তরে অনুক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেই ভগবৎপ্রিয় সাধুগণের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ কি আমরা করিব না? যে লোভপ্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না, সেই অপ্রাকৃত সেবাপ্রবৃত্তি কি আমাদের হৃদয়ে জাগিবে না? যে ভক্তগণ ভগবানের সেবার জন্য সর্বক্ষণ ব্যস্ত, তাঁহাদের সেবা প্রীতি ও আদরের সহিত করিবার জন্য চিত্ত কি তাঁহাদের প্রতি ব্যগ্রভাবে ধাবিত হইবে না? আমরা কি

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সহজ প্রীতির আকর্ষণে পড়িয়া প্রাণপণে তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ হইতে পারিব না? তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ ব্যক্তিত্বের নিকট আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব কি কোনদিন আকৃষ্ট ও প্রণত হইবে না? আমরা কি তাঁহাদিগকে পর ভাবিয়া দেহসুখেই প্রমত্ত থাকিব? ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া কি আমরা পরমানন্দময় ভগবৎসেবালাভে বঞ্চিত হইব? ভগবান্ প্রেমবাধ্য হইয়া যাঁহাদের সেবা করেন, সেই কৃষ্ণমনোহরণকারী ভক্তগণকে কি আমাদের আপনজ্ঞান হইবে না? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধিলাভ করিবেন, এই কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও কি আমি শ্রৌতপথ আশ্রয় করিব না? গুরুর হাত দিয়াই ভগবান্ বরাভয়প্রদ প্রেমভক্তি প্রদান করেন, যাঁহাদের ভাগ্যে শ্রেয় আছে, তাঁহারাই এই সুযোগ পান,—এই কথা সাধুমুখে শুনিয়াও কি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজ্ঞানে সাদরে, সানন্দে হৃদয়ে স্থান দিব না? অনিত্যের সহিত যে সংশ্রব, তাহার নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া দিলে আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণে পড়া যায়,—এসকল পরমমঙ্গলময়ী কথা শুনিয়াও কি দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গের জন্য আমরা চেষ্টাবিশিষ্ট হইব না?

——

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:(*):——

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী, স্বাভাবিকী, নিরপেক্ষ ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

কৃষ্ণ অধোক্ষজবস্তু। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার দ্বারা বা মিশ্রাভক্তি দ্বারা সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে প্রীত করা যায় না। অন্তরে ও বাহিরে সমান হইয়া হরিভজন না করিলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। বাহিরে এই স্থূল শরীরের উপর কারচুপি বা সাজসজ্জা করা নিজের ভোগমাত্র, তাহা কখনও ভগবানের সেবা নহে। মনের ধর্ম সঙ্কল্প ও বিকল্প। ঐ মনোধর্মে আস্থিত হইয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা আত্মধর্ম ভক্তি নহে। কৃষ্ণ জড়জগতের চিন্তা ও বিচারে আবদ্ধ জীবকে কখনও নিজেকে ভোগ করিতে দেন না। কৃষ্ণ কখনও ভোগ্যবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সেব্যবস্তু।

এই সংসারে মনুষ্যজাতির মধ্যে যত বড় বড় কথা আছে, ভগবদ্ভক্তগণ উহাদের কাণাকড়িও মূল্য দেন না। যাহারা হরিভজন করিতে আসিয়া বহির্ম্মুখ জনসমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার জন্য গণমত পোষণ করে, আপনাদিগকে বড় মনে করে, অপরের উপর আধিপত্য করে এবং উত্তম-উত্তম বেষভূষার জন্য লালায়িত হয়, তাহারা দম্ভ করিয়া শরীরের পূজা করিতে পারে, কিন্তু হরিভজনের বিপরীত রাস্তায় চালিত হইয়া আত্মবিনাশ বরণ করে।

বৈষ্ণব প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া জীবের স্বরূপদর্শনে গুরুজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি কখনও অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া হীনজ্ঞানে কোন জীবকে অবজ্ঞা করেন না বা উদ্বেগ দেন না।

যাহারা প্রাকৃত অহঙ্কারবিমূঢ়, তাহারা হরিভক্তের চরণে অপরাধী, তাহাদের অহমিকা থাকা অবধি হরিভজন হয় না। হরিভজন কাহাদের হয়? শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখী গোপীগণ, কৃষ্ণের মাতাপিতা, কৃষ্ণের সখাগণ কৃষ্ণের দাসদাসীগণ ও ইঁহাদের সেবকগণেরই ভজনে অধিকার আছে, কৃষ্ণ তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছেন। মহাভাগবত জগতে ভেদদর্শন করেন না, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গোলোকপ্রতীতি এবং সর্ব্বভূতে চিদ্বিলাসী ইষ্টদেবের দর্শন হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কাহারও দোষ দর্শন করেন না। মহাভাগবতের বিচারে নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত, আর আমিই কেবল হরিভজন করিতেছি না—এই বিচার প্রবল হয়।

অকিঞ্চন হরিভক্তের মধ্যে সর্ব্ব সদ্‌গুণ বিরাজিত। অপরদিকে রথের ন্যায় অভক্তের মন দশ ইন্দ্রিয়রূপ দশ অশ্ব দ্বারা দশদিকে অর্থাৎ বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণ আকৃষ্ট হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলি সর্ব্বক্ষণ আমাদের মনোরথকে বাহিরের বস্তুর দিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। আমরা বিরূপের দ্বারা মোহগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের আত্মরূপ অথবা শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নখশোভার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পদনখশোভা দর্শন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করা দরকার, নতুবা কখনও জগদ্দর্শনস্পৃহা নিবৃত্ত হইবে না।

হরিবিমুখ কর্ম্মিগণ দুরাশাবশে ভোগে প্রমত্ত হয় এবং অন্ধকর্ত্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া উরুদামে অথবা বিপুল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়সকল যদি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—ইহা ভোগ্যা স্ত্রীর ন্যায় পুরুষাভিমানী হরিবিমুখ জীবকে সর্ব্বক্ষণ টানিতেছে। ভোগ্য বিষয়রূপ স্ত্রীলোক সকল থাকে থাকুক, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যই হইতেছে,—আমার মনকে সহস্র ঝাঁটা মারিতে মারিতে ঐপ্রকার বিষয়-ভোগ-কার্য্য হইতে নিরস্ত করা। সর্ব্বাগ্রে যোষিৎসঙ্গ বা ভোগ্যদর্শন বন্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী বা পুরুষদেহধারী মানবমাত্রেই—জীবমাত্রই ভগবানের দাস দাসী, আর আমি কি করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতেছি? স্বয়ং কৃষ্ণভোগ্য হইয়া অপর কৃষ্ণভোগ্যকে ভোগ করা—তদুপরি প্রভুত্ব অসম্ভব ব্যাপার। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে যাহারা এই বিপদকে আহ্বান করে, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদনখশোভা দেখিতে পাইব। সেই পদনখশোভা দর্শন করাই চক্ষুর একমাত্র সার্থকতা।

শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার অবতারগণের, এমন কি, তাঁহার পার্ষদগণের চিদ্দেহ কোন জীবভোগ্য নহে। অপ্রাকৃত কামদেবে ঘৃণ্য জড় কামুকতা কখনও আরোপিত হইতে পারে না। ভগবদ্দেহকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইলে, মূল আশ্রয়বিগ্রহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষয়বিগ্রহকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগ করিবার যত্ন করিলে আত্মবিনাশ অনিবার্য্য। ত্রেতাযুগে রাবণের ভগিনী শূর্পণখা সীতাদেবীর সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কামুকতা প্রকাশ করিলে এবং তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীরাম-সেবক লক্ষ্মণের নিকট কামজর্জ্জরিতা হইয়া গমন করিলে তিনি উহার নাক কাণ কাটিয়া তদনুষ্ঠিত কর্ম্মের যোগ্য ফল প্রদান করেন। সীতাদেবী একপত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, নিত্যাহ্লাদিনী ও সেবিকা। তাঁহাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিবাঞ্ছারূপ নিত্যদাস্যপ্রেম বর্ত্তমান। আর শূর্পণখা রাক্ষসী হইয়া সুন্দরী রমণীর বেশধারণপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ভোগ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু লক্ষ্মণের নিকট উহার এই কপটতা ধরা পড়িল, তিনি উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া উহার যথার্থ স্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় ধর্ম্মধ্বজী কপট গৌরভোগিগণের কপটতা ধরাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে ইষ্টদেবের নিকট হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করেন।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদকার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়,—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সংসর বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্যপ্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত পুরুষবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমর বস্তু,—নিত্যবস্তু। গুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য, সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে নাই। সর্ব্বদাই অনুসরণ করা দরকার। শ্রীগুরুদেবের সেবার উপকরণসকলেও গুরুবুদ্ধি করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে নিজের মত অনর্থগ্রস্ত মর্ত্ত্য মানববুদ্ধি করিলে চিরতরে নরকে যাইতে হইবে। আমি যদি গুরুদেবের ব্যবহৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের ভোগের জন্য রান্না আরম্ভ করি, তাঁহার গৃহের মার্জ্জনাদি সেবা ও তাহা সযত্নে সংরক্ষণ না করি, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভজন করে না, কৃষ্ণেতর বস্তু তাহাকে গ্রাস করে। প্রভুর আসন গ্রহণ করিতে গেলেই কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়।

আমরা কর্ম্মী বা জ্ঞানী নহি। আমরা হরিদাসগণের পাদত্রাণবাহী। ভক্ত হইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার ভজন একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষার সঙ্গে কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয়।

অপ্রাকৃত দেহ ব্যতীত কৃষ্ণভজন হয় না। প্রাকৃত স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ব্যতীতও চিন্ময় অপ্রাকৃত দেহ আছে। স্থূল দেহ মনও জড়-ভাব মিশ্রিত। বিচার করিতে আসিলে পৃথক্—এই দুই নির্ব্বিশেষবাদী জাতীর পক্ষে শোভা পায়। [illegible] এরূপ বিচার নহে। অতএব স্বরূপবিনাশের প্রয়োজন নাই।

দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া যখন ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হই, তখন অনর্থনিবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে কৃষ্ণভজন হয়। কৃষ্ণভজন না করিলে [illegible] উদয় হয় অর্থাৎ কৃষ্ণবিস্মৃতি [illegible] অভাবে আমরা অশান্ত হইয়া পড়ি।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিরোধী কোন ব্যক্তিরই কৃষ্ণরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। আমরা আমাদের উপর কাহাকেও টেক্কা দিতে দিব না, কাহাকেও আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে দিব না। একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণবগণই আমাদের উপর [illegible] করিবেন। তাঁহারা [illegible] হরি [illegible] টেক্কা দিতে দিব না। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ করি, তবে নিষ্কপটভাবে আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছ জানিতে হইবে।

——

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী কৃষ্ণনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫
সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসনাতন দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী ... ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীবংশীবদন দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী ... ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী ... ব্রহ্মচারী

অপ্রকট কুঞ্জ পুস্তকাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ কালনগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ কালনগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপরদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুলিয়া-কুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক শ্রী ... সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
পোঃ অম্পুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

বাগবাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবনারায়ণ ... বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিজীবন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা রোড, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীমাধবচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রমণ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনন্দচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
সেবাশ্রম
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রাকৃতদাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবনোয়ারী দাস অধিকারী

অর্চ্চাশ্রম
(ভগবৎ কুপাপ্রাপ্তিক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থিক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

দীপাকুটী
সেবক—শ্রীবসন্ত দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণ্ডবাঁধ (বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডিউটেন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, উাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart-এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মণুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মণুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূলশ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭ ১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-১৬	১৭-৫০	২২ ২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	......	....	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-১৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	. ..	. ..	৯-৩১	..	..	..	....	.. ..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৪	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৫৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৮-০১	৭ ১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	....	.. .	. ..	...	১৫-৫৬	১৭-৪২	..	.... .
দমদম			১১-৪		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত স্বদেশ তথা বিদেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জন-বৃন্দগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd. No C. 1544

শ্রীশ্রী কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পত্রিকা'-নামক বিশুদ্ধ আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৫ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৪ই জুন ইং ১৯৪১, শনিবার { ৮৩-৮৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ বামন, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীমুকুন্দ দত্ত

——::o::——

ভগবদ্ভক্তের পূত জীবনচরিত-আলোচনা-দ্বারা জীবের চিত্তশুদ্ধি ও কৃষ্ণে ভক্তি হয়। ভক্তগণ বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহারা মহা-মহাবদান্য। তাঁহাদের আদর্শানুসরণ, সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। সেইজন্যই করুণাময় ভগবান্ তৎকৃপাবাহন ভক্তগণকে জগতে প্রেরণ করেন। ভক্তই ভগবানের যথাসর্ব্বস্ব এবং ভগবান্ও ভক্তের জীবনস্বরূপ। এই ভক্তের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবার সুপ্রবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হউক। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতামাতা, বন্ধু-পুত্র-ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি, স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমার॥

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর—ইঁহারা দুই ভ্রাতা। ইঁহারা চট্টগ্রাম জেলার ছনহরা গ্রামে আবির্ভূত হন। এই গ্রাম গৌরভক্ত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর শ্রীপাট মেখলা-গ্রাম হইতে দশক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীমুকুন্দ দত্ত-শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যাঁ'র গুণ কহিলে না হয়॥
জগতে যতেক জীব, তা'র পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাতেও পাই,—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ-
গায়কৌ॥

ব্রজে যিনি মধুকণ্ঠ-নামক গায়ক, তিনিই গৌরাবতারে আমাদের নিকট শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর নামে পরিচিত। নিজভক্ত এই শ্রীমুকুন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু নানাভাবে লীলাবিলাস করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাকালে সহপাঠী শ্রীমুকুন্দ দত্তের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ন্যায়ের ফাঁকি লইয়া ঝগড়া করিতেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীমুকুন্দ ভাগবত-শ্লোক পড়িয়া শুনাইতেন। শ্রীমুকুন্দের চেষ্টাতেই তৎসঙ্গী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীল বিদ্যানিধি প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর কীর্ত্তন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন। 'সাত-প্রহরিয়া-ভাব'-প্রকাশ-কালে ইনি 'অভিষেক' গাহিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্যলীলায় প্রথমে ইনি গান ধরিয়াছিলেন। স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার কথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিলে শ্রীমুকুন্দ প্রভুকে আরও কিছুদিন নবদ্বীপে কীর্ত্তন-লীলা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বর্ষে ভক্তগণসহ গৌড়দেশ হইতে প্রভুদর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন। এই শ্রীমুকুন্দ ঠাকুরের অপার মহিমার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে, তন্নিজজন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিশেষ-ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভক্তের কথা আলোচনা দ্বারা ভক্তের সঙ্গ হয়। ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে জীবের যাবতীয় ভগবদ্বিমুখতা ও ভক্তবিমুখতা নষ্ট হয়। ভক্তের শরীর চিন্ময়। ভক্ত ভগবৎসেবায় প্রীতিযুক্ত। তিনি যে-কোন বংশে জন্ম-গ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ভক্তির কিছু ক্রটী হয় না। ভক্ত হৃদয়-মন্দিরে ভগবান্কে ধারণপূর্ব্বক ভাবের সহিত হৃদয়ভবনে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়-দেবতার সেবা করেন। ভক্তের সঙ্গ ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভোজনেই জীবনের সাফল্য। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম-জন্ম।
সেই অবশেষ মোর—ক্রিয়াকুলধর্ম্ম॥
তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥
শচীর নন্দন, বাপ! কৃপা কর মোরে।
কুকুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে॥

শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভুও এইরূপভাবে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

যে-তে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নাহি মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥
জন্ম-জন্ম তোমার যে সব প্রভু,—দাস।
তা'-সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা॥

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের ন্যায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইতে পারি, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজনই যেন আমার নিত্য কাম্য হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী পদবী ব্রহ্মাদিরও পরমারাধ্য ব্যাপার। জানি না, এই সৌভাগ্য আমার কবে হইবে। যদি ভাগ্য ভুজরূপে একদিনও ভক্তের সঙ্গে আমাদের বাস হয়, ভক্ত যদি কৃপা করিয়া অতি অল্প সময়ের জন্যও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন, তাহা হইলে তাহারও ভগবৎচরণ প্রাপ্তি অনিবার্য্য। সেইরূপ সুদুর্ল্লভ ভক্তের সঙ্গ পাইয়াও আমরা বঞ্চিত হইতেছি, সুতরাং আমাদের দুর্দৈবের কি আর শেষ আছে?

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রকাশ করিয়া সমস্ত ভক্তগণকে বর প্রদান করিতেছেন, কিন্তু তিনি শ্রীমুকুন্দকে ডাকিতেছেন না বলিয়া শ্রীমুকুন্দও প্রভুর সম্মুখে আসিতে পারিতেছেন না। প্রভু আজ কত লোককে কৃপা করিলেন—বর দিলেন, আর যিনি অনুক্ষণ প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান, যিনি পরম মহান্ত বলিয়া ভক্তজগতে খ্যাত, তাঁহার প্রতি আজ প্রভুর এইরূপ ভাব কেন? ইহা দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই ব্যথিত হইলেন। অবশেষে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"প্রভো, মুকুন্দ কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে আজ তুমি সম্মুখে আসিতে দিতেছ না? আমরা জানি, মুকুন্দ তোমার প্রিয় ভক্ত, আমাদের সকলের প্রাণ। মুকুন্দের গান শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত না বিগলিত হয়? মুকুন্দ ভক্তিপরায়ণ ও সর্ব্বদিকে সাবধান। যদি মুকুন্দের কোন অপরাধ থাকে, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান কর। নিজ ভৃত্যকে কেন দূরে পরিত্যাগ করিতেছ? তুমি মুকুন্দকে না ডাকিলে মুকুন্দ তোমার সম্মুখে আসিতে সাহস করিতেছে না। তুমি মুকুন্দকে তোমার সম্মুখে ডাক মুকুন্দ তোমার ভক্ত, তোমার

রূপ দর্শন করুক।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রশুভক শ্রীবাসের এই কথায় তাঁহার নিজভক্ত শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিলেন,—

—হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার বাক্য মোর কভু না মানিবা॥
'খড় লয়, জাঠি লয়', পূর্ব্বে যে শুনিলা।
ওই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নানাপ্রকার সুপারিশ করিলে লীলা অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে পবিত্র সম্বন্ধ মর্য্যাদা-স্থাপনার্থ শ্রীবাসকে বলিলেন, মুকুন্দের প্রতি প্রেম করিবার জন্য শ্রীবাস যেন আর মহাপ্রভুকে অনুরোধ না করেন, কারণ শ্রীবাসের অনুরোধ ব্যর্থ হইবে, কারণ, মুকুন্দ কোন সময় দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দীন দৈন্য প্রকাশ করেন, আবার কোন সময় লাঠি মারে। ইহা এক হাতে পায় ও আর এক হাতে গলায় দিবার আদর্শের ন্যায়। ইহা স্বার্থবাদী বা সমন্বয়বাদীর আদর্শ। স্বার্থবাদী যখন যাহাতে সুবিধা পায়, তখন সেই পক্ষেই আসক্ত হয়। যখন সুবিধা না পায়, তখন মহাপ্রভুর আনুগত্য করে, আবার অন্য সময় মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ মায়াবাদীদের প্রশ্রয় দিয়া মহাপ্রভুর বক্ষে শেল প্রদান করে। এইরূপ ভক্তি-বিরোধী কপটীর ভগবদ্দর্শনে অধিকার নাই, ইহা জানাইবার জন্যই লোকশিক্ষার্থে লোকশিক্ষক ভগবান্ স্বীয় অন্তরঙ্গ নিজ ভক্তের দ্বারা এই শিক্ষা প্রচার। মহাপ্রভু পাপী, চোর, দস্যুকে উদ্ধার করেন, জগাই-মাধাইয়ের মঙ্গল করেন, দাবী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন পর্য্যন্ত করেন, কিন্তু কপটী মায়াবাদিগণ লোকভক্তিমান্ হইলেও তাঁহারা মহাপ্রভুর কৃপা বা দর্শন পান না। মহাপ্রভুর নিকট বা ভক্তিরাজ্যে কৈ স্থান নাই। সেই কপটী ও অপরাধিগণ ভক্তিরাজ্যের বাহিরেই বিচরণ করে।

মুকুন্দ বাহির হইতে মহাপ্রভুর সকল কথাই শুনিতে পাইলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দকে দর্শন প্রদান করিলেন না শুনিয়া মুকুন্দ মরমেবেদনাই জর্জরিত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি আমার পূর্ব্বের কথা জানি না। এইরূপ অপরাধ আচরণ করিয়া আমার জীবন রাখিতে পারি নাই। ভক্তিসম্পদ তাঁহার। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে উচ্চ আর কেহ নাই। যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ, তেমনি তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তিও অসমোর্দ্ধা। শুদ্ধভক্তির নিত্যই ভক্তি। আমি সেই ভক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করি নাই, সুতরাং আমি মহাপাপী। আমি যখন মহাপ্রভুর দর্শন পাইব না, তখন আর এই শরীরও রাখিব না। অপরাধী শরীর আমি আজই পরিত্যাগ করিব—এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীমুকুন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন,—শ্রীবাস, তুমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কি কোনদিনই দর্শন পাইব না?—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অঝোরনয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও মুকুন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের কোনও কালে মহাপ্রভুর দর্শন হইবে কি না, এ কথা প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন, কোটি জন্ম পরে মুকুন্দের নিশ্চয়ই দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইবে। মহাপ্রভুর মুখে কোটি জন্ম পরে প্রভুর দর্শন লাভ হইবে শুনিয়া মুকুন্দের অত্যন্ত আনন্দ হইল। যেহেতু ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে মায়াবাদিগণের নিত্য বিনাশ সংঘটিত হয় এবং কোনদিনই তাহারা ভক্তির অধিকারী হইবে না—এই ব্যবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পরম সুখ হইল। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দর্শনপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই ঘটিবে—এই কথা শ্রবণ করিয়া মুকুন্দের আনন্দ আর ধরে না।

ভগবান্ প্রেমবাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ হন যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিতেও সর্ব্বদাই পারগ। মহাপ্রভু বলিলেন, —"মুকুন্দ, আমার অসামান্য শক্তিও তোমার প্রীতির নিকট পরাজয় লাভ করিল। তুমি ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইয়াছ। তাৎকালিক অসৎসঙ্গফলে তোমার নিত্য বৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিল, সেইজন্যই তোমার সম্প্রদায় ঘটিয়াছিল। সমন্বয়বাদ ভগবৎসেবা-স্মৃতির পরমশত্রু। সমন্বয়বাদী গুরুব্রুবের সঙ্গের ন্যায় কুসঙ্গ আর কিছুই নাই। ভগবানের ঐকান্তিক সঙ্গপ্রভাবে তোমার অভক্তিপথে অনিত্য রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া ভক্তিপথে নিত্য রুচি উদিত হইয়াছে, সুতরাং তোমার আর ভগবদ্বিমুখতা থাকিতে পারে না। 'তুমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে'—এই বর আমি তোমাকে দিলাম। তোমার অপরাধ দূরে রহিল পুনঃ পাপির কাল কোটিজন্ম অবসান হইয়াছিল, কিন্তু তোমার তীব্র সেবাপ্রবৃত্তি আমার নির্দ্দিষ্ট কাল নিমেষমাত্রে অতিক্রম করিবার শক্তি লাভ করিল—তোমার শক্তির দ্বারা আমার শক্তি বিজিত হইল। মুকুন্দ, তুমি সর্ব্বদা ভগবৎ-কীর্ত্তন করিয়া থাক, সেইজন্য তোমার সহিত আমার নিত্যসম্বন্ধ। তবে যে তোমাকে কোটিজন্ম পরে দর্শন দিব বলিয়াছিলাম, তাহা রহস্য-মাত্র। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য তোমার সহিত পরিহাস করা আমার স্বভাব।"

স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য অব্যর্থ —এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকায় শ্রীমুকুন্দ ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক দর্শন প্রদান করিলে শ্রীমুকুন্দ বলিলেন,—"আমি সেবারহিত ও মন্দভাগা, এতজ্জন্য কায়মনোবাক্যে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করি নাই। ভক্তি সুখময় বস্তু। ভক্তিহীন আমি তোমাকে দেখিলেই কি সুখ পাইব? দুর্য্যোধন বিশ্বরূপ দর্শন, নরেন্দ্রগণ বিদর্ভ-নগরে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু শ্রীবরাহদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়াও ভক্তিহীনতা-বশতঃ ভগবদ্দর্শন পায় নাই। কিন্তু কুব্জা, যজ্ঞনারী, পুলিন্দী এবং মালাকার— ইঁহারা সকলেই ভক্তিযোগে ভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন। ভক্তি বিনা কেহই ভগবদ্দর্শনের ফললাভ করিতে পারে না। ভগবদ্দর্শন অল্পভাগ্যফলে ঘটে না। রজকের কোটী কোটী জন্ম গিয়াছিল। বহু জন্মের পর ভগবদ্দর্শন পাইয়াও সেবোন্মুখ না হওয়ায় ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। অভক্তগণ ভগবানের দর্শনলাভ করিলেও তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না, তজ্জন্য দর্শন লাভ করিলেও দর্শনসুখ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যে সেবাপ্রবৃত্তিবর্জ্জিত, তাহার ভগবদ্দর্শন বৃথা হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভগবদ্দর্শনে ভক্তি-সুখোদয়ের সম্ভাবনা হয় না। তাহারা ভগবানে প্রীতি না করায় সেবাবুদ্ধির অভাবে দর্শনপ্রাপ্তির বাস্তবফল নিত্যসুখ লাভ করিতে অসমর্থ হয়। জীব নিজ অহঙ্কার-বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ভগবানের অনুকম্পাই জীবের সেবোন্মুখতার একমাত্র কারণ। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

রজকেও দেখিল—মাগিল তা'র ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল যা'তে প্রেম নাঞি॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ॥
ভক্তিশূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশন-সুখ তা'র হয় বাদ॥
ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥
মুই সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে কিছু নহে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম-দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তা'র দরশনসুখ।
ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই॥
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম)

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ভগবৎপার্ষদ। তাঁহার কোন অপরাধ বা ভক্তির অভাব থাকিতে পারে না। তাঁহার কৃপা ও সঙ্গফলে লোকের ভক্তি হয়। লোক-শিক্ষা কল্পেই মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তের সহিত এই লীলা। আমরা যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলার মহতী শিক্ষাটী লাভ করিয়া" ভগবান্ ও ভক্তের শ্রীচরণে সতত প্রণত থাকিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

বিরহ-মহোৎসব

গত ৯ই জুন, সোমবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন ভজনানন্দী শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাক্ষাৎ চেতনে চেতনে যে আকর্ষণ, তাহাই প্রেম, আর জড়ে জড়ে আকর্ষণের নাম কাম। যেখানে পরস্পরের সহিত আকর্ষণ, সেইখানেই বিরহ স্বাভাবিক। আকৃষ্টই আকৃষ্ট হয়, আকর্ষক আকৃষ্টকেই আকর্ষণ করেন। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। রুচি বা আসক্তি হইতে কৃষ্ণ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকেন, তখনই শুদ্ধ শুদ্ধভক্তি হয়। সাধুগুরু-সঙ্গে রুচিবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই কৃষ্ণবশকারিতা আরম্ভ হয়। যেখানে ভক্তি সেখানে ভোগবুদ্ধি বা সম্ভোগের কোন কথা নাই। ভক্তি বিরহময়ী। সেবোন্মুখ জনগণ শুদ্ধ চেতনময়ী সেবা-প্রবৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তুকে দ্রষ্টা, পরিচালক বা সেব্যরূপে দর্শন করেন। তাই ভগবদ্ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ স্ফটিকস্তম্ভকে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে দর্শন না করিয়া— স্ফটিকস্তম্ভরূপী জড়বস্তুরূপে দর্শন না করিয়া তাহাকে বিভু বিষ্ণুসম্বন্ধজ্ঞানে বাসুদেব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও প্রায়ই বলিতেন, প্রাচীর যখন রূপ দেখাইবেন, তখনই আমরা তাঁহার রূপ দেখিতে পাইব।

এ জগতের বিরহ দুঃখময়। এখানকার বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ—এই তিন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে তাহা নহে। সেখানে বিরহ সেবার পরাকাষ্ঠা। বিরহ অত্যন্ত প্রগতিশালী। বিরহের মধ্যে আকর্ষণ বিশেষ-রূপে অনুভূত হয়। ভক্তমাত্রেই কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিরহী। বিপ্রলম্ভই বিরহ। শ্রদ্ধাই বিরহ-রসময়ী ভক্তির বীজ। যে হৃদয়ে বিরহ আছে, সে হৃদয়ে অন্য কোন কামনা-বাসনা বা কৃষ্ণকার্ষ্ণ ব্যতীত অপরের প্রতি নির্ভরতা নাই। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিরহ-কাতরতাই দৈন্য। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিরহিগণ নিজেকে দীন মনে করেন। কৃষ্ণকার্ষ্ণ বিরহকাতরতারূপ দৈন্যই তাঁহাদের একমাত্র ধন বা সম্পত্তি। এই বিরহদৈন্যে বিভূষিত হইয়া বিরহিগণ 'হরে কৃষ্ণ', 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন ক্রন্দন করেন। 'নাম কীর্ত্তনই' প্রকাশিত হয়।

বিরহ-বিভাবিত জনই তৃণাদপি সুনীচ। যে হৃদয়ে বিরহ নাই, সেখানে আবার তৃণাদপি সুনীচতা কোথায়? শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ'
প্রেমধন॥

যে জীবনে কৃষ্ণসেবাসুখতৎপরতা নাই, সেই সেবাবঞ্চিত জীবন দারিদ্র্যময় ও ব্যর্থ। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—"হে কৃষ্ণ, আমাকে তোমার 'দাস' করিয়া তাহার বেতনস্বরূপ প্রেমধন প্রদান কর।"

দীন অর্থাৎ বিরহকাতর না হইতে পারিলে হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণবিরহী ভগবদ্ভক্তগণের অন্য কথা ভাল লাগে না। বিরহে কৃষ্ণকথাই তাঁহাদের জীবাতুস্বরূপ, তাই তাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে, কীর্ত্তন করিতে বা আলোচনা করিতে ভালবাসেন এবং তাহাতেই রত থাকেন। সেইজন্যই কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণ বলিয়াছেন,—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে
ভূরিদা জনাঃ॥
(ভাঃ ১০.৩১।৯)

হে কৃষ্ণ, যে সকল লোক এই পৃথিবীতে বিরহতাপিত ব্যক্তিগণের জীবাতুস্বরূপ, অপ্রাকৃত রসিকগণের আরাধিত বিরহদুঃখ-বিনাশক, বিরহ-তাপিতজনের কর্ণরসায়নস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তোমার কথামৃত বিতরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে মহাবদান্য। হরিকথা-বিতরণকারীর ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর কোথাও নাই।

বিরহই ভজন, বিরহীই ভক্ত। কৃষ্ণ-বিরহীর হৃদয়ে প্রত্যেক বস্তুই কৃষ্ণ-বিরহের উদ্দীপনা জানিয়া দেয়। পরপুরুষে আসক্ত রমণী যেরূপ গৃহকর্ম্মসমূহে ব্যগ্রতা ও সুপটুতা প্রকাশ করিয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিরহী ভক্তগণ বাহিরে অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়াও বাহিরে বহির্ম্মুখ লোকবঞ্চনা করিয়া অন্তরে নবনবায়মানভাবে কৃষ্ণ-কামবর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অন্তর না দেখিয়া বাহ্য আকারমাত্র দেখিলে বৈষ্ণবকে চেনা বা তচ্চরণে শরণাগত হওয়া যাইবে না, পরন্তু তাঁহাদের নিন্দায় প্রমত্ত হইয়া নরকের পথে প্রধাবিত হইতে হইবে। সেবাবঞ্চিত মনোধর্ম্মীর স্তুতি ও নিন্দা—সকলই মনোধর্ম্ম বা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণকামনার অভিব্যক্তি মাত্র। যে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করে, তাহাকেই সে 'ভাল' বলে। ইহাই তাহার ভালমন্দের মাপকাঠি; সুতরাং মনোধর্ম্মীর 'ভাল'রও মূল্য নাই, 'মন্দ'এও মূল্য নাই। এই মনোধর্ম্মী জীব কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিরহের কথা ধারণাও করিতে পারে না। যে মায়িক বস্তু লইয়া ব্যস্ত, সে মায়াতীত বস্তুর সন্ধান কি করিয়া পাইবে? বিরহীর সঙ্গ-প্রভাবেই এই বিরহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। কিন্তু বিরহের বাস্তবতায় যেখানে বিশ্বাস নাই, সেখানে বিরহীর সঙ্গ কি করিয়া হইবে? এই কৃষ্ণকার্ষ্ণের বিরহ ব্যথা প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেণ্ডে যাঁহার যতটা উপলব্ধি হইবে, তিনি কৃষ্ণের ও কার্ষ্ণগণের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ততটা করিতে পারিবেন। এই বিরহ যাঁহাতে চব্বিশঘণ্টা উপলব্ধির বিষয় হয়, তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। বিরহ-ব্যথিত হৃদয়েই কৃষ্ণকার্ষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়। যাঁহার হৃদয়ে যত হরি, হরিজন ও হরিধামের স্ফূর্ত্তি হয়, তিনি ততই শ্রীহরির কৃপা লাভ করিতেছেন। যেখানে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণসেবা স্ফূর্ত্তি নাই, সেখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাও হয় নাই জানিতে হইবে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

আমি সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য হইলেও কৃষ্ণ-কৃপাকাঙ্ক্ষারূপ আমার একটী কৃত্য আছে। যিনি যত অযোগ্য, ভগবানের কৃপা তাঁহার প্রতি তত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়। নিজে রূপবান্ না হইলে—অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল না হইলে ভগবদ্রূপ দর্শন করা যায় না। বাহিরের রূপ দেখিয়া গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। শ্রীরূপানুগত্যে থাকিয়া স্বরূপের রূপ প্রকাশিত হইলে সেই সেবাময় রূপ দেখিলেই শ্যামসুন্দর শ্রীহরিনাম ও পরম সুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের সুন্দর সেবকগণের সুখ হয়। আমার অযোগ্যতাই বড় ভরসা, আর ভরসা—'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।'

জগতে মায়ার কথা—ভোগের কথা খুব প্রবলভাবে চলিতেছে। হরিকথায় লোকের আদৌ উৎসাহ বা রুচি নাই; সুতরাং লোকের মঙ্গল কি করিয়া হইবে? আমরা আমাদের ভাগ্যের দোষে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের দর্শন পাইয়াও দর্শন-বঞ্চিত হইতেছি। সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করা দরকার। অনর্থ থাকাকালে হরিনাম হয় না। সেইজন্য অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। ভগবানকে নিষ্কপটে ডাকিলেই জীবের অনর্থ-মুক্তি হয়, অন্য কোন উপায় নাই। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নামে আগ্রহ হয় না, অনর্থযুক্ত ব্যক্তির 'নাম' ভাল লাগে না। নাম করিতে করিতেই অনর্থনিবৃত্তি হয়, নামাপরাধ করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হয় না। অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা স্বয়ংই শুদ্ধচিত্তে প্রকাশিত হন।

দর্শনই সঙ্গ, দর্শনই সেবা। যেখানে যোষিদ্দর্শন বা ভোগ্যদর্শন, সেইখানেই যোষিৎসঙ্গ বা ভোগ। আর যেখানে নিষ্কপট সেবারূপে দর্শন, সেইখানেই সেবা। সর্ব্বত্র সেবাদর্শন না হইলে ভোগ্য-দর্শন বা স্ত্রী-সঙ্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। পিত্রাভিমানে পুত্র দর্শন, স্ত্রী-অভিমানে পুরুষ-দর্শন এবং পুরুষ-অভিমানে স্ত্রীদর্শন হয়। সেবক অভিমানে স্ত্রীদর্শন বা ভোগ্যদর্শনের কোন কথা নাই। ভোগ্যদর্শনেই বন্ধন হয়। এই বন্ধন হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় সেবক-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, নিজেকে কৃষ্ণের দাস বলিয়া জানা।

আমাদের সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে অভিধেয় অর্থাৎ আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। সম্বন্ধ ও অভিধেয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্ণয় হয় না, আবার অভিধেয়-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। যেমন, কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির সঙ্গে আসক্তি বা সম্বন্ধ হয় নাই, জানিতে হইবে। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য্যগুলি প্রাণপণে আপনার বোধে করিতে থাকে,—নানাপ্রকার অভাব-অসুবিধা, রোগ শোক অগ্রাহ্য করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করে, তখনই পতির সহিত তাহার যথাযথ সম্বন্ধ হইয়াছে, বুঝা যায়। পতির সুখই সতীর প্রয়োজন। নিজের সকল স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-প্রীতির অনুসন্ধানই ভক্তের মুখ্যলক্ষ্য।

বিবাহের পূর্ব্বে কোন বালিকা পতিগৃহের কার্য্যাদি করিবার জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে সর্ব্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই চেষ্টা ও যত্ন দেখা যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ, তারপরে পতির সেবা। পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া বার বনিতার ন্যায় সযত্নে গৃহকার্য্য করারও কোন মূল্য নাই। পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকার যে গৃহকার্য্যের অভিনয়, তাহা পুতুলখেলা-মাত্র। তদ্দ্বারা জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক-ভাবে মানসিক সন্তোষ হইলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পতির সেবা নহে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। এই সম্বন্ধ সাময়িক বন্ধন বা অনিত্য বন্ধনের ন্যায় দুঃখপ্রদ নহে, পরন্তু পরমসুখপ্রদ। বন্ধনেই দুঃখ হয়, সম্বন্ধে দুঃখের লেশমাত্রও নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তা'র একবিন্দু॥

আমি কৃষ্ণের দাস—ইহাই সম্বন্ধ। এতদ্ব্যতীত আর কাহারও সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, কৃষ্ণের সম্বন্ধে অপরের সহিত সম্বন্ধ। কৃষ্ণকে বাদ দিয়া যেখানে অন্যের সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা, তাহা ভোগের বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নহে। ভগবানই আমাদের নিত্যপতি, তাঁহার সহিতই আমাদের নিত্যসম্বন্ধ। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন—ভগবানই যে আমাদের প্রভু ও পতি এই সম্বন্ধের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দেন।

সতী ও অসতীর কার্য্যকলাপ বাহিরে দেখিতে এক হইলেও উভয়ে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। সতীর সকল কার্য্যই পতির জন্য, আর অসতীর যা' কিছু সমস্তই নিজের জন্য। ভক্ত ও অভক্তের মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য আছে। জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত ভক্ত এবং ভগবদ্বিমুখ অভক্তের আচরণের পার্থক্য এইভাবে দেখাইয়াছেন,—'লোক নিদ্রাভঙ্গ প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্র পুরীষোৎসর্গ, মুখ-প্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়সুখ-ভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও দেবাপদেবীর পূজার জন্য তত্তৎকার্য্য করেন। ভগবদ্ভক্তগণও তদ্রূপ সেই সেই কার্য্য সেইরূপভাবে ভগবৎসেবার জন্যই করেন। তাঁহাদের মূত্র পুরীষোৎসর্গ হইতে শ্রবণ কথনাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়।" সুতরাং দেখা গেল, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্ভক্ত বাহ্যদৃষ্টিতে অভক্তের ন্যায় যাবতীয় কার্য্যই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য না থাকিলেও অন্তর্নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি ভগবৎ-প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করেন, আর অভক্তগণ নিজের সুখের জন্যই সকল কার্য্য করিয়া থাকে।

সৎসঙ্গ ছাড়া গতি নাই। সাধুর সঙ্গ লাভ করিতে না পারিলে কৃষ্ণে মতি কিছুতেই হইবে না। শ্রীগুরুদেবই সৎ-শিরোমণি। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেরই সর্ব্বপ্রথমে সদ্গুরুর পাদাশ্রয় লাভ করিবার জন্য ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জানান দরকার। তাহা হইলে অন্তর্যামী ভগবান্ আমাদের আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া আমাকে স্ব-পদে স্থাপিত করিবার জন্য আমার নিকট মহান্ত গুরু প্রেরণ করেন, নতুবা আমরা নিজের দুর্ব্বল, বিদ্ধ-বুদ্ধি ও নিজের মনঃকল্পনার পশ্চাৎ [illegible] ভগবানকে সম্যক্ দর্শন লাভ করিতে পারিব না। ভগবান্ শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে না পারিলে যে বাক্য আমার মন যোগাইয়া কথা বলিতে পারে, তাহাকেই গুরু মনে করিয়া ভ্রান্ত হইব। তখন 'আমার ভিতরে কোন এই

বুদ্ধি বা কপটতা নাই'—বাস্তজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। ভগবানের প্রতি যেখানে নিষ্কপটতা নাই, সেখানে হরিসেবার পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণানুসন্ধান থাকিবেই। আমি যদি স্বতন্ত্র থাকিয়া ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে নিজে সাধুর অনুসন্ধান করিতে যাই, তাহা হইলে লোকের কৃত্রিম হাবভাব, লোকরঞ্জন চরিত্র, কার্যদক্ষতা, [illegible], প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, স্নেহময় মনোহর কথা, সুমিষ্টালাপ, লোকসংগ্রহার্থ ব্যবহার ও বৈষ্ণবোচিত গুরুসম্প্রদায়ে দৃঢ়তা প্রদর্শন, বক্তৃতা, কথকতা ও মায়া-[illegible] প্রভৃতি লোকভুলানো ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে মহাভাগবত, পরম বৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ [illegible] আদর্শ-রূপে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্ত হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইব। তবে একটা কথা—যিনি নিষ্কপটে সত্য সত্যই ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চা'ন, শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন, ইহাই ভরসা। কৃষ্ণৈক-শরণাগতিই সাধুর স্বরূপ-লক্ষণ—এ কথা যেন সর্বক্ষণ মনে থাকে। কৃষ্ণের উপর ভার দিলে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, নতুবা ঠকিতে হইবে।

ভক্তের দর্শনে প্রাকৃত স্ত্রী পুরুষ বা রক্তমাংস দর্শন নাই। তাঁহাদের দর্শনই সুদর্শন। তাঁহারা জানেন, পুরুষ বা স্ত্রী স্বরূপের অভিমান নহে, স্বরূপে সকলেই নিত্য কৃষ্ণদাস। সুতরাং সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া নিরন্তর ভগবদ্-ভজনেই সকলের প্রবৃত্ত থাকা উচিত। ভক্তের জীবনচরিতে জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায়, প্রতি কার্যে প্রতি পদবিক্ষেপে শাস্ত্রের সার শিক্ষা পাওয়া যায়। কৃষ্ণৈকপ্রাণতাই ভক্তের জীবাতু, নিরন্তর কৃষ্ণগুণগানই তাঁহার শিক্ষার চরম ফল; কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকার্যের জন্য অখিল চেষ্টা বা কৃষ্ণকার্যাধীনতাই তাঁহার প্রকৃত স্বাধীনতা, কায়, মন, বাক্য, গৃহ, আত্মীয়স্বজন, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও অর্থ অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্য ও যোগ্যতা সমস্ত কৃষ্ণকার্যের সেবায় নিযুক্ত রাখাই তাঁহাদের সত্তা, অসৎসঙ্গ ত্যাগই তাঁহাদের শৌর্য, পতি বা পত্নী কৃষ্ণভজনের কণ্টকস্বরূপ না হইয়া সর্বতোভাবে সকলের কৃষ্ণসেবার সহায়তায় তাঁহাদের সার্থকতা, আত্মশ্লাঘা, পরনিন্দা, পরচর্চা, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, কলহপ্রিয়তা, স্বতন্ত্রতা ও গ্রাম্যকোলাহল সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকোলাহল ও হরিনাম শ্রবণ-কীর্তন বৈষ্ণবধর্মই তাঁহাদের সংযম ও ধৈর্য। হরিকথাই তাঁহাদের জীবন। ভক্ত স্ত্রী-দেহধারীই হউন বা পুরুষদেহধারীই হউন, সকলেরই চিত্ত একতাৎপর্যপর—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়।

যাঁহারা শ্রীগীতার বাণী বিশ্বাস করেন, তাঁহারা জানেন, মর্ত্য পতিলোক বা ইন্দ্রপুরী স্বর্গ আমাদিগকে আত্মকল্যাণ প্রদান করিতে পারে না। ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য। তদবস্থান হইতে লোকের পুনরাবর্তন হয়। বিদুষী মৈত্রেয়ীকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"অয়ি মৈত্রেয়ি, পতির সুখের জন্য পতি কখনও পত্নীর প্রিয় হন না, পরন্তু আত্মসুখের জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। ভার্যার সুখের জন্য ভার্যা ভর্তার প্রিয় হন না, কিন্তু আত্মসুখের জন্যই ভর্তার প্রিয় হইয়া থাকেন।" এই ত' জগতের প্রিয়ত্বের বহর। অথচ এই লইয়াই আমরা ব্যস্ত, এমনই আমাদের দুর্দৈব।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

——:(*)•:——

আমার ব্যক্তিগত নিত্য ও নিষ্কপট অভিমান যদি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথিত পরিচয়-অনুসারে না হয়, তাহা হইলে আমার মত দুর্ভাগা আর কাহারও নাই। প্রত্যেক গুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাসের এই অভিমানই থাকা দরকার। এরূপ নিষ্কপটভাবে অমানী-মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হ'লে হরিকীর্তন করবার যোগ্যতা হ'তে পারে না। প্রত্যেক জীবের স্বরূপেই এই অভিমান অনুস্যূত র'য়েছে। বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত সম্মান, সমস্ত মর্যাদা, সমস্ত গৌরব,—বিশ্বের মানবজাতি যাহা দিতে পারে ও যাহা দিতে পারে না—বিশ্বের কথা দূরে থাকুক, ইহার ঊর্ধ্বতন দেশ পরব্যোমেরও যে সম্মান বা মর্যাদা, যাঁ'র নিকট অতি তুচ্ছীকৃত হয়, পরব্যোমের ঊর্ধ্ব পুর এবং পুরেরও ঊর্ধ্বতন গোলোকের যে মর্যাদা, যে সম্মান আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দিয়ে স্বয়ংরূপও ধন্যাতিধন্য হন, সেই সমস্ত সম্মান ও মর্যাদার প্রাপক একমাত্র আমার গুরুপাদপদ্ম। এই গুরুপাদপদ্ম একমাত্র আমার নিত্যারাধ্য—প্রত্যেক সেবকের নিত্যারাধ্য।

কলি-শব্দের অর্থ বিবাদ। যেখানে ছুটো তরফ, ছুটো পার্টি, বাদী-বিবাদী, আসামী-ফরিয়াদী—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হেতু যেখানে নাই—যেখানে দীনতা, বস্তুকে দৃশ্য জ্ঞান না ক'রে সেব্যজ্ঞান, যেখানে বস্তুর চেতনতা স্বপ্রকাশ, যেখানে বস্তুকে মাপা যায় না, যেখানে প্রতিহত আত্মপ্রাপিত বিষয় দর্শন, এইরূপ স্বরূপের অভিমান যেখানে নিত্যানিবৃত্ত, সেখানে প্রকৃত বৈষ্ণবতা, গুরুত্ব ও আচার্যত্ব। প্রকৃত গুরু বা আচার্য কখনও কাহাকেও নিজের অপেক্ষা ছোট মনে করেন না তিনি শিষ্য করেন না, গুরুর বৈভবরূপেই সকলকে দর্শন করেন। "এই যে বৈষ্ণবধর্ম - সবারে প্রণতি।" ইহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আমাদিগকে জানিয়ে'ছেন। এই "সবারে" ব'লতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সবার মধ্যে স্বয়ংরূপের বিচিত্রতা ও তদ্রূপবৈভবের বিচিত্রতা দর্শন—প্রকৃতির অন্তর্গত বিচিত্রতা দর্শন নহে। যেখানে পরিমাপ ক'রবার প্রবৃত্তি নাই,—এমন যে স্বপ্রকাশ নিত্যচেতনের বিচিত্র বিলাস দর্শন, তাহাই বৈষ্ণবদর্শন। সর্বত্র স্বরূপ ও তদ্রূপবৈভবদর্শনই বৈষ্ণবধর্ম, এখানে যে দর্শনকারী, তিনি আপনাকে দ্রষ্টা বা পরিমাপকারী বা আপনাকে হৃষীকচালক জ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজের স্থূল বা সূক্ষ্ম—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র পরিচালক হৃষীকেশের পরিচালনায়ই প্রমত্ত। তাঁহার কখনও নিজেকে গুরু, বৈষ্ণব, গোস্বামী, পরমহংসজ্ঞান থা'কতে পারে না। এই তৃণাদপি সুনীচতা যাঁ'র হ'য়েছে, তিনি হরিকীর্তন ক'রতে পারেন।

বৈষ্ণবধর্মের ইহাই রহস্য যে, কখনও কোনপ্রকার অন্যের পূজা, সম্মান বা সেবা গ্রহণ করতে নাই। যিনি নিজেকে গুরু, গোস্বামী, বৈষ্ণব, অপরের পূজার্হ, অপরের মাননীয়—এইরূপ জ্ঞান বা বোধ কর্'বেন, তিনি সমস্ত সম্মানের প্রাপক যে ভগবান্ ও তৎপ্রিয়তম গুরুদেব, তাঁহাদিগকে বঞ্চনা ক'রে নিজে মালিকদের বস্তু মাঝপথে আত্মসাৎ করায় নিরয়গামী হ'বেন। কোন সদ্গুরুপদাশ্রিত ব্যক্তিই পৃথিবীর কাহারও নিকট হ'তে মর্যাদা, সম্মান বা সেবা গ্রহণ ক'রবেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমাই শ্রবণ করা যায়, নিজ মহিমা শ্রবণ করা বৈষ্ণবধর্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার। যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ না ক'রে নিজের বাহাদুরী শ্রবণ ক'রবে, সে ত' নরকে যা'বে—সে ত' মধ্যপথে দস্যুবৃত্তি করবে। যাঁ'র গৌরব গৌরব, তাঁ'রই মহিমা পূর্ণতমভাবে হৃদয় অধিকার না ক'রলে তন্মধ্যে এক কণিকাও নিজের ভাগ বসা'লে তা'কে বৈষ্ণবতা হ'তে চ্যুত হ'তে হ'বে। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হ'লে ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুকে পরিমাপ ক'রার প্রবল পিপাসা থাকে। তখন দ্বন্দ্ব, ভেদ, মিলনের অভাব অবশ্যম্ভাবী। যখন দ্রষ্টা, কর্তা বা পরিমাপকারীর অভিমান পরিত্যাগ ক'রে বাস্তব-স্বরূপ—বস্তু যা, তা' দর্শন ক'রবার জন্য নিজেকে দৃশ্যসূত্রে—সেবকসূত্রে পরিচিত করি, বস্তুর চেতনতাকে আক্রমণ না ক'রে, বস্তুর চেতনতাকে পূর্ণভাবে সংরক্ষণ ক'রে একান্ত শরণাগত হ'য়ে যে সেবোন্মুখতা দর্শন করি, তা'কেই সুদর্শন বা ভগবদ্দর্শন বলে। সেই দর্শনে ভেদ থা'কতে পারে না। "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।"—ইহাই শ্রুতির বাণী। যিনি ইন্দ্রিয়ের কাঠগড়ার আসামী হন না, সেই অধোক্ষজ বস্তুর ভূমিকায়ই মিলন সম্ভব। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার—যা'র নাম কলি, তর্ক, বিবাদ বা দ্বিতীয়প্রতীতি—অবকাশ ব্যতীত দ্বিতীয় দর্শন নাই। সেই পরিপূর্ণতম স্বরাট্ ও স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার ইঙ্গিতস্বরূপে আমার বিশুদ্ধ-চেতন যেখানে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই বিকুণ্ঠভূমিকা। দ্বিতীয়প্রতীতির ভূমিকা—যেখানে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আছে, তাহাই কুণ্ঠভূমিকা। বিকুণ্ঠ-ভূমিকায় শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সহিত proper adjustment বা মিলন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভগবৎ-সেবানন্দের Transparent medium. সেই গুরুপাদপদ্মের মধ্য দিয়াই ভগবদ্দর্শন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আবৃত ক'রে নিজের বাহাদুরী অস্বচ্ছ ও আবৃত দর্শন।

চক্ষু দিয়ে যা' দে'খতে ভাল লাগে, কাণ দিয়ে যা শুন্'তে ভাল লাগে, যা'তে নাসিকার তৃপ্তি হয়, যা'তে জিহ্বার লাম্পট্য হয়, যা'তে ত্বকের সুখানুভব হয়, সেইসকল প্রেয়ঃ অর্থাৎ নিজের সুখ-তাৎপর্য আবরণ-রূপে এসে বাস্তববস্তুর সহিত আমাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত করতে দেয় না—আমাদিগকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়। এই আবরণ ও বিক্ষোভ করবার শক্তি মায়ার। প্রত্যেক অণু-পরমাণু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রমেয় হওয়ায়, বাস্তববস্তুর নিকট একটা যবনিকা এনে দিয়ে'ছে। যেখানে সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত সমভূমিকায় অবস্থান নাই, সেখানেই দ্বন্দ্ব বা মিলনের অভাব। সকলেই নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সকলেরই একমাত্র আরাধ্য ও জিজ্ঞাস্য অসমোর্ধ্ব তত্ত্বের সন্ধান যা'তে পেতে পারি, তজ্জন্য একান্তভাবে শরণাগত হওয়া একান্ত কর্তব্য।

এলাহাবাদে প্রচার

গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় গত ১লা জুন গয়া হইতে এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঐ দিবস অপরাহ্ণে উক্ত নগরের জিরো রোডস্থিত বাবু মহাবীর-প্রসাদ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে উপনীত হইয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসীর প্রাত্যহিক কৃত্য ও গৃহস্থগণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধবিষয়ে হিন্দিভাষায় কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন। কিছুক্ষণ আলোচনার ফলে উক্ত ভদ্র মহোদয় বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং যাহাতে পরে ও নিয়মিতরূপে এই আত্মতত্ত্ব সমবেত-ভাবে আলোচিত হয়, তজ্জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ স্থানীয় আরও [illegible] সজ্জনগণকে আহ্বান করাইয়া ব্রহ্মচারীজীর সহিত পরামর্শ করত মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী আলোচনার ব্যবস্থা করেন এবং এরূপ মিলনের উপকারিতার কথা উপলব্ধি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধূত ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকমলনিধি ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রফুল্লদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
জালালপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
মৃত্যুঞ্জয়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদয়াস্তবিগ্রহ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীবনবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরগাড়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং রহমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাণগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাঁধ (বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিংকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব পবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহার বিরাট্ আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা গ্রন্থের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র)	৪০
২।	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৲
৪।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
	সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।৹
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	৬।৹
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥৹
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।৹
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।৹
১৮।	দ্বাদশ আলবার	॥৹
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।৹
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৶৹
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৶৹
২২।	ভজনরহস্য	॥৹
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥৹
২৭।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌ রভ: (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵৹ বাঁধা ৸৹)	
৩০।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶৹
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶৹
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥৹
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶৹
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶৹
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶৹
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।৹
৪০।	শরণাগতি	৶৹
৪১।	গীতাবলী	৴১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৸৹
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২॥৹
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১০
৪৬।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৴৹
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।৹
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।৹
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶৹
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।৹
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶৹
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৴৹
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴৹
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥৹
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲
	সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥৹
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।৹
৬৫।	সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্	।৹
৬৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।৹
৬৭।	সারগ্রাহি শিক্ষাষ্টকম্	৶৹
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴৹
৬৯।	সারাংশবর্ণনম্	৶৹
	ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০।	রায় রামানন্দ	॥৹
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥৹
৭২।	নামভজন	৴৹
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি	॥৹
৭৪।	রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্	।৶৹
৭৫।	লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥৹
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	॥৹
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴৹
৭৮।	দি ভাগবত	।৹
৭৯।	হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।৹
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৬৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
	উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸৹
৮৫।	সাধনপথ	৷৹
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭।	গীতাবলী	৴১০
	শরণাগতি	৴৹
৮৯।	শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	।৶৹
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥৹
	তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১।	শরণাগতি	॥৹
	তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।✓০	।✓০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিমাসেই প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ দেব-রচিত বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) । অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার [illegible] মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক খ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দী পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ । প্রকাশিত হইয়াছে।

। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ।! ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মুখাপেক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম „	৪-৫৩	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	......	......	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৫৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	......	......	৯-৩১	......	......	......	......	......
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪-৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

				শনিবার ব্যতীত	
			অন্য দিন	শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১

বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬-৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	......	......	......	১৫-৫৬	১৭-৪২	......	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—কলিকাতার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখার'ণ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পূটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বাবিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা ও

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No C. 1544

শ্রীল ঠাকুর কল্যাণকল্পতরু
—○—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'গদ্ভিকা'-নামক বিবৃত তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
—○—
বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এ গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৮ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৩রা আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৭ই জুন ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৮৫-৮৬তম সংখ্যা

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু

——::○::——

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীভগবানের আদ্য পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর অংশ, প্রধানান্তর্যামী পুরুষ, সুতরাং ভগবান্ হইতে অভিন্ন—বিষ্ণুতত্ত্ব। সত্তত্ত্ব বিষ্ণু সকলের আদি ও স্বয়ং অনাদি, তাঁহার আদি বা জনক কেহ নাই, তথাপি তিনি বাৎসল্যরসপুষ্টির নিমিত্ত এবং বাৎসল্যরসের ভক্তগণের স্নেহরসবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সকলের পিতা হইয়াও নিজভক্তের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী নবগ্রামবাসী শ্রীকুবের মিশ্রের গৃহে তদীয় পত্নী শ্রীনাভাদেবীর গর্ভসিন্ধু হইতে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতিথিতে অতি শুভক্ষণে জগজ্জীবের চক্ষুর্গোচর হন।

কথিত আছে, বৈষ্ণবপ্রবর মহাদেবের মিত্র শুদ্ধভক্ত কুবের কোন সময় শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। কুবের মহাদেবের নিকট "আপনি আমার পুত্র হউন"—এই বর প্রার্থনা করেন। এই কুবের মিশ্র সদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জনকাভিমানী। ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়াই তিনি অদ্বৈত এবং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি-উপদেশ করেন বলিয়া তিনি আচার্য্য। আচার্য্যপ্রভু গৃহস্থভক্ত-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্থাশ্রমীর লীলা-প্রদর্শনকারী পরমহংস-কুলরাজ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া মহাভাগবত শুদ্ধবৈষ্ণব গুরু-অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ভক্তিকল্পবিটপীর একটী প্রধান স্কন্ধ। তাঁহার আরও দুইটী নাম আছে। 'মঙ্গল' ও 'কমলাক্ষ'। মাতাপিতার গঙ্গাপ্রাপ্তির পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিমগ্ন হন। নবদ্বীপে তাঁহার প্রকট-সময় জ্ঞাত হইয়া শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করেন। শান্তিপুরবাসিগণ পরমানন্দে তাঁহার আবশ্যকীয় গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে বিশিষ্ট লোকসকল বিপ্রবর নৃসিংহ ভাদুড়ীর শ্রী ও সীতা নাম্নী দুইটী সর্ব্বগুণযুতা সুতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে তথায় পরমযত্নে থাকিতে বলেন। যোগমায়া এবং তদীয় প্রকাশমূর্ত্তি—সীতা ও শ্রী-রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন।

সেই সময় প্রায় সর্ব্বত্রই কৃষ্ণভক্তের অভাব, বহির্ম্মুখজনের প্রভাব তথা বহির্ম্মুখী বিদ্যার বৃথাড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। সেই সময় নদীয়ায় শ্রীবাসপণ্ডিতাদি মাত্র দুই একজন একান্ত ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের সুষ্ঠু আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া নবদ্বীপে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহের সন্নিকটে একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীবাসভবনে হরিকীর্ত্তনে কৃষ্ণরসাস্বাদনে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু পরমদয়াল, জীবদুঃখে দুঃখী। ভগবদ্বিমুখ জীবের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইল। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের এবং প্রভুর শুভাগমনেরও কাল উপস্থিত হইল জানিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু অবিলম্বে শ্রীভগবানের আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনুক্ষণ তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশে গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়া ব্রহ্মাণ্ডভেদী হুঙ্কারে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে পরম শুভক্ষণে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-ভবনে শ্রীশচীমাতার কোলে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন। এই সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও সেই দিবস তথায় উপস্থিত। প্রভুর প্রকট-রজনীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ণালোকে উভয়ে অনুগত ভক্তগণসহ মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরমোৎসাহে সকল বিঘ্নবিপত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া আচার্য্যপ্রবর ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি জনসমাজে সুদীর্ঘকাল পোষিতা দুর্ব্বুদ্ধি ও অন্ধ-মোহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আচারে ও প্রচারে সত্যের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে কোটি-ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠজ্ঞানে পরমাদরে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র অর্পণ করিয়া ভক্তিপ্রচারক আচার্য্যের নিরপেক্ষতা ও সদাচার প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৃহত্যাগোন্মুখ শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপকেও অল্পদিনের জন্য সহকারিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি ভক্তিগ্রন্থের সজ্জনাম্বোদিতা বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া বহু পাষণ্ডী, পতিত ও অজ্ঞজনসমূহকে পরমভাগবত করিলেন।

অগ্রজের গৃহত্যাগের পর শ্রীগৌরসুন্দরও স্বীয় শৈশব ও কৈশোরলীলা প্রকট করিয়া অলৌকিক গুণ-মহিমায় সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে শ্রীশচীমাতার বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধ হইয়াছে জানাইয়া সেবাবিষ্ট শ্রীঅদ্বৈতের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণে ক্ষমাপ্রার্থনা করাইয়া মাতার বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষালনরূপ এক লীলা প্রদর্শন করিলেন।

সাগরসঙ্গমে সহস্র দিগ্‌দেশাগত নদনদীসমূহের সম্মিলনের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস-আদি সঙ্গোপাঙ্গগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপাদপীঠে মিলিত হইলেন। সকলের সংসিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য্যের আনন্দ আর ধরে না। তিনিও শুভতিথি-যোগে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইলেন। তাঁহার আবাসে গদাধরসহ শ্রীগৌরহরি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিজেকে প্রকাশ করিলেন, পূজা গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর দর্শন দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে ভক্ত ও সাধারণ লোকসমাজে জানাইবার জন্য নানারূপ ছল করিতেন। তিনি একদিন নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। তখন শ্রীগৌরহরি শ্রীবাসভবনে স্বীয় ঈশ্বরভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসভ্রাতা রামাইকে শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে অবিলম্বে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রামাইর সঙ্গে তিনি সস্ত্রীক আসিলেন, কিন্তু 'আসে নাই' এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়া তথায় নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া রহিলেন, আর মনে মনে স্থির করিলেন,—প্রভু যদি আজ আমাকে লইয়া গিয়া আমার মাথায় শ্রীপাদপদ্ম দান করেন, তবেই জানিব তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি সত্যই আসিয়াছেন। অচিরেই তাঁহার

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। মহাপ্রভু তাঁহাকে লইয়া গিয়া মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম প্রদান করিলেন। তিনি বর চাহিয়া লইলেন যে, যাহারা বিদ্যা-ধন-কুল ও তপস্যাদির অহঙ্কারে মত্ত, তাহাদিগকে [illegible] রাখুন এবং [illegible] স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ ও অধম চণ্ডালাদি [illegible] —[illegible] দীন হীন, নিরভিমানী তাহা-দিগকে [illegible] কৃতার্থ করুন, আর যেন [illegible] তাঁহার বিশুদ্ধ নাম-প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করে। প্রভু উহা [illegible] অঙ্গীকার করিলেন। [illegible] [illegible] ভুবন ও গগন পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে, শ্রীনিত্যা-নন্দ সঙ্গে, তাঁহাদের অভিন্ন বিগ্রহ এই আচার্য্যদেবের কত রঙ্গ- কত লীলা হইল। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে [illegible], শ্রীগৌরের সঙ্গে [illegible] ও [illegible]-গ্রহণ লইয়া দ্বন্দ্ব, ইঁহাদের কি [illegible] না হওয়াতে উচিত হয়।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব [illegible] [illegible] [illegible] জন্য একদিন যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা-[illegible] ভাব [illegible] ভক্তি অপেক্ষা [illegible] শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করে। [illegible] শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র প্রহার করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর গৃহেই প্রথম ভিক্ষা করেন। শ্রীসীতা ও অদ্বৈতাচার্য্য উত্তমরূপে [illegible] রন্ধন করিয়া তিনি প্রধান নীলাচলে গমন করেন। তাহার নিকটে অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়া [illegible] প্রভুর [illegible] যাইতে চাহিলেন, তিনি সে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া [illegible] কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া গৌড়দেশেই থাকিয়া বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার-দ্বারা লোক নিস্তারণ করিতে নিযুক্ত রাখিলেন। শ্রীসীতা [illegible] তাঁহারই আদেশ [illegible] পালন করিতে লাগিলেন। তবে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয়ভক্তগণ সকলেই শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তাঁহাদের নয়নানন্দ শ্রীশচী-নন্দনের সেবানন্দে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাহাই সকলের পরম [illegible] ও আশ্বাস হইল।

প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় বঙ্গদেশ[illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] বিবিধ [illegible] করিতে লাগিলেন। একদিন [illegible] শ্রীআচার্য্য আপনার প্রভুকে [illegible] মনে ভাবিয়াছিলেন— প্রভু [illegible] একাকী আছেন, [illegible] [illegible] নিজেদের প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করিতে [illegible]। [illegible] প্রভু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। মধ্যাহ্নে তিনি একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মহা ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপাত হইতে লাগিল, আর কেহ আসিতে পারিলেন না। আচার্য্য তখন পরম আনন্দে মেঘবাহন ইন্দ্রের স্তব করিয়া পত্নীর সাহায্যে প্রাণপ্রভুর মনোমত সেবা করিলেন। প্রভু শ্রীমুখে শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনিও উত্তরে বলিলেন —"আমার সকল শক্তি তোমাতে ভক্তি হইতেই। তুমি আমাকে বর দাও— 'মোরে না ছাড়িও কোন কালে।" এই ক্ষেত্রে একবার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে ?" শ্রীবাস বলিলেন— 'শুক প্রহ্লাদের মত।" অমনি প্রভু পুত্রের শাসনে পিতার ন্যায় শ্রীবাসকে ক্রোধভরে বলিলেন,-"কি, কি বলি'ল শ্রীবাসিয়া কালিকার বালক এক প্রহ্লাদ, তা'দের সঙ্গে তুলনা অদ্বৈতের ? আমার 'নাড়া'কে তুই এত বড় বাক্য বলিলি ? আজ আমাকে তুই বড় দুঃখ দিলি।" এই বলিয়াই তিনি তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। আচার্য্য গোঁসাঞি তখন নিকটে ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রভুর হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিয়া বালক শ্রীবাসকে ক্ষমা করিতে বলিলেন। প্রভু তখন স্থির হইয়া বসিয়া সুখে অদ্বৈতের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন —শুকাদি সকলে তাঁহার বালক। তাঁহার পাছে সকলেরই জন্ম। তাঁহার জন্যই আমার এই অবতার, তাঁহার মহিমা জানে কে ?" শ্রীবাস প্রভুর চরণে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। আর বলিলেন, -"প্রভু তুমি না জানাইলে তোমার অদ্বৈতের তত্ত্ব জানিবে কে ? আজ আমি শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইলাম।" একবার বন্দনা পরিসমাপ্তির পর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্পতুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প-তুলসী দিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'সোঽহম্, সোঽহম্' মন্ত্রে পূজা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ছয়টি পুত্র। তাঁহাদের নাম— শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ। তন্মধ্যে প্রথম তিনজনই বাল্যাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমভক্ত ও মতে তাঁহার অনুগত হয়েন। আর তিনজন অন্য মতাবলম্বী হইয়া পিতার বিরাগভাজন হন। পরবর্ত্তিকালে আবেশে শ্রীগৌরপদাশ্রিত শ্রীঅচ্যুতের বৃদ্ধবয়সের লীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কাতর আহ্বানেই শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু গৌরপ্রেমদাতা। তাঁহার কৃপা ছাড়া কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবালাভ করিতে পারে না। তাঁহার কৃপাতেই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হয়।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—মহাবিষ্ণু। তিনি আচার্য্য। তিনিই জীবের যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গলবিধান করে। মঙ্গলময় শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। বিষ্ণু-বস্তুতে কোনপ্রকার অল্পশক্তিত্ব, অবর, পরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম আরোপ করিতে নাই। তাঁহার বাস্তবসত্তা বাহ্য, তদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভ দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতা-চার্য্যের দুইরূপ। তিনিই সমস্ত বস্তুর উপাদান কারণ। এই জগৎটা একটা কাপড়ের মত। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কাপড়ের টানা পোড়েনের সুতার ন্যায় তিনিই ওতঃ-প্রোতভাবে এই জগতের উপাদান-কারণরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। যে বঞ্চিত হইতে এবং বঞ্চনা করিতে চায়, তাহাকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বঞ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কার্য্যের সহিত তাঁহার এই কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধ। এই বঞ্চনামূলেই তিনি যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া মায়াবাদ স্থাপন করেন। মহাপ্রভুর মহাকরুণ লীলা, শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বঞ্চনাময়রূপের বঞ্চনা কার্য্যটী তাহার বিপরীত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্টের বাধা হওয়ায় তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে দণ্ড প্রদান করেন। এই দণ্ডগ্রহণেচ্ছায় তাঁহার বৈষ্ণবত্ব প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু—মহাপ্রভু বা শ্রীনিত্যানন্দের অংশ। ঈশ্বরকে অস্বতন্ত্র করিবার ইচ্ছায় অদ্বৈতের (শিবের) বঞ্চনাময়রূপ প্রকাশিত। অন্যরূপে তিনি অদ্বৈত—বিষ্ণু হইতে অভিন্ন।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মনোহভীষ্ট মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অনুকূল। সেখানে তিনি ভক্তির আচার্য্য। বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে তিনি যোগবাশিষ্ঠ আলোচনা করেন না। বৈষ্ণবের অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বিচারেই তিনি হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। তিনিই মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলা জগতে বিস্তার করাইয়াছেন। বঞ্চনাময়রূপে বা বিরুদ্ধরূপে তিনি মায়াবাদ-ব্যাখ্যাতা অতএব অচ্যুতা-নন্দের পিতা নহেন, চ্যুতের- মহাপ্রভুর বিরোধী বদ্ধজীবের জন্মদাতা; সে স্থানে তিনি মায়াসঙ্গী। বৈষ্ণবদর্শনে সীতাদেবী ও আচার্য প্রভু মহাপ্রভুর সেবক ও সেবিকা, পরস্পর কৃষ্ণভক্তি-ব্যবহার-সঙ্গী। বৈষ্ণব-বিচারে অদ্বৈতাচার্য্য যুগপৎ মহাবিষ্ণু ও সদাশিব বা মদনময়। অচ্যুত যে অদ্বৈতা-চার্য্যের ঔরসজাত অর্থাৎ বদ্ধজীবের ন্যায় শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধযুক্ত নহেন, তাহা 'কেশব ভারতী—মহাপ্রভুর গুরু নহেন' এই বিচার শিক্ষা দান করিয়া প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীল অদ্বৈত প্রভু উপাদান জড় বা প্রধানের কারণ, তিনি নিমিত্ত কারণ নহেন। তিনি সঙ্কর্ষণরূপ কারণোদশায়ীরই অবতার। সঙ্কর্ষণরূপ কারণোদশায়ীর দুইটী রূপ— একটী নিমিত্ত কারণ, অপরটী উপাদান কারণ।"

———

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

— —ঃঃ[০]ঃঃ— —

প্রেম ও সাপত্ন্য-ভাব বৈকুণ্ঠভূমিকায় এক অসমোর্দ্ধ অধোক্ষজ-তত্ত্বেরই ইন্দ্রিয়-সুখকর, সেখানে বিভিন্ন গ্রাহক ও প্রদাতা নাই। সেখানে সাপত্ন্যভাব একেরই সুখোৎপাদক ব'লে পরম উপাদেয় ও চমৎকারী। আচার্য্যানুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনরূপ সেবা দ্বারা পরিমার্জ্জিত যে শরণাগত কর্ণ, শ্রদ্ধধান কর্ণ, সেই কর্ণে শ্রেয়ঃ-কথা পৌঁছিতে পারে। সেই সংকীর্ত্তনপিতা ব'লেছেন,—যেখানে আমার নিজলোক— পার্ষদ আমার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও বিলাসের গান করেন, সেখানেই আমার অবস্থান। তিনি তাঁ'র নিজজনগণকে কীর্ত্তন ক'রবার জন্য আদেশ ক'রেছেন।

বিষয়বিগ্রহ অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহের সৌখ্যবিধান ও পক্ষপাতিত্বই গৌড়ীয়ের ও তদনুগাশ্রিতগণের প্রকৃত ভজন। "শ্রীরূপানুগ-গণের পদধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়"—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই কৃপাশীর্ব্বাণীই আমাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার একমাত্র মূলমন্ত্র।

বেদকথিত ধর্ম্ম, বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্ম, বিমুখ জীবের মতিসর্ব্বস্বহরণী বেশ্যারূপিণী অসদ্-বার্ত্তার আদর, সর্ব্বাত্মগ্রাসকারিণী মুমুক্ষা ব্যাঘ্রীর আলিঙ্গন, বাটপাড়তুল্য কামাদি রিপুষট্কের অসচ্চেষ্টা-পাশের দ্বারা বন্ধন ও নিধনচেষ্টা, কপট, কুটিনাটিরূপ গর্দ্দভমূত্রে স্নানজন্য দহন, প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণীর বিবিধ হাবভাবভঙ্গীলাস্য-কটাক্ষযুক্ত নৃত্যের উপভোগ, শঠতাপূর্ণ চিত্তের দুষ্টত্ব —সমস্তই গৌড়ীয়ের সেবাভিলাষীর গৌড়ীয়-ভজনবিরোধী প্রতিকূল অনুশীলন। একান্ত-ভাবে অনুক্ষণ শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের স্বযূথাশ্রিত সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুগণের অর্থাৎ কেবল-ভাগবতগণের সেবা, তাঁহাদের শ্রীমুখে কীর্ত্তিত শ্রীভাগবতের শ্রবণ, পঠন ও বিচার এবং ব্রজবাসিশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্রগণের পদধূলি-জ্ঞানে নিজেকে অভিমানপূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রিয় ধাম মথুরামণ্ডলের যে কোন এক স্থানে বাহিরে বা মানসে নিরন্তর বাস এবং দীক্ষা-গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত ভগবন্মন্ত্রের দ্বারা অভিদেবতা শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা ও বন্দনমুখে শ্রীমাথুর-মণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বোত্তম রাধাকুণ্ড প্রিয়তম ধাম গোবর্দ্ধন ও তন্নিকটবর্ত্তী কুণ্ডের সেবা-কাঙ্ক্ষায় আশ্রয়বিগ্রহের অনুগমন-লালসা-লোভের সহিত কৃষ্ণনাম-ভজন করিলেই গৌড়ীয়ের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য লাভ করা যায়।

জগৎ হইতে অন্যাভিলাষ, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা দূরিত হউক, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-

রূপ কামানল এবং কামের ব্যাঘাতজনিত মাৎসর্য্যের অনল নির্ব্বাপিত হউক, নামাপরাধ-তমঃ বিদূরিত হউক, সপরিকর কৃষ্ণনাম-নাম, কৃষ্ণনাম-রূপ, কৃষ্ণনাম-গুণ, কৃষ্ণনাম-পরিকর ও কৃষ্ণনামলীলা কীর্ত্তন সূর্য্য প্রত্যেক সেবোন্মুখের জিহ্বাগ্র ও লেখনীতে আবির্ভূত হইয়া নিত্য প্রবাহিত আর ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা দেদীপ্যমান রাখুন। প্রত্যেক শ্রদ্ধাবান্ মানব শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর আনুগত্যে পরস্পর পরস্পরকে মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ গুরুদেবের—আশ্রয়বিগ্রহের বৈভবরূপে দর্শন করুন ও দৈন্য-দয়া, পরস্পর সম্মান, স্বয়ং মানত্যাগ—এই চিত্তবৃত্তি চতুষ্টয় আমাদের প্রত্যেক জীবজনকে আলোকিত করুক,—ইহাই শ্রীবিনোদবাণী-গৌরের চরণে নিত্যকাল নিষ্কপট প্রার্থনা।

যৎকিঞ্চিৎ

চেতন ভূমিকায় প্রত্যেক জীবাত্মাই অকিঞ্চন। প্রত্যেক জীবাত্মার সত্তাতে অকিঞ্চনতা আছে। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছাই কিঞ্চনতা। স্বধামে অর্থাৎ বিষ্ণুর ধামে—বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিবিধান ব্যতীত কাহারও স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ বাসনা নাই; অতএব বৈকুণ্ঠবাসী সকলেই অকিঞ্চন। দেবীধামে যে-সকল জীবাত্মা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় প্রমত্ত, তাহারাই সকিঞ্চন। যে-সকল জীব একমাত্র নিখিল জীবগণের সেব্য-বিগ্রহ, স্বতন্ত্রেচ্ছাময় শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেবাসম্বন্ধ-জ্ঞানহীন হইয়া নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ-মানসে জড়ীয় বাহ্যবস্তুর উপর ভোগ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, সেই সকল জীব অন্ধকর্ত্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় দৈবী মায়া-পাশবদ্ধ, ব্রহ্মাণ্ডের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আকৃষ্ট ও পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে।

অকিঞ্চন-শব্দের সাধারণ অর্থ—যাহার কোনও কিছু নাই অর্থাৎ দরিদ্র, কাঙ্গাল। পৃথিবীতে জড়বস্তুর অভাবগ্রস্ত কাঙ্গালদের হৃদয়ে পার্থিবসুখ সাধক জড়বস্তুলাভের উৎকট বাসনা বর্ত্তমান আছে। কোন ধনী ব্যক্তি ঐরূপ অকিঞ্চন বা কাঙ্গালকে অর্থাদি প্রদান করিয়া তাহার অকিঞ্চনত্ব বা কাঙ্গালত্বের তাৎকালিক নিবৃত্তি সাধন করিয়া তাহাকে ধনী বা তৃপ্ত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা নিত্যকালই জড়বস্তুলাভে বিতৃষ্ণ বা ভোগস্পৃহা-শূন্য, তিনি বরং অধিকভাবে অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইতে বাসনা করেন, শ্রীশ্রীহরি এবং বৈষ্ণবগণের আনুগত্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। অকিঞ্চনের চিত্তবৃত্তি কিরূপ, তাহা তাঁহাদের বাণীতে পাই,—

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পাবে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি আপনে জানিব অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি কোন জন॥

নিজের স্বরূপের অভিজ্ঞান লাভ হওয়ায় জাগতিক 'বড় হওয়ার' দুষ্প্রবৃত্তিকে বিদায় দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে—সকলের ভৃত্যানুভৃত্য হইবার মত চিত্তবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ সংরক্ষণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে।

দিব্যজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ অথবা বিদ্যাবান্ হইয়াও লোক মোহ-ভয়পর বস্তুর ও চঞ্চল পরিণামে ক্ষোভজনক উচ্চ পদবী বা অন্যের উপর প্রভুত্ব লাভের আশায় সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ও আপ্রাণ চেষ্টিত(?)। প্রত্যহ জড়ীয় ধনের পরিবর্ত্তনশীলত্ব(?), উচ্চপদবী হইতে সহসা পতন, অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে যাইয়া তাহারই বশীভূত হওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও অবিদ্যা-মোহমুগ্ধ জীবসকল অন্ধ। দুঃখপ্রদ তত্ত্বাবস্থার(?) প্রতি লুব্ধ হইয়া অন্ধ উদ্বিগ্ন, শোকগ্রস্ত ও অবসন্ন হইতেছে। অথচ তাহারা জড়বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা, উচ্চপদবী বা সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চিত্তবৃত্তিকে গর্হণ করা ত' দূরের কথা, অকিঞ্চনতাকে তাহারা বোকামিই মনে করিয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি বিপ্র, ক্ষত্রিয় এইরূপ বর্ণগত দম্ভকে কিম্বা আমি বৈশ্য, শূদ্র এইরূপ বর্ণগত হীনতাহেতু অশান্তিজনক ক্ষুদ্রতাকে(?) হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে না। অথবা আমি সন্ন্যাসী, আমি বানপ্রস্থ, আমি ব্রহ্মচারী, এইরূপ আশ্রমগত দম্ভকে, কিম্বা আমি 'গৃহস্থ' এইরূপ বাহ্যাভিমান-জনিত দুর্ব্বল দৈন্য-দাহকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে না। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীগুরুদেব, তদভিন্ন শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ, তাঁহাদের শ্রীচরণের নূপুর(?) রেণুই যে আমার সত্তা, এই শুদ্ধ অভিমানকে হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধমূল করিতে হইবে। আমি সকলের দাসানুদাস হইব, আমি দম্ভকে আর প্রশ্রয় দিব না। দম্ভ আমাকে 'বড়' হইবার বুদ্ধি দিয়া ক্রমশঃ অধোগামী, নিরয়গামী করিতেছে। বৈষ্ণবগণের পদ-সেবা(?) না হইতে পারিলে আর অপ্রাকৃত-ভূমিকা শ্রীবৃন্দাবন-ধামে আমার গতি হইবে না। দর্প ও অভিমান উৎপাদক জড়াহঙ্কার-প্রমত্ত ব্যক্তি অবরোহ(?)-ভাবেই নিপতিত থাকিবে, 'বড়' হওয়ার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ অধিকতর-ভাবে লাঞ্ছিত হইতে থাকিবে। অতএব আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জীবের 'বড়' হওয়ার প্রবৃত্তিই মূঢ়তা এবং ভগবদ্ভক্ত-পদরেণু হওয়াই … । তাই মহাজন বলিয়াছেন,—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্য-পরিচারক ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

হে লোকনাথ, আপনার শ্রীচরণে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, আপনি আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক আপনার নিজ ভৃত্যের ভৃত্যানুভৃত্যরূপে বা অনুদাসের নিত্যভৃত্যরূপে গ্রহণ করিয়া আমার জীবন সার্থক করুন।

জাগতিক কাঙ্গাল বা দরিদ্রগণের যে জড়ীয়বস্তুলাভের আশা হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি করে, মহাজনগণ সেইরূপ আশা বা বাসনাকে অন্তরে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছেন, আবার পারমার্থিক কাঙ্গালগণের বৈষ্ণবে রতি(?) লাভের বাসনা বা বৈষ্ণব … হইবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহাই প্রত্যেক জীবাত্মার অতুলনীয় সম্পদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর॥
অতএব আশাপাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন ভাব ধ'রে চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে॥

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু অকিঞ্চনের শরণাগতি(?) একমাত্র সম্বল প্রার্থনীয়, একমাত্র আশা-বন্ধের কথা জানাইয়াছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীভগবান্ হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ আমি অতি দীন কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। আমার মত দীন জীব আর কেহ নাই। আমি এত দম্ভবিশিষ্ট(?) ও বহির্ম্মুখ যে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে(?) নিত্যরূপে অভিষিক্ত বা প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া মায়িক জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার আশায় অনাদিকাল হইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া এখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। এখন মহাজনগণের শ্রীপাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থান(?), তাঁহাদের পদরেণুই আমার স্বরূপ, ইহা জানিয়া কিরূপে—কতদিনে … এতদ্রূপে সংযত হইতে পারিব, তাই পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতেছি,—

প্রীত হয়ে করি অনুচরের দাস(?)।
এ অধম … ॥

জাগতিক কাঙ্গালগণ যে বিষয়াদির জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, পারমার্থিক অকিঞ্চন-কাঙ্গালগণ সেইরূপ … বাসনাকে … হইতে … কাঙ্গাল শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের(?) নিকট নিরন্তর নিষ্কপট উচ্চৈঃস্বরে কাতরভাবে ক্রন্দন করেন। জাগতিক জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গালগণ অনিত্য দুঃখদায়ক বস্তুর আশায় … সাধুগুরুর শ্রীমুখ-বিগলিত বাণীর প্রতি কর্ণপাত করে না, শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-… একান্ত কাঙ্গালগণ সেই বিষম বিষয়াভিনিবেশ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য বৈষ্ণবপাদপদ্মনখশোভা দর্শন ও তাঁহার লীলাবতী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অনুক্ষণ শ্রবণের জন্য সর্ব্বদা কাতর প্রার্থনা করেন। পরমার্থ কাঙ্গালগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ, তাহা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

বিষয় বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য-নাম শুনে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত পানে হব অশোক॥
কাঙ্গালের সুখামৃত(?) দুর্জ্জন এ জন।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমরা জগতে কেউ বড় … অভিমান … শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের … নিত্য অনুধাবন করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা। আমাদের শ্রীরূপানুগ হওয়াই একমাত্র কাম্য হউক।

শ্রীনামপ্রেম প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের … অনুসরণ করিলেই আমাদের সুবিধা হইবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অনুসরণ করিয়া আমি নরাধম থাকিয়াও 'নরোত্তম' হইয়া গেলাম, এইরূপ ধারণা বৈষ্ণবাপরাধ ও … মঙ্গল … অর্থাৎ তাঁহাদের … কখনও জীবের নিস্তার নাই। শ্রীল … আমাদের …"

… কি … আমরা … আমরা, … অকিঞ্চন … হইতে পারি … নিজে … শ্রীগুরুপাদপদ্মের(?) একান্ত …

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শ্রীস্বরূপ-শ্রীস না ও র-শ্রী ক প-[illegible] র খু না থ-
শ্রীজীব-শ্রীকৃষ্ণ দাস শ্রী [illegible]
শ্রী [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible]
[illegible] কৃপা
ব্যতীত [illegible]
না। তাঁহা [illegible]
কৃপা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] দাস
[illegible]
শ্রীকৃষ্ণের [illegible]
শ্রীল [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] আমাদের
ব্যতীত আমাদের আর কিছু বলবার নেই।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

—————:০::(•)::০:—————

শ্রীশ্রীনিসুধাকরের নিজজন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও নিস্কুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কয়েকমাস পূর্ব্বে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌরধামে শুভবিজয় করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে কৃপাপূর্ব্বক চারিমাস কাল অবস্থান করিয়া নিরন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ও শিক্ষার কথা উপদেশ প্রদান, শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও পল্লীস্থ সজ্জনগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিয়াছেন। নাবাচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব গত ১৩ই জুন শুক্রবার প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে তৎকৃপাপাত্র রায় বাহাদুর শ্রীপাদ ক্ষীরোদকশায়ী দাসাধিকারী ভক্তিবিশারদ সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীপাদ ভক্তবিলাস দাস ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী ভক্তিকাঞ্চন প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অপরাহ্ণে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ জগদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ অনন্তরাম ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম পর্য্যন্ত তৎপাদপদ্মানুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের দেবদুর্লভ সঙ্গ পাইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় সজ্জনগণের আনন্দের সীমা নাই। কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার শ্রীচরণদর্শনার্থ প্রত্যহ বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছেন।

গৌরজন শ্রীশ্রীল বংশীদাস

— — ·—·— —

[illegible] নিজজন গৌরকৃপৈক-বিধু [illegible] ইং ১৯৪৮ [illegible] ১৩৪৮ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] সারা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
নিরন্তর স্বাধ্যায়ানন্দে [illegible] থাকেন। তাঁহার [illegible] আচার-ব্যবহার [illegible] নহে। তিনি [illegible] কখনও [illegible] কখনও বা [illegible] [illegible], কখনও [illegible] গান, কখনও [illegible] [illegible], কখনও [illegible] [illegible]
[illegible] আছেন। [illegible] [illegible] হয়। তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বুদ্ধিকল্পনাতীত, তাঁর দয়া, কৃষ্ণে একান্তিকী [illegible] অপারও তাঁদের কথা শ্রবণে সৌভাগ্য লাভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী ভক্ত [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দের [illegible] মধ্যাহ্নে সেবা [illegible] সৌভাগ্য হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুজ্ঞা অনুসারে ভক্তগণ [illegible] ভগবৎ-[illegible] লইয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও বন্দন করিয়াছেন। গত [illegible] জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি,এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-তীর্থ, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবান্ধব বি-এল্, শ্রীপাদ [illegible] [illegible] এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের বয়স ৯০ বৎসর বরং অধিক হইয়াছে। এখনও তিনি স্বহস্তে [illegible] প্রস্তুত করিয়া শ্রীবিগ্রহের ভোগ নিবেদন করিয়া থাকেন। তিনি কাহারও নিকট হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। [illegible] নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। চক্ষুষ্কে বা [illegible] শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন হয় না। অজ্ঞাতেও বা [illegible] ভক্তগণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম [illegible] দর্শন করিয়া থাকেন। [illegible] প্রেমনেত্রেই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত দর্শন [illegible] দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিলে তাঁহারা অযাচিত কৃপা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দয়ার তুলনা নাই। তাঁহাদের দয়াসিন্ধুর একবিন্দু মাদৃশ অধম জনকে ও একমুহূর্তে উদ্ধার করিতে পারে; তাঁহাদের দয়ার এত শক্তি। সর্ব্বাকৃষ্ট তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করেন, শরণাগতের নিকটই তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন। জানি না, শ্রীগুরুবৈষ্ণবে শরণাগত হইবার সৌভাগ্য আমার কবে হইবে, কবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আপনার বলিয়া এ দাসাধমকে তাঁহাদের শ্রীচরণে স্থান দিবেন। যদি অকপট ও দীন হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন—ইহাই ভরসা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

— — ঃ[*]ঃ——

মেদিনীপুরে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ মেদিনীপুর জেলায় [illegible] প্রচার করিতেছেন।

গত ২০শে মে, ৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ময়নাগড়ের রাজা অতুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে প্রচারকগণ রাজভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় চারিদিবস যাবৎ মানবজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিবস হইতে প্রচারকগণ তথাকার মহকুমার অন্তর্গত [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতাপ্রমুখে প্রহ্লাদলীলা, [illegible] প্রভৃতি প্রদর্শন করেন। [illegible] পাঠ ও বক্তৃতাদিতে বহু লোক উপস্থিত হইতেন।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবস [illegible] গ্রামের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কান্তির [illegible] আগ্রহে প্রচারকগণ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরদিবস শ্রীপাদ [illegible] প্রভু 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ১৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার দিবস প্রচারকগণ [illegible] পরগণার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারার্থ গমন করেন। তথাকার জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible] গোল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস স্থানীয় স্কুলপ্রাঙ্গণে আহূত একটী সভায় ভক্তিশাস্ত্রীজী 'গৌড়ীয়মিশনের উদ্দেশ্য ও যুগধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

এলাহাবাদে

গত ২রা জুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু এলাহাবাদ ল-কলেজের প্রফেসার মিঃ এ, পি, দোবে, বার-য়্যাট্-ল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট প্রায় ঘণ্টাধিককাল ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৩রা জুন পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মচারীজী উক্ত সহরের নিউ কাট্‌রা মোহাল্লাস্থিত এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মিঃ পি, সি, দৈন মহোদয়ের বাসভবনে উপনীত হইয়া তাঁহার নিকট জীবের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয়, কৃষ্ণ-সবাসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া স্বরূপে অবস্থিত প্রভৃতি বিষয় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হিন্দি ভাষায় কীর্ত্তন করেন। আলোচনামুখে তিনি অদ্বৈত-বাদ খণ্ডন করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব স্থাপন করেন। হরিকথা শ্রবণের পর প্রফেসর বাবু মহাশয়ের আরও শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গত ৩রা জুন অপরাহ্ণে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির বিশিষ্ট অধ্যাপক মিঃ ভগবতীপ্রসাদ মহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া অবরোহপথে বা শরণাগতির পথে ভগবদাবির্ভাব ও প্রেমময় পুরুষের সাক্ষাৎ সেবালাভ এবং আরোহপথে জীবের নির্বিশেষ গতিলাভ, যাহার পরিণাম দুঃখ বই কিছুই নহে প্রভৃতি বিষয় বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। অধ্যাপক মহোদয়ও নিজের ইন্দ্রিয়জ্ঞানচেষ্টার বিফলতার কথা জ্ঞাপন করিয়া সানন্দে শরণাগতি বা শ্রুতির পথদ্বারা যে প্রকৃত মঙ্গল হইবে, ইহা স্বীকার করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনার জন্য ব্রহ্মচারীজীর নিকট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আকবরপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুগত্যে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে শ্রীউদ্ধব-সংবাদ পাঠ ও আলোচনা এবং মধ্যাহ্নে নদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয় প্রভৃতি ইষ্ট-গোষ্ঠীমুখে আলোচনা করিতেছেন। সেবকবৃন্দ প্রত্যহ সহরের বিভিন্নস্থানে গমন করতঃ সাধুকড়ী-সংগ্রহমুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী মধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রী ভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুণবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীনারায়ণপুরের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী অনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামবাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাস্যস্তম্ভবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাবলিক বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগরাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণদশন, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীঅবতারী দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী প্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপতি দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিশোচন

শ্রীগোবৰ্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী অনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবংশীবদন দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী

সাতাসন
(ভগবৎ কৃপাদিষ্টক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাদিষ্টক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাগপলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অনরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীইন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনকুড়া, পোঃ চিবকুড়া, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিউনিস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্ল্যাডষ্টোন রোড, হাইড, গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগোবৰ্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় মঠ অফিস
পরমহংসদেব রোড নং
লাটুশ রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীবেদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্ভুতগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
সেবক—শ্রীবিলাস দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

সিদ্ধবকুলাশ্রম, নৈমিষারণ্য,
সীতাপুর (ইউ, পি)
সেবক—পণ্ডিত ভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীপুরভবন
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

বাগবাজার হরিনাম প্রেস
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী চরণ দাসাধিকারী

পরমহংস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীপরমেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রী চৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের দীর্ঘ গবেষণা এবং পারমার্থিক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার জন্য ইহা দর্শন এবং বক্তৃ ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট আনন্দ ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রে বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩টির অধিক আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

—————

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে। মূলসূত্র ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

—————

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা এবারের আলোচ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট নবাকারে পুনরায় সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

—————

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার মূল শ্লোক ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য অনুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকার্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান - শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

—————

FROLIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

অধ্যাপক শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটি আকারে পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

—————

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবার ॥০
১৯। ভক্তিবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধবভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমঞ্জরী (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সাম্প্রদায়িকম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদার ইটস্ মরফলজী এণ্ড অর্থগ্রাফ ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্স ।৵০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। হোয়াট টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। প্রার্থনা-রসবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ ভিক্ষ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। হহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম	৪-৫০	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	.	....	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	...	...	৯-৩১	..	.	.	...	...
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৯	৮-৪০	১০-৩	১৫-৫৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ		৭-১০	১০-০৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "		৭ ৪৫	১০ ৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ		৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫ ৩০

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৬	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	....	... .	....	. .	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	.... .
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৮-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৭৪
ছাঃ ১৫-৩২
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধমতখণ্ডনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। শিতাম, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No C. 1544

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিষদ'-নামক বিবৃতি ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এ গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১০ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৫ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১০৪৮, ১৯শে জুন ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৮৭-৮৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বামন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

অর্থের প্রকৃত ব্যবহার

——::[•]::——

ভোগীর নিকট অর্থ অনর্থের মূল। জাতরূপ কলির স্থান। বেশী ধন-রত্নাদি থাকিলে ভোগী জীবের পক্ষে খুব অসুবিধার কথা। ধনমদে মত্ত হইয়া দুর্ভাগা জীব ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তকে অবমাননা করিয়া মহা অপরাধে নিমজ্জিত হয়; কৃষ্ণভোগ্য কনকাদিতে ভোগবুদ্ধি বা নিজেকে কর্ত্তা বা ধনের মালিক মনে করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। বদ্ধজীবের পক্ষে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা ত্যাজ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

ভগবান্ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার মালিক। তাঁহার সেবায় সমস্ত বস্তুকে নিয়োগ করিতে পারিলেই বস্তুর প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয়। সাধুর অনুগত ভৃত্যগণ জানেন যে অর্থই পরমার্থ। অর্থের সদ্ব্যবহার যেখানে—অর্থের দ্বারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবভগবানের সেবাচেষ্টা যেখানে, সেখানেই অর্থ পরমার্থ। আর অর্থের অসদ্ব্যবহার—অর্থের দ্বারা নিজের দৈহিক বা মানসিক অথবা দেহগেহাদি ভগবদ্ভক্তিহীন অপরের কোন প্রকারের সুখসাধনের প্রয়াস যেখানে, সেখানেই অর্থ অনর্থের মূল। সেইরূপ অর্থের ন্যায় শত্রু আর নাই। শাস্ত্র বলেন,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়-আচরণং সদা॥

হরিসেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিযুক্ত হইলেই জীবের পর বা শ্রেষ্ঠ উপকার সাধিত হয়।

হরি সকলেরই প্রাণনাথ। প্রাণনাথকে প্রাণটা দেওয়াই সতীর সতীত্ব। প্রাণ না দিলে প্রাণনাথের সেবা পাওয়া যায় না। তাই সাধুশাস্ত্র প্রথমেই আত্মনিবেদন বা প্রাণদানের কথা বলিয়াছেন। যিনি প্রাণদান করেন, তাঁহার অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যাদি সমস্তই দেওয়া হইয়া যায়। 'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ' —এই বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম যাঁহার উপলব্ধি হয় নাই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের সৌভাগ্যলাভে যাঁহার দেরী আছে—নিষ্কিঞ্চন গুরুদাস বৈষ্ণবের সঙ্গলাভ যাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, এককথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপাভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইতে যিনি পারিবেন না, তাঁহার জন্যই শাস্ত্র অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সেবার কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা প্রাণদানে অসমর্থ, তাঁহারা অর্থাদি দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। নিষ্কপটে এইরূপভাবে সেবা করিতে করিতেই একদিন না একদিন প্রাণদান করিবার পিপাসা জাগ্রত হইবে। প্রাণ দিবার পিপাসা জাগিলেই প্রাণনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়, নতুবা হয় না। অর্থাদির দ্বারা সেবা করিবার সময় জানিতে হইবে শ্রীগুরুকৃষ্ণ স্থূল বস্তুটা গ্রহণ করেন না, তাঁহারা দেখেন চিত্তবৃত্তি কিরূপ। ভাবের সহিত প্রদান করিলে ফল-জলের দ্বারাও ভগবানের সেবা হয়, আর হৃদয়ে যদি ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে কোটি কোটি ধনরত্ন প্রদান করিলেও তাঁহারা সেদিকে ফিরিয়াও তাকান না। শ্রীবিগ্রহ স্থূল বস্তু গ্রহণ করেন না—প্রীতি গ্রহণ করেন। প্রাণের দ্বারা ভগবানের ভজন বা প্রাণনাথের সেবা হয়। প্রাণ না দিয়া অর্থাদির দ্বারা যে সেবার প্রয়াস, তাহার অর্চ্চন। অর্চ্চকের ভক্তভক্তির পরিমাণানুসারেই ভগবান্ তাঁহার নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে ভগবান্ আকর্ষণ করেন। ভগবান্ মূল্য অনুসারে বা বস্তুর উপাদেয়ত্ব অনুসারে নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। চিত্তবৃত্তিতে যদি সেবাপ্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ করিবেন, আর যদি না থাকে, তাহা হইলে করিবেন না। ভগবান্ অভক্ত দুর্য্যোধনের রাজভোগ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বিদুরের খুদকণা গ্রহণ করিয়া পরমতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অভক্তের জিনিষ ভগবান্ গ্রহণ করেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃষীকেশশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই সমস্ত দিতে হইবে। তিনিই সমস্ত ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। যদি অস্মিতা, অহঙ্কার বা দাতৃত্বের অভিমান না রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা জড়জগতে অর্পণের জড়দ্রব্য চাহেন না, তাঁহারা চাহেন প্রাণবস্তু জিনিষ—শরণাগত অকিঞ্চনকে। অকিঞ্চন হইয়া যে দেওয়া হয়, তাহাতে ভক্তি আছে। চিত্তবৃত্তিতে যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে গুরুকৃষ্ণ জোর করিয়া সেবকের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করেন।

যাঁহার যাহা আছে, তাহা দিয়াই সেবা করিতে হইবে। প্রাণ হউক, অর্থ হউক, বুদ্ধি হউক, বাক্য হউক—যিনি যাহা দ্বারা পারেন, তাহা দ্বারাই ভগবৎসেবা করিতে হইবে। সেবা না করিয়া বসিয়া থাকিলে দিন দিন অধোগতি হইবে। সেইজন্য সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবার জন্য উদ্গ্রীব থাকিতে হইবে।

লক্ষ্মী নারায়ণেরই ভোগ্যা, অপরের ভোগ্যা নহেন—সেব্যা। এ জগতের যাহা কিছু সকলেরই মালিক ভগবান্। জিনিষগুলি ভগবানের সেবার জন্যই রাখিতে হইবে, অপর কার্য্যের জন্য নহে। তাহাতে ভোগবুদ্ধি আসিলেই বন্ধন।

আমরা ভগবৎসেবাবিমুখ জীব। আমরা নিজে নিজে ভগবানের সেবা করিতে পারি না এবং ভগবান্ও আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন না। ভক্তের হাত দিয়াই ভগবান্ সমস্ত গ্রহণ করেন। মহাভাগবত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যাহা স্বীকার করেন, তাহাই ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে হইবে। সুতরাং ভগবদ্ভজনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মেই সমস্ত নিবেদন করিতে হইবে। ভোগ্যজ্ঞানে প্রাকৃত, অর্থের প্রতি আসক্তি থাকিলে কৃষ্ণে মতি হয় না। সেই জন্য প্রাকৃত সম্পদ্হীনতাকে ভগবানের কৃপা জানিতে হইবে। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" ভোগবুদ্ধিবশতঃ প্রাকৃত অর্থাসক্ত জনের অর্থাদি হরণ করিয়া ভগবান্ তাহাকে কৃপা করেন। অকিঞ্চন না হইলে ভগবানের ভজন হয় না। অকিঞ্চনের ভগবৎপাদপদ্মে আসক্তি খুব প্রবল। কৃষ্ণাকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার এই সুযোগ-লাভ হয়। সুতরাং যাঁহার প্রাকৃত সম্পদ্ কিছু নাই, তাঁহার দুঃখের কিছুই নাই।

অনেকে মনে করেন—অর্থাদি কিছু না থাকিলে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব এবং ভগবানের সেবাই বা কি করিয়া করিব? কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? অর্থই কি

আশ্রিতকে বাঁচাইয়া রাখে? জগতের সকলেই কি ভগবান্? জগতের অধিকাংশ লোকই ত' দানবাবৎ। তাহারাও ত' বাঁচিয়া আছে। জীব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া বা কোন বস্তুর সাহায্যেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না যদি ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক না বাঁচাইয়া রাখেন। সুতরাং আমাদের অর্থ-বিত্তাদির প্রতি ভরসা না রাখিয়া, ভগবানের সেবার অনুকূল যাহা তাহাই পরমসম্বল লাভ হইবে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার॥
ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥
যদি থাকে বহু ধন, নিজে হ'বে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ আরাধন,
কর সদা হ'য়ে সদাচার॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

— —::•::— —

মহতের পাদপদ্ম ধূলিতে অভিষিক্ত না হ'লে ভক্তি হয় না। যে ইন্দ্রিয়ের গোলাম, যাঁ'র ইন্দ্রিয় দমিত হয় নাই, সেই-গৃহব্রত। তাঁ'রা নরকে যা'বার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছে। সংসারে এত কষ্ট পেয়েও পুনঃ পুনঃ তাঁ'রা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রছে। বুদ্ধির অভাবেই তাঁ'দের এই অবস্থা হ'য়েছে। তাঁ'রা ভোগের দুঃখময় ফলটাকে সুখময় মনে ক'রে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'চ্ছে। তাঁ'দের কৃষ্ণে মতি হ'বে না। সেই গৃহাসক্তগণের শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখে কথা শুনেও সুবিধা হ'বে না। তাঁ'রা ইন্দ্রিয়সুখ-বিধায়িনী গৃহিণীর সঙ্গ ছাড়তে পারে না। তাঁ'রা ইন্দ্রিয়সুখ-বিধায়ক মনকে শোধন ক'রতে চায় না। তাঁ'রা গৃহব্রতই থাকবে, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। লোকের না হ'লে সুবিধা কি ক'রে হ'বে?

ভগবানের দয়ার অভাব বা দয়া বিতরণে কার্পণ্য নাই। তাঁ'র দয়া গ্রহণে আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে কি? যদি না হয়, তবে সেখানে হতাশ অনিবার্য্য। যেখানে কৃপা-ভিক্ষার ইচ্ছা নাই, সেখানেই হতাশ। যেখানে ইচ্ছা কম, সেখানে উহা বাড়া'তে হ কষ্টে হ'বে। হ'ল না ব'লে জ্বালাবোধ থাকা দরকার। বহির্মুখতা কতটা পে'য়ে ব'সেছে, যা'তে কৃষ্ণস্মৃতি বা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা আসছে না, তা' কোনদিন চিন্তা করি কি? কি সর্ব্বনাশ! কতটা অভিনিবেশ—মায়ার প্রতি।

আমাদের ভক্তের প্রায় বুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছে। যাঁ'কে দেবী কৃষ্ণপাদাশ্রয়বাদী ব'লেছেন। বৈষ্ণব—সেবায় দক্ষ। কৃষ্ণের ভোগবিলাসের প্রতি বৈরাগ্য এবং নিজের ভোগবিলাসের প্রতি যত্ন এত বেড়েছে যে, এত শুনেও দাগ বসছে না। এ'তে হয় হতাশা, না হয় বিড়ালের মত ক্ষণিক একটু একটু চক্ষু হ'চ্ছে।

মহত্তর সম্বন্ধ কৃপা। মূলে যদি শ্রদ্ধা বা শরণাগতিলক্ষণা প্রবৃত্তি না থাকে, তবেই গোলমাল।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

সেবার প্রতি লোভই—অনুরাগ। কারুণ্যবিগ্রহী বিষ্ণুর কৃপা-কটাক্ষ হ'লে সেবার সুযোগ লাভ হয়। ভক্তি - অভিধেয়, যা'র ফলে সম্বন্ধ ও প্রীতি হ'বে। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ (সম্বন্ধ) দে'বে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের সেতু। সম্বন্ধ যত পুষ্ট হ'বে, অভিধেয়ও তত পুষ্ট হ'বে। হরিকথা শ্রবণ হ'চ্ছে, কিন্তু যদি সম্বন্ধ-জ্ঞান না হয়, তবে শ্রবণের ফলটা হ'চ্ছে না। কৃষ্ণের প্রতি আস্থা হ'লে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি বিরাগ হ'বে। আলোর প্রতি রুচি হ'লে অন্ধকারের প্রতি অরুচি স্বাভাবিক। অনেকে অন্ধকার পছন্দ করে, আলোর প্রতি তাঁ'দের রুচি নাই—যেমন বাদুড়, পেচক প্রভৃতি। কৃষ্ণ-বাসনা ও কৃষ্ণেতর বাসনা যুগপৎ একসঙ্গে থাকে না। কৃষ্ণবিমুখের ভোগ ও ত্যাগ প্রবৃত্তি যেখানে, সেখানে আবার সেবাপ্রবৃত্তি কোথায়? যেখানে ভক্তি, সেখানে ভোগত্যাগের প্রতি বিরক্তি স্বাভাবিক। মনের বৃত্তি বিশ্লেষণ ক'রে গুরু প্রদত্ত বাণীর আলোকে (টর্চ লাইট) দিয়ে দেখতে হ'বে—কি অসুবিধা হ'চ্ছে? শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অমায়ায় কৃপা-লাভে উদাসীন হ'লে চলবে না।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।

গুরুকৃষ্ণ একটী positive বস্তু। তাঁ'রা কৃপা করেন—জানা যা'চ্ছে। কিন্তু, আমি তাঁ'দের কৃপা গ্রহণ ক'রতে পারছি না, এটা উপলব্ধি করা দরকার। আত্মীয়-স্বজনের কথা একটু শুনি, অন্ততঃ রোগ থে'কে আগে বাঁচি, সংসারে প'ড়েছি ইহা অন্ততঃ একটু বুঝি, তা' হ'লে ত' মঙ্গল হ'বে? পাগলের common sense না থাকুক, কিন্তু ক্ষুধার জ্ঞান ত' আছে! আমাদের কি কোন কিছু বোধ থাকবে না? আমরা কি এতই জড় পদার্থ হ'য়েছি?

কিঙ্করবুদ্ধি না থাকলে সুবিধা কি ক'রে হ'বে। 'আমি ত' তোমার জন',—ইহা জানা দরকার। আমি সাধুগুরুর কথা ছাড়া আর কা'রও কথা শুনব না, কাউকেও বিশ্বাস ক'রব না। যদি বিশ্বকে বিশ্বাস করি, তা' হ'লে আমাকে ঠকতে হ'বে।

কৃপা is essential. Wrong initiative—জগদ্ভ্রমণ, আর Right initiative—ভক্তি। গুরুর কাছ থে'কে দয়া, আর আমাদের দিক্ থেকে ভক্তি বা দাস্য। শুদ্ধ দাস-অভিমান হ'লেই মঙ্গল হ'ল।

স্ত্রী-জাতীয় প্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণের নাম ভব। এর ক্ষয় যখন হয়, তখন গুরুর কৃপা ও ভজন-প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়। তখনই দীনতার উপলব্ধি হয়, হ'ল না ব'লে একটা জ্বালাবোধ হয়। কৃষ্ণের কৃপা মূর্ত্তি ধ'রে সদ্গুরুরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হ'য়েছেন—ইহা বুঝা যায়। সেবোন্মুখ জীব তখন ত্রিপাদ-বিভূতির দিকে—অশোক-রাজ্যের দিকে যা'চ্ছে। তখন পরাক্ থেকে প্রত্যক্ দিকে অভিযান অর্থাৎ স্ব স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তির আশা পা'চ্ছে। নির্ম্মল হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ প্রভুর প্রকাশ হয়। এ'টা বলদেবের চাষ, সন্ধিনীশক্তির প্রাকট্য। এখানে জড়ানন্দ, মধ্যে ব্রহ্মানন্দ, আর পরাকাশে সেবানন্দ। তখন বহির্জগতের ব্যাপার স্বপ্নের ন্যায় মনে হ'বে, ইহা positive—কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ নাই, কৃষ্ণে অভিনিবেশ হ'চ্ছে। বিষয় হ'তে চিত্তকে আকর্ষণ ক'রে বাস্তব-বস্তুর যে যত বেশী নিকটে থাকতে পারে, সে তত অগ্রসর হ'চ্ছে। চিচ্ছক্তির সহিত শক্তিমান্ অর্থাৎ শ্রীগুরুর সহিত শ্রীগৌর—এই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অবিস্মৃতি যাঁ'র যত, তাঁ'র তত নিত্যমঙ্গল।

বিরহে অভিনিবেশ বেশী হয়। মহামন্ত্রের উচ্চারণ—বিরহোদ্দীপক। বিপ্রলম্ভই একমাত্র ভজন প্রণালী। বিরহ—গাঢ় অভিনিবেশের প্রকাশ। বিরহে উদ্দীপনা বেশী। যত বিরহের স্ফূর্ত্তি হয়, তত উদ্দীপনা হয়। এই অভিনিবেশ নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ। যৎকিঞ্চিৎ মনের ধারা অনুধ্যানই স্মরণ। ভগবৎকৃপার মূর্ত্তি সাধু। গুরুদেব গৌর-করুণাশক্তি-বিগ্রহ। মুক্তপুরুষগণই আমাদের আত্মীয় স্বজন। সুস্থ হ'য়ে তাঁ'দের সঙ্গে বিলাস করা দরকার। নামপরায়ণ বৈষ্ণবই মুখ্য। বৈষ্ণবের সঙ্গে নাম নিরন্তর হ'লে অনর্থের অবকাশ হ'বে না। ক্রমশ দৃঢ় যত্ন ও নিয়ম ক'রে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হ'তে হ'বে। অভিনিবেশ, সরলতা ও দৃঢ়তা—এই তিনটী হ'লেই মঙ্গল হ'য়ে যা'বে। যা'র একটি কম, তাঁর সুবিধা হ'বে না। যে কোন একটি না থাকলেই অসুবিধা।

অশোকরাজ্য ব্রহ্মলোক। বিরজাও অশোক, সেখানে কেবল-চিন্মাত্র প্রতীতি। প্রকৃতির পার হ'লেই অশোক রাজ্যে যাওয়া যায়। সেখানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ নাই। সেখানে বিষয়-পিপাসাও নাই। জড়বিলাস ত্যাগ—নিরপেক্ষ অবস্থা সেখানে। অভয়রাজ্য বৈকুণ্ঠ। অভয়রাজ্যে বিলাস আছে। সেখানে Personality আছে। কিন্তু, অশোকরাজ্যে কোন রূপ নাই। অভয়রাজ্যে বিলাস, আনন্দ আছে। সেখানে আশ্রয়ের নিকট অভিমান ও বিষয়ের মর্য্যাদা-জ্ঞান প্রবল। অমৃত-লোকে—ব্রজে ঠিক তা'র উল্টো। শ্রীমদন-মোহনের পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে পঙ্গু হ'য়ে থাকতে হ'বে—চলা যা'বে না। ব্রহ্মলোকে আশ্রয় নাই। সুতরাং আবার এখানে আ'সতে হ'বে।

দুই একটী কথা

——:•:(*):•:——

গুরুবৈষ্ণবগণ করুণাময়। তাঁহারা জীবকে কৃপা করিবার জন্যই এজগতে আসিয়া'ছেন। সেই করুণালাভের জন্য অকপট চেষ্টার আবশ্যক। আমরা অনেক সময় কপট-দৈন্যবশতঃ কৃপাপ্রার্থনা করিয়াও অন্যমনস্ক থাকি। বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিতে হইলে ঐ প্রকারের ভাবই কৃপা-লাভের পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের করুণালাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া চাতকের ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত থাকিতে হইবে। গুরুবৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী, তাঁহারা আমাদের হৃদয়ের করুণা-লাভের আর্ত্তি ও চেষ্টার অনুপাতে কৃপা বিতরণ করেন। চেষ্টার ত্রুটী থাকে বলিয়া আমরা কৃপালাভে বঞ্চিত হই। তাঁহাদের কৃপালাভ করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র থাকিতে হইবে। যদি আমরা গুরু-বৈষ্ণবের প্রসন্নতা-বিধানে সর্ব্বক্ষণ আগ্রহযুক্ত থাকি, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। কূপে নিমজ্জিত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য তাহার একমাত্র বান্ধব যেমন কূপমধ্যে রজ্জু নামাইয়া দিয়া তাহা অবলম্বন করিয়া উঠিয়া পড়িতে তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন, সেইরূপ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের জন্য উদ্ধারের একমাত্র উপায় যে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন তাহার সর্ব্বপ্রকারে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা যদি তাঁহাদের এই কৃপা-সুযোগ বরণ না করি, তাহা হইলে আমরাই ঠকিব। শ্রীহরির কথাই আমাদের জীবাতু, হরিকথা বাদ দিয়া আমরা প্রজল্পাদিতে নিযুক্ত থাকিলে আমাদের প্রভু অসন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার চিহ্নিত জন কর্ত্তৃক চেষ্টায় সংগৃহীত দ্রব্য হরিভজন ভিন্ন যদি অন্যাভিলাষ-চরিতার্থ করিয়া কেহ গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার চরণে যে অপরাধ হইবে তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া বড় কঠিন। অন্যাভিলাষী ঐ প্রকার অপরাধ করিতে করিতে অবশেষে পাষণ্ডী হইয়া সেই পবিত্র-চরিত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা তাঁহার নিজজনগণের প্রতি বিদ্বেষী হইয়া পড়ে। হরিভজনকারীর হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের প্রতি বিমুখতা অসূয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার এই জীবন

ত' গেলই জন্মজন্মান্তরেও তাহার উদ্ধার লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব, শ্রীগুরু পাদপদ্মে খুব দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত থাকিয়া সর্ব্বদা কৃপালাভের জন্য ব্যগ্র থাকিলেই আমরা তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিব।

প্রীতির বস্তু একমাত্র গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্। অপরের সঙ্গ আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের মন অনেক কিছু চায়, কিন্তু তাহাকে সব দিতে গেলে গুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান করা যাইবে না। মনের কথা কিছুতেই শুনিতে হইবে না। নিজের সুখ কিছু করিতে হইবে না, তাহা হইলে সেবা হইবে না। গুরুবৈষ্ণবের উপদেশ ও বাণীই আমাদিগকে রক্ষা করেন।

আমরা যে জন্য মঠে আসিয়াছি তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। আমি কাহারও সম্মানার্হ নহি। অপরে সকলেই প্রভুর দ্বারা রক্ষিত, একথা মনে রাখিতে হইবে। অভিনিবেশ-সহকারে প্রীতিপূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। অন্য বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ হইলে ভক্তি হইবে না। অন্যের প্রতি অভিনিবেশ, মঙ্গলের পথে বাধা। সাধুশাস্ত্রের সঙ্গ ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ করিতে হইবে না। সঙ্গবিষয়ে খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। সাধুসঙ্গরহিত হইলেই পতন অনিবার্য্য। শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি নিরন্তর না হইলেই অধঃপতন হইল। সৎসঙ্গগ্রহণ ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ দ্বারাই হইয়া থাকে। সর্ব্বক্ষণ কৃপা-ভিক্ষা না করিলে কর্ত্তাভিমান যাইবে না। কর্ত্তাভিমান না গেলে দাস্যাভিমান জাগিবে না, আবার দাস্যাভিমান না জাগিলে সেবাও হইবে না। যেখানে কিঙ্করাভিমান, সেখানেই কৈঙ্কর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। গুরুবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই হৃদয়ে স্বাভাবিক দীনতার উপলব্ধি হয়। 'অন্তর্যামী প্রভু সর্ব্বক্ষণ হৃদয়েই আছেন, আমার সকল ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন,' ইহা গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় জীবের উপলব্ধি হয়।

দৃঢ়তাসহকারে হরিভজন করা দরকার। দৃঢ়তা না থাকিলে ভজন হয় না। হরিভজনে প্রাণপণ হওয়ার দরকার। উৎসাহের সহিত সেবাকার্য্য করিলে গুরুবৈষ্ণব সুখী হন। যাহা করা যায়, তাহা প্রাণের সহিত করা প্রয়োজন।

সাধারণ লোকের অনুমোদনের দ্বারা হরিভক্তির পরিমাণ করা যায় না। যদি হরিভজনে কপটতা থাকে, তাহা হইলে বাহিরে ভজনের অনেক ঠাটবাট প্রদর্শন করিলেও তাহাতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। কোন বিশেষ পরীক্ষায় পড়িলে ভজনের সেই ঠাটবাট সমস্তই চলিয়া যাইবে। হরিভজনে যাঁহার অকপট মতি হইয়াছে, তিনিই ভোগত্যাগের প্রতি স্বভাবতঃ উদাসীন হইয়া থাকেন। লোককে ভাব দেখাইতে হইবে না। এরূপ আচরণ করিতে হইবে—যাহাতে নিজের ও অপরের অন্তরে হরিভজনের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভগবানের প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে বাহ্য শত শত ভজনাভিনয় প্রদর্শন করিলেও কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন না, আরও দূরে সরিয়া যান। অকপট অনুরাগ থাকিলে কৃষ্ণ আপনা হইতেই ঘনাইয়া ঘনাইয়া আসেন। যাহার হরিতে অকপট অনুরাগের সঞ্চার নাই, সেই ব্যক্তিই বিবিধ বাহ্য বেশভূষা গ্রহণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণও তাহাকে তত অধিক বঞ্চনা করিয়া থাকেন।

আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবসেবা, হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ—হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনায় পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভিলাষিতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। গুরুবৈষ্ণবসেবাকে সর্ব্ব-প্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজনরাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে সেবানুশীলন করিতে হইবে।

কাহাকেও হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কাহারও বিচারের মধ্যে ভুল থাকিলে তাহাকে সরলভাবে হরিভজনের কথা জানাইয়া দিতে হইবে। কাহাকেও ঘৃণা করিতে হইবে না। কাহারও অবস্থান দেখিয়া কটাক্ষ করা উচিত নহে। সামর্থ্যানুযায়ী সকলকে সাহায্য করিতে হইবে। কাহারও দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া তাহার সমালোচনা করিয়া তাহাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত নহে, যাহাতে তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে না—সংশোধিত হইতে পারে তজ্জন্য যত্ন করা উচিত। ইহাতে নিজের ও অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। সঙ্ঘে থাকার ইহাই গুণ।

যে সকল ব্যক্তি হরিভজন করে না, তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। যিনি হরিভজন করেন ও অন্যকে ভজন করিতে উপদেশ দেন, তিনি আমাদের আত্মীয়। দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদের মঙ্গল করিতে পারে না। গুরুবৈষ্ণবের উপদেশ শ্রবণ না করিয়া কর্ম্ম করিলে ভয়ঙ্কর দুঃখকে ডাকা হয়। তাঁহাদের উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার।

একমাত্র হরিভজনের আনুকূল্য ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকারের সেবা বা ধর্ম্ম সমস্তই বন্ধনের কারণ। যাহার প্রকৃত বৈষ্ণবে রতি নাই, যে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারে না, সেরূপ ব্যক্তি মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদান করিতে পারে না, মহাপ্রভু তাহার নিকট কিছু গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত বৈষ্ণবের যে জিনিসটী ভাল লাগে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিলেই মহাপ্রভুর ভোগ হয়। কৃষ্ণ চৈতন্য প্রকৃত ভক্তের মুখেই আস্বাদন করেন। মহাভাগবত বৈষ্ণবই ভগবদ্দ্রব্য গ্রহণ করিবেন।

সাধুসঙ্গ কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকারে হইয়া থাকে। কানের দ্বারা সাধুর উপদেশ শ্রবণ, শরীর দ্বারা সাধুসেবা, মনোদ্বারা তাঁহাদের কথা মনন ও চিন্তন এবং বাক্যদ্বারা সাধুর গুণকীর্ত্তন ও সাধুমুখনিঃসৃত বাণীর কীর্ত্তন করিতে হইবে।

সেবাই প্রকৃত নীতি। সেবাহীন নীতির কোন মূল্য নাই। [illegible] হইতে পারে না। [illegible] হওয়া উচিত নহে। [illegible] হরিভজনই জীবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। হরিভজন করিবার জন্য প্রত্যেকেরই প্রতিজ্ঞা করা উচিত, তবে জগতে শান্তি পাওয়া যাইবে। নচেৎ সবই বৃথায় যাইবে। যাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূল, তাহাই সুনীতি। এতদ্ব্যতীত সবই অন্যবিধ দোষযুক্ত। ভক্ত পরমনৈতিক। তাঁহারা পাপ বা পুণ্যের অতীত রাজ্যে অবস্থিত। তাঁহারা পাপ ত' করেনই না, পুণ্যের প্রতিও তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। ভগবানের জন্য যাহা করা যায়, তাহাই সত্য। ভগবানের জন্য কৃত পাপও মহাধর্ম্মে পরিণত। আর ভগবানকে বাদ দিয়া ধর্ম্মও পাপে পর্য্যবসিত হয়।

আমার কি মঙ্গলের আশা নাই ?

——∷[•]∷——

আমি বহুদিন সেবার ছলনায় নিশ্চিন্তে কাটাইয়াছি। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব ছলনা ছাড়িয়া অমায়ায় আমাকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে যাইতে বলিতেছেন। চারিদিকে সেবার প্রেরণা। কিন্তু আমি আজ সেবাহীন অলসতাময় জীবন কাটাইতেছি। গুরুবৈষ্ণবের জড়তানাশকারিণী বাণী শ্রবণ করিয়া এবং নিষ্কপট সেবকগণের সেবাচেষ্টা দেখিয়া আমার কপট মনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। তাহাতে কেবল মনে হইতেছে, আমার মত পতিতের কি মঙ্গলের কোন আশা নাই ? নিজের দিকে তাকাইতে গেলে—নিজের যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি করিলে কেবল হতাশা ছাড়া আশার আলোক বিন্দুমাত্রও দেখিতে পাই না। পতিতের, শ্রদ্ধা বিশ্বাসহীন অধম, জড়লোভে মত্ত আমি—কপটতাই আমার জীবনের ব্রত। করুণাময় বৈষ্ণবগণ কতবার কত প্রকারে আমাকে বলিতেছেন—"তোমার যত প্রকার অযোগ্যতা থাকুক না কেন, সমস্তই কাটিয়া যাইবে, তোমার হীনতা, মলিনতা সমস্ত দূর হইয়া যাইবে, তুমি অকপট হইয়া [illegible] কর। শ্রবণকে পুষ্ট করিয়া চলিলে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। শ্রবণই তোমার পথ প্রদর্শন করিবে, প্রতিপদে প্রাণদান করিবে, দুর্ব্বলতার [illegible]। শ্রবণসহকারে একমাত্র হরিকথা শ্রবণেই সকল অনর্থের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে। গুরুবৈষ্ণবগণ তোমাকে [illegible] অধিকার, বিচার [illegible] নাই। শ্রবণ [illegible] হইবে না।" [illegible] কীর্ত্তন ত' আমার [illegible] যে হরিকথা, [illegible] হই নাই। [illegible] আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার নিকট [illegible], তখন ত' [illegible] আশ্রয় ত' [illegible] না। [illegible] ত' আমার [illegible] যখন আমার প্রভু—আমার রক্ষাকর্ত্তা, [illegible], মঙ্গলবিধাতা [illegible] হইয়া আমার নিকট আসেন, তখন আমি ত' তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করি না ? তখন যে আমি মায়াগ্রস্ত [illegible] আশ্রয় লই। যত আলস্য, যত অমনোযোগ, যত নিদ্রা, যত [illegible] আমার [illegible] সময়। একান্ত হরিকথা শ্রবণে উদাসীন, [illegible] চরণে অপরাধী, [illegible] আমার কি কোন আশা নাই ? আমার মত [illegible] আর কে আছে ? আমি [illegible] হরিকথা [illegible] নিরন্তর [illegible]। তাঁহারা কত কৃপা করিয়া কত যত্নে হরিকথা কীর্ত্তন করেন আমার মঙ্গলের জন্য, আর আমি সেই সময় তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া অন্য চিন্তা করিতে [illegible] নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ি, [illegible] একমাত্র সার হরিকথা [illegible]। একবারও [illegible] যে হরিকথা [illegible] তাহাতে উদাসীন আমার মত যে কোন [illegible] একবারও চিন্তা করি না। পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং [illegible] আমি [illegible] প্রকার [illegible] হইয়াছি। [illegible] আমার [illegible]।

[illegible] আমার [illegible], আমরা যতই [illegible] অপরাধী হই, [illegible] গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট কৃপা [illegible] হইতে [illegible] আমি [illegible] সকল [illegible] বাণী [illegible]

জীবনযাপন [illegible] দাবী না। তাঁহারা [illegible] আমি [illegible] বৈষ্ণব [illegible] আমার [illegible] দেখিয়া [illegible] আত্মপ্রবঞ্চনা [illegible] আলস্য [illegible] গান্তব্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] উদাসীন [illegible] কি করিবে [illegible]?

[illegible] বিশ্বাস হইতেছে না। [illegible] জীবের আদর্শ [illegible] শ্রেষ্ঠ [illegible] বিশ্বাস হইতেছে না। শাস্ত্রে [illegible] ভগবান [illegible] অপরাধবশতঃ [illegible] মহাপ্রভু [illegible] [illegible] আলোক দেখিতে পা[illegible]।

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট [illegible] প্রার্থী, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা, তাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সেই পরম [illegible] নাই। [illegible] একান্ত সাধন [illegible] পাষণ্ড [illegible] প্রার্থনা [illegible] কিছু নাই, তবুও তাঁহারা নিজগুণে কৃপা [illegible] —

[illegible] কিছু নাহি পাই, [illegible]।
[illegible] কাঁদিয়া কাঁদিয়া
[illegible] যাইতে মরি॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীমদাচার্য্য নিজজন [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] মহাপ্রভুর [illegible] হরিকথা [illegible]। বিশেষতঃ গত ১৫ই [illegible] অপরাহ্ণে প্রায় ১৮ ঘটিকা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া [illegible] পরমোপকৃত হইয়াছেন। [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেব [illegible] কলিকাতা-নিবাসী [illegible] ক্ষিতীশ [illegible] অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন। [illegible] আচার্য্যদেব [illegible] গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

এলাহাবাদে প্রচার

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী বিষ্ণু [illegible] প্রায় প্রত্যহ [illegible] সজ্জনগণের [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১৫ই জুন 'সিভিল মেডিকেল' সর্বপ্রসিদ্ধ প্রফেসর ডাক্তার [illegible] ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাসভবনে বৈষ্ণব-দর্শন, গৃহস্থাশ্রমের সহিত মঠের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় [illegible] আলোচনা হয়। [illegible] ৮ই জুন সন্ধ্যায় অধ্যাপক [illegible] ভট্টাচার্য্য [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ও তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব [illegible] আলোচনা করেন। ব্রহ্মবাদ [illegible] ও চিৎবিলাস [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] স্থাপন করেন।

গত ২৫ জুন এলাহাবাদ [illegible] মহাশয়ের [illegible] প্রধান [illegible] আলোচনা হয়। [illegible] উপস্থিত [illegible]। পুনরায় প্রচারের [illegible] জ্ঞাপন করেন।

কমলাপুর শ্রীগোপালজীউ মঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৮) [illegible] (১৯৪১) [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] ঢাকা [illegible] কমলাপুর শ্রীগোপাল [illegible] বার্ষিক মহোৎসব [illegible] সুসম্পন্ন হইয়াছে।

[illegible] শ্রীগোপালজীউ [illegible] একটী সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা [illegible] কমলাপুর [illegible] ও বিগ্রহগণ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিলাস [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] কীর্ত্তন [illegible] আয়োজনপূর্বক [illegible] অতীব [illegible] প্রদর্শন করেন। [illegible] শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীগোপালদেবের [illegible] বিবিধ [illegible] কীর্ত্তনাদি সম্পন্ন হয়। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষী গোপাল-প্রসঙ্গ পাঠমুখে শরণাগত জনের প্রতি শ্রীগোপালের অসমোর্দ্ধকরুণার কথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ প্রায় ১ ঘটিকার সময় পাঠকীর্ত্তনান্তে কমলাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগত শত শত শ্রদ্ধালু সজ্জনকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পুরুষোত্তমমঠে উৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় গত ১৮শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা দিবস হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে [illegible] মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে [illegible] কীর্ত্তন হইতেছে। প্রত্যহ [illegible] বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা আগমন করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হইতেছে। ব্রহ্মচারিগণ [illegible] দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন ও সাধু দ্বারা সেবানুকূল্য সংগ্রহ করিতেছেন।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার [illegible] দিবস [illegible] হইতে [illegible] নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা [illegible] খোল-করতালসহ [illegible] পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল [illegible] পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর [illegible] টোটা গোপীনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 'গোপীনাথ! মম নিবেদন শুন' এই গীত কীর্ত্তন সহকারে [illegible] কৃপাভিক্ষা করিয়া যমেশ্বর টোটা [illegible] শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হন। ঠাকুরের সমাধি পরিক্রমান্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলা হইতে হরিদাস নির্য্যাণ-প্রসঙ্গটী খোল-করতালযোগে কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] প্রভু 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' এই গীতি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সমুদ্রোপকূল হইয়া ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল-কুঞ্জে উপনীত হন। সিদ্ধবকুল পরিক্রমা করিয়া ঠাকুরের ভজন-গৃহের সম্মুখে 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া', 'কৃপা কর বৈষ্ণব-ঠাকুর', প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে রাধাকান্ত মঠে (গম্ভীরাতে) উপস্থিত হইয়া বিবিধ কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ-বৃন্দের কৃপাভিক্ষা করেন। সংকীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদীর নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া স্নান পর্য্যন্ত বিভিন্ন মহাজনপদাবলী, মহামন্ত্র ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুণ্ডিচাদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাস অধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপতুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদয়ালনন্দন বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীতারকেশ্বর দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাংবাড়ি, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ পাঠকভোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবৰ্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীপ্রভুপ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায় পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবলভদ্র দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীগোপালবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-রূপান্বিত)
আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

অর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-রূপান্বিতক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগোবিন্দচরণ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীসত্যবান দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীযাদবদাস ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীআনন্দ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
সেবক—শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আনলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাধাবাধ (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরবীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ ঝরিয়া, (মানভূম)
সেবক—শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩৯১ নং ম্যাকিন্টস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্লাডষ্টোন রোড, উইম্বলডন, গ্রীন
লণ্ডন, এস্ ৪
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪ ৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
সরস্বতী ভবন বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পর্ব্বতছাপাঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

শ্রীব্যাসপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দনন্দনদাস অধিকারী

শ্রীপরমভবন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
সেবক—শ্রীমাধবেন্দ্র ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভববাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের সৌভাগ্যবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া এবারের দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহা বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে পাটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সমেত মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা তাৎপর্য্য আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব পরিমার্জ্জন নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু টীকা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকগুলির সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

FROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲, সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। বাদশ আদর্শ — ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক — ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ।৵০
২২। ভজন রহস্য — ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) — ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য — ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) — ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন — ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶০
৩৫। গীতমালা — ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) — ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড — ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ — ।০
৪০। শরণাগতি — ৵০
৪১। গীতাবলী — ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা — ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) — ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক — ⁄০
৪৬। অর্থপঞ্চক — ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — ⁄১
৪৯। অর্চ্চনকণ — ⁄
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ⁄
৬০। সাংখ্যবাণী — ⁄
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৶
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ⁄
৬৯। সারসংগ্রহম্ — ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ
৭১। এ ভিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত
৭২। নামভজন — ⁄
৭৩। বেদান্ত ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজী — ।
৭৪। দিবাইন ওয়ার্ডস্ — ।০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ।
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ — ।
৭৭। রোমাট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ⁄
৭৮। দি ভাগবত
৭৯। রেলো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন
৮০। ব্রহ্মসংহিতা — ।
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শিক্ষামৃত
৮৫। সাধনপথ
৮৬। কল্যাণকল্পতরু — ⁄
৮৭। গীতাবলী — ⁄
শরণাগতি
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
সংবাদে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ বাঙ্গালা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। কাপড় বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত / শনিবার / অন্ত দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯			১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-৫৫
(বগুলা) ছাঃ	...	...	৯-৩১	.	.	.	.	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯ ১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বগুলা) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
ময়েশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩৭
ময়েশগঞ্জ ছাঃ	১৪-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত / অন্ত দিন / শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
ময়েশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২৬	
(বগুলা) ছাঃ	৩-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বগুলা) ছাঃ	...	...	...	...	১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩০	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৬০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
ময়েশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বগুলা) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৪১
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে স্বদেশ তথা বিদেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণের যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উপ্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১২ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৭ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২১শে জুন ইং ১৯৪১, শনিবার { ৮৯-৯০তম সংখ্যা

অমূল্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পত্রিকা'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ বামন, অব্দ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

দুঃখ দূরীভূত হয় কিরূপে

——::•::——

বর্ত্তমান জগতে অধিকাংশ লোককেই বলিতে শুনা যায় যে—"দেখুন, কেবল হরিনাম করিলেই কি জগতের মঙ্গল হইবে? সমস্ত দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—জীবকুল ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিতেছে, তাহাদের দুঃখদূরীকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হউন, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান করুন—পীড়িতের শুশ্রূষা করুন, অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র দান করুন··· দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন—লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি করুন—রাস্তাঘাট পরিষ্কার করুন, তবেই ত' জগতের মঙ্গল হইবে।" কিন্তু এই সকল তথাকথিত দেশ-সমাজ-লোকহিতৈষিগণ একটুও চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, জীবের এই অসুবিধার মূল কারণ কি, কি জন্য জীব কষ্ট পায়, কি উপায়ে তাহার কষ্ট নিবারণ হয়, কেনই বা জীব কখনও সুখ, কখনও দুঃখ লাভ করে—এই সমস্ত বিষয় তাঁহারা গবেষণা করিয়া দেখেন কি? জগতের সমস্ত লোক মিলে চেষ্টা করিয়াও একটী জীবকে নিত্যকালের জন্য সর্ব্বতোভাবে সুবিধা প্রদান বা বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন কি? বাঁচাইয়া রাখা ত' দূরে কথা, তাহার কায়িক, বাচিক বা মানসিক বিন্দুমাত্রও অসুবিধা, অশান্তি বা কষ্ট না হয়, সেরূপভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন কি?

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাকর্ত্রী মায়াদেবী তাহাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছেন। জীব যে কেবল বর্ত্তমান সময়েই দুঃখভোগ করিতেছে, ইহার পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না, তাহা নহে। কৃষ্ণের শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের এই ক্লেশ নিত্যকাল থাকিবে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই সংসারকারাগারে নানা অভাব-অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই দুঃখকষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায় সুখময় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। অন্ধকার নিবৃত্তির উপায় যেমন আলোকের প্রতি উন্মুখ হওয়া, তদ্রূপ। আলোক বাদ দিয়া কি অন্ধকারনিবৃত্তি হয়? এই কথায় প্রতি বিশ্বাস বা এইরূপ চেষ্টা না করিয়া অন্য প্রকারে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাতে কেহ সুফল লাভ করিতে পারিবে না। মরুভূমিতে জল চাহিলে বরং ভগবানের কৃপায় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভগবানে ভক্তি বাদ দিয়া শত শত চেষ্টায়ও প্রকৃতপক্ষে জীবের দুঃখ বিন্দুমাত্রও নিবারিত হইতে পারে না। যাহার সত্তায় যাহা নাই, তাহার নিকট তাহা চাহিয়া পাওয়া যায় কি? এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিয়া চালিত করিতে পারে কি? এক মায়াবদ্ধ জীব অপর মায়াবদ্ধ জীবকে মায়ার কবল হইতে নিস্তার করিবে কি করিয়া? জগতের সমস্ত অন্ধ-সম্প্রদায় একত্রে যদি বলে যে আমরা সকলে মিলিয়া একজনকে পথ দেখাইতে পারিব না কেন, তবে তাহা কি সত্য বা বিশ্বাসযোগ্য?

করুণাময় ভগবান্ কখনও স্বয়ং এবং কখনও বা তাঁহার নিজজনগণকে পাঠাইয়া জীবের দুঃখ দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সকল জীব ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণকেই একমাত্র বিপদ্ভঞ্জন বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনতমস্তকে মানিয়া চলেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হন। তাঁহাদের ক্লেশমুক্ত হইবার জন্য এজগতের কাহারও সাহায্য বা কৃপার প্রয়োজন নাই। জীব ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভোগোন্মুখ হওয়ায় এই কষ্টভোগ করিতেছে, এখন যদি সেই জীব ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ হয়, তাহা হইলে ভগবানের কৃপাতেই জীবের আর কোন ক্লেশ থাকিবে না। কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া—ধৈর্য্যধারণ না করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের দুঃখ দূর হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখসাগরে নিমজ্জিতই হইতে থাকেন। তাঁহারা এক দুঃখ দূর করিতে না করিতে আরও শত-সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। এই কৃত্রিম পন্থার নামই আরোহপন্থা। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানে মত্ত হইয়া—ভগবানের কর্ত্তৃত্বস্বীকারে বিমুখ হইয়া ভগবচ্চরণে আরও অধিকভাবে অপরাধী হন। কর্ত্তা যে একমাত্র ভগবান্, তাঁহার ইচ্ছাতেই যে সব হয়, জীব যে নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না, এ কথা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম জীব বুঝিতে না পারিয়া কর্ত্তৃত্বের ভার—মঙ্গলামঙ্গলের ভারটা নিজে লইতে গিয়া মহা অসুবিধার মধ্যে পতিত হয়। কর্ত্তৃ-অভিমান প্রবল হইলে ভগবদ্ভক্তির পরিবর্ত্তে ভগবদ্বিদ্বেষই হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

> অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ
>
> সংশ্রিতাঃ।
>
> মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
>
> তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু
>
> নরাধমান্।
>
> ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
>
> আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
>
> মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং
>
> গতিম্॥

যাহারা মন্নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধমদিগকে আমি সংসারমধ্যে অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করিয়া থাকি অর্থাৎ তাহাদের ভক্তিবিদ্বেষী আসুরস্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্‌ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন—ইহাতে অবিশ্বাসের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ। ভাগবত বস্তুর প্রতি যাহার যত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, ভগবানে তাহার তত অবিশ্বাস আছে। এই অবিশ্বাস যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে আছে, সে সেই পরিমাণে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত ভাগবতরূপে, শ্রীবিগ্রহরূপে, শ্রীনামরূপে, শ্রীধামরূপে,

প্রভুপাদরূপে, শাস্ত্ররূপে, শ্রীমূর্ত্তিরূপে জীবের ক্লেশনিবারণের জন্য প্রকটিত আছেন। ইঁহাদের যে কোনও একজনের কৃপালাভ করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। ইঁহাদের কৃপার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর অমঙ্গল নাই। ইঁহাদের [illegible] প্রতি নির্ভর না করিয়া স্বকপোলকল্পনায় জীব যত চেষ্টা করুক না কেন, কিছুতেই মঙ্গললাভ করিতে পারিবে না। ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস [illegible] ততই অধঃপরিমাণে মায়ার রোগের প্রভাব অতিশয় হইবে। কৃষ্ণকার্ষ্ণে অবিশ্বাস-রূপ ভবরোগে দিন দিন বৃদ্ধি [illegible] অশান্তিও [illegible] বাড়িতেছে। [illegible] পথে চলিবে [illegible] মঙ্গল, শান্তি, কৃষ্ণকারুণ্য [illegible] হইবে। এই নাস্তিকতা দিন দিন জগৎকে ছাইয়া ফেলিতেছে। [illegible] বলিয়াছেন,— "দেহস্মৃতি [illegible] পাইবে। [illegible] যখন [illegible] আত্মা [illegible] লোক [illegible] থাকিবে না। [illegible] হইবে। [illegible] ইহার [illegible] উপায় নাই।"

[illegible] শরণাগত না হইলে [illegible] অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হইলে [illegible] কোন মঙ্গল হইবে না। একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তন [illegible] ব্যতীত [illegible] অন্য উপায় নাই। [illegible] আর গত্যন্তর নাই। [illegible] করিলে [illegible] করিবে। [illegible] শিক্ষা দিয়াছেন,—

[illegible]

অবশ্য পাইবে শ্রীচরণ॥

অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা—আর কলিহতজন॥"

প্রভু এবং প্রভুপার্ষদগণের এই সকল কথা জগতে সর্ব্বতোভাবে প্রচারিত হউক, তাহা হইলে সর্ব্বজীবের সকল প্রকার মঙ্গল হইবে। [illegible] জীবের [illegible] হয়। [illegible] হইলেই জীব পরবিদ্যা-[illegible] লোক-মোহ-[illegible] প্রভুপাদের সেবাপাত্র হন। [illegible] সংকীর্ত্তন [illegible] কৃপা লাভ হয়। নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন [illegible] থাকিলে [illegible] হৃদয়ে স্থান পায় না। [illegible] উপায় নহে। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]

[illegible]

বৈষ্ণব ও গুরু

বৈষ্ণব যে সে বস্তু নহেন। তিনি ভগবানের বড় আদরের ধন, পরমাত্মীয়। বৈষ্ণব অজ্ঞ নহেন, তিনি বিজ্ঞ। তিনি কোন বিজ্ঞও নহেন—সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানেরও অন্তর্যামী। বৈষ্ণব গুরু-কৃষ্ণ-মনোঽভীষ্টপূরণকারী। তাঁহার কোন বস্তুতে ভোগবুদ্ধি নাই, পরন্তু কৃষ্ণভোগ্য-জ্ঞানে তিনি সকল বস্তুকে পূজাবুদ্ধিই করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রত্যেক ব্যাপারেই সেবার সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। তাই তিনি যে কোন অবস্থা, যে কোন স্থান বা যে কোন প্রকার সঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও হরিভজন করিতে পারেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই হরিভজন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর। ভগবানের সেবাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি যে কোন কার্য্য করুন না কেন মূলে গুরুকৃষ্ণের সুখবিধানই উদ্দেশ্য থাকে। তাঁহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ঠিক থাকায় তিনি যাহাই করুন, তাহাতেই ভগবানের সুখ হয়। বৈষ্ণব বিষ্ণুসেবার অনুকূল যাহা, তাহা গ্রহণ করেন [illegible] প্রতিকূলাদি বর্জ্জন করেন। তিনি জানেন, বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই ভগবানের ভোগ্য, সুতরাং তাহাতে ভোগবুদ্ধি করা মহা অপরাধ। বৈষ্ণব নির্ম্মৎসর। তাঁহার শত্রু কেহ নাই। তিনি ভূতদ্বেষ বা ভূত-নিন্দা করেন না। তিনি সকল জীবকে ভগবৎসম্বন্ধে দর্শন করেন। কি উন্মুখ, কি বিমুখ, সকল জীবকেই স্বরূপে ভগবৎসেবক দর্শন করেন। বৈষ্ণব জানেন যে, জীবনিন্দা [illegible] ভক্তির অত্যন্ত ক্ষতিকারক। যাহারা জীবের নিন্দা, হিংসা, বঞ্চনা বা [illegible] উদ্বেগ প্রদান করে, তাহাদের সেবা ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব সকল জীবকে ভগবৎসেবকজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে সকলকে সমান আসনে বসাইতে যান না। চেতনতার বিকাশ অনুযায়ী সকলকে সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার যতটা সেবা [illegible], তাঁহাকে ততটা অধিক সম্মান প্রদান করেন। এই নিমিত্ত বৈষ্ণবই একমাত্র আরাধ্য। বৈষ্ণবের আসন সর্ব্বোপরি। [illegible] দাসদেবী বা ভগবদ্ভক্তা-[illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। বৈষ্ণবের সেবা [illegible] কৃষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবসেবোন্মুখ না হইলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে না। বৈষ্ণব—পরমগুরু। তাঁহার নিকটই শ্রীগোবিন্দ, [illegible] ও [illegible] পাওয়া যায়। বৈষ্ণবের [illegible], বৈষ্ণবের পদজল ও [illegible] সাধনের বল। বৈষ্ণব [illegible] জন। বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই বৈষ্ণবশিরোমণি বলদেবের সেবা ও কৃপা লাভ করা যায়। গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবের [illegible]-স্বরূপীভূত। বৈষ্ণব জানেন, একমাত্র গুরুসেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা যাহাতে সকলেই গুরুপাদপদ্মের দাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। বৈষ্ণব সকলকেই গুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। বৈষ্ণব গুরুর উপর কৃষ্ণনাম[illegible] প্রদানের ভার আছে বলিয়া সকলকে তাঁহার শরণাগত হইতে বলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে
হৃদয়ের বন্ধু জানি।
বৈষ্ণব-ঠাকুর প্রভুর কীর্ত্তন
দেখাইবে দাস মানি॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥

বাস্তববস্তু শ্রীগুরুদেব যে সে তত্ত্ব নহেন। তিনি গৌরকৃষ্ণশক্তি। তিনি সেবক-ভগবান্। তিনি রূপানুগবর—তিনি গৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—তিনি অবতার। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কৃষ্ণকৃপায় মূর্ত্তবিগ্রহ। তিনি শ্রীরূপ। শ্রীগুরুদেব— মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, শ্রীগুরুদেব রূপানুগবর। শ্রীগুরুদেব ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক। শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধ-জ্ঞানপ্রদাতা, দিব্যজ্ঞানদাতা। শ্রীগুরুদেব অভিধেয়তত্ত্বের সংস্থাপক ও প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দ্দেশক। শ্রীগুরুদেব যুগপৎ আচার ও প্রচারবান্। শ্রীগুরুদেব তাঁহার আশ্রিতবর্গকে নিরন্তর কৃষ্ণসেবার চমৎকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত রাখেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের চিত্তবিত্ত, সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল শিক্ষা দেন। ভগবানের জীবে দয়া-ধারার প্রসাদবিতরণকারিরূপে শ্রীগুরুদেব জগতের মঙ্গলবিধান করেন। জীবমাত্রকেই কৃষ্ণসেবাতৎপর করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরু-দেবের ইহজগতে আগমন। তিনি পদ্ম-পত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাহ্য ভোগধারণা অপসারণপূর্ব্বক জীবকুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন। ভগবান্ যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তিনিই গুরুরূপী ভগবানের চরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব সংসারমোচন-মন্ত্র ও কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবার উপায়-স্বরূপ মহামন্ত্র প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব সেবা-প্রভাবে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তও অন্তত্র যাইতে পারেন না। শ্রীরূপপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারিলেই জীবের জীবন সার্থক হয়, নতুবা দাম্ভিকতা যায় না। শ্রীগুরুদেব আশ্রয় বিগ্রহ। আশ্রয়ের

আশ্রিত না হইলে নির্ভয় আশ্রয় পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদামার্গে শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-রত। তাঁহার কৃপায় জীব তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভগবানের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। শ্রীগুরুদেব তাঁহার মধ্যাহ্নলীলায় শিষ্যের সেবাভিমান গ্রহণ করেন, আর তাঁহার মধ্যমাধিকার লীলায় ভক্তগণের সহিত মিত্রতা, অজ্ঞজনকে দীক্ষা-শিক্ষা দ্বারা উপদেশ ও শাসন দান করিয়া থাকেন এবং ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি কখনও নিজকে ভোক্তা এবং শিষ্যগণকে ভোগ্যজ্ঞান করেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে জগৎকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি সর্ব্বদাই চান, যাহাতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হউন, কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হউন, কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করুন।

প্রাণহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ গুরু ও আনুগত্যহীন জীবনেরও কোন সার্থকতা নাই। [illegible] আত্মপ্রকৃতি স্বতন্ত্র। যেখানে আত্মস্ফূর্ত্তি নাই, সেখানে জীব জীবন্মৃত। এ জগতে সকলেই অন্যাদিগকে তাহাদের অধীন রাখিতে চেষ্টা করেন। শ্রীগুরুদেব [illegible] শ্রীবিগ্রহ, [illegible] তাঁহার অদেখা নাই। তিনি সর্ব্বত্রই [illegible] দর্শন করেন। শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন-বিগ্রহ। তিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রত্যেকটী কথাই কৃষ্ণস্মৃতিজনক। তাঁহার প্রত্যেকটী বাক্যই কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়বিধান করেন। [illegible] শ্রীগুরুদেবের বাণী নিষ্কপট জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই হৃদয়কে ভগবানের নিত্যলীলাস্থলীরূপে পরিণত করে। শ্রীগুরুদেব নিজ কৃষ্ণ দাস্যে [illegible] না। তিনি প্রত্যেক জীবকে গুরুরূপে দর্শন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ না করিলে কাহারও মঙ্গল হয় না। সকলেরই তাঁহার সাক্ষাৎ শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার এক একটী কথা প্রবল আগুনের ন্যায় জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনর্থসকল পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেব ছাড়া আর কেহ জীবের মঙ্গল বিধান করেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি বিমুখ হইলে বৈষ্ণবগণও উপেক্ষা করেন— বঞ্চনা করেন। শ্রীগুরুদেবের মত দয়াল আর কেহ নাই। তিনি জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দিতে প্রস্তুত। গৌরসুন্দরকে প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম। অজ্ঞ জীবের চৈতন্য উৎপাদন করাই তাঁহার লীলা।

আমাদের দুর্দ্দৈবের শেষ নাই। মাদৃশ হতভাগ্য জীবগণকে কৃপা করিবার জন্যই তাঁহাদের এজগতে আগমন। সেই ভগবৎ-প্রেরিত মহাজন গুরু ও বৈষ্ণব এজগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের জন্য যে কত লাঞ্ছিত ও উপহসিত হন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জগদ্গুরুগণের জীবনী আলোচনা করিলে তাহা জানা যায়। তথাপি তাঁহাদের করুণা বিতরণের বিরাম নাই। এত দয়াল [illegible] তাঁহাদের সেই করুণাময়গণের কৃপাদৃষ্টির মধ্যে পতিত হওয়াই আমাদের হরিভজন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

যদিও জীবমাত্রের স্বরূপে সকলেরই বৈষ্ণবতা আছে, তথাপি তাহাদের বহির্ম্মুখতা থাকাকালে, অথবা [illegible] লক্ষ [illegible] তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলা হয় না। বৈষ্ণব [illegible] ও [illegible] অনুকরণ করা। বৈষ্ণব হওয়া যায় না। Formality (বাহ্য অনুষ্ঠান) দ্বারা কিছুই হইবে না। Candid (সরল) না হইলে কখনও কাহারও সুবিধা হইবে না।

'আমি গোপালের পূজা করি' 'আমি বৈষ্ণব' এইরূপ মনে করা ভণ্ডামী। অর্চ্চন বা ভজন আপন কামনার দ্বারা সফল হইয়া যায় না। [illegible] ভক্তি [illegible] হইয়া যায় না। অতএব [illegible] পরস্পর তার [illegible] জন্য শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করিবার [illegible] অধিকারী।

নিরপরাধে ও [illegible] দেহাদ্যভিনিবিষ্ট হইয়া যে জন্ম [illegible] অর্চ্চন করিলে [illegible] কীর্ত্তন [illegible] হয়। যে [illegible] আরাধনা করা যায়, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। সেইজন্য তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে আমাদের নিকট জানাইয়া দিতে পারেন। [illegible] তাঁহাদের [illegible] শব্দকে মন্ত্র বলিয়া শিষ্যকে প্রদান করে। অমনস্কভাবে অতি অল্পক্ষণ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে [illegible] মন্ত্রের উদ্দিষ্ট হয়। [illegible] ও বৈষ্ণবগুরুদের পায়ায় পড়ি। [illegible] হরিভজন [illegible] হয়। নিষ্কপট না হইলে হরিসেবার গন্ধও পাইবার উপায় নাই। নিষ্কপটে অর্চ্চন বিধি ও [illegible] করিবে উৎসাহ হইবে।

অভক্তকে ভক্তজ্ঞান করিলে সুবিধা হইবে না। অন্ধকারকে আলো জ্ঞান করিলে অন্ধকার কি আলো হইয়া যায়? ভক্ত ও অভক্ত, সাধু ও অসাধু, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে দিবারাত্রির পার্থক্য বর্ত্তমান। সাধু ও অসাধুর চিন্তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

[illegible] ব্যাপারকে যদি লক্ষ্য করি, [illegible] শালগ্রাম নারায়ণকে যদি সকলের দেহের সহিত [illegible] করি, পরব্যোম ও ইতর-লোককে যদি এক মনে করি, তাহা হইলে অপরাধ হইল, কিন্তু ভক্তিলাভ হইল না। যেমন [illegible] তিনি [illegible] করেন, [illegible] ধারণ করেন। [illegible] বা [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] হইতে পৃথক্।

শ্রীগুরুর পদে আশ্রিত না হইলে কাহারও নিকট শ্রীহরিনাম স্ফূর্ত্তি লাভ করেন না। [illegible] হয় না, [illegible] বা [illegible] হইতে পারে বটে। কর্ম্মকাণ্ডে বা জ্ঞানকাণ্ডে [illegible] চতুর্বর্গকামী [illegible]।

[illegible] জীবের মঙ্গলের জন্য [illegible] সর্ব্ব [illegible] কৃপাশক্তির [illegible] তিনি [illegible] বিনাশ হবেন, তিনিই [illegible] কাহাকেও দিয়াছেন [illegible] কে ভক্ত, কে অভক্ত, তাহা জানা যায় না। [illegible] শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনও [illegible] হয় না। [illegible] আত্মসম্বন্ধ থাকা আবশ্যক কৃষ্ণকথার [illegible] প্রদান হয়। আমি হরিবিমুখ থাকি, সুতরাং [illegible] আমার ভোগ হয় সেইটা [illegible]। অতএব [illegible] —কে ভক্ত ও কে অভক্ত। [illegible] বিবাদী ব্যক্তি [illegible] বশীভূত [illegible]।

ভগবদ্ভক্ত কাহাকে বলে? যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি, যাঁহার [illegible] কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হয় এবং যাঁহার পাদপদ্মসেবায় [illegible] ইচ্ছা হয়। বিদ্ধ [illegible] হইয়া [illegible] দৌড়াইয়া [illegible] ভক্তসেবার আদর্শ, তাহা বৈষ্ণবতা নহে। [illegible] দৌড়াইতে থাকিলে উভয় [illegible] হইবে। [illegible] বারবার [illegible] আমার [illegible] হইবে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জানাইয়াছেন,—

নিতাই-পদ-কমল [illegible]
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাই'র পায়॥

পুষ্টিতৃষ্ণা, [illegible] প্রভৃতি বিপদ। ইহাদের [illegible] সাবধান হইতে হইবে। শ্রীগুরুদেব [illegible] যথার্থ [illegible] ও [illegible] কীর্ত্তন [illegible] হইয়া [illegible] হইতে হইবে না। [illegible] ইহারাই গুরু হইবার যোগ্য নন না।

[illegible] আহ্বান করিয়া [illegible] হন না। [illegible]

তিনি ঈশ্বরের [illegible] শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রাকৃত জগতে [illegible] ঈশ্বরেরই ন্যায় প্রাকৃত জগতে বদ্ধ হন না। ঈশ্বরের [illegible] আছে। তিনি যে প্রাকৃত [illegible] উহা প্রকৃত [illegible] তিনি ও তাঁহার ভক্ত সর্ব্বদা অপ্রাকৃত থাকেন, কখনও 'প্রাকৃত' হন না। [illegible] ভক্তকে [illegible] মনে করিলে চলিবে না। [illegible] তিনি কৃপা করেন, তাঁহারই [illegible] পাওয়া যায়। তিনি গুরু, তিনি [illegible] তিনি [illegible] সেইজন্য [illegible] নাই। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible]।

[illegible] লোক সোণার [illegible] স্বর্গ অবস্থান [illegible] কিন্তু [illegible] হয়।

[illegible] সর্ব্বক্ষণ [illegible] অবশ্য [illegible] কৃষ্ণ [illegible] ।

[illegible] সেবাকারী [illegible] পরস্পর [illegible] হয় না। [illegible] বারবার [illegible]।

[illegible] জ্ঞান, কর্ম্ম, [illegible] শ্রবণ, [illegible] দর্শন, [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] এই [illegible] পরিকল্পিত [illegible]।

জীবের ধর্ম্ম কি ?

— [illegible] —

জীবাত্মা [illegible] বস্তুর নাম — [illegible]। জীবের চেতনতা আছে। চেতনের [illegible] [illegible] নাই, [illegible] [illegible] নাই। [illegible]

[illegible]

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ কটক
১লা আষাঢ়, ১৩৭৮

সবিনয় নিবেদন :—

আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৭৮), ২৯শে জুন (১৯৭১) [illegible] হইতে ২৯শে আষাঢ়, [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে [illegible] মহামহোৎসব হইবে।

২৯শে আষাঢ়, ১৩৭৮ [illegible] সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, [illegible] ও [illegible] হইবে। [illegible] হইবে।

মহাশয়গণ উক্ত অনুষ্ঠান সমূহে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে।

নিবেদক—
শ্রী সুন্দর নন্দ বিদ্যা বিনোদ
[illegible]
[illegible] — [illegible]

[illegible]

কেবল তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিতেছে। জগতে সুখের ছবিও সেইরূপ। জগতে যে সুখ আছে, তাহা দুঃখেরই প্রস্তাবনা, উদ্দেশ্যহীন বা মুখবন্ধ কিংবা দস্যু বা গুণ্ডার দলের চরের ন্যায় বিষকুম্ভ পয়োমুখবৎ। গুণ্ডার বা দস্যুর দলের চর যেরূপ অনেক আদর আপ্যায়ন দ্বারা পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুল স্থানে লইয়া যায়, পরে তাহার সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি তাহাকে প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, জগতে দুঃখদস্যুর সুখরূপী চরও সেইরূপ গুণ্ডা দলের দালালের মত আমাদিগকে প্রথমমুখে আদর আপ্যায়ন ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া স্বস্থানে লইয়া যায়। [illegible] আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও চির দুঃখরাজ্যে পাতিত করিয়া থাকে। শ্রীসনাতন গোস্বামী [illegible] পাতড়া পর্ব্বতের দস্যুদলপতির [illegible] আদর [illegible] দেখিয়া দস্যুর অন্তরের [illegible] বুঝিয়া [illegible] আদর্শ দেখাইয়াছেন, সেই শিক্ষানুসারে শ্রীসনাতন গোস্বামী [illegible] জগতের [illegible] সুখের প্রলোভন [illegible] বরণ করেন না। [illegible] জানা যায়, পূর্ব্বকালে [illegible] অপরাধী ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ [illegible] নির্য্যাতিত করিয়া শাস্তি [illegible], আর [illegible], রোগের পরিমাণ বৃদ্ধি [illegible] উঠাইতেন, আবার [illegible] (প্রশ্বাস বায়ু) [illegible] পুনরায় [illegible]।

[illegible] সুখ আছে, তাহাও [illegible] মত। সংসার [illegible] ভগবদ্বহির্ম্মুখ [illegible] একটুকু সময় দিতেছেন, সেই সময়টুকুকেই আমরা সুখের সময় বলিয়া মনে করি কিন্তু তখন বুঝি না [illegible] সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু আমাদিগকে দুঃখের অনুভূতি অধিকতর [illegible] উপলব্ধি করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এই সংসার চক্রের সুখও দুঃখেরই অগ্রদূত বা দুঃখেরই দালাল। এই সুখ প্রকৃতপক্ষে দুঃখের দূত — দুঃখ হইতেও লোকের অধিকতর অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে বোঝা [illegible] আমাদের অনেক সময় আশু বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচ্ছন্নশত্রু সুখের (যাঁহাকে 'মহাসৌভাগ্য' বলা হয়) মোহপাশে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মভোগ যে কত বেশী তাহা সাধুগণই দিব্যচক্ষে দেখিতে পান। অতএব জগতের সুখে মুগ্ধ না হওয়া নিষ্কপট সাধুগণের শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভবরোগবৈদ্য দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অপুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরাধানাথ অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরবন্ধু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীননাথ ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রাবলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদনন্দনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনবানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীহেমপ্রসন্ন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ কোড়োনা, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীসনাতন দাসাধিক ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীজগন্ময়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায় পেট্টা, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রচরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-পদ্মাঙ্কিত)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাঙ্কিত)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

নীলাচল কুটী
সেবক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীআনন্দ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীরবীন্দ্র ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীদেবকীরমণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্লাডষ্টোন রোড, ক্রাউচ্ গ্রীন
লণ্ডন, এন ৪
সেবক—স্বামী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪ ৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীপ্রিয়গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পঞ্চলেক্সরী বালিন বিল্ডিং
লাহোর রাত্তি পার্ক, ই পি
সেবক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

বিশ্বনাথ গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীব্রজগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাস দাসাধিকারী

পর্ণ গোপীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

শ্রীর বড়পীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দনগোপাল অধিকারী

শ্রীনন্দভবন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচন্দ্র দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
সেবক—শ্রী ব্রহ্মচারী
কৃষ্ণ পাতরা
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য সাহিত্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ মহোদয়ের বহু বৎসরের গবেষণা এবং পরিশ্রমের অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া সকলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। রয়্যাল বিরাট আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৭৫৭ অধ্যায়ে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র Index (Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান- মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের সংক্ষিপ্ত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বিবৃতি'-টীকা ভক্তের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অনুপূর্ব্ব নবীন প্রচ্ছদপটে নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—।৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু টীকা ও অনুবাদ থাকিলেও সদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ ইহাই এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সারাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবার ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কথা সাধুভাষা ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ।৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ।০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজী ।০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
হারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

সংবাদের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে বিশদ গ্রেতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পাণ্ডুলিপি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, বেদান্ত মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সর্ব্বাঙ্গীণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা, পরে [illegible] অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] [illegible] [illegible] আকারের [illegible] এই [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]। ইহার বাঁধা অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	......	......	১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.....	.....	৯-৩১	.....	....	....	....	.....
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫১	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪-৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩-৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

			শনিবার ব্যতীত		
			অন্য দিন	শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১

(বদল) ছাঃ	৩-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২-০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	.. ..	......	......	১৫-৫৬	১৭-৪২	.....	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৫-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বহির্বঙ্গের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও ধর্ম্মাগ্রী সত্যান্বেষিগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি ভিত-অভ্যন্তর ব্যাপ্ত। পিলাহ, লীহা সংযুক্ত কামালা এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড কলিকাতা:

বেহালা ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রী শ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৸০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান -
মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
[illegible] ভিক্ষা ১৸০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীগৌড়ীয় মঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible] সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১ম ৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—৯ই আষাঢ়, ১৩৪৮; ২৩শে জুন, ১৯৪১, সোমবার [৯১তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—:০:—

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাইবার জন্য শিশুর অঙ্গহানি

খঞ্জ এবং বিকলাঙ্গ শিশুদিগকে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করাইবার উদ্দেশ্যে পেশাদার ভিক্ষুকেরা কি ভাবে শিশুদিগকে ইচ্ছা করিয়া খঞ্জ এবং বিকলাঙ্গ করিয়া থাকে তাহারই এক মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী নোয়াখালির প্রথম শ্রেণীর সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, সেনগুপ্তের এজলাসে একটি মামলার প্রাথমিক তদন্তের সময় বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অপরাধের জন্য বেগম [illegible] থানার অধীন বাঙ্গরা এবং উহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ কুখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে।

এই মামলায় বাদিক এবং আক্রম আলি নামক দুই ব্যক্তি আমিয়া খাতুন নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের দুই বৎসর বয়স্ক পুত্রকে ক্রীতদাস হিসাবে ক্রয় করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, অভিযোগকারিণী আমিয়া বলে যে, খাতুনের মাফজাল নামক একটি দুই বৎসর বয়স্ক ছেলে আছে। ছেলেটি বধির এবং হাঁটিতে পারে না। কিন্তু সে হামাগুড়ি দিতে এবং কোনপ্রকার অবলম্বন ছাড়াই দাঁড়াইতে পারে। আসামীদ্বয় আবদাস সালাম নামক এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ছেলেটিকে তাহার মাতার অজ্ঞাতসারে তাহার পিতা আবদুর রহমানের নিকট হইতে ক্রয় করে। আবদুর রহমান একখানি ত্যাগপত্র সম্পাদন করিয়া দিলে আসামীদ্বয় তাহাকে কিছু টাকা দেয়। ইহার পর কয়েকজন সাক্ষী ছেলেটিকে বাজরায় আবদাস সালামের বাড়ীতে দেখিতে পায়। সেখানে ছেলেটিকে একটি দোলনার ভিতরে রাখিয়া তাহার পা দুখানি ভিতরের দিকে বাঁকাইয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ছেলেটিকে এইভাবে খঞ্জ করিয়া পরে তাহাকে দিয়া ভিক্ষা করাইয়া [illegible] করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে [illegible] রাখা হইয়াছিল। বেগমগঞ্জ থানার পুলিশ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে তথা হইতে উদ্ধার করে। অতঃপর ছেলেটি তাহার মায়ের নিকট লইয়া গেলে সে ছেলেটিকে তাহার নিজের ছেলে বলিয়া দাবী করে। তখন ছেলেটিকে চিকিৎসার জন্য তাহার মায়ের সঙ্গে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং আসামীদ্বয়কে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

—

বিভিন্নস্থানে ধর্ম্মঘট

নিউইয়র্কে

ধর্ম্মঘটের মিটমাটের পর "[illegible] কোম্পানী অব আমেরিকার" [illegible]টি কারখানায় ১২ই জুন সকাল হইতে আবার পুরা কাজ আরম্ভ হয়। মিটমাট অনুযায়ী সাধারণভাবে মজুরী বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। ন্যূনপক্ষে ঘণ্টায় ৭৩ সেণ্ট করিয়া মজুরী পড়িবে।

উৎপাদন বন্ধ হইলে বা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে কিম্বা শ্রমিক ও মালিক বর্ত্তমান মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করিতে লাগাইতে না পারিলে প্রেসিডেণ্ট দেশরক্ষা সম্পর্কিত কারখানার কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে লইতে পারিবেন—এই ক্ষমতা দিয়া যে বিল আনা হইয়াছিল, সেনেটে তাহা ৬৬—৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। মধ্যস্থতার চেষ্টা ব্যর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না বলিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার বিরোধিতা করেন। কিন্তু উহা গৃহীত হয়।

[illegible] বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলেন যে, বৈধ উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে অন্যায় উদ্দেশ্যে যাহারা ধর্ম্মঘটের প্রশ্রয় না দেয়, তাহাদিগকে দেশরক্ষা সম্পর্কিত সংস্থা পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত করিতে গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়সঙ্কল্প।

—

জব্বলপুরে

বার্ণ কোম্পানীর মৃৎশিল্প কারখানায় ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের সভায় আপত্তিকর বক্তৃতার অভিযোগে স্থানীয় শ্রমিক ইউ-নিয়নের সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] গুপ্ত গত ১২ই জুন [illegible] ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ১৩ই জুন সন্ধ্যায় তাঁহাকে জেলের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট ২৩শে জুন পর্য্যন্ত তাঁহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং বোম্বাই পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ভি আর কালাপ্পা নাগপুর হইতে জব্বলপুরে পৌঁছিয়াছেন। তিনি কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ এবং ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে মিটমাটের জন্য আপোষ প্রস্তাব চালাইতেছেন।

—

মধ্যপ্রদেশে

মধ্যপ্রদেশে আবার ব্যাপক ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

গত ১৩ই জুন রাত্রে এই প্রদেশের বিভিন্ন টেক্সটাইল ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে আগামী [illegible] জুন হইতে [illegible] শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, ইহা মিলমালিকগণকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

গত ৬ই জুন আকোলায় [illegible] অধিবেশনে ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ [illegible] পরস্পর সমগ্র ব্যাপক ধর্ম্মঘট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এই ধর্ম্মঘটের ফলে হিঙ্গনঘাট, নাগপুর, আকোলা, বুরহানপুর, [illegible] ও পুলগাঁও [illegible] প্রায় ১২০০০ শ্রমিক বেকার হইবে। ইহা ব্যতীত [illegible] মিলের প্রায় ২৭ হাজার শ্রমিক [illegible] করিয়াছে।

সভায় শ্রীযুক্ত আর এস [illegible] ধর্ম্মঘট পরিচালনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ধর্ম্মঘট চালাইবার জন্য আকোলায় একটি [illegible] গঠনের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

—

হিন্দু মহাসভার নিখিল ভারত কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন

[illegible]

[illegible]

ডাঃ মুঞ্জে, মিঃ ভোপটকার, ভাই পরমানন্দ, মিঃ কেটকার, মিঃ দেশপাণ্ডে, শ্রীযুত সাভারকর, অধ্যাপক দেশপাণ্ডে ও অন্যান্য নেতৃবর্গ এখানে আসিবেন।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ... মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য ... গ্রন্থের ... অংশ আস্বাদন করিবেন ... । ... ও পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। ... । ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য শ্রীমন্মধ্বাচার্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'সূক্ষ্মা' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ... ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট ... নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। ... কোনো কোনো স্থলে কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম কাপড় বাঁধাই ... আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। শ্রাবণ আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্যভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিকমলিকা গুণদোষ-তঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রী ভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ...
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীজগন্নাথ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সারস্বতবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যগীতামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৯। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
শরণাগতি /০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য ও [illegible] গ্রন্থ 'পাবিম [illegible]'-নামক [illegible] ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] আছে। [illegible] নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবশতমালা

[illegible] প্রকাশিত হইয়া [illegible]। কাগজ ও ছাপা [illegible]। [illegible] মাত্র

[illegible]
[illegible], নদীয়া।

১৫শ বর্ষ } ১৪ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫ ৯ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৩শে জুন ইং ১৯৪১, সোমবার { ৯৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ বামন, সর্ব্বলিখন সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীপঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। শ্রীবাস বৈষ্ণবগণের আশ্রয়। [illegible]। পঞ্চতত্ত্ব শ্রীবাস-আদি—ইহার 'আদি' শব্দ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু বুঝায়। [illegible] শ্রীগুরুদেব, ঐশ্বর্য্যবশে তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন, আর মধুররসে তিনিই শ্রীগদাধরের সহিত অভিন্ন। জীবের মায়াভিনিবেশ দূর করিয়া তাহাদিগকে অহৈতুকী কৃপা করিবার জন্য করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্ব বা মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনামই পঞ্চতত্ত্ব বা ষড়্‌তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—এই তিনটী শক্তিমান্ এবং শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস—এই দুইটী শক্তি। ইহারা স্বরূপ-শক্তি। এই স্বরূপশক্তির সহিত শক্তিমানের নিত্য বিলাস চলিতেছে। মহামন্ত্রে তিনটী শব্দ—'হরে', 'হরি' কৃষ্ণ ও রাম—এই তিনটী শব্দই পঞ্চতত্ত্বাত্মক। ইঁহাদের পাঁচরূপে বিলাস। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং রূপ ও ভক্তরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ—স্বয়ংপ্রকাশ ও ভক্তস্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈত অংশাবতার ও ভক্তাবতার, শ্রীবাস পণ্ডিত ভক্ত এবং শ্রীগদাধর শক্তি বা অন্তরঙ্গ ভক্ত। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [illegible] ছেন,—"[illegible] ও [illegible] [illegible] আর সবাই নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] গৃহ [illegible] আদিনী শক্তি। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনী শক্তি গৃহ। [illegible] ও [illegible] আর তিন জন সম্বিন্দী ইঁহারা নিত্যানন্দ হইতে স্বতন্ত্র। [illegible] মধুররস ব্যতীত অন্য সকল রসের আশ্রয়গণ শ্রীনিত্যানন্দ হইতে উদ্ভূত। শ্রীনিত্যানন্দের দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। [illegible] একটু শরণ [illegible] হইলেই তিনি দয়া করিতেন। তাঁহার কৃপা [illegible] গৃহ [illegible] ও [illegible] হলাদিনীর কৃপা লাভ হয়। [illegible], [illegible] কাহারই কৃপা [illegible]। [illegible] [illegible] নাই, শ্রীনিত্যানন্দ সেই [illegible] হন এবং [illegible] প্রভুর [illegible] নিযোজিত করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত স্বজন বা ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অঙ্গনেই [illegible] নৃত্য করেন। শ্রীনিত্যানন্দ পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে থাকিতেন।"

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গ। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁহার উপাঙ্গ—উপাঙ্গ, শ্রীগদাধর তাঁহার [illegible] পার্ষদ। শ্রীবাস ঐশ্বর্য্যমার্গের শুদ্ধভক্তগণের আচার্য্য। ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ শ্রীবাসের আনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীবাসের কৃপা ব্যতীত কেহই সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশের অধিকার পান না। গৌর-পার্ষদ শুদ্ধভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস একজন [illegible]। নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপা হইলেই শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] হয়। [illegible] পণ্ডিতের পদধূলি লইবার আবশ্যক [illegible] অনিবার্য গৌরকৃপা ও গুরুভক্তি লাভ হয়। [illegible] শ্রীবাস শ্রীনারদের অবতার। তিনি পরমহংস [illegible] কারী।

[illegible] পণ্ডিত নিয়মই [illegible]। সেই [illegible] না [illegible] হইত [illegible] হইতে [illegible]। [illegible] সেবার [illegible] নিয়ত সেবকাভিষেক বাহিরায়। তাহার দ্বারা সবার সেবার প্রাণ পূর্ণতাই [illegible] হয়। ইহাতে স্বরূপ [illegible] নাই। শ্রীবাস—[illegible]—[illegible]। শ্রীমহা প্রভু তাহার প্রেমবারা। শ্রীবাস [illegible], শ্রীরাম [illegible], [illegible] [illegible] ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু [illegible] ও [illegible] আবির্ভূত হন। [illegible] [illegible],—

'শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমান্ [illegible]
[illegible]'

শ্রীবাস [illegible] [illegible] অবতার। তিনি [illegible] নানা [illegible] দাস, তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃন্দাবন [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] [illegible] ছাড়িয়া [illegible] করেন।

[illegible] অবতার। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সার্থক [illegible] শ্রীবাসের [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীবাস [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible]।

[illegible]

শ্রীবাস পণ্ডিত [illegible] শ্রীবাস [illegible],—

[illegible]

[illegible] শ্রীবাস, [illegible] [illegible] শ্রীবাস [illegible] [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে॥

থাকা নাই। আমি তোমার ... জানি, তোমাতে ... একদিনও ... আমার ... [illegible]

[illegible]

অচলা ভক্তি থাকে।। ... আরও বলিয়াছেন,—"... ক্রমে আমাকে ... পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন ভক্তগৃহের কুকুর-বিড়ালাদি অথবা কীটাদি স্বরূপেও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই।' ... তাহা হইলে আমার ... ভগবদ্ভক্ত ... তাঁহাদের ... কোন বৈষ্ণব গাহিয়াছেন

বৈষ্ণবের গৃহে যাঁর হইয়াছে জন্ম।
... বৈষ্ণব ঠাকুর॥

... "হে প্রবাস, তুমি ... কোথাও ...

কর না, সুতরাং তোমার ... [illegible]

[illegible]

কোন্ ...
... তুমি ...

... ঠাকুর ভক্তিবিনোদও ... কথা এইভাবে লিখিয়াছেন,—

... আমার ...
... তোমার ...
প্রবীণ ... আসিতে না দিব
...
তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ কভু না ভাবিব
রহিব ভাবের ভরে।
ভক্তিবিনোদ তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে।

যৎকিঞ্চিৎ

এই জগৎ অসৎ, অনিত্য। এই ... [illegible]

[illegible]

... বলেন,—

[illegible]

... ছেন,—

[illegible]

ভগবান মুকুন্দ ভজনকারিগণকে মুক্তি প্রদান করেন, ভুক্তি প্রদান করেন কিন্তু কখনও সহজে তাঁহাদিগকে ভক্তি প্রদান করেন না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥

কৃষ্ণ ... ভুক্তি মুক্তি দিয়া বিদায় দেন, কিন্তু কাহাকেও ভক্তি প্রদান করেন না, ... ভক্তি ... ও ..., ... ইহা সহজে কেহ লাভ করিতে পারে না। যে বস্তু অতি মূল্যবান তাহা নিশ্চয়ই ... গুহ্য। ... নহে। ভক্তিপথ ... আবরণে আবৃত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অতি সৌভাগ্যফলে জীব ভক্তিপথের সন্ধান পায়। কিন্তু এ পথে অনন্ত বাধা। যাগ-যজ্ঞ-তপস্যাদিতে বাধা আছে, কিন্তু হরিভক্তিতে অসংখ্য বাধা। সমস্ত পারিপার্শ্বিক জগৎ তাঁহার শত্রুতা করে। আমাদিগকে হরিভজনের পথ হইতে—মঙ্গলের পথ হইতে বিপথে কুপথে, অভক্তিপথে লইয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার প্রলোভন আসিবে, এমন কি, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব তর্পণ-বিধায়ক বস্তুর প্রতি আসক্ত করিতে সজোরে টানিবে, মন নানাপ্রকারে কৌশল বিস্তার করিয়া আমাদিগকে সত্যপথ হইতে—ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিতে—শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত করিতে প্রবল চেষ্টা করিবে। শ্রীল ... লিখিয়াছেন,—"মনটা অনেক সময় নানা প্রকার ... করে, ... হইয়া ... কিছুই কূল-কিনারা পায় না। ... শ্রীগুরুবর্গের নাম ... জল কোনও ... স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে ... তখন আলোর ... দেখা যাইবে, তাঁহারা ... তাঁহাদের এমন কোন স্বার্থ নাই ... দয়া করিবেন না। অকিঞ্চন ... হইলে তাঁহারা অবশ্যই দয়া করিবেন।' এরূপ বিপদের সময় যদি ... সহায়-সাহায্য ... না ... যদি অসহায় হই, ... তাহা হইলে ... থাকা বড় কঠিন। ... মাত্র উপায়—বৈষ্ণবগণের, ... নিকট কৃপাপ্রার্থনা। অকপটে ... হৃদয়ে উৎসাহ ... বল, বুদ্ধি, প্রেরণা পাওয়া ... সত্য ... করিতে ... তাঁহারা অবশ্যই বিপদ্ হইতে ... করেন।

... না থাকিলে এইরূপ ... অবস্থার ভিতর দিয়া গন্তব্যস্থলে ... লক্ষ্য স্থির না হইলে "আমাকে ... করিতেই হইবে, কৃষ্ণকে ... হইবে, গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাপাত্র ... হইবে" এইরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ... না পারিলে বাধা আসিয়া টলাইয়া দিবে—সত্যপথ হইতে বিচলিত করাইবে। ... সত্যপথে চলিতে হইলে ... অসীম সাহস, প্রবল উৎসাহ, ... জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা না ... একপদও অগ্রসর হইতে ... না—বর্ত্তমানে যেখানে আছি সেখানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকা চলিবে না। যে পথে আমাদের গুরুবর্গ চলিয়াছেন—বৈষ্ণবগণ যে পথের অনুসরণ করিয়াছেন, সেই পথে আমাকে চলিতেই হইবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞা না হইলে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না। জীবন

পণ না করিলে ভক্তিপথে চলিতে পারা যাইবে না। যতই বাধা-বিপত্তি আসুক্ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতেই হইবে, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই, মধ্যপথে অন্যবস্তুর প্রলোভনে পড়িলে সেখানে পৌঁছান যাইবে না।

হরিভজন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন ঠিক করা দরকার। শেষ ফল কি লাভ হইবে বা আমাকে কি লাভ করিতে হইবে জানা দরকার। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—যতদিন ইহা আমাদের প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির বিষয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অভিপ্রেত বাঞ্ছিত বা প্রকৃত ভক্তির পথে চলা যাইবে না। নাম কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে আমরা বাহিরে এতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, যদি আমাদের বাঞ্ছিতস্থানে পৌঁছিবার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা না থাকে, তাহা হইলে ঐ আন্তরিকতা বেশীদিন সংরক্ষণ করিতে পারা যাইবে না। দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিলে হরিভজন করাও সম্ভবপর নহে। ঐকান্তিকতা না থাকিলে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারা যায় না।

গুরুবৈষ্ণব এ জগতের বস্তু নহেন

——ঃঃ[*]ঃঃ——

শ্রীভগবান্ যেরূপ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, তাঁহার ভক্তগণও সেইরূপ স্বতন্ত্র। ভক্তগণ ভগবানের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা এ জগতের বিধিনিষেধের অন্তর্গত নহেন। ভক্তি উন্মুক্ত আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। ভক্তি এ জগতের দেশ কাল ও পাত্রের অন্তর্গত ব্যাপার নহে। উন্মুক্ত-চেতন জীব যে কোন দেশে, যে কোন কালে ও যে কোন পাত্রে অবস্থিত হইয়াও নিত্যকাল ভগবানের সেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। ভক্তি এ জগতের কোন ব্যাপার নহে। চেতনের প্রতি চেতনের প্রীতিই ভক্তি। এই ভক্তি অপ্রতিহতা। এই সকল দর্শনের জন্যই ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণ বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন পাত্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া জগৎকে নিরপেক্ষা, অপ্রতিহতা ভক্তির কথা শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে ব্রহ্মাজী কপিকুলে, গরুড়, জটায়ু প্রভৃতি পক্ষীকুলে, বিভীষণ রাক্ষসকুলে, বলি দৈত্যকুলে, তুলসী বৃক্ষকুলে, যমুনা জলকুলে, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ম্লেচ্ছকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কোন কুলে আসিলেও তাঁহাদিগকে সেই সেই কুলের অন্তর্গত মনে করিতে হইবে না, করিলে মহা-অপরাধ হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বৈষ্ণব পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকলের দুঃখনাশী শ্রীভগবন্নাম ও মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি করে, সে নারকী। গৌরপার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শাস্ত্রের প্রমাণে চণ্ডাল যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম, শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচজাতি নাম॥

গুরুবৈষ্ণবগণ বদ্ধকর্ম্মবাধ্য জীবের ন্যায় জগতে জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও অধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিয়া ভাগবতধর্ম্ম স্থাপনের জন্য সাধুসংরক্ষণ দুষ্কৃতবিনাশকরূপে নিজ পাদপদ্মের মকরন্দদানে আনন্দবর্দ্ধনার্থ স্বেচ্ছায় এ জগতে আগমন করেন, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণও ভগবল্লীলাপুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় বা ভগবদিচ্ছায় এ জগতে অবতরণ করিয়া ভগবান্ ও ভক্তির সন্ধান প্রদান করেন। যখন অবরোধ স্তব্ধ ভগবদ্বিমুখ জীব ভগবানের আশ্রিত ও প্রকাশিত সত্যধর্ম্মকে আচ্ছাদিত ও বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করে—যখন জীব কর্ম্মের আনুগত্যে ভগবানের সেবা বাদ দিয়া ভোগ করিতে গিয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করিতে থাকে, সেই সময় ভগবৎ-প্রতিনিধি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ এ জগতের বিভিন্ন দেশ, কাল, পাত্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া জীবকে নরকের পথ হইতে রক্ষা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং কৃপা পূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও তিনিই একমাত্র শরণ্য এ কথা জানাইলেন, তখন কোন কোন ভক্তাভিমানী জীব তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই, তাই তাঁহাকে দাম্ভিক মনে করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়াছিল। সেইজন্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই ভক্তের বেশে শ্রীগৌরসুন্দর রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভজনপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন। যিনি তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া জীবকে পরব্রহ্মনামী ভক্তিপথের নির্দ্দেশ করিলেন, তিনি কত দয়াল, তিনি কত উদার।

এ জগৎ ভক্তের বাসযোগ্য স্থান নহে। এখানকার সকল জীবই ভগবদ্বিমুখ। তাহারা ভক্তগণকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়া—ভগবানের নাম, ধাম, কামের বিকৃতার্থ করিয়া নানা প্রকারে অপরাধী হয়। তথাপি ভক্তগণ সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অন্যায়-অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াও আপ্রাণ চেষ্টা করেন, যাহাতে অন্ততঃ একটী জীবকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। এইরূপ জীবে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এ জগতে আসেন। কখনও তাঁহারা জীবের ন্যায় ভক্তগণের পথে আসেন না। তাঁহারা ভগবদ্দাস্যপুষ্টির জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

অতএব 'বৈষ্ণবের' জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥

এই ভক্তের সেবা ব্যতীত ভগবানের সেবা লাভ হইতে পারে না। [illegible] সাক্ষাৎ ভগবানের ভজন, তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। কারণ, ভগবান্ [illegible] সাক্ষাদ্ভাবে অন্য কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভক্তের সেবা অর্থাৎ ভক্তের সন্তোষবিধান করিলে থাকিলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

মোর ভক্তপতি প্রেমভক্তি বরে যে।
নিঃসংশয় বলি আমি নাহি পায় সে।
মোর দুঃখ, মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত 'বন্দে' যদি, তবে কিন্তু ধরে।
'মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥'
'কৃষ্ণ সেবা হৈতেও বৈষ্ণব-সেবা বড়'।
ভাগবত—আদি সব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ়॥
এতেক বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥

কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি শ্রেষ্ঠ ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অনেকে কৃষ্ণসেবা করিয়াও লাভ করেন না, কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। ভগবৎসেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কিনা সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু [illegible] সেবকগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের বিরহ মহোৎসব

গত ১১ই জুন বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্তরঙ্গ নিত্য সিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের বিরহমহোৎসব শ্রীমায়াপুরস্থ [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

[illegible] সঙ্কীর্ত্তন [illegible] [illegible] [illegible] জীবন [illegible] শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের [illegible] [illegible] [illegible] করা হয়।

[illegible] বৈষ্ণবসেবা [illegible] [illegible] প্রসাদ বিতরণ করা [illegible] মহোৎসব করা হয়।

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে বিরহ-মহোৎসব

[illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবিষ্ট শ্রীল [illegible] হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] [illegible]

[illegible]

১৬ নং, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীযোগপীঠ [illegible] শ্রীবাসাঙ্গন

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible]

শ্রীবাসাঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—[illegible] অধিকারী

শ্রী[illegible] পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক [illegible]

কাজির সমাধি পাট

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুদ্রুত [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলরূপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—প, মধুসূদনানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

মাঠালপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ [illegible]

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রীমঙ্গলনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

সেবক—শ্রীগোপেন্দ্র ব্রহ্মচারী

গোপালগৌড়ীয়মঠ

পোঃ কল্যাণপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদয়াল স্বর্ণবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাম্পাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গণেশমহল, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীজগন্নাথচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

কিশোরপুরা, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমধুরেশ্বর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীমদনমোহনচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণা মথুরা

সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীঅনন্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবংশীবদন দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবন্ধক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আত্মাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবন্ধক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীবদ্রীনাথ দাসাধিকারী

বিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রণবাঁধ, বর্দ্ধমান

সেবক—শ্রীহরীন্দ্র ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ফিডউইস স্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীণ

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীগৌরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুস রোড, লক্ষ্মৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

সেবাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ. পি)

সেবক—শ্রী[illegible]ভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
সংবাদে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

সংবাদে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক ...ান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর -গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের প্রবন্ধ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্তগণ ধামের প্রতি অধিক প্রীতি লাভ করিবেন। ভিক্ষা ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
(নদীয়া)

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৮৬ ৬-২১ ৭ ১৪ ৩-১৬ ১২-১০ ১৬-৫৬ ১৭-৫০ ২০ ২৬
দমদম	৭-৫০ ৬ ৩১ ৭-২৮ ১১ ২৯ ১৮ ৫ ২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২ ৭ ৫৮ ৯ ১৮ ১৪ ৫০ ১৭ ৪৮ ১৮-২১ ১৯ ৩৩ ০-২৫
(বদল) ছাঃ	৯-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-২১ ৮ ৭০ ১০ ৩ ১৫ ৫৮ ১৭-৩১ ১৯ ১৫ ২০ ২০ ১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০ ১০-০৬ ১৭ ০০ ১৭-৪০ ২০-৩০
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৪৫ ১০ ৫১ ১০-২৫ ১৮ ১৫ ২১ ৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩ ১০-৫৯ ১৫ ৩৩ ১৮ ২৩ ২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম”	১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫১
” ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৮
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট্ রেল হবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ১০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪ ৯-১২ ১৬-৩ ১৬ ৩১ ১৮ ৩৮
মহেশগঞ্জ ”	৬ ২৩ ৯ ২১ ১৬ ২ ১৬ ৪০ ১৮ ৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৭ ৯-৫৫ ১৬-৮৬ ১৭ ০৪ ১৯ ২১
(বদল) ছাঃ	৬-০১ ৭ ১০ ৮ ৫১ ১১ ০১ ১৫ ৪ ১৫ ৫৬ ১০-৮ ২০-৮৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০ ৭-৭৬ ৯-২৫ ১২ ০ ১৫-৪৫ ১৭-৩০ ২০-৩ ২১-১৯
(বদল) ছাঃ	১৫-০৬ ১৭-৪২
দমদম	১১-৪ ১৭ ৩৬ ১৯ ১ ২১ ২৬ ২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬ ৯-২১ ১১-১২ ১৩ ৫০ ১৭-১৬ ১৯-২৬ ২১ ৮০ ২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৫ ১
মহেশগঞ্জ ”	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৫৯
ছাঃ	১৫ ৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫১
” ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তনে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গড় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতরত্ন বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় গৌরকিশোরাদি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহু দেশ ও বিদেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসু যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ বরজনাগ্রহবলে ও তদনুকূল সত্যসংস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেশোদ্ধার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C. 1544

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এ গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৫ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১০ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৪শে জুন ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৯১৯৩তম সংখ্যা

শ্রীগোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহমহোৎসব

ভক্তির প্রতি অপরাধ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

এই একটি বিষম-কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি,—সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি, প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চন করি, একাদশী তিথিও পালন করি, সাধ্যমত নাম স্মরণ করি, শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয় এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে, - "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি, তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ॥

শ্রীমুকুন্দ দত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা তাহা রহস্য মাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। তিনি যখন যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে একটী উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নহে। অনন্য-ভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনিই শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, তিনি সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচি পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। তিনি লোকাপেক্ষায় কখনও শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজ কাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলে অশ্রুপুলক হয়, কখনও কখনও কথা-আলোচনায় দশা-প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয় চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোক সকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তিলোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

——::•.:—— —

বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ হয় না। কেবল কতকগুলি activity দেখিয়া বৈষ্ণবতা বা সেবাপ্রবৃত্তি পরিমাণ করিলে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যাইবে না। প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবার জন্য কাহার কতটা আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, -- -- - - - করিতেছেন এমন নয়, জগতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি যাহাতে আমাদের অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমে আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি-ভজন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তি-প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যেই সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য—এইরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন করিব না, শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।

——

কাহার হৃদয়ে অপ্রতিহতা অচপলা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণব চিনিতে হইবে। বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ। তাঁহাতে কোন প্রকার [illegible] নাই। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা [illegible] প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আর স্পষ্টভাবেই হউক যে কর্মতৎপরতা, তাহা সেবাপ্রবৃত্তি নহে।

শুদ্ধভক্তের আমায় কৃপা না থাকিলে [illegible] হয় না, [illegible] কামনা দূর হইতে যায় না। [illegible] হইবার আর্থিক পিপাসা হয় না। কামনার মূল দেহাত্মবোধ। যাহার যত অর্থ-[illegible] থাকিবে, তাহার চিত্তবৃত্তি তত নিম্ন হইতে থাকিবে।

[illegible] বৈষ্ণব-সেবার প্রতি [illegible] লক্ষ্য রাখা। অন্যান্য বর্জ্জন করিয়া [illegible] প্রধান, [illegible] কৃষ্ণের কৃপা [illegible] বৈষ্ণব। [illegible] পাবেন।

[illegible] সুন্দর! কাঙ্গাল না হইলে বৈষ্ণবের কৃপা হইবে না। [illegible] প্রতিকূলা বর্জ্জনের দৃঢ়তা ও চেষ্টা থাকা দরকার। অনুকূল [illegible] সঙ্গে প্রতিকূল বর্জ্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা [illegible] থাকিতে

হরি কথা শুনিবার ভাগ্য হইবে না। হরিকথা না বলিলে হৃদয়ের শান্তি হইবে না। সাধুগণের সঙ্গ গ্রহণ করা উচিত, লোকের কাছে দৌড়িয়া বেড়ান উচিত নহে। নিত্য হরিকথা সাধুর সঙ্গ করা দরকার। তাঁহাদের নিকট গেলে তাঁহার আনুগত্য করা উচিত। ... যে সঙ্গ নিত্য তাঁহার সঙ্গ লাভ হওয়া দরকার। ... প্রভুপাদকে দেখা যায় না, ...।

যেখানে কৃপার কথা আদি নাই, তথায় শরণাগতি নাই। কৃপার প্রতি নির্ভরতাই শরণাগতি আবশ্যক। অযাচিত কৃপা প্রার্থনাই একমাত্র কার্য্য। কৃপা-প্রার্থনার আদি শিক্ষার মত গ্রহণ, তিনি ও ভগবৎসেবার জন্য উন্মুখ। সকল সময় সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। গুরু ও সাধু সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হবে না। ঈশ্বরের কৃপাদেশে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। শ্রীনামের নিকট সর্ব্বক্ষণ অকপটে ক্রন্দন করিতে করিতে নিজের অনর্থের কথা জানাইতে হইবে। সর্ব্বচিত্তবৃত্তি থাকিলে সাধুসঙ্গ হয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দাসানুদাসের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। এই অহঙ্কারটী তুচ্ছ ও নিত্য—প্রাকৃত নহে। ঠাকুরের দাসানুদাসের ... যদি না হয়, তবুও সকল সময় হৃদয়ে তাঁহার আনুগত্য বা জপ করিতে পারাও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাগ্রহণেচ্ছু হইলে জড়াসক্তি আপনিই দূরে সরিয়া যায়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ যুগপৎ গৌরলীলার ও ব্রজলীলার পালক। শ্রীল গৌরকিশোর কৃষ্ণলীলার পালক। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোদ্রুম স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ দর্শন করিতেন। যাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে, তিনি ... পাদসেবা ... । ... পৃথক্ স্বামী স্ত্রী অভিমান নাই, সকলেই কৃষ্ণের প্রীতি বা সেবক অভিমান। তথায় নন্দ-যশোদা, বসুদেব দেবকী অভিমান, নন্দ তথায় যশোদাই বা বসুদেবের ... দেবকীর ভোক্তা পুরুষাভিমান নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য যাহা, না হইলে, গুরুপাদপদ্মের সেবাপরের সহিত নিজেকে identify না করিলে ইন্দ্রিয়তর্পণ হইবে না। কৃষ্ণ ... বলেন, মায়ার ... যখন ... তখনই কৃষ্ণস্মরণ হয়। ... শরণাগতকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করিয়া লন। যে যত দোষ থাকুক, তাহাকে বোধ করিবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু আছেন, কোন প্রকার বিচার বা অপরাধ না করিলেই হইল। আদর্শ অবশ্য, নির্দোষ, সঙ্কোচ ও সঙ্কোচন হওয়া দরকার।

খুব বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণকে পান। কৃষ্ণের সংসার—কৃষ্ণের নামের সংসার—নাম-কীর্ত্তনের সংসারই মঠ। শ্রীনামই সেখানে একচেটিয়া মালিক বা মনিব, শ্রীনামই সেখানে predominate করিবেন। সেখানে সমস্ত ভগবৎ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সেখানে বাহিরের master বা mistress অধিষ্ঠান নাই।

জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্যতা—দেহে আত্মবুদ্ধি। এই অযোগ্যতা থাকিলে ভজনে উন্নতি হইবে না। উহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সহজে যায় না। সম্বন্ধজ্ঞান যত প্রবল হইবে, কৃষ্ণবিষয়ক কীর্ত্তন যত শুনা যাইবে, উহা তত দূর হইবে। ভোগ ও ত্যাগ-সকলই অনাচার। যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন অর্থাৎ সর্ব্বদা সকল বস্তুকে কৃষ্ণের দৃশ্য বিচার করিয়া কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ নামপ্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা করিতে হইবে। ভগবানের সকলের নিকটই হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে নিজের জীবনকে বাদ দিয়াও।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— :০:(•):০:— —

এই জগতে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আছি। এখানে কোন বস্তুর আশা-ভরসা পাই না। কেবল আশা এই যে, শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুরও প্রভু, সেই নিত্যানন্দপ্রভুকে আমি প্রভুরূপে পাইয়াছি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ-বিগ্রহ ... শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু চতুর্ব্যূহ ... কারণ এবং ... স্বরূপতঃ অভিন্ন। শ্রীবলরাম প্রভৃতি স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—ইহারা উভয়েই। শ্রীমহাপ্রভু মাত্র একজন। ... একাধিক কথা আছে। স্বয়ংরূপ-বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর এবং স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরতত্ত্ব। ভগবানের ... বিভিন্ন ... স্বরূপে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্য প্রকাশিত হইয়া "গুরুদেব" নামে অভিহিত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে জানিলে জীবের মঙ্গল হয়। তাঁহাতে অসূয়া বা মৎসরতা করিতে হইবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটি রিপু একাধারে অন্তরে বা মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কামাদি রিপুসকল প্রবল হইলে মৎসরতার সৃষ্টি হয়।

সংসারের বাধাসকল হইতে অবসর পাইয়া কবে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম করিতে করিতে পুলকিত হইব? জাগতিক ভাষায় শব্দ ও অর্থের পরিচয় ... সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং জগতের দর্শন, ... শ্রবণ, আস্বাদন, স্পর্শ, চিন্তা প্রভৃতি সমস্ত জাগতিক বিচারের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত, ঐরূপ বৈকুণ্ঠ শব্দে নিত্য মুখরিত অপ্রাকৃত জ্ঞানের ও প্রেমের ভূমিকায় যে পূর্ব্বাদির উদ্গমের অবস্থা, সে অবস্থা আমার কবে হইবে? এমন দিন কি আমাদের আসিবে—যে দিন আমরা জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্তি পাইব? ভগবান্ যে আমাদের নিত্য আশ্রয়, সেই বিচার ত' আসিল না। সেই বিচার না আসা পর্য্যন্ত যে আমাদিগকে অনিত্য সম্বন্ধ ব্যস্ত থাকিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের করুণা ব্যতীত শুদ্ধ বিচার পাওয়া যাইবে না। জাগতিক ভ্রান্ত-স্বরূপ আমাদিগকে এত দুরবস্থায় ফেলিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও কেন আমরা একবার ভগবানের দিকে ফিরি না।

শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র সম্বল। স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব, কৃষ্ণের ... শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আকর্ষণ এই ঘোর সংসার হইতে মুক্তি পাইব। যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়া থাকি, সেই কালই সংসার। রূপ-রসাদি বিষয় ... চিত্ত ব্যাকুল হইতে শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মের আশ্রয় না করিলে হরিভজন হয় না। হরিভজন না হইলে পুনঃ পুনঃ যমালয়ে যাইতেই হইবে। ... স্বর্গে এবং ... নরকে ... লাভ করে। ত্রিতাপে তাপিত হইয়াও যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে আমাদের মঙ্গল হইবে?

পাষণ্ডী নিন্দুকগণ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্য্যে দিবারাত্র রত হয়। তাহারা প্রথমে বৈষ্ণবনিন্দায় আরম্ভ করিয়া শেষে গুরুনিন্দা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। মহাপ্রসাদে স্পর্শাস্পর্শ বিচার এবং বৈষ্ণবের পুণ্য বা ... আসা না তাহাদের অন্যতম কৃত্য হইয়া পড়ে। নিজে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া নিজ বৈষ্ণবচরিত্রে মৎসরতাবশতঃ কালিমা আরোপ করাও তাহাদের একটা স্বভাব।

গৃহমেধীয় ধর্ম্মে শ্রীহরিতোষণ নাই। হরিসেবা-কারী মঠবাসী। মঠবাসই নিষ্কপটতা। গুরু-ভক্তিমঠের ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। মঠের বাহিরে মঠের নামে যাহা চলিতেছে তাহাতে সকলনাশ হয়। মঠের ভিতরে যে সব কাজ চলিতেছে মাত্র সেই কাজই হইল সেবা বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল। বৈষ্ণবের সঙ্গী হইতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে হরিভক্তির চতুঃসীমানায় প্রবেশ লাভ হইবে না।

... বস্তুত কৃষ্ণজ্ঞান করিলে ... 'আমি বোকারাম থাকিয়া যাহা বুঝিয়া বসিয়াছি তাহাই ঠিক', এইরূপ মনে করিলে ... অন্ধকারেই থাকিলাম। পর্ব্বতের উপর বৃক্ষসকল আছে, দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যদি পর্ব্বতে বৃক্ষ নাই বলিয়া ডিক্রি ... করি তাহা হইলে সকলই অসুবিধা হইবে।

স্বাপাতদর্শনে হরিগুরুবৈষ্ণবের আচরণে শাস্ত্রবিরোধ প্রতীয়মান হইলেও তাঁহাদের কৃপার অভাবে মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলে তাঁহাদের উপর দোষারোপ করা পাষণ্ডতা। হরিগুরুবৈষ্ণব জীবের যোগ্যতানুসারে কৃপা ও বঞ্চনা করিয়া থাকেন।

কাপট্যযুক্ত হইয়া যদি হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার অভিনয় করি তাহা হইলে পরিণামে বঞ্চিতই হইতে হইবে। সমস্ত বৎসর মাঠে পরিশ্রম করিয়া ফসল সংগ্রহের কালে যদি শ্যামাঘাসই লভ্য হয়, তাহা হইলে উদর পূর্ত্তি হইবে? না পুনরায় কৃষিকার্য্যের সময় থাকিবে? চৈতন্যমঠের দোহাই দিয়া কেবল সংসারে মত্ত হইয়া গেলে শেষে ঐ রকম মজা পাওয়া যাইবে। এখন কিন্তু বুঝিতে পারা যাইবে না। সেজন্য আবার বলি, আবার বলি, আবার আবার বলি, আপনারা সকলেই বলুন ও বলান শুধু মানুষকে নহে, যে যেখানে আছে, সকলকে সর্ব্বক্ষণ বলুন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

বৈধভাবে জীবন-যাপন করিলে স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত লাভ হইবে, যদি পুণ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অবৈধভাবে চলিলে পরস্ত্রী সঙ্গাদি লাভ এবং তাহাতে নরক লাভ হইবে। কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যের আচরণ দরকার। নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান নহে, উহা ভক্তি—শুদ্ধভক্তি।

যাঁহারা সেবক, তাঁহারা নিত্যকালের জন্য প্রতিক্ষণ কেবল আচরণমুখে প্রচার করিবেন। যাহা ইহ জগতে কখনও কেহ কোনদিন শুনে নাই ঐরূপ অপ্রাকৃত কথায় ভরপূর থাকিবেন। যাঁহারা এইরূপ আচরণ দ্বারা সেবাই করেন, তাঁহারাই মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠবাসী, অন্যে নহে, নিশ্চয় নহে, নিশ্চয় নহে, নিশ্চয় নহে। আপনারা জগতকে যে শিক্ষা দিতেছেন তাহার আত অল্প একবিন্দু অংশ যদি গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে চিরকাল বলিব, আবার বলিব, আবার বলিব,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বামন, স্থানু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৪৫

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:•:(*).•:——

আজ শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন পরমারাধ্যতম পতিতপাবনশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথি-পূজা। এই শুভতিথি সকলেরই পূজনীয়া ও সম্মানার্হা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি আপনজ্ঞান না হইলে তাঁহার বিরহ উপলব্ধি হয় না। দীন অকিঞ্চনগণই তাঁহার বিরহকাতর হইয়া কীর্ত্তন-ক্রন্দন করিয়া থাকেন। যে হৃদয়ে সম্ভোগাগ্নি সর্ব্বক্ষণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, সেখানে বিরহের স্থান নাই। এই বিরহই ভজন। বিরহই সেবার পরাকাষ্ঠা। যেখানে ভগবান্ ও ভক্তের বিরহ নাই, সেখানে সেবাও নাই। এই বিরহের অপর নাম বিপ্রলম্ভ। শ্রীভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত-গণের অমর চরিতই অপ্রাকৃত বিরহ সাহিত্য। এই বিরহ মনের ধর্ম্ম নহে, তাহা আত্মধর্ম্ম। বিরহব্যথিত হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণের বসিবার উপযুক্ত স্থান। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিরহই জীবের হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া সেই শুদ্ধ হৃদয়সিংহাসনে কৃষ্ণকার্ষ্ণের আসন রচনা করিয়া থাকে। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-কথাই বিরহী ভক্তের জীবাতু স্বরূপ। বিরহিণী গোপিনী যেমন প্রাণবল্লভের বিরহে কাতরা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে, কীর্ত্তন করিতে ও আলোচনা করিতেই ভালবাসেন, তদ্রূপ বিরহকাতর ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাতেই রত থাকেন। তাই আজ বিরহকাতর বৈষ্ণবগণের হৃদয় বিরহাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন শুদ্ধভক্ত আরামে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব হইতেছে। শ্রীধামবাসী ভক্তগণ আজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শুদ্ধবৈষ্ণবগণসঙ্গে সংকীর্ত্তনমুখে ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সে ভক্ত নহেন, তিনি গৌরশক্তি, তিনি অবতার। তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি মহা-মহাবদান্য। 'ভক্তি' অর্থে পরা বিদ্যা—শুদ্ধা সরস্বতী—অকিঞ্চনা শুদ্ধবিদ্যা। যিনি বর্ত্তমান যুগে সেই ভক্তির বিনোদ—প্রীতিবর্দ্ধন—সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিত্যোপাস্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। তাঁহার দয়ার কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই হৃদয় কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া উঠে। তাই সকলের শ্রীচরণ ধরিয়া প্রার্থনা করি,—

> শ্রীভক্তিবিনোদ-দয়া করহ বিচার।
> বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দয়ার কথা অপার ও অনন্ত। তাঁহার দয়ার প্রধান যন্ত্র—প্রেম। ষড়্‌গোস্বামী প্রভুগণের ন্যায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীগৌরসেবাসক্ত লেখনী অবিশ্রান্তভাবে লক্ষ মুখে, কোটি মুখে, অর্ব্বুদমুখে জীবে দয়া করিবার জন্য—জীবের হৃদয়-কন্দর মার্জ্জন করিবার জন্য—শ্রীসচ্চিদানন্দ নাম প্রভুর হর্ম্ম্য পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য—শ্রীমদ্ভাগবতের বিলাস, শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাস, অমর শ্রীহরিনামের অমিয় বিলাস-বৈভব বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার লেখনী একাধারে প্রেম-প্রচারণ ও পাষণ্ড-দলনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও ষড়্‌গোস্বামী প্রভুগণের নিত্যলীলার ধারা সংরক্ষণ করিয়াছেন।"

মানবজাতির প্রতি এত করুণা কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। তাঁহার গৌরকৃষ্ণপ্রীতি ও গৌরধামপ্রীতি অতুলনীয়া। গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকাম পূরণের জন্যই ঠাকুর এই জগতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় একশত ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জীবকল্যাণ বিধান করিয়াছেন। নদীয়ার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাতেই আমরা সেই ভক্তিবিনোদ-পাদপদ্মের সন্ধান ও তাঁহার অপার কৃপার কথা অল্প-বিস্তর জানিতে পারিয়াছি। তিনি ছিলেন পরমহংসকুলচূড়ামণি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের সম্বল হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি-স্বরূপ ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি মহাভাবময়ী আহ্লাদিনীর—কৃষ্ণপ্রণয়ীর প্রকাশময় কায়ব্যূহ—তিনি শ্রীরাধার নিজজন। তিনি গৌরপ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার বলিয়াছেন,—

> কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
> কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

গৌরশক্তি ব্যতীত কলিযুগে বিশ্বের সর্ব্বত্র গৌরনাম, গৌররূপ, গৌরগুণ, গৌরলীলা ও গৌরবাণী প্রভৃতি প্রচারিত হইতে পারে না। শ্রীভক্তিবিনোদে ঐ সকল প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুরের যাবজ্জীবন অখিল-চেষ্টা গৌরনাম-ধাম-কাম-প্রচারেই নিযুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন কৃপাসাগর। তিনি নামাচার্য্য। শুদ্ধভক্তের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তির কথা—অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা জগতে বিলুপ্ত হইলে বর্ত্তমান যুগে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই একমাত্র কৃপাপূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী জগতে পুনঃ প্রকট করিয়া প্রচার করেন। নিরপেক্ষ ও নির্ম্মৎসর হইয়া বিচার করিলে এই কথার পরম সত্যতা নিষ্কপট ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিপ্র-সম্রাট শ্রীস্বরূপ দামোদরের বংশে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য না হইলে গৌরবংশধর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুপাদপদ্মের কথা উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা অকপটে ভগবানের নিকট কৃপাভিখারী হইবেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজজন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম সৌভাগ্যশালী মনে করিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ভক্তিভাগীরথীর ভগীরথ। তিনি ভক্তিগঙ্গাকে অমৃতধারায় প্রবাহিত করিয়া বিশ্ববাসিগণকে অভক্তির গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইহা গল্পের কথা নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষ সত্যকথা। শ্রীভক্তিবিনোদ নামচিন্তামণির জনক, শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক, শ্রীভক্তিবিনোদ যুগাচার্য্য। তিনি গৌরজন্মস্থানের পুনরুদ্ধারকারী। তাঁহার অনন্ত অগাধ চরিত্র সাধারণের পক্ষে অচিন্ত্য। তিনি অনন্তগুণসম্পন্ন ও কৃতজ্ঞকীর্ত্তি। তাঁহার গুণের কোটাংশের একাংশ বর্ণনার সাধ্যও আমাদের নাই। তাই তাঁহার বিরহবাসরে তাঁহার কৃপাভিক্ষাই আমাদের একমাত্র সম্বল—তাঁহার দয়াই আমাদের একমাত্র ভরসা।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর বা উলায় বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ১৮ই ভাদ্র বা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার প্রাণ, জীবন, ভূষণ ও যথাসর্ব্বস্ব ছিল। তিনি বলিতেন,—"নদীয়ার ঠাকুরকে আশ্রয় করিলেই বাঙ্গালীর প্রকৃত জাতীয়তা, প্রকৃত দেশপ্রেমিকতা এবং বিশ্ববাসীর প্রকৃত বিশ্ব প্রেমিকতা সাধিত হইবে। যতদিন ভক্তির বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। মনুষ্যদেহ দুর্লভ। ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়। যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি—এইরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। বৃথা গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা জল্পনা, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি পরম ভক্তি-নাশক। ভক্তিসাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা তত্ত্ব ও হরিকথা আলোচনা ও হরিনাম করিবেন। বৈষ্ণবচরিত্র নির্ম্মল। তাঁহার কোনও অংশ গোপন করিবার বস্তু নহে। সদাচারই বৈষ্ণবের ভূষণ। স্বীয় চরিত্র সর্ব্বত্র প্রকাশ পূর্ব্বক শিক্ষা দাও। কেবল কথা দ্বারা শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হয় না, চরিত্রের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বা মিছাভক্তির সহিত শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভেদ জানাইয়া বিশ্বের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য যত প্রকার ভোগ ও মোক্ষমূলক সাধনপ্রণালী বা বৈষ্ণবনামধারিগণের মিছাভক্তি, তাহাতে স্ব-স্ব ভোগের কথা কোনও না কোন আকারে লুক্কায়িত আছে। কিন্তু শ্রীরূপানুগ ভজন সম্ভোগবাদ নহে, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বরাট্ পরমপুরুষের জন্য নিখিল আত্মার স্বাভাবিক নিচ্ছেদময় ভজন। [illegible] শ্রীল ঠাকুর শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের অভূতপূর্ব্ব বিচার প্রদর্শন করিয়া জীবগণকে মহাবিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন যে,—শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত কোন অবস্থাতেই কোন জীব সুখী হইতে পারে না। ইহা প্রত্যেক জীবের একমাত্র অপরিহার্য্য ও মুখ্য কর্ত্তব্য—গৌণ কর্ত্তব্য নহে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধ বা আশ্রয়নীয় বিচারে কৃষ্ণ, অভিধেয় অর্থাৎ উপায় বিচারে ভক্তি এবং প্রয়োজন বিচারে আনুষঙ্গিক ভোগ ও মোক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ ও মৌনী প্রভৃতি বৈষ্ণবগুণসমূহ শ্রীল ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিময় জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তিনি বঙ্গদেশের অজ্ঞানতার, কপট ও অজ্ঞানের [illegible] ধূলি উড়াইয়া দিয়া [illegible] পরিমার্জ্জিত করিয়া [illegible] করিয়াছেন। তিনি শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, চৈতন্যশিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, শরণাগতি, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র, প্রভৃতি স্বলিখিত গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের নির্য্যাস [illegible] করিয়া সারগ্রাহী সত্যানুসন্ধিৎসুগণের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছেন। [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] [illegible] ও শুদ্ধ [illegible] [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] দুই [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভোগী নহেন, ত্যাগীও নহেন। তিনি [illegible] স্বতন্ত্র [illegible] মাত্র। শুদ্ধকৃপাশ্রয়েই তাঁহার [illegible] স্বরূপ

আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সুতরাং অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক [illegible] শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। সম্মিলিত কীর্তন [illegible] আমাদের সাম্প্রদায়িক [illegible] —[illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible], [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে, [illegible] [illegible], বক্তা, শ্রোতা ও অনুশীলন [illegible] জগতের [illegible] [illegible] হইবে, সন্দেহ নাই। তাহা [illegible] সমগ্র জীব [illegible] হইবে, ইহাই আমাদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা। [illegible] ভক্তিবিনোদের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] হইবে, অন্য কোন উপায়ে নহে, ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ভক্ত্যাভাস

ভগবানই ভক্তির বিষয়। ভক্তি মানসিক উদ্ভাবনা বা কাল্পনিক কোন বস্তু নহে। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি—তিনটীই অদ্বয়। ভগবানের সহিত ভক্তের যে প্রীতির যোগসূত্র, তাহাই ভক্তি। ভক্তি অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, অব্যভিচারিণী ও সর্বাভিরামা। উত্তমা ভক্তি বলিতে নির্গুণ, নিত্য, অমিশ্র, কেবলা ও অকৈতবা ভক্তি বুঝিতে হইবে। ভক্তি বিরহবর্দ্ধিনী ও সম্ভোগবর্দ্ধিনী অর্থাৎ ভক্তি মিলন ও বিচ্ছেদময়ী। আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। সেবাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য-সর্বস্ব নাম ভক্তি। কৃষ্ণসম্বন্ধে কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ প্রচেষ্টা হইতেই ভক্তিনাম লাভ করে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন এই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্মাদি অনাবৃত—এই দুইটী ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। অনুকূলচেষ্টাই ভক্তি, প্রতিকূলচেষ্টা ভক্তি নহে। কৃষ্ণ-সেবাই ভক্তির স্বরূপ। কৃষ্ণানুশীলন অনুকূল না হইলে [illegible] হইলেও অন্যাভিলাষ থাকিলে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না। ভক্তি দ্বারা ভগবানকে নিশ্চয়ই লাভ করা যাইবে। ভক্তি ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র পন্থা ও উপায়। ভক্তিপথ ছাড়িয়া অন্য উপায়ে ভগবানকে লাভ বা ভগবানের সাক্ষাৎকার করা যায় না।

অনুশীলন অর্থ অনুক্ষণ সেবা। কৃষ্ণ-সম্বন্ধী বা কৃষ্ণার্থে অনুশীলনকে কৃষ্ণানুশীলন বলে। [illegible] [illegible], যাহার বিরতি নাই [illegible] [illegible], তাহাই অনুশীলনের স্বরূপ লক্ষণ। তদ্বিষয়ক শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু-শব্দে পশ্চাৎ। পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। 'শীল' ধাতুর অর্থ সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া। অতএব অনুশীলনে কখনও শিথিলতা আসিতে পারিবে না।"

এই কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের কৃপা দ্বারাই লাভ হয়। এই কৃষ্ণানুশীলনরূপী ভক্তি স্বরূপশক্তির নিত্য বৃত্তিবিশেষ। ইহা স্বরূপ, অপারত্ব হইয়াও কায়িক, বাচিক ও মানসবৃত্তিতে অপার [illegible] আবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহা প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। [illegible] শরীর [illegible] পর্যন্ত [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—এই [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] (অকৃত্রিম [illegible] ও [illegible] [illegible]) বাক্‌চেষ্টা, কায়চেষ্টা ও মানস চেষ্টা। [illegible] প্রীতি-বিষয়াত্মক মনের [illegible]। অনুশীলন বিবিধ হইলেও [illegible] [illegible] [illegible] অনুশীলনের অন্তর্গত। অতএব চেষ্টা ও ভাব উভয়েই পরস্পর [illegible] [illegible] চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের [illegible] [illegible] হয়।

ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা যেখানে, সেখানে ভক্তি নাই। ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু। কায়িক ও মানসিক ভোগসুখমাত্রই ভুক্তির অন্তর্গত। শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভুক্তিবাঞ্ছা একেবারেই দূর করা উচিত। বিষয় ছাড়িয়া বনে গেলেও ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হয় না। [illegible] অনাসক্ত হইয়া [illegible] বিভাগ পূর্বক ভক্তিসম্বন্ধ আগ্রহ করিলে ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হয়। যখন জীবের কৃষ্ণভজনে রুচি হয়, তখন জীবের বিষয়রাগ থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ দূর হয়। হরিসম্বন্ধি-বস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাগ করার নামই অভক্ত-মুক্তিবাঞ্ছা। ইহাও প্রচ্ছন্ন-ভোগ। সুতরাং ভুক্তিবাঞ্ছা যেরূপ দূর করা দরকার, মুক্তিবাঞ্ছাও সেরূপ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

ভক্তি জীবের আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলন। জীব চিন্ময়, কৃষ্ণও চিন্ময়। যে ভক্তিবৃত্তি দ্বারা জীব ও কৃষ্ণে নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাও নিত্য ও বিশুদ্ধ চিন্ময়। জীব শুদ্ধাবস্থায় থাকিলে ভক্তিবৃত্তির স্বরূপলক্ষণই প্রকাশ করে, তখন তটস্থ লক্ষণের অবসর থাকে না। বদ্ধজীব ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট যখন কৃপা ভিক্ষা করে, তখনই তাহার মঙ্গল হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—"পরমকারুণিক কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্বক সংসারক্লেশোদ্ধৃত কৃপাভিলাষী জীবের হৃদয়ে পবিত্র শুভক্ষণে বীজস্বরূপ শ্রদ্ধানাম্নী একটী অসম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করেন। সেই বীজ সাধুসঙ্গের অনুশীলন দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। অবশেষে জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে ভক্তিলতায় প্রেমরূপ ফলের উৎপত্তি করে। যে দিবস ঐ শ্রদ্ধাবীজের লাভ হয়, সেই দিন হইতেই জীবহৃদয়ে ভক্তিদেবীর উদয়। শ্রদ্ধা ভক্তি একটী সুকুমারী বালিকা। জীবের হৃদয়ে তাঁহার অবস্থিতি হইলে সেই সময় হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে নীরোগ রাখা কর্তব্য। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রৌদ্র, শীত, উষ্ণ বাত, ক্ষুৎ, [illegible] হইতে সর্বদা রক্ষা করেন, তাহাও তদ্রূপ [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত অপায় হইতে রক্ষা করিবেন, নচেৎ জ্ঞান, কর্ম, যোগ, [illegible], [illegible] অনিষ্টকর [illegible] ক্রমশঃ উহাকে [illegible] [illegible] [illegible] না, অবশেষে হইয়া ক্রমশঃ অন্যাচার ধারণ করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঐ শ্রদ্ধাদেবী ভক্তিরূপা না হইয়া অনর্থরূপা হইয়া থাকেন। যে পর্যন্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গরূপ দাত্রী দ্বারা পোষিত হইয়া এবং ভজনোত্থ [illegible] [illegible] অনর্থশূন্য হইয়া শ্রদ্ধাদেবী নিষ্ঠারূপে উন্নীত না হন, সে পর্যন্ত তাঁহার অমঙ্গলাশঙ্কা দূর হয় না। নিষ্ঠা হইলে আর কোন অনর্থই তাঁহাকে সহজে পরাজয় করিতে পারে না।"

ভক্তিই জীবের একমাত্র আনন্দময়ী প্রবৃত্তি। এই [illegible] ব্যতীত অন্য কোন কিছুতেই জীব আনন্দ পায় না। ভক্তি ব্যতীত আর কেহই আনন্দ দিতে পারে না। ভক্তির মাহাত্ম্য পাইলে কর্ম কখনও কখনও আরোপসিদ্ধা ভক্তিরূপে এবং জ্ঞান কখনও কখনও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। তাঁহারা কোন সন্দেহ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি হইতে পারে না। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি কেবলশুদ্ধ, আত্মানন্দ-স্বরূপ। আরোপসিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা, মিশ্রভাবপ্রকাশিনী। শুদ্ধভক্তের সঙ্গসিদ্ধা বা আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে রুচি হয় না। কারণ উহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, ভক্তি নামটী অজ্ঞ লোক দ্বারা তদুপরে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ভক্তি বলা যায় না, ভক্ত্যাভাস বলা যায়। যদি সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যাভাস দ্বারা ভক্তির স্বরূপের পোষণ হয়, তবেই উহারা চরমে ভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে। সেইজন্য সাধুগণ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকেই বরণ করিবার উপদেশ দেন।

ভক্ত্যাভাস ভক্তির তটস্থ লক্ষণের অন্তর্গত তত্ত্ব। মায়াভিনিবেশ বা জড়াসক্তিই জীবের উপাধি। উপাধিযুক্ত অবস্থায় জীবের ভক্তি সহজেই বিকৃত হইয়া ভক্ত্যাভাসরূপে পরিণত হয়। নামাভাস যেরূপ কাম্য নহে, ভক্ত্যাভাসও সেইরূপ আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। সুতরাং যাঁহারা শুদ্ধভক্তির জন্য লালায়িত, তাঁহারা সম্যগ্‌রূপে ভক্ত্যাভাসকে অতিক্রম করিয়া কেবলা ভক্তিকে আশ্রয় করিবেন।

ভক্ত্যাভাস দুইপ্রকার—প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস ও ছায়াভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস জীবের অপরাধ। আর ছায়াভক্ত্যাভাস জীবের অসম্পূর্ণতা।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, "নিরুপাধিত্বই ভক্তির মুখ্য স্বরূপত্ব এবং উপাধিযুক্তত্বই ভক্তির আভাসত্ব। এই আভাসত্ব গৌণীবৃত্তি দ্বারাই প্রবর্তমান।" প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস তিন প্রকার—নির্বিশেষ জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস, বহির্মুখ-কর্মাবৃত ভক্ত্যাভাস ও [illegible] ভক্তিবৃত্তিজনিত ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসে ধূর্ত্ততা ও কুটিলতা আছে। ছায়া-ভক্ত্যাভাস প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসের ন্যায় কুটিল ও ধূর্ত্ততাপূর্ণ নয়। ইহাতে সরলতা ও সদাগ্রহ সর্বদাই থাকে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"ছায়া ভক্ত্যাভাস শুদ্ধভক্তির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। ছায়া ভক্ত্যাভাস স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র কৌতূহলময়, চঞ্চল ও দুঃখহারী। [illegible] [illegible], প্রিয়কাল, প্রিয়দেশ, [illegible] [illegible] সম্বন্ধে কোনরূপ ইন্দ্রিয়ক মাত্র অবলম্বন পূর্বক স্বরূপ-তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকদিগেরও তাহা লক্ষিত হয়। [illegible] হউক, অথবা দুষ্ট সম্পর্কে [illegible] হউক, ভাবছায়া কখনই [illegible] ভাগ্যোদয় ব্যতীত উদিত হয় না। যেহেতু যত শুভ পাবনাদেই [illegible], ভাবছায়া একবার উদিত হইলেই উত্তরোত্তর মঙ্গল জন্মে। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করিতে থাকিলেই ভাবাভাসও [illegible] [illegible] [illegible] হয়। পুনশ্চ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইলে আকাশস্থ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ উত্তম ভাবাভাসেরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগপীঠে হরিকথা

স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাবলী নিয়মিতভাবে আলোচনা হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীপরমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুঞ্জবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলরূপ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবরবান্ধবনিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক - শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীবঙ্কগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমতাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপাপকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ পঙ্কলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীবক্রসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপাভিলাষক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাখরাবাদ, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরামলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীরবীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিনকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীগুরুতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড, গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীসেবানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীস্বরূপগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবলরামবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব দর্শন ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয়ের গবেষণা এবং পাঠক সেবার অমূল্য আস্বাদন এক প্রকাশ ... ইহাতে বিরাট অনন্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাবিধ বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা বর্ণনা। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব স্বয়ং-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'-টীকা ভক্তের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু টীকা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

FROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
৯ম স্কন্ধ— ২৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) — ১৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা) — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
[illegible]। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ৷০
[illegible] বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। দ্বাদশ আলবার — ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক — ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা — ।৵০
২২। ভজন রহস্য — ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) — ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য — ৷০
২৭। মুক্তিকাফলটীকা কলমৌক্তিক (সানুবাদ) — ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ দর্শন — ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
৩৫। গীতমালা — ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) — ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ — ।০
৪০। শরণাগতি — ৵০
৪১। গীতাবলী — ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা — ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) — ২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক — ⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক — ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ — ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) — ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ — ⁄০
৬০। সাধারণী — ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ২৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলানুভসারঃ — ৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ৮০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ — ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ — ⁄০
৬৯। সারসংগ্রহনম্ — ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ — ৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত — ৷০
৭২। নাম ভজন — ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজী — ।০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস — ।৵০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ — ৷০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং — ⁄০
৭৮। দি ভাগবত — ।০
৭৯। হবো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন — ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা — ৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৸০
৮৫। সাধনপথ — ৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু — ⁄১০
৮৭। গীতাবলী — ⁄১০
শরণাগতি — ⁄০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী — ৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী — ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি — ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——::•::——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷৹	১৷৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:•:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

——::•::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, ম? ?? ?? বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলে ধামবাসীরাই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬ ২১	৭ ১৪	১০-১৬	১৫-১৬	১৮-৫৬	১৯-৫০	২২ ২৬
দমদম "	৪ ৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬ ১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ			৯-৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮ ৫১	৮ ৪০	১০-৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ			৭ ১০	১০ ৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০ ৩০	
মহেশগঞ্জ "			৭ ৪৫	১০ ৫১	১০-২৫	১৮ ১৫	২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ			৭-৫৩	১০ ৫৯	১৫ ৩৩	১৮ ১৯	২১ ১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৪১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪		৯-১২	১৬-৩	১৬ ৩১	১৮-৭৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৭		৯ ২১	১৬ ১২	১৬-৭০	১৮ ৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭		৯-৫৫	১৬-৬৬	১৭ ১৪	১৯ ২১	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ					১৫ ৫৬	১৭-৪২		
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৫ ৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কট সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১.০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসু যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার গুরুভক্তিসিক্ত সুসঙ্গত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্র হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি উত্তরোত্তর অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;

বেহালা, ২৪ পরগণা।

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রী শ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:•:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷৽ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:•:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷৽
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১১ই আষাঢ়, ১৩৪৮; ২৬শে জুন, ১৯৪১, বৃহস্পতিবার [৯৪তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—::•::—

খাকসারদের প্রতিশ্রুতি

খাকসারগণ মসজিদের বাহিরে আসিলে তাহাদিগকে যদি গ্রেপ্তার করা না হয় তাহা হইলে তাহারা রাস্তায় কুচকাওয়াজ করিবে না, ইউনিফরম অথবা বেলচা ব্যবহার করিবে না এবং মসজিদের মধ্যেও লুকাইয়া থাকিবে না বলিয়া সীমান্তের খাকসার নেতা মিঞা আমেদশাহ সম্প্রতি পেশোয়ারের ডেপুটি কমিশনার মেজর ইসকান্দার মির্জার নিকট এক প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। আপোষের পর সমস্ত বিচারাধীন খাকসারকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। দণ্ডিত খাকসার-দিগকে মুক্তি দিবার জন্য ডেপুটি কমিশনার মারফৎ গভর্ণরের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। গত ১৯শে জুন রাত্রিতে মসজিদে খাকসারদের এক সভায় মিঞা আমেদশাহ খাকসারদিগকে কি করিয়া আপোষ-নিষ্পত্তি সংস্থাপিত হইল তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বলেন যে, খাকসারগণ সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে না বলিয়া তিনি খাকসারদের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই বিষয়ে খাকসারগণ সম্পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে।

———

স্বদেশে অভাব নিবারণের উদ্দেশ্যে রুজভেল্টের আদেশ

পেট্রোলজাত সকল জিনিষের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একটি আদেশ দিয়াছেন। আমেরিকার পূর্ব্ব অঞ্চলে সমুদ্র তীরবর্তী বন্দরসমূহ, হইতে মাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্য, মিশরে ও পশ্চিম গোলার্দ্ধে রপ্তানী করা চলিবে।

জানা গিয়াছে যে, তৈল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারীকে প্রেসিডেন্ট আদেশ দিয়াছেন। মার্কিণের পূর্ব্ব উপকূলেও আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলে তৈলসরবরাহের জন্য তৈলবাহী জিনিষ-গুলির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা হইবে।

———

কূপের জল পানে বিপত্তি

জলপাইগুড়ি জেলার জোড়পুর নামক তীর্থে বাৎসরিক যাত্রা শুনিবার জন্য যে সকল যাত্রী সমবেত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে শত শত যাত্রী একটি পবিত্র কূপ হইতে জল পান করিবার পর কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া মর্ম্মান্তিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটি সংবাদে জানা যায় যে, স্ত্রী ও শিশুসহ প্রায় দুই হাজার লোক মারা গিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, যে সকল বলদ যাত্রীদের গাড়ী টানিয়া আনিয়াছিল তাহাদেরও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। এমন কি, যে সকল শকুনি বলদগুলির মৃতদেহ খাইয়াছিল, তাহাদিগকেও মৃত অবস্থায় দেখা যায়। এইরূপ প্রকাশ, কলেরায় আক্রান্ত শত শত গ্রামবাসী তাহাদের নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া ঐ সকল গ্রামে রোগ সংক্রামিত করে। কলেরায় আক্রান্ত ও মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। জলপাইগুড়ি হইতে ঘটনাস্থলে চিকিৎসা সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে এবং কূপগুলির সংক্রমণ দোষ দূরীভূত করা হইয়াছে। পুলিশ ও চিকিৎসা-বিভাগীয় ও কর্ত্তৃপক্ষ কলেরার ভীষণ সংক্রমণের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং চিকিৎসা-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত পবিত্র কূপের জল পরীক্ষা করিতেছেন।

———

আসামে ছাত্রদের কৃতিত্ব

আসামের জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় আসামের ছাত্রগণের ফল অত্যন্ত প্রশংসনীয় হওয়ায় তাহাদের প্রতি অভিনন্দনের চিহ্নস্বরূপ ৩০শে আগষ্ট সোমবার সমগ্র প্রদেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ছুটি দিবস পালন করিতে হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে গুণানুসারে প্রথম দশটী স্থানের মধ্যে আসাম প্রথম তিনটি স্থান ও অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আসামের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ১৯ জন প্রত্যেক মোট মার্কের অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ লাভ করিয়াছে।

———

ভারতবর্ষ হইতে চা ক্রয়ের চেষ্টা

জাপানের সরবরাহ বিভাগীয় মন্ত্রী মি কোবায়াসি গত ১৮শে জুন 'ডেইলী' এক বিবৃতি দান করিয়া বলে, একটি কেন্দ্রীয় চা ক্রয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষ হইতে সরাসরি চা ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

উক্ত বোর্ড ইতঃপূর্ব্বে আমেরিকা হইতে কিছু চা ক্রয় করিয়াছে এবং সেগুলি জাহাজে এদেশে লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে সে পরিমাণ চা যথেষ্ট নহে বলিয়া আরও বেশী পরিমাণ চা ভারতবর্ষ হইতে ক্রয়ের জন্য কথাবার্ত্তা চালান আরম্ভ হইয়াছে।

———

ভারত ও ব্রহ্মের বিমান সার্ভিস

কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে একটি বিমান সার্ভিস খুলিবার জন্য ভারত সরকার ব্রহ্ম-সরকারের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেখানে ব্রহ্ম-সরকার তাহার কথা ভাবিতেছেন। অধুনা ব্রহ্ম ষ্টেটের অন্যতম সভা ... তাহার আলোচ্য বিষয়াবলী হইতে বিমান সার্ভিস গঠনের এই প্রস্তাবের কথা জানিতে পারা গিয়াছে।

———

মার্কিণ সাবমেরিনের বিপদাশঙ্কা

পোর্টসমাউথ (নিউ হ্যাম্পসায়ার) উপকূল হইতে খানিকটা দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠের ৩৭৫ ফিট নীচে "গভীর জলে ডুবিবার পরীক্ষা" দিতে যাইবার পর একখানা সাবমেরিনের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সাবমেরিনখানাতে দুইজন অফিসার এবং ৩১ জন নাবিক ছিল এবং উহা নিকটবর্তী পৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিবার কথা ছিল। মার্কিণ নৌবিভাগ বলেন যে, সাবমেরিনখানার নিরাপত্তার জন্য গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে।

... পারে যে, ... সেখানে ... হইয়াছে ...

———

... সরকারের ... আদায় ...

কৃষকদের বর্ত্তমান অসুবিধায় তাহা-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য ... সরকার প্রায় ৬৫৪,০০০ টাকা ... আদায় স্থগিতের আদেশ মঞ্জুর করিয়াছেন।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহোদয় লিখিত ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের ভূমিকা সম্বলিত। সম্প্রদায় ও বর্তমান প্রচারকগণের গবেষণা এবং প্রামাণিক লেখনীর অদ্ভুত কল আশ্চর্য্য সমন্বয়। প্রত্যেক শিক্ষিত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ঐতিহাসিক ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৭৩৭ ডবল ক্রাউন আটপেজ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও শব্দসূচী বর্ণানুক্রমে সংযুক্ত পরিশিষ্ট-Index Glossary) সহ অধুনা প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে আলোচিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তন্ত্রমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য রূপে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা কণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব সমালঙ্কারে নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু টীকা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীল নরহরি সরকার ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থ একটি নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য বিষয় আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবস্মৃতি ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রবন্ধ আলবর ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ৷০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (যন্ত্রস্থ) ২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৯। সারসংগ্রহর্বর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ৷০
৭২। নামভজন ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজী ৷০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। কলো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ৷০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ⁄০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

সজ্জন তোষণী | ...

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক [illegible] তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে [illegible] ও [illegible] মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীগোপীঠ-মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিশুদ্ধ স্তব ও প্রণাম এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীঠ মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৩শ বর্ষ } ১৭ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১২ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে জুন ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ৯৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ বামন, নিত্য কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::•::—

ভক্তের জীবন কেবল ভক্তিময়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অনুসন্ধানময়। অপ্রাকৃত গোপীপদরেণু শিরে ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেই কৃষ্ণসেবা হয়—নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের পদপরাগ শিরোভূষণ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণাদি সকলেরই একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণসেবা না করিলে সকলকেই যমদণ্ড্য হইতে হয়। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে গোস্বামী হইতে হইবে। কায়মনোবাক্যবেগ যিনি সংযত করিতে পারেন, তিনিই ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী। কায়মনোবাক্যে মহাভাগবতের সেবাই কৃষ্ণভজনের মূল। বৈষ্ণবকে হৃদয়ের সহিত আদর করিতে হইবে। আর অবৈষ্ণবকে লৌকিক বাহ্য সম্মান দিতে হইবে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি, তাহা হইলে আমাদের পতন অনিবার্য্য। বৈষ্ণবের জড়াহঙ্কার নাই।

ভগবন্নাম সাক্ষাৎ ভগবান্। প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টা হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। সমানাধিকারীকে প্রণাম ও কনিষ্ঠাধিকারীকে আদর অর্থাৎ উৎসাহ দিতে হইবে। ভজননিষ্ঠকে কায়মনোবাক্যে শুশ্রূষা করিতে হইবে, তাঁহার সেবার জন্য সমস্ত চেষ্টান্বিত থাকিতে হইবে। বাহিরের দৃষ্টিতে ভগবানের সেবা ছাড়িয়াও ভক্তের সেবা করিতে হইবে। নিরন্তর অপ্রতিবন্ধকভাবে একমাত্র ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যেই ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। সাধকের বিশুদ্ধমনে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়।

বিষ্ণু শঙ্খ চক্রাদি অস্ত্র ধারণ করেন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম আছে, তিনি নামী। সেই বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও তাঁহার দাস্যসূচক নামের দ্বারা আত্মপরিচয় প্রকাশ করা অর্থাৎ বিষ্ণুর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ হওয়াই বৈষ্ণবতা।

শাস্ত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও একমাত্র এই 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বা শ্রীনামই ছিলেন। সর্ব্বস্বতন্ত্র শ্রীনাম শাস্ত্রাধীন নহেন। শাস্ত্র যাঁহার ইচ্ছায় প্রকাশিত, সেই পরাৎপর বস্তুই শ্রীনাম। শাস্ত্র আগে, পরে শ্রীনাম বা মহামন্ত্র, এরূপ নহে। ব্রহ্মার হৃদয়েই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনাম প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

কপটী দুই প্রকার—ভোগী ও ত্যাগী। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই স্বপরের আত্মোপকারের প্রতি উদাসীন। যে আত্মা অন্য আত্মার প্রতি উদাসীন, ভগবান্ তাঁহাকে দয়া করেন না। ভগবান্ বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ। অণুর অংশের মধ্যে আবার যদি কেহ চুরি করিয়া কিছু রাখিয়া দেয়, ভগবান্কে সেইটুকুও দিবে না মনে করে, তাহা হইলে বিভুচিৎ তাহার কাছে প্রকাশিত হন না।

কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণকথা শ্রবণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই জিনিষটীর স্মৃতিহীন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কৃষ্ণের সহিত আমার যে function আছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানলাভে। ভোগী হইলে সুবিধা হইবে না, আবার অন্যায় বৈরাগী হইলেও সুবিধা হইবে না। যেটা যখন ভাল লাগে, তাহা বিচার করা উচিত। আমার ভাল লাগা জিনিষটী—স্বর্গাভিলাষ, তাহা কৃষ্ণাভিলাষ নহে। প্রত্যেকেরই প্রচারক বা কীর্ত্তনকারিরূপে পরিণত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কীর্ত্তনকারী হইতে হইলে প্রথমে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করা আবশ্যক। তৃণাদপি সুনীচ না হইলে পতিত্ব বা ভোক্তৃ-অভিমান অর্থাৎ কামিনীস্পৃহা নিদূরিত হয় না। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হইলে বাসনায় অস্থির হইয়া আত্মোজ্জ্বলগণের জন্য অর্থসংগ্রহস্পৃহা নিদূরিত হয় না, অমানি-মানদ না হইলে জড়-প্রতিষ্ঠাশা দূর হয় না।

যে ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' মনে করে, তাহার কখনও মঙ্গল হয় না। আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভক্তের সঙ্গ লাভ করা দরকার। মহাভাগবত নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করেন। শতকরা একশত কার্য্য মহাভাগবতের জন্য করিতে হইবে। আর ৬৬.৬ recurring কার্য্য মধ্যম ভাগবতের জন্য করিতে হইবে, ৩৩.৩ recurring কনিষ্ঠ-ভাগবতের জন্য করিতে হইবে।

যাহাদের বৈকুণ্ঠজ্ঞানের অভাব, তাহারাই অবৈষ্ণব। তাহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা সমস্ত বস্তু মাপিয়া লইতে চায়। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধান করেন। যিনি দেহধর্মী ও মনোধর্মী নহেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, এইজন্য বৈষ্ণবের প্রথমমুখে ব্রাহ্মণ হওয়া একান্ত দরকার। ব্রাহ্মণ হইয়া পূর্ণতা লাভ না করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অন্ততঃ আত্মার ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার। ব্রাহ্মণের অন্য কোন কৃত্য নাই—বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত। অন্য দেবতার পূজা করিলে ব্রাহ্মণ ছোট হইয়া যান। সারের সার—ব্রাহ্মণ অন্য দেবতার পূজা করিবেন না। কিন্তু বেদ বলেন—ব্রাহ্মণ একমাত্র বিষ্ণুরই পূজা করেন।

অনুকরণের চেষ্টা বৃথা, উহা অতি অন্যায় ও অশ্লীল। অনুসরণের চেষ্টা স্বরূপ। কি কি ভাবে সেবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া লইয়া সেবা করার নাম অনুসরণ। অনুকরণকারী নরকগমনের অধিকারী। অনুকরণে অসুবিধা, কেবল অনুসরণেই সুবিধা হইবে। সহজিয়াগণ নিজকে 'সহজিয়া' মনে করে, কিন্তু সেটা বড় [illegible] ব্যাপার। ক্ষুদ্র মায়িক জীবের puppy brain (বালক) আর কতটুকু! ইহজগতের লোক, দেবতা অথবা স্বর্গের দেবতা হইতে, এমন কি, নারায়ণের ভক্তগণ হইতেও [illegible] বড় হইয়া তাঁহার উপর ভগবানের উপদেশ [illegible] হইবে না। [illegible] সেবকগণও [illegible] বড় বস্তু। তাঁহাদের সেবা [illegible] কেহই বুঝিতে পারিবে না। [illegible] দুইটী প্রধান লক্ষণ [illegible] ভগবানকে [illegible] মনে করে, [illegible] করা ও [illegible] উহারা [illegible] হইয়া পড়ে [illegible] [illegible] থাকে—"শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে [illegible] মহাপ্রভু কি বলিয়াছেন, [illegible] বিবেচনা করে না [illegible] পরম দুর্ভাগ্য। শ্রীল

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কিছু শিক্ষ দিয়াছেন,

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হ'ব নিরয়গামী।

আত্মবঞ্চনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সত্য। এ আত্মবঞ্চনা বা নিজের প্রতারণা একটি মহাকপটতা। অন্যকে প্রতারণা করিলে আত্মবঞ্চিত হই। নিজে প্রতারিত হই। আত্মবঞ্চনা নিজের সম্বন্ধে অনিষ্টকারী প্রবৃত্তিতে ইহকাল ও পরকালের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চনাই আত্মবিনাশের মূল। আত্মবঞ্চনারূপ দুষ্কর্ম্মকে লইয়া আমরা অনেক সময় নিশ্চিন্ত থাকি।

আত্মবঞ্চনা অবস্থায় বা অজ্ঞতাবশতঃ অজ্ঞ, অসাধুকে সাধু, পণ্ডিত, মর্কট-বৈরাগীকে সাধু বলিয়া বরণ করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চক ব্যক্তি সাধুর পদাঙ্কে কর্ণপাত না করিয়া নিরন্তর বঞ্চকগণের পদাঙ্কই বহুমানন করে। অনেক সময় আমরা আত্মবঞ্চিত হইয়া মনে করি, আমার সদ্গুরু লাভ হইয়াছে, বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ হইয়াছে। অথবা কখনও নামাপরাধ করিয়া ভাবিয়া থাকি—আমি সত্য সত্যই নামগ্রহণ করিয়াছি।

আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি অত্যপ্রতিষ্ঠাকে বহু মানন করে। আমরা সাধুর নিকট আগমন করি—অনেক সময় কিছু পাইবার আশায় অথবা জনসমাজে কিছু প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য। অনেক সময় সাধুর উপদেশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি যখন আমাকে প্রতিষ্ঠা দেন তখনই আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। কপটতা করিয়া পূর্ব্বক সাধুর নিকট কিছু বলিলে, কোনও উপায়ে তাহার নিকট হইতে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। সাধুও আমার আত্মবঞ্চিত হইবার আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়া বিদায় দিয়া থাকেন—আমি পুনরায় আত্মবঞ্চনা দ্বারা বঞ্চিত হই।

অনেক সময় আমরা গৃহব্রতধর্ম্মে থাকিয়া মহোৎসবাদিতে যোগদান করিয়া থাকি কিছু চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিবার জন্য। সাধু আহ্বান করেন আমাকে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য কিন্তু আমার সে দিকে দৃষ্টি নাই। আর সময়, আমি হরিকথাবিমুখ, আমার চিত্তবৃত্তি আমার জিহ্বা ও উদরের তৃপ্তি হইতেছে, তজ্জন্য হরিনামরূপ দিব্যবস্তু আমি ছেড়ে বঞ্চনা করিতেছি। তাই কৃষ্ণভক্তগণের কৃপা পাইবার জন্য পরমকারুণিক পরমহংসকুলশিরোমণি সাধু বলিয়া আমাকে হরিকথামৃত পান করাইবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন আর আমি সাধুর উপদেশের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া হরিকথা শুনিবার ছল করিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু তাহাতে আত্মবঞ্চনা প্রতিনিয়তই হইতেছে।

কেহ অধিকারী ব্যক্তি। শত শত ভক্তের দাস আমি। আমি অধিকারী অর্থাৎ প্রভুত্ব পাইবার জন্য 'অধিকারী' প্রবণ করিতেছি। অধিকারের জন্য আমি ভক্তের দুঃখের কারণ হইতেছি। আমার পক্ষে সেই ভিক্ষুকের সেবা গ্রহণ না করিয়া আত্মস্বার্থের জন্য উপস্থিত হইয়া তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি। ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রকার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আমার অনুগত কোনও ব্যক্তি পাছে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়া হরিভজনে রত হয়, তজ্জন্য তাহাদের শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে মিলিতে নিষেধ করিতেছি। আমি একাধারে আত্মঘাতী ও পরঘাতী হইয়া পড়িয়াছি—একাধারে নিজহিংসা ও অপর জীবহিংসা করিতেছি।

আমি নিজে গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতেছি, অপর ব্যক্তি নিরন্তর হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে। আমি অনুমোদনের বঞ্চনাকারক শাস্ত্র হইতে আমার মনোমত অনুকূল বাক্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতেছি, বক্তৃতা করিতেছি, আর মধ্যে মধ্যে বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিয়া আরও আত্মবঞ্চিত হইতেছি। আমি সাধুর নিকট গমন করিয়া ব্যাপার, কখনও বা আমার ব্যবসায়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি, সাধুও আমার চিত্তবৃত্তি দেখিয়া আমাকে কপটতা দ্বারা বিদায় দিবার জন্য খুব প্রতিষ্ঠা প্রদান করিতেছেন—বঞ্চিত আমি সাধুর ঐ উক্ত বুঝিতে না পারিয়া লোকসমাজে গিয়া আবার বলিতেছি—'অমুক সাধু আমাকে কত সম্মান দেন।'

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের আশ্রয়ে অনেকে ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কোনও অভিমানী ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট আসিলে তাঁহারা ঐরূপ প্রতিষ্ঠা দিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। কিন্তু ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তি উহাকেই বড় আদরের বস্তু মনে করিয়া বঞ্চিত হইত।

যেদিন আমরা নিষ্কপট হইয়া নির্ব্বিকল্প ভাবে শ্রীগুরুর শরণ গ্রহণ করিতে পারিব, সেদিন আমরা সাধুর দণ্ডকে কৃপা বলিয়া মস্তকে ধারণ করিতে পারিব, সেদিনই বলিতে পারিব—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াদ্বা,
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

—সেইদিন হইতে আত্মবঞ্চনারূপ পিশাচী আর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

ভক্ত্যাভাস

(২)

ছায়া-ভক্ত্যাভাস চারি প্রকার—স্বরূপ অজ্ঞানজনিত ভক্ত্যাভাস ও তত্ত্বজ্ঞানাভাবজনিত ভক্ত্যাভাস। স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয় নাই অথচ সংসার হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, এরূপ স্থলে যে ভাবলক্ষণ দেখা যায়, তাহা স্বরূপজ্ঞানাভাবজনিত ভক্ত্যাভাস। স্বরূপজ্ঞান হইলেই ঐ ভক্ত্যাভাস শুদ্ধ ভক্তি হইয়া পড়ে। তুলসী, মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণবপদরেণু, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট, কোমলী, শ্রীমূর্ত্তি, গঙ্গা, জগন্নাথক্ষেত্র, শ্রীধাম ও ভক্ত প্রভৃতি অনেক ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু আছে। অজ্ঞানবশতঃ এ সমস্ত বস্তুর সংযোগেও দুর্বাসনা জীবের মঙ্গল হইয়া থাকে। ভক্ত্যাভাসের দ্বারাও সৎসঙ্গ লাভ হয় ও ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। তাহার প্রমাণ এই যে, মণিমাণিক্যের উদ্ধর হইয়া কোকিল ও মার্জ্জার প্রভৃতি অনেক পুরাতন দেবগৃহের ধারণপূর্ব্বক এক পুরাতন জীর্ণ মন্দিরে নৃত্য করায় তাহাতে ধ্বজারোপণ প্রভৃতির ফলপ্রাপ্তিতে তাহাদের নিত্যপদপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এরূপ ব্যাধাদি ও কুক্কুর-মার্জ্জারাদি কোন পক্ষীর পদসঞ্চারে ভগবন্মন্দির-পরিক্রমাফলপ্রাপ্তি বিষয়ক অনেক বিষ্ণুপুরাণাদিতে ঘটিয়াছিল। শুদ্ধভক্ত্যাভাস ত' দূরের কথা, অপরাধরূপে আপাত-প্রতীয়মান হইয়াও ভক্ত্যাভাসে মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়। কোন ব্রাহ্মণ নিজ বক্ষে ভগবদ্‌গীতার শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কোন রাক্ষস ঐ ব্রাহ্মণকে আহার করিবার জন্য স্পর্শ করায় তৎক্ষণাৎ তাহার ভক্তি উদ্দীপিত হয়। কোনও একটি স্ত্রী-মূষিক শ্রীভগবন্মন্দিরে একটী দীপের তৈল পানকালে দীপবর্ত্তিকা মুখের দ্বারা টানিয়া তুলিতে গিয়া দীপটী দৈবাৎ সম্যগ্‌ভাবে প্রজ্জ্বলিত হওয়া উঠিলে মূষিকজন্মে উহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল এবং মৃত্যুর পর সে রাজ্যের নাশ করিয়া শ্রীভগবৎসান্নিধ্যে দীপদানাদি-লক্ষণময়ী ভক্তিসিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অন্তিমে পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। কোন পরিচারিকা জন্মাষ্টমীব্রত করিয়াছিল।

ঐ জন্মাষ্টমী ব্রতকারিণী দাসীর সহিত অবস্থান সত্ত্বেও ঐ দাসীর প্রভু জন্মাষ্টমী-ব্রতের ফল লাভ করিয়াছিল। অন্য অভিপ্রায়ে ভগবন্মন্দির মার্জ্জন করিয়াও তদ্রূপ ফল লাভ হইয়াছে। অজামিলের কথা ত' প্রসিদ্ধই আছে। ভক্ত্যাভাসের আভাসরূপ দৈবাৎ শিবচতুর্দ্দশী পালনে ব্যাধেরও সদ্গতির কথা শুনা যায়। এই সকল ইতিহাস মহাভারত ও পুরাণাদিতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

ভক্ত্যাভাসের এইরূপ বিচিত্র ফল দেখিয়া ভক্তগণ কখনও বিস্মিত হন না। এই সমস্ত ফল শুদ্ধ ভক্তির অত্যল্প ফল হইতেই হয়। জ্ঞান বা যোগ ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন ফল দিতে পারে না। কিন্তু শ্রীভক্তিদেবী সর্ব্বদা স্বতন্ত্রা। তাঁহার অনুগত হইলে তিনি সকলকে অনায়াসে ফল দান করিয়া থাকেন। ভক্ত্যাভাসে এই সমস্ত ফল দেখা যায় বলিয়া ভক্ত্যাভাসাদিতরণ কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। শুদ্ধভক্তির আচরণ যাঁহারা বাস্তবমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কোন সময়েই প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসকে চিত্তে স্থান না দিয়া সাধুসঙ্গে ভজন দ্বারা ভক্ত্যাভাসকে অতিক্রম করত শুদ্ধ ভক্তিদেবীর শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

ভক্ত্যাভাসেরই যখন এত ফল, তখন শুদ্ধ ভক্তি বা সাক্ষাৎ শ্রবণাদি ভক্তির কথা কি কেহ বর্ণনা করিতে পারে? এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া বহুকাল যাবৎ সাধুসঙ্গে ভজন করিয়াও লোকের নিষ্ঠা বা সাক্ষাৎ ভাব দেখা যায় কেন? সেখানে নামে প্রীতি, আশ্বাস এবং গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি ভজন অপরাধ দুষ্টকেই ভগবদ্‌ভজনফলপ্রাপ্তির বাধার কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। ভজন করিয়া যেখানে উন্নতি হইতেছে না, সেখানে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও তাঁহাদের ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি পূজাদি প্রদর্শনরূপ কুটিলতা, ভগবান্ ও ভক্তের মহিমাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও বিপরীত ধারণাবশতঃ তাঁহাদের প্রতি অবিশ্বাসরূপ অশ্রদ্ধা, ভগবদ্বিগ্রহাচার্য্যকারক জড়বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ বা চিন্তা সাধনে উদাসীনতা বা শৈথিল্য ও বাহ্যাদির ফলকামনা জন্য প্রতিষ্ঠাশা বা অহঙ্কারবশ প্রভৃতি দোষগুলি আমাদের ভজনের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাভাগবত বৈষ্ণব ও সাধুর সঙ্গপ্রভাবে তাহা বিদূরিত হইতে পারে। তাহাতেও যদি অসুবিধা না কাটে, তাহা হইলে তীব্র অপরাধ আছে জানিতে হইবে। যদি কেহ এইরূপ মহাপরাধী হয়, তাহা হইলে কি তাহার মঙ্গল হইবে না? তদুত্তরে গুরুবর্গ বলিতেছেন যে, জীব যদি প্রাণ থেকেও সর্ব্বক্ষণ ভগবানের

শ্রীনামকীর্ত্তন করে, তাহা হইলে করুণাময় শ্রীনাম তাহাকে সমস্ত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিবেন।

অনর্থযুক্ত ও অনর্থমুক্ত উভয়েই ভক্তি-যাজন করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি ভক্তিযাপন করিতে করিতেই ভক্তিদেবীর কৃপায় অনর্থমুক্ত হন। অনর্থ নিবৃত্তির জন্য ভক্তি-যাজককে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। ভক্তিই ভক্তির জননী, ভক্তিই ভক্তির ফল। জ্ঞান বা কর্ম্ম কখনই ভক্তিকে জন্ম দিতে পারে না। যে কার্য্যের ফল ভোগ ও মোক্ষ, তাহা ভক্তি নহে। যাহা কৃত হইলে অন্য কিছু লাভ না হইয়া কেবল স্বাভাবিকী কৃষ্ণরতি সমৃদ্ধ হয়, তাহাই ভক্তি।

প্রশ্নোত্তর

——::[•]::——

প্রশ্ন—মনের চাঞ্চল্য কেন হয়? উহা কিরূপে দূর হয়?

উত্তর—হৃদয়দৌর্ব্বল্যের জন্য হ'তে পারে, অথবা পূর্ব্ব অপরাধ ও মোহ থাক্‌তে পারে। এর ঔষধ হ'চ্ছে সাধুসঙ্গ। শ্রীগৌরসুন্দর সাধুশিরোমণি, সাধুসেব্য। তাঁ'র শ্রীমূর্ত্তিতে, তদীয় ধামে, শ্রীনাম, ভক্ত, তুলসী, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভগবানের চরণামৃত গঙ্গা প্রভৃতিতে অভিনিবেশ, এঁদের চিন্তা বা ধারণা যদি হয়, তা' হ'লে মঙ্গল হ'বে। সত্যের প্রতি অভিনিবেশ হওয়া চাই। ভগবদ্ধামে শ্রদ্ধার সহিত বাস, সৎসঙ্গ এবং সর্ব্বদা সেবাচিন্তায় মন ভরপুর থাক্‌লে সব অনর্থ কেটে যা'বে। দুটি পথ—রাগ ও বিধি। বিধিতে লাঠি মেরে প্রতি পদে সাবধান করতে হয়। রাগের পথ সহজ, কিন্তু বিরল, তবে তা'র বল খুব বেশী। বিধির শাসনে রুচির উদয় হ'তে দেরী হয়। তাই ব'লে বিধি লঙ্ঘন করতে হ'বে না, তবে রাগোদয় হওয়াই দরকার।

> যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
> মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥
>
> (ভাঃ ১।৬।৩৬)

'মুকুন্দ' শব্দে শ্রীগৌরসুন্দরকে বুঝায়। 'মু' শব্দের অর্থ মুক্তিসুখ, আর 'কু' শব্দের অর্থ কুৎসিৎ, মুক্তি-সুখকে পর্য্যন্ত কুৎসিৎ প্রতিপন্ন করায় যে বস্তু, সেই প্রেমভক্তিই 'মুকু' শব্দের অর্থ। সেই প্রেমভক্তি যিনি দান করেন, তিনি মুকুন্দ। শ্রীভগবান্ মুকুন্দ প্রেমভক্তির বশ হ'য়ে নিজের বিগ্রহকে পর্য্যন্ত দিয়ে দেন। তাঁ'র সেবা হ'লে চঞ্চলতা দূর হ'য়ে মন স্থির হয়। সাধু-নিত্য, শাশ্বত বস্তু। ভগবান্ ও তদীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ হওয়া দরকার। যে-কোন অবস্থায়ই দুই বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ হওয়া সম্ভবপর নয়।

> বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
> বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং
>
> কিমাপ্নুয়াৎ॥
>
> (শ্রীধরস্বামী)

যাঁ'দের চিত্ত বিষয়াবিষ্ট, তাঁ'দের কৃষ্ণাভিনিবেশ হ'বার আশা সুদূরপরাহত। বারুণীদিক্ অর্থাৎ পশ্চিমদিক্। পশ্চিমদিকের দিক্‌পাল হ'চ্ছেন—বরুণ, আর পূর্ব্বদিকের দিক্‌পাল—ইন্দ্র, কাজেই ঐন্দ্রী-দিক্ বললে পূর্ব্বদিক্ বুঝাবে। যে পশ্চিমদিকে যাচ্ছে, সে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বস্তু কি ক'রে পা'বে? বিষয়াবিষ্ট—দুর্নৈতিক, সুনৈতিক, কর্ম্মকাণ্ডী, সুকর্ম্মী, মুক্তিকামী সকলেই। বিষয়াভিলাষ ও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অভিনিবেশ, দুইটি পৃথক্ বস্তু। একটি—মায়াশক্তির বা মোহের আবরণ, আর একটি—স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে থেকে আবরণ-ত্যাগ। বিষয়রূপ নোঙরে আসক্তি আর শ্রীকৃষ্ণাবেশরূপ তরণী চালনা, এ দুটো এক সঙ্গে হ'বে না। নৌকা চালা'বার ভাণ সেখানে হ'চ্ছে, অথচ নৌকা চল্‌ছে না, সেখানে বিষয়াভিনিবেশরূপ নোঙর পোঁতাই র'য়েছে, জান্‌তে হ'বে। যেখানে ভজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, প্রত্যাহার, অসৎসঙ্গ-ত্যাগের চেষ্টা র'য়েছে, সেখানেই অনর্থ হ্রাসপ্রাপ্ত হ'চ্ছে। অসৎসঙ্গ—স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ ও মায়াবাদীর সঙ্গ। স্ত্রী-পুরুষ-দর্শন যেখানে, সেখানেই পুরুষাভিমান প্রবল, তা' হ'তেই বিপদ, সেটি ছাড়তে হ'বে। আর ভগবানের প্রতি যা'র বিদ্বেষ, জীবকে যা'র পরস্থান, জীবের প্রতি যা'র সহানুভূতি নাই, সে কৃষ্ণাভক্ত, সে মহা কুটিল, তা'র সঙ্গও ত্যাগ করতে হ'বে। ভজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার কর্‌তে পারবে। প্রত্যাহারকে purgative বা রেচক বলা যায়। আবরণ ও বিক্ষেপ যা' আছে, তা'র প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে গেলে প্রত্যাহার দরকার। ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে সুপথ্য গ্রহণ করতে হ'বে, কুপথ্য গ্রহণ করলে রোগ সারবে না। প্রত্যাহারের প্রতি তীব্র লক্ষ্য থাক্‌লে মনশ্চাঞ্চল্য কমে যা'বে।

প্রঃ—অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার কি?

উঃ—বদ্ধজীবের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা দয়ালু হ'চ্ছেন—অর্চ্চাবতার। গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ ক'রে অর্চ্চার নিকট স্ব-স্বাভিবেদন ক'রতে হয়। মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে অর্ঘ্যপাদ্য, উপচার প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চার পূজা হয়। যে কেউ একটা পুতুল গড়্‌লেই সেটি অর্চ্চাবিগ্রহ হ'বে না। মহাজনবিশেষের হৃদয়ে আবির্ভূত রূপ যাহা, তাহাই প্রতিফলিত হন। শিল্পী, ভাস্কর প্রভৃতির হৃদয়ে সেই ভগবানই প্রেরণা দান করেন। ভগবৎপ্রেরিত হ'য়ে তাঁ'রা মহাজনের হৃদয়ে আবির্ভূত সেই ভগবদ্বিগ্রহকে প্রকট করে। অর্চ্চা আট প্রকার—দারুময়ী, দারুময়ী, লৌহময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ চিত্রিতা, লেখ্যা অর্থাৎ অক্ষরাকারে প্রকাশিতা, বালুকাময়ী, মণিময়ী ও মনোময়ী। মনে আবির্ভূত মনোময়ী অর্চ্চারও অর্চ্চন হ'তে পারে। জড়ের সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখি অবস্থায়, অত্যন্ত জড়ভাবাপন্ন অবস্থায় অর্চ্চাই উপাস্য বস্তু হন। তা'রপর যাঁ'রা একটু বিচার শক্তিসম্পন্ন, তাঁ'রা ভগবানকে অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে দর্শন করেন। তা'রপর লীলাবতার বা বৈভবদর্শন হয়। একটু প্রীতি বাড়্‌লে ব্যূহ অর্থাৎ সকলের কারণকে উপলব্ধি করা যায়। প্রীতি গাঢ় হ'লে ক্রমশঃ পরতত্ত্ব, পরতরতত্ত্ব ও পরতমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সেই পরতমতত্ত্ব—শ্রীনাম।

প্রঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার কি?

উঃ—তত্ত্বাস্তর প্রতীতি দুই প্রকার—সবিশেষ ও নির্বিশেষ। নির্বিশেষ প্রতীতি—ব্রহ্ম, তিনি নিঃশক্তিক, তাঁ'র বিলাস নাই। সবিশেষ প্রতীতিতে পরমাত্ম-দর্শন ও ভগবদ্দর্শন হয়। পরমাত্মা ও ভগবান্ শক্তিমান্। ভগবানের যে অংশ জগতের মধ্যে অনুস্যূত র'য়েছেন, তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মার বিগ্রহ দর্শন না হ'লে তাঁ'কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তুমাত্র ব'লে অনুভব হয়, আর যখন মূর্ত্তি দর্শন হয়, তখন তাঁ'কে বৈভব, ভগবদবতার বা অংশবিভূতি বলা যায়। পরমাত্মার তিন রূপ—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। পরমাত্মা জীবশক্তি ও মায়াশক্তির সঙ্গে বিলাস করেন। ভগবান্—চিচ্ছক্তিবিলাসী। সকলের মধ্যে যোগিত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব আছে। যেমন ভগবানই ব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, ব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁ'রই অঙ্গজ্যোতিঃ ও অংশ ব'লে তাঁ'তেই অনুস্যূত থাকেন, সেইপ্রকার ভগবদ্ভক্তের মধ্যেও যোগিত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব র'য়েছে। ভক্তের ভক্তত্ব যদি না থাকে, তা' হ'লে তিনি কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও বা যোগী হন। মন্দভক্ত কৃপাপ্রাপ্ত যদি হয়, তা' হ'লে সবিশেষ প্রতীতির দিকে অগ্রগতি হ'তে থাকে, তার উদাহরণস্বরূপ সনক সনাতনাদিকে বলা যেতে পারে। এঁ'রা জন্ম থেকে স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী, অন্যাবরণ হীন, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর ধারণাই তাঁ'দের নাই। কিন্তু শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মস্থিত তুলসীর গন্ধ যখন তাঁ'রা পেলেন, তখন তাঁ'দের দার্শনিক মতের পরিবর্ত্তন হ'ল। তখন একটা Superior Force-এর দ্বারা চালিত হ'য়ে তাঁ'রা নারায়ণের দর্শনে ছুটলেন, কিন্তু বাধা পেলেন জয়-বিজয়ের কাছে।

মহৎকৃপা যদি না হয়, তা' হ'লে সাযুজ্য মুক্তি লাভ হ'বে। মুক্তি পাঁচ প্রকার—সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য ও সারূপ্য। 'সাযুজ্য' শব্দের অর্থ—ব্রহ্মে লীন হ'য়ে যাওয়া।

প্রঃ—তা'কেই কি সমাধি বলে?

উঃ—জ্ঞানীদের সমাধি দুইপ্রকার—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। শ্রীপাদ রামানুজ সমাধি, একটি প্রেমসমাধি, জ্ঞানীদের সমাধি হ'চ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিঃমাত্র দর্শন। 'যোগের' প্রত্যাহার দ্বারা অন্তর্গমন ক'রে যে নিষ্ক্রিয়াবস্থা লাভ হয়, সেটাই হ'ল জ্ঞানীদের সমাধি। এই অবস্থা স্থায়ী হয় না। বিগ্রহদর্শন যদি না হয়, তা' হ'লে ঐ প্রকার সমাধি বা ব্রহ্মদর্শন হ'বার পরেও পতন হয়ে থাকে।

প্রঃ—যোগমার্গের সিদ্ধি কি প্রকার?

উঃ—যোগমার্গের উপদেশক পতঞ্জলি উপদিষ্ট যমনিয়মাদি প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে প্রাণায়ামের দ্বারা ক'লে নানা প্রকার বিভূতি লাভ হয়। ভগবদ্‌ভক্ত হ'লে এ সমস্ত অনায়াসে করা যায়। কিন্তু এ সমস্ত দ্বারা কোন ধারণা হওয়া বা হৃদয়ে চাহিদার পূর্ণতা দেওয়া সম্ভব নয়। যোগমার্গ অনুসরণ করলে তাঁ'দের ব্যাপার বুঝা যা'বে। যোগিগণ শক্তি স্বীকার করে, কিন্তু বিগ্রহ স্বীকার করে না।

প্রঃ—ভক্তি না থাক্‌লে জ্ঞান, কর্ম্মের কোন ফল নিশ্চয় হয় না?

উঃ—ভক্তিমিশ্র না হ'লে কোন পথেই ফল হ'বে না। জ্ঞানমার্গে মোক্ষলাভ হয়। ভক্তি ব্যতীত অভক্তমার্গেও মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু সেখানেও ভক্তি গৌণভাবে থাকে। ভক্তি যখন গৌণভাবে জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্যমাত্র হয়, তখন জ্ঞান-কর্ম্মের যে ফল, তাই লাভ হয়। ভক্তি যখন মুখ্য হয়, তখন অন্যান্য ফলগুলি চলে যায়। ভক্ত—সন্ন্যাসী, পরমহংস। তিনি কা'রও অধীন নন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি মার্গ তাঁ'রই অধীন থেকে সেই সেই ফল দান ক'রে থাকে। "ভক্ত্যা নামাভিরাম্য যান্তি শান্তিমিন্দ্রা ভক্তিঃ।" "প্রস্তাবান্ ভক্তাঃ ..." [illegible]

প্রথমে কর্ম্মীর কথা, তা'রপর জ্ঞানীর কথা ও যোগীর কথা বল্‌লেন। সব কর্ম্মী থেকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগাশ্রমী, তদপেক্ষা জ্ঞানী, তদপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। ক্রমশঃ বিভিন্ন স্তর প্রদর্শন ক'রে চরমে গিয়ে ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ ব'লেছেন। ... কর্ম্মযুক্ত, ... মুক্তগণ, ... শ্রেষ্ঠ যোগী। ... আশ্রয় ... আর অভিনিবেশ ... [illegible] এই ... [illegible] হ'তে পাওয়া। স্বরূপ-শক্তিমান্ ভগবানের শরণাপন্ন হ'লে আর দেহাত্মবুদ্ধি থাক্‌বে না, ক্ষিত্যপ্‌তেজ, জাতির প্রতি বা দেহের প্রতি আসক্তি থাক্‌বে না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক - [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পোঃ [illegible], নদীয়া

সেবক - [illegible]

[illegible]

পোঃ [illegible] নদীয়া

সেবক - [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]

পোঃ [illegible]

সেবক - [illegible] দাসাধিকারী

শ্রী[illegible] পাট

পোঃ [illegible]

সেবক - [illegible]

কালিন্দ[illegible] পাট

[illegible] প্রাচীন [illegible] (নদীয়া)

সেবক - [illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]

[illegible]

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মা[illegible], পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

ভালুকা (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক — শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

[illegible] পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ[illegible]

সেবক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয় মঠ

পোঃ পুঁড়া, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

নারায়ণগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

সেবক - [illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)

সেবক — শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক - শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ, বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

১নং পাপারাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারী মঠ

সেবক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রী[illegible] ভক্তলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]

বর্ষাণা মথুরা

সেবক — শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপায়ী

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

বাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৪নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

রায়পেট্টা মাদ্রাজ

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক —শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপানিবন্ধক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনানন্দ ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপানিবন্ধক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক— শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক - শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক —শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক - শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ [illegible] রোড, [illegible] গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১০।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] বিল্ডিং

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক— শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী [illegible] অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পঞ্চ-[illegible]পীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

[illegible]পীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক —শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রী[illegible]

সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদক ও

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
সংবাদে প্রতি লাইনে	৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

সংবাদে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গ্রেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বঙ্গ পদ্যানুবাদসহ মাত্রায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ সুভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-স্মরণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৽ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ — শনিবার ব্যতীত; শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১০-১৬	১২-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২-২৬	
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ১৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৬	
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-০১	১৯-৩১	০-২৫	
(বদল) ছাঃ		৯-৩১							
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৪৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-১১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০	
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০			
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০ ৫১	১০-২৫	১৮ ১৫		২১-৫			
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২০		২১-১৩			

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন — শনিবার ব্যতীত; অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-১	১৬-৩১	১৮-৩৮			
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯ ২১	১৬-১২	১৬ ৪০	১৮-৪৭			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-৫৭	৯-৫৫	১৬ ৬৬	১৭ ১৪	১৯-২৯			
(বদল) ছাঃ	৬-০১	৭-১০	৮ ৫২	১১-২৬	১৫ ৪	১৬ ৫৫	১৯-২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৬৯	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.. ..	১৫-৫৬	১৭-৪২	..				
দমদম	১১-৪	১৭-৩৬	১৯-১	২১ ২৬	২২-৫৮			
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-১৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৭-১
মহেশগঞ্জ "	১৬ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৬ ৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২১
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-সৌধনির্ম্মাণ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা অন্যান্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও ধর্ম্মবাসী সজ্জনগণের সহিত যে সকল সংলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর সুসিদ্ধান্তরক্ষণে ও ভক্তিকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ক্ষীণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা।

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথামার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতসুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১॥০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান -
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীগোপাল শ্রীমায়াপুর।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১৩ই আষাঢ় ১৩৪৮ ; ২৭শে জুন, ১৯৪১, শুক্রবার [৯৭তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—::০::—

জেলার হত্যাকারীর ফাঁসি

রাজসাহী জেলের জেলার প্রিয়নাথ রায়কে হত্যার অপরাধে গত ২২শে জুন ভোরবেলা রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে ইউসুফ বেগের ফাঁসী হইলে বহু সংখ্যক মুসলমান দ্বিপ্রহরের সময় তাহার মৃতদেহ লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করে। রাজসাহীর দায়রা জজ ইউসুফ বেগের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

—

ধান্যবীজ বিতরণের ব্যবস্থা

বরিশালের বন্যা ও বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প-বিভাগ ৫০ হাজার মণ ধান্যবীজ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভাগীয় মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দিন খান ২৬শে জুন বরিশালের রিলিফের কার্য্য পরিদর্শনে যাইবার কথা। তথা হইতে তিনি নোয়াখালি যাত্রা করিবেন।

—

বৃটিশ জাহাজ কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ জাহাজ আটক

জার্ম্মাণ সরবরাহ জাহাজ "ব্যাবিটিকা" যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত স্পেনের সামুদ্রিক সীমানায় আত্মগোপন করিয়াছিল। গত ২৪শে এপ্রিল উক্ত জাহাজখানা স্পেন হইতে আটলান্টিক অভিমুখে যাত্রা করিলে বৃটিশ টহলদারী জাহাজসমূহ উহাকে আটলান্টিক মহাসাগরে আটক করিয়াছে। এ সম্পর্কে নৌবিভাগীয় একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ ব্যাবিটিকা সরবরাহ জাহাজ হিসাবে কার্য্য করিতেছিল, বৃটিশ টহলদারী জাহাজসমূহ উহাকে আটক করিয়াছে। জাহাজখানায় অন্যান্য মালপত্রের সহিত এক হাজার টন ডিজেল তৈল ও ড্রামে ভরা ছিল। দুইমাস পূর্ব্বে আটলান্টিক মহাসাগরে উক্ত জাহাজখানাকে যখন বাধা দেওয়া হয় তখন উহা ওলন্দাজ বাণিজ্য জাহাজের ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে সময় উক্ত জাহাজখানা জার্ম্মাণ অধিকৃত বন্দর ব্রেষ্ট অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল।

—

পুলিশ কমিশনারের ইস্তাহার

কলিকাতা পুলিশ কমিশনার একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে তিনি বলিয়াছেন—"কলিকাতায় আলোক নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হইবার পর হইতে কতকগুলি স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোক সহরের রাস্তায় চুরি-ডাকাতি সম্পর্কে মিথ্যা গুজব রটনা করিতেছে। এই সমস্ত গুজব সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কোন ডাকাতির সংবাদ এপর্য্যন্ত পুলিশের নিকট আসে নাই। এইরূপ গুজব রটাইয়া কলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে অযথা ত্রাসের সৃষ্টি করা হইতেছে, কাজেই যে ব্যক্তি এরূপ মিথ্যা গুজব রটাইবে, তাহার বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।"

—

আসাম দোকান-কর্ম্মচারী-বিল

আসাম দোকান-কর্ম্মচারী-দিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া এবং উক্ত বিল যাহাতে আইন-সভায় গৃহীত হয় তজ্জন্য আইনসভার সদস্যদের অনুরোধ করিয়া স্থানীয় সারদা মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত এক জনবহুল সভায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি এম-এল-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনমত জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচার করা হইয়াছে। বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারীদিগের অনুকরণের বিলটি রচনা করা হইয়াছে। বিলে সাপ্তাহিক ছুটি, পীড়িতকালীন ছুটি, উপযুক্ত বেতন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—

নূতন এক টাকার নোট প্রচলন

একখানি কমিউনিকে প্রকাশ, ভারত সরকার শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের মূর্ত্তিসম্বলিত একপ্রকার নূতন নোট বাজারে ছাড়িবেন। নাসিকের সরকারী নোট মুদ্রণালয়ে ইহা ছাপান হইবে। নূতন নোট পুরাতনের তুলনায় আকারে একটু বড় হইবে। ছাঁচে তৈরী কাগজে ইহা ছাপা হইবে। এই নোটগুলি লম্বায় ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২।০ ইঞ্চি হইবে। এই সকল নূতন নোট ছাড়া হইলেও সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মূর্ত্তিসম্বলিত পুরাতন নোটের ব্যবহার অপরিবর্ত্তিতই থাকিবে।

—

মার্কিণ জাহাজ কারখানায় ধর্ম্মঘট

সানফ্রান্সিস্কো বেথেলহেম জাহাজ কারখানায় গত ১০ই মে হইতে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। প্রকাশ, ঐ কারখানা চালাইবার জন্য মার্কিণ নৌ-বহর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, সম্ভবতঃ সেনাদলও নৌ-বহরকে সাহায্য করিবেন। এই কারখানায় ২১খানা যুদ্ধজাহাজ তৈয়ারীর জন্য ২০ কোটি ডলারের একটি কনট্রাক্ট আছে। বেথেলহেম কোম্পানীর ধর্ম্মঘটী কারিকরগণ আরও ১০টি জাহাজ কারখানায় ও শুষ্কডকে পিকেটিং করিতেছে।

কারিকরসংঘের সভাপতি ধর্ম্মঘটীদিগকে কাজে যোগদানের উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মঘটীরা ঐ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছে।

—

মিঃ এইচ সুর

ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্ ডিপার্টমেণ্টের চীফ কনট্রোলার মিঃ এইচ সুরকে ভারত সরকারের টেলিফোন বোর্ডের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কলিকাতা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও করাচীর বেসরকারী টেলিফোন কোম্পানী-গুলি ক্রয় করার জন্য সরকার উক্ত বোর্ড গঠন করিয়াছেন। বে-সরকারী টেলিফোন কোম্পানীগুলির সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য মিঃ সুর ভারতসরকারের স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

—

ভারত ও ব্রহ্মের বিমান সার্ভিস

কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে একটি বিমান সার্ভিস খুলিবার জন্য ব্রহ্ম সরকার বঙ্গ-সরকারের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বর্ত্তমানে বঙ্গ-সরকার তাহার কথা ভাবিতেছেন। অধুনা ব্রহ্ম চেম্বার অব কমার্সের যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আলোচ্য বিষয়াবলী হইতে বিমান সার্ভিস গঠনের এই প্রস্তাবের কথা জানিতে পারা গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেনশ কলেজের ভূতপূর্ব দর্শন ও পালি অধ্যাপক নিখিলশাস্ত্রবিৎ মহামহোপদেশক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি... ভাগবতাচার্য্য... ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য ... প্রণীত ... এবং পাঠক জেনাবেল কতৃক ... জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ... অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ... চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সমাক ... পৃষ্ঠা ... ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুবর্ণ মুখবন্ধ (Foreword) লেখক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও ... Index (Glossary) সহ ... ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্দশাধ্যায় ব্রহ্মসূত্রের ... শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কৃত ... শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা ... মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ... ভূমিকা ও সূচীসহ ... গৌড়ীয় মিশন কতৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ... পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার মূল ভাষা ও অনুবাদ ... গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ... ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত ... ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ... সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। ... কঠিন শ্লোকসমূহের ... ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ... আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ ... ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

... শ্রীল ... ভক্তিবিনোদ, ... প্রণীত। ... একটি নূতন সংস্করণ ... জন্য পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ... আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু ... আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲

... স্কন্ধ— ২৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৷৹, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৷৹ ৪র্থ খণ্ড—৷৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৷৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। প্রার্থনা আসব ॥০

১৯। ভক্তি-বিবেক ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০

২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তসূত্রসার: (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৷৹)

৩০। দ্বীপ-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৹

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ... ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী ৴১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹

৪৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় (সমগ্র) ২।০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০

৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০

৪৭। সদাচারস্মৃতি: ৴.০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৷৹

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়: ৷৹

৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পঞ্চবর্ষঃ ৴০

৬৯। সাবাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন ৴০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ॥০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০

৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। হরো টক ব্রাহ্মণাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹

৮৫। সাধনপথ ।০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৮৭। গীতাবলী ৴১০

শরণাগতি ৴০

৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পো. বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ বর্ষ | ১৮ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৩ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৭শে জুন ইং ১৯৪১, শুক্রবার | ৯১৫শ সংখ্যা

সত্যত্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃতি ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে নবম ও দশম মণ্ডলের ব্যাখ্যা আছে। ইহা মনুষ্যমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ বামন, নিধি পঞ্চেন্দ্রিয়শায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:•:(•):•:—

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। অখিল অর্থে ছিদ্র বা ব্যবধানরহিত অর্থাৎ নিরন্তর। ভক্তি প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। স্থূল-লিঙ্গ দেহ অর্থাৎ দেহ ও মনের দ্বারা বন্ধ কৃত হয়। আত্মাই পরমাত্মার সেবা করিতে পারেন। ভক্ত বা ভগবৎকৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের প্রতি যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই ভক্তি। ভক্তি এই প্রকার আত্মার বৃত্তি হইলেও জীব যে-কাল পর্য্যন্ত জড়-জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার আত্মার ক্রিয়া দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রবণের পথই নমস্কারের পথ। নমস্কার মানে কানটা পাতা। নমঃ-শব্দের অর্থ—স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার পরিত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি মন্ত্র-জপ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ বা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। দেহাত্মবুদ্ধিই দম্ভ। দাম্ভিক কখনও হরিভজন করিতে পারে না। সুতরাং সাধুগুরুকৃপায় দেহাত্মবুদ্ধি অপসারিত না হইলে কৃষ্ণকার্ষ্ণ পাদপদ্মে নমস্কার করিতে না পারিলে— শরণাগত না হইলে হরিভজনের আশা নাই। মনঃকল্পিত স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া কৃষ্ণাধীনতারূপ প্রকৃত স্বাধীনতা বরণ করিলেই প্রকৃত মঙ্গল হয়। এই কৃষ্ণাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। স্বাধীনতা চেতনের ধর্ম। কৃষ্ণদাস জীবের কৃষ্ণদাস্যই নিত্য ধর্ম। সুতরাং ভগবদ্দাস্যই যে প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহা বলাই বাহুল্য। 'আমি কৃষ্ণের দাস'—ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখাই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা, প্রকৃত দৈন্য বা নির্দ্দম্ভ অবস্থা। অধীনই দাস, অধীনতাই দাস্য। কৃষ্ণাধীনতাই জীবের সমস্ত মঙ্গলের মূল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বাস্তব-সত্য তখনই প্রকাশিত হয়, যখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। আম্নায়পন্থা-গ্রহণ ব্যতীত সত্যোপলব্ধির অন্য উপায় নাই। অনর্থযুক্ত জীব যখন নিজের কৃষ্ণদাস্যই নিত্য স্বরূপ বুঝিতে পারেন, তখনই তিনি ভগবদ্দাস্যরূপ নিত্যধর্ম্মে নিত্যাসক্ত হওয়া শ্রীভগবানের প্রেমধর্ম্ম লাভ করেন, ইহাই চরম স্বাধীনতা। কৃষ্ণের সহিত বন্ধন জাগতিক নশ্বর মায়িকরাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথাকথিত স্বাধীনতার বন্ধন অথবা নির্ব্বিশেষবাদিগণের কল্পিতরূপ চিন্ময় ওর্পের দাস্য নহে, স্বরাট্ পুরুষের দাস্যই পূর্ণতম স্বাধীনতা —পূর্ণতম হোতা-ছেদন। এই বন্ধন পরমমুক্তগণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। কেউ মনে করেন, এ জগতের কিছুকাল স্বায়ত্তশাসন লাভ করিলেই স্বাধীনতা লাভ হইবে, কেউ মনে করেন, স্বরাজ্য লাভ করিলেই স্বাধীনতা লাভ হইবে, কেউ মনে করেন, বন্ধন সাহচ এরীভূত হইলেই স্বাধীনতা লাভ হইবে—এইরূপ নানা দিক্ দিয়া জাড্য হইবার কামনায় জড়ভোগময় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে লোক যখন ব্যস্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে— অন্য কোথাপি স্বাধীনতা নাই, আশ্রয় নাই বুঝিতে পারে, তখন সকল প্রাণের প্রাণ—সকল স্বাধীনতম পুরুষগণের স্বাধীন স্বরাট্ পুরুষোত্তমের পাদপদ্মকে আশ্রয় করে এবং সেই পাদপদ্মের নিত্যবন্ধনই—প্রেমবন্ধনই স্বাধীনতার চরম সীমা বুঝিতে পারে। অনুক্ষণ সর্ব্বান্তঃকরণে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই—নাই—নাই। কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই।" সেইজন্যই গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

> আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীবমীন।
> নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন॥
> অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে
> মায়াপাশে,
> রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।
> এখন ভকতিবলে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে,
> ক্রীড়া করি অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

শুদ্ধ বা মহাজনানুগতাই ভক্তি, তাহাতে নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা। যেখানে আনুগত্য ধর্ম্ম নাই, সেখানে ভক্তি বা নিষ্ঠার কোন কথা থাকিতে পারে না। কর্ম্মার্পণের দ্বারা কখনও প্রেমভক্তি লাভ হয় না। কর্ম্মার্পণ প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গের প্রভাবে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যতই নিবৃত্তি হয়, ততই অনুদয় হইতে থাকে। [illegible] শরণাগতি লক্ষণা [illegible] আমরা করে। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি [illegible]
> গী, ১৮ ॥

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—'সর্ব্বধর্ম্মান' নিত্যপর্য্যায়া সর্ব্বা। 'পরি'শব্দ যোগাৎ স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সর্ব্বস্থিতঃ। অর্থাৎ 'সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য' শ্লোকের 'সর্ব্ব'শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম [illegible] কথা, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি ধর্ম্মও পরিত্যাগের বিষয় উক্ত হইয়াছে। 'পরি' শব্দের দ্বারা ধর্ম্ম-সকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিতেছেন। ধর্ম্মত্যাগ [illegible] প্রকারে সাধিত হয়—স্বরূপতঃ ত্যাগ ও [illegible] ত্যাগ। অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত পরিত্যাগের নাম 'স্বরূপতঃ ত্যাগ' আর ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম 'ফলতঃ ত্যাগ'।

বহির্মুখ কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বদ্ধজীব হয় অকর্ম্ম না কুকর্ম্ম করিবে, না হয় সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। [illegible] সৎ বা অসৎকর্ম্মের প্রবৃত্তি উভয়ই বহির্ম্মুখতা হইতে উদিত হয়। [illegible] অর্থাৎ [illegible] করিয়াছেন। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অনুশীলন-ক্রমে [illegible] জীবের নিত্য কৃষ্ণে শুদ্ধ নিষ্ঠা ভক্তির উদয় হয়। [illegible] বলিয়াছেন,—

> [illegible] তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত, ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
> [illegible]
> [illegible]

[illegible]

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীজীব প্রভুপাদ লিখিয়াছেন [illegible] নিত্যলীলার সর্বদা [illegible] সেবা [illegible] বিনষ্ট হইয়া [illegible] কথার [illegible] সচ্চিদানন্দ [illegible] কথা। [illegible] অন্তর্ধান [illegible] উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ [illegible] কেবল [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] রাত্র [illegible] করেন, [illegible] সেবা করেন [illegible]।'

শ্রীল [illegible] "শকান্ন" ইত্যাদি শ্লোক [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] কথা বলিয়াছেন। 'শ্রীভবদ্ধ কারণ' অর্থাৎ আমার [illegible] মধ্যে যে সকল অংশ নিম্ন [illegible] ভক্তগণের [illegible] অনুকরণ পুরাক, আবার [illegible] অক্ষযুক্ত যে [illegible] তাহাও আমার উদ্দেশে অর্থাৎ আমার [illegible] আচরণ [illegible] বৃহৎ [illegible] প্রভৃতি [illegible] তাহাও [illegible] বন্দিবা [illegible] আমার সেবার উদ্দেশেই আচরণ করিয়া, ধনসংগ্রহ-রূপ যে অর্থ, তাহাও কেবলমাত্র আমার সেবার উপযোগিতার [illegible] আচরণ অর্থাৎ আমার [illegible] আন [illegible] ত্যাগ [illegible] নকামী [illegible] করেন, [illegible] কৈবল্য [illegible] আমার [illegible] অনাদর হয়। [illegible] কারণ [illegible] না। [illegible] অর্থাৎ [illegible] সুতরাং [illegible] বা [illegible]।

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] হয়, তাহা হইলে। তাহার [illegible] মাত্র। কেহ কেহ বাহ্যে বিরক্ত বা ত্যাগক ভক্তির জনক বলিয়া মনে করে, কিন্তু জ্ঞান ও বিরক্তি [illegible] পূর্বপুরুষ নহে। [illegible] তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদিতর বিষয়ে বিরক্তি উদয় হয়।

গৌরের আশ্রয়েই গৌরসুন্দরের কৃষ্ণ-স্বরূপের [illegible] হয়। গৌরলীলা অবশ্য [illegible] উপাস্য। কৃষ্ণলীলা [illegible] সম্পাদনী। গৌরলীলা সর্বদাই [illegible]। [illegible] বালকা [illegible] গৌরসুন্দরের [illegible] কেবল [illegible] লীলা। [illegible]-লীলা, [illegible] সহিত [illegible] প্রকার [illegible] মাধুর্যমিশ্রিত [illegible] লীলা, আর মাধুর্য [illegible] করিলেন। গৌরলীলা যে [illegible] নাই, [illegible]। [illegible] সহায়ক, পুষ্টিদায়ক ও আবশ্যক। [illegible] গৌরলীলা মানব ও [illegible] উজ্জ্বল। [illegible] রাখিয়াছেন। শ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গের [illegible] বেই জীব ছার।
[illegible] না হয় তাহার॥
[illegible] তাহার [illegible]।
[illegible] আগুন॥
মধুর গৌরাঙ্গের [illegible] অধিকার।
[illegible] গৌর-ভজন তাহার॥
[illegible] গৌরাঙ্গবিহার।
যুগল-বিলাস [illegible] নাহি তার॥
[illegible] ভাবের উদয়।
[illegible] বৃন্দাবন হয়॥
সে সময়ে [illegible] ওঁ গৌরহরি।
[illegible] অবতার।
নিত্যলীলাতে সেই [illegible] ভুলায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা [illegible]॥
[illegible] নিগূঢ় সম্বন্ধ।
[illegible] হয়, নাহি [illegible] অন্ধ॥
সেই [illegible] প্রাণ [illegible]।
মধুর [illegible] গৌর যুগল-বিহার॥

(শ্রীনব[illegible]মাহাত্ম্য)

গৌর [illegible] ও কৃষ্ণভজন-বিচার হইতে [illegible] যায় যে, অনর্থযুক্ত ব্যক্তির [illegible] নাই। অনর্থযুক্ত [illegible] করেন, তাহার [illegible] সান্নিধ্য লাভ [illegible] হয়, কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ ঘটে না। [illegible] কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রকৃত [illegible] না হওয়া [illegible]। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যে গৌর [illegible] করেন, তাহাই [illegible] গৌরভজন। গৌরাঙ্গ ভজনে শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনকারীকে [illegible] সান্নিধ্য লাভ করিতে হয় না, শ্রীরাধাকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রাপ্য হন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীগৌরসুন্দরে একান্তভাবে শরণ হইলে শ্রীগৌরসুন্দর মানবের অনর্থ অপসারিত করিয়া তাঁহাকে নিজ-ভজনরত্ন প্রদান বা তাঁহারই রসবিগ্রহরূপ যে শ্যাম-গোপরূপ তাহা প্রদর্শন করান।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণ ও সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের ক্রন্দনাদির রহস্য বুঝিতে না পারিয়া কত কি অপরাধময়ী কল্পনা-জল্পনা করিয়া থাকি। এতৎসম্বন্ধে মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছু আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। [illegible] বলিয়াছেন,—"ভগবান্ মায়াধীশ, [illegible] দশায় কিম্বা [illegible] উদ্ভূত হন নাই। [illegible] করিতে পারেন না। তাহার [illegible] অসুর-বিমোহিনী, অর্থাৎ [illegible] মোহিত হন, [illegible] তাঁহাকে [illegible] অভক্তবিমোহিনী [illegible] তাহাতে দৃঢ় আসক্ত হন। ভগবান্ নিত্যানন্দময় ও স্বতন্ত্র, তাঁহার [illegible] হইতে পারে? [illegible] ভগবান্ [illegible] করেন না, অথবা [illegible] পাপ্ত হন না এবং তিনি কখনও [illegible] করেন নাই। যাঁহার পাদপদ্ম [illegible] যাবতীয় দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হইয়া থাকে, সেই [illegible] ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র [illegible] গতি জানাইবার ও অসুর বিমোহন করিবার জন্য ঐরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থপাদও লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার। [illegible] দেবমনুষ্যাদির ন্যায় কোন দেব বা মনুষ্য নহেন। তাঁহার প্রিয় বিয়োগাদিজনিত দুঃখপ্রকাশ অসুরবিমোহন ও দেবমনুষ্যাদির শিক্ষা [illegible] জানিতে হইবে।"

[illegible] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন,—"শ্রীরামচন্দ্রের [illegible] রাবণ কর্তৃক [illegible] প্রিয়ার সহিত তাঁহার যে বিরহ উপস্থিত হয়, তাহা শৃঙ্গার (মধুর) রসগত বিভাব ও আশ্রয়ভূত প্রেমমাত্র। সেই বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনে যে [illegible] ভাবের সহিত বিলাপ, মূর্চ্ছা, উন্মাদ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয় তাহা প্রকাশ পূর্বক বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবার ঐ প্রকার লীলার দ্বারা বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট স্ত্রীসঙ্গীদিগের পরিণাম যে দুঃখপ্রদ, তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। সীতাহরণাদি জন্য ক্রন্দন বস্তুতঃ সত্য নহে। অন্তর্দর্শিগণ জানেন যে চিদানন্দময় মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহবিশিষ্ট পরমেশ্বরের দুঃখ-সম্ভাবনাদি, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভগবান্ মনুষ্যাকারে যে প্রপঞ্চলোকে [illegible] হইয়াছিলেন, তাহা কেবল রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত নহে, কিন্তু [illegible] শিক্ষার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধার্মিক ও ভক্তভেদে মর্ত্যলোক দুই প্রকার। ধার্মিকগণের নিকট [illegible] ধার্মিকত্ব ও ভক্তগণের নিকট [illegible] প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম ও প্রেমশিক্ষা দিবার জন্যই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই তাৎপর্য। নতুবা স্ব-স্বরূপ [illegible] মায়াবিরহজনিত দুঃখ কি প্রকারে হইতে পারে? কিন্তু তিনি ঐ [illegible] দ্বারা ধার্মিকগণকে শিক্ষা দিলেন যে, তাঁহারা কখনও স্বীয় সতী ভার্যাকে উপেক্ষা করিবেন না, পরন্তু তাঁহার নিমিত্ত ক্লেশও সহ্য করিবেন। আবার ভক্তগণকে শিক্ষা দিলেন, স্বামীভাবরূপ প্রেমে বিপ্রলম্ভ-[illegible] বাহিরে দুঃখের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ [illegible] নহে, কিন্তু [illegible]। [illegible]—এক একটী [illegible] ঘটিতে [illegible]? [illegible] বলিতেছেন—শ্রীসীতা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, [illegible] তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার (সীতার) সহিত বিলাসে আস্বাদন [illegible] হইতে পারে না। এখানে সন্দেহ এই যে, সীতাদেবী স্বরূপশক্তি হইলেন, তবে তাঁহার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ কিরূপে সম্ভব হয়? [illegible] বলিতেছেন,—একই [illegible] হ্লাদিনী ও [illegible] প্রেমলীলা (প্রেমাস্বাদন নিমিত্ত) দুই রূপে অবস্থান করেন,—[illegible] ও [illegible]-হ্লাদিনময়। প্রথমটী পরমেশ্বর ও দ্বিতীয়টী ভক্তনামে অভিহিত হন। ভক্তসংজ্ঞক দ্বিতীয় তত্ত্বটী পুনরায় প্রেমধারা [illegible] দাস, সখা, পিতা ও প্রেয়সী—এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ঐ দাসাদি বৃত্তিচতুষ্টয় [illegible] প্রাপ্ত হইলে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী সামগ্রী-যোগে রসরূপে পরিণত হন। ঐ রস পূর্বোক্ত তত্ত্বদ্বয়কে (পরমেশ্বর ও ভক্ত) বিষয় ও আশ্রয়রূপে ভাবান্বিত করত বিরহ ও মিলনযোগে কভু সুখ এবং কভু বা দুঃখ প্রদান পূর্বক স্বীয় অসাধারণ অপার মাধুর্য আস্বাদন করাইয়া কোন এক অনির্বচনীয় আনন্দের সম্পাদন করেন।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—"সীতাবিরহজনিত দুঃখ লীলামাধুর্য্যের অন্তর্গত। বস্তুতঃ উহাতে প্রপঞ্চগত কোন দোষস্পর্শ করে নাই।"

সীতাহরণাদি ব্যাপার মৌষল-লীলার ন্যায় মায়িক। মহাভারত-তাৎপর্য্যগ্রন্থে লিখিত আছে—"শ্রীরামচন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীসীতাদেবীও পরমেশ্বরী। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যে যে বিবিধ লীলা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, স্বরূপশক্তি শ্রীসীতাদেবীও তাঁহার সহায়কারিণী হন। শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিবার নিমিত্ত রাবণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলে শ্রীসীতাদেবী নিজ মায়া প্রতিকৃতি রাবণের অগ্রে স্থাপন করিয়া কৈলাসে গমন করেন এবং তথায় হরগৌরী কর্ত্তৃক অর্চিতা হন।

— - —

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

হরিভজনের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গের ন্যায় ক্ষতিকারক আর কিছুই নাই। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ যতটা অনিষ্টকর, সাক্ষাৎ স্ত্রীসঙ্গও ততটা অনিষ্টকর নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

দৃষ্টাং স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবেনাজিতেন্দ্রিয়াঃ।
প্রলোভিতাঃ পতন্ত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥
(ভাঃ ১১।৮।৭)

শ্রীভগবানের মায়াস্বরূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহার হাবভাবে প্রলুব্ধ হইয়া অগ্নির রূপে আকৃষ্ট পতঙ্গের ন্যায় অন্ধতমঃস্বরূপ সংসারগর্ত্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্লোকটী একাধিকবার কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥
(ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গদ্বারা জীবের যেরূপ মোহবন্ধ উপস্থিত হয়, সেরূপ আর অন্য কোন বস্তু-সংসর্গে হয় না। যোষিৎসঙ্গ অপেক্ষা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ অধিক হানিকর। এজন্য উপন্যাস পাঠ বা cinema দর্শন করা হরিভজনেচ্ছুর পক্ষে স্ত্রীসঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকে। স্ত্রীসঙ্গেই যাহাদের অত্যন্ত অভিনিবেশ, তাহারাই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষঘটিত গ্রাম্যবার্ত্তা উপন্যাসাকারে প্রচার করিয়া থাকে। স্ত্রীসঙ্গাসক্ত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করা বা উপন্যাসাদি পাঠ করা, যাত্রাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রভৃতি দর্শন করা সমস্তই স্ত্রীসঙ্গের অন্তর্গত।

স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ যেরূপ সকল অমঙ্গলের আকর, সাধুসঙ্গ সেই প্রকার সকল মঙ্গলের হেতু। উপরোক্ত শ্লোক দুইটিতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা সাধুসঙ্গেরই perverted reflection মাত্র। যাঁহারা সকল বস্তুর মূল বা আকরের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের ঐ দুইটি শ্লোক শুনিলে তৎক্ষণাৎ উহার মূল বিম্বস্বরূপ যে শ্লোকটি তাহা স্মরণপথে উদিত হয়।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥
(ভাঃ ৪।৩০।৩৪)

স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গ যতটা হেয়, ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গ ঠিক সেই প্রকার উপাদেয়। ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গের সহিত অন্য কোন বস্তুর তুলনাই হইতে পারে না। ক্ষণকালও যদি ভগবানের ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষের পর্য্যন্ত তুলনা হয় না, সুতরাং পার্থিব রাজ্যসম্পদের ত' কোন কথাই নাই। ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষা ভগবৎসঙ্গী যে ভক্ত, তাঁহার সঙ্গ অধিকতর মঙ্গলদায়ক। ভগবান্ ত' পরমস্বতন্ত্র, কেবলমাত্র ভক্তবশ। তিনি ত' আর কাহারও বাধ্য নহেন, কাজেই জীব তাঁহার নিকট পৌঁছাইবে কি করিয়া? আবার অনেক সময় শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ অপেক্ষাও তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবের সঙ্গ সাধক জীবের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব ত' ভগবান্‌ই। তিনি পরমস্বতন্ত্র। অনেক সময় তাঁহার বাণী ও আচরণ অনর্থযুক্ত সাধকের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, তখন একমাত্র তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবের সঙ্গ করাই মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়। বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবের বাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া অনর্থগ্রস্ত সাধককে শোধন করিয়া দেন, তাঁহার অসুবিধাগুলি দূর করিয়া দেন।

সকলেই কৃষ্ণশক্তি, এই জ্ঞান লাভ করা দরকার। কেহ স্ত্রীমূর্ত্তি, কেহ পুংমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বরূপে সকলেই কৃষ্ণসেবক। এই সম্বন্ধটি যখনই আমরা ভুলিয়া যাই, তখনই নিজকে ভোক্তা বা জড়ভোগ্য এবং অপরকেও তদ্রূপ ভোক্তা বা জড়ভোগ্য মনে করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হই। বিশুদ্ধ স্বরূপের কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ গাহিয়াছেন,—

বেদবিধি দেহ-ধর্ম্ম পরিত্যজি' বলি'।
আছে নিশ্চিন্তে জীব গোপীদেহ ধরি'॥
আর অনিত্য পতি চিত্ত রাখি' পারে।
কৃষ্ণবংশী বৃন্দাবনে আকর্ষিল যা'রে॥
এইরূপ ভাব লইয়া জীব নটবর।
সনাতন ব্রজলীলা করে নিরন্তর॥
অতএব কৃষ্ণ হয় জীবের জীবন।
কৃষ্ণ বিনা আর নাহি ভজে অন্যজন॥
কৃষ্ণে জীব, জীবে কৃষ্ণ দেখ নিত্যকাল।
আর যত চিন্তা সব জীবের জঞ্জাল॥

সম্বন্ধজ্ঞানের কথা, পারকীয় ভজনের কথা, সমস্তই কৌশলে এই পয়ার কয়েকটির মধ্যে বলা হইয়াছে। আত্মা বা চেতন আমি—দেহী। দেহী আত্মার কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যখনই দেহী নিজের স্বরূপ ভুলিয়া নিজকে জড়দেহ মনে করে, তখনই তাহার নানাপ্রকার জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হয়।

সর্ব্বদেহ ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা-সনে স্নেহ করে, তাহারে সে ভক্তি॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৩০)

কৃষ্ণকেই প্রীতি বা ভক্তি করা উচিত। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণশক্তির যে জ্ঞান থাকে না বলিয়া জড়াসক্তিবশতঃ অসতী নারী সদৃশ নিত্য স্বামীর ভজন করে না। স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া বাস্তবিক কোন কথা নাই। কেহ প্রকৃতপক্ষে কাহারও স্বামী, পত্নী, পুত্র বা কন্যা নহে। সকলেই কৃষ্ণের শক্তি—কৃষ্ণের দাস। এই সম্বন্ধ যদি ঠিক না রাখা যায়, আত্মজ্ঞান যদি ঠিক না থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবের নিকট নিজের অভাব-টা জানাইবার জন্য আসিবার কোন প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণবই প্রকৃত আত্মীয়, কারণ তিনি আত্মার সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ দর্শন করেন। তাঁহার মায়িক ভেদদর্শন নাই।

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তা'রে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তা'র স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপীসনে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

এই বিলাস সর্ব্বদা দর্শন করা দরকার। সেটা কেবলমাত্র বৈষ্ণবের অকপট সেবাদ্বারা হয়। নচেৎ, তাহার মায়ার, তুমি-আমি ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের অনিবার্য্য ফল। মঙ্গলের একমাত্র উপায় আত্মা স্বরূপ স্মরণ করিয়া মঙ্গল লাভ সম্ভব হইতে পারে। মায়া তুচ্ছ বস্তু নহে। যে-মুহূর্ত্তে জীবের ভোগবাঞ্ছা জাগে, সেই মুহূর্ত্তে মায়া আসিয়া তাহাকে অভিভূত করে। সেই মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়—সাধুসঙ্গ।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥
(ঠাকুর শ্রীনরোত্তম)

সাধু গুরুর কৃপা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সাধুর আশ্রয় লইয়া হরিভজন করিলেই কৃষ্ণ তাহাকে স্বীকার করেন এবং তখনই মায়ার হাত হইতে ছুটি পাওয়া সম্ভব হয়। সাধুর আশ্রয় লইয়া ভজন করা চাই। হরিনামাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া আবার চাকুরীর ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। তাই বলিয়াছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।
(ঠাকুর শ্রীনরোত্তম)

'ভজে' শব্দটি লক্ষ্য করা দরকার। "আশ্রয় লইয়া থাকে" এমন কথা ত' বলেন নাই। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের সেবাই ভজন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদা অসৎপথে ধাবিত হইতেছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, উদর ও উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন বস্তুর দিকে ধাবিত হইয়াছে। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, সবই বিফল হইল, কাজেই এখন উপায় কি?

(আমার) অনেক যতন হইল বিফল
এখন ভরসা তুমি।
(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)

শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র ভরসা। একমাত্র শরণাগতিই বাঁচিবার পথ। জোর করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ মায়ার সহিত জোর করিয়া কোনদিন কেহ মায়ার হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। সেইজন্য শরণাগত হইয়া মায়াজয় করিতে পারেন না। শরণাগত সর্ব্বদাই নিজের দীনতা, সর্ব্বদা প্রার্থনাশীল। মায়া তাঁহার প্রতি কিছু নহে। বস্তুতঃ তাঁহার মায়াদর্শনই নাই। তাঁহার যে বস্তু দর্শনে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণসম্বন্ধ স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। তাই তিনি প্রার্থনা করেন,—

কৃপা দেবী যোগমায়া মোরে দয়া করি'।
আবরণ সম্বরণ করে বিশ্বাসদানী॥
(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)

কেহ অপরের নিজের পর্য্যন্ত 'আমি-আমার' জ্ঞানটা কত প্রবল। জড়জগতেও ত' দেখিতে পাই—স্ত্রী নিজ স্বামীর জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। আর কৃষ্ণ যে জগৎপতি, তাঁহার জ্ঞান কেন আমরা রাখি না? স্বামীর সেবা না করিলে যে নারীকে সতী বলা যায় না। যদি সত্য সত্যই সতী হইতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা আত্মার স্বামী সেই ভগবানের সেবা করা দরকার। জড়-স্বরূপের দেহ ও পরলোকটি অপ্রাকৃত, যেমন, চক্ষু কর্ণাদি আছে। সেই অপ্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত অনন্ত কৃষ্ণ বরণ করেন। জড়জগতে স্বামীর সেবা হয় অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা, কিন্তু নিত্যধামে অপ্রাকৃত সেবা হয় কেবল কর্ণদ্বারা। কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিয়া, শ্রবণের পর তাহা অন্তরে ধারণ ও তদনন্তর সেই কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা কীর্ত্তন, তাহা নামগুণ প্রভৃতি সেবন পারিয়া। দেখিবে চক্ষু দিয়াই বা প্রবল। তাহাদের কিছু দেখিয়া মাত্রা নষ্ট হয়, এইজন্য জ্ঞানী প্রত্যক্ষ নহে। বলা চক্ষু, উদর ও উপস্থ এই তিনটি ইন্দ্রিয় সমস্ত দৃঢ় কীর্ত্তনের দ্বারা সংযত করিতে পারা যায়। এবং ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবা হইতে থাকিবে।

— - —

মুদ্রাকর প্রমাদ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ১৬ তম সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠার ৮ম পংক্তিতে 'অনুসরণ' কথাটা স্থলে 'অনুসরণ করিয়া' হইবে।

——

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
সেবক—[illegible]

[illegible]
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—[illegible]

ঠাকুর সমাধি পাঠ
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

[illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] অধিকারী

সারঙ্গ-[illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাতাপুর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (শিবুর... পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
[illegible]পুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পূড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বারদী গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীনিরঞ্জন ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি, এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিপোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পালাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১১ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপাগলকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]নারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাস-গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৭৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী[illegible]প্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ব্যাক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ডেল্টা গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপাভিলাষক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
পুরী
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীআনন্দ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিক্কণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরগুড়া, পোঃ চিবুকন্তা, (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যান্সডাউন রোড, হাউড্‌ গ্রীন
লণ্ডন, এন্‌ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬.এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible]ভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রত্যহ প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অনলস। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সর্ব্ব শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্পাদক-বৈষ্ণবাচার্য্য, [illegible] তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া ইহাকে অশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিক অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল শ্লোক [illegible] গীতার মূল শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ও [illegible], [illegible] প্রতিপাদ্য বিষয় এই সংস্করণে বেশ [illegible] যায়। এই গীতা [illegible] পাঠে সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আরও রতির সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ ঈশোদ্যান
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম "	৪ ৫৬	৬ ৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১১	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ			৯-৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯ ১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ "	৭ ১০	১০ ১৬	১৬ ১০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০ ৫১	১১-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৯	১৮ ২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৪১
" ছাঃ	১২ ৫৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন

						শনিবার ব্যতীত		
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-৭ ১	৯-২১		১৬-১২	১৬ ৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৭ ২৭	৯-৫৫		১৭-১৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৩-০১	৭ ১০	৮-৫৫	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৭	১৭-৩০	২০ ৩	২১ ১৯
(বদল) ছাঃ					১৫ ৫৬	১৭-৪২		
দমদম			১১-৪		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৪০	২৩ ০০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫১
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গোষ্ঠীপতি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য ওঁ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সজ্জনগণ তথা দেশের নানাস্থানের পণ্ডিত ও মহাজনগণের সঙ্গে যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের সিদ্ধান্ত প্রচারে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তি আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই সংগ্রহণীয়।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৷১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট. পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহোলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না॥ ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রী শ্রী গ্রন্থমালা

—:০:—

শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথামার, বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকাসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
মজুমদার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
— — ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব

—:০:—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।

৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীগোপীনাথ ব্রহ্মচারী।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১৪ই আষাঢ় ১৩৪৮, ২৮শে জুন, ১৯৪১, শনিবার [৯৬তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—:০:—

মাতার সহিত রাজা পিটারের সাক্ষাৎ

যুগোশ্লাভিয়ার রাজা পিটার বিমানযোগে গত ২২শে জুন ইংলণ্ড আগমন করার অব্যবহিত পরে তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি পল্লীর অঞ্চলে মাতার সহিত অবস্থান করিতেছেন।

———

কানাডার যুদ্ধজয় ঋণ

কানাডার 'যুদ্ধজয়' ঋণের অর্থসংগ্রহ গত শনিবার শেষ হইয়াছে। মোট ৭১ কোটী ডলার ঋণ সংগৃহীত হইয়াছে। সরকার আশা করিয়াছিলেন যে ৬০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়া যাইবে।

———

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কার্য্য

এযাবৎ বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষাবিভাগে স্কুল স্কুলের স্বাস্থ্য কাজ জনস্বাস্থ্য-বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য এবং কার্য্যকর নাগরিক গঠনের অত্যাবশ্যকরূপে বিবেচিত একটি পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য আটার হাজার টাকার ব্যবস্থা করা গিয়াছে। স্কুল স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক কর্ম্মচারীসহ একটি জনস্বাস্থ্যের সহকারী ডিরেক্টারের পদ মঞ্জুর হইয়াছে। স্কুলের শিশুদের ডাক্তারি পরীক্ষার একটি পরিকল্পনার বিষয় গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

———

মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের বিস্তৃত ক্ষমতা

সম্প্রতি রুজভেল্ট যে বেতার বক্তৃতা করেন, তাহা যুক্তরাষ্ট্রে ৯ কোটী ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার লোক শ্রবণ করেন। ইহা ছাড়া কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং গ্রেট ব্রিটেনে মোট আরও দুই কোটি লোকও ইহা আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন। এই বক্তৃতার পরে হোয়াইট হাউসে যে পরিমাণ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বার্ত্তা আসে, তাহাকে রেকর্ড সংখ্যা বলিলেও চলে।

জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট যে সকল বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার মধ্যে যানবাহন, রেডিও এবং দেশরক্ষার প্রয়োজনে বে-সরকারী ব্যবসায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিনে শ্রমিকদের আট ঘণ্টার বেশী কাজ করান নিষেধ বলিয়া যে আইন আছে, তাহা প্রেসিডেণ্ট সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারেন, তবে ধর্ম্মঘট বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরও তিনি বহুলাংশে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন এবং বিদেশীদের উপর বিবিধ বিধান প্রবর্ত্তন এবং ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন (স্যাবোটেজ) সম্বন্ধে ব্যাপক অবলম্বন করিতে পারেন। এক কংগ্রেস হইতেই তিনি এই সকল ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া প্রয়োজন মনে করিলে দেশের সর্ব্বাধ্যক্ষ ও নৌ ও সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি বিস্তর ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

———

বাঙ্গলা দেশে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব

গত ১০ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গলা দেশে বসন্তিকা আক্রান্তের মোট সংখ্যা ছিল -,১৩৫। তন্মধ্যে কলিকাতায় ৬৭৬ জন, বাখরগঞ্জে ২৬৫ জন, হাওড়ায় ১২১ জন এবং ২৪ পরগণায় ১২৪ জন উক্ত রোগাক্রান্ত হয়।

উক্ত সময় মোট ৪০১ জন লোক কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তন্মধ্যে কলিকাতায় ১০৬ জন ও বাখরগঞ্জে ১১৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একই সময় বসন্ত রোগে মোট ৭৪১ জন আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে কলিকাতায় উক্ত রোগে মোট ৭১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দার্জ্জিলিং এ ৮২ জন এবং ত্রিপুরা স্টেটে ৫৮ জন ব্যক্তি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমা এবং কলিকাতায় সেরিব্রো-স্পাইনাল মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্লেগ রোগের আক্রমণের কোনরূপ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

———

ফরাসী যুদ্ধের বন্দীগণ

জার্ম্মাণ নিয়ন্ত্রিত প্যারী বেতারের সংবাদে প্রকাশ, ৫২৫ জন অসুস্থ ফরাসী যুদ্ধবন্দী জার্ম্মাণী হইতে মার্সেলসে পৌঁছিয়াছে। ফরাসী সরকারী গেজেটে বলা হইয়াছে যে, গত যুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিকরূপে যে সমস্ত ফরাসী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে তাঁহাদিগকে স্বদেশে আনিবার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সহ রেলওয়ে ট্রেনকে জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করিতে হইবে। আরও প্রকাশ যে, যাহারা চার বা ততোধিক সন্তানের পিতা এইরূপ আনুমানিক বন্দী বর্ত্তমানে স্বদেশে ফিরিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে।

———

ব্রিটিশ নার্সের প্রশংসনীয় বীরত্ব

লণ্ডনের একটি হাসপাতালের একজন নার্সকে তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে জর্জ মেডেল প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের নাম মিস্ লিলিয়ান রিভেন্স এবং মার্গারেট ইভা গ্রেস ক্র্যাম্পটন। একটি বিস্ফোরক অগ্নিদাহী বোমা ও দুইটি বিস্ফোরক উহার কাছাকাছি পতিত হইলে আহতদের আশ্রয়ের জন্য উহারা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া আসেন। এ সম্বন্ধে লণ্ডন গেজেটে নিম্নলিখিত সংবাদ বাহির হইয়াছে:—একটি আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীলোক একটি বোমা বিধ্বস্ত বাড়ীর তলায় আটকা পড়িয়াছে, হাসপাতালে এই সংবাদ পৌঁছিলে সিস্টার রিভেন্স ও সিস্টার ক্র্যাম্পটন স্বেচ্ছায় তাহার উদ্ধারার্থে যাইতে রাজী হন। কোনো সময় জনৈক বাড়ীটির দেয়াল যে কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহারা উক্ত বিপজ্জনক স্থানে প্রবেশ করিয়া নার্সগণ মাথা নীচু করিয়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ঐ স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে সমর্থ হন।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিখিলগুণবিশিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের গৌরান্বেষণ এবং পরিশ্রম লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া লোকে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এতাদৃশ বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা বাণী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইল। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের সংগৃহীত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা এবারের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ব্যাখ্যা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য সন্দেশ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৷০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। যামুন আলবন্দার ৷৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ৷৷০
২৭। মুক্তিফলটীকা ভগবদ্গীতা (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৷৶০ বাঁধা ৷৵০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৪
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ১
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ১
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ১
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ১
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ১
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴
৬০। সাংখ্যবাণী ৴
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ১
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ১
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ১
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ১
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴
৬৯। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ১
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ১
৭২। নামভজন ৴
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ১
৭৪। বিলেটীড ওয়ার্ড্স্ ৷৶
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ১
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৭৮। দি ভাগবত
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালেড ডিভোশন ১
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ১
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৵
৮৫। সাধনপথ ১
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ৴১
৮৭। গীতাবলী ৴১
শরণাগতি ৴
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৷৶
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ১

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ বর্ষ | ১৯ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৪ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৮শে জুন ইং ১৯৪১, শনিবার | ৯৬তম সংখ্যা

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বৃত্তি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মহাজনের ভজনীয় এবং নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৸০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিবিধ স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ বামন, অব্দ ক্ষীরাবশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শিষ্য-প্রযত্ন ও গুরু-কৃপা

——:০:(*):০:——

ভগবদ্‌বিমুখ জীবের কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান নাই। সুতরাং ভগবান কৃপা করিয়া যদি তাঁহার কথা না জানান, তবে কি কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

দয়াময়ের দয়ার অন্ত নাই। সর্ব্বত্রই তাঁহার দয়া। সাধুর সঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সুযোগ, সবই প্রভুর কৃপা-সাপেক্ষ। 'আমি কৃষ্ণের দাস'—এ কথা ভুলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। 'আমি কৃষ্ণের'—ইহা একমাত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণই আমাদিগকে জানাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত সম্বন্ধজ্ঞানের কথা জানিবার আর উপায় নাই। এ জগতের শতকরা প্রায় শতজনই ভগবদ্বিমুখ। সুতরাং ভগবদ্‌ভজন বিষয়ে এ জগতের কাহারও নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা নাই। সেইজন্যই করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্ররূপে, সাধুগুরুরূপে, অন্তরে অন্তর্যামিরূপে, আবার কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। আমরা আমাদের মঙ্গল না চাহিলেও যিনি সর্ব্বক্ষণই আমাদের মঙ্গলবিধান করিবার জন্য ব্যগ্র, সেই করুণাসাগর ভগবানের করুণার কথা কি কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে?

আমরা ভগবানের কোন কথা জানি না বলিয়া স্বেচ্ছায় বা কৃষ্ণেচ্ছায় ভগবৎপর সাধুগণ এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক আগমন করেন। তখন যদি অনন্য সাধুর কৃপা বরণ করি, তাহা হইলে সাধুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণীর দ্বারা নিয়মিত চক্ষু আমাদের নিত্যবান্ধব সাধুর দর্শন পাইয়া ধন্য হইতে পারি। জাগতিক বিচারবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চতুর্ব্বর্গ বা অন্য কোনপ্রকার পারদর্শিতা দ্বারা সাধুদর্শন হয় না। খণ্ড জ্ঞানের দ্বারা অখণ্ড পূর্ণজ্ঞানময় সাধুকে কেহ জানিয়া লইতে পারে না। ভগবদ্‌ভক্তের কৃপায়—সাধুর কৃপায় ও জীবের সেবোন্মুখতায় শরণাগতিমূলে সাধুর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধু ত' অতীন্দ্রিয় বস্তু। অবরজ্ঞানে কি করিয়া তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে? অকপট ইচ্ছা বা সেবোন্মুখতা যদি থাকে, তাহা হইলে অন্তর্যামী সাধু সেরূপ অকপটের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া কৃপা করেন। অনেকে বলেন—অকপটে কৃপা চাহিলেই কি কৃপা পাওয়া যায়? তবে আমরা কৃপা পাই না কেন? আমি যেন কত সরল, কত কৃপাভিখারী, কৃপা না পাওয়ার জন্য যেন আমার খুব হইতেছে না। কৃপা যে সে বস্তু নহে, কৃপা আমার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, আমার নিজ সুখের ঘরে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণের কাছে লইয়া যাইতে পারে। কৃপা কৃষ্ণের সুখবিধান করে ও করায়। কৃপা আমার গোলামী করিবে না—এ সব চিন্তা করিয়া আমি কৃপা চাই কি? আরও একটা কথা, আমি বাস্তবিক কৃপা চাই, কৃষ্ণকে চাই—এ কথা আমি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি কি? মুখে কৃপাপ্রার্থনা ও অন্তরে কৃপাগ্রহণে অনিচ্ছা আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই কি? সেইজন্যই বলিতেছি, কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা যেখানে নাই, সেখানে অকপট কৃপা-প্রার্থনাও নাই জানিতে হইবে। যেখানে কৃপার জন্য প্রকৃষ্ট যত্ন ও আর্ত্তি নাই, তথায় নিশ্চয়ই শরণাগতি বা অকপটতা নাই। কৃপোন্মুখই কৃপা বা সেবা পায়। ভোগোন্মুখতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া মৌখিক কৃপাপ্রার্থনার মূল্য কি? আমরা যতই অধম হই না কেন, আমাদের নিজের অযোগ্যতা অকপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, ইহা ধ্রুবসত্য। অকপট কৃপাভিখারীমাত্রেই এই বাক্যের পরম সত্যতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন অথবা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহা শুধু আমার কথা নহে, সকল শাস্ত্র ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃপা-বিতরণের মালিক যিনি সেই গৌর-করুণাশক্তি জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যদেবও অকপটতারই অনিবার্য্য কৃপাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অকপটে যদি তাঁহাকে চাও, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই—আমি কে? আমাকে তাহা জানাইয়া দাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে 'আমি' যাহা, সেই স্বরূপটী উপলব্ধি করাইবেন। আমার প্রার্থনার মধ্যে যদি ভেজাল না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত সাধু পাঠাইয়া দিবেন। অকপট হইয়া তাঁহাকে চান দেখি? তিন কিরূপে কৃপা না করেন! তিনি ... করিতে প্রস্তুত হন। প্রত্যেক তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাববশতঃ আলোকপ্রদানের জন্যই সর্ব্বদা থাকুন, আমরা সম্পূর্ণরূপে দ্বার খুলিয়া রাখিলেই হইল।"

মুখে কৃপাপ্রার্থনা ও অন্তরে কৃপাগ্রহণে অনিচ্ছা—ইহার স্থায় কপটতা আর নাই। এরূপ কপটী কৃপা পাইবে না। কৃপাকাঙ্ক্ষা জিনিষটী স্বসুখাকাঙ্ক্ষা নহে, তাহা সেব্যের সুখবাঞ্ছা। কৃপা সেবাময়ী। সুতরাং সেবায়—শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের সুখবিধানে উদাসীন থাকিয়া কখনই কৃপাপ্রার্থী নহে। নিজ দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে কৃপাভিক্ষার ভাণ, তাহা প্রকৃতপক্ষে কৃপাপ্রার্থনা নহে। কৃপার নামে স্বরূপ বা ভোগই (নিজসুখবাঞ্ছা) সেখানে আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। অন্তরে ভোগোন্মুখতা বা স্বসুখবাঞ্ছা, আর বাহিরে কৃপাপ্রার্থনার আড়ম্বর কিছু কৃপাপ্রার্থনা নহে। সেইজন্যই বলিতেছি, যদি আমরা কৃপা চাই, তাহা হইলে কৃপাগ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে—নিজেকে সাধুর দাস বলিয়া জানিতে হইবে। যেখানে কৃপাভিক্ষা বা দাস্যপ্রার্থনা আছে, সেখানে দাসাভিমান না থাকিয়া পারে না। কৃপা ছাড়া গতি নাই বলিয়া মাধুর্য্যের মহাজন শ্রীঅদ্বৈতের ভগবানের নিকট নিরন্তর কৃপাভিক্ষার কথাই বলিয়াছেন।

দক্ষিণ দেশে 'বড়্‌গলই' ও 'তেন্‌গলই' দুই প্রকার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবৎ-কৃপার প্রতি নির্ভরতা ও আত্মচেষ্টার প্রতি ... 'নির্ভরতা সরা নতুনার হইতে পথবাধার উপায় ... সাধন ... অর্থ ... নয়।

[illegible] কোনপ্রকার ... নাই, যেন ভগবান্ কৃপা করেন, তবেই আমাদের মঙ্গল হইবে।' আর ... বলেন,—'নিজের চেষ্টার ... করিয়া লওয়া যায়।'

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

পরে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীল নারদ মুনি এই দুই শ্রেণীর একাধিক [illegible] সমাধান করিয়া দেন। [illegible]

[illegible]

নিকট [illegible] সেই বহ্মজ্ঞান-[illegible] অভিগমন করেন। [illegible] শ্রুত্যুদিতে নিরন্তর [illegible] হইয়া [illegible] গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত ভগবৎপদপ্রাপ্তি লাভ হয় না। [illegible] জানা যায়। যদিও [illegible] আছে তথাপি [illegible] উচিত নহে। [illegible] আরও স্ফুটরূপে সম্পাদিত হইয়া [illegible] করিয়া দেন। ব্রহ্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, গুরুপ্রসাদ [illegible] সাধন [illegible] নাই, তথাপি [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] চেষ্টা করিব।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গোস্বামী

প্রভৃত্ব বলিয়াছেন,—"[illegible] শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া [illegible]

[illegible]

নিকট আবির্ভূত হইলেন। গোপীগণের প্রত্যক্ষ উদ্ভবে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে [illegible]

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

[illegible]

শ্রীগণ কৃষ্ণ ও মুনিগণ [illegible] দর্শন করেন। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত [illegible] সেই অপ্রাকৃত [illegible] প্রাকৃত অনর্থ [illegible] সাজাইয়া ভোগে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। অপ্রাকৃত অনঙ্গের শরণ গ্রহণই প্রাকৃত কামের কবল হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। সেই অনঙ্গের শরণ-গ্রহণমুখেই কামগায়ত্রী জপের ব্যবস্থা।

কৃষ্ণ—মায়াধীশ, তাঁহার মায়ায় মুনিগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যান। ব্রহ্মা, এমন কি [illegible] কৃষ্ণলীলাদর্শনে চমৎকৃত হন। তাঁহার নিকট কাহারও কোন মায়া বা ছলনা [illegible] না। শাল্ব নামে এক অসুর ছিল। সে [illegible] তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া [illegible] একটি মায়াময় রথ লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সে [illegible] একটি মায়াময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল [illegible] সে দ্বারকা [illegible] হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তারপর সেই মায়ামূর্ত্তিটিকে সে খড়্গদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া আস্ফালন [illegible]

[illegible] ব্রাহ্মণকে [illegible] এবং তাঁহাকে [illegible] করিব। কৃষ্ণ [illegible] হইল। [illegible] কৃষ্ণ যে পদাঘাত [illegible] মুচুকুন্দকে [illegible] পদাঘাত [illegible] নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবং [illegible] তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। মুচুকুন্দ তখন [illegible] তাঁহার নিকট হইতে [illegible] লাভ করিলেন।

[illegible] সংসার প্রত্যেক [illegible] দ্বারা চালিত হইয়া [illegible] প্রবৃত্তি মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি, বিষ্ঠার কীটেরও [illegible] সেই প্রবৃত্তিরই [illegible] দিনযাপন করা যায়, তাহা হইলে মানবের সেই বুদ্ধিকে কোনমতেই প্রশংসা করা যায় না।

হরিভজন করিতে হইলে সম্বন্ধজ্ঞানটি ঠিক রাখা দরকার। সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না

রাখিয়া হরিভজন করিবার অভিনয় ক্রমশঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষে পরিণত হয়।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলেই এই সকল তত্ত্ব সেবোন্মুখ-হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। কেবল যুক্তি-বিচারদ্বারা অপ্রাকৃত-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

শ্রীমন্দিরে যেমন সিংহাসনে শ্রীগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধর আছেন, তাঁহাদের পার্শ্বে যেমন শ্রীগুরুদেব আছেন ও তাঁহার সেবক আছেন, আমাদের এই হৃদয় মন্দিরেও তদ্রূপ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও তাঁহাদের সেবকানুসেবক স্বপ্ত আছেন। সেই আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা প্রয়োজন। সুপ্ত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে শব্দের আবশ্যক। তাহা এ জগতের শব্দ নহে, একমাত্র বৈকুণ্ঠ-শব্দই আত্মাকে জাগরিত করিতে পারে। সেবোন্মুখ কর্ণ দ্বারা [illegible] কীর্ত্তিত হরিকথা শ্রবণেই সুপ্ত আত্মা প্রবুদ্ধ হন।

হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করা দরকার। এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণপথে যদি বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ প্রকার হরিকথা শ্রবণের অভিনয়ে কোন ফল হয় না। হৃদয় যদি বিষয়-কথায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে হরিকথা শ্রবণ কেন। স্বতন্ত্রেই পর্য্যবসিত হয় নাএ।

সর্ব্বক্ষণ ভগবৎপাদপদ্মস্মৃতি পরায়ণ না থাকিলে হরিভজন হয় না। যেমন আধুনিক বিচারেও দেখা যায়, কাহারও যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট উনষাট সেকেণ্ড স্বামিসেবা করিয়া [illegible] এক সেকেণ্ডের জন্য পরপুরুষের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার সতীত্ব থাকে না এবং তাহার স্বামীরও তাহাতে সন্তোষ হয় না। তাহা হইলে আমরা যে জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণ কে ভুলিয়া সর্ব্বক্ষণ [illegible] ব্যস্ত রহিয়াছি, ইহাতে তিনিই বা কিরূপে সন্তুষ্ট হন, আর আমাদের সতীত্বই বা কি প্রকারে অক্ষুণ্ণ থাকে? কৃষ্ণ কথা কর্ণপথগত হইলে তাহা সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য যত্ন করা দরকার।

ভগবল্লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনই হৃদ্‌রোগরূপ কাম অপগত হইবার একমাত্র উপায়। শ্রদ্ধা অর্থাৎ সেবোন্মুখতা সহকারে শ্রবণ করা দরকার। কীর্ত্তন করিতে হইলে তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু অমানী ও মানদ হওয়া আবশ্যক।

তৃণাপেক্ষা সুনীচতাই অকিঞ্চনতা! গোপীভর্ত্তার দাসের দাসানুদাস—এই অভিমানই সেবোন্মুখতা। তরুর ন্যায় সহ্য গুণসম্পন্ন হওয়াই শরণাগতির লক্ষণ। সকলে কৃষ্ণশক্তি, সকলেই কৃষ্ণসেবাশিক্ষাদাতৃত্বে আমার গুরু—এই বুদ্ধিতে যখন জগদ্দর্শন হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত অভিমান দূরীভূত হইয়া অমানী ও মানদ হওয়া যায়। "গুরুপাদপদ্মের আমি"—এই স্বরূপের অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই অকিঞ্চনতা। কৃষ্ণ শক্তিরূপে সকলকে দর্শন করাই সকলকে যথাযথ সম্মান দেওয়া। যতক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ-দর্শন, বাৎসল্য বা জড়দর্শন প্রবল থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতপক্ষে মানদ হওয়া যায় না, বা ততক্ষণ নিজের পুরুষাভিমান প্রবল থাকে বলিয়া সত্য সত্যই অমানীও হওয়া যায় না। এই পুরুষাভিমানই হরিভজনের পক্ষে প্রধানতম বাধা। এই বাধা দূর করিতে হইলে একমাত্র বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। বৈষ্ণবসঙ্গফলেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়।

বিরহ-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] এবং [illegible] গোস্বামী [illegible] তিরোভাবের [illegible] নিবাস [illegible] শ্রীধাম [illegible] [illegible] বিরহ-উৎসব [illegible] [illegible] [illegible] মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ [illegible] [illegible]।

[illegible] অধ্যক্ষ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ [illegible] বিরহ ও [illegible] বর্ণিত হয়। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীমদ্ বাবাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible] ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তশাস্ত্রী প্রভু [illegible] "করে শ্রীচৈতন্য বোধ কবিবর দাস", "[illegible] প্রভৃতি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

মঙ্গলবার শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ বিরহ-তিথি-দিবসে উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের বন্দনার পর, গুরুবন্দনা, বন্দনা, "[illegible]", কেবল ভকতি-সদ্ম গীতি, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীল ঠাকুরের গীতিগ্রন্থ হইতে বৈষ্ণব মাহাত্ম্য-সূচক গীতিসমূহ কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীমদ্ বাবাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৬শ পরিচ্ছেদ হইতে বৈষ্ণববর শ্রীল কালিদাসের ভক্তিনিষ্ঠা অর্থাৎ ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল, ভক্তভুক্ত-অবশেষে অসাধারণ রতি এবং তৎপ্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ কৃপা এবং স্বয়ং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-অধরামৃত অর্থাৎ মহাপ্রসাদ মহিমা-কীর্ত্তন ও শ্রীল [illegible] প্রসঙ্গ পাঠ করেন। [illegible] 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' এর ভক্তিবিনোদ বিরহ-সংখ্যা হইতে 'ভক্তির প্রতিনিধি', [illegible] 'শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

[illegible] ভক্তি [illegible] তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

ভক্তগণ যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। [illegible] ও ছাত্রগণের দ্বারা [illegible] করিয়া সুচারু সম্পন্ন করিয়াছেন। [illegible] উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-উৎসবোপলক্ষে [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ [illegible] [illegible] বাবাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিপিনবিহারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভৃতি [illegible] হইয়াছেন।

তারের সংবাদ

[illegible] London 20 [illegible]

45 N [illegible]

Sree Gaudiya Math, Bagbazar Calcutta

Crave blessings of His Divine Grace. Also [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] of [illegible] [illegible] Supreme Lord. [illegible] received deepest appreciation. Howard Harris

41 Lancaster [illegible]

Aldeon.

শ্রীধামে হরিকথা

[illegible]

[illegible] [illegible] মহাজনগণের [illegible] ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার [illegible]
সেবক—[illegible]

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক—[illegible] অধিকারী

স্বানন্দ-অঙ্গন
পোঃ [illegible] পুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীনরহরি-ঠাকুরের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ (নদীয়া)
সেবক—[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলরূপ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
বাড়তলা (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোলকপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
বৈঁচীগ্রাম, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

বালঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুরী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুরী, চব্বিশ পরগণা
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা
সেবক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

গোপালগঞ্জমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনবন্ধু ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নন্দনপাড়া, পোঃ নারায়ণগঞ্জ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণ্ডাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, [illegible] সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয় মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
১৮/১ বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীসাধ্যদৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীবনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীগৌরচিত্ত[illegible]
[illegible]
সেবক—[illegible]

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীনন্দন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনবীনচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবৰ্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দন[illegible] দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible]চরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপারা
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনন্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ক[illegible], কভুর গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(জগৎ কৃপাভিক্ষক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(জগৎ-কৃপাভিক্ষক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীতত্বশরণ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীবৈদ্যনাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অনর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বৰ্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিউটস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯ ৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরদেশী দাস বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেমানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
সাধারণে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

হিসাবের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাপত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূললক্ষ্য তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টিকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার — অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৮	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬ ৩০	৭ ২৮	১১ ২৯		.	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ২০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.		৯-৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৩	৮-৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭ ৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭ ৪০			২০-১০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮ ১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮ ২২			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন — শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬ ৩	১৬-৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬ ৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯ ২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭ ৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫ ৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ			.		১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৭		১৭ ৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৭ ৫০	১৭-৭৬	১৯ ২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩ ১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৬ ৫৪
ছাঃ	১৫-১৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-২৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কট সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি সম্পাদিত ঢাকা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গীতবিশারদ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় শ্রবণ তথা দেশ-বিদেশের বহু স্থানে ভক্তগণ পণ্ডিত ও দর্শনার্থী মহোদয়গণের নিকট যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধ সিদ্ধান্তপূর্ণ সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্র হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর্দ্ধসিদ্ধান্তস্থাপনে ও অপসিদ্ধান্তখণ্ডনে অপ্রতিহত শ্রীগৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যে সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেব্য।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ক্ষীণ জীর্ণকায় দুঃস্থ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;

বেহালা, ২৪ পরগণা;

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:*:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যদেব
—:*:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১৬ই আষাঢ় ১৩৪৮; ৩০শে জুন, ১৯৪১, সোমবার [৯৭তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—::*::—

সর্পাঘাতে মৃত্যু

যশোহর জেলার শিকিখা গ্রামে ভুমায়-ভলার মোবারেক মোল্লার স্ত্রী সন্তানাদি লইয়া ঘরে ঘুমাইতেছিল, এমতাবস্থায় একটি বিষধর সর্প ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটিকে দংশন করে। ফলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

—

কৃষকদের দুর্দ্দশা

মাদারীপুর মহকুমার কালকিনী, রাজৈর, মাদারীপুর প্রভৃতি থানায় কৃষকদের অপরিসীম অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। গত দুই বৎসর ধান্যাদি ফসল না পাওয়ায় কৃষকদের দুর্দ্দশা চরমে পৌছিয়াছে। যে কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অভাবের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

—

সাপ লইয়া খেলা

গত ১৭ই জুন ডাল্টনগঞ্জে একটি শিশু তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি দ্বারা একটি সাপকে শক্ত করিয়া ধরিয়া উহার সহিত খেলা করিতে দেখা যায়। শিশুটির ভাই এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহাদের মাতা ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসেন। মাতা তাহার হাত বাড়াইয়া ধৈর্য্যপূর্ব্বক শিশুটিকে ঐ সাপটি ছাড়িয়া দিতে বলেন। শিশুটি সরলভাবে তাহার হাতের মুঠা আলগা করিলে সাপটা চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়। সেই সময় বাড়ীর লোকেরা সাপটাকে মারিয়া ফেলে। শিশুটি নিরাপদে আছে।

—

অজগর ধৃত

চৌদ্দগ্রাম এলাকায় ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় জঙ্গল হইতে আজগর আলী নামক এক কৃষক তাহার দলবল সহ এক জীবন্ত অজগর সাপ ধরিয়া সহরে আনিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করে। সর্পটি প্রায় ১৩ ফুট লম্বা। ধৃত হওয়ার দিন সে একটি জীবন্ত ছাগল গলাধঃকরণ করিয়াছিল।

—

নিমজ্জিত মার্কিণ সাবমেরিণ

কয়েকদিন পূর্ব্বে একখানি মার্কিণ জাহাজ ডুবিয়াছিল। সাবমেরিণ খানি ৪৪০ ফুট জলের নীচে যেখানে ডুবিয়াছে তথায় পৌছিবার চেষ্টা মার্কিণ নৌবহরের কর্তৃপক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। সাবমেরিণের খালাসী ও কর্মচারীদিগের মধ্যে কেহ জীবিত আছে বলিয়া আশা নাই।

সাবমেরিণখানি যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক উপরে "[illegible]" নামক সাবমেরিণে আরোহণকারী মার্কিণ নৌ-সচিব কর্ণেল নক্স, নৌ-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ ও নাবিকগণ শোকসভার অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন। সমুদ্রে ফুলের মালা নিক্ষিপ্ত হয়—নিমজ্জিত নাবিকগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য তোপ ছোড়া হয় ও অনেকক্ষণ তাঁহাদের উপর দাঁড়াইয়া নাবিকগণ মৃত সহযোগীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

দুইজন ডুবুরি জলের নীচে নিমজ্জিত সাবমেরিণের চারিপাশ পরীক্ষার পর উপরে উঠিয়া যে রিপোর্ট দেয়, তদনুসারে উহা উদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করা হইয়াছে।

—

বাঙলাদেশে চর্ম্ম-শিল্পের অবস্থা

বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় বি. এম, দাস বাহাদুর লিখিত "বাঙলাদেশের চর্ম্মশিল্পের অবস্থা" শীর্ষক বিবরণী শিল্প-বিভাগের বুলেটিন হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে :—

(১) কাঁচা চর্ম্মশিল্প, (২) চর্ম্ম পাকা করার শিল্প, (৩) পাদুকা তৈয়ার শিল্প এবং (৪) চর্ম্মের তৈরী বিভিন্ন শিল্প।

এই সকল শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ক্রমে ট্রেণিং দানে ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা, ভালরকম ক্রয়বিক্রয়-ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্পর্কিত বহু মূল্যবান্ তথ্য উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ছাগচর্ম্ম হইতে গ্লেজড কিড, মহিষের চামড়া হইতে ট্যান্ করা সোল লেদার এবং বাঙালীর দ্বারা যত্নে সিভিলিয়ান, মোলটায়া ও পালিশ করা বুট ও জুতা তৈরী সরকারী সাহায্যে অনেকাংশে প্রেরণা লাভ করিয়াছে। বাঙালী দ্বারা এই ব্যবসায় পরিচালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং কতিপয় পন্থাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। অল্প ব্যয়ে গ্লেজড্ কিড্ এবং পেট্ ট্যানড সোল লেদার তৈরীর ছোটখাট ট্যানারী খুলিবার পরিকল্পনাও উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র বেঙ্গল ইনষ্টিটিউট হইতে পাশ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের সাহায্যার্থ গভর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে ছোটখাট ট্যানিং ব্যবসা খুলিবার পরিকল্পনাও উহাতে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

ট্যানিংএর নিমিত্ত একটি আধুনিক যন্ত্র সন্নিবেশ করিয়া এবং বুট ও জুতা তৈরীর একটি যন্ত্র বসাইয়া বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউটের প্রসার সাধনের জন্যও উক্ত রিপোর্টে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। উহার পরিকল্পনা এবং তজ্জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত বিবরণীতে প্রদত্ত হইয়াছে।

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির নিমিত্তই বিশেষ করিয়া এই বিবরণী লিখিত হইয়াছে এবং উহা বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটিতে বিবেচনাধীন আছে।

—

রংপুর ম্যালেরিয়া-নিবারণী পরিকল্পনা

রংপুর জেলার যে চারিটি ম্যালেরিয়া নিবারণী পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার প্রস্তাব ছিল, তন্মধ্যে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত দুইটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আনুমানিক ২৯,২০০্ টাকা ব্যয়ে নালেয়া নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ২৭,৬০০্ টাকা ব্যয়ে কুম ও তৎসংলগ্ন খালের পুনর্খনন কার্য্য।

গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে রংপুর জেলা বোর্ডকে ২৮,৬০০্ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থে উপরোক্ত পরিকল্পনার অর্দ্ধেক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই চুক্তিতে উক্ত অর্থ প্রদান করিয়াছেন যে, রংপুর জেলা বোর্ড বাকী অর্দ্ধেকের এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিবে। রংপুর জেলা বোর্ড এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিবেন এবং জনস্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ও বাঙলা সরকারের সেচ-বিভাগ তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইংরাজীর ভূতপূর্ব প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের গৌড়গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া বহুদেশের জনগণ এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। বহুশত বিরাট্ আলেখ্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সংস্কৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি শোভিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রন্থিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা তাহার আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন নাথ এম এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের বোধসৌকার্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সঙ্গে সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

EROTIC PRINCIPLE & UNALLOYED DEVOTION

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রণীত। সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য প্রবন্ধ আছে।

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
দশম স্কন্ধ—	৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯। জৈবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিবন্ধ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮। শ্রীমদ্ অন্বয়	॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক	।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব	।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য	।৶০
২২। ভজন রহস্য	॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	॥০
২৭। মুক্তিমার্গানুসন্ধান (সানুবাদ)	২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫। গীতমালা	⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	৵০
৪১। গীতাবলী	⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫। নবদ্বীপশতক	⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক	⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ	/০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	/০
৬০। সাংখ্যবাণী	/০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲
সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	/০
৬৯। সারাৎসারবর্ণনম্	৶০
ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০। রায় রামানন্দ	॥০
৭১। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২। নামভজন	/০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অর্ণ্টলজী	॥০
৭৪। বিলেটীড ওয়ার্ল্ড্স্	।৶০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	/০
৭৮। দি ভাগবত	।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫। সাধনপথ	
৮৬ কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৮৭। গীতাবলী	⁄১০
শরণাগতি	/০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী	॥০
তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১। শরণাগতি	।০
তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ } ২১ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩০শে জুন ইং ১৯৪১, সোমবার { ২৭৭৫ সংখ্যা

সত্যম্ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত [illegible] গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত হইয়া[illegible]। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়-মন্দির, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও পদ্যাদি শ্রী[illegible] গ্রন্থ সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান— [illegible] পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বামন, সোমবার, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

[illegible]

শ্রদ্ধা [illegible] না থাকে, তাহা হইলে [illegible] হয়, [illegible] সাধুর বাক্য [illegible] সাধুর প্রতি আনুগত্য বা অহৈতুকী [illegible]। [illegible] সাধুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, [illegible] নিকট হরিকথা শ্রবণ, [illegible] সাধুর [illegible] থাকিতে পারে এবং [illegible] টানও দেখা যাইতে পারে, তথাপি [illegible] না থাকিতে পারে। [illegible] ঠিক তাঁহার কর্তৃক [illegible] ইহা দেখিবার প্রবল বাস্তবিক আছে কিনা বুঝিতে হইবে। অন্তরে প্রতি আসক্তি, প্রীতি, আসক্তি বা টান থাকিলে [illegible] প্রীতি বা শ্রদ্ধা হয় নাই জানিতে হইবে। যেখানে সাধুর উপদেশ পালনে দৃঢ়াগ্রহ বা শরণাগতি নাই, সেখানে শ্রদ্ধা নাই। সাধুর বাক্যের প্রতি মমতা ও সাধুর বাক্য যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধার অভাব হইলে [illegible] বাহ্য অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া[illegible] হয়। এই যে শ্রদ্ধার অভাব, ইহা [illegible] বুঝি [illegible]

[illegible] কোনটীর অবস্থা [illegible] প্রধান অঙ্গ, তাহার [illegible] [illegible] হইবার কথা, তাহার [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] প্রবল কথা। [illegible] অধিকার হয় না [illegible] হইয়াছে, [illegible] চান, [illegible] বা [illegible] কৈতবের [illegible] কোন [illegible] উদয় হয় [illegible] উদয় হয়। [illegible] অভাব থাকে, [illegible] সম্মুখে পাইয়াও [illegible] আমাদের সাধুর [illegible] না। তাহার শক্তি নাই, তাহার [illegible] হয়। [illegible] কেবল [illegible] নহে, পরন্তু [illegible] তাঁহাদের [illegible]।

[illegible] বলিলেই সব কথা হয়, [illegible] কিছু বলিতে হয় না—একপ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসই প্রকৃত শ্রদ্ধা। [illegible] বিশ্বাস এ জগতের কোন বস্তুর [illegible] আন্তরিকতা নাই। যাঁহাদের আছে তাঁহাদের [illegible]। এই শব্দ [illegible] ও [illegible] বিবিধ। শ্রদ্ধা [illegible] বিবিধ।

[illegible] বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। [illegible] এই যে, [illegible] না হইলেই [illegible]

[illegible]

স্বত্বের সহিত বাধে না কি? তবে তাহার যাহাতে ভব, সেদিকে [illegible] চলিতে হইবে। যে [illegible] করিবে, তাহার কি পুত্র-কন্যায় মত হইয়া থাকিতে চলিবে? তাহার উপর শ্রদ্ধাবানের কৃপা হয়, তিনি কে [illegible] নাম ছাড়া [illegible] পারেন না।

শ্রদ্ধা [illegible] হয় না। শ্রদ্ধা [illegible] এই [illegible] মনে হয়। [illegible] শ্রদ্ধা [illegible]।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
কৃষ্ণ [illegible] ভক্তিলতা-বীজ॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

শ্রদ্ধা [illegible] বীজ। শ্রদ্ধাদেবী কৃপাপূর্ব্বক [illegible] দান করেন। কৃষ্ণ-ভজন ছাড়া আমার আর কোন কর্ত্তব্য নাই—এরূপ [illegible], [illegible], স্থিরনিশ্চয় ধারণাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা [illegible]। [illegible] আনুকূল্য [illegible], প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাস, রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ, আত্মনিবেদন, কার্পণ্য অর্থাৎ দৈন্য—এই ছয়টী শ্রদ্ধার চিহ্ন। শ্রদ্ধাবান্ নির্ভীক। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধি থাকায় তাঁহার দুঃখ নাই। শ্রদ্ধাবান্ অন্য দেবতাদিগের পূজা করেন না। শ্রদ্ধার অপর নাম নিষ্ঠা। তিনি ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। সাধনভজনে শিথিলতা বা উদাসীনতা শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। [illegible] উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্যই শ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সাধনচেষ্টা-বিষয়ে পরাঙ্মুখতা নাই। শাস্ত্র ভগবৎসম্বন্ধ দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াসমূহের যে মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেইসকল মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধালু পুরুষ তাহাতে অবিশ্বাসযুক্ত হন না এবং সেই সকল ভগবৎসম্বন্ধ বস্তুবিষয়ে প্রাকৃত দ্রব্যাদির তুল্যজ্ঞানে দোষ-বিশেষানুসন্ধান-জনিতা প্রবৃত্তিও হয় না। খনিতে স্বর্ণ বাহির করিতে গিয়া তাহাতে স্বর্ণের মাটি প্রভৃতি অনেক বাধা দেখিয়াও স্বর্ণপ্রার্থীকারী যেরূপ উৎসাহের সহিত স্বর্ণলাভে যত্ন করেন, কৃষ্ণপ্রাপ্তিই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, সেরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিও বাধা-বিঘ্নে কৃষ্ণানুশীলনে পুনঃ উৎসাহ ও পুনঃ পুনঃ যত্নগ্রহ দেখা যায়। ব্যবহার-বিষয়ে মুহ্যমানতা প্রভৃতির অভাবও শ্রদ্ধার লক্ষণ জানিতে হইবে। শ্রদ্ধাবান্ [illegible] আচ্ছাদন বা [illegible] জন্য মুহ্যমান বা ব্যস্ত হন না। ইহকালে [illegible] বস্ত্র মধ্যে এবং কোন্ বস্ত্র নিব্য এই বিচার করিতে অমনোযোগ [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধাবান্ সতী স্ত্রী পুত্র [illegible]। শাস্ত্রীয় [illegible] হইলে [illegible] হয় না। [illegible] শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অনন্যপর। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই অনন্যভক্তিতে অধিকারী। যাঁহার বা শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ-কর্ম্মাদিবশতঃ বিষয় সম্বন্ধের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ আচরণ) হয় তথাপি বিষয়সম্বন্ধকালেও তাহাকে বাধা প্রদান পূর্ব্বক নৈষ্ঠিকী ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই একমাত্র পরম মঙ্গলপদ—এইরূপ বিশ্বাসযুক্ত। শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসযুক্ত, শীত অর্থাৎ রুচি উৎপন্ন হওয়ার দৃঢ়নিশ্চয়। তাঁহার সাধনাভ্যাসের ক্রমে না বা নষ্ট হয় না। তাদৃশ পুরুষ কামসকলকে সহসা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে ভোগ করেন, অথচ তাহাদিগকে নিন্দাও করিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা পাপকার্য্য করেন না। তাঁহাদের পর-স্ত্রী, পরদ্রব্যে লোভ এবং হিংসাবৃত্তি নাই। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—এই বিশ্বাসই শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দুই প্রকার। ইনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন বা দিতে পারেন—এইরূপ বিশ্বাসকে কোমলশ্রদ্ধা বলা যায়। আর ইনি আমার অভাব দূর করিবেন নিশ্চয়ই প্রদান করিতে পারেন—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসকে প্রকৃত শ্রদ্ধা বলা হয়।

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

কোমল শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিতে হইলে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুসঙ্গফলেই শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়। কোমলশ্রদ্ধা হইতে কখনও টলিতে পারেন কিনা ইহা দোষরূপে লইবার ইচ্ছা হয়। ইহা সর্ব্বদা ভাবে গর্হণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত

মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈলা বেদ পুরাণ॥

কলিকালের মায়াবদ্ধ, কৃষ্ণবিস্মৃত জীবগণকে কৃষ্ণস্মৃতিপ্রদানের জন্য অসীম কৃপাময় ভগবান্ বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই বেদেরই অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] অশোকময়। [illegible] সর্ব্বতোভাবে সার্থকময় হইলে এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের শাস্ত্র-অবতার। "গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।" শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান্। তাঁহার কৃপায় জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য লাভ হয়। পদ্মপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতকে ভুবনমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিমান শাস্ত্রক-অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্য্যৌ
কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং
দোর্যুগলং তথান্যৌ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং
দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু
দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং
সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসার-সমুদ্রসেতুং ভজামহে
ভাগবত-স্বরূপম্॥

এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ-স্বরূপ। ইঁহারা সকলই পূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীভগবানের পদযুগল স্বরূপ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ—উরুদ্বয়, পঞ্চম—নাভি-দেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ—বাহুযুগল, নবম স্কন্ধ—কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ—মুখপদ্ম, একাদশ স্কন্ধ—ললাট এবং দ্বাদশ স্কন্ধ—মস্তকস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত অপার সংসার সমুদ্রের সেতুস্বরূপ। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তাঁহার কৃপাতেই জীব অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইয়া নিত্যধামে যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যসদৃশ। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি যদি কৃপা করিয়া কোন ভাগ্যবান্ জীবকে নিজের স্বরূপ দেখান, তবেই সেই জীব শ্রীমদ্ভাগবতকে আশ্রয় করিয়া পরম-মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রবন্ধে উদিত হইয়া বহির্ম্মুখ অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মায়া-মোহিত জীবের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া আলোক দান করেন। তাঁহার কৃপাতেই জীব নিজ স্বরূপ, ভগবৎ-স্বরূপ, মায়া-স্বরূপ, উপায় উপেয় স্বরূপ আদি জানিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতসূর্য্য প্রকাশে উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ তমোরাশি বিনাশ করিয়া ভগবদ্ভক্তি বা প্রেমধর্ম্মের প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত ও চৈতন্যরসবিগ্রহ-স্বরূপ। খণ্ডকালের মধ্যে ইঁহার জন্ম বা ভঙ্গ নাই। তিনি প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়াও প্রাপঞ্চিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন না। শ্রীমদ্ভাগবত পরম নির্ম্মৎসরধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাতে কোন কপট নাই। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারাই একমাত্র পরমসত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত জগতে শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শিত পথে চলাই সেবার পথ—ভক্তির পথে চলা।

নাম ও নামী অভিন্ন। নামই নামী, নামীই নাম। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা ও শ্রীভগবানের সেবাতে কোন পার্থক্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ভক্তি। সেই ভক্তি নিত্যসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশিত। মহাপ্রলয়েও বিষ্ণুভক্তি নষ্ট হয় না। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই ভক্তির অপ্রতিহত্বের কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ই ভক্তি বলিয়া তাঁহার সমান অন্য কোন শাস্ত্র নাই। তাই জগদ্গুরু শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—

ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঁঞি ভাগবতসম কোন শাস্ত্র নহে॥

শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে অভক্তজনের অধিকার নাই। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাগত নহে—যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার সম্মান দিতে অনিচ্ছুক—যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে জগতের অন্যান্য দশ পাঁচখানা পুঁথির অন্যতম মনে করে, তাহাদিগের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বা শ্রবণে অধিকার নাই। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাগত—কৃপা-প্রার্থী, তাঁহারাই ভাগবতপাঠ বা শ্রবণের অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ জগতের নিত্যকর্ম্মসমূহের অন্যতম নহে। ভাগবত-শ্রবণের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা হয়। ভাগবতের যিনি শরণাগত, তিনি জানেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই সকল প্রমাণ-শিরোমণি। শ্রদ্ধা এবং শরণাগতিই শ্রীমদ্ভাগবত-সেবার অধিকার। শ্রীমদ্ভাগবতের শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহার হৃদয়ে শ্রীভাগবততত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। সেবাবুদ্ধির অভাবে পাঠ ও শ্রবণে বিপরীত ফল হয়। আধ্যাত্মিকতা থাকিলে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা ও কৃপা লাভ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত মায়াবাদী বা কর্ম্মীর সেব্য গ্রন্থ নহেন। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কাহারও শ্রীমদ্ভাগবত সেবার অধিকার বা যোগ্যতা নাই [illegible] বা অশ্রদ্ধা সহকারে ভাগবত [illegible] অপরাধ হয়।

ভাগবত দ্বিবিধ—এক প্রকার গ্রন্থ ভাগবত ও অপর প্রকার ভক্ত ভাগবত। শাস্ত্রবাণীর তাৎপর্য্য জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্যই ভক্ত ভাগবতের জগতে আগমন।

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

কৃপালুগণ [illegible] ভাগবত। তাঁহারা ভাগবত প্রচার করেন, সকলকে ভাগবত করেন। তাঁহাদের অন্যাভিলাষ নাই, কর্ম্মাগ্রহ ও জ্ঞানপিপাসাও নাই। তাঁহাদের চিত্ত ভাগবত-সেবাভিলাষে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় ভাগবততোষণ-কার্য্যে নিযুক্ত। ভক্ত ভাগবতই গ্রন্থ-ভাগবতের মহিমা বিস্তার করেন। তাঁহারা নিষ্কপট ও নির্ম্মৎসর। তাঁহাদেরই নিকট ভাগবত-শ্রবণ করিতে হইবে। ভাগবতের নিকট ভাগবত-শ্রবণ না করিলে ভাগবতের বিপরীতার্থজ্ঞানই লাভ হয়। অবৈষ্ণবের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রবণ হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবের চিন্তাস্রোত শ্রোতার হৃদয়ে স্থান লাভ করে। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন-

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণবচরণে॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে শরণাগত হইলে ভাগবতের সেবায় অধিকার লাভ হয়। গুরুকৃপায় শাস্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতসেবাই একমাত্র কৃত্য। যাঁহারা আদর করিয়া ভক্তপূজ্য শ্রীভাগবতকে গৃহে রাখেন, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতকে পূজা করিলেই কৃষ্ণপূজা হয়। ভাগবতের শ্রবণ ও পঠনফলেই ভক্তিলাভ হয় এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণপূজা বিহিত হয়। স্বয়ং শ্রীঅনন্তদেব অনন্তমুখে সর্ব্বক্ষণ শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে ॥
যেন রূপ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তাঁ' সবার ॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয় ॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝন না যায়।
এইমত ভাগবত—সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন ॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥
বেদশাস্ত্র, পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ ॥
যখন শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥
সকল শাস্ত্রেহ মাত্র 'কৃষ্ণভক্তি' কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত—কৃষ্ণ-রসময় ॥
সবারেহ এই ভাগবতের আখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥
ভক্তিযোগমাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি-মধ্য অন্ত্যে কভু না বুঝয়ে আন ॥
না বাখানে ভক্তি, ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায় ॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥
ভাগবত পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তিময় ॥
দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থভাগবত আর কৃষ্ণকৃপা-পাত্র ॥
নিত্য পূজে, পড়ে, শুনে, চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহ হইবেক সেই মত ॥
ভাগবতরস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরমভাগ্যবন্ত ॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবত অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে ॥
হেন ভাগবত যেন অনন্তেরো পার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার ॥

গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত—উভয়েই অভিন্ন। একজনকে লঙ্ঘন করিলে আর একজনের কৃপা পাওয়া যায় না। ভক্তকে লঙ্ঘন করিলে গ্রন্থ ভাগবতের স্বরূপ উপলব্ধি বা কৃপালাভ হয় না। ভক্তের কৃপা হইলেই ভাগবতের কৃপালাভ হয়। ভক্তের মুখে ভাগবত শ্রবণ না করিয়া নিজে নিজে ভাগবতের একটী বাণীরও যথার্থ উপলব্ধি হয় না। ভক্ত যদি তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাণী কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই বাণীই সেবোন্মুখ জীবের চিত্তমলিনতা দূরীভূত করিয়া তথায় স্বীয় আধার প্রকটিত করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণপ্রেমরসময়। প্রেমিক না হইলে ভাগবতরসাস্বাদন ভাগ্যে ঘটে না। কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ ভাগবতের কৃপাভিখারী না হইলে—ভক্তভাগবতের শরণাগত না হইলে ভাগবত পড়িলেও বুদ্ধি নাশ হইবে। শরণাগত বা সেবোন্মুখ না হইলে ভাগবতের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। সেবোন্মুখের হৃদয়ে স্বতঃই ভাগবতের স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণকথা জীবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে কৃষ্ণাবস্মৃতিরূপ অনর্থ সকল নিঃশেষিত হইয়া স্মৃতিপথ উন্মুক্ত হয় ও জীব-হৃদয় ভরপূর হয়। বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ, বৈকুণ্ঠরূপ দর্শন, বৈকুণ্ঠগুণ গ্রহণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর-কীর্ত্তন শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-লীলাকথা-শ্রবণ—শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য শ্রবণফলেই বিশুদ্ধ জীবহৃদয়ে উদিত হয়। তখনই হৃদয়কে অভিন্ন বৃন্দাবন জানিতে পারা যায়। সেই হৃদয়ে কৃষ্ণ নিত্য-পরিকরগণ সহিত বিলাস করেন।

গুরুবৈষ্ণবচরণ অপরাধী ভাগবত-সেবায় অধিকারী নহে। দেবানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপের একজন প্রতিষ্ঠাশালী পণ্ডিত ও ভাগবত-ব্যাখ্যাতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতে ভেদবুদ্ধি ছিল। দেবানন্দের মহাভাগবত শ্রীবাস ঠাকুরের শ্রীচরণে অপরাধ হইয়াছিল। ভাগবত-পাঠকালে একদিন শ্রীবাস ঠাকুর কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবানন্দের শিষ্যগণ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম-বিকারের কথা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীবাস ঠাকুরকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই পথে যাইবার সময় দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ক্রোধসহকারে তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন।

দৈবে প্রভু ভক্তসঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানেতে তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পায় ॥
ক্রোধে বলে প্রভু,—"বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত ॥
মুক্তি, মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবত।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে ॥
ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে,—"সে অধম কিছুই না জানে ॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ প্রতিষ্ঠায় ॥"
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয় ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
শাস্ত্রে যে অন্তের গতি, তার শাস্তা যম ॥
ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ।
নিন্দা অবধূতচাঁদ জগতনিবাস ॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি মহাপ্রভুর সেই মঙ্গলময় শাসন স্বীকার করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে দৈবাৎ মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর কৃপাতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হইবার সৌভাগ্য লাভ এবং অপরাধ নির্মুক্ত হইয়া একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন।

এতেক বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥
বৈষ্ণবসেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তা'র সাক্ষী এই সব দেখ বিদ্যমানে ॥

শ্রীভক্তিবিনোদবিরহোৎসব

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে

গত ১০ই আষাঢ় (১৩৫৮) মঙ্গলবার দিবস গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুগত্যে এবং গৌড়ীয়মঠের পরিচালক-সমিতির নিয়ামকত্বে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব তদীয় অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, 'ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। অনন্তর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু "বিরহতত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে "গোপীনাথ মম নিবেদন শুন" এই বিজ্ঞপ্তি গীতি কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদরে সুমাজ্জিত মস্তকোপরি শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুশোভিত করা হয়। প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে মঠসেবকগণ সমস্ত দিবস ব্যাপী 'শ্রীভক্তিবিনোদ-বৈভব' গ্রন্থ পারায়ণ করেন। বেলা ১০ ঘটিকার সময় ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক-বন্দনার পর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "কবে গৌর বনে [illegible] সেদিন আমার" প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীনাটমন্দিরে সমবেত ভক্তসভায় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদের বিরহ গাথা গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ পাঠ করেন। পাঠের পর '[illegible]' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। অনন্তর উপস্থিত শতাধিক পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীএকায়নমঠে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা [illegible] শ্রীএকায়নমঠে গত [illegible] আষাঢ় [illegible] গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথি পূজা মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর 'গুরুবৈষ্ণববন্দনা,' 'পঞ্চতত্ত্ব' ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে কিছুক্ষণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের বিচিত্র ভোগ লাগে। [illegible] কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর 'গুরুবৈষ্ণববন্দনা,' 'পঞ্চতত্ত্ব' ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে [illegible] ভক্তিবিনোদ ও [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] হয়। [illegible] পর মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রেঙ্গুনে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম [illegible] রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ রেঙ্গুনের [illegible]

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার,
[illegible]
সেবক — [illegible]

শ্রীযোগপীঠ, [illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ [illegible]পুর নদীয়া
সেবক — [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — [illegible] দাসাধিকারী

শ্রী[illegible] পাট
পোঃ [illegible] নদীয়া
সেবক — [illegible]

[illegible]
[illegible] (নদীয়া)
সেবক — [illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
[illegible]পুর
সেবক — [illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দসুখদকুঞ্জ
শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক — [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগো[illegible] মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক — নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

[illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ক[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]পুর নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
[illegible]পুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহ পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রী[illegible]কুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] সেবাবিলাস

[illegible] আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক — [illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

[illegible]মঠ
[illegible]পুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক — [illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক — [illegible] ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠ সন
সেবক — [illegible] ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া [illegible]
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয় মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক — [illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালগৌড়ীয়মঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক — [illegible] ব্রজবাসী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
সেবক — শ্রী[illegible] অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
সেবক — [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible]

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক — শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা বাজার (আসাম)
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

[illegible]মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক — শ্রী[illegible]মাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক — শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক — শ্রী[illegible] ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক — শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরগড়িয়া
পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
সেবক — শ্রী[illegible] বাবাজী

বাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক — শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং,
বোম্বে নং ২৬
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক — শ্রী[illegible] অধিকারী

আর্তিশ্রম
(ভগবৎ-[illegible])
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] আশ্রম
(ভগবৎ-[illegible])
পুরী
সেবক — শ্রী[illegible]নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক — শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক — শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক — শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক — শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক — শ্রীভব[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস স্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক — শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক — কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক — শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
ক্যানিং রোড [illegible]
সেবক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক — শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible]পুর (গঞ্জাম)
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক — পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রী[illegible] অঙ্গন
সেবক — শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible]চরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক — শ্রী[illegible]শেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।√০	।√০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২√০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	৮-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৪৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	..	.	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-২৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-৪৫
(বদল) ছাঃ	......	......	৯-৩১	. .	. ..		.	. .
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১		১৯-১৫ ২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১৭	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৯	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২২		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৯-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৪	১২ ৭	১৫-৭৫	১৭-৫০	২০-৫	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.....	.....	.....	.....	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	....
দমদম			২১-৪		১৭-৩৯	১৯-৩	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১২-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত স্বদেশ তথা বিদেশের সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণের সহিত যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরভক্তিসিদ্ধান্তবর্ণনে ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের বিচারসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি শত গুণের অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের কথার সার্থকতা হয় কি না। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রী শ্রীপ্রভুর গ্রন্থমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১৭ই আষাঢ় ১৩৪৮, ১লা জুলাই, ১৯৪১, মঙ্গলবার [৯৮তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——::০::——

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ

আগামী ২৮শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের যে বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইবে, তাহাতে এক বিরাট কার্য্যসূচী অনুসৃত হইবে। অন্যূন দশটি আইনসংক্রান্ত প্রস্তাব উক্ত কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। এ পর্য্যন্ত যে কার্য্যসূচী প্রস্তুত হইয়াছে তদনুসারে ৩৬ দিন পরিষদের অধিবেশন চলিবে এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর শেষ অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল ও ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। উহাতে সেই দুটি বিতর্কমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। প্রথমোক্ত বিলে প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অপর বিলটিতে সহরের কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য যে সকল বিল কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা হইতেছে এই :—বঙ্গীয় কোর্ট অব ওয়ার্ডস (সংশোধন) বিল (উত্থাপনের জন্য) বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যদের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কিত বিল (সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য), বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল (আলোচনা ও বিধিবদ্ধ করার জন্য), বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল (উত্থাপন ও প্রচারের জন্য), বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন (সংশোধন) বিল (উত্থাপন ও প্রচারের জন্য), বঙ্গীয় কাউন্সিল (সংশোধন) বিল (উত্থাপন ও সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য) এবং বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল (উত্থাপন ও সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য)।

———

লরী চাপা পড়িয়া মৃত্যু

গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭৷০ টার সময় বিবেকানন্দ রোড দিয়া মাণিকতলা ব্রিজের দিকে যাইবারকালে একজন লোক সম্ভবতঃ বাঙ্গালী মোটর লরীর নীচে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। তাঁহার পরিচয় জানা যায় নাই। বেলেঘাটা পুলিশ এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছে।

———

পাঞ্জাব সরকারের বিজ্ঞপ্তি

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ ও কর্ম্মচারীদের পদোন্নতি সম্পর্কে তাঁহাদের নীতির পুনরণুমোদন করিয়া সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত সরকারী বিভাগে সাম্প্রদায়িক হারে লোক নিয়োগের নীতি স্বীকার করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক হার অনুযায়ী মুসলমানগণ শতকরা ৫০টি, শিখগণ ২০টি ও হিন্দু ও অন্যান্য জাতির লোকেরা ৩০টি চাকুরী পাইবে।

———

যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ

বাঙ্গলা সরকারের যে সকল কর্ম্মচারী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের চিকিৎসার উন্নতি এবং প্রদেশের জনগণের স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতির জন্য যে সকল নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে। সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। এই সকল আইনে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহাদের যক্ষ্মার আশঙ্কা দেখা যাইবে, পরীক্ষার নিমিত্ত তাহাদের বিভাগীয় বা সিভিল সার্জ্জনের নিকট প্রেরণ করা হইবে। এই পরীক্ষার জন্য কোন ফিস নেওয়া হইবে না। প্রয়োজন বোধ করিলে সিভিল সার্জ্জন রোগীকে নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন। ১০০৲ টাকার কম বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের যক্ষ্মার দ্বারা পরীক্ষার ব্যয় সরকারই বহন করিবেন। কোন রোগীর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক কিম্বা হাসপাতাল যদি নিরাময় বলিয়া তাহাকে সার্টিফিকেট দেয় এবং তাহাকে কাজ চালাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া কেহ সুপারিশ করে তাহা হইলে কয়েকটি সর্ত্তে তাহাকে কাজে যোগ দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় না হইলে পাওনা অনুযায়ী পুরাপুরি ছুটি তাহাকে দেওয়া হইবে। সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হইবে না।

———

চীনা সৈন্যদলের প্রতিরোধ

চীনা সেনাদলের প্রধান কর্ম্মচারী সেনাপতি পাইচুং সি জাতীয় আর্থিক সম্মেলনে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, চীনা সেনাদল আরও তিন হইতে পাঁচ বৎসরকাল জাপানকে বাধা দিতে পারিবে। আর্থিক কর্তৃপক্ষকে সেনাদলের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিতে তিনি অনুরোধ জানান।

———

যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক প্রচারকার্য্য

যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক প্রচারকার্য্যের উপর কঠোর হারে বাধা নিষেধ আরোপ করিবার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র বিভাগ আইনের খসড়া রচনা করিতেছেন। স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল নিউইয়র্কের সেনেটের মিডের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, চক্রশক্তির প্রচার ফিল্মসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সিনেমায় নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

———

নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী

নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ পিটার ফ্রেজার বিমানযোগে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। যুদ্ধ সম্পর্কিত অবস্থা বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণক্রমে তিনি আসিয়াছেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি সমর পরিষদের একটি সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

———

তুর্কী-ইতালী অর্থনৈতিক চুক্তির সম্ভাবনা

ডিসি নিউজ এজেন্সীর রোমস্থ সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন, আগামী সপ্তাহে ইতালী ও তুরস্কের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। রোমের সংবাদপত্র পপোলো দা-ইতালীয়া বলিতেছেন। ইতালী 'সম্প্রীতি ও সহযোগিতা'র মনোভাব লইয়াই তুরস্কের সহিত পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌড়ীয়বৈষ্ণব এবং পারমার্থিক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার একমাত্র ... ও ... জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। উহার ... বিশেষত্ব ... ইতিহাস-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ... তুলনা দ্বারা এমন প্রচুর প্রমাণিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৫ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে পারিভাষিক শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা ১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্থাধ্যায় ... শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক গোলোকাদে ... সংক্ষেপে ... 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'ভক্তি'টীকা ... ভূমিকা ও সূচীর ... সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। ... বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, ডিকশান প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দেন। বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপাল ... ইউনানী
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থমালা

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০
২।	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৲
৪।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা)	৬৲ / ৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৷০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১৷০
৯।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	বাদশ আলবর	৷০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২।	ভজন রহস্য	৷০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	৷০
২৭।	মুক্তিমাত্রিকা ... (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	/১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	/১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২৲০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴১০
৪৬।	অর্চ্চনপঞ্চক	৴১০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴১০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	/০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	/০
৬০।	সাংখ্যবাণী	/০
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲
	সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৫।	সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৬।	তত্ত্বত্রয়ম্	।০
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	/০
৬৯।	সারার্থদর্শনম্	৵০
	ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০।	রায় রামানন্দ	৷০
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	৷০
৭২।	নামভজন	/০
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি	৷০
৭৪।	রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৭৫।	লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৷০
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	৷০
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	/০
৭৮।	দি ভাগবত	।০
৭৯।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরাবেল্ড ডিভোশন	।০
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৩৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
	উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
৮৫।	সাধনপথ	৷০
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭।	গীতাবলী	৴১০
	শরণাগতি	/০
৮৯।	শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	।৵০
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	৷০
	তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১।	শরণাগতি	৷০
	তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

পরম কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা সকলেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২২ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ১৭ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ , ১লা জুলাই ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ৯৮৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বামন, স্থাণু পঞ্চমী গৌরাব্দ ৪৫৫

যৎকিঞ্চিৎ

——:॰:(॰):॰:——

আনুগত্য করিতে হইবে—মস্তক অবনত করিতে হইবে—শরণাগত হইতে হইবে, ইহাই ভক্তিরাজ্যের প্রথম কথা। শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতাই ভজনের প্রধান সহায়। অধীন-তত্ত্ব জীব কাহারও অনুগত না হইয়া থাকিতে পারে না। একটা না একটা আকর্ষণে তাঁহাকে পড়িতেই হইবে। হয় সে মায়ার আকর্ষণে পড়িবে, না হয় কৃষ্ণাকর্ষণে পড়িয়া ধন্য হইবে। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, আনুগত্য যদি করিতে হয়, তাহা হইলে মায়ারই আনুগত্য করিব, তথাপি চিচ্ছক্তি সাধুগুরুর আনুগত্য করিব না, এরূপ একটা দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমরা আমাদের স্বতন্ত্রতা কিছুতেই ছাড়িতে চাই না, কলে কৌশলে যে কোন উপায়ে অন্তরের অন্তস্থলে তাহা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পোষণ করিয়া রাখিতে চাই। আমার একমাত্র প্রভু গুরুবৈষ্ণবগণ আমার উপর প্রভুত্ব করুন, ইহা আমার আদৌ ভাল লাগে না। রোগীর কুপথ্য-গ্রহণ-পিপাসার ন্যায় ভবরোগগ্রস্ত আমার সাধুগুরুর দাস্য অপেক্ষা প্রভুত্ব করাটাই যেন ভাল লাগে এবং তাহা না পাইলেই আমার মন অস্থির হইয়া উঠে, এমনি আমার দুর্দ্দৈব।

আমাদের মনে হয়, যত দোষ কৃপার, আমরা ঠিক আছি। কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। কৃপা নির্দ্দোষ ও বদান্য। আন্তরিকতার সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃপা চাহিলেই কৃপা পাওয়া যায়। এই কৃপা চাওয়া লোকদেখান বাহিরের কোন ব্যাপারই নয়। ইহা অন্তর হইতে অন্তরদেবতার নিকট অতি সঙ্গোপনে কাতর প্রার্থনা এবং ব্যগ্র-ব্যাকুল আবেদন ও নিবেদন। এইরূপ কৃপা-ভিক্ষা বা চেতনের অনুশীলন হইলে সাড়া অবশ্যই পাওয়া যাইবে—কৃপা অবশ্যই মিলিবে। ভজন পথে কৃপাই একমাত্র-সম্বল—কৃপাই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। সেই কৃপার দোষ দিলে বা কৃপার প্রতি উদাসীন হইলে—কৃপার প্রতি নির্ভরতা না থাকিলে মঙ্গলের আশা কোথায়? 'কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, আমি কেবল কৃপা চাহিলেই হইল'—এই সাধুশাস্ত্রবাক্যে আমার সুদৃঢ়-বিশ্বাস কোথায়? সেইজন্যই বলিতেছি, সত্যকে যখন সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, তখন আমার বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাই যে বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য।

সরল হইয়া অর্থাৎ হরিনামের প্রীতি-বিধান ছাড়া অন্য কোনপ্রকার অভিসন্ধি না রাখিয়া কৃপাভিক্ষা করিলে কৃপা নিশ্চয়ই হইবে। ডাকার মধ্যে কোন ভেজাল না থাকিলেই কৃপা উপলব্ধি হয়। ডাকিয়া যখন সাড়া পাওয়া যায় না, সেখানে ডাকার মধ্যে নিশ্চয়ই ভেজাল বা গলদ আছে, জানিতে হইবে। স্বরূপ-ভ্রম বা অবিদ্যাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অপরাধ। ইহা সর্ব্ব-প্রথমেই দূর হওয়া দরকার। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। ভজনের প্রয়াস দূরে থাকুক, 'আমি কৃষ্ণের দাস' এই অভিমানেই জীবের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে—একথা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। দাসাভিমানের সহিত—সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। সাধুগুরুর কৃপাতেই জীবের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেই বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন। এই প্রথম অনর্থ দূর না হইলে অন্য কোন অনর্থই যাইবে না। সেবা করিতে করিতে সাধুসঙ্গে স্বরূপভ্রম যে পরিমাণে দূর হয়, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অপরাধাদিও সেই পরিমাণে বিদূরিত হইতে থাকে। অগ্র-প্রবৃত্ত হইয়া অনর্থ দূর করিবার জন্য যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। শুধু নিজের চেষ্টায় অনর্থসকল দূর করা যায় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সাধনচেষ্টারহিত হইয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া কেবলমাত্র মুখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাপ্রার্থনা করিলে চলিবে না। নিজের দিক হইতে চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় থাকিবে এবং অকপটে কৃপাও প্রার্থনা করিতে হইবে। এই দুইএর যোগাযোগের ফল অনর্থনিবৃত্তি বা মঙ্গল হইবে। নিদ্রা ভজনপথের অত্যন্ত বিঘ্নকারক, নিদ্রাকে কমাইয়া দিতে হইবে। চিত্তবিক্ষেপ, ভয়, দম্ভ, দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার, অভিমান, প্রতিষ্ঠাশা বা মাৎসর্য্য প্রভৃতিও ভজনপথের অত্যন্ত বিঘ্ন। অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, ভজনে শিথিলতা, কার্য্যাদির জন্য অহঙ্কার, অন্যবস্তুতে অভিনিবেশ ও বৈষ্ণবাপরাধ—এইগুলি হরিভজনের বিশেষ বাধা। আমাদের অপরাধ বা দোষেরও শেষ নাই, আর গুরুকৃষ্ণের করুণারও তুলনা নাই।

শ্রীনামের কত দয়া! সরল কৃপাপ্রার্থীকে তিনি কৃপা করেনই! সেই জন্য সাধকে অবহেলা না করিয়া নিজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই মঙ্গল হয়। আমাদের অধ্যবসায় ও যত্ন দেখিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন ও আমাদিগকে কৃপা করেন।

নিরন্তর হরিনাম করিলেই মঙ্গল হইবে। হরিনাম করিতে গিয়া অন্য চিন্তা আসিতেছে দেখিয়া হরিনাম ছাড়িয়া দিতে হইবে না। প্রথমে পরমমধুর হরিনাম রুচিকর না হইলেও আদর করিয়া হরিনাম করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রীনামের প্রতি রুচি হইবে। তখন নাম না করিয়া থাকা যায় না। নামের আকর্ষণের মধ্যে পড়িলে হৃদয়ে কোন অন্যাভিলাষ থাকিতে পারে না। তখন নামেতর বস্তুর প্রতি বিরাগ সহজভাবেই উদিত হয়। শ্রীনাম অত্যন্ত বলবান্। তিনি আকর্ষণ করিলে জগতের কোন বাধাই শ্রীনামগ্রহণকারীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। শ্রীনামের প্রতি টান হইলে শ্রীনামের প্রিয় স্থান, কাল ও পাত্রের প্রতি টান হইবে। তখন শ্রীনামের স্থান শ্রীগৌরধাম, শ্রীকৃষ্ণধাম ও শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই প্রীতির উদয় হইবে, শ্রীধাম ছাড়িয়া তখন অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিবে না। মাধবী-তিথি শ্রীনামের কাল। তখন গৌর-জয়ন্তী, কৃষ্ণ জয়ন্তী, একাদশী প্রভৃতি পালনে একান্ত ইচ্ছা হইবে। শ্রীনামের পাত্র—শ্রীনামের একনিষ্ঠ ভক্ত। শ্রীনামের প্রতি প্রীতি হইলে শ্রীনাম-সেবকের প্রতি প্রীতি ও টান আপনা হইতেই হইবে।

কৃষ্ণানুশীলনে [illegible] চেষ্টা অভিনিবেশ থাকিলে হরি-ভজন হইবে না। অতএব বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। সাধুর প্রতি [illegible] বা কৃষ্ণপ্রীতি [illegible] কোন [illegible]। যে কোন উপায়ে সাধুর কৃপাদৃষ্টির মধ্যে পড়া বা সাধুর কৃপাভাজন হওয়া—শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মলাভের একমাত্র যোগ্যতা। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির হেতু

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে' গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

ব্যক্তির পক্ষে সাধুর পরিপূর্ণ অকপট কৃপা-লাভের জন্য আপ্রাণ আন্তরিক চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ সাধুর প্রেমবশ্য। সাধু যদি দয়া করিয়া আমাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আবেদন করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণ আমাদের প্রতি উপেক্ষা না করিয়া পারেন না। সুতরাং কৃপা প্রার্থীর কৃপালাভের একমাত্র উপায় সাধুকে যে কোন উপায়ে সন্তুষ্ট করা। ইহা আমাদের একমাত্র কার্য হইবে। সাধুর কৃপা হইলেই স্বভাবে পাণ্ডিত্য হইতে পারা যায়। সাধুর কৃপায় স্বরূপে বা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে হইতে পারে, ইহা অত্যুক্তি। শাস্ত্র এরূপ বলিয়াছেন,—তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। প্রকৃতিকমে এ কৃপা-প্রভাবে মহতের সেবা লাভ হয়, অর্থাৎ সাধুর শ্রীমুখে নিত্য হরিকথা-শ্রবণের ইচ্ছা জন্মে। সেই মহতের সেবাফলে সামান্য শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে আত্ম-শুদ্ধ পুরুষ সদগুরু চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হন। সদগুরুর নিকট শ্রবণের নিমিত্ত সাধুসঙ্গক্রমে যে শ্রদ্ধা হয়, সেই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বাস্তব সত্যে পর্যবসিত হয়। বাস্তবকথায় রত হইলে সাধুগণের শ্রীমুখে মনোযোগসহকারে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া কীর্তন করিতে করিতে সাধুগণের সুহৃৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই হরিকথা-শ্রবণকারীর হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অসৎ কাম দূর করিয়া থাকেন। সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তভাগবতের সেবাফলে অভদ্রসমূহ বিনষ্ট হইলে শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হয়। এই নিষ্ঠা ক্রমশঃ রুচি ও আসক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনর্থ-নিবৃত্তির পর, কামলোভাদি রজস্তমোগুণ প্রসূত বৃত্তিসমূহ নিষ্ঠাবান্ ভক্তকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। সেইকালে ভক্ত ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে সেবাশ্রিত হন এবং তাঁহার চিত্তে নির্মল ভগবদাবির্ভাব হয়।

অদ্বয়জ্ঞানের স্মৃতিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিতে পারে না। বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদান-কারণ সমস্তই যখন বিষ্ণু, তখন প্রতি জীবের দেহের সর্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য কি? জীবের এই জ্ঞানটী উদ্বুদ্ধ থাকিলে জীব দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাই ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য সেবা ব্যতীত ইতরবস্তুর ভোগ করিতে পারে না। সর্বদেহে ও সর্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ভুলিয়া গেলেই আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিয়া থাকে। এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর করিয়া সর্বত্র যাহাতে কৃষ্ণস্মৃতির উদ্বোধন হয়, তজ্জন্য প্রত্যহ যত্ন করা দরকার।

নাম ও নামী অভিন্ন। শুদ্ধ নামই নামীর ত্রিভুবনমোহন স্বরূপের রূপ দর্শন করান; এবে তাঁহার গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করান।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

(১০ই আষাঢ়, ১৩৪৮)

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

আজ আমরা শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত কীর্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলীতে তদীয় বিরহ-তিথিতে উৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য পাইয়াছি। এই তিথি শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পক্ষেও অপ্রকটতিথি। অদ্যকার এই উৎসবে শ্রীগৌরশক্তিদ্বয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহ আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইলেই মঙ্গল। কতকগুলি লোককে ডাকিয়া আনিয়া বার্ষিক উৎসবের নামে তাহাদিগকে ভোজন দিয়া বিদায় দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। এই উৎসব গুরুবর্গের বিরহ জাগাইবার জন্য—তাঁহাদের কৃপা-স্মরণের জন্য—নিজের দীনতা উপলব্ধির জন্য—শ্রীনামপ্রভুর সুখ বিধানের জন্য, পরন্তু বহির্মুখ লোকাদিগের জন্য নহে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগদাধরাভিন্ন শ্রীগৌরশক্তি-বিগ্রহ। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীবিনোদানন্দ, শ্রীবিনোদপ্রাণ, শ্রীবিনোদবিনোদ প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ৩১ বৎসর পূর্বে এই শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জের স্থিতলে অনেককে দৈক্ষাজন্ম দিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর এস্থানে অনেককে দৈক্ষজন্ম দিয়াছেন, অনেককে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনারা কি আমাকে কৃপা করিবেন না, যাহাতে শ্রীল ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা আমার প্রতি বর্ষিত হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই অঙ্গনে করতালি দিয়া কীর্তন করিতেন, হরিকীর্তন করিতে করিতে তিনি প্রেমে বিভোর হইতেন। তিনি অতি সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন করিতেন। সেই লীলা আমার স্মৃতিপটে উদিত হউন। আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম নিত্যকাল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমার প্রাণধন, তিনি মদীশ্বর। "আমি ত স্বানন্দ সুখদবাসী। রাধিকামাধবচরণ দাসী।"

শ্রীল ঠাকুরের গীতির এই পদটী যেন আমার হৃদয়ে নিত্যকাল জাগরূক থাকে। গৌড়-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থলী। শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা নিত্যকাল থাকিবে। তাহা কখন রুদ্ধ হইবে না। ঠিক দুই বৎসর পূর্বে আম্নায়-বিরোধী বা আচার্যবিরোধী গুরুত্যাগীদের কয়েক ব্যক্তি শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-উৎসবে দলাদলি ও পাষণ্ড প্রকাশ করিতে আসিয়াছিল কিন্তু শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় উহারা সদলবলে চিরতরে বিতাড়িত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদকে মুখে স্বীকার করিয়াও শ্রীল আচার্যদেবের চরণে অপরাধ করার দরুণ তাহারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছায় ভক্তিবিনোদ-ধারা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্বাদ ব্যতীত কাহারও জোরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রাকৃত শ্রীচরণকমলের সেবা লাভ হয় না।

আজ শ্রীল ঠাকুরের বিরহ উৎসবে আমরা এখানে কিছু খাওয়া-দাওয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য আসি নাই—হৈ চৈ করিয়া তক্ত বাগাড়ম্বর দেখাইবার জন্যও আসি নাই। আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণ সকল বহির্মুখ জীবেরই আছে। মনুষ্যজীবনেও ঐগুলির জন্য চেষ্টা করা মূর্খতা ব্যতীত কিছুই নহে। শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বিরহ যাহাতে নিত্যকাল উদ্দীপ্ত হয়, তাহা করাই আমাদের সকলের কর্তব্য। প্রিয়জনের সহিত মিলন না হইলে বিরহ হয় না। তদ্রূপ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ না হইলে, তাঁহাদের বিরহই বা আমাদের হৃদয়ে জাগিবে কিরূপে? মিলনে একের মধ্যেই ইষ্টদেবের দর্শন হয়, কিন্তু বিরহে সর্বত্র সকলের মধ্যে ইষ্টদেবের দর্শন হয়। যথা মহাজনবাক্য—

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥"

প্রভুর জন্য প্রকৃত বিচ্ছেদ জাগিলেই প্রভুর সম্বন্ধে সকল জীবের প্রতি মানদান বৃত্তি প্রকাশ পায়। তখন "সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহ নাথ যথাযথ।" এইরূপ বিচার উদিত হয়। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধেই আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ জাগিলে সকল জীবের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের দর্শন লাভ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে জগতে জানাইয়াছেন। হরিসংকীর্তন ব্যতীত অন্য যে কোন কার্যই যে কপটতা, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ॥
• • •
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব ॥
• • •
রাধাদাস্যে রহি, ছাড় ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তনগৌরব।
রাধানিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জন ভজন-কৈতব ॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারকগণ,
প্রতিষ্ঠাশা-হীন কৃষ্ণগাথা সব ॥
শ্রীদয়িতদাস, কীর্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জনে সম্ভব ॥

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে উচ্চ-হরি-কীর্তনের কথাই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্যদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীনিত্যা-নন্দাভিন্নবিগ্রহ। ইঁহাদের বাণীই শ্রীমন্-মহাপ্রভুর বাণী। শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশ—"স্ত্রী-পুরুষ দর্শন ক'রো না। লক্ষ্মীছাড়া (গুরুছাড়া—স্বরূপশক্তির আনুগত্য হীন) হ'য়ো না"। শ্রীল আচার্যদেবের বাণী আমাদিগকে সর্বদা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥

বিরহ-মহোৎসবে খাওয়া-দাওয়া সার হইলে অপরাধ হইবে। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবায় প্রণোদিত করুন। এই বিরহ-উৎসবে আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার স্মৃতিকণা গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণভজন হয় না।" "মহাযো যে মাত্রং বিত্তমদনী বৈষ্ণবকৃপা।" বৈষ্ণবে মাৎসর্য আছে, কৃষ্ণ পাইতে নাই, আবার গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি আছে, কিন্তু বৈষ্ণবে ও কৃষ্ণেতে নাই—ইহা পাষণ্ডতা।

সর্বদা অপরাধ-বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—"আমি শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পুরীর রেণু"। দৃঢ়-শ্রদ্ধাই সাধনের মূল। দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা ও সরলতাই হরি-ভজনের প্রধান সহায়। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া"। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গফলে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলে

শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীনামমন্ত্রের দীক্ষা ও ভজন আরম্ভ হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সকলে মনে রাখিবেন যে, তাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে পরম-চৈতন্যের সেবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন। সেবার ফলে তাঁহাদের পরমানন্দ-লাভ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, "অকিঞ্চনগোচরম্" অর্থাৎ ভগবান অকিঞ্চনের রসনায় স্ফূর্ত্তিলাভ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রত্যেকটি গীতিতে অকিঞ্চনতার শিক্ষা রহিয়াছে, যথা—"শিখাবে শরণাগতি করহে উদ্ধার।", "কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।"

এই স্থানে মাকন্দের মুনি স্বরভির দুগ্ধ পান করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছেন, এইজন্য ইহার নাম গোদ্রুম।

আমাদের প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবেশ থাকায় দরুণ শ্রীধামের স্বরূপ-স্বরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় না। "ছোড়ত পুরুষ-অভিমান। গোপীকিঙ্করী হৈলুঁ আজি কান॥" গোপীর কিঙ্করী না হইলে কৃষ্ণভজন হইবে না। গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের স্মৃতি উদিত করিবার জন্যই গুরুবৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাবতিথি। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাকণা লাভ করিতে পারিলে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যাইবে। যেখানে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আছেন, সেখানেই শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর আছেন। যেখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সেখানেই সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু আছেন।

"অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তন, অধিকার দিবে তুমি।"—একথা বলিতে পারিলে তবে শ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থানে উৎসবে আসা সার্থক হয়। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ খেলার বস্তু নহেন। তাঁহাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা করা উচিত নয়। তাঁহারা বিশ্বতশ্চক্ষু। সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর নিকট কপট করিয়া এড়ান যায় না। তাঁহারা অন্তর ও বাহির দেখেন।

আমরা স্ত্রী বা পুরুষ নহি। আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দাসানুদাস। দেহাত্ম বুদ্ধিই কপট। "বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।" "দীন ভ' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,' ধাই তব পাছে পাছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎসেবক বৈষ্ণব—কাঙ্গালের ঠাকুর। বৈষ্ণবের অনুগমনকালে দক্ষিণ, বাম বা পশ্চাতে তাকাইতে হইবে না অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদির দিকে তাকাইতে হইবে না। সম্মুখের দিকে অর্থাৎ ভক্তির দিকে দৌড়াইতে হইবে। যে গুরুবৈষ্ণবের কৃপারজ্জু শক্ত করিয়া ধরিবে, সে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিবে। কিন্তু যে হাল্‌কা করিয়া ধরিবে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

ভক্তির অনুকরণ করিলেই ভক্তির ফল প্রেম লাভ হয় না। বাহিরের সাজসজ্জায় প্রকৃত পরমার্থ লাভ হয় না। আমরা ত' মুখে মুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতি গান করি, আমাদের চিত্তে আনন্দ হয় না কেন? কারণ, আমরা অকিঞ্চন হইতে পারি নাই। "সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্" অকপটে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শরণাগত হইতে হইবে। এস্থলে 'নির্ব্যলীক' শব্দের বিশেষত্ব আছে। অকিঞ্চন না হইলে আত্মসাৎ করিবেন কিরূপে? দৃঢ়-বিশ্বাস চাই। শ্রীনামসংকীর্ত্তন সাক্ষাৎ চিদনুশীলন। "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ", "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"। হৃদয় শুদ্ধ হওয়া দরকার। একান্ত শরণাগতি ও বৈষ্ণবকৃপা চাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে হরিকীর্ত্তন

গত ১২ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা ও শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে প্রাতে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া নিশান-ডঙ্কা, খোল, করতালসহ একটী নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গন পরিক্রমা করত শ্রীশ্রীযোগ-পীঠ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। ভক্তগণ শ্রীশ্রীশচীদেবীর অঙ্গনে শ্রীনাটমন্দিরের সম্মুখে উপবেশন করিলে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের ইচ্ছানুসারে ষড়ঙ্গ শরণাগতির প্রত্যেক অঙ্গবিষয়ক-গীতিসমূহ 'শরণাগতি' হইতে প্রায় ১ ঘটাকাল কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্র" সমূহ আবেগের সহিত পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীগোবদ্রুম পরিক্রমা হইতে পঞ্চতত্ত্ব নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব উপলক্ষে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, নামকীর্ত্তন ও শরণাগতি-মূলক কীর্ত্তন হইলে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের রথযাত্রা-দর্শন, রথাগ্রে নর্ত্তন প্রভৃতি লীলা অতীব প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিত-মহিমা ও তাঁহার বিরহের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধর অঙ্গনে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

গত ১৩ই আষাঢ় শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীধর-অঙ্গনে প্রাতঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীনামকীর্ত্তন হইলে 'শরণাগতি' হইতে একান্ত শরণাগতের প্রার্থনা-সূচক কয়েকটী গীতি কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা হইতে শ্রীধরচরিত্র দেড়ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত বহু ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ অনন্তানন্দ সেবাবিলাস প্রভু শ্রীপাদ অবদমন ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণের চেষ্টায় ও শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে উৎসবটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রী ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৬শে জুন (১৯৪১) মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তবিংশতি-তম অপ্রকট তিথি-পূজা মহোৎসব পরমারাধ্য-তম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদপ্রসঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব গ্রন্থদ্বয় সমস্ত দিবসব্যাপী পরায়ণ হয়।

অপরাহ্ণে ১৬শ বর্ষ ২০-২১শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিপূজায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিত 'সুমেধস্তিথি' 'শ্রীভক্তিবিনোদ' বিরহ তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বক্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধ, ৪৭শ-৪৮শ সংখ্যা হইতে গোদ্রুম স্বানন্দসুখদকুঞ্জে 'শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহবাসরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১৭শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর লিখিত 'শ্রীভক্তিবিনোদ-দয়া করহ বিচার' ও "ব্যাসাচার্য্য সার্ব্বভৌম শ্রীল ভক্তিবিনোদ", শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করা হয়। শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা নানাবর্ণের বস্ত্র ও পত্রপুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব 'ঠাকুর বৈষ্ণবপদ' প্রভৃতি গীতি-কীর্ত্তনান্তে বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ সপ্তবিংশ বার্ষিক বিরহসংখ্যা (১৯শ বর্ষের ৪৬শ সংখ্যা) গৌড়ীয় হইতে 'শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার কৃপাভিক্ষা' ও 'শিখাবে শরণাগতি করহে উদ্ধার' প্রবন্ধদ্বয় সভায় পাঠ করা হয়। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, মহোদয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমন্দোদয় দয়ার কথা কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়া ২৭ বর্ষ সজ্জনতোষণী ভাগবতের ১৮শ-১৯শ সংখ্যা হইতে 'শ্রীভক্তিবিনোদগোস্বামী' শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও মহিমার কথা কিছুকাল কীর্ত্তন করিলে, 'যে আনিল প্রেমধন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ত্রিভুবনমোহন ব্রহ্মচারীজী গত ২৩শে, ২৬শে ও ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যাকালে স্থানীয় মগধেশ্বরী কালীবাড়ীতে ও দেওয়ান বাজারস্থ শ্রীযুত নিশিকান্ত পাল মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীশচীমাতার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৮ই আষাঢ় মঠসেবক শ্রীপাদ অভয়গোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী সদরঘাটস্থ শ্রীরাধারাসেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদের কিছু অংশ আলোচনা করেন। তত্ত্ববাদীর সহিত শ্রীমন্মহা-প্রভুর আলাপ প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল।

মঠসেবকগণ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় ও তাহাতে মানবসাধারণের কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিতেছেন। অনেক ব্যক্তি যত্নসহকারে শ্রীমঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণ করিতেছেন।

গত ১০ই আষাঢ় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় চট্টগ্রামস্থ শ্রীশ্রীবিদ্যা-নিধি গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তবিংশ বার্ষিক বিরহমহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, 'ঠাকুর বৈষ্ণব দয়ার সাগর', 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পূর্ব্বাহ্ন ৯টার পর হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব' হইতে আলোচনা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মঠসেবকগণ প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতময় গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। পঞ্চতত্ত্ব মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে সভা ভঙ্গ হয়। সভা ভঙ্গের পর সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
সেক্র—শ্রীভক্তিবন্ধু কুঞ্জ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ প্রবৰ্ত্তিত শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভুবনদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীভজনদাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী পঙ্কজদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাস(?)বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক - শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিমোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ নড গড়ৌলিয়া(?), বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক -শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রদাস দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভাগবতলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
১১ [illegible] ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবাসবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপানিবন্ধক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপানিবন্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বৰ্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভব্যগণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে	৷৹	৷৵৹	৷৵৹	৷৹
" ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৷৹	১৲
" সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷৹
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু ... সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। গোরক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূললক্ষ্য তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার, অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৩	৬-২১	৭ ১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-০৬	১৭-৫৩	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩০	৭-২৮	১৩ ২৯	.	.	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ২০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.		৯-৩১		.			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫১	৮ ৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০		১০-০৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫		১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩		১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮ ২৩		২১ ১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন, শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮ ৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	..	..	.	.	১৫-৫৬	১৭-৪২		..
দমদম			২১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবনিধান অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সত্যানুসন্ধিৎসুগণের সহিত যে সমস্ত আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:○:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১॥০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুখা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:○:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১৮ই আষাঢ় ১৩৪৮; ২রা জুলাই, ১৯৪১, বুধবার [৯৯তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

——::○::——

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এ-বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় শতকরা ৫৫ ৫ জন উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গৌড়ীয়মিশনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে ছাত্রগণ সকলেই অর্থাৎ শতকরা শতজনই উত্তীর্ণ হওয়ায় এই স্কুলের সুনাম ও গৌরবের কথা চতুর্দ্দিকেই শুনা যাইতেছে। উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ৪ জন লেটার পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালেও ৩ জন ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছে। নিম্নে ১৯৪১ সালের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম প্রদত্ত হইল। স্কুলের এই প্রকার সাফল্য দর্শনে আমরা সকলেই আনন্দিত।

প্রথম বিভাগ

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু
২। শ্রীবসন্তরঞ্জন মল্লিক

২য় বিভাগ

৩। শ্রীঅমিয়গোপাল হালদার
৪। শ্রীঅনীলকুমার রায়
৫। শ্রীঅনীলকুমার চৌধুরী

৩য় বিভাগ

৬। শ্রীভামিনীরঞ্জন মল্লিক
৭। শ্রীমৃণালকান্তি মুখার্জ্জী
৮। শ্রীবৈদ্যনাথ দে
৯। শ্রীপ্রীতীশচন্দ্র মণ্ডল
১০। শ্রীনারায়ণচন্দ্র মণ্ডল
১১। শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র কীর্ত্তনীয়া
১২। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিশ্র
১৩। শ্রীকৃষ্ণবন্ধু ব্যানার্জ্জী

———

মার্কিণ নারীর অপূর্ব্ব বীরত্ব

সম্প্রতি একজন মহিলা বৈমানিক রাজকীয় বিমানবাহিনীর জন্য একটি লকহিড হুডসন শ্রেণীর পর্য্যবেক্ষক বোমারু বিমান আটলাণ্টিকের উপর দিয়া উড়াইয়া আনিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইহার নাম মিস্ জ্যাকালীন কক্‌রেন। পারিবারিক জীবনে ইনি মিসেস ফ্লয়ড্ অড্‌লাম নামে পরিচিত। ইনি নিউইয়র্কে বাস করেন। মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বোমারু বিমানে আটলাণ্টিক পাড়ি দিলেন।

বৃটেনে বাসকালে মিস্ কক্‌রেন অবিসামরিক বিমানবাহিনীতে নিযুক্ত মহিলাদের বিমান পারাপারের কার্য্য বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

———

ভারতীয় সেনানীর বীরত্ব

ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও সুদক্ষ পরিচালনার জন্য সুবাদার নওয়াব খানকে ভারতীয় ডিষ্টিংগুইস্‌ড্ সার্ভিস মেডেল দেওয়া হইয়াছে। বারাটুর যুদ্ধে মাত্র ৯০ জন সৈন্য লইয়া ইনি অধিকতর শক্তিশালী শত্রুবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন।

———

সিরিয়ায় ভারতীয় সৈন্যের বীরত্ব

সিরিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৪৮নং পাহাড়টির রক্ষীদের পিছন হইতে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি ভারতীয় দল জেবেল দ্রুজ ঘুরিয়া শাংরাইয়ার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ঐ সময়ে স্বাধীন ফরাসী বাহিনী ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্য লইয়া সম্মুখ হইতে হইতে আক্রমণ চালায়। এই চালটি সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ঘাঁটিটি দখল হয়।

ঠিক এই সময়ে আরও একটি আক্রমণ চলে। কুনেৎত্রার পথের দামাস্কাসের নিকটায় ভিশি সৈন্যবাহিনীর অনেকগুলি ট্যাঙ্ক আসিয়া জড় হয়। স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর ট্যাঙ্কের সহায়তায় একটি ভারতীয় ও একটি ব্রিটিশ সৈন্যদল তাহাদের হটাইয়া দেয়।

ইতোমধ্যে ভারতীয় সৈন্যেরা দামাস্কাসের পশ্চিমে মেজ নামক স্থানের বিমানঘাঁটিটি আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয় এবং অনতিবিলম্বেই ইহা দখল করিয়া বসে। এক সময় দামাস্কাসের দুর্গগুলি হইতে তাহাদের উপর গোলা বর্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যেরা শত্রুর কারখানার উপর গোলা নিক্ষেপ করিয়া ইহাদের সকল গোলাগুলি জ্বালাইয়া দেয়। অতঃপর শত্রুপক্ষ নিরস্ত্র হয়। সিরিয়া অভিযানে ভারতীয় সৈন্যেরা সর্ব্বত্রই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

———

ইরাক-প্যালেষ্টাইন রাজপথ

জেরুজালেম হইতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফ্রেঞ্চ নিউজ এজেন্সী সংবাদ পাইয়াছেন যে ট্রান্সজর্ডানের মধ্য দিয়া ইরাক এবং প্যালেষ্টাইনের মধ্যে স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

———

লণ্ডনে মিঃ রোনাল্ড ক্যাম্বেল

যুগোশ্লাভিয়ার ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ রাজদূত মিঃ রোনাল্ড ক্যাম্বেল ইতালীতে প্রায় পাঁচ মাস আটক থাকিবার পর ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরে যাইয়া মিঃ ইডেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

———

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়-বিল

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় বিলের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহম্মদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ আর সি মজুমদারকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ও স্যার আজিজুল হক সিলেক্ট কমিটিতে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া ইতঃপূর্ব্বেই জানাইয়াছেন।

———

বেলজিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেলজিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলির সমতুল্য বলিয়া ধরিয়া লইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের সংস্কৃতের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিংশতীতিপ্রবিষ্ট মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পণ্ডিত লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করুন একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ৮৩২ বিরাট্ আকারে ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দসমূহের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, আয়নাপাট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

[illegible] ভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের [illegible] অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ভাষিত ও শ্রীপাদ বাদবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বর্ণের আলোক্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য সুধীবৃন্দগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সঙ্গত ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান - শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

অ্যালোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

হিকমৎ প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা

উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল এ ন্ড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আগ্রা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲

সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।৹

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।৹

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয়-সংস্করণ) ॥৹

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিরহ-তত্ত্ব ।৹

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹

১৮। বালক আদর ॥৹

১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶৹

২২। ভজন রহস্য ॥৹

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥৹

২৭। মুক্তিফলটীকা দশশ্লোকঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶৹ বাঁধা ৸৹)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥৹

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹

৩৫। গীতমালা ৴১৹

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶৹

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹

৪০। শরণাগতি ৶৹

৪১। গীতাবলী ৴১৹

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।৹

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১৹

৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১৹

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১৹

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১৹

৪৯। অর্চ্চনকণ ৶৹

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৯৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴৹

৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥৹

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৯৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹

৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।৹

৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹

৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥৹

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥৹

৭২। নামভজন ৴৹

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজি এণ্ড অন্টলজি ॥৹

৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস ।৶৹

৭৫। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥৹

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥৹

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹

৭৮। দি ভাগবত ।৹

৭৯। ব্রহ্মো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।৹

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸৹

৮৫। সাধনপথ ॥৹

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১৹

৮৭। গীতাবলী ৴১৹

শরণাগতি ৴৹

৮৯। প্রাসঙ্গিক নববাণী ।৶৹

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক নিজকৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ | ১৩ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৮ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২রা জুলাই ইং ১৯৪১, বুধবার | ৯২৩ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ বামন, ভূত আনন্দ গৌরাব্দ ৪৫৫

পুরশ্চরণ

— :০:(০):০: —

মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই শাস্ত্রে পুরশ্চরণের ব্যবস্থা দেখা যায়। শ্রীনাম-মহামন্ত্রে তাদৃশ পুরশ্চরণবিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার শ্রীনামের উচ্চারফলে যখন পুরশ্চর্য্যাদির প্রাপ্য সমফল লাভ ঘটে, তখন শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই। কিন্তু শুদ্ধনাম অনর্থযুক্ত জিহ্বায় উচ্চারিত হন না। এইজন্যই শ্রীনারদাদি ঋষিগণ এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ দেহাদি-সম্বন্ধে কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের দেহাভিনিবেশ সঙ্কোচকরণার্থ নারদপঞ্চরাত্রাদিপ্রোক্ত পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

> কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
> কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
>
> (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণনাম অসীম শক্তিসম্পন্ন। ভগবান্ স্বীয় সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে নিহিত রাখিয়াছেন। আবার মন্ত্রও নামাত্মক বটে। কিন্তু মন্ত্র ও মহামন্ত্র শ্রীনামে যে লীলাবৈচিত্র্য আছে, তাহা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বাক্য হইতেই জানিতে পারি। অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রে যে সম্প্রদান-বাচক এবং প্রাকৃত অহঙ্কার-নিষেধক চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃ-শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই মন্ত্ররূপ-প্রভাবে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে শরণাগতি-প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন, তখন মুক্তকুলের উপাস্যমান স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধনাম সেই সমর্পিতাত্মা শুদ্ধচিত্ত অনর্থমুক্ত পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি তখন শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় নামী কৃষ্ণের শ্রীচরণকল্পবৃক্ষ হইতে প্রেমফল প্রাপ্ত হন।

শ্রীনাম স্বয়ংই পরিপূর্ণ শক্তিসম্পন্ন। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীনামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের অপেক্ষা করে না, তবে অনর্থযুক্ত জীব যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রের উচ্চারণাদির মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান থাকে, সেই সকল ব্যবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠান 'ফলদায়ক' বা 'বীর্য্যদায়ক' প্রভৃতি বাক্য সাধকনিষ্ঠ অর্থাৎ উহা সাধক ও মন্ত্রস্বরূপের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা দূর করিয়া সাধককে মন্ত্রের দ্বারা নামের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন। এইজন্যই পুরশ্চরণসম্পন্ন মন্ত্র 'ফলদায়ক' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও জীব-শিক্ষার্থ নীচসঙ্গী, নীচজাতি, বিষয়মগ্ন, অনর্থযুক্ত জীবের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরণে আত্মসমর্পণই মন্ত্রসিদ্ধি ইহা জানাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই—

> শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি-গ্রামে।
> প্রভুরে মিলিয়া, গেলা আপন-ভবনে॥
> দুই ভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল।
> বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল॥
> কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
> অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্যচরণ॥

• • • •

> এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
> নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
> দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
> জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
> অনুষঙ্গফলে করে সংসারের ক্ষয়।
> চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও শ্রীপদ্যাবলীতে এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন,—

> আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা
> মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
> নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
> মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

[বহু-সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ-স্বরূপ, পাপনাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনাম-স্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনাস্পর্শমাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ এ সকলকে কিঞ্চিৎমাত্রও অপেক্ষা করে না।]

শ্রীনাম স্বয়ংই প্রভু-কৃষ্ণ বলিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণনাম বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই আদরণীয়। অর্থাৎ বদ্ধজন কৃষ্ণনামগ্রহণে পাপকর্ম্মজাল হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত হইয়াও শুদ্ধকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন। নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি করিলে নরকে অনাহূত হয়। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করিয়া প্রাকৃত অভিনিবেশ ধ্বংস করে। কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র হওয়ায় কোন পাঞ্চরাত্রিক বিধানের অনুগত নহেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পুরশ্চর্য্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
> হোমব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥
> গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি।
> পঞ্চাঙ্গোপাসনা সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে॥

অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে 'পুরশ্চরণ' বলে। গুরুর প্রসাদক্রমে প্রাপ্ত মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য প্রথমেই পঞ্চাঙ্গোপাসনার বিধান, এইজন্যই ইহা পুরশ্চরণ নামে কথিত।

> বিনা যেন ন সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি।
> কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্॥
> পুরশ্চরণসম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ।
> অতঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া॥
> পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্য্যমুচ্যতে।
> বীর্য্যহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
> পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যে পুরশ্চরণ না করিলে শতবর্ষ জপ করিলেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় না এবং যে পুরশ্চরণ করিলে সাধক বাঞ্ছিতফল লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই পুরশ্চরণ সম্পন্ন মন্ত্রই ফলদায়ক। অতএব মন্ত্রবিৎ সাধক সিদ্ধিকামনা করিয়া পুরশ্চরণ করিবে। যদিও রহস্যমন্ত্র-সকলের পুরশ্চরণ না হয়, তবে হোমেতেই কি, জপেতেই কি? অথবা মন্ত্রবিষয়ে বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? পুরশ্চরণই মন্ত্র প্রধান বীর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বীর্য্যহীন দেহী (জীব) যেমন সকল কার্য্যে অক্ষম, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ সকল কার্য্যে অক্ষম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ। এই পুরশ্চরণের কথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসগ্রন্থের ১৭শ

বিলাসে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। মন্ত্রগণাদি শুদ্ধভাবে হইবার জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। গুরুসেবাই পুরশ্চরণ, কেবলমাত্র গুরুপ্রসাদের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়। যথা,—

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা
প্রতোষয়েৎ।
তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং
ভজেৎ।
পুরশ্চর্য্যাবিহীনোঽপি মন্ত্রী সিধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো
ভবেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ)

অর্থাৎ পুরশ্চরণের প্রকারান্তর বলিতেছেন,—শ্রীগুরুদেবকে স্বকীয় ইষ্ট-দেবতাজ্ঞানে চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়ানুগামী হইয়া অবস্থান করিবে। পুরশ্চর্য্যাদি সমস্তই গুরুমূলক। সুতরাং নিত্য শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণাদিহীন হইলেও গুরুসেবাতৎপর মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেমন সিদ্ধরসস্পর্শে তাম্র স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুসমীপে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

শুদ্ধ ভজন

শুদ্ধ শ্রদ্ধা হইতে শুদ্ধ ভজন হয়। যেখানে হৃদয়ে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সেইখানেই শুদ্ধভজনের কথা। জীব যখন নিশ্চিন্তভাবে জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার কারাগৃহ সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও যোগাদি প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে জানিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতি পূর্ব্বে যাহা কিছু হয়, তাহা দৃঢ়তার সহিত বর্দ্ধন করিয়া কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা দৃঢ়বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ইহাই লক্ষণ। সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস হয়। হরিভজন করিতে হইলে ঐকান্তিক হওয়া চাই। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। যদি কেহ শুদ্ধভজন করিতে চান, তবে তিনি ভজন ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবেন না। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকিবেন। জ্ঞানকর্ম্মাদিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি। কোনপ্রকার ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কপট বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যতই হ্রাস পাইতে থাকিবে, ততই শ্রদ্ধাবৃদ্ধি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতিনামে পরিচিত হন। সাধন ভক্তি হইতেই ভাবভক্তি বা রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমভক্তি হয়। প্রেম আবার যত গাঢ়তর হইতে থাকে, ততই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুর-রতি—এই পঞ্চবিধ। এই পঞ্চ মুখ্য ভক্তি-রস স্থায়ীভাবে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত থাকে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় এই সপ্তবিধ গৌণরস কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকরূপে উদিত হইয়া মুখ্যরসের পুষ্টিবিধান করিয়া লীন হয়। কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও মথুরায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা ভক্তি। এইজন্যই তথায় প্রেম সঙ্কুচিত, কিন্তু গোকুলে ঐশ্বর্য্যহীন কেবলা রতির প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ লীলাপরাকাষ্ঠাহেতু আশ্রয়ণীয়।

আমরা অনেক সময় অনেক পরিশ্রম করিয়া সাধন-ভজন করি বটে, কিন্তু ত আমাদের কোন সুফল উদয় হয় না। ইহার কারণানুসন্ধানে জানা যায় যে, শুদ্ধভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। শুদ্ধভজন করিলে তৎফলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপাদপদ্মপ্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা
প্রিয়ঃ সতাম্।
ন সাধয়তি মাং যোগো ন
সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

শাস্ত্রালোচনা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা কেহ কখনও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে যাঁহারা স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাদের নিকট আত্মবিক্রয় করেন। কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানকর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই শুদ্ধভজনের মূল।

অনর্থযুক্তাবস্থা ও অনর্থমুক্তাবস্থা—এই দুই অবস্থায় ভজন হয়। ভজনে যতদিন অনর্থ থাকে, ততদিন ভজন অল্পবিস্তর অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধুকৃপায় অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভজন শুদ্ধ হয়। জীবের অনর্থ চারিপ্রকার—স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—ইহা না জানাই স্বরূপভ্রমরূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থফলে নানারূপ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া ভজন শুদ্ধ হয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবার উপকরণ—এই তত্ত্বজ্ঞান না হইলে জীবের অস্থিরতা যায় না। জ্ঞানিগণ শুষ্কবৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির আশা করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি না থাকায় তাঁহাদের মঙ্গল হয় না।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

যোগিগণ যম-নিয়ম আসন-প্রাণায়াম-সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, কিন্তু তাঁহারাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ কর্ম্ম-মার্গে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিয়াও তাঁহাকে লাভে অসমর্থ হন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জ্ঞান কর্ম্ম-যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥
কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

কর্ম্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিলে শুদ্ধভজন হয়। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণলাভ হয় এবং ভক্তিফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এই রূপ জ্ঞানই শুদ্ধসম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান।

স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে হরিভজন হয় না। 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার'—এই কথা একবার বলিয়া যে শরণগ্রহণ করে, তাঁহাকে কৃষ্ণ উদ্ধার করেন। শ্রীনামের এত কৃপা! শ্রীনামের ন্যায় শ্রীধামও বড় করুণাময়। শ্রীধাম আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে ভজনে শীঘ্র উন্নতি হয়। কপট বা ভণ্ডামি থাকিলে শ্রীধাম আশ্রয় দেন না। কোনপ্রকার ফল-কামনার নামই কপট। সরল হইতে হইবে—অসঙ্গ হইতে হইবে—নিরপেক্ষ হইতে হইতে হইবে। সেবাকাম ব্যতীত অন্য কামনারহিত ব্যক্তিই নিরপেক্ষ, অসঙ্গ বা সরল। সর্ব্বক্ষণ গুরুবর্গের সহিত যুক্ত থাকা দরকার, নতুবা ভজন হইবে না। প্রাকৃত অভিমানই দম্ভ। দম্ভ ও কুটিলতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণ গুরু-বর্গের সহিত যুক্ত থাকা যায়। অভিনিবেশ বা শরণাগতিই কৃপার লক্ষণ। কৃপা হইলেই শ্রদ্ধা বা রুচি বাড়িবে। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে, তাহা হইলে কৃপার সহিত যোগযুক্ত হইতেছি না, বুঝিতে হইবে। নিজ হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া বেশ বুঝিতেছি যে কৃপা ত' পাই নাই। এখন উপায় কি? কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে জানানই এই বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়। যাহার কেহ নাই, তাঁহার নিত্যানন্দ প্রভু আছেন। তিনি দীনের বন্ধু—কাঙ্গালে একমাত্র আশ্রয়। যদি কাঙ্গাল হওয়া যায়, তবেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকা যায়, নতুবা অন্য প্রার্থনা আসিয়া বাধা দেয়। শ্রীধাম, শ্রীভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীবৈষ্ণব—এই সকল তদীয় বস্তুর আশ্রয় করিতে হইবে। ইঁহাদের কৃপার আভাসেই মঙ্গল হইবে, যদি কুটিলতা না থাকে। এত কথা শুনিয়াও আমরা অকপটে কৃপা চাহিতে পারি না কেন বা আমাদের ভজনে উন্নতি হয় না কেন? ভজনে অগ্রসর হওয়া বা কৃপা চাওয়া চেতনের স্বভাব বা ধর্ম্ম। যেখানে উহা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে। শ্রীনামের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিরন্তর হরিনাম করিলে শ্রীনামের কৃপায় সকল অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। অনিত্য বস্তুর চিন্তা দ্বারা মোহ আসে। সৎসঙ্গ ও সৎচিন্তা দ্বারা ইহা হইতে নিষ্কৃতি হয়। সাধুসঙ্গ দ্বারা মঙ্গল হয় সত্য, কিন্তু সাধু চিনিব কি করিয়া? শ্রীগুরুদেব কি কৃপা করিয়া সাধু চিনাইয়া দিবেন? সাধুগুরুর কৃপাতেই সাধু চিনা যায়। শরণাগত না হইলে সাধুকে চেনা যায় না। সাধুর চরণে শরণাগত ব্যক্তিই সাধুকে চিনিতে পারেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবও বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেব ত' নিজেই সাধু—ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে যদি বঞ্চনা না করি, তবে তিনি বঞ্চনা করিবেন না। আমি যদি অকপটে সেবা চাই, তবে সেবা পাইবই। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই ত' তিনি গুরু। আমার যদি শরণাগতি থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দিবেন। নিজকে দীন বলিয়া উপলব্ধি হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব ত' কৃষ্ণকে দিবার জন্যই—কৃপা করিবার জন্যই প্রস্তুত, কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব।

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যা কিছু বাঞ্ছা সবই অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা থাকিলে কোনক্রমেই ভজন শুদ্ধ হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা সবই অসত্তৃষ্ণা।

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপটী হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত দুরাশা বা ছাই-পাশের আশা ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভজন কি করিয়া হইবে? প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়ে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রেমদেবী তথায়

কিরূপে আসিবেন? অতএব বহুযত্নে ঐ কুআশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা স্পর্শ না করাই ভাল—ইহাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপদেশ।

হৃদয়দৌর্ব্বল্যই জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসত্তৃষ্ণাবশতঃ জীব অসদ্বিষয়ে এইরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে যে, সে কোনক্রমে ভক্তিসাধক কার্য্যগুলিকে আদর করিতে পারে না, ইহাই তাহার হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা, কুটিনাটী ও বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়। হৃদয়দৌর্ব্বল্যজাত কুটিনাটী হইতে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ উপস্থিত হয়। নিজের জাতি বিদ্যা বা অন্যান্য অভিমানের ফলে বৈষ্ণব-অবজ্ঞা, তচ্ছবর্ণাশ্রিত ও তৎপদাশ্রয় প্রাপ্য হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজনচেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়।

কুটিনাটী ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সেবাসুখ পাওয়া যায় না। হৃদয়দৌর্ব্বল্য-বশতঃ অনেক সময় ভজনপ্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না, অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন বন্ধ হয়। অতএব বলবান্ সাধুর সঙ্গপ্রভাবে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই শুদ্ধভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥

অপরাধই চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসত্তৃষ্ণা এবং অসত্তৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও ফল হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সকলেরই বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। শাস্ত্র বলেন,—

সুখে ভব তারিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সেজন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে ॥
বিনি কৃষ্ণনামে ভাই গতি নাহি আন।
বিনি কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি পরিত্রাণ ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥

অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেমলাভ হয়। অন্যাভিলাষ, অন্য দেবপূজা ও স্বাধীন জ্ঞানকর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই শুদ্ধভজন হয় এবং শুদ্ধভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলেই কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::[•]::——

বৈষ্ণবের দাস বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া আমাদের যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের হৃদয়ে "আমি বৈষ্ণব" এই বিচার আছে, তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন। তাঁহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মশোভা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় না। কেহ যদি মনে করেন, শ্রীগুরুদেব যখন বলিয়াছেন—"আমি অত্যন্ত অধম, আমি নীচজাতি, অধম চণ্ডাল মুঞি" তখন তাঁহার সত্যবাক্যে নিশ্চয়ই বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আমিও তাঁহাকে "অধম চণ্ডাল", "নীচজাতি" প্রভৃতি বলিব বা মনে করিব। এইরূপ অক্ষজবিচার অনেকেরই হৃদয় অধিকার করায় উঁহারা বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হইয়া মহারৌরবের পথে চলিয়াছে।

যিনি শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থ-বিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন। কারণ, তত্ত্ববিচারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের কোনও পথ নাই। "পরমসেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে, সেখানেই মানবজ্ঞান অন্য প্রকারের। যাঁহারা অন্য কথায় প্রমত্ত আছেন তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম নাই বা হইতে পারে না। "অধোক্ষজ বস্তুর সেবা" কথাটীতেই গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছি" এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতর-বিষয়ে অভিনিবেশ কি প্রকারে থাকিতে পারে? আত্মম্ভরি ব্যক্তিগণই সত্য সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি—এইরূপ নিরর্থক-বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরু-দেবকে 'গুরু'জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের শিষ্য বা শাসন-যোগ্য বস্তুতে পরিণত করি, নিজ ভোগ্য বা অক্ষজ-জ্ঞানগম্য মনে করিয়া বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই। আমরা "দীক্ষা লাভ করিয়াছি" মনে করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হই ও মাদকদ্রব্যাসক্তি, মৎস্য, মাংস, দ্যূত, পান স্ত্রী, সুনা, প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহের স্পৃহা আমাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে থাকে।

"আত্মার নিত্য বৃত্তি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে "আত্মা" কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। "আত্মা" শব্দের অর্থ "আমি"। এই 'আত্মা' বা 'আমি'র বিচার করিতে গিয়া প্রথমমুখে বহির্জগতের জীবের বিচার এই হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোমনির্ম্মিত স্থূলদেহই "আমি"। 'স্থূলদেহ-ই আমি' ইহা অনুভূতিতে আসিলে আমরা স্থূলশরীরকে নানা-প্রকারে সাজাইয়া থাকি, ভাল খাওয়া-দাওয়া থাকার জন্য ব্যস্ত হই। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" ইহাই তখন আমাদের বৃত্তি বা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূল শরীরকেই 'আমি' মনে না করিয়া স্থূলশরীরের মধ্যে যে একটু চেতনের বৃত্তি আছে অর্থাৎ স্থূল শরীর ও সূক্ষ্মশরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদাভাসকে যখন আমাদের 'আত্মা' বলিয়া মনে হয়, তখন আমরা সূক্ষ্মশরীরকেই 'আমি' বলিয়া বিচার করি এবং নানাপ্রকার বাহ্য-ক্রিয়াকলাপাদির দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি-বিধানকল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়—কেবল নিজ স্থূলশরীরেই 'আমিত্ব' আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ 'আমিত্ব'কে কিছু বিস্তার করা যাউক। তখন আমরা ভাবি, জগৎ বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকারব্রত, জগদ্বাসীর স্থূলশরীরের উপকার, স্থূলশরীরের সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্যচিকিৎসালয়, সেবাশ্রম প্রভৃতি খোলা আবশ্যক, সমাজসংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা লাভ দরকার, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-দাওয়ান একটা ভাল কাজ, সামাজিক বিধি বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিবারণ করা আবশ্যক, নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্ম-শরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি এবং তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা শাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক—এইরূপ নানা-প্রকার ক্রিয়াকলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করি, তখন ঐ সকল ক্রিয়াকলাপই আমাদের নিত্য বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীর 'আত্মা' বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর দুইটী উপাধি বা 'অনাত্মবস্তু'। আত্মা—অবিনাশী, অপরি-বর্ত্তনশীল, দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ও প্রণয় বিরাজিত। স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই বিবাদ এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলেই প্রণয়। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেহ এবং মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। প্রতিমুহূর্ত্তে দেহ-পরমাণুসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, পঞ্চমবর্ষীয় বালকের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ, বৃদ্ধের দেহ পরস্পর পৃথক্। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন এবং নিশীথের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় 'আমি'-বস্তুকে আবরণ করিয়া আর কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের সহিত সম্বর্দ্ধিত শ্যামাঘাস ও মুস্তক প্রভৃতি আগাছা-গুলিকে দূর হইতে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে উহার দ্বারা যথার্থ বস্তুর নিরূপণ হইল না। ধান্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে উহাকে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে।

অচেতন ও চেতনের বৃত্তির একত্র সমাবেশ হওয়া বর্ত্তমানে মিশ্রচেতন ভাবকে আমরা অনেক সময় আমি বলিয়া মনে করি, কিন্তু চেতন স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। যদি মনই আমি হই, তাহা হইলে ত' মন—'আমি যাহা নই' তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, মন ত' সর্ব্বদা অচেতন-বস্তুদর্শনে নিজকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন—কেবল চেতন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহে, অচেতন-ধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণে কেবলচেতন-ধর্ম্মযুক্ত বস্তুদর্শনে অসমর্থ। "আত্মা কখনও অনাত্মার অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—নিত্যবস্তু, অপরিণামী বস্তু। মনই যদি আত্মা বা নিত্যবস্তু হইত, তাহা হইলে আমি এক সময় মূর্খ, এক সময়ে পণ্ডিত, এক সময়ে নিদ্রিত, এক সময় জাগরিতই বা হই কেন? আত্মার ত' কখনও অচেতন বৃত্তি নাই।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোন প্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্মের অপব্যবহারহেতু পরমাত্মা ব্যতীত অন্যবস্তুতে মনোভিনিবেশ আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত' - এ কথাও ঠিক নয়। কারণ চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না।

বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তথাপি বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করা ভাল নহে। যাহারা হরিসেবক নহে, তাহারাই যোষিৎসঙ্গী। ভোগপ্রবৃত্তি বিষয় গ্রহণই যোষিৎসঙ্গ। হরিসেবা বিমুখ বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা মাধুকরী গ্রহণ বিষয়িসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গ নহে। যাঁহারা বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গ করিয়া হরিসেবা পরিত্যাগ করেন তাহারা তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গ ও বিষয়সঙ্গই হইয়া থাকে।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১১৫
সেবক—শ্রীভারতবর্দ্ধন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবঙ্কবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অপূর্ব্ব কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুগানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
লোকনাথপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়-আসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশ্রবদবান্ধবশ্রীবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীভক্তিভূষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচৈতন্যশরণ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখশাখী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগৌরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২০ ২৬
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯		...	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৭৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	..	..	৯-৩১	..	...	.	...	.
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৭৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম”	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
” ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৭	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ ”	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৩-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৭৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	..	..	...		১৫-৫৬	১৭-৪২		.
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-২৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪ ১
মহেশগঞ্জ ”	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৭৪
ছাঃ	১৫-৩২
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫২
” ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। স সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথ প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারা জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ সকলেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সভ্যবৃন্দ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রা গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ ঐ সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্র ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্র হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নাম প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয়। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকা স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ : ভিক্ষা ১৷৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১৯শে আষাঢ় ১৩৪৮ ; ৩রা জুলাই, ১৯৪১, বৃহস্পতিবার [১০০তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——:০:(০):০:——

ভৈরব ষ্টেশনে ট্রেণ-দুর্ঘটনা

গত ২২শে জুন রাত্রিতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ভৈরব ষ্টেসনে অসতর্কভাবে এঞ্জিন চালাইবার ফলে একটি যাত্রীবাহী গাড়ীর বহু যাত্রী আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্রবীণ মোক্তার মৌলবী নাজিরউদ্দিন আহম্মদও গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। তিনি এখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন।

———

উত্তর কলিকাতায় দুর্ঘটনা

গত বৃহস্পতিবার বেলা বারোটায় বড়বাজার অঞ্চলের রাজা উডমণ্ড ষ্ট্রীটস্থ একটি বাড়ীর অংশ ধ্বসিয়া যাওয়ার ফলে ঐ বাড়ীর ২৮ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক আহত হইয়াছে। যুবকটি পাঞ্জাবী বলিয়া প্রকাশ। স্থানীয় পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ও আহত ব্যক্তিকে মেয়ো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সে মারা যায়।

———

দোকান বন্ধ রাখার দিনের পরিবর্ত্তন

নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে।

"১৯৪১ সালের বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইনের ৯নং ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক দোকানদারকে ফরম 'এ' অনুযায়ী এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহাদের দোকান সপ্তাহে কোন্ দিন অর্দ্ধ দিবস ও কোন্ দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবে উহা দোকানের কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে এবং এই বিজ্ঞপ্তির একখানি নকল বঙ্গীয় দোকানসমূহের চীফ ইন্সপেক্টরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে দোকান বন্ধ রাখার দিনের কোন পরিবর্ত্তন করা চলিবে না এবং তিন মাস পরে এই সম্পর্কে কোন পরিবর্ত্তন করা হইলে উহা অবিলম্বে চীফ ইন্সপেক্টরকে জানাইতে হইবে। দোকানদারদের অবগতির নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা দোকান বন্ধ রাখার দিনের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন, মাত্র তাঁহাদিগকে পুনরায় চীফ ইন্সপেক্টরকে দোকান বন্ধ রাখার দিন জানাইতে হইবে। যাঁহারা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন না তাঁহাদের নূতন করিয়া আর চীফ ইন্সপেক্টরকে কিছু জানাইতে হইবে না।

———

বালীগঞ্জে মোটর-দুর্ঘটনা

গত বুধবার বিকালে সাদার্ণ এভিনিউ ও লেক রোডের সংযোগস্থলে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনায় মিঃ ডি পি খৈতানের পত্নী ও শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা শ্রীমতী রেণু দাসগুপ্ত আহত হইয়াছেন।

মিঃ খৈতানের পত্নীর আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। তাঁহার মাথার খুলি এবং অংসাস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শ্রীমতী দাসগুপ্ত মাথায় আঘাত পাইয়াছেন।

বিকালে শ্রীমতী দাসগুপ্ত তাঁহার তিন কন্যাসহ এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে ফিরিতেছিলেন। গাড়ীখানি যখন উক্ত সংযোগস্থলে মোড় দিতেছিল, তখন মিসেস খৈতানের গাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগে। এই গাড়ীখানি টালিগঞ্জ হইতে আসিতেছিল. উহার ফলে মিসেস খৈতানের গাড়ীখানি উল্টাইয়া যায়। শ্রীমতী দাসগুপ্তের গাড়ীখানির খুব ক্ষতি হয়য়াছে। মিসেস খৈতানের গাড়ীর ড্রাইভার সামান্য আহত হয়য়াছে। শ্রীমতী দাসগুপ্ত ও তাঁহার দুই কন্যা আহত হইয়াছে। ড্রাইভারও আহত হইয়াছে। মিসেস খৈতানকে অজ্ঞান-অবস্থায় মন্ত্রী নবাব মোশারফ্ হোসেনের গাড়ীতে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীমতী দাসগুপ্ত ও তাঁহার কন্যাগণকে শম্ভুনাথ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে তাঁহাদিগকে বাড়ীতে লইয়া আসা হয়।

———

সন্তরণের সময় জলমগ্ন

মেসার্স কাওয়াজী এণ্ড সন্স-এর ছোট তরফের অংশীদার মিঃ হীরজিভাই ফকিরজী কাওয়াজী বাথ দ্বীপের সাগরে জলমগ্ন হয়য়াছেন।

মৃতের বয়স ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। অন্য দুইটি সঙ্গীর সহিত বাথ দ্বীপের সাগরে সন্তরণ করিবার সময় তিনি স্রোতে ভাসিয়া যান। তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের উদ্ধার-চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি রক্ষা পান নাই।

———

মৌলবীবাজারে উপর্য্যুপরি তিনবার বন্যা

মৌলবীবাজার অঞ্চলে ক্রম ধরে তিনবার বন্যার ফলে চাষীদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। তাহারা তিনবার চাষ করিয়া হাতে পাতে যা ছিল সবই শেষ করিয়াছে। বর্ত্তমানে অনেকেই দুইবেলা আহার করিতে পারিতেছে না। জল উঠার ফলে সমস্ত রাস্তাঘাট একেবারে বন্ধ। কোন প্রকার যানবাহন চলাচল করিতে পারিতেছে না। ইহাতে মোটর গাড়ীর মালিকগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

———

কতকগুলি প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে কতকগুলি মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এগুলির মধ্যে "গরুড় বিষ্ণু" মূর্ত্তি অন্যতম। মূর্ত্তিটি ৩ ফিট এক ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ। এইরূপ মূর্ত্তি বাঙ্গলাদেশে দুষ্প্রাপ্য। পণ্ডিতগণ এই মূর্ত্তিখানি খ্রীষ্টীয় নবম শতকের বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "গৌরী পার্ব্বতী' মূর্ত্তিখানির মধ্যস্থলে পার্ব্বতীদেবী দণ্ডায়মানা এবং নিম্নদিকে উভয় পার্শ্বে কলাগাছের উপরে "গণেশ" ও "স্কন্দের" চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিখানি একাদশ শতকের। 'নবমাতৃকা" মূর্ত্তিখানিও একাদশ শতকের বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই তিনখানি মূর্ত্তিই দিনাজপুর জেলার পল্লীঅঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

রাজসাহী ভোলানাথ হিন্দু একাডেমীর সহকারী হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকান্ত সান্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত 'বামন অবতারের' মূর্ত্তিখানিও খুব দুষ্প্রাপ্য—এখানি একাদশ শতকের।

করাচীতে বিমান-দুর্ঘটনা

করাচী হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে ঝিম্পির নামক স্থানে একটি বিমান ধ্বংস হয়য়াছে। দুইজন বৈমানিক চালক আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদ্বয়কে করাচীতে লইয়া আসা হইয়াছে।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদ। করুণা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ৮২।৮ বিরাট আকারের এ অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানা ৬১৭ বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ঠাকুরের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

অ্যালোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
বিষয়াদি প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয়-সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। সূক্ষ্মার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ কিউ ওয়ার্ড্স্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইবোরাটক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৭। গীতাবলী ৵১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও পদ্যাদি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৯ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৯শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩রা জুলাই ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১০০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ বামন, আদি কায়লোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

দশমূল-নির্য্যাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত)

——::০::——

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এইপ্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার-এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টি প্রমেয়-অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন।

প্রথম বিষয়ঃ শ্রীহরিই একমাত্র পরম-তত্ত্ব। নবজলদকান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরা শক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গারূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থা-রূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি তত্ত্ব, মায়াশক্তিদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অনন্তকোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরা শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিল-রস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর —এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান; যথা— (১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, সৌম্যচরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণা-গত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্ব-শুভঙ্কারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারীমনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। (১) সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন; (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিল-সিদ্ধি-বশকারী অতএব সর্ব্ব-সিদ্ধিনিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকল অবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারাম-গণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণা-দিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্ব-লোকের চমৎকারিণী-লীলাকল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গার-রসের অতুল্য-প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলীগীতগানকারী, (৪) যাহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবংবিধ রূপ-সৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্মাপিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিলরসামৃতসমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয়ঃ—পূর্ব্বে তিনটি বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরা শক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীনস্বভাববশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়েই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধজীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয়ঃ—জীব কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখদুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক লাভ ও কখন নরকাদি ভোগ— চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়ঃ—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য, কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভ কর্ম্মদ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞানযোগদ্বারা মায়া হইতে মুক্ত হয় না। নির্জ্জন গুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখা'ন আপনে॥

অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়াপরাধীন-স্বভাব ক্রমক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অতঃস্থ লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন উপায়ক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ প্রভাবেই জীবের সুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে চেষ্টা করেন, তিনি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তিলক্ষণ শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটি ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উদ্বুদ্ধ সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকে কেবল সাধু বলা যায়—যিনি কোন ভাগ্যে অল্প সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে স্বভাবের ক্রম পোষণ হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আমরা স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয়ঃ—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সংক্ষেপে ভাল না হইলে সপ্তম বিষয় উদিত হয়। সম্বন্ধ জ্ঞানের প্রভাব এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন,—(১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটি বিষয়ের সুষ্ঠুরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে জীবরূপ জীব অণুচৈতন্য ও কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং আবার জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্তবাদাদিকে নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে জগৎ এবং জীব সেই তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ড অবশ্য নিত্য অবস্থান নয়, ইহা কারাগৃহ মাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য কৃষ্ণে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়ঃ—সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে, অনন্যভক্তিতে সংসারক্ষয়ে শ্রদ্ধা হইল, এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্গুরু তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার লক্ষণ এই,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া কৃষ্ণের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্যভাব। ইহাতে ভজন ক্রিয়ায় একটু নির্বিঘ্নতা মাত্রের প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় কালের চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নিয়ত হইবে, এই চরণে তাহাতে ভক্ত্যাবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবননির্ব্বাহে জ্ঞান-চেষ্টা ও কর্ম্ম-চেষ্টা আবশ্য হইবে, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ, যাহা শুদ্ধভক্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণশূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার, ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া রূপ গোস্বামী চতুঃষষ্টিধা বিভাগ করিয়া উক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ লক্ষণ। বিধি-গণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, ভাগবত শ্রবণ, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তি শাস্ত্রচর্চ্চা—এই পাঁচটি মুখ্য। অপরাধ-বর্জ্জন, দুষ্টের সহিত অবৈষ্ণবসঙ্গ-ত্যাগ, আপনার ওজস্বিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, লাভালাভে বিষাদ হর্ষ ত্যাগ, শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, গ্রাম্যকথা-ভাবে গ্রাম্যবার্ত্তার অবলম্বন না করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটি নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তনাদি অঙ্গ সকল ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাধন ভক্তিকে শাস্ত্র আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধী ভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিত সাধিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। সাধনভক্তি আর এক প্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসিদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণ লোভবশে প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধনভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র লোভ-ই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

নবম বিষয়ঃ—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা-সহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতিপূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণাবশে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধ-সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেই ভাব অধিকারিভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস হয় হইতে দূরে থাকে, রসের দাস্যপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উন্মাদময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্ত মমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়; এই রসের নাম দাস্যরস। দাস্যরসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম সখ্যরস। এই রস যদি আন্তরিক স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্য রস বলা যায়। বাৎসল্যের সব সমস্ত গুণ অভিসারময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার-রস সর্ব্বোপরি রস-শিখর। ব্রজে আশ্রিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পাল্যদাসী সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরা শক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ব। সেবক। প্রয়োজন তত্ত্ব বদ্ধ জীব নিম্নপদ হইতেই সেই সখীদিগের পরিচারিকা বা পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সুখ নিত্য সম্ভোগ (অনুভব) করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরম বিচিত্র ভাব। নির্ভেদ-ব্রহ্মস্বরূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপ-গোস্বামি-পাদের ক্রম যথা,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

স্যাদ্ দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ
ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব
ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ
সিতোৎপলা॥
(উজ্জ্বল, স্থায়িভাব প্রঃ ৪৪)

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তি হইতে রুচি আসক্তি ও ক্রমে ভাবোদয় হয়, ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম-রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম; প্রেম বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উদিত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা সিতা ও সিতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশমূলের নির্য্যাস। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন তিনি প্রথমেই দশমূল-নির্য্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্য্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয়, গুরুচরণ হইতে ভজনশিক্ষা; ভজনদ্বারা সকল অনর্থনিবৃত্তি; তবে নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের প্রথমাঙ্গই—দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চসংস্কার করিবেন। দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থনিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্য রূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরু-কৃপায় স্বরূপজ্ঞানোদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্ন করিয়া আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসত্তৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের নিদ্রা-পিপাসাই অসত্তৃষ্ণা। স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধন জন-সুখ—সকলই অসত্তৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতরাসক্তি বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে আশু হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ-গুলি হইতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। অসত্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, লোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি, ধন, বিদ্যা, জন, রূপ ও বলের অভিমান দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, স্বার্থপ্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা পরিচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অশক্ত, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যদ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য সকলই হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চসংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::[•]::——

ষড়্‌রিপুকে প্রভু সাজাইয়া এ হেন কর্ম্ম ই যাহা আমরা করি নাই। কিন্তু এত দীর্ঘ কাল উহাদের অকপট সেবা করিয়াও মনিবের মন পাইলাম না। আমার হয় না। এতদিন কার্য্যের পরেও আমাকে অবসর পর্য্যন্ত দিতেছেন না। ! আমার আজ বুদ্ধির উদয় । আমি আর রিপুগণকে প্রভু তাহাদের সেবা করিব না। হে আমাকে সেবকত্বে গ্রহণ কর। সেবকাভিনয়ে বাহ্য জগতের যে করিয়াছিলাম, তাহা আর করিব না।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবান আত্ম-জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ গুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহাপ-র নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ ক্ষজ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন । আবার অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত প্রসাদ লাভ অসম্ভব। অক্ষজবস্তুর মনেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয় আত্মপ্রসাদ হয় না। উৎকৃষ্ট ভাগবত সর্ব্বভূতে দর্শন করেন কিন্তু ভেদদর্শন না।

ভজনশীল প্রাপ্তসেবা ব্যক্তির শোক, মোহ নাই। যখন "অহং মম" বুদ্ধি দ্বারা করিবার মত্ততা এবং হরিনাম (?) তেমন করিয়া লইলেই হ'ল—এইরূপ তর্পণমূলক বিচার উপস্থিত হয়, তখনই ক, ভয়, মোহ দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হইয়া ক। অপরাধযুক্ত নামের ফল ত্রিবর্গ । শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যাঁহারা (?) জ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারা পরাধকে নাম বলিয়া ভ্রম করেন। শ্রীনামের দ্বারা ওলাউঠা নিবারণ সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইবার ইচ্ছুক তাহারা নামাপরাধী। দের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে । শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে করেন তাহা আত্মা কখনও করেন না, উহা দ্বারা দেহ ও তর্পণ হয়। শুদ্ধ নামাশ্রয় ব্যক্তির অভিনিবেশ বা জাড্য নাই।

নিত্যকৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। তখন আমি নিত্যকৃষ্ণদাস' এই কথা গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমি-বুদ্ধি করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজেকে বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহাতে । হৃদয়ের লুপ্ত সিদ্ধভাবকে উন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধন করিয়া সিদ্ধভাবে পরি-স্ফুটিত করিতে হয়। জাতরতি ব্যক্তি পাঁচপ্রকার রতিবিশিষ্ট হইয়া স্বারসিকী রতিদ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদিলাভের জন্য যে ঈশ্বরারাধনার অভিনয় তাহা কৃষ্ণসেবা নহে। অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের সেবা, ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসনা, কামকামী ব্যক্তি শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবোপাসনা করিয়া থাকেন।

দেবগণকে খাজাঞ্চি করিয়া নিয়া তাঁহাদের দ্বারা সেবা করাইয়া নিবার চেষ্টা হইতেই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি। কিন্তু কৃষ্ণসেবা তাদৃশ নহে। কৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা—শুদ্ধচেতনের অস্মিতার দ্বারা ভগবানের পাদপদ্মের নিত্যা অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা। শ্রীকৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত দেহের কার্য্য। আরোপের দ্বারা বা অস্থাশ্চর্য্যিত কাল্পনিক মনোময় দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা গোস্বামিপাদগণ বলেন নাই। ইহজগতের স্থূল ও লিঙ্গদেহের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহ দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখনই বাহ্যদেহে তাহার স্পন্দনক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হই তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সদা বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে উৎসাহিত হয়।

বাহ্য-জগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে ভক্তিযাজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক। আমার কি লেশমাত্রও ভগবানের জন্য অনুরাগ হইয়াছে? একবার নিষ্কপট অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না যে ভজনের ক্রম ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকারানুযায়ী ক্রমপন্থানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে।

সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যে দিন আমরা সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে—সেইদিন আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত-সেবা আমাদের বিভিন্ন আত্মবৃত্তিতে করিতে থাকিব। ব্রহ্মানুসন্ধান পথও আমাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তের পরিচয় বলিয়াছেন,—নিজেকে বৈষ্ণব মনে করা বৈষ্ণবতা নহে, ভগবদ্ভক্তগণের দাসানুদাস হওয়াই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবের নিকট দৈন্যপ্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিভজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ না করিয়া বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের জন্য স্বয়ংই করিয়া খাইব—এরূপ মনে করা কোন বৈষ্ণবসেবকের উচিত নয়। বৈষ্ণবদিগের জন্য রন্ধন করিতে হইবে। অজ্ঞানবশতঃ বা অহমিকা হেতু নিজেকে গুরুবুদ্ধি করিলে মহাপরাধ হইবে। নিজের জন্য অন্যের সেবাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়।

হরিভজন করিলেই বৈরাগ্য আপনি আসিবে। কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগীর উচিত মাধুকরীর দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" অতি-বৈরাগী বা অতি ভোগী কখনও কৃষ্ণসেবক নহে। গৃহস্থগণও গুরু-স্থানীয় তবে প্রকৃত অর্থাৎ বৈষ্ণব গৃহস্থ হওয়াই দরকার। গৃহস্থ ভক্তের নাম করিয়া জাতি-গোস্বামীগিরি চালান উচিত নহে। মহাভাগবতের অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মহাভাগবতের ক্রিয়াকলাপ অল্পজ্ঞানে মাপিতে নাই। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন—'জাতিগোস্বামী বৈষ্ণব নয়।" গ্রাম গুরু—ইহা যে বলিবে সে কখনও বৈষ্ণব হইতে পারে না। আবার বৈষ্ণবগুরুর কার্য্য না করিলেও সর্ব্বনাশ হইবে। মহাভাগবতের অনুকরণ করার অর্থ নিজের সর্ব্বনাশ বরণ। সাধকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমাধিকারীর এবং মধ্যমাধিকারিগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করিবে।

প্রাকৃতসহজিয়ারা নিজদিগকে গোপী বলিয়া প্রচার করিতে চায়। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে অবহেলা করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কল্পিত গল্প সৃষ্টি করিয়া নরকগামী হয়।

সকলের মূল মালিক বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুরই পরতত্ত্বস্বরূপ যে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, তাঁর অত্যন্ত প্রেষ্ঠ—তদীয় বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুদেব আমাকে সামান্য বস্তু ক'রে তাঁ'র যা কিছু সেবার কাজ ক'রাচ্ছেন।— এইরূপ বিচারই বৈষ্ণবদাসগণের। আবার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেমসেবার বশ স্বয়ং ভগবান্। তাঁকে ছেড়ে—অর্থাৎ সেই পরিচালক, প্রেরক, নিয়ামক, পূর্ণচেতন, স্বতন্ত্র বৃহৎ বস্তু বা স্বেচ্ছাময় বস্তু। যদি তিনি পারেন তিনি, এমন অবাঞ্ছিত অনুগত না হ'য়ে আমি বড় দ্রষ্টা, বাহাদুর, আমার প্রতিষ্ঠা চাই, বাহাদুরী চাই—যেখানে এইরূপ প্রবৃত্তি প্রবল, সেখানে গৌড়ীয়মঠ নাই—সেটা বিষয়ীর আড্ডা। রজস্তমোগুণ তাড়িত কতকগুলি লোক থেকে পরস্পর অপস্বার্থ নিয়ে কোন্দল ক'রে অবান্তর লাভ করে। সেখানে থাকে প্রাণহীন শব—অন্তঃসারহীন কাঠামো, সেখানে আমরা আসি না, কোন লোকেই যেন না আসেন।

—

সাময়িক প্রসঙ্গ

——

দিল্লীতে শ্রীভক্তিবিনোদবিরহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নই-দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৪শে জুন রবি-বার দিবস গৌরনিজজন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুগত্যে এ কালের যুগে শুদ্ধভক্তির পুনঃ মূলপ্রবর্ত্তক শ্রীল ভক্তি-বিনোদঠাকুরের সপ্তাধিকশত বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সেই দিবস ঊষাকাল হইতে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অর্চ্চন, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে "চৈতন্য" গ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনকালে বহু লোকের সমাগম হয়। অপরাহ্নে [illegible] মঠের অন্যতম সম্পাদক ও প্রচারক উপদেশক শ্রীমদ্ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু অনেকক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন। সান্ধ্য আরাত্রিক কীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে একটি ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। [illegible] মহোদয় ও মহিলা সভায় যোগদান করেন। [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ও [illegible] তাঁহার [illegible] বিশদভাবে বর্ণন করেন। [illegible] উপস্থিত ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

——

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

আগামী ১২শে আষাঢ় ১৩৬৮ (ইং জুলাই ১৯৬১) [illegible] শ্রী প্রভুর [illegible] সম্পাদক আচার্য্যবর্য্য [illegible] প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীগৌরকিশোর কীর্ত্তনমুখে [illegible] শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধা-[illegible] শুভ প্রতিষ্ঠা হইবেন। [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] মহারাজ আগামী ২৮শে আষাঢ় [illegible] হরিকথা [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] প্রভৃতি দ্বারা [illegible] বনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলের আমন্ত্রণ জানান হইতেছে।

——

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস অধিকারী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
পুরাতন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলরূপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবাধিকারী

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
কুলিয়াপাহাড়পুর, পোঃ হাসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাকদহ পাল্পাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাসবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীর সিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীব্রজপতি দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখুপারা
পোঃ ভোজোয়াল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীরাধাবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুঞ্জ
সেবক—শ্রীহনুমান দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাখরাবাদ, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীপ্রেমবিলাস ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীজয়প্রাণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডিউটন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্ল্যাডষ্টোন রোড, উইম্বলডন
লণ্ডন, এস্ ডব্লিউ ১৯
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীজয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পণ্ডিতাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীহরিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:০:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
...বাদের প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সু-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত

					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৯	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম ,,	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	. ...	......	১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.....	.....	৯-৩৩	.	.....	......	......	.....
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৭০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৪৫	১০-৪১	১০-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ”	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
” ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত

					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ ”	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৫৬	১৭-১৪	১৯-২১	
বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. ..	......	......	. ..	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	.....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ ”	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
” ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৬

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি. সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভি সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণা বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সজ্জনসম্প্রদায় যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতি গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যে সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::০::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকা ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশি হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপ বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৬ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২১শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৫ই জুলাই ইং ১৯৪১, শনিবার { ১০১-১০২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ বামন, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

অনন্যভক্ত

— :•:(•):•:——

যিনি অন্য উপায় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই অনন্তভক্ত। কৃষ্ণসেবাই আমার জীবনে, মরণে, শয়নে স্বপনে একমাত্র কৃত্য—এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয় ধারণা তাঁহার আছে। হরিনাম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই—গতি নাই, ইহা তিনি জানেন। তাই তিনি হরিনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন। অনন্তভক্ত ঐকান্তিক। তিনি সৎ। যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অনন্যভাবে ভজন করেন, তিনিই সাধু। তাঁহাকে অসাধু কল্পনা করিলে অপরাধ হয়। অন্য-উপাসনা রহিত ভগবৎ-উপাসনারত ব্যক্তিই অনন্য। ভক্ত সদাচারী হইলে ত' সৎশব্দবাচ্য হইবেনই, এই বিষয়ে কোন্ কথাই নাই; পরন্তু দুরাচার পুরুষও অনন্যকৃষ্ণপরায়ণ হইলে সৎ বা সাধুশব্দ-বাচ্য হইতে পারেন। অনন্যত্ব-হেতুই ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব। ভগবদাশ্রিত পুরুষের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না, যদিই বা দৈবাৎ কোনরূপে কোন প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ভগবানের অনুক্ষণ স্মরণেই আনুষঙ্গিকভাবে প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রমাণশিরোমণি গ্রন্থচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্-ভাগবতও বলিতেছেন,—

> স্বপাদ-মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
> ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
> বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
> ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥
> (ভাঃ ১১।৫।৪২)

যিনি অনন্যভাবে ভগবানের পদকমল-যুগলের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়জনের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ বিরুদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হইলেও তদীয় হৃদয়স্থিত শ্রীহরিই তৎসমূহ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"পার্থিব সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা ভগবানের পদসেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই সকল হরিপ্রিয় জনগণের হৃদয়ে বিবেকরূপে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাদের যাবতীয় পাপ-প্রবৃত্তি বিনাশ করেন। বদ্ধজীব ইতরচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া অনুক্ষণ পাপে নিমগ্ন হইবার যোগ্যতা লাভ করেন, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন জীবগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ও তাঁহাদিগকে বিপরীত বুদ্ধি হইতে রক্ষা করেন। তাঁহারা পার্থিব ভোগপ্রবৃত্তি-চালিত হইয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হন না। যদিও তাঁহাদিগের কখনও কখনও পতিত হইবার উপক্রম দেখা যায়, তথাপি ভগবান্ তাঁহাদিগকে পাপে ডুবিয়া যাইতে দেন না।"

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

> অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে
> মামনন্যভাক্।
> সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো
> হি সঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি সাধু বলিয়াই মান্য।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও বলিতেছেন, "মানব অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি না করিয়া যদি পরমেশ্বর আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) ভজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে। যেহেতু তাঁহার উদ্যম উত্তম। 'পরমেশ্বরের সেবার দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব'—তিনি এইপ্রকার সুন্দর অধ্যবসায় করিয়াছেন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপরিউক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন, আমার অনন্যভক্তের কখনও পাপপ্রবৃত্তি হয় না। নামানুশীলনরূপ একটী চিদ্দীপ্তি আমার অনন্তভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। জড়গত পাপ তাহার ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যদি কোন ঘটনাক্রমে হঠাৎ পাপক্রিয়া হয় এবং সে পাপ যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সুদুরাচার বলিয়াও কথিত হয়, তথাপি আমার অনন্যভক্তের নিন্দা করিবে না। কেন না,—

> ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং
> নিগচ্ছতি।
> কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ
> প্রণশ্যতি॥

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্যভক্তি লাভ করিতেছে, তাহার চরিত্রে কেবল দুই প্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে রুচি হইল, কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতে তাহার কোন একটি পাপসংসর্গ ছিল - অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মৎস্য-মাংসাহার, আসবসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল। অনন্যভক্তি উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সব পাপপ্রবৃত্তি গেল, কিন্তু ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটি যাইতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্য-ভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ অন্যোপায় সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না, কিছুদিন থাকে। যেকাল পর্য্যন্ত নির্ম্মূল না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই অনন্যভক্তকে তন্নিবন্ধন অবজ্ঞা করিবে না। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, অনন্য-ভক্ত সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমার ভজন করেন। তথাপি জড়দেহ সঙ্গে কখনও কোন গতিকে রোগীর অমেধ্যসংযুক্ত ঔষধ-সেবনের ন্যায় কোন পাপক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অস্থায়ী, কেন না, প্রবৃত্তি-গত নহে। সুতরাং এই দুই প্রকার পাপ হইতে আমার অনন্যভক্ত অতি শীঘ্রই আমার ভক্তিকৃপায় শুদ্ধ স্বভাব হইয়া পাপ হইতে শান্তিলাভ করেন। হে কৌন্তেয়, আমার অনন্যভক্ত কখনও নষ্ট হইবে না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার রসিকরঞ্জন নামক ভাষাভাষ্যে লিখিয়াছেন,---যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসায় সর্ব্ব-প্রকারে সুন্দর। 'সুদুরাচার' শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধজীবের আচার দুইপ্রকার,-সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীররক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যত প্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাবনিবারী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই সাম্বন্ধিক। শুদ্ধজীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎকার্য্যরূপ ভজন আচার আছে, তাহা জীবের স্বরূপগত, তাহার অন্য নাম অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা ভক্তিও সাম্বন্ধিক আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে। বদ্ধজীবের অনন্য-ভজনরূপ ভক্তি উদিত হইলেও দেহ থাকাকাল পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্যই থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের

ইতররুচি থাকে না। যে পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতররুচি শিথিল হইতে থাকে, নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও কখনও ইতররুচি বল-প্রকাশপূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচির দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নত-সোপানারূঢ় জীবদিগের মধ্যেও পতিসম্ভব। তাঁহাতে যদিও উক্ত পদাক্রম দুরাচার, এমন কি, সুদুরাচার (পরহিংসা, পরদ্রব্যহরণ, পরদার-গমন, যাহাতে সাধক ভক্তের রুচি হইতে পারে না, তাহা) কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও আশুনাশ্য এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তি-রূপা ভক্তি দূষিত হয় না—ইহাই জানিবে। কোন কোন সরল-ভক্তের পূর্ব্বে মৎস্যাদি ভোজন এবং পূর্ব্ব সংগৃহীত পরদার সম্বন্ধাদি লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদিগকে অসাধু জ্ঞান করিবে না। হে কৌন্তেয়, আমার অনন্যভক্ত কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথমতঃ তাঁর 'নিসর্গ' ও 'ঘটনা' বশতঃ তাঁহার স্বভাব মন্দ থাকিলেও ঐ অবস্থাদি শীঘ্র পরমেশ্বরকৃপা হরিভক্তিদ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্মরূপ স্বরূপগত আত্মধর্মনিষ্ঠ হইয়া পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে ভাবজনিত পরমা শান্তি লাভ করিবেন। হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রী-সকল, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্যভক্তিকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরা গতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতিবর্ণাদি সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই। অন্ত্যজ জাতিগণও আমার বিশুদ্ধ-ভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গস্থ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কেননা ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতি শীঘ্রই প্রশমিত হয়।"

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও একদিন হরিকথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—দ্বাদশ-বৈষ্ণবের অন্যতম ধর্ম্মরাজ যমের সভায় গীতার ঐ শ্লোকের একটী সংশয় ভঞ্জনার্থ এক সভা আহূত হইয়াছিল। শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সেই সভায় এই শ্লোকের সংশয় মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনন্যভাক্ অর্থাৎ কৃষ্ণে যাঁহার অনন্যভক্তি আছে। 'অপি'—যদি, 'চেৎ'—ও অর্থাৎ যদিও তিনি 'সুদুরাচার' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা ভয়ঙ্কর দুষ্ট আচারবিশিষ্ট হন, তথাপি তাঁহাকে সাধু বা যথার্থ মনে করিতে হইবে, যেহেতু তিনি সম্যগ্ব্যবসিত, অর্থাৎ সম্যক্ প্রযত্নশীল, একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক। তিনি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হন ও নিত্য শান্তি লাভ করেন। "ঐকান্তিক ভক্তকে শাস্ত্রই ধার্ম্মিক হইতে বলা হইল কেন? যিনি ধর্ম্মের শেষফল ঐকান্তিকতা বা অনন্যভজন-পরায়ণতা লাভ করিয়াছেন, যিনি ভগবান্‌কে বশ করিয়াছেন, তাঁহার কি ধর্ম্ম অর্থাৎ সুনীতি বা শান্তির অভাব আছে? অনন্য-ভক্ত কি অধার্ম্মিক ও 'অশান্ত?'" যমরাজের সভায় সকলেই এই প্রশ্ন করিলেন। গীতার উপদেষ্টা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—ঐকান্তিক ভক্ত যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি তাঁহাকে সাধুই মানিতে হইবে। কিন্তু সংশয় এই যে, সাধু কিরূপে অধর্ম্মাত্মা, অশান্ত হন? দেবতাগণের এই সংশয় শিব, ব্রহ্মা, নারদ, যম, কেহই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তথায় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই শিব, ব্রহ্মা, নারদাদি বৈষ্ণববৃন্দ ও দেবতাগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অভ্যর্থনা করিলেন, কেননা, অপ্রাকৃত ব্রজবাসী সাক্ষাৎ স্বরূপার অন্তরঙ্গ, কেশ-বেশাদির অগম্যা গোপীশিরোমণির নিজজন আগমন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে দর্শন করিয়া সকলে তাঁহার নিকট তাঁহাদের সংশয় জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন যেভাবে ঐ সংশয় নিরসন করিয়াছিলেন, সেই তাৎপর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ" শ্লোকের অনুবৃত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। "অনন্যভজনকারীর লোক-দেখান দুরাচারত্বে বঞ্চিত না হইয়া যিনি তাঁহার সাধুত্ব দর্শন করেন, সেইরূপ দর্শন-কারী শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন। অনন্যভজনকারীকে গুরুজ্ঞান ও নিজেকে শিষ্যজ্ঞান করিয়া যিনি অনন্যভজনকারীকে মায়া-জগতের সুনীতির ও দুর্নীতির মাপকাঠির আসামী করেন না, তাঁহারই শীঘ্র সাধুত্ব লাভ হয়।" এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং-রূপার নিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সংশয়শূন্য হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

পাপ ও পুণ্য দুইই কর্ম্ম। জীব যখন বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ হন, তিনি তখন পাপ-পুণ্যের অতীত হন। তখন কৃষ্ণদাস্যই নিত্য স্বধর্ম্মরূপে উদিত হয়। বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। প্রায়শ্চিত্ত কাম্য কর্ম্ম-কাণ্ডান্তর্গত। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন
জায়তে॥

যে পর্য্যন্ত জীবের নির্ব্বেদ না জন্মে অথবা হরিকথা-শ্রবণাদিতে নিরুপাধিক শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত জীব অবশ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। যে সকল ক্রিয়া হরিভক্তির অনুকূল, তাহা অঙ্গীকার এবং প্রতিকূল হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ ভক্ত্যুন্মুখী ক্রিয়াসকল কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত নহে, বস্তুতঃ তাহারা কর্ম্মনাশক ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে গণ্য। ভক্তগণ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ। তাঁহাদের জীবনে পাপের উদয় হয় না। তবে কখনও কাহারও ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে। তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তে প্রশমিত হয়। সেরূপ দৈবাৎ আগত পাপ দৃষ্টি করিয়া কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। চিত্তে পাপ-প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু হঠাৎ কোন ঘটনাক্রমে যে সামান্য পাপ উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণবতা দূর হয় না। অনন্যভক্তি হইলে আর কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কখনই থাকে না। কেবল পাপক্রিয়া কিয়ৎ পরিমাণে থাকিতে পারে, তাহা অল্পদিনস্থায়ী। আবার তাহাও দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া খর্ব্ব হয়।

শ্রীনাম ত' দূরের কথা, নামাভাসেই সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরণ করে, কোটিজন্মেও পাপী তত পাপ করিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া নামের বলে কেহ পাপ করে, তবে সে অপরাধী, তাহার কোনকালেও হরিনাম হইবে না। অপরাধের সহিত নাম লইলে নাম হয় না। নামবলে পাপবুদ্ধি যেন আমাদের কাহারও না হয়—ইহা নামাপরাধ। নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করার ন্যায় অপরাধ আর নাই। যাঁহার পাপপ্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্য-শ্রদ্ধার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। পাপকার্য্যে আসক্তি থাকিলে নামে আসক্তি হইতে পারে না। আসক্তি একটী অনন্য-প্রবৃত্তিবিশেষ, হয় তাহা কৃষ্ণে হইবে, নতুবা অসদ্বিষয়ে হইবে। কৃষ্ণে যাঁহার নিষ্কপট শ্রদ্ধা, তাঁহার নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি কৃষ্ণে অনন্যরূপে অবশ্য হইবে। কৃষ্ণে আসক্তি হইলে কি পাপ-পুণ্য-বিষয়ে কাহারও প্রবৃত্তি থাকে?

অনন্য-ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে আর নিস্তার নাই। অনাদর হইতে অপরাধ বা নিন্দা প্রভৃতি আসে। নিন্দকের কখনও হরিভজন হইবে না। ভূতবিদ্বেষ অপেক্ষা ভক্তনিন্দা আরও খারাপ। ভক্তনিন্দা বা ভক্তের প্রতি অনাদর ত' দূরের কথা, সাধারণ জীবকেও অবজ্ঞা ও নিন্দা করিলে বা তাহার প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করিলে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীহরি সেই নিন্দকের পূজা, বন্দনা প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। বিষ্ণু-নিন্দা, বৈষ্ণব বা ভক্তি-পথাশ্রিত ব্যক্তির নিন্দার ত' কথাই নাই, সাধারণ জীব ও দেবতাগণের নিন্দা করিলেও ভক্তিরাজ্য হইতে পতন হয়। বৈষ্ণবগণ অদোষদর্শী। কৃষ্ণসম্বন্ধি-দর্শনই অদোষ-দর্শন, নির্দ্দোষদর্শন, সুদর্শন বা গুণদর্শন। সেই অদোষদর্শিগণের শিষ্য হইতে হইলে দোষদর্শন, প্রাকৃতদর্শন, জড়দর্শন, ভোগ্য-দর্শন বা কুদর্শন ছাড়িতেই হইবে। 'আমি ভগবানের'—এই চেতনের অভিমান না জাগিলে দ্রষ্টৃ-অভিমান বা দোষদর্শন ঘুচিবে না। বৈষ্ণবগণ গুণগ্রাহী। তাঁহাদের ভৃত্য হইতে হইলে গুণগ্রাহী হইতে হইবে। ভ্রমর যেমন প্রতি পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, কিন্তু কোন পুষ্পে আসক্ত হয় না বা পুষ্পের কীটাদির দিকে লক্ষ্য করে না, সেইরূপ জীবমাত্রেরই গুণ গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার বহির্ম্মুখপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে হইবে না। স্বরূপদর্শন বা কৃষ্ণদর্শনে দোষ নাই। যেখানে জড়দর্শন ও তটস্থদর্শন বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেইখানেই দোষ বা নিন্দার কথা। সুতরাং জড়াভিনিবেশ ও তটস্থাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া সাধুগুরুর ব্যক্তিত্বের নিকট সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মনিবেদন করিতে হইবে, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে।

ভগবান্ প্রত্যেক জীবের অন্তরে অবস্থিত। জীবকে অবজ্ঞা করিলে তদ্দ্বারা ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করা হয়। নিজ-হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন, ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। ইহা ভুলিয়া গেলে কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীব ও কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তের প্রতি অনাদর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হইয়া পড়িবেই। প্রতি জীবের অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিয়া কেবল অর্চ্চন করিলে তদ্দ্বারা পরিশ্রমই সার হইবে। যাহারা সর্ব্বভূতে আদর করিয়া সকলেই শ্রীভগবানের দ্বারা চালিত—এ-বিচারে লোকপরম্পরা-জাত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারাই কনিষ্ঠভাগবত। আর সর্ব্বভূতে যাহার আদর নাই, সেরূপ ব্যক্তি যে অর্চ্চনাদি করে, তাহা বিড়ম্বনা বা ভণ্ডামীমাত্র। তৃণ-গুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীব পর্য্যন্ত কাহারও কোন রূপ নিন্দা বা অপমান করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোন দিনই সেইরূপ দাম্ভিকের পূজা গ্রহণ করেন না কেন না, সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—'যে ব্যক্তি নিজের ও পরের পৃথক্ পৃথক্ উদর ও দেহ আছে দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করে, বস্তুতঃ আমার অধিষ্ঠানভূত অপরকে আত্মসম দর্শন করে না, সুতরাং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের উদরাদিই পোষণ করে, সেই ভেদদর্শন গভীর মৃত্যুরূপী হইয়া আমি নিদারুণ ভয় অর্থাৎ সংসার বিধান করিয়া থাকি। অতএব মিশ্রভাবে অভেদদর্শন-পূর্ব্বক অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান ও মানের দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। দুঃখিত প্রার্থীকে যথাশক্তি দান এবং বাক্যে·

সামর্থ্যভাবে তাহাদিগকে সম্মান দিতে হইবে।

বৃক্ষ, পিপীলিকা, কুকুর, হস্তী, দুরাচার ও পাপী সকলের মধ্যেই শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের ন্যায় পরেরও মঙ্গল অনুসন্ধানকেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'সমদর্শন' বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে, নিজের ন্যায় তাহারও উপকার করিতে হইবে। তবে শ্রীভগবানের ভক্তকে অধিক ভাবে সম্মান করিতে হইবে। কেন না, তাঁহাতে ভক্তিবৃত্তি বা ভগবৎসম্পর্ক অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্য জীবের প্রতি যোগ্যতানুসারে যথাশক্তি আদর করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অন্তর্যামী ঈশ্বর-রূপে জীবহৃদয় পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রবিষ্ট আছেন, ইহা জানিয়া সকলকেই সম্মানপূর্ব্বক প্রণাম করিবে—ইহাই শাস্ত্রাদেশ।

'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'—এই বিচারেই ভক্ত ভূতাদর করিয়া থাকেন। ভূতাদরের মধ্যে কোনরূপ ভোগ্যবুদ্ধি নাই। সকল বস্তুতেই শ্রীকৃষ্ণসম্পর্ক ও কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞা-পালন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই ভূতাদরের মুখ্য-তাৎপর্য্য। যাঁহারা প্রাথমিক উপাসক, অর্থাৎ যাঁহারা লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আদর অবশ্যই করিবেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিধি। এই বিধিলঙ্ঘন করিলে তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ সাধক, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই ভগবানের বৈভব স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি আদর তাঁহাদের স্বতঃই সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের সর্ব্বত্র ইষ্টস্ফূর্ত্তি—যাঁহারা সকল বস্তুকেই ভগবানের সম্পর্কে দর্শন করেন—ইষ্টদেবের সেবোপকরণ বলিয়া জানেন, তাঁহারা সকল বস্তুকেই গুরুজ্ঞানে সম্মান করেন।

বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণবহিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফলে যায়, আর দুঃখে মরে॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু, না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথার, কপালে॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে, হইবেক? বুঝ ভাবি' মনে॥
বড় পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥

কৃষ্ণকার্ষ্ণ ব্যতীত যিনি অন্যের আশ্রিত নহেন, তিনিই অনন্য। একান্ত কৃষ্ণাশ্রিতই অনন্য বা ঐকান্তিক। অনন্যত্ব বা ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। ঐকান্তিকতাই আচার। ব্যভিচার তাহার বিপরীত। ঐকান্তিকতা বা অনন্যত্বের মধ্যে ব্যভিচার থাকিতে পারে না। অনন্যভক্তের দোষ-দ্রষ্টাই দোষী। অনন্যভক্ত দোষী নহেন, তিনি নির্দ্দোষ।

সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি।
গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্ট হৈয়া মরে অধো মজি॥

———

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

——::•::——

সমস্ত অনবদ্য নৈবেদ্যের গ্রাহক শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেব, কিন্তু অন্য কেহ যদি মাঝ পথে তাহার গ্রাহক হন, তবে সে ব্যক্তি চোর। নিজেকে বৈষ্ণবজ্ঞান ক'রে গুরুদেবের প্রাপ্য সম্মান—পূজাদি গ্রহণের অধিকার কা'রো নাই। সেই গুরুদেব পঞ্চপ্রকারে তাঁ'র আরাধ্যের সেবা করেন। তিনি মধুররতিতে বার্ষভানবীরূপে কান্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের, বৎসলরসে নন্দ যশোদা-রূপে, সখ্যরতিতে শ্রীবলদেব-সুবলাদিরূপে, দাস্যরতিতে রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদিরূপে, শান্তরতিতে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু প্রভৃতি রূপে নন্দীশ্বরপতিসুতের সেবা করেন।

বৈষ্ণবগণের সুখে দুঃখে সুখী দুঃখী হইয়া যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাত্মসমর্পণপূর্ব্বক নিষ্কপট ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত হরিভজন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মিশনের সেবক। এখনও পর্য্যন্ত সমর্পণের চালনা আরম্ভ করা হয় নাই। চালনা আরম্ভ হইলে কাহার কতটা হরি-ভজনে অকপট অনুরাগ আছে বুঝা যাইবে। আমরা বহু অন্যাভিলাষীকে চাহি না। অকপট হরিভজনকারী একটী হইলেই যথেষ্ট। জাগতিক বহির্ম্মুখ লোকের বাহবা সংগ্রহ করা প্রচারের শেষ-প্রয়োজন বা প্রচারের আদর্শ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা প্রভু-পাদের পাদপদ্মে উপনীত হন নাই। দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া মিশনের সেবা না করা পর্য্যন্ত কাহারও প্রকৃত হরিভজন আরম্ভ হইবে না। হরিভজনের অর্থই সম্পূর্ণ বৈষ্ণবসেবার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখা। দূরে দূরে থাকিয়া কিংবা সুযোগ-সুবিধামত ছাড়া-ছাড়া-ভাবে মিশনের দুই একটা কায করিয়া দিব—এরূপ-বিচারে গুরুসেবা হইবে না। হরিভজনের প্রাত্যহিক progress এর tangible result চাই।

আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া যে মোড়লী করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস তাহা হরিসেবার প্রতি বিদ্রোহাচরণ। যিনি যতটা গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যপূর্ব যত্নাগ্রহ দেখাইবেন, তাঁহার ততটা অধিক হরিভজন হইবে। সঙ্ঘ দ্বারা হরিসেবার বৃদ্ধি হৃদয়ে জাগরুক হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলিতে পারেন "কৃষ্ণই যখন সকল বিধান করিবেন, কৃষ্ণই যখন তাঁহার ভক্তের রক্ষাকর্ত্তা, তখন আমরা কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলে কি হইবে"—এরূপ বিচার অকিঞ্চিৎকর। বজ্রাঙ্গজী জানিতেন যে, অসুর রাবণ অপ্রাকৃত জগন্মাতা সীতাদেবীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, কখন দর্শনও করিতে পারে না। তথাপি হনুমানজী সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য কি অপূর্ব্ব অপরিসীম চেষ্টাই না করিয়াছিলেন। গুরুবৈষ্ণবসেবা করিলেই নিরপরাধে হরিনামগ্রহণে রুচি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববিচার বা সিদ্ধান্তশ্রবণে শ্রদ্ধা ও রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। ভজনের প্রবৃত্তি ভক্তগণসমূহে পরস্পর পৃথক্ বুদ্ধি করিতে হইবে না। বহির্ম্মুখ জনের মত কিছু শুদ্ধভক্তি-প্রচারের metre নহে। সত্য সত্য নিষ্কপট প্রাণ কতটা সেবোন্মুখ হইল, কতটা সত্যকে বরণ করিল, আচরণে ও বাস্তবজীবনে পালন করিল, তাহাই প্রচারের মাপকাঠি। হরিভজনের জন্য আমাদের আর্ত্তি কোথায়? আমরা বেশ পরিতৃপ্তির সহিত মায়ার সংসার করিতেছি। গুরুসেবায় অন্ত আঁঠা না হইলে—গুরুপাদপদ্মের সেবকগণের সহিত নিজেকে identify না করিলে হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণ যখন কৃপা করেন, মায়ার সংসার যখন ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই কৃষ্ণভজন হয়। সর্ব্বতোভাবে শরণাগতকেই কৃষ্ণ আপন করিয়া লন।

"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি"। যতক্ষণ আকার-দর্শন আছে, ততক্ষণই ভয়। যেখানে আকারদর্শন নাই, সেখানে ভয় নাই। "স্ত্রী" শব্দের অর্থ বিস্তারশীল অর্থাৎ জড়জগতের প্রত্যেক বস্তুই স্ত্রী বা যোষিৎ বা ভোগ্যা। ভোগ্যা কাহার?—বিষয়ীর। জগতের সকলপ্রাণীই বিষয়ী। বিষয়ী অর্থাৎ জগতে বিস্তারশীল বা স্থিতিশীল বস্তুতে যাহার অভিনিবেশ বা ভোগবুদ্ধি আছে।

স্ত্রী-জাতিকে ঘৃণা করিয়া কেহই কখনও তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী অথবা কন্যা—এই চারিভাবে স্ত্রী-দেহধারী জীবের সহিত অপরের সম্বন্ধ হয়। ইহার যে কোনওরূপে মায়া আসিয়া গ্রাস করিবেই। কেবল দ্বেষ বা হেয় জ্ঞান করিতে গেলে আসক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। ঘৃণা রাগেরই অপর রূপ। রাগ অপেক্ষা ঘৃণাতে আরও বেশী অভিনিবেশ হইয়া থাকে। আকার দর্শন করিতে গেলেই এই রাগ অথবা ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয়। কেবল নারীদেহ নহে যে কোনও বস্তুরই আকার দেখিতে যাইব, তাহাই ভোগ্যা বা যোষিদ্রূপে মায়ার কর্ম্মচারী হইয়া দাঁড়াইবে। স্ত্রী-জাতির এক রূপকে ঘৃণা করিতে গেলে অন্য রূপ আসিয়া গ্রাস করিবে। সমস্ত স্ত্রী জাতিকে ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতে গেলে ব্যতিরেকচিন্তার ফলে যোষিৎসঙ্গী অবশ্যই হইতে হইবে। আকার-দর্শনেই হেয়, অনুপাদেয় বিচার আছে। দ্বৈতজ্ঞানেই ভালমন্দ-বিচার। আকারদর্শন বা দ্বৈতজ্ঞান গেলে বিষয় বা যোষিদ্দর্শন হইতে ছুটী পাওয়া যায়। পুরুষোত্তমের শক্তি ও বিলাসের সেবা হইবার আকাঙ্ক্ষা যত জাগিবে, ততই অদ্বয়জ্ঞানের কৃপায় দ্বৈতজ্ঞান বা আকারদর্শন দূর হইবে।

বাজে কথা বলা খারাপ। এর বেশীরভাগই হইতেছে গ্রাম। গ্রাম্যকথা বলিবার অভ্যাস অত্যন্ত হানিকর। শ্রীনামের প্রতি যাঁহাদের রুচি থাকে, হরিকথা, হরিনামে যাঁহাদের টান হইয়াছে, তাঁহারা হরির শ্রবণ-কীর্ত্তনই শুনিতে ভালবাসেন। যাহাদের সংসারের প্রতি টান, তাহারা ঐ কথা ছাড়া আর কিছু শুনিতেই চায় না। সংসারের কথা লইয়া থাকা ত' ঠিক নহে। হরিভজন যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কোনকথাই বাজে কথা নহে।

মনটা অনেক সময় নানাপ্রকার বদমাইসি করে, প্রলোভন দেখায়, বঞ্চনা করে, হতাশ হইয়া পড়ি, কি করিব কিছুই কূলকিনারা পাই না। সেই সময় জীবন সর্ব্বস্ব শ্রীগুরু-বর্গের নাম প্রাণের আর্ত্তির সহিত, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যদি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা পথ দেখাইবেন। সমস্ত সমস্যার সমাধান বা মীমাংসা তাঁহারা করিয়া দিবেন।

গৌর-নিত্যানন্দের কৃপা যাঁহার প্রতি যতটা হইবে, তাঁহার জগতের মঙ্গল হউক, এইরূপ বিচার হইবে। অর্থাৎ নিজের দীনতা ও অমানি মানদভাব এবং সহিষ্ণুতা ও পরদুঃখদুঃখিতা হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। কেবল অবরাবরৃত্তি শেষ কথা নহে, অর্ধপ্রবৃত্তি প্রয়োজন। কেবল বাড়ীর task লিখিলেই বিদ্যার্জ্জন হইবে না, higher class এর কথা জানা দরকার, তবে ত' task লিখিবার কায করিয়া যাইবে।

Dovetailed বা সমন্বিত না হইলে সেবা হয় না। মহাভাগবতাধিকারই proper adjustment বা dovetailed অবস্থা। উন্নত বা শেষ্ঠের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। ছোটর দিকে তাকাইতে হইবে না, aimটা খুব উচ্চ হইলেই মঙ্গল।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের এবং তাঁহার অনুগতজনগণের সেবা'র জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং একমাত্র প্রয়োজনীয়। সেবাপ্রাপ্ত না হইলে তজ্জন্য ব্যাকুলতা (লোভ) সেবালাভের একমাত্র উপায়।

———

প্রচার-প্রসঙ্গ

——ঃ[•]ঃ——

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ব্বাশ্রমগত ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ... সাগর মহারাজের নিরানন্দে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহোৎসব নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডি ... সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রমুখ প্রচারকগণ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ... হইয়াছিলেন। ... হইতে শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুও আসিয়াছিলেন। শ্রীমঠে প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। ... সাগর মহারাজ প্রায় সর্ব্বক্ষণই হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

স্নানযাত্রার দিন অপরাহ্নকালে সকলে মিলিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়া সংকীর্ত্তনমুখে বার্ষিক মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনবাহিনী বিচিত্র পতাকাদি লইয়া গ্রামের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন।

গত ১০ই আষাঢ় মঙ্গলবার শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অপ্রকট-মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভোর ৪॥• ঘটিকার সময় একটী সংকীর্ত্তনবাহিনী বহির্গত হইয়া টোটা গোপীনাথ, যমেশ্বর টোটা, সার্ব্বভৌমের বাটী, শ্রীগম্ভীরা, ভক্তিকুটী, সিদ্ধবকুল ও ঠাকুর হরিদাসের সমাধিক্ষেত্র পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় একটী সভার আয়োজন হয়। ঠাকুরের আলেখ্য সুগন্ধি-পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া অন্যান্য গুরু-বর্গের আলেখ্য সহ উচ্চমঞ্চে বিরাজিত ছিলেন। গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনান্তে বিরহাত্মক বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ ... ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ পর পর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর সমাগত বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

পরদিবস ১১ই আষাঢ়, বুধবার শ্রীমঠ হইতে একটী নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন স্থান পরিক্রমান্তে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীতে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে উপনীত হন। সেখানে কীর্ত্তন হইতে থাকে। শ্রীল সাগর মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-প্রসঙ্গ অবলম্বনে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সকলে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কীর্ত্তনমুখে গুণ্ডিচা মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করেন। রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচামার্জ্জন বা ধোওয়া-পাখলা-লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়দেশ হইতে ও উড়িষ্যা-অঞ্চল হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত সপরিবারে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীমঠ সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে মুখরিত ছিল।

গত ১২ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার রথযাত্রা-দিবস প্রাতঃকালে বিচিত্র পতাকা, চামর, ছত্র, খোল-করতালসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণপরিবৃত এক বিরাট সংকীর্ত্তনবাহিনী উচ্চ-কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে উপনীত হইয়া আত্মহারাভাবে অবিশ্রান্তভাবে মহামন্ত্র, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনগণের গীতিসমূহ কীর্ত্তন করেন। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা রথে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীগুণ্ডিচা অভিমুখে বিজয়কালে শ্রীল সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া মঠসেবকগণ সমস্ত রাস্তায় উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গটী মূল-গায়করূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ হইতে মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দকে আশাতীতভাবে আহ্বান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া রথের সন্নিকটে সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। এবার রথযাত্রা-দিবসে বৃষ্টি ছিল না, অথচ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রৌদ্রেরও উত্তাপ প্রখর ছিল না। অন্যান্যবার অপেক্ষা এবার যাত্রীসমাগম অনেক বেশী। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদৃষ্টিপ্রভাবে উৎসবটী অনির্ব্বচনীয়ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

উৎসব অন্তে সেবকগণ ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়া বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে বিচিত্র-পতাকাদিসহ এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া বিভিন্নপথ, মেঘাসন, গৌরীকুণ্ড, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির ও বিন্দুসরোবর হইয়া পুনরায় শ্রীভুবনেশ্বর-মন্দিরে উপনীত হন। শ্রীমন্দির-পরিক্রমা অন্তে চত্বরে দণ্ডায়মান হইয়া সেবকগণ উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে একাম্রকানন ও শ্রীভুবনেশ্বরের প্রসঙ্গটী খোল-করতালযোগে কীর্ত্তন করেন ও বক্তৃতামুখে বিষয়টী প্রাঞ্জলভাবে সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। মধ্যাহ্নে সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

———

দিনাজপুর জেলায়

আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ মালদহ, বক্ষট প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারপূর্ব্বক রাইগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় মহারাণী স্নেহলতা-হলে ও ১৩ই জুনে যথাক্রমে দুই দিবস মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় সজ্জনগণের আগ্রহে তথায় বিভিন্নস্থানে আরও কয়েক-দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। স্থানীয় সার্কেল অফিসার, উকীল, রাজকর্ম্মচারী, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি বক্তৃতা ও পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রচারকগণ তথা হইতে মালিমপুরনামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সাহা মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসাক্ষিগোপাল-প্রসঙ্গ ও রায়রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠে বহু সজ্জনব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

———

লক্ষ্ণৌতে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ২৫ জুন সোমবার সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত গঙ্গাচরণ বাজপাই মহাশয়ের সাদর আহ্বানে লক্ষ্ণৌ গুইন-রোডস্থ তাঁহার বাসভবনে গমন করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-মুখে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনান্তে মঠসেবক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও নিখিলমানবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের অমূল্য উপদেশ এবং অসুর বালকগণের প্রতি তাঁহার শিক্ষা অতি প্রাঞ্জল হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীযুত বাজপাই মহাশয় শ্রদ্ধালু ভদ্রলোক। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন।

গত ১৩ই জুন মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারার্থ বেরেলী সহরে গমন করেন। উপদেশক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুন্দর প্রভু শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভুর বিমলপ্রেমধর্ম্মের কথা এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের আদর্শময় প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তথায় বহু বিশিষ্ট শ্রদ্ধালু সজ্জনের সহিত আলোচনা করেন। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল—

পণ্ডিত আর, এস, শর্ম্মা প্রফেসার; বাবু বলবীর দয়াল, কনট্রাক্টর; বা... সিয়ারামজী, হেড ক্লার্ক, গুডস্ অফিস; ডা... নিরঞ্জনী প্রসাদ এম-বি, বি-এস্; ডাঃ এইচ, ডি, মুখার্জ্জি, এইচ, এম, বি, ডাঃ ... এম, গুহ; মিঃ এ, সি, দত্ত, প্রিন্সিপ্যাল বেরিলি কলেজ, বাবু গোবিন্দ প্রসাদজী উকিল; বাবু গোপেশ্বর প্রসাদজী, উকিল বাবু শাশ্বত প্রসাদজী, উকিল, মিঃ দয়াচাঁদ জৈন, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, মিঃ আর, এন, ঘো... ইত্যাদি।

———

কভুরে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-শিরোমণি অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমগত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ২২শে ও ২৩শে জুন তারিখে কভুরের সন্নিকটস্থ আরিপল্লি গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু চাও বেঙ্কট-রমণ নামীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ব্যাধ-নারদ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃধারায় নিত্যত্ব ও সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করেন।

———

পাটনায়

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ৭ই জুন শনিবার অপরাহ্ণে য়্যাডভোকেট শ্রীযুত বজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর, ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল মহোদয়ের সহিত পাটনা হইতে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে হাতিদা নামক স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। প্রচারকগণ শ্রীযুত রুক্মিণীপ্রসাদ সিং জমিদার মহোদয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে তথায় একটি সভার আয়োজন হয়। গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরিচয়, প্রচারের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা প্রদান করিলে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু প্রায় একঘণ্টাকালযাবৎ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৮ই জুন রবিবার সন্ধ্যায় পুনরায় তথায় শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ-উপাখ্যান পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা হয়।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচৈতন্যচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী অধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউভাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদনান্তনিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপাভিনির্দ্ধেক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিনির্দ্ধেক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী

বিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবশরণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সেষ্টার রোড, হাইড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ. পি)
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীপ্রেসঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
সেবক—শ্রীসুরেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের পূর্ব্বপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক বিশালীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের গৌড়ীয় গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া এক ধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট্ আকারের অদ্বিতীয় মানচিত্র ও বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপাট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ বাদরায়ণ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও রূপের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ,
শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য সুধীবৃন্দগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
বিজ্ঞান প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা
উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল অফ ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ , ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ৷৷০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। বাদশ আলবার — ৷৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক — ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ।৵০
২২। ভজন রহস্য — ৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) — ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য — ৷৷০
২৭। দুঃসঙ্গমালিকা ভক্তসৌঃ (সানুবাদ) — ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৸৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
৩৫। গীতমালা — /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) — ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড — ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ — ।০
৪০। শরণাগতি — ৵০
৪১। গীতাবলী — /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা — ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) — ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক — /১০
৪৬। অর্থপঞ্চক — /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ — /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) — ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ৷৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — /০
৬০। সাংখ্যবাণী — /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ৷৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ — ।০
৬৬। উজ্জ্বলক্রম্ — ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — /০
৬৯। সারসংবর্ণনম্ — ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ — ৷৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত — ৷৷০
৭২। নামভজন — /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী — ৷৷০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ — ।৵০
৭৫। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৷৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ — ৷৷০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং — /০
৭৮। দি ভাগবত — ।০
৭৯। ইশো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিভিলেড ডিভোশন — ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা — ৷৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৸০
৮৫। সাধনপথ — ৷৷০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু — /১০
৮৭। গীতাবলী — /১০
শরণাগতি — /০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী — ৸৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী — ৷৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি — ৷৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক ন্যায়, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু ... সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সেবাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডাবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২১	৭-১৯	১০-১৬	১৫-১০	১৬-২৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১০ ২৯	...	...	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১২ ৫০	১৬-৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.....	.....	৯-৩৩	...	.....	.....	.....	...
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৪	১৭-৫০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.....	.....	.....	.....	১৫-৫৬	১৭-৫২	.....	.....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-২
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩২
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ-ভক্তিসর্ব্বস্ব দেশ তথা বহেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার অত্যুক্তি অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা

শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাকায়, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
মধুর। প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ- -ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

শ্রীচৈতন্যদেব

—:o:—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।

৩য় সংস্করণ · ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—২৩শে আষাঢ়, ১৩৪৮, ৭ই জুলাই ইং ১৯৪১, সোমবার। [১০৩তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——:o:(o):o:——

ভূগোল সংক্রান্ত পাঠ্য পুস্তক

ভার্সাই সন্ধির পর যেরূপে বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্গঠন হইয়াছিল বাঙ্গলার ভৌগোলিক পাঠ্য-পুস্তকসমূহের মানচিত্রে তাহাই অনুসরণ করিতে ও দেখাইতে হইবে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলার জনশিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই বৎসর বেঙ্গল টেক্সট বুক কমিটির নিকটে দাখিল করার উদ্দেশ্যে ভূগোল সম্বন্ধে যে সকল পাঠ্য পুস্তক রচনা করা হইবে, তাহাতে ভার্সাই সন্ধির পর বিভিন্ন দেশ ও জাতির যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখাইয়া মানচিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে ইতোমধ্যে অন্যান্য যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা অবশ্য ঐরূপ পুস্তকে উল্লেখ করিতে হইবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, যে সকল দেশের সীমারেখার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে প্রত্যেকটি মানচিত্রের নীচে এই মর্ম্মে পাদটীকা দিতে হইবে যে, ভার্সাই সন্ধিতে বিভিন্ন দেশের যেরূপ সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, মানচিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইল।

———

মালয়ের ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা-সমস্যা

মালয়ের কেন্দ্রীয় ভারতীয় সমিতির সভাপতি মালয়প্রবাসী উপযুক্ত ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে আহার ও বাসস্থান ফ্রি পাইতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ সুবিধা-দানের জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। কারণ মালয়প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা এরূপ সচ্ছল নহে যে, তাহারা স্বদেশে আসিয়া নিজ নিজ ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

———

বিহারে জেলা ও লোকাল বোর্ড সভ্যদের পদত্যাগ

মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত সমরেন্দ্রনাথ ওঝা, পুরুলিয়া লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত শ্যামাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ধানবাদ লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত হরিপ্রসাদ আগরওয়ালা ও মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ তেওয়ারী পদত্যাগ করিয়াছেন।

———

পৃথিবীর প্রথম সঙ্গীতজ্ঞ রাষ্ট্রপতি পেডারুইস্কির বিস্ময়কর জীবনকাহিনী

মঃ ইগনেস পেডারুইস্কির মৃত্যুতে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ গুণীর তিরোভাব ঘটিল। তিনি জগদ্বিখ্যাত পিয়ানোবাদক ও সুরশিল্পী ছিলেন। পোল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক হিসাবেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গত মহাযুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি পোল্যাণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন; তিনি শান্তি-সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। এক বৎসরকাল তিনি প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু পোলিশ গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করায় তিনি ইহাকে গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। পেডারুইস্কির ন্যায় একজন সঙ্গীতজ্ঞকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া পোলিশ জাতি তাহাদের সংস্কৃতিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। পেডারুইস্কি ছাড়া পোল্যাণ্ডের আরও কয়েকজন কৃতী সন্তানও জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত সঙ্গীতবিদ শপাঁ, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক কনরাড, জগদ্বিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিক রেডিয়ম-আবিষ্কর্ত্রী মাদাম কুরী প্রভৃতি অনেকে পোল্যাণ্ডেরই লোক।

———

বোম্বাইয়ে প্রবল বারিবর্ষণ

যে বন্যার ফলে গত ৩০শে জুলাই রেল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রাস্তার যোগাযোগ নষ্ট হওয়ায় বোম্বাই সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তৎসম্পর্কে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বন্যার ফলে রেলওয়ে লাইনের পাঁচটি স্থান ভগ্ন হওয়ায় বি বি সি আই রেলওয়ে লাইনে ট্রেন চলাচলে বাধা হইয়াছে। ইহার ফলে দিল্লী হইতে গত ২রা জুলাই বোম্বাইয়ে যে ফ্রণ্টিয়ার মেল পৌঁছিবার কথা ছিল, তাহা বোম্বাই সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে না পৌঁছিয়া ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের দিকে চালান হইতেছে।

অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে বোম্বাই প্রদেশে গুরুতর বন্যা হওয়ায় যে ধ্বংসলীলা সাধিত হইয়াছে, জনৈক উচ্চপদস্থ রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাহা বর্ণনা করেন। পুণা ও অন্যান্য স্থান হইতে ২৬নং পুণা প্যাসেঞ্জার ট্রেণে করিয়া যে ছয় শত যাত্রী বোম্বাই যাইতেছিল, তাহাদিগকে ঐ দিবস দ্বিপ্রহরে অম্বরনাথের নিকটে নামাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল নিরাশ্রয় যাত্রীকে বোম্বাইতে আনিবার জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ একখানি স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করেন। ট্রেণে করিয়া দুর্গত যাত্রীদিগকে খাদ্য প্রেরণ করা হয়।

গত ২রা জুলাই সন্ধ্যায় বোম্বাই হইতে যে পাঞ্জাব ও কলিকাতা মেইল ছাড়িয়াছিল এবং বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ে লাইনে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, ঐ লাইনে বন্যা হওয়ায় উহাদিগকে বুলসারের নিকটে থামিতে হয় এবং অনুরূপভাবে বি-বি এণ্ড সি আই-লাইনে যে জি-আই পি মেলসমূহ চলিতেছিল, সেগুলিকেও বরোদার নিকটে থামিতে হয়। পরদিবস সন্ধ্যায় যে সকল মেইল ট্রেণের বোম্বাই ত্যাগ করার কথা ছিল সেইগুলি জি-আই-পি রেলওয়ের একটি মাত্র লাইনে চলিবে। লাইনের একস্থান ভগ্ন হওয়ায় ঐ দিবস রাত্রে সন্ধ্যার ট্রেণ চলাচলও বাধাপ্রাপ্ত হয়। ৩১নং ডাউন লাইন্স প্যাসেঞ্জার ট্রেণটি বাতিল করা হয়।

আমেদাবাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গত দুইদিন যাবৎ গুজরাট কাথিয়াবাড়েরও সর্ব্বত্র প্রবল বারিবর্ষণ হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের যোগাযোগে বাধার সৃষ্টি হয়। আপ ও ডাউন গুজরাট মেইলসমূহকে সুরাটে থামিতে হয়। ট্রেণগুলি বরোদা অতিক্রম করিতে অক্ষম হয়। সুরাটে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে। রাজপথসমূহ জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে এবং নিম্ন স্থানসমূহ ক্ষুদ্র হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ সুরাট সহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে সুরাটে এইরূপ বৃষ্টিপাত হয় নাই। প্রবল বারিবর্ষণের ফলে কতকগুলি চালাঘর ও বাড়ীর ছাদ পড়িয়া গিয়াছে ও বৃক্ষসমূহ ভূমিসাৎ হইয়াছে।

———

শ্রীচৈতন্য [illegible]

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কটক [illegible] অধ্যাপক নিশিকান্ত [illegible] মহামহোপাধ্যায় [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণব [illegible] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাধান [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] (Foreword), [illegible] গোস্বামী [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) ও [illegible] Index (Glossary) সহ [illegible] মূল্য ৩১০ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের ব্যাখ্যা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য [illegible] শ্লোকাকারে [illegible] সংক্ষেপে [illegible] ও [illegible] 'অণুভাষ্য' টীকা [illegible] তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য [illegible] মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

[illegible] শ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'বিবৃতি' টীকা [illegible] ভূমিকা ও [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible] পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীবিশ্বনাথ [illegible] ইংরাজী অনুবাদ [illegible] প্রকাশ [illegible] কঠিন শ্লোকসমূহের [illegible]

[illegible] ১৬৮ পৃষ্ঠায় [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

[illegible] সংগ্রহ করুন

[illegible]

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	৪০
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
দশম স্কন্ধ—	৯৲
৩। অপ্রকাশিত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা)	৲
৪। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
সংস্করণ (অবাধা)	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন	২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
[illegible] নামচিন্তামণি (১ম সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible]	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮। [illegible]	॥০
১৯ [illegible]	।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা	।৵০
২২। ভজন রহস্য	॥০
২৩। [illegible] ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (বিদ্বদ্রঞ্জন-টীকা সহ)	১৲
২৫। গীতা (১ম ও [illegible] টীকাসহ)	১৲
২৬। গীতার কেবল [illegible]	॥০
২৭। মুক্তি[illegible] (সানুবাদ)	২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ)	
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ।০০ বাঁধা ৸০)	
৩০। [illegible]	৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। গীতমালা	৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট)	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০। [illegible]	৶০
৪১। গীতাবলী	৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫। নবদ্বীপশতক	৴১০
৪৬। [illegible]	৴১০
৪৭। [illegible]	৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৪৯। [illegible]	।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। [illegible] বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। [illegible] ও [illegible]	৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। [illegible]	৴০
৬০। সাংখ্যবাণী	৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible]	।০
৬৫। সটীকা [illegible]	।০
৬৬। [illegible]	।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৮। গৌড়ীয়[illegible]	৴০
৬৯। [illegible]	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ	॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	॥০
৭২। [illegible]	৴০
৭৩। [illegible] এণ্ড [illegible]	॥০
৭৪। [illegible]	।৵০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্	॥০
৭৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]	৴০
৭৮। [illegible]	।০
৭৯। [illegible] এণ্ড [illegible]	।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৮১। [illegible]	২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	২৲
৮৩। [illegible]	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। [illegible]	৸০
৮৫। [illegible]	১০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৮৭ গীতাবলী	৴১০
[illegible]	৴০
৮৯। [illegible]	।৵০
৯০। [illegible]	॥০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৯১। [illegible]	॥০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর কল্যাণকল্পতরু

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে তত্ত্ব ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

—•—

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৮ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৩শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৭ই জুলাই ইং ১৯৪১, সোমবার { ১০৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ বামন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাদ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য

——::•::——

আমরা আজ যে মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত্য চরিতালোচনার আশা পোষণ করিতেছি, তিনি গৌরপার্ষদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বা অতিবাড়ী জগন্নাথদাস নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাঠকাটা জগন্নাথদাস নামে পরিচিত। ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় কাঠকাটা (কাঠাদিয়া) গ্রামে আবির্ভূত হন। ১৪০১ শকাব্দীয় বৈশাখমাসে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী তিথিতে ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য ঢাকা বিক্রমপুরে আবির্ভূত হইয়া প্রকটলীলায় প্রায় শেষকাল পর্য্যন্ত এই স্থানেই বাস করেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থ-পাঠে জানা যায় যে, ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপচিন্তার দ্বিতীয় সখী শ্রীতিলকিনীর অবতার। ইনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীললিতাদি অষ্টসখীর অনুগতা চতুঃষষ্টি সখিগণের অষ্টাদশ সখী। এদিকে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় চতুঃষষ্টি মহান্তের অষ্টাদশ মহান্ত। তিনি মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ।

শ্রীসূর্য্যদাস সঙ্কলনকৃত 'জোগনির্ণয়-শাখানির্ণয়ে' দেখা যায়,—

"ততঃ স্ফুটিয়া সুখাক্ত যে মহাতো
জগতি খ্যাত।
জগন্নাথাখ্যদাসস্তু ঠকুরো জগদীশ্বরঃ॥"

শাখানির্ণয়ামৃতেও পাওয়া যায়,—

"বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্।
যত্নং যেন থৈপুরে চ শ্রীমাধবলম্॥"

ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য বা শাখান্তর্গত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

শ্রীগদাধর পণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম।
তাঁর শাখাগণ কিছু করি যে গণন॥
শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—বড় মহাশয়।
বল্লভচৈতন্যদাস—কৃষ্ণপ্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর শ্রীউদ্ধব দাস।
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস॥
শ্রীহরি আচার্য্য, দাস পুরিয়াগোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল॥
শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ॥
অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী।
মহাশাখা-মধ্যে তেঁহো সুদৃঢ় বিশ্বাসী॥
পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ—সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

পূর্ব্বকালে বিক্রমপুরে মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। বল্লালসেনের পরে তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য রাজধানীর মধ্যেই কাঠকাটা-গ্রামে বাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। এই হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের পুত্র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি; চন্দ্রশেখরের পুত্র রত্নাকর মিশ্র, রত্নাকরের দুই পুত্র—সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। এই সর্ব্বানন্দের পুত্রই ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য। শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য অতি অল্প বয়সেই মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় পিতৃব্যের অধীনে লালিত-পালিত হন। ইনি শিশুকাল হইতেই বিষ্ণুপরায়ণ ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। পিতৃব্যের আদেশে যৌবনে তিনি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অধ্যয়ন তাঁহার ভাল লাগিত না, তথাপি গুরু ও পিতৃব্যের শাসনে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ভগবৎবিরহকাতর হইয়া সর্ব্বদা কেবল নির্জ্জনে থাকিয়া কি জানি কি চিন্তা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ-বিরহানল প্রজ্বলিত হওয়ায় আহার, বিহার ও অধ্যয়নে কিছুতেই তাঁহার রুচি নাই, কেবল চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং অল্পাত্ম, ছোটবড় জনসাধারণের ভবনে যাইয়া অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সকলে আমার প্রভুর ভজন কর। আমার প্রভু অখিলনাথ, চিন্তামণি, দীনবন্ধু; তাঁহার অমন্দোদয়-দয়ার বিচার কর"।

শ্রীজগন্নাথ এই সকল ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ ও হরিকথা এরূপ গম্ভীরভাবে বলিতেন যে, তাৎকালিক প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত বিরুদ্ধ তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না। কে যেন ঠাকুর জগন্নাথের রসনাগ্রে বসিয়া শাস্ত্রযুক্তি-সম্মত ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া দিতেন। ফলতঃ ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ বিনা অধ্যয়নে এইরূপ শাস্ত্রবিৎ হইয়াছিলেন যে, প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া পরাভূত হইতেন। তাঁহার এই পাণ্ডিত্য-প্রতিভার জন্য সাধারণ-জনসমাজেও তিনি পণ্ডিত জগন্নাথ আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। বিক্রমপুরের তাৎকালিক পণ্ডিতসমাজেও তিনি বৈদগ্ধ্য-সম্পন্ন একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া যথেষ্ট সম্মান পাইলেন কিন্তু এত প্রতিষ্ঠা পাইয়াও তাঁহার কিছুতেই তৃপ্তি হইল না। তিনি সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ এবং 'হা নাথ', 'হা রমণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া একদিন ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীজগন্নাথকে স্বপ্নযোগে দর্শন দান করিয়া বলিলেন,—"জগন্নাথ, আমি শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সম্প্রতি সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছি। তুমি কাল বিলম্ব না করিয়া আমার নিকট আগমন কর।" ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ শয্যা হইতে সহসা উত্থিত হইয়া হইয়া 'প্রভু দাঁড়াও', 'প্রভু দাঁড়াও', 'হা নাথ', 'হা রমণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীপাট শান্তিপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীপাট শান্তিপুরে গমন করা পর্য্যন্ত ঠাকুর শ্রীজগন্নাথের সহিত তাঁহার পিতৃব্যের আর দেখা হইল না। তাঁহার পিতৃব্য যেখানে অতিথি হইতেন, সেখানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন যে, ঠাকুর জগন্নাথও গত রজনীতে অথবা তাহার পূর্ব্ব রজনীতে সেই গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, তথায় 'হা নবদ্বীপনাথ', 'হা ব্রজনাথ,' 'হা প্রাণনাথ' বলিয়া সমস্ত রাত্রি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন এবং অনাহারে থাকিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এই প্রকারে ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ শ্রীপাট শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর

অনুমত্যানুসারে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিলেন এবং শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আদেশানুসারে পূর্ববঙ্গে হরিকথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ শ্রীপুরুষোত্তম নামক শ্রীবিগ্রহের আদেশে কাটাদিয়া গ্রাম হইতে 'পুরোর পাব' নামক গ্রামে শ্রীমন্দির নির্মাণ করেন। উহা হইতে শ্রীল গোস্বামীর শ্রীবিগ্রহের সহিত উদ্ধৃত কাটাদিয়ার নিকটবর্তী আড়িয়ল গ্রামে নদীর তীরবর্তী হইতে এক জমিদার ভাল পাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পরে শ্রীগোপীমাধব জীউ আড়িয়ল গ্রামে গোস্বামীগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছেন। শ্রীজগদ্বন্ধু আড়িয়াল উক্ত গ্রামে মহাশয় আদিশূর আনীত বিপ্রবংশধর মধ্যে কান্যকুব্জীয় যজুর্বেদী মহর্ষি দক্ষ কাশ্যপগোত্র বাস করেন। এক গৌড়দেশীয় কায়স্থ দলপতি বসু ছিলেন।

শ্রীভক্তিবিনোদোপদেশ

পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতিবলে 'সাধুসঙ্গ' শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানন্তর হরিনামে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতে একটু শরণাপত্তির উদয় হয়। 'শ্রদ্ধা' ও 'শরণাগতি' প্রায় একই তত্ত্ব। জ্ঞান ও কর্ম প্রয়োজন সিদ্ধির উত্তম উপায় নয়, ভক্তিই একমাত্র নিশ্চিত উপায়,—এই সুদৃঢ় শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত অনন্যভক্তি প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। অনেক শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে এক বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ তাহা নয়। শ্রীভক্তিরসামৃতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন, "শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গম্। কিন্তু কর্মণ্যধিকারিতা [illegible]। 'শ্রদ্ধা' হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রার্থশ্চ [illegible] [illegible] তাদৃশঃ শ্রদ্ধাবাঞ্ছিত [illegible]।" অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়। [illegible] ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্মাধিকার নিবারক বিশেষণ মাত্র। শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ [illegible] শরণাগত না হইলে [illegible] ভয়, উপায় [illegible] হইলে আর [illegible] নাই। অতএব শ্রদ্ধা [illegible] শরণাগতির [illegible] লক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] কোন উপায়েই [illegible] নাই। [illegible] জানি সেই [illegible] এই দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, [illegible] প্রাপ্ত। [illegible] শ্রদ্ধা নাই। [illegible] তাহারা [illegible] প্রকারে [illegible]

'কৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন,' এই বিচারটী শরণাপত্তির তৃতীয়াঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। হে কৌন্তেয়, তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলকে জানাও যে, আমার ভক্ত কখনও নাশ হইবে না। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ আপনাপন বলে আপনাকে রক্ষা করিবে কিন্তু আমার ভক্ত পদস্খলিত হইলেও আমি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। শরণাগত ভক্ত এই কথায় দৃঢ়বিশ্বাস করেন।

শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র পালয়িতা এরূপ বুদ্ধিই শরণাপত্তির চতুর্থ অঙ্গ। অন্য মনুষ্য আমাকে পালন করেন বা আমি অর্জ্জন করিয়া আপনাকে পালন করি—এই বুদ্ধি সাতিশয় নিন্দ্য। কৃষ্ণ অনুগ্রহ না করিলে কেহ আমাকে পালন করিবেন না এবং আমিও ধন অর্জ্জন করিতে পারিব না। অতএব কৃষ্ণ-ব্যতীত আমার আর কেহ পালনকর্ত্তা নাই।

আত্মনিবেদনই শরণাগতির পঞ্চমাঙ্গ। আমি কর্ত্তা নই, আমি যত কিছু 'আমার' বলিয়া বলি, সমস্তই কৃষ্ণের, আমি কৃষ্ণের সংসারের দাস মাত্র, কৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রধান, আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নির্দ্দোষ, কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত থাকাই আমার স্বভাব। সুতরাং দেহ, গেহ, সকল, পুত্র ও ব্যক্তিতে 'আমি ও আমার' বলিয়া যাহা ছিল, তাহা আমি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম। আর, হইতে আমি, আমার নাই—কৃষ্ণের। এই বুদ্ধির নাম—আত্মনিবেদন।

আর্ত্তি বা দৈন্যই শরণাগতির ষষ্ঠাঙ্গ। আমি মায়াবদ্ধ জীব; নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে নানাক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমি অতি তুচ্ছ, পতিত, কৃপানিধি কৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়া তাঁহার চরণাম্বুজ-বিস্মৃতিবশতঃ আমার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া এত ক্লেশ। আমার ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে? আমি সকল অপেক্ষা হীন, দীন ও অকিঞ্চন।

দুর্ভাগ্যে [illegible] ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও [illegible]। 'অঙ্গকার [illegible] স্বীকার করি—কৃষ্ণ হইতে বিশেষ সাবধান হইব'—এইরূপ দৃঢ় সেবা [illegible] কারণে, কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজনবাধক বোধ হইবে, উপেক্ষাপূর্ব্বক তাহা, অনুষ্ঠান করিয়া তখনই তাহা ত্যাগ করিবে। দুঢ়তার অভাব হইলে [illegible] একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

ভগবদ্বিমুখ, পুণ্যবান, ও পাপী—ইহারা সকলেই ভগবৎসান্নিধ্য-প্রাপ্ত পাপী বাক্তি 'স্বরূপ' বলিয়া জানিতে হইবে। [illegible] বলিতেই সঙ্গ করিবে। একান্ত [illegible] পরিত্যাগ করিবে [illegible] 'সুখ'। পুত্রাদি, গৃহাদি দ্রব্য, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ শরীরে, ভোজ্যবস্তুতে, বৃক্ষ-পশু প্রভৃতিতে লোকের নৈসর্গিক আসক্তি আছে। এই, প্রভৃতি ভাবগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত।

শ্রীল রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন,—"গুরুর প্রতি অপরাধী, ক্রূর ব্যক্তিগণকে কখনও দেখিবে না। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ, এরূপ পুরুষদিগের সহিত কলহ করিবে না। দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত কখনও সহবাস করিবে না। ভক্তদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদ-প্রসারণ পূর্ব্বক কখনও নিদ্রা যাইবে না।"

কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবে না। অবজ্ঞা করিলে, নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, অকিঞ্চনতা-বুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া যায়—চিত্ত আর ভক্তিপীঠ হইবার যোগ্য থাকে না। নিন্দা-সহজাত জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্য্যই জীবের বন্ধন। পরদুঃখে দুঃখী এবং পরসুখে সুখী হওয়ার নাম মাৎসর্য্য। পরনিন্দা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তিসাধকের কর্ত্তব্য। আমরা বৈরাগী নহি, আমরা অনুরাগী। জগৎ কর্ম্মীর পক্ষে বন্ধনক্ষেত্র, ভক্তের পক্ষে ভক্তি-সাধনক্ষেত্র।

আদরের সহিত অনুশীলনই 'উৎসাহ'। যদি ভজনপ্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শিথিল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও নামভজনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়। ভজনক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিত্যতা ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা অবস্থাকে লাভ করে।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার প্রাণ। উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোন প্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার ফল পান না।

সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হওয়া কোন কোন ব্যক্তি সাধন হইতে বিচ্যুত হন। অতএব কর্ম্মের আশা করিয়াও যে ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণ আমাকে অদ্য না হউক, শত বৎসর বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না। এইরূপ ধৈর্য্য ভক্তসাধকগণের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

অন্যায়পূর্ব্বক পরচর্চ্চা অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কখনও কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা ভক্তিসাধকের কর্ত্তব্য।

কাম ও প্রেম

(শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

দৈবী মায়া বিমোহিত জীব জড়কাম-কেই প্রেম বলিয়া মনে করে। জগতে বদ্ধজীবের মধ্যে কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, যুবক, বালক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ একটী লোকও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যিনি "কাম"রোগগ্রস্ত নহেন। ঐ রোগ যে, পূর্ব্বে ছিল না, হঠাৎ আক্রমণ করিল, এরূপ নহে। কোন কোন সন্তান যেরূপ পূর্ব্বজন্মের মাতৃকুক্ষি হইতেই রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কষ্ট পাইতে পাইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্রূপ মায়ামুগ্ধ জীব আমরা মুক্ত হইয়া এ-জগতে আসিয়াছিলাম এরূপ নহে, পরন্তু রোগাক্রান্ত হইয়াই এ সংসারে পতিত হইয়াছি। ভগবদ্বিমুখ হওয়াতে এই মহা-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। সেদিন কোন ধনবান্, উচ্চ-শিক্ষিত, কোন উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যা-লয়ের অধ্যক্ষ এক বৃদ্ধলোকের সহিত ২।৩ ঘণ্টা ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার সময় কাম ও প্রেম সম্বন্ধেও কথা হইতেছিল। এমন সময় তিনি এই দেখুন বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গিয়া গোড়ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গান একটী বালিকার চিত্র আনিয়া সামনে ধরিয়া বলিলেন—"Can you show me even a Sannyasi's eyes full of love like this?" এবং আরও বলিয়াছিলেন, "I love this picture; so I have kept it hanging before me." জগতের লোকের ইহাই প্রেমের ধারণা—'মনের ভাব দেখান হইতেছে, সেখানে আপাততঃ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইলেও তাহা বরিব এবং তাহাই প্রেম।" কাম যে কোন পুরুষ ও স্ত্রীদেহধারীর মিলনে হেয় ভাবকেই বলে তাহা নহে, শাস্ত্র স্থূল-সূক্ষ্মশরীরের সুখের জন্য সমস্তীয় চেষ্টাকেই কাম বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই, ধনঞ্জয় শ্রীঅর্জ্জুন আমাদের কল্যাণের জন্য জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
(গীঃ ৩।৩৭)

অর্থাৎ রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত এই দুষ্পূরণীয় এবং অত্যন্ত উগ্র কাম ও ক্রোধই প্রেমমার্গের শত্রু বলিয়া জানিবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে,—তাহা হইলে কি এই ভীষণ ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে;—

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
(চৈঃ চঃ)

সদ্‌গুরুই এই হৃদরোগের মূলকারণ নিরূপণ করিতে পারেন। তিনি বলেন, অবিদ্যা বা কৃষ্ণবিস্মৃতিই রোগের মূলকারণ। আর রোগের প্রধান লক্ষণ—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
(চৈঃ চঃ)

কেহ যদি অতুল ঐশ্বর্য্য, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করত বনে বা [illegible] কঠোর উপবাসী নির্জ্জন হন, অথবা দক্ষ-চিন্তায় মগ্ন থাকে, তথাপি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনামবাসের অপ্রাকৃত দৃষ্টির নিকট কাহারও পলাইবার উপায় নাই। তিনি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া দিয়াছেন—ঐ সকল ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ত্যাগিগণের হৃদয়েও কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা না থাকায় তাহা সকল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষও কাম ছাড়া আর কিছুই নহে এবং তাহা সাধারণ ভুক্তি-ভোগিগণের কামনা হইতেও আগ্রহ ভাকর বলিয়া প্রধান কৈতব নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অপর রোগীর রোগ দূর করিতে পারে না। কেন না সে নিজেই রোগের তাড়নায় ব্যস্ত, নিজের রোগের নির্ণয় করিতেও পারিতেছে না। সদ্বৈদ্যের লক্ষণ হইতেছে—তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা রোগ মুক্ত, বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। তিনি নিষ্কপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মনোবাসনা ছেদনে একটুও কুণ্ঠিত হন না। তিনি সদ্বৈদ্যরাজ বলিয়া অসতের আদৌ প্রশ্রয় দেন না। রোগী কুপথ্য বাঞ্ছা করিলেও তিনি তাঁহার প্রশ্রয় দেন না।

সদ্‌গুরু স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত বলিয়া শিষ্য বা শাসিত হইবার নিষ্কপট ইচ্ছাপোষণ কারী শরণাগত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেন।

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের পূর্ব্বে শ্রীভগবান ও তাঁহার ভক্তের সেবারূপা সুকৃতি সঞ্চিত হইলে তৎকালে সংসারমোচনের কাল উপস্থিত হয় এবং তৎকালে সাধুবৈদ্য বা সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় লাভ ঘটে।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীগুরুবৈষ্ণব এই জগতের লোক নহেন। তাঁহারা গুণাতীত, ভগবৎপার্ষদ — শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। সুতরাং তাঁহারা বদ্ধজীবের ন্যায় রোগগ্রস্ত নন। সেই গুণাতীত অপ্রাকৃত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভ করিলে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধন খুলিয়া দেন। তখন নির্গুণ জীব শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবানন্দে নিমগ্ন হওয়ায় কাম-ক্রোধাদির আবার ভয় কোথায়? কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আত্ম নিবেদন ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই কাম-ক্রোধের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ হয় না।

শ্রীধামে চাতুর্ম্মাস্যব্রত

আগামী কল্য ২৯ বামন, ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই মঙ্গলবার গৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগৌরধামবাসী ভক্তগণ পরমারাধ্যতম পরমহংসকুলচূড়ামণি গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনমুখে চাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ করিবেন। এই চাতুর্ম্মাস্যব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণাশ্রমী সকলেরই ব্রত। এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কৃষ্ণসুখবিধানপর চাতুর্ম্মাস্যব্রত নিজসুখ ভোগ ত্যাগের বিধান পুরাণাদিতে আছে। শুদ্ধভক্তগণেরই ইহাতে অবহেলা করা উচিত নহে। শ্রীধামবাসী বা শ্রীমঠবাসীর ত' কথাই নাই, যাঁহারা গৃহধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারাও অন্ততঃ চারিমাসকাল ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভোগত্যাগ করিয়া ভক্তসঙ্গে বাস করত হরিকথা নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তন এবং গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরপাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিয়া তথায় চাতুর্ম্মাস্যব্রত চারিমাসকাল অবস্থান করিতেন, এ কথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। এই শয়নকালে কৃষ্ণসেবাবৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করা সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য। 'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস'—এই অভিমানে যিনি চাতুর্ম্মাস্যব্রত অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে—তিনি কৃতকৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। শুদ্ধ দাসাভিমান হইতে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-পালনরূপ সেবা সুষ্ঠু হয়। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—যাঁহারা হরি-কীর্ত্তন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করেন, সেই সকল ব্যক্তি মূর্খ ও জীবন্মৃত।

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা-পালনে অসমর্থ, তিনি কেবল কার্ত্তিক মাসেই বিশেষ-ভাবে নিয়মসেবা পালন করিবেন। ইহা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্পবিধানমাত্র। সমর্থ-পক্ষে হরিসেবায় আলস্যপরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীভগবৎপ্রীতিলাভ হয় না। চাতুর্ম্মাস্যে ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন ও হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবাই কর্ত্তব্য।

চাতুর্ম্মাস্যে শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকমাসে আমিষ বর্জ্জনীয়। রথযাত্রাদির ক্ষৌরকার্য্যাদিও এই হরিশয়নের চারিমাসকাল [illegible] নাই। সর্ব্বতোভাবে হরি[illegible] চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালনের [illegible]। চাতুর্ম্মাস্যে মীন, বরবটী, মাষকলাই, পুঁই-শাক, কলমীশাক, পটল, বেগুন, সিম, লাউ ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য গ্রহণ নিষেধ।

পাটনায় প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ হাজিপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় বিভিন্নস্থানে হরিকথা-কীর্ত্তন করেন।

গত ৯ই জুন সোমবার খেকাবা [illegible] ভেড় বুকিংক্লার্ক শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্রপ্রসাদ জীর চেষ্টায় তথায় একটী বক্তৃতার আয়োজন হয়। সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময়ে বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে হিন্দী-ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ই জুন হাজিপুর [illegible] শ্রীযুত [illegible] সিং মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে বহু মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র হয়।

গত ১১শে জুন বুহস্পতিবার পাটনা-[illegible] অবস্থান শ্রী[illegible] প্রধান [illegible] গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি যথারীতি হরিসংকীর্ত্তনমুখে পালন করা হয়। সন্ধ্যারতিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু [illegible] হইতে শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুর মাহাত্ম্য ও তাঁহার চরিত্র, তাঁহার গৌরপ্রেমের কথা, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা কীর্ত্তন করেন।

গত ২৪শে জুন মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] কাছে [illegible] পাটনা [illegible] প্রভু ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব [illegible] পাঠ কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছেন।

প্রত্যহ মঙ্গলারতিকালে [illegible] কীর্ত্তনান্তে [illegible] "[illegible] সাগর" প্রভৃতি কীর্ত্তনের পর "[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ", "[illegible] নাম [illegible]" ও "[illegible] শ্রীকৃষ্ণবিনোদ" গ্রন্থ পাঠ হয়।

[illegible] একটী সভার [illegible] শ্রীধাম [illegible] প্রেমদাতা [illegible] শ্রীনাম [illegible] কথা। [illegible] প্রবন্ধ [illegible] প্রভু [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] তাঁহারা [illegible] কাল [illegible] সভা [illegible] মুক্তি [illegible] করেন।

[illegible] মঙ্গলারতি [illegible] উচ্চকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] বৃদ্ধ হইতে "[illegible]" বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

[illegible] পাটনা [illegible] কীর্ত্তন [illegible] জানার [illegible] নবীগোপাল [illegible] আপ্রাকৃতিকতা [illegible] ও মহাজন পদাবলী [illegible] বিষয়ে [illegible] দাবলী কীর্ত্তন হয়।

বিরহ-সংবাদ

[illegible] শাখা [illegible] শ্রীমঠে [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] গুরুবৈষ্ণববন্দনা, [illegible] ও "[illegible]" [illegible] শ্রীল [illegible] বিষয়ে কথা আলোচনা করেন। [illegible]

[illegible] কীর্ত্তন করা [illegible]।

[illegible] করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার হরিকথা [illegible] করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধান ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅবধচন্দ্র দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
বুড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভরবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীভক্তিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাথাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমলয়ীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীহরিজন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৩৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, গুয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাখরাবাদ, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীকালীশু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঘুঘুডাঙ্গা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ক্যাভেণ্ডার রোড, চাউন গ্রীন
লণ্ডন, এস্ ৩
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
শঙ্করেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনঙ্গগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রহ্মসংবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিন মাসের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৫॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible], বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারগণকে বিশদ গৌড়ীয়বেদান্ত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহাতে বহু চিত্র (charts) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। [illegible] সংলগ্ন বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিকে খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] পাঁচ মাস [illegible] শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ১।০ এবং [illegible] শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণী মাত্র ১৸০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। গত [illegible] ১৯৪০ সালে পর পর [illegible] বৎসর [illegible] বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত [illegible] সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] শিক্ষা ও [illegible] সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] মহোপদেশক [illegible] লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে [illegible] এই অপূর্ব [illegible] সম্পাদিত করিয়া তাঁহার [illegible] প্রদান করিয়াছেন। গীতার [illegible] যে মৌলিকত্ব, ভক্তিরহস্য ও বৈশিষ্ট্য [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের [illegible] সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের [illegible] শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা [illegible] প্রকৃতিবাদ [illegible] অনুবাদ [illegible] বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারের [illegible] সুন্দর পুস্তক এই গ্রন্থটি [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	অন্ত দিন	শনিবার ব্যতীত	
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৯	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২০ ২৬
দমদম „	৪ ৫৬	৬ ৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	.	.	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পোঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.		৯-৩১					....
কৃষ্ণনগর পোঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০ ৬	১৫ ৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০-.৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ „	৭ ৪৫	১০-৫১	১ -২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পোঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২১		২১ ১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম „	১১-১৮
রাণাঘাট পোঃ	১২-৫১
„ ছাঃ	.২ ৫৬
শান্তিপুর পোঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পোঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

						অন্ত দিন	শনিবার ব্যতীত শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬ ৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ „	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পোঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮ ৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পোঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০ ৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.	....	.. ..	. .	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পোঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩ ১
মহেশগঞ্জ „	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৩ ৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পোঃ	১৮-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পোঃ	১৮-৫৯
„ ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পোঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত - তিব্বতীয় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা অন্যান্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাবাদী সত্যান্বেষিগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::০::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

সজ্জন-তোষণী কল্যাণকল্পতরু
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
বিভিন্ন স্তব ও গীত [illegible] গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে [illegible] ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ আনা
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১২শ বর্ষ } . শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৫শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৯ই জুলাই ইং ১৯৪১, বুধবার { ১০৮-১০২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ শ্রীধর ৫৬ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীনামই আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ। হরিনামই সকল উপাসনার মূল। হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্। হরিনাম স্বরূপ-শক্তিমান্। বিগ্রহবিগ্রহ কৃষ্ণের শব্দাবতার শ্রীনামের অনুশীলন নিরন্তর করিতে হইবে। এই শ্রীনামের অনুশীলনের মধ্যে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্য আছে। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্য ছাড়া কখনও বিষয়বিগ্রহের সেবা লাভ হয় না। আশ্রয়বিগ্রহানুগত্য দ্বারাই আশ্রয়বিগ্রহ-প্রেমবশ বিষয়বিগ্রহ ধরা দেন। শ্রীনামই শ্রীগোপীজন। শ্রীনামই অপ্রাকৃত কামদেব, পুষ্পবান্ বা অনঙ্গ।

যেখানে স্বরাটের দাস্যের প্রতি বিমুখতা, সেখানে নিজের ইন্দ্রিয়ের দাস্য বা অন্যান্য রিপুর দাস্য স্বাভাবিক। শাস্ত্রজ্ঞবৈষ্ণব দাস্য এত বড় জিনিষ যে, ব্রহ্মা-শিব পর্য্যন্ত এই গুরুদাস্যের জন্য পাগল। শ্রীশিব তাঁহার গুরু শ্রীসঙ্কর্ষণকে অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণ করেন। এই সঙ্কর্ষণ আবার কৃষ্ণদাস্যের জন্য লালায়িত। তিনি শত দেহে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অধিক কি, যিনি বৈষ্ণব-শিরোমণি [illegible] বিগ্রহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনী পর্য্যন্ত [illegible] কিঙ্করী অভিমান করিয়া থা[illegible]

লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের দাস্যের জন্য উৎকণ্ঠিত।

কৃষ্ণদাসাভিমান নির্ম্মল চেতনের অপ্রাকৃত বৃত্তি। ইহা মানসিক উত্তেজনা বা কল্পনা নহে। ইহাই জীবের অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ অভিমান। এই দাসাভিমানই জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বরূপের অবস্থান। ভগবদ্দাসাভিমান ত' দূরের কথা, ভগবদ্দাসাভিমানের আভাসেও যে মঙ্গল হয়, অন্য কোন কিছুর দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। এই দাস্য অন্যাভিলাষ-শূন্য। যেখানে শুদ্ধদাসাভিমান, সেইখানেই শুদ্ধভক্তি। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি এ সবই দাস্য।

কৃষ্ণভক্তের ভক্তগণের কখনও বিনাশ নাই। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বদা ধূলিরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিলে তাহার কখনও চ্যুতি নাই। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবাই আমাদের জীবনে মরণে সর্ব্বস্ব হউক। সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ শ্রীনামের শ্রবণ-নিয়মিত দর্শন-ঘ্রাণ-স্বাদন-স্পর্শযুক্ত হইয়া ব্রজে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিবার সৌভাগ্য আমাদের হউক।

আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট-বিষয়-বিগ্রহই শ্রীহরিনাম। শ্রীনামই পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইতে পারে না। ভগবানই আমাদের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। ভগবৎ-সাম্মুখ্য ব্যতীত ভগবদ্বৈমুখ্য কাটে না। বিমুখতাই বদ্ধতা, আর ভগবদানুগত্য বা ভগবদুন্মুখতাই মুক্তি বা স্বরূপাবস্থিতি। ভক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে আর কিছুই সুখ দান করিতে পারে না। শ্রীনাম অপ্রাকৃত, তিনি কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তবে যে শ্রীনাম জিহ্বায় প্রকাশিত হন, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগোপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিমাত্র। ভক্ত যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন উচ্চারিত শব্দতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীনাম পরমমধুর। অপরাধ থাকার জন্য শ্রীনামে আমাদের রুচি হয় না। যাঁহারা অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনামের উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়েই অপ্রাকৃত শ্রীহরিনামের উদয় হয়। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। কৃষ্ণসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক নিরন্তর হরিনাম করিবেন। সিদ্ধির পরও শ্রীহরিনাম নিত্য নবনবায়মানভাবে আস্বাদনীয়। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন জননীকে দেখিবার আশা করে, বৎস ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেমন মাতৃস্তন্য পান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে, শ্রীনামগ্রহণকালে আমাদের চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ ভগবদ্দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক। কেহ কেহ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া হরিনাম করেন, আবার শ্রদ্ধাবিহীন লোকও হরিনাম করিতে করিতে সশ্রদ্ধ হইয়া পরে শ্রীনাম করিবার সৌভাগ্য পান।

শ্রীনাম ভোক্তা ও দ্রষ্টা। তিনি কাহারও ভোগ্য বা দৃশ্য নহেন। শ্রীনাম বিশ্বনাথ—জগন্নাথ। শ্রীনাম নন্দলাল। তাঁহার মত দাতা, তাঁহার মত সুন্দর আর কেহ নাই। শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী + কৃষ্ণ —শ্রীকৃষ্ণ। 'শ্রী' অর্থে লক্ষ্মী—শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। সম্যক্ কীর্ত্তন—নিরপরাধে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তনও সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়। শ্রবণ ও স্মরণাদি সবই কীর্ত্তনের অঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা এই পাঁচটী বস্তুই শ্রীনাম। কৃষ্ণবিস্মৃতিই মৃত্যু। কৃষ্ণ-স্মৃতিই জীবের জীবন। কৃষ্ণকীর্ত্তনদ্বারাই কৃষ্ণস্মরণ হয়। সুতরাং নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের মায়ামোহ নাশ হয় না। [illegible] সেই মুহূর্ত্তে [illegible] মায়া [illegible] গ্রাস করে। সংকীর্ত্তনমুখে [illegible] হওয়া দরকার। [illegible] দিগ্বিদিক [illegible] হইবে না। অকপটে কৃষ্ণকে ডাকাই ভক্তি। বাস্তবিক অন্তর হইতে ডাকিলে ভগবান্ নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন—[illegible] দিবেন। কৃপা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। অল্প বা বিশেষ হইলা কৃপা [illegible] হয়। অতএব [illegible] নিরপেক্ষ হওয়া এবং [illegible] অল্প। [illegible] না হইলে সংসঙ্গ করা যায় না।

বিষয়কে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জ্ঞান করিতে পারিলে বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ভোগ হয় না। যাঁহার [illegible], তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও [illegible] [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

করিয়া চলিতে পারিবে আর [illegible] ভয় বা হতাশার কোন কথা নাই। কপট ও [illegible] থাকিয়া চলিবে না। কোনপ্রকার কাম-কামনার নামে কপট। অকিঞ্চন না হইলে কিছুই হইবে না। কিছু [illegible] পাওয়া যায় না।

[illegible] সেবা [illegible] দেখা [illegible] না। [illegible] কীর্ত্তন [illegible] হয় না। [illegible] হইয়া [illegible] ভাবের। [illegible] কাম-আশা [illegible] নহে। [illegible] হরিনাম [illegible] কর। [illegible] হরিনামে [illegible] হয়। [illegible] জীবের অবস্থা [illegible] বহির্ম্মুখ। যে কখনও ভগবৎ-সাক্ষাৎ [illegible]। শ্রীঅদীন-ভক্ত। [illegible] এবং [illegible] শক্তির মধ্যে [illegible] হইবে যাহার [illegible] স্বরূপানুভূতি হয়। [illegible] ভোগ করিতে করিতে যখন [illegible] ভাবে [illegible] বিশ্বাস বা [illegible] লাভ হয় তখন স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী [illegible] অধিকার [illegible] শ্রীরূপানুগ সম্বন্ধ প্রণালী [illegible] যখন কীর্ত্তন হয়, তখন কীর্ত্তন-[illegible] হইয়া থাকে। [illegible] হয়। এই শ্রীনাম-কীর্ত্তন [illegible] কথা [illegible]। [illegible] দর্শন [illegible] হয়। [illegible] থাকে। [illegible] কৃপা [illegible] জানিবেন [illegible]। [illegible]

[illegible] সাধন ভজন [illegible]। [illegible] হইবে। [illegible] মাত্র হইয়া থাকে [illegible]। [illegible]

[illegible] হইতে [illegible]। [illegible] ভক্তির সার হয়। ভোগস্পৃহা পরিত্যাগ করিলে কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন দ্বারাই এই শ্রেয়োলাভ হয়। ভক্তিদ্বারাই ভক্তি হয়। শ্রবণ সহিত পরিকীর্ত্তন ব্যতীত কীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হয়।

[illegible] স্বতঃ প্রকাশ। তাহার [illegible] স্বরূপশক্তি [illegible]। শ্রবণ-প্রসঙ্গে [illegible] ভগবৎকথা বিলাসকারিণী বিপ্রলম্ভ-মায়া আস্বাদন পরা। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন [illegible] উদিত হইলে ভাবের [illegible] প্রাকৃত দেহত্রয় নষ্ট হইয়া তাহার [illegible] চিন্ময় প্রকটিত হয়। [illegible] কাহার কাহারও মধুর-রসাস্বাদন [illegible] প্রকটিত হয়। স্বরূপশক্তিই [illegible]। মধুররসাশ্রিত [illegible] সে ভাগ্য লাভ করিতে পারে। নিজ শরীর ত্যাগ হইলে জীবন্মুক্ত হয়। [illegible] ভগবৎসেবার [illegible] অনবচ্ছিন্ন [illegible] থাকে এবং [illegible] আস্বাদন করে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা [illegible] যে কেবল নিত্যতা লাভ করে, তাহা নহে, পরন্তু তাহার [illegible] লাভ হয়। কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবের সমস্ত মলিনতা বিদূরিত হইয়া যায়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে জড়ের আনন্দ ছাড়িয়া যায়। কৃষ্ণোন্মুখ [illegible] লাভ করিয়া ধন্য হন।

প্রাকৃত অভিমান [illegible]। সাধু [illegible] অন্তর অন্যের কথা বাহিরে [illegible] কপটতা। বস্তু ও কপটতার [illegible] চিন্তা [illegible] থাকে। [illegible] অন্তরায়। [illegible] হইতে [illegible] পূজা [illegible] হয়। বাহিরে লোকদেখান ভক্তি [illegible] অন্তরে [illegible] ইহাই কপটতা। 'অন্তরে বাহিরে সম ব্যবহার' সেখানে নাই। কপটতা হইতে [illegible] হয়। [illegible] সরলতা আর দাম্ভিক [illegible] দীনতা। [illegible] সরলতা ও অকিঞ্চনতা [illegible] নাই।

দেহাত্মবুদ্ধিই দাম্ভিকতা। দেহে আত্মবুদ্ধি, দেহে [illegible] অভিনিবেশ থাকিলে সরলতা [illegible] আসিবে না। [illegible] অভিনিবেশ [illegible], সেখানে আত্মার [illegible] অভিনিবেশ নাই। দেহ যদি আত্মার [illegible] ইহা সার্থকতা [illegible]। দেহ যদি না [illegible] নিযুক্ত থাকে, তবে উহা আবরণ। [illegible] চিৎ [illegible] ভক্তি প্রকাশ পায়। [illegible] দীন বলিয়া মনে হইলে [illegible] [illegible] সহিত [illegible] হইবার ইচ্ছা না থাকে। মনে কি করিয়া হইবে?

দীন কাঙ্গাল অকিঞ্চন হইয়া দীনবন্ধু, অনাথশরণ, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীভগবানের চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন থাকিতে হইবে। যদি সর্ব্বক্ষণ সেইরূপ মগ্ন না থাকা যায়, তাহা হইলে অসৎসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইবে।

যেখানে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি [illegible] নাই, অথচ বিশ্বের প্রতি আসক্তি, বড় হওয়ার ইচ্ছা, পুরুষাভিমান, বিষয় বাসনা বা ঐশ্বর্য্য ভক্তগণের মধ্যে [illegible] আছে, সেখানে ভক্তি হইবে না। পুরুষাভিমান থাকিলে শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা করা যায় না।

স্বরূপশক্তির আনুগত্য দ্বারাই ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই স্বরূপ-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তিমান্—গুরুতত্ত্ব বা গুরুদাস। বহিরঙ্গা শক্তির সহিত যোগযুক্ত হইলে বড় অভিমান হয়, শরণাগতি হয় না। আত্মনিবেদন ও কার্পণ্য শরণাগতির লক্ষণ। দীন না হইলে ভগবানের কৃপা পাওয়ার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয় না। দৈন্যের অভাবে বড় অভিমান বা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করিবার অভিমান আসিয়া জীবকে আচ্ছন্ন করে।

কৃষ্ণকথা ছাড়া গতি নাই। সাধু [illegible] ভগবানের পৃথক্ পরিচয় নাই। [illegible] মুক্ত। [illegible] হইতে ছুটি পাওয়ার সময় হইলে পরওয়ানা আসে। সংসার যখন ক্ষয়োন্মুখ হয় তখনই সাধুদর্শন হয়। সাধু দর্শন হইলে বাসনা-কষায় থাকে না—পবিত্রতা লাভ হয়। সাধু চরিত্রের পটে ভগবচ্চিন্তা—ভগবৎসেবা করেন। সাধু [illegible] চান না, তিনি কেবল ভগবৎসুখই চান। এই সাধুর আকর্ষণ [illegible] না হইলে আকর্ষণ হয় না। চিত্ত অন্য কিছুর দ্বারা আকৃষ্ট হইলে ভাল হইবে না। আত্মনিবেদন বা শরণাগতিই কৃপার লক্ষণ। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে তাহা হইলে কৃপা পাইতেছি না বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা যদি হয়, তবে কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে ডাকিতে হইবে। যদি কুটিলতা না থাকে, আন্তরিক সরলতা থাকে, তবে উঁহাদের কৃপা আশীর্ব্বাদ লাভ হইয়া যাইবে।

শ্রবণে চিত্তশুদ্ধি হয়—কামাদি কষায় বা পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। শ্রবণ করিতে হইলে নম্র হইবে। বিমুখ হইয়া শ্রবণ করিলে মঙ্গল হয় না। শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তঃকরণে সাধুর নিকট ভগবানের কথা শুনিলেই মঙ্গল হয়। শ্রবণ সাক্ষাৎ ভক্তি, ইহা অর্পণ নয়। অর্পিত হওয়ার বা আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ হয়। শ্রবণ করিলে ভগবানের সুখ হয়—আমার নয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন ভগবানের সুখ হইলেই ভক্তি।

— —

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

যে সকল আমাদিগকে হরিসেবা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহারা ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথিত স্বজনাখ্য-দস্যু, তাহাদের মোহে পড়িয়া হরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবার উপলব্ধি আসিয়া জীবকে ধামবাস হইতে বঞ্চিত করে। যে শ্রীধামের একটি রেণু-কণের মূল্য ত্রিলোকের সমগ্র ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে সংগৃহীত হয় না, সেই ধামে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া ধামবাসের ছলনায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ কখনও ধামবাস নহে। কত ভাগ্য-ফলে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হয়। প্রজল্পেই সময় কাটাইলে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইবে। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন কর্ত্তব্য। ভগবৎপ্রসঙ্গের অনুশীলনেই শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীধামের বৈদ্যুতিক আলোকমালাকে ভোগদর্শনের পরিবর্ত্তে সেবাদর্শন হওয়া আবশ্যক। ইহারা আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের ও মনের তৃপ্তিসাধন করিবে এই বিচার হইতেই অসুবিধার কথা আসিয়া গেল। হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ নৈরন্তর্য্য না থাকিলে ভোগবিচার আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমরা প্রকৃতপক্ষে মসগুল হইয়া ধামবাসের বিচার হারাইব, গ্রামবাস করিয়া বসিব, নানা অসুবিধায় পড়িব। সেবাবুদ্ধি-রহিত নৈতিকরুচির কোন মূল্য নাই।

যে কাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যে কাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার—'কর্ত্তার' অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান করিতে পারি না। ভগবানের অনুগ্রহ না হইলে প্রকৃত দর্শন হয় না। যাঁহাদের কৃপায় আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁহাদের কৃপা আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। যে জাতি যতটা জড়ের মধ্যে পড়ে, সে জাতির ততটা ঈশ্বরের আলোচনা, সত্যের আলোচনা, পারমার্থিক আলোচনার সুবিধা হয়। [illegible] পরমার্থ রাজ্যের অনুকূল না করিয়া—তাহার স্বরূপ না জানিয়া যাহারা কেবল ভোগের অনুশীলনায় ধাবিত হয়, তাহারা কোনদিন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে না।

শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু জানিবেন। শ্রীনামগ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন। শ্রীহরিনাম প্রভু মুক্তজনের উপাস্য হয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রার্থনা, প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি সাধু-গ্রন্থসমূহ পাঠ করিবেন। আদৌ গুরুপূজা, দ্বিতীয়তঃ গৌরাঙ্গপূজা, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণপূজার বিধান।

সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পায়, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। শ্রদ্ধা না হইলেও যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম করিবেন, ভগবান্ পরমদয়ালু, অবশ্যই কোন না কোনদিন তাঁহার দয়া হইবে।

ভক্ত এবং ভগবানের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত ভজন করুন। ভগবানও নিশ্চয়ই চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার নাম, ধাম, শ্রীবিগ্রহ অবশ্যই তাঁহার ফল প্রদান করেন। হরিসেবার নামই ভক্তি। কৃষ্ণনাম উচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিতে পারিবেন। শ্রীগৌরসুন্দর পরীক্ষার জন্য আমাদিগকে নানা অভাবে ও সঙ্কটে মধ্যে ফেলিয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। সেই সকল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রীগৌরহরি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া নিত্যসত্য চারিদিকে জানাইয়াছেন। যাঁহারা নিষ্কপটভাবে হরিগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনদিনই বিপথে গমনকারিগণের ভ্রমময় বাক্যে শ্রদ্ধা উদিত হয় না। দুর্ভাগা জীবই কপটবাক্য শুনিয়া নাশ হয়।

বহির্ম্মুখের কথা আলোচনা না করাই উচিত। কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতে কর্পূরের ন্যায় দূরীভূত হইবে। সর্ব্বক্ষণই চৈতন্যকথাতে যেন আমাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। জগতে সকল ব্যক্তিই যে হরির সেবক, তা জানিতে চেষ্টা করুন।

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবস্থায় চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অস্থিরতার প্রমাণিত হয়। ভগবদ্ভক্ত ভগবৎকৃপা আপাতদৃষ্টিতে দণ্ড বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতীয়মান হউক কিম্বা সম্পদযুক্তই হউক, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানেই শরণাপন্ন থাকেন। জাগতিক কোনপ্রকার অসুবিধা তাঁহাকে শরণাগত হইতে—কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ হইতে বিন্দুমাত্রও চ্যুত করিতে পারে না।

ভগবানের বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে নিজের অমঙ্গলই বরণ করা হয়। শরণাগত ব্যক্তি ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মফলবাধ্য নহেন। কিন্তু তিনি নিজে দৈন্যক্রমে জানেন যে, আমি কর্ম্মফল-ভোগ করিতেছি। কৃষ্ণবস্তুটী ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তব-বস্তুই আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেবা ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেবার মধুরতাতে সেবোন্মুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষক বস্তুর এমন শক্তি আছে, যাহা দ্বারা তিনি আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া যান। মধ্যস্থলে বা পথে বাধা পড়িলে অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ বা অন্য হেতু ও ব্যবধান ঘটিলে আকর্ষণ কম হয়। ব্যবধান বা পথে আকৃষ্ট যদি অন্য কোন শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে মূল আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়।

একদিকে বন্ধন বা বন্ধন-মূলক সংসারের আকর্ষণ, অন্যদিকে ভক্তির আকর্ষণ। এ জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আকর্ষক বস্তু আমার অতি নিকটে আছে। অবিদ্যা বশতঃ তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হই। যাই। সেজন্যই হরিকথা অনবরত শ্রবণ করিতে থাকিলেই তবে ঐ নিকটস্থ শত্রু হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। কৃষ্ণের কথা যতই অনুশীলন হইবে, ততই আমাদের ভোক্তৃত্বভাব দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন।

আমাদের equilibrium নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়কে বরণ করিতেছি। আমি যখন নিজকে অভাবগ্রস্ত মনে করি, তখন অভাব আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অতএব আমি প্রেয়স্কামী হইয়া পণ্ডিত বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া বাধক বন্ধুকেই আদর করিব। ভোক্তা হইতে গেলে গৃহ আমাকে সুখ দিবার পরিবর্ত্তে ক্লেশই দেন। অভিভাবক গৃহব্রতকে ইন্দ্রিয়গণ সংকীর্ণ চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিয়া জ্বালাতন ঘটায়। স্বাভাবিক সম্বন্ধজ্ঞান বিষ্ণুর সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। এই শ্রেয়োগ্রহণই বুদ্ধিমত্তা। আমরা এই নির্ব্বোধ যে, ভগবান্ বিষ্ণুকে সর্ব্বদেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া, আত্মার নিত্য ধর্ম্ম লাভ করার উপায় জানিয়াও তাঁহার সেবা আমরা কিছুতেই করি না।

ভগবদ্ভক্ত যে পথে গমন করিয়া ভগবৎসেবা পাইয়াছেন, আমি তাঁহার সেই পথই নিরন্তর অনুসরণ করিব। আমি ভগবদ্ভক্তের অনুগমনের চেষ্টা করিব। স্বয়ং ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক। তদীয় সেবাতেই আমাদের অধিকতর সুবিধা হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করাই আবশ্যক। তাঁহাদের সেবা করিলে পাতকী জীবের উদ্ধার হয়। বৈষ্ণবসেবা কি? বিষ্ণুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব আর কিছু করেন না। তাঁহার সেবা করার অর্থ—তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করা। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার বাঞ্ছিকতা করিলে অসুবিধাই হয়।

—•—

কনিষ্ঠ ও মধ্যম

——::•::——

একমাত্র বক্তৃত্বজ্ঞ বৈষ্ণবই [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] বর্ণিত হন, — [illegible] নাম [illegible] হয় না। [illegible] অপরাধ [illegible] নাম [illegible] [illegible] নাম [illegible] হয় না। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম লইলে তিনি বৈষ্ণব। সেইজন্য নিরন্তর নাম [illegible] বৈষ্ণব [illegible] হন। [illegible] উদয় [illegible] হন। [illegible] তিনি [illegible] হন। [illegible] কনিষ্ঠ [illegible] ত্যাগ করিয়া [illegible] কিন্তু [illegible] ও ভক্ত-স্বরূপ-অর্চ্চা ভক্ত হইলেও অপরাধী নন। ইহাদের মধ্যে আনন্দ প্রবৃত্তি সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলেও দেখা যায়। মধ্যম অন্তর্ম্মুখ শুদ্ধবৈষ্ণব ও [illegible]। উত্তম-অন্তর্ম্মুখের [illegible] নাই। তিনি নিরপেক্ষ। নাম নামীতে অভিন্নবুদ্ধি ব্যতীত [illegible] অন্তর্ম্মুখ হইতে পারেন না। [illegible] ভগবানে অনন্য [illegible] আছে। অন্তর্ম্মুখ ভক্তমহাশয় প্রধান [illegible] নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন বৈষ্ণবগুরু সাধন করিবেন। [illegible] নাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্মরণ কীর্ত্তন করিবেন।

বৈষ্ণব অপ্রাকৃত। তিনি [illegible] [illegible]। অনন্তবৈষ্ণবগণের [illegible] [illegible] [illegible] তুচ্ছ [illegible]। [illegible] যদি কোন অংশে [illegible] না হওয়ার [illegible] হয়, তথাপি তিনি সাধু। [illegible] [illegible] বলিয়াছেন, —

অনন্ত [illegible] দেখি [illegible]।
তথাপি সে সাধু [illegible] সেবা [illegible]।
কৃষ্ণনাম [illegible] হইবে উদয়।
একবারে [illegible] [illegible] ॥
[illegible] কিছু নয়।
নামের প্রভাবে [illegible] ॥
[illegible] হয়।
[illegible] ॥
সে [illegible] সেই [illegible]।
[illegible] ॥
সে [illegible] সাধু [illegible]।
পূর্ব্বপাপ [illegible] ॥
[illegible] বৈষ্ণব [illegible]।
নাম [illegible] ॥

নিজকে সাধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া দাম্ভিকতা। বৈষ্ণব সাধুর লক্ষণ। নামপরায়ণ বৈষ্ণবই সাধু। [illegible] সাধুর আচার। [illegible] [illegible]

[illegible] 'শ্রদ্ধা' ত্রিপ্রকার। অতএব উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে শ্রদ্ধাবানও ত্রিপ্রকার। [illegible] শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ হইয়া দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্ [illegible], তিনিই উত্তমাধিকারী। [illegible] [illegible] তিনি মধ্যমাধিকারী। [illegible] কোমলশ্রদ্ধ তিনি [illegible] কনিষ্ঠাধিকারী।

[illegible] [illegible], মুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণবের [illegible] করেন। [illegible] তাঁহার [illegible] হইতে [illegible] কনিষ্ঠাধিকারী [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সঙ্গ, কৃপা ও [illegible] তাঁহাদের [illegible] দূর [illegible] কনিষ্ঠাধিকারী [illegible] উত্তম [illegible] হইতে পারেন।

কনিষ্ঠ [illegible] ও [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তাঁহাদিগকে তিনি [illegible] না। প্রত্যেক [illegible] বা গ্রহণ করিতে পারেন না [illegible] [illegible] কখনও [illegible], আবার কখনও [illegible] করেন। মধ্যমাধিকারীর কিন্তু ঐরূপ ভগবৎসম্বন্ধিতে [illegible] বৈলক্ষণ নাই। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] পারেন।

[illegible] [illegible] মধ্য [illegible]

ব্যাপিত লাভ করে না। বিদ্বেষীকে দর্শন করিলে প্রীতি সঙ্কুচিত হয়, তাঁহার চিত্ত ক্ষোভ জন্মে। বিদ্বেষীর সঙ্গ হইলে তাঁহার পতনের সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য তিনি সর্ব্বদা বিদ্বেষীর সহিত সর্ব্বপ্রকারে অসহযোগ করেন, কিন্তু বিদ্বেষীর প্রতি বিদ্বেষ করেন না, বা তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না।

মধ্যমাধিকারী কৃপাপাত্র অনভিজ্ঞ জনকে নিজের অধীন, নিজাপেক্ষা নিকৃষ্ট—এইরূপ বিচার করিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। শ্রীনামেতেই শুদ্ধভক্তের দাস, দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণনাম শুনিয়া নামের দাসত্ব তাঁহারা ভাগ্য পান নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা কেবলমাত্র স্বল্প সুকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পরন্তু বিদ্বেষী নহে, তাঁহাদিগকে শুদ্ধভক্ত-সেবোন্মুখ হইবার পক্ষে সহায়তা করিয়া তিনি গুরুসেবা করেন। জানিয়া শুনিয়া যাহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতিকূলাচরণ করে তাহাদের সহিত মধ্যমাধিকারী কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। এই উপেক্ষাও ব্যতিরেকভাবে কৃপা বা মঙ্গলের দান। গুরুবৈষ্ণব ভগবানকে যাহারা বিদ্বেষ করে, মধ্যমাধিকারী তাহাদিগকেই উপেক্ষা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে যাহারা বিদ্বেষ করে তাহাদিগকে তিনি কৃপা-পাত্র বলিয়াই জানেন।

কনিষ্ঠাধিকারী ভগবদ্বিগ্রহ পূজাবুদ্ধি করেন বটে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তও যে ভগবানেরই ন্যায় আরাধ্য এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার নাই। ভক্তের অপ্রাকৃতত্ব ও আত্মতত্ত্ব কনিষ্ঠাধিকারীর উপলব্ধির বিষয় হয় না। সাধুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বা সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়লাভ করিয়াও যদি কেহ ভগবদ্ভক্তকে জীব ও প্রাকৃতবিকারের অধীন মনে করে [illegible] লইবার প্রবৃত্তিযুক্ত আকাঙ্ক্ষা হইবার আশঙ্কা তাঁহার আছে। কনিষ্ঠাধিকারী ত্রিবিধ ভক্তের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়া অনেক সময় ভক্তকে অভক্তজ্ঞানে পরিত্যাগ এবং অভক্তকে ভক্তজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া স্বীয় অমঙ্গল বরণ করেন।

মধ্যম উত্তমের অনুগত এবং কনিষ্ঠের প্রতি কৃপালু। শ্রীনাম ও তদ্ভক্তে তাঁহার দৃঢ়া বা অনন্য বিশ্বাস আছে। তিনি ত্রিবিধ বৈষ্ণবের যথাযোগ্য আদর ও প্রীতি করেন। [illegible] কারীর বৈশিষ্ট্য [illegible] বৈষ্ণবদর্শন [illegible] অধিকারে অবস্থিত [illegible] পারেন। আধ্যক্ষিক [illegible] পারেন না। মধ্যমাধিকারী [illegible] ও প্রচার। তিনি [illegible] কৃপায় বৈষ্ণবদর্শন হয় [illegible] তিনি গুরুবৈষ্ণবের [illegible] তাঁহাদের অনুগত [illegible] গুরুদেব ও বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব তিনি [illegible] বান্। গুরুবৈষ্ণব এ-জগতের বস্তু নহেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া মধ্যমাধিকারীর শ্রদ্ধা কনিষ্ঠের ন্যায় অতি সহজে নষ্ট হয় না পরন্তু ঐ বিশ্বাসবলেই তিনি সকল প্রকার আশঙ্কাসংশয়, বিবাদ অথবা দোষ-দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া শীঘ্রই দৃঢ়শ্রদ্ধ হইতে পারেন।

কনিষ্ঠাধিকারীর প্রাকৃত বুদ্ধি প্রবল থাকায় সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াও অনেক সময় তাঁহার নিয়ামকত্ব ও শাসকত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না, জড়-বিচার তাঁহাকে নানাপ্রকার বাধা দেয়। কিন্তু মধ্যমাধিকারী পরন্তু শিষ্য। শ্রীগুরু-দেবের শাসন ও নিয়মন সর্ব্বতোভাবে বরণ করিবার অকপট ইচ্ছা তাঁহার আছে। তিনি শরণাগত ও বিশ্বাসী বলিয়া অন্যাপেক্ষার কোন কথা শুনেন না। তিনি গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম নির্ভরশীল।

কনিষ্ঠাধিকারীর যে পূজাবুদ্ধি বা অর্চনবুদ্ধি তাহা আরোপমাত্র। সাধু-শাস্ত্রবাক্য তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তর অচেতন পদার্থ নহেন, প্রতিমা মাত্র নহেন, পরন্তু পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। কনিষ্ঠাধিকারী মায়াবাদী ও পঞ্চোপাসকের ন্যায় অবিশ্বাসী নহেন। কেহ বা শাস্ত্রবাক্য তিনি অশ্রদ্ধা করেন না। তজ্জন্য তাঁহার দর্শনে তিনি অচেতনাতিরিক্ত কিছু দেখিতে না পাইলেও অর্চাবিগ্রহে প্রতীয়মান মূর্ত্তিতেই তিনি অপ্রাকৃতত্ব আরোপ করেন। যতদিন পর্য্যন্ত এই আরোপবিচার থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সেব্যবিগ্রহ তাঁহার নিকট অচেতন প্রতীকরূপেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। অর্চক যাহাতে তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, শ্রীবিগ্রহ এরূপ কোন নিদর্শন বা বিক্রম তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন না। মধ্যমাধিকারী ভজনপ্রারম্ভে কেবল অর্চা-বিচারে আবদ্ধ না থাকিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝিতে পারেন, সেব্যবস্তু কেবলমাত্র স্থানবিশেষে আবদ্ধ নহেন, পরন্তু প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে। মধ্যমাধিকারীর উন্নতাবস্থায় সেব্যতত্ত্ব স্বতঃস্বরূপে উপলব্ধির বিষয় হন। আরোপকারী কনিষ্ঠভক্তের নিকট সেব্যবস্তুর সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব স্বতঃ প্রকাশিত হন না। তজ্জন্য কনিষ্ঠাধিকারী অর্চা-বিগ্রহকে এই জগতের বস্তুবিশেষরূপে দর্শনের হেয়তা হইতে মুক্ত পান না। কিন্তু মধ্যমাধিকারে উন্নতাবস্থায় সেব্য শ্রীভগবান্ ও তাঁহার চিদ্বৈভবসমূহ প্রপঞ্চাতীত বস্তু হইয়াও স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ প্রতীতি হয়। অবাঙ্মনসগোচর ভগবান স্বীয় শক্তি বিস্তার করিয়া শরণাগত ভক্তেরই চিদনুভূতি প্রদান করেন।

আরোপিত ভক্তি কিন্তু শুদ্ধভক্তি নহে। কিন্তু মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্ত। যতদিন করুণাময় প্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উপলব্ধির সুযোগ না দেন, যতদিন আরোপের বিচার প্রবল থাকে, ততদিন আমরা প্রাকৃত-বিচারেই আবদ্ধ থাকিব। আরোপবিচার অপগত হইয়া যাহাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে বস্তুর স্বরূপানুভূতি লাভ হয় তজ্জন্য যত্নপর না হইলে ঐ আরোপিত ভক্তি শীঘ্রই অভক্তি-রূপে পরিণত হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে।

যিনি অকপট গুরুসেবাময় হরিভজনে প্রবৃত্ত, তিনিই মধ্যমাধিকারী। তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা আদর করিতে হইবে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে। কনিষ্ঠকে মনে মনে আদর করিতে হইবে। কায় ও মনে মধ্যমাধি-কারীর আনুগত্য করিতে হইবে এবং কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা মহাভাগবতের সেবা করিতে হইবে। লৌকিক ব্যক্তিকে লৌকিক বাহ্যসম্মান এবং অলৌকিক বা অপ্রাকৃত বস্তুকে অলৌকিক বা অপ্রাকৃত সম্মান দিতে হইবে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি তাহা হইলে পতন অনিবার্য্য। কনিষ্ঠাধিকারীকে আদর অর্থাৎ উৎসাহ দিতে হইবে। প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সকল সময় যাহার ভজনে অধিকার হ'য়েছে, তিনি সকল লোকই হরিভজন ক'রছে, আমারই হরিভজন হ'ল না —এইরূপ বিচার ক'রে থাকেন। 'কেহ ভাল, কেহ মন্দ'—এই বিচার তাঁ নয়; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী, মধ্যমাধিকারী বা অগ্রাভিলাষী ব্যক্তিগণ যদি মহাভাগবতের অনুকরণ ক'রে কোন ভাল মন্দ বিচার ক'রবে না, সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গ উভয়ই এক'—এরূপ মনে করে, তা' হ'লে তা'রা অসৎসঙ্গে লিপ্ত হ'য়ে পড়বে, ভজনরাজ্যের ত্রিসীমানায় যেতে পার্‌বে না।'

প্রাকৃত ভক্ত শুদ্ধভক্ত নহে। তাঁহার ছায়া-ভক্ত্যাভাসই প্রবল। এই ছায়া-ভক্ত্যাভাসও অনেক ভাগ্যের ফল। ইঁহারা সাধুসঙ্গফলে ক্রমশঃ মধ্যম ও উত্তম হইতে পারেন। কনিষ্ঠ-ভক্তকে 'ভক্তাভাস বা বৈষ্ণবাভাস বলা হয়। মধ্যমভক্ত আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করেন। মধ্যম ও উত্তম তদধীন ভক্ত। মধ্যমাধিকারী তাঁহাদের প্রতি মৈত্রী বা বন্ধুত্ব করেন। মধ্যমাধিকারী শুদ্ধনামকীর্ত্তনকারী। মৈত্রী 'শব্দে' সঙ্গ, আলাপন ও সেবা বুঝায়। তিনি সম্বন্ধজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করিবার যত্ন করেন। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে নিজসঙ্গ দানপূর্ব্বক সদুপদেশ প্রদান করেন। যোগের ক্রোধবাক্যাদি ক্ষমণীয় জানিয়া বালিশের প্রতি বাবহারও মধ্যমাধিকারী কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"মধ্যম-ভাগবতাধিকারে ভক্তের পূজার বিচার স্থান পাইয়াছে। মধ্যমভাগবতের ভক্তের পূজাই মুখ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী সেস্থলে গৌণ দৃষ্টি করেন অর্থাৎ ভক্তপূজাকে গুণত্রয়—সত্ত্বরজস্তমোগুণের অন্তর্ভূক্ত মনে করেন, এই-জন্যই তিনি গুণের অধীন বা প্রাকৃত। কনিষ্ঠ-ভাগবত শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি যে নিত্য-সত্য-বস্তু ইহা তিনি শুনিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীমূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব তাঁহার অনুভূতির বিষয় না হইলেও তিনি সেই কথা শাস্ত্র হইতে বা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করেন। কনিষ্ঠ-ভক্তের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ভক্তের হৃদয়াভ্যন্তরে যে ভগবদাবির্ভাব, তথায় সেই কোমলশ্রদ্ধা পৌঁছিতে পারে না, এইজন্য এই শ্রদ্ধাও গৌণ অর্থাৎ গুণের অন্তর্গত। ক্রমশঃ উন্নত হইয়া যখন ভক্তের পূজা পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে তখনও ভগবানের পূজাই বড় বা মুখ্য এবং ভক্তের পূজা গৌণ বলিয়া মনে হয়। তখনও ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব কতকটা ধারণার বিষয় হইলেও ভক্তপূজা পর্য্যন্ত সে অনুভূতি আসিতে পারে না—বাধা পায়। এইজন্য কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনে ভূতশুদ্ধির অপেক্ষা আছে। ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু একথা বিশ্বাস হইলেও তাঁহার সেবক অপ্রাকৃত—এই কথা বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা কনিষ্ঠাধিকারীর নাই। উত্তমাধিকারীর ন্যায় মধ্যমাধিকারীর অপ্রাকৃতের অনুভূতি সর্ব্বভূত পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। তাঁহার ভক্তে দৃঢ়শ্রদ্ধা হওয়ায় ভগবানে মুখ্য শ্রদ্ধা বা প্রেম হইয়া থাকে। ভগবান্ বা শ্রীনাম ও নামকারী ভক্তে তাঁহার মুখ্য শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু পূর্ণ দর্শন না হওয়ায় এক-তৃতীয়াংশকে গুণজাতরূপে দর্শন করেন এবং সেখানে তাঁহার প্রেমের বিরুদ্ধ বস্তু নিষেধদর্শন হয়। মধ্যমাধিকারী যে কৃপা করেন তাহাতে তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান আছে। কৃপা করা'কে মধ্যমাধিকারী তাঁহার একটী কৃত্য বলিয়া জানেন, কিন্তু উত্তমাধিকারীর কৃপা ব্যতিরেকমুখী। অদ্বয়দর্শনে তিনি সকল বস্তুতে ভগবদধিষ্ঠান জানিয়া সকলকে শ্রীনাম-সম্বন্ধী গুরুদর্শন করেন। কনিষ্ঠাধিকারীর দর্শন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পর্য্যন্ত। মধ্যমাধিকারী অপরোক্ষ অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজের অপূর্ণ ধারণা করিতে পারেন। উত্তমাধিকারীই একমাত্র অপ্রাকৃতানুভূতির পাত্র। ৬০° হইতে ৯০ পর্য্যন্ত কনিষ্ঠাধিকার কিন্তু মধ্য-মাধিকারীর দৃষ্টি ক্রমশঃ ১৮০ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। সেখানে সকল অর্থাৎ পঞ্চ-দর্শন, প্রাকৃত বপুর দর্শন নাই, তাহা বৈকুণ্ঠ-দর্শন। মধ্যমাধিকারী উন্নত স্তরে দাঁড়াইয়া জগৎ ও বৈকুণ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। নিম্ন গোলার্দ্ধ তাঁহার ভোগ্যদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয় না।"

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীজগন্মন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীশৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবাস্তবনিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় ক্ষীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীমাধবচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীকৃপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
(শেরশাহী)
পোঃ কোড়োল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅকিঞ্চন দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হ্যাড্উড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅনন্তগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীগোপালপ্রিয় দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

প্রপন্নাশ্রম, বেদব্যাসপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীদাসমন্দন
সেবক—শ্রীভক্তিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরসবৰ্দ্ধন দাসাধিকারী

পারমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের প্রিন্সিপাল, ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপাধ্যায় আচার্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভাগবতশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য, এম এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিলে পাঠকবর্গ ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হইবেন। ইহাতে বিরাট আলোচনা ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের শাস্ত্রপথে শ্রীমন্মধ্বাচার্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ভাষ্য ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুদর্শনরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার মূল ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

চিকিৎসা শাস্ত্রে পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী হিন্দী

উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

ন্যাশনাল এন্ড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪০

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। প্রবন্ধ-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। প্রার্থনা আলোক ॥০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধবভাষ্য ॥০

২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা /১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী /১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক /১০

৪৬। অর্থপঞ্চক /১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴০

৪৯। অর্চনপদ্ধতি /০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষ সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৭৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৸০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ॥০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০

৬৯। সারসংগ্রহম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ রিভিউ অব ওরিয়েন্টাল দর্শন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন /০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মর্ফোলজি এণ্ড অন্টলজি ।০

৭৪। বিভেদী জার্নেস ।৶০

৭৫। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। রায়নীয়ম্ ॥০

৭৭। গৌড়ীয়মঠ ইন্ জুইং /০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। ইকোনমিক প্রিন্সিপাল এণ্ড অনিমেশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ।০

৮৬। কল্যাণকল্পতরু /১০

৮৭। গীতাবলী /১০

শরণাগতি /০

৮৯। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবাণী ।৶০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি ইঞ্চি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গৌতমবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের আলোচনা করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ তিন পদ্যানুবাদসহ নবদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রদের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রামাণিক জীবনচরিত, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিভাগবতপরবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রতি বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয়স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের ব্যাখ্যা, প্রত্যেক শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের বিস্তৃত অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার সরল অনুবাদ এবং শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা। ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌড়পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থনিবন্ধ একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ-সংগ্রহ। ইহা পাঠ করিলে সকলেই বাস্তবিক শ্রীধামের প্রতি আদর করিবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১০-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩০	৭ ২৮	১৩ ২৯	.	...	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.. ..	.	৯-৩৯		.	.		. .
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪-৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৪	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮ ২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২			১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১			১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫			১৬-৫৬	১৭ ১৭	১৯-২৬	
(বদল) ছাঃ ৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬		১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ ৬ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০		২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	....	.. ...	....	১৫-৫৬	১৭-৪২			.. .
দমদম		১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯		২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬		২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৭-১
মহেশগঞ্জ " ১৭ ১৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৭-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১.০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরাবিশ্রামের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও বৈরাগী সজ্জনগণ সংপ্রসঙ্গ যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-বরসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রাকৃত গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৮০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৪১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। পিত্তজ্বর, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা

শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সম্পাদিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুত্তম রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷৷৹ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান —
মধুরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।

৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১৷৷৹
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—২৬শে আষাঢ়, ১৩৪৮, ১০ই জুলাই ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার [১০৬তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——:০:(০):০:——

নব নব আবিষ্কারে প্রেরণা

পেটেন্ট অফিস হইতে ১৯৪০ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ বিমানপোত, সাবমেরিণ এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে না এরূপ বোট তৈয়ারী কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। যুদ্ধের দরুণ যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা ব্যবহৃত হইলেও কুটীরশিল্প সম্পর্কীয় আবিষ্কারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখা গিয়াছে। ১৯৩০ সালে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির জন্য পেটেন্ট অফিসে ১০৬০ খানি দরখাস্ত পৌঁছিলেও আলোচ্য বর্ষে মাত্র ৭৪১ খানি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির পেটেন্ট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭১। বাঙ্গলা ও বোম্বাই হইতে নূতন নূতন পেটেন্টের জন্য যথাক্রমে ৮৩ খানি ও ৬৯ খানি আবেদন পাওয়া যায়। এই সকল আবিষ্কারকদের মধ্যে তিন জন মহিলা ছিলেন। বস্ত্রশিল্পের নূতন নূতন আবিষ্কারের ও বা কুটীরশিল্প সম্পর্কীয় আবেদনের সংখ্যা ছিল বেশী। ধাতুদ্রব্যের রূপান্তর সম্পর্কীয় বিভিন্ন শিল্পে এমন ধরণের কয়েকটি পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে সমস্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষ পথপ্রদর্শকের স্থান অধিকার করিয়াছে। রেলগাড়ীর লাইন এবং রেলওয়ে সিগন্যালিং সম্পর্কীয় নূতন নূতন আবিষ্কারের সংখ্যাও হ্রাস পাইতে দেখা গিয়াছে। রেল-লাইনের সংযোগস্থলকে নিরাপদ করিয়া ধ্বংসমূলক কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য যে সকল নূতন নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যানবাহন, মোটর, ট্যাঙ্ক সম্পর্কে বহু নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাইকেলের চালান সম্পর্কে যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার বিবরণে দেখা যায় যে, এমন একটি কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহাতে রাস্তার মোড় পুলিশ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইলে সাইকেল হইতে আরোহীর নামিবার প্রয়োজন হইবে না। আপনা হইতেই সাইকেল দাঁড়াইয়া থাকিবে। গাড়ীতে সাইকেল রাখিবার জন্যও বিশেষ ট্যাণ্ডের কোন প্রয়োজন হইবে না। সেচ-সম্পর্কীয় ব্যাপারের টিউবওয়েল প্রভৃতি হইতে জল তুলিবার নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদনের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রং প্রস্তুতের জন্যও বহু নূতন নূতন পেটেন্টের আবেদন পাওয়া গিয়াছে। খনি সম্পর্কে বহু নূতন নূতন দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির উদ্ভাবন সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। টেলিফোন সম্পর্কে নূতন কিছু আবিষ্কৃত না হইলেও টেলিভিশনের আবিষ্কারে যথেষ্ট ঝোঁক দেখা গিয়াছে।

———

ছয় লক্ষাধিক কম্বলের অর্ডার

বিভিন্ন প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের শ্রমশিল্প-বিভাগের ডাইরেক্টরগণের মারফতে ভারত-সরকারের সরবরাহ বিভাগ তাঁতিদের নিকট ৬৪৯,০০০ হাতে-বোনা কম্বলের অর্ডার দিয়াছে। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এইগুলি সরবরাহ করিতে হইবে। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বে-রার ষ্টেট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্ডার পাইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বাংলা, বোম্বাই, বিহার ও মহীশূর রাজ্যের অংশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের শিল্প ৭,৫০০ কম্বলের অর্ডার পাইয়াছে।

———

যুক্তরাষ্ট্রে বহু জার্ম্মাণ গুপ্তচর গ্রেপ্তার

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মাণ গুপ্তচর চাইদের অনেককেই সম্প্রতি গ্রেপ্তার করিয়া ক্রকলিন আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। ফেডারেল ব্যুরো অব্ ইনভেষ্টিগেশনের অধ্যক্ষ মিঃ এডগার হুভার ইহার দুই এক দিন পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে, "খুব বড় একদল গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একবারে এত অধিক সংখ্যক গুপ্তচরকে পূর্ব্বে আর কখনই গ্রেপ্তার করা হয় নাই।"

অভিযুক্তদের মধ্যে ফ্রেডরিক জোবার্ট ডুকোয়েন্ নামক একজন লোক আছে। সে যুক্তরাষ্ট্রে নাৎসী গোয়েন্দাদের প্রধান বলিয়া কথিত। সে অপরাধ অস্বীকার করে। অন্য সাতজন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। মিঃ হুভারের মত এই যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনে কি কি মাল প্রেরিত হইতেছে ও কখন জাহাজ ব্রিটেনে রওনা হইতেছে, ইহাই জার্ম্মাণ গোয়েন্দাদের অনুসন্ধানের অন্যতম প্রধান বিষয়। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষতঃ বিমানপোত ও ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ইহারা খবর সংগ্রহ করে। কেহ কেহ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। শর্ট ওয়েভ রেডিয়ো ও অদৃশ্য কালি দ্বারা ইহারা জার্ম্মাণীতে সংবাদ পাঠাইত। সংবাদে প্রকাশ, ডুকোয়েন বিগত যুদ্ধে বিখ্যাত ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কিচনারের মৃত্যু ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া বন্ধুদের নিকট গর্ব্ব করিয়া বেড়াইত।

———

রাশিয়ান পোষাক পরিহিত জার্ম্মাণ প্যারাসুট সৈন্য গ্রেপ্তার

মস্কো রেডিয়োর সংবাদে প্রকাশ, রুশ-সীমান্তের নিকটবর্ত্তী এক রেল ষ্টেশনে একদল রুশ অস্ত্র জার্ম্মাণ প্যারাসুট সৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে রিভলবার, ট্রেড ইউনিয়নের সাদা ফরম ও একটি করিয়া টাইপ-রাইটার ছিল। ইহারা সোভিয়েট সৈন্যের পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। রেলওয়ের কর্ম্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় সমবায় কৃষি ফার্ম্মটির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইহাদের ঘেরাও করিয়া ফেলে।

———

রাসিয়ার জয়ের জন্য প্রার্থনা

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার মস্কোস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গত ২৮শে জুন রাত্রে মস্কোর সকল গির্জ্জায়ই রুশীয় বাহিনীর জয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

গত ২৯শে জুন তারিখে মস্কো ক্যাথেড্রালে ১২ হাজার নরনারী প্রার্থনা করিতে যান। ২৬ জন ধর্ম্মযাজক এই প্রার্থনা পরিচালনা করেন। এরূপ বেশী ভীড় হইয়াছিল যে, বহু হাজার লোককে গির্জ্জার বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়। অস্থায়ী সংঘের প্রধান যাজক মহাশয় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং প্রার্থনা পরিচালনা করেন।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গৌড়ীয়গবেষণা এবং পণ্ডিতজনোচিত অনন্যসাধারণ আস্বাদন করিয়া এখন শিক্ষিত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। ইহার বিরাট, অভিনব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনা ও বিষয়-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ১১শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দ্ধাধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের সারমর্ম। শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা এবারের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীপত্র অনুষ্ঠিত গ্রন্থখানি নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগোড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণ সুধীবৃন্দের বোধসৌকার্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

চিকিৎসা প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা

উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল এণ্ড ইউনানী

মেডিক্যাল কলেজ

আবালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। দ্বাদশ আলবর ॥০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০

২৭। মুক্তিফলটীকা ভগবদ্গীতা (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ⁄১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী ⁄১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০

৪৬। অর্চ্চনকল্প ⁄১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০

৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি /০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০

৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন /০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অর্টলজি ॥০

৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ৸৵০

৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। হরোর্ টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিভেলেড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৫৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ॥০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ⁄১০

৮৭। গীতাবলী ⁄১০

শরণাগতি /০

৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৸৵০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সত্তার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

[illegible] ও প্রণতি [illegible] সুন্দর অক্ষরে অখণ্ড [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] ছাপা [illegible]। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৩শ বর্ষ } ২ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৬শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, [illegible] জুলাই ইং ১৯৪১, [illegible] { [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

আত্মতত্ত্ব

——::[*]::——

জড়াসক্ত ব্যক্তির জড়ের প্রতি আস্থা বেশী। তাহাদের প্রবৃত্তি জড়গত। তাহাদের আশা ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সবই জড়াশ্রিত। তাহারা যে যুক্তি অবলম্বন করে, তাহাও জড় বা প্রাকৃত। তাহারা যুক্তি-বৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনও আত্মার সন্ধান দিতে পারে না। প্রাকৃত যুক্তি কি অপ্রাকৃতকে স্পর্শ করিতে পারে? অনুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? অতএব জড়বুদ্ধিবারা কি করিয়া বৈকুণ্ঠদর্শন করিবে? জাগতিক ব্যাপার যুক্তিবৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি দ্বারা লক্ষিত হন না। আত্মা স্বপ্রকাশ। জড়জাত যুক্তিবৃত্তি তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যুক্তি ভক্তির অনুগত হইলে তাহার কিছু মূল্য দেওয়া যাইতে পারে, নতুবা যুক্তির কোন মূল্যই নাই।

আত্মা শুদ্ধচৈতন্য তত্ত্ব। আত্মার জড়ানুগতা সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ ভগবদিচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। আনন্দই চেতন-সত্তার পরিচয়। বদ্ধাবস্থায় জীবের যে আনন্দাভাব, তাহা তাহার দণ্ডাবস্থা। শুদ্ধ আত্মার জড়সংস্পর্শে অহঙ্কার, মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ একটি চিদাভাসের উদয় হয়। আত্মার মুক্তি হইলে এ চিদাভাস আর থাকে না। আত্মাই জীব, চিদাভাস লিঙ্গশরীর এবং ভৌতিক দেহকে স্থূলশরীর বলা হয়। মরণান্তে স্থূলশরীর নষ্ট হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর কর্ম ও কর্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস মন বদ্ধাত্মার সহিত সমকালব্যাপী, কিন্তু তাহা তত্ত্বনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধ জীব চিদানন্দস্বরূপ, শুদ্ধ জীবের লিঙ্গ, স্থূল ও [illegible] দেহের সত্তা হইতে ভিন্ন। প্রাকৃত চিন্তা দূর না হইলে শুদ্ধ জীবাত্মার অনুভূতি হয় না। অহঙ্কার বা প্রাকৃত অভিমান থাকিলে মায়াতীত বস্তুর চিন্তা করা যায় না। মানুষ চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। অসৎ বা অনিত্য বস্তুর চিন্তাই মনের ধর্ম। সাধু সঙ্গে মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্মধর্ম অর্থাৎ স্ব-দর্শনবৃত্তিদ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা জড়াহঙ্কারের নিকট নিজ স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি দেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তাও কিছুমাত্র অনুভব করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের হয় না। শুদ্ধ আত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
> অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
> এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
> অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥
> (ভাঃ ৭।৭।১৯-২০)

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীরের ন্যায় ধ্বংসশীল নহে, অব্যয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলেও তাহার নাশ হয় না, শুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিকাদি-রহিত, এক অর্থাৎ গুণ দ্বারা, ধর্ম দ্বারা অঙ্গ-অঙ্গী পার্থক্যরহিত, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা, আশ্রয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ আশ্রিত নহে, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা লাভ করে। অবিক্রিয় অর্থাৎ দেহাদি ভৌতিক বিকাররহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। স্বদৃক্ অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নহে। হেতু অর্থাৎ শরীর ভৌতিক সত্তা, তার ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকাশমূলক নহে, ব্যাপক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নহে, তাহার প্রাকৃত-স্থানীয় সত্তা নাই, অসঙ্গী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নহে, অনাবৃত অর্থাৎ ভৌতিক আবরণ আবৃত হয় না—এই দ্বাদশটী শ্রেষ্ঠ লক্ষণদ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহজনিত 'অহং মম' ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধাত্মার একটা স্বাভাবিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিবিধ অস্তিত্ব দেখা যায়, যথা—স্বাভাবিক অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধ অস্তিত্ব, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৌকিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূলস্থ সূক্ষ্মকে আবরণ করে, [illegible] নৈসর্গিক [illegible] স্বাভাবিক অস্তিত্ব [illegible] হওয়ায় স্বাভাবিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। আবার ভৌতিক অস্তিত্ব সর্বদা [illegible] স্থূল হওয়ায় স্বাভাবিক অস্তিত্ব ও লৌকিক অস্তিত্ব উভয়কে আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বের প্রকাশ [illegible], কেননা, আচ্ছাদিত হইলেও [illegible] না।

আত্মবস্তু [illegible] প্রকাশ অতীত তত্ত্ব। যেমন সূর্য্য [illegible] নিজ তেজের গুণ্ঠ [illegible] স্বকার্য্যের [illegible] সেই [illegible] স্থূলদেহের [illegible] আত্মার [illegible] আচ্ছাদন [illegible] হয় নাই। [illegible] দেহের [illegible] সূর্য্যের ন্যায়—[illegible] তথাপি [illegible] আত্ম [illegible] না।

[illegible], ইহাই তাহার স্বরূপ পরিচয়। [illegible] তাহার [illegible]। মুক্ত [illegible] শুদ্ধ অহঙ্কার, [illegible] আত্মস্বরূপ [illegible] করে। [illegible] তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হয়।

আত্মা পরম [illegible]। [illegible] ভগবান [illegible] চিৎস্বরূপ। [illegible] ও [illegible] আত্মার [illegible] অনন্যনিরপেক্ষ [illegible]।

ভগবান [illegible] তাহারা নিত্য [illegible] হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। ভগবান্ ইঁহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইঁহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণভাবে সর্ব্বদা ইঁহাদের সত্তায় অবস্থান করেন এবং ইঁহারা ভগবৎসত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি' সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করালে।
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥
তব ইচ্ছামত জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ সুখের ঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
তব পাদপদ্ম নাথ, রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে॥
নিজবল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে॥

জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যবিশেষ, অতএব পরমচৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়যুক্ত বস্তু নহে। পরমেশ্বরানুরাগই জীবের স্বধর্ম। তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন বিষয়রাগে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সৎসঙ্গক্রমে পুনরায় ভগবদনুরাগী হওয়াই তাহার পক্ষে একমাত্র মঙ্গল। কারণ জড়ের সঙ্গে জীবের নিত্য-সম্বন্ধ নাই। যাহা কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা অপগতি মাত্র। ভগবৎকৃপায় মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই জড়-সম্বন্ধ যায় না। মুক্তির অন্বেষণ করিলে মুক্তি লাভ হয় না, কিন্তু ভগবৎকৃপা হইলে তাহা অনায়াসেই লাভ হয়। অতএব ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারহিত হইয়া ভগবৎকৃপালাভের জন্য যত্নই একমাত্র কর্ত্তব্য। নিজ চেষ্টায় পারমেশ্বরী শক্তি মায়ার হাত হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে সকল লোক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।

ভগবানের পরা শক্তির ভাব তিন প্রকার—সন্ধিনী-ভাব, সম্বিদ্-ভাব ও হ্লাদিনী-ভাব। এই শক্তির প্রভাবও তিন প্রকার—চিৎপ্রভাব, জীব-প্রভাব ও মায়া-প্রভাব। শক্তির ভাব প্রভাব-সংযোগ-ক্রমে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবোপকরণ—এই বিচার হইলে আর বিশ্ব বন্ধনের কারণ হয় না। ভোক্তাভিমানে বিশ্বের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়াই জীবের সংসারদশা। ভগবৎ-পরিচর্য্যা বা ভগবানের অনুশীলন দ্বারাই এই সংসার হইতে মুক্তি সম্ভব। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, তাহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল—জীবের প্রাপ্য কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের—তাহাই ভক্ত্যানুষ্ঠান।

জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিৎ ইহার গঠন-সামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানের সহিত যে নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ, তাহারই নাম প্রীতি। ভগবানের সেবাসুখ হইতে পরাঙ্মুখ হইলে জীব ভোগের অন্বেষণ করে। ভগবদ্দাসী মায়া তাহাকে অপরাধী জানিয়া সংসার-কারাগারে নিক্ষেপ করেন। স্বধর্ম্মালোচনা করিতে করিতেই ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম প্রকাশ পায়। বদ্ধাবস্থায় স্বধর্ম্মালোচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্মবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, সুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহা জাগিবে।

অপরাধ

অপরাধ বহুবিধ হইলেও তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। পরমারাধ্য তম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অপরাধ—ভগবানের প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি, নিজের প্রতি। ভক্ত, ভগবান্ ও নিজের প্রতি অবিচার। নামের প্রতি দশাপরাধ। সাধু-নিন্দা, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি প্রভৃতি নামাপরাধ। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি ভক্তের চরণে অপরাধ। দেহাত্মবুদ্ধিতে নিজের প্রতি অবিচার।"

বৈষ্ণবাপরাধ

আত্মসুখ যাঁহার নাই, তিনিই বৈষ্ণব। অকিঞ্চন হইলেই সেই বৈষ্ণবের দাস হওয়া যায়। এই বৈষ্ণবের দয়া যাঁহার প্রতি হয়, তাঁহাকে বিশ্বের কোন বস্তু বা ব্যক্তি টলাইতে পারে না। বৈষ্ণব অসঙ্গ হইয়া জগদ্দর্শন করেন। জগতের প্রতি তাঁহার অভিনিবেশ নাই। তাঁহার সহিত মায়ার সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। ভজনে আত্মসুখবাদ নাই। ভজনকারীর স্বার্থেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা না থাকায় তিনি বৈরাগ্যবান্। ভক্তের কিঞ্চনতা নাই। তিনি নিরপেক্ষ ও ভগবচ্চরণে শরণাগত। ভক্তকে হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ভক্তের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং ভক্তদর্শনে হৃষ্ট না হওয়া—এই ছয়টী অপরাধ হইতে জীবের মহাপতন হয়। মহদপরাধ ভজনের প্রধান অন্তরায়। মহত্তর প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞার ন্যায় অপরাধ আর নাই। কোন ভজনপ্রয়াসীর এই অপরাধ যেন না হয়। বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

নামাপরাধ

নামাপরাধ দশবিধ। (১) সাধুনিন্দা—যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা বা দ্বেষ করা। সাধু কেবল নামতত্ত্বই জানেন, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না—এইরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলে অপরাধ হয়। সাধুকে অসাধু এবং অসাধুকে সাধু মনে করাও সাধুনিন্দা। (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্রজ্ঞান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্, অন্যান্য দেব-দেবী তাঁহার সেবক। কৃষ্ণকে ভজন করিলে অন্যান্য দেব-দেবীর সেবা হয়, এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র-ঈশ্বরবুদ্ধি—নামাপরাধ। শ্রীকৃষ্ণই স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর ও সর্ব্বকারণ কারণ। আধিকারিক দেবতাগণ মর্ত্ত্য মানব হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা ঈশ্বরকোটি নহেন। দেবগণের জন্ম ও ধ্বংস আছে, কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু অজ, নিত্য, সনাতন ও নিত্যচৈতন্যানন্দময় বিগ্রহ। সুতরাং বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতাকে সমান মনে করা অন্যায় ও অপরাধ। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি অর্থাৎ মরণশীল মানববুদ্ধি। কৃষ্ণ যাঁহার বশীভূত, সেই শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্ব-প্রকারে সেব্যময় নিয়ামক ও শাসকরূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূর্ণানুগত্যে বিশ্রম্ভসেবা স্বীকার করত শ্রীনামের অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের শাসন ও আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা হইতে দূরে থাকিয়া বা স্বকপোল-কল্পনামূলে তাঁহার সেবার ভাণ করিয়া লক্ষ লক্ষবার নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও তাহা গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধ হইবে। শ্রীগুরুদেব জন্ম-মৃত্যু বা ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত বস্তু। তিনি মাদৃশ পতিতের উদ্ধার-কর্ত্তা। দ্রষ্টাভিমানে গুরুদর্শন হয় না। গুরুকৃপায় গুরুদর্শন হয়। নিজেকে বিষ্ণুর দৃশ্য বলিয়া উপলব্ধি হইলেই গুরুদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হয়। যেখানে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি বা কুদর্শন, সেইখানেই অপরাধ। যদি মনে করা যায়, শ্রীগুরুদেব নামশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ কিন্তু অন্য সাধন-বিষয়ে কিছু জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হইবে। সকল কর্ম্মের চরম ফল—নামতত্ত্বলাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই, কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই। গুরুদেব কেবল ভগবত্তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের কথাই জানেন, অন্য কিছুই জানেন না, এইরূপ মনে করাও গুরুর চরণে অপরাধ। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বজ্ঞ। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা ও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পৃথক্ মনে করা গুরুদেবের চরণে অপরাধ। Krishna does what Gurudev asks Him to do কৃষ্ণ গুরুর প্রেমবাধ্য। শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন শ্রীল ভক্তিরক্ষক প্রভু শ্রীব্যাসপূজার অভিনন্দনে লিখিয়াছেন,—"O, my Divine Master, Krishna does what You ask Him to do • • I can find a special satisfaction in always consciously imploring Your help. I feel helpless when I do not do so." (৪) শ্রুতি-শাস্ত্রনিন্দা—বেদ ও বেদানুগশাস্ত্রের নিন্দা ও তাহাদের মধ্যে ভেদদৃষ্টি নামাপরাধ। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ হরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতিজ্ঞান। (৬) হরিনামের অর্থান্তর কল্পনা বা হরিনামকে অনিত্য কাল্পনিক মনে করাও একটী নামাপরাধ। রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি নাই, এইরূপ মনে করা অপরাধ। (৭) নাম-বলে পাপবুদ্ধি—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ শুদ্ধ চিত্ত হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটী পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৮) অন্য কোন শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামের সমতা নামাপরাধ। অনবধান বা প্রমাদও অপরাধ। নামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে অপরাধ হয়। নামগ্রহণ-কালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয়চিন্তা করাই ঔদাসীন্য। নামগ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যানাম শেষ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া বারংবার জপমালায় গ্রন্থির প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্ত্তী হইয়া নাম-গ্রহণই বিক্ষেপ। (৯) অশ্রদ্দধানে নামোপদেশ অপরাধ। কিন্তু তাই বলিয়া হরিনামে বিমুখ ব্যক্তিকে হরিনামের যথার্থ তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া শ্রীনামের প্রতি উন্মুখ করা অপরাধ নহে। একমাত্র তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা অশ্রদ্ধ ও শ্রীনামাচার্য্যের বিদ্বেষী, তাহাদিগকে জোর করিয়া নামোপদেশ দিতে গেলে অপরাধ হইবে। (১০) শ্রীনামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ শ্রীনামভজনে প্রবৃত্ত না হওয়াই দশম অপরাধ। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই অপরাধটী জীব শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারে না। সাধুগুরু-কৃপায় ইহা নষ্ট হয়। দেহাত্মবোধ হইতে সাধুনিন্দারূপ সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম অপরাধের উদয় হয়। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম-শ্রবণকীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেমলাভ হয়।

সেবাপরাধ

সেবাপরাধ অসংখ্যপ্রকার—

(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদিযোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

(২) ভগবৎপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত যাত্রা (রথাদি) প্রভৃতি উৎসব না করা। (৩) শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম না করা। (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত গাত্রে অথবা অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি। (৫) একহস্তে প্রণাম। (৬) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদ-প্রসারণ। (৮) পর্য্যঙ্ক-বন্ধন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্তদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন। (৯) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শয়ন। (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন। (১১) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে মিথ্যাভাষণ। (১২) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা। (১৩) পরস্পর চিত্রকথার আলোচনা। (১৪) রোদন। (১৫) কলহ। (১৬) কাহারও প্রতি নিগ্রহ। (১৭) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ। (১৮) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার। (১৯) লোমকম্বল আবরণ দিয়া সেবাকার্য্যাদি করা। (২০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরনিন্দা। (২১) পরস্তুতি। (২২) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার। (২৩) অপান-বায়ু পরিত্যাগ। (২৪) সামর্থ্য থাকিতে অল্প উপচারে অথবা অল্প ব্যয়ে পূজা ও উৎসবাদি করা। (২৫) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ। (২৬) যে সময়ে যে ফল বা শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই কালে তাহা অর্পণ না করা। (২৭) সংগৃহীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবান্‌কে প্রদান। (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন। (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন। (৩০) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান। (৩১) গুরুদেবের অগ্রে নিজের প্রশংসা। (৩২) দেবতা-নিন্দা। (৩৩) রাজান্ন ভক্ষণ। (৩৪) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা। (৩৫) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন। (৩৬) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির উপাসনা। (৩৭) কুক্কুর-দৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা নৈবেদ্য দান। (৩৮) পূজাকালে মৌনী না থাকা। (৩৯) পূজাকালে মলত্যাগার্থ গমন। (৪০) অগ্রে গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া ধূপ প্রদান। (৪১) অযোগ্য পুষ্পে পূজা। (৪২) দন্তধাবন না করিয়া পূজা। (৪৩) স্ত্রীসম্ভোগান্তে পূজা। (৪৪) রজঃস্বলা স্ত্রী-স্পর্শপূর্ব্বক পূজা। (৪৫) দীপ স্পর্শপূর্ব্বক পূজা। (৪৬) শব স্পর্শপূর্ব্বক পূজা। (৪৭) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অপরের বস্ত্র এবং মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা। (৪৮) মৃত দর্শনান্তে পূজা। (৪৯) পূজাকালে অপান বায়ু পরিত্যাগ। (৫০) ক্রোধ করিয়া শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা। (৫১) শ্মশানে গমন করিয়া (৫২) ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইতে (৫৩) কুসুম্ভশাক (নাটাকরঞ্জ) ও (৫৪) পিণ্যাক অর্থাৎ হিঙ্গু ভক্ষণ করিয়া সেবা করা। (৫৫) তৈলমর্দ্দন করিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ ও সেবা। (৫৬) ভগবৎপ্রতিপাদিত শাস্ত্রে অনাদর করিয়া তৎপ্রতিপাদক অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। (৫৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে তাম্বুল চর্ব্বণ। (৫৮) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পদ্বারা পূজা করা। (৫৯) আসুরিক-কালে ভগবৎপূজা। (৬০) পীঠ অথবা ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা করা। (৬১) স্নানকালে বাম হস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ। (৬২) পর্য্যুষিত অথবা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন। (৬৩) পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ। (৬৪) আমি বড় পূজক,—এই অভিমান। (৬৫) তির্য্যক্‌পুণ্ড্র ধারণ। (৬৬) পাদধৌত না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। (৬৭) অবৈষ্ণব-পাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন। (৬৮) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীমূর্ত্তি পূজা। (৬৯) বিঘ্ন-বিনাশনের পূজা না করিয়া পূজা। (৭০) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা। (৭১) নখস্পৃষ্টজলে শ্রীমূর্ত্তির স্নান। (৭২) ঘর্ম্মাক্ত দেহে পূজা। (৭৩) নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন। (৭৪) ভগবানের নাম দ্বারা শপথ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

তদীয়কে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবৎসেবা কনিষ্ঠাধিকার, আর তদীয় সেবাই মধ্যমাধিকার। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা তদীয়ের সেবা আরও বড়। যদি আমরা—বাহিরের দিকে অর্থাৎ বেষেই 'বৈষ্ণব' হই, তাহা হইলে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও নীচে চলিয়া যাইব। তদীয়ের অবহেলা করিলে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও পতন হইবে। কিন্তু যদি তদীয় বৈষ্ণবের অনুসরণ করি, তাহা হইলেই মধ্যমাধিকারে উন্নতি হইবে।

মহাভাগবতই উত্তম বৈষ্ণব। তাদৃশ বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের কিছুতেই সুবিধা হইবে না। কোটী কোটী জন্ম বেদাধ্যয়নের পর বৈষ্ণব হওয়া যায়। সাধারণ বৈদান্তিকগণ বুঝিতে পারে না যে, কি করিয়া কোটী কোটী বৈদান্তিকের মধ্যে একজন শুদ্ধ বিষ্ণুভক্ত হ'ন। বিষ্ণুভক্তি লাভ হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ঐকান্তিক না হইলে পূর্ণমাত্রায় বিষ্ণুসেবা হয় না। তদীয়-পূজা না হইলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না।

বিষয়-গ্রহণ করার অর্থই আত্মবঞ্চিতা বা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মতা। কৃষ্ণনামগ্রহণের পূর্ব্বেই মন্ত্রগ্রহণ ও মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চার উপাসনাই কৃত্য। অর্চ্চামূর্ত্তির উপাসনা না করিলে সংসার-নাশ হইবে না। কর্ম্মাধীন গৃহব্রত ব্যক্তিগণকে সৎপথের—গুরুভক্তিপথের পথিক করিবার জন্যই অর্চ্চনের ব্যবস্থা। গৃহব্রতগিরি না ছাড়িলে—সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় অর্পণ না করিতে পারিলে কৃষ্ণনাম হয় না। বদ্ধজীবের হরিনাম হয় না। অর্চ্চনের সমাপ্তি না হইলে হরিনাম হয় না। অর্চ্চনাধিকার হইতে ভজনাধিকার আরও উচ্চকথা। শুদ্ধ অর্চ্চনের দ্বারা ক্রমশঃ নাম-ভজনের প্রতি গাঢ় শ্রদ্ধা হয় অর্থাৎ অর্চ্চা-বিগ্রহের সেবা-ফলে হরিনামে রুচি হয়।

যিনি একবারও মনে করেন—'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সেবা করিব, তুমিই একমাত্র আশ্রয়' সেইরূপ ব্যক্তিরই সুবিধা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ তোমার হঙ বলি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তাঁরে করেন পার॥

নিজের শোধিত হৃদয়কে বৃন্দাবন জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করিব, তাহা হইলে আর গৃহব্রতধর্ম্ম থাকিবে না।

অপ্রাকৃত দেহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয় না। 'পরমহংসের আশ্রয় করা' অর্থে—ভক্তিমান্ হওয়া বুঝায়। ভগবদ্ভক্তে সব সুবিধা হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ থাকিলে ভক্তিপথাবলম্বনের ভাণ করিলেও অসুবিধা হইবে। অভাবের রাজ্যে থাকিলে কোনই সুবিধা হইবে না। ভাবের রাজ্যে পৌঁছিতে পারিলে কৃষ্ণসেবানন্দের উৎস প্রবাহিত হইবে।

স্থূলরাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া যখন ভাবরাজ্যের দিকে অগ্রসর হই অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হই, তখন অনর্থনিবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে কৃষ্ণভজন হয়।

সাধুকে সেব্যবস্তু জানিতে হইবে। সাধুর উপর গুরুগিরি করিতে হইবে না। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। গুরু বৈষ্ণবের নিকট unconditional surrender করিতে হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও সুবিধা হইবে না। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বুদ্ধিশক্তি কম আছে, মনে করি অথবা তাঁহাকে মতিচ্ছন্ন মনে করি, তাহা হইলে আমাদেরই মতিচ্ছন্ন হইবে। একমাত্র গুরুসেবকের নিকটই শাস্ত্রার্থ স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

অপ্রাকৃত শব্দের শ্রবণের ফলেই অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধান-স্পৃহার উদয় হয়। হরিকথা শ্রবণের জন্য সময় দিতে হইবে। শ্রীগুরুমুখপদ্মবিনিঃসৃত বাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। গুরুদেবের কৃপা হইলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই। যিনি ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহার সেবা করিলেই সব সুবিধা হইয়া যাইবে। এ সকল কথা মুখে জানিলেই হইবে না, অন্তরের সহিত জানিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ নাম প্রদান করেন। সেই বৈকুণ্ঠ-নামই আমাদিগকে অপ্রাকৃত রাজ্যে লইয়া যায়। বৈকুণ্ঠ-শব্দ হইতে বৈকুণ্ঠশব্দের ভেদ নাই। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র যাহা শ্রীগুরুদেব অনুগত শিষ্যকে প্রদান করেন, তাহার আলোচনা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমার দর্শন হয়। যে কাল পর্য্যন্ত জগতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত হরিনামের মহিমা বুঝা যাইবে না। একমাত্র কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র কৃষ্ণকথাই মূল্যবান্। গোলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষ্ণকথাই সম্বল। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথার কাণাকড়িও মূল্য নাই।

রেঙ্গুণে প্রচার

গত ২২।৬।৪১ তারিখে রেঙ্গুণ ৬৪০ নং ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত রামমোহন সাহা মহাশয়ের ভবনে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবকসহ শ্রীপাদ রেবতীরমণদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় ভক্তিশাস্ত্রী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবলীলারহস্য-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ হরিকথা-শ্রবণ করিয়া আনন্দিত ও বিশেষ উপকৃত হন। প্রতিদিন নানা স্থান হইতে বহু ব্যক্তি শ্রীমঠে সমাগত হইয়া পরিব্রাজকমুখে তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

গত ১৪।৬।৪১ তারিখে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সচ্চিদানন্দ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের আনুগত্যে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন করিয়াছেন।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীগুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, শ্রীগুরুচরণপদ্ম, পঞ্চতত্ত্ব ও বিবিধ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব গ্রন্থ পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবিধ শিক্ষা ও উপদেশাবলী আলোচনা হয়।

অপরাহ্ণে শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীল ঠাকুরের সুবৃহৎ আলেখ্যার্চ্চা বিবিধ সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ও বিচিত্র বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। গৌড়ীয় শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-সংখ্যা হইতে সচ্চিদানন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অলৌকিক অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও গুণাবলী কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় বিবিধ মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
সেবক — [illegible]

শ্রী[illegible] মঠ শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible], নদীয়া
সেবক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রী[illegible] অধিকারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
ভালুকা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক — শ্রী[illegible]

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক — শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

[illegible]মঠ
[illegible]পুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক — শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

[illegible] গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি ঢাকা
সেবক — শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন বি, এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পালাংবিন্দু, দার্জ্জিলিং
সেবক — শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পাটনা
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় [illegible] বেনারস সিটি
সেবক — শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক — শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক — শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক — শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]চৈতন্যমঠ
পুরাণমণ্ডল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক — শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক — শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক — [illegible] [illegible]লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
(শাখা)
পোঃ [illegible], জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক — শ্রী[illegible] দাস বাবাজী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব
সেবক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক — শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক — শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক — শ্রী[illegible]সুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক — শ্রীউপেন্দ্র[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক — শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক — শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক — শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক — শ্রীগৌরা[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক — শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

লালাকুটী
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক — শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক — শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক — শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক — শ্রী[illegible]বিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ [illegible] রোড, উড্ গ্রীন
লণ্ডন এন্ [illegible]
সেবক — কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক — শ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্নৌ, ইউ-পি
সেবক — শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক — শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক — পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক — শ্রী[illegible]ভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক — শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক — শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ রচিত বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) সহায়তায় অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রী . . . ায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাবিদ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বনভোজনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব নৈতিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নরহরি ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা ঐ টীকার সরল ব্যাখ্যা, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ:	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	৩-১৬	১৫-১৬	১৬/৬	১৭-৫৩	২২ ১৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	...	...	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ:	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৫	০-২৫
(বদল) ছাঃ:	.	.	–	৯-৩১	.	.	.	..
কৃষ্ণনগর পৌঃ:	৬ ৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৫৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ:	৭-১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ:	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ:	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ:	১২-৪১
" ছাঃ:	.২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ:	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ:	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ:	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ:	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ:	১৫ ৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ:	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৬	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ:	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৫৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ:	৬-৩১	৭-১০	৮ ৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৮	১৯-২৮	২০ ৪৬
রাণাঘাট পৌঃ:	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ:	...	..			১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ১৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ:	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ:	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ:	১৪-৪৪
ছাঃ:	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ:	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ:	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ:	১৮-৫৯
" ছাঃ:	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ:	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপাত্তনে একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ, সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবনিধান অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনগণের সহিত যে সমস্ত পারমার্থিক কথা হইয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ বর্ষ } ৪ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৮শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই জুলাই ইং ১৯৪১, শনিবার { [illegible] সংখ্যা

স ভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ॥০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ শ্রীধর অবাস্তর ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীভগবান্ আচার্য্য

শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। ইনি হালিসহরবাসী ছিলেন। ইনি স্বয়ং পরমবৈষ্ণব, সুপণ্ডিত, আঢ্য, বৈরাগ্যবান্, শ্রীচৈতন্যচরণে একান্ত ভাবে শরণাগত, অত্যন্ত উদার ও সরল ছিলেন। ইঁহার পিতা শতানন্দ খাঁন যেমন ভয়ানক বিষয়ী ছিলেন, অপর দিকে ইঁহার অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য্য মায়াবাদী ছিলেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্য বাহ্যদৃষ্টিতে খঞ্জ ছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে পাই—"আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে"। ইনি স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার ভুবনমঙ্গল চরিত্রে সাধক জীবের অনেক শিক্ষার বিষয় আছে।

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু অর্থাৎ হরিবিমুখ হইলেও শ্রীভগবান্ আচার্য্য পরম-বৈষ্ণব। সুতরাং বৈষ্ণবতা যে বংশগত ব্যাপার নহে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যবনকুলে আবির্ভূত শ্রীহরিদাস, কুঁইমালীকুলে উদ্ভূত শ্রীঝড়ু ঠাকুর, সুবর্ণবণিককুলে প্রকটিত শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর, পশুকুলে আবির্ভূত শ্রীহনুমানজী, পক্ষিকুলে আবির্ভূত শ্রীগরুড়, দৈত্যকুলে আবির্ভূত শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ ইহারই সাক্ষ্য দিয়াছেন ও দিতেছেন। বৈষ্ণবতা আত্মার ধর্ম। ইহা শৌক্র বিচারে বা পিতৃত্বের মধ্যে অর্থাৎ পিতা হইতে পুত্রে সঞ্চারিত হয় না। চিন্ময় কখনও অচিন্ময় দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হয় না। কুল বা বংশ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার কারণ নহে। পূর্ব্বাদ্রি সূর্য্যোদয়ের কখনও কারণ নহে।

শ্রীভগবান্ আচার্য্য বাহ্যদৃষ্টিতে খঞ্জ ছিলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—যাঁহার দেহ চিদানন্দময় সেই গৌরপার্ষদ শ্রীভগবান আচার্য্যে খঞ্জত্ব প্রভৃতি দোষ কিরূপে থাকিতে পারে? কর্ম্মফলবাধ্য জীবই পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য নানাপ্রকার পীড়া বা বপুগত দোষ লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে। ভগবানের ভক্ত ত' আর কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া জগতে আসেন না। তবে তাঁহার ঐরূপ বপুগত দোষ উপস্থিত হইল কেন? পাছে অভক্ত-সম্প্রদায় ভক্তের বপুগতদোষ প্রাকৃত ভোগময়ী দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া সাধুকে অসাধু বুদ্ধি করে, অথবা পাছে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-ক্রমে তাঁহাদিগকে নিজের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করে এবং প্রকৃত ভক্তের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়, তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তের দ্বারা এই লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও অসুরমোহন ও ভক্তাবিষ্কার জন্য সর্ব্বকারণকারণ ও সর্ব্বেশ্বর হইয়াও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, নিদ্রা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার যাহা জীবে পরিলক্ষিত হয়, তাহা অঙ্গীকার করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

> দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
> ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
> গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
> র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

এই জগতে অবস্থিত ভক্তদেহের নীচত্ব, কর্কশতা, আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ, অথবা কদর্য্য বর্ণ, পীড়া ও কুৎসিত প্রভৃতি বপুর্দোষ কখনও প্রাকৃতদৃষ্টিতে দেখিতে নাই। যেমন নীরধর্ম্মরূপ প্রাকৃত বুদ্বুদ, ফেন, পঙ্ক ও নালীর আবর্জনা দ্বারা ব্রহ্মদ্রব অর্থাৎ অপ্রাকৃত কদাপি পরিত্যাগ করেন না বা ঐরূপ ব্রহ্মদ্রবময়ী গঙ্গার মহিমা খর্ব্ব হয় না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপাত্মক বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অস্থায়ী বিকার বা জন্মদোষের দ্বারা পারমার্থিক দূষিত হন না। শ্রীগঙ্গাজল যেরূপ নিত্যপবিত্র অপ্রাকৃত বস্তু, উহাতে ফেনাদি দৃষ্ট হইলেও যেমন উহা কখনও অপবিত্র হয় না, পরন্তু বিশ্বকে পবিত্র করিয়া থাকে, তদ্রূপ বৈষ্ণবও নিত্য পবিত্র এবং তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। সেই বৈষ্ণবদর্শনে আত্মা পবিত্র হইয়া থাকে। অভক্ত দৃষ্টি সেই অপ্রাকৃত বস্তুতে [illegible] দোষ দর্শন করে, তাহা বস্তুর [illegible] দোষ, পরন্তু [illegible] কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। [illegible] যাঁহারা প্রাকৃতদৃষ্টিতে শুদ্ধবৈষ্ণবে কোন দোষ দর্শন করেন তাঁহারা [illegible] কালে [illegible] হইবেন।

দ্বাদশ আলোয়ারের অন্যতম শ্রীশঠকোপ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত মহাত্মা শ্রীযামুনমুনি শ্রীশঠকোপকে এই ভাবে নমস্কার করিয়াছেন;—

> মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
> সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
> আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং
> শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

[illegible] প্রথম আচার্য্য শ্রীশঠকোপ [illegible] পাদপদ্মকে [illegible] প্রণাম করিয়াছি। অতএব [illegible] শ্রী [illegible] ঐশ্বর্য্য [illegible] ঐ [illegible] শ্রীপাদপদ্ম।

শ্রীশঠকোপমুনি [illegible] জন্ম [illegible]। ইঁহার [illegible] নাম কারী এবং মাতার নাম [illegible]। ইঁন [illegible] করিতেন। [illegible] প্রভৃতি [illegible] শিষ্যপরম্পরাক্রমে [illegible] আবির্ভূত [illegible] মধুরকবি [illegible] নাম রাখেন 'মারন্' [?]। তাঁহারা [illegible] [illegible] কলা, মারান বা পরাঙ্কুশ বলা হয়। [illegible] শ্রীযামুনমুনি [illegible] নিজ [illegible] পূর্ব্বের [illegible] উপলক্ষ [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] শ্রীশঠকোপের আর এক নাম বকুলাভরণ। [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ব্রাহ্মণের গুরু। শুধু ব্রাহ্মণই বা বলি কেন, নারায়ণপার্ষদ শ্রীশঙ্করাদি দেবতাগণেরও পূজ্য।

শ্রীযামুনাচার্য্যও বলিয়াছেন—

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেম্বস্ত্বপি
কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি মে জন্ম
চতুর্মুখাত্মনা॥

হে ভগবন্, আপনার এক বৈষ্ণবের গৃহে আমার কীটজন্মও লাভ, কিন্তু অবৈষ্ণবের গৃহে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-শরীরেও অবস্থান করিতে আমি ইচ্ছা করি না।

শ্রীরামানুজাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবানাং ভজন্নাম নিন্দাপয়ানি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তান্যপকারাণি জানন্নো ন
বদেৎ ক্বচিৎ।
তেষাং দোষান্ বিহায়াশু গুণা এব
প্রকীর্ত্তয়েৎ॥

(লোকানাম ও কোমলশ্রদ্ধ লোকের হিতের জন্য) বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিন্দা ও আদিম পাপাদি জানা থাকিলেও দম্ভ করিয়া নিন্দার উদ্দেশে কখনও লোকের নিকট সে সকল কথা বলিবে না। বৈষ্ণবের আপাত-প্রতীয়মান দোষগুলি পরিত্যাগ করিয়া গুণাবলী কীর্ত্তন করিবে।

দাম্ভিক কখনও বৈষ্ণব-দর্শন করিতে পারে না। সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার - এই তিন প্রকার অহঙ্কার। প্রাকৃত অভিমানই দম্ভ বা অহঙ্কার। পুরুষাভিমান বা কর্তৃত্বাভিমানই প্রাকৃত অভিমান। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের দাস অভিমানই অপ্রাকৃত অভিমান বা শুদ্ধ-অভিমান। চেতনের একটা না একটা অভিমান থাকিবেই। অপ্রাকৃত অভিমান না আসিলে প্রাকৃত অভিমান কি করিয়া যাইবে? কৃষ্ণকার্ষ্ণের প্রতি অনাদর বা অবিচারই অপরাধ। আপনজ্ঞানে আন্তরিকতার সহিত মনোযোগসহকারে সেবা করিতে করিতেই সেবকাভিমানরূপ অপ্রাকৃত অভিমান প্রবল হয়। তাহা না হইলে ভগবৎসেবা হয় না। ভোক্তার ভোগ্যের প্রতি এবং ভোগ্য বা সেবকের ভোক্তা বা সেব্যের প্রতি মমতা হয়। মমতার সঙ্গেই তন্ময়তা আসে। কিন্তু তন্ময়, ঐকান্তিক বা শরণাগত সাধুকে যদি আমার মত দেখি, তাহা হইলে ভগবৎসেবা বা অসচ্চেষ্টা আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া আমাদিগকে জন্ম-জন্মান্তর নিষ্পেষিত করিবে।

শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীগৌরপার্ষদ। সুতরাং তিনি নিন্দার ও নিন্দক। কোনপ্রকার দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। লোকশিক্ষার্থ তিনি যাহাও একটী লীলা করিয়াছিলেন তাহা এই - শ্রীভগবান্ আচার্য্যের অনুজ একজন মায়াবাদী ছিলেন। একদা আচার্য্যের অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে মায়াবাদী গুরুর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে শ্রীভগবান্ আচার্য্যের সন্নিধানে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীভগবান্ আচার্য্য অনুজকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য যেন বিশেষ ব্যগ্র হইয়া মহাপ্রভুর নিকট লইয়া যান। মহাপ্রভু কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদীকে দেখিয়া অন্তরে সুখী হইতে পারিলেন না। পরন্তু শ্রীভগবান্ আচার্য্যের সম্বন্ধে প্রীতির আভাস মাত্র প্রদর্শন করিলেন।

আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা॥
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস।
(চৈঃ চঃ)

আর একদিন শ্রীভগবান্ আচার্য্য গৌড়ীয়ের সম্রাট্ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন,—

বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আইসাছে এথানে।
সবে মেলি' আইস শুনি 'ভাষ্য' ইহার স্থানে॥

শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু ভগবান্ আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের প্রতি প্রেমক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর'
মানে॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁ'র॥

শ্রীভগবান্ আচার্য্য স্বীয় কৃষ্ণনিষ্ঠার শ্লাঘা জানাইয়া শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুকে জানাইলেন,—

আচার্য্য কহে,—আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥

কিন্তু শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু শুদ্ধভক্তের হৃদয়-বিদারক মায়াবাদের অর্থ নিরূপণ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন,—

স্বরূপ কহে,—তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিৎ ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা' এই মাত্র শুনে॥
জীবাজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ॥

শ্রীল স্বরূপের এই কথা শুনিয়া শ্রীভগবান্ আচার্য্য যেন লজ্জা ও ভয়ে মিয়মাণ হইলেন এবং তাঁহার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি অন্য একদিন গোপালকে দেশে পাঠাইলেন।

ভক্তের প্রত্যেক লীলার মধ্যে যেন আমরা শিক্ষাটী গ্রহণ করি, নতুবা অপরাধফলে সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা অনেক সময় হরিভজন করিতে আসিয়াও পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিতে পারি না। কেহ বা পিতা, কেহ বা ছোট ভাই, কেহ বা স্ত্রী পুত্র-আত্মীয়-স্বজন, কেহ বা পাড়া-পড়শী বা পূর্ব্বসঙ্গীকে 'আমি যে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি, সেই ধর্ম্মপথে তাঁহারাও আসুক' এইরূপ শুভানুধ্যানের নাম করিয়া তাঁহাদের প্রতি পূর্ব্বাসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি। এইরূপ সঙ্কল্প উত্তম হইলেও কোমলশ্রদ্ধের ইহাতে অনেক সময়ই অসুবিধা হয়, এমন কি, ভজনরাজ্য হইতে বিচ্যুতিও ঘটিয়া থাকে। নিজে দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত না হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী বা আত্মীয়স্বজনকে আমার পথের পথিক করিতে গিয়া, আমি যতটুকু ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলাম সেইটুকু হইতেও সরিয়া পড়ি। অপরিপক্কাবস্থায় অপরের মঙ্গল করিতে গিয়া অপরের মঙ্গল করা দূরে থাকুক, নিজেই অমঙ্গলে পতিত হই। তাই গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের পূর্ব্বসঙ্গিগণের বহির্ম্মুখতা বা ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টা দেখিয়া বাহ্যে প্রীত্যাভাস প্রদর্শন করিলেও অন্তরে উল্লসিত হন না, কারণ তাঁহারা অন্তর্যামী। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, এই সকল আত্মীয়স্বজন-নামধারী ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণ করিতে আসেন নাই, পরন্তু তাঁহাদের যে আত্মীয়স্বজনটী হরিসেবোন্মুখ হইয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাকে সেবা হইতে বিচ্যুত করাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। গুরুবৈষ্ণব আমাদের স্বজনাখ্য দস্যুগণের প্রবৃত্তি বুঝিয়া আমাদিগকে সেই বহির্ম্মুখসঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। ইহাই তাঁহাদের পরমকৃপা। মায়াক্রান্ত হইয়া আমরা অনেক সময় এইরূপ প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুবৈষ্ণবকে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতিকূল কার্য্য করিতে দেখিয়া অন্তরে অসন্তুষ্ট হইলেও তাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই যত্নবান্ থাকেন।

গুরু ও বৈষ্ণব নিত্যকাল অদ্বয়জ্ঞানের আলিঙ্গিতবিগ্রহ। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের কথাই শ্রুতি বা বেদ। তাঁহাদের কথা অজ্ঞান জীব শ্রবণ করিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। অপরের পরামর্শ শ্রবণ করিবার তাঁহাদের আবশ্যকতা নাই। বেদান্তবেদ্য পুরুষ যাঁহার করতলগত, সেই জগদ্গুরু আচার্য্য বা বৈষ্ণবগণের জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব আছে বা তাঁহাদের কাহারও কোন বাক্য, উপদেশ, মতামত বা মন্তব্য শুনিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে—এইরূপ বুদ্ধি যেন ভক্তিপথের পথিকগণের কখনও উদিত না হয়, তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা ঐরূপ লীলা-প্রকাশ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত, গোপ অবতার।
স্বরূপ গোসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ॥
ঘরে ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন॥
তাঁর পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খাঁন।
বিষয়-বিমুখ আচার্য্য—বৈরাগ্যপ্রধান॥

এই শ্রীভগবান্ আচার্য্যই তাঁহার গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজনার্থ ছোট হরিদাসকে শ্রীমাধবীদেবীর নিকট তণ্ডুল আনয়নের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সঙ্গ

(শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ)

বিষ্ণুর জনই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবই কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর বিলাস। এক অদ্বয়জ্ঞানবস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং বিষয়বিগ্রহরূপে সেব্য, আর আশ্রয়বিগ্রহরূপে সেবক। কৃষ্ণ শক্তিমান্, আর বৈষ্ণব তাঁহার শক্তি। কৃষ্ণের যত লীলাবিলাস, সকলই বৈষ্ণবকে লইয়া। কৃষ্ণ আনন্দময় হইয়াও হ্লাদিনীর অনুগত ভক্তের ভক্তিরসের চিরাকাঙ্ক্ষী। ভক্তের সেবা কৃষ্ণকে নব-নব-ভাবে সুখের সাগরে নিমজ্জিত করে। ভক্ত কৃষ্ণ ব্যতীত কিছুই জানেন না আর কৃষ্ণও ভক্ত ব্যতীত কিছু জানেন না। এজন্যই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।" "আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়। সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥" (চৈঃ ভাঃ আ ১৮) বৈষ্ণব কৃষ্ণের হৃদয়ের ধন। বৈষ্ণবকে কৃষ্ণ মস্তকে রাখেন। ভগবান্ নিজে বলেন—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥" বৈষ্ণবই সাধু। কারণ, বৈষ্ণবই কৃষ্ণপাদপদ্মে নির্ব্যলীক হইয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত। কৃষ্ণৈকশরণাগতিই সাধুর লক্ষণ। অভক্ত কখনই বৈষ্ণব বা সাধু নহে। অভক্ত অসতের বা মায়ার আশ্রিত, আর ভক্ত একমাত্র সৎস্বরূপ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির আশ্রিত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী—সকলেই অভক্ত সুতরাং অসাধু। অভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের প্রতি মৎসর বলিয়া অসাধু। নির্ম্মৎসর সাধুগণ যে নিরীশ্বর জ্ঞান-কর্ম্মাদির গর্হণ করেন, তাহা জীবে দয়ারই পরিচয়। নতুবা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ-প্রচার দ্বারা উদারম্মন্য বঞ্চকগণ মৎসরতাবশতঃ আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনা করিয়া জগতের অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করে। বৈষ্ণব স্বয়ং-প্রকাশবস্তু, তাঁহাকে লোকমনোরঞ্জন করিয়া জগতের মতানুসারে 'বড়' হইতে হয় না। বৈষ্ণব পূর্ণতম ভগবানের সেবক বলিয়া তাঁহার আসন নিত্যকাল অতি উচ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব অকিঞ্চন বা নিষ্কাম, আর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলেই সকিঞ্চন বা সকাম। বৈষ্ণবই সার-

গ্রাহী, যেহেতু তিনি কৃষ্ণপ্রেমিক। বৈষ্ণব নিখিল বিশ্বের সম্পদ, ভূষণ ও গৌরব। যে স্থানে বৈষ্ণব, সেস্থানেই মহাতীর্থ—সেস্থানেই বৃন্দাবন। বৈষ্ণবের হৃদয় গোবিন্দের বিশ্রামস্থল। বৈষ্ণবই প্রকৃষ্ট পণ্ডিত, কারণ, তিনি দেহাত্মবুদ্ধিরহিত এবং বন্ধমোক্ষবিৎ। বৈষ্ণব কৃষ্ণের সর্বগুণেই বিভূষিত। শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

সর্ব মহা গুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নিদোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৭৮-৭৭)

বৈষ্ণবঠাকুর পতিতপাবন, কৃপাসমুদ্র, সেবকবৎসল ও আশ্রিতের সর্বাভীষ্টপ্রদাতা। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর সর্বাবতারের আকর ও স্বয়ং অবতারী হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্বক স্বভক্তিরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। প্রেমাবতারবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর অনন্ত পাতকী জনকে উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি স্বীয় এবন সম্প্রদায়ের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেবাবিগ্রহ বৈষ্ণবাধিরাজরূপে পতিতপাবনশিরোমণির লীলা করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে জগাই-মাধাই এবং সর্বস্ব মূর্খ, নীচ, পতিতকে পর্যন্ত কৃষ্ণনাম-প্রেম প্রদান করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুর পতিতপাবন নামাচার্যরূপে পতিতা বেশ্যাকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর জগতের নিখিল লোকের পাপভার লইয়া সর্বজীবের ভবরোগ দূর করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন জানাইয়াছিলেন। মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত জনগণ তদপেক্ষা অধিক দয়া বিতরণ করিয়া মহামহাবদান্য নামে পরিচিত হইয়াছেন। বর্তমান যুগে প্রভুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর মহাবদান্যতা প্রকাশপূর্বক জগতে অনন্দ দয়া বিতরণকার্য, আপামর নর নারী ও মহাপ্রসাদ বিতরণকার্য কে না অবগত আছেন? বর্তমানযুগের এই আচার্যগণের জগজ্জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণাময় দয়ার কথা মাদৃশ নরাধম আর কি বলিবে? যিনি যে পরিমাণে নিষ্কপট ও শরণাগত হইয়াছেন, তিনিই সেই পরিমাণে তাঁহাদের কৃপা বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই সকল নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণের, এমন কি তাঁহাদের নিষ্কপট দাসানুদাসগণের সঙ্গ যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনিই চৈতন্যচরণকমলে উন্মত্ত হইয়াছেন। বর্তমান যুগে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদধারা ব্যতীত কুত্রাপি বৈষ্ণবসঙ্গ লভ্য নহে। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্যপাদপদ্ম "প্রেম-প্রচারণ ও পাষণ্ডদলন" লীলার নিত্যই ঐ ধারার নিত্যানন্দ পতিতপাবনী লীলা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীশুদ্ধ বৈষ্ণব-ভগবান্ নিত্যকাল এই জগতে বিচরণ করেন। তাঁহারা স্ব-প্রকাশ বস্তু। দুর্ভাগা ও অপরাধী জীব ব্যতীত যে কোন নিষ্কপট ব্যক্তিমাত্রই অর্থাৎ সাধুবা ক্রমমাত্রই তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা লাভ করিয়া থাকেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য" এই ন্যায়ানুসারে যাহার যেপ্রকার স্বভাব ও অভিলাষ সে সেই প্রকার সঙ্গ ও ফল লাভ করিয়া থাকে। সুখী, কর্মী, জ্ঞানী অন্যাভিলাষী যেরূপ উত্তম মধ্যম করিয়া একান্ত ভ্রমণ করে, ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিও সেইরূপ ভক্তের সম্বন্ধলাভ করিয়া অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিচরণ করেন। শাস্ত্রে ত্রিবিধ বৈষ্ণবের তারতম্য নিরূপিত আছে। কিন্তু স্ব স্ব অধিকারানুসারেই বৈষ্ণবের দর্শন ও সঙ্গ লাভ হয়। নিজ অধিকারের উন্নতি, দিব্যজ্ঞান ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা হইলেই বৈষ্ণবপাদপদ্মেরও যথা দর্শন হয়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—ত্রিবিধ বৈষ্ণবের লক্ষণ যাহা স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়া গেন, তাহা এই,—

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥
(চৈঃ চঃ ম ২২ ৬৪-৬৭)

মধ্যমাধিকার হইতেই বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবা-লাভ হয়। কারণ, কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনেন না। তাঁহার শ্রদ্ধা কোমলা বা প্রাকৃতী। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের দুরাচার পরিহার করত অপ্রাকৃত বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি কেবল অর্চায় সেবায় অভিনিবিষ্ট না হইয়া অন্তর্যামীর সেবায় রতিবিশিষ্ট হন। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারের কালে মনোধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে যথার্থ রাখেন, শ্রৌতবাণীর অনুসরণ করেন এবং অন্তর্যামীর অকপট নির্দেশ পালন করেন। আবার, এ মধ্যমাধিকারী হইতে কনিষ্ঠের কাছে, মধ্যম ও উত্তম—সকলেই শ্রেষ্ঠ, কারণ মধ্যম অধম, মাৎসর্য ও প্রতিষ্ঠা থাকে না। কনিষ্ঠাধিকারী যখন হইতেও উত্তম-মধ্যম নাই জানেন, বৈষ্ণবসেবা না করেন, তিনি কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অর্চাবিগ্রহে বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া শ্রীবিগ্রহে [illegible] করেন। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবাপরাধী না হন। কিন্তু, বৈষ্ণবাপরাধী যে কোন আশ্রমে থাকুন না কেন, সে পতিত। কনিষ্ঠ যদি মধ্যমাধিকারীর শ্রীবিগ্রহের অর্চন করা এবং মধ্যমাধিকারী যদি উত্তমাধিকারীর শ্রীবিগ্রহের অর্চন না করেন তবে তাঁহাদের পতন হয়।

ছয়প্রকার বৈষ্ণবের সঙ্গ হয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃতে' বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং
প্রীতিলক্ষণম্॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত শ্লোকের পদ্যানুবাদে গাহিয়াছেন,—

হরি হে!
দান প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্ত কথা,
ভক্ষণ, ভোজন দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ॥
তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ সব করি।
ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি॥
কৃষ্ণভক্ত জন, এ সঙ্গ-লক্ষণ,
আদরে করিবে সবে।
ভক্তি মহাদেবী, আমার হৃদয়
আসনে বসিবে তবে॥
(শরণাগতি)

ত্রিবিধ বৈষ্ণবের প্রতি আচরণ-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুন॥
যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিবে যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইবে তবে॥
(কল্যাণকল্পতরু)

বৈষ্ণবের পরইহকাল-ফলে [illegible] যে রূপ দ্রুত অনর্থনিবৃত্তি ও চিৎপরিপুষ্টি লাভ হয়, অন্য কোন সাধন দ্বারা সেরূপ হয় না। এইজন্যই ধন্যবাদ তাহার উক্ত [illegible] শ্রীল নারদ নরোত্তম বলিয়াছেন,—"[illegible] মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, [illegible] কৃষ্ণপদসঙ্গ।" শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

[illegible] থাকে, [illegible]। তাঁহার [illegible], তাহার [illegible] হয় [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] কারণ অনুসন্ধান [illegible] মধুর চরণে [illegible] ইহার [illegible] কাহারও [illegible] আমাদের [illegible] বস্তুতঃ [illegible]। আমরা [illegible],— "[illegible]" [illegible] আমরা [illegible] জন্য [illegible] তবিষয়ে [illegible] হইবে? [illegible] পুরু- [illegible] হইবে [illegible]। "[illegible] বৈষ্ণব- [illegible] তৎপ্রতি [illegible], আমি [illegible] [illegible] হইবে [illegible] দর্শন হয় [illegible] [illegible] এই [illegible] করিয়া ধন্য করিবেন। [illegible] — [illegible] [illegible] ॥

পঞ্চসংস্কার

আমরা শাস্ত্রে তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার দ্বারা দীক্ষিত ভক্তগণের কথা [illegible]। [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] নামে [illegible] হরিনামের অর্থ [illegible] আশ্রয় [illegible] অন্তরায়, [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] নামের উদ্দেশ্য [illegible] মাত্র। [illegible] ধারণ করা উচিত।

সত্য। জীব [illegible] পরীক্ষা সময়ে [illegible] প্রাপ্ত হয়। [illegible] পূর্ণ হইলে [illegible] বিষ্ণু [illegible] দ্বারা [illegible] থাকা কাল [illegible] বিধান করেন। [illegible] আছে "[illegible], তিনি [illegible] প্রাপ্ত হন।" [illegible] দ্বারাদের [illegible] যায়। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ [illegible] চন্দনাদি [illegible] হরিনাম [illegible] করিয়াছেন।

হরিদাস [illegible] নাম [illegible] বলা হয়। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] করিয়া [illegible] শিষ্যকে [illegible] সমুদ্র [illegible] করেন। [illegible] পঞ্চসংস্কারের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো

যাগশ্চ পঞ্চমঃ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ এই পাঁচটিকে পঞ্চসংস্কার বলে। এই পঞ্চসংস্কার অর্চনমার্গীয় [illegible] বিশ্বাসে মহাত্মা [illegible] দের হেতু। [illegible] উপদেশে পাই—দীক্ষিত ব্যক্তির [illegible] দ্বাদশাঙ্গে [illegible] নাম, মন্ত্র [illegible] যাগ অর্থাৎ [illegible] অধিকার—[illegible] শাস্ত্র ও পূর্বাচার্য্যগণ [illegible] বিধি [illegible] প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible] ও গোস্বামিপাদগণও [illegible] প্রচার করিয়াছেন। পারমার্থিক [illegible] সংস্কারক [illegible] ও [illegible] স্বরূপ।

[illegible] উদয় [illegible] সম্বন্ধ [illegible] দ্বারা [illegible]

[illegible] ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীননাথ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এরূপ অনুতপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ দীক্ষাদানের অধিকারী নহেন, ইহা [illegible] জন্য শ্রীগুরুদেব [illegible] পরীক্ষা করেন। [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] শিষ্যের দেহ অঙ্কিত করিতে [illegible] দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে [illegible] প্রদান করিবেন। অনুতাপকারী [illegible] জ্ঞান দ্বারা অনুতাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে [illegible] দান [illegible] এই সময়ে শিষ্যের [illegible] তাহাকে একটি [illegible] নাম দেওয়া উচিত। [illegible] মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের [illegible] শিষ্যকে সম্বন্ধ-শিক্ষা করাইবেন। সংসার সম্বন্ধযুক্ত জীবকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে [illegible] করাইবার জন্য শালগ্রাম-প্রভৃতি [illegible] পঞ্চসংস্কার। পঞ্চম [illegible] দ্বিবিধ—[illegible] ও চরম। [illegible] পঞ্চ [illegible] শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সরল উপদেশ দিয়াছেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা

না কহিবে।

ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥

অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।

[illegible] মানসে করিবে॥

[illegible] প্রথম দুই পংক্তিতে [illegible] উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে [illegible] ও [illegible] উপদেশ। অমানি মানদভাবে কৃষ্ণনামগ্রহণই [illegible] [illegible] এই [illegible]

বৈষ্ণব ত্রিবিধ—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। [illegible] মধ্যম ও [illegible] উত্তম [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রী [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] করিয়াছেন,—"[illegible] ভাগবতঃ প্রিয় [illegible] ত্রিবিধ [illegible]

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।

অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

মধ্যমস্তু—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।

অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তত্র কনিষ্ঠস্তু—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।

তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥

ভাগবতমতে মানসদিগের মহাভাগবত-লক্ষণ (ভাঃ ১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

অথ মানসী শুবিশেষণ মধ্যমভাগবত-লক্ষণ (ভাঃ ১১।২।৪৬)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

অথ ভগবদর্চ্চাচরণরূপেণ কনিষ্ঠ-লক্ষণ (ভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

[illegible] বিবর্জ্জিতে।

কীর্ত্তনীয় হরি [illegible]॥

যেন [illegible] পূর্ব্বং [illegible] সমর্চ্চিত।

তস্মৈ হরিনামানি সদা [illegible]॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-উপদেশ

সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য—ত্রিপ্রকার, যে ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। [illegible] মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত।

শিষ্য গুরুদেবকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরুদেব শিষ্যের ও [illegible] মঙ্গল-কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু বৈষ্ণবের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু বৈষ্ণবের পদ আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ সম্প্রদায় লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না।

প্রায়শ্চিত্ত ত্রিপ্রকার—অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। কৃষ্ণানুস্মরণ কার্য্যই ভক্তি প্রায়শ্চিত্ত, অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনুতাপকার্য্য দ্বারা জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তক্রমে পাপ ও পাপবাসনাৎ [illegible] বাসনার নাশ হয়। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত [illegible] নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ [illegible] কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু পাপবীজ বাসনা, পাপ ও তদ্বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে। অভিজ্ঞগণ বিচারের দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে [illegible] কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু পাপের মূল যে পাপবাসনা, তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়, কিন্তু পাপবীজ যে ঈশবিমুখতা, তাহা কেবল হরিস্মৃতি দ্বারাই দূরীভূত হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহমহোৎসব

[illegible] মঙ্গলবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকট-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

[illegible] মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অপরাহ্নে মঠবাসী ভক্তগণ গুরুবর্গের বাণী আলোচনা করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর কৃপাভিক্ষা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা আলোচনামুখে শ্রীসনাতনের ধর্ম্মাত্মক বৈরাগ্য, [illegible] প্রতি দয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি [illegible] অনুরাগ ও সহজ দৈন্যের কথা প্রায় [illegible] ঘটিকাকাল কীর্ত্তন করিয়া ভক্তবর্গের প্রীতি [illegible] করেন। পাঠের পর মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

ঐ দিবস শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ সংকীর্ত্তনমুখে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহই প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রে শ্রীচৈতন্যভাগবত, গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীশিক্ষাষ্টক প্রভৃতি নিয়মিতভাবে আলোচিত হইতেছে।

[illegible] ভক্তগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানেও শ্রীহরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রী... দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী...দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—... ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রী... ব্রহ্মচারী

অমুকুল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী...দাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউভারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর নদীয়া
সেবক—শ্রী...দাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী...নন্দ ...

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী...নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী... বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রী দামোদর দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রী... মাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রী... গোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী... দাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রী... ...লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

সঙ্কেত বিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—... দাস

গোপী... মঠ
...
পোঃ ... (...)
সেবক—শ্রী...

...গৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ ... কর্ণাল, (...)
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রী... ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রী... দাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেটা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ... গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী... দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিক্ষুক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিক্ষুক)
পুরী
সেবক—শ্রী... নাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, ...
সেবক—...

ভক্তিকুটী
...
সেবক—...

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ ..., বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
..., পোঃ ... (মানভূম)
সেবক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
সেবক—শ্রী... ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ... রোড, ... লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী ... দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সেবক শ্রী... ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
... দয়াল বিল্ডিং
... রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—... ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী... দাস অধিকারী

...গৌড়ীয়মঠ অফিস
... (গঞ্জাম)
সেবক—... দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
... শ্রীরাধাগোবিন্দ ...
... নৈমিষারণ্য,
... (...)
সেবক—...
... ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক ... অধিকারী
...
সেবক—... অধিকারী
...ওয়ার্কস্
...
... ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী...
শ্রীনন্দকিশোর ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব [illegible] ও প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য প্রভু শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible]-বৈভব চার্য্য, এম এ মহোদয়ের [illegible] গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। ইহা বিরাট [illegible] [illegible] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার সমস্ত আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে [illegible] পত্রা বাদী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষদিকে [illegible] [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

[illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে [illegible] শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বপ্রদীপিকা' টীকা [illegible] [illegible] মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ [illegible] ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা [illegible] ভূমিকা ও সূচীপত্র [illegible] নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ব্রজবাসী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম-এ, বি-এল,

পুরানা পল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ [illegible] এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণ [illegible] বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, হকিমী,

[illegible] প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা

উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল [illegible]

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

[illegible] ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) [illegible]

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲ সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড —৷৵০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড —৷৵০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৷৵০ , ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড - ৷৵০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০

১৪। [illegible]-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। বাদশ আলবার ॥০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০

২৭। দুর্গমসঙ্গমনী [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমামৃত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৷৵০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০

৩১ গানপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৶০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৵০

৪১। গীতাবলী ৶০

৪২। শ্রী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৶০

৪৬। অর্থপঞ্চক ৶০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৶০

৪৯। অর্চ্চনকণ /০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০

৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০

৬০। সাধারণী /০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যোপনিষৎসারঃ ।০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিরুদ্ধঃ ।০

৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্থ পত্রচয়ঃ /০

৬৯। সাধনপ্রদীপম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০

৭২ নামভজন /০

৭৩। বেদান্ত—টস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ॥০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০

৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। [illegible] ও প্রিন্সিপাল এণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৵০

৮৫। সাধনপথ ১০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৶০

৮৭। গীতাবলী ৶০

শরণাগতি /০

৮৯। প্রার্থনাবাণী ।৵০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষান্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণাপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ তিনি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিখিলগৌড়ীয়প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যাবে। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণ যত পুস্তক রচনা করিয়াছেন সেই সমস্ত এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহা পাঠ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আরও অধিক শ্রদ্ধা লাভ করিবেন। ভিক্ষা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর

(জেলা) নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার — অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ ৪ ০৬ ৬ ১১ ৭ ১৪ ৯-১৮ ১৫ ১০ ১৬-৩৬ ১৭-৫০ ২২ ২৬

দমদম ৪ ৫৬ ৬ ২৭ ৭ ২৮ ১১-৯ ১৮ ৫ ২২ ৪৬

রাণাঘাট পৌঃ ৬ ২ ৭ ৫৮ ৯ ১৮ ১৪ ৫০ ১৬ ৪৮ ১৮-০১ ১৯-৩১ ০-৫৫

(বদল) ছাঃ ৯-৩১

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৯ ১১ ৮ ৪০ ১০ ০ ১৫ ৮ ১৭-৩১ ১৯ ২৫ ২০ ২০ ১ ১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ ৭ ১০ ১০-৬ ১৫ ৫০ ১৭-৫০ ২০-৩০

মহেশগঞ্জ " ৭ ৪৫ ১০ ৫১ ১০-২৫ ১৮ ১৫ ২১-৫

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১০ ৫৯ ১৫ ২১ ১৮ ২৩ ২১ ১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬

দমদম " ১১-১৮

রাণাঘাট পৌঃ ১২ ৪১

" ছাঃ ১২ ৪৫

শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ২৭

(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০

মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫ ২৫

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন — শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৬-১৪ ৯-১১ ১৬ ৩ ১৬ ৩১ ১৮ ৩৮

মহেশগঞ্জ " ৬ ২৩ ৯-২১ ১৬-১২ ১৬-৬০ ১৮-৪৭

কৃষ্ণনগর " ৬-৫৭ ৯-৫৫ ১৬ ৬৬ ১৭ ১১ ১৯ ২১

(বদল) ছাঃ ৩১ ৭ ১০ ৮ ৫১ ১১ ১৬ ১৫-৪ ১৬ ৫৬ ১৯-২৮ ২০ ৪৬

রাণাঘাট পৌঃ ৪ ১০ ৭-৪৯ ৯-২৫ ১২ ০ ১৫ ৪৫ ১৭-১০ ২০-৩ ২১ ১৯

(বদল) ছাঃ ১৫-১৬ ১৭ ৪২

দমদম ১০ ৪ ১৭ ৩৬ ১৯-৯ ২১ ২৬ ২২-৫৮

কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-১৬ ১৩ ৫০ ১৭-৪৬ ১৯ ২৬ ২১ ৪০ ২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১

মহেশগঞ্জ " ১৬ ১০

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৯৯

ছাঃ ১৫ ৩১

শান্তিপুর পৌঃ ১৫-২৭

(বদল) ছাঃ ১৮-৩১

রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫১

" ছাঃ ১৯-২০

কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি.এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতার্ক বি, এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরশিখামণি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মূর্ত্তবিগ্রহ, পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে সমাগত নানাদেশীয় প্রশ্নকারীগণের সন্দেহসমূহের নিরসনকল্পে পণ্ডিত ও সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের সহিত যে সকল আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার সুষ্ঠুভাবে নিবদ্ধ অমূল্য সত্যসমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বরেণ্য-সিদ্ধান্তসমূহ ও তদনুকূল সিদ্ধান্তগণের অমূল্য গৌরকৃষ্ণস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তপুষ্ট অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৮৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১এ১৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রশমিত, জীর্ণ জ্বর, জ্বরীকা, প্লীহা পল্লীবাসীর প্রাণস্বরূপ একমাত্র বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি? ছোট বোতল ৷৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারি স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;

বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd. No. C. 1544

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য [illegible] গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী স্তবরত্নমালা
[illegible] গ্রন্থ [illegible] ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible]
প্রাপ্তিস্থান—
[illegible] মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৭ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩১শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৫ই জুলাই ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { [illegible] ১০৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীঅর্চ্চাবতার

শ্রীভগবান্ পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পাঁচরূপে প্রকাশিত। পরমেশ্বরের যে পঞ্চপ্রকার পরস্বরূপ আছে, তন্মধ্যে অর্চ্চাবতারই পঞ্চমস্বরূপ। ভগবানের যে পাঁচপ্রকার প্রাকট্য আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ভক্ত বা সেবকগণের সহিত আদান-প্রদানের ভাব আছে। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—ইঁহারা সকলেই প্রভুতত্ত্ব। অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—নিত্য বাস্তববস্তু হইতে অভিন্ন, দর্শনের প্রকার ভেদমাত্র। ঈশ্বরের সহিত তদধীন সেবক আছেন। ব্যূহতত্ত্বের তদধীন সেবক আছেন, বৈভবগণের তদধীন সেবক আছেন, অন্তর্যামী তদধীন লোকগণের সহিত বিরাজিত এবং শ্রীঅর্চ্চারও সেবক আছেন। শ্রীঅর্চ্চা জড় নহেন। শ্রীঅর্চ্চা—অবতার। পরতত্ত্বাভিমুখে অভিযানের পথে প্রথমে শ্রীঅর্চ্চাই আমাদিগকে সাহায্য করেন। শ্রীঅর্চ্চা পরতত্ত্বের অনুকৃতি নহেন, শ্রীঅর্চ্চা সাক্ষাৎ ভগবান্। ঈশ্বরের অর্চ্চাবিগ্রহ আমাদের উপাস্য। ভূতশুদ্ধি না হইলে এই অর্চ্চাবিগ্রহের সেবা হয় না। অর্চ্চাবতার আটপ্রকার,—শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, মৃন্ময়ী, আলেখ্যজা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী। [illegible] প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠ [illegible] ভগবানের নিত্য [illegible] করুণাময় অবতার, তাহা ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপের নিদর্শন ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন। অর্চ্চাবতার আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীবকে অত্যন্ত দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে কৃপা করিবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ। কোথায় সেই দ্বাপরান্তকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা করিয়াছিলেন, আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীব সেইকালে জন্ম ও আসিতে পারে নাই— আমরা কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিতে পারি নাই, কৃষ্ণের কথা কিছুই জানি না কিন্তু কৃষ্ণের অর্চ্চা আমাদের কত মঙ্গল ক[illegible]। অর্চ্চা সার্বকালিক। আমরা বহুজন্ম পরে জন্মগ্রহণ করিয়াও কৃষ্ণের দেখা পাইতেছি। অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাদের [illegible] সেবাবৃত্তিকে উদ্বোধন করিতেছেন। পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পাঁচ প্রকার ভগবৎ-প্রকাশের মধ্যে বর্ত্তমানে আমাদের অর্চ্চাদর্শনে অধিকার ও অর্চ্চন-যোগ্যতা হইতে পারে। আমরা দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারি, কিন্তু সেই দৃশ্যপদার্থ জড় নহেন, তিনি অপ্রাকৃত ও সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। যিনি হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহার পরে তাঁহার দর্শন করেন, তাঁহারই প্রকৃত দর্শন হয়। হরিকথা না শুনিয়া যদি তাঁহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ভোগ্যদর্শন হইয়া যায়। আমি যদি আমাকে হাড়মাংসের থলে জ্ঞান করিয়া তাঁহার দর্শন চাই, তাহা হইলে ভোগ্যদর্শন হইয়া যাইবে। অপ্রাকৃত বস্তুকে আমি প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে পারি না। [illegible] আমার [illegible] আবরণ অপসারিত করিয়া দিব্যচক্ষু দান করিলে সেই [illegible] চক্ষু—শক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট হলে আমার শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের যোগ্যতা হয়। অর্চ্চা ভগবানের [illegible] এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা কাষ্ঠপাথরের নিকট মস্তক অবনত করি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের এই চক্ষের ছানি দূরীভূত করিয়া দিন। সেই দিব্যচক্ষে আমরা অর্চ্চাবতার দর্শন করিতে পারি। [illegible] ভোগ্যদর্শন—কাষ্ঠদর্শন। বহির্দর্শন হইলে লোহাই অন্ধতা হওয়া যায়। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে—[illegible] হইলে [illegible] আর কাষ্ঠ [illegible] জ্ঞান হয় না, সেবা সচ্চিদানন্দ বস্তুরূপে [illegible]। তখন তাঁহার প্রতি প্রাকৃত [illegible] করিলে যে অন্যায় বিচারিত, [illegible] আসে। আমি [illegible] তাহা জানিতে পারিয়া সুখী হই। তাহা না জানা পর্য্যন্ত মনে হইবে—আমি হাড়মাংসের থলি এবং শ্রীবিগ্রহদেব কাঠের ঠাকুর। [illegible] ভগবান্ [illegible] না। তিনি [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] তাঁহার সেবোন্মুখতা নাই, তাহার নিকট স্বীয় স্বরূপ গোপন করিয়া রাখেন।

"শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ—দ্রষ্টা। জীবের [illegible] করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দৃশ্য [illegible] ভোগ্যরূপে [illegible] হন, [illegible] জীব সেবোন্মুখ হইয়া [illegible] সেই সেবোন্মুখ [illegible] শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করেন। যতক্ষণ আমরা [illegible] —আমরা জগন্নাথকে দেখিয়া থাকি, ততক্ষণ আমরা জগন্নাথ না দেখিয়া কাঠ-পাথর, সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিকের [illegible] ভোগ্যমূর্ত্তিবিশেষ দেখিয়া থাকি, আর [illegible]

[illegible]

হইয়া থাকে।"

[illegible]

[illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অতএব রূপের 'মন' দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্ব-প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ)

[illegible] বলিয়াছেন, —
[illegible] স্বরূপ-
মানন্দঘন [illegible]।
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥
([illegible])

হে ভগবান্! তোমার এ আনন্দময় [illegible] স্বরূপ আর কিছুই নহে। হে [illegible], আমাদের মঙ্গলের জন্য আনন্দের [illegible] তোমার এই স্বরূপ যাহা তুমি আমাদের দেখাইতেছ [illegible] আমি [illegible] [illegible] নরকপাত [illegible] হইবে না।

অগ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন —
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
[illegible]
[illegible] মান।
[illegible]॥

অর্থাৎ অজ্ঞলোক আমার নিত্য চিন্ময় দেহকে [illegible] করে। কেন না, তাহারা সর্বভূতমহেশ্বর স্বরূপ [illegible] চিন্ময় [illegible] জানে না। [illegible] শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষী [illegible] [illegible] আমি [illegible] ক্ষেপণ করি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন, —
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে মায়িক করি' মানি।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী॥
(চৈঃ চঃ)

[illegible] দিতে [illegible] বলিয়াছেন, —
কৃষ্ণ কহে — প্রতিমা চলে কোথাহ
না শুনি।
[illegible] বলে— প্রতিমা হঞা কহ
কেনে বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি — সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র-লাগি' কর তুমি অকার্য্য করণ॥
[illegible] কহে — শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীঅর্চ্চাবতার সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও অশক্তপ্রায়, মহাত্যাগী হইয়াও [illegible], সকলের একমাত্র রক্ষক হইয়াও রক্ষ্য [illegible] এবং স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তকে স্বামিরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহার মন্দিরে সেবা গ্রহণ করিবার জন্য বিরাজমান। ইহাই শ্রীঅর্চ্চাবতারের বৈশিষ্ট্য। শ্রীঅর্চ্চাবতার [illegible] অবতীর্ণ হন। [illegible] লোকহিতার্থ [illegible] প্রকাশিত হন অর্থাৎ মহাভাগবতগণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হন। [illegible] শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] প্রেমময় [illegible] অবতার [illegible] হন, [illegible] পূজিত হন। [illegible] শ্রীমূর্ত্তি [illegible] [illegible] মহাভাগবতগণ যদি [illegible] কোন [illegible] প্রতিমার নিকট [illegible] [illegible] পূজিত হইবেন। [illegible] [illegible] নহে। বস্তুতঃ [illegible] নিত্যসিদ্ধ [illegible]। তিনি [illegible] নহেন। [illegible] নহেন, [illegible] নহেন, তিনি [illegible] নহেন [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
চ মৈকতা।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
([illegible])

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] — এই অষ্টবিধ [illegible] উক্ত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তিসেবার [illegible] [illegible] হয়, যেহেতু [illegible] নিত্যকাল অবস্থিত। যাঁহারা [illegible] দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ হইয়া ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শূদ্র সকলেই পাঞ্চরাত্রিকবিধানে শ্রীভগবানের পূজা করিতে পারেন।

শ্রীঅর্চ্চাবতারসমূহ বিষ্ণুকোটি ও ভক্তকোটি — এই দুইরূপে অবতীর্ণ। শক্তিমত্তত্ত্বগণ বিষ্ণুকোটি ও শক্তিতত্ত্বগণ ভক্তকোটিরূপে অবতীর্ণ। লব্ধভগবজ্জ্ঞান ব্যক্তি হরিকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও অর্চ্চাবিগ্রহকে পরিত্যাগ করিবেন না, করিলে ভীষণ অপরাধ হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন —
প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং
সমাচরেৎ।
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্॥

অর্থাৎ প্রাণপরিত্যাগ বা শিরশ্ছেদও বরং [illegible], [illegible] প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চাবিগ্রহ কখনও পরিত্যাজ্য নহেন, যাবজ্জীবনই তাঁহার সম্যক্ অর্চ্চন করিতে হইবে।

কোন সময় শ্রীবৃন্দাবনবাসী কেহ কেহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীবিগ্রহগণকে জলে [illegible] দিবার অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ [illegible] আমাদের শ্রীগুরুবর্গ বলেন, যদি স্ব প্রবাস [illegible] দর্শনে বাধা [illegible] যাইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান্ লোক তথ্য বিনষ্ট [illegible] [illegible], [illegible] তদ্রূপ জীবের [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] অঙ্গবিহীন বলিয়া দমন করিলেও উঁহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া [illegible] শ্রীবিগ্রহকে [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] তাঁহাদের অঙ্গরাগ সম্পাদন করাই [illegible] অঙ্গহীন শ্রীবিগ্রহপূজা না করিয়া [illegible] অর্চ্চন করাই শাস্ত্রাদেশ। বিগ্রহ শ্রীবিগ্রহকে অযোগ্যতানে পরিত্যাগ করা [illegible] বিচার নহে। [illegible] [illegible] স্থাপন করিলেও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত [illegible] [illegible] [illegible] শাস্ত্রবিধি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কখনও ভগ্ন হন না। [illegible] [illegible] গীতাকালে ভগবান্ [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] পতিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সচ্চিদানন্দ নিত্যমূর্ত্তি কখনও ভগ্ন হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীশ্রী [illegible] [illegible] কখনও ভগ্ন হন না; [illegible] ভগ্ন হইয়াছে কে? — আমাদের চিত্তবৃত্তি ও [illegible]। আমাদের সেবাবৃত্তির [illegible] [illegible] সঙ্কুচিত হওয়া [illegible]। [illegible] জানে যে, শ্রী [illegible] মহাশয়ের [illegible] পূজিত [illegible] শ্রীবিগ্রহ আমাদের [illegible] [illegible] দৃষ্টিতে [illegible] [illegible] পতিত হইয়াছে। তখন আমরা সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহকে [illegible] [illegible] সেবার দ্বারা [illegible] যত্নবান্ হইবে এবং [illegible] দ্বারা আমাদের [illegible] বা [illegible] ভোগবুদ্ধি করিবার ধৃষ্টতা না দেখাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার সেবা করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অর্চ্চ্য বিষ্ণু [illegible] শিলাবুদ্ধি করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে কি লাভ? আপনার হৃদয় যতই শরণাগত হইবে, ততই শ্রীমূর্ত্তি আপনার উপর প্রভুত্ব করিবেন। আর নিজে যতটা শরণাগত না হইবেন, আধ্যাত্মিকতা ততটা আপনার উপর প্রভুত্ব করিবে। শরণাগতির পরিমাণানুসারে শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃতত্বের স্ফূর্ত্তি। যে ব্যক্তি চেতনধর্ম্মে পঙ্গু, সেই ব্যক্তিই শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখে ঠুঁটো জগন্নাথ। [illegible] [illegible] জীবের ধারণাতেই জড়দর্শন। মহাভাগবতের সর্ব্বত্র সকলই পূর্ণ-চেতনদর্শন। মধ্যমাধিকারীর জড় ও চেতনমিশ্রিত দর্শন।" নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহপূজা করেন তাহা ঈশ্বরাতিরিক্ত একটী পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দীপক ও নিদর্শন। যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে? শ্রীমূর্ত্তি প্রথমেই জীবের চিদ্বিভাগে [illegible] হইয়া মনে উদিত হন, মন হইতে নিঃসৃত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত [illegible] হৃদয়ে যে চিন্ময় মূর্ত্তি দেখেন, তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একতা করিয়া দেখেন। যিনি ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই স্বরূপকে ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যক্ত করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শকদিগের উদ্দীপক হয়। প্রতিমাপূজা মানবধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধজ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূতচিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তির ভাবনা করেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত [illegible] প্রতি প্রধাবিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উত্তমাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময়বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা [illegible]। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়।"

শ্রীঅর্চ্চাবতার সেবকের উপর প্রভুত্ব করেন। তিনি দর্শন করেন, ভ্রমণ করেন, বিশ্ববাসীকে রক্ষা করেন। তিনি বিশ্বনাথ। শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে বিশ্বাসই নিত্যমঙ্গলের সূত্রপাত বা প্রাথমিক অবস্থা। শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে যাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে, তিনিই ভক্তির পথ বা সনাতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"দেবীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রীবিষ্ণুর নামাত্মক মন্ত্রে অর্চ্চনকারী কনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানীর—তিনি

যত বড়ই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, যাহাদের শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেবাতে বিশ্বাস নাই, সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাহারা প্রকারান্তরে নাস্তিক, আর শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চক –অপ্রকৃত জন্মবাদ্যো তাঁহার যতটুই মহিমা থাকুক না কেন, অন্ততঃ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চার মাহাত্ম্য-সত্যাদি যত্নের শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া তাহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট।'

শ্রীভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার জন্য অর্চ্চাবিগ্রহ তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিত্যবিগ্রহ পঞ্চপ্রকার--(১) পর (স্বয়ং ভগবান্), (২) ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), (৩) বৈভব (মৎস্য কূর্ম্মাদি অংশ অবতারগণ), (৪) অন্তর্যামী (উপাসকের হৃদয়ে অবস্থিত তদীয় উপাস্য বস্তু), (৫) অর্চ্চাবতার (অর্চ্চনীয় শ্রীবিগ্রহ) – এই পঞ্চ শ্রীমূর্ত্তিই সচ্চিদানন্দময় ও অভিন্ন। অন্তর্যামী ভগবান্ উদাসীনভাবে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। সেবাবৃত্তির উদয়ে সেবাপর চক্ষে জীব ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। ঐ সেবাপর বৃত্তিকে জাগরিত করিতে হইলে হৃদমন্দিরে নিত্য-সেব্যবস্তুর প্রাকট্য-সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহারই প্রতিচ্ছবিস্বরূপ বহির্জ্জগতে শ্রীঅর্চ্চা-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্র বলেন, –শ্রীঅর্চ্চার প্রতিষ্ঠা হইলে জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ জগৎ ভোগচেষ্টাপরতা হইতে ভগবৎ সেবায় উন্মুখ হয়। অনেকে বলেন, শ্রীবিগ্রহ ত' সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্। তথাপি শাস্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায় কেন? তদুত্তর এই যে, স্বরূপে অবস্থিতির নামই প্রতিষ্ঠা। শ্রীভগবানই সকলের প্রাণ ও জীবনস্বরূপ। সুতরাং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বলিতে সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করা বুঝিতে হইবে।

ছোটবিপ্রের জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারী শ্রীসাক্ষিগোপাল শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের জন্য ক্ষীরচুরিকারী ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথ অদ্যাপি প্রকটিত আছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যের কথা ত' সকলেই জানেন। শ্রীপানা-নৃসিংহদেব এখনও প্রদত্ত পানার অর্দ্ধেক গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর উপাস্য শ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীজীবের কথোপকথনের কথা আমরা শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে দেখিতে পাই। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে এই শ্রীরাধাদামোদরবিগ্রহ প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বপ্রাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধাদামোদরে।
স্বহস্তে বিধান করি দিল শ্রীজীবেরে॥
নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস।
দেখিয়া শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস॥

মধ্যে মধ্যে ভক্তগণে মাগে প্রভু সবেরে।
শ্রীজীব সেবয়ে প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে॥
একদিন পাত্রার বাণী হাসিয়া হাসিয়া।
শ্রীজীবে কহয়ে, মোরে দেখহ আসিয়া॥
কৈশোর বয়স, বেশ ভুবনমোহন।
দেখিতেছে শ্রীজীব হৈল অচেতন॥

শ্রীশ্রীমদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধেও আমরা শুনিতে পাই –শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু মধ্যে মধ্যে মহাবনে বাস করিতেন। তথায় একদিন তিনি যমুনাতীরে শ্রীশ্রীমদনমোহনকে বালকগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখিতে পান। এক দিন শ্রীমদনগোপাল স্বপ্নে শ্রীসনাতনকে দর্শন দিয়া মহাবন হইতে তাঁহার কুটীরে গিয়া প্রকট হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং যথাসময়ে প্রভাত হইতেই শ্রীসনাতনের পর্ণকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন। অপ্রত্যাশিতভাবে হৃদয়দেবতাকে পাইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু পরমানন্দে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রী মদনমোহনের আদেশ পাইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥

(চৈঃ চঃ)

শুনা যায়, দক্ষিণদেশের আলোয়ার বা দিব্যসূরিগণের দ্বারা আদিকেশবনাথ অর্চ্চিত হইবার পর দাক্ষিণাত্যের কোমা-ব্রাহ্মণগণের হস্তে আদিকেশবনাথের পূজা ন্যস্ত হয়। দাক্ষিণাত্য হইতে ১২০০ ঘর কোমা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মগিরিতে আসিয়া বাস করেন এবং পর্য্যায়-ক্রমে আদিকেশবনাথের সেবা করিতে থাকেন। কিংবদন্তী এই যে, কোন এক সময় উক্ত কোমা-ব্রাহ্মণগণের অন্যতম পূজারী বিপ্র কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করেন এবং নিজ অল্পবয়স্ক পুত্রের উপর আদিকেশবনাথের নিত্য-পূজার ভার অর্পণ করিয়া যান। সরলহৃদয় ব্রাহ্মণবটু তাঁহার সাধ্যমত কিছু ভোগাদি রন্ধন করিয়া আদিকেশবনাথের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং নিবেদন-মন্ত্র না জানায় ঠাকুরকে বলিলেন,—"প্রভো, আমি অতি অজ্ঞ বালক, আপনার মন্ত্র-তন্ত্র জানি না, আমার পিতা বিদেশে গমন করিয়াছেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই ভোগ গ্রহণ করুন।" আদিকেশবনাথের নিকট এই প্রকারে ভোগ নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণবটু ভোগমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং বহির্দ্দেশে আসিয়া বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়াদিতে প্রমত্ত হইলেন। বালকের মাতা পুত্রকে খেলা-ধূলায় প্রমত্ত দেখিয়া ঠাকুরের ভোগ সমাপ্ত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিলেন, 'আমি ঠাকুরকে ভোগ দিয়াছি।' ইহা শুনিয়া বালকের মাতা বলিলেন,—"ভোগ দিবার কিছুক্ষণ পরে ভোগ সরাইতে হয় এবং সেই প্রসাদ গৃহে লইয়া আসিতে হয়।" বালক মাতার আদেশমত ভোগ মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, ভোগপাত্রে যে সকল বস্তু প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। বালক এই কথা মাতাকে জানাইলেন। বালকের মাতা ইহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া পুত্রকে মাতাকে ভোগের অংশ লইয়া দিয়া হস্তে প্রতারণা করাইলেন। তথাপি বালকের মাতার ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে করিলেন, হয় ত' বালকই লোভবশতঃ নারায়ণের সমস্ত ভোগ খাইয়া ফেলিয়াছে এবং প্রহারের ভয় এইরূপ মিথ্যাকথা বলিতেছে। কিন্তু সমাগত কতিপয়ের বালক মাতার সম্মুখে একান্তভাবে ঠাকুরকে ভোগ প্রদান এবং কিছুকাল পরে ভোগ-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন যে, বস্তুতঃই আদিকেশব সমস্ত ভোগ নিঃশেষরূপে গ্রহণ করেন। বালকের মাতা ইহাতে অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বালককে বলিলেন,—"তোর পিতা যোড়শোপচারে আদিকেশবনাথের পূজা করেন, কিন্তু ভগবান্ এইরূপভাবে সমগ্র সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া ফেলেন না, আর তুই ভগবানের পূজাবিধি, এমন কি, ভগবন্মন্ত্রো-চ্চারণে পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ, তথাপি ভগবান্ তোর প্রদত্ত ভোগ দ্রব্য গ্রহণ করেন।"

কিছুকাল পরে পূর্ব্বোক্ত পূজারী-ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণপত্নী স্বামীর নিকট সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্রকে তৎপরদিবসই ঠাকুরের ভোগের সময় ভোগমন্দিরে লইয়া গিয়া বালক কি প্রকারে নারায়ণকে ভোগ প্রদান করেন এবং নারায়ণই বা তাহা কি প্রকারে গ্রহণ করেন, তাহা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রাহ্মণবটু পূর্ব্বের মত রন্ধন করিয়া আদিকেশব-নাথকে ভোগ প্রদান করিলেন। বালকের পিতা ভোগমন্দিরের অভ্যন্তরে এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ লুক্কায়িত থাকিয়াই শুনিতে পাইলেন, বালক নারায়ণকে ভোগ প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—"হে ঠাকুর, আমি আপনার মন্ত্র-তন্ত্র জানি না, আপনাকে নিবেদন করিতেও জানি না, আমার পিতা উপস্থিত নাই, তিনি না আসা পর্য্যন্ত আপনি এই ভোগ গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া বালক মন্দিরদ্বার বন্ধ করিলে ভোগমন্দিরে লুক্কায়িতভাবে স্থিত বালকের পিতা দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীনারায়ণ স্বীয় হস্তে বালকের প্রদত্ত সমস্ত সামগ্রী অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করিতেছেন। ঠাকুর সমস্ত ভোগই ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া উক্ত পূজারী-ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"আপনি সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন, তখন আমরা কি খাইয়া বাঁচিব?" আদিকেশবনাথ বলিলেন—"আমি বালকের প্রীতিতে সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিতেছি, তুমি আমার নিকট কি বর চাও বল।" পূজারী ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি আর কি বর চাহিব? আপনি যখন আমাদের ভোগ সমস্ত খাইয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন, তখন আমাদিগকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" শ্রীআদিকেশবনাথ বলিলেন "আজ হইতে আমি আর তোমার প্রদত্ত কোন ভোগ গ্রহণ করিব না। জগতে সমস্ত লোকে অনাদর করিলেও, আমি কৃপা করিয়া সংপ্রবৃদ্ধ থাকিব, তাহা আমার অবশেষ ও এইরূপ কৃপালে তোমাদের গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। যেহেতু তোমরা আমার ভোগে লোভবুদ্ধি করিলে, সেহেতু তুমি তোমার গোষ্ঠীর সহিত অচিরেই নির্ব্বংশ হইবে, কেবল তোমার পুত্র এই বালক আমার নিত্যভক্তকে আমি বৈকুণ্ঠলোকে অবিলম্বে স্থান দান করিব।" শ্রীআদিকেশবনাথের এই অভিশাপের পর দাক্ষিণাত্যাগত সমস্ত কোমা ব্রাহ্মণ একে একে নির্ব্বংশ হইয়া গেলেন, তাঁহাদের বংশে আর কেহ থাকিলেন না।

এই সময়ে আদিকেশবনাথ পুরীর রাজা শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। পুরীর মহারাজ ব্রহ্মগিরিতে কুড়ি ঘর ব্রাহ্মণ এবং এক ঘর ভরদ্বাজ-গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আদিকেশবনাথের অর্চ্চন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ পূজার ও রন্ধনাদির জন্য নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীমদ্ দাক্ষিণাত্যের অন্যতম মহাভাগবত প্রভুনিদ্র একদিন কাবেরীর তীরে বীণাযন্ত্র-সহযোগে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্য-দশা হারাইয়া ফেলিলেন। সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথের অনেক পূজারী শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য কাবেরী হইতে জল লইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিবার পথে দেখিলেন যে, একজন চণ্ডালজাতীয় ব্যক্তি পথ রোধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত পূজারীর নাম ছিল—'মুনি'। মুনি তখন চিৎকার করিয়া উচ্চস্বরে 'ভক্ত চণ্ডালকে' আহ্বান করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ায় তাহাকে দূর হইতে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করিয়া পুনঃ তাহাকে চেতন করিতে অসমর্থ হইয়া কার্য্যে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্য-দশা লাভ করিয়া দেখিলেন যে, তিনি পথে অবস্থান করায় ব্রাহ্মণ পথ রোধ হইয়াছে বলিয়া সেবা কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। তখন তিনি নিজ অপরাধের জন্য বিষাদ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে সেই স্থান হইতে দূরে গমন করিলেন।

এদিকে সেই পূজারী শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ। তিনি এক এক করিয়া পূজকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন

মধুর ই [illegible] অভাবে ছিলেন না, সুতরাং কে উত্তর দিবে? তাঁর পূর্বেই [illegible] পারি? [illegible] সময় [illegible] দেখিয়া মুনি [illegible] উদয় হওয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন—হয়ত তাঁহার কোন [illegible] অপরাধ হইয়া থাকিবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথার [illegible] [illegible]। অনেকক্ষণ পরে তিনি [illegible] শুনিলেন—"মুনি, আজ তুমি আমার অঙ্গ [illegible] করিয়াছ, অতএব আর [illegible] আমার সেবার অধিকার নাই।" মুনি কহিলেন—"প্রভো, আমি কখন একপ অপরাধ করিয়াছি?" [illegible] উত্তর আসিল—"তুমি কাবেরীতীরে আমার সংকীর্ত্তনকারী [illegible] চণ্ডাল [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] করিয়াছ, [illegible] আমার অঙ্গ [illegible]। সেই চণ্ডাল আমার প্রিয় ভক্ত। যদি তুমি তাঁহাকে তোমার স্কন্ধে [illegible] [illegible] আমার মন্দির প্রদক্ষিণ কর, তাহা হইলে [illegible] তুমি [illegible] হইবে, নতুবা নহে।" মুনি ইহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ কাবেরী তীরে গমন করিয়া তিরুপ্পানকে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করাইলেন এবং শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের [illegible] মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন হইতেই তিরুপ্পান আলবারের নাম হইল মুনিবাহন।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মর্য্যাদা

(প্রাপ্ত)

মাননীয় 'মেদিনীপুর-হিতৈষী' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নোক্ত সংবাদটী প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিবেন।

গত ২রা আষাঢ় (১৩৪৮) তারিখে 'মেদিনীপুর-হিতৈষী'তে শ্রীযুক্ত কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ব্রাহ্মণের প্রতি মর্য্যাদা সম্বন্ধে প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। যাহারা ব্রাহ্মণের সম্মান করে না, সনাতন গোস্বামী তাহাদিগকে পশু অপেক্ষাও হীন বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমুদ বাবু এতৎপ্রসঙ্গে 'গৌড়ীয়মঠের ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ'—এইরূপ শিরোনাম প্রদান করিয়া যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, মেদিনীপুরের তথাকথিত "জ্ঞানানন্দ-গৌড়ীয়মঠে"র সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ, গৌড়ীয়মিশন বা শুদ্ধগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোনই সম্পর্ক নাই। গৌড়ীয়মিশন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্টার্ড প্রতিষ্ঠান। শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ উক্ত গৌড়ীয়মিশনের মূল মঠ। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, কটক, ঢাকা, লণ্ডন সর্ব্বত্রই গৌড়ীয়মঠ আছে। তথাকথিত জ্ঞানানন্দ-গৌড়ীয়মঠের কোন ব্যক্তির সেই সকল [illegible] [illegible] কোন সম্পর্ক নাই। [illegible] গৌড়ীয়মিশনের [illegible] [illegible] হয়। জ্ঞানানন্দ গৌড়ীয়মঠের (?) কোনও ব্যক্তিই সেই সমিতির সভ্য নহেন। মেদিনীপুরের উক্ত মঠের মূল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়মিশন [illegible] করিয়া চলিয়া যান, এ কথা [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত [illegible] [illegible] দক্ষিণ কলিকাতায় 'গৌড়ীয়মঠ' নাম দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণনগর সাবজজ কোর্টের রায়ে (Title Suit No. 28 of 1937) এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "On the evidence I hold that the premises situated at 114A Lansdowne Road, Calcutta, does not appertain to the said Mission or Trust." এই [illegible] [illegible] প্রমাণিত হয় যে, শ্যামা-[illegible] [illegible] [illegible] নূতন মঠটীর গৌড়ীয়মিশনের সহিত সম্পর্ক নাই। শুনা যায়,—তাঁহারা নাকি ভাড়ার টাকা দিতে না পারায় [illegible] বোডস ঐ বাড়ীটী ত্যাগ করিয়া অন্য একটী কম ভাড়ার বাড়ী [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন এবং গৌড়ীয়[illegible] বিতাড়িত কতকগুলি লোকের নানা [illegible] সমর্থনের জন্য মেদিনীপুরের ন্যায় সরল জনবহুল ও ভক্তপ্রধান স্থানে একটী তথাকথিত মঠ স্থাপন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহাদের দলের কেহ কেহ পুরী মোকদ্দমায় পড়িয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ এখনও জেল ভোগ করিতেছে। গত ২৮।৪।৪১ ইং তারিখে কৃষ্ণনগরের সেসন্ জজ মিঃ এস্. কে. গুপ্ত ইহাদিগের দলের ধ্যানেশ্বর ও কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারীকে প্রবঞ্চনার অভিযোগে ৪২০ ধারামতে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া জেল ও জরিমানা উভয়প্রকার শাস্তিই বহাল রাখিয়াছেন। ইহাদের দলের ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম যে চুরিধর্ম্ম (?) সেই ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়মিশনের সহিত ইহাদের কোনপ্রকার সম্পর্ক আছে এরূপ কেহ প্রকাশ করিলে তিনি মানহানির অপরাধে দণ্ডার্হ হইবেন।

গৌড়ীয়মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পৃথিবীব্যাপী সেই ঠাকুরের বাণী-প্রচারকারী মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও গৌড়ীয়-গোস্বামিগণ সকলেই যে কিরূপভাবে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ লিখিয়াছেন,—"কেবল আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী কেন, ভারতবাসীমাত্রেই, কেবল ভারতবাসী কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী মানবগণ, কেবল মানবগণ কেন সমগ্র প্রাণিজগৎ, কেবল প্রাণিজগৎ কেন, অচেতনজগৎ—সকলেই ব্রাহ্মণগণের অলৌকিক শক্তি ও প্রভাব ন্যূনাধিক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বোপরি অবস্থান স্বভাবতঃই উপলব্ধি করিবেন।"

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণের মহিমা-সম্বন্ধে শত শত উক্তি আছে। মাত্র দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। নিম্নলিখিত প্রমাণটী গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের স্বনামধন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থে [illegible] করিয়াছেন,—

নমো ব্রাহ্মণ [illegible] কৃষ্ণায় জগদাত্মনে।

পুনশ্চ: পদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৪২)

হে রাজন্! স্ব-পদধূলিদ্বারা ত্রিলোক-পাবন ব্রাহ্মণগণ জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরও মহাপূজ্য।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু আরও বলিয়াছেন, নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণ কোনরূপেই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিজের পদগ্রহণ অভিলাষ করিবেন না। তাহার সাক্ষ্য—মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ, মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৬৪।৪১)—"হে যাদবগণ, ব্রাহ্মণগণ অপরাধী হইলে তাহাদিগকে হিংসা করিও না, হিংসা বা অভিযোগ করিলেও সর্ব্বদা প্রণাম করিও। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তনু।" শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত 'ভক্তিসন্দর্ভ' দ্রষ্টব্য।

যাহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই শিক্ষার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ করেন এবং গৌড়ীয়াচার্য্যের বিশেষ শিক্ষা "শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিও না, ঠাকুরের প্রদর্শনী খুলিয়া অর্থ রোজগার করিও না; ভাগবতব্যবসায়, নাম-ব্যবসায় ও মন্ত্র-ব্যবসায় করিও না, যোষিৎ-সম্ভাষণ করিও না, মর্কট-বৈরাগী হইও না, 'ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে'"—এই সকল শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-সংগ্রহের জন্য রাবণের ন্যায় ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করে, তাহারা বিজ্ঞ বা বাগ্মী পদবাচ্য নহে। ঐরূপ লোকরঞ্জনকারী বিজ্ঞতা ও বাগ্মিতা জগতের বহু অসৎ স্থানে ক্রয়-বিক্রয় হয়। অলমতি বিস্তরেণ।

শুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিন্দক ও যোষিৎসঙ্গী ধর্ম্মধ্বজিগণের দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগকারী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর —

শ্রীঅপূর্ব্বচরণ ভট্টাচার্য্য
শ্রীকান্থিবায়

শ্রীহট্ট জেলায় প্রচার

পাগলায়

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অগ্রতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-ভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১৬ই আষাঢ়, ৩০শে জুন ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া তৎপর-দিবস প্রাতে শ্রীহট্টে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে সেই দিবস "পাগলা" গ্রামে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী পাল মহাশয়ের গদীতে গমন পূর্ব্বক তথায় পর পর তিন দিন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠে নিকটস্থ বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি যোগদান করেন।

গত ৪ঠা জুলাই পাগলা গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গোপালচন্দ্র পাল মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবসে অপরাহ্ণে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে 'শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণের সহিত যে কীর্ত্তনমহোৎসব করিয়াছিলেন', তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় পাগলার গোহাটাবাসী শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র পোদ্দার মহা-মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসা-বাড়ীতে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ ন্যায়াধিকারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীসনাতন-শিক্ষা হইতে "সম্বন্ধতত্ত্ব" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৫ই জুলাই পাগলানিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে অপরাহ্ণে প্রচারকগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর মুমূর্ষু জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন। তথায় বহু সজ্জন ব্যক্তি এবং গ্রামের অধিবাসিগণ উপস্থিত ছিলেন। পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত হন।

উক্ত দিবস রাত্রি ৮ঘটিকার সময় পাগলা-নিবাসী শ্রীযুত রমাকান্ত রায় মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার গদিতে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ ন্যায়াধি-কারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীসনাতন-শিক্ষা হইতে "অভিধেয়তত্ত্ব" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছেদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউজারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুভবানন্দ দেশবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদেবস্বরূপবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
হমুণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রদমন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
সেবশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীসনাতনানন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমধুমঙ্গল দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরদুগুা, পোঃ চিরুগুা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং সিউডন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাডব্রোক রোড, হল্যাণ্ড পার্ক
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
সেবক—শ্রীচন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

বউন কলেজের বাংলাদেশের ইতিহাসের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও প্রধান অধ্যাপক বিশ্বভারতীর বর্তমান মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য, এম এ মহোদয়ের গৌড়ীয় গবেষণা এবং পাঠক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া এখানে দর্শন এবং বিশ্বের ও ভারতের ধর্মচরিত্রে পথ দেখন। ইহাই বিরাট আনন্দ অদ্বিতীয় গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক সহিত শ্রীচৈতন্যের সহিত তুলনামূলক আলোচনায় প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩১শ অধ্যায়ে অষ্টশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

— —

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য শ্রীমন্মধ্বাচার্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'অমিকা' টীকা ও তদীয় আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব সর্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সকল সুধীবৃন্দগণের বোধসৌকর্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

বিকল্প প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা

উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। কাশিমবাজার বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲

সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। ভক্ত-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। বাংলা আলবর ॥০

১৯। ভক্তি বেদ ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০

২৭। মুক্তিমল্লিকা মণসো তঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)

৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ১৶০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমগুণপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী ১৶০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ১৶০

৪৬। অর্থপঞ্চক ১৶০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ১৶০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ১৶০

৪৯। অর্চনকণ ।০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ।০

৬০। সাংখ্যবাণী ।০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৫। সটীকা শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ।০

৬৯। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন ।০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজী ॥০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০

৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ।০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ।০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ১৶০

৮৭। গীতাবলী ১৶০

শরণাগতি ।০

৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতার-সম্বন্ধে বিশদ গৌতমবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ। গ্রন্থখানি প্রায় ... দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) ... অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ... মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু ... সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিকে খেলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয় ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর ৩টি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা ... ভাবে ... হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব ... বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ... শ্রীমদ্ ... তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডীপাদ প্রবর্ত্তিত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা ... তৎপর তাঁহার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ... তাহার ... অনুবাদ, ... শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন ... প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে ... পাওয়া যাইবে। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট ... আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য প্রকাশক শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের গ্রন্থের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সম্পদ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত

শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১০-১৬	১৫-১০	১৬-১৬	১৭-৫৬	২০ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬ ৩১	৭ ২৮	১১ ২৯	•	•	১৮ ৫	২২-৪১
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৭	১২ ৫০	১৬ ৭৮	১৮-৭১	১৯ ৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ			৯-৩১					•
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮-৭০	১০-৯	১৪ ৭৮	১৭-৩১	১৯ ১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭ ১০	১০- ৮	১৪ ২০	১৭ ৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১ ১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ”	১১ ১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
” ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত

অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ ”	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	• •	• •	••	• •	১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯ ২৬	২১ ৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ ”	১৬-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৭-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৮-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
” ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৫

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত-- হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরকিশোর প্রভৃতি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে স্বদেশ বিদেশ তথা ভারতের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণাভিন্নস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা

শ্রীমৎ মাধবদাস ভক্তি-
[illegible] এম-এ সংকলিত।
এই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুত্তম
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—১০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—৩২শে আষাঢ়, ১৩৪৮, ১৬ই জুলাই ইং ১৯৪১, বুধবার [১১১তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——:০:(০):০:——

মিঃ কে, এল, গৌবা দেউলিয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত

মিঃ কে এল গৌবা এম এল এ তাঁহাকে দেউলিয়া বলিয়া রায় দেওয়ার বিচারপতি দেলের রায়ের বিরুদ্ধে যে আপীল করিয়াছিলেন, বিচারপতি ম্রাকার ও বিচারপতি ভবেকেটকে লইয়া গঠিত একটি ডিভিসন বেঞ্চ সেই আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা মিঃ গৌবাকে ফেডারেল কোর্টে আপীল করিবার অনুমতি দিতেও অস্বীকার করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় লাহোর সহরের মুসলমান কেন্দ্র হইতে পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের একটি উপনির্বাচনের প্রয়োজন হইবে। কারণ এখন হইতে মিঃ গৌবা আর ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য থাকিবেন না।

টাটা ষ্টীল কোম্পানী

মিঃ জে জে গান্ধী টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতি এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন যে, ডিরেক্টর বোর্ড সাধারণ বার্ষিক সভায় অংশীদারদের চূড়ান্ত অনুমোদনসাপেক্ষ কর্মচারীদিগকে লাভের অংশস্বরূপ বোনাস হিসাবে তিন মাসের বেতন মঞ্জুর করিয়াছেন।

এতৎসম্পর্কে মিঃ গান্ধীজীর সুপার-ভাইজারী বিভাগের অফিসারদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য বোনাসের সমগ্র অর্থ ডিফেন্স বণ্ডে নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রমিকদিগকেও বোনসের অধিকাংশ অর্থ ডিফেন্স বণ্ডে নিয়োগ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

উড়িষ্যায় প্রবল বর্ষণ

অত্যধিক বারিবর্ষণের ফলে বৈতরণী নদীতে প্রবল বন্যা হইয়াছে। এবৎসরও গত বৎসরের মত বন্যা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। ব্রাহ্মণী নদীর জলোচ্ছ্বাস ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

গত কয়েকদিন যাবৎ উড়িষ্যার সমুদ্রোপ-কূলবর্ত্তী স্থানসমূহে অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের প্রচার বিভাগ বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের পূর্ব্ব প্রান্ত ভাসিয়া যাওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

'বৈতরণী রোড ষ্টেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরোহিগণ এখন রায়পুর এবং বিজয়নগরম্ হইয়া যে গাড়ী যায় সেই লাইনের টিকিট কাটিবেন এবং মালপত্র বুক করিবেন। ভাড়ার হার পূর্ব্ববর্ত্তী লাইনের মতই থাকিবে। তিন নম্বর ডাউন এবং চারি নম্বর আপ মাদ্রাজ মেল রায়পুর এবং বিজয়-নগরম্ লাইনেই এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে।'

সাতবানিয়া কেন্দ্র ও গত ৮ই জুলাই বালেশ্বর থানার অঞ্চলে বন্যার ফলে শস্যাদির অপেক্ষা বাসগৃহগুলিই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জল দুই হাত উপরে উঠিয়াছিল। শাখ, দনু, পারা নদীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলি এখনও জলময় রহিয়াছে।

ভারতীয় কার্পাসজাত বস্ত্রাদি

১৯৪১ সালের ২৪শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সরবরাহ বিভাগ দশ লক্ষ গজেরও অধিক ভারতীয় কার্পাস-জাত বস্ত্রাদির জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক অর্ডার পাইয়াছেন।

ব্রহ্মের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বা মঃ

ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বা ম-কে গত মাসের শেষের দিকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডভোগের পর মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ব্রহ্মরক্ষা বিধান অনুসারে তাঁহাকে পুনরায় অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আটক-বন্দী করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি মগক জেলে আছেন।

কলিকাতা হইতে গুণ্ডা বহিষ্কার

কলিকাতার নিরাপত্তা রক্ষার্থে গত বৃহস্পতিবার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে আরও দশজন গুণ্ডার প্রতি বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া এ পর্য্যন্ত বহিষ্কৃত গুণ্ডার সংখ্যা মোট ২৩৩ জন দাঁড়াইয়াছে।

পাঁচমল নামক জনৈক পুরাতন পাপীর প্রতি ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকাশ, উহা সত্ত্বেও সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। জোড়াসাঁকোর পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছে।

পেরু ও ইকুয়েডর

যুক্তরাষ্ট্র, আর্জ্জেন্টিনা ও ব্রেজিল পেরু ও ইকুয়েডরকে বিরোধ মীমাংসার জন্য সীমান্তের যে এলাকা লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সেই এলাকায় একটি নিরপেক্ষ এলাকা গঠন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। পেরু ও ইকুয়েডরের নিকট উপরোক্ত প্রস্তাব প্রেরণের পর সহকারী মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ সামনার ওয়েলস সাংবাদিকদের বৈঠকে উহা ঘোষণা করেন। তিনি উক্ত রাষ্ট্র এবং আমেরিকার অন্যান্য গণতন্ত্রগুলিকেও উহা জানাইয়া এই বিরোধের অবসানে সাহায্য করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পেরু ও ইকুয়েডর সরকার তাঁহাদের বর্ত্তমান সীমান্ত হইতে স্ব-স্ব সৈন্যবাহিনী ১৫ কিলোমিটার দূরে সরাইয়া আনিবেন। ফলে ৩০ কিলোমিটার ব্যাপী অঞ্চল এই নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত হইবে।

NOTICE

Sealed tenders are invited for the conveyance of mails by horse-drawn vehicles daily between Santipur Post office and Santipur Railway Station for up and down journeys throughout the year on a fixed monthly subsidy for a period of three years commencing from the 1st December, 1941. The form of tender and a copy of the schedule showing the number, timings and other details of the service required together with particulars regarding other conditions of the contract may be obtained on application from the office of the undersigned in Krishnagar on payment of Rs 5/- in advance, which will not be refunded in any case. Tenders must reach the undersigned on or before the 1st August 1941 by 12-0 hours.

P. Chatterji,
Superintendent of Post Offices, Nadia Division.

Dated Krishnagar,
The 10th July 1941.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিঃশালীনা প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের গৌতমগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং কৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহার বিরাট্ অবয়ব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ বলদেব স্বয়ং-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও অনেকগুলি ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৮৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
হিকমত প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দন।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশ স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। দ্বাদশস্তোত্রাণি (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
৭৫। লাইফ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। হয়েরা টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনহ্যাণ্ডেড ডিক্রোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৷৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible]
=•—
[illegible] স্তব ও প্রণতি এবং গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৮ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩২শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৬ই জুলাই ইং ১৯৪১, বুধবার { [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ শ্রীধর বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণব-আচার। ইহা গৌণ। সৎসঙ্গই মুখ্য বৈষ্ণবাচার। সাধুসঙ্গ-রূপ অর্থে প্রবৃত্তি না হইলে অসৎসঙ্গস্পৃহার নিবৃত্তি হয় না। 'অসঙ্গ' হইয়া অর্থাৎ ইতর-বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ না রাখিয়া এ-জগতে চলিতে হইবে। 'অসঙ্গ' অর্থে নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষও বুঝায়। আত্মার স্বার্থ বা আত্মরক্ষা করিতে হইলে শরণাগতিই একমাত্র ঔষধ ও পথ্য। যিনি শরণাগত, তাঁহার দোষ-ত্রুটী প্রথমতঃ কিছু থাকিলেও তিনি ঐ সমস্ত দোষ বা বাধা সমস্তই অতিক্রম করিতে পারেন। শরণাগত আশ্রয়াশ্রয়শূন্যতা। তিনি ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও আশ্রয়গ্রহণ করেন না, পথে অসংখ্য বাধা আসিলেও, এমন কি, পথে পতন হইলেও তিনি পথ ছাড়িয়া বিপথে যান না - ইহাই শরণাগতের বৈশিষ্ট্য। শরণাগতের দোষ দেখিতে নাই, দেখিলে অপরাধ হয়। 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার'—এই কথা একবার বলিয়া যিনি শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ উদ্ধার করেন। শ্রীনামের এত মহিমা!

শরণাগতের ভয় নাই। হরিনাম ও হরিভক্তের ত্রিসীমানায় কালের গতায়াত নাই। শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি হইতেই মৃত্যু-ভয় হয়। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এ কথা শরণাগত এক মুহূর্ত্তও ভুলেন না। সেইজন্য তাঁহার ভয়ও নাই। অভয়পাদপদ্ম-বিস্মৃত ব্যক্তিই ভীত ও সন্ত্রস্ত। শরণাগত একাগ্রচিত্ত বা একাভিনিবিষ্ট। তিনি ভুলক্রমেও দুষ্ট মনকে হৃদয়ে স্থান দেন না। যেখানে ভয়, সেখানে শরণাগতি নাই। আবার শরণাগতি যদি না থাকে, তাহা হইলে শ্রদ্ধাও নাই। যেখানে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন বলিয়া শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নাই, সেখানে ভয় ত' থাকিবেই।

হরিবিমুখেরই মৃত্যু-ভয় হয়। যম—বৈষ্ণব। কাজেই তিনি শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয়-জাতীর নিকট ভয়াবহ নহেন। যে বিষ্ণুর কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, সেই ব্যক্তিই যমকে ভয় করে। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়। হরিনামের অনুশীলন ব্যতীত নিজভোগের জন্য যাহা কিছু চিন্তা করা হয়, তাহাতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণেতর-বস্তু বা মায়াই দ্বিতীয় বস্তু। মায়াভিনিবেশেই ভোগবুদ্ধি। যেখানে কৃষ্ণাভিনিবেশ, সেখানেই ভক্তি। ভোগবুদ্ধির মূল দেহ। ভোগে অভিনিবেশ থাকিলে দেহে অভিনিবেশ প্রবল হইতে থাকে। দেহাত্মবুদ্ধিই হরিভজনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা। এই দেহাসক্তিরূপ মৃত্যুর কবল হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বা শ্রীনৃসিংহদেব আমাদের রক্ষা করেন। শরণাগত কি কখনও ভয় পায়? শ্রীপ্রহ্লাদ কি ভয় পাইয়াছিলেন? ভগবান্ কি প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন নাই? এত অত্যাচারেও প্রহ্লাদের হরিস্মরণ বন্ধ হইয়াছিল কি? মৃত্যুকে ভয় করিবার কি আছে? একটা দেহ ছাড়িয়া আর একটা দেহ গ্রহণ অর্থাৎ একটা কাপড় বা পোষাক ছাড়িয়া আর একটা গ্রহণ ত'; ইহার জন্য চিন্তা কি আছে? নামাভাসেই জন্মমরণমালা নিবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকিলে নিজের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দেহাত্মবুদ্ধিই নামাপরাধ। দেহাত্মবুদ্ধি-পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মাণ্ডভেদ বা ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রম। ব্রহ্মাণ্ডই কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তু। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অভিনিবেশ বা বিষয়াভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ।

আমাদের সকলকেই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে থাকাকাল পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না। নিরন্তর হরিনাম করিলেই মঙ্গল হইবে। 'হে শ্রীনাম, আমি তোমাদের জন হইয়াও তোমাদের কৃপা পাইলাম না'—এই বলিয়া দৈন্যভরে গদ্গদস্বরে নাম ধরিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহাদের কৃপা হইবে। শ্রীনাম করিতে করিতেই শ্রীনামের আশ্রয় পাওয়া যায়। তখন শ্রীনামে এত আস্থা হয় যে, তখন আর অন্য চিন্তার অবসর থাকে না। সংসারের আস্থা, নিজের দেহসুখ ছাড়িয়া শ্রীনামের আশ্রয় লইতে হইবে। জীবন, প্রাণ, শক্তি, সম্পদ্ সব দিয়া শ্রীনামের কৃপা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে সমস্ত ভয় ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে। আশ্রিতের ভয় নাই। নিরাশ্রিত বা অনাশ্রিতেরই ভয় হয়, কারণ তাহার রক্ষক নাই। শুদ্ধ বৈষ্ণব-ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীনাম [illegible] আশ্রয় ও গতি জানিয়া অকপটে শ্রীনামের শরণ গ্রহণ করিলে আর কোন দুঃখ থাকে না। যতই বিপদ্ আসুক, তোমার আশ্রয় আমি কিছুতেই ছাড়িব না—এইরূপ দৃঢ়তা-সহকারে শ্রীনামপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ দৃঢ়চিত্ত হইতে পারিলে শ্রীনাম [illegible] নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

[illegible] বলিয়াছেন, —"[illegible] মঙ্গল হইবে। অনেক [illegible], বিঘ্ন-বিপদ্ আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে [illegible] চলিবে না। কৃষ্ণ আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহাই ভাল, ইহাতেই আমার সুখ [illegible] মনে করিয়া সব দুঃখ কষ্ট [illegible] হইবে। কিন্তু একটী [illegible] থাকিবে - যত দুঃখই হউক না কেন, আমি কিছুতেই হরিনাম ছাড়িব না।'

[illegible] নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসে এবং তাহাতে [illegible] হইবার কিছু নাই, কারণ এ সব আগমাপায়ী বস্তু। [illegible] সর্ব্বদা দৃঢ়তা অবলম্বন করা দরকার। হরিভজন করিতে গিয়া অনেক বাধা আসিবে, মন উতলা হইয়া উঠিবে, কিন্তু সবই অকাতরে সহ্য করিতে হইবে। [illegible] নিরুৎসাহ হইয়া [illegible] হইতে হইবে। সকল সময়ই একান্তিকতা [illegible] করিয়া [illegible] উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলেই মঙ্গল হইবে। মন [illegible] দিক্ ওদিক্ [illegible] কিছুই নাই। আমাদের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা [illegible]। সুতরাং [illegible] প্রস্তুত থাকা দরকার। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি [illegible] থাকা।

[illegible] সত্য জানিয়া সেই [illegible] করিয়া চলিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। [illegible] কৃষ্ণচিন্তায় এক [illegible] হইয়া থাকিতে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

হইবে, অন্য আলাপ প্রসঙ্গ যেন হৃদয়ে স্থান না পায়, সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। একবার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি টান বা আপনজ্ঞান হইলে অন্য যা বাধা আসিলেও তাঁহার জোর কিছুই করিতে পারিবে না। এই টান কি করিয়া হইবে? শ্রীগুরু ও ভগবানের নাম-গুণাদির নিত্য আলোচনা হইতে থাকিলে, তবে তাঁহাদের প্রতি প্রীতি বা টান হইতে থাকিবে—তাঁহাদের প্রতি মমত্বের উদয় হইতে থাকিবে।

অনেকে বলেন, "আমরা ত' হরিকথা শ্রবণ করি, কিন্তু তাহা মনে থাকে কই? চিত্তবিক্ষেপ হইলে শ্রবণের বিষয় মনে থাকে না—শ্রবণে অন্যমনস্কতা, অমনোযোগ, অনবধান, প্রমাদ ও নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিকথাকে একমাত্র স্বার্থ বা যথা সেখানে জ্ঞান নাই, হরিকথাই আমার মঙ্গলের একমাত্র পথ, উহাই আমাকে নিত্যকাল শ্রবণ করিতে হইবে, এবং হরিকথা শ্রবণ ছাড়া মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই, এইপ্রকার সুদৃঢ় নিশ্চয়তা যেখানে নাই, সেইখানে শ্রুত-বিষয় মনে থাকে না। হরিকথায় আপনবুদ্ধি নাই, সেইজন্য হরিকথা শুনিয়াও তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলে শ্রবণীয় বিষয় অবশ্যই মনে থাকিবে। যতক্ষণ হরিকথায় মনোযোগ থাকে, ততক্ষণ কেহ ঘুমায় না। যতদিন হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া স্থির না হইবে, ততদিনই অনবধান, তন্দ্রা নিদ্রা আসিবে। ঐকান্তিক সাধুর বীর্য্যবতী হরিকথা মন দিয়া শ্রবণ করিলে অনবধান বা চিত্তবিক্ষেপ দূর হইবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ হরিকথায় রুচি হইতেছে না বলিয়া হরিকথায় উদাসীন হইতে হইবে না। যাহাতে হরিকথায় রুচি হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ-কাষ্ণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে উৎসাহের সহিত সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহা হইলে হরিকথায় রুচির উদয় হইয়া মঙ্গলালোক দেখা দিবে।

শ্রীধামে সংকীর্ত্তনোৎসব

গত ২১শে আষাঢ় ১৩ই জুলাই রবিবার, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় তিথিতে বড়গোস্বামী প্রভুর অন্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব-বাসরে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগৌরকরুণাশক্তি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীসন্ন্যাসলীলা স্মরণকীর্ত্তন-মহোৎসব শ্রীমায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থনামুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শুদ্ধভক্তগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর মধুর ও অতিমর্ত্ত্য চরিত্রকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। হরিকথা-আলোচনার আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব, বিরহ-সূচক পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছে।

দ্বাদশগোপাল

—:::—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী ও অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্য-পার্ষদ দ্বাদশগোপালের কথা আমরা শাস্ত্রে জানিতে পাই। (১) শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, (২) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর, (৩) শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, (৪) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৫) শ্রীপরমেশ্বরী দাস, (৬) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৭) শ্রীমহেশ পণ্ডিত, (৮) শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, (৯) শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস, (১০) শ্রীপুরুষোত্তম দাস, (১১) শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর, (১২) শ্রীধর ঠাকুর—ইঁহারাই দ্বাদশ-গোপাল। আমরা শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-গ্রন্থপাঠে জানিতে পারি—শ্রীঅভিরাম ঠাকুর কৃষ্ণের 'শ্রীদাম' সখা, শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর—'সুদাম' সখা, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই—'মহাবল' সখা, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত—'সুবল' সখা, শ্রীপরমেশ্বরী দাস—'অর্জ্জুন' সখা, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত—'বসুদাম' সখা, শ্রীমহেশ পণ্ডিত 'মহাবাহু' সখা, শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত—'স্তোককৃষ্ণ' সখা, শ্রীকালাকৃষ্ণদাস—'লবঙ্গ' সখা, শ্রীপুরুষোত্তম দাস—'দাম' নামক সখা, শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর—'সুবাহু' সখা এবং শ্রীধর ঠাকুর—'কুসুমাসব' সখা।

এই দ্বাদশগোপাল বড় দয়াল। ইঁহাদের কৃপা হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাওয়া যায়। তাই সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য দীন-হীন কাঙ্গাল আমরা আজ তাঁহাদের কৃপা-লাভের আশায় তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য পূত-চরিত্র আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের শুভেচ্ছা পোষণ করিতেছি। গুরু-বৈষ্ণবগণ নিজগুণে অমায়ায় কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুরদ্বয়ে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মানুসরণে আমাদের অকপটে বলিবার সৌভাগ্য হউক,—

জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবাপদে মোরে রাখহ টানিয়া॥
আমি ত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥
ব্রাহ্মণ সকলে করি' কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণব-চরণে মোরে দেহ' দৃঢ়মতি॥
উচ্চনীচ-সর্ব্বজীব-চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন॥
শ্রীরূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাঞির করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্নাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
এই ছয়-গোসাঞি যাঁর মুঞি তাঁর দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁ'দের চরণসেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর

— :::(০)::: —

রামদাস শ্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দৈক প্রাণ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ব্রজের 'শ্রীদাম' সখা। এই দ্বাদশ জন সকলেই অবতার—ভক্তাবতার। ইঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসঙ্গী। খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। এই কৃষ্ণনগর খানাকুলের নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার নাম খানাকুল-কৃষ্ণনগর। শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কালে মদীয় অভীষ্টদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রী। ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদ ২৩শে মাঘ (১৩৩১ সাল), ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৫), বৃহস্পতিবার শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভবিজয় করেন।

তথাকার শ্রীমন্দিরের বাহিরের দ্বারের নিকট একটী বকুল-বৃক্ষ আছে। এই স্থানটী সিদ্ধবকুলকুঞ্জ নামে অভিহিত। শুনা যায়, এই স্থানে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর আসিয়া উপবেশন করেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সময়ের বকুল-বৃক্ষ অপ্রকট হইলে উক্ত প্রাচীন বৃক্ষের মূল হইতে বর্ত্তমান বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী॥

শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থেও শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যারে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥
নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁ'র কৃপা মনোহর॥
ওহে শ্রীনিবাস! কত কহিব তোমারে।
জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রবরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্য-গীত-বাদ্যে বিশারদ নিরুপম॥
প্রভু নিত্যানন্দ-বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥
শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব যত, কহিতে না জানি॥
ওহে শ্রীনিবাস! শ্রীঠাকুর অভিরাম।
কৃষ্ণলীলাকালে এঁহ প্রসিদ্ধ শ্রীদাম॥
এবে সেই পূর্ব্বক্রিয়াধারে ব্যক্ত হৈলা।
কোন ভক্তে শ্রীদামরূপেতে দেখা দিলা॥
শ্রীঠাকুর অভিরাম প্রেমমূর্ত্তিময়।
সর্ব্বলোকে পূজ্য, যশঃ কেবা না ঘুষয়?
ওহে শ্রীনিবাস কি অপূর্ব্ব তাঁর রীত।
শ্রীবিগ্রহসেবা লাগি' হৈলা উৎকণ্ঠিত॥
গোপীনাথ স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা।
'এথা মোর স্থিতি'—কহি' স্থান দেখাইলা।
সেই স্থান খনন করিয়া অভিরাম।
পাইলেন গোপীনাথ-মূর্ত্তি অনুপম॥
জয়ধ্বনি হৈল ধ্বনি, ধায় সর্ব্বলোক।
করিতেই দর্শন পাসরে দুঃখ-শোক॥
গোপীনাথ-প্রকট-কুণ্ডের দিগাঙ্গন।
স্নান-পানে হৈলা সবে আনন্দে বিহ্বল॥
রামকুণ্ড' বলি' খ্যাতি হৈল তাহার।
লোক-গতায়াত যত, সীমা নাই তা'র॥
মালিনী শ্রীঅভিরাম নিজগণ লৈয়া।
শ্রীগোপীনাথের সেবা করে হর্ষ হৈয়া॥
মধ্যে মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ গণ-সনে।
আইসেন প্রিয় অভিরামের ভবনে॥
একদিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করয়ে নর্ত্তন, সে ভঙ্গিমা অনুপম॥
সখ্যরসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি উতি ফিরে নিজ-বংশী নাহি পায়॥
শতাধিক লোকে যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি' ধরিলেন হাতে॥
তাহা দেখি সবে মহা বিস্মিত হইলা।
মধ্যে মধ্যে ঐছে তাঁ'র অলৌকিক লীলা॥

শ্রীঅভিরাম—বৈষ্ণবঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীমালিনীদেবী। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীজয়মঙ্গল নামক একটী চাবুক ছিল। তিনি ঐ চাবুক দিয়া যাঁহাকে আঘাত করিতেন তাঁহারই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত। একদা শ্রী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল অভিরামগৃহে আগমন করিলে ঠাকুর শ্রীঅভিরাম শ্রীনিবাসের গায়ে তিনবার ঐ চাবুক স্পর্শ করাইলেন। তখ শ্রীঅভিরাম-পত্নী বিপ্রকন্যা শ্রীমালিনী-দেবী হাসিয়া শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন—"ঠাকুর, ধৈর্য্য ধর, শ্রীনিবাস—বাল তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হই পড়িবে।"

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর পাষণ্ডদলনব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে আচার্য্যের কা করিয়াছিলেন। তিনি প্রণাম করিলে বি শিলা ও বিষ্ণু-অর্চ্চা ব্যতীত অন্যান্য শি ও মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত বলি একটী প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রকটকা হইতে তথায় শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের নিকট শি চাউল-ভোগের ব্যবস্থা আছে। এমন মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে। সেখা কার আর একটী অভিনব প্রথা এই ঠাকুরকে শয়ন দিবার সময় মন্দিরের দর খোলা থাকে এবং সর্ব্বসমক্ষে শয়ন দে হয়। প্রাতঃকালে ঠাকুরের মঙ্গল আর করিবার বিধিও নাই।

শুনা যায়, শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণে শ্রীমদনমোহন (একক) একখানি সং হাত উচ্চ ও প্রায় একহাত প্রশস্ত ব

পাথরে রত্নবেদীনীল, কামবৃক্ষ, যমুনা ও ধেনুবৎসগণ-সহ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ একসঙ্গে খোদিত রহিয়াছেন, এইরূপ অর্চ্চাবিগ্রহ, এতদ্ব্যতীত নৃত্যাবেশে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের একটী শ্রীমূর্ত্তি (পাদপদ্ম অঙ্কিত) ও শ্রীবলরাম (যুগল)-মূর্ত্তি সিংহাসনে বিরাজিত আছেন। ইহা ব্যতীত শালগ্রাম ও শ্রীগোপালমূর্ত্তিও আছেন। শ্রীমন্দির মধ্যে লোহার সিন্দুকে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রসিদ্ধ 'জয়মঙ্গল' চাবুক আছেন এবং উহা সেবাইতগণের চাবিবাধা উক্ত সিন্দুকে আবদ্ধ থাকেন। এই চাবুকটী দুই হাত দীর্ঘ এবং জরি দিয়া জড়ান। মহোৎসবের সময় সব সেবাইতগণের অভিমত হইলে উহা বাহির করা হয়।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীল অভিরাম ঠাকুর মাদৃশ যোগ্যতাহীনগণকে নিজগুণে অমায়ায় কৃপা করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::[•]::——

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ—হরিসেবা না হইলেই সংসারবাসনায় পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভিলাষ-চরিতার্থতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণবসেবাকে সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজনরাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥" এই কথাটি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোন ভ্রাতা অধঃপতিত হইতেছে বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে সদয়ভাবে হরিভজনের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে, তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আনন্দবোধ করা তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা নহে। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরম-মঙ্গল সাধিত হইয়া সত্যসত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পরের হরিভজনের সাহায্য-সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দি গৌড়ীয়-মিশন

(১৮৬০ সালের ২১ আইন-মতে রেজিষ্টরীকৃত)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

কলিকাতা

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট রবিবার হইতে ১৯শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত দি গৌড়ীয় মিশনের পরিচালিত সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত শ্রবণ-সদনে বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল-লোক-মঙ্গলের জন্য মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব তিথিপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত ধর্ম বিবৃতি বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে পরিচালকবর্গ সবিশেষ অনুগৃহীত হইবেন।

শ্রীহরিকিঙ্করগণের
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি

উৎসব-পঞ্জী

১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট, সোমবার শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।
শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর ও শ্রীল গৌরীদাস
পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর বিরহোৎসব।
শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রার্পণোৎসব।

২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।

৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।

৩১শে, শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট, শনিবার শ্রীনন্দোৎসব।

১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, সোমবার শ্রীঅন্নদা একাদশীর উপবাস।

১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, বুধবার দি গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

১২ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীললিতা সপ্তমী।

১৩ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।

১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা একাদশীর উপবাস। শ্রীবামন দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামনদ্বাদশী-ব্রত।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বুধবার দি গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অধিক-শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব;

সাধারণ মহা-মহোৎসব

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী-ব্রত।

১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। প্রোষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী।
সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান *

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান।

অপরাহ্নে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা।

রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

*সেবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

যে কপটযুক্ত হইয়া বাহিরে কৃষ্ণভজনের একটা অভিনয়মাত্র দেখায় আর অন্তরে কৃষ্ণের নিকট ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই কৈতবসমূহ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, কৃষ্ণ তাহার অভিলষিত এই সমস্ত কৈতব দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাকে কখনও প্রেমভক্তি প্রদান করেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণের ভজন করিতে করিতে অজ্ঞানবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখ-প্রার্থনা করিয়া থাকে, কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া সেই নিষ্কপট ব্যক্তিকে অচিরে সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দান করিয়া স্বয়ংই তুচ্ছ বিষয়সুখবাসনা নিরস্ত করিয়া দেন। যেমন ধ্রুবকে রক্ষ নারদের দ্বারা কৃপা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণের কপটমূলক অভক্তির অভিনয় থাকে বলিয়া তাহারা পরতত্ত্ব নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিতে পারে না। অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাদের বিষয় ভুলাইয়া দেন না। তাহারা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি চাহিলে পড়িয়া যায়।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের এই সকল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না। স্রাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যাওয়া, পাশা-দাবাখেলা, গ্রাম্য বাজে খবরের কাগজ পড়া ও পরচর্চ্চা এ সকলে আমরা মগ্ন হইয়া পড়ি। যেখানে ভগবানের কথার স্থান হয়, সেখানে বাজে কথা আসে চিত্ত হইতে তাহাও জড়জগতের আছ্ছা বিশেষ। গ্রাম্য কথা বলিতে ও দস্তাদস্তি প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন।

বাস্তবসত্যের আলোচনা হওয়া দরকার। গ্রাম্যকথা হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়। হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনেই পাপগ্রহের মূলোৎপাটন হয়। গোপনে অত্যাচার প্রকাশ্য পাপাপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ও দণ্ডনীয়। কে কে গোপনে কি কি অন্যায় কার্য্য করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ তাহা সকলই জানেন। যেহেতু তাঁহারা অন্তর্য্যামী। লোক পাপকে গোপন রাখিতে পারে না। প্রকৃত গুরুর নিকট শ্রবণ না করিলে ছিদ্রানুসন্ধানপ্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—পরচর্চ্চা হইতে দূরে থাকিবে।

"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি অন্তরের দোষ দেখাইয়া দেন, উহার সংশোধনের জন্য। তবে নিজে নির্দ্দোষ না হইয়া অপরের দোষদর্শন নিষিদ্ধ। বিষয়দর্শক পরের স্বভাব আলোচনা করিবেন না। কৃষ্ণকেই তাহার নিত্য-মঙ্গলবিধানের জন্য তাহা করিতে দিন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুপ্রসাদ ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগৌরচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীঅভয়বল্লভ ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরাধাদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (প্রভু সারঙ্গদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীজয়গোপাল সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী

ঢাকা গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

নারায়ণগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামশরণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশবদবাস্ববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দিঘাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপাবকদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রশেখর দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ধনলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরাধারমণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅবধগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পর্ব্বতবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত।
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতার-সম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টিকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড টাইপে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল ব্যাখ্যা, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত	শনিবার	অন্ত দিন	
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-৫৫
(বনগাঁ) ছাঃ	..		.. ৯-৩১			. .	. ..	.... .
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বনগাঁ) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০		
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বনগাঁ) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

				শনিবার ব্যতীত অন্ত দিন	শনিবার			
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮		
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১		
(বনগাঁ) ছাঃ	৬-৩১ ৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬		১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০ ৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০		২০-৩	২১-১৯
(বনগাঁ) ছাঃ	....	...	.	১৫-৫৬	১৭-৪২	. ,		......
দমদম		১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯		২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬ ৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬		২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বনগাঁ) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র, গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে সদ্দেশ তথা বিদেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনমণ্ডলী যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবরসিদ্ধান্তরক্ষণে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C. 1544

শ্রীশ্রীপ্রাতিরত্নমালা
—:•:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১॥০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মধুমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১লা শ্রাবণ, ১৩৪৮, ১৭ই জুলাই ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার [১১২তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——:•:(•):•:——

ভারতীয় সৈনিকের কৃতিত্ব ও উচ্চ সম্মান

যুদ্ধক্ষেত্রে "স্যাপার" সৈন্যদলকে যে কাজ করিতে হয়, তাহা যেমন কঠিন, তেমন বিপজ্জনক। এইরূপ একদল সৈন্য পরিচালনায় লেফটেন্যাণ্ট গুপ্ত নামক জনৈক ভারতীয় সৈনিক কর্মচারী কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" নামক অত্যুচ্চ সম্মান পদক লাভ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের ভিতর এই উচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া সুবিখ্যাত লীডার পত্র যাহা অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহাও ঘটিয়াছে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে সুযোগ পাইলে ভারতীয় যুবকগণ সামরিক কর্মচারী এবং সৈন্যদলের অধিনায়করূপেও যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধেও তথাকার রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী সৈন্যদলের বিশেষ কৃতিত্বের কথা তৎকালীন সেনাবিভাগের নেতাদের প্রমুখাৎ যে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা শুনা যায়। আশা করি কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় এইরূপে ভারতীয় যুবকগণ উত্তরোত্তর সেনা বিভাগের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া কৃতিত্ব প্রদর্শনে দেশের গৌরব বর্দ্ধনের অধিকারী হইবেন।

———

বীরত্ব ও সাহসিকতার পুরস্কার

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ মহামান্য ভারত সম্রাট "দি জর্জ্জ ক্রশ" ও "দি জর্জ্জ মেডেল" নামক দুইটি সম্মান-চিহ্নের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া ক্রশের পরেই দি জর্জ্জ ক্রশের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাংঘাতিক বিপদকালে যাহারা অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিবে, উক্ত ক্রস তাদেরই প্রাপ্য হইবে। খুব সাহসিকতার জন্য মেডেল দেওয়া যাইবে। ক্রশ ও মেডেল প্রধানতঃ বে-সামরিক লোকদের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ও সিভিক গার্ড সার্ভিসের লোকজনও উক্ত সম্মান লাভ করিতে পারিবেন।

———

রাশিয়ায় স্বেচ্ছাবিনষ্টি নীতির প্রয়োগ

পশ্চাদপসরণকালে আগুন লাগাইয়া সব কিছু নষ্ট করিয়া দেওয়ার যে "স্বেচ্ছা-বিনষ্টি" নীতি ষ্ট্যালিন অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন, রাশিয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যদল অগ্রসর হওয়ার পথে মাইলের পর মাইল বনভূমি ও শস্যক্ষেত্র আগুনে পুড়িতে দেখিতেছে। যে সহরেই জার্ম্মাণ সৈন্য প্রবেশ করে, তাহারা দেখে যে সব কিছু আগুনে ভস্মীভূত, খাদ্যদ্রব্য কিছুই নাই। জার্ম্মাণরা নিজেরাই স্বীকার করিতেছে যে, শ্বেত রাশিয়ার রাজধানী মিনস্কে যখন তাহারা প্রবেশ করে, তখন তাহারা উহা প্রজ্বলিত অবস্থায় দেখিতে পায়। যে সকল নিরপেক্ষ সংবাদপত্র-সেবী জার্ম্মাণদের কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া উক্তনগর দেখিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা ও বহু সম্পত্তি ও সমরোপকরণ বিনষ্ট অবস্থায় দেখিতে পান। ল্যাটভিয়ার উপকূলস্থ সহর লিবাউতে যখন জার্ম্মাণগণ প্রবেশ করে, তখন উহা প্রায় ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, রাশিয়ান সৈন্য যখনই পশ্চাদপসরণ করিয়াছে তখনই সব কিছু স্বেচ্ছায় আগুন ধরাইয়া বা অন্যভাবে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়া গিয়াছে—শত্রুসৈন্য যাহাতে রাশিয়ার উপকরণ বা শস্যসম্ভার লাভ করিয়া শক্তি সঞ্চয় না করিতে পারে।

———

অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানায় বহু সহস্র লোকের শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা

বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সহস্র লোক বর্ত্তমান অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানায় শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কারখানার ম্যানেজার, শিক্ষানবিশ বালক কারিগর, শিক্ষার্থী পরিদর্শক, শিক্ষানবিশ কারিগর প্রভৃতি আছে। তাহা ছাড়া যাহারা কারখানার কার্য্যে দক্ষ, তাহাদিগকে আরও অধিকতর নিপুণ এবং যাহারা অর্দ্ধদক্ষ তাহাদিগকে পুরাপুরি দক্ষ করিবার জন্যও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

ইহা ছাড়া আরও বহু সংখ্যক অনিপুণ লোককে আধানিপুণ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

———

দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরে জাহাজ নির্ম্মাণ

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার কেপ্ টাউনস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরগুলিতে যাহাতে আরও দ্রুত জাহাজনির্ম্মাণ করা হয়, এ জন্য একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হইতেছে।

'কেপ্ টাইমস্' লিখিয়াছেন—বন্দর-গুলির জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার কর্ম্মচারীরা যেরূপ পরিশ্রম করিতেছে, তাহা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই, তবে পালাক্রমে ২৪ঘণ্টা কাজ চালাইয়া আরও কিছু তাড়াতাড়ি জাহাজ নির্ম্মাণ সম্ভব।

———

কারখানার অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার

ভারতীয় সরবরাহ বিভাগের একটি নোট প্রকাশ যে, কয়েকটি চিনির কলকে এ্যাম্বুলেন্সের ষ্ট্রেচার নির্ম্মাণের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ভারতের চিনির কল-গুলিতে সারাবৎসর কাজ চলে না। আখ মাড়াইর মরশুম শেষ হইয়া গেলে কয়েক মাস কলগুলি বসিয়া থাকে। এই সময়টা যাহাতে কাজে লাগান যায় সে-জন্য পরীক্ষামূলক ভাবেই এই অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এই কলগুলিতে প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও মিস্ত্রী কারিগর সবই আছে।

সরবরাহ বিভাগ কিছুকাল যাবৎ অনু-সন্ধান করিয়া দেখিতেছেন, ভারতের বিভিন্ন কলকারখানাগুলির অবসর সময়ে (অর্থাৎ যে সময়টা কাজ অভাবে কল কারখানাগুলিকে বসিয়া থাকিতে হয়) সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ার করিতে পারা যায় কি না। বিষয়টি এখনও অনুসন্ধানাধীন আছে।

———

আইন সভায় সেক্রেটারীদের বেতন বৃদ্ধি

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারীদের বেতনের হার পরিবর্ত্তন করিয়া উহা এক হাজার টাকা হইতে দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উভয় আইন সভার অন্যান্য অফিসারদের বেতনের হারও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের একজন এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর নূতন পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রধান ও দর্শন অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। ইঁহার বিরাট্ আয়তন ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব যতি-বিরচিত 'ভত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা তদীয় আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সৌষ্ঠবের নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য সুধীবৃন্দগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

বিওখাচ প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা

উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲
২। প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশ স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲ ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয়-সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ভজন আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিফলিকা ওপসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টদর্পণ ⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭৫। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। টিচিং টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিয়ালাইজড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ⁄০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

[Left advertisement box]

[ত]ত্ত্বাত্মক কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-[রচি]ত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃতি ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে নিয়ম ও ...সুর মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী [সক]লের পাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[Right advertisement box]

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৯ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১লা শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৭ই জুলাই ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার, { ১১২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর

——::*::——

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ব্রজলীলার দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'শ্রীসুদাম' সখা। ইনি মহেশপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। এই মহেশপুর গ্রাম পূর্ব্বে নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল। অধুনা যশোহর জেলায় অবস্থিত। মহেশপুর গ্রাম ই, বি, আর, লাইনের মাজদিয়া ষ্টেশন হইতে ১৩ মাইল পূর্ব্ব দিকে। এই মহেশপুর গ্রামেই শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

প্রেমরস-সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ-প্রধান ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাটে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে একমাত্র শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের জন্মভিটা ভিন্ন আর কিছুই নাই। শুনা যায়, ঐ ভিটার উপরে তুলসী-বন ও একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন শৌক্রবংশ নাই। তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের বংশ ও সেবাইত-শিষ্যবংশ বর্ত্তমান আছেন। বীরভূম-জেলার মথনডিহি-গ্রামে শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের জ্ঞাতিবংশ আছেন। তথায় শ্রীশ্রীবলরাম জীউর সেবা হয়। শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ বহরমপুর সৈয়দাবাদের গোস্বামিগণ লইয়া যান। মাঘী-পূর্ণিমা-তিথি দিবস শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব হইয়া থাকে।

মদীয় শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদে ১৩৩১ সাল ১০ই ফাল্গুন রবিবার দিবস শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর শ্রীপাট দর্শনার্থ মহেশপুরে শুভবিজয় করেন এবং তথায় বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তনমুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সারাংশ এই,—"আত্মধর্ম্মই 'প্রেমধর্ম্ম' বা প্রীতির ধর্ম্ম, আর মনোধর্ম্মই অপ্রীতির ধর্ম্ম। বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের নিত্য শুদ্ধা অহৈতুকী প্রীতি এবং আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের শুদ্ধা প্রীতিই 'প্রেমধর্ম্ম'। প্রেম-ধর্ম্মের মধ্যে চির ঐক্যতান বিরাজিত। প্রেম-ধর্ম্মের যাজন হইতে বিচ্যুত হইলেই আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়া থাকি। কৃষ্ণই একমাত্র মূল বিষয় এবং যাবতীয় কার্য্যই একমাত্র সেই মূল বিষয়ের আশ্রয়। সাপত্ন্যধর্ম্মবিশিষ্ট মানবজাতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই সেবক, ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্যের আর কোন অসুবিধা থাকে না। তখন জীব স্ব-স্ব নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ অর্থাৎ নিজেকে বিষ্ণুসেবক 'বৈষ্ণব' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের স্বাভাবিক প্রীতিধর্ম্ম উদিত হয়।

কৃষ্ণ সমস্ত জীবকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রপঞ্চে দুইপ্রকারে আমাদের নিকট আগমন করেন—(১) অর্চ্চারূপে ও (২) নামরূপে। কপটী ব্যক্তি-গণ ষোড়শোপচারে পুষ্পতোয়াদি দ্বারা ... অর্চ্চা আরাধনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ঠাকুরসেবার বিনিময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে কিছু প্রাপ্তি, ইহাকে সেবা বলা যায় না। যাহাতে ঠাকুরের সুখ হয়, তাহারই নাম 'সেবা', আর যাহাতে নিজের সুখসুবিধা হয়, তাহারই নাম 'ভোগ'। 'বিনিময়ে আমি কিছু চাই'—এরূপ কথা অভক্তি বা অবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা। আমরা যদি কপট করিয়া কোটিজন্ম অর্চ্চন করিতে থাকি, কোটিজন্ম খোল বাজাই, কোটি জন্ম কীর্ত্তন করি এবং কপটতাকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ অর্চ্চন করিতে করিতে, খোল বাজাইতে বাজাইতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে কর্ম্ম-মার্গের পথিক হইয়া পড়িব, আমাদের ভক্তিলাভ হইবে না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের নিষ্কপট সেবা ব্যতীত আমাদের মঙ্গল কিছুতেই হইতে পারে না. অর্চ্চা ও নাম আবাহনাদি নাম করিয়া জগতে কি কপটই না চলিতেছে! ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে ঠকানকেই কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি বলিয়া বিচার করেন।

এই গ্রামের কথাই আমি কিছু বলি। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমদাতা শ্রীল নিত্যানন্দের সঙ্গী শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার একটী বিকৃত প্রতিফলনমাত্র দৃষ্ট হয়। এখন সংকীর্ত্তনপিতা গৌরনিত্যানন্দের প্রীতির জন্য আর হরিকীর্ত্তন হয় না, ওলাউঠা-নিবারণ, গানের শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি অন্যাভিলাষপূর্ণ নরের ভোগের জন্য হরিকীর্ত্তনের বাহ্য আকার মাত্র স্থাপিত হইয়া থাকে।

ভগবানের সেবা ও সেবার অভিনয় দুইটী পৃথক্ বস্তু। [illegible] সেবা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। ভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহ [illegible] হইতে পারে না। দশ টাকার বেতন ভগবানের [illegible] পারে না, বিশ টাকা দিয়া [illegible] না, পঞ্চাশ টাকা দাবী করিলে [illegible] না, পাঠ হয় না উহাতে [illegible] বা লোকরঞ্জক আমোদ-প্রমোদ হইতে পারে, উহা ভক্তি বা সেবা কথা নহে, উহার নাম [illegible] বা কপটতা। আমরা আনন্দতীর্থ [illegible] চরিত্রে একটী আখ্যায়িকা [illegible] তিনি একদা [illegible]। মহারাষ্ট্র-দেশের মহাদেব নামক জনৈক রাজা সাধারণের উপকারার্থ পুষ্করিণী খনন করাইতে-ছিলেন। তিনি আনন্দতীর্থকে সেই পথ [illegible] পুষ্করিণী খনন করিতে [illegible] তিনি খননকার্য্যে [illegible] রাজা তাঁহাকে নিজহস্তে খননযোগ্য একখানি [illegible] দিলেন, তাহা [illegible] তিনি [illegible] করিতে পারিলেন। [illegible] আনন্দতীর্থ [illegible] অবতার [illegible] এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন যে, রাজা ক্রমাগত খননই করিতে থাকিলেন, আর কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। [illegible] রাজা জানিতেন না যে, [illegible] কার্য্য বাহ্যে [illegible] হইতে পারে;

কিন্তু যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের হাতে যদি কোদাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল জগতের পরম হিত খনিত করা হয়। জগতের যত কিছু শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে, সকলই বৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত হইলেই উহাদের সার্থকতা। ঐ সকল নশ্বর ভোগের সেবায় লাগিলে পতন ও জগদ্বিনাশের হেতুমাত্র হইয়া থাকে। যেকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—এইরূপ দৃঢ়প্রতীতি না হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের কোনই মঙ্গল হইবে না। এইজন্যই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅর্চ্চার আরাধনা করা কর্ত্তব্য, তবে নিজের উদরভরণ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য নহে।

যিনি শুদ্ধবৈষ্ণবগুরুর পাদাশ্রয় করিয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে তিনিই কীর্ত্তনাধিকার পাইতে পারেন। ১২৮৪ সালেও শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাটে লোকের বাস ছিল। সৈয়দাবাদের গোস্বামিগণ শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। এই মহেশপুরে স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহোদয়ের বাড়ী ছিল। এই গ্রামটী পূর্ব্বে নদীয়াজেলার অন্তর্গত ছিল।

পানিহাটী গ্রামে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উপস্থিতিতে তদ্দেশে যে চিড়া-দধি-মহোৎসব হইয়াছিল, সেই মহোৎসবে শ্রীনিত্যানন্দের গণ শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর, শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাই প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। এই মহোৎসবের নাম 'দণ্ড-মহোৎসবলীলা'। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য শ্রীরাঘবপণ্ডিতের শ্রীপাট পানিহাটীতে আসিলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে একটী মহোৎসব দিতে বলিয়াছিলেন। এই উৎসবে শ্রীমন্মহাপ্রভুও অলক্ষিতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই মহোৎসব-প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হঞা সদয়॥
নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে॥
সেই ক্ষণে নিজলোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ্য-দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে॥
চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, চিনি আর কলা।
সব দ্রব্য আনাঞা চৌদিকে ধরিলা॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য-গণন॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই-চারি হোল্‌না আনাইল॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে॥
এক-ঠাঞি তপ্ত-দুগ্ধে চিড়া ভিজাঞা।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি, চিনি, কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপা কলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর তাতে দিল॥
ধুতি পরি' প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা॥
চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণে।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচনে॥
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস-গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড়-কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ আদি যত, আর নিজজন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন?
শুনি' পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি' প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ-চিড়া, আরে দধি-চিড়া কৈল॥
একেকে সবারে দুই দুই হোল্‌না দিল।
দধি চিড়া, দুগ্ধ চিড়া দুইতে ভিজাইল॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে।
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডীর, হোল্‌নার চিড়ার এক এক গ্রাস
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস।
হাসি' মহাপ্রভু আর একগ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাঞা রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥
তবে হাসি' নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিয়া ডাহিনে॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥

শ্রীমোদদ্রুমছত্রে কীর্ত্তন

গত ৮ই জুলাই শ্রীচাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভদিবসে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কতিপয় ভক্ত গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া প্রাতে শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীমোদদ্রুমছত্রে গমনপূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা ও কৃপাভিক্ষা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ অখদমর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মমহিমা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর ভক্তগণ তথা হইতে শ্রীনবদ্বীপে গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক পরমহংসকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——:•:(•):•:——

বৈষ্ণব দুই প্রকার—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। ভগবন্মন্ত্রপ্রাপ্ত সকলেই বৈষ্ণব। যাঁহারা গৃহে থাকিয়া বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁহারা গৃহস্থবৈষ্ণব, আর যাঁহারা গৃহত্যাগী হইয়া হরিভজন করেন, তাঁহারা ত্যাগী বা সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, সকলেরই পূজনীয়, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালকুলোদ্ভূতই হউন সকলেরই আদরণীয়—পূজ্য। এইজন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্গুরু বলা যায়। দুর্ব্বল জীব বৈষ্ণবগণের চরিত্র অনুসরণ করিয়া ভগবানের সেবা করেন। যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা পরের কোন ধন-রত্নাদিতে লোভ করেন না। গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ-জীবন যাপন করেন, প্রতিবেশীগণকে সদুপদেশ দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখ করিতে চেষ্টা করেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকারের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুশীলনমুখে দিনযাপন করেন।

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণকে আরও অধিকতর সতর্কতার সহিত দিন যাপন করিতে হয়। তাঁহারা সকলের আদর্শস্থানীয়। যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা সেই বৈষ্ণবগণের আদর্শেই জীবন যাপন করেন। এই বৈষ্ণবগণের আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত কেহ হরিভজন করিতে পারে না। যাঁহারা নিষ্কপটে ঐকান্তিকতার সহিত হরিভজন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবের আনুগত্য করেন। তাঁহাদের আনুগত্য ও কৃপা ব্যতীত কেহ এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। সঙ্গ ছাড়া কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কি সৎকার্য্য, কি অসৎকার্য্য সব স্থলেই আদর্শের প্রয়োজনীয়তা আছে। সঙ্গ বা আদর্শ না থাকিলে উন্নতি লাভ হইতে পারে না। বদ্ধজীব আমাদের পক্ষে একাকী থাকিয়া হরিভজনে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নহে। হরিভজন করিতে গেলে মায়া নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়, বঞ্চনা করে। হরিভজন করিতে গেলে প্রচুর পরিমাণে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা আসিয়া সাধককে ভক্তিপথ হইতে বিচলিত করিতে চেষ্টা করে, সেই সময় যদি কোন অকৃত্রিম বান্ধব আমাদিগকে হরিভজনের পথে চালিত না করেন, তাহা হইলে দুষ্ট মায়ার ছলনায় পতিত হইয়া বিপথে গমন করিতে হইবে। মায়া একাকী পাইয়া আমাদের উপর চাপিয়া বসিবে—প্রভুত্ব করিবে। একাকী বা নির্জ্জনে থাকিয়া ত' হরিভজন হয়ই না আবার অসৎসঙ্গে থাকিয়াও হয় না। অসজ্জনগণ মায়ার চর। সাধুশাস্ত্র বলিয়াছেন —

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস, সদা নাম অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

সাধু অর্থাৎ ভগবানের জন। তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে ভালমন্দ-বিচার দ্বারা অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জনের সুদৃঢ় সঙ্কল্প আসে। অসদ্বস্তুগুলি আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই শত্রু। সকলেই আক্রমণ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া আছে। সেইজন্য সর্ব্বক্ষণ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা দরকার। শ্রেষ্ঠ সাধুর অনুক্ষণ সঙ্গ না করিলে শ্রীগুরুদেবের উপদেশবাণী সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা যায় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি—তাঁহার বাণীর অনুসরণ ব্যতীত কেহ মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত ভৃত্যের অকৃত্রিম সঙ্গ ও কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। এইরূপ শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের আদর্শগ্রহণই একমাত্র মঙ্গলোপায়।

বৈষ্ণব—বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত। তাঁহারা বিধির অতীত তত্ত্ব। মহাভাগবতশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া মধ্যমাধিকার-লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তিকে শাসন ও সংশোধন করেন। বৈষ্ণব সর্ব্বক্ষণ আদর্শ জীবনযাপন করেন, নতুবা জগতে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার উদয় হইত। বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ। তাঁহার কোন অংশ গোপনীয় নহে। কেবল কথা দ্বারা শিক্ষা দিলে জীবের যথেষ্ট মঙ্গল করা যায় না, আদর্শ দ্বারা শিক্ষা দিলেই জীব সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেও যেন করে॥
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নামসংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়পূর্ব্বক বৈধী ভক্তির যাজন আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দেন যে, সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না এবং ভাবভক্তি না হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। বিধিভক্তি যাহা সেবা-প্রগতির প্রথমার্দ্ধের কথা, তাহাতে অবজ্ঞা করিলে গুরুপাদাশ্রয় হয় না। গুর্ব্ববজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ক্ষুদ্র জীব নিজের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাইয়া যতই ঊর্দ্ধে উঠুক না কেন, গুর্ব্ববজ্ঞা করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। যাহাদের ভগবানের সেবায় স্বাভাবিক রুচি, তাহাদের বৈধী ভক্তির কঠোরতার আবশ্যক হয় না। যে কাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত সাধনপথ অনুসরণ করি, সেইকাল পর্য্যন্ত পরমমঙ্গললাভের পথে চলাই 'সুরু' হইল না। শ্রীগুরুপূজার প্রণালী আমরা গুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করি।

বৈধী ভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান লাভ হয় না এবং বদ্ধভূমিকা হইতে উন্নতপ্রদেশে অভিযানের আগ্রহও হয় না। সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভাণে সাধন পরিত্যাগ করা পাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহ ব্যতীত কিছুই নহে। সৎপথের বিপরীত দিকে গমন করিলে বেশী কাম বা সুখ লাভ হইবে, "আমি গুরুবৈষ্ণব হইতেও বেশী বুঝি, গুরুবৈষ্ণব আমার বুদ্ধি ও পরামর্শ না লইয়া এক পাও চলেন না, আমি নরকে যাইয়া সুবিধা করিয়া লইব, এবং আমার গোঁড়ামি বজায় রাখিব"—এই বিচারে বিধি বা সাধনপথটাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা—পাষণ্ডমাত্র।

শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তন না হইলে স্মরণ হয় না। বদ্ধজীব অস্থির চঞ্চল জড় মনের দ্বারা কৃষ্ণের বা শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান বা স্মরণ করিতে যাইয়া শুকপক্ষীর ঠোঁট চিন্তা করে। আবার পাখীর কথা মনে পড়িলে পাখীর মারণায় বন্দুকের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচিন্তা করিতে যাইয়া জড়ের ধ্যান করিতে বসিলে কৃষ্ণসেবা বাধাপ্রাপ্ত হইল। এদিকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধনস্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া সুসার।" অর্থাৎ জড়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তকরণে অপ্রাকৃত সেব্যবস্তুর কীর্ত্তনের সঙ্গে স্মরণ কর। পূর্ণ বৈধমার্গে থাকিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা করা দরকার।

বিধিভক্তি উল্লঙ্ঘন করিলে অকালপক্ব সাধকের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অনুকরণে প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়িতে হইবে। বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি হরিভজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দি গৌড়ীয়-মিশন

(১৮৬০ সালের ২১ আইন-মতে রেজিষ্টিকৃত)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট রবিবার হইতে ১৯শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত দি গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল-লোক-মঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে সমুৎসবে যোগদান করিলে গভর্ণিংবডির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি

উৎসব-পঞ্জী

১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট, সোমবার শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।
শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর ও শ্রীল গৌরীদাস
পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর বিরহোৎসব।
শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রার্পণোৎসব।

২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।

৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।

৩১শে, শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট, শনিবার শ্রীনন্দোৎসব।

১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, সোমবার শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।

১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, বুধবার দি গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ
পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি-
উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত-
শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

১২ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীললিতা সপ্তমী।

১৩ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।

১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা একাদশীর
উপবাস। শ্রীশ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস
ও শ্রীবামনদ্বাদশী-ব্রত।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বুধবার দি গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
ত্র্যধিক-শততম-বর্ষপূর্ত্তি প্রকট-মহোৎসব।

সাধারণ মহা-মহোৎসব

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎ-
সব ও শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত।

১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-
মহোৎসব। প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী।
সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান *

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান।

অপরাহ্ণে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা।

রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

*ঐ উৎসবে ও উপবাস-দিবসে এই কার্য্যের পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

করিতে আসিয়া গোপনে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া ভীষণাদপি ভীষণতর অপরাধ। হরিবাসর-পালন, ধাম-পরিক্রমা ও সংখ্যানামকীর্ত্তন অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা সাধনরাজ্যের যত উচ্চস্তরেই উঠি না কেন, কোন অবস্থাতেই ঐ সকল ভক্ত্যঙ্গ ছাড়িতে হইবে না। মহা-মহা-অধিকারী হইলেও কখনও নির্জ্জনে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত অষ্টাঙ্গ-মৈথুনের কোন একটিও করিবেন না।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বিরহ-মহোৎসব

গত ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই মঙ্গলবার প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শোচক ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী সংকীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ গদাধরচৈতন্যদাস অধিকারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতনশিক্ষা' পাঠ করেন। তৎপর মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক সংকীর্ত্তনের পর ক্রমাগত পাঠ হইতে থাকে। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও ষড়্‌গোস্বামী প্রভুর শোচক সংকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর-দাস ব্রজবাসী প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর মহিমা প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বিরহসূচক কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সমাগত প্রায় দুই শত সজ্জন ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

আসমুদ্রহিমাচলে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দিল্লী, এলাহাবাদ, কাশী, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানের মঠসেবকগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা সহরের বিভিন্ন স্থানের শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন।

প্রত্যহ প্রাতে উপদেশক শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিসুন্দর প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। দ্বিপ্রহরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীহরিকথা আলোচনা করিতেছেন। সন্ধ্যায় শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যার্ণব ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-উপাখ্যান পাঠ ও হিন্দী-ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন।

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। [illegible]

সেবক—[illegible]

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]চরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রী অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুপাদ দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

[illegible]পুর পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীরামলক্ষণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদত্তাত্রেয়বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কবিরার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণা মথুরা

সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী জেলা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁধপলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান

সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রীগিরিধারী গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠ অফিস

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

[illegible] হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] শ্রী-সম্পাদিত
[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
সংবাদে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

সংবাদে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart-এর) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু গল্পসহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক আধারে ধাম-স্বরূপ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রান্ত আরম্ভ হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার বাতীত অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯		...	১৮ ৫	২২-৪১
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	....		৯-৩১		.		.	..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৯৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার বাতীত অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮ ৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৭৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. ..	.....	..	...	১৫-৫৬	১৭-৪২	. .	.. ...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ'... বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

[illegible]ভাগ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-[illegible] অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিশদ [illegible]সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও [illegible] মঙ্গলের কথা আছে। [illegible] মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই [illegible]। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]মালা

[illegible] সুন্দর অক্ষরে [illegible] অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা [illegible]

[illegible]

১৪শ বর্ষ } ১১ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩রা শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৯শে জুলাই ইং ১৯৪১, শনিবার { [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ শ্রীধর অবাধ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

দিব্যদর্শন ও মাংসদর্শন

যাহার ভোক্তৃ অভিমান বা পুরুষাভিমান আছে, সে ই বিষয়ী। বিষয়ীর জড়াভিনিবেশ আছে। জড়াভিনিবেশই যোষিৎসঙ্গ। যোষিৎসঙ্গ করার জন্যই আমাদের শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা বা আপনজ্ঞান হইতেছে না। জড়জগতের প্রত্যেক বস্তুই স্ত্রী, যোষিৎ বা ভোগ্য। যেখানে চেতন দর্শন বা কৃষ্ণকার্ষ্ণ দর্শন, সেখানে যোষিদ্দর্শন নাই। সেব্য কখনও যোষিৎ বা ভোগ্য হইতে পারেন না। সেব্যদর্শনই যোষিদ্দর্শন বা মাংসদর্শনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়।

আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকামী ব্যক্তির সঙ্গই জনসঙ্গ। সজ্জনের আত্মসুখকামনা নাই। ইন্দ্রিয়ভোগ্য যোষিৎই জন। তাহা স্ত্রী-দেহধারী হইতে পারে বা পুরুষ-দেহধারীও হইতে পারে। দুষ্ট মনের সঙ্গও জনসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। 'সঙ্গ'-শব্দে আদর বা প্রীতির সহিত সম্যক্ গমন অর্থাৎ সুখানুসন্ধান। সাধুসঙ্গ অর্থে সাধুর সুখানুসন্ধান। অকিঞ্চন না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই নিষ্কিঞ্চন হওয়া দরকার। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদি কোন কিছু চান না—যাঁহার নিজসুখবাঞ্ছা নাই, তিনি অকিঞ্চন। যে কিঞ্চনতা বা কিছু চায়, তাহার সঙ্গে আমার কি দরকার? কেহ অকিঞ্চন না হইলেও আমাদের তাহাদের কোন কথা নাই। অকিঞ্চন ও শরণাগতের সঙ্গই আমাদের দরকার। আমরা অকিঞ্চনের পদধূলি হইব, অকিঞ্চনকেই ভালবাসিব। আমাদের ভাব, ভাষা, আচার, ব্যবহার, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি সবই অকিঞ্চনের মত হউক। তৃণ, তরু, লতা প্রভৃতি সকলের সহিত আমাদের সরল মিল হউক। সকলেই 'কৃষ্ণ-দাস'—এই বুদ্ধি আমাদের হউক। প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে ভগবান্ আছেন, সুতরাং সকলেই আমার প্রভুর সেবক—এই বিচার আমাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করুক। অকিঞ্চন হইয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য আমাদের হউক। সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন বা অভীষ্টদর্শন না হইলে কুদর্শনের হস্ত হইতে আমাদের কে রক্ষা করিবে?

জড়দর্শনই বিশ্বদর্শন, ভোগ্যদর্শন বা মাংসপেশী দর্শন। চেতনদর্শনই গোলোক-দর্শন বা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ দর্শন। বিশ্বকে বিশ্বনাথের সেবোপকরণরূপে দর্শন করিতে পারিলে আর কোন অসুবিধা হয় না। সেব্য-দর্শনেই জড় বা ভোগ্যরূপে দর্শন হয় না। সেবক-অভিমানেই সেব্যদর্শন হয়। যেখানে প্রাকৃত অভিমান, সেখানে প্রাকৃত দর্শন, আর যেখানে অপ্রাকৃত অভিমান সেখানে অপ্রাকৃত দর্শন বা প্রভুদর্শন। প্রভু-অভিমানই প্রাকৃত অভিমান, আর দাস-অভিমানই অপ্রাকৃত অভিমান—শুদ্ধ অহং। বিশ্বে থাকিলেই যে বিশ্বকে ভোগ্য করিতে হইবে, এরূপ নহে। ভোগবুদ্ধি বা ভোক্তাভিমান না থাকিলে ভোগ করা যায় না। সেবকাভিমানী ভক্তগণ বিশ্বের সঙ্গ করেন না। ভক্তের সহিত বিশ্বের বা মায়ার কোন সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা বিশ্বনাথের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মুক্তজীব জড়জগৎ দর্শন করেন বটে, তাঁর সঙ্গ নাই। ভক্ত আচারবান্—ভক্তিমান্। বিশ্বদর্শন বা জড়দর্শনই অভক্তি। ভোক্তাভিমানে যে দর্শন, তাহাই কুদর্শন। কৃষ্ণ-ভোগ্য অভিমানেই ভোক্তা শ্রীনামের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। মাংসচক্ষে ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

মাংসচক্ষে যে দর্শন, সেখানে মাপিয়া লইবার প্রবৃত্তি আছে। মাপাবুদ্ধি সেবাবুদ্ধি নহে। চেতনদর্শন আকারদর্শন নহে। যেখানে আকার দর্শন, সেখানেই ভয়। যেখানে আকারদর্শন নাই সেখানে ভয় নাই। পুরুষাভিমানে আকারদর্শন হয়। আত্মদর্শনে স্ত্রী পুরুষদর্শন বা আকার-দর্শন নাই। ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিলে এই কুদর্শন আর থাকে না। শ্রীপুরুষোত্তমের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি পুরুষাভিমান বা প্রাকৃত অভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। পরমপুরুষ শ্রীহরির আমাদের উপর কর্তৃত্ব না করা [illegible] আমাদের ভোক্তৃ অভিমান যায় না। আকারদর্শন না করিয়া সকলকে কৃষ্ণের সেবক বলিয়া দর্শন করাই উচিত। শুধু নারী দেহ নয়, যে বস্তুতে আমরা দর্শন করিতে যাইব, তাহাই ভোগ্য বা যোষিদ্রূপে আমার সর্ব্বনাশ করিবে। সাধু-গুরু কৃপায় আকারদর্শন—যোষিদ্দর্শনের হস্ত হইতে ছুটী পাওয়া যায়। ভগবানের সেবক-অভিমান যতই জাগিবে, ততই আকারদর্শন দূর হইবে।

মাংসদর্শনই আকার-দর্শন। মাংস-দর্শন প্রবল হইলে মাংসাতীত বা জড়াতীত বস্তুর দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে না। বর্ত্তমানে মাংসই আমাদের চিন্তনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাংসের রূপ আমাদের আঁখি [illegible], [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আমাদের [illegible]। [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] আছে, ইহা আমাদের [illegible] না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন বা [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] কথা [illegible] [illegible]। তাহারা [illegible] [illegible] নহে, [illegible] নহে, [illegible] নহে, [illegible] নহে, [illegible] নহে, [illegible] নহে—[illegible] ভগবানের দাস।' [illegible] [illegible]। [illegible] আর কোন [illegible] বা অসুবিধা হয় না। [illegible] [illegible] গাহিয়াছেন,—

[illegible] [illegible] নদীয়া।
[illegible]
[illegible] গৌরবিধু [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মাংসদর্শন স্পৃহা কিরূপে প্রশমিত হয়, তাহাও জানাইয়াছেন।

[illegible]-
[illegible]।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

জীবকৃপা ভক্তি কামবর্জিতস্মৃতা
যা চে [illegible] ভগবতী সা ॥
(ভাঃ ১০।৮।৬৫)

যে নিত্যা শ্রী আ[illegible] ([illegible] শ্রীকৃষ্ণ) যদি [illegible] অর্থাৎ [illegible] নাই, সেই শ্রী উপরে [illegible], মন্ত্র, বেদ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।
অনাথা যা[illegible] দীনাঃ [illegible]
[illegible] ॥
এবং [illegible] শ্রীনাম [illegible]।
অ[illegible] [illegible] [illegible] ॥
(ভাঃ ১১।[illegible]৫৮)

"হায়! আমার বৃক [illegible], [illegible] বিশিষ্ট [illegible] [illegible]: আমা [illegible] অনা[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মৃত্যুর পর [illegible] [illegible] যোনি [illegible] [illegible]।

বৈবোধনাদি [illegible] [illegible],
কণ্ঠ[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
কণ্ঠ [illegible], [illegible] ॥
([illegible] ৭।৯।৪৫)

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ[illegible] সুখ অতি তুচ্ছ, উহাতে [illegible] [illegible] [illegible] দুঃখের পর [illegible] দৃষ্ট হয়। কামুক ব্যক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারতন্ত্র্য [illegible] না। [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] কোন কোন দীন ব্যক্তি [illegible] [illegible] সমর্থ হন।

[illegible] [illegible] [illegible] মাতিরূপা
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥
(ভাঃ ১।৯।৭০)

[illegible] [illegible], [illegible]। [illegible] দিকে [illegible] [illegible] [illegible] আম [illegible] [illegible], [illegible] কুশল [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] আক[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ের [illegible], [illegible] সকল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] গৃহস্থ [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] হবে, এই সকল ইন্দ্রিয়ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হবে।

যেষাং স এব ভগবান দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব[illegible] [illegible] [illegible]।
তে [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ॥
(ভাঃ ২।৭।৪২)

যদি [illegible] হইয়া জীবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উত্তীর্ণ হইতে পারেন। [illegible] [illegible] 'আমি' ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

[illegible] হইতে আমার মন [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, সেইদিন হইতে কন্দর্প [illegible] [illegible] হইলেও আমার অত্যন্ত [illegible] এবং [illegible] [illegible] (থুৎকার) [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

কৃষ্ণ[illegible] শ্রীগুরুদেবই জীবের মাংস-দর্শন [illegible] তাহাকে দিব্যদর্শন প্রদান করেন। তিনি অজ্ঞানান্ধ জীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার চক্ষু উন্মীলিত করেন। মাংসদর্শন বা ভোগদর্শনই অজ্ঞান [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ভগবান [illegible], [illegible] [illegible] ভোগ্য, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সেখানেই [illegible] দর্শন [illegible] [illegible]। তিনি দিব্যজ্ঞান দান করেন, [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিব্যজ্ঞান [illegible] [illegible] [illegible] করেন, [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] শ্রীগুরুর [illegible] হইবার [illegible] প্রবল।

মাংসদর্শনই আমাদের [illegible]। মায়া [illegible] [illegible], মাংসদর্শনই [illegible]। মাংস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মাংসই [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible], ক্রোধ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], মাংসদর্শনশূন্য [illegible] সংসার হইতে প্রকৃত মুক্তি। মাংসদর্শন বা ভোগদর্শন যাঁহার নাই, [illegible] প্রকৃত [illegible]। মাংসদর্শন বা ভোগোন্মুখতাই সংসার বা অভক্তি। [illegible] [illegible] ভক্তি। মাংসদর্শন [illegible]-[illegible] পূর্ণাভাব আছে। মাংসদর্শনরহিত [illegible] [illegible] সর্বক্ষণ ভগবৎসেবার [illegible]। ভক্তগণ [illegible] [illegible] নিজের [illegible] বা [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত না [illegible] [illegible] ভগবৎসুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। মাংসদর্শনই [illegible]। মাংসদর্শনের

স্পৃহা ছাড়িয়া শ্রীরূপানুগগণের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের স্পৃহা হৃদয়ে জাগিলেই জীব মুক্ত হইতে পারে। মাংসদর্শন রাখিয়া ভক্তনে অগ্রসর হওয়া যায় না। মাংসদর্শন-[illegible] অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। এই মাংসদর্শনের [illegible]—ভোগ [illegible] প্রতি সন্ন্যাস করিতে [illegible] [illegible] হইবে। এই মাংস-দর্শনের মূলক উৎপাটন করিতে হইলে নিষ্কপট [illegible] শরণগ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। মাংসদর্শনরূপ [illegible] [illegible] আমাদিগকে উদ্ধার করিতে একমাত্র সাধুগুরুই সমর্থ। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়কারী মাংসদর্শনের [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ। ইহাতে [illegible] থাকিলে মাংসদর্শন কিছুতেই যাইবে না।

[illegible] সর্বদা অন্তর্হিত, সেই ভগবানকে অন্তর্হিত [illegible] [illegible] [illegible] কাম বাগ [illegible] হয়। মাংসদর্শন বা ভোগদর্শনই 'কাম' আর সর্বত্র সেবাদর্শন—সেবাদর্শন বা বৈকুণ্ঠদর্শনই 'ভক্তি'। মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে প্রাকৃত কামদূর হইয়া অপ্রাকৃত কাম—সেবাকাম হৃদয়ে স্থান পায়। 'শ্রুতবর্ণ [illegible], আমি তাঁহাদের ভৃত্য' এই সম্বন্ধটী [illegible] [illegible] কল্যাণ হয়। এই সম্বন্ধ দৃঢ় হইতে [illegible] [illegible]। সম্বন্ধ ঠিক রাখিয়া সেবা করিলে মঙ্গল হয়। সম্বন্ধ ঠিক না থাকিলে কিছুই হয় না। আগুন জল হইয়া যায়, বিষ নির্বিষ হয়, যদি সম্বন্ধ ঠিক থাকে, নতুবা আগুন পোড়াইবেই এবং বিষের ক্রিয়া হইবেই। বিষ মৃত্যু দান দেয়, কিন্তু [illegible] নিকট তাহার ক্ষমতা নাই, তিনি [illegible]। এইজন্যই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। আমি আমাকে রক্ষা করিতে পারি না। আমি যাঁহার সেই ভগবানই 'আমি'-কে অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করেন। 'বড় আমি'ই 'ছোট আমি'র রক্ষক। 'পরম আমি' 'ক্ষুদ্র আমি'কে রক্ষা ও পালন করেন। 'পরম-আমি'র প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতাই অণু-'আমি'র বাঁচিবার একমাত্র উপায়।

চর্মচক্ষে দেখিতে গেলেই বিপদ। সেই-জন্য শ্রবণে কাণ দিব। দেখিতে বলেন। শ্রবণের পথ—অমৃতের পথ —[illegible] পথ [illegible] একমাত্র বাঁচিবার পথ। এতদ্ ব্যতীত চক্ষুরাদি [illegible] সমস্ত পথই কৃষ্ণ-[illegible] বা মৃত্যুর পথ।

আত্মাকে আত্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন হয়। বিজাতীয় চক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ চর্মচক্ষে অপ্রাকৃত রূপদর্শন হয় না। ভোগোন্মুখ চক্ষু বা মাংসচক্ষু লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। কৃষ্ণের বাণী বা কৃষ্ণনামই কৃষ্ণকে দেখায়। গুরুবৈষ্ণবদর্শন বা সাধুদর্শনও তদ্রূপ। মাংসচক্ষে সাধুদর্শন হয় না। শরণাগতই সাধুকে দেখিতে পান। যে পর্য্যন্ত আমরা অকপটে সাধুর কথা না শুনিব, ততদিন

পর্য্যন্ত এই চক্ষুর দ্বারা সাধুদর্শন কখনই হইবে না। কৃষ্ণের বপুর ন্যায় সাধুগুরুর বপুও বঙ্কিম অর্থাৎ তাহা সরলভাবে জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করে না। অক্ষজদৃষ্টিতে গুরুস্বরূপ-ভগবানের বাহ্য আকার বা বপুদর্শন করিতে গিয়াই জীব বঞ্চিত হয়। এই বিপদ্ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়—শ্রৌতপথ অবলম্বন। শ্রবণ ছাড়িয়া অগ্রে রূপদর্শনের জন্য ব্যস্ত হইলে আত্মস্বরূপ-ভূত [illegible] বঞ্চিত হইতে থাকে, কোন কালেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হয় না, কেবল মায়া দর্শনই হয়। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা শ্রীআচার্য্যবাণী সবলা। তাহা দর্শন না করিয়া যেন আমরা আচার্য্যের বপু দর্শন করিবার জন্য ধাবিত না হই। তাহাতে হয় ত' বহির্মুখের জন্য অনেক বঞ্চনাকৌশলও থাকিতে পারে। ইহাই সাধুগুরুর উপদেশ।

শব্দকেই আশ্রয় করিতে হইবে। যেখানে বাণীর সহিত বপুর আদর্শের বিপর্য্যয় বা বিরোধ প্রতীত হয়, সেখানে বাণীই অনুসরণীয়। বাণীশ্রবণই বা শব্দাশ্রয়ই আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। অনেকে বলেন,—বপুদর্শনের মধ্যে অসুবিধা আছে বটে, কিন্তু বাণী শ্রবণ করিয়াও ত' আমরা বিপদগ্রস্ত হইতে পারি। গুরুবর্গ বলেন —বাণী শ্রবণ করিতে করিতে স্বয়ং বাণীই তাহার আবরণ ও প্রতিবন্ধকগুলি বিনষ্ট করিয়া দেন। কিন্তু বপুদর্শন (?) করিতে করিতে মাংস-চক্ষুর আবরণ নষ্ট হয় না, কেননা মাংসচক্ষু বিজাতীয় বস্তু, অপ্রাকৃত বপু কোনদিনই তাহার নিকট অবতীর্ণ হন না—তাহার গোচরীভূত হন না। কিন্তু বাণী স্বয়ংই আবরণ উন্মোচন করিয়া জীবের নির্মলতা সাধন করে এবং প্রাকৃতিনিরতই যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। বপু যোগ্য ব্যক্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করে আর বাণী বা মন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ দেখাইয়া দেয়। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত রাজ্যে বাণী ও বপু ভিন্ন নহে, বাণীই জীবকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া তাহার বপুর্নয়ী বা বিগ্রহময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। অযোগ্য ব্যক্তির সেই বিগ্রহ-ময়ী মূর্ত্তি কিছুতেই দর্শন হয় না, সেইজন্য বপু হইতে বাণী গরীয়সী—এইজন্যই স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইলেও ভগবানের নামকে অধিকতর করুণাময় বলা হইয়াছে।

অপ্রাকৃত শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে অবতীর্ণ হইয়া চক্ষুকে নিয়মিত ও শোধিত করে এবং সেই শ্রবণ নিয়মিত দিব্যচক্ষেই ভগবদ্রূপ-দর্শন হইয়া থাকে। তখনই শব্দের চিন্ময়রূপ দেখা যায়। হরিকথা-শ্রবণ পরিত্যাগ করিলে,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই বাণীতে দীক্ষিত না হইলে অধঃপতিত হইতেই হইবে। নিরন্তর সরল হৃদয়ে বাণী-শ্রবণ ও মাংসচক্ষে বপুদর্শনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বাণীই সেখানে নিয়ামক ও

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

প্রামাণিক হইবে। অন্যাভিলাষিগণ পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়া হরিকথা শ্রবণ অপেক্ষা ভগবদ্দর্শনের (?) অধিক পক্ষপাতী। তাহারা শ্রৌতপথ ছাড়িয়া মনোধর্ম্মী বা আরোহপন্থী। তাহাদের ভগবদ্দর্শনের আশা নাই।

হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি। সেই শ্রীহরিকে প্রথমে কর্ণদ্বারাই দর্শন করা যায়, কর্ণদ্বারাই তিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন, কর্ণদ্বারাই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। বাণীশ্রবণের জন্যই শিষ্যের শ্রীগুরুর নিকট অভিগমন। শিষ্যের প্রথম দর্শনীয় বিষয় বপু নহে, প্রথম দর্শনীয় বিষয়—বাণী, কর্ণদ্বারা সেই বাণীর দর্শন হয়। প্রথমেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পরিচালনা নাই। হরিভজনে সর্ব্বাগ্রে কর্ণই একমাত্র সহায়। কর্ণই আমাদের চক্ষুকে নিয়মিত বা প্রস্তুত করিবে, বাণীই আমাদিগকে তাঁহার বপু দেখাইবেন। শব্দই বপুর সন্ধান দেন এবং শুদ্ধচিত্তে বপুরূপে প্রকটিত হন। আমাদের মাংসচক্ষু শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অপ্রাকৃত বপু দেখিতে পারে না। যাঁহারা বাস্তবিক ভগবদ্দর্শন চান, তাঁহারা অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবেন। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলে সমস্ত বাধা আপনা হইতেই অপসারিত হইবে। শব্দের শরণাগত না হইলে শব্দার দর্শন পাওয়া যাইবে না। যাঁহাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নাই, সেইরূপ নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তের নিকট মনোযোগ-সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই কৃষ্ণে ভক্ত হইবে—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার পাওয়া যাইবে।

নিজে দেখিয়া বা মাপিয়া লইবার যে চেষ্টা, তাহা আরোহপন্থা। জীব—দৃশ্য, শ্রীভগবান্ দ্রষ্টা। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া দর্শন দিলে জীব ভগবদ্দর্শন সেবা লাভ করিয়া ধন্য হয়। দর্শন জিনিষটী দর্শকের নিজের চেষ্টা, আর শ্রবণ জিনিষটী শিষ্যের সেবা-প্রগতিময়ী চেষ্টা। দৃশ্য জীবের দ্রষ্টা-অভিমান করিয়া যে দর্শনচেষ্টা, তাহা দর্শনের পরিবর্ত্তে দর্শন-বাধ, অন্ধকার বা মায়াদর্শন। অনর্থযুক্তের দর্শনে বাধা আছে। সেই বাধা বাধকময় দর্শনের দ্বারা দূরীভূত হয় না। কিন্তু শ্রবণের বাধা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই সাক্ষাদ্ভাবে অপসারিত হয়। শ্রবণফলে ভগবানে আত্মসমর্পণ বুদ্ধি উদিত হয়। শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন। ভগবান্ নিজে দর্শন না দিলে কি কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে? কৃষ্ণতত্ত্ববিদের নিকট শ্রবণের দ্বারাই দিব্যদর্শন লাভ হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"শ্রীজগন্নাথদেব অধোক্ষজতত্ত্ব। তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন। আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি না। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা যাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবে, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে দর্শনের অধিকারী হইবেন; নতুবা পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেই তাঁহার হস্ত-পদরহিত দর্শন ঘটিবে। রজস্তমোগুণ তাড়িত ব্যক্তিগণের ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না। যতদিন জীব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাসুদেবের প্রকাশ তাহাদের চিত্তে প্রকটিত হইবেন না।

ব্রহ্মার ন্যায় ব্যক্তি—যিনি আমাদিগের হইতে কতগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনিও নিজ অক্ষজ-দর্শনে ভগবান্কে মাপিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার চেষ্টা দর্শন করিয়া তৎসমীপে উদিত হইয়া বলিলেন,—"যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ ও সত্তাবিশিষ্ট এবং যে-যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেই সকল বিষয়ের যথাযথ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। এস্থলে "মদনুগ্রহাৎ" কথাটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদনুগ্রহই একমাত্র কারণ, ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া অনন্যচিত্তে ভগবদ্দর্শনের যত্ন করিলেই ভগবৎকৃপা-লাভের অধিকারী হওয়া যায়।

তত্ত্ববিজ্ঞানের অভাবে চেতনরহিত অজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া যাহাদের ভ্রান্তি হয়, তাহারা ভগবানের আকার, রূপ, নিত্যলীলা ও নিত্যগুণের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। অণুচিৎ জীব বিজ্ঞানে অবস্থিত না হইলে—বিজ্ঞানে নিজের স্বরূপাবস্থান বুঝিতে না পারিলে নানা প্রকার অসুবিধার মধ্যে পতিত হন। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত বিজ্ঞানরহস্য-সংযুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না। গুণদ্বারা চালিত হইয়া গুণাতীত বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-নির্দ্ধারণে যত্ন করা কৈতবযুক্ত অজ্ঞানেরই প্রচণ্ড নৃত্য। শ্রৌতপথ অতিক্রম করিয়া ভগবজ্জ্ঞান লাভ ঘটে না। ভগবজ্-জ্ঞানলাভের নিদর্শনই ভজনকারীর ভজনীয় বস্তুর সেবা-যুক্ত অবস্থান।"

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি-পূজা

গত ১৮ই জুলাই বুধবার ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত গুণাবলী প্রায় দেড় ঘটাকাল কীর্ত্তন করেন।

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর গণ। ইঁনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'মহাবল' সখা। রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের পঞ্চাশ প্রকার শ্রেণীর মধ্যে পিপ্পলাই অন্যতম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ষড়্গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুরের সন্নিকট শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইয়ের শ্রীপাট মাহেশ। মাহেশের শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ, নারায়ণের পুত্র—জগদানন্দ, তাঁহার পুত্র রাজীবলোচন। তাঁহার সময়ে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার সর্ব-[illegible] হয়। ঢাকার নবাব [illegible] ১০৬০ সালে শ্রীজগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি প্রদান করেন। মাহেশের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে জগন্নাথপুর গ্রামে ঐ জমি আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের নামানুসারেই ঐ মৌজার নাম 'শ্রীজগন্নাথপুর' হইয়াছে।

শ্রীভক্তিরত্নাকরগ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, শ্রীমীনকেতন রামদাস, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভৃতি মহাভাগবতগণ ঈশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীখেতুরী-ধামে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, শ্রীকমলাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাহেশে আসিয়া শ্রীকমলাকরকে দেখিতে পান। কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া নিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে নিজ পরিবার ও ভ্রাতৃপরিবারবর্গের সহিত মাহেশে আসিয়া বাস করেন। এখনও মাহেশগ্রামে শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইয়ের বংশীয় প্রায় ৩০ ঘর দ্বিজ বাস করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত॥

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব একদা শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক স্বহস্তে পাক করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তথায় অপরের হস্তে ভোগ দিবার প্রথা না থাকায় [illegible] হইলেন। একদিন রাত্রে শ্রীধ্রুবানন্দ স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—"ওহে ধ্রুবানন্দ! তুমি গঙ্গাতীরে মাহেশ গ্রামে যাও, তথায় আমার দর্শন পাইবে এবং আমাকে নিজ হস্তে বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারিবে। শ্রীধ্রুবানন্দ মাহেশে উপনীত হইয়া গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর [illegible] শ্রীবিগ্রহ-[illegible] উত্তোলনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে কোন্ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথের উপযুক্ত সেবক হইবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, সুন্দরবনের নিকট খালিজুলি গ্রাম-নিবাসী শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই নামক শ্রীনিত্যানন্দদেবের একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব-শিরোমণি পরদিবস প্রাতে মাহেশে আগমন করিলে তাঁহাকে যেন সেবাভার দেওয়া হয়। শ্রীধ্রুবানন্দ পরদিবস প্রাতে শ্রীকমলাকরের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাভার প্রদান করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় অধিকার লাভ করিবার পর তিনি 'অধিকারী' উপাধিতে ভূষিত হন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ 'অধিকারী' উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

মাহেশের রথযাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধ। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রাই এখানকার প্রধান উৎসব। শুনা যায়, শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাচীন মন্দিরটী গঙ্গাগর্ভশায়ী হইলে ১২৬২ সালে বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরটী প্রস্তুত হয়। তথাকার রথখানি নষ্ট হওয়ায় জনৈক ব্যক্তি একটী লৌহনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করাইয়া দেন।

[illegible] মাহেশ উত্তর বল্লভপুর গ্রাম। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী প্রভু মাহেশের নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে একমাইল দূরে চাতরা গ্রামে শ্রী[illegible] ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। [illegible] প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদর্শনে [illegible] গমনকালে ইঁনি অগ্রভাগে থাকিয়া লোকভীড় ঠেলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পথ সুগম করিয়া দিতেন। [illegible] কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। ইঁহারই [illegible] 'বল্লভ' সখা। মাহেশের নিকট [illegible] একটী বৃহৎ মন্দিরে [illegible] বিরাজিত আছেন। [illegible] যে, [illegible] হইতে [illegible] আনীত একটী [illegible] হইতে [illegible] [illegible] পাড়ায় [illegible] গোপাল বিগ্রহ প্রকাশিত আছেন।

কাঁচড়াপাড়ার 'শ্রীকৃষ্ণরায়'-নামক শ্রীরাধা-কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীশ্রীনাথ পণ্ডিত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' দর্শনাদের ফল, সুতরাং সাধুসঙ্গে দর্শনসিদ্ধি হয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে হইবে

[illegible]

সঙ্গ ছাড়া [illegible] না। [illegible]

Knowingly the company he keeps [illegible]

[illegible]

সাধু বড় দয়াল। [illegible]

[illegible]

আমাদের [illegible] আছে, [illegible] অল্পবুদ্ধি ছেলেও [illegible] আমাদের

যাঁর অনুকূলতার মধ্যেও যাহার যে-টুকু [illegible]

[illegible]

এই জগতের কোন বস্তু বা লোকে বিশ্বাস করিতে হইবে না। একমাত্র বিশ্বাস করিতে হইবে ভগবানের শাব্দিক অবতার শাস্ত্রকে, ভগবানকে এবং যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে বিশ্বাস করেন, সেই ভগবদ্ভক্তগণকে। যাঁহারা ইঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। সাধুগুরু ব্যতীত আমার বিশ্বাস করিবার আর কেহ নাই, এরূপ দৃঢ়তা না আসিলে মঙ্গল লাভ করা যাইবে না।

আমরা অনেক সময় পণ্ডিত মূর্খ সকলকে সমান মনে করি, তখনে আমাদের মূর্খতা [illegible]। এরূপ বিচার আমাদের হৃদয়ে স্থান [illegible] আমার শিক্ষক এবং আমার ক্লাসের [illegible] ছাত্রগণকেও আমারই মত [illegible] তৎপরে তাঁহাদের নিকট হইতে আমার যাহা গ্রহণীয় ছিল, যাহাতে আমার মঙ্গললাভ হইত, তাহা হারাইয়া ফেলি [illegible] আমাদের অবস্থা হয় [illegible] আমার [illegible] সেই কারুর [illegible] নিজেকে [illegible] নষ্ট করি। [illegible]

[illegible] না। নিজকে দীন হীন-কাঙ্গাল জানিয়া সেবা-[illegible] হইয়া অকপট ও স্পষ্ট করিলে [illegible] কৃপা করিয়া আমাকে গুরু-[illegible] দিকে লইয়া যাইবেন। অকপট [illegible] করিতে হইবে [illegible] শাস্ত্রবাক্য কার্য্য [illegible] না হয়। সেই জন্য শাস্ত্র ভক্তিপথে [illegible] প্রবেশেই শ্রদ্ধা ও সংযতার [illegible]।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়মাংসে হয় না—চেতনে হয়। চেতনের বৃত্তি উদ্দীপিত হইলে বুঝা—কৃষ্ণ স্বরূপ বস্তু—আনন্দময় বস্তু। কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে সেব্য নিত্যসেব্য বস্তু। কৃষ্ণ নশ্বর নহেন। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে হইবে। মনের কল্পনা-প্রভৃতি কৃষ্ণসেবা হইবে না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। কৃষ্ণই আরাধ্য—এই বিচার যাঁহাদের, তাঁহারা ব্যতীত আমার অন্য কেহ নাই। 'কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য'—এইরূপ প্রতীতির বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগময়ী চিত্তপ্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীনামসংকীর্ত্তনের মধ্যে নববিধা ভক্তি সমস্তই আছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনামসংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র অভিধেয়। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধনশিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বাদ দিয়া মথুরা-বাস, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করি, তাহা হইলে তাহা দ্বারা মথুরা-বাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল সকলই লাভ হয়। নামভজনেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একান্ত নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনামসংকীর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরমপ্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন ফলে জীব মুক্ত হন। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেদিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন।

যদি আমরা বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকারিগণের বিচার শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র অধিবাসিগণের সেবায় বিমুখ হইয় কেবল অর্চনপথের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মঠের অবস্থান নাই, অবতরণ মাত্র আছে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা আছে। মঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টাই সকলে ব্যস্ত। যাহা দ্বারা হরিসেবা হয়, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই মঠে আছে। মঠবাসিগণের সেবা করিলেই শ্রীনামে অধিকার হইবে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁহাদের হরিজনসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই।

যজ্ঞের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—সংকীর্ত্তন। আর সব সাধন যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অঙ্গ বা সহায় হয়, তবেই তাহাদিগকে সাধন বলা যাইবে, নতুবা ঐ সকলকে সাধনের বাধক মাত্র জানিতে হইবে। হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, কুৎসিত হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাহাদের অন্য সাধনপ্রণালী আর কিছুই নাই, সাধন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। যাঁহারা শ্রৌতপন্থার আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই হরিকীর্ত্তন হইবে। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তাহা হরিসংকীর্ত্তন নহে উহা মায়ার কীর্ত্তন। আমরা যদি হরির সত্যসত্যই সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগদান করি, তবে আমাদের সংকীর্ত্তন হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রী[illegible] দাস [illegible]

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস [illegible]

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক – শ্রী[illegible] অধিকারী

শ্রী[illegible]পুরের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, [illegible]পুর (নদীয়া)
সেবক –শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসজ্জন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক – শ্রী[illegible]নন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
সেবক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবন্ধু বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক শ্রী[illegible]মোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রী[illegible]মোহন দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৬নং পাগলা [illegible], দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ[illegible], বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রী[illegible]মাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রী[illegible]চৈতন্যমঠপীঠ
[illegible]পুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারী মঠ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গো[illegible]বাটী
সেবক—শ্রী[illegible]

শ্রী[illegible]লয়
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible]মঠ
[illegible], মথুরা
সেবক – শ্রী[illegible] দাস

[illegible]মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]

[illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রী[illegible]

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং [illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], কল্যাণদাস বিল্ডিং
[illegible] নং ২৬
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক – শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] রোড, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

আর্ত্তি মঠ
([illegible])
আলালনাথ, পোঃ [illegible], পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]
([illegible])
পুরী
সেবক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ [illegible] পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

জগন্নাথপুরী
সেবক – শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] পুরী
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক, [illegible]
সেবক – শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকাসরা, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
সেবক – শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান
সেবক– শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিকুলিয়া, (মানভূম)
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক [illegible] ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ [illegible] রোড, [illegible] ওয়েষ্ট
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] বিল্ডিং
[illegible] রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

সারস্বত পীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রী[illegible] কাব্যতীর্থ

[illegible]পুর বহ্নিপাঠ, নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

শ্রীধর অঙ্গন
সেবক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস
সেবক– শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২ [illegible] সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্‌-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এইরূপ বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মের দার্শনিক মতের সহিত তুলনা মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বর্ণানুক্রমিক ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সৌষ্ঠবের নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—।৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ,

শ্রীযুক্ত সুপরিরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য সুধীবৃন্দগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

ডিকশন প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন্।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা

উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপাল এণ্ড ইঞ্জিয়ার

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। প্রবন্ধ-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাবণ আসুর ।০
১৯। তর্কবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা ভগবদুক্তয়ঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২৷০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিশিষ্টঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৯। সারাৎসারনির্ণয়ম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ।০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ।০
৭২। নামভজন ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ।০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ডুইং ⁄০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। হবো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিভিল্ড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ৷০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ⁄০
৮৯। প্রার্থনা কীর্ত্তনবাণী ৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে প্রতি লাইনে	৷৹	৷৴৹	৷৴৹	৷৹
" " ইঞ্চ	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৭৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৮৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসমূহের বিশদ শ্রৌতপরম্পরা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পরিচ্ছেদ সমন্বিত দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart-এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সুবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ [illegible] পদ্যানুবাদসহ বাঙ্গালা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর -গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী [illegible] এবং [illegible] শ্রেণী হইতে [illegible] শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে পর পর ২ই বৎসর ২টী [illegible] বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] অপূর্ব কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, [illegible] তাঁহার [illegible] এই অপূর্ব অভিনব সংস্করণের [illegible]। [illegible] গীতার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার [illegible] যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মুখবন্ধ [illegible] শ্লোক সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণ ও গ্রন্থসমূহের বহু সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-রত্ন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে দয়ালু বাঙ্গালী এই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগোপাল শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত	শনিবার	অন্য দিন	
কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	..		১৮ ৫	২২-৪৩
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৫৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	......	...	৯-৩৭	.	. .		.	. ...
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫১	৮ ৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯ ১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ ”	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮ ১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম ”	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
” ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২			১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ ”	৬ ২৩	৯-২১			১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫			১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.	..	....	.	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ ”	১৪-১৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫২
” ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তেলেগু ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরাদিশাখার অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে নানাদেশ তথা বিদেশের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাত্মা সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণভক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীর নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—দশ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৷৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্বজনপ্রিয় জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা :

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C 1544.

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৮, ২১শে জুলাই ইং ১৯৪১, সোমবার [১১৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কণ্ঠহার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভাদী, ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৷০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিবিধ-সংবাদ

—:০:(০):০:—

ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সরকারী সাহায্য

নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলায় ঘূর্ণিবাত্যার পরক্ষণেই বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর তথাকার দুর্গতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা-বোর্ডের সহযোগিতায় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত ডাক্তারগণকে লইয়া চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলার জন্য তিনি ঢাকা সার্কেলের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ডাঃ এস, এম, হককে অবিলম্বে বরিশাল যাইতে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও গত ৩০। জুন বরিশাল গমন করেন। বরিশাল ও নোয়াখালি জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ঝটিকা-প্রপীড়িত অঞ্চলের জন্য যথাক্রমে ২৫ ও ১০ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়। জুন মাসের প্রথমভাগে নোয়াখালি জেলায় ৫টি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যপরিদর্শকদলকে দুর্গতদের চিকিৎসার জন্য ঘূর্ণিবাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইতে আদেশ প্রদান করা হয়। পরে আরও ১০ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর এবং মেডিক্যাল ইউনিট প্রেরিত হয়। জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালি জেলার ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য গভর্ণমেন্ট ৫০টি ঔষধালয় এবং স্যানিটারী ইউনিট মঞ্জুর করেন। তন্মধ্যে বাখরগঞ্জে ৩০টি এবং নোয়াখালিতে ৭টি কাজ করিতেছেন। মোট ১০০ জন ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের ব্যবস্থাও করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৩৫ জন ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টরকে সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের জন্য বাখরগঞ্জ জেলায় এবং ৩০ জনকে নোয়াখালি জেলায় পাঠান হইয়াছিল। পুকুর-ইন্দারার দূষিত পানীয় জল বিশোধনের জন্য বাখরগঞ্জে ১০০ হন্দর ব্লিচিং পাউডার এবং ২২৭ মণ বাখারীচুণ দেওয়া হয়। নোয়াখালি জেলার জন্য ৫০ হন্দর ব্লিচিং পাউডারের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান মাসের প্রথমভাগেই উহা পাওয়া যাইবে। নোয়াখালি এবং বাখরগঞ্জের জন্য আরও সাহায্যের আয়োজন করা হইয়াছে। জুলাই মাসের ২ তারিখে গভর্ণমেণ্ট ঝটিকা-বিধ্বস্ত জেলাসমূহের জন্য অতিরিক্ত আরও ১৪০০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন। ঝটিকার অব্যবহিত পরেই বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় এ, কে ফজলুল হক বাখরগঞ্জ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। রাজস্ব-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও তথায় গিয়াছিলেন। বিগত ৬ই জুলাই মাননীয় স্যার বি, পি সিংহ রায় এবং রাজস্ব সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন, আই, সি, এস, নোয়াখালী যাত্রা করিয়াছেন।

পেসোয়ারে বাস-দুর্ঘটনা

প্রাণ্টাঙ্ক রুদ্ধ ডাক বাংলোর নিকটে বিপরীত দিক হইতে দ্রুত আগত দুইখানি বাসের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৮ জন আরোহী নিহত হইয়াছে এবং ২০ জন আহত হইয়াছে। বাস দুইখানি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিহতদের মধ্যে ৩ জন স্ত্রীলোক ছিল। আহত ব্যক্তিদিগকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃতদেহগুলি শবব্যবচ্ছেদের জন্য প্রেরিত হয়। হতাহত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। পুলিশ এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

ভাঙ্গাচুরা লোহার ব্যবহার

ভাঙ্গাচুরা লোহা হইতে বর্তমানে ভারতবর্ষে ব্যবসায়িক প্রথায় ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। ইহা দ্বারা রেলওয়ে সমূহের আবশ্যকীয় স্প্রীং ইস্পাতের চাহিদা মিটান সম্ভব হইবে। এতকাল উহা বিদেশ হইতেই আমদানী হইত।

ভারতের নানাস্থান হইতে যে-সকল ভাঙ্গাচুরা লোহা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা হইতে ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য বিশেষ ধরণের চুল্লী (ও পেনহার্থ ফারনেস) বসাইবার ব্যবস্থাও হইতেছে।

অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা

গত ২০শে জুন তারিখে বরিশালের গোয়াল-ভাঙ্গা গ্রামের গওর আলি সেরনিয়াবের স্ত্রী (২০) দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। ঝড় বন্যার অনুগামী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দিনদিনই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কলেরা আরম্ভ হইয়াছে।

---

৭ বৎসরের বালকের মুণ্ডচ্ছেদ

আসাম উপত্যকার দায়রা জজ জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া নরহত্যার অপরাধে দুর্কোর আসামী ফাকরের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, ইমাম আলি নামে ৭ বৎসর বয়স্ক এক বালক কতকগুলি শাকসজী লইয়া আসামীর পুত্রের সহিত ঝগড়া করিতেছিল বলিয়া আসামী বালকটির মস্তক ছেদন করিয়াছিল।

সিঁড়ি হইতে পতনের ফলে মৃত্যু

কলিকাতায় বোসপাড়া ষ্ট্রীটের সন্তোষকুমার গাঙ্গুলী (১৬) তাহাদের বাড়ীর সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাওয়ার ফলে মারা গিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, সন্তোষকুমার যখন দোতলায় উঠিতেছিল সেই সময় সে সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। তাহাকে এম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইলে তাহাকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়।

সরবরাহবিভাগের উদ্যম

পিয়াজ, পীচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম প্রভৃতি শুষ্ক করিয়া রাখা যায় কি না সরবরাহ-বিভাগ সম্প্রতি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন। ঐ সকল সব্জীর মরশুমের সময় নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ীকে পরীক্ষামূলক ভাবে অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মোটর চলাচলের সীমা নির্দ্ধারণ

৩৫ মাইল স্থান লইয়া মোটরলরী ও বাস চলাচলের বিভিন্ন অঞ্চল নির্দ্ধারণের জন্য ভারত সরকার সম্ভবতঃ আইনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সিমলায় যানবাহন পরামর্শ পরিষদের যে বৈঠক হইবে তাহাতে এই বিষয়ে আলোচনা হইবে। যানবাহন ও পূর্ত্তবিভাগের মন্ত্রী মহারাজা জিন্দুর, নবাব এই বৈঠকে বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। যানবাহন-বিভাগের সেক্রেটারী ও স্পেশ্যাল রোড ফাণ্ড অফিসারও বৈঠকে যোগদান করিবেন।

ঢাকায় মোটর দুর্ঘটনা

গত ২৯শে জুন মোটর বাস ও ট্রেনের এক সংঘর্ষের ফলে জনৈক সৈনিকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে, বাসের মালিক জীবনচন্দ্র দত্ত এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হইয়াছেন।

— —

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থাবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমন্বয় আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র বন্দি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বর্ণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব নয়নাভিরাম নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপাঁরঞ্জন দাস এম-এ, বি এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকার্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

ফিকশাস্ত্র প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা

উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপাল ওরিয়েন্টাল ইন্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩ ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০ , ২য় খণ্ড—১৲ , ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। যামুন আচার্য্য ॥০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৸৶০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০

২৭। মুক্তিমল্লিকা ভগসোত্রঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৵১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী ৵১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১০

৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ৵১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০

৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ।০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন ৴০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০

৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। হবোঁ টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিয়ালেড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৭৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ।০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০

৮৭। গীতাবলী ৵১০

শরণাগতি ৴০

৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ { ১৩ শ্রী. গৌরাব্দ ৪৫৫, ৫ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২১শে জুলাই ইং ১৯৪১, সোমবার { ১১৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ শ্রীধর সর্ব্বশিব সর্ব্বগ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত

——::*::——

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'শ্রীসুবল সখা'। ইনি শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীবসুধা-জাহ্নবার পিতা শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস মুড়াগাছা ষ্টেশনের কিছুদূরে শালিগ্রামে ছিল। পরে তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য অম্বিকা-কালনায় আগমন করেন। তাঁহার পিতার নাম শালিগ্রাম-বাসী শ্রীকংসারি মিশ্র। শ্রীকংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র (১) দামোদর, (২) জগন্নাথ, (৩) সূর্য্যদাস সরখেল, (৪) গৌরীদাস পণ্ডিত, (৫) কৃষ্ণদাস সরখেল, (৬) নৃসিংহচৈতন্য। শ্রীকংসারি মিশ্রের জ্ঞাতি-বংশীয়গণের কেহ কেহ এখনও শালিগ্রামে বাস করেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের কোন বংশ নাই। কেহ কেহ বলেন, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত বা শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য-শাখাবংশ।

শান্তিপুরের অপরপারে শ্রীভাগীরথীর তীরে বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা—ইহা একটী মহা-কুমা ও ক্ষুদ্র সহর। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুলপাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—(বড়) বলরাম এবং কনিষ্ঠ—রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র—মহেশ পণ্ডিত ও গোবিন্দ, কন্যা—অন্নপূর্ণা।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সাড়ে বাইশ শাখার কথা শুনা যায়। যথা- (১) শ্রীনৃসিংহচৈতন্য, (২) কৃষ্ণদাস, (৩) বিষ্ণু-দাস, (৪) (বড়) বলরামদাস, (৫) গোবিন্দ, (৬) রঘুনাথ, (৭) বড় গঙ্গাদাস (৮) আড়িয়া গঙ্গারাম, (৯) যাদবাচার্য্য, (১০) হৃদয়চৈতন্য (১১) চাঁদ হালদার, (১২) মহেশ পণ্ডিত, (১৩) মুকুট রায়, (১৪) ভাতুয়া গঙ্গারাম, (১৫) আউলিয়া চৈতন্য, (১৬) কালিয়া কৃষ্ণদাস, (১৭) পাতুয়া গোপাল, (১৮) বড় জগন্নাথ, (১৯) নিত্যানন্দ, (২০) ভাবি, (২১) জগদীশ, (২২) রাইয়া কৃষ্ণদাস, (২২॥০) অন্নপূর্ণা।

শুনা যায়, শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা-দেবী শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গিয়া স্বীয় খুল্লতাত শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিয়া ক্রন্দন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গা পার হইয়া অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন,—"আমি শান্তিপুর গমন করিয়াছিলাম। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী হরিনদী-গ্রামে আসিয়া তথা হইতে নৌকা-যোগে আসিয়াছি। আমি নিজেই বৈঠা বাহিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি এই বৈঠাটী গ্রহণ কর এবং বিশ্ববাসী জীবগণকে ভবনদী পার কর।" এই বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে নদীয়া লইয়া যান এবং নিজ-হস্তলিখিত একখানি গীতা-গ্রন্থ প্রদান করেন। কিছুদিন পর অম্বিকায় আসিয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত সর্ব্বদাই শ্রীমহাপ্রভুর প্রদত্ত শ্রীগীতা পাঠ করিতে থাকেন।

শুনা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্তলিখিত গীতা এবং শ্রীহস্তবাহিত বৈঠা অদ্যাপি শ্রীমন্দিরে বর্ত্তমান। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভাবসেবা প্রকাশ করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞামত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া নানাপ্রকারে ভাব-সেবা করিতে থাকেন। সেবাইতগণ বলেন, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সেই শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ অদ্যাপি শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের দেবালয়ের প্রবেশপথে একটী অপূর্ব্ব তেঁতুলবৃক্ষ আছে। ঐ তেঁতুলবৃক্ষের তলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। শ্রীমন্দিরটী শ্বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত এবং গৃহের তিনটী প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্যামরায়-দাস, শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীরাম সীতা প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণ আছেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের দেবালয়ের পশ্চিমদিকে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দেবালয় ও কিছুদূরে কালনার প্রসিদ্ধ শ্রীভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম। এই স্থানে সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীনামব্রহ্মের সেবা একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বিদ্যমান আছেন।

শ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের বিষ্ণুদাস-বাবাজী-নামক জনৈক শিষ্য রূপার পাত দিয়া উক্ত ষোলনাম-বত্রিশ অক্ষর মুড়িয়া দিয়াছেন। এই শ্রীমন্দিরের, পশ্চাতে উত্তর দিকে শ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি-মন্দির, সম্মুখে একটী কামরাঙ্গা বৃক্ষ। যেস্থানে বর্ত্তমানে সমাধি, সেই কুটীরে বাসয়াই শ্রীল বাবাজী মহাশয় ভজন করিতেন। কামরাঙ্গাতলাতেও একটী প্রস্তরের পিড়ার উপর তিনি অনেক সময় বসিয়া হরিনাম করিতেন। সমাধির পূর্ব্বপার্শ্বে একটী পাতালকূপ বা ইন্দারা আছে। তাহা এরূপ-ভাবে নির্ম্মিত যে, তাহাতে নামিয়া স্নান করা যায়। শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহাশয় তাহাতে স্নান করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেল শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহানিবাস বাসরে বড়গাছি হইতে শালগ্রামে যান।

শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে,—

গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ... ময়।
শ্রীসুবলচন্দ্র যেঁহো ... ॥
সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত ... ।
তাঁ'র ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হৈতে কেহ ... কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥
একদিন শান্তিপুর হৈতে গৌররায়।
গঙ্গাপার হৈয়া আইলেন অম্বিকায়॥
পণ্ডিতে কহয়ে— "শান্তিপুর ... ।
হরিনদী গ্রামে আসি' নৌকায় চড়িয়॥
গঙ্গা পার হৈনু—নৌকা বাহিয়া বৈঠায়।
এই সেই বৈঠা—এবে দিলাম তোমায়॥
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবে"।
এত বলি' আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে॥
পণ্ডিত লৈয়া প্রভু গেলা নদীয়ায়।
করিলেন যত অতি অদ্ভুত লীলায়॥
কে কহিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতা পুঁথি॥

কিছুদিনে পণ্ডিত জানিয়া অধিকারী।
প্রভুরেও গীতাপাঠ করান সদায়॥
প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
যতনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি॥
প্রভুদত্ত গীতা, বৈঠা প্রভু-সন্নিধানে।
অত্যাশ্চর্য অধিকার দেখে ভাগ্যবানে॥
সদা মত্ত নিতাই চৈতন্য-গুণগানে।
নিতাই-চৈতন্য বিনা অন্য নাহি জানে॥
পণ্ডিতের মন জানি' প্রভু গৌরহরি।
একদিন পণ্ডিতে কহয়ে যত্ন করি॥
—"নবদ্বীপ হৈতে নিম্বকাষ্ঠ আনাইবে।
মোর প্রাণ সম মোরে নির্ম্মাণ করিবে"॥
শুনিয়া পণ্ডিত অতি উল্লসিত হৈলা।
যত্নে দারুবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইলা॥
যে নির্ম্মাণ কৈল সে প্রভুর কৃপাপাত্র।
আপনে প্রকট হৈলা, অন্যের ছলমাত্র॥
দেখিয়া অদ্ভুত মূর্ত্তি পণ্ডিত উদার।
হৈল অধৈর্য্য নেত্রে ধারা অনিবার॥
লোক শাস্ত্র-মতে শ্রীবিগ্রহে শুভক্ষণে।
অভিষেক করি' বসাইলা সিংহাসনে॥
একদিন নিতাই-চৈতন্য প্রেমাবেশে।
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে গৌরীদাসে॥
তোমার যে রীত তা' জানিনু সুজনা।
সেথায় বিহরে তুমি না জান আপনা॥
"অহে সখা সুবল! সে সব নাহি মনে?
যে কৌতুক যমুনাপুলিন গোচারণে॥"
ঐছে কত কহি' দুই প্রভু প্রেমধাম।
হৈল শ্যাম-শুক্ল-রূপ কৃষ্ণ-বলরাম॥
শিঙ্গা, বেত্র, বেণু, শিখিপুচ্ছ বিভূষণ।
কিবা গোপবেশ-শোভা অতি ভুবনমোহন॥
দেখি' গৌরীদাস হৈলা আত্মবিস্মরিত।
সেই ভাবে মত্ত, কে বুঝিবে এনা রীত॥
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা কতক্ষণে।
নিতাই-চৈতন্য চাঁদ দেখে সিংহাসনে॥
একদিন গৌরীদাস করিয়া রন্ধন।
দুই বন্ধু প্রতি কহে—করহ ভোজন॥
পণ্ডিতের ঐছে মৃদু বচন শুনিয়া।
না করে ভোজন—রহে মৌনী হইয়া॥
দেখিয়া প্রভুর ভাব পণ্ডিত ঠাকুর।
কিছু ক্রোধাবেশে কহে বচন মধুর॥
—"বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে?"
এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি।
হাসি' প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি॥
—"অন্নে সমাধান নহে তোমার রন্ধন।
অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন॥
নিবেদ না মান—এত খাইতে না পারি।
অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্ব্বোপরি॥"
গৌরীদাস কহে—"ঐছে কভু না করিব।
এক শাক সিদ্ধ-পক্ব করি' খুয়াইব॥"
পণ্ডিতের কথা শুনি' দুই প্রভু হাসে।
করয়ে ভোজন, কিছু কহয়ে উল্লাসে॥
—"এ অপূর্ব্ব শাক পাক কৈলা কোন মতে।
হইলাম তৃপ্ত এক শাক-ভক্ষণেতে॥"
ঐছে প্রশংসিয়া দোঁহে করয়ে ভোজন।
পণ্ডিত সে রঙ্গ দেখি' জুড়ায় নয়ন॥

নৈষ্কর্ম্ম্য

——::[•]::——

কলিকালের অজ্ঞানান্ধ জীবগণকে দিব্য-আলোক প্রদান করিবার জন্য এক অভূতপূর্ব্ব সনাতন-পুরাণসূর্য্যের উদয়ের কথা আমরা শাস্ত্রে জানিতে পারি। এই সূর্য্য পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন, খণ্ডকালাতীত—সনাতন। এই বালার্ক সর্ব্বপ্রথমে অষ্টনয়ন চতুর্ম্মুখের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎপরে এই পুরাণার্ক দ্বিনয়ন দেবর্ষি নারদের নয়নগোচর হয়। অনন্তর শ্রীবেদব্যাস এই অদ্ভুত সূর্য্যের দর্শন পান। তৎপরে পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব এই সূর্য্যকে দর্শন করেন। শ্রীশুকদেবের পর মহাভাগবতবর শ্রীসূত গোস্বামী ও শ্রীপরীক্ষিতাদি ভাগবতগণ ইঁহার সন্ধান পান। এই সূর্য্যালোকের প্রভাবে সংসার-জলধি মধ্যে একটি অমূল্য রত্ন পাওয়া গিয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম্যই সেই অমূল্য বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥
(ভাঃ ১।৩।৪৩)

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। তিনি সম্বিৎ-শক্তিমান্ কেবল অদ্বয়জ্ঞান। তাঁহাতেই সকল নিত্যধর্ম্ম অবস্থিত। তিনি আনন্দের একমাত্র সংবেদ্য। সেই অধোক্ষজ বস্তু প্রাপঞ্চিক দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে কলিহত জনগণ অক্ষজদর্শনে ভোগময় অন্ধকারে নিপতিত হইয়াছিল। তাহাদের অক্ষজ-জ্ঞান-প্রবৃত্তিরূপ অন্ধকার অপনোদনকল্পে কৃষ্ণপ্রাকট্যরূপ এই শ্রীভাগবতসূর্য্য উদিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বমঙ্গলালয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণতুল্য। ইনি স্বতঃপ্রকাশ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু এই পুরাণার্কের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"অকতারূপকেণ তদ্বিনা নান্যেষাং সম্যগ্বস্তু-প্রকাশকত্বমিতি প্রতিপদ্যতে।" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতকে সূর্য্যের সহিত রূপক করায় অন্যান্য ক্ষীণালোকময় খদ্যোৎপ্রতিম শাস্ত্রের যে সম্যগ্রূপে বস্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত সুপুরাতন সনাতন বস্তু। কারণ, ইনি অনাদির আদি সনাতন পুরুষ শ্রীঅচ্যুতের শ্রীমুখনিঃসৃত। ইনি বেদান্তভাস্করেরও প্রকাশক বলিয়া পুরাণ। ইনি "পূরণাৎ পুরাণম্" এই ন্যায়ানুসারে অকৃতজ্ঞানীর বেদের অভাবের পূরক বলিয়া 'পুরাণ', সুতরাং ইহাও বেদ। যাহা বেদ নয়, তাহা দ্বারা বেদের পূরণ অসম্ভব। সুবর্ণবলয়ের কোন অংশ পূরণের প্রয়োজন হইলে সীসকের দ্বারা তাহা কোনপ্রকারেই পূরণ হইতে পারে না। এই পুরাণার্ক বেদান্তভাস্কর ও ভারত-সূর্য্য হইতেও কোটিগুণ সমুজ্জ্বল ও তাহাদের যথার্থ স্বরূপপ্রকাশক। বহু বহু ক্ষুদ্র সূর্য্য এই দিব্য সূর্য্যের আভায় প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীহংসভাষ্য, বাসনা-ভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, ভাগবত-তাৎপর্য্য, পদরত্নাবলী, সিদ্ধান্তপ্রদীপ, বৈষ্ণবতোষণী, ভাগবতচন্দ্রিকা, ক্রমসন্দর্ভ, সারার্থদর্শিনী প্রভৃতি বহু বহু কিরণ এই ভাগবতার্ক হইতে নিঃসৃত হইয়া জীবের চিত্ত-গুহাকে আলোকিত করিতেছে। শাস্ত্র আরও বলিতেছেন,—

পরমার্থ তত্ত্ববস্তু জানি ভাগবতে।
তাপত্রয় বিমোচন হয় যাহা হৈতে॥
আর নানা শাস্ত্র যদি করিয়ে শ্রবণ।
তবু কি বাঁধিতে পারি চিত্তে নারায়ণ॥
শুনিবার ইচ্ছা মাত্র ভাগবত করি।
সেইক্ষণে চিত্তে কৃষ্ণ বাঁধিবারে পারি॥
হরিকথা বিনে ভাগবতে নাহি আন।
হরিকথা-লীলা যা'র অমৃত নিদান॥
দান করে যেবা ভাদ্র পৌর্ণমাসী দিনে।
হেম-সিংহযুক্ত ভাগবত মহাদানে॥
সে পায় পরমগতি ভব-বিমোচনে।
ভাগবত-সম শাস্ত্র নাহি ত্রিভুবনে॥
ভাগবত যাবৎ সাক্ষাতে নাহি দেখে।
অন্য শাস্ত্র তাবত ভকতগণ রাখে॥
শ্রীভাগবত বেদ-বেদান্তের সার।
মহা-ভাগবত-সম শাস্ত্র নাহি আর॥
পড়িলে শুনিলে কিবা করিলে বিচার।
ভক্তিযুক্ত হৈয়া নর হয় ভবপার॥

শ্রীল সূত গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং
যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং
জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং
নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো
ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

এই অদ্ভুত ভাগবতার্ক বা ভাগবত-ভানু যে অভূতপূর্ব্ব নৈষ্কর্ম্ম্যের কথা জানাইয়াছেন, তাহার সন্ধান অনেকেই পান নাই। এই নৈষ্কর্ম্ম্য মহারত্নটী একমাত্র ভাগবত-জীবন ভক্তভাগবত বা শ্রীচৈতন্যভাগবতগণেরই সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই নৈষ্কর্ম্ম্যের সন্ধান লাভ হইলে জীবের আর অভাব বলিয়া কোন কিছু থাকে না। আমরা যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া অলস জীবনযাপনকে নৈষ্কর্ম্ম্য মনে না করি। জগতের বহির্ম্মুখ কর্ম্মপ্রমত্ততা ও কর্ম্ম-প্রবণতাকে নিষেধ করিয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট হইবার জন্য উপদেশই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই নৈষ্কর্ম্ম্য। এই নৈষ্কর্ম্ম্যের সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন.— "যিনি কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা নিখিল অবস্থায় শ্রীহরির তোষণার্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।" এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষই নৈষ্কর্ম্ম্যপদে অধিষ্ঠিত। নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থে ভক্তি। কৃষ্ণভক্তই নিষ্কাম।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

নৈষ্কর্ম্ম্যই পরমা শান্তি। যেখানে নৈষ্কর্ম্ম্য বা ভক্তি নাই, সেখানে শান্তিও নাই। চিন্তারাহিত্য যেরূপ নিশ্চিন্তাবস্থা নহে, পরন্তু দুঃখচিন্তারহিত হইয়া সুখময়ী চিন্তাযুক্ততাই যেমন নিশ্চিন্তাবস্থা, সেইরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ ভোগ কামরহিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামনাযুক্ত হওয়াই নিষ্কামতা। সেইজন্যই বলিতেছি, কৃষ্ণসেবা-কামনাই নৈষ্কর্ম্ম্য। এই নৈষ্কর্ম্ম্যবস্তুই জীবের পরম প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

— :•:(•):•:——

মনই ভোক্তৃরূপে কার্য্য করে। এই ভোগবৃত্তি আত্মবৃত্তি-ধ্বংসকারক। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ চেতনময়। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব-বস্তু। ভগবদ্বস্তুই সৎ। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। বদ্ধ মনই মনে করে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মে কিছু ভোগের বস্তু আছে। ভগবানের পাদপদ্ম চিন্ময়—আমাদের ভোগের উপকরণ নয়।

কৃষ্ণই আনন্দ। তাঁহাতে পূর্ণানন্দ আছে। তিনি পূর্ণানন্দময়বিগ্রহ। আনন্দ-প্রধান আত্মার ধর্ম্ম। মনে যখন আনন্দের প্রয়াস হয়, তখনই আমরা ভোগময় ব্যাপারে উপস্থিত হই। একমাত্র কৃষ্ণদর্শনেই কৃষ্ণ সেবা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলি ধারণা হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নানা বিচারে আবদ্ধ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করি, ততদিন মনে করি যে, জড়েন্দ্রিয় দ্বারা প্রপঞ্চ ভোগ করা যায়। কিন্তু প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্যবস্তু নহে। যেদিন চিদানন্দ নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় উপস্থিত হইবে, সেইদিনই কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্যগ্ভাবে বন্ধন হইবে।

প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবপ্রভু বিষ্ণু আছেন। সেই জীবপ্রভুকে উদ্বেগ দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। কোন প্রাণীকে হীনজ্ঞানে অথবা অনবধানতঃ কষ্ট দেওয়া ও অবজ্ঞা করা উচিত নহে। নিজের অন্তঃস্থিত প্রভুর প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলকে বিষ্ণুর সেবকজ্ঞানে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন। ভগবানের প্রতি সেবাবিমুখ হওয়ার ফলেই ইহারা lower creation হইয়াছে।

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেই 'কর্ত্তা' সাজিয়া পড়েন। তখন ভূতোদ্বেগ অথবা শ্রীগোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস-জীবকে উদ্বেগ প্রদান করিলে কৃষ্ণসেবা হয়

না। লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত ও হরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ।

ভগবানের সেবকগণ তাঁহার সেবকের সেবা করেন। হরিসেবাবিমুখগণ গুরুদাস হয়েন। এই মায়িক জগতে, এই বিবাদের যুগে হরিকথা ব্যতীত ইতর কথার প্রাবল্যই অধিক। সুতরাং আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই বিবদমান জগতে ভগবান্ অনন্তের কথা প্রচার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে এবং কৃপাপ্রার্থী নিষ্কপট হইলে সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন।

আমি ভগবানের সেবা করিলাম, অতএব উহার বিনিময়ে তাঁহার নিকট কিছু আদায় করিয়া লইব—ইহা নারকীয় বিচার। ভগবানের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না, তাঁহাকে সেবা নিবেদন করিতে হইবে। লোক নাস্তিক হইয়া অন্নবায়ু-পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বস্তুরূপে ভগবানের সেবা গ্রহণ করিতেছে। ইতর জন্তুগুলিও ভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পশুগুলিকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিলে ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

ভগবৎপ্রেষ্ঠ ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ভগবান্ও তাঁহার সেবা করেন। ভগবানের কৃপা হইলে ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা শ্রৌতপথে জানিতে পারি।

ভক্ত হইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার ভজন একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষার সঙ্গে গুরুভজন আরম্ভ হয়।

মহাভাগবতের নিকট গিয়া তাঁহার সেবায় ছলনা করিতে গেলে তিনি আমার অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিবেন—এইরূপ বিচার মূর্খতামাত্র। কনিষ্ঠাধিকারী থাকিতে মহাভাগবতাভিমান নিরয়প্রাপক দম্ভমাত্র। নিজে কাঁচা চাউল অর্থাৎ অপক্ব বা সাধকাবস্থায় থাকিয়া কুড়ান ভাত অর্থাৎ পরিপক্ব বা সিদ্ধের অভিমান করিতে হইবে না। সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না। সাধনভক্তাবস্থায় চিত্তদর্পণ-মার্জ্জনাদি-কার্য্য করিতে হয়। কনিষ্ঠাধিকারের অর্চ্চন পরিত্যাগ করিতে হইবে না। যাঁহারা সেবাগতপ্রাণ, তাঁহাদের বিবিক্তি একান্ত দরকার।

যাঁহারা পরমার্থী, তাঁহারা গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ প্রত্যহ পড়িবেন ও আলোচনা করিবেন। তোতাপাখীর বুলির মত হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহু জন্মেও কোন সুবিধা হইবে না। যাহারা আচার্য্যসেবকে বরণ করিবে না, তাহারা চিরতরে অমঙ্গলের গর্ত্তে পড়িয়া যাইবে। মৎসরতা দ্বারা হরিসেবা হয় না। যাহারা হরিভজনে বাধা দিবে, তাহারা ক্রমশঃ অধঃপতিত হইবে। যাহারা গৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে বাধা দিবে, তাহাদের ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চার প্রতি প্রাকৃতভাবমিশ্রিত যে পূজাবিধান করে, উহা তদীয় ভক্তের আনুগত্যে না হইলে যথার্থ মঙ্গল আবাহন করে না। ভগবান্ হইতেও ভক্তের পূজা বড়, ইহা কনিষ্ঠাধিকারী বুঝিতে পারে না বলিয়াই শ্রীবিগ্রহপূজায় যতটা আর্ত্তি প্রকাশ করে, শুদ্ধ ভক্তের সেবায় ততটা করে না। শ্রীমূর্ত্তি কনিষ্ঠভক্ত বা প্রাকৃত ভক্তের নিকট এক তরফা বিচার প্রদর্শন করে। সাধকের পক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও তৎফলে হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা যে মঙ্গল উদয় হয়, প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া বহু জন্ম অর্চ্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কথাদ্বারা যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অন্তর্যামী ভগবান্, তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না।

ঈশ্বরতত্ত্বের অর্চ্চা আমাদের উপাস্য। অর্চ্চার সেবায় ভূতশুদ্ধি প্রয়োজন। শ্রীবিগ্রহকে যদি physical কিছু মনে করা যায়, তাহা হইলে ভূতশুদ্ধি হয় নাই বুঝিতে হইবে। অর্চ্চনকারী অর্চ্চাবিগ্রহের সেবা করেন। তিনি ভূতশুদ্ধি ও প্রোক্ষণ করেন। 'প্রোক্ষণ' বলিতে এই বুঝায়, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষ সেবার বাধা দেয়, তাহা নিবৃত্ত করিতে হইবে। প্রোক্ষণ অর্থাৎ জলের দ্বারা ধুইয়া ফেলা—impurity দূর করা। আমাদের ধারণা—অর্চ্চা inanimate, কিন্তু যিনি অর্চ্চা তিনি জড় নহেন। শ্রীগুরুদেব intermediateরূপে আমাকে সাহায্য করেন। অর্চ্চা, অর্চ্চক ও উপাসকএর মধ্যস্থলে guideএর কথা শুনিয়া আমাদের একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছে। যদি অর্চ্চা ও অর্চ্চকের স্বরূপজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে বিগ্রহপূজা ছেলেপিলের পুতুল-খেলা হইয়া যাইবে। ভাল করিয়া বেদান্তের 'শ্রীভাষ্য' ও 'গোবিন্দভাষ্য' না পড়িলে গোবিন্দের পূজা হয় না। পুতুলপূজার দরকার নাই, কিন্তু ভগবানের পূজার দরকার আছে।

প্রত্যেক জীবের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। ভগবানকে ষোল আনা সেবাপ্রদান করাই ভক্তের কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডিগণ প্রভুর সেবা নিজেরা গ্রহণ করে। ভক্তি না থাকিলে ভগবানকে বঞ্চনা করিয়া আমরা নিজেই জগৎ ভোগ করি। কর্ম্মকাণ্ডে অনুষ্ঠানকালে নিজেই ফলভোক্তা সাজিয়া আমরা অন্যের উপর প্রভুত্ব করি।

লক্ষ্ণৌএ হরিকথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবীণতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গভর্ণিংবডির সহকারী সম্পাদক শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ ভক্তিসৌরভ বি-এল, গভর্ণিংবডির মেম্বর শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদ ভক্তিভাস্কর (এ্যাড্ভোকেট পাটনা হাইকোর্ট), প্রমুখ বহু ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে গত ১৩ই জুলাই রবিবার ৮-৮৫ মিনিটের সময় আপ পাঞ্জাব-এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌতে শুভবিজয় করেন। পথিমধ্যে পাটনা, কাশী প্রভৃতি ষ্টেশনে ভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীল মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

শ্রীল মহারাজের শুভাগমনের পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও সহরের বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী বিচিত্রবর্ণের পতাকা সহ সংকীর্ত্তন-সহযোগে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল মহারাজ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল মহারাজের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীল মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপর লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক উপদেশক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুন্দর প্রভু উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত শ্রীল মহারাজের পরিচয় করাইয়া দেন। তখন ভদ্রমণ্ডলীর পক্ষ হইতে প্রত্যেকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীল মহারাজের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর ষ্টেশন হইতে বিচিত্রবর্ণের পতাকা সহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে সুসজ্জিত মোটরে শ্রীল মহারাজ লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন।

অতঃপর শ্রীমঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশমতে প্রথমে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুণমহিমা-কীর্ত্তনমুখে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে পাটনা হইতে আগত শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর প্রভু কিছুক্ষণ হিন্দিভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ইংরাজী ভাষায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হরিকথা-শ্রবণে সকলেই পরমানন্দিত হন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নাম প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম অগ্নিহোত্রী; শ্রীযুক্ত রামচরণ নাগ (এ্যাডভোকেট), মিঃ জি, এল, কপুর, শ্রীযুক্ত গদাধর বাজপাই (এ্যাডভোকেট); শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সেক্রেটারী লক্ষ্ণৌ হরিসভা-কামটী, মিঃ ইউ, এন, বিশ্বাস, মিঃ শিবপদ শ্রীবাস্তব রেলওয়ে কণ্ট্রোলার ই, আই, আর; শ্রীযুক্ত বাবু পরমেশ্বরী দয়াল, জমিদার; মিঃ এইচ, এন, টণ্ডন, ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীযুক্ত নলিনীবিহারী হালদার; শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস প্রামাণিক (রেলওয়ে অফিসার); বাবরীর শেঠ জয়নারায়ণ, সীতাপুর।

এতদ্ভিন্ন শ্রীল মহারাজ মঠসেবকগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার দর্শনপ্রার্থী শ্রদ্ধালু ভদ্রমহোদয়গণের নিকট তিনি হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। লক্ষ্ণৌয়ের টাউন হলে ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার আয়োজন হইতেছে। তাঁহার শুভাগমনে লক্ষ্ণৌ একটা বেশ সাড়া পড়িয়াছে। তথায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার দিল্লী, [illegible], এলাহাবাদ, কাশী, গয়া প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে গমনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিবার কথা আছে।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব

গত ২৯শে আষাঢ় রবিবার শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ বাসরে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের পঞ্চদশ দিবসব্যাপী উৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবকালে মধ্যে মধ্যে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও মধ্যে মধ্যে উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্যাহ্নে হট্টগোষ্ঠী-ক্লাসে প্রায়ই উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও মধ্যে মধ্যে অন্যান্য সেবকগণ 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ', শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পদাবলী ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন। ভোরে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

গৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ-বাসরে সাধারণ মহা মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বহু ভক্ত, সজ্জন ও ভদ্রমহিলা-পরিবৃত সভাতে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ভজনের গূঢ়রহস্য, 'উৎসব' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য, বর্ত্তমান বিশ্বের শোচনীয় দুরবস্থা ও বাস্তবশান্তিলাভের একমাত্র উপায় এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধদানের মহিমা প্রায় ১॥ ঘণ্টারও অধিককাল কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীচৈতন্যচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শঙ্করনাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃপালু-লীলাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
লোকনাথপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশ-পরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদত্তগুরুবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীমতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১১ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৩৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কয়েট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবহুগুণ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অম্বার্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অম্বার্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ চাকতাই, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্টোর রোড, ইউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅরবিন্দগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতার-সম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাত্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর —গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর ৩টি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অন্যান্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলাংশ ও শেষে প্রত্যেক শ্লোকের মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের ব্যাখ্যান প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। উত্তম বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত
শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ ৪-৫৬ ৬-২১ ৭-১৪ ১৩-১৬ ১৫-১৩ ১৬-২৬ ১৭-৫৩ ২২ ২৬
দমদম ৪-৫৮ ৬-৩১ ৭-২৮ ১৩ ২৯ .... ১৮ ৫ ২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ ৬-১২ ৭ ৫৮ ৯ ১৮ ১৪ ৫০ ১৬ ৪৮ ১৮-৩১ ১৯-৩৩ ০-২৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ৫৯ ৮-৪৭ ১০-৩ ১৫-০৮ ১৭-৩১ ১৯-১৫ ২০ ২০ ১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ ৭-১০ ১০-১৬ ১৪ ৫০ ১৭-৪০ ২০-৩০
মহেশগঞ্জ " ৭ ৪৫ ১০-৫১ ১৫-২৫ ১৮-১৫ ২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫৩ ১০-৫৯ ১৫-৩৩ ১৮-২৩ ২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩০

ডাউন

শনিবার ব্যতীত
অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৬-১৪ ৯-১২ ১৬-৩ ১৬-৩১ ১৮-৩৬
মহেশগঞ্জ " ৬-২৩ ৯-২১ ১৬-১২ ১৬-৪০ ১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬-৫৭ ৯-৫৫ ১৬-৪৬ ১৭-১৪ ১৯-২১
(বদল) ছাঃ ৬-৩১ ৭-১০ ৮-৫১ ১১-১৬ ১৫-৪ ১৬ ৫৬ ১৯-২৮ ২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ ৪ ১০ ৭-৪৩ ৯-২৫ ১২ ০ ১৫-৪৫ ১৭-৩০ ২০-৩ ২১-১৯
(বদল) ছাঃ .... ১৫-৫৬ ১৭-৪২ .....
দমদম ১১-৪ ১৭-৩৬ ১৯-৯ ২১-২৬ ২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৩ ৯-২১ ১১-১৬ ১৩ ৫০ ১৭-৪৬ ১৯-২৬ ২১-৪০ ২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবনিলয়ের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পারমার্থিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবরবসিদ্ধান্তগগনে ও ভাগবত সিদ্ধান্তাকাশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণভক্তিবরণ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

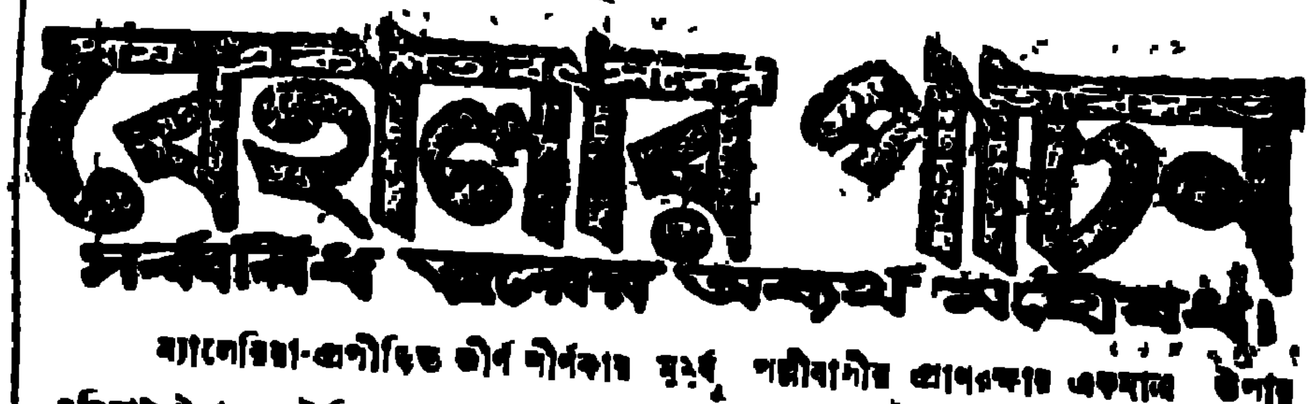

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C 1544.

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কণ্ঠাগ্র, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুজ্জ্বল
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি বাদশ
উপনিষদের সর্ব্বজন সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১॥০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মজুমদার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৮, ২২শে জুলাই ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার [১১৬তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——:০:(০):০:——

জার্ম্মাণীর নূতন রণকৌশল

রাশিয়া তাহার রিজার্ভ হইতে সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বেই হয়ত জার্ম্মাণী রাশিয়ান ব্যূহের কোন একটি দুর্ব্বল অংশে এমন দুর্দ্দমনীয় চাপ দিবে যে তাহা প্রতিরোধ করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাহা হইলেই জার্ম্মাণী রাশিয়ার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিবে। জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্যও যে ইহাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়ার পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানগুলিকে জার্ম্মাণী তাড়া করিয়া হটাইয়া দিয়াছে। কাজেই জার্ম্মাণ লাইনের পিছনে কোন্‌খানে যে কি যোগাড়-যন্ত্র চলিতেছে, রাশিয়ার পক্ষে তাহাও জানিবার উপায় নাই। কোন্‌খানে বেশী সৈন্য জড় করা হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে রাশিয়াও সেই অনুযায়ী তাহা প্রতিরোধের জন্য যথা স্থানে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ যোগাবেশ করিতে পারে।

জার্ম্মাণী বুঝিতে পারিয়াছে যে, রাশিয়ার প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে তাহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে; কাজেই এই জুলাই মাসটা তাহার সামরিক প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটা এস্পার-ওস্পারের প্রশ্ন। যদিও শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী রাশিয়ার ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়, উহার জন্য তাহাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হইবে। ইতোমধ্যেই জার্ম্মাণীর জনসাধারণ বিশেষ করিয়া মেয়েরা রাশিয়ার যুদ্ধে তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। গতবৎসর, গ্রীস ও ক্রীটের যুদ্ধে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে ভুয়া খবর দিয়াছে কিন্তু এবার কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের সরকারী রিপোর্টে যতই কেন না মিথ্যা খবর দেউক, প্রত্যহ গাড়ী বোঝাই হইয়া যেরূপ বহুসংখ্যক আহত সৈন্য জার্ম্মাণী ও অধিকৃত হাসপাতালে আনীত হইতেছে, তাহাতে হতাহতের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখা আর সম্ভব নহে। দেশের জনসাধারণের মনে উৎসাহ বজায় রাখিতে হইলে জার্ম্মাণীর পক্ষে এখন যেমন করিয়াই হউক রাশিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করা প্রয়োজন। সেজন্যই সে মরিয়া হইয়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে।

— —

রুশ সৈন্যের গরিলা যুদ্ধ

রুশ সৈন্যের খণ্ড খণ্ড দল যে গরিলা যুদ্ধ করিতেছে তাহাতে চলাচল ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে জার্ম্মাণীর বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। রুশ সৈন্যদের পক্ষে এইরূপ গরিলা যুদ্ধ খুব সামান্য ব্যয়সাপেক্ষ, গোলা-বারুদ ইহাতে খুব বেশী খরচ হয় না এবং এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে পারিবে বলিয়াই মনে হয়।

চলাচলের রাস্তা পাহারা দেওয়া ও ঐ সকল গরিলা যোদ্ধৃদের নিঃশেষ করিতে জার্ম্মাণীর অনেক সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। ছোট ছোট দল সহজেই কোন একস্থানে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং গরিলা আক্রমণ চালাইতে সংখ্যাধিক্যেরও কোন আবশ্যক করে না।

———

ফরাসী নৌবহর ও উপনিবেশের ভবিষ্যৎ

এডমিরাল ডার্লা যে হিটলারের সঙ্গে নূতন একটি সন্ধি স্থাপনের চেষ্টায় আছে, তাহার সংবাদ লণ্ডনস্থ স্বাধীন ফরাসীদের নিকট ফাঁস হইয়া গিয়াছে। সন্ধির মতলব এইরূপ,—আলসাস লরেনের জার্ম্মাণীতে অন্তর্ভুক্তি ফ্রান্স স্বীকার করিয়া লইবে। ইংলিশ চ্যানেলের কয়েকটি ফরাসী নৌ-ঘাঁটি জার্ম্মাণী আনির্দ্দিষ্টকালের জন্য দখলে রাখিবে।

ফরাসী উপনিবেশের উৎপাদন জার্ম্মাণীর নেতৃত্বে উভয়ে মিলিতভাবে ব্যবহার করিবে। ফরাসী নৌবহর উভয়ের বৈদেশিক স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ফরাসী কলকারখানাগুলি জার্ম্মাণীর কর্ত্তৃত্বে চলিবে।

ফ্রান্সের যে অংশ বে-দখল হইবে, তাহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহাকে বেলজিয়ামের ওয়ালুন অঞ্চল দেওয়া হইবে। ইঙ্গ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে ফরাসীর নিরপেক্ষ থাকিবার ও অধিকার থাকিবে।

কিন্তু ফরাসী নৌবহর যদি জার্ম্মাণীর স্বার্থরক্ষায় ব্যবহৃত হয়, তবে ফ্রান্স এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবে না বলিয়াই স্বাধীন ফরাসীদের ধারণা।

———

আমেরিকায় রাশিয়ার জয়কামনা

আমেরিকায় সর্ব্বশেষ যে 'গ্যালপ পোল' (জনসাধারণের ভোট গ্রহণ) লওয়া হইয়াছে, দেখা যায় যে, শতকরা ৭২ জন জার্ম্মাণীর বিপক্ষে রাশিয়ার জয়কামনা করে। কারণ তাহাদের ধারণা যে, রাশিয়া যদি জয়লাভ করে, তবে সে কখনও আমেরিকা আক্রমণ করিতে আসিবে না। কিন্তু জার্ম্মাণী জিতিলে সে তাহার পরেই আমেরিকা আক্রমণ করিবে।

'গ্যালপ পোলের' এই ফলাফল হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইঙ্গ-রাশিয়ান যোগাযোগের ফলে আমেরিকা ব্রিটেনকে আর আগের মত সাহায্য করিবে না বলিয়া জার্ম্মাণী যে আশা করিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ অলীক। আমেরিকা কর্ত্তৃক আইসল্যাণ্ড দখল ও এই 'গ্যালপপোলের' ফলাফলের দ্বারা আমেরিকার ভবিষ্যৎ কার্য্যের আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

— —

তুর্কী পত্রিকাদের মত পরিবর্ত্তন

অল্প দুইচারিটি ছাড়া তুরস্কের সকল পত্রিকাই রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ-সম্পর্কে তাহাদের মত বদলাইয়াছে। সরকারী পত্রিকা 'উলুস' এর সম্পাদক ফলে রিফকি আতাকী দশদিন মাত্র আগে লিখিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণী যতই ককেসাসের এলাকার নিকটবর্ত্তী হইবে, রাশিয়ার প্রতিরোধক্ষমতা ততই হ্রাস পাইবে। কিন্তু এখন তিনি লিখিয়াছেন—রাশিয়ানরা যদি ষ্টালিনের স্বেচ্ছাবিনাশ-নীতি পুরাপুরি অনুসরণ করিতে পারে, তবে উহাই হয়ত যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্দ্ধারণ করিবে।

———

বুলগেরিয়ায় অসন্তোষ

বুডাপেষ্ট হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে দেখা যায়, ইতালীর নয়া ব্যবস্থার কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে বুলগেরিয়ায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। খুব সম্ভব ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অসন্তোষ জানাইবার জন্য শীঘ্রই রাজা বরিশ বুলগেরিয়ার পার্লামেন্টের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

———

বুখারেষ্টে রেল-দুর্ঘটনা

বুখারেষ্ট ও জাসির পথে দুইটি সৈন্যবাহী ট্রেণ লাইনচ্যুত হওয়ায় ফলে ঐ দুই স্থানের মধ্যে চলাচল বন্ধ হইয়াছে। সোভিয়েট প্যারাস্যুট বাহিনী গোপনে লাইন সরাইয়া ফেলাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের স্রোতস্বগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া এতদ্দেশের দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ৮৭০ বিরাট অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায় আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজ্জত সুবৃহৎ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বিবৃতি আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব নক্সাদপূর্ণ নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
ডিকশাস্ত্র প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা
উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ডল্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবার ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ॥৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফলটীকা ভগবৎসৌন্দর্য্য (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ।⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৶০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ॥৶০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ টিড্ ভুইং ⁄০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইস্রোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৭৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ⁄০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ॥৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সত্যান্ত কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান –

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

=•=

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৪ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ৬ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২২শে জুলাই ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১১৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ শ্রীধর ত্রয়োদশী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীতুলসীদেবী

——::•::——

দর্শন করিলে যিনি নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেন, স্পর্শ করিলে যিনি দেহ পবিত্র করেন, প্রণাম করিলে যিনি রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট করেন, জলসেচন করিলে যিনি যমভয় নিবারণ করেন, রোপণ করিলে যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি বিধান করেন এবং ভগবৎ-চরণে অর্পণ করিলে যিনি প্রেমভক্তি প্রদান করেন, সেই শ্রীতুলসীদেবী আমাদের সকলেরই প্রণম্যা ও সেবনীয়া। দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, ধ্যাত, কীর্ত্তিত, প্রণমিত, শ্রুত, রোপিত, সেবিত এবং নিত্য পূজিত হইলে শ্রীতুলসী নিত্যমঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি উক্ত নবপ্রকারে শ্রীতুলসীদেবীর সেবা করেন, তিনি নিত্যকাল হরিগৃহে বাস করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীতুলসী গুরুদেব—বৃন্দারাণী, একমাত্র তাঁহারই কৃপায় বৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। শ্রীতুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া ও গুরুপাদপদ্ম বলিয়া আমরা তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ ও তাঁহার আনুগত্যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মপরাগ-বিভূষিত শ্রীতুলসীর এমনিই মহিমা যে, তাহা আত্মারাম চতুঃসনেরও আত্মারামত্ব ছাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করে।"

শ্রীতুলসী—ভক্তির বস্তু। তিনি বার্ষভানবী-স্বভাব। তিনি কৃষ্ণপ্রিয়া। এই কৃষ্ণপ্রিয়াকে লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কৃষ্ণসেবা করিতে যায়, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। যাহারা বৃক্ষমাত্র-জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে ভক্তির অনুকূলসঙ্গ জ্ঞান করে না, তাহাদের শিক্ষার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর কেশবপ্রিয়া তুলসীর সঙ্গ করিবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে,—

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে—আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে॥
যবে চলে সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যানাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সেই জন পায় রক্ষা॥

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—তুলসীহীন পূজা পূজা নহে, তুলসীহীন স্নান স্নান নহে, তুলসীহীন ভোজন ভোজন নহে, তুলসীহীন পান পান নহে। শ্রীহরি কখনও তুলসীরহিত পূজা গ্রহণ করেন না। অতএব তুলসীর অভাব ঘটিলে তদীয় কাষ্ঠ তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, তাহার অভাব হইলে তুলসীনাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজা করিবে। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, সে ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা তুলসীপত্রযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। শ্রীতুলসী কৃষ্ণবল্লভা। শ্রীতুলসীর প্রতি শ্রীহরির অত্যন্ত প্রীতি। পর্য্যুষিত পুষ্প, পর্য্যুষিত জল বর্জ্জন করিবে, কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলেও বর্জ্জন করিবে না। যিনি সুগন্ধি, পরিষ্কৃত, অখণ্ডিত তুলসীপত্র দ্বারা একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, গোপনীয়ই হউক কিম্বা অগোপনীয়ই হউক, তাঁহার সমস্ত পাপ যমরাজ মার্জ্জন করেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চন করে, তাহার সমস্ত মহাপাতক পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। ধার্ম্মিকই হউক কিম্বা অধার্ম্মিকই হউক, যে ব্যক্তি তুলসীদল দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, তাহার আর নরকগমন হয় না। তুলসী বিরচিত মাল্য দ্বারা বিষ্ণুপূজাই সংসাররূপ অন্ধকূপে নিপাতিত মানবগণের উদ্ধারের একমাত্র কারণ। যে সকল মানব সমঞ্জরী-তুলসীপত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, ধরাতলে কলিযুগে তাঁহারাই ধন্য। জীব যে-কাল পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক তুলসীর দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত সে পাতকময় পথে পরিভ্রমণ করে। যাঁহারা তুলসীবৃক্ষ আরোপণ পূর্ব্বক তাঁহার পত্রদ্বারা ভগবানের অর্চ্চন করেন, তাঁহারা সালোক্য বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থান করেন। তুলসী দ্বারা ভগবদর্চ্চনকারীকে যমদূতগণ স্পর্শ করিতে পারে না, বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যান। যিনি স্নান না করিয়া তুলসীপত্র ছেদনপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি অপরাধী হন এবং তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। যাঁহারা তুলসীক্ষেত্রে শালগ্রাম অর্চ্চনের জন্য প্রতিদিন তুলসীচয়ন করেন, তাঁহাদের কুলপরম্পরা ধন্য এবং ধরণীতে তুলসী বর্ত্তমান থাকায় ধরণীও ধন্যা। বৈষ্ণবগণ দ্বাদশীতে কদাচ তুলসীচয়ন করেন না। যে দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন করে, তাহার নরক হয়।

শ্রীতুলসীদেবী বৃন্দাবনের Gate-Keeper শ্রীতুলসী বৃক্ষ নহেন। তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি। প্রত্যেক ভজনপ্রয়াসীর তুলসীর সেবা করা দরকার। দণ্ডবৎ-প্রণাম, পরিক্রমা ও জলদান প্রভৃতির দ্বারা শ্রীতুলসীর সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে হয়। তুলসী সন্তুষ্ট হইলে হরিনামের কৃপা হয়। সর্ব্বদা তুলসীকে কাছে কাছে রাখা দরকার। শ্রীতুলসীর নিকট বসিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও হরিনাম করা ভাল। সর্ব্বক্ষণ তুলসীর নিকট থাকিলে, তাঁহার নিকট আর্ত্তি-বিজ্ঞপ্তি জানাইলে কৃপাভিক্ষা করিলে তিনি কৃপা করেন। গৌরধামে বাসপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীনামের কৃপা-প্রার্থনা মুখে হরিনাম গ্রহণ, তুলসীর সেবা ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। ইহাই গুরুবর্গের উপদেশ। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তুলসীসেবা লীলা-প্রসঙ্গের কথা শুনিতে পাই,—

নিরবধি তুলসী করেন সেবন।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible] গোবিন্দ-পূজন।
[illegible] করিতে ভোজন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"[illegible] বৈষ্ণবনিন্দক ব্যক্তি ভগবানকে [illegible] তুলসী [illegible] অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না, কেন না, তুলসী—নিন্দুক-বিদ্বেষী।

তাঁহার মঞ্জরীস্বরূপ; সুতরাং কেশবের অতি-প্রিয়। বার্ষ্যাচার্য্যের তুলসীমঞ্জরীর সহযোগে অষ্টাক্ষর শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের অর্চ্চন বিধেয়। শাস্ত্রাচার্য্য মহর্ষির দ্বারা সেবার বিষ্ণুবিগ্রহের অর্চ্চন বিধি-ব্যবস্থা [illegible] বৈষ্ণবদের পক্ষে বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর এসময়ে ভক্তরূপ অবতীর্ণ হইয়া [illegible] অর্চ্চনের আদর্শ [illegible] বা [illegible] শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ পূজা করিলেন। এই প্রণালী দ্বারা পর সেবক-পরম্পরায় আদর্শ স্থাপন করিলেন। নিত্য-কৃষ্ণের মহান্ [illegible]। প্রত্যেক গৃহস্থ বৈষ্ণব এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শালগ্রামের অর্চ্চন করিবেন এবং সেবাপরাধশূন্য হইয়া শ্রদ্ধা ও দীনতার সহিত গ্রহণ করিবেন"।

শ্রীতুলসী হরির অত্যন্ত প্রিয়া। শঙ্করের সেবকের জন্য তুলসীদল [illegible] দেখা যায়। শ্রীমহাপ্রসাদ যেরূপ বিষ্ণুর [illegible] শ্রীহরির সেবার নিমিত্ত [illegible] গ্রহণ না [illegible] তদ্রূপ জানিতে হইবে। ভোগবুদ্ধিসহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজনের ন্যায় ভোগবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া তুলসী-[illegible] বিশেষ অপরাধজনক। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলেন,—তুলসীদল ভোজন করিলে দেহাবসানে পাপীরও সদ্গতি লাভ হয়। গঙ্গা ও যমুনার শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জল যেরূপ সর্ব্বপাপ হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুলসীদল ভক্ষণ দ্বারা নিখিল পাপক্ষয় হয়। অমৃত হইতে সমুদ্ভূতা ধাত্রী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে স্মরণ, কীর্ত্তন, চিন্তন ও ভক্ষণ করিলে তাঁহারা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কদাপি কিছুমাত্র সৎকার্য্য সঞ্চয় করে নাই, অথচ মহাপাপিষ্ঠ হইয়াছে, সেবোন্মুখ বুদ্ধিতে তুলসী ভক্ষণ করিলে তাহারও মঙ্গল হয়। তুলসীচর্ব্বণের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥

ভোগবুদ্ধিতে তুলসী গ্রহণ করিলে তুলসীর অঙ্গে আঘাত করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সেবাবুদ্ধির সহিত তুলসী চর্ব্বণ করিলে তুলসীর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। তুলসী কৃষ্ণবল্লভা, তাঁহাকে কৃষ্ণসেবাতেই নিযুক্ত করিবেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজস্বার্থপথে তুলসী ব্যবহার করিলে তুলসীর চরণে অপরাধ নিশ্চয় [illegible] হইবে। সর্দ্দি-জ্বরাদি রোগের প্রতিষেধকরূপে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তুলসীর ব্যবহার তুলসীর চরণে অপরাধ। শ্রীহরি ও গুরু-তর্পণের জন্য তুলসীকে মালারূপে গ্রথিত করা দোষাবহ নহে, পরন্তু ভক্তিবৃদ্ধিকর। তুলসীমালার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা ভবান্ধকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারের সেতু। কি নীরস, কি সরস যে কোনরূপ তুলসীকাষ্ঠ বা তুলসীপত্র গৃহে বর্ত্তমান থাকিলে কলিকালেও তথায় পাপ সঞ্চারিত হইতে পারে না। তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, বল্কল, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা সকলই বিশুদ্ধ। বিষ্ণুর সেবার্থ বা বিষ্ণুর ভোগার্থ সর্ব্বভাবেই তুলসী ব্যবহৃত হইতে পারেন।

'তুলসী শাপগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষ হইয়াছেন' প্রভৃতি মতবাদ বহির্ম্মুখ বঞ্চনাময়। ভগবান্ বিষ্ণু। ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের জন্মকর্ম্ম প্রভৃতি বিমুখমোহনপর উক্তিগুলির দ্বারা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ বঞ্চিত হন না। শ্রীতুলসীদেবী পার্থিব বৃক্ষ নহেন। শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি বিষ্ণুবৈষ্ণববস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সেই বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতার সহিত জগতে অবতীর্ণ হন। শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে সেবোন্মুখ হৃদয়ে তাঁহাদের সেবা করিলে তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধি ও কৃপালাভ হয়। নতুবা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-বস্তু-জ্ঞানে দর্শন করিয়া বঞ্চিত ও নরকপথগামী হইতে হয়।

তুলসী, গঙ্গা, গুরু ও বৈষ্ণব—ইঁহারা অপ্রাকৃত। ইঁহাদের মধ্যে জড় ভেদ নাই। গঙ্গা ও তুলসীর সেবা করিলে গুরুবৈষ্ণবে প্রীতি ও হরিকথারূপী হরির প্রতি রুচি হয়। আবার সাধুসঙ্গে হরিকথাশ্রবণের ফলেই গঙ্গা, তুলসী প্রভৃতি তদীয় বস্তুতে অহৈতুকী প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গুরু-বৈষ্ণব-সেবাফলে তুলসী দেখিয়া প্রাণ জুড়ায়, গঙ্গার বাতাস স্পর্শ হইবামাত্র জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম আসে। হরিকথায় রুচিই হরি-ভজনের মূল। হরিকথায় রুচি ব্যতীত কোন কিছুরই মূল্য নাই। আবার হরিকথায় রুচির নামে সেবায় অলসতা, অন্যমনস্কতা, উদাসীনতা প্রভৃতি শ্রদ্ধা বা রুচির লক্ষণ নহে। 'শ্রদ্ধা' বা 'রুচি' না হইলে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না হইলে অনর্থনিবৃত্তি হয় না। শ্রবণ কীর্ত্তন সাধনভক্তি—স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি! হরিকথায় যাহার রুচি নাই, সে পশু অথবা পশু হইতেও অধম পশুর ব্যাধ। তাহার বাঁচিয়াও লাভ নাই, মরিলেও নরকযন্ত্রণা। অতএব তাহার জীবন-মরণ ভয়াবহ।

শ্রীতুলসী কৃষ্ণবল্লভা, বৈষ্ণবী ও আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীতুলসী আমাদের শ্রীগুরুদেব। তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহ বা আশ্রয়জাতীয়া তদীয়া। শ্রীতুলসীদেবী—অংশিনী শ্রীরাধিকার অংশস্বরূপা। তিনি নিরন্তর শ্রীরাধার পাদপদ্মসেবাই বাঞ্ছা করেন, তাঁহার অন্য কোন অভিলাষ নাই। শ্রীতুলসীদেবী আমাদের গুরুস্বরূপা—আমাদের পরমারাধ্যা। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুর শ্রীচরণে শ্রীতুলসী নিত্য-বিরাজিতা। শক্তিমত্তত্ত্বের শ্রীচরণে চন্দন-তুলসীর দ্বারা জীবগণ ভক্তিবৃদ্ধির জন্য নিত্যকাল পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহ বা শক্তিতত্ত্ব শ্রীবাস ও শ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্মে তুলসী প্রদত্ত হইবে না। শ্রীমতীর চরণেও তুলসী প্রদত্ত হইবে না। কোন বৈষ্ণব শ্রীতুলসীদেবীকে অর্থাৎ এক কৃষ্ণশক্তিকে অপর কৃষ্ণশক্তির অর্থাৎ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণে প্রদান করিতে পারেন না, করিলে অপরাধ হইবে। তবে তাঁহাদের শ্রীহস্তে তুলসী প্রদত্ত হইতে পারে।

——

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::[॰]::——

পুরুষাভিমান থাকিলে শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা করা যায় না। স্বরূপশক্তির আনুগত্য ও সঙ্গ দ্বারা ভগবৎসঙ্গ লাভ হয়। শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত না হইলে হরিভজন হইবে না। যেখানে স্বরূপশক্তির আনুগত্যের পরিবর্ত্তে মায়াশক্তি বা বিয়োগমায়ার প্রতি অভিনিবেশ, সেইখানেই প্রাকৃত-অভিমান বা বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। দেহাত্মবুদ্ধিরূপ জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ বা আত্মনিবেদনই নমস্কার। আত্মনিবেদন ও কার্পণ্য শরণাগতির লক্ষণ। সাধুগণ দীনবৎসল। দীন কৃপা পাইবেই। যেখানে দীনতা নাই, সেখানে বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করিবার দাম্ভিকতা আছেই।

কৃপা ছাড়া গতি নাই। সাধু ব্যতীত ভগবানের কৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। ভগবৎকৃপার মূর্ত্তি সাধুকে বাদ দিয়া কেহ কখনও ভগবৎসাক্ষাৎকার পাইতে পারে না। সেই সাধুগণের অগ্রণী বা সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহারই প্রেমবাধ্য। তিনি গৌরকৃষ্ণ-ধনে ধনী। তাঁহার ধন তিনিই অপরকে দিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতা নাই। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার কিঙ্করগণের সেবা করিলেই শ্রীগৌরসুন্দর আনন্দিত হন ও কৃপা করেন। শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়দেবতা ও একমাত্র জীবন ও আশ্রয় বলিয়া জানিতে না পারিলে কৃষ্ণ-ভজন সুদূরপরাহত। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণই সকল মঙ্গলের মূল। এতদ্ব্যতীত প্রেমে যাইবার আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই।

সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে ভবসিন্ধু অনায়াসেই পার হওয়া যায়। শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত হরিকথা-সুধাপানে লোক যেরূপ শুদ্ধ হয়, অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেরূপ শুদ্ধ হয় না। গঙ্গাস্নান ও হরিকথামৃতপানে জীব শুদ্ধচিত্ত হইয়া অতি সহজে ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

এক নদী তোমার অমৃত-কথাময়ী।
আর নদী পদনীর বহে গঙ্গা হই॥
তিন লোক পাপ হরে দোঁহার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ভক্ত মহামতি॥
শ্রুতিযোগে স্নান করি' এক তীর্থজলে।
অঙ্গসঙ্গে আর তীর্থে স্নান, পান করে॥
এইরূপে দুই তীর্থে করে পার্থ-পার।
মহাভাগবত হয় বিমল গোসাঁই॥

আমি কামুক—বিবিধ কামের দ্বারা প্রপীড়িত ও বিষয়লম্পট, অসচ্চিন্তা-পরায়ণ, নানা দোষে দুষ্ট এবং মহা-অপরাধী। এইরূপ নরাধম বিশ্বে আর কেহ নাই। তথাপি হে কৃষ্ণ তুমি দীনবৎসল, পতিতের বন্ধু ও অদোষ-দর্শী জানিয়া তোমার শ্রীচরণে শরণ লইতেছি। আমি নিজে নিজে অনেক যত্ন করিলাম কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। এখন তুমিই একমাত্র ভরসা। ইহাই অকপট কৃপাভিক্ষুর চিত্তবৃত্তি।

দৈন্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

অহং কনককেতকীকুসুমগৌর দুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষপূর্ণেঽপি তে।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ত্বাং ভজে
শচীসুত মযি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং॥

হে সুবর্ণকেতকীকুসুম গৌর! হে দীনবৎসল! এই ধরাতলে আমি কাম-ক্রোধাদি অশেষ দোষদূষিত। কিন্তু বিবিধদোষ-পরিপূর্ণ জনে তোমার আদৌ দোষদৃষ্টি নাই বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাসে তোমার ভজনা করিতেছি। অতএব হে শচীনন্দন! হে মুকুন্দ! হে প্রভো! এই মন্দজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। আমি সকল-দোষে দোষী হইলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ অদোষদর্শী, আমি পরমশোচ্য হইলেও তাঁহারা পরম-করুণাময়, ইহাই একমাত্র ভরসা। অন্তর হইতে এ কথাটী বহির্গত হইলে মঙ্গল অনিবার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
যদিও আমার ব্রজবনে।
তুঁহে মহাকৃপাময়, জানি' কৈনু পদাশ্রয়,
কৃপা কর এ অধম জনে॥
কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই,
তথাপি করহ কৃপা দান।
লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্ষমে অপরাধগণ,
তুমি তুঁহে মহাকৃপাবান্॥

নিবেদিতাত্মাই কৃষ্ণকে পায়। কৃষ্ণের হইয়াও যে নিজেকে কৃষ্ণের বলিয়া জানিল না, সে কৃষ্ণকে পাইবে কি করিয়া? যদি কৃষ্ণকে পাইতে চাও তাহা হইলে অকিঞ্চন, শরণাগত ও নিবেদিতাত্মা হও, ইহাই গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ ও উপদেশ।

নিজের স্বতন্ত্র চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধন-সাধ্যসমূহ তাঁহাতেই সমর্পণ করা এবং তাঁহার সেবার জন্যই একমাত্র চেষ্টাময় হওয়া, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করা আত্ম-নিবেদনের লক্ষণ। নিজের দেহ হইতে শুরু আত্মা পর্য্যন্ত ভগবৎসন্তোষবিধানের জন্য যে অর্পণ, তাহাই আত্মনিবেদন। আত্ম-সমর্পণে নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বিচার হয় বলিয়া তিনি নিজেকে এ জগতের কোন বস্তু

'সাধুসঙ্গ 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

বা ব্যক্তির ভোক্তা এবং নিজেকে কোন বস্তু বা ব্যক্তির ভোগ্য মনে করেন না। আত্ম-নিবেদনে বিক্রীত পশুর বিচার জন্য অধিকার করে। তখন আর নিজের জন্য কোন চিন্তা থাকে না এবং তিনি কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকার্য্য ব্যতীত কাহারও সুখবিধানে নিযুক্ত হন না। নবেদিতাত্মের সমস্ত ভার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রহণ করেন। অহংতা ও মমতার আস্পদ দেহ হইতে যাহা কিছু আছে, তাহা যখন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হয়, তাঁহার সুখ ভিন্ন কখন অন্য কিছু কৃত্য থাকে না, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মসম করিয়া লন। 'করে আত্মসম' অর্থে করে অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত।

আত্মা অর্থে দেহ ও দেহী দুইই হয়। সুতরাং আত্মনিবেদন অর্থে দেহনিবেদন ও দেহী-নিবেদন, উভয়ই বুঝায়। যেখানে দেহসমর্পণ, সেখানে বিক্রীত পশুর ন্যায় দেহ-রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজের কোন ব্যস্ততা নাই। সেখানে দেহ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত। আর যেখানে দেহী-রূপ আত্মার সমর্পণ, সেখানে আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমি তোমার দাস—আমি তোমার পদধূলি, এই অভিমান প্রবল হয়।

নিবেদিতাত্ম শরণাগত। শরণাগতি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীভগবানকে রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণই শরণাগতি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আয়ত্ত বা অধীন করাই আত্মনিবেদন। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥
ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥

হে ভগবন্, "আমি আপনার হইলাম" যে ব্যক্তি বাক্যদ্বারা আপনার স্থান আশ্রয় করেন, সেই শরণাগত ব্যক্তিই আনন্দানুভব করিতে পারেন।

শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছেন,—তুমি দেব-দেব, তুমি জনার্দ্দন, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম,—এই বলিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

যে জীব ভগবানের প্রতি সর্ব্বভার অর্পণ করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছচিত্তে শয়ন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কর্ম্ম, মনঃ ও বাক্য দ্বারা শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, যম তাঁহাকে শাসন করেন না ও তাঁহারা মুক্তিফলভোগী হইয়া থাকেন।

শ্রীপরমেশ্বরী দাস

শ্রীনিত্যানন্দৈকপ্রাণ শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুর ব্রজলীলায় দ্বাদশ গোপালের অষ্টম 'শ্রীঅর্জ্জুন' সখা। আটপুরে শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের শ্রীপাট। হাওড়া-আমতা রেল-লাইনের চাপাডাঙ্গা-শাখায় আটপুর-ষ্টেশনের নিকটে আটপুর গ্রাম। পূর্ব্বে ইহার বিশখালা নাম ছিল। শ্রীপরমেশ্বরীদাসকে কেহ কেহ শ্রীপরমেশ্বর-দাসও বলিয়া থাকেন। যথা বৈষ্ণববন্দনায়—

"পরমেশ্বরদাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তনস্থানে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

পরমেশ্বর দাস—নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁরে যে করে স্মরণ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে,—
নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরদাস—দুই জন।
গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস।
যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
সত্বরে যাইয়া আগেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে॥

শ্রীপরমেশ্বরী দাস কিছুদিন খড়দহে ছিলেন। শ্রীজাহ্নবা-দেবীর সঙ্গে ইনি খেতরী-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতার আদেশে ইনি আটপুরে 'শ্রীরাধা-গোপীনাথ' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রীপরমেশ্বরী দাসে কহে ধীরে ধীরে॥
"তথা আটপুর গ্রাম শীঘ্র করি' যাহ।
তথা রাধাগোপীনাথ-সেবা প্রকাশহ"॥
ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী-দাস।
রাধা-গোপীনাথসেবা করিল প্রকাশ॥
শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা সেইখানে।
হইল যে উৎসব তা' দেখিল ভাগ্যবানে॥

শুনা যায়, শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বহুল ছায়া-পূর্ণ একস্থানে দুইটী বকুলবৃক্ষ, পৃথক্ একটী কদম্ববৃক্ষ এবং তদুভয়ের মধ্যপ্রদেশে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি ও তদুপরি শ্রীতুলসীমঞ্চ সুশোভিত। যে বকুলবৃক্ষদ্বয় শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের সম ছিল, তাহাদেরই শাখা হইতে বর্ত্তমানের বৃক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। প্রতি বৎসর কদম্ব-বৃক্ষে একটী ফুল হয়। তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ-পূজা হয়।

শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের সময় একটী বৃক্ষে ফুল ও অপর বৃক্ষে ফল হইত, এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুর বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণ বর্ত্তমানে শ্রীপাটের সেবায়েৎ। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব হয়।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভজনশিক্ষাপ্রদাতা নিত্যানন্দাভিন্ন গুরু-পাদপদ্মই শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ নিজজন। সেই গুরুনিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ-সেবাফলে শিষ্যের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। নাম বা শব্দ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নাম দ্বিবিধ—সকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ। জীবের ইন্দ্রিয়াধীন বিচারে যে নামাক্ষর-গ্রহণের অভিনয় হয়, তাহা সকুণ্ঠ নাম। জীব নিজেকে ভগবান্ বা শ্রীনামের অনন্য অধীন, আশ্রিত বা সেবক বলিয়া জানিলে তাঁহার নিকট বৈকুণ্ঠনাম উদিত হন। এ জড় জগতে চিত্তবৃত্তিকে অবাধিত রাখিয়া ভোক্তৃভোগ্যবিচারে যে নামাক্ষরানুশীলনের অভিনয় তাহা প্রাকৃত শব্দানুশীলন মাত্র।

শিষ্যের বেদশ্রবণের পূর্ব্বে কর্ণসংস্কারের কথা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই কর্ণবেধ প্রাকৃত কর্ণে ছিদ্র করিলেই সাধিত হয় না। কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত নাম-শ্রবণে কর্ণবেধ হয়। শ্রবণের পর কীর্ত্তন হয়। বৈকুণ্ঠনাম যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহার কীর্ত্তন বা সেবাপ্রগতি কখনও স্তব্ধীভূত হয় না। যাহারা সুষ্ঠুভাবে নিরন্তর শ্রবণ করে না, বা যাহাদের অন্তঃকরণাদি নিয়মিত হয় না, তাহাদের কীর্ত্তন বা চেঁচামেচি কিছু-দিন পরে স্তব্ধীভূত হইয়া যায়।

যাহাদের হৃদয় জড়াসক্তিতে কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাহারা কিছুতেই অঘদমন শ্রীকৃষ্ণের নাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি আমরা সত্য-সত্যই শ্রীগুরুমুখে হরিনাম শ্রবণ করি, তাহা হইলে শ্রীনামপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই পাগল করিবেন। তিনি অকপট কৃপা করিলেই শ্রীহরিকীর্ত্তন মুখ দিয়া প্রবলবেগে বাহির্গত হইবেন। কৃষ্ণনাম কর্ণে, মুখে ও মনে অনুশীলন করিবার জন্য পাণ্ডিত্য, তপস্যা, বৈরাগ্যাদি সাধনশ্রম আবশ্যক করে না। বৈকুণ্ঠনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে সেবোন্মুখ জীব স্থির থাকিতে পারে না এবং তাহার যাবতীয় অনর্থ বা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়।

নিন্দাদির পরাধীন ব্যক্তি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে পারে না। কৃষ্ণে প্রীতি না হইলে কৃষ্ণনামে অপরাধ হইবেই। মধ্যমাধিকারীর অবস্থা হইতে শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণবসেবায় রত থাকেন। মধ্যম অধিকারীর সদসৎ, নিত্যানিত্য ও আনন্দ নিরানন্দবিবেক বা বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের বিচার উপস্থিত হয়।

মহাপ্রভুর নির্দ্দেশানুসারে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া হরিনাম করিতে হইবে। কপটী হইতে হইবে না—কপটের সহিত আঁকুপাকু ভাব দেখাইলে কোন সুবিধা হইবে না তাহাতে প্রতিষ্ঠা আরও অধিকতরভাবে আক্রমণ করিবে। কৃষ্ণ-ভজনে কৃত্রিমতার স্থান নাই। সরলান্তঃকরণে নিরন্তর সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় পদে-পদে অসুবিধা। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে। সুতরাং কীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে নিজেরও শ্রবণ হইয়া থাকে। সুতরাং কীর্ত্তনে ত্রিবিধভাবে হরিসেবা হইয়া থাকে—কীর্ত্তনে হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগদানে হরিসেবা। কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়। সব সময়েই কীর্ত্তন চাই। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইলেও কীর্ত্তন-সংযোগেই করিতে হইবে।

অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ক হইতে হইবে। আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

শ্রীগুরু-কৃপা ও শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন-ব্যতীত কামান্তর-রহিত। আর কৃষ্ণও তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবাব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব-কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি এক্কাপ্তবাসী নহেন। শ্রীগুরুদেব এক্কাপ্তবাসী জীববিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহা দ্বারাই জীবের নিকট উপস্থিত হয়। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিলতা বীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলধারা হৃদয়ক্ষেত্রে সিক্ত করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। আমরা ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধ মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনরত হইলে লতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

'আমি কর্ত্তা হইয়া শ্রবণ করিব, দর্শন করিব, কীর্ত্তন করিব, স্মরণ করিব ও তপস্যা করিব' প্রভৃতি কর্ম্মের বিচার—অমঙ্গলের বিচার। যখন নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল কর্ম্মের যাবতীয় চেষ্টা ভগবানের সেবায় প্রতি নিযুক্ত হয়, তখনই সুবিধা হইবে। আমি কার্য্য হইয়া গিয়াছি—এই বিচার অবৈষ্ণবতা।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅবধূতচিত্ত দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

স্বর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদেবশ্রীবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা; কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীপরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবনদাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরিপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমদনবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবাপনাবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁখবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্নৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্নৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅরবগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

ব্যাসবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসেই প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টিকা পদ্যানুবাদসহ নাম্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান পবিত্র স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেতন ও সেসনচার্য প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ১।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৸০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিতাদি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংস্কৃত বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ তাহার পাঠগুলি তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পত্রিত বহু বিষয় এর সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট বোর্ডের আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রত্ন-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৩	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	......	......	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	....	.....	৯-৩৩	..	.....	.. .	.....	..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৭১	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ			৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "			৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ			৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২০	২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩০

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২৬	
(বদল) ছাঃ	৪-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬-৫৬	১৯-৪৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৫ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	....	.....	......	....	১৫-৫৬	১৭-৪২	......	.....
দমদম			১১-৪		১৭-০৬	১৮-৯	২১-২০	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৮-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২৭
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবনিধান অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণোদ্দেশে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তময় সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবরস্বসিদ্ধান্তস্থাপনে ও তদ্বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তখণ্ডনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক-পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃই অধিক। পিলায়, লীভা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীবার শ্রীমায়াপুর

Regd No. C 1544.

শ্রীশ্রীগীতিরত্নমালা
—।০ঃ—
শ্রীল বক্তসনাতন ভক্তি-
সর্বস্ব প্রকৃত সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ তত্ত্বসার, দ্রিত্ব,
বৃত্তিভাঃ ও হরীনাম মন্ত্র মুখব
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
নদীয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—নবদ্বীপ, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—।০ঃ—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৮, ২৩শে জুলাই ইং ১৯৪১, বুধবার [১১৭তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—:•-(•):•:—

কলিকাতায় এ আর পি স্কুল

কলিকাতায় ভারত সরকারের এ আর পি স্কুলের উদ্বোধন হইয়াছে। এই স্কুলে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের এ আর পি, অফিসার ও ইনস্ট্রাক্টরদিগকে ট্রেনিং দেওয়া হইবে। মেজর ই কে ইভেন্স এই স্কুলের ডিরেক্টর এবং ক্যাপ্টেন প্লেফোর্ড ও মিঃ বীরচান্দনী ও মিঃ গুরের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেজর ইভেন্স এক উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়া প্রথম পাঠ (এ আর পি অফিসারদিগের) আরম্ভ করেন। তিন সপ্তাহকাল এই প্রথম পাঠ চলিবে। বাঙ্গলা, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ, আসাম, সিন্ধু ও যুক্তপ্রদেশ হইতে ৩১ জন অফিসার বর্তমানে ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছেন। রেলওয়ে বোর্ডের একজন এ আর পি অফিসারও এই সঙ্গে ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছেন।

———

ফ্রান্সে রাশিয়ার অর্থ বাজেয়াপ্ত

ভিসি গভর্ণমেন্ট ফ্রান্সে রাশিয়ার সরকারী ও বে-সরকারী যে-সকল অর্থ ছিল, তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিয়াছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার যে অর্থ ফ্রান্সে গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল এবং ১৯৩১ সালে উভয়দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ফলে ফ্রান্সের নিকট রাশিয়ার যে পাওনা দাঁড়াইয়াছিল তাহাও বাজেয়াপ্ত করার হুকুম হইয়াছে। ফ্রান্সের ভিসিতে ও প্যারিসে যে-সকল রাশিয়ান অধিবাসী বাস করিতেছেন, তাহারা এই হুকুমের ফলে সর্বস্বান্ত হইলেন।

ভিসির সরকারী মহল দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে, তাহারা জার্মাণীর চাপে পড়িয়া কিছু করে নাই। কিন্তু ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও ডি গলের অনুরক্ত ব্যক্তিদিগকে কঠোরভাবে দমনের চেষ্টা শীঘ্রই সুরু হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

———

আমেরিকার প্রতি গোয়েবলসের উষ্মা

গোয়েবলস্ আমেরিকার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছে। তাহার রেডিওর প্রচারকর্মীরা আমেরিকা সম্পর্কে রীতিমত বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের প্রচারকার্যের ধরণ দেখিয়া মনে হয়, আমেরিকা যুদ্ধে নামিয়া পড়িয়াছে ইহা তাহারা ধরিয়া লইয়াছে। সেদিন একজন রেডিওতে আমেরিকা কর্তৃক আইসল্যাণ্ড দখলের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন জার্মাণী যখন সমস্ত পৃথিবীর শত্রু (রাশিয়ার) সহিত লড়িতেছে রুজভেল্ট ও তাহার ইহুদী পরামর্শদাতারা সেই সময়েই জার্মাণীকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিয়াছে।"

———

কাজের সময় পরিবর্তন

বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য-বিভাগ কাজের সময় পরিবর্তনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে মতামত প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, অন্ততঃ গ্রীষ্মকালে এই ধরণের পরিবর্তন অনায়াসেই কার্যকরী হইতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ইহাও জানাইয়াছেন যে, সমুদয় স্কুল, কলেজ, সরকারী আফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি একযোগে নূতন ব্যবস্থার যোগ না দিলে কোনই কাজ হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিমত বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগে প্রেরণ করা হইয়াছে।

———

দক্ষিণ দিকে জাপানের লক্ষ্য ইন্দোচীন

সংবাদদাতার ভাবে প্রকাশ,

এই মাসের শেষের দিকে জাপান যুদ্ধে নামিতে পারে এমন একাধিক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। রাশিয়ার সাইবেরিয়া প্রদেশে আক্রমণ করিবার জন্য জার্মাণী জাপানকে উস্কাইতেছে। কিন্তু রাশিয়া পূর্বাঞ্চলে যথেষ্ট সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছে, জাপান রাশিয়া আক্রমণ করিলে তাহাকে অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম করিতে হইবে। জাপানী গভর্ণমেন্টের খুব প্রভাবশালী একদল মনে করে যে, দক্ষিণে ইন্দোচীনের দিকে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ পথেই সব চেয়ে কম প্রতিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া রবার, লৌহ ও আর অন্যান্য যে সকল জিনিষ জাপানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহাও ঐদিকে পাওয়ার সম্ভাবনা। ইন্দোচীনের বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলি দখল করিতে পারিলে ফিলিপাইন, উত্তর বোর্ণিও এবং মালয় জাপানী নৌবহর ও বিমান-বাহিনীর আক্রমণ এলাকার মধ্যে আসিবে।

———

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ যে সিলেক্টকমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত কমিটিতে অন্যান্য সভ্যগণের সহিত নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ থাকিবেন :—স্যার যদুনাথ সরকার, দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলিকাতা ও ঢাকা) দুইজন ভাইসচ্যান্সেলার ও ডাঃ জেঙ্কিন্স। তাঁহারা সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিমত প্রার্থনা করিবেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটি ঘোষণা করা হইবে।

———

দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল

গত ২৬শে জুন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংসে ডাঃ বি-এন বড়ুয়ার অফিস কক্ষে চট্টগ্রাম ইউনিয়নের (কলিকাতা) উদ্যোগে গঠিত দেশপ্রিয় মেমোরিয়াল কমিটির প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। প্রাথমিক আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত কমিটির সম্পাদকরূপে কার্য করিবেন এবং ব্যাঙ্কে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড একাউণ্ট নামে একটি হিসাব খোলা হইবে। সাহনগর শ্মশানঘাটে দেশপ্রিয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

———

আসামে নূতন সৈনিকদল গঠন

আসাম প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া তথায় নূতন একটি সৈনিকদল গঠন করা হইয়াছে। নবগঠিত সৈনিকদলের শুভ কামনা করিয়া আসামের গভর্ণর একটি বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

———

রাশিয়ার যুদ্ধে জার্মাণীর শক্তিক্ষয়

জার্মাণ নিয়ন্ত্রিত প্যারিস বেতার ঘাঁটি হইতে গত ১৪ তারিখে স্বীকার করা হইয়াছে যে পোলাণ্ড, ফ্রান্স, বাল্টিক ও ক্রিটের যুদ্ধ অপেক্ষা রাশিয়ার যুদ্ধে তাহাদের সামান্য কিছু বেশী ক্ষতি হইয়াছে।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব চার্য্য, এম্‌-এ মহোদয়ের গৌড়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefa·es), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বর্ণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ; বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধু সুধী-ছাত্রগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

ডিগ্রীর প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা

উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। বাদশ আলবর ॥০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০

২২। ভজন-রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মার্থভাষা ॥০

২৭। দুঃসঙ্গমালিকা গৌরগৌরেঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৸৶০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী ৴১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০

৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। তাৎপর্য্য ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় [illegible] ।০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিশিষ্টঃ ।০

৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ।০

৭২। নামভজন ৴০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০

৭৫। লাইফ যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। বোয়াট গৌড়ীয়মঠ টিচ [illegible] ৴০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। ইস্রো টিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিপাল্ডে ডিকোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ॥০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৮৭। গীতাবলী ৴১০

শরণাগতি ৴০

৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

[illegible] স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ | ৫ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৭ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৩শে জুলাই ইং ১৯৪১, বুধবার | ১১৭ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ শ্রীধর বৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনাম

অশোক, অভয়, অমৃতাধার শ্রীনাম—নন্দলাল। এই কৃষ্ণ বা নাম আমার গুরুর বাধ্য। এই গুরুর কৃষ্ণই আমাকে কৃপা করিবেন। স্বরূপশক্তির সহিত স্বরূপ-শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। গুরুপাদপদ্ম—স্বরূপশক্তি। শ্রীনাম আমার প্রভুর প্রভু—মহাপ্রভু। নামরূপে কৃষ্ণ এ জগতে আসিয়াছেন। শ্রীনামের মধ্যেই সব আছেন। শ্রীনাম প্রথমে অর্চ্চা। জড়বদ্ধ জীবের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলভাবে যে নামের প্রকাশ, তাহাই অর্চ্চা। শ্রীনাম অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। শ্রীনামই জীবের জীবন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

হর্ষে প্রভু কহেন, শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম, কৃষ্ণপ্রেম-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

ভগবানের দয়ার তুলনা নাই। আমাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া পরমকারুণিক ভগবান্ মুখ্য-গৌণভেদে বহু নাম প্রকট করিয়াছেন। হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, রাধারমণ, গোপীজনবল্লভ, গোপাল, নন্দলাল, রাধানাথ, মদনমোহন, শ্যামসুন্দর, মাধব, যশোমতীনন্দন, বাসুদেব, রাম, নৃসিংহ, অনন্ত, বিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি মুখ্য নাম এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিয়ন্তা, পাতা, স্রষ্টা, মহেন্দ্র প্রভৃতি গৌণ নাম। কৃষ্ণের মুখ্যনামই কেবল প্রেমদানে সমর্থ। হরি-কৃষ্ণনামাদি-কীর্ত্তনে জীব কৃষ্ণধামে গমন করেন। আর কৃষ্ণের গৌণনাম হইতে পুণ্য ও মোক্ষরূপ ফলোদয় হয়।

কলিহত জীবের নামে নিষ্কপট বিশ্বাস হইলেই নামে অধিকার হয়।

যুগধর্ম্ম হরিনাম অনন্ত প্রভাব।
যে করে আশ্রয়, তার সর্ব্বলাভ হয়॥
কৃষ্ণনাম, ভক্তসেবা সতত করিবে।
কৃষ্ণপ্রেমলাভ তার অবশ্য হইবে॥

যাঁহার মুখে একটী হরিনাম উদিত, স্মরণ-পথগত বা শ্রোত্রমূল প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধ-বর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক, অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক, নামগ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। শ্রীনামের এত মহিমা। কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রাবিণ, জনতা, লোভ, পাষণ্ডরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু "নামৈকং যস্য বাচি" শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি, শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি। * * তথাপি তারয়ত্যেব—সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো-ঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব, কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং, তন্ন সদ্যঃ সম্পাদয়তে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিধ্যতীত্যাহ—তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং—দেহভরণাদ্যর্থমেব বিনিযুক্তং, তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম্? অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহ শীঘ্রং ন ভবতি, কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ।"

ভগবান্ শ্রীনামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শক্তি দিলেন না, দিয়াছেন এরূপ নয়। শ্রীনাম সর্ব্বশক্তিমান্, শ্রীনামে সর্ব্বৈশ্বর্য্য আছে। তবে মূঢ়লোক ও আধ্যাত্মিকগণকে বুঝাইবার জন্য সর্ব্বশক্তি দেওয়ার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন। ভগবান্ ও তাঁহার নাম একই সমান। সর্ব্বশক্তি অর্থে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সবই নামের মধ্যে আছে। ইহাই শুদ্ধভক্তের উপদেশ।

চণ্ডালও যদি একবার হরিনাম শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে সংসার হইতে মুক্ত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণনাম নিখিল-বেদকল্পবল্লিকার উত্তম ফলস্বরূপ। ইহা অতি সুমধুর এবং পরমমঙ্গলময়। হে বৎস, তুমি ঋক্, যজুঃ বা সামবেদ ইহাদের কোনটীও অধ্যয়ন না করিয়া নিরন্তর একমাত্র কীর্ত্তনীয় 'গোবিন্দ' এই হরিনাম কীর্ত্তন করিবে। যাহারা ভগবৎ কীর্ত্তনকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যত্র গমন করে, তাহারা ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা বা হেলায় হরি কীর্ত্তিত হইলেই জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।" শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—"যাহারা আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া সংসার হইতে থাকে, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, সত্যসত্যই তাহারা আমাকে ক্রয় করিয়া থাকে।

গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং
তস্য চার্জ্জুনঃ॥

কৃচ্ছ্র-স্নানাদি-সাধনে কাল দেশ-পাত্রাদির নিয়ম বর্ত্তমান। কিন্তু ভগবন্নাম-স্মরণে কোন নিয়ম নাই। কি ভোজন, কি শয়ন, কি নিদ্রা, কি শুচি, কি অশুচি সর্ব্বাবস্থায় সকল হরিনাম করিবার বিধান করিয়াছেন। ইহাতে কালাকালের কোন বিচার নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ, কাল, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥
কৃষ্ণময় হৈতে হবে সংসার মোচন।
[illegible] পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
[illegible] কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
[illegible] তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
কলিযুগধর্ম্ম হয় নাম-কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণের স্মরণে॥
[illegible] কৃষ্ণ [illegible] করি'।
মনে [illegible] মুখে বল 'হরি'॥
[illegible] হরি।
[illegible] তরি॥

কলিযুগ-অবতার শুন সাবধানে।
কলিযুগে কেবল তাহার সংকীর্ত্তনে॥
ধন্য কলিযুগ যাতে কেবল কীর্ত্তন।
সর্ব্বধর্ম্মফল-প্রাপ্তি হয় সাধুজনে॥
এই সে পরম সত্য জানিব সমাজে।
যেন তেন মতে হরিসংকীর্ত্তন করে॥
যাহা হৈতে শান্তি হয়, দুঃখ দূরে যায়।
হরির কীর্ত্তন বিনা গতি নাহি আর॥

শ্রীনাম বড় দয়াল। কিন্তু তথাপি আমার এখনও রুচি হয় না, আমার তাহাতে অনুরাগ হইল না। নামাপরাধ বা দোষবিশেষতাই দুর্দ্দৈব। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব ভক্তিভাগ্যহীন, মায়ানির্ম্মিত বিশ্বে নানাবিধ বিষয়-ব্যাপারে বদ্ধ। ভগবৎসেবাকার্য্যের চেষ্টা সে আদৌ করে না। কর্ম্ম জ্ঞানাদি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না জানিয়া প্রভু অপার করুণাবশতঃ স্বীয় স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী সারভূতা শক্তি জীবহৃদয়ে প্রকট করিবার জন্য তদীয় উপায়-স্বরূপ শ্রীনামরূপে বিশ্বে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ না করিয়া শ্রীনাম জপ করিলেও নামাপরাধ থাকিলে জীবের তাহাতে লাভ অনুরাগ হয় না। সুতরাং ভাগ্যবান্ জীবগণের সদ্গুরুর নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। সানুরাগে অপরাধের বিষয় অবগত হইয়া আর অপরাধ না করিয়া ব্যাকুলভাবে আবশ্যক নিরন্তর হরিনাম করিলে জীব অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনামকৃপা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। শ্রীনামই উপায়, শ্রীনামই উপেয়। শ্রীনামই সম্বন্ধ, শ্রীনামই অভিধেয়, শ্রীনামই প্রয়োজন—শ্রীনামই সম্বন্ধ, কৃষ্ণ নিকট আনন্দ, প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণনামই কৃষ্ণের পরম দান। জড় জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময়শরীরে শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকারী হয়। জড়েন্দ্রিয় দ্বারা শুদ্ধনাম কীর্ত্তন হয় না। কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাহার নামোদয় হয়। কৃষ্ণনাম ব্যতীত জীবের আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীব সিদ্ধাবস্থাতে বৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। জীবনটী কৃষ্ণনামময় করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। শ্রীমূর্ত্তির চরণে অপরাধ হইলে নামাশ্রয়ে তাহা নষ্ট হয়। হরিনাম নিরন্তর কীর্ত্তিত হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি তিন উক্ত 'এব'-কার॥
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু, জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্মপোষ॥

বিভিন্ন শাস্ত্র শ্রীনাম-মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেমন মৃগ সিংহের শব্দ শুনিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ অবশেও হরির নামকীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ নরলোককে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে। কৃষ্ণ, হরি, গোবিন্দ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিবামাত্র একটী পাপসমূহ গৌণভাবে নষ্ট হয়। শ্রীমুখে নামকীর্ত্তনদ্বারা ছয় রিপুর ভয় ও বিশেষ দমন হয় এবং উহাই আত্মজ্ঞান উৎপত্তি হইবার মূলীভূত কারণ।

যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই মঙ্গলময় নাম বিরাজমান, তাঁহার কোটী-কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া আমাকে স্মরণ করে, জল ভেদ করিয়া পদ্মের উদ্ভবের ন্যায় ভগবান্ তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করেন। যিনি 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' এই নাম জপ বা পাঠ করেন, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শ্রীহরির নামসমূহ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করা উচিত। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে শুচি ও অশুচির বিচার নাই। যেহেতু, শ্রীনামকীর্ত্তনকারী অপবিত্র ব্যক্তিকেও পবিত্র করেন। কোন যবন শূকরের দন্তাঘাতে বিদ্ধ হইয়া 'হারাম', 'হারাম' শব্দ বার বার উচ্চারণ করিয়া যখন মুক্তিদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম করিলে যে নিশ্চয়ই পরম মুক্তি লাভ হয়, তাহাতে আর কথা কি? যাঁহার মুখে 'রাম' 'রাম' এই নাম গুণন করেন, তাঁহার বদনই মহাতীর্থ ও বিশুদ্ধক্ষেত্র। তাঁহার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়। যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্থানাদি সময়ে সর্ব্বদা শ্রীনামকীর্ত্তন করেন, অধোক্ষজ ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রীত হন। পাপহরণে হরিনামের যত শক্তি আছে, পাতকী ব্যক্তি তত পাপ করিতে পারে না।

এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয়।
তত ভ্রম সেই পাপী করিতে না পারয়॥
এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥

শ্রীনামের মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত। নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই মানবগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন। ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার ধ্যান, পূজা অথবা সমাদর করিলে তিনি হৃদ্দেশে অবস্থিত হইয়া নরগণের অযুত জন্মের অশুভ বা অমঙ্গলরাশি ধ্বংস করেন। পতিত, স্খলিত, ভগ্ন, সর্পাদির দ্বারা দষ্ট, অগ্নির দ্বারা তপ্ত ও অস্ত্র-শস্ত্রাদির দ্বারা আহত হইয়া যিনি হরি এই নামটী অবশেও বলেন, তিনি যাতনা পাইবার যোগ্য হন না। প্রাতঃকালে বিষ্ণুর নাম যে সে প্রকারে পাঠ, ধ্যান ও জপ করিলে নরগণ মুক্ত হন। শ্রীনামকীর্ত্তন ত' দূরের কথা, ভগবানের নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও স্মরণাদি করিবার বাসনা করিলে পাপসমূহ ভয়ে কম্পিত হয় এবং জীবগণের পাপপুণ্য-লেখন-কার্য্যে অতিনিপুণ চিত্রগুপ্ত যমরাজের দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে পাপী ও জ্ঞানহীন লেখক বিবেচনা করত পূর্ব্বে পাপাত্মাদিগের শ্রেণীমধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম খাতা হইতে কর্ত্তন করিয়া দিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র অর্থাৎ নরুণ ধারণ করেন এবং যক্ষ আনন্দিত হইয়া নামগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে সম্মান করিবার জন্য মধুপর্ক আয়োজনে উদ্যত হন।

অতীত ও বর্ত্তমানকালে কৃত এবং ভবিষ্যৎকালে করা হইবে যে সকল পাপ, তাহা সমস্তই গোবিন্দ-নামকীর্ত্তন রূপ অনল দ্বারা শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়। মদ্যপায়ী অথবা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও বাসুদেবের নামকীর্ত্তনের দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মহাবিষ্ণু সর্ব্বদা তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। মহাপাপিষ্ঠ ব্যক্তিও নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া বিশ্বকে পবিত্র করিয়া থাকে। মহাব্যাধিগ্রস্ত ও রাজভয়ে ভীত ব্যক্তিও নারায়ণ-নাম কীর্ত্তন করিয়া নির্ভয় হন। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ ভগবন্নাম ও বৈষ্ণবের প্রতি অল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস কখনই হয় না। ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে মানসপীড়া ও শারীরিকপীড়া নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণত্যাগকালে বিবশ হইয়া ভগবন্নাম উচ্চারণ করিলেও জীব পাপমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ-কর্ম্ম ভোগব্যতীত বিনষ্ট হয় না, শ্রীনাম স্ফুর্ত্তিমাত্রেই তাহা ধ্বংস করিয়া থাকেন।

শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। নামীর শ্রীচরণে অপরাধ হইলে শ্রীনাম তাহা ক্ষমা করেন, শ্রীনামের এত দয়া! নিরন্তর হরিনাম করিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে, ইহা সকল শাস্ত্রই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অপার মহিমা ও গুণের কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। অন্য লোক ত' দূরের কথা, শ্রীঅনন্তদেবও অনন্তরূপে অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পার বা অন্ত পান না। আমরা তন্মধ্যে দুই একটী আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিলাম মাত্র।

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত

— :•:(•):•:——

শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীবসুদাম সখা। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে,—

ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥

ইঁহার নিবাস কাটোয়ার নিকট শীতল-গ্রামে। তথাকার প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। জনৈক শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ-পথের বাম দিকে একটী তুলসীবেদী আছে, উহাই শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি-বেদী। শ্রীমন্দিরে শ্রীধনঞ্জয়-সেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর এবং শ্রীদামোদর-বিগ্রহ আছেন। দেবালয় হইতে অনদূরে একটী বাগানে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া প্রতিবর্ষে মাঘমাসের মাঝামাঝি তিরোভাব-উৎসব হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত জন্মস্থান—চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে। ইনি তথা হইতে শীতলগ্রামে ও সাচড়াপাচড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

কথিত আছে, ইনি কিছুদিন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তন করিয়া শীতল-গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম-দর্শনে গমন করেন। বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান মেমারী-ষ্টেশনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাচড়াপাচড়া গ্রামে কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক তথায় স্বীয় সহযাত্রী শিষ্যকে শ্রীসেবা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। এইজন্য সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামকে ও লোকে "ধনঞ্জয়ের পাট" বলিয়া থাকেন। অধুনা এই গ্রামে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন নিদর্শনই নাই। কিন্তু শীতলগ্রামেই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্থান জলন্দি গ্রামে দেবসেবা করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শীতল গ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীধনঞ্জয়ের বংশ নাই। শ্রীসঞ্জয় নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীরামকানাই ঠাকুর। শ্রীসঞ্জয়ের শ্রীপাট জলন্দি-গ্রামে। শ্রীসঞ্জয়ের বংশধরগণ এখনও জলন্দি-গ্রামেই বাস করিতেছেন। তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা আছে। বর্ত্তমান বোলপুরের অতি নিকট সুলুকগ্রামে শ্রীরামকানাইয়ের শ্রীপাট। কেহ কেহ বলেন, শ্রীসঞ্জয় শ্রীধনঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥

জয়বিজয়

——::•::——

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়বিজয় পরমভাগবত দিগম্বর সনকাদি মুনিগণকে ভগবদ্দর্শনে বাধাপ্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুরযোনি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিন জন্মে ইঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুম্ভকর্ণ রাবণ এবং দন্তবক্র-শিশুপালরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এস্থলে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যেরূপ সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইল।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণ এবং ভগবানেরও স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টিকরণেচ্ছার ন্যায় কখনও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তুল্যবলশালী ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য মর্ত্ত্যজীবের বল অল্প, আবার পার্ষদগণের বল তুল্য হইলেও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রাতিকূল্যভাব হইতে পারে না। এই কারণবশতঃ তিনি আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয়বিজয়কে প্রাতিকূল্য-ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পন্ন করিতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধকৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করাইয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্য ভগবান্ জয়বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুর-ভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহাদিগকে অসুরদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া আবির্ভূত করাইলেন।"

শ্রীরামানুজাচার্য্যের অন্যতম শ্রীপাদ বীররাঘব লিখিয়াছেন,—"এই দুই জন দ্বারপাল পরব্যোমবাসী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণের তুল্য হইলেও বিশেষ সুকৃতিবলেই দ্বারপালাধিকার লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহারা সাক্ষাৎ ভগবৎপরিজন নহেন; সুতরাং ভগবদভিপ্রায়ও অবগত নহেন। নতুবা ভগবদ্ভক্তে প্রাতিকূল্য-ভাব-বিহীনতা ও প্রবেশনিবারণ-ভাবশূন্যতাহেতু সাক্ষাৎ ভগবৎ-পরিকরগণের পূর্ব্বোক্ত নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্য্যাদি প্রমাণবলে ভগবানের অভিপ্রায় জানিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভগবদুদ্দেশক অনুষ্ঠানবিশেষ হইতেও ভগবানের অনুচরত্ব লাভ হয়, যেমন অনন্ত ও গরুড় ব্যতীত নাগ ও পক্ষী-জাতীয় বহু ভক্ত বর্ত্তমান, সেইরূপ সুকৃতি-বশে বহু জীব নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও ভগবৎ-পরিজন-তুল্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ স্থলেও পূর্ব্বকাণ্ড (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।১৪ শ্লোকে) "যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্য পুরুষগণ বাস করেন, যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্কামধর্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন'—এই বাক্য সাধারণভাবে বৈকুণ্ঠবাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩২ শ্লোকে "সুমহতী পরি-চর্য্যার ফলে এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধু-দিগের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব এরূপ বিরুদ্ধ হইল কেন?" এই বাক্যেও জয়বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত নহেন, কিন্তু কোনও বিশেষ সুকৃতিবলেই বৈকুণ্ঠের দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৪।১৯৪ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর টীকায়ও 'ইঁহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন'—এইরূপ বাক্যের উল্লেখ আছে। আর অষ্টম স্কন্ধ (৮।২১।১৬) নন্দ, সুনন্দ জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, বিষ্বক্সেন, গরুড় প্রভৃতি পার্ষদবর্গ মধ্যে যে জয়বিজয়ের উল্লেখ আছে, তাঁহারা বামনদেবের পার্ষদ এবং পূর্ব্বোক্ত শাপাভিভূত জয়বিজয় হইতে ভিন্ন, ইহাও নিশ্চিত। শাপাভিভূত জয়বিজয়ের সহিত বামনদেবের পার্ষদ জয়বিজয় একই ব্যক্তি—এরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। কেন না, কৃষ্ণাবতারে শাপগ্রস্ত জয়বিজয়ের মোচন হয়। বামনাবতারে আবার তাঁহাদেরই পার্ষদত্ব প্রাপ্তি সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ অসম্ভব বলিয়া ঐ অনুমান সঙ্গত নহে। অতএব ত্রিপাদবিভূতিবর্ত্তী যে সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয়বিজয় তাঁহাদের হইতে ভিন্ন অন্য জীব।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—কারণ-দেশাবিপাত শিশুপাল-দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল জয়বিজয় ছিলেন। (ভাগবত ৭।১।৩৪ শ্লোকে) প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠপুরবাসিগণের প্রাকৃত দেহসম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে জানা যায় যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্ট। সাধুগণের অপ্রাকৃত দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ নাই, তাহা ভগবানের নিজ উক্তি হইতেই জানা যায়। ভগবান্ নিজাশ্রিত দ্বারপালদ্বয়কে বলিলেন,—"তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের মঙ্গললাভ হউক। উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের অবস্থান-কালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র যেরূপ বিফল করিয়াছিলাম, সেইরূপ জয়বিজয়কেও ব্রহ্মশাপরূপ ব্রহ্মাস্ত্র খণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।" ভগবানের এই উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, জয়বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাদ্মোত্তরখণ্ডের গদ্যানুসারে জানা যায় যে, শ্রীহরি নিজ ভক্তচিত্তবিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধাদি ক্রীড়া-নিমিত্ত তাঁহার অঘটনঘটনকারিণী ইচ্ছায় জয়বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যাত্মক পরম জ্যোতির্ম্ময় দেহ পার্থিব গুণময় দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

"তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃ-
স্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ॥"
(ভাঃ ৭।১।৪৫)

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—সেই জয়বিজয় তোমার মাতৃষ্বসা (যুধিষ্ঠিরমাতা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণচক্রে তাহাদের পাপ হত হওয়ায় তাহারা এখন শাপনির্ম্মুক্ত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণচক্রেণ হতম্ অংহো যয়োঃ তৌ। তয়োঃ পাপমেব হতং ন তু তাবিত্যর্থঃ॥" অর্থাৎ "কৃষ্ণচক্রে হত হইয়াছিল পাপ যাহাদের, সেই জয়বিজয় পার্ষদদ্বয়ের।" এই বাক্যে তাঁহাদের পাপই হত হইয়াছিল, তাঁহারা হত হন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৬।২৬ শ্লোকের) টীকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(ভগবান্ কহিলেন,) 'হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমারই কৃত। আমি এই পরমভক্তদ্বয়ের অসুরভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনা-দিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মারাম-চূড়ামণি আপনাদের ক্রোধোদ্দীপক করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করাইয়াছি। এস্থলে আমার পার্ষদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোনও অপরাধ নাই। (সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে ভগবন্) আপনি ভক্তবৎসল, সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখপ্রদানে প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল?

(তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন,) হে বিপ্রগণ, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র। জয়-বিজয়ের প্রেমবিজৃম্ভিত কোন প্রকার ইচ্ছা-বিশেষই ইহার কারণ। (তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,) হে প্রভুবর! আপনি দেবতাগণেরও অধিদেব বৈকুণ্ঠ নাথ, মর্ত্ত্যলোকের সামর্থ্য অতি অল্প, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধসুখ হইবে না। অতএব আমাদিগকে কোনপ্রকারে প্রতিকূল ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অণুমাত্র ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্তবাৎসল্যগুণ খর্ব্ব করিয়াও অস্মদ্‌গণ কিঙ্করদ্বয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ভগবানেরও ঐকালে ঐ প্রকার বাসনা উদয় হইয়াছিল।

——

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

যে সকল লোক বড় হইয়া পড়িয়াছে, পণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট তাহাদের কল্যাণের জন্য যাইব না, ভিক্ষা করিয়া খাইব। যাঁহারা ভগবানের কথা শুনিবেন, সেই সকল ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের নিকটই যাইব। রাস্তায় শুইয়া থাকিব, তথাপি বিষয়ীর ঘরে যাইব না। ভিক্ষা করিবার সময় যদি লোক গালাগালি দেয়, সেই গালাগালি খাইয়া আসিব, তথাপি ধনগর্ব্বিতদিগের সঙ্গ করিব না। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবানের করুণা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। রোগাদিতে আক্রান্ত হইলেও তাঁহারা ভগবানের করুণা ব্যতীত আর কিছু দেখেন না। ঐ অবস্থায়ও তাঁহাদের রোগনিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা নাই, ঐ অবস্থায়ও তাঁহারা সেবার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কোন অবস্থায়ই তাঁহারা সেবা ব্যতীত থাকিতে পারেন না।

আমরা কেবল এই জগতের মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যই দেহ লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু এই জীবনটার পরে কি আছে, আমাদের নিত্য জীবনের কি কৃত্য, তদ্বিষয়ে একটুও চিন্তা করি না। সাধারণ মনুষ্যজাতির জড়াসক্ত-স্রোতে বহুপ্রকার ধর্ম্মের আলোচনা করে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সবই ছলধর্ম্ম। আমরা অগ্রসর হইতেছি কিম্বা আরও পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছি, তাহার একটা তুলনামূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। মনোধর্ম্মী সকলেরই গতি সত্যের বিপরীত দিকে। পুরাতন, শাস্ত্র-মত, চিন্তাশীলদের কল্পিত মত, তাদের সহস্র সহস্র মতবাদ মনোধর্ম্ম দ্বারা মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে না। শাস্ত্রদাতার কৃপাশক্তিলাভের একমাত্র উপায় শুদ্ধভক্তের বিন্দু-মাত্র সৌভাগ্য ও মাধুর্য্যের উদয়।

একটা বিরক্ত ব্যক্তি মানুষকে delude করিতেছে। ভগবানের কথা আলোচনা করিলে আর উহার খোসায় পড়িতে হইবে হইবে না। বিশ্বকে ভগবৎসেবক দেখিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না। কৃষ্ণানুশীলনের অভাবে জীবের অমঙ্গল হইতেছে।

——

... পুঞ্জ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসুন্দরবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপরেশদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

... ... পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবাশ্রুবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীহেমসদন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বো ম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা মাদ্রাজ
সেবক—শ্রী... দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবাগানবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মাগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপু
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।०	।⁄०	।⁄०	।०
" " ইঞ্চি	২৲	১।०	১।०	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।०
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸०
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

ময়ূরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।० এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—ময়ূরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।० আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।० এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।० টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মুখশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার, অন্ত দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৩	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২০-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	......	......	১৮-৫	২২-৪১
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	......	.	৯-৩১	......	......	......	......	......
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫১	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্ত দিন, শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১

বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫১	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	......	......	......	১৫-৫৬	১৭-৪২	......	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপাটমের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিধায়ক অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনবৃন্দের সহিত যে সমস্ত পারস্পরিক কথোপকথন হইয়াছিল, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সংস্কারাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৬০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি শতগুণ অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C 1544.

শ্রীশ্রীপ্রার্থনামালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণচাঁদ ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সংকলিত।
শ্রীশ্রীগুরু কৃপালাভ, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর;—৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৮, ২৪শে জুলাই ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার [১১৮তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——:০:(০):০:——

ইতিহাসের সর্ব্বাধিক লোকক্ষয়ী যুদ্ধ

ইকনমষ্ট সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—

এখানকার জার্ম্মাণ সরকারী কর্ম্মচারীরা এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন যে, হিটলার পূর্ব্বে যতসৈন্য রুশ যুদ্ধে নিয়োজিত করিবেন ভাবিয়াছিলেন রুশ সৈন্যদের কঠোর প্রতিরোধের ফলে বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা অধিক সৈন্য নিয়োগ করিতে হইতেছে। "ডাজ-কর্ণার ভুয়েষ্ট নাক্রিখেন" পত্রিকার বড় হরপে হেড লাইন দেওয়া হইয়াছে, ষ্ট্যালিন লাইন ম্যাজিনো লাইন অপেক্ষা অধিকতর দুর্ভেদ্য।

জার্ম্মাণদের মতে বর্ত্তমানে ইতিহাসের সর্ব্বাধিক লোকক্ষয়ী যুদ্ধ চলিতেছে. জার্ম্মাণের পূর্ব্বপরিকল্পিত প্রোগ্রামের তুলনায় জার্ম্মাণ অগ্রগতি অনেক পিছনে পড়িয়া আছে, ইহা ঢাকিবার জন্য ইকনমের জার্ম্মাণ প্রচারকেরা রটাইতেছে যে, রাশিয়া খুব বীরত্বের সহিত বাধা দিতেছে, অবশ্য জার্ম্মাণীর জয়লাভ সম্পর্কেও খুব রটনা করা হইতেছে।

কিন্তু রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ বলেন একমাত্র মিনস্ক ও স্মোলেনস্কের মধ্য ছাড়া জার্ম্মাণী আর কোথাও রুশ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিতে পারে নাই। পশ্চিম দিক্ হইতে দশলক্ষ সৈন্য মস্কো সহরকে পাহারা দিতেছে বলিয়া জার্ম্মাণীর তরফ হইতে যে সংবাদ রটিয়াছে তাহা অন্যসূত্রেও সমর্থিত হইতেছে বলিয়াও আশা রাখে। ইতোমধ্যেই জার্ম্মাণী ইউক্রেণের জাতীয়দলের মধ্য হইতে এমন সব ভবিষ্যৎ ভাবেদার রাষ্ট্রগঠনের লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা জার্ম্মাণীর হাতে পুতুল মাত্র হইয়া থাকিবে। জনৈক আমেরিকান সংবাদদাতা বলেন, জার্ম্মাণীর এই সকল রাষ্ট্রগঠনের সমুদয় ব্যবস্থা, এমন কি দপ্তরের কাগজ, পেন্সিল, শীলমোহর পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। জার্ম্মাণ বেতার-ঘাঁটি হইতে ঘোষণা করা হইতেছে যে, জার্ম্মাণী ইউক্রেণের বিরুদ্ধে লড়িতেছে না, তাহারা সোভিয়েট শাসন বিনষ্ট করিয়া ইউক্রেণের জনসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

———

জাপানের পরবর্ত্তী লক্ষ্য কি?

জাপানের পররাষ্ট্র নীতি স্বভাবতঃই বহু সমস্যাকীর্ণ হইয়াছিল, জাপ-রুশ মৈত্রীর ফলে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। কারণ জাপান যদি কোন সময়ে পূর্ব্বদিকে রাশিয়াকে আক্রমণ করে, তবে সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। তবে নাৎসী মহলে যাহারা ভিতরকার খবর রাখেন, তাঁহাদের ধারণা জাপানের পরবর্ত্তী চাল হইবে পূরাপূরি ইন্দোচীন দখল। ইহাতে বেশী সৈন্য নিয়োজিত করিবার প্রয়োজন নাই। জার্ম্মাণী ইহা ঘটিলেই খুব খুসী হইবে. কারণ জাপান যুদ্ধে নামিলে আমেরিকার নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগরেই আটক থাকিতে বাধ্য হইবে।

———

জার্ম্মাণীতে ইস্তাহার বিলি

ষ্ট্যালিনের বক্তৃতার জার্ম্মাণ, হাঙ্গেরিয়ান, ও ফিনিস ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিমান-পোতের সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। প্রায় ১ কোটি পুস্তিকা এই ভাবে বিতরণ করা হইয়াছে; জার্ম্মাণ ভাষায় অনুদিত পুস্তিকারই সংখ্যাই পঞ্চাশ হাজার।

জার্ম্মাণী পরিত্যাগী একজন বৈমানিক ও একজন অর্দ্ধপ্রৌঢ় ব্যক্তির আবেদনও মুদ্রিত আকারে জার্ম্মাণ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। হিটলারের বিরুদ্ধে বহু ব্যঙ্গচিত্রও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া জার্ম্মাণ ভাষায় "সৈনিকের বন্ধু" ও রুমানিয়া ভাষায় "জন সাধারণের ভাষা" নামক দুইটি সংবাদ পত্র সৈন্যদের নিকট প্রচার করা হইতেছে। রাশিয়ার লাল ফৌজের মুখপত্র "রেডষ্টার" পত্রিকায় প্রকাশ যে, জনৈক বন্দী জার্ম্মাণ সৈন্যের কথাবার্ত্তায় ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, এই সকল প্রচার কার্য্যের ঈপ্সিত ফল ফলিতেছে।

———

জার্ম্মাণীর প্রচার কার্য্য

জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধে জার্ম্মাণ প্রচারকার্য্যও জোর চলিয়াছে। জার্ম্মাণ বেতার ঘাঁটি হইতে রাশিয়ার জনসাধারণকে বলা হইতেছে, তাহারা যেন ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বেগতিক দেখিলে খাদ্যদ্রব্য ও কলকারখানা নষ্ট করিবার জন্য ষ্ট্যালিন যে আবেদন করিয়াছে, তাহাতে যেন কেহ কর্ণপাত না করে। যাহারা ঐরূপ প্রচেষ্টায় বাধা দিবে তাহাদিগকে "মুক্তি" দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভীতিপ্রদর্শনও চলিতেছে। যদি তাহারা গভর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পালন করে, তবে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া জানাইতেছে। পাছে ১৮১২ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটে এজন্য জার্ম্মাণী বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা গরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করা হইতেছে যে পোল্যাণ্ডে জার্ম্মাণীর ক্ষতি করিতে যাহারা গোপনে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছে রাশিয়ার জন সাধারণ যেন তাহা স্মরণ রাখে। ইউক্রেণে জার্ম্মাণ প্রচারকার্য্য শক্তিপ্রদর্শন অপেক্ষা পুরস্কারের লোভই বেশী দেখাইতেছে। জার্ম্মাণী এখানে পঞ্চমবাহিনী গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

———

রোভনো অঞ্চলে জার্ম্মাণ বাহিনী বাধাপ্রাপ্ত

জার্ম্মাণ যান্ত্রিকবাহিনী মস্কোর পথে তাহাদের প্রচলিত রীতি অনুসারেই চলিতেছে। একবার অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে তাহারা আর পশ্চাদ্দিকে তাকায় না—পশ্চাৎবর্ত্তী বাহিনীর সহিত তাহাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলেও এ বিষয়ে তাহারা লক্ষ্যই রাখে না। বর্ত্তমানে তাহাদের এইরূপ সংযোগ রক্ষিত হইয়াছে কিনা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না।

রোভনো অঞ্চল সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ইস্তাহারে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, জার্ম্মাণ বাহিনী এ অঞ্চলে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। লাল ফৌজ এ অঞ্চলে বিশেষ তীব্র প্রতি-আক্রমণ চালাইয়াছে, এইরূপ আভাসও পাওয়া যাইতেছে।

———

রুমানিয়ার জনসাধারণের মনোভাব

রুমানিয়ার জনসাধারণ সরকারী দলের রাশ যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে মোটেই আশান্বিত নহে। রুমানিয়ার গভর্ণমেণ্ট বেসারাবিয়া পুনরুদ্ধার ও ওডেসা দখল করার কথা বলিয়া জনসাধারণকে এই যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের মনোভাব অন্যরূপ। তাহারা আগে শান্তি-স্থাপন ও জার্ম্মাণদের হাত হইতে নিস্তার পাইলেই বাঁচে।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বর্ণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
চিকিৎসা পদ্ধতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাবণ আস্থর ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুকুন্দমালিকা স্তোত্রঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্থপঞ্চক /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /৭
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৯৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৯। নামসংকীর্ত্তনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইত্রো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৪৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
শরণাগতি /০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—— :•:(•):•:——

হরি সকলের প্রভু, আর সকলেই তাঁহার সেবক। হরিকথা শ্রবণ করাও তাঁহার সেবা। যে সকল কথা জগতের ব্যবহারের অঙ্গ, তাহার নাম হরিকথা নহে। হরিকথাকীর্ত্তনকারী গুরু আর শ্রবণকারী শিষ্য। হরিকথা শুনিবে কে?—শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি। যাঁহারা শুনিতে দ্বিধাবোধ করিবে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হইবে না। শুনিতে কৌতূহল হওয়া দরকার। বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হইলে অন্য চিন্তাস্রোত আসিবে। আমরা যদি অতি সৌভাগ্যবান্ হই, তবেই শুদ্ধ হরিকথার অনুসন্ধান করিব। যে দিন ভগবৎকথা আলোচনার সুযোগ না হয়, সেইদিনই দুর্দ্দিন; মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে।

সাধুসঙ্গ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিনপ্রকারে হইয়া থাকে। কর্ণদ্বারা সাধুর উপদেশ শ্রবণ, শরীর দ্বারা সাধুসেবা, মনদ্বারা তাঁহাদের কথা মনন ও চরণ-চিন্তন এবং বচনদ্বারা সাধুর গুণকীর্ত্তন ও সাধুমুখশ্রুত বাণীর কীর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথমে নামকীর্ত্তন। নাম বলিলে রূপ বুঝায় না। রূপসম্বন্ধী নাম কীর্ত্তন হইলে রূপকীর্ত্তন হইবে। এইরূপে ক্রমে গুণ-নামকীর্ত্তন, পরিকর-বৈশিষ্ট্য-নামকীর্ত্তন, লীলানাম-কীর্ত্তন আসিবে। তখন নামরূপ-গুণ-লীলা পূর্ণমাত্রায় উদিত হইবে। কাহার নিকট শ্রবণ করিতে হইবে? যিনি মুক্তপুরুষ, তাঁহার নিকট। যাঁহার অনর্থনিবৃত্তি হয় নাই, যিনি নিজোদরতর্পণার্থ ভাগবতকে উপজীবিকা করিয়াছেন, তাঁহার মুখে কখনও ভাগবতকথা কীর্ত্তন হয় না, তাহা শ্রবণ করিলে ফল বিপরীতই হইবে।

লক্ষ্ণৌএ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন পতিতপাবন-শিরোমণি জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী ভুবনমঙ্গলময়ী কৃপায় ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির সেবোদ্যোগে লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৬ই জুলাই, ৩২শে আষাঢ়, বুধবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিরহতিথিতে মহাসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউ শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যোৎসবের জন্য গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালকসমিতি হইতে ভারপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ১৩ই জুলাই লক্ষ্ণৌএ শুভবিজয় করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হয়। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিষয় পাঠ করেন। সমস্ত দিন হরিকীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা হইতে থাকে। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী-প্রসাদ ভক্তিভাস্কর প্রভু, উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বক্তৃতা-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিলে শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমার কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস রাত্রিতে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৭ই জুলাই শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটী বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল।

গত ১৮ই জুলাই শুক্রবার লক্ষ্ণৌএর কান্যকুব্জ কলেজে শ্রীল মহারাজ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ আকৃষ্ট হন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীল মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ দিল্লী অভিমুখে রওনা হন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু

——::[•]::——

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহা-প্রভুর একান্ত নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত পার্ষদ গোস্বামিগণের অন্যতম। যদিও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মাত্র একটীবার শ্রীল লোকনাথ প্রভুর নামমাত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার নিষ্কিঞ্চনতা ও ভজনপ্রবীণতার কথা শুদ্ধ-ভক্তমাত্রেই অবগত আছেন। একান্ত-বিরক্ত শ্রীলোকনাথ প্রভু অতিশয় দৈন্যবশতঃ তাঁহার নিজ চরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থে বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন। এইজন্যই আমরা তাঁহার চরিত্র বা ভজন-চেষ্টার বিষয়ে কোন পরিচয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই না। শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীনরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র-প্রসঙ্গে শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিষ্কিঞ্চন ও বিরক্ত আদর্শ চরিত্রের কথা দেখিতে পাই।

শ্রীল লোকনাথ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের বাসস্থান যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে এবং তৎপূর্ব্বে কাঁচনাপাড়ায় ছিল। ইঁহার পিতার নাম শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য। ইঁহার একমাত্র অনুজ প্রগল্ভ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীলোকনাথ প্রভু ব্রজমণ্ডলে বাস করিয়া একান্ত নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজনে মগ্ন থাকেন। তিনি ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবনের অন্যতম খদির-বনে ভজন করিতেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া দৈন্যবশতঃ কাহাকেও শিষ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। খেতুরীর রাজকুমার, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য-ব্রতলীলা ধৃক্ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ব্রজবাসকালে তাঁহার বহু সেবা ও অকপটে তাঁহার কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীলোকনাথের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করেন। তাই শ্রীনরোত্তমের অনুপম ঐকান্তিকতায় শ্রীলোকনাথ একমাত্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার প্রথম ও শেষ শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর আদেশে খেতুরীতে গিয়া তথায় ভগবৎসেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু খদিরবনে ভজন করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তথায় শ্রীলোকনাথ প্রভুর সমাধি আছে।

গৌড়ীয়মিশনের সেবাইত এর মোকর্দ্দমা

(প্রাপ্ত)

জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ১নং বিবাদী ও গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ২নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বিগত ১৯৪০ সনের ২রা ডিসেম্বর তারিখে বাবু পরমানন্দ ও বাবু কুঞ্জবিহারী সাহা বাদীদ্বয় মহামান্য হাইকোর্টে এক স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিতক্রমে জানাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-শ্রীবিগ্রহ-গণ গৌড়ীয়মিশনের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিমহারাজ তদীয় ১৯২৩ সনের ১৮ই মে তারিখের সম্পাদিত উইল দ্বারা উক্ত বাদীদ্বয় ও ১নং বিবাদীকে উক্ত শ্রীবিগ্রহগণের সেবাইত নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত মোকদ্দমা-সংক্রান্ত গৌড়ীয়মিশনের যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একজন রিসিভার আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে গৌড়ীয়মিশন একটী প্রগতিশীল সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান, জগতের পারমার্থিক কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র ও বিলাতে পঞ্চাশ মঠ পরিচালিত হইতেছে জানিয়া মহামান্য হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি বাহিরের কোন ব্যক্তিকে রিসিভার নির্ব্বাচন না করিয়া বাদীর সম্মতিমতে গৌড়ীয়মিশনের প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরকে বিগত ২৩.৭.৪১ তারিখে রিসিভার নিযুক্ত করিয়াছেন। যে মহাপুরুষের আনুগত্য বরণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটী জগতের প্রকৃত কল্যাণ-সাধনের প্রয়াস পাইতেছে, তাঁহার কৃপাকটাক্ষে রিসিভারের কার্য্য যে অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহামান্য হাইকোর্টের এইরূপ সুনির্ব্বাচন ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য, সন্দেহ নাই।

গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী (২নং বিবাদী) উক্ত মোকদ্দমায় এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া জানাইয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাদির উইলের মর্ম্মানুসারে বাদীদ্বয় এখনও সেবাইত নিযুক্ত হয় নাই। অতএব তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে, উক্ত বিষয় বিচারের জন্য এক 'ইস্যু' ধার্য্য করা হউক। এই বিষয় বিগত ৮.৭.৪১ তারিখে শুনানীর সময়ে উপস্থিত হইলে বাদি-পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ এস্. দাস (বুদ্ধবাবুর জামাতা) সম্মুখের টেবিলে বহু আইনের পুঁথি সাজিয়া ও তাহা ঘাটিয়া প্রচার করেন যে, বাদিগণ শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক মৌখিকভাবে সেবাইত নিযুক্ত হয়, তাহা বহু দলিলে উল্লিখিত এবং উইলেও তাহা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের সুবিজ্ঞ বিচারপতি যখন উক্ত কৌঁসুলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার উক্তিসমূহ বাদীর আরজির কোন্ দফায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে?" তাহাতে সেই কৌঁসুলীটী নানা অগাধ জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, কোন স্থানে দাঁড়াইবার সুবিধা না পাইয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হইলেন—'Then, my Lord, I shall amend the plaint'. অর্থাৎ আমি আরজীটী পরিবর্ত্তন করিয়া নিব। তাঁহার এরূপ অবস্থা দর্শনে ও বক্তৃতা-ভঙ্গী শ্রবণে আদালতে উপস্থিত তাঁহার সমবয়স্ক ব্যারিষ্টারগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। এমন সময় সেইদিনের জন্য আদালত উঠিয়া গেলে উক্ত কৌঁসুলী সাহেব হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তৎপরদিন সেই বুদ্ধিমান্ যুবকটী আর এইরূপ [illegible] পথে অগ্রসর হন নাই, তৎপরিবর্ত্তে এক সুযোগ্য ব্যারিষ্টার উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ সেবাইতগণকে মৌখিকভাবে নিযুক্ত করিয়া-ছেন উপর্যুক্ত কথা আরজিতে সংশোধন করা নিতান্ত প্রয়োজন, [illegible] নিকট নিবেদন জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে আদালত বাদি-পক্ষের প্রার্থিত আরজি সংশোধন-দরখাস্ত দাখিল। জজ দশদিনের সময় মঞ্জুর করেন এবং বর্ত্তমান মোশনের খরচ বাদি-গণ বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীস্বধবন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রী ভবদ্ধিছদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভাবদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রী অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজ...চারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅনুভানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামশরণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবান্ধববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসভাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রশশ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁধগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১০।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীবক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵৹

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৬ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৪শে জুলাই ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১১৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনামকীর্ত্তন

মনোধর্ম্মবশতঃ অনেকে মনে করেন যে, স্মরণ মুখ্য ভজন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীনাম-কীর্ত্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। স্মরণাদি কীর্ত্তন বা শ্রীনামকীর্ত্তনেরই অধীন। কীর্ত্তন ছাড়িয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণাদিচেষ্টা জড়-প্রতিষ্ঠা-সম্ভার সংগ্রহ মাত্র। শ্রীনামকীর্ত্তন সদ্য প্রেমসম্পত্তি-দানে সমর্থ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

শ্রীনাম জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত পরমপ্রয়োজন-লাভের অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। সংকীর্ত্তন বা উচ্চকীর্ত্তন-দ্বারা একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের কর্ণে উচ্চ-কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গল লাভ করেন; আর কীর্ত্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয়। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
(গীঃ ১০।৯-১০)

পণ্ডিতগণ আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্যগ্‌রূপে অর্পণপূর্ব্বক মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় ও আমার কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগ দ্বারা সতত আমাতে যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা তাঁহারা আমার পরানন্দধাম লাভ করেন।

কীর্ত্তন-প্রভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ সাধিত হয় বলিয়া চিত্ত সহজে ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
(ভাঃ ২।১০।৫)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকালমধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন-ব্যতীত স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

'আমি ভগবানের নিত্যদাস'—এইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি। সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন-প্রভাবেই ইহা লাভ হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনরত ভক্তগণ ভক্তিকে নিজায়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না; পরন্তু প্রভুর মহা-প্রসাদ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁহারা জানেন, শ্রবণ বা কীর্ত্তন সবই ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ। নিজচেষ্টায় কেহ কখনও ভগবান্‌কে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীহরির কৃপাতেই জীব ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন। সংকীর্ত্তনমুখেই জীবের ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের প্রসাদ হইতে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় সংকীর্ত্তন প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিজ-পৌরুষবলে উহা কখনও সাধিত হয় না। ভগবৎপ্রসাদে কোন বিঘ্নই ভক্তের কিছু করিতে পারে না। সেবোন্মুখ ব্যক্তির ভজনের বিঘ্নসমূহ ভগবৎ-কৃপাতেই বিদূরিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

বিচিত্রলীলা-রস-সাগরস্য
প্রভোর্বিচিত্রাৎ স্ফুরিতাৎ প্রসাদাৎ।
বিচিত্র-সংকীর্ত্তন-মাধুরী সা
ন তু স্বযত্নাদিতি সাধু সিদ্ধম্॥
(বৃঃ ভাঃ)

এক শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই নববিধা ভক্তি সাধিত হয়। কলিযুগের লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত। সত্যে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, লোকের চিত্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধোক্ষজবস্তুর ধ্যান অতি সহজেই হইত। কিন্তু একপাদ মাত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট কলিযুগে ধ্যান সম্ভবপর নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং
দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য
কেশবম্॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা-দ্বারা যাহা লাভ হইত, কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তন-দ্বারাই তাহা লভ্য হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপ শ্রীনাম জযযুক্ত হউন। শ্রীনাম সর্ব্বোৎকর্ষতার সহিত বিরাজ করুন। শ্রীনাম-উচ্চারণ দ্বারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদির যত্ন সর্ব্বতোভাবে নিরাকৃত হয়। কোন প্রকারে নাম একবার উচ্চারিত হইলেও অর্থাৎ নামাভাস হইলেও প্রাণিগণের সম্বন্ধে তাহা মুক্তিপ্রদ হয়। শ্রীনাম পরম অমৃতস্বরূপ এবং তাহা একমাত্র আমার জীবন ও ভূষণ।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

জ্ঞানমস্তু তুলিতঞ্চ তুলায়াং
প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং
কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্॥

জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই বস্তু তৌলদণ্ডে মাপা হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম এই দুই বস্তু এখনও তুলিত হয় নাই অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম পরিমেয় বস্তু নহেন, তাহারা অনন্ত ও মানব-জ্ঞানের অতীত। এই কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা আর কোথাও কিছুই নাই। শ্রীল-শ্রীধরস্বামিপাদ আরও বলিতেছেন,—"হে ভগবন, যদিও তোমার অঙ্গের প্রভাস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন, তথাপি তিনি সংসার বৃক্ষের একটীমাত্র পত্রও ছিন্ন করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু হে প্রভো!

স্বর্ণকালের জন্যও যদি তোমার নাম জিহ্বাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে ঐ নাম পাপাবধূক কেসমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন, অতএব তোমার অঙ্গপ্রতঙ্গ অপেক্ষা তোমার সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ ও একান্ত সেব্য।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান ॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি—কৃষ্ণে দেহ' মন ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥

ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্।
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥

হে বিষ্ণু, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ। এই নামের উচ্চারণাদিমাহাত্ম্য সম্যক্ না জানিয়া, তাহা আভাসেও অবগত হইয়া যদি কেহ তোমার নাম উচ্চারণ করেন তাহা হইলেও তিনি তোমার তত্ত্ব অবগত হন শুধু অবগত হওয়াই বা বলি কেন, ঐ নাম উচ্চারণ হইতেই জীব পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলিতেছেন,—

নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণ-মাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্ ॥

কোন নামপরায়ণ ভক্ত বলিতেছেন,—

স্বর্গার্থীয়াব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং
ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তদৃশৈঃ কিং
প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্তা মম তু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি
রৌতু ॥

শ্রীনামকীর্ত্তনকারী ভক্তগণ নিরন্তর হরিনামানুকীর্ত্তনে মত্ত থাকিয়া সমস্ত বিশ্বকে শ্রীনামকীর্ত্তনের উপদেশ দিতেছেন। শুধু ভক্তগণ কেন, মৃদঙ্গ-করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলিও ভগবানের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। মৃদঙ্গ আমাদিগকে উপদেশ-দানে বলিতে থাকেন,—

যেষাং শ্রীমদ্-যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি
ভক্তির্নরাণাং
যেষামাভীরকন্যা-প্রিয়কথনে নানুরক্তা
রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিতগুণকথা-সাদরৌ
নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ দিগেতান্ কথয়তি
নিতরাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ ॥

শ্রীমান্ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে যে সকল ব্যক্তির ভক্তি নাই, "ধিক্ তান্"—তাহাদিগকে ধিক্। গোপীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনে যাহাদের জিহ্বা আসক্ত নহে, "ধিক্ তান্"—তাহাদিগকে ধিক্। যাহাদের কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা-শ্রবণে অনুরক্ত নহে, "দিগ্ এতান্"—ইহাদিগকে ধিক্। কীর্ত্তনকালে মৃদঙ্গ এই কথাই বলিয়া থাকেন।

করতাল বাদ্যচ্ছলে বলিয়া থাকেন,—

মৃত্যুং জয়েয়ং শমনং জয়েয়ং তৎ
কিঙ্করাংশ্চাপি সুখং জয়েয়ম্।
শ্রুত্বেতি দূরাৎ করতালশব্দং সংকীর্ত্তনং তে
খলু নোপযান্তি ॥

"মৃত্যুকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব এবং তাঁহার কিঙ্করগণকে জয় করিব"—করতালের এই শব্দ দূর হইতে শুনিয়া মৃত্যু, শমন ও তাঁহাদের কিঙ্করগণ সংকীর্ত্তনকারীর নিকটে আসিতে পারে না।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগোচিত মহা মহা সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন, যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্ত্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণবর্ণন অভিপ্রেত, যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিবিষয়েই কাল-দেশাদি-নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন; এই নিমিত্ত কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নব প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে। সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ় প্রমাণ-সমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

(১) যে ভাগবতোত্তম, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যগ্রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(২) শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ-প্রযত্নের আবশ্যক নাই। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ।

(৩) অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা-শ্রবণদ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ সকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধপরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর, এই সমুদায়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও যে সম্যগ্ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্ত্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে।

(৪) অনন্তর কীর্ত্তনাদি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত, অকুতোভয়াভিলাষী যোগী ব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বচনানুসারে নামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্ত্তব্য।

(৫) বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত, স্তুতি প্রভৃতি ভেদে বহুপ্রকার কৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য, কেননা, একমাত্র নামসংকীর্ত্তনই অবিলম্বেই কৃষ্ণে প্রেমসম্পদ্ আবির্ভাব করাইতে স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই সমর্থ। এইজন্যই ধ্যানাদি হইতেও নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্ববিধ ভক্তিমধ্যে শ্রেষ্ঠতম, সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৬) জিহ্বা দ্বারা প্রেম-সহযোগে ভক্তিভরে স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত—যাহা সম্যগ্রূপে অনিবার আস্বাদিত হয়, সেই নামামৃত আস্বাদনের কোন তুলনা নাই, কেই বা তাঁহার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে পারে?

(৭) শ্রীনামামৃত একটী ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমগ্র ইন্দ্রিয়কে প্লাবিত করিয়া থাকে।

(৮) নিজের এবং পরের অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীর ও শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম সংকীর্ত্তন সাক্ষাদ্রূপে বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নামসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

(৯) শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেমসম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অহো! নামসংকীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন? রসিকজন নামসংকীর্ত্তনকেই ভক্তির 'ফল' বলিয়া বিচার করেন, কারণ, ভগবানে প্রেমসম্পত্তি আবির্ভাব করাইতে সর্ব্বদা 'নামসংকীর্ত্তন'ই অব্যর্থ। তজ্জন্য নামসংকীর্ত্তনকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নামসংকীর্ত্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া বিচার করেন। নামসংকীর্ত্তনই কৃষ্ণে প্রেম-প্রাচুর্য্যের সদুৎকৃষ্ট লক্ষণ। যেহেতু নিজ ইষ্টের নামসংকীর্ত্তন হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত প্রেমের জন্যই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব নামসংকীর্ত্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য্য-কারণতা-সম্বন্ধহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

(১০) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতককুলের আর্ত্তস্বরে 'প্রিয়', 'প্রিয়' এইরূপ আহ্বানের ন্যায় এবং রাত্রিকালে পতিবিরহবিধুরা কুররী ও চক্রবাকীবর্গের ন্যায় ভক্তসকল বিরহজ প্রেমের সহিতই নামসংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরম আর্ত্তিসহকারে বিচিত্র-মধুরগাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তনই কর্ত্তব্য।

(১১) মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়। সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু সংকীর্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্ব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

(১২) শ্রীভগবানের সর্ব্বশোভা-সম্পত্তিত-সংযুক্ত 'শ্রীনাম' নিজবিগ্রহ হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কেননা, শ্রীনাম সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বশাস্ত্রে নিজমহিমা-প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনাম অধিকারী, অনধিকারী অপেক্ষা করে না বলিয়াই 'ভুবনমঙ্গল' নামে অভিহিত হন। যেহেতু উহা সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্র-মাত্র-দ্বারাই শ্রীনামের সেবা করা যায়। ঐ শ্রীভগবন্নাম—সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময় অথবা সচ্চিদানন্দ রসময় কিম্বা অশেষ রসের সহিত বর্ত্তমান শৃঙ্গারাদি নবরসের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমরসে তথা বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্ত্তমান বলিয়া সরস; কারণ, শ্রীনাম অব্যর্থরূপে আশু ভগবৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং স্বসেবক নিখিল জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন, কিম্বা রস' অর্থাৎ বীর্য্য-বিশেষ বা পরম শক্তিমত্তার সহিত বর্ত্তমান বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' কিম্বা অখিল দীনজন-নিস্তারকারক বা পরম মধুর বলিয়া 'সরস', অতএব শ্রীনামের সমান অন্য কিছুই নাই।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"হরিনামকীর্ত্তন কেবল প্রধান ভজন নহে, তাহা একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন। হরিনামকীর্ত্তন is the direct service of Absolute Supreme Lord—পরাৎপর সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবা। সাধুসঙ্গে হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যই নাই। হরিনামের কৃপাতেই সব হইবে, আমরা কেবল সেই কৃপার প্রার্থী হইব।"

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিমাসেই প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতার-সম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এ গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সু-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। পোষাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্ত দিন		
কলিকাতা ছা:	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম „	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	.. ..	.	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌ:	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৭৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছা:	.. ..	......	৯-৩১	.....	. ..	.....	.. .	......
কৃষ্ণনগর পৌ:	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৩	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছা:		৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "		৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫		২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌ:		৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছা: ১১-৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌ: ১২-৫১
" ছা: ১২-৫৬
শান্তিপুর পৌ: ১৩-২৪
(বদল) ছা: ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌ: ১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছা: ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌ: ১৫-৩৯

ডাউন

					অন্ত দিন	শনিবার ব্যতীত শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছা:		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌ:		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
বদল) ছা:	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌ:	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছা:	. ..	... .	......	......	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌ:	৬-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছা: ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌ: ১৪ ৪৪
ছা: ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌ: ১৬-২৭
(বদল) ছা: ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌ: ১৮-৫৯
" ছা: ১৯-২০
কলিকাতা পৌ: ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিনিকাতার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবরূদ্ধসিদ্ধান্তসদনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উষ্টোডিজি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

[illegible] কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

Regd No. C 1544

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এ গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৮ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১০ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৬শে জুলাই ইং ১৯৪১, শনিবার { ১১৯-২০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ শ্রীধর অবতার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীমহেশ পণ্ডিত

——::•::——

শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদসখা শ্রীবলদেব প্রভু যখন নবদ্বীপ-লীলায় ব্রজের নিজ অন্তরঙ্গ সখাগণ সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গীরূপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-নাম-রূপ-গুণ-পরি ক র-লীলা-বৈশিষ্ট্য প্রকট করেন, তখন সেই ব্রজলীলার সখা বা গোপালবর্গ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ দ্বাদশগোপাল নামে অভিহিত হন। শ্রীল মহেশ পণ্ডিত সেই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ব্রজের মহাবাহু সখা। শ্রীমহেশ পণ্ডিত নিত্যানন্দের গণ। শুনা যায়, শ্রীল মহেশ পণ্ডিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত পানিহাটী-মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং উৎসবান্তে শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট সপ্তগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমহেশ পণ্ডিত সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের প্রেমোল্লাস বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যখন খড়দহে আগমন করিয়াছিলেন তখন শ্রীমহেশ পণ্ডিত সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীল মহেশ পণ্ডিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীজগদীশ, শ্রীহিরণ্য ও শ্রীমহেশ—তাঁহারা এই তিন ভ্রাতা। শ্রীজগদীশ জ্যেষ্ঠ, শ্রীহিরণ্য—মধ্যম ও শ্রীমহেশ—কনিষ্ঠ। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে গৌহাটী-অঞ্চলে আবির্ভূত হন। ব্রজে যিনি চন্দ্রহাস-নামক রসনিপুণ নৃত্যকলাভিজ্ঞ ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকমলাক্ষ। শ্রীজগদীশের মাতা-পিতা উভয়েই বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। মাতা-পিতা অপ্রকট হইলে স্বীয় ভার্য্যা দুঃখিনী ও ভ্রাতা মহেশকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণবসঙ্গে কাল কাটাইবার জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকটে আসিয়া বাস করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের গৃহ হইতে একাদশী-দিবস বিষ্ণু-নৈবেদ্য আনাইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগদীশকে হরিনাম-প্রচারের জন্য নীলাচলে যাইতে আদেশ করেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে নাম-প্রচারের কালে শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনাফলে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া চাকদহ থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়াগ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীপুরুষোত্তম হইতে এই জগন্নাথমূর্ত্তি যশড়াগ্রামে একটী যষ্টিতে বহন করিয়া লইয়া আসেন। অদ্যাপি একটী যষ্টি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের "জগন্নাথ-বিগ্রহ-আনা' যষ্টি বলিয়া যশড়ার সেবায়েত-গণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে দুইবার যশড়াগ্রামে শুভাগমন-পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনবিহার, হরিকথা-কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত গৃহস্থ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম শ্রীরামভদ্র গোস্বামী। এই যশড়া-গ্রামে কালনার সিদ্ধ শ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয় কিছুকাল ভজন করিয়াছিলেন। আমাদের আলোচ্য শ্রীল মহেশ-পণ্ডিতকে কেহ কেহ এই শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের ভ্রাতা বলেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থে কোন উল্লেখ না থাকায় ঐরূপ উক্তির সত্যতা বিচার্য্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত সম্বন্ধে লিখিত আছে—

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন॥

পূর্ব্বে জিরাটের পূর্ব্বপারে মসিপুর বা মশীপুর নামক স্থানে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু মসিপুর গঙ্গাগর্ভগত হওয়ায় সেস্থান হইতে সুখসাগরের নিকট-বর্ত্তী বেলডাঙ্গায় শ্রীমহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলডাঙ্গাও ভগ্ন হইলে শ্রীবিগ্রহ-গণকে পালপাড়ায় আনয়ন করা হয়। তদবধি 'পালপাড়া-পাট' নাম চলিয়া আসিতেছে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের প্রথম কয়েকমাস পরে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহের নিকট-বর্ত্তী কাঠালপুলি-গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীপাটের সেবা সুষ্ঠুরূপে না হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবাভার গ্রহণ করেন। এখন বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগত সেবকমণ্ডলী চাকদহ কাঠালপুলি-গ্রামে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা সুষ্ঠুভাবে করিতেছেন। বর্ত্তমানে নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ বিরাজিত থাকিয়া সেবিত হইতেছেন।

চক্রদহ শব্দের অপভ্রংশ হইতে চাকদহ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই চক্রদহ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তৎপার্ষদগণের পদাঙ্কবক্ষিত মহাপুণ্যময় স্থান। চক্রদহের প্রাচীন ইতি-হাসও ইহার পবিত্রতা প্রমাণ করে, কিন্তু সর্ব্বোপরি শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তৎপারিষদ-গণের পদরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া চক্রদহ সর্ব্বতীর্থ-শিরোমণি হইয়াছেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু যখন নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন শ্রীঈশান বলিয়াছেন,—

ভরদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদি তীর্থ হৈতে।
আইলেন চক্রদহে গঙ্গা-সমীপেতে॥
এবে চক্রদহে লোক 'চাকদা' কহয়।

(ভঃ রঃ)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল মহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাটে শুভাগমন করিয়া শ্রীপাট-প্রবেশোৎসব উপলক্ষে যে সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের জন্য প্রপঞ্চে যে চেষ্টা আছে, তাহাতে শ্রীল মহেশ পণ্ডিত আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি অপ্রাকৃত চতুর্থ পেশ পরম ছিলেন। তিনি পরতত্ত্ববিচারে পারঙ্গত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ জন ভৃত্যের মধ্যে একজন প্রধান ভৃত্য। ধর্ম্মহীন মানুষ ধর্ম্মের জন্য, অর্থহীন অর্থের জন্য, অপূর্ণকাম কামনার পরিপূরণের জন্য, অমুক্ত মুক্তির জন্য লালায়িত। কিন্তু এই সকল তুচ্ছবস্তু অনুক্ষণ দাসদাসীর ন্যায় তাঁহার সেবা-

আবার্য্য অবনে বত্তর করত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকি। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব নিত্যবস্তু জীবও নিত্যবস্তু। জীবের দেহ অনিত্য, পরিণামশীল ও বিকারযোগ্য, কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের দেহ ও দেহী একই বস্তু। তাহা পরিণামশীল বা বিকারযোগ্য নহে। তবে যে আমরা আমাদের ন্যায় তাঁহাদের দেহ-ত্যাগাদি-ধর্ম দেখিতে পাই, তাহা নটের অভিনয়ের ন্যায়। তাহাতে বাস্তবতা নাই: আমাদের প্রশ্ন হয় যে, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের দেহত্যাগাদি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ তাহাতে বাস্তবতা নাই বলিয়া আমরা স্বীকার করিব কেন? তদুত্তর এই যে, আমরা যে বস্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাই না, তাহার বাস্তবতা শব্দের দ্বারা উপলব্ধি করি। যেরূপ বিলাতে যুদ্ধ হইতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু শব্দের দ্বারা তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি এবং তাহার সত্তা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তদ্রূপ শ্রুতি-শাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন অর্থাৎ শব্দদ্বারে তাঁহাদের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারি। এই শ্রুতিশাস্ত্র বা মহাজনবাক্যে আমাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই, তাই আমরা বৈকুণ্ঠবস্তুর বাস্তবতার অভিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হই। বস্তুর প্রকৃত সত্তা বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্তেই প্রতারিত হইতে পারি, কিন্তু শ্রুতির অনুগত হইলে বস্তুর সত্তা বিষয়ে কোন সংশয় বা সন্দেহ আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিতে পারে না। মূল-কথা অনুগত বা শরণাগত হওয়া। শ্রদ্ধা না হইলে কখনও শরণাগতি হয় না। তাই মহাজন বলিয়াছেন, 'সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই, যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে'। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও শ্রীনৃসিংহ-দেবের স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥
(ভাঃ ৭।৯।৯)

অর্থাৎ আমার মনে হয়, ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজঃ (কান্তি), প্রভাব, শরীর বল, পৌরুষ (উদ্যম), প্রজ্ঞা এবং অষ্টাঙ্গযোগ এই দ্বাদশ গুণও পরমপুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না, যেহেতু গজযূথ-পতির ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন। (অর্থাৎ দীন ব্যক্তির শ্রদ্ধাই ভগবদারাধনার যোগ্য।)

শ্রদ্ধা ও সংশয় দুইটী বিপরীত বৃত্তি। একের অধিষ্ঠানে অন্যের আধিপত্য থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা ভক্তিপথের আলোক-বর্ত্তিকা, আর সংশয় আত্মার বিনাশকারী। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে প্রকৃত শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্তই আমাদের সংশয় ও সন্দেহের কবলে পতিত হইবার যোগ্যতা থাকে। তাই শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা—আমাদের অন্তরে বাস্তব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হউন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দি গৌড়ীয়-মিশন

(১৮৬০ সালের ২১ আইন-মতে রেজিষ্টিকৃত)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট রবিবার হইতে ১৯শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত দি গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল-লোক-মঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম-বিবর্দ্ধিনী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে গভর্ণিংবডির সভ্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি

উৎসব-পঞ্জী

১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট, রবিবার শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।

১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট সোমবার শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাবোৎসব শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব।

২২শে শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।

৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস।

৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট, শনিবার শ্রীনন্দোৎসব।

১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, সোমবার শ্রীঅন্নদা একাদশীর উপবাস।

১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, বুধবার দি গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত-শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

১২ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীললিতা সপ্তমী।

১৩ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত।

১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রবণা-দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামনদ্বাদশী-ব্রত।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বুধবার দি গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অধিক-শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব।

সাধারণ মহা-মহোৎসব

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত।

১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী। সংকীর্ত্তনমহোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান*

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান।

অপরাহ্নে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিবর্দ্ধিনী বক্তৃতা।

রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

*বৈধানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

রংপুরে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী কয়েকজন ব্রহ্মচারী-সহ গত ৩রা জুলাই ১৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া ৫ই জুলাই, ২১শে আষাঢ় শনিবার শ্রীশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারার্থে রংপুর সহরনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ভবতারণ লাহিড়ী এম-এ, বিএল মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন।

গত ২৩শে আষাঢ় ৭ই জুলাই সোমবার হইতে স্থানীয় ধর্ম্মসভাহলে যথাক্রমে মানব-জীবনের কর্ত্তব্য, সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ভক্তিশাস্ত্রীজী ৩টি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৬শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস স্থানীয় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র-বাবুর আগ্রহে হরিসভা-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা ও ছায়া-চিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনমুখে সুযুক্তিমূলে বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

২৯শে আষাঢ় ১৩ই জুলাই রবিবার স্থানীয় জমিদার ও হিন্দুমহাসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে প্রচারকগণ তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ সভার আদ্যন্তে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ও সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত হইতেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত ভবতারণ লাহিড়ী এম-এ, বি-এল, শ্রীযুত দীনতারণ লাহিড়ী এম্-এ প্রফেসার; শ্রীযুত প্রকাশ চন্দ্র চৌধুরী বি-এল, শ্রীযুত গুরুগোবিন্দ রায়, মার্চ্চেন্ট; শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন রায়, হেডক্লার্ক, শ্রীযুত সুধীনচন্দ্র রায়, (উকিল); শ্রীযুত পরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, (নাজির); শ্রীযুত সরযূপ্রসাদ শর্ম্মা, (হেড প্রাগ্রাম, হিন্দি স্কুল)।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী অন্দবন-ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
বল্লালদীঘির শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকমলনিধি ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীজগবান্দাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
মুক্তবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবস্বরূপবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীভক্তিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীরাধাচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপুরা
পোঃ ঝোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁখগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীহরিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিৎসুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ম্যাঞ্চেষ্টার রোড, টাউড, গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅব্যগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীশ্বরভজন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ও বর্ণের আলেখ্য. ভূমিকা ও সূচীসহ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য সুধিজনগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
টিকদাত প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন্।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপাল ওভ ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
অম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) — ৪৲
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৯৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা — ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৷৷০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।০
১৮। দ্বাদশ আলবার — ৷৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক — ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ।৵০
২২। ভজন রহস্য — ৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) — ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) — ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য — ৷৷০
২৭। মুক্তিফলটীকা ভগবৎসন্দর্ভঃ (সানুবাদ) — ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ৷৷৵০ বাঁধা ৷৷০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
৩৫। গীতমালা — ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) — ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ — ।০
৪০। শরণাগতি — ৵০
৪১। গীতাবলী — ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা — ৷৷০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) — ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক — ⁄১০
৪৬। অর্চ্চনকণ — ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু — ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ — ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) — ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ — ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী — ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ৪৷৷০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ৷৷০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ — ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ⁄০
৬৯। সারসংগ্রহণম্ — ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ — ৷৷০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত — ৷৷০
৭২। নামভজন — ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি — ৷৷০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ — ।৵০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৷৷০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ — ৷৷০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং — ⁄০
৭৮। দি ভাগবত — ।০
৭৯। ইজ্যো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন — ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা — ৷৷০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৪৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৷৷০
৮৫। সাধনপথ — ৷৷০
৮৬। কল্যাণকল্পতরু — ⁄১০
৮৭। গীতাবলী — ⁄১০
শরণাগতি — ⁄০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী — ৷৷৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী — ৷৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি — ৷৷

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
সংবাদে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ র-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক খ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের -বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু ার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ ত প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ||০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম "	৪-৫০	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	......	.....	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৩৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	......	......	৯-৩৯	...	.....	.. ..	... ..	......
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪-৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২০			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	......	......	.....	১৫-৫৬	১৭-৪২	...	.....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতার্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাবাসী সভ্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::০::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

দৈনিক তার—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C 1

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১।০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
সুধা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ; ভিক্ষা ১।০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৩খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৮, ২৮শে জুলাই ইং ১৯৪১, সোমবার [১১[illegible]তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——:০:(০):০:——

বাঁকুড়া কলেজের ছাত্রদের ধর্ম্মঘট

বাঁকুড়া কলেজের ছাত্রদের ধর্ম্মঘটের চতুর্থ দিবসে ছাত্রেরা সকলেই হোষ্টেলে রহিয়াছে এবং থাকিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গত ২২শে জুলাই বৈকালে কলেজ ষ্ট্রাইক কমিটির সভার পর এক সাধারণ ছাত্রসভা হয়। তারপর ছাত্রদের এক মিছিল বাহির হয়। ধর্ম্মঘটীরা শান্তিপূর্ণ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অধ্যক্ষ মহাশয়ের তরফ হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর এখনও আসে নাই। কিন্তু কলেজ হইতে প্রধান প্রধান ছাত্রদের বিতাড়িত করা হইবে—এরূপ গুজব শোনা যাইতেছে।

ঐ দিবস বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন অফিসের সম্পাদক কমরেড অশোক মিত্রের সমভিব্যাহারে সভাপতি শ্রীযুক্ত সাধন গুপ্ত মহাশয় বাঁকুড়ায় আগমন করেন। তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য সকালেই এক সভা হয়। ছাত্রদের এক সভায় তিনি বক্তৃতা দেন। বাঁকুড়া সম্মিলনীর ছাত্রেরা সন্ধ্যার পর এক সভায় তাঁহাকে ও বাঁকুড়া কলেজের ধর্ম্মঘটীদিগকে অভিনন্দন জানায়।

গত শনিবার মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রেরা এক সভায় কলেজ ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি-জ্ঞাপন করে ও অধ্যক্ষ মহাশয়কে তাহাদের দাবী মিটাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। বিষ্ণুপুর(?), রামসাগর প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রদের তরফ হইতে বহু অভিনন্দনপত্র আসিয়াছে। রামসাগরের ছাত্রেরা ঐ দিবস (২১শে জুলাই) কলেজের ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত এক সাধারণ ধর্ম্মঘট করে বলিয়া প্রকাশ।

ধর্ম্মঘট কমিটির তরফ হইতে অভিভাবকগণের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে। অভিভাবকগণের নিকট হইতে যথেষ্ট সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

দক্ষিণ কলিকাতায় তিনজন গ্রেপ্তার

গত সোমবার রাত্রে গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের কর্ম্মচারিগণ দক্ষিণ কলিকাতায় দুইটি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ধৃত যুবকদ্বয় বাড়ীর দেওয়ালে আপত্তিকর প্রাচীরপত্র লাগাইতেছিল।

এই দিন খিদিরপুরের এক রাস্তায় একজন শ্রমিক কর্ম্মীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত যুবকগণের নিকট আপত্তিকর কাগজপত্র ও প্রাচীরপত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বলা হইতেছে। সকলকেই ভারত রক্ষা বিধানানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যুবকদ্বয়কে হাজতে রাখা হইয়াছে।

তহবিল তছরূপের অভিযোগ

গত ৭ই শ্রাবণ বুধবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর ওয়ালি-উল-ইসলাম ৪৬৩।৵০ তহবিল তছরূপের সম্পর্কে অভিযুক্ত নলিনীকান্ত ঘটক নামক পোষ্ট অফিসের জনৈক কেরাণীর প্রতি ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা হইতে ৪৬৪৲ ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিডন ষ্ট্রীট্ পোষ্ট অফিসকে দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী একখানি ভি, পি, চিঠি সম্পর্কে ৪৬৩।৵০ গ্রহণ করে; কিন্তু উহা প্রেরকের নিকট মণি-অর্ডারযোগে প্রেরণ করে না।

অতিবৃষ্টির ফলে ত্রিপুরার বহু গ্রাম প্লাবিত

ত্রিপুরা জেলা আর্ত্তত্রাণ সমিতির সভাপতি ও কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক মৌঃ তারু মিঞা (ভাইস চেয়ারম্যান), কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল রায়, "বাঙ্গলার ডাক" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র দত্ত ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট(?) কর্মী আবদুল হালিম গত ২০শে জুলাই কোতোয়ালী থানার পাঁচথুপী ইউনিয়ন ও আমড়াতলী ইউনিয়নের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। কুমিল্লা হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে বৃটিশ ভারত ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানার নিকট গোলাবাড়ী নামক স্থানে গোমতী নদীর অপর পারে (গাঙ্গের আইল) অতি বৃষ্টির ফলে ধ্বসিয়া যাওয়ায় প্রবল বন্যা হয়। ফলে গোলাবাড়ী, কেরাণী নগর, বারাইপুর, ঝাড়বড়ন, বিষ্ণুপুর, সাহাপুর প্রভৃতি ৩০।৪০টি গ্রাম বন্যাপ্লাবিত হয়। আউশ ধান্য ও পাট সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা আজ একমাস পর্য্যন্ত অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। নেতৃবৃন্দকে দেখিয়া বহু অনশনাক্লিষ্ট গ্রামবাসী সাহায্যের জন্য তাঁহাদের নিকট আসে। তাহাদের চেহারা দেখিলেই মনে হয় দিনের পর দিন তাহারা উপবাসে দিন যাপন করিতেছে। কোন কোন গ্রামে অতি সামান্য সরকারী সাহায্য বিতরণ করা হইয়াছে। অনেক গ্রামে এখন পর্য্যন্ত কোন সাহায্য বিতরিত হয় নাই। ভাঙ্গার মুখ না বাঁধিলে রোয়া কাজ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। যে স্থানে ভাঙ্গা পড়িয়াছে তাহা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। অথচ তাহার ফলে বৃটিশ এলাকার ক্ষতি হইয়াছে গুরুতর।

নূতন নলকূপের জল পানযোগ্য কিনা

বিমান আক্রমণ সতর্কতাসমূহের একটা অঙ্গ হিসাবে গভর্ণমেণ্ট হইতে কলিকাতায় বর্ত্তমানে যে সব নলকূপ বসান হইতেছে, সেগুলির জলের পানীয় হিসাবে যোগ্যতা সম্বন্ধে এবং কলিকাতার পার্ক-সমূহে রাত্রি ৭॥ ঘটিকার পরে জনসাধারণের প্রবেশ ও অবস্থান নিষিদ্ধ করিয়া কর্পোরেশন হইতে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্পর্কে গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম অসুস্থ থাকায় তাঁহার অনুরোধক্রমে এতদিন ডেপুটি মেয়র মিঃ এম. এ, এইচ ইস্পাহানী সভার কার্য্য পরিচালনা করেন।

NOTICE

It is notified for general information that the road passing through the Government land forming compound of the Guru Training School at Krishnagar, District Nadia, is closed to Public on the 1st August, 1941.

Sd. N. Das.
Executive Engineer,
High Division

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের গৌড়ীয়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া কোথাও দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে নিরাজ্য ও অদ্বিতীয় প্রভু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় ধার্মিক দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহ মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা প্রবন্ধের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অঙ্গপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু টীকা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিক্যেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
চিকিৎসা প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দূ ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা) ৬৲ ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ , ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আল্বর ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমার্গ ওপসৌভেঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /১০
৪৬। অর্থপঞ্চক /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ /০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। হংরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়াবেণ্ডেড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
শরণাগতি /০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ॥৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা
=•=
[illegible] ও [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা [illegible]। ভিক্ষা ।০ মাত্র
[illegible]
[illegible]-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১০ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ১২ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৮শে জুলাই ইং ১৯৪১, সোমবার { ১২১ তম সংখ্যা

শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত ও শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস

——::•::(*)::•::——•

শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত ও শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস—ইঁহারা উভয়ে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত দ্বাদশগোপালের অন্যতম স্তোককৃষ্ণসখা ও শ্রীকালা কৃষ্ণদাস দ্বাদশগোপালের অন্যতম লবঙ্গসখা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁ'র মহোন্মাদ হয়॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহা ভৃত্য মর্ম্ম॥
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দ মতি।

শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। ইনি ভট্টথারিগণের কবলে পতিত কালা-কৃষ্ণদাস নহেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন॥
(চৈঃ চঃ)

প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে॥
(চৈঃ ভাঃ)

ইঁহার শ্রীপাট আকাইহাট গ্রামে। এই গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত। এই গ্রাম কাটোয়ার পূর্ব্ব ষ্টেশন দাঁইহাট হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামটী অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া লোকজনের বাস খুব কম। শ্রীপাটটী অধুনা শ্রীহীন। শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরটী ভগ্নাবস্থায় আছে। তথায় নূপুরকুণ্ড বলিয়া একটী পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ—এই পুষ্করিণীতে শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দাত্মজ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের, কাহারও মতে, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর নূপুর পতিত হইয়াছিল। শুনা যায়, ঐ নূপুর এবং আকাইহাট শ্রীপাটের শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগোপালজীউ আকাইহাট হইতে তিন ক্রোশ দূরে কড়ুই-গ্রামে মহান্ত-বাটীতে অদ্যাপি আছেন। চৈত্র মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী—বারুণী দিবস শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব হইয়া থাকে।

পাবনা জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বেড়া বন্দরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীর উত্তর তীরে সোনাতলা গ্রামনিবাসী গোস্বামী মহাশয়গণের মতে শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ভরদ্বাজ-গোত্র এবং ভাদড় গ্রামী। আকাইহাট হইতে শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুর শ্রীহরিনাম প্রচার উপলক্ষে পাবনা আগমন করেন। যেস্থানে তিনি আশ্রয় করেন, সেই মাঠে এখনও গৃহাদির ভগ্নচিহ্ন আছে। পরে এই স্থানে তাঁহার জ্ঞাতিগণও আগমন করেন। আকাইহাটে বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি এই দেশেই বিবাহ করেন এবং কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় আকাইহাটে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

সোনাতলা গ্রামে অবস্থানকালে তাঁহার শ্রীমোহনদাস নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহাকে মাতুলালয়ে সোনাতলা বা ভাগুটী-মথুরাপুর-গ্রামে রাখিয়া এবং সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গদাস নামে আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রীবৃন্দাবনে জন্মহেতু শ্রীগৌরাঙ্গদাসের অপর নাম শ্রীবৃন্দাবন দাস। পরে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমোহনদাসের নিকট তাঁহাকেও পাঠাইয়া দেন এবং সম্পত্তির ছয় আনা অংশ দিতে আদেশ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদাস শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর অনুরূপ শ্রীকাষ্ঠবিগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহ সেবা করিতে থাকেন। শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধরগণ পাবনা জেলার সোনাতলা প্রভৃতি স্থানে আজও বর্ত্তমান।

———

প্রতিবন্ধক

——::[*]::——

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। সুতরাং মানবের [illegible] জীবের সম্বন্ধ যাহা কিছু, তাহা সকলই প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত বা প্রকৃতির বিকৃতি। তাই মানবের চিন্তা, মানবের বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারে না। মানব প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠা বা পূজ্যা জানিয়া তাহার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখনও প্রকৃতিকে 'ঈশ্বরী' মনে করিয়া মুক্তি-কামী হয়, প্রকৃতির নিকট ধন, জন, বলাদি কামনা করিয়া থাকে। কখনও বা প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া চতুর্বিংশতি [illegible] সংখ্যা করিয়া থাকে, কখনও বা প্রকৃতির বৈচিত্র্য অতৃপ্ত হইয়া প্রকৃতি-[illegible] করে। আবার প্রকৃতিজাত জ্ঞানে [illegible] হইয়া প্রাকৃত-অনুমান-প্রমাণ-বলে অপ্রাকৃত বস্তুতে সন্দেহ করে এবং তৎফলে অপ্রাকৃত-ধারণায় অসমর্থতা-নিবন্ধন অপ্রাকৃত বস্তুকেও প্রকৃতির অন্তর্গত মনে করিয়া ভ্রমগ্রস্ত হয়। অপ্রাকৃত নামরূপ—অপরা না অপ্রাকৃত, পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শুদ্ধজীব-স্বরূপ [illegible] নিত্য [illegible] নাই, [illegible] প্রচুর [illegible] আবাহন করিয়া থাকে।

[illegible] শক্তিশালিনী [illegible] মানবকে [illegible] অণু-পরমাণু-[illegible] ষোড়শপদার্থের [illegible] এবং [illegible] এই প্রকৃতি-সুন্দরীর [illegible]।

আবার প্রাকৃত-[illegible] "অপ্রাকৃত" [illegible] প্রভাব হইতে [illegible] নাই। কারণ, তাহারা [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] করিয়া থাকে।

শুদ্ধ অপ্রাকৃত নবীনমদনের [illegible] নানা [illegible] করিতে [illegible] বাধ-রূপ [illegible] অপ্রাকৃত [illegible]।

প্রকৃতি জীবের ইন্দ্রিয়ের [illegible] বিস্তারিণী-শক্তি [illegible] সম্বন্ধে 'প্রকৃত' [illegible] যোগ্যতা নাই, [illegible] পুরুষ না।

[illegible] শ্রীবিনোদ [illegible] রূপ [illegible] তাঁহার প্রকৃত [illegible] ছিল [illegible] কবিবেক [illegible]

[illegible] দার্শনিক [illegible] বিদ্যা [illegible] কৃষ্ণ [illegible] 'ধর্ম'। তাহার [illegible] একটী [illegible] দ্বারা [illegible] তাহার প্রধান [illegible] দৃষ্টি [illegible] প্রেম [illegible] Conte [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রকৃতির [illegible] একটী [illegible]

এই প্রকার বচন আমাদিগের দেহে [illegible] উপদেশ করিয়া [illegible] 'পুরুষ' বা 'স্ত্রী' [illegible] [illegible]

[illegible] অপ্রাকৃত [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] গাহিয়াছেন,—

প্রকৃতি ছাড়িয়া,
[illegible] যায়।
[illegible] নিজ অঙ্গছবি,
[illegible] হবি॥
[illegible] নিজ যতনে
[illegible] অবিরত।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ চরণ,
[illegible]

প্রকৃতি [illegible] হওয়াতে [illegible] প্রকৃতির [illegible] স্বরূপ বিভ্রান্তি হইতে উদ্ধারার্থ নিজকে অদ্বিতীয়া প্রকৃতির কিঙ্করী জানাইয়া অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম শ্রীব্রজরাজকুমারের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন,—

> বৈরাগী হঞা করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
> দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
> দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
> দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
> (চৈঃ চঃ)

শ্রীল সনাতন প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

> অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়॥
> * * *
> ভদ্রাভদ্র জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে॥
> "বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
> অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
> দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
> সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
> সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
> অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— :০:(*):০:—

অধোক্ষজ ভগবান্‌কে কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করা যায় না। যখনই ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা হইবে, তখনই নাস্তিকতা হইবে। কৃষ্ণ যোগমায়া দ্বারা সংবৃত থাকিবেন। ভোগ দুই প্রকার—পরভোগ ও স্বভোগ। উভয়ই ত্যাজ্য। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই অভক্ত।

একান্তভাবে অনুগত হইয়া শ্রীনামের ভজন না করিলে মায়ার সংসার হইয়া যাইবে। আর ব্রজবাসীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা লাভ হইবে। যদি সব সময়েই কৃষ্ণের ভজন না হয়, তাহা হইলে ব্রজবাসীর অনুগত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতে হইবে। রাধিকা-ললিতা, নন্দ-যশোদা, সুদাম শ্রীদাম, রক্তক-পত্রক, যমুনা-বংশী প্রভৃতি ব্রজবাসী। 'এত সব ছাড়ি' আর কি প্রেম বন্ধ'—এই বাক্যানুসারে সমস্ত 'মহৎ-অভাব' ছাড়িয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। যাঁহারা বাস্তবিক ভক্তি শান্তি লাভের জন্য এখানে আসেন, তাঁহারা বদ্ধনাব বজঃ হইয়া যাইতে পারেন—শাস্ত্র-রত্নের বণিকের ন্যায়। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া চব্বিশঘণ্টা শ্রীরজেন্দ্রনন্দনের নামগুণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজে বাসই সমস্ত উপদেশের সার।

ভগবানের যা'তে দরকার, সেরূপ পোষাকে তাঁ'র কাছে যেতে হ'বে। আমার যা'তে দরকার, সেরূপ পোষাকে গেলে ত' আমিই তাঁ'কে বোঝা ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। ভগবান্‌কে আমি বোঝা কর্‌তে পারি না, নিজেই জালে পড়ে যাই।

তিনি যে যে ভাবে আমাকে চান, তাঁ'র যে যে ভাবে আমার দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, আমার চিন্ময় স্বরূপের সেই সেই নির্ম্মল রূপ প্রকাশ ক'রে তাঁ'র কাছে যেতে হ'বে। চিন্ময় যমুনার জল হ'য়ে, গরুর বাঁটে দুধ হ'য়ে আমাকে অপ্রাকৃত মদনমোহন কৃষ্ণের সেবা কর্‌তে হ'বে।

কর্ম্মে ফলদাতা—আমি recipient, জ্ঞানেও আমি recipient, ভক্তিতে অধোক্ষজবস্তু recipient, এজন্য ভক্তিপথই আশ্রয়ণীয়। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে কৃপা ক'রে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত, আমাকে কেবল তৎপর ও নিষ্পাপ হ'য়ে আত্মবৃত্তিদ্বারা সেই কৃপা বরণ কর্‌তে হ'বে।

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হ'তে যিনি ছুটি পেয়েছেন তিনিই মহৎ। যিনি জগতের ভোগ বা ত্যাগের বস্তুতে লুব্ধ হ'য়ে প'ড়েন না, তিনিই অকিঞ্চন—মহৎ। মহৎ যিনি তিনি খুব উঁচু, ক্ষুদ্র, খর্ব্বাকৃতি জীব আমরা তাঁ'র নাগাল পাই না, তাঁ'র মস্তক স্পর্শ কর্‌তে পারি না। মহতের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নপ্রদেশ তাঁ'র পাদপদ্ম, আবার সেই পাদপদ্মের যে ধূলি, যা' তিনি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন, তার দ্বারা যদি আমরা অভিষিক্ত হ'তে পারি—যেমন তীর্থজলে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর সেই ধূলি দিয়ে যদি আমাদের মাথার মুকুট প্রস্তুত ক'রে আমরা মহত্তর সোপানে অভিষিক্ত হ'তে পারি, তা' হ'লেই আমাদের পরম মঙ্গলাভ হয়।

মহতের পাদপদ্ম হ'তে যে সকল ধূলা এসে প'ড়েছে, তা'কে শিরোভূষণ ক'রে জগতে আমাদের বড় হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি দিতে হ'বে। সেই সকল ধূলো অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতায় মহতের বপু, বাস, ভোজন, জন্ম প্রভৃতি যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা মহতে আরোপ না ক'রে, মহতের গায় সংলগ্ন না ক'রে, আমার মস্তকে নিয়ে আস্‌তে হ'বে। তা' হ'লে তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি বিদূরিত হ'বে। মহতে কোনপ্রকার প্রাকৃতত্ব নাই, ধূলি নাই, ময়লা নাই, সে সকল কেবল মলিন যে আমি, আমাকে কৃপা ক'র্‌বার জন্য।

মহৎ গুরুপাদপদ্ম ভগবৎপ্রকাশমূর্ত্তি হ'লেও নরোত্তম-মূর্ত্তিতে আমার নিকট প্রকটিত কিংবা কোন নীচকুলে, কোন বপুগত, স্বভাবগত দোষে আমার আধ্যক্ষিকতায় দুষ্ট হ'চ্ছেন। বস্তুতঃ গঙ্গাজলে যে প্রকার বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কাদি দোষ স্পর্শ করে না—তা'তে গঙ্গাজলের নির্ম্মলতা নষ্ট হয় না, তদ্রূপ আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে যে সকল অবিচার আমরা মহতের চরণে সংলগ্ন করি, সে সকল যদি আমরা আমাদের মস্তকে এনে মহৎকে নির্ম্মল দৃষ্টিতে দর্শন ক'রতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল সম্ভব।

একজন হরিভক্ত যদি বাহ্যদর্শনে সম্পূর্ণ নিরক্ষরও হন, আর একজন হরিসেবা-বিমুখ ব্যক্তি যদি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হন, সেখানে সেই নিরক্ষর ব্যক্তিই কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ—বড়। এ পৃথিবীতে যিনি যতই বড় হউন না কেন, স্বর্গের দেবতাই বা হউন না কেন, অপ্রাকৃত হরিজনই সর্বশ্রেষ্ঠ। জগতে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করব, স্বর্গের দেবতা হ'ব—এরূপ ক্ষুদ্র আশা-ভরসা অপ্রাকৃত হরিজনের নয়। কিন্তু অনভিজ্ঞ লোক মনে করে, ছোট লোক, দুর্বল লোক মূর্খ, তারাই ভক্ত। অপ্রাকৃত হরিজনগণের পাদপদ্মের যাঁরা রেণু-পরমাণু, তাঁরা কখনও আপনাদিগকে সেই সকল মহত্তের সহিত সমান মনে করেন না, অপরকে সেরূপ অপরাধ করতে দেন না। মহৎকে নীচ বলা বা 'সমান' বলা। অপ্রাকৃত [illegible] গণের ভক্তাপরাধ সহ্য করেন না।

আত্মবস্তু [illegible] লোক, তিনিই নিত্য হরিজন। মহাভাগবত দেখেন সকলেই হরিসেবা করছেন। তিনি বলেন—আপনারা সকলেই হরিসেবা করছেন, কেবল আমি করতে পারলাম না। আমাকে এই মন্ত্র দেন যেন হরিসেবা করতে পারি।

মানুষের যদি প্রকৃত বুদ্ধি থাকে, তা' হ'লে বহির্মুখ মনুষ্যজাতির কথা শুনতে হ'বে না, অতি দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির কোন কথা শুনতে হ'বে না। হঠাৎ একটা লোককে 'বৈষ্ণব' ব'লে গ্রহণ করতে হ'বে না, আবার মহৎ ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করতে হ'বে না।

হরিসম্বন্ধিবস্তুকে 'প্রাপঞ্চিক' বলিয়া ত্যাগ—ফল্গুবৈরাগ্য। ভোগবুদ্ধিতে আসক্তি, কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার রহস্য অবগত হইলেই ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়। ভোগ বা ত্যাগপথে ভগবদ্ভজনের কোন কথা নাই। চেতন-জগতে আমাদের সকলেরই স্বরূপ উদ্বুদ্ধ। সেখানে জাগতিক শান্তি বা অশান্তির কথা নাই। যাকে আমরা শান্তি বা অশান্তি মনে করি, এই দু'টোই আমাদের ভোগবাসনা-জনিত উপলব্ধি। ভোগের সাময়িক অভাবের নাম অশান্তি, আর সাময়িক ভোগ-লাভকেই আমরা 'শান্তি' ব'লে থাকি।

ভগবদ্ভক্তিনীতির আলোচনাই মূল বস্তু; সুনীতি ত' তাহারই অন্তর্গত। মূলটা ঠিক ক'রে রাখলে সবই ঠিক থাকবে। সকল নীতি ও অখিল সদ্গুণের আকর স্থানে কেন্দ্র ঠিক না রাখলে বিপথে চ'লে যেতে হ'বে। মূল পদার্থ ঠিক থাকলে মাঝখানের সকল আলোচনা ঠিক হ'বে। ভগবদ্বিমুখতা হওয়ার দরুণই জীবের ঐ সকল অসুবিধা। এই কেন্দ্র ঠিক হ'লে কেবল যে কোন শ্রেণী-বিশেষ বা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপকার হবে, তা' নয়, তদ্দ্বারা শিক্ষক-ছাত্র, অধ্যাপক-অধ্যাপিত, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভারতীয় ও ভারতের বহির্ভূত সকল শ্রেণীর জীবেরই পূর্ণ মঙ্গল লাভ হ'বে। মূল বস্তু পরিত্যাগ ক'রে ডালপালার সেবা বৃথা। মূলকে কেটে যদি গাছের ডালপালায় খুব ক'রে জলসেচন করা যায়, তা' হ'লে তা' হ'তে কোন সুফল লাভ করা যায় না। আর ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ নীতিপালনের জন্য পৃথগ্ভাবে চেষ্টান্বিত না হ'য়েও যদি ভগবৎসেবায় ঐকান্তিক হওয়া যায়, তা' হ'লে সমস্ত সৎনীতি ও সদ্গুণ আনুষঙ্গিক-ভাবেই লাভ হয়।

আগে নীতি, পরে ভগবদ্ভক্তি—এরূপ ক্রম নয়। আগে ভগবদ্ভক্তি, তা'তেই আনুষঙ্গিকভাবে সব আছে। ভগবদ্ভক্তি পরমা নীতি। ভগবদ্ভক্ত স্বপ্নেও দুর্নীতি-পরায়ণ হন না।

যাঁ'রা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, তাঁ'দের নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণকে কেন্দ্র ক'রে যত প্রকার দুর্নীতি বা নিরীশ্বর নীতি জগতে প্রকাশিত হয়, সে সব তাঁ'দের মধ্যে নাই। নিখিল সুনীতি, পবিত্রতা, সংযম, সদাচার, তিতিক্ষা, অমানি-মানদত্ব ও সর্ব প্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ তাঁ'দের সেবা করবার জন্য উদ্গ্রীব।

মূল ঠাকুরবস্তুর প্রতি প্রীতির অভাব থাকলে হাজার লোকের হাজার প্রস্তাবের প্রতি বেশী আদর হয়। পরমবস্তুর প্রীতিসন্ধানের নামই ভক্তি—বদ্ধজীবের প্রীতি-সাধন নহে। মূল ঠাকুরবস্তুর প্রীতিসাধন কর্তব্য হ'লে অন্য জীবের অসংখ্য কামনা-পরিতৃপ্তি অধিক কর্তব্য ব'লে মনে হয় না এবং ভগবৎপ্রীতি সাধনের দ্বারাই সমস্ত জীবের প্রকৃত কামনার তৃপ্তি হয়—এ কথা বুঝতে পারা যায়। এজন্য সর্বাগ্রে পরমপ্রয়োজন নির্ণয় করা আবশ্যক। মূলবস্তুর অনুসন্ধান না করার দরুণ জগৎসর্বস্ববাদীর বড়ই অসুবিধা হচ্ছে।

যাঁ'রা যে স্থানে আছেন, তা'তেই তাঁ'দের মঙ্গল হ'বে—যদি তাঁ'রা সাধুগণের শ্রীমুখ নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল থাকেন। যাঁ'রা অভাবের ও প্রয়োজন নির্ণয়ে বিচার ভুল ক'রেছেন, হরিকথা-শ্রবণে তাঁ'দেরও মঙ্গললাভ হ'তে পারে। যেকাল পর্যন্ত পার্থিব চিন্তা দ্বারা বর্তমানের [illegible] প্রবৃত্তি র'য়েছে, সেকাল পর্যন্ত হরিকথা কাণে যায় না। যে কয়দিন বেঁচে থাকব, প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক প্রশ্বাসে, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় যেন কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করতে পারি। অনুশীলনটা সেব্যপুরুষের সেবার জন্য করছি, না নিজের দেহমনের খানিকটা ভোগ যোগাড়ের ব্যবস্থা করছি—এবিষয়ে সাবহিত হওয়া আবশ্যক।

অনুশীলন অর্থ—কৃষ্ণানুশীলন, আর কৃষ্ণানুশীলন অর্থে—অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামানুশীলন। অনুশীলন করতে হ'লে তৃণ হ'তে সুনীচ, তরু হ'তে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হ'তে হ'বে—কৃত্রিম-ভাবে নয়। কৃষ্ণানুশীলনকারীর বাণী অনুক্ষণ কর্ণে গ্রহণ করতে হ'বে—শ্রবণের পথের দ্বারাই মঙ্গল হ'বে।

সকলেই হরিভজন ক'রছেন আমিই করতে পারছি না, এই বিচার না আসলে মহত্তের পাদপদ্মে অভিগমন হয় না। 'শ্রীগুরুদেব আমার ন্যায়ই নানা অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট ও অনভিজ্ঞ মর্ত্যজীব, সুতরাং আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ', এই বিচার আসলে বিশেষ শত্রু হ'য়ে গেলাম। তখন ভগবদ্ভজন সব চুলায় গেল। যিনি আমাকে প্রতি পদে পদে কি ক'রে কৃষ্ণসেবা করতে হয়, কি ক'রে আশ্রয়জাতীয় ও বিষয়জাতীয়ের সেবা করতে হয়, তা শিক্ষা দেন, সর্বদা অনুকূল বিষয় জানিয়ে দেন, তিনিই গুরুদেব।

বন্ধু কে?

এ জগতে আমাদের নিজজন নিত্য একমাত্র অদ্বৈতজ্ঞান ভগবান্। তদ্ব্যতীত আর কাহারও সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। তাঁহা ব্যতীত অন্যান্য সকলের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য সম্বন্ধ নহে। তাঁহাদের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা বিস্মরণের জন্য সাময়িক অনিত্য সম্বন্ধ মাত্র। একমাত্র বন্ধু শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ হয় না—তিনি নিজ নিত্য প্রভুকে যে শত্রু ব'লে জানেন না, চিনেন না বা প্রভুর কথা কখনও না, তাহার বিপদ্ পদে পদে। [illegible] মৃত্যু। একাকী থাকিলেই মায়ার চরণে করণে কবলিত হইয়া নানা প্রকারে পীড়িত হইতে হইবে। তাই সাধুগণ প্রকৃত প্রীতির পাত্রে প্রীতি করিতে—কেবল ঐ পরমারাধ্যের সহিতই বন্ধুত্ব করিতে বলেন। "তব নিজজন পরমারাধ্যতম [illegible]।" ভগবদ্ভজনপর শুদ্ধবৈষ্ণব-গণই আমাদের একমাত্র বন্ধু। তাঁহাদের সহিত আপনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে, [illegible] প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার তাঁহাদিগকে বন্ধুত্ব বা প্রভুত্ব বরণ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণই একমাত্র প্রীতির পাত্র। তাঁহারা ব্যতীত প্রীতির পাত্র এ জগতে আর কেহ নাই।

যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করেন এবং আবশ্যক সকলের হরিভজন ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নাই একথা শিক্ষা দান করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে জীবের [illegible]। যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, যাঁহারা প্রচুর দান করেন না, যাঁহাদের নিকট কোন পাপ প্রবৃত্তি থাকে না, [illegible] পিপাসার দ্বার, যাঁহাদের সঙ্গ [illegible] জন্য হৃদয়েও হরিভজনের [illegible], তাঁহারাই বৈষ্ণব, তাঁহারাই একমাত্র বন্ধু।

শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণব ব্যতীত কৃষ্ণ-বল্লভী এ জগতের অকৃত্রিম বান্ধব। [illegible] তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত [illegible] তাঁহাদের সঙ্গ [illegible] কাটান। [illegible] বৈষ্ণবগণের সঙ্গ [illegible]। তাঁহারা [illegible] অতএব তাঁহাদের [illegible]। তাঁহারা [illegible] থাকেন। তাঁহাদের [illegible] তাঁহারা কৃষ্ণকথা [illegible]।

[illegible]

তোমার নাইত আমি [illegible]।
আমি [illegible] তোমার।
[illegible]।
[illegible]॥

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রী[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রী[illegible]মঠ

১৬ নং কা[illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। [illegible]

[illegible]

শ্রী[illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক — শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক — শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

শ্রী[illegible] পাট

পোঃ [illegible] নদীয়া

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] সমাধি পাট

পুরাতন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible] সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রী[illegible] মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক — শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়-[illegible]

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রী[illegible]দাস দাসাধিকারী

শ্রী[illegible]কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক — শ্রী[illegible]নন্দ [illegible]

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী

[illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী

বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ সন

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পুঁড়া, [illegible]

সেবক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রী[illegible] বিদ্যাবিত্ত বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হারদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক — শ্রী[illegible]নন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি

সেবক—শ্রী[illegible]চৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রী[illegible]চরণ [illegible]লোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রী[illegible]নারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণা মথুরা

সেবক — শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরশাহী

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব

সেবক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড নিউদিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রাকৃতদাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রী[illegible]বিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক— শ্রীগোবিন্দগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক— শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক — শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান

সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীকৈলাসানুগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ ভিন্ন পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে মোটা অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র-সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অপূর্ব্ব রত্ন-সম্পুট। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা ১।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত — শনিবার / অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪-৮৩	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৩	১৮-২৩	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬ ৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	..		১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-০২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.	.	৯-৩১		.	...	..	. .
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮ ৭০	১০-৭	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ		৭ ১০	১০-০৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "		৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮ ১৫		২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ		৭ ৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৯		২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত — অন্য দিন / শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৬৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮ ৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. .	.	.	.	১৫-৫৭	১৭-৪২		....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৫৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৭৫
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে সমদেশ তথা সমস্তের প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা:

বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C 1544

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১৷৷০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান —
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভবানী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৷৷০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮, ২৯শে জুলাই ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার [১২২তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

—:০:(০):০:—

ভারতে মার্কিণ দূত নিযুক্ত

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মিঃ টমাস মারে উইলসনকে ভারতে মার্কিণ কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য দেশে যে প্রতিনিধি থাকেন, মিঃ উইলসন সেই পদাধিকারী (মিনিষ্টার) হইবেন।

মিঃ উইলসন ১৮৮১ সালে টেনেসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিত। ইতঃপূর্ব্বে তিনি তুলার ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং ও কৃষিকার্য্য করিয়াছেন। তিনি ১৯২১-২২ সালে মাদ্রাজে কন্সাল এবং ১৯২২-২৩ সালে বোম্বাইতে কন্সাল জেনারেল ছিলেন। ১৯৩৭ সাল হইতে তিনি সিডনীতে কন্সাল জেনারেল ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি কলিকাতায় কন্সাল জেনারেল নিযুক্ত হন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত সরাসরি রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। শীঘ্রই নিউজিল্যাণ্ডের সহিত অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিবে বলিয়া মনে হয়।

—

রেঙ্গুণ হইতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের ভারতযাত্রা

স্যার জি, এস, বাজপাই ও ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যগণ ভারত অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ইউস ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ বিদায়কালে উপস্থিত ছিলেন।

—

পরলোকে বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক

এক সপ্তাহ রোগভোগের পর বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক এবং পোল্যাণ্ডের অন্যতম খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ইগ্নাস জ্যান পাদেরেফস্কির মৃত্যু হইয়াছে।

মিঃ পাদেরেফস্কি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের পোডোলিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ক্রিয়োলোকায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সেই তিনি বিস্ময়কর সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় দেন। 'ওয়ারশ' ও 'বার্লিনে' অধ্যয়নের পর তিনি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় গিয়া তিনি লেসেটিজস্কির নিকট সঙ্গীত বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি ভিয়েনায় প্রথম প্রকাশ্যে সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খ্যাতি সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ২১ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারনেস ডি রোজেন নাম্নী একজন সুন্দরী অভিজাত মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯৩৪ সালে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীরও মৃত্যু হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গিয়া পাদেরেফস্কী তাঁহার অপূর্ব্ব কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। মঃ পাদেরেফস্কী শুধু সঙ্গীতবিশারদই ছিলেন না, তাঁহার একনিষ্ঠ দেশপ্রেমও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডের সাহায্যের জন্য তিনি এক বিরাট সমিতি গঠন করেন এবং প্যারিস, লণ্ডন ও নিউইয়র্কে নিজের সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় দিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র গঠনের জন্য তিনি যে প্রচারকার্য্য চালান, তাহা প্রেসিডেণ্ট উইলসনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গত মহাযুদ্ধ বাধিবার পর তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া কানাডায় ২০ হাজার পোলকে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের পর প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় স্বাধীন পোলিশ রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং মিঃ পাদেরেফস্কি উক্ত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের পদ গ্রহণ করেন। তিনি নূতন গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টও নির্ব্বাচিত হন। বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়া তিনি নূতন পোলিশ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন এবং সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। কিন্তু রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া প্রতিভাশালী দেশপ্রেমিক ও সঙ্গীতজ্ঞের বেশী দিন রাষ্ট্রশাসন করিতে হয় নাই। সোভিয়েটের সহিত আপোষ-রফার চেষ্টা করায় মার্শাল পিলসুড্স্কি তাঁহার তীব্র বিরোধিতা করেন, ফলে ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৯২১ সালে রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করিয়া তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় উপস্থিত হন। খুব বড় রাজনীতিবিদ্ না হইলেও মঃ পাদেরেফস্কী যে স্বাধীন পোল্যাণ্ডের অন্যতম স্রষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমেরিকায় গিয়া তিনি পুনরায় সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় কবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' অবলম্বনে 'শকুন্তলা' নামে একটি গীতি নাট্য রচনা করেন।

— —

গ্যাস যুদ্ধ কি আসন্ন ?

ষ্টকহলমের একটি পত্রিকার বার্লিনের সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ যে, সেখানে সকলেই আশা করেন ১লা আগষ্টের মধ্যেই রাশিয়ান যুদ্ধ শেষ হইবে। ষ্টকহলমের অপর একটি পত্রিকার অভিমত এই যে, বার্লিনে অনেকে মনে করেন রাশিয়ার যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার সুরু হইবে। কারণ রাশিয়া যে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে গ্যাস ব্যবহার অভিযোগ করিয়াছে তাহা রাশিয়া-কর্তৃক অদূর-ভবিষ্যতে গ্যাস ব্যবহার করিবার একটা ছুতা মাত্র। তবে জার্ম্মাণী মনে করে যে, রাশিয়া যদি গ্যাস ব্যবহার আরম্ভ করে, তবে জার্ম্মাণী ভীত হইবে না। কারণ কি ভাবে গ্যাসের জবাবে গ্যাস ব্যবহার করিতে হয় তাহা জার্ম্মাণীর জানা আছে।

—

নানাস্থানে কলেরার প্রকোপ

বহরমপুর সহরে ব্যাপকভাবে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত সপ্তাহে ৩৬ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ৪ জন মারা গিয়াছে। এ সপ্তাহে নূতন আক্রমণ হয় নাই।

মেদিনীপুর সহরে বেশ কলেরার উপদ্রব হইয়াছে। কয়েকদিনে এই সহরে ৫।৬ জন কলেরা রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এবং প্রায় ২৫।৩০ জন রোগী এখনও বিভিন্ন পাড়ায় আছে। মিউনিসিপালিটি হইতে কলেরার টীকা দেওয়া হইতেছে। কলের জল হওয়া অবধি মেদিনীপুরে এরূপ ব্যাপকভাবে আর কখনও কলেরার আক্রমণ হয় নাই।

রামপুরহাটে পুনরায় কলেরার প্রকোপ ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে। রামপুরহাট সহরের উত্তরাঞ্চলের তিনজন অধিবাসী ঐ রোগে মারা গিয়াছে। এক্ষণে উক্ত অঞ্চলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইতেছে।

—

পাঁচজন লোকের সলিল সমাধি

গত ২১শে জুলাই রাঁচী হইতে ৪৬ মাইল দূরে কোয়েল নদীতে প্রবল স্রোতের মুখে পড়িয়া একখানি নৌকা-ডুবি হয় এবং পাঁচজন লোকের সলিলসমাধি হয়। নৌকাখানিতে নয়জন লোক মধ্যে চারিজন সাঁতার কাটিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছে।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের গৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিবিধ আলেখ্য ও জাতীয় গ্রন্থাবলীচয় বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত বিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তন্ত্রমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'অণিকা'টীকা ও বহুবর্ষের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব নবকলেবরে নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আধুনিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন। বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপাল ডন্ড ইত্তিহাদ

মে ডিকাল কলেজ

আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। দ্বাদশ আলবার ॥০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ॥০

২৭। মুক্তিফলটীকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৵০

৪১। গীতাবলী ৴১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০

৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ।০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পঞ্চাচারঃ ৴০

৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন ৴০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০

৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। ইস্যো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিয়ালেজ ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ॥০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৮৭। গীতাবলী ৴১০

শরণাগতি ৴০

৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জনতোষণী কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷/০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৪শ বর্ষ } ১১ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৩ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৯শে জুলাই ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১২২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ শ্রীধর স্বাপু প্রভু শ্রী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::[*]::——

শ্রীহরিনামই জীবের জীবন। নন্দলাল শ্রীহরি—শ্রীনাম। তিনি গোপীজনবল্লভ—রাধানাথ। নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া নিরপরাধে তাহা কীর্ত্তন করিতে হইবে। তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিতে হইবে,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ও উপদেশ। নিরন্তর হরিনাম না করিলে হরিসাক্ষাৎকারের আশা নাই। যেখানে নিরন্তর হরিচিন্তা, সেখানে অন্য চিন্তার অবকাশ কোথায়? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

জীব কৃষ্ণদাস—শ্রীনামের কিঙ্করানুকিঙ্কর। শ্রীনাম ও শ্রীনামসর্ব্বস্ব ভক্তগণ ব্যতীত অপর কাহারও সহিত জীবের কোন সম্পর্ক নাই। 'আমি কৃষ্ণের দাস' ইহা জানিতে পারিলেই জীবের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যায়। জড়বিষয় জীবের প্রয়োজন হয়, কিন্তু কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবশতঃ বিষয়াকাঙ্ক্ষাই জীবের দুর্দ্দশা। কৃষ্ণকৃপায় যতদিন আমার সংসারনিবৃত্তি না হয়, ততদিন 'আমি কৃষ্ণের'—এই কৃষ্ণসম্বন্ধ জানিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাত্রোপযোগী বিষয় আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। অভাব-রোগ-শোকজনিত দুঃখ এবং স্বাস্থ্য-বল-বিত্তাদি-জনিত সুখরূপ প্রারব্ধকর্ম্মের ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। চিৎস্বরূপ আমার তদ্বিষয়ে কিছুই দরকার নাই,—ইহা জানিয়া দৈন্যের সহিত "হে কৃষ্ণ, হে গৌরহরি, আমি কবে তোমাদের শুদ্ধদাস্য লাভ করিতে পারিব" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভগবান্‌কে ডাকিলে এবং এইরূপ দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া জীবন-যাপন করিলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। দীন না হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। দীনকেই ভগবান্ দয়া করেন। নিজেকে পতিত বলিয়া জানাই দৈন্য। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ। ভক্তগণ উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম বলিয়া জ্ঞান করেন। বিষয়-বিরক্তিজনিত দৈন্য, নির্ম্মৎসরাশঙ্কতা দয়া, মিথ্যাভিমান-শূন্যতা এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান-দান এই চারিটী গুণ ভক্তমাত্রেরই আছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥

হৃদয়ে সর্ব্বদা দৈন্য থাকা চাই। আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব। আমার মত পতিত, অযোগ্য, নরাধম, অপরাধী ও হতভাগ্য কেহ নাই, আমি সকল অপেক্ষা দীনহীন ও অকিঞ্চন—ইহাই দৈন্য। দীন কখনও নিজ বল-ভরসার দাম্ভিকতা রাখেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ বলেন,—

কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥

কৃপাই দীনের আশা ভরসা, তাঁহার অন্য কোন সহায়-সম্বল নাই।

আমরা অপরাধী জীব সত্য, কিন্তু যদি আমরা শ্রীনামকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া কাতর-ভাবে ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সাড়া দিবেন। আহ্বানের মধ্যে ভেজাল থাকিলে সাড়া পাওয়া যাইবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

নাম-নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম নামী হৈতে অধিক করুণ॥
কৃষ্ণ-অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম "রাম, কৃষ্ণ, হরি"॥
অপরাধ দূরে যায় আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥
বিগ্রহ-স্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপচরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে॥

ভক্ত তৃণাদপি সুনীচ। এ জগতের তৃণেরও 'আমি এ জগতের তৃণ' বলিয়া জাগতিক অভিমান আছে, কিন্তু ভক্তের জাগতিক কোন অভিমান নাই, তিনি ভগবদ্দাসাভিমানী। জাগতিক অভিমান—বিচারের অভিমান বা ভোক্তাভিমান, তাহা যথার্থ অভিমান নহে। আমি এ জগতের নহি, আমি জগদীশের কৃপাশ্রিত এই অভিমানই তৃণাদপি সুনীচতা। ভক্ত আপনাকে জগতের শিষ্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানেন। তিনি প্রত্যেক পরমাণু ও প্রত্যেক অণুতে ভাবে কৃষ্ণের অবস্থান জানিয়া কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না। শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারী ভক্ত জগতের কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন। অপরে তাঁহার হিংসা করে। তিনি কাহারও প্রতিহিংসা করেন না, উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গলকামনা করেন। ভক্ত বৃক্ষের ন্যায়ও সহিষ্ণু। বৃক্ষ যেরূপ ছেদনকারীকে কিছু না বলিয়া তাহাকে ছায়া ও ফলদান করিয়া তাহার উপকার করে, তদ্রূপ ভক্ত কাহারও আক্রমণে অসন্তুষ্ট না হইয়া শত্রু মিত্র সকলেরই উপকার করিয়া থাকেন। কারণ, তিনি নির্ম্মৎসর। ভক্ত জীবকাতর, সুতরাং জীবের প্রতি দয়া-প্রকাশ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যিনি শুদ্ধ হরিনাম করেন, তাহার জীবের প্রতি দয়া আছেই। আমার সঙ্গী জীবগণের কিরূপে ভগবানে রতি হইবে, তাঁহারা মায়াবদ্ধ হইয়া পুত্র-কলত্রাদি অনিত্য বিষয় লইয়া ত্রিতাপ কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের অনর্থ খুব বেশী থাকায় ভগবানে বিবেক হইতেছে না, আশা পাপে হইয়া তাহারা ভুলক্রমে তুচ্ছ ভোগপ্রদ ও ক্ষুদ্র স্বার্থরূপ অন্বেষণ করিতেছে। তাহাদের অমঙ্গলদর্শন ও ... কি করিয়া ঘুচিবে, এইরূপ চিন্তা করে। দয়ালু ভক্ত সকলের নিকট হরিকথা বলেন এবং সকলকে হরিনাম করিতে উপদেশ দেন। সাদৃশ অপরাধী তাহার প্রতি তাহাদের দয়া।

ভক্ত অমানী। ধন, জন, জাতি ও ... অভিমান। ভক্তের ... অভিমান নাই। তিনি জগতের ... সম্মানাদি চান না। তিনি ... অহঙ্কার ... ও ... সর্ব্বক্ষণ ... করেন।

ভক্ত মানদ। তিনি ... যথাযোগ্য সম্মান দান করিয়া থাকেন। তিনি নিজে মান চান, তিনি মানদ হইতে পারেন না। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কি অপরকে মান দিতে ... কৃষ্ণদাস

জানিয়া কাহারও হিংসা বা প্রতিহিংসা করেন না। তিনি মধুরবাক্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করেন। তিনি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণকে বৈষ্ণব সংজ্ঞায় সম্মান দান করিয়া তাঁহাদের নিকট হরিভক্তি প্রার্থনা করেন এবং শুদ্ধভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করেন। [illegible] হইয়াই [illegible] হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

নাম-কীর্ত্তনকারী সাধনভক্তির স্বরূপ এবং সাধকের কামনা কি, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ, হে জগন্নাথ প্রাণনাথ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না, জন্মে জন্মে আপনার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শুদ্ধভক্তের জগতের প্রতি ঔদাস্য এবং ধন জনাদি লাভের বিষয়ে প্রাপ্ত বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। ভক্ত যে ভগবদ্দাস্য ছাড়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চান না, তাহা এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভগবদ্দাস্য-কাম বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত ভক্তের অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কামনা যাঁহার আছে, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাযুক্ত হওয়াই ভক্তের লক্ষণ। যেখানে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞানের আবরণ আছে, তাহাকে শুদ্ধা ভক্তি বলা যায় না। তাহা ভক্ত্যাভাস মাত্র। আবার দুর্ব্বাসনা থাকিলে তাহা অপরাধ মধ্যে গণ্য। তাই ভক্ত দৈন্যভরে দাস্য-ভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি'॥
তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

'ধন' বলিতে বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ ধর্ম্ম-ধন, ঐহিক-পারত্রিক জড়সুখকর অর্থধন এবং দুর্গশিরগত ইন্দ্রিয়সুখকর কামধন বুঝায়। 'জন' বলিতে স্বপরিবারগণ স্ত্রী পুত্র দাস-দাসী-প্রজা-বন্ধুবান্ধবাদি বুঝায়। 'সুন্দরী কবিতা' বলিতে সামান্য বিদ্যা বা জড়-পাণ্ডিত্যই লক্ষিতব্য। অসামান্য বা অলৌকিকী বিদ্যাই ভক্তি। যদ্দ্বারা কৃষ্ণে মতি হয়, তাহাই বিদ্যা। এতদ্ব্যতীত সবই অবিদ্যা। ভক্ত ধন, জন, সুন্দরী কবিতা অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা চান না। তিনি প্রতি জন্মে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধদাস্য প্রার্থনা করেন। জন্ম-মরণ-রূপ জড়-যন্ত্রণানিবৃত্তি কৃষ্ণেচ্ছাধীন ও জীব-চেষ্টার অতীত বলিয়া ভক্তের সংসার-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষকামনা নাই। সেই-জন্যই তিনি বলিতেছেন জন্মে জন্মে যেন আমার তোমাতে প্রীতি ভক্তি থাকে। কৃষ্ণেচ্ছায় আপনা হইতেই সংসার-নিবৃত্তি হইয়া যায়। ভক্ত সেবা ছাড়া আর কিছু চান না। ভগবানের সেবার জন্যই তিনি সেবা করেন। ভক্তি অহৈতুকী। [illegible] ব্যবধানরহিতা চিৎস্বভাবাশ্রিতা কৃষ্ণানন্দরূপা শুদ্ধা সেবা। অকিঞ্চনা অনিমিত্তা নামক অহৈতুকী ভক্তি। ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় হওয়া উচিত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

প্রভু, তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা, ধন, জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'॥
নিজ কর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নামগুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
সম্পদে বিপদে থাকুক তাহা সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে॥

গুরুসেবকের অমঙ্গল নাই

সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ। কৃষ্ণ-কৃপার প্রয়োজন হইলে তৎস্বরূপাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে বন্ধন করাই কৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভগবানের নিত্য সেবা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সাধু। এই সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবকই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যাঁহার নিষ্কপট গুরুসেবাবৃত্তি আছে, তিনিই হরিভজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহতের সেবকও মহৎ। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণব-সম্রাট্। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সকলের সকল প্রকার বৃত্তি হরিভজনে নিযুক্ত হয়। মূল সম্বন্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতি অযোগ্য দাসানুদাসানুদাস—প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থীর এই সম্বন্ধ ঠিক থাকা প্রয়োজন। অযোগ্য হইলেও আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই ধূলি। তাঁহাকে ছাড়া এই বিশ্বের কাহারও সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তবে তাঁহার সেবার জন্য—সুখের জন্য—মনোহভীষ্ট-পূরণের জন্য সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখিব, সকলের সেবা করিব, সঙ্গ করিব—এই বিচার সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নগণ্য ভৃত্যানুভৃত্যগণের হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিলেই মানবজীবনের সকল কর্ত্তব্য কৃত হয়—এই কথায় যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাঁহার মঙ্গললাভ সুদূরপরাহত। গুরুসেবা করিলে আর কাহারও কিছু করিতে বাকী থাকে না। নিষ্কপট গুরুসেবক বাহ্যে যত সাময়িক অনর্থযুক্তরূপেই প্রতিভাত হউন, তাঁহার মঙ্গল অনিবার্য্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যদি নিষ্কপট অচলা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই আমার ইহজন্মের এবং জন্মজন্মান্তরের একমাত্র কৃত্য—একথা যদি সহজভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গললাভ অনিবার্য্য। মঙ্গলময়ের সন্ধান যিনি পাইয়াছেন—যিনি মঙ্গল চান, তাঁহার সাময়িকভাবে বাধা উপস্থিত হইলেও কিছুই করিতে পারে না। সর্ব্বক্ষণ গুরুধ্যান, গুরুজপ, গুরু পাদপদ্মচিন্তায় বিভোর থাকিলে অনর্থ আর বাধা দিতে পারিবে না। গুরুসেবকের অনিবার্য্য মঙ্গল সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা
বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

[যদিও আমার ভক্ত অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ের বশীভূত হন, তথাপি নিষ্কপট ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয়ে মগ্ন হন না।]

শাস্ত্র বলেন —

কামক্রোধাদিকং যদ্যদাত্মনোঽনিষ্টকারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা
পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

[আত্ম-অহিতকর যে কাম-ক্রোধাদি অনর্থ তাহা সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তি-প্রভাবে পুরুষ তৎক্ষণাৎ জয় করিতে পারেন।]

হরিসেবাই গুরুসেবা—গুরুসেবাই হরি-সেবা। শ্রীগুরুদেব ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ। শ্রীগুরু-দেব—আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্, সেব্য-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব স্বয়ংপ্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি বন্দনা করি।

সেবোন্মুখতাই মঙ্গললাভের একমাত্র যোগ্যতা। সেবোন্মুখ না হইলে মঙ্গলের আশা নাই। সেবোন্মুখ হইবার বাধা ভগবানের ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাবলেই বিদূরিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য বাদ দিয়া অন্যান্য সাধনপ্রণালী অবলম্বনে মঙ্গললাভ হয় না। গুর্ব্বানুগত্যের দ্বারাই সকলসিদ্ধি করতলগত হয়। গুরুসেবকের—হরিভক্তের কোন-কালেই বিনাশ নাই। হরিভজন করিতে করিতে—গুরুসেবা করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্কদশায় স্খলিত হয় বা মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তথাপি তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে না। পরজন্মে তিনি পুনরায় হরি-ভজনের সুযোগ পাইবেন। ভক্তিপথে যতটুকু অগ্রসর হইয়া থাকা যায়, ততটুকুই মঙ্গল। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্ন পক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

(ভাঃ ১।৫।১৭)

[নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম-ভজন-করিতে করিতে পরে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কর্ম্মে অনধিকার হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। যেহেতু যে কোন অবস্থায়, এমন কি নীচ যোনিতেও থাকুন না কেন, সেই ভক্তিরসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি? অর্থাৎ সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাহার কোনও অমঙ্গল হয় না, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়?]

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"প্রাপঞ্চিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমপালন পরিত্যাগ ক'রে আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হ'য়েও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকাকালে দুর্ভাগ্যক্রমে ভজন-পরিপাকের পূর্ব্বেই ভজন হ'তে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তথাপি আংশিক স্বরূপোদ্বোধন জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেবাবাঞ্ছা থাকায় তা'র কোন অমঙ্গল হয় না, আর যা'রা হরিকথা শ্রবণ করে নাই বা ভজনহীন—ঐরূপ ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য আনিত্য অজ্ঞানমিশ্র নিরবচ্ছিন্নানন্দাধানময় স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোন নিত্য প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।"

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন —

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

(গীতা)

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, "আমার প্রতি ভক্তি দ্বারাই সকলই সম্পন্ন হইবে—এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিশিষ্ট দাসত্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। এইরূপে থাকিলে তোমার কর্ত্তব্যত্যাগের জন্য পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। যেহেতু একমাত্র আমাকেই আশ্রয়কারী তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে আমিই মুক্ত করিব।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ হইলে—তাঁহাদের শুভদৃষ্টির মধ্যে পড়িতে পারিলে জীব দেহ-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হয়। দেহ ও দেহের বিস্তৃতিস্বরূপ আত্মীয়-স্বজনাদিতে মমত্ববুদ্ধিরূপ যে দেহাত্মবোধ, ইহা শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যম্
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥
(ভাঃ ৪।৯।১২)

হে পদ্মনাভ, যাঁহারা ভবদীয়পদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধ-হৃদয় মহাত্মগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ করেন তাঁহারা নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র, ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সকল কাজ করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, ভ্রমণে, জাগরণে, শয়নে, তীর্থভ্রমণে, সকল কার্য্যকালে অনুক্ষণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্মৃতি হৃদয়ে বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য লঘু বস্তু আমাদিগকে আকর্ষণ করিবে, আমরা নিশ্চয়ই বিপথগামী হইব। তখন আমরা এ জগতের রূপদর্শনে, মধুর বাক্য শ্রবণে, সুঘ্রাণ গ্রহণে, সুস্বাদু আহার করিতে এবং কোমল বস্তু স্পর্শ করিতে দৌড়াইব, ইন্দ্রিয় সকল তখন বিষয়ের প্রতি প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়া অমঙ্গলের পথে টানিয়া যাইবে। একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত আর মঙ্গলের উপায় নাই—নাই—নাই। যাহার সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অসতী মর্ত্ত্যবুদ্ধি আছে, তাহার সমস্ত চেষ্টাই বিফলে যায়। নিষ্কপট গুরুসেবাফলে অচিরেই প্রেমফল জন্মে। কিন্তু কপটী হইলে উত্তরোত্তর সংসারেই আসক্ত হইতে হয়। গুরুর পাদাশ্রিত জনের অমঙ্গল হইতেই পারে না। প্রকৃত গুরুসেবকের গুরুসেবায় যদি সমস্ত জগৎ বাধা দেয় তাহা হইলেও তাহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হন না।

শ্রীপুরুষোত্তমদাস

শ্রীপুরুষোত্তমদাস দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'দাম' নামক সখা। ইনি বৈদ্যবংশোদ্ভূত শ্রীসদাশিব কবিরাজের পুত্র। শ্রীসদাশিব কবিরাজ ব্রজের শ্রীচন্দ্রাবলী। শ্রীসদাশিব কবিরাজের পিতা শ্রীকংসারি সেন। কৃষ্ণলীলায় ইনি ব্রজের শ্রীরত্নাবলী সখী। শ্রীপুরুষোত্তমদাসের অপর নাম শ্রীনাগর-পুরুষোত্তম। শ্রীপুরুষোত্তমের পুত্র শ্রীকানুঠাকুর শ্রীভগবানের পরমভক্ত। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকংসারিসেনের নিবাস গুপ্তিপাড়ায় ছিল। কিন্তু অধুনা তথায় তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইঁহাদের ন্যায় চারিপুরুষ ধরিয়া সিদ্ধ গৌরভক্ত অত্যন্ত বিরল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস—তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপুর॥
(চৈঃ চঃ)

সদাশিব কবিরাজ মহা-ভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদাস নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনাতেও দেখা যায়,—

শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ।
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে।
নিরন্তর প্রেমোন্মাদ বাহ্য নাহি জানে॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম॥

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট পূর্ব্বে চাকদহ ও শিমুরালি ষ্টেশন হইতে সমদূরবর্ত্তী সুখসাগরে ছিল। প্রথমে বেণডাঙ্গা গ্রাম ধ্বংস হইলে সুখসাগরে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহগণ আনীত হন। পরে তাহাও গঙ্গাগর্ভজাত হইলে ঐখানে শ্রীজাহ্নবামাতার যে গাদি ছিল, সেই গাদির শ্রীবিগ্রহগণের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরেরও শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হন। বেড়িগ্রামও ধ্বংস হইলে শ্রীজাহ্নবা-মাতার গাদির শ্রীবিগ্রহসমূহের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ প্রায় ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ চান্দুড় গ্রামে আছেন। এই চান্দুড় গ্রাম শিমুরালি ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। পুরাতন সুখসাগর নদীগর্ভজাত হওয়ায় নূতন সুখসাগর এই চান্দুড় গ্রাম হইতে তিন চারি মাইল দূরে, কালীগঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর [illegible] দেবীর ভক্ত [illegible] শ্রীদেবকী[illegible] ([illegible]) [illegible] মতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর, কাহারও মতে শ্রীজাহ্নবা-দেবীর এবং কাহারও মতে এই শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণববন্দনা-লেখক শ্রীদেবকীনন্দন দাস যে ইঁহারই শিষ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে বৈষ্ণববন্দনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কিংবদন্তী এই যে, গঙ্গার পূর্ব্বতীরে সুখসাগর নামক গ্রামে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের বাস ছিল। শ্রীপুরুষোত্তমের পত্নীর নাম 'জাহ্নবা' ছিল। ঠাকুর কানাইয়ের আবির্ভাবের পরেই শ্রীজাহ্নবা অপ্রকট হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমের পত্নী-বিয়োগের কথা শুনিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের গৃহে শুভাগমন করেন এবং তাঁহার পুত্রকে স্বীয় ভবন খড়দহে লইয়া যান।

শুনা যায়, শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পুত্র শ্রীকানুঠাকুর বাঙ্গালা ৯৪২ সালে আষাঢী শুক্লা দ্বিতীয়ায় বৃহস্পতিবারে রথযাত্রার দিনে আবির্ভূত হন। শিশুকাল হইতে ঠাকুর কানাইয়ের কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণতা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নাম 'শিশু-কৃষ্ণদাস' রাখেন। 'শিশুকৃষ্ণদাস' পঞ্চমবর্ষ বয়সে ঈশ্বরী শ্রীজাহ্নবা-মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবন-ধামে গমন করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণ শিশুকৃষ্ণদাসের ভাবাদি দর্শনে তাঁহাকে 'ঠাকুর কানাই' নাম প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ পদের একটী নূপুর পদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঠাকুর কানাই তখন বলেন,—'যে স্থানে এই নূপুর পতিত হইয়াছে, আমি সেই স্থানে বাস করিব'। যশোহর জেলার বোধখানা নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। তদবধি ঠাকুর কানাইয়ের বোধখানায় আসিয়া বাস। এই বোধখানাই শ্রীকানু ঠাকুরের শ্রীপাট। কেহ কেহ শ্রীকানু ঠাকুরকে দ্বাদশ-গোপালের অন্যতমও বলেন। শ্রীকানু ঠাকুর খেতুরীর উৎসবে শ্রীজাহ্নবাদেবী ও শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ভগবদ্ভক্ত হরিদাসগণের পরমপবিত্র অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত আলোচনাতেই জীবনের সাফল্য। ভক্তের অযোগ্য কিঙ্করাধিকঙ্কর-সূত্রে তদনুশীলনই আমাদের কৃত্য হউক। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন,—

হরিদাস-স্মৃতি-বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিবে তাঁ'রে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
এ বচন মোর নহে, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
মহাভক্ত হরিদাসঠাকুর জয় জয়।
হরিদাস স্মরণে সর্ব্বপাপক্ষয়॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[illegible] লঘু। আর গুরুপাদপদ্ম যিনি কৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, [illegible]ও বৃহৎ। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন ব'লে কৃষ্ণের প্রিয়তম। ভগবানের যাবতীয় প্রিয়গণের মধ্যে আমার মন্ত্রদাতা [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়জাতীয় প্রকাশ। কেহ মনে না করেন, তিনি বা আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়-বিগ্রহ। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ও অনর্থমুক্ত অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের দর্শনভেদ আছে। অনর্থযুক্তাবস্থায় ভোগতাৎপর্য্যে দর্শন ও অনর্থমুক্তাবস্থায় সেবাদর্শন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে প্রকার সেবা করেন, [illegible] সেই প্রকার বিচার থাকবে। আমি একদিকে ভগবান আর গুরুপাদপদ্মের [illegible] তা' হ'লে [illegible] হ'য়ে গেল।

ব্রহ্মা-শিবাদি সকলেই শ্রীমদ্বৃন্দাবনের [illegible] কীর্ত্তন ক'রেছেন। এখানকার টেঁটু গাছ, পিপুল গাছ, গরু, [illegible] কোনটাই সাধারণের ভোগ্য পদার্থ নহে। হৃদয় যাঁদের বিষয়স্পৃহারহিত হ'য়েছে, তাঁহারাই পরম অসুবিধাগুলিকে সুবিধা মনে করেন অর্থাৎ সব কৃষ্ণসেবার অনুকূল ক'রে নেন।

ব্রজে এসে কোথায় সুবিধা হ'বে কিন্তু তা' না ক'রে ধামাপরাধ ও নামাপরাধকেই ধামবাস ও নামভজন মনে কর্‌ছি। একে ত' গুরুপাদপদ্মের কথা শুন্‌বার আদৌ রুচি নাই—হরিকথা শুনে যেটুকু রুচি হ'বে, সেইটুকুও বন্ধ ক'রে দাও, কপাট বন্ধ ক'রে দাও, কপাট বন্ধ ক'রে [illegible] ভজন কর—হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের প্রতি [illegible] ক'রে দাও। আউলবাউলাদির এই মত আজকাল প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছে।

যে কয়টা দিন জীবন আছে, সেই শেষ কয়টা দিন যদি হরিভক্ত [illegible] তা' হ'লেই সুবিধা হ'বে। [illegible] আদর্শ নয়, জাগতিক পাণ্ডিত্য আমাদের আদর্শ নয়, জাগতিক কুলীন আমাদের আদর্শ নয়, জাগতিক রূপবান [illegible] আদর্শ নয়। আমরা [illegible]

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১১৫

সেবক—শ্রীমদনমোহন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীধনঞ্জয় অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅনুভবানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পুঁড়া, চব্বিশ পরগণা

সেবক—শ্রীঅনন্তনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নুতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা রোড, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধীবাসং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রীইন্দ্রদমন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণা মথুরা

সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

রায়পেটা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবন্ধক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিবন্ধক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীযদুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীরসিকমোহন ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান

সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউটস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীনদবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—::০::—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	৷৵৹	৷৵৹	৷৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷৹	১৷৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রপুষ্পমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ৷৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

—::০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৭০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রদের জন্য ফ্রীস্টুডেন্টসসিপের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আদর হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ — শনিবার ব্যতীত

					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৩	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২ ২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩৩	৭-২৮	১৩ ২৯	..	..	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	. .	. ৯-৩১			. .		.	. ..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮ ২৯	৮ ৪০	১০-৩	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন — শনিবার ব্যতীত

						অন্য দিন	শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬ ৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৫	১৭-৩৬	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ		.	.		১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৫৬	১৮-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫১
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরববিধায়ক অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনবৃন্দ যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৮০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

সজ্জনতোষণী কল্যাণকল্পতরু

'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিশিষ্ট'-নামক বিস্তৃত তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৩ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৫ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৩০শে জুলাই ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১২৩২৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

——::[*]::——

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর দ্বাদশগোপালের অন্যতম সুবাহু সখা। ইনি জীবমঙ্গলের জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসঙ্গিরূপে সুবর্ণবণিক্‌কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি শ্রীকৃষ্ণপুর হইতে এই সপ্তগ্রাম এক মাইলের কিছু বেশী হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ।
(চৈঃ চঃ)

উদ্ধারণ দত্ত মহা-বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দসেবায় যাঁহার অধিকার॥
কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তার॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জয় জয় উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক্‌কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সেই 'ত্রিবেণীঘাট' নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি' পাইলেন গোবিন্দচরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্ব্বপাপক্ষয় হয় যাঁ'র দরশনে॥
(চৈঃ ভাঃ)

শুনা যায়, সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্ত-সেবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত আছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম ও সিংহাসন বেদীর নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীআলেখ্য অর্চ্চিত হইতেছেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি এখন সপ্তগ্রাম-শ্রীপাটে নাই। কেহ কেহ বলেন, শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের পূর্ব্বের শ্রীমূর্ত্তি ও ঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম হুগলী-বাশিগ্রামে আছেন।

শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর কাটোয়া হইতে দেড়মাইল উত্তরে 'নৈহাটী' গ্রামের রাজার দেওয়ান ছিলেন। দাঁইহাট ষ্টেশনের নিকটে অদ্যাপি ঐ রাজবংশগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঠাকুর রাজকার্য্য উপলক্ষে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা আজও উদ্ধারণপুর নামে অভিহিত। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এখানকার শ্রীগৌরনিতাই-বিগ্রহও অন্যত্র নীত হইয়াছে বলিয়া কথিত। এই স্থানের মন্দিরের পশ্চিমে, কাহারও মতে শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান। কাহারও মতে ঠাকুরের পিতার নাম—শ্রীকর, মাতার নাম—শ্রীভদ্রাবতী এবং পুত্রের নাম—শ্রীনিবাস।

মদীয় শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদে শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাকালে বাঙ্গালা ১৩৩১ সালের ১৮ই মাঘ শনিবার শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট সপ্তগ্রামে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের মহিমা অনর্গল কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে আমরা দুই একটী কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি,—

"শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত ভক্ত-বৈভবের মালিক। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে উদারধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য গৌড়সাম্রাজ্যে প্রেরণ করেন, তখন শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দগণের প্রধান গুপ্তস্বরূপ ছিলেন। ইনি অবর ব্রাত্য বৈশ্যকুলে আবির্ভূত হইলেও সেই কুলের পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না, অথবা সেই জাতির অন্তর্গত নহেন। অর্থাৎ ঠাকুর মহাশয় সুবর্ণবণিক্ নহেন। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণবণিক্ বুদ্ধি করিলে অনন্ত রৌরবে গমন করিতে হইবে। তিনি ব্রজের শ্রীবলদেবের সখা। তিনি সাধারণ গোয়ালাও নহেন, তিনি শ্রীনন্দনন্দনের নিত্যসঙ্গী চিন্ময় দুধ-বেচা গোয়ালা।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই। কেবল উভয়ে নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ—একজন বিষয়তত্ত্ব আর একজন আশ্রয়তত্ত্ব। সাক্ষাৎ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ বলিতে যাহা বুঝায় শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে তাহাই বুঝিতে হইবে। আমরা অনেক সময় ভগবদ্ভক্ত-গণকে—নিত্যপারিকর বৈকুণ্ঠবস্তুসমূহকে মায়িক বুদ্ধি দ্বারা—অক্ষজজ্ঞান দ্বারা মাপিতে গিয়া অপরাধ করিয়া বঞ্চিত হইয়া পড়িয়া থাকি—ভগবদ্ভক্তও যেন আমাদের ন্যায় কর্ম্ম-ফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত।

যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্য সেবক—যাঁহারা সত্য সত্য হরিভজন করেন, তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আলিঙ্গিত-বিগ্রহ এবং প্রকৃত বংশোদ্ভূত। বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সমান জ্ঞান করার ন্যায় মহাপরাধ আর নাই। পূর্ব্বজন্মের পাপফলে মানুষ অবরকুলে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীউদ্ধারণ প্রভু পাপফলে নীচকুলে উদ্ভূত হন নাই। শ্রীল উদ্ধারণ প্রভু মাটীর উদ্ধারণ পাত্র নহেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে আমরা অক্ষজজ্ঞানে মাপিতে গেলে বঞ্চিত হইব।

ভগবানের সখা ও চতুর্ভুজ নারায়ণে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল লীলাগত ও রসগত তারতম্য আছে। শ্রীগুরুদেব অভিন্ন নিত্যানন্দস্বরূপ। আমার গুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু। আমার গুরুদেব যাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার গুরুদেবের নিকট নিত্যানন্দাভিন্ন-স্বরূপ। আমার পরম-গুরুদেব যাঁহাকে তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার পরম-গুরুদেবের নিকট অভিন্ন-নিত্যানন্দস্বরূপ। বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু যাঁহারা আমার গুরুদেব নিজমুখে কখনও বলেন নাই যে,—'আমি নিত্যানন্দ'। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীগৌরসুন্দরের দাস—গৌরচন্দ্রের মনোভীষ্ট-সেবাকারী বলিয়াই অভিমান করেন। কিন্তু আমি যদি আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে, আমার

গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ নহেন, সেইদিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে, আমার গুরুদেব আমাকে অনন্ত অনর্থবিস্তারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে পাষণ্ড আমার শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু বলেন, সেই প্রকার পাষণ্ডের সহিত আমার যেন স্বপ্নেও সাক্ষাৎ কার না হয়।"

[illegible] একটি [illegible] মণ্ডপ আছে। [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই স্থানে শুভাগমন করেন, তখন শ্রী[illegible] একটী [illegible] প্রভুর জন্য [illegible] ছিলেন। [illegible] বৃক্ষ [illegible]। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রী[illegible] ঠাকুরকে [illegible] বাধক বৃক্ষ কাটেন নাই। কোনও সম্প্রদায়ে [illegible] পতিত [illegible] করিতে পারেন না। [illegible] পুত্র [illegible] সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করেন।

—

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

—:○:—

পরদোষে সদ্‌গুণ [illegible] কর্ত্তব্য। যাঁহারা অকপটে [illegible] প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে [illegible] হইবে না। এই পথে [illegible] নীচ [illegible], বংশগত [illegible] স্বাভাবিক দোষ কিম্বা [illegible], পীড়া [illegible] দোষদৃষ্টি [illegible] ভক্তজনের [illegible] বিচার করিতে হইবে না। কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম—তিন প্রকার ভক্তেরই [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] দর্শন করিতে হইবে না। তবে [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] হইবে।

[illegible] বৈষ্ণব নয়, [illegible] —[illegible]। [illegible] চেষ্টা। [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] হইবে। [illegible] নহে। [illegible]

হইবে। যিনি ভজনবিজ্ঞ ও যাঁহার অন্য দর্শন অর্থাৎ কোথাও লঘুদর্শন নাই, সর্ব্বত্র গুরুদর্শন, সেই পূর্ণ শরণাগত মহাভাগবতের সর্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তিনি সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বগুরু হইয়াও আপনাকে অতি হীন ও লঘু অভিমান করেন। তিনি অমায়িক, তাঁহার দম্ভজনিত কোনও দর্শন নাই, সুতরাং তিনি কৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্র। তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। যাঁহার নিরন্তর শিষ্য অভিমান আছে, তিনিই গুরুপদবাচ্য।

অন্তর অন্তরে প্রবেশ না করিলে শিষ্য হওয়া যায় না। সেখানে অকপট সেবা [illegible] অন্তরের কথা জানা যায়। যেমন প্রাকৃত জগতে মা অনেকটা শিশুর অন্তরের কথা জানেন, মাতা শিশু পুত্রের অন্তরের কথা জানেন। অপ্রাকৃত জগতে ইহাই নিত্য [illegible] যে, তিনি সেবাপ্রভাবে [illegible] অন্তরের কথা জানেন। যেমন [illegible] অন্তরের কথা জানিয়া "[illegible]" [illegible] বাঁধিয়া ছিলেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলে [illegible] দীক্ষিত ব্যক্তিকে গুরু [illegible], এমন কি, গুরুদেব পর্য্যন্ত 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন। [illegible] 'প্রভু' ত' একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীভক্তিবিনোদ সম্প্রদায়ে সদ্যোদীক্ষিত ব্যক্তিকেও 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ এই যে, সেখানে বক্তা মানদধর্ম্মাশ্রয়ী হইয়া নিজেকে 'ছোট' অভিমান করেন, অর্থাৎ 'তিনি সেবা আরম্ভ করিয়াছেন, আমি করিতে পারি নাই' বা 'গুরুর সেবক হইতে বাঞ্ছা আমার' - এই বিচারে বক্তা [illegible] ব্যক্তিকে মান দান করিয়া থাকেন।

ভগবৎকৃপা - অহৈতুকী। সেবোন্মুখতা বা শরণাগতিই কৃপা-লহরী। যাঁহারা কৃপার পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম সাধনের দ্বারা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনও মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন না। [illegible] প্রতি শরণাগত হইলে, অর্থাৎ [illegible] নিষ্কপটে আত্মনিবেদন করিলেন, তাঁহার উপর [illegible] ভগবৎকৃপা বর্ষিত হইবে। ভগবানের নিত্য স্বভাবে সর্ব্বদাই অহৈতুকী কৃপা-বিতরণ। কর্ম্মীর চক্ষে অদৃষ্ট বা 'অদৃষ্ট'-বাদ নহে, এবং সংসার অমঙ্গলমুখ হইবার [illegible] ভগবৎকৃপা, শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ লাভে বঞ্চিত থাকে। শরণাগতের অন্তরে [illegible], প্রাকৃত-বর্জ্জনের মধ্যে যে [illegible], তাহা ভগবানের [illegible]। মুক্তপুরুষগণেই প্রকৃত [illegible] অপ্রাকৃত [illegible]।

শ্রীতুলসী গুরুদেব, বৃন্দারাণী; একমাত্র তাঁহারই কৃপায় বৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া ও গুরুপাদপদ্ম বলিয়া আমরা তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ ও তাঁহার আনুগত্যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকি। কৃষ্ণপাদপদ্মপরাগ-বিভূষিত তুলসীর এমনই মহিমা যে, তাহা আত্মারাম চতুঃসনেরও আত্মারামত্ব ছাড়াইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে।

শরণাগতির প্রতি বিরাগবিশিষ্ট হইয়া—গৃহব্রত-ধর্ম্ম বা ত্যাগব্রতধর্ম্মের খুঁটি বজায় রাখিয়া যদি কেবল হরিনাম গ্রহণের ছলনা করা যায়, তবে তদ্দ্বারা নামে রুচি বা লোভ হইবে না, অবিদ্যারূপ পিত্ত বিনষ্ট হইবে না, নামের স্বাদ পাওয়া যাইবে না। আদৌ অন্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা শরণাগতি। শরণাগত হইয়া সেবা কর। অবিদ্যারূপ যে 'গদ' অর্থাৎ রোগ তাহাকে বিনাশ করে, অবিদ্যারূপ মূল রোগের বীজকে ধ্বংস করিয়া দেয় যে নামের আভাসমাত্র, সেই চিদ্‌ঘনস্বরূপ নামপ্রভু ও তাঁহার গোকুল-মহোৎসবময়ী যে লীলা, শরণাগত হইয়া তাহার সেবা করিলে চরম পরম মঙ্গল লাভ হয়।

যিনি শরণাগত হইয়া নামপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রীনাম প্রভু বলপূর্ব্বক সেই নামগ্রহণকারীর সর্ব্বনাশ করেন—অবিদ্যারূপ ভোগ্য লক্ষণময় 'সর্ব্ব'কে আভাসের বিক্রমেই নাশ করিয়া দেন। অবিদ্যারূপ রোগের মূলবীজ হননকারী বলিয়া হস্তা। ইহা নামপ্রভুর অবান্তর বিক্রমপ্রকাশ। আর সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার বিক্রম এই যে, তিনি ক্রমবর্দ্ধমান গোবিন্দের সেবায় পৌছাইয়া দেন। শ্রীনামপ্রভুর আশ্রয় ব্যতীত কখনও অবিদ্যার মূল বিদূরিত হইতে পারে না।

অর্থপ্রবৃত্তি যত হইবে, তত অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকিবে। অনর্থ—ঋণজাতীয় আর সাধুসঙ্গে ভজন - ধনজাতীয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-কামনাই ধন, সেই ধন যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই পুরুষাভিমানরূপ ঋণ কমিতে থাকিবে। প্রথমে ধনজাতীয় বস্তুর কৃপা বা বাস্তববস্তুর অবতরণ, আগে ঋণ দূর করিবার চেষ্টা নহে। পূর্ব্বে কৃপার বরণ বা শরণাগতি। এ জন্য আদৌ গুরুপাদাশ্রয়। ধনের আগমে ঋণ যত কমিতে থাকিবে, তত ধন বর্দ্ধিত হইবে ও আর করিবার জন্য আগ্রহ হইবে।

আগে শ্রবণ, তৎপরে সুকীর্ত্তন। অনুকীর্ত্তনই সুকীর্ত্তন বা সম্যক্‌কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন। সুকীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন একাকী বা নির্জ্জনে নহে, সাধুর সঙ্গে। বহু আশ্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। 'সুকীর্ত্তন' শব্দ শুদ্ধ কীর্ত্তন অর্থাৎ অপরাধশূন্য কীর্ত্তন এই অর্থ হইবে। অপরাধযুক্ত কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে আভাস কীর্ত্তন ও তৎপরে সংকীর্ত্তন বা শুদ্ধ কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের পর স্মরণ হয়। বস্তুর যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম—'স্মরণ', সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সাধারণভাবে এক বিষয়ে মনোনিবেশের নাম—'ধারণা', বিশেষভাবে রূপাদিচিন্তনের নাম—'ধ্যান', অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় স্মরণের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি আর কেবলমাত্র ধ্যেয়ের স্ফূর্ত্তির নামই সমাধি। শরণাগতির যত পুষ্টতা হইবে, ততই অপরাধের নির্ম্মুক্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত রসের প্রতি রুচি না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত শুদ্ধনাম কীর্ত্তন বা উপদেশামৃতের নির্ম্মল উপদেশ পূর্ণভাবে পালন করিবার যোগ্যতা হয় না।

স্বরূপের জাগরণে যখন শ্রীনামপ্রভুর প্রতি সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং শ্রীনামপ্রভুও যখন নামোচ্চারণকারীকে প্রিয়জন জ্ঞান করেন তখনই নামকীর্ত্তনকালে নামের সুমধুর উপদ্রব বা নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অত্যাচার উপলব্ধির বিষয় হয়। অত্যন্ত আপনজনের নিকটই শ্রীনামপ্রভু স্বীয় প্রতাপ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন। এই উপদ্রব অত্যন্ত মধুর। উহা চিত্তে সুধাবর্ষণ করেন। স্বীয় বিচিত্র বিলাস অনুভব করাইয়া নামগ্রহণকারীকে একান্ত আপনার নিজের একচেটিয়া বা নিজের সম্পত্তিজ্ঞানে নানাপ্রকারে তাহার সহিত রঙ্গ করিয়া যে স্বীয় প্রতাপ দেখান, উহা নামগ্রহণকারীকে আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত করে। নামপ্রভুর এতাদৃশ উপদ্রব সিদ্ধিকালেই লাভ হয়। তখনই শ্রীনামের রসস্বরূপ উপলব্ধি হয়—রসের আস্বাদন হইতে থাকে। ইহা ভাবরাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক প্রেমের স্তরে পৌঁছিলেই সম্ভব হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। প্রেমের রাজ্যে অবস্থান হইলেই শ্রীনামের বিলাস দর্শন বা রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

কৃষ্ণ—মদনমোহন, পঞ্চশরের দ্বারা শক্তিগণকে আকর্ষণ করেন। যখনই জীব সাধুসঙ্গ করেন, তখনই কৃষ্ণ বাণ ছুঁড়িয়াছেন, জানিতে হইবে। জীবের হৃদয় স্পর্শ করা পর্য্যন্ত জীব শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি পর্য্যন্ত স্তর অতিক্রম করেন। অর্থাৎ জীবের কেবল target স্পর্শ করা মাত্র। রক্তপাত বা বিদ্ধ করা পরে। রক্তপাত মানে অশ্রু-ভাবাদ। একই ভক্তির বিভিন্ন অবস্থা। সাধনাবস্থায় অর্থাৎ আসক্তি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি শ্রদ্ধারূপা। ভাবোদয়ে রতির উদয়। ভাবভক্তি রতিরূপা। প্রেমকেই 'ভক্তি' বলা যায়। প্রেম ভক্তিরূপা।

কৃষ্ণের অনুরাগিজন কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদির দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা আকৃষ্ট তাঁহারাই কৃষ্ণানুরাগী। যাঁহাদের পুরুষাভিমান নাই, কৃষ্ণযোষিদভিমান আছে, কৃষ্ণসর্ব্বস্ব তাঁহারাই ব্রজবাসী।

———

ভক্তির আশ্রয়ভূমিকা

—::[*]::—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবানের অর্থাৎ ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবকৃপারূপ সুকৃতিফলে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়লাভ হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় শ্রবণরূপে সম্বন্ধজ্ঞানের উপলব্ধি ও শ্রদ্ধার অঙ্কুর বা ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সেই বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে মালীর ন্যায় ভক্তিলতার বীজে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণকীর্ত্তন-জল অনুক্ষণ সেচন করিতে হয়। অনর্থযুক্তাবস্থায়ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজন করিতে করিতে অনর্থমুক্তাবস্থা লাভ হয়। অনর্থমুক্তাবস্থায় শ্রবণকীর্ত্তন-ভজন সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। তখন রাগময়ী ভক্তির আশ্রয়ে কৃষ্ণমাধুর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ঐশ্বর্য্যে শুদ্ধভক্তিলতার আশ্রয়যোগ্য স্থান নাই।

স্বরূপবিস্মৃত জীব ব্রহ্মাণ্ডবিচারের অন্তর্গত সদসৎকর্ম্মের দ্বারা বিচালিত হইয়া উচ্চাবচ যোনি স্বীকার পূর্ব্বক এই চতুর্দ্দশ লোকে গমনাগমন করিয়া থাকে। দান, ধ্যান, তপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধন, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি দ্বারা মহঃ, জন, তপঃ, সত্যাদি ঊর্দ্ধলোক লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত হওয়ায় ঐ সকল হইতে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। "আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" প্রভৃতি গীতার বাক্যই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্মাণ্ড ও চিজ্জগতের মধ্যগত পরিখারূপে ব্রহ্মলোকের নিম্নে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বিরজা বা কারণ-সমুদ্র রহিয়াছে। বিরজায় সমস্ত গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণের সূক্ষ্মাবস্থা সাম্যভাব লাভ করে। বিরজা বা কারণ-সমুদ্রে কারণোদকশায়ী প্রথম পুরুষাবতার। কারণ-সমুদ্রে ভাসমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, সহস্রমস্তক, সহস্রচক্ষু, সহস্রপদ গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার। গর্ভোদকশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা ও ভ্রূভঙ্গী হইতে শিবের উৎপত্তি। কারণ-সমুদ্রের পরে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ধাম ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকে ভক্তিলতার আশ্রয়স্থান নাই। যাঁহারা ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ম্ময়তায় আত্মহারা হইয়া পড়েন, তাঁহারা আর পরব্যোমের সন্ধান পান না। তাঁহাদের ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া শুষ্কতা লাভ করে। কারণ, তাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেককে সাময়িক ও ভক্তিলতাকে ক্ষণজীবী মনে করেন। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম। তথায় মর্য্যাদা-ভাবময় গৌরব-সখ্যার্দ্ধ, দাস্য ও শান্ত—এই আড়াইটী রসের একমাত্র পূজ্য বিষয়—শ্রীনারায়ণ। পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে বিভিন্ন বিভিন্ন অবতারাবলীর পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। লক্ষ্মী, গরুড়, বিষ্বক্‌সেন, সীতা এবং বৈকুণ্ঠের সর্ব্বোচ্চ স্তরে রুক্মিণী, সত্যভামাদির প্রকোষ্ঠ। পুরুষোত্তম, অযোধ্যা প্রভৃতি পরব্যোমের অন্তর্গত উন্নত প্রদেশ দ্বারকা। যাঁহারা নিম্ন হইতে গোলোক দর্শন করেন, তাঁহারা গোলোকের নিম্নার্দ্ধ মাত্র দর্শন করিতে পারেন। শান্ত, দাস্য, সখ্যার্দ্ধ বা গৌরবসখ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের দৃষ্টির সীমা। কিন্তু যাঁহারা উপরিভাগে গোলোক দর্শন করেন, তাঁহারা শেষার্দ্ধ পর্য্যন্তও দেখিতে পান। বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই উন্নত আড়াই প্রকার রসও তাঁহাদের দৃষ্টিতে উপনীত হয়। বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমের উপরে ঊর্দ্ধতমধাম—গোলোক। তথায় বিশ্রম্ভভাবময় মধুর, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত—এই পাঁচটী রসের একমাত্র সেবা-বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণের বিভূতি চতুষ্পাদ। তন্মধ্যে চিজ্জগতে তিনপাদ বিভূতি এবং জড়জগতে একপাদ বিভূতি। একপাদ বিভূতিতে চৌদ্দভুবনাত্মক মায়িক বিশ্ব। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য প্রবল, নারায়ণচন্দ্রই তথায় রাজরাজেশ্বর। অনন্ত চিদ্বিভূতি দ্বারা তথায় তিনি পরিসেবিত। বৈকুণ্ঠে ভগবানের স্বকীয় রস। শ্রী, ভূ, লীলাশক্তিগণ স্বকীয়া স্ত্রীরূপে নারায়ণের সেবা করিতেছেন। স্বকীয়া পুরবনিতা অর্থাৎ দ্বারকার মহিষীগণ যথাস্থানে সেবাতৎপর। ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান শ্রীমথুরা-মণ্ডলের অন্তর্গত। মাথুরমণ্ডল ও গোলোক অভেদতত্ত্ব। যাঁহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকটলীলায় প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী মথুরাধাম, অপ্রকটলীলায় গোলোক। গোলোকস্থ বিশ্রম্ভ-শান্তের আশ্রয় গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যামুনতট, বংশী, কদম্ব প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্রম্ভভাবময় দাস্যের আশ্রয়—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল প্রভৃতি এবং বিষয়—একমাত্র নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্রম্ভভাবময় সখ্যের আশ্রয়—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—শ্রীনন্দকুমার। বিশ্রম্ভভাবময় বাৎসল্যের আশ্রয়—নন্দ, যশোমতী, উপানন্দ প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—শ্রীনন্দগোপাল। পারকীয় মধুর রসের আশ্রয়—শ্রীমতী রাধিকা ও ব্রজবনিতাগণ এবং একমাত্র বিষয়—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তিলতায় আরোহণের সীমাপরাকাষ্ঠার কথা জগতে জানাইয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি
রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধন।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত-
প্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং
বিবেকী ন কঃ॥'

শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে অচিন্ত্য অজত্বের বিপরীত দর্শনপ্রকাশকারী মথুরা শ্রেষ্ঠ, মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসবানন্দন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ কামকেলি-স্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, গোবর্দ্ধনের সন্নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন-প্রান্তে বিরাজমান এই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত না করিয়া থাকেন?

যখন সাধকের ভক্তিলতার বীজ ক্রমে ক্রমে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন-প্রভাবে অঙ্কুরিত হইয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, তখন যদি কোন নিষ্কপট বিষ্ণুভক্তের চরণে নিন্দাদি অপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লতায় মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, জড়ীয় সম্মান ও প্রতিষ্ঠার আশা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি, জড়ীয় বিষয়লাভেচ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৈষ্ণবাপরাধ—মত্তহস্তীর ন্যায় লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। তাহাতে সমস্ত পত্র শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সাধকের সর্ব্বপ্রথমে উপশাখা ছেদন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে লতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রপক্ক প্রেমফল প্রদানপূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তন-জলসেচনকারী মালীকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ধরে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণবাপরাধ উঠে হাতীমাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালি কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥
এই ত' পরম ফল পরমপুরুষার্থ।
যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

—

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

(শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ২১।৩।৪৮)

অদ্য পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের জগন্মঙ্গলময়ী শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলার একটি স্মারক তিথি। আমরা সম্ভোগবাদ-প্রমত্ত, কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা মায়ামৃগের অন্বেষণে বড় দুর্গত জীব। এই যে জগদ্‌ভোগ করিবার দুর্দ্দমনীয়া পিপাসা, যাহা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে, সেই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরম কৃপা বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ ও বিষয়বিগ্রহগণ কখনও দীক্ষাগুরুরূপে, কখনও বা শিক্ষাগুরুরূপে, কখনও বা স্বয়ং শ্রীবিষয়বিগ্রহ হইয়াও শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের লীলা প্রকটনপূর্ব্বক সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। পূর্ণতম শ্রীবিষয়বিগ্রহ হইয়াও সাধক-ভক্তের ন্যায় লীলাভিনয় শ্রীগৌরলীলারই বৈশিষ্ট্য। পূর্ণতম শ্রীবিষয়বিগ্রহ পরিমুক্ত-প্রগ্রহ সম্ভোগ-চেষ্টা বিপলম্ভের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ঐ লীলা প্রকাশিত হন।

বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলা-প্রকটনের কি আবশ্যক ছিল? পরমহংসশ্রেষ্ঠগণের গুরুবর্গ যে শ্রীশ্রীশিবব্রহ্মাদি, তাঁহারা যাঁহার শ্রীপদনখার্চ্চন করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, সেই শ্রীভগবানের সাধকোচিত সন্ন্যাসলীলাপ্রকটনের কি আবশ্যক ছিল? অথবা পরমহংসগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীল ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ মহাপ্রেমিকগণের সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? এই সকল শ্রীবিষয়বিগ্রহ ও শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের সন্ন্যাসলীলা দর্শনে সুরিগণেরও বুদ্ধি বিমোহিত হইয়াছে। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক, দিগ্বিজয়ী সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণেরও চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হয়। অদ্বিতীয় বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণেরও সম্মানিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলায় বিমোহিত হইয়াছিলেন,—

ভট্টাচার্য্য কহে,—'ইঁহার প্রৌঢ়-যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হবেক রক্ষণ॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিয়া॥'

(চৈঃ চঃ)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পরম সদাচার-পরায়ণ, শ্রীক্ষেত্র সন্ন্যাসী, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরই যখন স্বয়ং শ্রীভগবানের প্রতিও এইরূপ আপাতিক চিন্তাস্রোতের উদয় হইয়াছিল, অথবা যখন শ্রীল মাধবেন্দ্র

মায়ারে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

পুরীর সন্ন্যাসলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যনামধারী সন্ন্যাসী রামচন্দ্র পুরীর শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আধ্যক্ষিক বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তখন অর্ব্বাচীন, পাষণ্ডী যে-সকল অবৈদ-পদ্ধতি ব্যক্তি জগতে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের যে শ্রীবিষয় ও শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের সন্ন্যাসলীলার দ্বারা মুগ্ধ ও বঞ্চিত হইতে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংসমুকুট-মৌলি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীআচার্য্যলীলা প্রকট করিবার বহু বৎসর পরে সন্ন্যাসলীলা বিস্তার করেন। সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি কি তখন অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মচারি-লীলায় শ্রীগুরুপদবাচ্য ছিলেন না, সন্ন্যাসী হইয়াই কি তিনি পরে বড় হইয়া গেলেন ? অথবা সন্ন্যাস-আশ্রম, যাহা বদ্ধ ও মুমুক্ষু জীবের আরাধ্য, তাহাই কি ভাগবত পরমহংসগণের ভূষণস্বরূপ বা শ্লাঘ্যবস্তু ?

নিত্যসিদ্ধ আশ্রয়বিগ্রহগণের সন্ন্যাসলীলা সাধক জীবের সন্ন্যাস চেষ্টার মত নহে, বাহ্যাকৃতিতে এক হইলেও অন্তরে সম্পূর্ণ পৃথক্। বীর বা বিবিৎসা-সন্ন্যাস দূরে থাকুক, নরোত্তম বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাস অপেক্ষাও নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের সন্ন্যাস-লীলায় আরও অনেক বড় কথা আছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

প্রভু বলে,—"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হঞা।
বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া ॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড়' মোর প্রতি।
কৃপা কর' যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥"
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলা প্রকটন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্তাবস্থারূপ যে অতিশয় দৈন্য অর্থাৎ বিপ্রলম্ভোন্মাদ, তাহাই আমাদের নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের চরিতে সন্ন্যাস-লীলারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অভীষ্ট প্রীতির পাত্রকে না পাইয়া অথবা তাঁহার সেবায় অতৃপ্ত হইয়া এজগতেও অনেকে বলিয়া থাকেন,—'আমি যোগী হইয়া চলিয়া যাইব, এদেশে আর থাকিব না।" প্রাকৃত বিরহই যখন ভোগীকে 'যোগী' করিয়া দেয়, তখন অপ্রাকৃত বিরহ যে তাহা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অনবদ্য তীব্রতা প্রকাশ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আশ্রয়বিগ্রহগণের অন্তরে অতিমর্ত্ত্য বিরহের যে অপ্রাকৃত অনবদ্য আগ্নেয়গিরি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহাই বাহিরে সময় সময় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণলীলাময় সন্ন্যাসাদির মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সেই লীলা প্রকট করিয়া সর্ব্বজীবকে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে আহ্বান ও আকর্ষণ করেন। শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের ভাব-অঙ্গীকারকারী স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলেন,—

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮২ সংখ্যা-ধৃত
উপপুরাণবচন)

হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক পাপহত মানবগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।

আমরা স্থবির, প্রস্তর, জড় হইয়া গিয়াছি। যেমন অচেতন ঘড়িতে চাবি দিলে তাহা কিছুক্ষণ চলে, আবার দম ফুরাইয়া গেলেই উহার সাময়িক কর্ম্ম-তৎপরতা স্তব্ধ হইয়া যায়, আমাদের হরিভক্তির অভিনয়ও সেইরূপ। দম-দেওয়া ভক্তির (?) নাট্য কতক্ষণ থাকে, আর উহার মূল্যই বা কি? যাহা স্বভাব হইতে, অনুরাগ হইতে প্রকটিত না হয়, তাহা সাময়িক একটু বাধা-বিপত্তি বা বিপদ-আপদে কর্ম্ম-তৎপরতা হারাইয়া ফেলে। আর যাহা প্রকৃত স্বভাব ও অনুরাগোত্থ বৃত্তি, তাহা বাধা-বিপত্তির দ্বারা আরও উচ্ছলিত ও সুতীব্র হইয়া উঠে। জগতে যে-সকল অসুবিধা ও বাধা বিপত্তি প্রতিনিয়ত আমাদের সম্মুখীন হইতেছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পরমকৃপার নিদর্শন। তোতাপাখীর মত ইহা মুখে আবৃত্তি করিয়া বলা এক কথা, আর অন্তরে অনুভব করিয়া সেই কৃপার বায়ুতে পাল তুলিয়া দিয়া শ্রীহরিভজনের জীবন-তরী ভাসাইয়া দেওয়া আর এক কথা। যাঁহারা সত্য সত্যই শ্রীহরি-ভজন করেন, তাঁহাদের নিকট প্রতিকূল বলিয়া কোন অবস্থা নাই, সমস্তই তাঁহাদের ভজনের অনুকূল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়ে' যে পত্রটী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই বিচারের পূর্ণ সাক্ষ্য পাওয়া যায়,—"কৃষ্ণের বড়ই কৃপা ও আমার পরম-সৌভাগ্য যে, যাহাদের গতি কোন কালেই নাই—এতাদৃশ নিত্যস্বার্থভ্রষ্ট ও অসত্যে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃকও আমার মত * * জীবাধম দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যক্ত হওয়ায় পুরস্কারস্বরূপ হরিভজনের অপূর্ব্ব দুর্লভ সুযোগ পাইয়াছে। * * "নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ।" "তত্তেঽনু-কম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥"—ইত্যাদি ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের বাণীই অদ্য ও নিত্যকাল আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আরাধ্যরূপে প্রকাশিত হইয়া আমার অনুসরণীয় পন্থা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ ও উপদেশ করিতেছেন।"

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পড়ুয়া, পাষণ্ডী, হিন্দু, এমন কি, শ্রীনবদ্বীপের যে-সকল ব্যক্তিকে উচ্চ সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি কৃপাবিতরণ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিধর্ম্মী কাজির নিকট অভিযোগ, শ্রীগৌরসুন্দরের সম্বন্ধে নানা-প্রকার কুৎসা-রটনা ও সর্ব্বপ্রকারে বিরুদ্ধাচরণ করিতে ত্রুটী করে নাই। কিন্তু সেই সকল প্রতিকূল অবস্থাও হরিভজনকারীর নিকট পরম অনুকূল,—এই শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। এক দুর্ম্মতি বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে অধিকার না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক"—এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর সেই বিপ্রের শাপ শুনিয়া পরম উল্লাস হইয়াছিল।

প্রতিকূল অবস্থা যত অধিক হয়, প্রকৃত হরিভজনকারীর ভজনের স্পৃহা ততটা দৃঢ় এবং অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া হেমদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় ততটা অধিক প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহা সাধারণ নিষ্কপট সাধকেও দেখিতে পাওয়া যায়, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎসেবকগণের কথা আর কি ?

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবের কৌপীন-গ্রহণের তাৎপর্য্য পুরুষাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপীর অনুচরীগণের গণে গণিত হওয়া। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতিতে—

ছোড়ত পুরুষাভিমান।
কিঙ্করী হইনু আজি কান ॥
বরজ বিপিনে সখী-সাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ ॥

অথবা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'য়—

বাবটে আমার কবে এ পাণি-গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরমশ্রেষ্ঠ, যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁ'র পায় ॥

—যে উপদেশ-রহস্য আছে, তাহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবের কৌপীন-গ্রহণের রহস্য। অনুকূল শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে অর্থাৎ শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহের অনুচরীগণের শ্রীপাদারেণুর অনুসরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণই গৌড়ীয়-গণের সাধ্যবস্তু।

শ্রীভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর, শ্রীশৃঙ্গার-রসতরুর মূল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপুর, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতেই শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভজন শ্রীমন্মধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে বিস্তারিত হইয়াছে।

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে ॥"

—শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের এই শ্লোক হইতে বিপ্রলম্ভাত্মক ভজনের শ্রীপুরীধারা গাঙ্গোত্রী-ধারার ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়-ভজন জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীপুরীধারা শ্রীভক্তি-বিনোদ-ধারার সহিত সখীত্বপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বন্যা প্রকট করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব-স্থান শ্রীপুরী—শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীপুরী, শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীক্ষেত্র। পুরীতেই শ্রীচৈতন্যবাণী আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী তাঁহারই 'গণেশ' শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লেখনীমুখে ও জন্মশ্রীক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। অভিন্ন শ্রীমথুরাপুরী শ্রীযোগমায়াপুরীতে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের আবির্ভাব। অতএব 'পুরী' নামটীর অনেক সার্থকতা আছে। শ্রীমথুরার প্রতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিপ্রভুর এত টান কেন? 'মথুরানাথ' নাম উচ্চারণ করিতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী প্রভু বিপ্রলম্ভপ্রেমে বিহ্বল হইতেন। শ্রীশ্রীপুরী-ভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ হইতে সেই স্বাভাবিক ভজন-রহস্য অবতীর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী সুধাসরিৎ-পরম্পরায় শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরীপাদ পর্য্যন্ত প্রকটিত রহিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মহাবদান্যময়ী সন্ন্যাস-লীলার তাৎপর্য্য আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কি করিয়া অবধারণ করিবে? সাধকজীবের বৈরাগ্য ও নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের বৈরাগ্য-লীলায় আকাশপাতাল পার্থক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহারা যে-সকল চেষ্টা করেন, আধ্যক্ষিক চর্ম্মচক্ষু তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপে দর্শন করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপদরেণুগণের নিকট এই প্রার্থনা যে, তাঁহার এই অতিমর্ত্ত্য শ্রীকৃষ্ণ-অনুসন্ধানলীলা আমাদিগকে নিরন্তর পালন করুন।

শ্রীচৈতন্যমঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ এবং শ্রীউপদেশামৃত ও অন্যান্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ ইষ্টগোষ্ঠীমুখেও হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক —শ্রীভক্তবান্ধব ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক —শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক —শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামশরণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
মৃত্তনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবরবান্ধববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক— শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রপতি দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপুরা
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক— শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক— শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁপগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমুরকুঠা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১০।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক— শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক— শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅরবিন্দগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের হাউরাদের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা শ্রবণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ।- গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
হিকমাত প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন্।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা
উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওরিয়েন্টাল
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদন আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা ভগবৎসেবাঃ (সানুবাদ)২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১
৪৬। অর্চ্চনকণ ৵১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ভিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইট্স্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরাভেল্ড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৭। গীতাবলী ৵১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থ শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৭৫ খানি চিত্র এবং শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ডবল ক্রাউন সাইজ সাত শত পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রেমানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সম্পদ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	. ...	......	১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯ ১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বগুলা) ছাঃ	..	.	৯-৩১				.	.
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৪৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বগুলা) ছাঃ		৭-১০	১০-.৬	১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "		৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ		৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩		২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৫৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বগুলা) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বগুলা) ছাঃ	..	..	..	. ..	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	.....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বগুলা) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তনের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। • পর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যান্বেষীদিগকে যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিম গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের শিক্ষাসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা:

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

সচিত্র কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১৫ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২রা আগষ্ট ইং ১৯৪১, শনিবার { ১২৫-২৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ শ্রীধর অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত

শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত দ্বাদশগোপালের অন্যতম কুসুমাসব গোপাল। শ্রীধর নবদ্বীপবাসী কদলীকাননোপজীবী দরিদ্র বিপ্র। তিনি কৃষ্ণধনে ধনী হইয়াও,কৃষ্ণকে প্রেমের দ্বারা বশ করিয়াও দরিদ্র ব্রাহ্মণের লীলাভিনয় করিয়াছেন। তিনি অকিঞ্চন ও শরণাগতের মূর্ত্তবিগ্রহ। এরূপ কাঙ্গাল অকিঞ্চনের ন্যায় ধনী ও সুখী কেহ নাই। তিনি শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিত্যসঙ্গী ও লীলার সহায়ক। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীধরের কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমাধব অকিঞ্চনপ্রিয় ও ভক্তিপ্রিয়। দীন হীন কাঙ্গালই ভগবানের কৃপা পায়। ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই সন্তুষ্ট হন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী, সৎ-আচরণ, বয়স বা অন্য কোন কিছু দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় না। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো
বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং
কিং তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য
কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ
গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥
(পদ্যাবলী)

ব্যাধের কি আচরণ ছিল, ধ্রুবেরই বা বয়স কত ছিল, বিদুরের কি বংশমর্য্যাদা ছিল, যদুপতি উগ্রসেনেরই বা কি পৌরুষ ছিল, কুব্জার কি অধিক রূপ ছিল এবং শ্রীসুদামা বিপ্রেরই বা কত ধন ছিল; অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই তুষ্ট হন, পরন্তু ভক্তিহীন অসংখ্য গুণেও তুষ্ট হন না।

যাঁহার ইচ্ছায় সমুদ্র স্থল এবং স্থল সমুদ্র হয়, বজ্র তৃণবৎ এবং তৃণ বজ্রবৎ হয়, জল স্থল হয় এবং স্থল জল হয়, অগ্নি শীতল হয় এবং হিম অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়, যাঁহার নিকট অসম্ভবও সম্ভব হয়, সেই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানকে যিনি প্রেমে বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীশ্রীধর ঠাকুর। তিনি কৃপা করিয়া শক্তিবুদ্ধিহীন দীন আমাদিগকে আত্মসাৎ করিলে—আমাদিগকে তাঁহার নগণ্য পদধূলি জ্ঞান করিলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে। শ্রীধরের ন্যায় ভক্তের কৃপাই ভগবানের কৃপালাভের একমাত্র অদ্বিতীয় উপায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ যাঁহাদের সঙ্গ ও কৃপালাভের জন্য করযোড়ে অবস্থান করে, সেই ভক্তগণের পদধূলিতে অভিষিক্ত হইতে পারিলেই সেবারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়। সুতরাং ভক্তের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক। সেই ভক্ত ও ভগবানের শ্রীনামগুণকীর্ত্তনই আমাদের জন্ম জন্ম কাম্য হউক। হরিসন্তোষ নিমিত্ত অন্য কোন সাধন আমাদের দরকার নাই। শ্রীধর কবি বলিতেছেন,—

চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মিদমাকৃষ্য হরিণা
চতুর্ভির্যদ্বর্ণৈঃ স্ফুটমঘটি নারায়ণপদং।
তদেতদ্গায়ন্তো বয়মনিশমাত্মানমধুনা
পুনীমো জানীমো ন হরিপরিতোষায় কিমপি॥
(পদ্যাবলী)

শ্রীকৃষ্ণ চারি বেদের হৃদয়াকর্ষণ পূর্ব্বক চারিটী বর্ণদ্বারা স্পষ্টভাবে নারায়ণ এই পদ যোজনা করিয়াছেন। আমরা নিরন্তর সেই নারায়ণ-নাম গান করিয়া সম্প্রতি আত্মাকে পবিত্র করিব; হরিসন্তোষ নিমিত্ত অন্য কোন সাধন জানি না।

ধন কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥
জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন, আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥
(চৈঃ ভাঃ)

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি
সুমধ্যমে॥
(ভাঃ ১০।৬০।১৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমরা স্বয়ং নিষ্কিঞ্চন এবং চিরকাল নিষ্কিঞ্চনপ্রিয়। তাই ধনিগণ প্রায়ই আমাদের সেবা করে না।

শ্রীধরের কৃপাভিখারী অকিঞ্চন ব্যক্তিই শ্রীধরের কৃপালাভ করিতে পারেন। সৎকুল, বিদ্যা, ধন, কীর্ত্তির দ্বারা যে গর্ব্বিত হইয়াছে, সেই অহঙ্কারী ব্যক্তি অকিঞ্চন ভক্তের ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন করিতে পারে না। কৃষ্ণ অকিঞ্চনগণেরই একমাত্র সম্পৎ এবং অকিঞ্চনগণও কৃষ্ণের একমাত্র সম্পৎ। যাহার কিছু ভোগ বাসনা আছে, ভগবান্ এরূপ ব্যক্তিরও অনুভবনীয় হন না। তিনি অকিঞ্চনের নয়নগোচর হন, সকিঞ্চন তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যাহার চিত্তবৃত্তি ভোগ আসক্ত, সে ভোগ-ত্যাগাতীত ভক্তির কোন সন্ধানই পাইবে না। নিষ্কপট ব্যক্তি ভগবানের শ্রীচরণযুগলে জলমাত্র দান এবং শ্রীতুলসী দ্বারা সেবা করিয়া উত্তমগতি লাভ করেন। ভগবান্ যাঁহাকে দয়া করেন, তাঁহার ধনজনাদি সমস্ত [illegible] হরণ করিয়া থাকেন। আগতুক অভাব-অসুবিধা ভগবানের অকপট দয়ার নিদর্শন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥
(ভাঃ ৮।২২।২৪)

[হে ব্রহ্মন্! পুরুষ যে অর্থবশতঃ মত্ত ও স্তব্ধ হইয়া ত্রিজগৎ, এমন কি, জগৎপতি আমাকেও অবজ্ঞা করে, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার তাদৃশ অর্থই হরণ করিয়া থাকি।]

জন্মকর্ম্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ॥
(ভাঃ ৮।২২।২৬)

[সেই মানবজন্মে যদি কোন ব্যক্তির উত্তম জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য বা ধনাদির গর্ব্ব না হয়, তাহা হইলে উহাই তাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ।]

ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্ত অবশেষ এই তিনটীর দ্বারা সাধন [illegible] করা যায়, [illegible] হয়। এই তিনটী [illegible] একান্তিক [illegible] [illegible] ভগবানের ভক্তকে [illegible] পারিলে [illegible] শ্রীগঙ্গাও [illegible] করেন। [illegible] ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকায় ভক্তগণ [illegible] পবিত্র করিয়া থাকেন। ভক্তকে দর্শন করিলে দর্শনকারীর [illegible] সৌভাগ্যের উদয় হয়। ভক্তদর্শন বা সদ্গুরুদর্শন হইলে জীবের ভোগ-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

পশারী বিদূরিত হইয়া সকল অনর্থ হইতে মুক্ত হন।

ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীধরের সঙ্গে নিত্যকাল লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। অকিঞ্চন ভক্ত শ্রীধরের হৃদয়ে ভগবান্ চিরদিনই বাঁধা আছেন। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বিশ্রামস্থল বা বসতি। ভক্ত জানেন—ভগবান্ তাঁহারই, আর ভগবানও জানেন ভক্তই তাঁহার প্রাণ। ভক্ত ভগবানের সুখের জন্য ব্যস্ত এবং ভগবান্ও ভক্ত-সুখবিধানের জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর উভয়ে উভয়কে সুখ দিবার জন্য ব্যস্ত। কে কাহাকে কত বেশী সুখ দিতে পারেন, এই বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। ইহাতে ভক্তেরই জয় হইতেছে। সুতরাং ভক্ত শ্রীধর যে কত বড় জিনিষ, তাহা কি কেহ বর্ণন করিতে পারে? যাঁহার চেয়ে বড় আর কেহ নাই, যাঁহার সমানও কেহ নাই, সেই সর্ব্বাপেক্ষা 'বড়'কেও যিনি বশ করিয়াছেন, সেই 'বড়' যাঁহার অধীন, সেই বড় যাঁহাকে 'বড়' করিয়াছেন সেই ভক্ত কত বড়।

শ্রীধর কৃষ্ণৈকশরণাগত। তিনি সকল গুণে গুণী, তিনি সর্ব্বগুণালয়। ভগবান্ তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। তাই তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎসেবা চেষ্টা ছাড়া আর অন্য কিছু নাই। সেবাতেই তাঁহার পরমানন্দ। তিনি স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া ঠাকুরকে ভোগ লাগাইতেন এবং তৎপরে শ্রীগোবিন্দের প্রসাদান্ন দ্বারা শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী ও অন্যান্য দেবতাগণকে নিবেদন করিতেন। শ্রীধর যখন যৌবনের শেষ-সীমায় নীত, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ-গৃহে প্রকটিত হন। ইহার বহু পূর্ব্বেই শ্রীধরগৃহিণী ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। তিনি সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন করিতেন। রাত্রিতে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তাহারা শ্রীধরের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিত। কিন্তু কৃষ্ণৈকশরণ সদা হাস্যময় শ্রীধর তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। শ্রীধর বাহ্যদর্শনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে লোকে খোলাবেচা শ্রীধর বলিত। তিনি থোড়, কলা, মূলা, মোচা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর যৌবনলীলায় এই শ্রীধরের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। অধ্যাপক নিমাই শ্রীধরের সঙ্গে সকল সময় নানাপ্রকার রহস্য করিতেন। তিনি বলপূর্ব্বক শ্রীধরের থোড়-কলা-মূলা গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীধরের খোলায় ভোজন করিতেন। শ্রীশচীমাতা শ্রীধরের থোড-কলা-মূলা প্রভৃতি পরমপ্রীতির সহিত রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিতেন এবং শ্রীশচীনন্দন ঐ সকল ভোজ্য আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন।

শ্রীধর স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি নিমাই পণ্ডিতের ঔদ্ধত্যসত্ত্বেও তাঁহাকে নিবারণ করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি ভাবিতেন, যদি বলপূর্ব্বকও ব্রাহ্মণ তাঁহার থোড়কলা ইত্যাদি গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মঙ্গলই হইবে। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছায় উহা তাঁহাকে বিনা-মূল্যে প্রদান করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই-দিন হইতে প্রত্যহ বিনামূল্যে শ্রীধরের দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। শ্রীধর বাহ্যলোকের দর্শনে দরিদ্র থাকিলেও তাঁহার দারিদ্র্যজন্য কোন ক্লেশবোধ ছিল না। শ্রীধরের মত সরল আস্তিক্য বুদ্ধি যাঁহার নাই, তিনি কখনই ব্রাহ্মণ নহেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরকে বলিলেন,—

প্রভু বলে—শ্রীধর, তুমি যে অনুক্ষণ।
হরি হরি বল, তবে দুঃখ কি কারণ॥
লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্নবস্ত্রের দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না খায়, পরে সব নাগরিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ)

তদুত্তরে শ্রীধর বলিতেছেন,—

শ্রীধর বলেন—উপবাস ত' না করি।
ছোট হউক, বড় হউক, বস্ত্র দেখ পরি॥
রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষীগণ থাকে, দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিতেছেন,—

প্রভু বলে, তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুঞি বিদিত করিমু কতদিনে।
তবে দেখ, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে?

মহাভাগ্যবান্ শ্রীধর এইরূপে প্রভুর নিত্য সেবক ও একান্ত প্রিয়পাত্র হইলেন। নিত্যপ্রাণধন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হৃদয়-কন্দরে স্ফূরিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীধর সমস্ত বিষয় শ্রীকৃষ্ণসেবার আনুকূল্যবোধে শ্রীগোবিন্দ-সেবায় নিয়োগ করেন। এ জগতের সমুদয় বস্তুই শ্রীহরি-সেবার অনুকূল। কিন্তু তাহা আমরা সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে, সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে দেহমনের বিচার আনায় বিষয় বলিয়া ত্যাগ করিয়া বসি।

এইরূপে শ্রীধরের দিন চলিতে লাগিল। প্রত্যহই শ্রীধর বাজারে শ্রীভগবানের অযাচিত দর্শন পাইতে লাগিলেন। ভক্তের দুয়ারে ত' শ্রীভগবান্ নিত্যকালই বাঁধা, সেইজন্য অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও প্রত্যহই একবার করিয়া নিমাই পণ্ডিতকে বাজারে যাইয়া শ্রীধরের দোকানে দাঁড়াইতে হইত। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসগৃহে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া মহাপ্রকাশলীলা প্রকাশ করিলেন।

মহাপ্রকাশ অর্থ এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর অন্য দিবস অচৈতন্য অবস্থায় ভাবপ্রকাশ করিয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন এবং অতি অল্প সময় এই প্রকাশ থাকিত। কিন্তু এই দিন আর তাহা নহে। প্রভাতে এক প্রহরের সময় প্রকাশ হইয়া পরদিবস সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত রহিলেন। সেইজন্য ইহাকে সপ্তপ্রহর প্রকাশ বা মহাপ্রকাশ বলে। সর্ব্বচিত্তহারী শ্রীগৌর-সুন্দর পরমশোভা ও তেজ বিস্তার করিয়া শ্রীবিষ্ণুসিংহাসনে উপবিষ্ট, আর ভক্তগণ সম্মুখে বসিয়া অন্তরে বাহিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দে ভাসিতেছেন। সন্ধ্যায় শ্রীশচীদেবী আরতি করিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সকল ভক্তকে বলিলেন—'শ্রীধরকে লইয়া এস'। এই শ্রীধর কে? সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,—"শ্রীধর পসারী আমার পরমভক্ত, প্রত্যহ আমার সুখসেবার জন্য থোড়, মোচা ও কলাপাত দিয়া থাকে।" তখন সকলে শ্রীধরের গৃহে ছুটিলেন। যাইয়া ডাকিতেছেন—"শ্রীধর উঠ, তোমাকে ভগবান্ ডাকিতেছেন, শীঘ্র এস।" রাত্রিকালে শ্রীধর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতেন। প্রথমতঃ কোন উত্তর করিলেন না। তখন ভক্তগণ আরও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'শ্রীধর শ্রীশচীগর্ভ-সিন্ধুতে ভগবান্ উদিত হইয়াছেন, শ্রীবাস-আচার্য্য গৃহে অদ্য প্রকাশিত হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, শীঘ্র বাহিরে এস।" শ্রীধর চমকিত হইলেন। স্বয়ং ভগবান্ ডাকিতে-ছেন! যে অতি চঞ্চল পণ্ডিতটী প্রত্যহ বাজারে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাহার পসারীতে গিয়া থোড়, মোচা, কলাপাতা যাহা পাইতেন তাহা লইয়াই কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীগয়াক্ষেত্র হইতে আসিয়া তিনি আর বাজারেও আসেন না বা তাঁহার দোকানে আর কাড়াকাড়িও করেন না। শ্রীধর আরও শুনিয়াছেন যে, তিনি পরমভক্ত ও ভব্য হইয়াছেন। আবার ইহাও শুনিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণ তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তাহাও আবার কোথায়?—বিদ্বজ্জন-পরিপূর্ণ শ্রীবাস-আচার্য্যের গৃহে। তৎকালীন নবদ্বীপ-সমাজে শ্রীধরের ন্যায় মূর্খ ও নীচ ব্যক্তির সেখানে কি স্থান হইতে পারে? যেখানে শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, শ্রীনরহরি, শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য ভক্ত বিরাজমান, সেখানে শ্রীধর স্থান পাইবে কোন্ সাহসে? শ্রীধর ভীত হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, আবার প্রভু ডাকিতেছেন—এই আনন্দের আতিশয্যে শ্রীধর মূর্চ্ছা গেলেন। তখন ভক্তগণ বিলম্বের সময় নাই দেখিয়া শ্রীধরের মূর্চ্ছিত দেহই ধরাধরি করিয়া প্রভু-সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রভু ডাকিতে-ছেন—"শ্রীধর 'উঠ, দেখ আমি কে?" সেই স্নেহ-মধুরকণ্ঠে শ্রীধর চক্ষু মেলিলেন। দেখিলেন, সেই চঞ্চল নিমাইপণ্ডিতই বটে, যিনি প্রত্যহ কোন্দল করিয়া থোড় মোচা কলাপাত কাড়িয়া লইয়াছেন।"

দেখিতে দেখিতে সেই চঞ্চল নিমাই-পণ্ডিত পরমরমণীয় রসিকশেখর, ব্রজেন্দ্রতনয় হইলেন। শ্রীধর দেখিতেছেন কত শত ব্রহ্মা, কত শত শিব, কত শত ইন্দ্র, কত বায়ু, কত বরুণ, কত যম, কত চন্দ্র কত সূর্য্য, কত অগণিত ঋষি, কত ভক্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যোড়করে স্তব করিতেছেন। শ্রীধর এই দৃশ্য দেখিয়া আবার বাহ্য হারাইবার উপক্রম করিলে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "শ্রীধর, ভীত হইও না—এই আমার মূর্ত্তি দেখ। আমার দর্শন নিষ্ফল নহে। তুমি ধন জন অন্য যাহা কিছু ইচ্ছা কর, আমার নিকট বর মাগ, তোমার দুঃখ রহিবে না।" অশ্রুধারায় বক্ষপ্লাবিত করিয়া শ্রীধর বলিলেন—"প্রভো, আমি অতি মূর্খ, অধম, দীন, তোমার সঙ্গে কি করিয়া কথা কহিতে হয় জানি না, আমার দোষ লইও না। তোমার ত' দোষ নাই, তুমি ত' প্রত্যহই আমার কাছে পরিচয় দিয়াছ, বলিয়াছ—'আমি তুলসীর স্বামী, গঙ্গার প্রভু, আমাকে দাও না কেন?' আমি নিজ দোষে নিজেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তখন আমি চিনি নাই।" প্রভু করুণায় বিগলিত হইয়া বলিতেছেন—'শ্রীধর তাহাতে দোষ কি? তুমি আমাকে চেন নাই কিন্তু আমি তোমাকে বরাবরই চিনি। শ্রীধর বলিলেন—"আমার খোলা-বেচা আজ সার্থক হইল। আমি থোড়-কলাপাতা দিয়া তোমার অভয়চরণ দর্শন পাইলাম।"

প্রভু তখন হাসিয়া বলিলেন,—"শ্রীধর, তোমার থোড়, পাতা ত' আমিই কাড়িয়া লইয়াছি। আমি জানি, ইহাতে আমার নিত্য-কাল অধিকার আছে এবং সেই অধিকার-বলেই আমি ভক্তদ্রব্য ঐরূপে জোর করিয়া লইয়া থাকি। এখন শোন—আর তোমাকে থোড়-মোচা বেচিতে হইবে না। আজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিতেছি, ইহাতে তোমার দারিদ্র্য ঘুচিবে।" তখন শ্রীধর বলিলেন,—"আমি সিদ্ধি লইয়া কি করিব? আমি মহাধন পাইয়াছি, তুচ্ছ সিদ্ধি লইব কেন?' প্রভু বলিলেন,—'তবে তোমার ধনৈশ্বর্য্য হউক, তাহাতে সুখে থাকিতে পারিবে।" তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন,—'ঐশ্বর্য্য আমার বাঞ্ছনীয় নহে, তাহার কারণ, তুমিই ত' সকল ধন হইতে প্রিয়।' তাহার পর মহাপ্রভু শ্রীধরকে পুনরায় বর প্রার্থনা করিতে বলায় শ্রীধর হাসিয়া বলিলেন,—'আমি অমৃত সাগরের নিকট আসিয়া বিষ খাইব কেন?' তখন মহাপ্রভু কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া বলিলেন,—'আমার দর্শন বৃথা যাইবে না। তোমাকে বর প্রার্থনা করিতেই হইবে।' তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন—'আমার ত' বরের কোন

আবশ্যক নাই, তবে যদি জোর করিয়া দাও তবে আমাকে এই বর দাও—এককালে যে চঞ্চল প্রভূতশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার প্রত্যহ আমার সহিত কোন্দল ও জোর করিয়া থোড়-মোচা কাড়িয়া লইতেন, আবার আজ যিনি স্বয়ং প্রকটিত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে আমাকে নানা প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি যেন সেই চঞ্চলতা ও প্রলোভন দেখান পরিত্যাগ করিয়া এই অতি মূর্খ শ্রীধরের হৃদয়ে অচলভাবে তাঁহার রাতুল শ্রীচরণপদ্ম স্থাপন করেন।" ভক্তগণ সকলেই শ্রীধরের এই প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তখন ভগবান্ বলিলেন,—"শ্রীধর, আমি তোমাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইলাম, কিন্তু তুমি কিছুই লইলে না। এখন আমি তোমার বাঞ্ছিত বর দিতেছি, তুমি আমার নিত্যদাস, আমাতে তোমার প্রেম হউক।" ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণমাত্রই শ্রীধর 'ধন্য হইলাম', 'ধন্য হইলাম' বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

মহাপ্রভু কাজীদলনদিবসে কাজী-উদ্ধার করিয়া সপার্ষদে শ্রীধরের অতি জীর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীধরের দ্বারের সম্মুখে এক অতি জীর্ণ লৌহপাত্রে জল ছিল। পিপাসার্ত্ত হইয়া গৌরভগবান্ সেই জল শ্রীধরের নিষেধ সত্ত্বেও পান করিয়া ফেলিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল শ্রীধর ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌-ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর বাঙ্গলা ১৩৪৫ সালের ২২শে ফাল্গুন সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীশ্রীধর-অঙ্গনের নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগৌরপাদ-পীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীআচার্য্যানুগ সেবকবৃন্দ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। ঐ দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তথায় বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্য হইতে আমরা দুই একটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি—"শ্রীধর অঙ্গন গোষ্ঠ। শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদের বংশে যদি কোনদিন রতির লেশও উদিত হয়, তবেই এই শ্রীধর-অঙ্গনকে 'গোষ্ঠ' বলিয়া উপলব্ধি হইবে। শ্রীধর শ্রীনিত্যানন্দ-সখা দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি প্রাকৃত অর্থহীন, কিন্তু পরমার্থ-ধনে মহাধনী।

'গো' অর্থাৎ আশ্রিতবর্গ লইয়া 'গোষ্ঠ' বা 'গোষ্ঠী'। শ্রুতি বা উপনিষদ্‌গণ ব্রজের গাভী। বেদোজ্জ্বল বুদ্ধিরূপ পাণ্ডিত্যের শেফালী যাঁহার শ্রীপাদপদ্মনখাগ্রে অবস্থিত, সেই 'নন্দগোধন-রাখোয়ালা' পূর্ণ নিরঙ্কুশ-স্বেচ্ছাময় মহাপ্রভু স্বেচ্ছাচারিতা করিয়া থোড়-কলা-মূলারূপে শ্রীধরের হৃদয়টী কাড়িয়া লইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার সহিত শ্রীধরের হৃদয় খাপে খাপে মিশিয়া গিয়াছে। তাই নন্দদুলাল যেরূপ সখাগণের সহিত নর্ম্মপরিহাস করেন, শ্রীগৌরসুন্দরও সেইরূপ শ্রীধরের সহিত নর্ম্মপরিহাস করেন। নন্দের গৃহ হইতে কিছু দূরেই গোষ্ঠ। এস্থানেও তাই। শ্রীধরের সমস্ত সম্পত্তি শ্রীগৌরসুন্দর জোর-জবরদস্তি করিয়া গ্রহণ করিতেন। গৌরসুন্দরের নর্ম্মপরিহাস-পরিপাটী এই স্থানে অধিক প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব এস্থানে যেন অবিরত গৌরনাম ও গৌরবাণী কীর্ত্তিত হন। কেবল শ্রীগৌর-পাদপদ্মের আনুষ্ঠানিক অর্চ্চন না করিলে নয়, এইরূপ যেন না হয়। অকিঞ্চনা ভক্তির দ্বারা প্রদীপ্ত অকিঞ্চন হইয়া যাহাতে এখানে আমরা সেবোন্মুখ গোষ্ঠীর সহিত হরিকীর্ত্তন করিতে পারি, এই সুযোগ যেন নিত্যকাল থাকে, ইহাই প্রার্থনা।"

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:•:(•):•:——

জড়চিন্তাপর বিশ্বতাপ সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যাওয়ায় যে বিরাগ, তা' ফল্গু—তুচ্ছ। কৃষ্ণসেবায় যা' না লাগে, তা'তে বৈরাগ্য ক'রতে হবে, তা'র আলোচনা ক'রব না। চেতনসেবায় যা' লাগবে তা' আদরের সহিত গ্রহণ ক'রব। নচেৎ "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥" অধিক বৈরাগ্য বা আসক্তি হ'লে সুবিধা হয় না। বিশ্বে যত দ্রব্য আছে, সে-সকল সেবাবিস্মৃত লোককে আকর্ষণ ক'রে নিজ-ভোগ্য জ্ঞান করায়। দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐসকল কৃষ্ণভোগ্য। ভগবান্ হাত তুলে যা' দেবেন তাই জীবের প্রাপ্য। এটা না বুঝে অতিরিক্ত গ্রহণ ক'রলে অসুবিধা।

ফুল শুঁকব, চন্দনাসিক্ত হ'ব, পান খাব—এ সব বিচার ভোগী প্রাকৃত-সহজিয়া-দের। প্রাকৃত-সহজিয়ার রস-বিচারে অবুঝের বিচার। প্রসাদের অবমাননা ক'রো না, পান খেয়ে ফেল, বলদেব মধু পান করেন, সুতরাং আসব পান কর—এ বিচার ঠিক নয়। অবশ্য অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি পান খেয়েছেন, কিন্তু তাঁ'রা ঈশ্বরতত্ত্ব, আমরা ক্ষুদ্র জীব। অভ্যাসদোষে অধর্ম্ম ক'রলে চিত্ত স্থির থাকে না। অধর্ম্ম ক'রে ভগবৎসেবা হয় না।

ভগবৎসেবা আরম্ভ ক'রলে নির্ব্বুদ্ধিতাটা বুঝতে পারব। এখানের যা' বিচিত্রতা, তা' নিত্য বর্ত্তমান থাকে না। ইহজগতে আমাদের বাস্তব স্থান নাই। সুখ-দুঃখের ত্রাণ জন্য পরজন্ম স্বীকার ক'রতে হ'বে না। বহির্জ্জগতের পরিবর্ত্তনযোগ্য বস্তুতে আসক্ত হ'লে কষ্ট। যুক্তবৈরাগ্যের বিচারই ঠিক।

উরুক্রম-পাদপদ্ম-লাভে যত্নবিশিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বিষয়ে চেষ্টা থাকে। ভোগটা ত্যাগ করার জন্য বিরাগ নয়, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ক'রে কৃষ্ণে অনুরাগ হওয়া দরকার। বিধাতার স্থান পর্য্যন্ত নশ্বর। বিরিঞ্চিলোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলজনক। কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য কাজে ব্যস্ততা অযোগ্যতারই পরিচয়। জগতের যে আশা, তাহা হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়া দরকার। ধাক্কার আগে সাবধান হওয়া দরকার। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মহাজন পথে অগ্রসর হ'লে বস্তুকে জান্‌তে পারবেন।

আমরা অনেক কথা শুনি কিন্তু সেই কথা-গুলি আমাদের যোগ্যতা-অনুসারে গ্রহণ করতে নিজেদের অভাব থাক্‌লে সব কথা সব সময়ে বুঝা যায় না, অল্প সময়ে সকল কথা জানা যায় না। বহু গ্রন্থ, বহু দিবস এ সকল আলোচনা হ'চ্ছে, কিন্তু গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অনেকের ইহাতে মনোনিবেশই হয় না। প্রাচীন কথা প্রয়োজনীয় হয় না। নূতন কথা জান্‌বার আকাঙ্ক্ষা হয়। পূর্ব্বের কথা না জানা থাক্‌লে সকল কথা বুঝে উঠতে পারা যায় না।

যোগ্যতা কর্ম্মরাজ্যে একপ্রকার, জ্ঞান-রাজ্যে একপ্রকার, আর ভক্তিরাজ্যে অন্য প্রকার। ভক্তিরাজ্যের যোগ্যতা 'তৃণাদপি সুনীচ' স্বভাবের দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। ভক্তি-নদী—নিম্নগা। জড়জগতের লোকের যেরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার দ্বারা গতি ও প্রেরণা লাভ হয়, ভক্তদের গতি সেরূপ নয়।

আমাদের মূল আচার্য্যপ্রবর শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু আপনাকে কিরূপ দৈন্যমণ্ডিত ক'রেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু বরাক প্রভৃতি শব্দদ্বারা আপনার পরিচয় দিয়েছেন। 'আমি খুব বড় পণ্ডিত, খুব সাধু, খুব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, খুব ভক্ত' এরূপ উক্তি তিনি করেন নাই। বরং তাঁ'র নিকট একটি কথা পাই,—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

আমার প্রভু আমাকে দণ্ডই প্রদান করুন, আর দয়াই প্রদর্শন করুন—উভয়ই তাঁ'র কৃপা। 'দণ্ডটি তাঁ'র দয়া নহে', এরূপ বিচার শিষ্যের বিচার নহে। আমার প্রভু অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই। পিপাসার্ত্ত চাতক জলের জন্য প্রার্থনা ক'রে থাকে; তা'র প্রতি নূতন জল বর্ষিত হউক অথবা শতকোটি বজ্রই পতিত হউক, তথাপি চাতক জলদকেই স্তব ক'রে থাকে, অপরের শরণাগত হয় না। আমরা ভগবদাশ্রিত। ভগবান্ আমাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করুন বা অনুগ্রহই করুন, এই নিগ্রহ ও অনুগ্রহ—সকলই তাঁ'র অনুগ্রহ। তিনি ব্যতীত এখন আমার অন্য কোন গতি নাই, যা'তে তাঁ'র সন্তোষের উদয় হয়, তা'তেই আমার সন্তোষ হউক। এই আচার্য্যবরের আনুগত্য যাঁ'রা স্বীকার ক'রেছেন, তাঁ'রাই মহাপ্রভুর কথা জগতে বল্‌তে পারেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর পদধূলি যদি হ'তে পারি, তা'হ'লে [illegible] জন্মগ্রহণ করি না কেন তা'তে ক্ষতি নাই। শ্রীরূপানুগ-গণের নিষ্কপট কিঙ্কর না হ'লে শ্রীরূপের পাদপদ্মে অনুরক্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না।

শ্রীরূপের কথার প্রচার হ'লেই শ্রীচৈতন্যের কথার প্রচার হ'বে। শ্রীরূপের আচার অনুসৃত হ'লেই শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচারে আমরা যোগ্যতা লাভ ক'রবো। আচরণ রহিত প্রচার কপটতার অন্তর্গত। কর্ম্মবীর নিজ দম্ভ প্রকাশের জন্য জগতে যে [illegible] প্রকাশ ক'রে, তা' জগতে বহু-মানিত হ'লেও তাদের আত্মিক মঙ্গল হয় না। তাঁ'দের মুখে কখনও কখনও নিছা-ভক্তির দু'একটা কথা শুন্‌তে পাওয়া গেলেও প্রকৃত বিষয়ে তাঁ'দের জ্ঞান লাভ হয় নাই। আর ভগবদ্ভক্তি যাঁ'দের হ'য়েছে, তাঁ'দের সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হ'য়েছে।

কর্ম্মের প্রাবল্য বা জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর সহিত পরিচিত হ'লে বাস্তবিক জীবের মঙ্গল নাই। পরমেশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহাতে পরেশানুভূতি। যাঁ'দের সেবা-প্রবৃত্তি আছে, তাদের মধ্যে সেইরূপ পরেশানুভূতি লাভ হয়। যে পরিমাণে সেব্যের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের চেষ্টা, সেই পরিমাণে অনুভূত ও অজ্ঞাত বিষয়ের [illegible] প্রতি বিরাগ উদিত হয়। "অমুক লোক জাগতিক বিষয়ে খুব বড় হ'য়েছেন ও হ'চ্ছেন সেই প্রকার আদর্শ আমিও গ্রহণ ক'রবো বা আমি সেরূপ বড় হ'ব,"—এরূপ বুদ্ধির প্রতি বিরাগ সঙ্গে সঙ্গে সেবকে প্রকাশিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। [illegible] আছে অমানী মানদ, যাহা অন্য কোন ব্যক্তিতে পাওয়া যায় না। [illegible] কেন না, [illegible] যাঁ'রা পাতক, মহাপাতক বা অপরাধ ক'রেছেন, তাঁ'দের অপেক্ষা বৈষ্ণব অনেক বেশী বুদ্ধিমান্। যখনই আমাদের মনে হয়, 'লোককে খুব দেখাই', তখনই বিষ্ণুভক্ত হ'তে অপসারিত হই। বৈষ্ণব-ভক্তির পরিমাণ অনুসারে বিষ্ণুভক্তির তারতম্য।

———

প্রশ্নোত্তর

— :০:(*):০:—

প্রঃ—'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ও তাঁহার আকর কি ?

উঃ—'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'—'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' বা নামান্তর 'ষট্‌সন্দর্ভে'র অন্তর্গত পঞ্চম সন্দর্ভ। (১) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২) ভগবৎসন্দর্ভ, (৩) পরমাত্মসন্দর্ভ (৪) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (৫) ভক্তিসন্দর্ভ ও (৬) প্রীতিসন্দর্ভ। তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণ এই চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞান, ভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয় ও শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে প্রয়োজন-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এই ছয়টী সন্দর্ভকে একত্রে 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' বলা হয়। এই ভাগবতসন্দর্ভের আকররূপে শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর কারিকাগ্রন্থকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রঃ—এই কারিকা গ্রন্থ কি প্রকাশিত হইয়াছে ?

উঃ—শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু দাক্ষিণাত্যে ও শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু ব্রজে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যে সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীরূপ-সনাতনের সংগৃহীত শ্রীগৌরসুন্দরের সেই সকল সিদ্ধান্ত ও বিচার দাক্ষিণাত্যের কাবেরীতট-নিবাসী শ্রীবেঙ্কটভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট অধ্যয়ন-সূত্রে প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। তাহাকেই তিনি পুনরায় সংগ্রহ করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপসনাতনের সন্তোষের জন্য এক কারিকা গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রঃ—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুই যদি সন্দর্ভ রচনা করিয়া থাকেন তবে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভু কেন আবার তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন ?

উঃ—সেই পূর্ব্বগ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু যে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে কোথায়ও ক্রমে, কোথায়ও বিপর্য্যয়ক্রমে, কোথায়ও বা খণ্ডিতভাবে শ্রীভাগবতসিদ্ধান্ত সংগৃহীত ছিল। শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু সেইসকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমনির্দ্দেশপূর্ব্বক 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' রচনা করিয়াছেন।

প্রঃ—'সন্দর্ভ' কাহাকে বলে ?

উঃ—গ্রন্থন, রচনা, পরস্পর সঙ্গতি, সংগ্রহ, বিস্তার প্রভৃতি 'সন্দর্ভ' শব্দের পর্য্যায় শব্দ। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের সঙ্গতি নিরূপিত হইয়াছে।

প্রঃ—শ্রীভক্তিসন্দর্ভে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে ?

উঃ—ইহাতে প্রধানতঃ এই কয়টী মূল বিষয় আলোচিত হইয়াছে :—(১) কাহাকে ভক্তি করিব ? (২) কেন ভক্তি করিব ? (৩) কে ভক্তি করিবেন ? ও (৪) কাহাকে ভক্তি বলে ?

প্রঃ—'সম্বন্ধ' শব্দের অর্থ কি ?

উঃ—শাস্ত্র ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তুর সহিত প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক রূপ যে সংযোগ, সম্পর্ক, সংসর্গ বা Relation আছে, তাহারই নাম সম্বন্ধ। নিখিল শাস্ত্র যে বাস্তব-বস্তু-প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত, সেই বস্তুই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। সেই সম্বন্ধ তত্ত্ব পূর্ণ, সনাতন, পরমানন্দ-স্বরূপ ও পরতত্ত্বরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ পর্য্যায় পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবে আবির্ভূত।

প্রঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ কি একই বস্তু অর্থাৎ একই বস্তুর বিভিন্ন নাম মাত্র, ইহাতে কি কোন ভেদ নাই ?

উঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্ একই বস্তু বটে কিন্তু সাধকের প্রতীতিভেদে তাঁহাদের আবির্ভাবের অর্থাৎ প্রকাশের তারতম্য আছে। সেই পরমতত্ত্বের শক্তি ব্যতীত যে পরিচয়, তাহাই তাঁহার ব্রহ্মাবির্ভাব। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি দ্বারা যে পরিচয় হয়, যে স্থানে স্বরূপশক্তির পরিচয় স্বল্প, তাহাই পরমাত্ম-প্রতীতি। আর যেখানে কেবল স্বরূপশক্তির পূর্ণ পরিচয়, তাহাই ভগবদাবির্ভাব। এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যে ভগবদাবির্ভাবই শ্রেষ্ঠ, কেননা, তাহাতে স্বরূপশক্তির পূর্ণ পরিচয় আছে। এজন্য ব্রহ্মাবির্ভাবকে অসম্যক্, পরমাত্মাবির্ভাবকে আংশিক ও ভগবদাবির্ভাবকে পূর্ণ প্রতীতি বলা হয়।

প্রঃ—যদি ভগবদাবির্ভাবকে শ্রেষ্ঠই বলা হইল, তাহা হইলে ব্রহ্ম-পরমাত্মা কি ভিন্ন বস্তু হইয়া পড়িলেন না ?

উঃ একই সূর্য্যকে বহুদূর হইতে দেখিলে কেহ জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র দর্শন করে, যাহাদের আর একটু জ্যোতির্ব্বিধা চক্ষু প্রসারিত না হয়, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ রশ্মিযুক্তরূপে সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকে, আবার সূর্য্যলোকবাসিগণ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিয়া পরিপূর্ণ আকারবিশিষ্ট সূর্য্য দর্শন করিতে পারে। ইহা যেমন স্থান ও দ্রষ্টার দর্শনযোগ্যতারূপে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি, তদ্রূপ একই অদ্বয়তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্।

প্রঃ—ভগবদাবির্ভাবের মধ্যে কি পুনরায় প্রকাশের তারতম্য আছে ?

উঃ—ভগবদাবির্ভাবের মধ্যেও প্রকাশের তারতম্য আছে। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম ভগবদাবির্ভাব। ইহা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রঃ—'সম্বন্ধ' ও 'সম্বন্ধী' শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ—'সম্বন্ধ' শব্দের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। নিখিল শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্যরূপী অদ্বয়জ্ঞান পরমানন্দ-স্বরূপ বাস্তব-বস্তুতেই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সেই পরতত্ত্ব-বস্তুটি সম্বন্ধী।

প্রঃ—জীবশক্তি ও মায়াশক্তি দ্বারা পরমাত্মার যে পরিচয় হয়, সেই জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পরিচয় কি ?

উঃ—পরমাত্মার বিভূতি গণনাকালে জীবসমূহকে তটস্থা শক্তি-রূপে ও মায়াকে বহিরঙ্গা আবরণী শক্তিরূপে গণনা করা হইয়াছে। জীব ভগবান্‌কে বিস্মৃত হওয়ায় সেই দোষে মায়া তাহার স্বরূপ আবরণ করিয়াছে। জীবের এই হরিবৈমুখ্যই মায়া-প্রবেশের ছিদ্রস্বরূপ।

প্রঃ—জীব ভগবানকে ভুলিয়া যাইবার পর তাহাকে মায়া আবরণ করিয়াছে। তাহা হইলে কি ঐসকল জীব কোনদিন ভগবানের সেবারত ছিল ?

উঃ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

"অনাদিপরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্য লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃতস্বরূপজ্ঞানানাম্"

অর্থাৎ কোনদিনই নিত্যবহির্ম্মুখ জীবের ভগবৎস্মৃতি ছিল না। ইহারাই নিত্যবদ্ধ জীব। যাঁহারা নিত্যমুক্ত জীব, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের চরণে নিত্য উন্মুখ। কোনদিনই তাঁহাদের ভগবদ্-বিস্মৃতি ঘটে নাই।

প্রঃ—নিত্যবদ্ধ জীব কি অনন্তকালই বদ্ধ থাকিবে ?

উঃ—নিত্যবদ্ধ জীবের ভগবদনুভবের সংসর্গাভাব আছে। এজন্য সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবদনুভব লাভ করিতে পারেন।

প্রঃ—'সংসর্গাভাব' কাহাকে বলে ?

উঃ—নৈয়ায়িকগণ দুই প্রকার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—(১) অন্যোন্যাভাব ও (২) সংসর্গাভাব। সংসর্গাভাব—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব ভেদে তিন প্রকার। জীবের পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাবটিই প্রাগভাববিশেষ, অর্থাৎ ভগবানের অনুভবের অভাবটি পূর্ব্বে ছিল, পরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরগৃহ শ্রীমহাযোগপীঠে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে পাঠ কীর্ত্তনাদি হইতেছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যপুরাণতীর্থ ও শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী প্রভু প্রমুখ ভক্তগণ পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

জলপাইগুড়িতে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠসেবকসহ উত্তর বঙ্গের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে গত ১৫ই জুলাই ৩১শে আষাঢ় মঙ্গলবার দিবস জলপাইগুড়ি নিবাসী হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ঘোষ এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের আগ্রহে তথায় উপস্থিত হন।

গত ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার দিবস হইতে ৪ঠা শ্রাবণ রবিবার পর্য্যন্ত স্থানীয় যোগমায়া কালীবাড়ীতে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শন মুখে বক্তৃতা হয়। তৎপরদিবস স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ বি-এ, মহাশয়ের আগ্রহে প্রচারকগণ তদীয় বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ৬ই শ্রাবণ মঙ্গলবার দিবস ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ গুহ মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরদিবস হরিসভায় এবং তৎপর-দিবস শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ্র হোড় (উকিল) মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ১১ই শ্রাবণ রবিবার দিবস শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভবনে এবং তৎপর দিবস শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার (উকিল) মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। প্রত্যহ সভায় বহু সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত হইতেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক এম-এ, বি-এল, শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ এম-এ, বি-এল; শ্রীউপেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার (উকিল), শ্রীনাথ চন্দ্র হোড় (উকিল), শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সর্ব্বাধ্যক্ষ উকিল; শ্রীজিতেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী (মোক্তার), শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট), ডাঃ তারাপদ সান্যাল এম-বি, জমিদার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার মোদক (কবিরাজ), শ্রীযতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (হেড ক্লার্ক), শ্রীকামিনীকুমার নিয়োগী (সেক্রেটারী টি গার্ডেন), শ্রীপ্রমথনাথ গোস্বামী (ষ্টেশন মাষ্টার), শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় উকিল, শ্রীজয়গোবিন্দ গুহ (রায় বাহাদুর চেয়ারম্যান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড), শ্রীকুমুদিনী চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল, (সম্পাদক জনমত পত্রিকা) প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী ভবময় ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভবরোগ্‌চ্ছেদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীবংশীবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রী[illegible]রাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবপুর্ব্বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধর্বসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রসেন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রী[illegible] দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখুপুরী
পোঃ কোড়োল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রচরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীরাধারমণবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিক্ষুক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিক্ষুক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবর্ত্তমান দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিড়লিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০২ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাড্‌ব্রোক রোড, হল্যাণ্ড পার্ক
লণ্ডন, ডব্লু ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীব্রজগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ
[illegible], নৈমিষারণ্য,
[illegible] (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ও বর্ণের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
বিকশাস্ত্র প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন্।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪৲
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ , ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিমাসেই প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অশেষ শরণাগতের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	.৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	. ..	...	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৭৮	১৮-৩১	১৯ ৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	...		. ৯-৩৫	..	.....	. . .	. .	.. ..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৪	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬		১৪ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১		১০-২৫	১৮-১৫		২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯		১৫-৩৩	১৮-২০		২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	০২-৫৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২৯	
বদল) ছাঃ	৩-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৯	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	...	.. ..	. .	.	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	..
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪ ১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সম্ভ্রান্তমান্যবর্গগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ'বরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::•::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বাতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা:

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সর্ব্বাঙ্গ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১৮ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ২০শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৫ই আগষ্ট ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১২৭-২৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ শ্রীধর স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

এজগতের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, ক্রিয়াদাক্ষ্য প্রভৃতি সবই অযোগ্যতা। দীন, অকিঞ্চনই হরিভজনের যোগ্য। আমাদের দীনতা বা অকিঞ্চনতা নাই, প্রাকৃত অভিমান প্রচুর পরিমাণে আছে। সেইজন্যই বলিতেছি, হরিভজনে আমাদের নিজের কোনও যোগ্যতা নাই। আমরা সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, অপরাধী ও মহাদোষী হইলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ অদোষদর্শী ও করুণাময়, ইহাই ভরসা।

শরণাগত হওয়া চাই। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সাধুরূপে তাঁহার যে কৃপাদৃষ্টি পাঠাইয়া দেন, সেই সাধুর সঙ্গের দ্বারাই মঙ্গল হয়। শরণাগত না হইলে সঙ্গ হয় না। আবার অন্য আশা থাকিলে শরণাগত হওয়া যায় না। শ্রদ্ধা হইতেই সঙ্গ হয়। শ্রদ্ধা হইলে কর্ম্মজ্ঞানবাসনামূলে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা ক্রিয়া থাকিবে না, বহুধবাঞ্ছা থাকিবে না। ইহাই সাধুসঙ্গের ফল। কায়মনোবাক্যে সাধুর আনুকূল্য বিধান অর্থাৎ সাধুর সুখানুসন্ধান, সাধুতে অভিনিবেশ, সাধুর অন্তরে প্রবেশ, সাধুর স্মৃতি বা সাধুর আচরণ অনুসরণই সাধুসঙ্গ। অপরকেও উপাদেয় বলিয়া বোধ হইলে, পরমোপাদেয় বস্তু সাধুর সঙ্গ হইতেছে না, বুঝিতে হইবে। দুইটী একসঙ্গে থাকে না, হয় অসতের প্রতি চিত্ত ধাবিত হইবে, না হয় সতের দিকে নজর পড়িবে। যদি সাধুর অভিনিবেশ সহ কৃপাদৃষ্টির মধ্যে আসা যায়, তাহা হইলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে—মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে—মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

আগে অর্পণ, তাহার পরে ভক্তি। আগে শ্রদ্ধা, তাহার পরে সাধুসঙ্গ। শ্রদ্ধাবান্ই ভক্তির অধিকারী। অর্পণ ও সর্ব্বাত্মসমর্পণরূপ সহজ-শরণাগতি এক নহে। অর্পণ শুদ্ধা ভক্তি নহে, কারণ, উহাতে 'আমি অর্পণকারী' এইরূপ অভিমান বা অস্মিতা আছে। কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে, কিন্তু নিবেদিতাত্মাই শুদ্ধভক্ত। ভগবান্ নিবেদিতাত্মকে আত্মসম করিয়া লন। তখন তটস্থপ্রকটিত জীবের মায়া দ্বারা অভিভাব্যত্বের বিনাশ হয়, তখন আর তটস্থভাব থাকে না, পরন্তু স্বরূপশক্তির আনুগত্যে তদ্রূপবৈভবে অবস্থান হয়—প্রীতিধর্ম্মে অবস্থান হয়। এই আত্মনিবেদন দুই প্রকারে হয়। রতির সহিত ও রতির উদয়ের পূর্ব্বে। শ্রীরুক্মিণী দেবী রতির সহিত আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। আত্মনিবেদনের আদর্শ শ্রীবলি মহারাজ। বলির যে আত্মনিবেদন, তাহাও ভক্তির অস্ফুট অবস্থা বা preliminary stage সেবার প্রগাঢ়তার তারতম্যানুসারে আত্মনিবেদনের তারতম্য হয়। আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন গোপীগণ। তাঁহাদের আত্মনিবেদনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত ব্যক্তিগত অন্য কোন প্রকার শুভাশুভ বা ধর্ম্মাধর্ম্মকামনা নাই।

আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ হয়। শ্রবণ করা অর্থে শিষ্য হওয়া। শ্রদ্ধা বা দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে তবেই শিষ্য হওয়া যায়। শরণাপত্তি শ্রদ্ধার একটী লক্ষণ। শ্রদ্ধা না হইলে অভিধেয় হইবে না। আগে আত্মনিবেদন তারপর ভক্তি। এই ভক্তির মূলে সাধুসঙ্গ। নিজের দুর্ব্বলতা, দীনতা, অক্ষমতা, নিত্যমঙ্গলের জন্য প্রকৃত পিপাসা ও ক্ষুধা—যে ক্ষুধা পিপাসা জীবকে পৃথিবীর বা বিশ্বের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য পদার্থের প্রতি নিস্পৃহ করায় অর্থাৎ সে সব আর ভাল লাগে না, এইরূপ নিষ্কপট তৃষ্ণা ভাগ্যক্রমে হৃদয়ে উদিত হইলে তবেই জীব সাধুসঙ্গের জন্য ব্যস্ত হন। তখনই নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভগবজ্জ্ঞানে জ্ঞানী বা সেবায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন মহতের সঙ্গ করিবার জন্য অকপট আন্তরিক আর্ত্তি জাগে। ইহাই ভগবৎপ্রেমলাভের মূলবীজ বা সোপান।

ভক্তিলতা-বীজ শ্রদ্ধা ও লৌল্য—এই দুইপ্রকারে জীবের হৃদয়ে উপ্ত হয়। যাঁহারা ভগবান্কে সেবাদ্বারা বশ করিয়াছেন, এমন ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজবাসিগণের সেবার প্রতি যে লোভ, তাহা ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের কৃপায় লাভ হয়। এইটি খুব বিরল। শ্রদ্ধাকেই সাধারণ জীবহৃদয়ে প্রকাশিত দেখা যায়। শ্রদ্ধা আত্মসমর্পণ-মূলা। শ্রদ্ধা থাকিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সাধু মনুষ্য নহেন, তিনি ভগবানের জন। সেই সাধু শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু, না হয় শিক্ষা-গুরু। সাধুই ভক্ত, সাধুই বৈষ্ণব। সাধুর কৃপা ছাড়া মঙ্গললাভ হয় না। ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ভগবৎকথা বলিয়া আমাদিগকে ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন, অপরের সাধ্য নাই। মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী উভয়েই সাধু—উভয়েই শুদ্ধভক্ত। সাধুসঙ্গ হইলে ভজন-প্রবৃত্তি আসিবেই। প্রীতির সহিত সাধুর ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তির অকপট অনুসরণই সাধুসঙ্গ। যেখানে সঙ্গ, সেখানে প্রীতি বা রুচি আছেই। রুচি না থাকিলে সঙ্গ হয় না। শ্রদ্ধা বা প্রীতি না থাকিলে নিকটে থাকিয়াও সঙ্গ হয় না।

যদি হরিভজন করিতে চাই, তাহা হইলে সরলতা ও অকপট শ্রদ্ধা থাকা চাই, নতুবা কিছুই হইবে না। আত্মা-শব্দে দেহ ও দেহী—দুইই বুঝায়। স্থূল লিঙ্গ দেহ ও দেহী নিবেদন করা হইলে তবে শ্রীধামবাস হয়। ভণ্ডামি বা লোকবঞ্চনা-প্রবৃত্তি থাকিলে হরিভজন হইবে না। যদি হৃদয়ে ব্যাকুল আর্ত্তি-আগ্রহ জাগে, তবেই আমরা সাধুর পাদপদ্ম অনুসরণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে পারিব। আত্মনিবেদন করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সঙ্গে লইবেন। যদি পূর্ণ শরণাগতির সহিত নিজেকে দম্ভ-অভিমান বা কৃষ্ণভোগ্য অভিমান করিতে পারি, আমি বড় দীন, অধম, কাঙ্গাল, পতিত পামর, সম্পূর্ণ অযোগ্য, সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত—এইরূপ ভাব যদি হৃদয়ে জাগে, তবেই কৃষ্ণপরিকর সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। ভগবান্ শরণাগত কর্ণে ও শরণাগত জিহ্বায় কৃপা করিয়া আসিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীব্রজ-ধাম—শ্রীনবদ্বীপধাম। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা শ্রীচৈতন্যমঠকে বাড়ী-ঘর মনে করা দুর্ভাগ্যের চরম। সমস্ত বিশ্বের লোক যদি বলে যে, সূর্য্য একটী থালার মত, তাহা হইলে কি সত্য হইবে? সত্য চিরকালই সত্য, তাহাকে কেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবিলাসক্ষেত্র। তাহা জগদন্তর্গত কোন বস্তুবিশেষ নহেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বা শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসীই ব্রজ-বাসী বা শ্রীধামবাসী। শ্রীধামবাসী বা শ্রীব্রজবাসী বৈষ্ণবের কাছে যাইতে হইবে,

তাহা হইলে সব অসুবিধা কাটিয়া যাইবে—পাষণ্ড ও মূর্খতা চলিয়া যাইবে। সেবা আরম্ভ করিয়া দিলে প্রত্যেকেই পণ্ডিত হইতে পারিবে। যে যাহা বলে বলুক, সেদিকে কাণ না দিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা করিলেই মঙ্গল হইবে। শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত শ্রীভাগবতরূপে আসিয়াছেন। অকপটে তাঁহার অনুসরণ করিলেই অজ্ঞানতা নিবারিত হইবে এবং সমস্তই বুঝা যাইবে।

শ্রৌতপথেই ভগবদ্দর্শন হয়, অন্যপথে ভগবদ্দর্শনের কোন কথা নাই। তাহা ভেল্কি, বুজরুকি বা কল্পনা মাত্র। ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখায়—ভক্তিপথই শ্রৌতপথ। চেতন চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না, হয় ঊর্দ্ধগতি, না হয় অধোগতি, একটা গতি তাহার হইবেই। জ্ঞান একটা থাকিবেই—হয় জড়জ্ঞান, না হয় ব্রহ্মজ্ঞান, না হয় বৈকুণ্ঠজ্ঞান। জড়জ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা দরকার। কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বা শুধু আলোক হইলেই হইবে না, বৈকুণ্ঠজ্ঞান লাভ করিতে হইবে—অভয় ও অমৃত হইতে হইবে।

ভূতশুদ্ধি না হইলে গুরুসেবা বা ভগবৎসেবা হইবে না। 'দাসোঽহং বাসুদেবস্য'—ইহাই ভূতশুদ্ধি। ভোগ বজায় রাখিয়া ভজন হইবে না। আমরা অযোগ্য ও অপরাধী বলিয়া হতাশার কিছু নাই। আমরা অযোগ্য ও অপরাধী বলিয়া দৈন্য প্রবল হইলেই হইল। সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিলেই সব অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। শ্রীনামের ফল ফলিবেই—হয় বিলম্বে, না হয় অবিলম্বে। সুতরাং ধৈর্য্যধারণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কাতরভাবে হরিনাম করিতে হইবে। গৌরধাম অযোগ্যকেও যোগ্য করিয়া দেন, গৌরধামের এত করুণা। তিনি ভালমন্দ কিছু বিচার করেন না। তবে আমাদের দিক্ হইতে দয়া-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। দীনতা, নিরভিমানিতা যত বেশী হইবে, ততই কৃপা পাওয়া যাইবে। আর যত দাম্ভিকতা বা বাহাদুরী, ততই অসুবিধা। তীব্রভক্তি হইলে অন্য বাজে জিনিষ আসিলেও ছুটকাইয়া যাইবে। দেহে আত্মবুদ্ধি বা বিরক্ত করিয়া যাওয়াই কৃপার প্রথম পরিচয়। কৃপা হইলে 'অহং-মম'-ভাব, ভুক্তাভিমান বা দেহাত্মবুদ্ধি চলিয়া যাইবে। যাহার দেহাত্মবুদ্ধি আছে, তাহার প্রতি কৃপা হয় না। নিরভিমানী হইলে আর পোষাকের প্রতি আদর থাকে না। দেহ ত' পোষাকমাত্র। দেহ ত' আর দেহী নয়।

মায়াজয়ের উপায়

——::•::——

ভগবান্—মায়াধীশ, বিভু, পরমচৈতন্য, পরমেশ্বর, আর জীব মায়াবশযোগ্য, অণুচৈতন্য। অণুচৈতন্য মায়াবশীভূত জীব নিজের চেষ্টায় কখনও মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না। অণু যখন বিভুর আশ্রিত থাকে, লঘু যখন গুরুর আশ্রয়ে থাকে, তখন মায়া তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। গায়ের জোরে কেহ কখনও মায়াকে জয় করিতে পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি চেষ্টাদ্বারা মায়াজয় করিবার চেষ্টা গায়ের জোরের চেষ্টামাত্র। যাহারা ভগবানের অশরণাগত, দাম্ভিক, তাহারাই কৃত্রিম উপায়ে স্ব স্ব চেষ্টাবলে ভোগ্যজগৎ হইতে উদ্ধারলাভের প্রযত্ন করিয়া থাকে। ভগবানে শরণাগতি বা ভক্তি যাহার নাই, কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ ভারটা যে ভগবান্‌কে দিতে পারে নাই বা যাহার দিবার ইচ্ছাও নাই, সে দাম্ভিক। শরণাগত অদাম্ভিক। শরণাগতই অকিঞ্চন। গুরুবৈষ্ণব ভগবানে শরণাগত জনই অকিঞ্চন, অদাম্ভিক, কর্তৃত্বাভিমান-লেশশূন্য। দাম্ভিক ভগবানের প্রসাদের পাত্র নহে। আর দীনের প্রতি দীনবন্ধু ভগবানের অজস্র কৃপা। দাসের আশা—'তোমার চরণতরী করিয়া আশ্রয়। ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়॥' দাসের একমাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্থল—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা। অকিঞ্চন শরণাগত জন 'নিজবল-চেষ্টাপ্রতি' ভরসা ছাড়িয়া ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু দাম্ভিক নিজবল-চেষ্টার প্রতি নির্ভর করে, তাই তাহার প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না।

ভগবানে শরণাগতিহীন—ভক্তিহীন ব্যক্তি জগতে তিনি যত বড়ই হউন না কেন, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, তপোবীর বা যত বড়ই বিশ্ব-বিখ্যাত হউন না কেন, কেহই দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই বা পারেন না। অণুচেতনের সাধ্য নাই যে, সে বিভুচেতনের বহিরঙ্গা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া জয় করিতে পারে। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি কখনও নিজচেষ্টায় ভূত ছাড়াইতে পারে না। ভূত ছাড়াইতে হইলে ওঝার প্রয়োজন। এজন্য মায়াপিশাচীগ্রস্ত জীবগণকে লক্ষ্য করিয়া ভবরোগবৈদ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

ত্রিভুবনে এমন কোন বীর নাই, যিনি মায়ার হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন। বহুরূপিণী মায়া যে জীবকে কতভাবে মুগ্ধ করিতেছে তাহা মায়ামুগ্ধ থাকা অবস্থায় কেহ বুঝিতে পারে না। ইহা জানেন একমাত্র গুরুবৈষ্ণবগণ। সাধু-গুরুর কৃপাব্যতীত মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

যাহারা ভগবান্‌কে ভুলিয়া মায়া-কবলিত হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় রিপুগণের রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মায়াবদ্ধ জীব রিপুর তাড়নায় না করিতে পারে, এমন কোন কার্য্য নাই। তাহার বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ অত্যন্ত প্রবল। মায়াবদ্ধ জীব চক্ষুর্দ্বারা—রূপ, কর্ণদ্বারা—শব্দ, নাসিকা দ্বারা—গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা—রস এবং ত্বকের দ্বারা—মৃদুতা, উষ্ণতা, কাঠিন্য ইত্যাদি ভোগ করিয়া থাকে। বদ্ধজীবের মন সর্ব্বদা রূপ-রসাদির আধার মায়ার প্রলোভনের ক্ষেত্র বিশ্বের অনুধাবনে রত। সে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগের অনুসন্ধানে চঞ্চল। এই চঞ্চল মনই বর্ত্তমানে জীবের চালক। মন সর্ব্বক্ষণই অনিত্যবস্তুর চিন্তায় ব্যস্ত। তাহাতে ভগবচ্চিন্তা হয় না। মন জগদ্ভোগে ব্যস্ত থাকায় তাহার কৃষ্ণসেবাচিন্তার সময় নাই। ভগবান্—ভোগপুরন্দর। তিনি সর্ব্বদা ভোগের অনুসন্ধান করেন আর জীবের অনুসন্ধের বস্তু একমাত্র সেবা। সেবা-কামনার পরিবর্ত্তে জীব যখনই ভোগাকাঙ্ক্ষা করে, তখনই সে মায়ার দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়। তাহার পরিণাম—শাস্তি, দণ্ড, বন্ধন। তাহারা কৃষ্ণ পায় না। সেই মন হইতে ছুটী পাইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ানুগত্যই একমাত্র আবশ্যক।

অসদ্বিষয়ের মনন হইতে ছুটি করাইতে বা কৃষ্ণবিমুখ মনকে দণ্ড দিতে পারেন মন্ত্র। ভবরোগবৈদ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম মনোনিগ্রহের মন্ত্র প্রদান করেন। সেই মন হইতে অর্থাৎ ঐ প্রকার মনন বা চিন্তাধারা হইতে ছুটি পাইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বশীভূত হইবে। মন্ত্রজপ-প্রভাবে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্তে ভগবান্ বাসুদেব নামরূপে আবির্ভূত হইবেন। তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব-ভূমিকা। শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ই বসুদেব। শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবেই ভগবান্ বাসুদেব আবির্ভূত হন।

মনকে ভগবানের সেবায় লাগাইতে হইবে। মন যদি জগদ্ভোগের জন্য ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে হরিভজন হইবে না, কৃষ্ণে মতি হইবে না। সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণই মনকে নিয়মিত করিবে।

মায়াবদ্ধ জীব নিজের চেষ্টায় যাহা অর্জ্জন করিতে পারে তাহাও মায়া। মায়া দ্বারা মায়া জয় করা যায় না। গুরুবৈষ্ণব ভগবানের অমায়ায় কৃপা দ্বারাই মায়া জয় হয়। 'সাধু-গুরুর কৃপার কাঙ্গাল হওয়া বা প্রকৃত শরণাগত হইবার যত্নই মায়াতিক্রমণের দিকে অভিযান। সাধুগুরুর অহৈতুকী কৃপার কাঙ্গাল হইলেই চিত্ত শরণাগতিময় হইবে—ভগবানে আত্মনিবেদন হইবে। যিনি কৃপার কাঙ্গাল তিনি নিজের চেষ্টায় মায়াকে জয় করিতে চাহেন না। তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সহিত যুক্ত হইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত হন। কি করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিব—এই চিন্তাই তিনি সর্ব্বক্ষণ করেন। কবে আমাকে কৃপা করিবেন—এই প্রার্থনাতেই তিনি অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। এই আর্ত্তি ও আকুলতা যত অধিক হয়, ততই অন্যান্য বহির্ম্মুখ চিন্তা—ভোগ্য-বস্তুর চিন্তা কমিতে থাকে, ততই কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মসাৎ করিতে থাকেন। কৃষ্ণ-পাদপদ্মের ধূলি অভিমান যদি সর্ব্বক্ষণ থাকে, তাহা হইলে ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণে অর্থাৎ প্রকৃতির কবলে কবলিত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

একদিকে যেরূপ গায়ের জোরে মায়া জয় করা যায় না, তদ্রূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও মায়া জয় করা যায় না। মায়া-গ্রাসের আশঙ্কায় কাতর ক্রন্দন আবশ্যক। ভগবানের সেবা করিতে পারিলাম না—জগতের অসৎ, অনিত্য বস্তু লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিলাম—জীবনসন্ধ্যা আগতপ্রায়, এই চিন্তাতেই সব সময় ভরপুর থাকিলে অন্য বাহ্যবিষয় আসিয়া আর বিচলিত করিতে পারে না। ভগবদনুকূল বিষয়ে চিত্তকে ধাবিত করিবার উপায়—কেবল বৈষ্ণবগণের, গুরুদেবের ও ভগবানের কৃপা প্রার্থনা। কৃপা-প্রার্থনায় হৃদয়ে স্বাভাবিক দৈন্যের উদয় হয়। কৃপা-প্রার্থনায় দৈন্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃপালাভের অন্তরায় দম্ভ আপনা হইতেই দূর হয়। ভক্তিরাজ্যে অনুকূল প্রতিকূল বিচার করিলে আমাদের চিত্তমালিন্য পরিহার করিবার চেষ্টা দৃঢ়তা লাভ করে। দুর্ব্বল জীব বলিয়া আমাদের পতনের আশঙ্কা আছে, কিন্তু অকপটে সাধু-গুরুর কৃপাপ্রার্থনা করিলে হৃদয়ে চিদ্বলের সঞ্চার হইয়া ভক্তিরাজ্যে বিচরণ করিবার প্রভূত বল লাভ হয়। সাধুগুরুর শাসন বা ব্যবস্থা অকপটে মানিয়া চলিতে পারিলেই সেই বল লাভ হয়। বলদেবের—বলবান্ সাধুগুরুর বলে বলীয়ান্ না হইলে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর প্রভৃতির পরাক্রমে ভক্তি-পথে অবিচলিত অবস্থায় থাকা সম্ভবপর হইবে না।

যিনি মায়াজয় করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহার হৃদয় সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপার জন্য সর্ব্বদা অকপটে ক্রন্দন করিতে থাকে। তাঁহাকে জোর করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে হয় না। গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অভিনিবেশ হওয়ায় অন্যান্য বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য তাঁহার স্বাভাবিক হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে অনুকরণ বা লোকদেখান তপস্যা স্থান পায় না। তিনি কৃপার জন্য সর্ব্বদা আর্ত্ত—উন্মত্ত। তাঁহার দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত থাকে না। কৃপা ছাড়া তিনি আর কিছু বুঝেন না বা

জানেন না। কৃপালাভের জন্য সহজ আর্ত্তি তাঁহাকে সেবক করিয়া তোলে। তিনি যতই সেবা করিতে থাকেন, ততই কৃপালাভের জন্য তাঁহার আর্ত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্রীবৈষ্ণব দয়ার সাগর। এই কৃপাপ্রার্থনা বা তাঁহাদের কৃপাপ্রদানের শেষ নাই।

যিনি নিষ্কপটে এই কৃপার কাঙ্গাল হইয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব লাভ হইয়াছে এবং তাঁহার জিহ্বাতেই শ্রীনামপ্রভু সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীনামসূর্য্য উদিত হইয়া কীর্ত্তনাকারে জিহ্বা-প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার মায়ান্ধকার থাকিবে কি করিয়া? 'যথা কৃষ্ণ তথা নাহি মায়ার অধিকার'। কৃষ্ণের জন্য স্বাভাবিক টান হইলেই মায়া আর থাকিবে না। ইহাই মায়াজয়ের সহজ উপায়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:•:(•):•:——

নিজের মান থাক্‌লেও গর্ব্বিত হ'তে হ'বে না। আর অপরের মান না থাক্‌লেও তাঁ'র প্রতি মানদ হ'তে হ'বে। পূর্ণ যোগ্যতা থাক্‌লেও দৈন্য, অমানিত্ব ও মানদত্ব লক্ষ্যের বিষয় থাকা উচিত। নিজে আচরণ ক'রে প্রচার না ক'র্‌লে লোকে সেই প্রচার গ্রহণ করে না। এজন্য গুরুতে, গোষ্ঠে, গুরু-গোষ্ঠীতে, বৈষ্ণবে, ব্রহ্মজ্ঞ—শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন ক'রে, দম্ভকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ ক'রে হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তনে রতিবিশিষ্ট থাক্‌তে হ'বে।

সর্ব্বদা 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকটি স্মরণ রাখতে হ'বে। সহিষ্ণু হ'তে হ'বে, নতুবা হরিকীর্ত্তন করা যা'বে না। দম্ভ থাক্‌লে দু'চার-জন বোকা লোক চাতরে প'ড়ে যে'তে পারে, কিন্তু আমার বা অপরের প্রকৃত মঙ্গল তা'তে হ'বে না। অচৈতন্যরাজ্যের লোক স্বভাবতঃই দাম্ভিক। তা'দের কাছে দাম্ভিক হ'য়ে প্রচার ক'র্‌লে তা'রা দাম্ভিকের কথা শুন্‌বে না। বরং তাতে তাদের দম্ভ আরও বেড়ে যাবে। প্রচারকও দম্ভের ফলে অমঙ্গলের চরম সীমায় উপনীত হ'বে। এই কথা আমরা সকলেই যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখি।

ইহ জগতের কথা অথবা যে সকল কথা আমরা সচরাচর শুন্‌তে পাই, সে সকল কথা শুন্‌বার পর কর্ণ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সে সকল কথা সত্য কিনা, আমরা বিচার ক'রে থাকি। কিন্তু আমার গুরুদেব আমাকে যে সকল কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল কথা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। বিষয়টী ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত ব'লে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ঐ প্রকার অনর্থক চেষ্টা দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তর্কপন্থা অবলম্বন ক'রে সে বিষয়ের কোনও সন্ধান ক'র্‌তে পা'র্‌বো না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে সকল কথা আমার গুরুদেবের মুখ হইতে কাণ দিয়ে শুনে থাকি, সে সকল কথা আমাকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা জেনে নি'তে হ'বে।

প্রণিপাত মানে শ্রবণবিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কাণ দিয়ে শুনা। পূর্ব্বে যে বিষয় আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য ছিল না, সে বিষয়টী আমি কর্ণ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। যে বিষয়টী গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাহা শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা জানা সম্ভব হয় না। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য উপায়ে জান্‌বার উপায় নাই।

যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁ'ছতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্য-বিষয়, তাহাই পরিপ্রশ্ন। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বুদ্ধি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুন্‌তে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহবাদী হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহা পরিপ্রশ্ন নয়। যাবতীয় বস্তুর মীমাংসকসূত্রে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও পরিপ্রশ্ন নয়। আর কেবল শ্রবণ কার্য্যটীই অবলম্বন ক'র্‌বার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা' হ'লেও তা'কে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্য-সিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার ক'রাবে, সেইটীও পরিপ্রশ্ন নয়।

বেদান্ত-বিশ্রুত পরতত্ত্ব জ্ঞেয় বস্তুকে জানেন, প্রাকৃত রসনা না থাকিলেও তিনি কীর্ত্তন করিতে পারেন। প্রাকৃত চক্ষু না থাকিলেও তিনি নিখিল বস্তু দর্শন করেন। আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে জ্ঞেয় বস্তুরূপে জেনে নিতে পারে না। আমাদের কর্ণ তাঁহার কথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারে না। যখন এই সকল কথা আমি গুরুপাদপদ্ম হইতে শুনিতে পাই, তখনই আমার পরিপ্রশ্নের উদয় হয়।

যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রতিধ্বনিত ক'রেছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে সেই শব্দের অনুকীর্ত্তন বা গানের দ্বারা ত্রাণলাভ করা যায়, সেই শব্দটীই আমি গুরুমুখ হ'তে শ্রবণ ক'রেছি। সেই শ্রবণটীর বিষয়ে পরিপ্রশ্ন মাত্র ক'র্‌তে হ'বে, তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক ক'র্‌বার সামর্থ্য আমার নাই। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই শ্রুতবিষয়ের অভিজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না। প্রণিপাত দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধাবৃত্তি দ্বারাই শ্রবণে অধিকার। তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু অপসারিত ক'র্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি তখনই আমাদের হয়, যখন আমরা মনে করি, তর্কের দ্বারা আমরা বস্তুর অধিষ্ঠানকে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে পার্‌ব। শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান বস্তুসম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে না। অদ্বয়জ্ঞান বস্তু যখন স্বয়ং এসে যান, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা ক'র্‌তে হ'বে। কেবল আমার পরিপ্রশ্ন ক'র্‌বার অধিকার মাত্র আছে,—"কি ক'রে সিদ্ধ হয়?" অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু শব্দে কথিত হয়, সেখানে ভেদজ্ঞান ক'র্‌তে হ'বে না—সেখানে তাহাকে পুতুল মনে ক'র্‌তে হ'বে না। শ্রৌতবাক্য শুন্‌বার পর আমাদের যাবতীয় মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম থেমে যায়। শ্রীগুরুদেব ভগবানের সহিত ভক্তিযোগের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া দেন, সেবা ক'র্‌বার ভার দিয়ে দেন। শ্রীগুরুদেব যোগ্যকে মন্ত্রের অর্থ বলেন, অযোগ্যকে বলেন না।

আচার্য্যের অনুগত হইয়া নিজেকে সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ, মথুরাবাস, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, নামকীর্ত্তন ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবন—এই পাঁচের অল্প সঙ্গ হইলেই মঙ্গল হইবে, কিন্তু ইহার সকলগুলিরও অভিনয় হইলে মঙ্গল হইবে না। যদি আত্মসমর্পণ না করিয়া ঐ সকল কার্য্যের অনুকরণ করা যায় তবে অভিনয় মাত্র হইবে।

আমরা এমন কার্য্য করিব না—যাহা দ্বারা গুরু-বৈষ্ণবের সেবা না হয়। কখন জুতোবেগ দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের সেবা করিলেই জীবে দয়া করা হয়। জীবকে হরিভজন করানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়া। নিজ সুখৈষণা প্রবল হইলে বিচার হয়—আমার হরিভক্তি বেশী হইয়াছে, আমার প্রতিষ্ঠা বেশী বাড়িয়াছে, সকলেই আমার অধীন, ইহার নাম বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল হইবে। এক বুঝিতে আর বুঝা এবং হরিভজন না করাই মূর্খতা।

অনুকরণ করিতে গিয়া বাবুগিরি শিখিবেন না। এই দেহপোষণের জন্য কেন অনর্থক অর্থব্যয় হইতেছে? এই পয়সা কড়ি থাকিলে মহাপ্রভুর প্রচারকার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে—এইরূপ চিন্তা করা উচিত। আমাদের নিজেদের দীনভাবে থাকা উচিত। অন্যের দ্বারা হরিসেবার সম্ভাবনা থাকিলে তাঁহাকে যত্ন করিতে হইবে। বাবুগিরির প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত নয়। অনুকরণের দ্বারা কখনও সুবিধা হইবে না। আনুকরণিকেরা বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ বড়ই কঠিন ঠাঁই। তাঁহাদের অনুকরণ করিলে জীবের অব্যাহতি নাই।

———

শ্রীনামমহিমা

——:•:(•):•:——

প্রভু বলে, কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব ছার॥
শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে।
বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে॥
সর্ব্বপাপ প্রশমক সর্ব্বব্যাধিনাশ।
সর্ব্বদুঃখবিনাশন কলিবাধা হ্রাস॥
নারকী-উদ্ধার আর প্রারব্ধ খণ্ডন।
সর্ব্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে সর্ব্বক্ষণ॥
সর্ব্বার্থপ্রদাতা নাম সর্ব্বশক্তিময়।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম্ম হয়॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্ব্বজন।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেব্য সর্ব্বমুক্তিদাতা।
বৈকুণ্ঠ প্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা॥
সর্ব্বপাপনাশ করা নামের এক ধর্ম্ম।
প্রথমে তাহাই সপ্রমাণ শুন মর্ম্ম॥
পাপী অজামিল দেখ, বিবশ হইয়া।
হরিনাম উচ্চারিল নারায়ণ বলিয়া॥
কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত।
সে সকল হৈতে মুক্ত হইল সাম্প্রত॥
স্ত্রী রাজ-গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী মদ্যরত।
গুরুপত্নীগামী-মিত্রদ্রোহী-চৌর্য্যরত॥
এ সবের পাপ আর অন্য পাপচয়।
হরিনাম উচ্চারণে সব পরিষ্কৃত হয়॥
পাপ পুরস্কৃত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি।
এইরূপে নামে জীবের হয় ত' সম্পত্তি॥
কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে।
সর্ব্বপাপ হৈতে পাপী মুক্ত হয় তবে॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
সর্ব্বপাপ ভস্ম হয়, যথা কাষ্ঠ অগ্ন্যর্পণে॥
বর্ত্তমান পাপ আর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত।
ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত॥
অনায়াসে হয় কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে।
নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে॥
হরিনামে যত পাপ নিহরণ করে।
তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে।
সর্ব্বপাপ নাশ করে শ্রীনামকীর্ত্তনে॥
নারকী কীর্ত্তন করে হরি কৃষ্ণ বলি'।
হরিভক্ত হঞা যায় দিব্যধামে চলি॥
শ্রদ্ধা করি নাম লৈলে অপরাধ কোটি।
ক্ষমা করে কৃষ্ণ যদি না থাকে কুটিনাটী॥
ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় সে জন।
বড়ই দুর্ভাগা তার নাহিক মোচন॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রমে কিবা ফল হবে।
হরেকৃষ্ণ নিত গানে সব ফল পাবে॥
শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে।
কৃষ্ণনাম করে যেই, পূজ্য সর্ব্বমতে॥
হরিনাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা।
কেহ নাহি নিশ্চিত নামই জীবের ত্রাতা॥
এ ঘোর সংসারে যেন বিবশে হরে হরে।
মহামুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে॥

যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণনাম।
তাকে প্রীতি করে কৃষ্ণ করুণানিদান ॥
কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায়।
নরমাত্র ত্রাণ পায় সর্ব্ববেদে গায় ॥
এরূপ মাহাত্ম্য নামের শুনিহ শ্রবণে।
সর্ব্বত্র সমান ফল নাহি হয় কেনে ॥
প্রভু বলে শ্রদ্ধা বিশ্বাস সকলের মূল।
বিশ্বাস অভাবে কেহ নাহি লভে ফল ॥
প্রভু বলে অন্তর্যামী নাম-ভগবান্।
বিশ্বাসানুসারে ফল করেন প্রদান ॥
নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে।
নামের ফল নাহি পায় নামাপরাধে মরে ॥
নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে।
অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥
নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয়।
অপরাধ নাশিতে আর কারো শক্তি নয় ॥
যুগধর্ম্ম হরিনাম অনন্য শ্রদ্ধায়।
যে করে আশ্রয় তার সর্ব্বলাভ হয় ॥
যার শ্রদ্ধা হয় নামে সেই অধিকারী।
যার মুখে কৃষ্ণনাম সেই সে আচারী ॥
কৃষ্ণনাম ভক্তসেবা সতত করিবে।
কৃষ্ণপ্রেম লাভ তার অবশ্য হইবে ॥
পড়ি খসি ভগ্ন দষ্ট দগ্ধ বা আহত।
হএগ বিবশে বলে আমি হৈনু হত ॥
কৃষ্ণ হরি নারায়ণ নাম মুখে ডাকে।
যাতনা কখন আশ্রয় না করে তাহাকে ॥
মহাপাতকীও অহর্নিশ হরিনামে।
শুদ্ধ হএগ গণ্য হয় সুপংক্তিপাবনে ॥
আর্ত্ত বা বিষণ্ণ শিথিলমনা ভীত।
ঘোরব্যাধি-ক্লেশে আর নাহি দেখে হিত ॥
নারায়ণ হরি বলি' করে সংকীর্ত্তন।
নিশ্চয়ই বিমুক্তদুঃখ সুখী সেই জন ॥
সর্ব্বানর্থ নাশী হরিনামসংকীর্ত্তন।
ক্ষুধাতৃষ্ণাস্খলিতাদি বিপদনাশন ॥
ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায়।
নামের বিক্রম কভু না হয় উদয় ॥
বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয়।
এ এক রহস্য, ভক্ত জানহ নিশ্চয় ॥
শ্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তারে।
যাহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে ॥
সর্ব্ব-অর্থদাতা হরিনাম-মহামন্ত্র।
সুকাশিয়া কহে যত বেদাগমতন্ত্র।
হরিনামবলে সর্ব্ব ষড়্বর্গদমন।
রিপুনাগ্রহণ আর অধ্যাত্মসাধন ॥
মুক্তি ত সামান্য ফল নামের নিকটে।
হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে ॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
মুক্তিহেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম পারক হএগ করে প্রেমদান ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
হরিদাস কহেন, নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥

———

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::[•]::——

উত্তর ভারতে

গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ২২শে ও ২৩শে জুলাই অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকায় নিউদিল্লীর টাউন-হলে ও ভালকটোরা ক্লাবে যথাক্রমে 'World crisis and its solution' (বিশ্বসমস্যা ও উহার সমাধান) এবং 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। মিঃ ডি, এস্ সুন্দরম্ ও রায় বাহাদুর এন, কে, সেন সভার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীল মহারাজ কতিপয় মঠসেবক সহ ২৬শে জুলাই এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। ঐ দিবস দ্বিপ্রহরে শ্রীল মহারাজ মঠবাসী সেবকবৃন্দের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় স্থানীয় হিন্দি-সাহিত্য-সম্মেলন-হলে এলাহাবাদ মিউনিসিপাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ বসু এ্যাডভোকেট মহোদয়ের সভাপতিত্বে বহু বিদ্বজ্জনমণ্ডিত-সভায় শ্রীল মহারাজ 'Religion formal and practical' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণে উপস্থিত সকলে পরমানন্দিত হইয়াছেন। সভার প্রারম্ভে ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২৭শে জুলাই সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীল মহারাজ এলাহাবাদ 'আনন্দ-লজ' নামক বিস্তৃত হলে যুক্তপ্রদেশের এ্যাড্ভোকেট-জেনারেল মিঃ নারায়ণ প্রসাদ আস্থানা এম-এ, এল-এল-ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বহু প্রফেসর, এ্যাড্ভোকেট ও উচ্চ কর্ম্মচারিগণ-পরিবৃত সভায় "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে, চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির বিষয়, জীবের বদ্ধ ও মুক্তাবস্থার কথা, শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের শরণাগতি, তটস্থ জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে ত্রিতাপভোগ, দেহাত্মবুদ্ধির কুফল, ভগবৎকৃপালাভের উপায়, আরোহ ও অবরোহবাদ, বৈকুণ্ঠ ও বিশ্ব সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হন।

———

উৎকলে

গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ দক্ষিণ উৎকলে প্রচার করিতেছেন। ছত্রপুরে শ্রীল মহারাজ এক সপ্তাহ যাবৎ অবস্থান করিয়া শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাত্রী বি-এ, বি-ই ডি ও শ্রীযুক্ত অভিরাম পট্টনায়ক মহোদয়ের সাদর আহ্বানে হরিকথা আলোচনা ও নগরসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ যামুনাচার্য্য ও শ্রীকুলশেখরের স্তবাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

———

রসুলকুণ্ডায়

রসুলকুণ্ডাবাসী ভক্তবৃন্দের আগ্রহে শ্রীল সাগর মহারাজ কোদণ্ডা গ্রামে তিন দিবস অবস্থান করিয়া অজস্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যামি শ্রীকাশীনাথ পৃষ্টি মহাশয়ের উদ্যোগে তথায় একটী নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। যামি শ্রীযুক্ত কামরাজ পৃষ্টি মহাশয় তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে হরিকথা ও সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল মহারাজ সদ্গৃহস্থের আদর্শজীবন যাপন বিষয়টী প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তদনোয়াচা গ্রামনিবাসী ভক্তগণের আগ্রহে শ্রীল মহারাজ ভক্তের স্বরূপ, সাধুসঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন, মথুরাবাস, ভাগবত-শ্রবণ, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবনের তাৎপর্য্য সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। উক্ত দিবস রসুলকুণ্ডায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি সেনাপতি মহাশয়ের উদ্যোগে একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। গোবরাবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম পট্টনায়ক মহাশয়ের উৎসাহে শ্রীল মহারাজ তথায় 'বর্ত্তমান যুগ ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন' সম্বন্ধে আবেগভরে অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়াছিলেন। সভার আরম্ভে ও শেষে মহাজনপদাবলী সুললিতস্বরে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। রসুলকুণ্ডার টাউন ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের হরিকথাশ্রবণাগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

———

চট্টগ্রামে

গত ১৯শে জুলাই শনিবার শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ চট্টগ্রামস্থ বাণ্ডেল রোডনিবাসী শ্রীযুত ভোলানাথ বল বি-এ মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশাবলীর কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদ্যন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২০শে জুলাই রবিবার সদরঘাটস্থ শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তত্ত্ববাদী আচার্য্যের আলাপ-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। গত ২১শে জুলাই সোমবার নন্দনকানন-নিবাসী শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র কর স্কুলমাষ্টার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীবিদ্যানিধিগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাঁহার গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া-ভাব-প্রসঙ্গের কিয়দংশ আলোচনা করেন। আদ্যন্তে হরিকীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ১৪ই শ্রাবণ বুধবার শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ দেওয়ানবাজার-নিবাসী শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র লালা মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর তীর্থ-পরিভ্রমণ-লীলা আলোচনা করেন। আদ্যন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———

শ্রীহট্টে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে প্রচারোদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া পাগলাগ্রামে প্রথমে উপস্থিত হন। তথাকার প্রচারকার্য্যাদি শেষ করিয়া প্রচারকগণ ৬ই জুলাই সুনামগঞ্জে উপস্থিত হন। তথায় ১১ই জুলাই শুক্রবার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভুও মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সুনামগঞ্জের প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া প্রচারকগণ ছাতকে শ্রীহরিকথা-প্রচারের জন্য গমন করেন।

———

নির্য্যাণ

গত ১০ই শ্রাবণ (১৩৪৮), ২৬শে জুলাই (১৯৪১) শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের ভূমিদাতা কটকসহরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর সন্ধ্যারাত্রিকের সময় শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবায় নানাভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিরহে আমরা সকলেই দুঃখিত।

———

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅধদমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীতীর্থবর্দ্ধিত দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদর্শনবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীইন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপায়ী
পোঃ কোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীঅবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীধৃতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহার বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefa.es), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপাট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ভাবার্থের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
হিকমাত প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন্।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা
উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল এন্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ আলবর ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধবভাষা ॥০
২৭। মুক্তিফলটীকা গুণসৌভগঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২।০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ।০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনর্যালেডে ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ⁄০
৮৯। প্রাসঙ্গিক'নন্দবাণী ॥৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
বিজ্ঞাপনে প্রতি লাইনে	॥০	I৵০	I৵০	I০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

ভিমাসের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যায় ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ দয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক খ্যান, গল্প, প্রবাদ ও স্তায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের -বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিবাগুবাসী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শুদ্ধগীতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৩	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	……	……	১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	……	……	৯-৩৭	..	..	……	……	……
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২০	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২-৫৭
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

			শনিবার ব্যতীত		
			অন্ত দিন	শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১

(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬-৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	……	……	……	……	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	……
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মঙ্গলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণারবিন্দে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মতবাদী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা.

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

সত্যত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২০ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ২২শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৭ই আগষ্ট ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১২৯-৩০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::•::—

বস্তুতঃ জীব ভগবানের নিত্য কিঙ্কর। কৃষ্ণদাস জীব কৃষ্ণদাস্যে উদাসীন হওয়ায় দুস্পার ভয়ঙ্কর সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের দাস হইয়াও জীব অধুনা নিজ কর্ম্মদোষে বিষম ভবসাগরে পতিত। এই ভবসাগরে পতিত জীবকে নক্র-মকরাদি সদৃশ কামক্রোধাদি বহু শত্রু আক্রমণ করিতেছে। দুরাশা-দুশ্চিন্তা-তরঙ্গ উদিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাকে প্রপীড়িত করিতেছে, কুসঙ্গরূপ প্রবাহের দ্বারা সে সর্ব্বক্ষণ প্রচালিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় সংসার-সাগরে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যারূপ তৃণগুচ্ছকে ভাসমান দেখিয়া তদবলম্বনে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করায় তাহা নিষ্ফল হইতেছে। এমতাবস্থায় ভগবৎকৃপাই তাহার একমাত্র অবলম্বন। শ্রীগুরুকর্ণধারের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত তাহার আর বাঁচিবার উপায় নাই। ভগবৎকৃপা বিনা ভবসমুদ্রপারের অন্য কোন উপায় নাই জানিয়া জীব গুরুকৃপায় ভগবন্নাম-তরণী আশ্রয় করিতেছেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া জীবকে স্বীয় পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ বলিয়া স্বীকার করিলেই জীবের আচ্ছাদিত নিজবৃত্তি পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ভজন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তির পর নৈরন্তর্য্য আসিবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

কভু যদি সাধুসঙ্গে জানিতে সে পারে।
'আমি জীব কৃষ্ণদাস,' যায় মায়াপারে॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই ইহা মনে রাখা দরকার,—

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

যুক্তি ও প্রীতি এক জিনিষ নহে। যেখানে প্রীতি, সেখানে যুক্তি বা বিতর্ক নাই। প্রীতি সহজ ও স্বাভাবিক। ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব হইতে নানাপ্রকার যুক্তিজাল হৃদয়কে আবৃত করিয়া ফেলে। সেইজন্যই করুণাময় গুরুবর্গ যুক্তি-পাদুকা বা অশ্রদ্ধা-জুতা দূরে রাখিয়া শ্রীভক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীভক্তিদেবীর মন্দিরে স্বভাব ব্যতীত কৃত্রিমতার প্রবেশাধিকার নাই। যুক্তিতে প্রীতি নাই, প্রীতিতে যুক্তি নাই। প্রীতিতে আকর্ষণ আছে। প্রীতি চেতনের ধর্ম্ম বা স্বভাব।

কৃতজ্ঞতামূলা সে শ্রদ্ধা, যাহার অন্তরে যুক্তির প্রতি আসক্তি আছে, তাহা অত্যন্ত প্রাকৃত। যে প্রীতির নিকট বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যমূলা ভক্তিও বহুমানিত হয় না, সেই প্রীতির নিকট শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শ্রদ্ধাপ্রদর্শন যে কত হেয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে যাহার স্বাভাবিকী প্রীতি নাই, সেরূপ ব্যক্তিকে যুক্তি দ্বারা ভক্ত করা যায় না। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা যুক্তিমূলা শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা কৃষ্ণপ্রীতিরূপ ফল অর্জ্জন করিতে পারে না, সেইজন্যই হরিকথায় যাহাদের রুচি নাই, শাস্ত্র তাহাদিগকে পশুঘাতী ব্যাধ বলিয়াছেন। হরিকথা সাক্ষাৎ হরি। হরিকথা-কীর্ত্তনকারীই সাধু। সাধুগণ ভগবানের জীবন এবং ভগবান্ সাধুগণের জীবন। হরি-হর একাত্মা। ভগবৎকৃপা হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুগণকে বাহন করিয়াই জীবে সঞ্চারিত হয়। সাধু ব্যতীত ভগবৎকৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। বিশ্বে সাধুই একমাত্র বান্ধব। সেই সাধুর প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি বা আপনজ্ঞান না হইলে যুক্তি বা যষ্টির দ্বারা কখনও তৎপ্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করা যায় না। যিনি ভগবান্‌কে বশ করিয়াছেন, সেই সাধু যে কত বড় জিনিষ, তাহা বলিবার সাধ্য আমাদের নাই। এই সাধুসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

পুত্র হঞা ব্রহ্মা প্রিয় নহে তত বড়।
আত্মা হঞা তেন প্রিয় না হয় শঙ্কর॥,
ভাই সঙ্কর্ষণ মোর তেন প্রিয় নহে।
লক্ষ্মীদেবী ভার্য্যা মোর বক্ষঃস্থলে রহে॥
নিজ মূর্ত্তি প্রিয় মোর নহে সাধুসম।
যেরূপ উদ্ধব তুমি মোর প্রিয়তম॥
নিরপেক্ষ শান্ত দান্ত বৈরবিবর্জ্জিত।
সমদরশন প্রেমযুত পরাহিত॥
তার পাছে পাছে আমি সদত বেড়াই।
কোন মতে তার যেন পদরেণু পাই॥
অকিঞ্চন সর্ব্বজীববৎসল মহান্ত।
জিতকাম প্রেমযুত কেবল সুশান্ত॥
এ সভে আমার নিজ সুখ অনুভায়।
অন্যে কি তাহার তত্ত্ব বিচারিলে পায়॥

হরিকথারূপী হরিই সাধুর প্রাণ। সাধু হরিকথা ছাড়া থাকিতে পারেন না। হরিকথায় তাঁহার সহজ আকর্ষণ বা রুচি। হরিকথা আকর্ষক, সাধু আকৃষ্ট—একজন সেব্য, অন্যজন সেবক। হরিকথায় যাহাদের প্রীতি নাই, তাহাদের সাধুতেও প্রীতি নাই। যাহাদের সাধুতে প্রীতি নাই, তাহাদের হরিকথায়ও প্রীতি নাই। যেখানে প্রীতি, সেখানে দোষদর্শন নাই। অদোষদর্শনই প্রীতির স্বভাব। Love is blind. যেখানে প্রীতি নাই, সেখানেই ছিদ্রানুসন্ধানের প্রবৃত্তি দেখা যায়। যুক্তিবাদী নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকেও দোষযুক্ত দেখে। সাধু অদোষদর্শী। তাঁহার ধর্ম্মই এই যে, তিনি অযোগ্যের অযোগ্যতা দেখেন না। তিনি কাহারও দোষদর্শন করেন না। তাঁহার কুদর্শন বা দোষদর্শন নাই। দোষদর্শী কখনও অদোষদর্শীর শিষ্য হইতে পারে না। যেখানে পরানুশীলনের পরিবর্ত্তে পরনিন্দা, পরচর্চ্চার স্পৃহা প্রবল, সেখানে অভক্তিই সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, জানিতে হইবে। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ই পরমদয়ালু,—উভয়েই ঈশ্বর—একজন ঈশ্বর আর একজন পরমেশ্বর। একজন প্রভু আর একজন ভৃত্য।

ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥
ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

[এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মলমতি, শীলতাদর্শের দ্বারা হনি ভৃত্যের গুরু অপরাধ-সকলও দৃষ্টি করেন না, অতি অল্পসেবাকে বহুজ্ঞান করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া আবিষ্কার (প্রকাশ) করেন না।]

স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় না হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের পদনখশোভা দর্শন হয়

না। যুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে চিত্ত কিছু স্থির হইলেও অন্তরে সংশয় বা সন্দেহ প্রায় উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। সেখানে ভয়ে ভক্তি। ভয়ে কখনও ভক্তি হয় না। ভক্তিতে ভয় নাই। ভক্তি অভয়। ভয় ভক্তিকে ক্ষয় করে। ভক্তি ও ভীতি বিপরীত জিনিষ। সাধুতে প্রীতি না থাকিলে কেবল যুক্তিদ্বারা সাধুসঙ্গ ও হরিকথায় রুচি হয় না। যুক্তিবাদী সাধুর কথায় নানারূপ দোষারোপ করিয়া মঙ্গলময়ী হরিকথা শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হয়। যেখানে সাধুগুরুতে প্রীতি, সেখানে আধ্যক্ষিকের যুক্তি কখনও অহৈতুকী শ্রদ্ধা ও প্রীতিকে বিনষ্ট করিতে পারে না।

অল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণই যুক্তিবাদী। তাহাদের প্রসাদে, শ্রীনামে, শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীবৈষ্ণবে বিশ্বাস নাই। আমার সহজ বিশ্বাস নাই, তাই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোনরকমে বাঁচিয়া আছি, ইহা দুর্ভাগ্যের কথা। যুক্তি দ্বারা হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—

"Reason tells me God has no sorrow, but Love sees God in tears for those of His sons that are misled to evil. Reason tells me that the strict laws of God reward and punish me in a cold manner but Love reveals that God slackens His laws to the repentant soul! Reason tells me that with all his improvements, man will never touch the Absolute God, but Love preaches that on the conversion of the soul into a state of spiritual womanhood, God, unconditioned as He is, accepts an eternal marriage with the conditioned soul of man! Reason tells me that God is in Infinite space and time, but Love describes that the All Beautiful God is sitting before us like a respected relative and enjoying all the pleasures of society."

শ্রীরূপদেবের আনুগত্যকারিণী শ্রৌত-যুক্তিই স্বীকার্য্য। মনোধর্ম্মোত্থ কাল্পনিক অশ্রৌতযুক্তির কোন মূল্য নাই। যুক্তির শেষ নাই। যুক্তি কখনও শান্তি দিতে পারে না। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্য অতর্ক্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। শ্রীভগবান্‌কে জানিতে হইলে স্বৈরিণী যুক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমাতার অনুগত হইতে হইবে ইহাই সাধুশাস্ত্রের আদেশ।

আধ্যক্ষিক নাস্তিক মনে করে যে, ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান্ ভক্তগণ যুক্তির কোন ধার ধারেন না, কিন্তু কথা তাহা নয়। তাঁহারা ব্যভিচারিণী যুক্তিকে স্বীকার করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা ভক্তির অনুগতা দাসীস্বরূপা পরিচারিকা যুক্তিকে বরণ করিয়া সত্যের পথে চলেন। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনিই ভক্তোত্তম। 'শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ' কথায় আগে যুক্তির পূর্ব্বে শাস্ত্র কথাটি আছে। এই যুক্তি ব্যভিচারিণী যুক্তি নয়, ইহা শ্রুতিবাক্যে বিশ্বাসকারিণী শ্রদ্ধাময়ী যুক্তি। ভক্তি যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস নয়। ভক্তি শ্রৌতযুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রৌতযুক্তির অপর নাম ভক্তি। শ্রীগুরুদেবের শাসনগ্রহণই নিত্য অঙ্গীকার, তাহাই শ্রৌতপথ বা ভক্তি। আর যেখানে লঘু হইয়া গুরুকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা, সেইখানেই ব্যভিচারিণী যুক্তির পদাশ্রয়। সুতরাং সাধক যদি প্রকৃত আত্মমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি ব্যভিচারিণী যুক্তির আদর না করিয়া শ্রৌতপথ বা সেবোন্মুখতাকেই বরণ করিবেন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যুক্তিবাদী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেবোন্মুখতার ফলেই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

ভক্তির মধ্যে শ্রৌতযুক্তির পরাকাষ্ঠা আছে। আবার অন্য দিকে ভক্তির মধ্যে প্রাকৃত যুক্তি নাই। সম্বন্ধজ্ঞান নাই বলিয়াই আমাদের এত সংশয়, এত যুক্তির প্রশ্রয়। সম্বন্ধ হইলে যে শ্রদ্ধা হয়, তাহা অনুরাগ হইতে স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে। যখন সম্বন্ধজ্ঞান থাকে না তখনই ভগবান্‌কে কি পাওয়া যায় ইত্যাদি প্রশ্ন আসে, তখন ভয় ও কর্ত্তব্যবোধ আসে। যাহাদের সম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহাদের ভক্তি কর্ত্তব্য বা শাসন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় না, তাহা অনুরাগময়ী। মাতার পুত্রস্নেহ, সতীর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা সহজ। এ জগতে অনিত্য সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে; ভগবানের সহিতও আমাদের একটা অতি উপাদেয় চেতনের সম্বন্ধ বা সংযোগ আছে। সেটী পরম সত্য। সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণই ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরূপে প্রকাশিত।

যাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। প্রীতি দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। যুক্তি প্রীতিযুক্ত না হইলে ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে না। অপরাধফলে জীবের যুক্তিতে অধিক আদর দেখা যায়। অপরাধফলে শ্রীহরিনাম ও হরিকথায় জীবের প্রীতি হয় না। যাহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানে প্রীতির উদয় হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা অকপটে তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার প্রার্থী হইব।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদোপদেশ

বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের নিত্যধর্ম্ম। জীবে দয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। জীবের প্রতি দয়া বৈষ্ণবের একটি স্বভাব। যাঁহাতে এই স্বভাব লক্ষিত না হয়, তিনি সহস্র সহস্র বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবা—ইহাই মাত্র বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বত্র শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যেস্থলে স্থূল-শরীরের রোগনিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সেস্থলে বৈষ্ণবতা নাই; যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিন্তু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐসব কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়।

যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে দীর্ঘজীবন ও রোগশূন্যতা কেবল অনর্থের মূল। প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকে শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি। যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্গুণ হইলেও যে পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন সদ্গুণসম্পন্ন জীবের জীবনও বিফল। কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, দক্ষতা, অসৎকথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে, বিকৃতিস্থলে অহঙ্কাররহিত হইয়া নিজে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে, অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না। যাহার যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মা—প্রথম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাদেব—বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষ্ণব। যে জীবের প্রকৃতি যতদূর নির্গুণ, সে জীব ততদূর বৈষ্ণব। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ—এই সকল গ্রন্থই আর্য্যদিগের ইতিহাস।

আমি কে? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি?—এই চারিটি প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধজ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞান লাভ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কি, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রে 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। সতর্কতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়—ইহার নামই 'অভিধেয়-তত্ত্ব'।

সাধন কার্য্যটী বদ্ধজীবের অস্বীকার করিলে হইবে না, পরন্তু যত্নসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদরপূর্ব্বক যে পরিমাণে সাধন করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে। ভক্তিযোগ দুই প্রকার। (১) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মুখ্য ভক্তিযোগ এবং (২) কৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কামকর্ম্মরূপ গৌণ ভক্তিযোগ। সর্ব্বভূতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব মহাজনদিগের ভজনপন্থা। অধিকার-নিষ্ঠার সহিত নামসংকীর্ত্তনই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

বৈষ্ণবকৃপা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। হরিনামকে সাধনশ্রেষ্ঠ জানিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের কেবলমাত্র সাধকরূপেই অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে। হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায়স্বরূপে গৃহীত হয়। সারগ্রাহী ধর্ম্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটী বিষয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটী মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরমেশ্বরে পূর্ণাসক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবৎ তুল্যানুরাগের প্রয়োজন।

সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে; কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগানুগ ভক্তিতে ক্রিয়া করে। যেকাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সেপর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য।

সকল কার্য্যে সরল থাকিব—হৃদয়ে এক, ব্যবহারে অন্য—এইরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূলপক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভে যত্ন করিব না। শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক। শরীর-যাত্রার সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করত ক্রমে ক্রমে রাজস-তামস-স্বভাব ও ধর্ম্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধভক্তিযোগ দ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপার সকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তিসাধন যত নির্মল হয়, ততই কৃষ্ণানুকম্পার উদয় হয়।

গৃহত্যাগী সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তিসাধন করিবেন। দৈন্য ও সরলতার সহিত যিনি যত ভজন করিবেন,

কৃষ্ণকৃপায় তিনি ততই কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতরবৈরাগ্য—ইহারা তিনজনেই সমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা অনর্থ দূর হইবে না। কিয়ৎ পরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকারপূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করত তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন।

কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে বা শাস্ত্রপাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা নামমাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নাম করেন না, তাঁহারা নিরপরাধী নহেন, অসৎ-সঙ্গজনিত হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ, তাঁহাদের নামে রুচি হয় না, সে কারণ নামের নিকট তাঁহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামের আশ্রয় করাই শুভলক্ষণ। অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্নসহকারে নাম করিলে অল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নামকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে। নাম গ্রহণের সময় নামের স্বরূপার্থ আদরে অনুশীলনপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ ভজনে উন্নতি হয়। এইরূপ না করিলে, কর্ম্মিজ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহু জন্ম অতীত হইয়া যায়। সরল ভজনই কৃষ্ণপ্রসাদলাভের একমাত্র হেতু।

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা হয়, তাহাই মাত্র অঙ্গীকার করিলে ভক্তির অনুশীলন হইবে এবং বিষয়বন্ধন ক্ষয় হইয়া পড়িবে।

চক্ষুকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, ভগবল্লীলাস্থানের বিবিধ শোভাদর্শন এবং লীলাপ্রতিকৃতি ইত্যাদি দর্শনব্রতই একমাত্র উপায়। যাহা কিছু চক্ষুর বিষয়ভূত হয়, তাহাতে ভগবৎ-সম্বন্ধ দর্শন করাই মূল প্রয়োজন।

কর্ণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে হরিকথা, ভক্তকথা ও হরিসম্বন্ধিনী বিষয়-কথার শ্রবণব্রতই একমাত্র উপায়।

ঘ্রাণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসী, পুষ্পচন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদির ঘ্রাণ-গ্রহণব্রতই একমাত্র উপায়। যে কিছু গন্ধ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধের সহিত গ্রহণ করা উচিত।

রসনাকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ও ভক্তপ্রসাদ-সেবনব্রতই একমাত্র উপায়। প্রসাদ-সেবার সময় যেন ভোগসুখ মনে হয় না কেবল জীবননাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনসুখই মনে পড়ে। প্রসাদ-সেবার স্থানে ভোগসুখ মনে করিলে আর অনুকূল ভাব থাকে না।

হস্তপদাদি ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তত্তৎ শরীর দ্বারা ভগবৎসেবা ও বৈষ্ণব-সেবাই একমাত্র উপায়।

———

স্বাস্থ্য

——::•::——

আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মার স্বাস্থ্য খুব ভাল, সুস্থ, সবল তাঁহাদের দেহ-মনের খুব কম হইলেও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"রোগের চিন্তা করিতে হইবে না। হরিসেবা না করিলে রোগ হয়।" হতভাগ্য আমরা অনেকে এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের আত্মা এখন নিদ্রিত, মনই এখন আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাই মনে হইতেছে—দেহ-মনের পরিচর্য্যা, দেহ-মনের তর্পণ করিলেই মানবজীবনের কর্ত্তব্য শেষ হইল।

পরমার্থ-পথের দ্বারে আসিয়াও আমরা অনেক সময় মনে করি, সর্ব্বাগ্রে দেহ-মনের পরিচর্য্যা করাই কর্ত্তব্য, বহির্ম্মুখ মনের যে দিকে রুচি অর্থাৎ যাহা প্রেয়, বহির্ম্মুখ দেহের যে দিকে গতি বা আকর্ষণ তদনুকূলে না চলিলে কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্যলাভ হইবে না। সুতরাং বহির্ম্মুখ মনের রুচির দাস্য করিয়া—বহির্ম্মুখ দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া আমরা আত্মার পথে অগ্রসর হইব। তখন বুঝিতে হইবে এখানেও বহির্ম্মুখ দেহ-মন আত্মার স্বার্থে ব্যাঘাত প্রদান করিয়া স্ব স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতেছে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমাদের মন অত্যন্ত বিমর্ষ, চঞ্চলতাগ্রস্থ, উৎসাহহীন এবং হতাশ হইয়া কি করা কিছুই স্থির করিতে পারে না, শরীর অসুস্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন যদি এই সকল রোগের মূল অনুসন্ধান করিতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে, অন্তর্দর্শী না হইয়া বহির্দৃষ্টি প্রবল হওয়াতেই অসত্যকে সত্য, অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে। যখন বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজ আমাদের অন্তর্দর্শী চিকিৎসকরূপে আমাদের অনর্থময় শরীরের ব্যবচ্ছেদ করিয়া ঐরূপ প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের নিদানটী আমাদের নিকট ধরিয়া দেন, তখন আমরা ধরিতে পারি, দেহমন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ অস্বাস্থ্যের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছে। আত্মার অনুশীলনে আত্মার উদ্যম ও উৎসাহে জাড্য আনিবার অভিসন্ধিমূলে ঐরূপ অস্বাস্থ্যের আবরণে আবৃত হইয়াছে। ঐ অস্বাস্থ্যের উপসর্গগুলি কেবল অনর্থের প্রতীক মাত্র, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে দৈহিক অস্বাস্থ্য নহে, অনর্থময় জাড্য মাত্র। মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ জাড্যের আবরণ দ্বারা আপনাকে বা তদনুগত দেহকে বহুরূপী সাজাইয়াছে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমরা আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য 'দেহ ও মনের স্বাস্থ্যই আত্মার স্বাস্থ্য'—এরূপ মনে করিয়া অসুস্থ মনের রুচিকর পথ্যকেই উৎকৃষ্ট 'পথ্য' বলিয়া প্রচার করি। পাছে বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজ দ্বারা চিকিৎসিত হইলে তিনি আমার গুপ্ত ব্যাধিটী ধরিয়া ফেলেন কিম্বা আমার অপ্রীতিকর তিক্ত ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট গা ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনা করি। অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনার মধ্যে আমাদের মনের অস্বাস্থ্য এবং মনের অস্বাস্থ্যের মধ্যে আত্মার প্রকৃত স্বার্থ যে ভগবৎসেবা তাহার পথ রুদ্ধ করিবার অন্তর্নিহিত প্রবল চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ সেবোন্মুখ, দেহমনের সাময়িক অস্বাস্থ্য কখনই তাঁহাকে তাঁহার আরাধ্যের সেবা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। সুস্থ আত্মা অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মা সর্ব্বদাই শরণাগত, দেহমনের সাময়িক পতনোন্মুখ অস্বাস্থ্যের মধ্যেও তিনি অন্তরে স্বীয় বিপদভঞ্জন ভগবচ্চরণে অভিনিবিষ্ট থাকেন এবং সাধারণ লোককে দেহমনের নশ্বরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনমুখে আদর্শ বৈরাগ্য-শিক্ষা দেন। এই জন্যই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥"

আত্মাকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখ দেহমনের একটী নিসর্গ, যে কোন ছলে, যে কোন কৌশলে, যে কোন দৃষ্টান্তে, যে কোন আদর্শে আত্মাকে বঞ্চনা করাই যেন বহির্ম্মুখ দেহমনের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কখনও দৈহিক অস্বাস্থ্যের ছল করিয়া, কখনও আর্থিক অভাবাদির ছলনা দেখাইয়া, কখনও বা মানসিক অশান্তির কারণ প্রদর্শন করিয়া, কখনও আবার অবস্থা বৈগুণ্যের একটা ব্যাখ্যা বিবৃতি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বার্থে প্রতিবন্ধক আনাই দেহমনের নিসর্গ। এই নিসর্গ আবার বহির্ম্মুখ সম্প্রদায় ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও পরামর্শে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। তখন ঐরূপ আপাতরুচির প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীয়মান সৎসঙ্গকে দূরে রাখিবার জন্য প্রবল চেষ্টা উদিত হয় এবং ঐ চেষ্টাকে আবরণ করিবার জন্য অস্বাস্থ্যের মুখোস্ পরিধান করিতে দেখা যায়।

যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মমঙ্গল চাহেন—প্রকৃত প্রস্তাবে চির স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ঐরূপ সাময়িক অনর্থময় [illegible] সদ্বৈদ্যের কৃপায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ ও পথ্য, সদ্বৈদ্যের [illegible] স্বাস্থ্যনিবাস অর্থাৎ সৎসঙ্গারামে বাস করা উচিত। স্বাস্থ্যনিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র অবস্থান করিয়া সদ্বৈদ্যের [illegible] ঔষধ পথ্য ব্যবহার করিবার একটা প্রবৃত্তি অনেক সময় বহির্ম্মুখ দেহমনের [illegible] লক্ষিত হয়। প্রকৃত স্বাস্থ্যকামী [illegible] সাবধান থাকিবেন। স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিয়া [illegible] সেবন না করিয়া সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্যের মধ্যে [illegible] প্রয়োগে ধৃষ্টতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—আত্মার স্বাস্থ্যই দেহমনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মা [illegible], তাঁহার মন শান্ত। এই-জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

[illegible]—নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

যাঁহারা আত্মার স্বাস্থ্যের, আত্মার স্বরূপে অবস্থান, আত্মধর্ম্মের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ান, তাহাদের [illegible] আলেয়া বা মৃগ-তৃষ্ণার পশ্চাতে [illegible] বৃথা [illegible]। আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ [illegible], তাঁহার মন প্রসাদময়—উৎসাহময়—[illegible]। তাঁহার দেহ [illegible] ও সুস্থ।

তাঁহার মন আত্মার [illegible] করে না, তাহার মন আত্মার প্রকৃত স্বার্থ অনুসন্ধান করে, দেহ তাঁহার আনুকূল্য করে। [illegible] উভয় দেহ-মন আত্মার স্বার্থের আনুকূল্য করিয়া থাকে। [illegible] দেহমনের [illegible] হইয়া যায়, তখন [illegible] সমর্পিত হইয়া [illegible] থাকিয়া [illegible] হন। [illegible] বহির্ম্মুখ [illegible] তখন [illegible] কর্ত্তা [illegible] বুদ্ধিমত্তার [illegible] নাই। সুতরাং সদ্বৈদ্যের পদাশ্রিত [illegible] আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল চেষ্টাই আমাদের একমাত্র [illegible] হওয়া আবশ্যক।

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

স্বয়ংরূপ-ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বয়ং-প্রকাশ শ্রীহলধর বলদেব প্রভুই সন্ধিনীশক্তিমদ্-বিগ্রহ মূল সঙ্কর্ষণ এবং জীবপুঞ্জের প্রভু-স্বরূপ সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকরস্থানীয় প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণ প্রভু—স্বয়ং বিষ্ণুপরতত্ত্ব বস্তু, সুতরাং সমানধর্ম্মবশতঃ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ অর্থাৎ সমগ্র চিৎসত্তা-বিস্তারিণী বা শুদ্ধসত্ত্বপ্রাকট্য-বিধায়িনী সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহই শ্রীনিত্যানন্দ-বলরাম।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নপ্রকাশ শ্রীবলদেব প্রভুই মূল-সঙ্কর্ষণ, তিনিই মহা-সঙ্কর্ষণ, এবং কারণ-গর্ভ ক্ষীরসমুদ্রশায়ী পুরুষাবতারত্রয় ও সহস্রফণা (মুখ বা মস্তক) যুক্ত 'অনন্তদেব' বা শেষ—এই বিষ্ণুতত্ত্বসর্গের মূল আকর বা অংশী। স্বয়ং-প্রকাশবিগ্রহ বিগ্রহ হবার দরুণই বলদেব প্রভু অহুক্ষণ কৃষ্ণসেবারত থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বর্দ্ধন করেন।

নিত্য বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলদেব - মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহ গোপীগণের ভোক্তৃস্বরূপে অবস্থিত হইবার যোগ্য। বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদিগের কোন অচিৎস্থূলভ দোষের কথা নাই অর্থাৎ প্রপঞ্চে নিত্যবদ্ধতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় জীবগণ আপনাদিগকে 'পুরুষ' বা ভোক্তাভিমানে যে স্ত্রীলোক বা প্রকৃতির সঙ্গ করে, তাহাই দূষণীয়। কিন্তু যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল পুরুষ ভগবান্ শ্রীবলরাম স্বীয় রাসস্থলীতে যে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহাতে পাপক্লিষ্ট হেয়ত্বের বা অবৈধ ব্যবহারের কোনই সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবলদেব প্রভু একান্তভাবে অহুক্ষণ কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধনকারী। শ্রীবলদেবের বিষয়-বিগ্রহত্বে অধিষ্ঠান থাকিলেও তিনি আশ্রিত-লীলারই আদর্শ। তাঁহার আনুগত্যরত সেবোন্মুখ জীবের শুদ্ধসত্ত্বময়ী সেবোন্মুখী জিহ্বায় উচ্চারিত কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যময়ী বাণীই শুদ্ধা সরস্বতী, আর নিত্যানন্দ-বলদেবানুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের যে কৃষ্ণতোষণতাৎপর্য্যশূন্যা, অন্যেন্দ্রিয়তোষণপরা ইতর বাণী, তাহাই 'অসতী' বা 'দুষ্টা সরস্বতী' নামে প্রসিদ্ধা।

শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব। কৃষ্ণচন্দ্র অখিল-রসামৃতসিন্ধু, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ং-প্রকাশ-বিগ্রহ—অভিন্নবস্তু বলদেব, তিনিও 'ব্রজরাজকুমার' ব'লে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে সকল কথা আছে, তাঁতেও তাই আছে, তবে তাঁকে কৃষ্ণ বলা হয় না, 'বলরাম' বলা হয়। নিখিল বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁ' হ'তে প্রকাশিত হ'য়েছেন—দেবাসুরগণ যাঁ'র উপাসনা করেন, তিনিই স্বয়ং-প্রকাশবস্তু। সেই স্বয়ং-প্রকাশবিগ্রহ — বলদেব প্রভু। মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে তিনিই প্রকাশিত আছেন—একই বস্তু চার প্রকারে প্রকাশিত। সেখানে স্বয়ং-প্রকাশবিগ্রহের রূপ পূর্ণ আছে। 'রূপ' শব্দের অর্থ—পূর্ণ, ভগ্নাংশ নয়। এই রূপবিশিষ্ট বস্তুই—সঙ্কর্ষণদেব - স্বয়ংরূপের বৈভব—যাঁ'র চারটি প্রকাশবিগ্রহ মহাবৈকুণ্ঠে প্রকাশিত। একই রূপ চার প্রকারে প্রকাশিত হ'লেও সেই চার বস্তু এক। বাসুদেব—প্রাভববিলাস, সঙ্কর্ষণ—বৈভব-বিলাস, প্রদ্যুম্ন—প্রাভব-প্রকাশ, অনিরুদ্ধ—বৈভব-প্রকাশ।

ভক্ত্যপ-বৈভবের কারণ—সঙ্কর্ষণ প্রভুর অংশ কারণার্ণবশায়ী—মহাবিষ্ণু। তিনি বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ—সকলের কারণ। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণব্যূহ হ'তে নিঃসৃত হ'য়ে কারণ-সমুদ্রে কারণার্ণবশায়ীরূপে বিরাজিত। এই কারণ-শায়ী মহাবিষ্ণু হ'তে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী নিঃসৃত—যাঁ'কে ঋক্সমূহ "সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ" প্রভৃতি ব'লে স্তব ক'রেছেন—যোগিগণ যাঁ'কে পরমাত্মরূপে লক্ষ্য করেন—যিনি ভূমা, সর্ব্বব্যাপী—যাঁ'কে খণ্ডিত করা যায় না—যাঁ'র নাভিনালে জন্ম ও মরণের মূল—ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি ও প্রলয়কারী হিরণ্যগর্ভ রুদ্রদেব আছেন।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁ'র আনুগত্য ব্যতীত আমরা বলবিহীন হ'য়ে থাকব। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্,—যাঁ'হ'তে মানব পূর্ণ বিচারশক্তি লাভ ক'রে কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হন—যিনি সুরাসুরবন্দ্য—সকল বেদ যাঁ'কে স্থিরনিশ্চয় করতে পারে না, তিনিই বলদেব। তাঁ'রই বাহুবল হ'তে এই জগৎ প্রকাশিত হ'য়েছে। সেই বলদেব প্রভু একমাত্র পালনকারী—সকল মঙ্গলের মূল-বিধাতা, তাঁ'র মূলবস্তু কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, স্বয়ং-প্রকাশ বলদেব প্রভুর সেব্য। তিনি সখা, ভাই, শয়ন, ব্যজন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ, আসন প্রভৃতিরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। বলদেব, বলভদ্র, বলরাম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁ'র সকল প্রকারের বলের কথা বলা হ'য়েছে। তাঁ'র অন্তরঙ্গা শক্তি হ'তে বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও বৃন্দাবনাদি প্রকাশিত হ'য়েছে। তাঁ'র বহিরঙ্গাশক্তি-প্রণাম এই জড়ব্রহ্মাণ্ড; তাঁ'র তটস্থা শক্তিপরিণতি—অনন্ত জীবগণ।

যে প্রভুর কিঞ্চিৎ বল পেলে এই জীবকুল তাঁ'র আনুগত্যে পারমার্থিক বলে বলীয়ান্ হন—কৃষ্ণসেবা লাভ করেন, সেই বলদেব প্রভু— সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ; কৃষ্ণচন্দ্র—সম্বিদ্বিগ্রহ; তিনি—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তন্মধ্যে সন্ধিনীশক্তি। সচ্চিদানন্দবস্তু—বলদেব প্রভু, সচ্চিদানন্দবস্তু—কৃষ্ণচন্দ্র, সচ্চিদানন্দবস্তু—বার্ষভানবী—এঁ'রা সকলেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেব প্রভুতে সকল বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ আছে। বলদেব প্রভু চেতন-ময় বলের প্রদানকারী। অচিৎএর নিকট হ'তে আমরা যে বল—যে জ্ঞান লাভ করি, তা' যিনি ধ্বংস করতে পারেন, তাঁ'র নিকট হ'তে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বলদেবের বলে বলীয়ান্ না হ'লে এ সমস্ত বল ব্যর্থ হ'য়ে যায়—ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দের সমস্ত বল ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল, বলদেবের বল লাভ না করায়। মানবজ্ঞানে যা' জানা যায়, তা' সঙ্কীর্ণ—বলদেবের বলের কিঞ্চিৎ আভাসময় অংশমাত্র।

গৌরসুন্দর ব'লেছেন—'তৃণাদপি সুনীচ' হও, বৃক্ষের ন্যায় সহগুণসম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হ'বার দুর্বুদ্ধি না ক'রে যিনি বলদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যাঁ'র বল তিনি বলদেব প্রভু, কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগত জন কর্তৃক সেব্য হ'তে ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পা'বার উপায় নেই। যাঁ'রা বলদেব প্রভুর সেবক হ'তে পারেন, তাঁরাই প্রকৃত পক্ষে বলবান্ হন। আমরা যদি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই, তা' হ'লে বলদেব প্রভুর সেবা ক'রবার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের সেবাপ্রার্থী হ'য়ে যাই।

আমরা মনুষ্যজন্ম পেয়েছি, জগতের কোটি কোটি লোকের কথা শুনছি, কিন্তু তা'রা মরবে, তা'দের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হ'বে। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁ'র আনুগত্যে আমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হ'বে—নিত্যকাল যাঁ'র কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হ'বে, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় আমরা গ্রহণ করব।

হরিভজনকারী ব্যতীত অন্য লোককে পরামর্শদাতা মনে করিলে খুবই অসুবিধা হইবে। আমরা যে কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিব না। পিতামাতা যদি হরিভজন করেন তবে গুরু হইতে পারেন। যিনি আমাদের নিত্যমঙ্গল দিতে পারেন না তিনি গুরু নহেন।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—সঙ্কর্ষণ বলদেবের অভিন্ন প্রকাশ। শ্রীবলদেব শয্যা, আসন, আবাস, ছত্র, উপাধান প্রভৃতি রূপদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। জীবের হৃদয়ই—ভগবানের মন্দির। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"প্রাভঙ্ক্তা জীবমন্দিরম্।" ভগবানের ধাম ও মন্দিরাদি স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্বের সেবাকার্য্য। যাঁহারা শ্রীমন্দিরকে বিষ্ণু মনে করেন, তাঁহারাই আস্তিক। মন্দির কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। তাহা ভোগের বস্তু। ভগবত্তার ব্যাপারসমূহ ভোগের সামগ্রী নহে। আধ্যক্ষিকের চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট এবং কর্ণদ্বারা শ্রুত শ্রীবিগ্রহ ও বৈকুণ্ঠশব্দে জড়বস্তু ও শব্দসামান্য বুদ্ধি উপস্থিত হয়। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকে ভোগবুদ্ধি বলে। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে যাহারা প্রাকৃত মনে করে, তাহারা অন্ধ। দিব্যজ্ঞানলাভ না হইলে শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন ও শ্রীমন্দির-দর্শনাদি কিছুই হয় না। অহঙ্কারের দ্বারা গঠিত মন্দির অন্যে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত মন্দিরকে অভক্তগণ স্পর্শই করিতে পারে না। ভূতশুদ্ধির দ্বারা পৌত্তলিকতা নিরস্ত হয়।

যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহাদিগের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, শ্রীনাম ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না। বিষ্ণুনাম, শিবনাম ও গণেশ নাম এক নহে। অপরাধিগণের আপাতিক অনিত্যবস্তুতে বিশ্বাস হইয়া থাকে।

বিরাট

নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

——:•:(•):•:——

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকেন্দ্র কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে আগামী ২৫শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় শ্রীমন্দির হইতে একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন।

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

——::(•)::——

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর ব্রজমণ্ডল হইতে কৃপা-পূর্ব্বক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া নিরন্তর হরিকথাকীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও শ্রীমুখের বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা নাই।

কলিকাতার বিভিন্নস্থান হইতে প্রত্যহ বহু সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করত তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅখণ্ডন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅবধবন্ধিত দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চাব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
বারিক্ষা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবাদ্ববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহনদাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিকেতন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরাধারমণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
সেবশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুনাথ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীবনমালীদাস ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাডেষ্টার রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
নজরপুর (পঞ্জাব)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীভাববিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীবাজিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভব-আচার্য্য, এম্ এ মহোদয়ের শৌক্রগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একবারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। ইহাই বিরাট আকারে ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মান চরিত নিখিল চিন্ত-সম্মত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুরম্য মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দার্থ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ও বর্ণানুক্রমে ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত স্বপ্নেশ্বরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

ডিকশান প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা

উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওভ ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। হাবণ আদর্শ ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৴০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য প্রচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। টকোা টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরাগাগড ভিজ্ঞোণন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। প্রাসঙ্গিক নবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	৫০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ জয়দেবী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক আখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সু-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। ঐ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ জয়দেবী, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিবিধ পদানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। বহুর বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২৪-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	.. ..	... .	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-৫৫
(বদল) ছাঃ	... ..	. ..	৯-৩১	..	.. ..	... .	. ..	.....
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২০			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬-৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	......	.....	. ....	১৫-৫৬	১৭-৪২	.. ..	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ২০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাজ্জিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৷০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উইলিয়ম রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544 .

মহতাং কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃতি ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২২ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৬ই আগষ্ট ইং ১৯৪১, শনিবার { ১৩১-৩২ তম সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল রূপ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

—— ::(*):: ——

গত ৪ঠা আগষ্ট, ১৯শে শ্রাবণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীশ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ ও আনুগত্যে গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে উচ্চসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত করিলে শ্রীঅবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিত্যলীলাপ্রবেশ-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, বিচিত্র বর্ণের নিশান, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি সহ উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা করেন। নগর-সংকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীঠাকুরের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়। তৎপরে পুনরায় গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' এই কীর্ত্তনটী কীর্ত্তন হইলে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম অকপট সেবক শ্রীপাদ অনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু দৈন্যের সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপাভিক্ষা করিয়া গুরুবর্গের বাণীর অনুসরণে আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর অসমোর্দ্ধ মহিমা ও কৃপার কথা প্রায় এক ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করেন।

আজ আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, একমাত্র আশাভরসা, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর বিরহ-তিথিপূজা-বাসর। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও তদভিন্ন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য গুরুবর্গের বিরহ-ব্যথা আমাদের যত উপলব্ধির বিষয় হইবে, ততই আমরা রূপের পথে—সেবার পথে অগ্রসর হইতে পারিব। শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ-গণের পদধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। জন্মে জন্মে শ্রীরূপ প্রভু ও শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মের ধূলি বা কৈঙ্কর্য্যই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব।

আজ শ্রীল রূপ প্রভুর অপ্রকট-তিথি। এই তিথিতে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-মূর্ত্তি সেবক-ভগবান্ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি গৌরকরুণা-শক্তি—করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ। ভগবদ্ভক্তগণ গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনমুখে এই তিথির আরাধনা করেন। এই তিথির নাম সুমেধ-তিথি অর্থাৎ এই তিথি সকল সুমেধারই বরণীয়া—স্মরণীয়া—বন্দনীয়া।

ভগবদ্ভক্তের বিরহ-ব্যথা প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতি ক্ষেত্রেও সর্ব্বক্ষণ যত আমাদের উপলব্ধি হইবে, ততই কৃষ্ণকার্ষ্ণের সাক্ষাৎসেবা উপলব্ধি হইবে। গুরুবর্গের বিরহ যাহাতে তীব্রভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়, তজ্জন্য কীর্ত্তনক্রন্দনমুখে সর্ব্বক্ষণ গুরুবর্গের নিকট কৃপাভিক্ষা করিবার ব্যাকুলতা আমাদের হৃদয়ে জাগুক।

জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই—কৃষ্ণের বিরহই স্বাভাবিক ভজন। বিরহের মধ্যেই—সংকীর্ত্তনের মধ্যেই অনুক্ষণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের সঙ্গলাভের সুযোগ হয়। বিরহই সেবার পরাকাষ্ঠা। বিরহই ভক্ত। বিরহের ন্যায় সেবায় প্রগতিশালিনী বস্তু দ্বিতীয় আর নাই। বিরহই জীবকে কৃষ্ণকার্ষ্ণের নিকট লইয়া যায়। বিরহই ভজন। বিরহ দৈন্য-ময়। কৃষ্ণকার্ষ্ণবিরহকাতরতাই ভক্তের দৈন্য। তদ্ব্যতীত আর কিছু দৈন্য নাই। সেইজন্য বিরহিগণ বিরহ-দৈন্যে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন-ক্রন্দন করেন। সেই বিরহের মূর্ত্তবিগ্রহ আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু। তাঁহার মত এত বড় মহাবদান্য ও গৌরকৃষ্ণের এত প্রিয় আর কেহ নাই। তাঁহার কথাই আমাদের জীবাতু হউক, তাঁহার কৃপাই আমাদের অনুক্ষণ স্মরণীয় হউক। বিরহিনী প্রণয়িনী যেরূপ প্রণয়াস্পদের বিরহে কাতরা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার কথাই স্মরণ করিতে, কীর্ত্তন করিতে ও আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহকাতর ভগবদ্ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও আলোচনাদিতেই রত থাকেন। তাই কৃষ্ণবিরহিনী গোপীগণ বলিয়াছেন,—

> তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
> কল্মষাপহম্।
> শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে
> ভূরিদা জনাঃ।
> (ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ! যে সকল লোক বিরহ-তাপিত ব্যক্তিগণের জীবাতুস্বরূপ অপ্রাকৃত রসিকগণের আরাধিত, বিরহ-জড়-দুঃখ-বিনাশক, বিরহতাপিতগণের 'কর্ণরসায়ন, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তোমার কথামৃত বিস্তার করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাবদান্য। হরিকথামৃত বিতরণকারীর মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর কোথায়ও নাই।

শ্রীরূপ প্রভু আমাদের শ্রীগুরুদেব। শ্রীগৌরকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবাধ্য। তিনি আমাদের ন্যায় রক্তমাংসের পিণ্ডবিশেষ নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টের প্রচারক। তিনি যে সে ভক্ত নহেন, তিনি গৌরশক্তি—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। সেই বাস্তববস্তু শ্রীরূপপাদপদ্মের আশ্রয় বিনা কোন দিন কেহ হরিভজন করিতে পারেন নাই বা পারিবে না। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। চিদচিদ্রাজ্যে যত জীব আছে, শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কাহারও অন্য গতি নাই—শ্রীরাধাগোবিন্দপাদপদ্ম পাইবার আর অন্য উপায় নাই। শ্রীরূপ প্রভু অভিধেয় বা ভক্তিরসের আচার্য্য—ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন। তাঁহার ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই নাই। তিনি তাঁহার সেবামাধুর্য্যে পরমমাধুর্য্যময় শ্রীরাধা-গোবিন্দকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সেবার মাধুর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ—আকৃষ্ট। আমাদের শ্রীগুরুদেবও শ্রীরূপের অভিন্নমূর্ত্তি। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ রূপানুগবর। শ্রীরূপের বা শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের পদধূলিই আমাদের সত্তা, ইহা উপলব্ধি না হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুর্ব্বানুগত্য ছাড়িলেই বিষম-দর্শন হইবে। যেখানে বিষমদর্শন সেইখানেই সংসার। সমদর্শীই অদোষদর্শী, দোষদর্শীই বিষমদর্শী। বিষমদর্শিগণ দাম্ভিক। তাঁহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী। যেখানে দম্ভ, সেইখানেই বিষম। স্বরূপশক্তি যোগমায়ার সহিত বর্ত্তমান

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

যে নন্দ-নন্দন তাঁহাকেই 'সব' বলা হয়। সমদর্শন পড়ু-অভিমান নাই। হরিসেবোন্মুখগণ শুদ্ধ চেতনময়ী সেবাবৃত্তিতে সর্ব্বত্র শ্রীভাবাস্ফ অর্থাৎ আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক, বিভু, ব্যাপক বিষ্ণু বা বিষ্ণুবৈভব দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজকে রক্ষাভাগ্য বলিয়া জানেন। তাঁহারা শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার প্রত্যেক কার্য্য বা প্রত্যেক স্থানে কৃষ্ণের প্রায় কৃষ্ণাধিষ্ঠান বিভুরূপে- সেবকরূপে -সেবাস্বরূপে -পরিচালক বা চেতনস্বরূপে দর্শন করেন। তাঁহাদের ভোগদর্শন নাই। যাঁহাদের ভোগদর্শন বা দুর্দর্শন আছে, তাঁহারা শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্ম-নখশোভা দর্শন করিতে পারেন না। দুর্দর্শন কখনও সুদর্শনের প্রকৃত লিপ্ত হইতে পারে না। বিরহই সৌন্দর্য্য, আর সম্ভোগই কদর্য্য। যে হৃদয়ে সম্ভোগের গন্ধের লেশমাত্রও আছে, সেখানে সোনা কোন কথা নাই, শ্রীরূপের সঙ্গ ও [illegible] নাই। শ্রীরূপানুগগণের মধ্যে ভোক্তাভিমান বা দর্শাভিমান থাকিতে পারে না। জীবের আপনাকে দৃশ্য-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ অভিমান জগতকে ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তৃ-অভিমানে অহঙ্কারের অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেবাদৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার বা গোকুল দর্শনে জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টার ভোগ্য বা দৃশ্য হইলেই মঙ্গল। আমি দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য, আমি ভোক্তা নহি—ভোগ্য, শ্রীরূপের কৃপাভিখারিগণ এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত। এই বিচারের বিপরীত বিচার যেখানে, সেখানে শ্রীরূপানুগত্য নাই।

শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় সেবকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়ত্ব, দয়িতত্ব, প্রেম শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুতে রূপ ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুরূপ—দ্বিতীয় রূপ—নিজাত্মরূপ। শ্রীরূপই একমাত্র প্রেমসেবক্তা—অদ্বিতীয় অন্তরঙ্গ সেবক। তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরের গূঢ় রহস্যবেত্তা। অদ্বয়জ্ঞানের প্রণয়মূর্ত্তি হ্লাদিনীশক্তি শ্রীমতী রাধিকা! সেই হ্লাদিনীশক্তি যাঁহার প্রেমসেবায় সম্পূর্ণ বশীভূতা, সেই পরমশ্রেষ্ঠা সেবিকাই গৌরলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু। শ্রীরূপের আশ্রয় ব্যতীত যাবতীয় রূপ—কুরূপ বা বিরূপ। পরমমুক্তগণের শেষ যে প্রেমনিষ্ঠ মথুরাবাসী, ব্রজবাসী [illegible], তাঁহারাও শ্রীরূপের কৃপার দ্বারা লালিত হইবার জন্য ব্যাকুল। অতএব [illegible] গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের অনন্য কৃপা ব্যতীত মাদৃশ দীনহীন কাঙ্গাল [illegible] পতিত জীবগণের অন্য কোন গতি নাই গতি নাই—গতি নাই।

শ্রীসনাতন শ্রীরূপের সেবায় আকৃষ্ট, আবার শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের সেবায় প্রমত্ত। শ্রীশ্রীজীব-রঘুনাথ শ্রীরূপের অনুগামী। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইয়াও নিজেকে শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শ্রীরূপানুগগণের অসমোর্দ্ধত্ব স্থাপন করিয়াছেন,—

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃতসেবিনে।
যদ্রূপাগ্রহণাদ্ যস্য তেজে ভক্তিময়ং ভবঃ॥
(বৃঃ ভাঃ)

যাঁহার শ্রীরূপের আশ্রয় হইতে এই ব্যক্তি উদীয়া ভক্তি লাভ করিয়াছে, সেই স্বনামামৃতসেবী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার।

শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যেরূপ ভক্তি কর্ত্তব্য, তাহা হইতে একটুকু ন্যূন পরিমাণ যদি শ্রীরূপ-সনাতনাদি গুরুবর্গের প্রতি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের শুদ্ধভক্তিতে অধিকার হইবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীরূপপ্রভু অভিন্ন। ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীজীব প্রভুত্রয় শ্রীচৈতন্যের সেনাপতি। শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের পদধূলি দ্বারা যে স্থান অধ্যুষিত হয়, সেই স্থান ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু। তাঁহাদের চিন্ময় পদরজে অভিষিক্ত না হইলে সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। প্রাণহীন দেহের যেরূপ কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত জীবস্বরূপের কোন সার্থকতা নাই। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা যেখানে, সেইখানেই কুরূপ আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা যেখানে, সেইখানেই শ্রীরূপের আনুগত্যফলে জীবের সার্থকতা।

শ্রীরূপপ্রভুর নিকট সকলেই ঋণী। যাঁহাকে লইয়া ভগবানের ভগবত্তা, তিনিই শ্রীরূপপ্রভু। শ্রীরূপের পূর্ণ আনুগত্য করিয়াও কেহ শ্রীরূপের ঋণ শোধ করিতে পারেন না। আমাদের শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ সকলেই শ্রীরূপ-রঘুনাথপদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীরূপের অনুগত জনই সর্ব্বসম্পদের অধিকারী। শ্রীরূপের কৃষ্ণভজনময় অসমোর্দ্ধ দশ-যুক্ত বৈরাগ্য অতুলনীয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের পূর্ণ আদর্শ বিগ্রহ। তিনি সাধারণের চক্ষে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর শিষ্য হইলেও শ্রীসনাতন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপের কৃপাকাঙ্ক্ষা করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কীর্ত্তনসম্রাট্। যাঁহার গুণ-মহিমার কথা স্বয়ং ভগবান্ অনন্তমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারেন না, তাঁহার কথা আমরা কি বলিব। তাই গুরুবর্গের বাণীর অনুকীর্ত্তনমুখে কৃপাপ্রার্থনাই আজ এবং সর্ব্বক্ষণ ও জন্ম জন্মে আমাদের নিত্য কৃত্য। শ্রীরূপের দয়ার তুলনা নাই। তিনি সমস্ত বিশ্বকে দয়া করিবার জন্য প্রস্তুত। আমরা তাঁহার কৃপাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেই হইল। যাঁহারা শ্রীরূপের আনুগত্য করেন, তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ও আনুগত্য দ্বারা শ্রীরূপের আনুগত্য, সঙ্গ ও কৃপালাভ হইবে। প্রেমবিভাবিত সেবোন্মুখ নিষ্কপট দৈন্যময় চিত্তে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন হইবে। আমাদের ভজন-পূজন, সর্ব্বস্ব ও ইহ পরকাল যখন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম হইবে তখনই আমরা শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণরূপে দেখিতে পাইব। আমাদের একমাত্র আশাবন্ধ—আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—আমাদের একমাত্র অভিলাষ—শ্রীরূপের পাদপদ্ম। আর আমাদের সহায়-সম্বল কিছুই নাই। শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের বিরহ-সিন্ধুর একবিন্দুও যেন আমার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করে, ইহাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট করজোড়ে কাতর প্রার্থনা।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

হরিকথা-কীর্ত্তনের পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দয়া কর মোরে' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। অপরাহ্ণে প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভুর অতিমর্ত্ত্য পূত চরিতকথা আলোচনামুখে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করা হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বেও ভক্তগণ শ্রীমন্দিরে গুরুবর্গের কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীচরিতসুধা শ্রবণপুটে পান করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন।

পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীনামকীর্ত্তন হইতেই তাঁহার রূপ-গুণ পরিকর-লীলার স্ফূর্ত্তি হইবে। বৈকুণ্ঠনাম-কীর্ত্তনের ফলে বৈকুণ্ঠরূপ, বৈকুণ্ঠগুণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর ও বৈকুণ্ঠলীলার উদয় হইবে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে নৈষ্ঠিকী রুচি এবং তদনুশীলনে যে আনুকূল্যময়ী শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি, তাহাই ভক্তি। কৃষ্ণনাম কর্ণে, মুখে ও মনে অনুশীলন করিবার জন্য পাণ্ডিত্য, তপস্যা, বৈরাগ্যাদি সাধনশ্রম আবশ্যক করে না। বৈকুণ্ঠনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে সেবোন্মুখ জীব স্থির থাকিতে পারে না এবং তাহার যাবতীয় অনর্থ বা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। কৃষ্ণের নাম উচ্চারণকারী ব্যক্তি শ্রীনামের কৃপায় নিজের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছবিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া এবং একমাত্র শ্রৌতবাণীকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎসেবারাজ্যে অগ্রসর হইবেন।

শ্রীনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। ভগবানের স্বরূপ বা বিগ্রহ বা নামকে প্রকৃতির অধীন বলিয়া বিচার হওয়াতেই আমাদের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইয়াছে। বৈকুণ্ঠনামের শুদ্ধ-অনুশীলন ফলে জীবের অনাবৃত্তি বা প্রকৃত মোক্ষ লাভ হয়।

বৈকুণ্ঠশব্দই আমাদিগকে প্রাকৃত অনুভূতি হইতে মুক্ত করিয়া প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের দ্বারা শ্রীনামের অপ্রাকৃত রূপদর্শন-সৌভাগ্য প্রদান করেন। [illegible] অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের দ্বারা নিয়মিত বা শাসিত না হইয়া যদি রূপদর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে প্রাকৃত রূপের মোহে আমাদের পুনরাবৃত্তি বা বন্ধন হইবে।

কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত নামশ্রবণ কর্ণবেধ হয়। শ্রীনাম সেবোন্মুখের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হইলে অপ্রাকৃত রূপদর্শন হয় না। শ্রবণের পর কীর্ত্তন হয়। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহার কীর্ত্তন বা সেবাপ্রগতি কখনও স্তব্ধীভূত হয় না।

আমরা দৈনন্দিন কালের বিভাগে প্রাতঃ-সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা পাইয়া থাকি। দিবাভাগে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ—ত্রিবিধ কাল। আমাদের জীবনের অপরাহ্ণ আগতপ্রায়। সুতরাং কৃষ্ণের কৃপা-লাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। বাল-বৃদ্ধযুবা-নির্ব্বিশেষে সকলেই মনে করিতে পারেন যে, জীবনের অপরাহ্ণ সমাগত। কারণ, জীবন কখন শেষ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং এইক্ষণ হইতেই হরিভজন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, জীবনের পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন সংসারের ভোগসুখে কাটাইয়া অপরাহ্ণ হরিভজনের জন্য যত্ন করা যাইবে। আয়ুর যখন নিশ্চয়তা নাই—তখন জীবনকে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ ত্রিবিধভাগে ভাগ করিলে কোন্ ভাগে কত বর্ষ আছে কেহ বলিতে পারেন কি? পরক্ষণেই কি হইবে কে বলিতে পারে? জীবনের যে নিমেষগুলি চলিয়া যাইতেছে জগতের যাবতীয় অর্থ একত্র করিলেও তাহার একটীকেও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না এই সকল লক্ষ্য করিয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনে ক্ষণকালও হরিভজন না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।

যাঁহারা অসুস্থ হইয়া জীবন-সন্ধ্যায় দীর্ঘকাল শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেন তাঁহাদের পক্ষে জাগতিক সুখের হেয়তা অনুভব দ্বারা হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারই বা আমরা কয়জন করি? প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ কি সর্ব্বক্ষণ থাকিবে? যে কোনও ক্ষণে বাতাস বন্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা দিতে পারে। ভজনের সুস্নিগ্ধ সময় হারাইলে ত্রিতাপের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবায়ুর অবসান হইবে।

জগতের প্রাণীমাত্রেই বৈষ্ণব। যাঁ'রা স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকাশ কর্ত্তে পারেন, তাঁ'রা বৈষ্ণব, আর যাঁ'রা স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকাশ ক'রতে পারে না, তাঁ'রাও বৈষ্ণব। এই সকল বৈষ্ণবের সেবা একমাত্র মূল—যাহাতে সকল বস্তু আশ্রিত, সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণু।

এই জগতে কতকগুলি বস্তু চেতন ও কতকগুলি অচেতন। চেতন ও অচেতন, সকল বস্তুর নিমিত্ত-কারণ অনুসন্ধানে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার মনোধর্ম্মগত মত দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। আমরা সেই প্রকার মনোধর্ম্মগত কোন বিচার অবলম্বন না ক'রে, শ্রৌতবাণীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রব।

আমরা দৈর্ঘ্য, দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চ ভাব বুঝতে পারি, কিন্তু বিষ্ণুবস্তু ত্রিগুণের অন্তর্গত তৃতীয় মানের বস্তুবিশেষ নন। বিষ্ণুবস্তুর বাইরের দিকে একটা চেহারা আছে, সেটা জড়েন্দ্রিয়জ্ঞানের ক্রীড়াপুত্তলিমাত্র। তাঁ'র হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিবিধ শক্তি আছে। চতুর্থমান হ'তে ঊর্দ্ধ বৈচিত্র্য বিষ্ণুতে অবস্থিত বলে ত্রিগুণ-বিচারে আবদ্ধ ভাবমাত্র বিষ্ণু, এরূপ নয় বুঝতে হ'বে।

যে জিনিষটাকে ইহজগতে পাওয়া যায়, তাহা বৈরাগ্যবিশিষ্ট নয়। যদি বিষ্ণুকে ইহজগতে পাওয়া যে'ত, তা'হ'লে তাঁ'কে সমগ্র বৈরাগ্যের আধার বলা যেত না। তা' হ'লে তিনি 'অষ্টপাশবদ্ধ' আমাদেরই ন্যায় দেবমাত্র হ'তেন—কিন্তু তিনি মায়াধীশ। সমগ্র বৈরাগ্য তাঁ'র আশ্রিত। তাই তাঁর নাম অধোক্ষজ।

আমি যা' বুঝে উঠতে পারি, আমার যা' ভাল লাগে, আমাকে যে খোসামোদ করে, তা'কে আমি ভাল বলবো, তা' না হ'লে—তাকে বরখাস্ত ক'রবো—এটা প্রেয়ঃকামীর কথা, ভাগবতের কথা—শ্রেয়ের কথা—হরিতকীর মত। ভাগবতগণ এই শ্রেয়ঃকথা কীর্ত্তন ক'রে বেড়ান।

সকল কারণের কারণ কৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ—যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের কারণ। কৃষ্ণকে ইতিহাসের আগামী মনে করলে কৃষ্ণের অনুসন্ধান হ'ল না। জড় বিচারককে কৃষ্ণমায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে যে'তে হয়। যত্ন ক'রে অহরহঃ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতের নিকট হরিকথা-শ্রবণ ছাড়া, তাঁ'র সেবা ছাড়া মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। বর্ত্তমানে, আমাদের নিত্যবৃত্তি বিকৃতরূপে বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে প'ড়েছে।

ব্যভিচার বৃত্তিদ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না, গুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরুই হ'তে পারেন না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তবসত্য।

—

দুই একটী কথা

——::*::——

কাণের দ্বারা শ্রীগুরুসেবা, সাধুসেবা হয়। শ্রীকৃষ্ণ শব্দরূপে সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীগুরু-মুখে শ্রীকৃষ্ণ শব্দরূপে আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। আমি শ্রীকৃষ্ণের সেবাভিন্ন আর কিছুই করিব না—এই উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয় অর্থাৎ 'কৃষ্ণ আমি তোমার'—এই কথা বলিতে হয়। গুরুদেব তখন আমাকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। আমি যে সেবাই করি না কেন, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে—শ্রীগুরুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ দ্বারা কৃষ্ণের সহিত সেবা সম্বন্ধ লাভ করা। এই সম্বন্ধ লাভ হইলে কৃষ্ণ আমার মুখে শব্দরূপে উদিত হইয়া আমার সেবা গ্রহণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ একবার এইরূপভাবে আমার জিহ্বায় উদিত হইলে আমার সকল অজ্ঞান দূর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবায় ঐকান্তিকী মতি হইবে। তখন কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য আগ্রহ হইবে। সকল কার্য্য ও চিন্তার মধ্যে শ্রীগুরুমুখে যে কথা শুনিয়াছি, তাহাই স্মরণ হইবে। আমি কেন রান্না করিতেছি? কেন প্রসাদসেবা করিতেছি? কেন নিদ্রা যাইব? প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া কেন শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে চিন্তা করিব? তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ ভাবে চিন্তা করিব?—এই সব প্রশ্ন সর্ব্বদা মনে হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার ভাল উত্তর না পাওয়া যায় ততক্ষণ চিন্তা প্রবল থাকিবে। বক্তৃতা, পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রবণের সময়েও এই সব চিন্তাই মনে উদয় হইবে। শ্রীগুরুদেবের নিকট যাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে, তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য। তিনি যখনই কোন কথা বলিতেছেন, তখনই শতকার্য্যের মধ্যেও মন তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইবে। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার কত সেবাকার্য্য। আমার মত কীটাধমের জন্য তিনি কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। সে জন্য তাঁহার ভজনের অবকাশ সময়ে তিনি যদি দয়া করিয়া আমাকে কৃষ্ণকথা বলেন, তজ্জন্য আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিকট নিষ্কপট-ভাবে অবস্থান করিব। ব্যস্ত হইয়া অন্য কার্য্যে দৌড়াদৌড়ি করিব না। অন্য কার্য্য খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিব। যাহাতে তাঁহার নিকট অধিকক্ষণ কথা শুনিবার জন্য নিষ্কপটভাবে থাকিবার সৌভাগ্য হইতে পারে, ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। শ্রীগুরুমুখে কৃষ্ণকথাই—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের চরণে মতি হইলে মনুষ্যজীবন সার্থক হইবে। শ্রীগুরুসেবার দ্বারাই কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হইবে। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে কৃষ্ণদাসগণের সঙ্গেও সম্বন্ধ হইবে। তখন তাঁহাদের সেবা লাভ হইবে।

হরিকথা শুনিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের নিকট দুই চারি ঘণ্টা বসিয়া থাকিলে তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়া হইবে না। সেবা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে এক মিনিটের জন্যও তাঁহার নিকট গমন করিলে তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়া হয়। আমাকে তাঁহার নিকট নিষ্কপটে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য যাইতে হইবে এবং তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে হইবে। অন্য সমুদয় উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্য উদ্দেশ্যে যদি তাঁহার নিকট গেলে কিংবা তাঁহার নিকট অবস্থান করিলে তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়া হয়, তজ্জন্য সেই রকম ভাবে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে না, যাহাতে নিষ্কপটে তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাইতে পারা যায়, তজ্জন্য তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে জানাইতে হইবে। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—ইহা জানিতে পারা যাইবে। তখনই দেহাত্মবুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে এবং অপ্রাকৃত দেহে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভ হইবে। কপটী ব্যক্তির সঙ্গ কখনও করিতে হইবে না। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবা করিতে চান না, তাঁহারাই কপট। যাঁহারা মুখে মুখে কৃষ্ণসেবা করিতে চান, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক তাহার বিপরীতভাবে চলেন এবং কখনও নিষ্কপটে শ্রবণ-কীর্ত্তনে যোগদান করেন না, কিম্বা অন্য অসদুদ্দেশ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের আড়ম্বর করেন, তাঁহারাই কপট। তাঁহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না করিলে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যাইবে।

ভগবজ্জ্ঞান লাভ করার মূল শুধু ভগবৎ-কৃপা ইহা উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়। যুক্তিদ্বারা বুঝিতে গিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। যুক্তি-বিচারকে যদি ভক্তির অনুগত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিচারের আবশ্যকতা আছে। জগতের নিকট এই 'কৃপা' জিনিষটাই মূল্যহীন।

শুদ্ধভক্ত ভগবদ্ভজনকারীর নিবেদিত বস্তু ছাড়া প্রসাদ হয় না। দৃঢ়তাকেই আঁকড়াইয়া ধরা প্রয়োজন, নতুবা মায়ার আক্রমণে রক্ষা পাওয়া কঠিন। জগতের লোকের সঙ্গে আমাদের ভক্তিবৃত্তির প্রাতিকূল্য ভাবের দরকার নাই। হরিসেবার অনুকূল যতটুকু ভদ্রতা রাখা দরকার, সেটুকুই করিতে হইবে।

পথ দুইটী—শ্রেয়ঃপথ ও প্রেয়ঃপথ। একটী পরমমঙ্গলের পথ, অপরটী মহা অমঙ্গলের পথ। সৌভাগ্য, সুকৃতি অনুসারে এই দুইটী পথই জীব আশ্রয় করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই দুই পথের কথা সম্যগ্‌ভাবে বিবেচনা করিয়া শ্রেয়ঃপথ আশ্রয় করেন। এই দুই পথের একটি মুক্তির কারণ, অপরটী বন্ধনের পথ। বিবেকহীন—বুদ্ধিহীন জনগণ প্রেয়ঃপথকেই পরম শ্রেয়-জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রেয়ঃপন্থী—ভক্তপন্থী—স্বসুখবাঞ্ছাপরিত্যাগী ভগবৎ-সেবাভিলাষী, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারের অনুষ্ঠানই ভগবানের সুখবিধানপর। এই অন্যাভিলাষশূন্য, অনন্যচিত্ত ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র ভগবৎসেবার জন্যই তাঁহাদের কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না।

———

সেবা-প্রগতি

——::*::——

সেবাবৃত্তি নিরন্তর বর্দ্ধনশীল। সেবা নিরন্তর গত্যাত্মিকা— অপ্রাকৃতা ও গুণাতীতা। সেবা আত্মার বৃত্তি। আত্মা চেতন। চেতনের স্বভাবই গতিশীলতা আর জড়ের স্বভাব—গতিহীনতা। জড়ের যে কখনও কখনও গতিশীলতা প্রতীত হয়, তাহাও চেতনাভাসের সম্পর্কজনিত। প্রাচীন ন্যায়ের "লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে করয় জারণ" বাক্য অথবা [illegible] ক্ষিতির আধ্যাত্মিকাই তাহার প্রমাণ। জড়ের স্বতন্ত্র গতিশীলতা নাই, চেতন বা চেতনাভাসের সংযোগেই জড়ের গতি লক্ষিত হয়।

জড় বা অচেতনের ধর্ম—জড়ভাব। দেহ-মন অচেতন। দেহমনের বৃত্তি—কর্ম্ম। কর্ম্ম পঞ্চভূতপ্রভাবে জড়ভাবযুক্ত হইয়াও চেতনাভাসের সম্পর্কজনিত সাময়িক গতিশীলতা লাভ করে। কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষের বিরক্তি আসিবেই আসিবে। মানুষ একপ্রকার কর্ম্ম—একঘেয়ে ভাব লইয়া বহুদিন জীবন ধারণ করিতে পারে না—তৃপ্তি শান্তি পায় না। কর্ম্মপ্রবৃত্তির [illegible] কর্ম্মবৈচিত্র্যের একটা সাময়িক পরিবর্ত্তন থাকিতে অনেক সময় তৎক্ষণাৎ বিরক্তি উপস্থিত না হইলেও কোনদিন না কোনদিন [illegible] কর্ম্মে বিরক্তি উপস্থিত হয়। যদি কোন ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-কৃপাবলে জীবের সেবাবৃত্তি বিকশিত হইয়া পড়ে, তখনই শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম সম্পর্কে সেবাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। অপ্রতিহত গতিতে সেবাপ্রবৃত্তি প্রত্যেক জীবেরই আছে। [illegible] তাহার প্রকাশ করা প্রয়োজন।

যাঁহার [illegible] সেবাস্রোত চালিত হইয়াছে, তাহার সেই অপ্রতিহত স্রোত [illegible] হইবার নহে। [illegible] মেরু-মন্দার হিমাদ্রি [illegible] কথা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকের পক্ষে তাহার সেই সেবাস্রোত রুদ্ধ করিতে পারে না। যদি সেই সেবা-সাগরের উচ্ছলিত তরঙ্গের সম্মুখ কোন প্রতিবন্ধকের পাহাড় মস্তক

সাধুসঙ্গ, 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

উন্নত করিয়া উপস্থিত হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই সেবনতৃষ্ণ লোকে উহা তৃণের ন্যায় পলিয়া যায়। আমরা সেবা-সিদ্ধগণের চরিত্রে এরূপ উদাহরণ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। কিন্তু যেখানে সেবাসিদ্ধি হয় নাই, সবার আপাদমস্তক আবৃত হইয়াছে, সেই স্থানে মায়ার্ধীন অনাবৃত ভাবে বিকশিত না হওয়ায় দেহমনের আবরণ সেবাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার যোগ্যতা প্রকাশ করে। যেখানে কর্মাধিক বা জ্ঞানবিদ্ধ সেবাভাস দেখা যায়, সেখানে আচিরেই আভাসটী বিনষ্ট হইবার যোগ্যতা রাখে। গুরুপাদাশ্রয়ের অভাবে কর্ম্মবীর ও ব্রহ্ম-সেবকাভিমানের দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অভিনয়ের পরও এইরূপ সেবাস্তব্ধভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়—অনেক সেবাপর ব্যক্তি প্রথমযুগে যেন একটা প্রবল গৌরব লাভ করিয়া সেবার প্রদর্শন করিয়া সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিছুকাল এরূপ গতিশীলতা দেখাইবার পর তাহাতে আবার সেবাস্তব্ধভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন প্রারম্ভ সময়ের গতিশীলতা আর তাহাতে লক্ষিত হয় না। ক্রমে সেই ব্যক্তি নিরুৎসাহ ও স্তব্ধপ্রায় হইয়া পড়ে। যেখানে এইরূপ সাময়িক তরঙ্গায়িত ভাব ও তরঙ্গের অবসান লক্ষিত হয়, সেখানে জানিতে হইবে, প্রকৃত সহজ আত্মবৃত্তির উদয় হয় নাই। কর্ম্মফলের আপাত বিরাগ ও ত্যাগ তাহার হৃদয়ে সুখপ্রাপ্তির সাময়িক আকাশ-কুসুম আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষণিক উচ্ছ্বাস তরঙ্গে প্রণোদিত করিয়াছে মাত্র। সাময়িক উচ্ছ্বাসের উদ্গমন কিছুকালের মধ্যেই শান্ত হইয়া গেলে তাহার সেই সেবা-চেষ্টাভাসও স্তব্ধ হইয়া যায়। দেহমনের আবরণে আবৃত হইয়া তাহাতে যে সাময়িক উচ্ছ্বাসময় সেবাভাস লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা উত্তেজনা হারাইয়া স্তব্ধভাব অবলম্বন করে।

কর্ম্মরাজ্য ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মহাভাগ্যবান্ জীবের যখন কর্ম্মের স্রোত অনাস্থা উপস্থিত হয়, তখন তিনি নিত্যা অপ্রতিহতা সেবালতিকার বীজ প্রাপ্ত হইবার জন্য কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হন। শ্রীগুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে সেই সেবাবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। তিনি নিত্য সেবার কথা শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলসেকের দ্বারা সেবাগতিশীলা সেবালতাকে সমৃদ্ধি করিতে থাকেন। সেই প্রগতিশীলা লতা কখনও তার হাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া বাস্য থাকিতে পারে না। কর্ম্মের ধাম ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া তাহার গতিশীলতা প্রকাশ করে। ক্রমে যেখানে মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অনিত্য গতি বিগত হইয়াছে, সেই বিরজার জলনিধিতে লতা আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরজাতে গতিশীলতার স্বচ্ছন্দক্রীড়া সম্ভব নহে বলিয়া বিরজা অতিক্রমণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকে সেবালতার গতিশীলতা স্তব্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকায় এবং লতার আশ্রয়োপযোগী ও গতিশীলতা-বর্দ্ধনকারী বৃক্ষ না থাকায় সেবালতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে প্রবেশ করে। পরব্যোমের ঊর্দ্ধগোলোকে সেই লতা তাহার প্রগতিশীলতার নবনবায়মান প্রেরণা-প্রদানকারী কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া অফুরন্ত নিত্য গতিশীলতার সাম্রাজ্য আবিষ্কার করে।

যদি সেবাবীজের অঙ্কুরোদ্গম বা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধমান অবস্থায় গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধরূপ মত্তহস্তী মহাদুর্দ্দৈবক্রমে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা কোমল অঙ্কুর ও ঈষৎ-বিকশিত লতিকাকে একেবারে মূলের সহিত উৎপাটন করিয়া দেয় এবং লতা শুষ্ক হইয়া অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। সেবালতার বৃদ্ধি-কালে যদি কোনপ্রকারে লতার সহিত ভোগ কামনা, মোক্ষকামনা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা, আত্মভোগের জন্য ধনাদিপ্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহের বাসনা লোকের নিকট হইতে পূজা পাইবার আশা বা প্রতিষ্ঠাপ্রিয়তা প্রভৃতি উপশাখাসমূহ উদিত হয়। তাহা হইলে সেইসকল পাওয়া উপশাখাগুলিই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, মূল শাখাটী স্তব্ধ হইয়া যায় আর বাড়িতে পারে না।

সাধক হৃদয়-ক্ষেত্রে সেবালতার বীজ প্রাপ্ত হইলেও যদি সতত সাবধান না থাকেন—সতত নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবসেবায় অভিনিবিষ্ট না থাকেন, অনুক্ষণ সৎসঙ্গে সেবা-প্রাণতার আগুন প্রজ্বলিত করিয়া না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে অনর্থময় ঝাড় আসিয়া নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা, লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা, ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছায় সেবাপ্রগতিকে স্তব্ধ করিয়া দিবে। অধিক কি, জীবন্মুক্ত দশার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও হরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে অপরাধ বা কোনপ্রকার ভুক্তিমুক্তি-কামনাধারা অভিভূত হইলে জীবের সেবা-গতিশীলতা স্তব্ধ হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্মধারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভগবানে একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন যোগিগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিচলিত হন না।

ভুক্তিকামের ন্যায় মুক্তিকাম থাকিলেও সেবাবীজ সেই ক্ষেত্রে স্থায়িভাব লাভ করিতে পারে না। মুক্তিকামিগণ কোন কোন সময়ে সাময়িক সেবার ছলনা প্রদর্শন করিয়া বিমুক্ত অভিমানে সেবাগতিকে স্তব্ধ করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মতপস্যায় তপস্বী হইয়া আপনাদিগকে 'জীবন্মুক্ত' কল্পনায় সেবাগতির অনাবশ্যকতা বোধ করেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা সেবা-স্তব্ধ-ভাবকে বরণ করেন, সেই মুহূর্ত্তে কর্ম্মতপস্যার শিখরদেশ হইতে পতিত হইয়া পাষাণসমাধি লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিলতিকার প্রগতিকে শ্রবণকীর্ত্তনজলে নিত্য নবনবায়মান সমৃদ্ধিতে বরণ করিতে থাকেন, তাঁহাদের সেবাবৃত্তি কোন দিনই স্তব্ধ হয় না।

কল্যাণকামী সাধক প্রত্যহ আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার সেবা-বৃত্তি গতিশীলতাপ্রাপ্ত হইতেছে, কি হ্রাস হইতেছে অথবা হ্রাস ও গতিশীলতার মধ্যবর্ত্তী স্তব্ধভাব অবলম্বন করিতেছে। সেবা-স্তব্ধভাব অনেকটা তটস্থভাবের ন্যায়। তটস্থাবস্থায় কাহারও অবস্থান হইতে পারে না। যদি সেবা প্রত্যাগতি পথে পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে উহার সাময়িক স্তব্ধভাব ক্রমশঃ সেবা পরাক্ গতিতে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে একান্ত সেবাবিমুখতা পরিণতি লাভ করিবে। কাজেই সেবা-স্তব্ধতাবর্ত্তী সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কাজনক। প্রতিমুহূর্ত্তে সেবালতিকা শ্রীগুরুকৃষ্ণকৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তনজলসেকে সমৃদ্ধ, পল্লবিত বিকশিত ও পত্রপুষ্পাদিতে সুশোভিত না করিতে পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। সাধক সর্ব্বদা আপনার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া—গুরুবৈষ্ণবের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া সেবাগতির উত্তরোত্তর উন্নতির পথে বিচরণ করিবেন। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন সেবাস্তব্ধভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া সেবা-বিমুখতার দিকে গতিশীলতা আনিয়া না দেয়। সৎসঙ্গাবাসে বাসের একটী অমোঘ ফল এই যে, সেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবাপ্রগতি ও সেবাবিরতির পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয়। বহির্ম্মুখসঙ্গে বা নির্জ্জনে বাসকারী ব্যক্তি সেবাগতির ও সেবাস্তম্ভের পরীক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। অনেক সময়ে সেবা-শিথিলতাকে বা সেবার বিপরীত ভাবকে সেবা-গতিশীলতা ও সেবাস্থায়িভাব বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাঁহারা আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যাহাতে সেবাস্তব্ধভাব কখনও উদিত হইতে না পারে এরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নিরন্তর অবস্থান ও তদনুকূল বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া সেবালতাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিবেন।

মানবজন্ম পাইয়াও যদি আমরা সাধু-গুরুর কৃপাভিষিক্ত হইয়া এই সেবাপ্রগতির পথে পরিচালিত হইতে না পারি, তাহা হইলে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতেই হইবে। গুরুকর্ণধারের আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

বিশ্ববান্ধব শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রধান উদ্দেশ্যই সকলকে সেবাপ্রগতির পথে পরিচালন। সেই উদ্দেশ্যের জন্যই গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অনুক্ষণ সেবাসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন।

চট্টগ্রামে প্রচার

গত ১লা আগষ্ট শুক্রবার শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ত্রিভুবন-মোহন ব্রহ্মচারীজী চট্টগ্রামের রেয়াজুদ্দিন লেনস্থ উকিল শ্রীযুত সুরেন্দ্রদাস মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদ্যন্তে মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২রা আগষ্ট শনিবার ব্রহ্মচারীজী কয়েকজন মঠসেবকসহ চট্টগ্রাম মিলিটারী একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার বসুধর মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা শ্রীসনাতনশিক্ষার কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদ্যন্তে হরিকীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৩রা আগষ্ট রবিবার সদরঘাটস্থ শ্রীবাক্সরাজেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর সাপ্তাহিক অধি-বেশনে শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১০ম পরিচ্ছেদএর কিয়দংশ আলোচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত মঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, 'গৌড়ীয়', নদীয়া-প্রকাশ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচিত হইতেছে।

দার্জ্জিলিংএ প্রচার

গত ২৯শে জুলাই মঙ্গলবার দার্জ্জিলিংএর পাবলিক্‌হলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

গত ৩০শে জুলাই স্থানীয় নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাবলিক হলে ব্রহ্মচারীজী 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতায় বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত মোহিনীমোহন ব্যানার্জ্জি সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বাবু যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, মিউনিসিপাল একাউণ্টেণ্ট, বাবু হরিপদ সেন, ফরেষ্ট অফিসার, মিঃ মণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বেঙ্গল ফরেষ্ট অফিসার; বাবু বিনয়ভূষণ বোস ওভারসিয়ার; মিঃ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ক্লার্ক; বাবু আঘোরী কর, রিটায়ার্ড হেডক্লার্ক, বাবু সুবোধচন্দ্র রায় ষ্টেনোগ্রাফার ডি, সি, অফিস; মিঃ পি, সি, চ্যাটার্জ্জি কোল মার্চেণ্ট, ডাঃ কে, সি, ব্যানার্জ্জি বি, এ; বাবু ধীরেন্দ্রনাথ বোস পোষ্টমাষ্টার, দার্জ্জিলিং, মিঃ এন্ মুখার্জ্জি ষ্টেশনমাষ্টার প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছেদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীজয়রাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবান্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
সেবশারী
পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবন্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ,
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৬০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যান্সেষ্টার রোড, ষ্টাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তন্ত্রমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ভক্তগণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপারিরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিক্যেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, হিকমত প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন। বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।৹
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ৯।৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। দ্বাদশ আল্বর ॥৹
১৯। তর্কবিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶৹
২২। ভজন রহস্য ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥৹
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা জগন্মোক্ষঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶৹ বাঁধা ৸৹)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶৹
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৶৹
৪১। গীতাবলী ৵১৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸৹
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵১৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৵৹
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥৹
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৫। সটীকা-শিক্ষাধনমূলম ।৹
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵৹
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥৹
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥৹
৭২। নামভজন ৵৹
৭৩। বেদান্ত হটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজ ॥৹
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶৹
৭৫। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥৹
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥৹
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ফাইটিং ৵৹
৭৮। দি ভাগবত ।৹
৭৯। হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিভেল্ড ডিভোশন ।৹
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸৹
৮৫। সাধনপথ ৷৹
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১৹
৮৭। গীতাবলী ৵১৹
শরণাগতি ৵৹
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶৹
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ।৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিপদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৫	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	......	......	১৮-৫	২২-৪৩
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বগুলা) ছাঃ	......	.. ..	৯-৩১	....	......	......	......	......
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

লাইট রেল (বগুলা) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৪১
" ছাঃ	১২-৫৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

			শনিবার ব্যতীত		
			অন্য দিন	শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১

(বগুলা) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫১	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৪	১৭-৩০	২০-৬	২১-১৯
(বগুলা) ছাঃ	......	......	......	.....	১৫-৫৬	১৭-৪২	.....	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বগুলা) ছাঃ	১৮-৩৯
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৫

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৷৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—::○::—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

(বেলেঘাটা, ২৪ পরগণা)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু এবং 'প্রদীপ'-প্রাচক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৴০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৫ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ২৭শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১২ই আগষ্ট ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১৩৩-৩৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ হৃষীকেশ শ্রাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুর্ব্বুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া ; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী দয়া। দ্বি-হৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাইরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্যরকম কথা পোষণ করে, আর দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার ক'রতে চায়। যাঁ'রা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন ক'রতে চান, তাঁ'দিগকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি'সাম্প্রদায়িক,' 'গোঁড়া' প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁরা সরল, আমরা তাঁদেরই সঙ্গ ক'রব—অপরের সঙ্গ ক'রব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন ক'রতে হ'বে।

অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common senseকে) সত্য মনে করেন। ভ্রম-প্রমাদ-যুক্ত গড্ডলিকার সাধারণ-বুদ্ধি মনোধর্ম্ম মাত্র, তা'তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাকতে পারে, কিন্তু উহা বাস্তবসত্য নহে। লোকের রজস্তমোতাড়িত বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝতে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এসে বলে যে, আমার কিছু চুণ-সুরকি আছে, আপনি সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক'রে নিন, তা'হ'লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আস্বাদন নষ্ট হ'য়ে যায়, মুখে কাঁকর, চুণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়—গলা বন্ধ ক'রে দেয়, তা'তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরম নিরপেক্ষা, স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন,—ভক্তির অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ ক'রবার পরামর্শ দেন, তা'হ'লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চুণ-সুরকি মিশ্রিত ক'রবার পরামর্শের ন্যায়।

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জানতে দেই না—গোপনে যে-সকল কথা রেখে দেই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে, তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হ'চ্ছে—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা'হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু। ভাগবতজীবন যা'র নয়, তা'র নিকট ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তুদর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধদর্শনই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভোগবুদ্ধি। এরূপ অবৈধদর্শনের অবস্থাটা কে'টে গেলে সত্যসত্যই কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটা মুখ্য রস ও তৎপরিপোষক সাতটী গৌণরস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত রয়েছে।

অচিৎএর সহিত যে সংশ্রব, তা'র নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছে'ড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। কৃষ্ণ কেবল-চেতনকে আকর্ষণ করেন।

'আমি'র বিচারের অন্দর-মহলে ঢুকবার পূর্ব্বে দু'টো ফটকে দু'টো দারোয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা 'আমি'র কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পঞ্চমস্বর-মুরলী-নিনাদ কাণে আসছে না কেন? রাস্তার গোলমাল, জগতের কর্ম্ম-কোলাহল কাণে ঢুকছে কেন? বর্ত্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেন্টহত্রে—ম্যানেজারহত্রে মাঝপথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্ম্মজীবি আমাকে মন কুপরামর্শ দিয়ে প্রেয়ঃপথে নিযুক্ত ক'রছে। মনের মনিব—আত্মা, বাক্ হ'চ্ছে—ফোরম্যান, যেমন জুরীর ফোরম্যান থাকে। চেতনের বাক্ এক প্রকার আর অচেতনের বাক্ অন্য প্রকার। মনটা হ'চ্ছে—অনাত্মা।

যাঁ'র ভগবানে ভক্তি আছে তিনিই মনুষ্য। যাঁ'র ভগবানে ভক্তি নাই, তিনি ভোগী, ত্যাগী বা অন্যাভিলাষী। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম—এই দু'য়ের সম্মিলনে অসংখ্য বিপদের মস্তকের উপর দিয়ে চ'লে যেতে পা'রবো—সাফল্য আমাদের হস্তামলক হ'বে—শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রিত সেবক কখনই বিচলিত হন না।

আমরা ভগবানের শরণাগত—বৈষ্ণবের শরণাগত। ভগবান্কে দেখতে পাওয়া যায় না—সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের জুতা বইতে পারলেই কৃষ্ণানুভবের স্বরূপগত-প্রতীতি লাভ হ'বে।

জীব শব্দে—যাহার জীবন আছে। জীব—অজ, নিত্যকাল বর্ত্তমান। জীব সৃষ্টপদার্থ নহে। তাহার অবস্থাভেদ আছে। জীব তটস্থাশক্তিপরিণত বস্তু। জীব—বস্তু, অবাস্তব আকাশকুসুম নয়। তাঁর নিত্য কৃত্য—প্রভুর সেবা করা। জীবে স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম আছে। জীব নিত্যকাল বর্ত্তমান, নিত্য আনন্দ-প্রার্থী। যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা গ্রস্ত হন, তখনই আনন্দের সন্ধান ভুলে যান। যখন জীব সেবন-ক্রিয়াশীল থাকেন না, তখন ভগবানের সেবাকার্য্য প্রকাশিত হয় না কিম্বা গৌণভাবে প্রকাশিত থাকে। যেমন গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি। গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, বুঝতে পারেন না যে তাঁ'রা শ্রীভগবানেরই সেবা কর্'ছেন। তাঁ'দের শান্তরস। ভগবানের সেবা ব্যতীত শান্তি হয় না। কৃষ্ণ যে যন্ত্রের দ্বারা তাঁ'দিগকে পরিচালিত করেন, তাঁ'দ্বারা তাঁ'রা চালিত হ'য়ে সেবা ক'রছেন, ইহা বুঝতে পারেন না।

আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণসেবা হয়। বলদেব প্রভুর একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণসেবা। সেবক যখন সেব্যের দিকে অগ্রসর হন, তখন তাঁ'কে বলদেব প্রভুই সাহায্য করেন। বলদেব প্রভুর বল লাভ না করলে আধ্যক্ষিকতা প্রবল হ'য়ে নানারূপ মতবাদ সৃষ্ট হয়। বলদেব প্রভুর আনুগত্য করা—তাঁ'র নিকট হ'তে চিদ্বল সঞ্চয় করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" সেই বলদেব প্রভুর বল ব্যতীত আমাদের কোন সম্বল নেই।

গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে মঙ্গল হ'বে না। যে বলদেব প্রভু কায়মনো-বাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁ'র অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়।

———

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীকৃষ্ণদাস

——::[•]::——

মুসলমানবিজয়ের প্রাক্কালে রাজপুত-জাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে, দেশপ্রেমে, আত্মত্যাগে যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। আমাদের আলোচ্য "কৃষ্ণদাস" এই রাজপুতজাতির মধ্যে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, জাগতিক লাভালাভ—হিংসা-দ্বেষাদিবহুল নশ্বর কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া যথার্থ বিষয়ে শ্রীগুরুকৃষ্ণসেবায় প্রযুক্ত হইবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদাস দেশত্যাগ ও আত্মত্যাগের যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে ঐ শব্দগুলির বিদ্বদ্রূঢ়ি ও সার্থকতা প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রাদর্শনলীলা প্রকট করিয়া ঝারিখণ্ডপথে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হস্তী প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তুসমূহকে কৃষ্ণ-নামে নৃত্য করাইয়া বারাণসীতে নিঃশঙ্ক চন্দ্রশেখরের সেবা স্বীকারপূর্ব্বক প্রয়াগপথে মথুরায় ও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করেন এবং "তেঁতুলতলার" এক গাছে বসিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সংখ্যানাম কীর্ত্তন করেন।

একদিন মহাপ্রভু "আমলিতলায়" উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় যমুনার পরপারে গ্রামের অধিবাসী "কৃষ্ণদাস" নামক একজন রাজপুত গৃহস্থ কেশীঘাটে স্নান করিয়া কালীয়দহে যাইবার সময় 'আমলিতলায়' অকস্মাৎ মহাপ্রভুর জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তি ও প্রভুর অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রভুকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন।

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? কাঁহা তোমার ঘর?" কৃষ্ণদাস বলিতে লাগিলেন—"আমি গৃহস্থ পামর, জাতিতে রাজপুত, ওপারে আমার ঘর, আমার ইচ্ছা—বৈষ্ণবের কিঙ্কর হই। আমি আজ এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্নের সাফল্যস্বরূপ প্রত্যক্ষ আপনার দর্শন লাভ করিলাম।"

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে কৃপাপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণদাস প্রেমে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে অক্রূরতীর্থে আগমন করিলেন এবং তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র-প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

তদবধি কৃষ্ণদাস প্রভুর কমণ্ডলুবাহক, নিত্যকিঙ্কর ও নিত্যসঙ্গী হইয়াছেন,—

"প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া॥"

বৃন্দাবনে রোল উঠিল, তথায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়াছেন। রাস্তায়, ঘাটে, লোকে ইহা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন মহাপ্রভু অক্রূরতীর্থের ঘাটে বসিয়া বিচার করিতে লাগিলেন—এই ঘাটেই ঐশ্বর্য্যোপাসক অক্রূর স্বীয় অধিকারে বৈকুণ্ঠ-দর্শন আর মাধুর্য্যসেবক ব্রজবাসিবৃন্দ স্ব-স্ব অধিকারে গোলোকদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা বিচার করিতে করিতেই মহাপ্রভু ব্রজবাসীর ভাবে জলে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক জলাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত ইহা দেখিয়া ক্রন্দন-চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ আসিয়া জল হইতে মহাপ্রভুকে উত্তোলন করিলেন।

একদিকে অসম্ভব জনসঙ্ঘ, তদুপরি লোকের ভিক্ষাগ্রহ দৌরাত্ম্য, তাহাতে আবার প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেগদর্শনে ভীত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছায় মাঘস্নানপক্ষের ছলে গঙ্গাতটপথে মহাপ্রভুকে লইয়া প্রয়াগে আসিবার যুক্তি করিলেন।

মহাপ্রভুর সহিত পথজ্ঞ রাজপুত কৃষ্ণদাস, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া বিপ্র, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী ব্রাহ্মণ চলিলেন। তাঁহারা নৌকা পার হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিলেন। যাইতে যাইতে মহাপ্রভু পথশ্রান্ত হইয়া সকলকে লইয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। বৃক্ষের নিকটেই অনেকগুলি গাভী চরিতেছিল, তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর ব্রজলীলা স্মৃত উদ্দীপ্ত হইল। এমন সময় হঠাৎ জনৈক গোপ বংশীধ্বনি করায় মহাপ্রভুর ঐ স্থানে [illegible] প্রেম-মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, মুখে ফেনোদ্গম ও নাসা শ্বাসরুদ্ধ হইল।

মহাপ্রভু যখন পথিমধ্যে সেই বৃক্ষতলে তাঁহার চারিজন সঙ্গি-বেষ্টিত হইয়া অর্দ্ধদশায় নিমগ্ন আছেন তখন সেই পথ দিয়া দশজন অশ্বারোহী পাঠান যাইতেছিল। পাঠানগণ একজন সন্ন্যাসীকে মূর্চ্ছিত ও তাঁহার সন্নিকটে চারিজন ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়া বিচার করিল—নিশ্চয়ই এই চারিজন দস্যু এই সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ লইয়াছে এবং সন্ন্যাসীর যে সকল সুবর্ণাদি মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল, তাহা হরণ করিয়াছে। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া পাঠানগণ মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস রাজপুত, সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্রকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাঁহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে, এইরূপ ভয় দেখাইতে লাগিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্র সহজেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস রাজপুত ও সানোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে উক্ত পাঠানগণকে আত্মপরিচয়াদি প্রদান করিতে লাগিলেন। তথাপি পাঠানগণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া গৌড়ীয়া-গণকে 'দস্যু' ও 'ঠক্' বলিতে লাগিল। রাজপুত কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার শৌর্য্য প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন —"পাঠানগণ, সাবধান। তোমরা গৌড়ীয়াদ্বয়কে এইরূপ অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিতে পার না। এই গ্রামেই আমার গৃহ। আমার হাতে দুইশত তুর্কসৈন্য ও একশত কামান আছে; এখনই হুকুম করিলে তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবে এবং তোমাদিগকে হত্যা করিয়া তোমাদের 'ঘোড়া-পিড়া' সমস্তই লুটিয়া লইবে। "গৌড়ীয়া'—"বাটপাড়" নহে, তোমরাই বাটপাড়। তোমরাই তীর্থবাসীদিগের ধন লুণ্ঠন কর, আর তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে চাও।"

কৃষ্ণদাস রাজপুতের এইরূপ তীব্র বাক্য শুনিয়া পাঠানগণের মনে সঙ্কোচ হইল। এমন সময় মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশা লাভ করিলেন; হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া 'হরি,' 'হরি' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া-শুনিয়া পাঠানগণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ প্রভুর ভক্ত চারিজনকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। মহাপ্রভু নিজ-গণের বন্ধন দেখিতে পাইলেন না।

মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বাহ্যদশা লাভ করিলে পাঠানগণ মহাপ্রভুর প্রভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণত হইল এবং ঐ চারিজন প্রভুকে ধুতুরা খাওয়াইয়া তাঁহার ধনবস্ত্রাদি হরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন—ইহা মহাপ্রভুকে জানাইল। মহাপ্রভু পাঠান-দিগকে বলিলেন,—ঐ চারিজন 'দস্যু' নহেন, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গী। তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, তাঁহার কোন ধনবস্তুই নাই। তিনি সময় সময় মৃগীব্যাধিতে রাস্তায় ঘাটে অচেতন হইয়া পড়েন বলিয়া এই চারিজন সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্মকৃপায় ঐ সকল পাঠানগণের দলপতি 'বিজলি খাঁ' মহাভাগবত বৈষ্ণব হইলেন এবং প্রভুর আদেশে সকল পাঠানই কৃষ্ণনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গঙ্গাতীরপথে প্রয়াগ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় মহাপ্রভু সানোড়িয়া বিপ্র ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা করযোড়ে প্রয়াগ পর্য্যন্ত প্রভুর অনুগমনার্থ প্রার্থনা জানাইলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে আগমন করিয়া শ্রীবল্লভভট্টের ভিক্ষা-গ্রহণার্থ যে-কালে প্রয়াগের পরপারে আড়াইল-গ্রামে গমন করেন, তখন শ্রীরূপ-প্রভু ও রাজপুত-কৃষ্ণ-দাস মহাপ্রভুর সঙ্গিরূপে তথায় গমন করিয়া-ছিলেন এবং শ্রীল রূপ প্রভু এবং ও রাজপুত কৃষ্ণদাস উভয়েই তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিহুত-পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিতও মহাপ্রভুর যে-সকল রসতত্ত্ব-প্রসঙ্গ হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পাঠক! কৃষ্ণদাস রাজপুতের চরিত্র আলোচনায় আমরা কি শিক্ষা পাইলাম? মহাপ্রভু তাঁহার এক একজন ভক্তের দ্বারা জগতে কি প্রকার অভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সহস্র-ধারা প্রবাহিত করেন, তাহা বিচার করুন—বিচার করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন—চমৎকৃত হইতে হইতে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে চিত্ত-ভৃঙ্গ গাঢ়ভাবে সংলগ্ন হইবে।

কৃষ্ণদাস রাজপুতের শৌর্য্যবীর্য্যের অবধি ছিল না—দুইশত তুর্ক সৈন্য, একশত কামানের অধিকারী যিনি, তাঁহার ধন, সম্মান, বৈভব কম নহে, কৃষ্ণদাসের স্ত্রীপুত্র ছিল। তিনি—আঢ্য ও প্রতিপত্তিশালী গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর কমণ্ডলুবাহক ভৃত্য হইবার জন্য—

"প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া।"

ইহাই কৃষ্ণদাসের প্রকৃত পরিচয়। কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণের-দাস, কৃষ্ণদাস রাজপুত আরও সুন্দরতর ভাষায় "বৈষ্ণবকিঙ্কর।" কৃষ্ণ-দাস—গৃহের দাস, স্ত্রী-পুত্রের দাস নহেন, কিংবা দুইশত সৈন্য বা একশত কামান অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য, জাতি-কুল-ধন-রত্ন বা অধনের দাস নহেন। তাঁহার নিজেকে দুই শত সৈন্য ও এক শত কামানের মালিক বলিয়া পরিচয় প্রদান জাগতিক সৈন্যবল ও অস্ত্রবলদৃপ্ত কর্ম্মবীরের আস্ফালন নহে। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্যই নিজেকে জাগতিক সৈন্যবল ও অস্ত্রবলশালী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল বস্তুর প্রভু হইবারও আকাঙ্ক্ষা-লেশ ছিল না। ঐ সকল বস্তুর প্রভুর অভিনয় বা দাসের অভিনয় অন্যগণও করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণদাসের পরিচয় অদ্বিতীয়—অসমোর্দ্ধ—অপ্রাকৃত—অহৈতুক—অপ্রতিহত—অনাবিল।

কৃষ্ণদাস -'ফল্গু-বৈরাগী' নহেন, তিনি মর্কটের ন্যায় আয়ঃভোগ-পিপাসায় গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া বনগমন করেন নাই। তিনি প্রভুর সঙ্গের জন্য—প্রভুর সেবার জন্য গৃহস্থ হইয়াও গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রীতি অতুলনীয়া। তিনিই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচ। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা ও যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ তাঁহাতেই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান ছিল।

ভক্ত ভোগীও নহেন ত্যাগীও নহেন—তিনি যুক্তবৈরাগী। ভোগত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্ত কৃষ্ণসেবার জন্য স্বীয় ভোগসুখও ত্যাগ করেন আবার কৃষ্ণসেবার জন্য বিষয়ও গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি বিষয়কে বিষয়রূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

———

দুই একটী কথা

সত্য বস্তু একমাত্র হরিনাম। হরিনামের মধ্যেই সব আছে। হরিনামের মধ্যে ভগবদ্রূপ ও গুরুবর্গের রূপ আছে। নামে রুচি হওয়া দরকার। শ্রীনামে রুচি হইলে সংসারবন্ধন আনুষঙ্গিকভাবে ছিন্ন হইবে। নিরন্তর নামাশ্রয় ব্যতীত সংসারাসক্তি যাইবে না। অপরাধফলে নামে রুচি হয় না। যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর কোন উপায় নাই। কাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে একান্তভাবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নিরন্তর শ্রীনাম গ্রহণ করিলে নামের কৃপায় সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইবে। হরিনামের নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-প্রভাবে দুরারোগ্য ব্যাধি দেহাত্মবুদ্ধি ধ্বংস হইয়া যায়। সেইজন্য খুব উৎসাহের সহিত অর্থাৎ আদরের সহিত হরিনাম করিতে হয়। 'হে হরিনাম, তোমার কৃপা ছাড়া আমার আর গতি নাই। তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই, তুমি নিজগুণে আমায় কৃপা কর' —এইরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ নাম করিলে নামের কৃপালাভ হইবে। শ্রীনাম সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত কথা শুনিবেন। হরিনামের কৃপাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। শ্রীনামের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা বা রুচি হয় অর্থাৎ যিনি সংগোপনে শ্রীনামের কৃপালাভের জন্য আর্ত্ত, আকুল হন, তিনি শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার পান। আমি সকলের চেয়ে ছোট, আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদধূলি, এইরূপ অভিমান বা দীনতা থাকিলে শ্রীহরিনামের কৃপালাভ হয়। কাঙ্গালের দীন-অভিমান। যত দীনতা আসিবে, যতই শরণাগতি আসিবে, ততই কৃপা লাভ হইবে। শরণাগত হওয়া অর্থাৎ বিধাতা শ্রীহরিনামের সকল বিধানকে অবনতমস্তকে স্বীকার করা। পরের আমার সব ভাল—গুরুর আমার সব ভাল—এই বিচার যাঁহার, তিনিই একান্ত শরণাগত। গুরুকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ বিচার যাঁহার নাই—শ্রীনাম করিলেই সব করা হইয়া যায়, শ্রীনামের প্রতি এইরূপ সুদৃঢ়-বিশ্বাস যাঁহার নাই, তাঁহার প্রতি শ্রীনামের কৃপা হয় না।

কৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে মনে রাখিতে হইবে। কৃষ্ণকে ভুলিয়া কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যায় না। যেখানে কৃষ্ণই নাই, সেখানে কৃষ্ণ কি করিয়া কৃপা করিবেন? সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তন কৃষ্ণকে মনে রাখিবার উপায়। সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা ও হরিনাম-মাহাত্ম্য শুনিতে শুনিতে হরিনামের প্রতি আদর ও সর্ব্বদা হরিনাম করিবার আগ্রহ হইবে। গুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী হরিনামস্ফূর্ত্তির পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকেন। সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী শ্রবণ ও হরিনামগ্রহণের তাৎপর্য্য ভিন্ন নহে। হরিকথা ও হরিনাম অভিন্ন। হরিনামগ্রহণের সময় হরিকথা শুনিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয় না। হরিকথা হরিনামের অধিক স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামের কৃপা-ভিক্ষা করিলে শ্রীনামই সকলপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনামের কৃপায় সকলপ্রকার অনর্থ ঘুচিয়া যায়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"হরিনামের নিকট কৃপা-প্রার্থনা করিতে করিতে জীব আর্ত্ত ও আকুল হইয়া উঠে। সেই আর্ত্তি ও আকুলতা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই চিত্ত হরিনামে অধিকতর আকৃষ্ট হয়, আর জড় মনোধর্ম্ম থাকে না।

অনর্থের প্রাবল্য থাকায় হরিনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না দেখিয়া শ্রীহরিনামের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোনপ্রকার আরোহমার্গ স্বীকারের দ্বারা আশু ফল পাইবার চেষ্টায় ধাবিত না হইয়া বিশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিনাম গ্রহণে ধৈর্য্য, সাধুগণের প্রদর্শিত ও কথিত সেবার অনুশীলন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সাধুগণের সেবাময়ী বৃত্তির অনুসরণ—এই সকল হরিনাম গ্রহণের অনুকূল বিষয়।

আপনার পক্ষে যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর, তাহা বিধান করিবার পরিপূর্ণ শক্তি শ্রীহরিনামের আছে। হরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন হরিনাম প্রভুর সেবা ও কৃপা-প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, তখন দেখিবেন, আপনার চিত্ত তাঁহার সেবা করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, হরিনাম প্রভুর সেবার জন্য আপনি তখন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবেন। মনে রাখিবেন—কৃষ্ণের সমস্ত শক্তি তাঁহার নামে নিহিত আছে। তথাপি হরিনামে রুচি হইতেছে না—বিশ্বাস হইতেছে না—শরণাগতি আসিতেছে না—ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈব, অনর্থ বা অপরাধ। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য খুটি নাটির দিকে মন দিবার আমাদের সময় থাকিবে না, তবে সৌভাগ্যের উদয় হইবে।"

সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নাই। শব্দই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। সেই শব্দানুশীলনই চেতনের অনুশীলন। সেই শব্দই শ্রীনাম—শব্দই হরিকথা। এই চেতনের অনুশীলন কেবল কর্ণের দ্বারাই সম্ভব। শব্দের শরণাগত হইতে হইবে—নিজেকে শব্দের আশ্রিত বলিয়া জানিতে হইবে এবং শব্দকেই রক্ষক ও পালক জানিয়া তচ্চরণে আত্মনিবেদন করত শব্দানুগত্যে নিরন্তর শব্দসঙ্গ-সেবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। আবার শব্দসংস্পৃহা শব্দের নিত্যসঙ্গী কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ-বিগ্রহ সাধুর কৃপা বা সঙ্গ ছাড়া হয় না। কর্ণের দ্বারাই সাধুর সঙ্গ হয়। শ্রবণই সাধুগুরুকৃপা-গ্রহণের একমাত্র পথ। সাধুর বাণীর সঙ্গই সাধুসঙ্গ। হরিকথারূপী গুরুর সঙ্গ না হইলে লঘুর সঙ্গ হইয়া যাইবে।

আমরা কেবল কৃপার প্রার্থী ছাড়া অন্য কিছুর প্রার্থী হইব না। সমস্ত বিশ্ব দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি গুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া দেয়, তথাপি গুরুপাদপদ্মের নগণ্য ধূলিকণা আমি তাঁহাকে ছাড়া ত' দূরের কথা, তাহা স্বপ্নেও চিন্তায় আনিতে পারিব না। বিশ্ব আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যে ভাবে দেখে দেখুক, আমি কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবাই করিব। আমি যতই অযোগ্য হই না কেন, তাঁহারই ত' ভৃত্য। সমস্ত বিশ্ব শত সহস্র বিপদের মধ্যে ফেলিতে পারে, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নগণ্য ভৃত্যভৃত্যকে তাহারা কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না—এইরূপ দৃঢ়তা আমাদের প্রত্যেকের লাভ হউক।

কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষক। তৎপাদপদ্মে নির্ভরতাই রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। জগতের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বল-ভরসা কিছুই আমাদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। কৃষ্ণবিস্মৃতিই মৃত্যু। সুদর্শন বা সেবাদর্শনই এই কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। জগতের প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে দর্শনই সেবাদর্শন বা সুদর্শন। এতদ্ব্যতীত সবই ভোগদর্শন বা কুদর্শন। কুদর্শন বা কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অমৃত সাধুগণের সঙ্গ ও কৃপা প্রার্থনাই একমাত্র উপায়।

গুরুবৈষ্ণবের শাসন বিশেষটা কৃপা। তাঁহারা যাহাকে আপন বলিয়া জানেন, তাঁহাকেই কৃপাশাসন করেন। নিজের জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই ত' শাসন করেন। নিজের পুত্রকে পিতা শাসন করেন, পরের পুত্রকে কখনও শাসন করেন না। গুরুবৈষ্ণবের কৃপাশাসন তাঁহাদের স্নেহেরই আর একটা দিক্। স্নেহ বা প্রীতি কখন শাসনময়ী, আবার কখনও আদরময়ী। শরণাগত হইয়া আপনস্থানে চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গুরুবর্গের শাসন-বাণী অকপটে গ্রহণ করিতে পারিলে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা অহর্নিশ হওয়া আবশ্যক। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিলে ও বলিলে, শ্রীকৃষ্ণজনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণধামে অহর্নিশ বাস করিলে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা, শ্রীকৃষ্ণাভিনিবেশ, শ্রীকৃষ্ণধারণা, শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান, শ্রীকৃষ্ণ-ধ্রুবানুস্মৃতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তখন ভোজন করিবার সময়ও শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা হয়, শয়নকালেও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা হইতে থাকে, নিদ্রার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা হয়, নিদ্রা হইতে জাগরণের মুহূর্ত্তেও স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণধ্যান ও অভিনিবেশ চিত্তসাম্রাজ্যকে অধিকার করিয়া রাখে। ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হয়, কোনপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে ইহা হইতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দগণের শ্রীপাদপদ্মে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর্ত্তি জানাইলে, শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের, শ্রীবৈষ্ণবের, শ্রীনামপ্রভুর অকপট সেবা করিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা-লাভ হয়, তখন অহর্নিশই শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ও শ্রীকৃষ্ণধ্যান হৃদয়ে জাগরূক থাকে ও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

আমরা এ জগতে আসিবার কালে সঙ্গে কিছু লইয়া আসি নাই এবং সঙ্গেও কিছু লইয়া যাইব না। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা সংসারে আসক্ত না হইয়া একমাত্র শ্রীহরিনামকেই সম্বল করেন। যিনি শুদ্ধভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন, একমাত্র তাঁহারই ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল হইবে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—অনাদি পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাবে কি অনর্থ উদয় হয়?

উত্তর—তর্কপথে আদরই উহার প্রধান অনর্থ।

আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥
(ভাঃ ১১।২২।৩৪)

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"আমি জীবমাত্রের পরম আশ্রয়। কিন্তু আমা হইতে বিমুখতাবশতঃ নিজ চেতনস্বরূপের অপ্রতীতি হেতু দেহাদি-অতিরিক্ত যে আত্মা আছে, এই নিত্যজ্ঞান এবং দেহাদি-অতিরিক্ত যে আত্মা আছেই নাই, এই প্রকার ভেদার্থনিষ্ঠ বিবাদ যদিও নিরর্থক, তথাপি বহির্ম্মুখতা থাকাকাল পর্য্যন্ত ঐ বিবাদের নিবৃত্তি হয় না।"

প্রঃ—এই বিবাদ বা তর্ক হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবৎস্বরূপ সম্পর্কে সুসম্বন্ধ অবস্থা কিরূপে লাভ হয়?

উঃ এই প্রাক্তন দুর্ব্বিপাক হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমকরুণাময় শাস্ত্রাবতার জগতে অবতীর্ণ। ইহার শ্রেষ্ঠ পথ। শাস্ত্রাবতার বলেন—(১) দুঃখভোগবৃত্তি ও (২) শরণাগতি।

প্রঃ সকলেই কি এই শাস্ত্রাবতারের কৃপায় উদ্ধার হইতে পারেন?

উঃ দুই প্রকার জীব সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হন—(১) যে সকল জীব স্বাভাবিকভাবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ পরমার্থের অবধারণ যোগ্যতাবিশিষ্ট, আর (২) যে-সকল জীব এই জন্মে নিষ্কিঞ্চন

মহাপুরুষগণের সঙ্গফলে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন। ইঁহারা উভয়েই সৌভাগ্যবান।

প্রঃ—মহতের কৃপাদৃষ্টি কি কোন কারণ বশতঃ হয়?

উঃ—তাঁহাদের [illegible] কৃপাদৃষ্টি অহৈতুকী [illegible], যেমন পূর্ব্ব জন্মে [illegible] না থাকিলেও নারদের ও [illegible] প্রতি [illegible] হইয়াছিল। [illegible] আবার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি [illegible] কৃপা [illegible] হয়, যেমন [illegible] (পূর্ব্বজন্মে [illegible]) [illegible] শ্রীবাস [illegible] ও [illegible] অনুরোধ [illegible] অহৈতুকী [illegible] উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

প্রঃ [illegible] প্রকারের মধ্যে [illegible]?

উঃ [illegible] পূর্ব্বসঞ্চিত [illegible] উপদেশ [illegible] তাঁহাদিগের জন্য উপদেশাদির আর অপেক্ষা নাই। ঐ শ্লোক '[illegible]' শব্দ দ্বারা [illegible] অথবা [illegible] পাপ [illegible] ও [illegible] মহৎকৃপালাভের সৌভাগ্যবান্ জীবের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। '[illegible]' শব্দ [illegible] বুঝায়। তাঁহাদের [illegible] উপদেশের শ্রবণও [illegible] নামা প্রকার বলের উদ্দীপক হয়, যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ [illegible]।

বিরাট
নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

——:০:(*):০:——

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকেন্দ্র কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক [illegible] আগামী ২রশে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারি [illegible] শ্রীমঠ হইতে একটী নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন।

সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, [illegible] ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, ও কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

[illegible] 'শ্রীরূপের শিক্ষা' বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর [illegible] ও [illegible] গোস্বামীর [illegible] কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। [illegible] দিবস বেলা ৮ ঘটিকার পর [illegible] শ্রীল [illegible] মহারাজ [illegible] সমাগত [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] ব্যাখ্যা করিতেছেন। [illegible] প্রত্যহ [illegible] হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। [illegible] সেবকগণ [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। কলিকাতা সহরনিবাসী বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলা [illegible] উপস্থিত হইয়া হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের ৩য় দিবসে গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান [illegible] পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] গোস্বামী ঠাকুর [illegible] হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে অভিনন্দন করিয়া লইয়া আসেন। লোকগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবিস্তার করিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ মঙ্গলময় উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

গত ২২শে শ্রাবণ শ্রীবলদেব-আবির্ভাব-তিথি দিবসে প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনেক আত্মমঙ্গলের কথা উপদেশ করেন। ইষ্টগোষ্ঠীতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু সে সমস্ত কথার সার মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দেন। বেলা ৪ ঘটিকার সময়ে নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রবণ-সদনে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থ হইতে ভক্তি ও শ্রীনামের মহিমা দেড় ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীবলদেবপ্রভুর আবির্ভাবতিথিতে মঠবাসী সেবকগণ উপবাসী থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে তিথিবরার আরাধনা করিয়াছেন।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-উৎসব

গত ২২শে শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীবলদেব-আবির্ভাবোৎসব [illegible] শ্রীবিগ্রহ গৌরজন [illegible]। আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠসেবকগণ প্রাতঃকালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল ভক্তগণ সহকারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করেন। তৎপরে [illegible], পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপা প্রার্থনা [illegible] মহা [illegible] কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবলদেব প্রভুর [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। অতঃপর কিছু সময় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] [illegible] অবলম্বনে শ্রীবলদেব প্রভুর কৃপা ও মহিমার কথা [illegible] আলোচিত হয়। তৎপরে বেলা ১২ ঘটিকার সময় কীর্ত্তনমুখে [illegible] ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

অপরাহ্নেও শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় হইতে শ্রীবলদেব প্রভুর কৃপার কথা বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা ও শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। পাঠের অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

তৎপর দিবস শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযোগপীঠ, শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট ও শ্রীশ্রীধরঅঙ্গনে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনামুখে শ্রীশ্রীবলদেব-আবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

——::০::——

গত ১৮ই শ্রাবণ সোমবার একাদশী তিথি হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক [illegible]-মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্নস্থানের শাখা-মঠ হইতে বৈষ্ণবগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। উক্ত দিবস বেলা [illegible] ঘটিকায় গয়া, কাশী, এলাহাবাদ ও মথুরা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীমঠে উপনীত হইয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু সেবক সমক্ষে অনর্গলভাবে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস রাত্রে সন্ধ্যারাত্রিক অন্তে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু সারস্বত-শ্রবণসদনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিবস শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব দিবসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহু সজ্জনপরিবৃত

পাটনায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মথুরা, এলাহাবাদ, কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ৩১শে জুলাই সকাল ৯ ঘটিকায় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পাটনায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন।

শ্রীল গোস্বামী মহারাজের অভ্যর্থনার্থে বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীল গোস্বামী মহারাজকে মোটরযানে করিয়া পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া আসেন। শ্রীল মহারাজ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের নিকট প্রায় ১ঘণ্টা যাবৎ অত্যন্ত আবেগভরে 'গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে' এই কীর্ত্তনটী অবলম্বন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তিনি শ্রীমঠে ৩ দিবস অবস্থান করিয়া মঠসেবকবৃন্দ ও সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পারপর্য্যমুখে নিরন্তর বীর্য্যবতী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৩১শে জুলাই গর্দ্দানিবাগস্থ "গেট-লাইব্রেরী ত" 'World crisis and our duty" সম্বন্ধে তিনি প্রায় ১ ঘণ্টা যাবৎ ইংরাজী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১লা আগষ্ট বাঙ্গালীদের বাঁকিপুরস্থ হরিসভায় "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় আর একটী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২রা আগষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীমঠে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে শ্রীল গোস্বামী মহারাজ "Altruism and eternal good" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতান্তে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অতঃপর ২রা আগষ্ট রাত্রিতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীল মহারাজ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন।

কটকে প্রচার

গত ২রা আগষ্ট শনিবার দিবস কটক-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজলাল লাভজী মহোদয় (গুজরাট নিবাসী, জুয়েলার) তাঁহার দুইজন সঙ্গী সহ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে আগমন করেন। তিনি শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তে মঠবাসিগণের নিকট প্রশ্নোত্তরমুখে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আগ্রহের সহিত শ্রীহরি-কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৯ই আগষ্ট ১৩১—৩২ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের ১ম পৃষ্ঠা ৩য় কলম ৩৩ পংক্তিতে 'বিরহ-অড়-দুঃখ-বিনাশক' স্থলে 'বিরহ-অর-দুঃখ-বিনাশক' হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
সেবক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবংশীবদন দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুপাদ দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাস বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিতাইচরণ দাস ব্রজবাসী

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরশাহী
পোঃ কোসোম, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৪নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরাসকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীরবীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ঝুমুরকুড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সেষ্টার রোড, হাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
সেবক—শ্রীযাদবেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩প অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-' Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বর্ণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব নয়নাভিরাম নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপাইরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য সুমন্দিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
চিকিৎসা পেত্রীত পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।
বিনা খরচ পেস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওন্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। শ্রীশ্রী আশ্রয় ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা ভগবৎস্তোত্রঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৵১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ।০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৫। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৯৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৭। গীতাবলী ৵১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৶৹	।৶৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১।৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসেপ্রতি ইঞ্চি	৭৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যায় ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৮৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রাঞ্জলার্থ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। বোর্ড বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার	শনিবার ব্যতীত অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯	·		১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পোঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-০৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	...	...	৯-৩১	...	.		.	.
কৃষ্ণনগর পোঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০ ২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পোঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২০			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পোঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২ ৫৬
শান্তিপুর পোঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পোঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত অন্য দিন		শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পোঃ	৬-৫৭		৯ ৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পোঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	......	......	......	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	..
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পোঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পোঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পোঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পোঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রী... শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খ প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদ হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সিদ্ধান্তস্থাপনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্ব গৌরকৃষ্ণকীর্ত্তনস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যে সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::০::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C 1544

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-
সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত।
এই গ্রন্থ অনায়াসে, বিস্তৃত
ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ
উপনিষদের অভিনব সংস্করণ
ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ভারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-
মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার
কথা সুন্দরভাবে ইহাতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট
কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ ; ভিক্ষা ১৷৹
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৮, ১৩ই জুলাই ইং ১৯৪১, বুধবার [১৩৫তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

পরলোকে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমানযুগের ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক, দেশনেতা ও সর্ব্বদেশমান্য ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার দিবা ১২।১০ মিনিটের সময় সমগ্র ভারত-বাসীকে তথা সমগ্র দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অশীতিবর্ষ বয়সে ইহলোক পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। আজ ভারতীয় সাহিত্য গগন হইতে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল তাহার স্থান সত্বর পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।

রাশিয়ায় নাৎসীদের দুইটি আক্রমণ ব্যর্থ

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণী প্রথম যে দুইটি আক্রমণ চালাইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও প্রধান উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হয় নাই। রুশীয়দের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ চূর্ণ ও লেলিনগ্রাড, মস্কো এবং কিয়েভ অধিকার করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

নাৎসী কর্ত্তারা এখন বুঝিতে পারিতেছেন, এ বৎসর আর একটির বেশী বড় আক্রমণ চালান সম্ভব হইবে না। কারণ, ইহার পরই বর্ষাকাল, তাহার পর শীত আরম্ভ হইবে। এই উভয় ঋতুই যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে অনুপযোগী ; এই সময়ে যুদ্ধ চালাইতে গেলে পরাজয় অসম্ভব নহে।

সুতরাং নাৎসীরা উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে। সময়ের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের অবিলম্বেই নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়। অথচ রাশিয়ার প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কোনও দুর্ব্বল স্থান আবিষ্কার না করিতে পারিলে তাড়াতাড়ি আক্রমণ চালাইয়াও লাভ নাই। জার্ম্মাণীর তৃতীয় আক্রমণ ব্যর্থ হইলে পূর্ব্বসীমান্তে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের কথা চিন্তা করিবার সময় আসিবে।

নূতন দূর পাল্লার এরোপ্লেন

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে দুই-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোমারু বিমানগুলির পাল্লাই সবচেয়ে বেশী ছিল। সর্ব্বপ্রকার সমর-সরঞ্জাম লইয়া ইহা ৩,২০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারিত। বর্ত্তমানে যে সকল নূতন বিমান নির্ম্মিত হইতেছে তাহাদের পাল্লা আরো বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বিমান পোতের এই পাল্লা বৃদ্ধির ফল সুদূর প্রাচ্যে বিশেষরূপে অনুভূত হইবে বলিয়া মনে হয়। ম্যানিলায় যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল বিমানপোত মোতায়েন আছে ইন্দোচীনের জাপানের ঘাঁটিগুলি তাহাদের আয়ত্তের মধ্যেই পড়িবে। অকল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া হংকং পর্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্র-পথটি বোমারুবিমানের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে।

উত্তর আটলাণ্টিকেও এরোপ্লেনের পাল্লার বৃদ্ধির ফল অনুভূত হইবে। ব্রিটেন ও আমেরিকা সম্মিলিতভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র সমুদ্র-অঞ্চলের উপর টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ইহাতে কনভয় রক্ষায় বিশেষ সুবিধা হইবে।

ব্রহ্মদেশের নিরাপত্তা

রয়াল অষ্ট্রেলিয়ান নৌবাহিনীর লেঃ কম্যাণ্ডার জে সি আর প্রাউড সম্প্রতি ব্রহ্ম-দেশ পরিদর্শন করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, ব্রহ্মদেশের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এত সুপরিকল্পিত হইয়াছে যে, যে কোন আক্রমণ-কারীর পক্ষে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ সাতিশয় কষ্টকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিমান-বাহিনী সম্পর্কে লেঃ প্রাউড্ বলেন যে, ব্রহ্ম-দেশের বিভিন্ন স্থানে নূতন বিমান ঘাঁটি নির্ম্মাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আরোপিত হইয়াছে। এই সকল বিমান ঘাঁটির জন্য ইতোমধ্যেই শক্তিশালী বোমারু ও জঙ্গী বিমানসমূহ আসিয়া পৌছিয়াছে।

তিনি বলেন, এই নূতন বিমান ঘাঁটিসমূহ নির্ম্মিত হইলে ভারতবর্ষ এবং মালয় হইতে রাতারাতি বিমানবাহিনী ব্রহ্মদেশে উপনীত হইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ থাকিবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাৎসী চর গ্রেপ্তার

ইউরোপ হইতে আমেরিকানদের দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে হিটলার দক্ষিণ আমেরিকায় তাহার গোপন কার্য্য-কলাপ বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য কেবলই ব্যর্থ হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল গণতন্ত্র নাৎসীদের ছোট খাট ব্লিৎজক্রিগের বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার আশা করিতে পারে না, তাহারাও যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার উপর ভরসা করিয়া হিটলারের অপচেষ্টায় বাধা প্রদান করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় হিটলারের হাজার হাজার অনুচর আছে, ইহারাই গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। বোধ হয় প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে অস্ত্র ধারণ ও পশ্চিম গোলার্দ্ধের কোনও সুবিধাজনক ঘাঁটি আগলাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে, যাহাতে পরে সেই স্থান হইতে হিটলার তাহার শেষ শত্রু আমেরিকাকে আক্রমণ করিতে পারে।

ল্যাটিন আমেরিকার অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র। আর্জ্জেণ্টাইনই বর্ত্তমানে নাৎসীদের সর্ব্বাধিক প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। আর্জ্জেণ্টাইন কংগ্রেসের বহু সদস্যই জার্ম্মাণীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদের পক্ষে, শীঘ্রই এইরূপ কিছু করা হইবে বলিয়া মনে হয়।

নাৎসী-অনুকূল মনোভাবাপন্ন মেজর এলিয়াস বেলমোণ্ট বোলিভিয়াতে সম্প্রতি নাৎসীনীতিতে শাসন ক্ষমতা লাভের যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার নাৎসী অনুচরদের ধর পাকড় চলিতেছে।

কিউবায় ৮২ জন অ্যাকসিস অনুচর গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগ আনা হইয়াছে। কলম্বিয়া হইতেও সম্প্রতি পিটর ফন্ বোয়াকফোর্ট নামক একজন জার্ম্মাণ চরকে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

ব্রেজিল হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক সংবাদ আসিতেছে। সেখানে জার্ম্মাণদের কনডর বিমান কোম্পানী এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্যান-আমেরিকান এয়ার লাইন্স, ব্রেজিলের আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের ভার পাইবার জন্য তুমুল প্রতিযোগিতা করিতেছে। কনডর লাইন ব্রেজিলের বিভিন্নস্থানে এক জার্ম্মাণ "প্রবণকার." চালান দিতেছে।

হস্তচালিত তাঁতের কম্বলের চাহিদা

ইণ্ডিয়ান ষ্টোর ডিপার্টমেণ্ট বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির শিল্প বিভাগের ডাইরেক্-টারদের নিকট হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কম্বল সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করিয়াছেন। এই কম্বল ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইতে হবে। স্মরণ থাকিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে এই অর্ডারে ইহাদের নিকট আরও তাঁতের কম্বল অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্ আয়তন ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্লক্ষণাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা ভাষায় বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ভাবের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৭৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৫৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

হেকমাত প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা

উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲ সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয়-সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। দ্বাদশ আলবর ॥০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২। ভজন-রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল অর্থভাষা ॥০

২৭। মুক্তিমাণিক্য ভবসৌধঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা /১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী /১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক /১০

৪৬। অর্চ্চনকণ /১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ /০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৭। সান্দ্বাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০

৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন /০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ।০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ডস্ ।৵০

৭৫। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। থিয়োরটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরীভলেড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ॥০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০

৮৭। গীতাবলী /১০

শরণাগতি /০

৮৯। শ্রীসজ্জনতোষণী ।৵০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সত্যান্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵৹

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৬ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৮শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৩ই আগষ্ট ইং ১৯৪১, বুধবার { ১৫৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ হৃষীকেশ ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ্যস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রমবিভাগ বর্ণবিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের যে কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত। যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন নিবদ্ধ বিধিনিষেধ পালন-বর্জ্জন দ্বারা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্ত হয়। সমাজে যাহাতে কোনপ্রকার অপ্রীতির উদয় না হয়, এরূপ উদ্দেশ্যে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মূল উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্যসঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থবাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্ম-সুখ, বন্ধত্ব প্রভৃতি নিবৃত্ত অভাব-সকলের প্রাপ্তিলোভে ক্রিয়া করেন তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্কজ্ঞানি-সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগিসম্প্রদায় স্ব-স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখলাভ সম্ভবপর জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগজনিত সুখভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব-স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখপ্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়া-জনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

বর্ণধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়া দ্বারা সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক এ চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের নিকট নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম নিষেধ মানিল না এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন, যেহেতু ভগবদ্-ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বা ম্লেচ্ছ চণ্ডাল হউন একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন তাহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরকলাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন একই কথা। ভগবৎপ্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। বদ্ধজীবের অভাব-বশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের উৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। লব্ধকামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কাম ফলপ্রসূ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টা বিশেষ। পতিতপাবন, জগতের একমাত্র পরমগুরু শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাবলীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যাশাস্ত্র বেদে লিখিত আছে, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয়ের ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্যের উপলব্ধি হয়। সদাচারপরায়ণ দশসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিন্ময় চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিত্র পরাবর যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে, শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন। তিনি ত্রৈগুণ্য হইতে পৃথক্—গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। আমি বদ্ধ বা মুক্ত ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপপ্রাপ্তির পর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীবৈষ্ণব শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ যোগ দ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া যেরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণববপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছে মাত্র।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ-বর্ণাভিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণবশিষ্যপ্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্যবিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তির সহায়তা করে নাই। অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবের এ সকল ক্রিয়া আদর্শীয় নহে। শ্রীবৈষ্ণবের মহিমা এটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, তিনি [illegible]—পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাহার স্বরূপে [illegible] তিনি কৃষ্ণদাস নাম করিয়াছেন। একথা যে বৈষ্ণবগণ [illegible] পূর্ব্বপক্ষ বিতর্ক [illegible] কেবল কৃত্রিম আত্মাপর্ণ কপটতাবশতঃ [illegible] নিকট বিক্রীত হইয়াছে। বস্তুতঃ [illegible] নিকট বিক্রয় করিয়া [illegible] সে ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের

জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখনিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধিনিষেধ-সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অর্থ

অর্থ দুই প্রকার নিত্য ও অনিত্য। 'অনিত্য' অর্থ—বিষয়বৈভবে 'আমিত্ববুদ্ধি।' তাহা যদি কৃষ্ণসেবার উপকরণ না হয়, তবে তাহা অনর্থে পর্য্যবসিত হয় আবার তাহাই যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়, তবে তাহা দ্বারা আমরা গুণাতীত সাধ্যস্বরূপ পরম অর্থ বা শ্রেষ্ঠ অর্থ 'কৃষ্ণপ্রেমা' লাভ করিতে পারি। শাস্ত্র বলিয়াছেন, নিত্য অর্থ পাঁচ প্রকার,—

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ কার্য্য এবং পঞ্চপ্রকার অর্থজ্ঞ ব্যক্তিই মহাভাগবত। সদ্গুরুচরণাশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা এ সমস্ত কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্রীল রামানুজ স্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য সংসারী জীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য নিত্য অর্থকে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যথা,—জীবের স্বরূপ, ঈশ্বরের পরস্বরূপ, পরমার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ। জীবের স্বরূপ আবার নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষুভেদে পাঁচপ্রকার। ঈশ্বরের পরস্বরূপ—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী এবং অর্চ্চাবতারভেদে পাঁচপ্রকার। পুরুষার্থস্বরূপ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—এই পাঁচপ্রকার। বিরোধিস্বরূপ—স্বরূপ, পরত্ব, পুরুষার্থ, উপায় ও প্রাপ্তিবিরোধী—এই পাঁচপ্রকার।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতাভাষ্য হইতে নিত্য অর্থপঞ্চকের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ১। পূর্ণচৈতন্য ঈশ্বর, ২। অণুচৈতন্য জীব। ৩। সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের আশ্রয় প্রকৃতি বা মায়া। ৪। ত্রিগুণের প্রভাবশূন্য জড় দ্রব্য কাল, ৫। পুংপ্রযত্ননিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিশব্দবাচ্য—কর্ম্ম। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল—এই চারিটী তত্ত্ব নিত্য অবিনশ্বর, কর্ম্ম অনাদি হইলেও নশ্বর। জীব, প্রকৃতি, কাল—ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর—গুণময়ী প্রকৃতি বা মায়ার অতীত তত্ত্ব। জীব স্বরূপতঃ মায়ামুক্ত হইলেও অণুত্বপ্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" জীব ও ঈশ্বরে নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত ভক্তিসন্দর্ভে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র হইতে অর্থপঞ্চকের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সামর্থ্য এইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—ভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার দ্রব্য, তাঁহার মন্ত্র এবং জীবাত্মা। ১। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য। ২। তাঁহার ধাম প্রকৃতির পরপারে শুদ্ধসত্ত্বময়, সর্ব্বভূতের আধার; সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিত কোটিসূর্য্যচন্দ্রসম জ্যোতির্ম্ময় এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণবিশিষ্ট। ৩। সেই স্থানে কল্পতরুসমূহ সর্ব্বভোগপ্রদ, তদুৎপন্ন দ্রব্যও সেইরূপ এবং তাহাতে হেয়াংশের অধিষ্ঠান না থাকায় তাহা অপ্রাকৃত রসস্বরূপ। ৪। তাঁহার মন্ত্র বাচ্য ও বাচকরূপে ভিন্ন দেখা গেলেও তত্ত্ববিদ্গণ উভয়ের অভেদই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৫। সাগরজলে বায়ুর সংযোগে তরঙ্গ হইতে যেরূপ কণিকা উত্থিত হয়, অথবা বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ সেবা ভগবানের লীলাপুষ্টি-বৈচিত্র্য-জন্য জীবস্বরূপবৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়। ভগবানের সহিত স্বীয় স্বতন্ত্র সেবকপরিচয়জ্ঞানবিশিষ্ট নিত্য চৈতন্যসত্তাকে জীবশক্তি কহে; ঐ জীব ভগবানের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বে বর্ত্তমান।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির অন্যতম তটস্থা শক্তি হইতে চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যবর্ত্তী উভয় জগতের সঙ্গযোগ্য একটী তত্ত্ব নিঃসৃত হইয়াছে, উহার নাম জীবতত্ত্ব। জীবের গঠন চিৎপরমাণু, তবে অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য। চিন্ময়ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের অভেদপ্রকাশই এবং অণুচৈতন্য-ধর্ম্মবশতঃ বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ, কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদাভেদপ্রকাশরূপ উভয়বিধ সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান। ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। কৃষ্ণ—পূর্ণ স্বতন্ত্র, জীব—অণুস্বতন্ত্র। এই জীব তটস্থধর্ম্মক্রমে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে গুণান্তর্গত হইয়া জড়ভোগে প্রমত্ত অবস্থায় মায়াবদ্ধ হয়।

"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ", আমি চিন্ময় সমুদ্রের চিন্ময় তরঙ্গ হইয়াও নিজ স্বতন্ত্রতাকে অবৈধভাবে নিয়োগ করার দরুণ মন রাজা হইয়া তাহার দ্বিতীয় সহোদর বুদ্ধিকে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করত তৃতীয় ভ্রাতা অহঙ্কারকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া আমাকে মায়ার অনর্থসমুদ্রের বৈমুখ্যতরঙ্গে পরিণত করিয়াছে। মন দ্বারাই আমরা বদ্ধ হই, আবার সেবোন্মুখ হইলেই মুক্ত হইতে পারি।

মায়াগ্রস্ত জীব নিজে রাজা সাজিয়া সোহহংবাদী হইয়া কামভোগের প্রধান উপকরণ অর্থে প্রবলভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাসক্তি তখন এত প্রবল হয় যে, বৈষ্ণব বা প্রকৃত সাধু আমাদিগের আসক্তির বস্তু যে অর্থ, তাহা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে চাহিলে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সেই কৃষ্ণাতিথ বস্তুকে আমরা সামান্য ধনের ভিক্ষুক মনে করি, অনেক সময় বলি, সাধুর আবার অর্থের দরকার কি? কিন্তু সাধু যে আমাকে কৃপা করিতে আসিলেন—আমার অর্থাসক্তির কিয়দংশ পরমার্থে নিয়োজিত করিতে আসিলেন তাহা অতি বদ্ধতার দরুণ মায়া আমাকে বুঝিতে দেয় না।

যাঁহার অর্থ তাঁহার সেবার উপকরণস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমার ভোগবুদ্ধি দূর হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আবার এই অর্থ ত্যাগ করিবার অধিকারও আমার নাই, ভোগ করিবার অধিকার ত' আমার নাইই। কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিলে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জন্মমরণ-মালায় জ্বালা গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" এখানে 'হি' এবং 'এব' শব্দের দ্বারা বাক্যের নিশ্চয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, ভগবান্ পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদির আদি সর্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বস্তুর ভোক্তা এবং প্রভু। হরিসম্বন্ধী বস্তুকে পরিত্যাগ করিলে তাহা শুষ্কবৈরাগ্যে পরিণত হইবে এবং উহা ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। অতএব যুক্তভাবে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে সমর্পণপূর্ব্বক তদর্পিত বস্তুকে সেব্যভাবে যথাযোগ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তজ্জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু জীবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশে বলিয়াছেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

আমার মত অনাদিবহির্ম্মুখ জীব মায়াগ্রস্ত হওয়ায় ইহা তাহার স্মৃতিতে উদয় হয় না এবং ইহার অর্থও তাহার বোধগম্য হয় না। কিন্তু ইহাই একমাত্র সনাতন পন্থা। 'অর্থ' শব্দে ধন, কনক, সারবস্তু, সুবিধা ইত্যাদি বুঝায়। আমরা কিন্তু যাহা অর্থ নহে অর্থাৎ অনর্থকে 'অর্থ' বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক নরকের প্রশস্ত পথে দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছি।

কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া আমরা পুত্রধন, স্ত্রী-ধন—এইরূপ বলি, কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ, ভজনহীন পুত্র বা স্ত্রী কি প্রকৃত ধন? তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

প্রকৃত ধনী

যিনি অকিঞ্চন, যাঁহার এ জগতের কিছু নাই তিনিই প্রকৃত ধনী। কারণ, তিনি কৃষ্ণধনের মহাজন।

জড়-জগতের অভিধানে আমরা 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ এইরূপ পাই,—যাহারা দরিদ্র, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, কপর্দ্দকশূন্য, তাহারাই অকিঞ্চন। যাহার কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই 'অকিঞ্চন' শব্দ-বাচ্য। কিন্তু পারমার্থিকগণের বিচার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ প্রাকৃত বুদ্ধিতে যাহারা 'অকিঞ্চন' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চন নহে। পারমার্থিকগণ 'অকিঞ্চনতা' বলিতে যে-প্রকার 'নিঃস্বতা' বুঝিয়া থাকেন, ততটা নিঃস্ব এ জগতে কেহই নাই। জগতের বিচারে যাহার একেবারে কিছু নাই, সে অত্যন্ত দরিদ্র, নিঃস্ব পারমার্থিকের বিচারে তাহারও কিছু আছে, সে একেবারে নিঃস্ব নহে, সুতরাং সে 'অকিঞ্চন' শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না।

যাহার কিছু নাই, সে অকিঞ্চন নহে, অথচ যাঁহার অনেক কিছু আছে, তিনি কাঙ্গাল—পারমার্থিকের বিচারের এই এক মহারহস্য।

অবশ্য পারমার্থিকের বিচারে ধনিমাত্রেই যে অকিঞ্চন, আর নির্ধনমাত্রেই অকিঞ্চন নহে, তাহা নহে। ধনশালিতা বা নির্ধনতা তাঁহাদের অকিঞ্চনতার standard নহে। পারমার্থিকের অকিঞ্চন, আর জড়জগতের বিচারের অকিঞ্চনের মধ্যে একটী পার্থক্য - সেইটি সহজেই নিরপেক্ষ সত্যান্বেষীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেইটি হইতেছে, চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা। জড়জগতের অকিঞ্চন—অভাবগ্রস্ত; প্রার্থিত বস্তুর, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনায় ব্যাকুল অথবা অপ্রাপ্তিজনিত শোকে ম্রিয়মাণ। পারমার্থিক যাঁহাকে অকিঞ্চন বলিয়া জানেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি কিন্তু একেবারেই ইহার বিপরীত। জড় জগতে যাহা একমাত্র কামনার বিষয়, তাহার অভাববোধ তাঁহাকে পীড়িত করে না, চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কোন বস্তুই তাঁহার কাম্য নহে বলিয়া তাঁহার চিত্ত শান্ত, অনাকুল, তাঁহার শোক নাই, মোহ নাই, ভয়ও নাই। স্থূলদর্শনে তিনি কপর্দ্দকহীন, নিঃস্ব, তথাপি তিনি জড়জগতের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সমশ্রেণীর নহেন; কারণ, তিনি সাধারণ অভাবগ্রস্তের ন্যায় অভাববোধে ক্লিষ্ট ও তাহার মোচনে চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। আবার স্থূলদর্শনে তিনি যদি অতুল

ঐশ্বর্য্য, বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও থাকেন, তথাপি তিনি প্রাকৃত জগতের ধনিসম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত নহেন, কারণ তাঁহাদের ন্যায় তিনি ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের অভিমানে অভিমানী নহেন।

জড় জগতের অকিঞ্চন—দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, সকলের উপহাস, অশ্রদ্ধা, নতুবা কাহারও নিকট বড় জোর অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকে। চেতন রাজ্যে কিন্তু সেরূপ বিচার নাই। চেতন রাজ্যের অকিঞ্চন দরিদ্র নহেন, তিনি মহাধনী, তাঁহার কোন অভাব নাই, তিনি সর্ব্বদাই ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত। চেতনের রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তাঁহার আসন তত ঊর্দ্ধে। অকিঞ্চনের ন্যায় এত ধন কাহার আছে? ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণানন্দ ও পরমমহত্ত্ববিশিষ্ট ভগবান্ যে অকিঞ্চন সেবকের হৃদয়ে প্রণয়-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ধনের কি পরিমাণ হয়? কাঙ্গালের ঠাকুর যে তাঁহার নিকট অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন।'

ঐশ্বর্য্য, জন্ম, শ্রুত ও শ্রী—ইহাই জড়জগতের সম্পত্তি। এই জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভাবেই জড়জগতের অকিঞ্চন সর্ব্বদা ক্লিষ্ট, আবার 'এই' চারিটীর মদেই জড়জগতের ধনী ব্যক্তি সর্ব্বদা মত্ত। এই অভাববোধজনিত ক্লেশ ও বিদ্যাবত্তার মত্ততা উভয়ই পারমার্থিক অকিঞ্চনতা-লাভের বিঘ্নস্বরূপ। জড়জগতে ধনী ও কাঙ্গাল, ঐশ্বর্য্যশালী ও অকিঞ্চন পরস্পর পৃথক্। কিন্তু চেতন রাজ্যের রহস্য এই যে, চেতন রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তিনি তত বেশী ঐশ্বর্য্যবান্। অচ্যুতগোত্রে যিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ন্যায় আভিজাত্য আর কাহার আছে? ব্রহ্ম—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু। সেই বৃহত্ত্বের উপাসক বলিয়াই ব্রাহ্মণের বংশের বা কুলের এত মাহাত্ম্য। সেই বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম যে সবিশেষ বিগ্রহ ভগবানের অসম্যগাবির্ভাব—অঙ্গচ্ছটা মাত্র, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সেবকগোষ্ঠীতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মমাহাত্ম্য আরও অধিক, যিনি প্রেমসম্পদ্ দ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্কে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন সেই অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্যের কি তুলনা আছে? "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" এই ভাগবত-বাক্যে বিদ্যার চরমোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরবিদ্যায় যিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের মত পাণ্ডিত্য আর কাহার হইতে পারে? যিনি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে স্বীয় রূপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিরুদ্ধধর্ম্মী করিয়া তুলেন, সেই "অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর" স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁহার রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হন, সেই অকিঞ্চনের রূপের ন্যায় রূপ আর কাহার আছে?

অকিঞ্চনের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক। আবার সেই ভগবদ্বস্তু যাঁহার প্রেমে বশীভূত হন, সেই অকিঞ্চন ভক্তের গুরুত্ব তদপেক্ষাও অধিক। অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, আবার অন্য বিচারে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। যে বস্তু যতটা লঘু হইবে, সেই বস্তু ততটাই ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। অকিঞ্চনের গতি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেবীধাম, তদুপরি বিরজা, তদুপরি ব্রহ্মলোক, তদুপরি পরব্যোম, সেই পরব্যোমের উন্নত প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণলোক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কাজেই অকিঞ্চনের গুরুত্ব যেরূপ অপরিমেয়, দীনতা সেইরূপই অপরিমেয়। কৃপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভারী; কারণ, সমস্ত ভগবত্তত্ত্বের মূল অংশী নন্দনন্দন অপেক্ষাও তিনি ভারী। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমসম্পদ্ শ্রীগুরুদেবে পরিপূর্ণ-মাত্রায় বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, আবার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তাঁহাতে লেশমাত্রও নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব। এইজন্য শ্রীগুরুদেব—অকিঞ্চন-সম্রাট্।

অকিঞ্চনতার ন্যায় সম্পদ্ আর নাই। যিনি নিষ্কপটে এ কথা বলিতে পারেন—"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার" তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ হইতে পারে না। যিনি কায়-মনোবাক্যে কৃপায় কাঙ্গাল হন, তিনি পরিপূর্ণ কৃপালাভ করিয়া থাকেন। "শ্রীগুরু-চরণে রতি না হৈল আমার" বলিয়া যিনি নিষ্কপটে ক্রন্দন করেন, "প্রেমধন-বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।"—এই চিন্তা যাঁহার চিত্তকে আকুল করে, তাঁহার ন্যায় অনুরাগী—প্রেমিক জগতে বিরল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"অকিঞ্চনেরই ভগবান। অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, রূপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তুলনা নাই। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্য গুরুবর্গের ছিন্ন কৌপীনের একগাছি সূতার মূল্য দিতে পারে না।

অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতিই রূপশোভা। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীরূপের শ্রীনামসেবা-সৌন্দর্য্য আমাদের অনুশীলনীয় হয়। অকিঞ্চনতার মধ্যেই তৃণাদপি সুনীচতা বর্ত্তমান। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ' বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক।"

অকিঞ্চনই প্রকৃত ধনী। কারণ তিনি বাহিরে কৌপীনপরিহিত হইয়াও ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক নারায়ণের অংশী কৃষ্ণকেও বশ করিয়াছেন।

———

যৎকিঞ্চিৎ

——::[•]::——

হরিভজনের মূলে সাধুগুরুর আনুগত্য। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির যথার্থ সদ্ব্যবহারই 'আনুগত্য'। এই আনুগত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণময়। আনুগত্যের অপর নাম শরণাগতি। যেখানে আনুগত্য সেখানে শরণাগতি বা আত্মনিবেদন আছেই। আনুগত্যই দাস্য। অনুগতই দাস। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য যিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার কখনও কোন বিপত্তি হয় না। গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট অনুগত ব্যক্তি কখনও কোন দ্বিধায় পতিত হন না। তাঁহার হৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কার্য্যের সহজ সরল মীমাংসা স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়। অনুগতের হৃদয়ের বল খুব বেশী। অনুগত জানেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিশ্চয়ই তাঁহাকে সেবা দিবেন। সেবালাভ হইবেই—এ বিষয়ে তিনি সুদৃঢ়নিশ্চয়। তবে সেবা বা কৃপালাভে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি অসহিষ্ণু বা চঞ্চল হন না অর্থাৎ সেবা বা কৃপার পথ পরিত্যাগ করেন না। বিলম্ব হইলে তাঁহার আশা নিরাশায় পরিণত হয় না। যত বিলম্ব হয় সেবা বা কৃপালাভের আশা তত অধিক বাড়ে, কৃপালাভের জন্য আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠা তাঁহাকে আরও অধিক চঞ্চল করিয়া তুলে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য সেবালাভের জন্য—এই চাঞ্চল্য সেবা বা কৃপালাভের আশার পরিপোষক। অনুগত সেবক আনুগত্যের পাত্র গুরুবৈষ্ণবের কৃপাময় স্বরূপ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার হতাশা বা নিরাশা নাই। গুরুবৈষ্ণবের কৃপাময় স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয়াত্মা ব্যক্তি সর্ব্বদা নৈরাশ্যের মধ্যে কালযাপন করে। এই সংশয় ও নৈরাশ্য হরিভজনের প্রধান অন্তরায়। মহতের চরণে অত্যন্ত অপরাধফলে জীবের এইরূপ দুর্গতি লাভ হয়।

'আমি গুরুপাদপদ্মের দাস'—এই অভিমান সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত রাখা দাম্ভিকতা নহে ইহাই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা। 'গুরুর আমি' ইহা শুদ্ধ অহং। এই অহং বা অভিমানে বন্ধন হয় না, বন্ধন মোচন হয়।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়—'আমি গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসের দাসানুদাস'—এই স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম তাঁহার দাস—এই সম্বন্ধজ্ঞান যাহার হয় নাই সে ব্যক্তি হতভাগ্য। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত জীবের আর অন্য গতি নাই। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে জীবের হৃদয় হইতে বিষয়বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।

———

গয়ায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কাশীধামে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিয়া কতিপয় ভক্তসহ গত ২৯শে জুলাই রাত্রি প্রায় ৮-৩০ ঘটিকার সময় গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। মঠসেবকগণ ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল মহারাজকে ষ্টেশনে সাদর অভ্যর্থনা করেন। জমিদার রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিং শ্রীল মহারাজকে নিজ মোটর গাড়ীতে করিয়া শ্রীমঠে লইয়া আসেন। শ্রীল মহারাজ শ্রীমঠে অবস্থানকালে মঠসেবক ও শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল মহারাজ গত ৩০শে জুলাই বুধবার অপরাহ্ণ ৬-৩০ ঘটিকার সময় স্থানীয় টাউন-হলে রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিং মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'যুগধর্ম্ম' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীযুক্ত রামবিপ্রসাদ বর্ম্মা, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার; শ্রীযুক্ত দশরথ লাল, অ্যাড্ভোকেট, প্রেসিডেণ্ট বার এসোসিয়েসন; শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ প্রসাদ, ব্যাঙ্কার ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিং, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গদাধর শর্ম্মা বৈদ্যরত্ন, শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ডালমিঞা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ শর্ম্মা শাস্ত্রী, সাহিত্যাচার্য্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, শ্রীযুক্ত রামাশ্রয় রায় উকিল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ প্রসাদ নারায়ণ সিং, রমিবিঘার রাজা, শ্রীযুক্ত রামানুগ্রহ নারায়ণ সিং জমিদার, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ, ইন্স্পেক্টর অব স্কুলস্; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাচরণ মুখার্জ্জি বি-এ, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সাহাই, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্স্পেক্টর ইত্যাদি।

শ্রীমঠের সেবকগণ গত ৪ঠা আগষ্ট সোমবার শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট তিথিতে গৌড়ীয় ২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা হইতে "শ্রীশ্রীরূপানুগধারা" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ মধ্যে শ্রীরূপের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভৃত্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর যে দৈন্যাত্মক স্তব করিয়াছেন, তাহা শ্রীরূপপ্রভুর কৃপাপ্রার্থনারূপে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। রাত্রিতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপ-বিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব প্রভু শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থ হইতে শ্রীরূপপ্রভুর রচিত কয়েকটি শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

———

৭. শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী…দমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক — শ্রী… দাস ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুরপাঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী…দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী…চরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক — শ্রী…বিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক — শ্রী… ব্রহ্মচারী

বাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক — শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রদ্যুম্নদাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রী…নন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রী…নাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক — শ্রী… ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক —শ্রী… বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাণ্ডাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধীবাগ, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীকৃপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রী… দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রশেখর দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রী…নারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আশ্রাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক— শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীহনুমান দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীসুধানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক— শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রী…লাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমদি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমদি, মেদিনীপুর
সেবক — শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক— শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডিউটস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ গ্ল্যাডেষ্টার রোড, হাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্‌ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রী…গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১।৹	১।৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৭৲	৪।৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিবৃতি-পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

						শনিবার ব্যতীত		
						শনিবার	অন্য দিন	
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	...		১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	... ..	......	৯-৩১	.	..	. ..	.	.. .
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৩	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০	২০-৩০
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত

			অন্য দিন	শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১

(বদল) ছাঃ	৫-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১ ১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	. ..	. ..	......	.. ..	১৫-৫৬	১৭-৪২		....
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মতবাদী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::०::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-সংখ্যা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পৃথিবী'-বাসক নিয়ত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵৹

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এ গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৮ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ৩০শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৪১, শুক্রবার { ১৩৬-৩৭ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

কৃষ্ণাবির্ভাব তিথিবটী—প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে যে শুদ্ধচেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণচেতনের পূর্ণপ্রকাশ। বিষ্ণুর যে মূল আকর-মূর্ত্তি, তাহাই 'শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম'। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের পরম কারণ। নারায়ণের কারণ —বলদেব, বলদেবের কারণ— শ্রীকৃষ্ণ। বর্ত্তমানে আমরা অচিদ্‌বিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি, যদি সেই অচিদ্‌ভাবটী সঙ্কুচিত করিতে পারি, তবে আমাদের মেপে নেওয়া ধর্ম্ম হইতে ছুটি হইবে। ভক্তের নিজস্ব সম্পত্তি কৃষ্ণ। কৃষ্ণভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন, তাঁহারা এতবড় বদান্য। নিরন্তর যাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়েই— —তাঁহাদের শ্রীহস্তদ্বারা উন্মীলিত চক্ষে আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হওয়া মানে —জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া। কৃষ্ণ—সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি।

সংকীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েও অঘ-বক-পূতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের অন্য কৃত্য নাই। নামসংকীর্ত্তন মানে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি—স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর ছাড়িয়া দেওয়া—জীবদ্দশায় মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি। কৃষ্ণই পরম সত্য, কৃষ্ণই বাস্তববস্তু। কৃষ্ণই নিখিল প্রতিপাদ্য বিষয়। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

ভগবান্ নিজেই নিজের সেবাশিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার করিবে, গুরুদেবকেও সেইরূপ বিচার করিবে, কোন অংশেও কম মনে করিবে না। সকলের কর্ত্তব্য—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা, যদি তাহা না করেন তবে শিষ্যস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বলিলে কোনদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হইবে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়—ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্রাদিও যে বস্তুর অন্ত পান না। তিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, দ্বাদশরসে তাঁ'র সেবা হ'য়ে থাকে। তাঁ'র অবতারগণ পূর্ণরসের সেব্য নন। যিনি তাঁ'র সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব-সংকর্ষণাদি চতুর্ব্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি বৈভবাবতার-সমূহ যাঁ'র অংশ-কলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ'হ'তে, সেই অখিল রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্যবস্তু। বৃন্দাবনে তাঁ'র লীলায় পরমচমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হ'য়েছে।

ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে ব্রজবধূগণ যে সেবা ক'রেছেন, তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁ'দের মত সেবা আর কেউ করেন নাই। ব্রজের গুল্ম-লতা-ওষধি-সমূহের মধ্যে অবস্থান কর্‌লে গোপীপদরেণু লাভ ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণগুল্মাদি চিন্ময়; বৃন্দাবনের চিন্ময় ব্যাপারে ইহজগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য থাক্‌লেও উহা তা' নয়।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-উপদেশামৃত

——:•::(*)::•:——

নির্ম্মল কৃষ্ণচরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানবচরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্য-রূপে লক্ষিত হয় নাই। অথবা নরচরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগ পূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই। আমরা কৃষ্ণচরিত্রটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাবলে তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিব। সারসম্পন্ন বৈষ্ণব-সকল আমার বাক্যমল পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ব-জীবের সারসম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পরমানন্দে গ্রহণ করুন। কৃষ্ণচরিত্র-বর্ণন-সম্বন্ধে আমরা অনেক যত্ন করিয়াও দেশবুদ্ধি ও কালবুদ্ধি হইতে আমাদের বুদ্ধিশক্তিকে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, যেহেতু এপর্য্যন্ত প্রপঞ্চপীড়া হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। তথাপি আমাদের সারগ্রাহী পথপ্রদর্শক শচীকুমার শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাবারি সেবন করিয়া আমরা যাহা কিছু বর্ণন করিলাম, তাহা সর্ব্বজীবের হৃদয়ে প্রবেশ করত শ্রীকৃষ্ণ-রসাভাব নিবৃত্ত করুক অর্থাৎ সকলেই কৃষ্ণ-রসাস্বাদন করুন।

মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞানবিভাগ-রূপ মথুরায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সাত্বতদিগের বংশ-সম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতি হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া যুক্তিরূপ কারাগারে তাঁহা-দিগকে আবদ্ধ করিলেন। যদুবংশের মধ্যে সাত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন এবং ভোজবংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয়। সেই দম্পতির যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টি পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঈশবিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করেন। ভগবদ্দাস্যভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধজীব তত্ত্বের প্রথম উদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্য-কার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব নন্দমন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় দাস ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন, এদিকে দেবকীর গর্ভনাশ বিজ্ঞাপিত হইল। শুদ্ধ জীবভাব আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই ভগবদ্ভাব জীব-হৃদয়ে উদিত হয়। অতএব সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য-নামা নারায়ণস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাস্তিক্যনাশরূপ কংসধ্বংস ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্য্য ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইলেন। চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী-নির্ম্মিত ব্রজ-ভূমিতে ভগবান্ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস, ইহার তাৎপর্য্য, এই যে, জীবের যুক্তি-বিভাগে বা জ্ঞান বিভাগে ঐ ভূমি থাকে না, কিন্তু বিশ্বাস-বিভাগেই তাহার অবস্থান হয়। জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না, আনন্দমূর্ত্তি নন্দগোপ তথায় অধিকারী, এতত্তত্ত্বে জাতির উচ্চত্ব বা নীচত্ব বিচার নাই, এইজন্যই আনন্দমূর্ত্তি গোপত্বে লক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, গোচারণ, গোরক্ষণ এবং অনৈশ্বর্য্যাত্মক মাধুর্য্যত্বও লক্ষিত হয়। উল্লাসরূপিণী নন্দপত্নী যশোদা যে অপকৃষ্ট তত্ত্ব মায়াকে প্রসব করেন, তাহা ব্রজ হইতে বসুদেব কর্ত্তৃক নীত হইল। পরানন্দধামচিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে নাস্তিক-

---

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে।

ভাব অনিবার্য্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে দূরীকৃত হইল। বিশুদ্ধ প্রেম-সূর্য্যকিরণসমূহ-পরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধজীব-বৎসরূপ ব্রহ্মের সহিত অচিন্ত্য ভগবত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নাস্তিকারূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় মায়াবিনী পূতনাকে প্রেরণ করিলেন, মাতৃস্নেহ ছলনা করিয়া পূতনা কৃষ্ণকে স্তন্যদান করিয়া কৃষ্ণহস্তে নিহত হইল। ভগবদ্ভাবের প্রভাবে [illegible] প্রাণত্যাগ করিল। ভাবনাতিক্রম শকট ভগবৎকর্ত্তৃক ভগ্ন হইল। মুখ ব্যাদান করিয়া [illegible] জননীকে ব্রহ্মাণ্ড [illegible] দেখাইলেন। জননী চিচ্ছক্তিগত [illegible] ভাবে মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য [illegible] না। চিদ্বিলাসগত [illegible] এরূপ মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্যমধ্যেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। [illegible] দেখিয়া [illegible] কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার [illegible] পারেন না। [illegible] তাঁহাকে কেহ প্রেমরজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। [illegible] সিদ্ধ হয় না। শ্রীরূপ [illegible] বাক্যবলে [illegible] এই [illegible] আখ্যায়িকার দ্বারা [illegible] হইয়া গেল, অর্থাৎ [illegible] বন্ধ মোক্ষ হয় এবং [illegible] উদ্ধার প্রাপ্ত হন। [illegible] সহিত [illegible] গোবৎসপালনার্থে কাননে প্রবেশ করেন অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত [illegible] ভাবে [illegible] হইল [illegible] হইল [illegible] গোচারণ [illegible] হয়। [illegible] ও [illegible] হইল। [illegible] ভগবান্ [illegible] ভজন আরম্ভ করিলেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] গোপনামক ও গোবৎসগণকে চূর্ণ করিলেন। এই আখ্যায়িকা [illegible] হইল। [illegible] পূর্ণ প্রভাব [illegible] কৃষ্ণ কোন [illegible] হইল [illegible] এতদ্দ্বারা [illegible] যে, চিজ্জগতে [illegible] কখনই [illegible] হয় না। [illegible] হউন, শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধ্য কেহই লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কুবুদ্ধিস্বরূপ [illegible] ধেনুকাসুর শুদ্ধজীব বলদেব কর্ত্তৃক হত হয়। ক্রূরতাস্বরূপ কালীয় সর্প চিদ্বারুক যমুনাজল দূষিত করিলে ভগবান্ তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়া দূরীভূত করিলেন। পরস্পর বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিবাদরূপ ভয়ঙ্কর দাবানল ব্রজধাম রক্ষার্থে ভগবান্ ভক্ষণ করিলেন। নাস্তিকারূপ [illegible] প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদস্বরূপ [illegible] প্রলম্বাসুর শুদ্ধ বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল।

মধুররসের প্রতি তাঁর আধিক্যপ্রযুক্ত তদ্গত প্রীতিক পাত্রগণের সহিত [illegible] যে, প্রীতিরসা উপস্থিত হইলে ভাবাধিকা হরিপ্রিয়া গোপীগণ হরিগুণগানে প্রমত্তা হইলেন। [illegible] হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তীচ্ছায় [illegible] মহাদেবীর অর্চনা করিলেন। বৈকুণ্ঠতত্ত্বের মায়িক জগদ্ভিত্ত [illegible] আবির্ভাবের [illegible]। 'বস্ত্র' শব্দ [illegible]। মায়িক জগতে [illegible] উর্দ্ধগমন অসম্ভব অতএব [illegible] আশ্রয়পূর্ব্বক [illegible] অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন গোপিকাভাব-প্রাপ্ত [illegible] গোস্বামী অর্থাৎ [illegible] আশ্রয়পূর্ব্বক [illegible] হইয়াছে। [illegible] তাঁহাদের [illegible] গোপনীয় নাই। [illegible] দান করিলেন। [illegible] তাহার আচ্ছাদন দূর করত প্রীতির [illegible] দান করিলেন। [illegible] নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। [illegible] এ [illegible] জ্ঞান করিয়া প্রার্থনা অন্ন দিলেন না। [illegible] যে, বর্ণদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা [illegible] তাহারা বেদের [illegible] করিতে না পারিয়া [illegible] কর্ম্ম ও জ্ঞানের [illegible] কর্ম্মজড় [illegible] হইয়া [illegible] হয়। তাহারা [illegible] ও [illegible] থাকিয়া [illegible] হইয়া পড়ে। সেই সকল [illegible] ভগবৎপ্রাপ্তি, তাহা তাহারা [illegible] সক্ষম হয় না। অতএব তাহারা কি প্রকারে কৃষ্ণস্মরক হইতে পারে? এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকল ব্রাহ্মণই কেবল কর্ম্মজড় বা জ্ঞানপর। অনেক [illegible] মহাপুরুষ ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব তাৎপর্য্য এই যে, [illegible] অর্থাৎ ভারবাহী ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণবিমুখ কিন্তু সারগ্রাহী বিপ্রগণ কৃষ্ণদাস ও সর্ব্বপূজ্য। ভারবাহী ব্রাহ্মণগণের স্ত্রীগণ অর্থাৎ [illegible] অনুগত লোকেরা বনে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে গমন করত পরমাত্মা কৃষ্ণের মাধুর্য্য-বশ হইয়া তাঁহাকে আত্মদান করিল। এই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরাই সংসারী বৈষ্ণব। এই আখ্যায়িকা দ্বারা জীবগণের সমদর্শনরূপ তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিসম্পন্ন হইবার জন্য জাতিবুদ্ধির প্রয়োজন নাই, বরং সময়ে সময়ে ঐ বুদ্ধি প্রীতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। উত্তমরূপে সমাজরক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থার একমাত্র মূল তাৎপর্য্য পরমার্থ, যাহার অন্যতম নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। যদি এই সকল অর্থ-বন্ধন না করিয়াও কাহারও পরমার্থলাভ হয়, তথাপি অর্থ সকল অনাদৃত হইতে পারে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উপেয় প্রাপ্ত হইলে উপায়ের প্রতি স্বভাবতঃ অনাদর হইয়া উঠে। উপেয়রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যাঁহাদের লাভ হয়, তাঁহারা গৌণ উপায়রূপ বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ত্যাগ করিলেও দোষী নহেন। অতএব ব্যবস্থাকারীদিগের অধিকার বিচারপূর্ব্বক দোষগুণ নির্ণয় করাই সার সিদ্ধান্ত। সমাজ-সংরক্ষণ কল্পের অধিষ্ঠাতা ভগবানের নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁহার জীব-প্রতিনিধির নাম ইন্দ্র। ঐ কর্ম্ম দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা নিত্য কর্ত্তব্য, সেই সকল কর্ম্ম নিত্য, তদিতর সকল কর্ম্মই নৈমিত্তিক। বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাম্যকর্ম্ম সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক বিভাগে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম সকল উদ্দেশ্যক্রমে বিচারিত হওয়ায় নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগেই স্থাপিত হয়, বিভাগান্তর দর্শিত হয় না। কেবল অনীশ্বরবাদী নিমাইকরূপ নিত্যকর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম্ম নিষেধ করিলেন। তাহাতে কর্ম্মাধিকৃত ইন্দ্র জগৎপুষ্টি-কার্য্যসকল অনাদৃত হইল দেখিয়া দুর্দ্দৈব উপস্থিত করিলেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ নিরীহজনের বন্ধনশীল পীঠ-স্বরূপ ছত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তদিগের আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয় বর্ষণ ও প্লাবন হইতে ভগবান্ রক্ষা করিলেন। ভগবদনুশীলন-কার্য্যনিবন্ধন যদি মানবগণের জগৎপুষ্টির কার্য্যসকল কর্ম্মাভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহাতে কৃষ্ণভক্তদিগের কিছুমাত্র আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নয়। কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধিবন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেমবন্ধন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বন্ধন নাই। বিশ্বময় দেশে শ্রীবৃন্দাবনে অর্থাৎ চিদ্দ্রবরূপিণী যমুনা নদী বহমানা আছেন, নন্দরাজ তাহাতে মগ্ন হওয়ায় ভগবান্ লীলাক্রমে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক গোপদিগকে নিজ ঐশ্বর্য্য বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য এত প্রবল যে, ঐশ্বর্য্য সমুদায় তাঁহাতে লুক্কায়িতরূপে থাকে, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

নিত্যসিদ্ধগণ ও তাঁহাদের অনুগত জীবদিগের প্রিয় ভগবান্ প্রীতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা-রূপ রাসলীলা সম্পন্ন করিলেন। অন্তর্দ্ধান-বিয়োগদ্বারা গোপিকাদিগের প্রেমাত্মক কাম সম্বর্দ্ধন করিয়া পরমকৃপালু ভগবান্ রাসচক্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মায়াবিরচিত জড়াত্মক বিশ্বে একটি মূল ধ্রুবনক্ষত্র আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্যসকল স্ব-স্ব গ্রহসহকারে ধ্রুবের আকর্ষণবলে নিত্য ভ্রমণ করিতেছে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, জড়পরমাণুসমূহে আকর্ষণনামা একটি শক্তি নিহিত আছে, ঐ শক্তিক্রমে পরমাণুসকল পরস্পর আকর্ষিত হইয়া একত্রিত হইলে বর্ত্তুলাকার মণ্ডল নির্ম্মিত হয়। ঐ মণ্ডল পুনশ্চ কোন বৃহৎ বর্ত্তুলাকার মণ্ডলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তচ্চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। এইটি জড়জগতের নিত্যধর্ম্ম। জড়জগতের মূলীভূত মায়া চিজ্জগতের প্রতিফলনমাত্র। চিজ্জগতে প্রীতিরূপ নিত্যধর্ম্মদ্বারা অণুচৈতন্য সকল পরস্পর আকর্ষিত হইয়া অপেক্ষাকৃত কোন উন্নত চৈতন্যের অনুগমন করে। ঐ সকল উন্নত চৈতন্য পুনরায় অধীন চৈতন্যগণ-সহকারে পরমপূর্ণচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বে পরমরাসলীলা নিত্য বিরাজমান আছে। যে রাগতত্ত্ব চিদ্বস্তুতে নিত্য অবস্থিতি করত মহাভাব পর্য্যন্ত প্রীতির বিস্তার করে, সেই ধর্ম্মের প্রতিফলনরূপ জড়ীভূত কোন অনির্ব্বাচ্য আকর্ষণরূপে জড়জগতে বিস্তৃত হইয়া উহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। এতন্নিবন্ধন স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শাইবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে, যেমত জড়াত্মক বিশ্বে সূর্য্য গ্রহমণ্ডলসকল ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে আকর্ষণশক্তি দ্বারা নিত্য ভ্রমণ করে, তদ্রূপ চিন্ময়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ-বলক্রমে শুদ্ধভাবসকল শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করেন। এই চিদগত মহারাসলীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবগণই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা এবং সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রীপুরুষত্ব চিদগত ভোগ্যভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমন একটি বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সহিত

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্বঅবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥

সংযোগলীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রীপুরুষের সংযোগসম্বন্ধীয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। যদি অশ্লীল বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আর ঐ পরমতত্ত্বের আলোচন সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠগত ভাবনিচয়ের প্রতিফলনরূপ মায়িক ভাবসকল বর্ণনদ্বারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বর্ণন আমরা সমর্থ হই। তদ্বিষয়ে অন্য উপায় নাই। 'কৃষ্ণ দয়ালু' এই কথা বলিতে হইলে মানবগণের দয়াকার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে। কোন প্রকারেও ঐ ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। অতএব অশ্লীলতার আশঙ্কা ও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক সারগ্রাহী আলোচকগণ মহাবাক্যের পরম তত্ত্ব অকুণ্ঠিতভাবে শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করুন। সেই রাসলীলার সংক্ষিপ্ত ভাব এই যে, সমস্ত জীবনিচয়ের পরমাত্মা কৃষ্ণ মাধুর্য্যপ্রকাশিনী হ্লাদিনীস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা ভাবরূপা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া রাসমধ্যে পরম-শোভমানা হয়েন। রাসলীলার পরে চিদ্দ্রবময়ী যমুনায় জলক্রীড়া স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। নন্দস্বরূপ আনন্দ নির্ব্বাণ মুক্তিরূপ সর্পগ্রস্ত হইলে ভক্তরক্ষক কৃষ্ণ তাঁহার আপদ মোচন করেন। ধর্ম্মকে প্রধান করিয়া মানেন যিনি, তিনি ধর্ম্মাত্মা শঙ্খচূড় তিনি ব্রজভূমিতে উৎপাত করিতে গিয়া বিনষ্ট হন। বংশীবটে শ্রীকৃষ্ণ বংকালে মথুরা-গমনে মানস করিলেন, তৎকালে পাপাত্মা নাস্তিক্যের ঘোটকরূপী কেশী নিহত হইল। ঘটনায় বিষয়কর্ম্মের ঘটক অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ প্রথমে মল্লদিগকে নষ্ট করিয়া পরে অনুজ সহিত কংসকে নিপাত করিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তজ্জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি-নামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপ জরাসন্ধকে আপন আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মগধরাজ বৈরনির্য্যাতন-পূর্ব্বক মথুরাপুরীতে সপ্তদশবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন। অষ্টাদশবার পুনরায় মথুরা রোধ করিলে ভগবান্ দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। মূল তাৎপর্য্য এই যে, নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশকর্ম্ম, বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয় এই আঠারটি কর্ম্ম-ক্রম; তন্মধ্যে অষ্টাদশবিক্রমস্বরূপ চতুর্থাশ্রম-দ্বারা জ্ঞানপীঠ অধিকৃত হইলে মুক্তিস্পৃহা-জনিত ভগবত্তিরোভাব লক্ষিত হয়। যৎকালে কৃষ্ণ মথুরায় ছিলেন, তৎকালে গুরুকুলে বাস করত অনায়াসে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলেন এবং গুরুদেবকে তন্মৃত পুত্রের জীবন দান করিলেন। স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই; কিন্তু জ্ঞানপীঠরূপ মথুরা-বস্থিতিকালে নরবুদ্ধির জ্ঞানভাবের ক্রমোন্নতি হয়, ইহা দর্শিত হইল। যাঁহারা কৃষ্ণকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা কামী। সেই কামীদিগের হৃদয়স্থিত সকুব্জ কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ সকাম কৃষ্ণ-রতি আলোচনা করিতে করিতে সুনির্ম্মল। কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হইয়া পড়ে। মথুরার অবস্থিতিকালে কুব্জার সহিত সাধারণী রতিজনিত যে প্রণয় হয় তাহা কুব্জার অঙ্গ স্পর্শে সামর্থ্য। কিন্তু সদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের চরণে [illegible] পরে উদিত হইতে [illegible] ব্রজভাব সংস্থাপিত ভাব। তাহা শিক্ষা করিবার জন্য [illegible] উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডব, যাদব ও কৌরবগণ অধর্ম্মাত্মা, ইহা স্মৃতিতে কথিত আছে। অতএব কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের বান্ধব ও [illegible]। বন্ধো [illegible] স্থাপন এবং পাপীদের [illegible] অক্রূরকে দূত করিয়া হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন।

ধর্ম্মের গতি দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বার্থপর ও পরমার্থপর। স্বার্থপর ধর্ম্ম [illegible] কর্ম্ম-যোগ বলা যায়, কেন না [illegible]। ঐ [illegible] কর্ম্মের [illegible] পুষ্টি [illegible] জ্ঞান উভয়ের যোগক্রমে [illegible] পুষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকার [illegible] ভক্তির পরস্পর [illegible] কেহ কেহ কর্ম্মযোগ, কেহ কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ কেহ কর্ম্ম-যোগ ও জ্ঞানযোগ [illegible] যোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল ধর্ম্ম স্বার্থপর, তাহাদের নাম [illegible]। [illegible] প্রাপ্ত ঈশ্বর [illegible] উৎপন্ন [illegible] সহিত তাহা [illegible] কৃষ্ণভক্তিকে [illegible] [illegible] বালকগণকে [illegible] দ্বারকাপুরীতে [illegible] লইয়া গেলেন। বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক বিধিবাহিত্যকে বরন বলা যায়। [illegible] কালযবনও [illegible] তাহার, ঐ যবন [illegible] জ্ঞানের [illegible] ছিল, মুক্তি-[illegible] মুচুকুন্দ বাদাকে ঐ যবন সংহার করার তাঁহার [illegible] ঐশ্বর্য্য-নিষ্ঠা দ্বারকাপুরীতে অবস্থিত হইয়া [illegible] ভগবান্ বিবাহ করেন। [illegible] গর্ভজাত [illegible] মায়ারূপা শম্বর কর্ত্তৃক হৃত হইলেন। পুরাকালে [illegible] মহাদেব কর্ত্তৃক কামদেবের শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছিল, তৎকালে রতিদেবী বিরহ ভোগকরত আসুরী ভাবাশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈধী ভক্তিমার্গ উদিত হইলে ভস্মীভূত কাম কৃষ্ণ-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত স্বপত্নী রতিদেবীকে আসুরী ভাব হইতে উদ্ধার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, যুক্তবৈরাগ্যে বৈধকাম ও রতির অস্বীকার নাই। স্বপত্নী রতিদেবীর শিকার

অতি বলবান্ কামদেব বিষয়ভোগরূপ শম্বরকে বধ করত দ্বারকায় গমন করিলেন। মানবরূপী রাধিকার [illegible] মণি উপার করত বিবাহ করিলেন। মাধুর্য্যগত হ্লাদিনী-শক্তির ঐশ্বর্য্যভাবে প্রতিফলিত [illegible] অষ্ট মহিষী [illegible] দ্বারকায় [illegible]। মাধুর্য্যগত ভগবদ্ভাব যেরূপ অদ্বয়, ঐশ্বর্য্যগত [illegible] সেরূপ নয়, [illegible] ঐ [illegible] ক্রমে [illegible] হইয়াছিল।

[illegible]

কাহার নিকট কিছুই নয়। নৃগের স্বর্চিত কর্ম্মফল কৃকলাসত্ব ভোগ করিতেছিলেন, ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন। [illegible] উপাদেয় দ্রব্যও ভগবদ্-গ্রাহ্য নয়, কিন্তু [illegible] হইলে, ইহা সুদামা [illegible] দেখাইলেন। [illegible] বাবা কৃষ্ণ প্রেমময় [illegible] হইল। [illegible]

দশাবতার

[illegible]

প্রকৃত সাধু পাঠাইয়া দিবেন। যদি তাঁহার দয়াই না থাকিবে তবে তাঁহার অবতার, তাঁহার শাস্ত্র ও নিজজনের অবতার কেন? অকপট হইয়া তাঁহাকে চান দেখি? তিনি কিরূপ কৃপা না করেন। তিনি ত' কৃপা করিবার জন্যই ব্যস্ত। জীবদের উহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাববশতঃ আলোকের দিকে অন্ধকারে ... পূর্ণভাবে দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন।"

অবতার বর্ণনপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাদিগকে দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জীবের চিন্ময়ী বৃত্তির দশাবিধ ক্রমবিকাশের স্বরূপ বৈকুণ্ঠানন্দ নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের লীলার বিগ্রহ দশাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব অপ্রাকৃত লীলার ক্রমবিকাশ প্রদর্শনের দ্বারা কৃপা বিতরণ করেন। যথা—

১। জীবের চিন্ময়ীবৃত্তির নির্জ্জিতাবরূপ মৎস্যাবস্থায় ... স্বরূপ নিত্যবিগ্রহ মৎস্যাবতার-বিষ্ণু অবতীর্ণ হন।

২। জীবের চিন্ময়ী বৃত্তির কূর্ম্মভাবরূপ অবস্থায় ... স্বরূপ আদর্শ নিত্যবিগ্রহ কূর্ম্মরূপ বিষ্ণু অবতীর্ণ হন।

৩। জীবের মেরুদণ্ডাবস্থায় বরাহরূপ বিষ্ণু।

৪। জীবের নরপশুমিশ্রভাবাবস্থায়—নৃসিংহরূপ বিষ্ণু।

৫। জীবের ক্ষুদ্র মানবাবস্থায়—বামনরূপ-বিষ্ণু।

৬। জীবের অসভ্য অসভ্যাবস্থায়—পরশুরামরূপ-বিষ্ণু।

৭। জীবের সভ্যাবস্থায়—রাঘবরূপ-বিষ্ণু।

৮। জীবের সর্ব্ব সভ্যাবস্থায়—স্বপ্রকাশ রাম।

৯। জীবের তর্কনিষ্ঠ অবস্থায়—বুদ্ধরূপ-বিষ্ণু।

১০। জীবের নাস্তিকাবস্থায়—কল্কিরূপ-বিষ্ণু।

বিষ্ণুর অবতারসমূহ প্রাকৃত শরীরধারী মহাপুরুষ নন। তাঁহারা নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব নিত্য বৈকুণ্ঠ আছে। তাঁহারা জীবের চিন্ময়ী বৃত্তির এবোম্নতির বিকাশানুসারে স্ব স্ব বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুগে যুগে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন প্রকার ... লীলা প্রদর্শন করেন। মহাভাগবতশিরোমণি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোল-
মুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে
ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্য-
মাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়
তুভ্যং নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন রসের লীলা-প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে রসের পূর্ণতা আছে। তিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি। তাঁহারই আংশিক ভাবসমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। অবতারসমূহে সকল রসের পূর্ণতা নাই, কারুণ্য আছে মাত্র। তাঁহারা করুণাপরবশ হইয়া কিছু লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি গৌণরসের মধ্যে করুণ রসটী মুখ্য আছে। শ্রীবুদ্ধদেব আবেশাবতার স্বাংশ নহেন, জীবাবেশ, তাঁহাতে ভগবানের করুণাশক্তি নিহিত হইয়াছে। তিনি তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি করিয়া সমগ্র বিশ্বে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণের করুণাশক্তি প্রকাশবিশেষ হইয়া লোকের ... বৃদ্ধি ... বাধিতা দিয়াছেন। নারায়ণ, বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন ও নৃসিংহাদি—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, ইহারা ব্রহ্মা শিবাদি দেবতার ন্যায় আধিকারিক দেবতা-বিশেষ নহেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই নিত্য বৈকুণ্ঠ ও নিত্য সেবকগণ আছেন। ইঁহারা সেবার বস্তু, সেবকভাবাপন্ন নহেন। সেবা সেবা গ্রহণ করিয়া সেবককে সেবার সুযোগ দেন। ভগবানের সেবা ছাড়া জীবের কোন কার্য্য নাই। বিষ্ণু সকল দেবতার নিয়ামক। ভগবান্ শ্রীমৎস্যদেব জড়প্রপঞ্চ ... সামগ্রী ... বীভৎসরসের উদয় হইয়াছে। সাধক জীব প্রথমাবস্থায় প্রথম শ্রদ্ধা, পরে রতি, তৎপরে শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সাধনে শ্রদ্ধা, ভাবে রতি এবং প্রেমভক্তিই রস। রস দ্বাদশ প্রকার—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটী গৌণ এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্য। ব্রহ্মার নিদ্রাকালে হয়গ্রীব অসুর বেদসমূহ হরণ করায় শ্রীমৎস্যদেব তাহাকে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করত 'হয়গ্রীব' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এটী স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হইয়াছিল। আর শ্রীসত্যব্রত রাজার সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতমূর্ত্তি আর তাঁহার অবতারসমূহ বিভিন্ন রসের প্রকাশসমূহ। শ্রীমৎস্যদেব চিন্ময় জড় প্রপঞ্চ হইতে জাত চিন্ময় বীভৎসরসের আশ্রয়স্বরূপ, আর শ্রীকূর্ম্মদেব চিন্ময় রতি হইতে জাত অদ্ভুত রসের আশ্রয়। শ্রীকূর্ম্মদেবের নিশ্বাস হইতে বেদ সংরক্ষিত হয়। যখন আধ্যাত্মিকতা দ্বারা বৈদিক জ্ঞানের অপব্যবহার হইতেছিল তখন শ্রীকূর্ম্মদেব জীবগণকে তাহা হইতে রক্ষা করেন।

শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাসা হইতে উদ্ভূত। তিনি ভয়রতিতে ভয়ানকরসের প্রকাশমূর্ত্তি। শ্রীনৃসিংহদেব বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি। যাঁহারা ভগবদ্ভজনে ঐকান্তিক ইচ্ছাবিশিষ্ট, তাঁহাদের বিঘ্নউৎপাদনকারী শুভাশুভ কর্ম্মসকল শ্রীনৃসিংহদেব বিনাশ করেন। শ্রীনৃসিংহদেব—বিষয়, আর শ্রীপ্রহ্লাদ—আশ্রয়। ভগবান্ বিষয় এবং ভক্ত আশ্রয়। শ্রীনৃসিংহদেবের বাৎসল্যরস মুখ্যরসের অন্তর্গত। কিন্তু শ্রীমৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহদেবের রস গৌণ। শ্রীবামনদেবের হাস্যরতিতে হাস্যরস। শ্রীবামনে সখ্যরতি ও সখ্যরস। শ্রীপরশুরাম ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের প্রকাশমূর্ত্তি। দশটী অবতারের মধ্যে সাতটীতে গৌণরস আর তিনটী অবতারে মুখ্যরস। শ্রীনৃসিংহদেব বৎসল, শ্রীবামনদেব সখ্য এবং শ্রীবুদ্ধ শান্তরস প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবুদ্ধ করুণার অবতার। লোকরতি সে কারণ্য সেটী রামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। শ্রীরামচন্দ্র শোকরতিতে করুণরস। আর শ্রীকল্কির উৎসাহরতিতে বীররস। তিনি অধার্ম্মিকদিগকে ধ্বংস করেন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ—অতিমর্ত্ত্য বস্তু। মানুষ যাহা বাহ্যবুদ্ধির দ্বারা ধারণা করিতে পারে, এরূপ ভোগ্যদানের কোন বস্তু তিনি নহেন। তিনি তুরীয় বস্তু। এই অধোক্ষজ বস্তুকে প্রাকৃত কোন কিছুর দ্বারা জানা যায় না। অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার তত্ত্ব তিনি নিজে না জানাইলে জীব আপন চেষ্টা। কখনও উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাকে জানান, তিনি তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষ্ণুর আকর। তিনি স্বয়ংরূপ ভগবান্ অর্থাৎ মূল প্রদীপস্বরূপ। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠের চতুর্ভুজ নারায়ণ। শ্রীবলদেব স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশ মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি—বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ ব্রহ্মলোক। তাঁহার বহির্দেশে চিন্ময় জলরাশি বিরজা, পতিতপাবনী শ্রীগঙ্গাদেবী যাঁহার এক কণা। এই কারণসমুদ্রে মহাসঙ্কর্ষণের অবতাররূপ আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। এই মহাবিষ্ণু হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী, যিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অন্তর্যামী ও পিতা। এই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু হইতে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অসংখ্য লীলাবতার এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী তৃতীয় পুরুষাবতার শ্রীক্ষীরোদকশায়ী এবং এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই শ্রীঅনন্তদেব বা শ্রীশেষদেব।

ভগবদুপাসনার প্রথম বিকাশ একলবাসুদেবের উপাসনার কথা। ইহার ক্রমবিকাশমুখে তদন্তর্গত মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামনাদির উপাসনা। সাধারণ বিচারমুখে তাহা স্ত্রীভাববর্জ্জিত। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের লক্ষ্মী আছেন। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুং-স্ত্রীমিশ্র উপাসনায় বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা। তৃতীয় স্তরে শ্রীসীতারামের উপাসনা এবং চতুর্থ স্তরে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।

একলবাসুদেবে আস্তিক্যবিচার আরম্ভ হইলেও সেখানে শক্তিমত্তত্ত্বকে শক্তি বা লক্ষ্মীহীন করিয়া দেখিবার চেষ্টায় পরাৎপর তত্ত্বের স্বাধীনতা অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণে বাসুদেবের সহিত লক্ষ্মীর দর্শন করিবার স্পৃহা থাকিলেও সেখানে সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্য বশতঃ মর্য্যাদা বা গৌরব থাকায় সেবামাধুর্য্য সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা ঐশ্বর্য্য বা গৌরবের পূজা। ঐশ্বর্য্যহীন হইলে নারায়ণসেবকের তাহাতে আর প্রীতি নাই, ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই পূজকের আকর্ষণ আছে। কিন্তু রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা তাহা নহে। সেখানে ঐশ্বর্য্যের সাজসজ্জা পূজকগণকে আকর্ষণ করে না। সেখানে বিস্রম্ভ-সেবারই প্রাবল্য বা আপনজ্ঞান। সেখানে কেবল মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক স্বরূপ, বংশীধ্বনি, প্রীতিই ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়াছে।

সীতারামের উপাসনা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দাস্যভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রতধর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ। সীতারামের উপাসনা হইতে দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের এই পতীপত্নীভাবও দাস্যরসেরই প্রকারভেদমাত্র। গোপীগণের কৃষ্ণসেবাই প্রকৃত মধুররস। উহাই কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং গোকুলে পূর্ণতম। ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যাংশমিশ্র দ্বারকেশ, মাধুর্য্যপ্রধান ঐশ্বর্য্যমিশ্র মথুরেশ, আর কেবল মাধুর্য্যময়বিগ্রহ—ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি নন্দযশোদার নিত্য পারকীয় পুত্র। তিনি দ্বিভুজ-মুরলীধর। ব্রজে তাঁহার গোপাভিমান। ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও সেখানে নাই। এই কৃষ্ণসেবা একলবাসুদেব, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারামের উপাসনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ—অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনিই মূল পরাৎপর তত্ত্ব। তাঁহা হইতেই যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রকাশ। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তিনি পূর্ণতম স্বতন্ত্র, অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন এবং নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচারী স্বরাট্ পুরুষ। তিনি নন্দনন্দন, তিনি শ্রীরাধানাথ। তাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে। তিনি কাহারও অধীন নহেন, সকলেই তাঁহার অধীন। তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। তিনি অজ। কিন্তু অজ হইলেও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ—ভক্তের সেবাগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় তিনি জন্মলীলা পরিগ্রহ করেন। তাঁহার অনন্ত বিচিত্র মধুরলীলা আছে। এই জন্মলীলাও তাহারই অন্যতম। পৃথিবীর ভারহরণাদি কার্য্য বিষ্ণুদ্বারেই তিনি করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

সেবক—শ্রীভবরঞ্জন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসর্ব্ববিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীরামশরণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদাস্পুরনিবাস বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রীব্রজজন দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণা মথুরা

সেবক—শ্রীরামশরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী

পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং রেসমান রোড নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাপেক্ষক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আত্রাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাপেক্ষক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীমধুবন দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাকবাদ, বর্দ্ধমান

সেবক—শ্রীহরীন্দ্র ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৪৯ লা ক্রষ্টার রোড, গ্লাউড গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীচিদানন্দগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুস রোড লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীশ্যামগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসানন্দ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

সেবাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনরকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরবিদ্যা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের ভূতপূর্ব প্রধান ও শহান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভাক্তশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গৌড়ীয় মঠের এবং পরিপদ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার জন্য ইহা ভক্ত ও সুধীগণের আলোচনা-পাঠে ধন্য হউন। ইহাতে বিরাট আলোচনার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউনে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত সূচীপত্র অভিধান Index (Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্বদশাধ্যায়ক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে লিখিত হইয়াছে এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত 'অণুভাষ্য' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা ও বর্ত্তমান আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীপত্র অভূতপূর্ব্ব নবাঙ্গবন্ধুর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম-এ, বি-এল,

পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু সংস্করণ ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সুধীবৃন্দের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

ডিপ্লোমা প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা

উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র) ৪

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৪। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী সেবা শ্রী (অবাঁধা) ৬৲ ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্য নিরূপণ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। প্রাণ ও আহার ॥০

১৯। ভক্তিবিবেক ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মধ্যভাষা ॥০

২৭। মুক্তাফলটীকা সহ বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তরত্নমালা (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)

৩০। দ্বীপ-নবদ্বীপ দর্শন ৶০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৵১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়গুণপাঠক্রমদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী ৵১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২৷০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵১০

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৵১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ।০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৷০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ॥০

৬৪। সিদ্ধান্তরত্নম্ শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৫। সটীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৬। স্তবরত্ন ।০

৬৭। মায়াবাদ নিরাসকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়বৈষ্ণব পরিচয়ঃ /০

৬৯। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন /০

৭৩। বোম্বে টক্ (মুরলীধর) এণ্ড অষ্টপ্রহর ॥০

৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০

৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনওয়ারেড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৫। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৸০

৮৬। সাধনপথ ॥০

৮৭ কল্যাণকল্পতরু ৵১০

৮৭। গীতাবলী ৵১০

শরণাগতি /০

৮৯। শ্রীনবদ্বীপধামবাণী ।৶০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এবং চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কনসেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অশেষ গবেষণাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা, তৎপরে বৃহৎ অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও অন্বয়মুখে তাহার পাঠভেদ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে বেশী পাওয়া যায়। [illegible] পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

						শনিবার ব্যতীত		
					শনিবার	অন্ত দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	......	......	১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	......	......	৯-৩৩	....	......	......	.....	......
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৩	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম"	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্ত দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬-৫৩	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৬-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	......	.....	.....	১৫-৫৬	১৭-৪২	.....	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মহবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ, 'পরিমল'-নামক বিবৃতি ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০ প্রাপ্তিস্থান - শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১২ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫ : ২রা ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৯শে আগষ্ট ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১৩৮-৩৯ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—:::—

শ্রীধামে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী-উৎসব

গত ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব শ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়-ধ্বনি করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন করেন। তৎপরে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর ভক্তগণ পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল [illegible] বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। তৎপরে প্রায় ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থনাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা ও কৃপাপ্রার্থনা-সূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেডমাষ্টার মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব বি-এল মহোদয় প্রায় রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত অজের, জন্মরহস্য, বসুদেব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে বাসুদেবের আবির্ভাব, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায়ই জীবের শুদ্ধহৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব সম্ভব ইত্যাদি বহু বিষয় ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণ দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করেন। শ্রীনন্দোৎসবের দিবস শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন করেন।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর সমস্ত দিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ মহোদয় রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

— —

পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

গত ৪ঠা আগষ্ট সোমবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল [illegible] শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের তিরোভাব-তিথি হরিকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর গুণমহিমার কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল [illegible] প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে [illegible] বিগ্রহ পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ উপবাসী থাকিয়া হরিকথা আলোচনা করিয়াছেন।

অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী সভায় সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে "শ্রীবলদেবের অসুরদলন ও কৃপাবিতরণ" প্রবন্ধ আলোচনামুখে পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible]-নারায়ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড হইতে 'শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ এবং শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আদি প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে "দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন" এই গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

— —

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর বিরহ মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গত ১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট সোমবার দিবস লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথি নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে পালন করেন।

ঐ দিবস মঠসেবকগণ প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রী[illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিপ্রহরে ইষ্টগোষ্ঠীতে শ্রীপাদ বেদানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর গুণ-মহিমা কীর্ত্তন [illegible] খণ্ড গৌড়ীয় [illegible] প্রবন্ধ" পাঠ করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকান্তে গুরু-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপা-প্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মচারীজী প্রায় ১ ঘণ্টাকাল শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন ও পরে [illegible] কীর্ত্তনান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

গত [illegible] শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার [illegible] ভবানী [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] আবির্ভাবতিথি পালন করেন।

ঐ দিবস মঠসেবকগণ প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

[illegible] খণ্ড গৌড়ীয় হইতে [illegible] ও [illegible] হইতে শ্রীবলদেব প্রভুর তত্ত্ব [illegible] আলোচনা করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকান্তে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'দশাবতার স্তোত্র' ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গুণমহিমাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বেদানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রায় ১ ঘণ্টাকাল শ্রীবলদেব প্রভুর গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করেন।

———

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গৌরাব্দ ৪৫৫, ১২ হৃষীকেশ স্থাণু প্রত্যূষ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::০(•)::০——

ভক্তগণ ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছু করেন না। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভগবানের প্রীতি বা সন্তোষবিধান। পরিপূর্ণ আনন্দবিগ্রহ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবোপলক্ষে যে সকল ভক্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে শ্রীনন্দ সর্ব্বপ্রধান। 'নন্দ' শব্দের অর্থ আনন্দ। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন বলিয়া তিনিও আনন্দময়, এইজন্য তাঁহার নাম 'নন্দ'।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যধামে পঞ্চরসের বিষয়-বিগ্রহরূপে সেবিত হন। যখন তিনি শান্তরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয়—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনাপুলিন প্রভৃতি। ইঁহারা অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। ইঁহারা জানেন না—'আমরা কাঁহার সেবা করিতেছি।' শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন গাভী হইতে দুগ্ধ পাইতেছেন, বেত্রদ্বারা গাভী-পালকে তাড়ন করিতেছেন, কখনও বা বেণুবাদন করিতেছেন, কখনও যমুনার সৈকতরাশির উপরি পাদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেছেন—তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়ক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। জীবের যখন প্রাকৃত তৃষ্ণা-ত্যাগ হয় এবং 'কৃষ্ণ আছেন' এইরূপমাত্র অনুভূতি হয় তখন শান্তরস।

দ্বিতীয় রস—দাস্যরস, ইহাতে মমতা বিদ্যমান। 'আমি দাস ও ভগবান্ আমার নিত্য প্রভু' এবং প্রভুর ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য জীবাত্মার স্বাভাবিকী দাস্য-প্রবৃত্তি,—ইহাই দাস্যরসের লক্ষণ। দাস্যরসের আশ্রয়—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল প্রভৃতি।

তৃতীয় রস-সখ্যরস। সখ্য দুই-প্রকার—গৌরব-সখ্য ও বিশ্রম্ভ-সখ্য। দাস্যরসে ও গৌরব-সখ্যে সম্ভ্রমরূপ কণ্টক বর্ত্তমান। সম্ভ্রমের স্বভাব এই যে, উহা বিষয়কে আশ্রয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখে। বিশ্রম্ভ-সখ্যরসের রসিক গোপবালক সখাগণ কৃষ্ণের ঘাড়ে চড়িতে, কৃষ্ণকে নিজের উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতে, তাঁহার সঙ্গে মারামারি করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন না। বড়ই আপনার ভাব।

আবার দাস্য হইতে সখ্য যেমন শ্রেষ্ঠ—সখ্য হইতে বৎসল রসও তদ্রূপ আরও শ্রেষ্ঠ। জগতেও দেখা যায়, সমস্ত সখাগণ অপেক্ষা পুত্রই অধিকতর প্রি[illegible] আনন্দোৎপাদক। নন্দ-যশোদা সেই বৎসলরসের রসিক। ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়—শ্রীপতি নারায়ণ; আর মাধুর্য্যরসের পরম বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্য-দ্বারা শিথিল প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই; কেননা, ঐশ্বর্য্যরসের রসিকগণ বিচার করেন যে, বিশ্রম্ভভাব-দ্বারা বুঝি তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা শ্লথ হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়, বিশ্রম্ভসেবায় সেবার গাঢ়তা ও মমতার আস্পদের প্রতি আরও আপনার হইতে আপনার জ্ঞান অধিকতর বর্ত্তমান।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়' ও অনন্তকোটী জীবাত্মাই তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণ কিছু 'বিষয়' হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন, তাঁহারা—অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই আশ্রয়। বস্তুত্বে 'এক' ও শক্তিত্বে 'বহু'—ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্তকোটি জীবাত্মা আশ্রয়রূপে বিরাজমান থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব (বিগ্রহ)—পাঁচটী, মধুররসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দ যশোদা, সখ্যরসে সুবলাদি, দাস্যরসে রক্তকাদি, এবং শান্তরসে গো, বেত্র, বেণু, কদম্ববৃক্ষ প্রভৃতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—প্রভুগণেরও প্রভু, প্রভু-শব্দে—যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। প্রভু কেবল অনুগ্রহই ক'রবেন, আর নিগ্রহ ক'রবেন না, তা' নয়; তিনি নিগ্রহও ক'রতে পারেন। যারা ভগবদ্বিমুখ, তা'দের নিগ্রহ ক'রে শোধনের জন্যই ভগবানের অবতার। বদ্ধজীবগণই তাঁর নিগ্রহযোগ্য এবং মুক্তগণই তাঁর অনুগ্রহের পাত্র। এখানে (প্রপঞ্চে) কুণ্ঠাধর্ম্ম আছে, নিত্যত্বের ও নিত্য আনন্দের অভাব আছে। এই অবরভূমিতে কেবল অমঙ্গল ও নিরানন্দের কথা। কিন্তু বরভূমি বৈকুণ্ঠে এই প্রকার নিগ্রহের কিছু কাথা নেই। তথায় কেবল নিত্য ও পূর্ণ আনন্দ বিরাজমান।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—ইঁহারা প্রভু তত্ত্ব বা বিষ্ণুতত্ত্ব, নিত্যানন্দপ্রভুই মূল-সংকর্ষণ। তিনি চিৎ ও অচিৎ অনন্ত বিশ্বের মূল উপাদান ও নিমিত্তকারণ। মূল-সংকর্ষণের আদি চতুর্ব্যূহ হইতেই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রকাশ। অবতারী মূল-সংকর্ষণ হ'তেই সকল অবতারের উদয়। মূল-সংকর্ষণ হ'তেই চতুর্ব্যূহ ও তাঁ'দের প্রকাশতত্ত্ব কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদকশায়ীর উদয়। কারণোদক-শায়ীর যে দৃষ্টি, তাহাই উৎক্রমদৃষ্টি।

ভগবানের সেবা যা'রা না করে তা'দের বদ্ধাবস্থা। মুক্তগণের ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। শব্দের দ্বারাই পূর্ণ সেবা হয়। ইহজগতের সেবা জড়জগতের বস্তুর প্রতি হ'য়ে যায়। অবিমিশ্রভাবে ভগবৎ-সেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারা হয়। প্রার্থনাও কীর্ত্তন।

———

বলদেবের বলই যথার্থ বল

——::[•]::——

বলহীন জীব পরাৎপরপুরুষকে লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই অভিন্ন-শ্রীবলদেব। যিনি গুরু-পদাশ্রয় করেন নাই, তিনি কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন না। আগে শ্রীগুরু-পূজা। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীবলদেবের আবির্ভাব।

আমরা বলহীন, হৃদ্দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থের কবলে কবলিত; তজ্জন্যই আমাদের হরি-ভজনে উৎসাহ, একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও সমগ্র জীবনীশক্তিকে প্রয়োগ করিবার অকপট আন্তরিকতার অভাব লক্ষিত হইতেছে। নিজের চেষ্টায় ব্রহ্মাদি দেবতাও মায়া জয় করিতে পারেন নাই। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের কথা আর কি? মায়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া মায়াবশযোগ্য জীব জয়ী হইতে পারে না। মায়ার বিক্রম অনেক বেশী। একমাত্র মায়াধীশ শ্রীবলদেবের শ্রীপাদপদ্ম যদি বরণ করা যায়, তবেই তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া জীব মায়ার কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। মায়াধীশের শ্রীপাদপদ্মের রেণুগণের বল ব্যতীত অণুচৈতন্য জীব কিছুতেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি, শ্রীচরণামৃত ও তাঁহার উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ,—এই তিনটি সাধনের বল। ঐ তিনটী বস্তুই অপ্রাকৃত। ঐ অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃতবুদ্ধি লইয়া দর্শন করা যায় না। অনেকে বৈষ্ণবের পদধূলি, শ্রীচরণামৃত ও উচ্ছিষ্ট-সেবনের অভিনয় করিয়াও ভক্তদ্রোহী ও ভগবদ্দ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। শুদ্ধবৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম সমর্পণ অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিয়া একমাত্র তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল হওয়াই সাধন-রাজ্যে বল-লাভ। যিনি যতটা অকপটে কৃপা প্রার্থনা করেন, তিনি ততটা অধিক বল লাভ করিতে পারেন।

অনেক সাধক গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী নহেন, সত্যানুসন্ধিৎসু ও হরিভজন পিপাসুও বটেন, তথাপি ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারেন না কেন? শুভেচ্ছা থাকিলেও অন্যাভিলাষ যায় না, দুঃসঙ্গ-ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প থাকিলেও সেই সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত অটুটভাবে রক্ষা করিতে পারেন না, দেহ-গেহারামতার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়াও অবশে উহাদের কবলে কবলিত হইয়া পড়েন। সংসার হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না; দুর্ব্বলতার যবনিকা আসিয়া শুভেচ্ছা ও সৎসঙ্কল্পসমূহকে আবরণ করিয়া ফেলে। সে সময় বলের প্রয়োজন—প্রাকৃত বল নহে, দৈহিক ও মানসিক বল নহে; চিদ্বল—শ্রীবলদেবের বল—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলই একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা হইতে পারে।

দেহবল ত' পাশবিক বলের মধ্যে গণ্য। উহা ভোগী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। যাহারা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই বাক্যকে শরীর-চর্চ্চা, ব্যায়াম, প্রভৃতি প্রাকৃত দৈহিক বল-লাভের উত্তেজনামূলক বাক্যরূপে পর্য্যবসিত করিতে চাহে, তাহারা বঞ্চিত। তাহাদের কোনদিনই হরিভজন হইবে না। এইরূপ অনেক অন্যাভিলাষী নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূজা ও আশ্রয়ের অভিনয় করিয়া থাকে। তাহারা ইতরবস্তু লাভ করিয়া বঞ্চিত হয়। যে মহাবীর বা বজ্রাঙ্গজীর কৃপালাভে অনায়াসে দুস্তরা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়, শ্রীরাম-চন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ও ঐকান্তিকী রতি লাভ হয়, যে বল চতুর্দ্দশ ভুবনে, এমন কি ব্রহ্মলোকেও লাভ হইতে পারে না, সেই বৈকুণ্ঠ-বলের প্রার্থী না হইয়া বৈষ্ণববর বজ্রাঙ্গজীর নিকট দৈহিক ও পাশবিক বলের কামনা যে কি[illegible] মূর্খতা, তাহা বর্ণনাতীত।

দৈহিক বল কেন, মানসিক বলও মায়ার বলের সহিত অধিকক্ষণ যুঝিতে পারে না। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও মায়ার বিক্রমের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে। স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন, দেহ ও গৃহের আরাম, কামিনীকাঞ্চন ইত্যাদি পরিত্যাগ করা কম মানসিক বল নহে। ইহা পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন লোকই পারে না; কিন্তু এত মানসিক বল সঞ্চয় করিয়াও অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেব-বলদেবের সেবাবল লাভ করিতে না পারায় তাহারা মায়ার বলের নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-সম্প্রদায়ের কথা আর কি, ভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিয়া সদ্গুরু-পাদপদ্মের আশ্রয়ের অভিনয়, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, স্বজনাদি-পরিত্যাগের অভিনয়, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসাদি-গ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদিপালনের অভিনয়ে প্রচুর মানসিক বল সঞ্চয় করিয়াও শ্রীবলদেবের বলে অর্থাৎ শ্রীআচার্য্য বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বলের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ না করায় সেই সকল ব্যক্তিও বহুরূপিণী মায়ার বিক্রমের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

'আমি নিজের বলের দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা মায়াকে জয় করিতে পারি, পারিয়াছি বা পারিব',—এইরূপ বিচার শ্রীবলদেবের কৃপাপ্রার্থীর বিচার নহে। যিনি যতটা শ্রীবলদেবের কৃপা লাভ করেন, তাঁহার হৃদয়ে ততটা দীনতা আত্ম-প্রকাশ করে; তাঁহার

কৃপা-প্রার্থনার বৃত্তি ততটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই কৃপা-যাচ্ঞার বিরতি নাই, তাহা পদে পদে বৰ্দ্ধিতই হয়। বলদেবের বল অকৃত্রিম অহৈতুক দৈন্যের মধ্যে লাভ হয়, দাম্ভিকতার মধ্যে লাভ হয় না। শ্রীবলদেব ধেনুকাসুরকে বধ করেন। স্বরূপ-জ্ঞান-বিরোধ, [illegible] ও আধ্যক্ষিকতাই ধেনুকাসুরের প্রতীক। আর বলরাম বধ করেন—'প্রলম্ব'কে। ছদ্মবেশী মিছাভক্ত, ত্যাগী, সন্ন্যাসীর অভিনয়কারী ভণ্ডব্যক্তিগণ প্রলম্বের প্রতীক। শ্রীবলদেব বধ করেন—মুষ্টিকাদি মল্লকে। শৈলরাজ-সদৃশ মুষ্টিক মল্ল বলদেবের মুষ্টিপ্রহারে রক্তবমন করিতে করিতে ভূপাতিত হয়। শ্রীগুরুপদাশ্রিত ব্যক্তিগণ পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্নরাশিকে অতি সহজে ভূপাতিত করিয়া দিতে পারেন। শ্রীবলদেব দ্বিবিদ বানরের বিনাশ-সাধন করেন। নরকাসুরের মিত্র মৈন্দ বানরের ভ্রাতা দ্বিবিদ সহস্রনাগ-স্বরূপ শক্তিসন্দিগ্রহ [illegible] বারুণী-পানোন্মত্ত বলদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল। বলদেব মুষল ও লাঙ্গলের দ্বারা দ্বিবিদের কণ্ঠ ও বাহুমূলে প্রহার করিয়া উহাকে ভূপাতিত করেন। দ্বিবিদ-সদৃশ নির্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণ আহুকবণিক চক্রবাদী হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা, তাঁহার নিন্দা ও দ্রোহাচরণ করিয়া থাকে। শ্রীবলদেব-প্রভু কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালের বন্ধু রুক্মীকে দ্যূত-ক্রীড়ায় পাশাঘাতে বিনাশ করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী ও তাহাদের সহচরগণ শ্রীবলদেবের দ্বারা কিরূপে বঞ্চিত হয়, তাহার আদর্শ লীলা প্রকট করেন। শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটন-লীলায় নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে রোমহর্ষণ সূতকে বধ করিয়া 'গুরু-অবজ্ঞ' ন্যায়াবলম্বী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-পূজাবিমুখ ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক বিষ্ণুপূজকের দাম্ভিকতা চূর্ণবিচূর্ণ করেন। অসুর মারণাদি-কার্য্য অংশী বলদেবে প্রবিষ্ট অংশের দ্বারাই সাধিত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু সন্ধিনী-শক্তি-প্রভাবে নিত্যচিন্ময়ের নিত্য প্রাকট্য-বিধান, মহা-সঙ্কর্ষণ হইতে মহত্তের স্রষ্টা প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবিষ্কার এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষ হইতে নানাবিধ লীলাবতার তথা ব্রহ্মা, অনিরুদ্ধ বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ করিয়া অদ্বয়-জ্ঞানোপলব্ধির সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "জ্যেষ্ঠ হইল সেবার কারণ" এই বাক্যের আদর্শ ও "কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ"—এই বাক্যের সার্থকতা প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব প্রভু কৌরবগণের ঔদ্ধত্য-দর্পনে হস্তিনা-কর্ষণ করেন। তিনি—'মূলসঙ্কর্ষণ।' সঙ্কর্ষণরূপে তিনি জীবের হৃদয় কর্ষণ করিয়া থাকেন। গুরুদেবের কার্য্যই—কর্ষণকার্য্যরূপ কৃপা-বিতরণ—বৈধ-মার্গে কর্ষণ ও রাগমার্গে আকর্ষণ; লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ ও বংশীর দ্বারা আকর্ষণ।

শ্রীবলদেব প্রভু—[illegible]

'অহঙ্কারে মত্ত [illegible], নিতাই [illegible],

[illegible] মত্তা [illegible]।

নিতাইর করুণা হবে, [illegible],

ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি॥

নিতাইয়ের [illegible], তাঁহার সেবক নিত্য,

নিতাই [illegible] প্রাণ।

অপ্রাকৃত [illegible] জীবের [illegible] নহে। সেই বলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সম্বন্ধ প্রদাতা সন্ধিনী-শক্তিবিগ্রহ। তিনি [illegible] কৃষ্ণের সেবক—'গুরুদেব'।

[illegible] 'রাম', আর [illegible] 'সুভদ্র' নামে কথিত। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং [illegible] শেষাবতার—তিনি [illegible] নামে খ্যাত। এই শ্রীসঙ্কর্ষণ [illegible] সহস্রফণ [illegible] পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। [illegible] অবতার শেষ মহাত্মা। [illegible] মুনিগণ তাঁহাকে প্রভু হইতে [illegible] করেন। [illegible] মূল কারণ এই মহাবাণী [illegible]।

তিনি প্রাকৃত অনন্তগুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য 'অনন্ত-দেব'। অতএব তিনি [illegible] শক্তির শক্তিবল, [illegible] পূজা [illegible]। বিশ্বের [illegible] একান্ত [illegible]। [illegible] বাহুবলের হেয়তা, নশ্বরতা ও তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ ভাজেন অনন্যস্মৃতি মহাত্মা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কৃষ্ণ-বলাদেবকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই [illegible] বলে বলীয়ান্ হইয়া পরমাশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

তাই অশোক-অভয়ামৃত-সেবনেচ্ছু নিষ্ঠাবসাধীর শ্রীগুরুনিত্যানন্দ বামপদাশ্রয়ের কথাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ব্ববিঘ্ন খণ্ডে তাহা সবার স্মরণে॥
যে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটী অপরাধীরও নিস্তার॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

দৃঢ়তা

হরিভজনে [illegible] ও দৃঢ়তা—[illegible] ও অহৈতুকী [illegible] দৈন্যের মধ্যে [illegible] আসিয়া থাকে [illegible] কখনও সংসার-[illegible] হইতে পারে না। [illegible] অপমান, [illegible] অভাবের [illegible] আসে না, আর তার সহিত [illegible] না। যখন [illegible] হইয়া [illegible] থাকে।

[illegible] আবির্ভূত হয়। [illegible] দিয়াছেন,—"[illegible] এই [illegible] বিষয়ের [illegible] সাধ্যেন হইল,—[illegible] করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। [illegible] অবলম্বন করিবে তখনই তাহা [illegible] করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন [illegible] এক দিনও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।"

শৈথিল্য ভক্ত্যাদি অর্থাৎ হরিভজনের অনুকূল কার্য্য [illegible] দৃঢ়তা [illegible] প্রাতিকূল্য-কার্য্যে [illegible] ভজনের [illegible] করে। দৃঢ়তা না থাকিলে কোনদিন [illegible] অগ্রসর হওয়া যায় না।

[illegible] দৃঢ়তা উপস্থিত হয় না। কোনপ্রকার [illegible] হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও শৈথিল্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। যাহারা [illegible] অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদির প্রীতির জন্য কোন না কোন প্রকার [illegible] তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা আসে না। তাহারা কোনপ্রকার নানাবিধ জাগতিক অভাব-অভিযোগ বা [illegible] লৌকিক [illegible] পতিত হইলে দৃঢ়তার মূল স্বপ্ন হইতে ভ্রষ্ট হয়। তখনই দৃঢ়তার স্বপ্ন তাহাদের নিকট অলীকচিন্তামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সাধক সামান্য একটু দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে [illegible] সাহায্য [illegible]। তাঁহার [illegible] মিষ্টা পদার্থ [illegible]। দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে। সমস্ত [illegible] নিরন্তর [illegible] গ্রহণ করিলে হৃদয়ে দৃঢ়তা [illegible] স্বাভাবিকী প্রীতির আবির্ভাব হয়।

প্রীতির অভাব হইলেই দৃঢ়তার অভাব [illegible] হয়। [illegible] প্রীতি [illegible] তাঁহার দৃঢ়তাও আছে। [illegible] তাহার [illegible] বিবেক- [illegible] শত শত [illegible] আদর্শ [illegible] এক- [illegible] না। কারণ, [illegible] হইয়াছে। সেই [illegible] তাহার [illegible] হইয়াছে,— [illegible]।

[illegible] দ্বারা [illegible], পাণ্ডিত, [illegible] হইবার [illegible] শ্রীচরণে দৃঢ়তা [illegible] হন নাই। [illegible]—

[illegible] প্রাণ।

[illegible] নাম।

[illegible] তাহা [illegible] হইয়াও [illegible] করেন [illegible] প্রীতি, [illegible] তাঁহার [illegible] আছে।

[illegible] দৃঢ়তা লাভ [illegible] প্রীতির [illegible] হয় নাই, সেই ব্যক্তির [illegible] কখনও দৃঢ়তা স্বাভাবিক ও স্থায়ী হয় না। [illegible] অনেক [illegible] দৃঢ়তা [illegible] দৃঢ়তা [illegible] কৃষ্ণ- [illegible] দৃঢ়তার [illegible] থাকে। ঐরূপ [illegible] দ্বারা [illegible] দৃঢ়তার [illegible] অভাব, [illegible] হরি-[illegible] স্বভাব, তাহাও [illegible] অনর্থ বা মোহ-বিশেষ।

দৃঢ়তা ও দীনতা দুইটী পৃথক্ নহে। যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তা বিরাজিত, তাঁহার হৃদয় কঠিন, শুষ্ক নহে; কারণ, তাহাতে প্রচুর হরিলীলারস বিদ্যমান। প্রেমিকের হৃদয় কখনও কঠিন হইতে পারে না—তাহা দৈন্যে বিভূষিত। অতএব যাঁহার বাস্তব-সত্যে দৃঢ়তা আছে, তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে দীনতাও আছে।

শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জনের জন্য যে দৃঢ়তা, তাহাই মাৎসর্য্যহীন দৃঢ়তা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"ভজনের বাধা, প্রতিকূল তাহা,
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।"

প্রতিকূলবিষয়ত্যাগে শৈথিল্য বা কালবিলম্ব করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে তাহা কোনদিন পরিত্যাগ করা যায় না। একঘণ্টা পরে হরিভজন করিব, এখন কিছু মায়ার ভজন করি,—এরূপ বিচার হৃদয়ে থাকিলে কখনও হরিভজন করা যায় না। এই মুহূর্ত্তেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভ করিব, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না এরূপ দৃঢ়তা থাকিলে হরিভজন হয়।

যে ব্যক্তির দৃঢ়তা নাই, তিনি অপরকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করেন, তাহা ধার-করা প্রাণহীন কথার ন্যায় নিজের ও পরের কাহারও কার্য্যকরী হয় না। সরাগ বক্তৃগণের দৃঢ়তা নাই। যাঁহার দৃঢ়তা আছে, তাঁহার আচরণও আছে। যে ব্যক্তির দৃঢ়তা নাই, সে ব্যক্তি কখনও আচার করিয়া প্রচার করিতে পারে না।

আলস্য ও ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদিদ্বারা চিত্ত-বিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনী-শক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি, ধন, বিদ্যা, জন, রূপ ও বলের অভিমানে বৈষ্ণব-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশের দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কৃষ্ণ স্বার্থ-পোষণে অদয়, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া-পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যের দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্যসকলই হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। এই সকল হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার করিতে হইলে দৃঢ়তার একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি কেবল মুখে কৃপাপ্রার্থনা করে, অথচ দৃঢ়তার সহিত শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা বরণ করে না, সেই ব্যক্তি কখনও হৃদয়দৌর্ব্বল্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। অনেক সময় সাধনে দৃঢ়তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা মৌখিক কৃপাপ্রার্থী হই। সর্ব্বাভিলাষী ব্যক্তি দৃঢ়তাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে। কারণ, হৃদয়ে দৃঢ়তার অভ্যুদয় হইলে অন্যাভিলাষসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বিরাট
নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয়মিশনের প্রচারকেন্দ্র কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে আগামী ৭ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় একটী নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন।

নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারের চারিধার, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারের চারিধার, বাগবাজার ষ্ট্রীট ও কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীহরিভজনে দৃঢ়তা অপস্বার্থময়ী দৃঢ়তার ন্যায় মনের দম্ভবিশেষ নহে। হরিভজনে দৃঢ়তা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। একমাত্র শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অপরাধশূন্য নিষ্কপট চিত্তে সেই বৃত্তি প্রকাশিত হয়। নিরপরাধে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে তাঁহার আদর্শ দর্শন ও অনুসরণ করিতে করিতে হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৃঢ়তার আসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুবিষয়ে দৃঢ়তার গ্রন্থিগুলি শিথিল ও ছিন্ন হইয়া পড়ে। গৃহমেধী ও অন্যাভিলাষী দুর্জ্জন জীবের সঙ্গে থাকিলে অপ্রাকৃত-বিষয়ে দৃঢ়তা কিছুতেই উপস্থিত হয় না, বরং উহা আরও শিথিল হইয়া যায়। সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সঙ্গ কিছুকাল করিলেই আমাদের অজ্ঞাতসারে চিত্তে যে দৃঢ়তা উপস্থিত হয়, তাহা অনেক সময় আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান না করায় সেই দৃঢ়তা সাময়িক হইয়া পড়ে। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ না থাকিলে কিছুতেই অসৎসঙ্গবর্জ্জন ও ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়ত্যাগে দৃঢ়তা লাভ হয় না। অতএব অপ্রাকৃত দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধুর বর্ত্মানুবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—

অণিমাদি অষ্ট-ঐশ্বর্য্য সিদ্ধিসকলও যদি স্বয়ং আসিয়া হস্তামলক হয়, যদি সমস্ত দেবতাগণ দাসত্ব করিবার জন্য স্বয়ংও আসিয়া উপস্থিত হন, অধিক কি, যদি বা আমার এই দেহই চতুর্ভুজ হয়, তথাপি আমার চিত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।

আমি অন্য বাক্য বলিব না, অন্য কথা শ্রবণ করিব না, অন্য বিষয় চিন্তা করিব না, অন্য কোথায়ও গমন করিব না, অন্য দেবতার ভজনা করিব না বা আর অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিব না। জাগ্রদবস্থায়, এমন কি, স্বপ্নেও আমি শ্রীরাধাকান্ত-বিনোদ-কানন ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করিব না।

ধ্যান-ধারণাদি অষ্টাঙ্গযোগ, শ্রুতিঅনুশীলন, নির্জ্জনবনে বাস, তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি দ্বারা শান্তিলাভ করিয়া বৈষ্ণবগণ শাস্ত্র-শ্রবণাদিদ্বারা বিশ্বাসিত নির্ভয়রূপ স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া যদি সংসার হইতে মুক্ত হন হউন, কিন্তু আমরা কদম্ব-কুঞ্জের সমীপে উদয়শীল ইন্দীবরশ্রেণীতুল্য শ্যামলমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনামের সেবক, অতএব আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

বেদপরায়ণ মানবগণ, শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে মূঢ় বলেন বলুন, আমাকে পুনঃ পুনঃ ভ্রান্ত বলেন বলুন, বান্ধবগণ আমাকে মন্দ বলেন বলুন, সহোদর ভ্রাতৃগণ আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া জড়বুদ্ধি বলেন বলুন, ধনিগণ আমাকে উন্মত্ত বলেন বলুন, বস্তুর স্বরূপনিশ্চয়ে কুশলী ব্যক্তিগণ আমাকে যথেচ্ছভাবে মহাদাম্ভিক বলেন বলুন, তথাপি আমার মন অল্পকালও শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

হে বাসুদেব, তুমি আমাকে পৃথিবীর আধিপত্যই প্রদান কর, অথবা দারিদ্র্যই প্রদান কর, নিত্য আমাকে বহু আদরই কর, অথবা অনাদরই কর; আমাকে বৈকুণ্ঠেই বাসস্থান দাও অথবা নরকেই স্থান দাও, তুমি ব্যতীত আমার আর অন্য কোন গতি নাই।

শ্রীহরির শ্রীচরণকমল ব্যতীত ইহসংসারে অন্য কোন সারবস্তু নাই, এইরূপ অকুণ্ঠিত-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া যিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও ভগবদ্গতচিত্ত দেবগণের একমাত্র আরাধ্য তদীয়চরণ-কমল হইতে ক্ষণার্দ্ধকালও বিচলিত হন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া গণ্য হন।

আমার অনুচিত নিষিদ্ধ কর্ম্মই হউক, অথবা উচিত অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই হউক, তাহার বিহিতকরণে বা নিষিদ্ধকরণে কোনও হানি নাই, কেবল শ্রীভগবানে আমার দৃঢ়তর ভক্তিযোগ হউক, যেহেতু সর্পরাজ বিষ উদ্গীরণ করিয়া থাকেন এবং চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করেন, তথাপি বৈষ্ণবরাজ শম্ভু নির্ব্বিশেষরূপে ঐ উভয়কেই ধারণ করিতেছেন।

দার্জ্জিলিংএ প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের একান্ত আনুগত্যে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দ কার্সিয়াং নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। গত ৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত এস, কে, বিশ্বাস মহোদয়ের আগ্রহে তদীয় বাসভবনে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকপিল-দেবহূতি-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৬ই আগষ্ট পুনরায় উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা বিশদভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠে বহু শিক্ষিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত আনুগত্যে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ নিয়মিতভাবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন এবং অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় আলোচনা হইতেছে। মঠসেবকগণ প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন স্থানে যাইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীধামে যাত্রিসমাগম

বন্যার জলবৃদ্ধি হওয়ায় প্রত্যহ শত শত যাত্রী শ্রীধামদর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীধামদর্শনার্থ আগত যাত্রীগণের নিকট নিরন্তর শ্রীধামের মহিমা, শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে হরিকথা-শ্রবণের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিতেছেন। যাত্রীগণ শ্রীধামবাসী ভক্তগণের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরম উপকৃত হইতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ৩০শে শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ৩১শে শ্রাবণ শনিবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৩৬-৩৭ সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশের ৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলম ১৮শ পংক্তিতে 'ত্রিদণ্ডিভাব' স্থলে 'নিদণ্ডভাব' এবং ১৯শ পংক্তিতে 'ত্রিদণ্ডভাবের' স্থলে 'নির্দ্দণ্ডভাবের' হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅখণ্ডন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীতাবিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউভারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
মাহিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশ্রীবিদ্বদ্গঙ্গাবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং গাঙ্গাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বালুবাজার, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, টাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীবার্ত্তশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য
চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের বিস্তৃত জীবনচরিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয় ... কর্তৃক লিখিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৯ পৃষ্ঠা। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবৃহৎ শব্দসূচী Index Glossary সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দশাধ্যায়াত্মক ... শ্রীমন্মধ্বাচার্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে ... ও শ্রীপাদ ... 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকা ... মুদ্রিত। ... সর্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'অণিক' টীকা ... ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব নয়নাভিরাম নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকগণের বোধসৌকর্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যা ও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৩৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, চিকিৎসা পদ্ধতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন। বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সমগ্র)	
২।	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
৩।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা)	৲
৪।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা)	৬৲ / ৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১।০
৮।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা	২৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	শ্রাবণ আনন্দ	৷০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	।৵০
২২।	ভজন রহস্য	৷০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্তী-টীকাসহ)	১৲
২৬।	গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য	৷০
২৭।	মুক্তাফলটীকা গুণলেশসূচক (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তস্যমন্তকঃ (সানুবাদ)	
২৯।	প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ৷৵০ বাঁধা ৸০)	
৩০।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩১	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৵০
৩২।	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	⁄১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট)	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৵০
৪১।	গীতাবলী	⁄১০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র)	২৷০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চনপদ্ধতি	⁄১
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄১
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু	
৪৯।	অর্চনকণ	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে)	
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	।
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	
৫৬।	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	
৬০।	সাংখ্যবাণী	
৬১।	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০
৬২।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৬৲
	সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত	
৬৩।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	
৬৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	
৬৫।	সটীকা-শিক্ষাদশমূলম	
৬৬।	তত্ত্বত্রয়ম্	
৬৭।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	
৬৮।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	
৬৯।	সারাৎসারবর্ণনম্	
	ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত	
৭০।	রায় রামানন্দ	।
৭১।	এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত	
৭২।	নামভজন	
৭৩।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি	
৭৪।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।০
৭৫।	লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।
৭৬।	বৈষ্ণবীজম্	।
৭৭।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	
৭৮।	দি ভাগবত	
৭৯।	টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন	।
৮০।	ব্রহ্মসংহিতা	।
৮১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২
৮২।	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৬৲
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১০৲
	উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত	
৮৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸
৮৫।	সাধনপথ	৷
৮৬	কল্যাণকল্পতরু	⁄১
৮৭।	গীতাবলী	⁄১
	শরণাগতি	⁄
৮৯।	শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী	৷৵
৯০।	শ্রীগৌড়ীয়বাণী	।০
	তামিল ভাষায় প্রকাশিত	
৯১।	শরণাগতি	৷
	তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত	
৯২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।॰	।৵॰	।৵॰	।॰
" " ইঞ্চি	২৲	১॥॰	১॥॰	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥॰
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲
ত্রৈমাসিক " ২৸॰
মাসিক " ১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতার-সম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সু-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।॰ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিস্তৃত পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।॰ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।॰ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।॰ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৯	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	·	·	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	..	..	৯-৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৮-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১১-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১১-১৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২ ৫১
" ছাঃ ১২ ৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩ ১৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৮ ৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-১১	
(বদল) ছাঃ	..-৩১	৭-১০	৮ ৫০	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪ ১০	৭-৪৬	৯-২৫	১১ ০	১৫-৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	·	·			১৫-৫৬	১৭-৪২		...
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৫-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৫-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, বাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত--হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক; কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গিণধামে অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা অন্যান্য প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগাবরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্ব গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::•::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

সত্যাপ্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ১৪ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৪ঠা ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২১শে আগষ্ট ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১৪০--৪১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪৫৫ গৌরাব্দ, ১৪ হৃষীকেশ আদি কারণোদশায়ী

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::•(*)::•——

কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ তিনি কালাধীন অসৎ, অচিৎ তত্ত্ব নহেন, তিনি নিত্য সদ্বস্তু, কাল তাঁহার অধীন। কাল-বিচারে তিনি অনাদি, ব্রহ্মের প্রতীতি বা ধারণা তাঁহার পরবর্ত্তিনী ধারণা।

তিনি—গোবিন্দ। সবিশিষ্ট চিদাকাশ পরমাত্মা ও নির্ব্বিশিষ্ট চিদাকাশ ব্রহ্মকেও যিনি পালন করেন, তিনি গোবিন্দ। তিনি চিৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ চেতনময়। অদ্বয়তত্ত্ব-বস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। তাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না। কারণ তিনি মায়িক বস্তু নহেন। যাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না, সেই অদ্বয়তত্ত্বই জীবের অসম্যক্ প্রতীতিতে ব্রহ্ম, আংশিক প্রতীতিতে পরমাত্মা, পূর্ণ প্রতীতিতে বৈকুণ্ঠ বা শ্রীভগবান্।

কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগত-জন কর্ত্তৃক সেব্য হইতে ইচ্ছা করেন। যাঁ'রা বলদেবের সেবক হ'তে পারেন, তাঁ'রাই প্রকৃত পক্ষে বলবান্ হন। আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখনই কৃষ্ণসেবা হয়। সেবক যখন সেব্যের দিকে অগ্রসর হন, তখন তাঁ'কে বলদেব প্রভুই সাহায্য করেন। বলদেব প্রভুর আনুগত্য করা—তাঁ'র নিকট হ'তে চিদ্বল সঞ্চয় করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। বলদেব প্রভুই একমাত্র পালনকারী—সকল মঙ্গলের মূল-বিধাতা।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করলে ভক্ত হ'তে পারেন। চতুর্ব্বিধত্ব গ্রহণ ক'রে আত্মবঞ্চনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। ভগবৎ-কৃপাক্রমে ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন। অক্ষজজ্ঞানে তাঁ'কে জান্‌তে পারা যায় না। বলদেব প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ তাঁ'কে জানা'তে পারেন না।

সঙ্কল্প ও বিকল্প যেখানেই হয়, সেইখানেই মনোধর্ম্ম, একটা গ্রহণ করা হ'চ্ছে, আর একটা reject করা হ'চ্ছে। জন্ম, সাময়িক স্থিতি ও ভঙ্গময় এই জগৎ যে শক্তি দ্বারা পরিচালিত হ'চ্ছে, যে শক্তি বিবর্ত্ত আনয়ন ক'রে লোকের ভ্রমোৎপাদন করায়, সেই শক্তিই মায়া। মনোধর্ম্মে বহু মত, বহু পথ। কিন্তু আত্মধর্ম্মে রাজকীয় পথ, অব্যর্থ উপায়—একটীমাত্র। তা' শরণাগতির পথ—তা' প্রপত্তির পথ—তা' কেবলা ভক্তির পথ।

সাধু তাঁ'কেই বলে, যাঁ'র সংস্পর্শে আস্‌লে তিনি তাঁ'র বাক্যাস্ত্রের দ্বারা আমার সব বাদ্‌রামী ছাড়ি'য়ে দি'তে পারেন—আসক্তি—মনোধর্ম্ম সব ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন। সাধুর কার্য্য হ'চ্ছে—বাস্তব বস্তুর সংস্পর্শে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৮ ঘণ্টা থাকা। প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সাধুর চিত্তবৃত্তি এই যে, একটা মানুষও যেন পালিয়ে না যায় সেবার রাজ্য থেকে।

সেবক ঐকান্তিক ইচ্ছা করলে, ব্যবহিত-রহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাক্‌লে সেব্য ব'সে থাক্‌তে পারেন না, এগিয়ে আসেন। যদি বাস্তবিক আর্ত্তি-সহকারে কেহ ডাকে তবে তিনি চুপ করে ঘুমান না। ভক্তি ব্যতীত অভক্তির পথে অন্য জিনিষের প্রভু হ'বার চেষ্টা। ভোগবাসনা বশে যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, তা ভক্তের কখনই থাকে না। সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। ভৃত্য বেশ বুঝ্‌তে পারে—সেবা ক'রছে। কিন্তু শাস্তবৃত্তির সেবক বুঝ্‌তে পারে না অথচ সেবা করে।

শ্রবণাভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। সংসারে কৃষ্ণ ভোক্তা—এই জ্ঞান হয়। গুরু সর্ব্বপূজ্য। তাঁ'র নিকট লঘু হ'তে হ'বে।

শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যজ্ঞান হ'লে নরকে গমন করতে হ'বে। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদপদ্ম-ধূলিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অসুবিধা কিছুতেই যা'বে না। গুরুর নিকট সব সময়ই থাক্‌তে হ'বে। কার্ষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণজ্ঞানই ভক্তি। যাঁ'রা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, তাঁ'দের আর প্রশ্ন ক'রবার প্রয়োজন হ'বে না—সকল কথারই উত্তর হ'য়ে যা'বে। গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম্ম ও শরণাগতি প্রকাশিত হয়।

ভগবদ্ভক্ত কা'কেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভৃত্যগণকে উদ্বেগ দেন না, তাঁ'রা ভৃত্যমঙ্গলের জন্য যে ভর্ৎসনাদির আচরণ দেখান, তা' অনন্ত মঙ্গলের জনক। সাধুগণের সেবক সঙ্গ হ'লে ভগবানের বীর্য্য ও জগতের বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বুঝ্‌তে পারি। আমরা তখন সাধুগণের কথামত সেবা করতে করতে কৃষ্ণ সেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতিলাভ করতে পারি।

প্রীতিই নিখিল জীবের চরম প্রয়োজন। হরিকথা-কীর্ত্তনই বিশ্রাম, তাহাতেই যাবতীয় শ্রম বা ক্লেশ বিনষ্ট হয়। কীর্ত্তন ছেড়ে মুহূর্ত্তের জন্য অপর চেষ্টা ভগবদ্বিমুখতা। মহাভাগবতগণ ও ভক্তগণ সকলেই সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁ'দের অন্য কোন কৃত্য নাই।

শব্দের আশ্রয়গ্রহণের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়ার নামই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার অর্থ এইরূপ—আমি ইহাতে অর্থাৎ এই শব্দের আশ্রয়গ্রহণে কখনও বিপথগামী হ'ব না, নিশ্চয়ই সুপথে যা'ব—এরূপ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হওয়া চাই—সাধু ও শাস্ত্রের কথায়।

আমি নিত্য সাধুর আশ্রয় ক'রব, সাধুর কথা শুনব,—এইরূপ দৃঢ় ও বিচার থাকা দরকার। কিন্তু সাধুর সভায় উপস্থিত অসাধুর কথায় শ্রদ্ধা না আগ্রহ যেন না হয় এবং পরন্তু সাধুর কথায়ও যেন উদাসীন না থাকি। সাধু অনুসন্ধানের ও সাধুর স্থানের জন্য চেষ্টা না করা—আলস্য বই আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃত সাধুর সঙ্গলাভার্থ যত্ন অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইরূপ সাধুর সঙ্গপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট কাতর নিবেদন ক'রতে হ'বে। অতএব ব্যাকুলতা ও অকপটতা থাকলে তাঁ'র কৃপায় সাধুসঙ্গ সুলভ হয়। [illegible] বাস্তব সাধুর সঙ্গ করা চাই। [illegible] সঙ্গ করা চাই। [illegible] কথা [illegible] হয় না। কৃষ্ণকথা [illegible] না, [illegible] কাছে যা'ব। [illegible] নাই। অনুকূল [illegible] পারে না।

আমাদের দীক্ষালাভ সেদিনই সম্পূর্ণ হয়—যে দিন আমরা নিজের [illegible] সম্পূর্ণরূপে, আংশিক নহে। [illegible] পদ্মের স্বতঃপ্রভার পরতন্ত্র করতে পারি।

— —

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

আত্মনিবেদন

——:০:'(*):;০:——

হরিভজনের সর্ব্বপ্রধান কথা—আত্মনিবেদন। ভক্তির মূলে আছে শরণাগতি। সেই শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ—শ্রীগুরুপাদপদ্মকে গোপ্তা—পালয়িতা বলিয়া বরণ। এই বরণকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবস্থা আসে, তাহাই আত্মনিবেদন। বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আত্মনিবেদনের মূল ভিত্তি।

আত্মনিবেদন নির্ম্মল আত্মার সহজ, সরল ধর্ম্ম। অপস্বতন্ত্রতা বদ্ধজীবের পক্ষে যেরূপ সহজ, স্বাভাবিক, আত্মনিবেদন বা স্বীয় স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন মুক্ত জীবাত্মার পক্ষে ততোঽধিক সহজ ও স্বাভাবিক। মুক্তাবস্থায় অত্যন্ত সহজ ও স্বভাবগত বলিয়াই এই আত্মনিবেদন ব্যাপারটিকে বদ্ধ অবস্থায় বড় কঠিন, বড় দুরূহ, বড় দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

আত্মনিবেদন যিনি করিয়াছেন, তাঁহার খুব বড় ভরসা।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি' নিরন্তর॥

প্রভুপদে আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প পাঠ যিনি করিয়াছেন, প্রভুর নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞবেদীর সমীপে উপনীত হইবার জন্ম নামব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্মবিদ্যার পারঙ্গতি-লাভের জন্ম যিনি সমিৎ আহরণ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চন শিষ্যের—সেবকের কত বড় ভরসা।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম-অধম কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার॥

অকিঞ্চনের অন্য কোন ভরসা নাই। অকিঞ্চন—'আমার কোন যোগ্যতা আছে' এ বিচার করেন না; সুতরাং যখন তিনি দেখেন প্রভু নিত্যানন্দ যোগ্যতা-বিচার করেন না, আর প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর প্রভুরই প্রেমবাধ্য, তখন তিনি কত ভরসা পান! কিন্তু অকিঞ্চনতা যাঁহাদের আগে নাই; 'আমাদের অনেক যোগ্যতা আছে,' এরূপ যাঁহাদের বিচার, যাঁহারা আত্মনিবেদনের মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন নাই, তাঁহাদের বিচার হয়—শারীরিক অথবা মানসিক কোনপ্রকার চেষ্টাদ্বারা ভক্তি বা গুরুগৌরাঙ্গের প্রসাদ লাভ করা সম্ভব।

অকিঞ্চন—অন্ততঃ অকিঞ্চন হইতে ইচ্ছুক অর্থাৎ যিনি সত্য সত্যই দাম্ভিকতা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মনিবেদন করিতে চাহেন, তিনি যে কথায়, যে বিষয়ে অত্যন্ত ভরসা পান, আশা উৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, আত্মনিবেদনের রহস্যানভিজ্ঞ অশরণাগত ঠিক সেই কথায়ই, সেই বিষয়েই সকল আশা-ভরসা হারাইয়া নিরুৎসাহিত হইয়া পড়ে। শরণাগতির—আত্মনিবেদনের ইহাই চমৎকারিতা. ছোট রহস্য যে, দম্ভপরায়ণ, অপস্বতন্ত্রতাকামীর নিকট উহা বড়ই কঠিন—বড়ই দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার।

দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন হয় না। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার প্রতি রুচি হইলে আত্মনিবেদন সম্ভবপর হয়। যতক্ষণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার প্রতি রুচি না হইতেছে, ততক্ষণ দেহ, আত্মীয়স্বজন অর্থাৎ সংসার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুনাম, শান্তি, আরাম—কোন একটির উপর রুচি আছেই, কাজেই ততক্ষণ গুরুকৃষ্ণে আত্মনিবেদন কখনই সম্ভব হয় না। রুচি উদয়ের পূর্ব্বে বিধিই প্রবল থাকে। বিধি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি যতক্ষণ আধিপত্য করে, ততক্ষণ আত্মনিবেদন সুষ্ঠুভাবে হয় না। কাহারও প্রতি প্রীতি বা ভালবাসা থাকিলেই নিজের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সম্পূর্ণ তাহার হইয়া যাওয়া যায়। রুচি প্রীতিরই প্রাগ্‌ভাব। রুচির আবির্ভাবে আপনা হইতেই আত্মনিবেদন হইয়া যায়, উহা শিখিতে বা শিখাইতে হয় না। গুরুগৌরাঙ্গের প্রতি রুচি হইলে আর নিজের একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছা, বুদ্ধি বা চেষ্টা থাকে না, তখন গুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তাঁহাদের সুখই আমার সুখ মনে হয়। তখন আর পৃথক্ সত্তাবোধ পর্য্যন্ত থাকে না। নিবেদিতাত্মার অভিমান—তিনি গুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি, গুরুগৌরাঙ্গের সত্তাতেই তাঁহার সত্তা, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ কোন সত্তাই তাঁহার নাই। কাজেই তাঁহার সুখ-দুঃখ, তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা—সমস্তই গুরুকৃষ্ণের সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। তাঁহার স্বতন্ত্রতা লোপ পায় না, কিন্তু সেই অণুস্বতন্ত্রতা বিভু-স্বতন্ত্রতার সহিত সম্পূর্ণভাবে খাপে খাপে মিলিয়া সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভাবন করে। প্রীতি ব্যতীত, আপনজ্ঞান—প্রিয়জ্ঞান ব্যতীত স্বীয় স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন বা আত্মনিবেদন কখনই হয় না। 'আত্মনিবেদন করা উচিত'—এরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা বিধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আত্মনিবেদন হয় না। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সহিত আমাদের সম্বন্ধ—কর্ত্তব্য বা বিধির সম্বন্ধ নহে, তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ—প্রীতির সম্বন্ধ। সেই প্রীতির সামান্য আবির্ভাবেই তাঁহাদের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন আপনা হইতেই সহজভাবে হইয়া যায়।

আত্মনিবেদনের মূলে আছে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। 'শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ আছেন, তাঁহারা শরণাগতকে পালন করেন,'—ইহা দৃঢ়ভাবে জানিয়া তাঁহাদিগকে গোপ্তৃত্বে বরণ করিতে হইবে।

শরণাগতের জ্বলন্ত আদর্শ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলিয়াছেন,—"আমি যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে আমার প্রত্যেক কার্য্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই লাভ করিব। যতক্ষণ সেরূপ কোন প্রেরণা পাইব না, ততক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে কোন কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিব। যতক্ষণ গুরুপাদপদ্ম হইতে নূতন কোন সেবা-কার্য্যের প্রেরণা না পাইব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে-সকল কার্য্যের জন্য পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার নিকট হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছি, কেবলমাত্র সেই কার্য্যই করিতে থাকিব। পূর্ব্বের ভারপ্রাপ্ত কার্য্য বর্ত্তমানে সম্পাদন করিবার সময়ও তাঁহার প্রেরণার প্রতীক্ষা করিব। আমি শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন—কোন কিছুই করিব না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সরাসরিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত আমার যোগাযোগ স্থাপিত হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যবিশেষের জন্য তাঁহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ না পাইব। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া কোন্ কার্য্যে কৃষ্ণের প্রীতি হয়, তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিবার শক্তি প্রদান করিবেন। গুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশ ব্যতীত আমি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কোন কার্য্যই করিব না, এমন কি, পূর্ব্বেই যে সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য আদেশ পাইয়াছি, সেই কার্য্য করিবার সময়ও তাঁহার প্রেরণার প্রতীক্ষা করিব।"—ইহা আত্মনিবেদনের—স্বীয় স্বতন্ত্রতা বলি দিবার পরমোৎকৃষ্ট উপায়। আবার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রত্যেক কার্য্যেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা পাওয়া যায়, ইহা যিনি স্বয়ং দৃঢ়বিশ্বাস ও উপলব্ধি করেন, তিনিই ঐ প্রকার দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছেন—গুরুপাদপদ্মের প্রেরণা ব্যতীত আমি এক পাও চলিব না।

শরণাগতি ও শান্তি এক জিনিষ নহে। আমরা যদি মনে করি 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসারের দুঃখ-কষ্ট বা চিন্তা আর থাকে না, সুতরাং বেশ নিশ্চিন্তভাবে আরাম বা শান্তিলাভ করা যায়।'—আর এই শান্তিলাভের আশায় গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয়কে যদি আমাদের আত্মনিবেদন বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত ভুল করিয়াছি। শরণাগতিতে জাগতিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ শান্তি নাই। শরণাগতেরও দুঃখ আছে, চিন্তা আছে, কিন্তু সেই দুঃখ বা চিন্তা ঋণ নহে, তাহা পরম সম্পদ্, তাহা প্রেমধনের বার্ত্তা বহিয়া আনে। "দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল" বলিবার পর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ।" তবে সেই দুঃখের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা সাংসারিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ শান্তির মস্তকে নৃত্য করিয়া থাকে।

শরণাগতের নিজের জন্য চিন্তা নাই বটে, কিন্তু কি করিয়া তাঁহার প্রভুর সুখবিধান হইবে, এ চিন্তা তাঁহার অত্যন্ত অধিক। শরণাগতির ফলে স্বতন্ত্রতা লোপ পাইয়া জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু স্বতন্ত্রতার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তবে সেই স্বতন্ত্রতা গুরুকৃষ্ণের স্বতন্ত্রতার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, তাহা সম্পূর্ণ অনুকূল। আত্মনিবেদনের ফলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বে প্রত্যেক বিষয়ের সহজ, সরল সমাধান শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। যেখানে প্রয়োজন বা কৃত্য হইতেছে শান্তি অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত সুখ, সেখানে ঐ প্রকার চিন্তাহীনতা প্রার্থনীয় হইতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি, সেখানে কি নিশ্চিন্ত হইয়া কোনপ্রকারে থাকা যায়? কি করিলে সেব্যের সুখবিধান হইবে, ইহাই ত' ভক্তের দিবারাত্রের চিন্তা এবং ঐ চিন্তাই তাঁহার চেতনতার বৈশিষ্ট্য। ঐ চিন্তা যদি না থাকে, তাহা হইলে আর জড় হইতে তাঁহার পার্থক্য কি রহিল? সেবক সেবাচিন্তা করিবেন, ইহা তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহা দ্বারা গুরুকৃষ্ণের প্রতিকূলে স্বতন্ত্রতার আবাহন করা হইল, এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না। গুরুবর্গের আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্য করা উচিত নহে। গুরুগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ প্রেরণা পাওয়া দরকার। প্রতি পদক্ষেপে অতি সতর্ক, অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আত্মপরীক্ষা করা দরকার। প্রভু কখন কি চান—সেদিকে কত সুতীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তবেই ত' প্রভুসেবা হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার পরও নিজ ভজনোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা, তজ্জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করা বা সেবাবিষয়ে কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহার জন্য চিন্তা করা যে প্রয়োজন—এ কথা আমাদের নিকট এত অদ্ভুত, এত অস্বাভাবিক, সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হয় কেন? ইহার মূলে আছে গুরুকৃষ্ণে প্রীতির অভাব। যে সংসারের নিকট আমরা সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া বসিয়া আছি, তাহার জন্য যখন চিন্তা, পরিশ্রম করিতে হয়, তখন ত' তাহা অস্বাভাবিক মনে হয় না। সতী রমণী পতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে? কি করিলে স্বামীর মনস্তুষ্টি হইবে, এই চিন্তায় সে কি সর্ব্বদাই অভিনিবিষ্ট থাকে না? চিন্তা হয় না কাহাদের? যাহারা অর্থাদির বিনিময়ে দৈহিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহারা প্রভুর ভালমন্দ চিন্তা করে না। প্রভুই মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন, কর্ম্মচারিগণ কেবলমাত্র হুকুম তামিল করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। প্রীতিহীনতাই এইরূপ নিশ্চিন্ততা আনে।

সত্যসত্যই যখন আমাদের আত্মনিবেদন সম্পূর্ণভাবে হয়, তখন চিন্তাশক্তিও নিবেদিত হয়, তাহা বাদ পড়ে না। অন্যান্য সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত তখন সেবোন্মুখ মস্তিষ্কও গুরুকৃষ্ণের সেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই অবস্থা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন গুরুকৃষ্ণে প্রীতি বা আপনজ্ঞান হয়। তৎপূর্ব্বে কেবল শুষ্ক তর্ক বা যুক্তিবিচারদ্বারা কি করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার উৎকর্ষ-

বিধানের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করাই বিবেকিতাঁখা—শরণাগত সেবকের সহজ, সরল, স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে, ইহা ধারণা করিয়া লওয়া কখনও সম্ভবপর হয় না।

দুই একটী কথা

——::[*]::——

ভক্তির অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য, আদরের সহিত ভজনাঙ্গসমূহের অনুশীলনই উৎসাহ। "কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা শত বৎসর পরে বা কোন জন্ম-জন্মান্তরে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম কখনই ছাড়িব না" —এইরূপ সঙ্কল্পই ধৈর্য্য। ফলের আশা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি সহিষ্ণুচিত্তে অপতিতভাবে ভজনাঙ্গসমূহের অনুশীলন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়।

উৎসাহ ভজনের প্রাণ। ভক্তি-যাজনের প্রথম হইতেই অনুশীলনকারীর শ্রদ্ধা উৎসাহ-ময়ী হওয়া প্রয়োজন। উৎসাহ প্রমাদ বা অনবধানরূপ অনর্থ দূর করিয়া ভজনে নৈরন্তর্য্য আনয়ন করে। আবার উৎসাহ থাকা যেমন প্রয়োজন, ধৈর্য্য থাকাও সেইরূপ বিশেষ প্রয়োজন। ধৈর্য্য না থাকিলে ফল-লাভের আশা ক্রমশঃ দুরাশা হইয়া উঠে।

আমাদের এরূপ একটী প্রশ্ন সহসাই মনে জাগে যে, উৎসাহ ও ধৈর্য্য একই সময় অধিক দিন কি থাকিতে পারে? উৎসাহ ঔৎসুক্য, ব্যগ্রতা ও কর্ম্মতৎপরতা আনয়ন করে। ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব বেশী থাকিলেই উৎসাহ আসে। কিন্তু ধৈর্য্য তাহার বিপরীত। যেইখানে ফল-প্রাপ্তি বিলম্বে ঘটিবার সম্ভাবনা, সেখানেই ধৈর্য্যের কথা বলিয়াছেন। ফল যদি নিকটবর্ত্তী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উৎসাহ থাকে না। ধৈর্য্যে ব্যগ্রতা নাই, ব্যস্ততা নাই; উহাতে শান্তভাব আছে। সুতরাং ধৈর্য্য ও উৎসাহ অধিকদিন এক স্থানে কি করিয়া থাকিতে পারে?

এখানে আমরা একটি ভুল করি। উৎসাহ বলিতে কর্ম্ম-তৎপরতা এবং ধৈর্য্য বলিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া বুঝায় না। বহির্ম্মুখ জনগণ স্বীয় মন অভিলাষ সিদ্ধির আশায় উৎফুল্ল হইয়া স্বীয় ভোগপর ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সাহায্যে যে কর্ম্মের উদ্যম দেখায়, তাহা শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু-কথিত উৎসাহ নহে। আবার ভোগ্যবস্তুর দুর্ল্লভত্ব-দর্শনে হতাশ হইয়া অথচ তাহার লোভও ছাড়িতে না পারিয়া অথবা ইন্দ্রিয়-ক্লেশ-সহনে পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে আকস্মিক, অস্বাভাবিক-রূপে ফল-প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখিবার নাম ধৈর্য্য নহে। এক কথায় বলিতে গেলে উৎসাহ পুরুষকার এবং ধৈর্য্য অদৃষ্টবাদের উপর কখনই প্রতিষ্ঠিত নহে। উহার মূল শরণাগতি।

বাস্তবিকপক্ষে ধৈর্য্য ও উৎসাহ হৃদয়ে স্থায়িভাবে অবস্থান করিতে পারে কখন? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু উৎসাহ এবং ধৈর্য্য এই দুইটি শব্দের মধ্যস্থলে 'নিশ্চয়' একটী শব্দ বলিয়াছেন। নিশ্চয় অর্থে সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বুঝায়। এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ, শ্রদ্ধাই অঙ্গী বস্তু। শ্রদ্ধা থাকিলেই উৎসাহ এবং ধৈর্য্য যুগপৎ থাকা সম্ভব,—এইজন্য নিশ্চয় শব্দটীকে উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের মধ্যস্থানে বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাই সেই রজ্জু, যাহা দ্বারা আপাতবিরোধী দুইটী গুণ—উৎসাহ ও ধৈর্য্য, এক স্থানে বদ্ধভাবে অবস্থান করে।

নিশ্চয় কাহাকে বলে?

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

কোন ভাগ্যে কোন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধু-সঙ্গের প্রতি তাঁহার সামান্যাকারে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় সাধুর নিকট শ্রবণ করেন।

"ভজনীয় বস্তু কে? এই বিশ্ব কি? আমি কে? ভজনীয় বস্তুর সান্নিধ্যলাভ কি প্রকারে হইতে পারে এবং সান্নিধ্যলাভের পর কি ফলোদয় হয়?" ইহা শ্রবণ করিবার পর সেই বাক্যে যে দৃঢ়প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা।

এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বা নিশ্চয়তাই ভজনের মূল। উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের মূলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে উহা স্থায়ী এবং নিশ্চিত ফলদায়ক হয়। ভক্তিপথই ভগবৎপাদপদ্ম-লাভের একমাত্র উপায়, অন্য উপায় নাই—সাধুমুখে ইহা শ্রবণ করিয়া উহাতে যদি দৃঢ়তম বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে ভক্তিসাধনে উৎসাহের অভাব বা শৈথিল্য কখনই আসে না। আবার ভগবৎপাদপদ্ম-লাভই জীবের একমাত্র অভীষ্ট, ইহা দৃঢ়রূপে জানিলে তাহার প্রাপ্তিতে বিলম্ব হইলেও ধৈর্য্যচ্যুতি কখনই ঘটে না। উৎসাহ এবং ধৈর্য্য কেবলমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকিলেই থাকিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস না থাকিলে উৎসাহ-হীনতা বা ধৈর্য্যচ্যুতি সহজেই আসিয়া পড়ে। ইহা কেবলমাত্র পরমার্থসাধন-বিষয়ে নহে, পরন্তু যে কোনও ব্যবহারিক কার্য্যে এরূপ দেখা যায়। যেখানে প্রাপ্যবস্তু সর্ব্বপ্রকারেই বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নাই, অথবা সেই বস্তু লোভনীয় হইলেও আমি তাহা পাইবার উপযুক্ত কিনা, এরূপ সন্দেহের অবকাশ যেখানে আছে, অথবা যে পথ আমি অবলম্বন করিয়াছি, সেই পথই যে অভীষ্ট-লাভের একমাত্র পথ—এরূপ বিশ্বাস যেখানে নাই, সেখানে লোকে একটা সাময়িক অস্থির বিশ্বাস এবং কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়াই হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই আছে এবং এই প্রকারে অধ্যয়ন করিলে অবশ্যই উত্তীর্ণ হইব, এরূপ দৃঢ় ধারণা যে ছাত্রের আছে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে কিরূপ আনন্দলাভ হয়, তাহা যে জানে, সে অধ্যয়নের শ্রম-স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইতেই পারে না। কিন্তু যেখানে নিজের যোগ্যতায় আস্থা নাই, কর্ম্ম-প্রণালীতে আস্থা নাই এবং প্রাপ্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও উপাদেয়ত্ব সম্বন্ধে যেখানে সংশয় বিদ্যমান, সেখানে প্রথম হইতেই উৎসাহের অভাব হইয়া থাকে। যে কোন সাময়িক কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও সে কিছু দিনের মধ্যেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে।

পারমার্থিক অনুশীলনে আমাদের আশানুরূপ ফল লাভ না করিবার একমাত্র কারণই শ্রদ্ধার অভাব। ভজনক্রিয়া দুই প্রকার—নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অল্পদিনেই নিষ্ঠার উদয় হয়, তখন ভজনক্রিয়া নিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। নিষ্ঠার উদয় হইলে ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেও ভজনকারী ভক্তিপথ হইতে বিচলিত হন না। নিষ্ঠা না থাকিলে ভজনক্রিয়া অনিষ্ঠিতা হয়। অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্তি একটা সাময়িক উত্তেজনা-বশেই হইয়া থাকে। অনিষ্ঠিত সাধক যাঁহারা, তাঁহারা যখন ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন, তখন সাধুর নিকট হইতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতে দৃঢ়শ্রদ্ধ না হওয়ায় তিনি ভজনের প্রকৃত রহস্য কিছুই জানিতে পারেন না। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রচ্ছন্নভাবেই হউক আর ব্যক্তভাবেই হউক, —শ্রৌত-জ্ঞানের অভাব থাকিলে বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কোন একটা কল্পিত ধারণা থাকিবেই। ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের প্রথম কিছুকাল খুবই উৎসাহ থাকে। এই অবস্থাকে 'উৎসাহময়ী' বলে। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই যখন দেখা যায়, বস্তুপ্রাপ্তির লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে না, তখন উৎসাহ মাঝে মাঝে ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহার নাম 'ঘনতরলা' ভজনক্রিয়া। তারপর সেই সাধকপ্রতিম ব্যক্তির চিত্তে নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। গৃহে থাকিয়া হরিভজনই শ্রেয়ঃ, অথবা গৃহত্যাগই শ্রেয়ঃ ইত্যাদি নানাপ্রকার সঙ্কল্পবিকল্প তাঁহার মনকে পীড়িত করিতে থাকে। এই অবস্থাকে 'ব্যূঢ়বিকল্পা' বলা যায়। ক্রমে তিনি স্থির করেন, তাঁহার পক্ষে গৃহবাসই প্রশস্ত, যেহেতু, অপক্বাবস্থায় গৃহত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা বিপরীত ফল হইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছা অপেক্ষা স্বীয় দেহমনের তৃপ্তিই তাঁহার নিকট তখন অধিক আদর পাইতে থাকে। এই অবস্থাকে মহাজনগণ 'বিষয়-সঙ্গরা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ক্রমশঃ উৎসাহ দূর হইয়া শৈথিল্য উপস্থিত হয়। নিয়মিত-ভাবে নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্য করা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এইরূপ অবস্থাকে 'নিয়মাক্ষমা' বলা হয়। অবশেষে তিনি লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার তরঙ্গে তরঙ্গবেগে রঙ্গ করিতে থাকেন—এই অবস্থার নাম 'তরঙ্গরঙ্গিণী।' এরূপ ব্যক্তির মঙ্গললাভের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। মূল ভিত্তি যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস না থাকায় এইরূপ দুঃখময় পরিণাম হইয়া থাকে।

এইজন্য নিশ্চয়তা বা সুদৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক। বিষয়ীর বিষয়সংগ্রহে কি অদম্য উৎসাহ থাকে! বিষয় সংগ্রহ করিতে গিয়া কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কত উদ্যম বিফল হইয়া যায়; প্রকৃতির নিকট হইতে কতবার বিপুল পরাভব প্রাপ্ত হইয়াও বিষয়ীর বিষয়-সংগ্রহের প্রয়াস ত' একটুও খর্ব্ব হয় না তাহার ত' ধৈর্য্যবিচ্যুতি ঘটে না বা নৈরাশ্য আসে না! ইহার একমাত্র কারণ—সে মনে-প্রাণে বুঝিয়াছে, বিষয়টি বড় ভাল জিনিষ এবং সে ঐ ভালবস্তুর একমাত্র আস্বাদক। সুতরাং তাহার উদ্যম কি কখন হ্রাস পায়?

কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর প্রার্থনীয় বস্তু কিছু নাই, গতি নাই, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর প্রার্থনীয় বস্তু কিছু নাই, কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত আর পন্থান্তর নাই। কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত অসহায়, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কীটাণুকীট আমরা মায়ার এই বিপুল রজ্জুকে তাহার প্রবল আকর্ষণে কোনক্রমেই বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কৃষ্ণপাদপদ্মের আশা ছাড়িয়া দিলেই অনন্ত মৃত্যুর বিভীষিকা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে, সুতরাং কৃষ্ণ-ব্যতীত আর উপায় নাই—এই দৃঢ়বিশ্বাসটি হৃদয়ে বদ্ধমূল যখন হয়, তখনই আমাদের হৃদয়ে অমিত উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে নহে। যতক্ষণ আমাদের এরূপ ধারণা থাকে—কৃষ্ণপাদপদ্মের উদ্দেশ ব্যতীত আমাদের জীবনের সার্থকতা থাকিতে পারে, আমাদের দিন বেশ আরামে কাটিতে পারে; কৃষ্ণ ছাড়াও আমাদের অন্য গতি, অন্য আশা, অন্য অভিলাষ, অন্য লক্ষ্য, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য পথ, অন্য প্রভু থাকিতে পারে—যতক্ষণ পরমহংসের [illegible] আনুগত্যে একায়ন-পন্থার দিকে আমাদের লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত না হয়, ততক্ষণ কৃষ্ণসেবার উৎসাহ এবং তাঁহার প্রসাদলাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু নিশ্চয়তা—ঐকান্তিকতা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি জানেন, অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপা কোন না কোন দিন হইবেই, কারণ কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত আর ত' গতি নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

সম্বন্ধজ্ঞানযুক্তা, ঐশ্বর্য্যগন্ধশূন্যা সেবাই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের ভক্তগণ কৃষ্ণের সহিত মাধুর্য্যময় সম্বন্ধযুক্ত। কৃষ্ণ কাহারও প্রাণপতি, কাহারও পুত্র, কাহারও সখা কাহারও প্রভু, কাহারও পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি। যেখানে এইপ্রকার কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানে উপাস্য বস্তু কৃষ্ণস্বরূপ নহেন। যেখানে উপাসককে পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি জ্ঞান হয়, সেখানে শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীনারায়ণই উপাস্য হইয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধজ্ঞানযুক্তা মাধুর্য্যময়ী সেবা যাঁহাদের মধ্যে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে—যাঁহাদের সেবামাধুর্য্যের প্রগাঢ়তায় কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, কৃষ্ণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত বলিয়া কংসের ন্যায় মৃত্যুভয় যাঁহাদের নাই—সেই কৃষ্ণাশ্রিত গোপ অর্থাৎ ব্রজবাসিগণের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় লাভ করিয়া আমরা কি কংসাসুরের দাসত্ব অর্থাৎ ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিব না? শরণাগতির সর্ব্বোত্তম আদর্শ, কৃষ্ণকে গোপ্তৃরূপে বরণকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, সেই ব্রজজনগণের কৃপাকটাক্ষ কি আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্মকে অমৃতরূপে জানিবার সৌভাগ্য প্রদান করিবে না? ব্রজজনানুরাগিগণের আনুগত্যে থাকিয়া আমরা কি কৃষ্ণকে তাঁহাদের ন্যায় স্বজনরূপে অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বান্ধবরূপে, একমাত্র বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়, সর্ব্বমঙ্গলালয়, মৃত্যুভয়ের একমাত্র মহৌষধিস্বরূপ জানিয়া নিত্যানন্দ লাভ করিব না?

ব্রজজনের নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপাদপদ্ম পাওয়া যায় না। আবার ব্রজবাসিজন কৃষ্ণকে যেভাবে সেবা করেন, সেইভাবে লোভযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণকে চাওয়াও যায় না। এই লোভ চেষ্টাদ্বারা হয় না, কোন প্রকার সাধন-দ্বারা হয় না. ইহার মূলে কেবলমাত্র গোপ অর্থাৎ ব্রজবাসিগণ ও গোপগণের স্বজন কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না। ব্রজবাসিগণের যে অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা,—এই লীলাদর্শনে আমাদের চিত্ত লোভযুক্ত হইলেই আমরা কৃষ্ণকে চাহিবার অধিকারী হই। যখনই গুরুবর্গ এ জগতে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রকট করেন, তখনই বুঝিতে হইবে, যে করুণা-প্রভাবে আমরা কৃষ্ণসেবায় লোভবিশিষ্ট হইতে পারি, সেই করুণা তাঁহারা বর্ষণ করিতেছেন। এই অহৈতুকী করুণা, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতৃষ্ণার এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াও কি আমরা কৃষ্ণকে চাহিতে শিখিব না?

কৃষ্ণ—আত্মারামগণাকর্ষী, আত্মারাম মুনিগণকেও কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। শুধু আত্মারামগণ কেন, জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীবই কৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট। অন্তরীক্ষে গ্রহ ও উপগ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই স্ব-স্ব স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইরূপ জগতের জীবগণও কৃষ্ণের আকর্ষণে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণ না থাকিলে যেরূপ গ্রহ উপগ্রহগণের অবস্থিতি ও পরিভ্রমণ সম্ভব হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণের আকর্ষণ না থাকিলে জীবের স্থিতি বা সত্তা কখনই সম্ভব হয় না। অতএব কৃষ্ণের আকর্ষণ প্রত্যেক জীবের উপরই আছে। কিন্তু জীব মায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া সেই আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে না পারায় দরুণ ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছে। একমাত্র গুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই জীব সেই আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারে। কৃষ্ণের আকর্ষণ উপলব্ধি হইলে জীব ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবা লাভ করে।

সংসার-সমুদ্র—কৃষ্ণপাদপদ্মবিস্মৃতির ফলে যাহা লাভ হয়, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপানের অধিকার দান করুন—ইহাই সদ্‌গুরুপাদপদ্মে প্রণত—প্রপন্ন শিষ্যের একমাত্র প্রার্থনা। তাঁহার অন্য কোন প্রার্থনা নাই। কায়মনোবাক্যে অকপটভাবে কৃষ্ণকে না চাহিলে সদ্‌গুরু—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা যায় না। বাহিরে সর্ব্বস্বদানের অভিনয় করিয়াও অন্তরে যদি কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা-বোধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরুদেবকে প্রকৃতপক্ষে কিছুই দেওয়া হয় নাই, বঞ্চনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র।

কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি আসিলেই আমাদের যাবতীয় অনর্থ আনুষঙ্গিকভাবেই বিদূরিত হইয়া চরম কল্যাণ বিস্তার করিবে। কৃষ্ণস্মৃতিহীনতাই আমাদের সকল রোগের মূল; এই রোগনিবৃত্তি করিতে হইলে কৃষ্ণকার্ষ্ণের গুণমহিমা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। কৃষ্ণের গুণ-শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন ও তৎফলে অনুস্মরণ—ইহাই কৃষ্ণবিস্মৃতিনাশের একমাত্র উপায়।

দেহ—দেহী বা আত্মা নহে। ভক্তি জিনিষটী বিলাস বা সাহিত্য। চিজ্জগতে বিরাগ বলিয়া কোন কথা নাই। সেখানে কেবল বিলাস। সেখানকার সকল বস্তুই কৃষ্ণ। সুতরাং বিরাগ কিসের প্রতি হইবে? সেখানে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত উভয়েই বিলাসী। কেহই বৈরাগী নহেন। উভয়েই অনুরাগী।

সেবা জিনিষটী চিদ্বিলাস, তাহা জড়বিলাস নহে। জড়বিলাস বা নির্ব্বিলাস চিদ্বিলাসের বিরোধী। জড়বিলাসিগণ কৃষ্ণের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া বিরোধ করেন। আর যাহারা নির্ব্বিলাসী বা নির্ব্বিশেষবাদী, সেই প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণ আশ্রয় বা বিষয়ের বিরোধ করে। সেইজন্য তাহারা জড়বিলাসী অপেক্ষা বেশী দুর্ব্বত্ত ও অপরাধী।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক গত ১১ই আগষ্ট সোমবার হইতে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিবিরচিত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থ প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীরূপের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে অশ্রুতপূর্ব্ব নিত্যনূতন শ্রৌতশিক্ষায় শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ পরমোপকৃত হইতেছেন। শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সদ্গুরুর্নির্গত ভগবদ্বার্ত্তা শ্রবণের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সুযোগ দেখা যায় না। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় সেই দেবদুর্লভ সৌভাগ্য পাইয়া সকলেই ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন ও হইতেছেন। নিত্যমঙ্গললাভের অব্যর্থ উপায় কি, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ কেন, সাধু কাহাকে বলে, সাধু ও মহতের বৈশিষ্ট্য কি, মহৎ কয়প্রকার ও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা, শ্রীনামের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য, শিবাদি দেবতার প্রতি আমাদের কৃত্য, কৃতঘ্ন ও কৃতনিন্দা, অনন্যভাক্ কাহাকে বলে, প্রকৃত শ্রদ্ধা কাহাকে বলে প্রভৃতি ভজনের বহু প্রয়োজনীয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কথা-প্রসঙ্গে উষঃকাল হইতে প্রায় সর্ব্বক্ষণ বিভিন্ন ভক্তের প্রশ্নোত্তরমুখে নিরন্তর হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বক্ষণ হরিকথামুখরিত থাকায় ভক্তবৃন্দের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মধূলি শিরে ধারণ করিয়া পরমোৎসাহের সহিত হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন, ভিক্ষা ও বিভিন্ন সেবা করিতেছেন।

প্রায় প্রত্যহই আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিভিন্ন শাখামঠ হইতে ভক্তগণ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মদর্শনার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিও প্রত্যহই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব হরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে
শ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও পতর্দ্দিংবড়ির সেবোদ্যোগে নিরন্তর হরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইলে গুর্ব্বৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা ও বেলা ২॥০ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-রহস্যের কথা অতি সুন্দরভাবে ২ ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করিয়া শ্রদ্ধালু শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রাতঃকালে শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশামৃত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া কৃপাপূর্ব্বক সকলকে বুঝাইয়া দেন।

উষঃকাল হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হইয়া তৎপর দিবস শেষ হয়। ঐ দিবস শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সাগর মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তগণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। রাত্রি ১০ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। ভক্তগণ দিবারাত্র নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর সেবা করিয়া ধন্য হন।

তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসবের দিন প্রায় সমস্ত দিবসই হরিকথা আলোচনা ও ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বেলা ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

গত ২৫শে শ্রাবণ রবিবার বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নিয়ামকত্বে নগরসঙ্কীর্ত্তন সুচারুরূপে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রী অবধূত ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগুণবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীমাধবদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

স্বর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাঁদপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটি, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামশরণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবরাঘববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগ্লাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপুরা
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেটা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীযদুমণি দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকমোহন ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুলুঙ্গুত্তা, পোঃ চিরুগুত্তা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভক্তপ্রাণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাড্‌ব্রোক রোড, হল্যাণ্ড পার্ক
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১৫, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পঞ্চমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্ব্যাখ্যাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা এবং তদর্থের আলেখ্য, ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৬৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৮৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
বিজ্ঞান প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন্।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

১। ...তত্ত্ব (সমগ্র)
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৯৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয়-সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। যামুন আলবন্দার ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৴১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভাক্তরত্নাকর (সমগ্র) ২॥০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৯। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ড্স্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ৴০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ড্স্ ।৶০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনথ্যালজেড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৩৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৭। গীতাবলী ৴১০
শরণাগতি ৴০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসের প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মম্মথা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে-উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১৷০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মম্মথা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌড়পাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-স্মরণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কালকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৫	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৮	১৬-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৩	২২-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬-৩০	৭-২৮	১৩ ২৯			১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	৫৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-৫৫
(বনগা) ছাঃ	..		৯-৩১					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৯	৮ ৪০	১০-৬	১৫-৫৮	১৭-৫১	১৯-১৫	২০-১০	১-১০
লাইট রেল (বনগা) ছাঃ	৭ ১০	১০-৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১৫-২৫	১৮ ১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫ ৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম " ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২ ৫৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বনগা) ছাঃ ১৩ ৫২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-১৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৭৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯ ২১	
(বনগা) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৯	৯-২৫	১২-০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১ ১৯
(বনগা) ছাঃ	· ·		·		১৫-৫৬	১৭-৪২		·
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৫৬	১৯-২৬	২১-৫০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১১-১
মহেশগঞ্জ " ১১-৩০
কৃষ্ণনগর পৌঃ .. ১৭
ছাঃ ১৫-৩২
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বনগা) ছাঃ ১৮-২১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিপুরার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরকিশোর'র অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে, বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সজ্জনমণ্ডলীগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগাবিরুদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸৹ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

১৪৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা:
বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No. C 1544

সত্বায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইঁহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵৹

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এ গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৬ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৬ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৩শে আগষ্ট ইং ১৯৪১, শনিবার { ১৪২-৪৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪৫৫ গৌরাব্দ, ১৬ হৃষীকেশ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•(*)::•——

নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন হইবে না, ইতর দর্শন—ভোগময় দর্শন হইবে। বিশ্রম্ভভাবে গুরুকে আশ্রয় না করিলে, সাধুর পথে বিচরণ না করিলে আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গল হয় না। কারণ আরোহকগণ তর্কপন্থী। সাধুর পথে বিচরণ না করিলে বুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে না।

ইন্দ্রিয়সকল অভক্তগণকে বিষয়ের প্রতি কেবল আকর্ষণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়সকল যখন মানুষের কথা শোনে না বা কোন প্রকারেই অধীন হয় না, তখন সেই ব্যক্তি গোদাস বা ইন্দ্রিয়দাস হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে। বাহিরের জিনিষগুলি, যথা রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে।

যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা কোন প্রকারে যোষিৎ ও বিষয়ীর দর্শন করিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনের জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে অসৎসঙ্গ বিষভক্ষণ অপেক্ষাও ভয়াবহ।

কৃষ্ণকে গুরুভক্তি করিলেই সুবিধা ও মঙ্গল হইবে। নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণনামের সেবা করিলেই গুরু, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ জানা যাইবে। কৃষ্ণের অনুশীলন না হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন হইবে। কৃষ্ণানুকূলা—শ্রীবার্ষভানবী দেবী। বার্ষভানবীরই নামান্তর অনুকূলা। শ্রীবার্ষভানবীর ভৃত্যবর্গ সকলেই গুরুপাদপদ্ম। গৌড়ীয়গণ অনুকূলার কৃষ্ণ বা রাধার কৃষ্ণের উপাসক।

বাহিরের পোষাকী সন্ন্যাসী হইলে সুবিধা হইবে না। অমল ব্রাহ্মণ ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসী হওয়াই আবশ্যক। তাহাই জীবের স্বধর্ম। অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আমাদের শ্রীগুরুপদাশ্রয় লাভ করা একান্ত দরকার।

দয়া দুই প্রকারের—মনোদয়া ও অমনোদয়া। জগতের বা অবৈষ্ণবের দয়া মন্দই উদয় করায়।

ভক্তির উদয়ের পূর্ব্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। সাধনভক্তিপর্ব্বের মধ্যে পূর্ব্বার্দ্ধে—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি এই চারিটী এবং পরার্দ্ধে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবোদয়—এই চারিটী। সর্ব্ব-শুদ্ধ আটটি স্তর আছে। বদ্ধাবস্থায় সাধন-ভক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারে সাধিত হয়।

এই জগতে মায়াবদ্ধ মনুষ্যগুলি পশুবিচার-যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত আছে। কৃষ্ণপ্রেম পাইতে হইলে তাহাদিগের পক্ষে সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সাধনের দ্বারাই অনর্থনিবৃত্তি করিতে হইবে—ইহাই ক্রমপথ। পরমেশ্বরের আনুগত্য-বিচার না থাকিলেই জীব পশুত্ব লাভ করে। যদিও স্বরূপতঃ জীবগণের ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই, তথাপি তাহাদের শক্তির লঘুতাপ্রযুক্ত তাহারা মায়াচ্ছন্ন হইয়া সংসারে আহার-নিদ্রাদি চিন্তাযুক্ত। এইরূপ অনর্থযুক্ত অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে।

মনুষ্যজাতি [illegible] উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার [illegible] হইয়া মাৎসর্য্যধারা চালিত এবং তৎফলে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অনর্থযুক্তাবস্থায় সংসারের দুঃখকষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশাদি অত্যন্ত দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অর্থনষ্ট প্রপন্ন শুদ্ধভক্তের বিচার এইরূপ নয়।

জগতের সকল [illegible] করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুর কথায়, শ্রীবৈষ্ণব-ঠাকুরের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অনর্থ দূর হইবে না। সাধুর নিকটে গেলে অর্থাৎ সঙ্গ করিলেই পাপপুণ্য উভয়ই দূর হইয়া যাইবে, শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে।

আমি ভগবদ্ভক্তকে regulate করিব—ইহা নাস্তিকের বিচার, ইহাই গুর্ব্ববজ্ঞা। ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। জগতের কোন কাল্পনিক বিষয়ের গুরুর কোন কথা আমি শুনিব না, কিন্তু আমার উদ্ধারের জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছেন যে শ্রীগুরুদেব, তাঁহারই কথা শুনিব। আমরা প্রাকৃত মিথ্যাসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিত্যপ্রভুর নিকট যাইব। আমাদের সমস্ত জাগতিক চেষ্টা অপ্রাকৃত বস্তুর সন্ধানের জন্য নিযুক্ত হওয়া দরকার। আমরা যখন প্রকৃত সদ্গুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাই তখন তাঁহার নিকট শুনিতে পাই—সকল প্রকার আশা-ভরসা ছাড়িয়া ভগবানের ভজন কর।

ভগবান্‌কে জানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। 'বিষ্ণা ভাগবতাবধি' বর্ত্তমানে যে নিরীশ্বর শিক্ষা সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে তদ্দ্বারা জগদ্বাসীর কোন সুবিধা হইতেছে না—অসুবিধাই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। শ্রীচৈতন্যের দয়া বিতরণের দ্বারাই জগদ্বাসী মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে। শ্রীচৈতন্যের দয়া বিচার করিলে আমাদের চিত্ত অন্য সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া তদীয় পাদপদ্মে সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইবে।

শ্রবণটা নিজ চেষ্টায় ক'রতে হ'বে। অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মে থাকতে হ'বে, এক সেকেণ্ডের জন্য তফাৎ হ'লে অসুবিধায় পড়লাম। শ্রবণাদি সেবা না করলে প্রাক্তন সুকৃতিটুকুও নষ্ট হয়। বৈষ্ণবচরণ-রেণু-জল—পেলে মঙ্গল।

মনের দ্বারা আমাদের চালিত হওয়া উচিত নয়। কেননা মনের স্বভাবই হ'চ্ছে—জড় ব্যাপারে আসক্ত হওয়া। যিনি আমাদিগকে সকল দুর্ব্বিপাক হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাঁ'র শরণাগত হওয়াই দরকার।

যাঁ'রা কপটতারহিত হ'য়ে কায়মনোবাক্যে ভগবানের [illegible] শরণাপন্ন হন, শ্রীঅনন্তদেব তাঁ'দেরই কৃপা ক'রে থাকেন। দুর্ব্বলতা অপেক্ষা কপটতা অধিকতর পাপ। কখনও কখনও দুর্ব্বলতা হ'তে কপটতার জন্ম। কপটতা পরিত্যাগ ক'রব—কপটতার জন্য অনুতপ্ত হ'লে মহাপ্রভু কৃপা ক'রবেন।

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান [illegible] বিধান [illegible] স্বীকার করেন। 'ভগবানের ব্যবস্থায় চক্রান্ত' প্রকাশ ক'রলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অমঙ্গলাম প্রমাণিত হয়। জাগতিক কোনপ্রকার অসুবিধা শরণাগত ভক্তকে শরণাগতি হ'তে—কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ হ'তে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত ক'রতে পারে না।

———

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

ঐকান্তিকতা

(প্রাপ্ত)

ভক্তিপথ - একটী। সেবোন্মুখ ব্যক্তি মাত্রেই এইপথের পথিক। যেখানে এক অপ্রাকৃত ভগবানের সেবার প্রতি উন্মুখতা, এক সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য চেষ্টা, সেখানে উদ্দেশ্যের পার্থক্য বা অনৈক্য থাকিতে পারে না। শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিতমাত্রেরই কেন্দ্রস্থল—লক্ষ্যস্থল—উদ্দেশ্য এক। কৃষ্ণসেবাই ভক্তিপথাশ্রিতের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই এক উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয় হয় নাই। লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর না হইলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান সম্ভবপর নহে। যেখানে লক্ষ্য ঠিক হয় নাই, সেখানে গুরু আশ্রিত হইতে পারে না। সেব্যের সহিত যেখানে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—আত্মীয়তা বা মমত্ব-বুদ্ধি হয় নাই, তাঁহার কৃপাই একমাত্র সম্বল—এই বিচার যেখানে সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সেখানে সেবার কেবলমাত্র বাহ্যাড়ম্বর হয়, প্রকৃতপক্ষে সেবা হয় না। এরূপ সেবাড়ম্বরের দ্বারা নিজের দেহমনের তর্পণই হয় মাত্র। আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত—আমাদের প্রত্যেকটী কার্য্য, আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন, বিগ্রহ সেবাকার্য্য, অপরের সহিত ব্যবহার, এমন কি, আমাদের আহার, বিহার, বিশ্রাম, প্রাণধারণ এ সকলের উদ্দেশ্য কি, এ সকল কি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত হইতেছে, না অন্য কোনপ্রকার ব্যাপারে লাগিয়াছে? ভক্তিপথ তীক্ষ্ণধার ক্ষুরধারার ন্যায় অতি দুর্গম। যতক্ষণ অসদ্বস্তুতে অভিনিবেশ বা আসক্তি থাকে, ততক্ষণ এই পথে চলা অতি কঠিন ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এই পথে চলিতে হইলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া পদক্ষেপ খুব দৃঢ় রাখিয়া চলিতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে লক্ষ্য থাকিবে না, [illegible] হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই বিপথে, কর্ম্ম-জ্ঞান অন্যাভিলাষের পথে অভিযান আরম্ভ হইবে। আমাদের প্রত্যেকটী কার্য্যের বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের সহিত গুরুবৈষ্ণবগণের যে ব্যবহার, তাহা উদ্দেশ্যবিহীন নহে। তাহাতে তাঁহাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। [illegible] দ্বারা কোনপ্রকারেই বাস্তব লাভ হইবে না।

ভক্তিপথে চলিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা প্রয়োজন। নিষ্ঠা অর্থাৎ একনিষ্ঠতা। নিষ্ঠা না থাকিলে সেবাও হয় না। [illegible] সেব্যের প্রতি ও সেবার [illegible] নিষ্ঠা, [illegible]। [illegible] কুটীনাটি প্রভৃতি অনর্থ থাকে, ততদিন [illegible] না। সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে শ্রবণকীর্ত্তনফলে অনর্থগুলি দূরীভূত হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়।

অনর্থযুক্তের শুদ্ধভজন হয় না। নিষ্ঠা হইতে প্রকৃত ভজন আরম্ভ হয়। অনন্য না হইলে ভজন হয় না। ঐকান্তিকতার বিপরীত চিত্তবৃত্তি—ব্যভিচারপরায়ণতা। ঐকান্তিক—একাভিমুখী, আর ব্যভিচারী—বহুমুখী। যতদিন পর্য্যন্ত চিত্তবৃত্তি বহুর প্রতি ধাবিত হইতেছে, যতদিন বহুর প্রতি তৃষ্ণা রহিয়াছে, যতদিন একের প্রতি লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হয় নাই, একের সুখবিধানের জন্যই সমস্ত জীবনীশক্তি নিযুক্ত হয় নাই, একের একাধিপত্য সাম্রাজ্য হৃদয়ে স্থাপিত হয় নাই, ততদিন ঐকান্তিকতার উদয়ও হয় নাই এবং শুদ্ধভজনও আরম্ভ হয় নাই।

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও তাহার অপব্যবহার করিলেন, তাঁহাদের জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মায়ার লাথি খাইতে হইবে। বাস্তবসত্য বস্তু এ জগতে নিত্য-কালই আছেন। নিজ দুষ্কৃতিবশতঃ আমরা তাঁহার সন্ধান পাই না। কপাল ভাল হইলেই—নিষ্কপটে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট কাঁদিলেই সেই সত্যবস্তুর সন্ধান পাইয়া তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হইতে পারিব। সত্য বস্তুতে সুদৃঢ় নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত মন কিছুতেই সোয়াস্তি পাওয়া যাবে না, ভয় সর্ব্বক্ষণ হৃদয়কে আলোড়িত করিবে। সত্যবস্তুর প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়া যতই সেবার আড়ম্বর দেখান যাউক না কেন, তাহাতে মনশ্চাঞ্চল্য কাটিবে না। বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ঐকান্তিক হইতে হইবেই, না হইলে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। সতী-সাধ্বী হওয়া দরকার। মস্তক একটী, তাহা বহুর নিকট বিক্রয় করিতে হইবে না। সতী যেমন এক মুহূর্ত্তও অপরের সঙ্গকামনা করে না, তদ্রূপ সত্যাশ্রিত জনেরও এ জগতের ভোগাবস্তুর প্রলোভনে একমুহূর্ত্তও প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নহে।

'দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়'—ইহাই শরণাগতের উক্তি। যত বাধা আসে আসুক, যত আপদ্‌-বিপদ্‌ আসে আসুক, কিছুতেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িতে হইবে না। আমি সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না—এরূপ প্রতিজ্ঞা বা দৃঢ়তা সত্যাশ্রিতজনেরই আছে। তাঁহারা মায়ার প্রলোভনে গা ঢালিয়া দেন না। আমি সত্য চাই এবং অসত্য কিছুতেই গ্রহণ করিব না—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া চাই। দৃঢ়তা বা নিশ্চয়তা না থাকিলে মায়ার পদলেহক হইয়া লাথি খাইতে খাইতে প্রাণ বাহির হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিঃসন্দেহে নিজপ্রভু বলিয়া জানিতে হইবে। তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিলে আর রক্ষা নাই। তাঁহার প্রতি যাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, তিনি যতই দুর্ব্বল হউন না কেন, তাঁহার যতই অনর্থ থাকুক না কেন, তিনি নিশ্চয়ই এই জগৎ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মে পৌঁছিবেন।

এই ভজনপ্রগতির মূলবাধা হইতেছে দম্ভ বা অহঙ্কার। শরণাগতিই ভগবদ্ভজনের একমাত্র সহায় এবং দম্ভই বাধা। যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবরণ করিবার জন্য অকপট ইচ্ছা ও আর্ত্তি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় ক্রমশঃ দৃঢ়শ্রদ্ধা লাভ হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধা ব্যতীত সাধুসঙ্গ শুদ্ধভাবে হয় না এবং হৃদয়ে বল পাওয়াও যায় না।

অনেক সময় দেখা যায়—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা বরণ করিবার ইচ্ছা যে নাই, তাহা নহে, তাঁহারা যাহা আদেশ করেন, তাহা পালন করিবার ইচ্ছাও আছে, তথাপি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে আমাদের চিত্তবৃত্তির মিল হয় না, কত সংশয়, সন্দেহ, ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে আসিয়া হৃদয়কে কলুষিত করিয়া ফেলে। তখন বুঝিতে হইবে, আমাদের অজ্ঞাতসারে অশ্রদ্ধা ও দাম্ভিকতা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। অহঙ্কার জীবকে এরূপভাবে মোহিত করিয়া রাখে যে, সে মানবের বিচারশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত করাইয়া দেয়, নিজের ভুলকে ভুল বলিয়া জানিতে দেয় না। হৃদয়ে দম্ভ বা অহঙ্কার থাকিলে মনে হয় আমি ঠিকই আছি, আমার কোন দোষ নাই, আর সকলেই অল্পবিস্তর বেঠিক বা দোষযুক্ত। তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের যে শাসনবাণী তাহা আমার প্রতি নহে, মনে করিয়া তাঁহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। এই দম্ভ দূর করিবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবে প্রীতি বা মমত্ববুদ্ধি। ভজনীয় বস্তুতে যদি মমত্ব বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ভজনে অগ্রসর হইবার জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগে— পাপে অনুতাপ জাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে দাম্ভিকতা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়াছেন—যাঁহারা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের ধূলিতে নিত্য স্নাত হইতেছেন, তাঁহাদের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিময়ী সেবার কোন বাধা—মায়ার কোন প্রলোভন তাঁহা-দিগকে একচুলও চলিত করিতে পারে না। একান্ত প্রভুভৃত্য প্রভুর সুখের জন্য সব করিতে পারেন। প্রভুসুখের জন্য মহা-নারকীর সেবা করিতেও প্রস্তুত আর পরম-আত্মীয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিতেও দৃঢ়সঙ্কল্প। এইরূপ একান্ত ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদবিক্ষেপে বাধা উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের কিছুই করিতে পারে না। যাঁহারা গুরুকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—তাঁহার সুখের জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট আছেন, তাঁহারা বাধাবিঘ্ন দেখিয়া ভীত হন না বা সেই সকল বাধাকে প্রতিরোধ করিতেও যান না। সম্মুখে বাধা দেখিয়া পাশ কাটিয়া গিয়া প্রভুসেবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। যাঁহারা কি সম্পদে, কি বিপদে সবসময়েই গুরুকৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন—সকল ব্যাপারের মধ্যেই তাঁহাদের কৃপাহস্ত দর্শন করিতেছেন, তাঁহারাই ঐকান্তিক। সাময়িক বাধাবিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, অধিকতর সংলগ্নই করিয়া দেয়। ঐকান্তিক ভক্তের অভীষ্টলাভে যে বাধা, তাহা তাঁহাকে উত্তরোত্তর প্রভুকৃপা-কাঙ্গাল করিয়াই দেয়। যাঁহারা সত্য সত্য অনন্যভাবে হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নানাপ্রকার বিপদাপদ কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইতেছে। বিপদের মধ্যেই শুদ্ধ-ভক্তের সেবোৎসাহ কোটীগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। বিপদে যে প্রকার আর্ত্তি সহজেই হৃদয়ে উদিত হয়, শরণাগতির পরিমাণ যে প্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ বিপদকে ভগবানের পরমকৃপা বলিয়া বরণ করেন এবং বিপদের মধ্যেই ভগবানের কৃপাহস্ত লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদ-ক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।"

গুরুকৃষ্ণ ছাড়া আর কেহ আশ্রয় নাই—এইটা যাঁহার যত উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি তত শরণাগত—তত ঐকান্তিক। শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ বলেন—'আমি ত' তোমারই জন। আমাকে দণ্ড দিবে, নিন্দা-তিরস্কার করিবে, কর কিন্তু আমাকে ছাড়িও না।' ঐকান্তিক শরণাগত জানেন—আমি ত' তোমারই; সুতরাং আমাকে ছাড়িবে কেন? তাই তাঁহাদের ভয় নাই। এই পথের পথিকের আচরণ,—

> তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
> তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীর দ্বারা আশ্রয়পূর্ব্বক 'হে ভগবন্, আমি—তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

'আমি যে তোমার হই' জান সর্ব্বথায়'—ইহাই শরণাগতের হৃদ্‌গত ভাব। ঐকান্তিক ভক্তগণ ব্যাকুল প্রাণে—সজলনয়নে দৃঢ়াশার সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন,—

> সেই দিন কবে হবে ঐকান্তিক ভাবে যবে
> নিত্যদাস-ভাব ল'য়ে আমি।
> মনোরথান্তর যত নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ
> সেবিব আমার নিত্যস্বামী॥

———

হরিকথা

——::•::——

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তদ্দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, একটী পাষণ্ডদলন ও অপরটী প্রেম প্রচারণ; একটি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা, কৃত্রিম ধ্যান-ধারণা ও অন্যাভিলাষ প্রভৃতির গহর্ণ বা নিরাস, আর একটি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যের সহিত আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত-বিষয়বিগ্রহের বা শ্রীনামের অনুশীলন; একটি দুঃসঙ্গ বা প্রতিকূল বর্জ্জন, আর একটি সৎসঙ্গ গ্রহণ, একটি প্রত্যাহার, আর একটি পরানুশীলন।

বিশেষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই যে দুইটি অঙ্গ, ইহারা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী অথবা অন্ততঃ দুইটি পৃথক্ ব্যাপার বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একটাই ব্যাপার। কারণ, ব্যতিরেক লক্ষণটি কখনও বস্তুর স্বরূপলক্ষণ হইতে পারে না। ব্যতিরেক লক্ষণদ্বারা বস্তুজ্ঞান হয় না, উহা স্বরূপলক্ষণকে দৃঢ় করিয়াই নিরস্ত হয়। "আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন" বা পরানুশীলন—ইহাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ, প্রেমপ্রচারণই হরিকীর্ত্তনের মুখ্য প্রয়োজন বা মুখ্যফল। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির আবরণশূন্যতা বা অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা কিছু ভক্তির স্বরূপলক্ষণ নহে, কেবলমাত্র পাষণ্ডীর জিহ্বাস্তম্ভনই হরিকীর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

এই জড়জগৎ শুদ্ধভূমিকা—হরিকীর্ত্তনের ভূমিকা নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ভক্তি-বিরোধী বৃত্তি প্রেমপ্রচারণের বিরোধী পাষণ্ড মনোভাব এই জড়জগতেরই ব্যাপার। কিন্তু ভক্তির নিত্য অধিষ্ঠানভূমি যে বৈকুণ্ঠরাজ্য, সেখানে বিকল্পের ধর্ম্মের অবস্থান নাই, সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ বা বিদ্বেষ-মূলক পাষণ্ডচিত্তবৃত্তিও নাই। সেখানে স্বরূপলক্ষণই একমাত্র লক্ষণ, তটস্থ-লক্ষণ বা ব্যতিরেক লক্ষণদ্বারা বস্তুর পরিচয় দিবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু এখানে, এই জড়জগতে কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তিবিরোধী বৃত্তি আছে বলিয়াই ভক্তিকে কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণশূন্যা ও অন্যাভিলাষিতাশূন্যা এইরূপ সংজ্ঞাদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হয়। এখানে বিদ্বেষ বা পাষণ্ডতা আছে বলিয়াই প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত পাষণ্ডদলন করিতে হয়, জড়বিলাস আছে বলিয়াই চিদ্বিলাস বা পরানুশীলনের উপদেশকালে জড়বিলাস অর্থাৎ ভোগ-ত্যাগ অথবা প্রত্যাহারের উপদেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু কর্ম্মজ্ঞাননিরাস বা প্রত্যাহার প্রভৃতি, স্বয়ং বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না, সেই হেতু উহারা বস্তুর পৃথক্ অঙ্গ নহে। ভক্তির অঙ্গ ভক্তিই, উহাই পরানুশীলন। হরিকীর্ত্তনের একমাত্র ফল [illegible] লক্ষণগুলি কেবল-মাত্র ঐ মুখ্য লক্ষণ বা মুখ্য ফললাভেরই সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং গৌণ বা ব্যতিরেক ফলটি অন্বয় বা মুখ্য বিচারের অনুগত হওয়ায় উহাও অন্বয়-অনুশীলনেরই অন্তর্গত, পৃথক্ ব্যাপার নহে।

শুশ্রূষু শ্রদ্ধালু জীবকে পরম মঙ্গল দান করিবার জন্যই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ হরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথার প্রত্যেকটি শব্দই প্রত্যেক মঙ্গল-লাভেচ্ছু উন্মুখ বা শ্রদ্ধাবান্ জীবের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য। বাস্তববস্তু প্রাপ্তিকেই কল্যাণ বা মঙ্গল বলা যায়। আবার যিনি শ্রদ্ধাবান্, তিনিই মঙ্গললাভ করিতে পারেন—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখেই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, যাঁহাকে শ্রীগৌরকৃষ্ণ কৃপা করিতে, গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারই হরিকথায়, হরিসেবায় স্বাভাবিক শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। গুরুদেব বা বৈষ্ণব সেই সৌভাগ্য-বান্ জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যাইবার জন্যই নিত্যকাল জগতে প্রকট থাকেন। তাঁহাদের হরিকথা কীর্ত্তন, তাঁহাদের হরি-কীর্ত্তনের অনুকূলে যাহা কিছু চেষ্টা, সমস্তই কেবলমাত্র সেই সেবোন্মুখ, সেবাপ্রার্থী জীবকে চরম মঙ্গললাভে সহায়তা করিবার জন্য।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"যাহারা সেবা করিতে চাহে, অন্ততঃ সেবা করিবার ইচ্ছাটুকু যাহাদের আছে, বহির্ম্মুখ থাকিবই, বিদ্বেষ করিবই এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাহাদের নাই, তাহাদের জন্যই আমাদের যত কিছু চেষ্টা, তাহাদের সঙ্গই আমাদের প্রার্থনীয়।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণব অনুকূল-কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করিয়া থাকেন, যে সকল সুকৃতিশালী জীব সেই অনুকূল-অনুশীলনে শ্রদ্ধাযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষা দেন। আবার সেই শ্রদ্ধালু সাধকের হৃদয়ে যে সকল অনর্থ আছে, ভজনের প্রতিবন্ধকরূপ প্রতি-কূলতার আছে, সেইগুলিকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য পাষণ্ডদলনলীলা প্রকাশ করেন। এই পাষণ্ডদলনলীলায় শ্রদ্ধাবান্ সাধকই বাস্তব উপকার লাভ করিয়া থাকেন, সুতরাং গুরু-বৈষ্ণবের এই লীলাও ভজনেচ্ছুর ব্যক্তি-গত মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। উন্মুখ জীবের সেবাপ্রবৃত্তি? অপ্রতিহত, নিত্য-বর্দ্ধমানগতিবিশিষ্ট রাখিবার জন্যই—তাঁহার ভজনপথকে কণ্টকশূন্য করিবার জন্যই গুরু-বৈষ্ণব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অন্বয় ভাবে এবং ব্যতিরেক ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করাই তাঁহাদের কার্য্য।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে, তাঁহার লিখিত হরিকথা-প্রসঙ্গে কর্ম্ম-জ্ঞান নিরাস চেষ্টা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীল প্রভুপাদ অনুকূল অনুশীলনের কথা কিছুই বলেন নাই? প্রতিকূল-নিরাস-ব্যাপারটি এ জগতে অনুকূলগ্রহণের সহায়করূপেই অবস্থান করে। শ্রীগুরুবর্গ যেখানে প্রতিকূলকে গর্হণ করিয়াছেন, সেইখানেই অনুকূলকে দান করিয়াছেন। প্রেমপ্রচার ও পাষণ্ডদলন, অনুকূলগ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন দুইটিকে একই ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ পাষণ্ডদলন করেন পাষণ্ডীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য নহে। কৃষ্ণ কংস ও কংসানুচরগণকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন তাঁহার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল, তাঁহাকে গোপ্তৃত্বে বরণকারী, পূর্ণ শরণাগত ব্রজবাসী ও মাথুর ভক্তগণকে রক্ষা করিবার জন্য, অসুরগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য নহে। সেবা-লাভেচ্ছু শ্রদ্ধালু শিষ্যকে—শিষ্যকে সেবার পথে চালিত করিবার জন্য শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের প্রেমপ্রচারলীলা এবং শিষ্যের গতিপথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্যই তাঁহার পাষণ্ডদলনলীলা। শরণাগত শিষ্যকে—নিত্যানন্দজনকে লইয়াই তাঁহার যা' কিছু সব। হরিকথা সেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যেরই জন্য। বিদ্বেষীর সহিত বিরোধ করিবার জন্য গুরু-বৈষ্ণব জগতে আসেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রমুখ বৈষ্ণবগণ যখন কোন বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন বা করেন, কোনও পাষণ্ডীর বিদ্বেষমূলক চেষ্টাকে গর্হণ করেন, অথবা কপটাচারীর মুখোস উন্মোচন করিয়া দেন, তখন আমরা সকলেই অন্তর্নিহিত উল্লাস অনুভব করিয়া থাকি। অবশ্য উল্লাস হওয়া স্বাভাবিক এবং উহা ত' অন্যায় নহে, পরন্তু গুরুবৈষ্ণবের পাষণ্ডদলনলীলার উৎকর্ষ দর্শনে তাঁহার দাসাভিমানীগণের আনন্দ উল্লাস হওয়াই উচিত। কিন্তু সেখানে ভাবিবার কথা এই যে, এই আনন্দ যেন মৎসরতাজাত কৌতুক মাত্র না হয়। হরিকথা—তাহা পাষণ্ডদলনাকারেই হউক আর অন্বয় সেবার উপদেশাকারেই হউক, বিদ্বেষী বা বিরোধীর জন্য নহে। বিদ্বেষী, যাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোন দিনই নাই যাহারা চেতনের সহিত বিবাদ ফলে অচেতনের শেষ সীমায় [illegible], যাহারা প্রকৃতির মতই [illegible], চেতনহীন [illegible] মাত্র, যাহারা কোনদিনই কৃপা গ্রহণ করিবে না, তাহাদের সহিত গুরু-বৈষ্ণবের ত' কোন সম্পর্ক নাই। গুরু-বৈষ্ণবের [illegible], [illegible] আমাদের নিকট [illegible] কেন, [illegible] প্রস্তরকেও দমন করেন, সুতরাং কেবলমাত্র বিবাদিগণের জিহ্বাস্তম্ভন উদ্দেশ্য নহে। বিরোধীকে দমন করিয়া উন্মুখকে রক্ষা করাই গুরুদেবের কার্য্য। গৌড়ীয় গুরু শ্রীরূপপাদানুগদের তাঁহার চরণে পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ—এই দুইটি লীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন। [illegible] শ্রেষ্ঠ-বিগ্রহ শ্রীরূপনাথ তাঁহার আশ্রিতজনদয় [illegible]—[illegible] [illegible] শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন এক দুই [illegible] লীলাই প্রকট করিয়াছেন।

[illegible] প্রেমপ্রচারের [illegible], কর্ম্মজ্ঞাননিরাস বিপ্রকারে [illegible], অনিষ্ট বা প্রতিবন্ধকরূপ [illegible]। সেবা-[illegible] হয়, তাহা [illegible] না হয় তাহা হইলে আমরা [illegible] সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিয়া [illegible] করিব। [illegible] হইয়া পড়িব, আর [illegible] তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, তখন একটা 'রহস্য' দেখিবার আনন্দ অনুভব করিব।

[illegible] চেষ্টা বাস্তবতঃ [illegible] হইলেই গুরুবৈষ্ণবের পাষণ্ডদলন-লীলা জয়যুক্ত হইল বলা হইল না—এরূপ নহে। ভক্তি ও অভক্তি চিরদিনই আছে ও থাকিবে। জড়বিলাস ও [illegible] চিরদিনই আছে ও থাকিবে, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, জরাসন্ধ, অঘ, বক, পূতনার ন্যায় চিত্তবৃত্তি—চিরদিনই আছে ও থাকিবে, কারণ ইহাদের [illegible] এই জড়জগৎ, আবার কর্ম্মজ্ঞান-নিরাসেচ্ছু জড়বিলাস ও [illegible]চেষ্টা, [illegible] চিরদিনই আছে ও থাকিবে। [illegible] হয় যে, এখন [illegible] উচ্ছেদ হইল না, [illegible] উন্মূলিত হইয়া [illegible] দেখা দেয়, তবে নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের শক্তিরই [illegible]—[illegible] নহে। বিদ্বেষী জগতে [illegible], [illegible], জ্ঞান, কর্ম্ম থাকে [illegible], [illegible] কিন্তু যাঁহারা [illegible] করিতে চাহেন, তাঁহারা [illegible]—[illegible] জন্যই [illegible], [illegible] করিবার জন্য নহে।

[illegible] জীব-[illegible]—[illegible], [illegible] শ্রদ্ধাই [illegible] হরিকথা [illegible] করিয়া থাকে। তখন জীব [illegible] শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন।

——

প্রশ্নোত্তর

——::•::——

প্রশ্ন—হরিকথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি যুগপৎ ভগবৎসাম্মুখ্য ও ভগবদনুভব ঘটে, তবে তাহা সকল শ্রোতায় দৃষ্ট হয় না কেন?

উত্তর—শাস্ত্রশ্রবণাদি ভগবৎসাম্মুখ্যের ও ভগবদনুভবের কারণরূপে বীজায়মান হইলেও অর্থাৎ অঙ্কুরোৎপাদন সামর্থ্যযুক্ত হইলেও কাল, কর্ম্ম ও মায়াদি দোষ প্রবল থাকিলে শ্রবণের সহিতই ভগবৎসাম্মুখ্য ও ভগবদনুভব হয় না। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ এই কথা দৈন্যভরে অপরের শিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন,—

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।৩৯)

হে বৈকুণ্ঠনাথ! তোমার শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথায় আমার মন সম্যগ্‌রূপে প্রীত হয় না, যেহেতু পিত্তদুষ্ট রসনায় যেরূপ মিশ্রি ভাল লাগে না, সেইরূপ বহির্ম্মুখতারূপ পাপবিশিষ্ট ভর্জার হর্ষশোকভয়াদির দ্বারা চালিত হইয়া আমার ধনাদিলাভ-বাসনাময় কামাতুর মন সর্ব্বদা খিন্ন। সেইরূপ মনের দ্বারা আমি তোমার তত্ত্ব কিরূপে বিচার করিতে সমর্থ হইব?

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৮ অনুচ্ছেদধৃত
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন)

যেকাল হৃদয় পাপরাশি দ্বারা মলিন থাকে, তৎকাল শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্‌গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্র শ্রবণ হইতে প্রেমলাভ অনেক জন্মের মহাসুকৃতি-ফলেই হয়।

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং
কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫০ অনুচ্ছেদ-ধৃত
স্কন্দপুরাণ-বচন)

এই জগতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত, পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণেচ্ছা হয় না।

অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে।
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী
মতিঃ॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৭৯ অনুচ্ছেদধৃত
বিষ্ণুধর্ম্ম-বচন)

বহুজন্মরূপ সংসার হইতে উৎপন্ন পাপরাশি বিনষ্ট না হইলে জীবগণের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী মতি উদিত হয় না।

প্রঃ—ক্রোধাতুর, বিষয়াসক্ত, বিষয়ানুরাগী পাপদুষ্ট ব্যক্তিগণও অসাধু বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্‌গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যাই ত' পৃথিবীতে অধিক। ইহাদের মঙ্গল তবে কি করিয়া হইতে পারে?

উঃ—পিত্তদুষ্ট রসনায় মিশ্রি ভাল না লাগিলেও উহাই আদরের সহিত প্রত্যহ সেবন করিতে করিতে যেরূপ পিত্তরোগ দূর হয় ও পরে মিশ্রি মিষ্ট বলিয়া অনুভব হয়, তদ্রূপ শ্রীসাধুমুখবিগলিত হরিকথা পাপমলিন চিত্তে ভাল না লাগিলেও উহাই পুনঃ পুনঃ সদ্বৈদ্যের (সদ্‌গুরুর) শাসনাধীনে আদরের সহিত শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থ-রোগের উপশম হইতে থাকিলে রুচিকর বোধ হয়।

প্রঃ—নিত্যমঙ্গলের প্রতি অরুচি বা বহির্ম্মুখতা ব্যাধিকে নির্ম্মূল করিবার অমোঘ উপায় কি?

উঃ—বহির্ম্মুখতা-ব্যাধিকে নির্ম্মূল করিতে হইলে বিপরীত দিক্ হইতে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সদ্বৈদ্যগণ ব্যাধির নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে ব্যাধি চিরতরে নির্ম্মূল হয়। বহির্ম্মুখতা-ব্যাধি নির্ম্মূল করিতে হইলে উন্মুখতা প্রয়োজন, বৈমুখ্য দূর করিতে হইলে সাম্মুখ্যই আবশ্যক। উন্মুখতার পূর্ণতা ভগবদ্ভক্তিতে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটী ভগবদুন্মুখতার ভান আছে, তাহা 'কর্ম্মার্পণ' ও 'জ্ঞান'। 'কর্ম্মার্পণ' সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, তদপেক্ষা 'জ্ঞান' শ্রেষ্ঠ এবং 'ভগবদ্ভক্তি' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তিকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহা মতবাদবিশেষ নহে। বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ অবস্থা দূর করিয়া কেবল ক্লেশনিবৃত্তিই প্রয়োজন হইতে পারে না। ব্যাধি দূর হইলে স্বাস্থ্যলাভ হয় বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ, স্বজন-সম্ভাষণ প্রভৃতি বিচিত্র সুখকর কার্য্য করিতে না পারিলে কেবলমাত্র ক্লেশনিবৃত্তিকে পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের আদর্শ বলা যায় না। সাক্ষাদ্ ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, তাহার আভাসেও পরমানন্দের উদয় হয়। আভাস দূরে থাকুক, যাহা অপরাধরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারও মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়। অতএব যাহার আভাসের দ্বারা জীব এতটা কৃতার্থ হইতে পারে, সেই সাক্ষাদ্ ভক্তির কথা আর কি? অতএব ভক্তিই—'অভিধেয়।'

——

শ্রীএকায়নমঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা ক্ষেত্রক্ষেত্র শ্রীএকায়নমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উৎসব ও তৎপর দিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠসেবকগণ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-তিথি পালন করিয়াছেন। শ্রীনন্দোৎসবের দিবস সমাগত ভদ্র ব্যক্তি ও মহিলাগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

স্নান-বিধি

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন,—

দ্বাদশ্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ গব্যেন হবিষা হরেঃ।
স্নপনং দৈত্যশার্দ্দূল মহাপাতকনাশনম্॥
(৬ষ্ঠ বিঃ ৪০ শ্লোক)

হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! দ্বাদশী ও পঞ্চদশীতে গব্যঘৃত দ্বারা হরিকে স্নান করাইলে মহা-পাতক নষ্ট হয়।

দ্বাদশীতে দিবাভাগে শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাইতে নাই, ঐ দিবস রাত্রিতে ঘৃতস্নানই বিধি। জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপরিউক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"দ্বাদশ্যামিতি প্রায়ো বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যামুপবাসাপক্ষে-ব্রতদিন ইত্যর্থঃ। 'স্নানং ন হব্যং দদ্যাদ্দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবা'। দ্বাদশ্যামিতি দ্বাদশীরাত্রাবিত্যর্থঃ। দিবৈব তত্র হরিস্নপননিষেধাৎ।"

——

শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ও নন্দোৎসব

——::•::——

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গত ১৫ই ও ১৬ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ও শ্রীনন্দোৎসব হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে।

শ্রীজয়ন্তীদিবস উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগুরুপরম্পরা এবং 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া' ও 'কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারায়ণ চলিতে থাকে। তৎপরে সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমার পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, 'নিতাইপদকমল', পঞ্চতত্ত্ব, 'বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়ার সাগর', 'হরি হে, প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া', 'কবে হ'বে বল সেদিন আমার' ও 'অনাদি করমফলে পড়ি ভবার্ণবজলে' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয় এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-লীলা পাঠ করিয়া ইংরাজী ভাষায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধ হইতে দেবগণ কর্ত্তৃক দেবকীর গর্ভস্তোত্র পাঠ ও ইংরাজী ভাষায় তাহার মর্ম্ম শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলা পাঠ হয়। পরে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবভগবানের শ্রীপাদপদ্মে কৃপাপ্রার্থনা-সূচক বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে এবং ১২ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনের পর ভোগনিবেদন করত ভোগা-রাত্রিক-কীর্ত্তন হয়।

পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'ওহে, বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয় এবং প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পাঠ হয়। পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় এক সহস্র দরিদ্রকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে শ্রীমঠের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনহলে ৬ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শ্রীনন্দোৎসব সম্বন্ধে একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

——

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তমমঠস্থ ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়।

তৎপর দিবস প্রাতে গুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীনন্দমহারাজের মহিমার কথা আলোচিত হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীনন্দোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ১৬ই আগষ্ট বাঙ্গলার মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত মুকুন্দবিহারী মল্লিক এম্-এ, বি-এল মহোদয়, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র মণ্ডল এম্-এল-এ (কুমিল্লা) ও শ্রীযুত মধুসূদন সরকার এম-এল-এ (পাবনা) শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীযুত উরুক্রম চক্রবর্ত্তী এম্-এস-সি, বি-এল, শ্রীযুত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, রায়বাহাদুর শ্রীযুত কে, সি, সেন সুপারি-ণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুত জগন্নারায়ণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত ভববন্ধচ্ছিদ্ ভক্তিসৌরভ বি-এল প্রমুখ ভক্তগণের সহিতও তাঁহাদের আলাপ হইয়াছিল।

——

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅখণ্ডজ্ঞান ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বৰ্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
ভাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লার নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকুঞ্জগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদত্তস্তবনিলয় বিদ্যাবত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সবভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধীবসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপাবলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীনন্দীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবৰ্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ হোডোল, জেঃ গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী

মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মান্দ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবাপনাবহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ালনাথ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বৰ্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিংকুপা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সেটার রোড, ষ্টাউড গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্নৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড লক্ষ্নৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীসনত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅতুলগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযাদবেশ্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতান্বেষণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা, প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সুশোভন প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা কবলের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুশান্তিরঞ্জন দাশ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,
কেমিষ্ট প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।
বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা
উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল কলেজ
আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

তম্ সমগ্র)
২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
শম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তকঃ (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ॥৵০ বাঁধা ৸০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ⁄১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ⁄০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২। নামভজন ⁄০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ॥০
৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনফ্যালবেড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
৮৫। সাধনপথ ।০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৭। গীতাবলী ⁄১০
শরণাগতি ⁄০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭॥০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিভাষীপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপকটের পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূললক্ষ্য। তৎপরে বড় অক্ষরে গীতার মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ। তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এক গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	.৩-১৬	১৫-১০	১৬-২৬	১৭-৫৩	০০-২৬
দমদম "	৪-৫৬	৬ ৩১	৭ ২৮	১৩ ২৯		...	১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	.	..	.	৯-৩১	.			..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-১৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪-৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১১		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭ ১৪	১৯-২১	
বদল) ছাঃ	৬-৩১ ৭-১০		৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৫৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	.		. .	.	১৫-৫৬	১৭-৪২	.	..
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরনিধাম'র অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনস্বী সজ্জনগণের সহিত যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ'বরসিদ্ধান্তসংরক্ষণে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবর্য্যের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———::০::———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৷১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখানহইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না॥ ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;
বেহালা, ২৪ পরগণা

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

Regd No. C 1544

শ্রীশ্রীপ্রতিরত্নমালা
—:০:—
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম-এ সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচীসহ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠাদি দ্বাদশ উপনিষদের অভিনব সংস্করণ ভিক্ষা মাত্র ১॥০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

শ্রীচৈতন্যদেব
—:০:—
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার কথা সুন্দরভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বাঁধাই।
৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১॥০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীগোপীনাথ শ্রীমানী
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬খণ্ড] শ্রীমায়াপুর,—৮ই ভাদ্র, ১৩৪৮, ২৫শে আগষ্ট, ইং ১৯৪১, সোমবার [১৪৪তম সংখ্যা

বিবিধ-সংবাদ

——::০(০)::০——

বার্লিনে বোমাবর্ষণ

জার্মাণরা আপাততঃ রাশিয়াকে নিয়ে ভয়ানক বেশি ব্যস্ত আছে। রাজকীয় বিমানবাহিনীর তা'তে বেশ সুবিধা হয়েছে আর সে সুবিধার যে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে তা একেবারে নিঃসন্দেহ।

১লা আগষ্ট রাত্রে রাজকীয় বিমান-বহরের বোমারু বিমানগুলো বার্লিনের বহু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা ফেলে শত্রুর ভীষণ ক্ষতি ক'রে এসেছে। হামবুর্গ আর কিয়েল-ও রেহাই পায়নি রাজকীয় বিমানবাহিনীর হাত থেকে। অনেকগুলো দু-এঞ্জিন ও চার-এঞ্জিনওয়ালা বোমারু এই ভীষণ আক্রমণ চালিয়েছিল এবং যে-সমস্ত বোমা এই-আক্রমণে ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলো যে অত্যন্ত সাংঘাতিক রকমের তা' এ-কথা বললেই বোধ হয় স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, বৃটিশ অস্ত্রশালায় এর চাইতে ভারি বোমা আজো তৈরী হয়নি।

বলা বাহুল্য, জার্মাণ রেডিও এই আক্রমণের ভয়াবহতা গোপন করতে চেষ্টার ত্রুটী করছে না। তারা বলছে যে, কয়েকটা বোমারু—তাও সংঘবদ্ধ হ'য়ে নয়, আলাদা আলাদা ভাবে—বার্লিন আক্রমণ করেছিল। এর অবশ্য আরো একটা মানে করা যায়। তা হচ্ছে এই যে, বার্লিন জানে, এ-ই শেষ নয়, এর চাইতেও ভয়ানক কষ্ট তার বরাতে আছে। রাত্রি ক্রমেই লম্বা হচ্ছে আর তার সঙ্গসঙ্গেই বাড়বে রাজকীয় বিমানবহরের কর্মতৎপরতা। জার্মাণ এতদিন লণ্ডনকে, পাশবিক পুলক নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রে এসেছে লণ্ডন এবং আরো অনেক নগরনারীর নিরস্ত্র জনসাধারণকে। আজ যদি তাকেই সেই কষ্ট পেতে হয় তবে সে নিজেকে ছাড়া আর কাকে দোষ দিতে পারে?

এদিকে রাশিয়ার বিমানবাহিনীও জোর আক্রমণ চালাচ্ছে বার্লিনের উপর। জার্মাণি অতর্কিতে রাশিয়া আক্রমণ ক'রে যে অন্যায়ের সূচনা করেছিল সে [illegible] পূর্ণ হ'য়ে এখন সে [illegible] আক্রমণ করলো রাশিয়ার [illegible]। আজ বার্লিনের বুকেরা, হ'য়ে ফিরে আসছে সেই-অন্যায়, বার্লিনবাসীর [illegible]।

ওরা অবশ্য রাত্রে আবহাওয়া ছিল বেয়াড়া, কিন্তু হ'লে কি হবে? রাজকীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণ তাতে একটুও কমেনি। হ্যানোভার আর ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ বোমা ফেলা হয়েছে প্রচুর। জার্মাণ ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করা হয়েছে নিয়মিত-ভাবে।

জার্মাণি আর জার্মাণ অধিকৃত দেশে রাজকীয় বিমানবাহিনীর [illegible] এ থেকেই বোঝা যায় যে, আমেরিকা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে এরই মধ্যে প্রচুর [illegible] বৃটেন [illegible] য়ুরোপের [illegible] পদক্ষেপ ক'রে আক্রমণ চালিয়ে [illegible] হবার [illegible] না-ও হ'তে পারে।

—

রাশিয়া দমেনি, দমবে না

রাশিয়ার [illegible] জার্মাণরা [illegible] প্রবল আক্রমণ ক'রে [illegible] তারা তৃতীয় আক্রমণ শুরু [illegible] আক্রমণ [illegible] প্রবলতর হবে এমন আশঙ্কা [illegible]। কিন্তু [illegible] না। জার্মাণরা এ কাদের [illegible] রাশিয়ার সৈন্যসমাবেশের [illegible]

তাকে [illegible] করতে।

সেইখান [illegible] চারদিকে [illegible] লেনিনগ্রাড আর [illegible] এর [illegible] কিন্তু [illegible] নিশ্চিত [illegible] পৌঁছোতে পারছে না, [illegible]। এমন কি কোনো [illegible] [illegible] আক্রমণ [illegible] রোধ করা হয়েছে। [illegible] সেটা [illegible] রাশিয়ার হাতে আছে।

—

রাশিয়ার লাভ

[illegible]

থাইল্যাণ্ডে জাপান [illegible]

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম এ মহোদয়ের গৌড়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া ভারতীয় দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। বহু চিত্র, মানচিত্র ও নির্ঘণ্টযুক্ত গ্রন্থ মানচিত্রের বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রম সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা ১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়াপেট্টা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

চতুর্দশাধ্যায়ক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও বেদের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব নবাঙ্গসৌষ্ঠবে নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

মদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

বিকমাত প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা

উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন

প্রিন্সিপাল অব্ ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

তম্ সমগ্র)

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

সরস্বতী জয়শ্রী (অবাধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। দ্বাদশ আলবার ॥০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০

২২। ভজন রহস্য ॥০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥০

২৭। মুক্তিমল্লিকা দশশ্লোকী (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাধা ॥৶০ বাঁধা ৸০)

৩০। শ্রীপদ-বিগ্রহ রক্ষণ ৶০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা /১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (ছোট) ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৶০

৪১। গীতাবলী /১০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২৷০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক /১০

৪৬। অর্থপঞ্চক /১০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ /৫

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০

৬৯। সাবাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥০

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০

৭২। নামভজন /০

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজি ॥০

৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০

৭৫। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০

৭৮। দি ভাগবত ।০

৭৯। হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনরিভিলেড ডিভোশন ।০

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০

৮৫। সাধনপথ ॥০

৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০

৮৭। গীতাবলী /১০

শরণাগতি /০

৮৯। প্রাসচ্চিদানন্দবাণী ।৶০

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵৹

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৮ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৫শে আগষ্ট ইং ১৯৪১, সোমবার { ১৪৫তম সংখ্যা

শ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে ও গভর্ণিংবডির নির্দ্দেশানুসারে বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণা-বির্ভাবোৎসব দিবস প্রত্যুষে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'বিভাবরী শেষ' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন হইলে গৌড়ীয় হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা হয়। অপরাহ্ণ ৩৷৷ ঘটিকা হইতে কীর্ত্তন হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব, তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি অপ্রাকৃত লীলা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী প্রদান বক্তৃতা করেন। রাত্রি ১০ ঘটিকার পর ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ হিন্দি ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়।

তৎপর দিবস পূর্ব্বদিনের ন্যায় সংকীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনামুখে শ্রীনন্দোৎসব সুসম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীনন্দোৎসব-সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৭ই আগষ্ট রবিবার সকাল হইতে ৩টা পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গত ৩০শে ও ৩১শে শ্রাবণ লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শ্রীনন্দোৎসব-তিথিপূজা নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু-বন্দনা, গুরুপরম্পরা পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমস্ত দিন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, দশাবতার-স্তোত্র, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও ভোগা-রাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

শ্রীনন্দোৎসব-দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীনন্দোৎসব সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা হয়। তৎপরে সমাগত প্রায় ৩০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

• সেবকগণ প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অপরাহ্নে নদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয় পাঠ এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইতেছে।

গত ১৪ই আগষ্ট লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বারুদখানাস্থ কে, কে, [illegible] মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ঐ মহল্লাস্থ শিবমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল দশাবতার স্তোত্র, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও কিছু সময় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের নিকট কীর্ত্তনশ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আরও শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

দার্জ্জিলিংএ

গত ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মা-তিথিপূজা-মহোৎসব শ্রীগৌড়ীয়কুলশ্রেষ্ঠ পরমা-রাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে রাত্রি ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] সম্বন্ধে বাসুদেবের [illegible] প্রসঙ্গ ও শ্রীল আচার্য্যপাদ [illegible] অহৈতুকী করুণার কথা আলোচনা হয়। পরে গৌড়ীয় হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব-তিথি-পূজা উপলক্ষে প্রাতে শ্রীনন্দোৎসব প্রসঙ্গ [illegible] ও [illegible]। সহরের প্রায় [illegible] ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে

গত ৩০শে শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা [illegible] শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী [illegible] পালন করিয়াছেন। ঐ [illegible] মঙ্গলা-রাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ করেন। তৎপর [illegible] অর্চ্চন ও ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হইয়া তৎপরদিবস সমাপ্ত হয়।

[illegible] সন্ধ্যারাত্রিকের পর ১৪শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে 'শ্রীনন্দোৎসব' প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। [illegible] ও [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপরমহংস মঠে

গত ৩০শে শ্রাবণ শুক্রবার [illegible] শ্রী [illegible] মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব হরি-সংকীর্ত্তন [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক উৎসব [illegible] পর [illegible] পারায়ণ আরম্ভ হয় [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপর দিবস [illegible] ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪৫৫ গৌরাব্দ, ১৮ হৃষীকেশ সর্ব্বাশিব সম্বর্গণ

যৎকিঞ্চিৎ

—:০:(*):০:—

শ্রীগুরুদেব স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও বদ্ধজীবকে কৃষ্ণসেবা প্রদান করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৃষ্ণ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ। এই অবতারবাদে বিশ্বাস [illegible]। এই অবতারবাদে বিশ্বাস না হইলে, ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার হইবে না। ভগবদ্‌ভজনকারিনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকল মর্য্যাদা [illegible] তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া [illegible] পারেন। তাঁহাদিগের [illegible] ভগবৎসেবা লাভ হয়। [illegible] ত্যাগ করিয়া [illegible] তুলিয়া [illegible] করা হয়। [illegible] মুমুক্ষু [illegible] ব্যক্তিগণ মায়ার [illegible] অনায়াসে রক্ষা পাইয়া ভগবান্ [illegible] স্বার্থ—ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

— —

মন বড় চঞ্চল। চঞ্চলতাই তাহার ধর্ম্ম। সর্ব্বক্ষণ সঙ্কল্প-বিকল্পই মনের কার্য্য। বদ্ধজীবের আত্মা নিদ্রিত, মনই তাহার চালক। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। মন বড় প্রভুত্বকামী। সে কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। প্রভুত্ব নষ্ট হইবে বলিয়া সে সাধুর কথা শুনিতে চাহে না, শুনিলেও তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না। মনের মত শত্রু জীবের আর কেহ নাই। মন যে জীবের চাকর, তাহা সে ভুলিয়া গিয়া নিজেই প্রভু সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা যে পরমাত্মার কিঙ্কর—পরমাত্মার সেবাই যে জীবের [illegible] জীবাত্মা ভোগের [illegible] সেবা [illegible] মন সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, নতুবা তাহার [illegible] থাকে না। তাই আত্মার ঘুম ভাঙাইবার জন্য মন সর্ব্বক্ষণ [illegible]। কারণ আত্মা যখন [illegible] মন [illegible] [illegible] উপায় [illegible] মন [illegible] তখন জীবের [illegible] জাগ্রত চেতন সাধুর চেতনময়ী বাণী ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

জীবাত্মার নিত্যকৃত্য হরিসেবা ; ইহা হরিসেবকের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলে জীব জানিতে পারে। শুদ্ধ জীবাত্মা বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য বিষ্ণুসেবা। তাহার অপর নাম চিদ্বিলাস। মন সম্প্রতি অচিদ্বিলাসে রত। সে জড়ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া জীবকে ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। যেখানে মনোধর্ম্ম প্রবল, সেইখানেই জীব বঞ্চিত। মনোধর্ম্ম ভক্তি নহে। ভক্তিতে মনোধর্ম্মের স্থান নাই।

যাঁহার ভোগপ্রবৃত্তি বা মনোধর্ম্ম নাই, তিনিই ভক্ত—আত্মধর্ম্মী। মনোধর্ম্ম থাকিতে ভগবৎসেবা হয় না।

যে একবার মনের ছলনায় পড়িয়াছে, সে কখনও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। বলবান্ মনকে কি দুর্ব্বল জীব শাসন করিতে পারে? মন যাঁহার পীড়ক, সেই লোকের সাধুসঙ্গ দ্বারাই মনকে দমন করা সম্ভব হইতে পারে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে মন যখন কৃষ্ণসেবার উপযোগী হয় এবং আত্মার অনুগত হয়, তখনই জীব স্ব-স্বরূপ উপলব্ধ করিয়া জগদতিক্রম পূর্ব্বক ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে।

মনের চঞ্চলতা স্বাভাবিক। মন চিরদাস, তাই তাহার এত চঞ্চলতা। সে ভবের ধর্ম্মই চঞ্চলতা। মনের এই চঞ্চলতা যদি আত্মার সেবাচঞ্চলতার অনুগত হয়, তবেই জীবের মঙ্গল হয়। আত্মবৃত্তি জাগ্রত হইলেই দেহমনের চঞ্চলতা অপসারিত হইবে।

———

বৈষ্ণবসেবা দ্বারাই যথার্থ কৃষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবসেবোন্মুখ না হইলে শ্রীকৃষ্ণনাম জিহ্বায় আসেন না। বৈষ্ণব কখনও নিজে কোন বস্তুকে ভোগ করিতে চান না। তিনি অপর বৈষ্ণবগণকে উত্তম দ্রব্য প্রদান করিতে বলেন, কিন্তু ভোগী নিজে ভাল ভাল দ্রব্য গ্রাস করিবার জন্য ব্যস্ত। বৈষ্ণব ভোগী বা ত্যাগী নহেন। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। পরমহংস বৈষ্ণব কৌপীন গ্রহণ করিলেও—সমগ্র বিলাসদ্রব্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও তিনি ঐ সকল বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতিবিধান করেন, সে ক্ষমতা তাঁহার আছে।

যাঁহাদের জীবন হরিভজনের জন্য নহে, তাঁহাদের একটী তণ্ডুলকণামাত্র গ্রহণ করিলেও চৌর্য্যাপরাধের ভাগী হইতে হইবে। সুতরাং ভগবদ্ভজনের আনুগত্যে নিরন্তর ভগবানের সেবা ছাড়া আমাদের আর কোন কৃত্য নাই।

নামকীর্ত্তনের দ্বারাই সমস্ত অনর্থ দূর হয়। জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসাই অনর্থ। এই ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা অধোক্ষজসেবার প্রধান অন্তরায়। ভক্তিপথের পথিকগণ বাস্তব-সত্য ব্যতীত অন্ধকার হাতড়ানর পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা শ্রৌতপন্থী। তাঁহারা অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে সম্মান প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদের ভাগোর আদর করেন না।

শুদ্ধবৈষ্ণবের বিষ্ণূপাসনাই আত্মধর্ম্ম। পঞ্চোপাসকের যে বিষ্ণূপাসনার ছলনা, তাহা মনোধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। শুদ্ধবৈষ্ণব আত্মা দ্বারা বিষ্ণূপাসনা করেন। আর পঞ্চোপাসক দেহ ও মনের দ্বারা বিষ্ণুপূজার অভিনয় দেখান। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ অবরোহবাদী, কিন্তু পঞ্চোপাসক বিদ্ধ-বৈষ্ণবগণ আরোহবাদী। আত্মধর্ম্মই ভক্তি, সুতরাং ভাবুকতা বা মনের খেয়াল ভক্তি হইতে পারে না। বৈষ্ণব শব্দটীর ন্যায় এত বড় মহৎ চেতনময় শব্দব্রহ্ম এ জগতে কেন, বৈকুণ্ঠেও নাই। বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ কথা। এই বৈষ্ণবের কৃপাই বিষ্ণুকৃপা লাভের একমাত্র উপায়।

কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে শরণাগত ও নিষ্কপট না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ অপরকে উপদেশ প্রদান করিতে পারে না। আমি যদি নিজে হরিভজন না করি, তাহা হইলে আমার সঙ্গ করিয়া লোক কিরূপে লাভবান্ হইবে? ইন্দ্রিয়তর্পণের লেশমাত্র যেখানে আছে, সেখানে বৈষ্ণবতা নাই। 'কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বাঘিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।' সুতরাং সর্ব্বতোভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ও যাবতীয় অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথনই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। তাহা হইলেই আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিতে পারিব।

— — —

কোটিপ্রকার উদ্যম দ্বারাও পাওয়া যায় না যাহা, নরবপু অতীব দুর্লভ। ইহা ইহজীবনে কোনরূপে পাওয়া গিয়াছে বা যায় এক্ষণে সুতরাং, তাহাতেও অতি ভাগ্যবশে ভবসাগরের নিপুণতর তরণী হইয়াছে। আশ্রয়গ্রহণ করিলে গুরু এই দেহরূপ তরণীর কর্ণধার হন। সেই গুরুর আশ্রয়ে থাকিলে কৃষ্ণ সেবিত হইলেই কৃপারূপ অনুকূল বায়ুরূপে ঐ নৌকা অপরপারে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক নরদেহধারীরই জন্মমৃত্যুর অনাদিপরম্পরারূপ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত এই উপায়গুলি অবলম্বন করা একান্ত বিধেয়।

বহুজন্মের পর এই মানব-শরীর লাভ ঘটিয়া থাকে। অনাদি কর্ম্মফল-বশতঃ স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পক্ষী প্রভৃতি নানা-যোনিতে বহু কল্পকাল ভ্রমণ করিতে করিতে কদাচিৎ কোনপ্রকার সুকৃতির ফলে এই শরীর লাভ হয়, সুতরাং ইহা যে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য তাহাতে বিতর্ক করিবার উপায় নাই। এই দেহই একমাত্র নিত্য বস্তুর সেবালাভের উপায়। ইহা আবার ক্ষণভঙ্গুর, তাই শীঘ্র নিঃশ্রেয়োলাভের জন্য পরম প্রযত্ন করা বিধেয়। যাঁহাদের সদসদ্বিচার-বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যনামের যোগ্যতা হইয়াছে, তাঁহারা যদি এই দেহের সদ্ব্যবহার না করেন, তবে প্রত্যবায়-ফলে পুনরায় বহু লক্ষ যোনি-ভ্রমণ এবং তাহাতে দুঃখপরম্পরার ভোগ অনিবার্য্য। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলির রূপরসাদি বিষয়ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণীর শরীরেও হইয়া থাকে, কিন্তু পরম মঙ্গলের সন্ধান কদাপি অন্য দেহে সম্ভবপর নহে।

———

শ্রীহরি যেমন সর্ব্বদেবাধিদেব ; শ্রীগুরুদেব তাঁহারই প্রকাশ আত্মদেহ হওয়ায় তিনিও সর্ব্বদেবময়। শ্রীহরির ন্যায় তাঁহাতেও দেহ-দেহী বিভিন্ন নহে। পূর্ণসচ্চিদানন্দ বিগ্রহই গুরুরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া থাকেন। তবে শ্রীহরি বিষয়জাতীয় ভগবান্ এবং শ্রীগুরু আশ্রয়জাতীয় প্রকাশ-বিগ্রহ, এইমাত্র ভেদাভেদ ভাব। সেই গুরুদেবই আবার দীক্ষাগুরু-রূপে একমূর্ত্তিতে এবং ঐ দীক্ষার পূর্ণতা-বিধানের নিমিত্ত শিক্ষাগুরুরূপে বহু-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় লীলাবিলাসের জন্য স্বস্বরূপ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয়রূপে পৃথিবীতে প্রকট আছেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

বৈষ্ণবদিগের চিত্ত সর্ব্বদাই পরোপকারের জন্য ব্যস্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনুষ্যজাতির প্রতি "কৃষ্ণে মতি হউক"—এইরূপ আশীর্ব্বাদই জগতের পরমমঙ্গলজনক। জীবকে কৃষ্ণে মতিবিশিষ্ট করিতে পারিলে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় altruism হয়। কৃষ্ণভক্তি দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপকার—ইহা জানিতে পারিলেই মনুষ্যজাতির সকল সুবিধা হইবে।

বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের আরাধনাই বড়। যাঁহারা বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। কিন্তু তাহা না করিয়া যাহারা চতুর্ব্বর্গের আশায় প্রমত্ত, তাহারা মনুষ্যজাতির পরম-মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। হরিভজনের পথ অনুসরণ করাই দরকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ থাকিলে তদ্দ্বারা মনুষ্যজাতির কোনই নিত্য উপকারের সম্ভাবনা নাই, বরং অমঙ্গলেরই পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

মনুষ্যজাতির ভাগ্য বা কপাল—দুই প্রকারের। একপ্রকারের লোকের কপাল—পোড়া, আর একপ্রকারের লোকের কপাল—জোড়া।

যাঁহার কপাল জোড় ও বড়, তিনিই হরিভজনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি এই জন্মেই হরিভক্তি লাভ করেন—তাঁহার আর জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। আমরা একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে এই জন্মেই সকল মঙ্গললাভ করি। মঙ্গলের রাস্তায় আসিয়াও পুনরায় জীবের পতন হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকার লোভ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। হরিভক্তির

কথা শুনিলে সকলপ্রকার অসৎ ও অশ্লীল চিন্তা দূর হইয়া যাইবে।

যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের ভজন করেন, একমাত্র তাঁহাকেই বিশ্বাস ও সেবা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করে না, সেবার নামে নিজে সেবাগ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে হইবে না। অভক্তের মধ্যে আপাতদৃষ্ট গুণসমূহও অচিরাৎ লুপ্ত হয়। ভগবদ্ভক্তেই সমস্ত কল্যাণ-গুণরাশি আছে।

অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তির আকর্ষণ আছে। বাহিরের অনিত্য limited বস্তু যাহাতে আমাদিগের অতিপ্রবণ, দুর্ব্বল, মলিন গুণাশ্রিত মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ না করে, তজ্জন্যই আমাদের স্বচ্ছন্দ বলবান্ চেতনময় আশ্রয়ের আশ্রিত হওয়া দরকার — যাহাতে আমরা সেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারি। সেই আকর্ষণ বা বিকর্ষণের হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য আমাদিগের সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা অত্যাবশ্যক। তাহা একমাত্র শ্রীরূপানুগগণেই পাওয়া যায়।

আদৌ শ্রদ্ধা। 'বড়ধর্ম্ম আছে'—এরূপ বিশ্বাস বা যুক্তি-তর্কপথ ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রৌতকথায় শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রথম দরকার।

'আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি' —এই প্রকার বিচারই আমাদের অধঃপাতের কারণ — সর্ব্বনাশের কারণ। নিজের account এ জড়েন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশে হরিকথা কহিতে গিয়া বোকা লোকগুলির যত নিদারুণ অসুবিধা হইতেছে। মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ উপকার না করিলে হরিভজন হয় না। সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনা ও সঙ্গ করিলে তবেই আমাদের মঙ্গল।

হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে যোগ্যতা হয়। নতুবা হরিমায়া-রহিত প্রাকৃত শব্দে বা শব্দে শ্রদ্ধা হইলে অনিত্য ভোগ পরিবর্দ্ধিত হয়। হরিকথায় আস্থা হইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারে নির্ভরতা হ্রাস হয়। অতএব ইতরের কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় নিরত থাকিলেই জীবের চরম-মঙ্গল হয়। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-কথা, ভগবানে পূজ্যবুদ্ধি, গুণাদিদ্বারা নিজস্বরূপ-জ্ঞানের অভিব্যক্তি, আদরের সহিত পূজা, সাষ্টাঙ্গপ্রণতি, ভগবদ্ভক্তগণের অধিকতর পূজা এবং সকল প্রাণিমাত্রই ভগবানের সেবনসম্বন্ধযুক্ত— এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলেই সাধন-ভক্তির ফল অচিরেই উৎপন্ন হয়। সাধন ভক্তি-পর্য্যায়ে যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক কার্য্য, হরিগুণানুবর্ণন, ভগবানে সমস্ত কর্ম্মার্পণ, ভগবৎপ্রীতির জন্য তাঁহার অপ্রীতিকর কর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগের উদ্দেশে ধাবিত না হইয়া ভগবৎপ্রীতির জন্য জীবের ভোগসুখ পরিত্যাগ, ভগবদুদ্দেশে যজ্ঞ, ব্রত, তপঃ, জপ, হোম, দান এবং বৈদিক ও লৌকিক কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইলেই ক্রমশঃ জীবের আত্মবৃত্তি কেবলা ভক্তি উদিত হয়। অনাত্ম-চেষ্টাগুলি ভগবদুদ্দেশে বিহিত হইলে জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানের অবসর লাভ ঘটে। সর্ব্বতোভাবে ভগবানে শরণাগত হইলেই মনুষ্য ভক্তিমান্ হয়। আত্মনিবেদন-প্রভাবে জীবের অন্য কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না।

জগতে কাহারও কোন কথায় চালিত হইয়া অপরের হিংসা করিবে না। ভক্তি-সহকারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবৎ স্বরূপ ও আত্মস্বরূপ-বোধের জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিবে। স্বরূপসিদ্ধি লাভ ঘটিলে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্-ভজন সম্ভব হয়, তখন স্বয়ং মুক্ত হইয়া শ্রীচরণপাদপদ্মের পরম মুক্তাবস্থাদর্শনে উদ্গ্রীব হইয়াই নিত্যকাল ভজনরত থাকা যায়।

যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিত, অজিত কামাদি ষড়্বর্গ এবং প্রবল ইন্দ্রিয়রূপ সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বিদগ্ধজনের অভিনয় করেন, সেই অপারগত বিষয়বাসনা গ্রস্ত আত্মঘাতী পুরুষ আরাধ্য দেবগণকে, নিজ আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ংও উভয়লোক হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম—গুরু সেবা, গৃহস্থের ধর্ম্ম—সামাজিক পরি-সেবা ও নিষ্পাপ-জীবনে স্বীয়-সংসারে ভগবদর্চ্চন পালন, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম—সদসদ্বিবেকাশ্রিত হইয়া তপস্যা এবং ভিক্ষুর ধর্ম্ম—কায়মনোবাক্যে লোকনিন্দার উদ্বেগ না দিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবা তৎপর থাকা।

স্ব-স্ব আশ্রমধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অনন্যভাবে ভগবৎসেবামুখে সকল প্রাণীর প্রতি যথাযোগ্য দয়া প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া বাস করিলে অনন্যভজনপ্রভাবে ভগবৎ-প্রেমা লভ্য হয়। সকল বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ না জানিলে কৃষ্ণভক্তিরাহিত্যের আতিশয্যক্রমে জীবের ভগবদ্ভক্তিলাভে সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যেক প্রাণী ভগবৎসেবারত এবং ভগবান্‌ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেছেন—এরূপ উত্তম বৈষ্ণববিচার পাইলে ভোগদৃষ্টি হইতে জীবের প্রকৃত মুক্তিলাভ ঘটে।

এই পঞ্চ সংসার-তাপত্রয়ে অভিভূত, অর্থাৎ ভবসংসারে বিচরণশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই সন্তপ্ত। ভগবানের পরম সুশীতল পদদ্বয় তাঁহার সেবককে বৈষয়িক পঞ্চ তাপ হইতে সুশীতল ছত্রের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করে।

তুচ্ছ সংসারসুখ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তোষণ করে। উহাই খড়কাপরূপ সর্পের দংশন মাত্র। হরিকথা-শ্রবণ দ্বারাই এই অকিঞ্চিৎকর প্রলোভনীয় ব্যাপারসমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। একমাত্র বদ্ধজীবকে ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই করুণা প্রকাশ করিতে সমর্থ। ———

মহোৎসব

——::[•]::——

কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃত, মায়াবদ্ধ, হতভাগ্য জীব আমরা উৎসব বলিতে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাপারই বুঝিয়া থাকি। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রান্তির অপনোদন কিংবা কোন নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান যেমন পুত্রকন্যার বা কোন আত্মীয় স্বজনের জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব, মিলনোৎসব, পিতামাতার শ্রাদ্ধোৎসব, দুর্গাপূজা প্রভৃতি কত প্রকার উৎসবের বন্যাই প্রবাহিত করিয়া থাকি। জড় দেহমনের ও দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়বর্গের তৃপ্তি বিধান করিবার জন্যই আমরা সর্ব্বক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। ক্ষণিক সুখের আশায় জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছি। ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলের উৎসবকেই শ্রেয়োজ্ঞান করিয়া কত রকমে তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছি। মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিতে আমাদের জড়মন সর্ব্বদা আকৃষ্ট হইতেছে। প্রকৃত উৎসব কি জিনিষ, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়া অমঙ্গল বরণ করিয়া নরকের পথে—ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি।

স্বরূপ-ভ্রান্ত আমরা, আমাদের আত্মীয়ের —আরাধ্য দেবতার উৎসবকে ভুলিয়া গিয়া যে সকল জড়েন্দ্রিয়-তর্পণোৎসবকে উৎসব বলিয়া বরণ করিতেছি, সেই মোহজাল সরাইয়া দিবার জন্য পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব ও মহাজনগণ অখিল লোকমঙ্গলের জন্য শ্রীহরিকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বদ্ধ মানবের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা বা বহির্ম্মুখ সামাজিকতায় কোন উৎসব বা আমোদ-প্রমোদের জন্য এই উৎসব নহে। ইহা শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ-মহোৎসব। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—সদা, সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। সম্পদে, বিপদে, রক্ষণায়, [illegible]দশায়, জীবনে মরণে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম প্রভুর—সেব্যবস্তুর সেবা সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা করাই একমাত্র কৃত্য। শ্রীনামের ইন্দ্রিয়-তর্পণই মহোৎসবের মূল উদ্দেশ্য। ইহা কেবল মাত্র কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া বা শারীরিক অথবা মানসিক অবস্থা নিবারণের জন্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত জীবের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং গমন করিয়া এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীহরিদাস প্রভু, শ্রীসনাতন প্রভু, শ্রীরূপ প্রভু প্রভৃতি পার্ষদগণকে দেশে দেশে প্রেরণ করিয়া হরিকীর্ত্তন মহোৎসব প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর [illegible] যখন বাইশ বাজারে প্রহৃত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং কারাগৃহে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তখনও তিনি একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথাই প্রচার করিয়াছিলেন—শ্রীহরিকীর্ত্তনই একমাত্র আশ্রয়ণীয় বস্তু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন,—

যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণব জনের ব্যবহার॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥

শ্রীনামকীর্ত্তন মহামহোৎসবে—আরাধ্য, সেব্য বা কীর্ত্তনীয় শ্রীনাম। শ্রীনাম দাতা শ্রীগুরুদেব সেই মহামহোৎসবের প্রকটকারী। তিনিই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের মূল গায়ক, বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহার দোহার। হরিকীর্ত্তন-মহোৎসবের আনুষঙ্গিক যে সকল বাদ্যাদি, [illegible] প্রভৃতি [illegible] বহির্ম্মুখ [illegible] ব্যক্তি অথবা স্বল্প শ্রদ্ধাবিশিষ্ট কনিষ্ঠাধিকারীও অনেক সময় মৌলিক ব্যাপার মনে করিয়া থাকেন। ঐ সকল [illegible] কেহ [illegible], কেহ [illegible], কেহ বা [illegible] করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু [illegible] ইহা নিতান্ত ভ্রম মাত্র। শ্রীগুরুদেবের হরিকীর্ত্তন-মহোৎসবে কায়, অর্থ, বুদ্ধি, প্রাণ ও বাক্য দ্বারা যিনি [illegible] সেবা করেন, তাহা দ্বারা শ্রীনামপ্রভুর [illegible] হইয়া থাকে। এই মহা মহোৎসবের [illegible] আনুষঙ্গিক [illegible] সেবাও যিনি করেন, তিনিও [illegible] হরিকীর্ত্তনের দোহারই করেন। উহাকে [illegible] কর্ম্ম বলিয়া [illegible] করিলে অপরাধ হইবে। হরিকীর্ত্তন মহোৎসবের যে কোন প্রকার আনুষঙ্গিক সেবাই কীর্ত্তনের দোহার। উহা শুদ্ধ সেবা, [illegible] উত্তম নহে।

মানব জন্ম দুর্লভ। মানব জন্মে আমরা শ্রীহরির কথা সাধু গুরু-মুখে শ্রবণ ও তাহার অনুকীর্ত্তন করিতে পারি। অন্য [illegible] জন্মে আমরা ইহার সুযোগ পাই না। এইজন্যই মানব জন্ম দুর্লভ। [illegible] নহে।

——

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীঅবধূতেন্দু দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঠাকুরচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীবজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্র দ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাসাশ্রয়বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলাবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
কমলা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় চৌখাম্বা, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীহৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিতাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপায়ী
পোঃ জোড়োল, জেলা গুড়্গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রাকৃতদাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবৰ্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবৰ্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীনৃসিংহলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণবাঁধ, বৰ্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীতত্বতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং ডিউটস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীঋষিকেশব ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলক দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের হৃদবোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও পচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিস্তৃত পয়ারানুবাদসহ মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭.০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬॥০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সম্পাদন [illegible] প্রকাশিত করিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতুলনীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে [illegible] অক্ষরে [illegible] মূল শ্লোকসমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ। তাহার পর [illegible] শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের শ্রীধামের প্রতি আরও প্রীতি বৃদ্ধি হইবে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগোপাল ঠাকুর

পোঃ শান্তিপুর

(জেলা নদীয়া)

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

শনিবার ব্যতীত / শনিবার অন্য দিন

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৫৬	৬-২১	৭ ১৪	১০-১৮	১২-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৩	২২ ২৬	
দমদম	৪-৫৬	৬-৩০	৭ ২৮	১১ ২৯				১৮ ৫	২২-৩৬
রাণাঘাট পোঃ	৬-২২	৭ ৪৮	৯ ১৮	১৩ ৫০	১৬-৪৮	১৮-১১	১৯-৩৯	০-২৫	
(বগুলা) ছাঃ			৮-৩৭						
কৃষ্ণনগর পোঃ	৮ ১২	৮ ৪০	১০-৬	১৫ ১৮	১৭-৩১	১৯ ১৫	২০-২০	১-১০	
লাইট রেল (ব্রহ্ম) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৬ ৫০	১৭-৪০		২০-৩০			
মহেশগঞ্জ	৭ ৫৫	১০ ৫১	১ ২৫	১৮-১৫		২১-৫			
নবদ্বীপঘাট পোঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১২ ১১	১৮-২৩		২১-১৩			

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পোঃ	১২ ৫১
" ছাঃ	১২ ৫৩
শান্তিপুর পোঃ	১৩ ২৭
(বগুলা) ছাঃ	১৩ ৫১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পোঃ	১৬ ১০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৪ ২৫
নবদ্বীপঘাট পোঃ	১৫ ৩৩

ডাউন

শনিবার ব্যতীত / অন্য দিন শনিবার

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৭	৯-১২			১৬-১	১৬-৩১	১৮ ৩৮		
মহেশগঞ্জ "	৬-২৭	৯-২১			১৬-১২	১৬-৬০	১৮-৪৭		
কৃষ্ণনগর পোঃ	৮-৫৭	৯-৭৫			১১ ৮৬	১৭-১৭	১৯ ২১		
(বগুলা) ছাঃ	৮-৩১	৭ ১০	৮-৫০	১১ ২৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০ ৫৮	
রাণাঘাট পোঃ	১০ ৮-৮৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৬৫	১৭-৫০	২০-৩	২১ ১৯		
(বগুলা) ছাঃ					১৫-৭৬	১৭-৪২		..	
দমদম		১১-৪			১৭-৫৬	১৯-৯	২১ ৩৬	২২-৫৮	
কলিকাতা পোঃ	৯-১৮	৯-২১	১২-১৬	১৩ ২০	১৭-৭৬	১৯ ২৬	২২-৬০	২৩ ৫০	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১
মহেশগঞ্জ "	৬-১০
কৃষ্ণনগর পোঃ	[illegible]
ছাঃ	[illegible]
শান্তিপুর পোঃ	১৬-১
(বগুলা) ছাঃ	১৮ ৩১
রাণাঘাট পোঃ	১৮-২১
দমদম ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পোঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র, পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবিগ্রহ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রদেশসমূহের বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও মতবাদী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পারমার্থিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগ-বিরুদ্ধ মতবাদখণ্ডনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর, হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

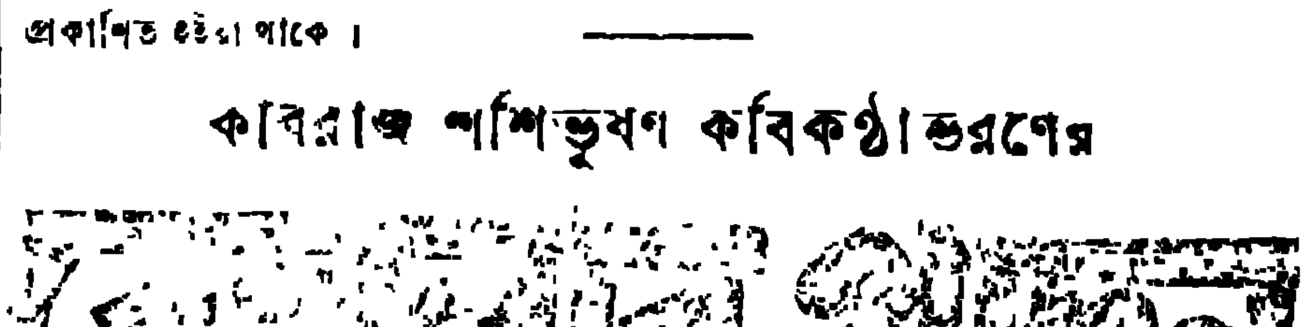

ম্যালেরিয়া ও প্লীহা-যকৃৎ জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা

Regd. No. C 1544

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

নিত্যস্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ।৹ মাত্র
প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২০ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১০ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৭শে আগষ্ট ইং ১৯৪১, বুধবার {১৭২-৪৬৩ম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত

শ্রীব্যাসের পূজা বা কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরু-পারম্পর্য্যের পূজা আমাদের সর্ব্বপ্রধান ভজন-সাধন—যথাসর্ব্বস্ব। বিষয়বিগ্রহই আশ্রয়-মূর্ত্তিতে তাঁহার শব্দার্চ্চার অর্চ্চনকারী ব্যাস বা আচার্য্যরূপে প্রকটিত। শ্রীভগবানের সেবা অপেক্ষাও আচার্য্য বা শাস্ত্র-মর্ম্মব্যাখ্যাতার সেবার মহত্ত্ব আরও অধিক। কেন না, সেব্য ভগবান্ই তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সেবক-ভগবান্ আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই আচার্য্যের সম্যক্ পূজা বিহিত হইলেই ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়রহিত অনাবৃত অখণ্ড শ্রুতি-তাৎপর্য্যে শ্রীব্যাসাচার্য্যের করুণায় প্রবেশাধিকার লাভ হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে এই ব্যাস-পূজা করিবার জন্য আদেশপ্রদান করেন। স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহার অংশী মহাপ্রভুকে পূজা করিয়া জগতে ব্যাসপূজার আদর্শ শিক্ষাপ্রদান করেন।

এই ব্যাসপূজা-ব্যাপারটী কোন মানুষের পূজা নহে। কালের মধ্যে যাহা নাশপ্রাপ্ত হয়, তাদৃশ স্থূল বস্তুর প্রতি সম্মানপ্রদানে কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই।

আশ্রয়ের পদধূলি এত বড় একটী জিনিষ, যাহা ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিতে পারে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর যে বিরজা, সেই বিরজারও পরপারে যে ব্রহ্মলোক তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে। তদতীত পরব্যোমের ঐশ্বর্য্যও তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ যেখানে আশ্রয়ের বশীভূত, সেই অপ্রাকৃত ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের আশ্রিত অধিবাসীর পদধূলিই আমাদের নিত্য সত্তা। 'আশ্রয়ের পদধূলিই আমাদের স্বরূপ' এই জ্ঞান হইলে সর্ব্বত্র গুরু, পূজ্য বা আরাধ্য দর্শন হইতে থাকে।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিকট প্রদত্ত সমস্ত পূজাসম্ভারকে তাঁহার আরাধ্য বস্তু শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া যেমন সুখ পান, আবার শ্রীগোবিন্দও তাঁহার নিজজনের স্তুতি-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যুগল শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের—সেবক-সেব্যের স্তবস্তুতিতে উভয়ের সুখে আমাদের সৌখ্য হওয়াই উচিত।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভক্তশ্রেষ্ঠ, সেবক-ভগবান্, তিনি সকল জগতের গুরু। যাহারা চরমে নিঃশ্রেয়সাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের একমাত্র গুরু—ব্যাস। এইজন্য তাঁহার পূজা নিঃশ্রেয়সাভিলাষিমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য।

আশ্রয়বিগ্রহানুগত্য ব্যতীত কেহই নন্দনন্দনের সেবা লাভ করিতে পারে না। শ্রীব্যাসদেব অশেষবিগ্রহ গোপিকা প্রভৃতির সম্মানকারিগণেও আশ্রয়বিগ্রহানুগত্য লীলার প্রকটকারী। জগদ্‌কল্যাণ সংকল্পে আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যের লীলা জগতে প্রকাশের জন্য আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল সময়ে আমাকে রক্ষা করতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণ-বস্তুর সেবালাভ করবার আর উপায় নেই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তবসত্য-বিবাদ। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে বিভিন্নাভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, যে গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাববোধ আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রেছি, সেই দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে [illegible] শাস্ত্র সম্বন্ধে করেন—[illegible] —এই আশা হ'তে যিনি উদ্ধার করতে পারেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কোন কথা শুনবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না [illegible] কা'রো কাছে [illegible], তিনি [illegible] সকলের [illegible] ভগবান্ আমার [illegible] সকল মঙ্গল [illegible] অর্পণ ক'রেছেন, [illegible] আমাকে অর্পণ করেন, [illegible] মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়াই [illegible] এই দৃশ্য আমার [illegible] করতে পারে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে [illegible] দর্শন [illegible]। [illegible] পারি, [illegible] লাভ করতে পারি। [illegible] দর্শন [illegible] আছে। [illegible] আমরা শ্রীগুরুদেবের মহিমা [illegible] পারি না।

[illegible]

[illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ

[illegible]

তখন জ্ঞানের স্পর্শ কর্ত্তব্য অস্বীকৃত হয়।

ভক্তি যদি পতিত না হইত, তবে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হইতে পারিত না। স্বীয় [illegible] ব্যবহার জীব জ্ঞানের দ্বারাই [illegible] থাকেন। অতএব জ্ঞান ভক্তির [illegible] ও [illegible]। [illegible] সর্ব্বকালেই [illegible] ভক্তি পতিত হইয়া [illegible] তখন তাহাকে [illegible]। [illegible] ও সাধ্য-ভক্তির [illegible] নহে, অবস্থাভেদ মাত্র।

আম্নায়-ধারার জয়

([illegible])

মাতোরে [illegible], এ মহানগর,
[illegible] ছন্দে ;
[illegible]
শ্রবণ-[illegible]নন্দ।
গোলোকের আলো আসে ভূলোকেতে,
নয় এ' [illegible] নয়,
আম্নায় ধারার কৃপা-[illegible]
নিত [illegible] পাদপে।
শ্রীগুরু-মহিমা-কীর্ত্তনে যবে
বিশ্ব [illegible] মাতি'
লভিবে সেদিন চরম কল্যাণ,
পোহাবে দুঃখ-রাতি।
অযুত-কণ্ঠ গাহিবে যেদিন
'আম্নায় ধারার জয়'
সে মহাগগনে হবে সে ধ্বনি
গোলোক-পুলকময়।
শ্রীকৃষ্ণচরণ সরোজ হইতে
[illegible] প্রবাহ গতি,
[illegible], পতিতপাবনী
[illegible]।
মায়া-নিপতিত [illegible] বিশ্বে
[illegible] অবতরি'
[illegible]
[illegible] শ্রাবণ-বারি।
কথার বাঁধন কল্পনা গাঁথা,
নয় এ' কাহিনী নয়,
শ্রীরূপ প্রভুর পদরেণুগণ
[illegible] পরিচয়,
শ্রী[illegible]
[illegible] প্রমোদ-[illegible]তে,
গৌ[illegible]
[illegible] গাঁথে।
[illegible]
[illegible]-ধারা,
[illegible] —
[illegible] উন্মাদনা।
শ্রীভক্তি[illegible]
[illegible] বেশে,
[illegible] চাহিয়া আছি,
[illegible]-প্রসাদ-রসে।
এ'নহে কাহিনী এ'নহে স্বপন,
নয় নয় উপকথা,
গুরু-কৃপাঞ্জনে বিকচ নয়ন
হেরিছে বাস্তবতা।
গৌড়ীয়গগনে আচার্য্যভাস্কর
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী,
প্রভায় তাঁহার অভক্তি আঁধার
ত্রাসেতে গেল সরি'।
গুরুভোগী যত কপটীর দল
ভাস্কর মানি' তাঁ'য়,
বাণী-বিনোদন-কুঞ্জ তেয়াগি'
ঊর্দ্ধশ্বাসেতে ধায়।
সত্য অসত্যে হয় না আপোষ,
মিলে না [illegible] রাতি,
সাধু অসাধুতে পীরিতি থাকে না,
চেতন কি জড়-সাথী ?
যেথা অসত্য সত্যস্বরূপ
[illegible] (?) চলিতে চায়,
অন্যায় যেথানে পরম ন্যায়ের
[illegible] হায় !
বজ্র হইতে কঠোর তথায়
আচার্য্য প্রভুর মূর্ত্তি,
কুসুম চেয়ে কোমল আবার,
সেথায় সেবার স্ফূর্ত্তি।
(গৌর) রাধা-নিত্যজন পতিতপাবন
আজ না আসিত যদি,
গৌরবাণীর অতুল [illegible]
কে বিলা'ত নিরবধি ?
কপটকুলের মোহজাল হ'তে
উদ্ধার করিত কে বা,
অযুত উপায়ে কে বা শিখাইত
রাধার হরির সেবা ?
কে বা বুঝাইত সহজ ভাষায়,
[illegible]-কৃপাগাথা,
শ্রী[illegible] মরু-ধরণীতে
তিনি যে কি ধনদাতা ?
ভক্তিবিনোদ [illegible]
কে জানা'ত পরিচয় ?
কে জানা'ত হায়। আম্নায় ধারার
কত যে করুণা রয় ?
গৌরশক্তিধর আচার্য্যপ্রবর
করিতে জীবের হিত,
[illegible] কীর্ত্তন-অনল
করিলা প্রজ্বলিত।
[illegible] জীবনের সঞ্জীবনী সুধা
হরিকথা-সংকীর্ত্তন,
[illegible] ইঁহা বাদর করিয়া
[illegible] নিরঞ্জন।
শ্রীরূপ প্রভুর চরণরেণুর
[illegible]রাশি,
পুরী প্রভুর ব্যক্ত করিলা,
রূপানুগজনে আসি'।
[illegible] অন্ত-অভিলাষ,—
'[illegible]'রে হানি'
প্রকাশ করিলা শ্রীচৈতন্যদেব
[illegible] বাণী।
(সং) শিক্ষাষ্টবাণীর মূর্ত্তপ্রকাশ,
যুক্তবৈরাগ্যাধার,
গুরু-গৌরাঙ্গের অভীষ্টপূরণ
নিত্য কৃত্য তাঁ'র।
আচার-প্রচার—দুই নহে কভু,
একত্বাৎপর্য্যময় ;
আচার্য্য বরের শ্রীপদকমলেতে
দীপ্ত আদর্শ সব।
(কৃষ্ণ) বিরহ-আকুল-হৃদয় গম্ভীর,
উদার করুণা ভরা,
বদনে তাঁহার অন্য দিগন্তর
বিমুখতা নাশে ত্বরা।
ব্রজের করুণা মূরতি ধরিয়া এসেছে,
এসেছে আজ,
নিত্য আনন্দের প্লাবন আগাতে
[illegible] মাঝ।
এসেছে গো হেথা, আম্নায়বাণীর
বন্যা বরষা-ধারা,
ভাঙ্গিতে অযুত অভক্তিবাদের
বিশাল দম্ভ কারা।
[illegible] গলাবে কঠিন পাষাণে,
তুহিনের দিবে প্রাণ,
অচিরেই দীক্ষা লভিয়া গাহিবে
সে স্তুতি গান।
আসিবে এমন মহান্ লগন
যেদিন জগতবাসী,
অজ্ঞজ্ঞানের গরব তেয়াগি,
মিলিবে চরণে আসি'।
অপ্রাকৃত এ দানের মূলে
ধরিয়া অতুল দান,
জটিল [illegible] বিশ্ব-সমস্যার
পাইবে গো সমাধান।
খুঁজিবে তখন কৃষ্ণ[illegible],
ভোগের কামনা ছাড়ি'
বিশ্বের যত শ্রেষ্ঠ উপাদান
পূজিবে সে গিরিধারী।
এ মহাদানের মহিমার গাথা
জানিনা গাহিতে আমি,
জড়ের মেলায় র'য়েছি মগন
সারাটী দিবস-যামি।
ভক্তি-বিনোদ গৌরবাণী-পুরী
কত যে করুণাময়,
লয় না আমার বিমুখ পরাণ
বিন্দু সে' পরিচয়।
(কোটি) জন্মজন্মান্তরে যেন কোনদিন
দীনহীন এই জন,
অকপট চিতে শ্রীপদরেণুতে
করে আত্মনিবেদন।
আত্মনিবেদন হয়নি আমার
জানহে অন্তর্যামী,
তাইতো বন্দনা জাগে না, জাগে না,
হ'য়েছি বিষয়-কামী।
দেব ! কবে বা তোমার অভয় চরণ
করিয়া সমাশ্রয়
উচ্চারিব সদা নিষ্কপটে আমি
'আম্নায়-ধারার জয়' ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ হৃষীকেশ ভৃত অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

——::[*]::——

শ্রীগুরুদেব আচার্য্যরূপী ভগবান্। কৃষ্ণরূপা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ। শ্রীগুরুদেব বিভুবস্তু। তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব—সেবক-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবই আশ্রয়তত্ত্ব গুরুরূপে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইয়া ছয়টি বিভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান—১। গুরুতত্ত্ব, ২। শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, ৩। অংশাবতার শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব, ৪। স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ, ৫। শ্রীগদাধরাদি নিজশক্তিতত্ত্ব এবং ৬। স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন হইলেও—এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাস। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবানই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অতিমর্ত্ত্যবস্তু। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি অমরবস্তু, নিত্যবস্তু। তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্তু। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। শাস্ত্র বলেন,—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মানন্দ নহে তা'র এক বিন্দু॥
কৃষ্ণসাম্যে নহে তা'র মাধুর্য্য-আস্বাদন।
কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।
মুক্তি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥

শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ দাস নহেন। তিনি অসমোর্দ্ধ বস্তু—তিনি দাস-কৃষ্ণ—সেবক-কৃষ্ণ। তিনি ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া শক্তি-মত্তত্ত্ব নহেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমাধীন। গুরু ও কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কেহ কাহাকেও এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ গুরুপ্রিয়তম এবং শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রিয়তম। কৃষ্ণই গুরুর সর্ব্বস্ব এবং গুরুও কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব। গুরুর মত এত প্রিয় কৃষ্ণের আর কেহ নাই। গুরুকে লইয়াই কৃষ্ণের সব। কৃষ্ণ গুরুর প্রাণ এবং গুরু কৃষ্ণের প্রাণ। প্রণয়রজ্জুদ্বারা পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ে আবদ্ধ। কৃষ্ণ গুরুর জন্য পাগল, গুরু-কৃষ্ণের জন্য পাগল। গুরু কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যস্ত, কৃষ্ণও গুরুর সুখের জন্য সতত ব্যগ্র। কে কাহাকে বেশী সুখ দিতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ পরস্পরের মধ্যে প্রেমের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। শ্রীগুরুদেব নিজ প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই নবনবায়মানভাবে সেবা করিয়া আনন্দ প্রদান করিতেছেন। কৃষ্ণসুখবিধান ছাড়া তাঁহার আর অন্য কৃত্য নাই। সেই কৃষ্ণ-প্রিয়তম মধুররসরসিক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আমরা আমাদের নিত্যপ্রভুরূপে—নিত্যরক্ষক, নিত্যপালক ও নিত্যনিয়ামকরূপে পাইবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। আমরা সকল বিষয়ে অযোগ্য হইলেও অদোষদর্শী প্রভুর অযাচিত কৃপা আমাদের প্রতি অজস্র বর্ষিত হইতেছে। সুতরাং কত আশাভরসা আমাদের। আমরা মহাদোষী হইলেও তিনি অদোষদর্শী অর্থাৎ কাহারও দোষ দর্শন করেন না। আমরা পতিত হইলেও তিনি পতিতপাবন। আমরা দুর্ব্বল হইলেও তিনি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, দীনের বন্ধু। আমরা নির্ব্বোধ হইলেও তিনি মহাপণ্ডিত। আমরা বহির্ম্মুখ হইলেও তিনি দয়া-পরবশ হইয়া আমাদিগকে অন্তর্ম্মুখ করিবার জন্য উদ্গ্রীব। আমরা জানি বা না জানি, তথাপি তিনি আমাদের নিত্যপ্রভু। আমরা সর্ব্বদোষাকর হইলেও তিনি সর্ব্বগুণালয়, মহামহাবদান্য ও পরম দয়াল। আমরা অযোগ্য হইলেও তাঁহারই নিত্যভৃত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক; জানিনা, শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যপ্রভুরূপে বরণ করিবার সৌভাগ্য আমাদের কবে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, শ্রীগুরুপূজাও নিত্য। গুরুর না হইলে গুরুপূজা হয় না। গুরুর হওয়াই—নিজেকে গুরুর কিঙ্করানু-কিঙ্কর বলিয়া জানাই শ্রীগুরুপূজায় অধিকার। অকিঞ্চনই গুরুর প্রকৃত সেবক। শরণাগতই গুরুদাস। গুরুদেবতাত্মাই গুরুর সেবক। গুরুদাস কৃষ্ণের বড় প্রিয়। গুরুর সুখেই কৃষ্ণের সুখ। গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা। যেখানে গুরু, সেখানে কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই গুরু। গুরুকে লইয়াই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব এবং কৃষ্ণকে লইয়াই গুরুর গুরুত্ব। শ্রীগুরুদেব গোপীনাথ নহেন, তিনি গোপী-আশ্রয়বিগ্রহ। তাঁহার ভোক্তৃ অভিমান নাই। তিনি অনুক্ষণ সেবকাভিমানে মত্ত। এই গুরুদেবের ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কাম্য আর নাই। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"জগতে যত-প্রকার পূজ্যবস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম, আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজক আরও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র-প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার পূজা নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড়। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরু-পাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরু-দেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—যাঁহারা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক—এই বিচার হয় না।"

কেহ কেহ শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ কল্পনা করিয়া ভগবানের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বিচার ঠিক নহে। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও ভগবানের নিত্যানিক পার্ষদ—ভগবানের পরম প্রিয়তম। ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের প্রিয়তম বলিয়া জানেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—সকলেই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃতদৃষ্টি করেন না। শুদ্ধভক্তগণ গুরু ও কৃষ্ণে অভেদদৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়া জানেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ, বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না, ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর। শচী-নন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জান এবং শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম জানিয়া সর্ব্বক্ষণ স্মরণ কর।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও লিখিয়াছেন,—

শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দ-নন্দন সনে,
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দপ্রিয়জন গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন॥
জগতে প্রকট তাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণ ধরি' তাদেশ সদা স্মরি
ভক্তিবিনোদ দেহ' বল॥
গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ নিত্য প্রভু॥

শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-কৃষ্ণ-ভোক্তৃকৃষ্ণের লেশমাত্র স্বভাব নাই। শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণভোগ্য—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, ইহাই শুদ্ধভক্তের বিচার। গুরু তিনপ্রকার—শ্রবণগুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রগুরু। অনেক স্থলে বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বা শ্রবণগুরু এবং ভজনশিক্ষাগুরু একই ব্যক্তি হন। শ্রীগুরু-দেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দমূর্ত্তি। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্যনাশ্রীবন নহেন। শ্রীগুরু-দেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎশক্তিরূপে নিত্য বিরাজমান, কিন্তু কেবল সম্বিৎশক্তির পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী হইয়া পড়িতে হয়।

শ্রীগুরুদেব দয়ার সাগর। তাঁহার দয়ার একবিন্দু পাত হইলে জীব পরমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইতে পারে। শ্রীগুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন, তিনি গোলোকস্থিত, তিনি অবতার, অপ্রপঞ্চ হইতে কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তাঁহার ন্যায় অনুপম রূপ আর কাহারও নাই। তাঁহার সেই অসামান্য, অতিমর্ত্ত্য সৌন্দর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়নমন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু শ্রীল আচার্য্যদেবের পদ-নখ-শোভা-দর্শনের সৌভাগ্য হইল না যার স্বরূপ থাকিতে হয় না, স্বরূপে বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীরূপের—শ্রীরূপানুগবিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যলাভের সৌভাগ্য হয়। স্বরূপ লাভিয়া শ্রীরূপের বা শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীবের সেবাসৌভাগ্য হয় না। গৌর-জন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদিগ্রহ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু যেরূপ শ্রীরূপের অনুগত, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও সেইরূপ শ্রীরূপানুগ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগ। তদনুগ, স্বতন্ত্রানুগ এই মহাপুরুষপ্রবরের অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টির মধ্যে যাহাতে পড়িতে পারি—ইহাই শ্রীগুরুপূজা-বাসরে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা।

প্রথমেই নমস্কার করিতে হইবে অর্থাৎ কানটি পাতিতে হইবে। প্রথমে শিষ্য হওয়া, তারপর গুরুসেবা। শিষ্য বা শ্রৌতপন্থী নিশ্চয় সিদ্ধান্ত পাইবেন—কৃষ্ণকে পাইবেন। গুরুদেবের নিকট তদ্বিষয়ে কোন সংশয় বা দ্বিধা নাই। কৃষ্ণ যাঁহার বশীভূত, সেই গুরুদেবের বন্ধু নিকট যেখানে কৃষ্ণকে পান। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরু শিষ্যের সমানাধিকার নাই। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা বৈরাগ্য ও সর্ব্বশক্তি লইয়া তাঁহার সেবা বলিয়া ধন্য হইবার জন্য তাঁহার দাসপ্রার্থী। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণৈকপ্রাণ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বক্ষণ একমাত্র সর্ব্বময় নিত্যসেবক। এ জগতের পরজগতের—সকল সম্বন্ধই তাঁহার

করতলগত। তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য পাইলে নিরানন্দ আর কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহাকে লইয়া আনন্দমূর্ত্তি কৃষ্ণেরও আনন্দ, তাঁহার সঙ্গ ও কৃপাই যে মঙ্গললাভের একমাত্র উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীকৃষ্ণের নিজজন আজ ভিক্ষুকের বেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু আমরা এমনই হতভাগা যে, তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না, তাঁহাকে আপনজন বলিয়া বরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি যে একমাত্র বিশ্বের বান্ধব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? কর্ণপথ বা শ্রৌতপথ ছাড়িয়া অন্য ইন্দ্রিয়ের পথাশ্রয়ই ইহার মূল কারণ। সুতরাং আজ শ্রীগুরু-পূজার দিনে মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া দৃঢ়তার সহিত শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া প্রকৃত শ্রৌতপন্থী বা শিষ্য হইবার সৌভাগ্য আমাদের হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রৌতপন্থী না হইলে বাসনানল হৃদয়কে দগ্ধ করিবেই। কর্ণের পথ ছাড়িয়া বা শাস্ত্রানুশাসন পরিত্যাগ করিয়া এই চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া বা মাপিয়া লইবার ইচ্ছা হইবে, তখনই আমাদের সর্ব্বনাশ। গুরুকৃপা হইলে মায়াবাণীর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শ্রীসেবা-সম্রাজ্ঞীর কৃপাবলে ধন্য হইতে পারিব।

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বত্রই আছেন। সমগ্র জগৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট, সুতরাং কাহারও অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নয়। গৌরকরুণাশক্তি শ্রীগুরুদেবের দয়ার তুলনা নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে দয়া করিবার জন্য প্রস্তুত। সূর্য্যের কি আলো-বিতরণে কৃপণতা আছে? দরজা খুলিলেই হইল। শ্রীগুরুদেব জীবন্মৃত আমাদের সকলের জীবন-দাতা, ভবরোগের সদ্বৈদ্য এবং সকলের একমাত্র বন্ধু। জন্মমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার সাধ্য আর কাহারও নাই। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হইয়াও ঈশ্বরের সেবকরূপে আমাদিগকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তাঁহাতে আকর্ষণ-ধর্ম্ম আছে। তিনি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে আমাদের যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক অনায়াসে দূরীভূত হইবে। তাঁহার কৃপাই মায়াপাশ হইতে উদ্ধারের একমাত্র সম্বল। তাঁহার পদধূলি আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হউক—

আজন্মনিকুঞ্জ রহিয়াছি যাহে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদাচার্য্যপাদাজ্জরেণু স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী)

আজ নিত্যারাধ্যতম, পতিতপাবন, অধমতারণ, দীনের বন্ধু, কাঙ্গালের ঠাকুর, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, নিত্য নিত্য প্রভু, হৃদয়দেবতা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথি। আমরা দীন হীন কাতর হইয়া অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে এই পরমপবিত্র তিথির পূজা করিলে পরম করুণাময় শ্রীশ্রীআচার্য্যভাস্কর কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়গুহায় আবির্ভূত হইয়া অনাদিকালের সঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকাররাশি বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বারাজ্যসিংহাসন স্থাপনা করিবেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শুধু এই বিশ্বের কেন, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মপূজাই নিখিল জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মের কৃপা যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিও জগৎ উদ্ধার করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের পূজা প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিনের প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাসের প্রারম্ভে, প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে, প্রত্যেক কার্য্যের আরম্ভে, অনুক্ষণ যদি না হয়, তাহা হইলে অন্য কোন ইতরবস্তুর পূজায় আমরা আকৃষ্ট হইবই। যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের একমাত্র আশ্রয়, যিনি আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আকর্ষণ করিতেছেন, অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণমুখে যদি সেই নিত্যারাধ্যতম প্রভুর শ্রীপাদপদ্মপূজা না করি, তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইতেই হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণশক্তি—কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তাঁহার কৃপাকর্ষণের মধ্যে পড়িতে পারিলে এ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের ভাল-মন্দ আমা-দিগকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতে পারিবে না। এই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর শোক, মোহ, ভয় থাকে না—সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবাবিস্মৃত পতিত আমাদের উদ্ধারের জন্যই পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবলীলা। হতভাগ্য আমি আজ আমার হৃদয়দেবতাকে বিস্মৃত হইয়া, অন্যরাগে জর্জ্জরিত হইয়া, মনোধর্ম্মে প্রণোদিত হইয়া শ্রেয়ঃকে শ্রেয়ঃ, মনোধর্ম্মকে আত্মধর্ম্ম, আমার সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের বিচারকে বিবেকের বাণী মনে করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছি এরূপ অসময়ে কে আমাকে রক্ষা করিবেন যদি শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম আমাকে এই সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া হরিভজনে অগ্রসর হইবার কৌশল ও সদুপদেশ প্রদান না করিতেন। শ্রীগুরু-দেবের কৃপা যে মুহূর্ত্তে রহিত হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই নানাপ্রকার সংশয়, সন্দেহ আসিয়া আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়া দিবে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥

শ্রীগুরুদেব অভিন্ন শ্রীবলদেব। শ্রীবল-দেবের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় ভিন্ন কৃষ্ণের বশ্যতা হয় না—ভক্তিলতা বাঁচে না। শ্রীগুরুনিত্যা-নন্দের কৃপা ব্যতীত কেহ কখনও হরিভজন করিতে পারে না। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ যাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, তাঁহারই মঙ্গল হয়। তাঁহার কৃপাতেই শ্রীচৈতন্যলীলা স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়।

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিতে যে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন॥

গুরুপূজা ব্যতীত গৌরাঙ্গপূজা ও গোবিন্দপূজা হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দের প্রকাশবিগ্রহ। এ জগতে তাঁহাদিগকে দান করিবার জন্যই শ্রীগুরুদেবের অবতরণ। সেব্য-ভগবানই তাঁহার সেবা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য সেবক-ভগবান্ শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মরূপে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সেবক-ভগবানই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম বা শ্রীব্যাসদেব। তাঁহার পূজাই—শ্রীগুরুপূজা, শ্রীআচার্য্যপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা। এই শ্রীব্যাস-গুরুদেবের পূজার প্রণালী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপভাবে বলিয়াছেন,—"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার কর্‌বে, গুরুদেবকেও সেইরূপ বিচার কর্‌বে, কোন অংশে কম মনে কর্‌বে না। সাধুসকল—পণ্ডিত সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। যদি তা না করেন তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যা'বেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশ-মূর্ত্তি না জান্‌লে কোনদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবাশিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়বিগ্রহ হইলেও পূর্ণ আশ্রয়বিগ্রহ নহেন—তাঁহার প্রকাশ। শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ কৃপাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-রূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি ভগবৎ-সেবাশিক্ষাদাতা। তিনি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার পূজা বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানের পূজা অপেক্ষাও বড়। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানের সহিত আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের যে প্রকার সম্বন্ধ, বৈষ্ণবের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেইপ্রকার সম্বন্ধ নহে। শ্রীগুরুদেব ভোক্তা নহেন। তিনি কৃষ্ণপ্রিয়তম। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বকাল সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ—এই দর্শন না হইলে প্রকৃত গুরুদর্শনই হয় না।

মহাসৌভাগ্যফলে আজ আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সাক্ষাৎকার পাইয়াছি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক অযোগ্য আমাদিগকে যোগ্যতা প্রদান করিবার জন্য—তাঁহার শ্রীচরণতলে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য প্রদানের জন্য নিজ-গুণে আমাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যাঁহার কোন সন্ধান পান না, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ আবির্ভাব-তিথি। আজ আমরা তাঁহার কৃপায় তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথাশ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদর্শন ও পূজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। কতভাগ্য আমাদের! কিন্তু হায়! তাঁহার এত অযাচিত করুণাতেও আমাদের কঠোর প্রাণ একটুও বিগলিত হইল না, চিত্ত দ্রবীভূত হইল না। আমার মন এতটা বহির্ম্মুখ যে, কিছুতেই সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে পারিতেছি না। তাঁহার অপার করুণার কথা কেহ কোনযুগে কোনকালে বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না। জগতের প্রতি তাঁহার কত করুণা! আশ্রিত সেবকগণের প্রতি তাঁহার যে বাৎসল্য, তাহার তুলনা এ জগতে পাওয়া যায় না। এ কথা আমরা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কোটি কোটিবার বলিতে পারি যে, এ জগতে করুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ন্যায় জীবদুঃখকাতর ও বাস্তবসত্যের কীর্ত্তনকারী আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার শাসন অপরাধিগণের আমাদের নিকট যতই আপাত-কঠোর বা নির্ম্মম বলিয়া মনে হউক না কেন, তন্মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব ও অকৃত্রিম পরদুঃখ-কাতরতার ও স্নেহপূর্ণ কোমল হৃদয়েরই প্রকৃষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ সকলের জন্যই তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেছে। যিনি বিন্দুমাত্রও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনি কখনও তাঁহার করুণার কথা ভুলিতে পারিবেন না। তিনি আমাদের ভজনরাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, হরিভজন করিতে আসিয়া ভজনহীন অলস জীবনযাপন করা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। যাহাতে আমরা হরিভজনে সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যতালাভ করিতে পারি—যাহাতে আমাদের জড়তা, অন্যমনস্কতা ঘুচিয়া যায়—হরিভজনের পথে খুব তীব্র গতিতে চলিতে

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

পারি—অন্যাভিলাষ, ইতরচিন্তা নষ্ট হইয়া যায়, যাহাতে সর্ব্বক্ষণ সজাগ হইয়া আরাধ্যবস্তুর সেবায় আত্মনিবিষ্ট থাকিতে পারি, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ আপাত-তীব্রবাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদের সংশোধনের যত্ন করেন। তাঁহার সমস্ত আচরণই আমাদের মঙ্গলের জন্য। যিনি শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইবেন, তাঁহাকেই তিনি কৃপা করিবেন। দেহাত্মবোধের বীজ, যাহা আমাদের আনখকেশাগ্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা ব্যতীত কিছুতেই অপসারিত হইতে পারে না। আমরা শত শত জন্মের চেষ্টাবলে যে অনর্থের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারি না, তাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিন্দুমাত্র শুভদৃষ্টিফলেই অপসারিত হইয়া যায়। তাঁহার কৃপাদৃষ্টির মধ্যে না পড়িতে পারিলে হরিভজনের প্রবল পিপাসা জাগে না। যাঁহার প্রতি তাঁহার কৃপা হইয়াছে, তিনিই হরিভজনের পথে খুব তীব্র গতিতে চলিতে পারেন, বাধাবিঘ্নাদি তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। যতই বাধাবিঘ্ন আসে, তিনি ততই দ্রুতগতিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। হরিভজনের পথে কি ভাবে চলিতে হইবে, তাহা তাঁহার বাণীতে পাই—"জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুবর্গের নাম প্রাণের আর্ত্তির সহিত চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যদি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা পথ দেখাইবেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান বা মীমাংসা করিয়া দিবেন। আকিঞ্চন বা কান্নাকাটি হইলে তাঁহারা অবশ্যই দয়া করিবেন, কিছু রাখিয়া দিতে হইবে না। সম্বন্ধটী ঠিক রাখিয়া যদি গুরুবর্গের ইচ্ছার সহিত dovetailed হইয়া থাকা যায়, তাহা হইলে সবই মঙ্গল। 'গুরুবর্গ আমার, আমি তাঁহাদের'—এই সম্বন্ধটী দৃঢ় হইলে তবেই কল্যাণ হইবে।

শ্রবণকীর্ত্তনটা যেন routine work না হ'য়ে যায়, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। আদরের সহিত, রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে। প্রত্যেক কাজটাই প্রাণ থেকে হওয়া চাই, তা'হ'লে সেবা হ'বে। নিজেকে সংশোধন কর্‌তে হ'বে, কিন্তু তা' না ক'রে যদি আমি বলি, বিষয়াভিনিবেশ আমি কিছুতেই ছাড়ব না, আমি আমার কাজ কর্‌বই, তা'তে মহাপুরুষগণ যতই রক্ত খরচ করুন না কেন, তা'তে কি হ'বে? নঙ্গর পোতা থাক্‌বেই, কিছুতেই উঠাব না, আবার কেহ উঠাতে গেলে তাঁ'কেও কোন রকমে উঠাতে দিব না—এরূপ কর্‌লে কি হরিভজন হ'বে? নঙ্গর না তু'লে—বিষয়াসক্তি না ছেড়ে কেবল দাঁড় টান্‌লে হ'বে না। যে সকল কথা বলা হইল, সেগুলি যদি হৃদয়ে দাগ কাটিয়া বসে, তবেই মঙ্গল হইবে। আমরা তাঁ'কে না চাইলে তিনি আর কি কর্‌বেন।"

এই পরমকরুণাময় পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মে কি আমরা আত্মসমর্পণ করিতে পারিব না? তিনিই যে নিখিলে আমার একমাত্র প্রভু—একথা উপলব্ধি কি আমাদের হইবে না? তাঁহার পূজা—তাঁহার প্রীতিবিধানেই যে শ্রীগৌরসুন্দরের, নিখিল বৈষ্ণববৃন্দের পূজা—প্রীতিবিধান হয়, একথা কি তাঁহার কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হইবে না? আমি যে একমাত্র তাঁহারই নিজ নিত্যদাস, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার একমুহূর্ত্তও চলিবে না, এরূপ ভাব লাভ কবে হইবে? দীন হীন পতিতের তিনি ছাড়া যে আর কেহ নাই—একথা কবে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূতির বিষয় হইবে? যেদিন বুঝিতে পারিব—'শ্রীগুরুদেব আমা লাগি পতিতপাবন', সেই দিনই আমার গুরুপূজার সার্থকতা হইবে। তাই আজ শ্রীশ্রীগুরুপূজাবাসরে এ পতিতের প্রার্থনা—

এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি' নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি॥

শ্রীশ্রীগুরুপূজাবাসরে বিজ্ঞপ্তি

(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস)

আজ শ্রীশ্রীগুরুপূজাবাসর। শ্রীগুরুদেব শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠজন শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নবিগ্রহ পতিতপাবনাবতার। শ্রীগুরুদেব আমাদের পূজ্য ও নিত্য আরাধ্য বস্তু। গুরুপূজার নামে লঘুর পূজা গুরুপূজা নয়। শ্রীগুরুদেব যে সে নর নন। তিনি মর্ত্ত্য জীববিশেষ নহেন। শ্রীগুরুদেব কে? তদুত্তরে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। শ্রীভগবানই মাদৃশ অজ্ঞানান্ধ সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান, ত্রিতাপদগ্ধ ক্ষুদ্র জীবের পরিত্রাণের জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে, বরলোক হইতে অবরলোক এই মরজগতে আচার্য্যরূপে গুরুরূপে—প্রকাশিত হন। শ্রীআচার্য্যদেব সেবক ভগবান্। তিনি জীব নহেন—জীবপ্রভু—কপট-মানব। তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করিলে অনন্ত রৌরব অবশ্যম্ভাবী।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ভাগ্যবান্ জনই শ্রীগুরুদেবের সন্ধান পান। অল্পভাগ্যে শ্রীগুরুদেবের সন্ধান পাওয়া যায় না। যাঁহার প্রতি ভগবান্ কৃপাবর্ষিত হয়, ভগবান্ যাঁহাকে আপন—আত্মসাৎ করিয়া লইতে চাহেন, তাঁহার ভাগ্যেই গুরুর সন্ধান মিলে। অত্যন্ত সৌভাগ্যের ফলে বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলস্বরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম লাভ হইলে সর্ব্বস্বমঙ্গল লাভ হয়। যে শ্রীগুরুদেব আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া আমাকে ভগবৎপাদপদ্মে লইয়া যাইবার জন্য পতিতপাবনরূপে বরাভয়মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে বিদ্যমান, আমি না চাহিলেও, না ডাকিলেও যিনি অহৈতুকী কৃপাবশতঃ আমাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় দিতে প্রস্তুত, পরদুঃখকাতর সর্ব্বজীবপ্রভু, তুরিয় সেই নিত্যবান্ধব প্রভুর পূজার দিন কৃপাপূর্ব্বক আজ সমুপস্থিত।

শ্রীগুরুদেব নিত্য। তাঁহার পূজাও নিত্য। তিনি খণ্ডকালের অন্তর্গত নহেন। সুতরাং তাঁহার পূজাও খণ্ডকালের বা খণ্ডিত বস্তুর অন্তর্গত নহে। শ্রীগুরুদেবের পূজা নিত্য হইলেও স্বল্পায়ুষ্মান্ জীব আমি প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি ক্ষণে প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে তাঁহার অমন্দোদয় দয়ার কথা, তাঁহার অপার মহিমার কথা বিস্মৃত হই বলিয়া—তিনি যে আমার একমাত্র আপনজন, আমার নিত্যপ্রভু, নিত্যবান্ধব—ইহা ভুলিয়া যাই বলিয়া তাঁহার প্রকটারূপা কোন বিশেষ তিথি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মপূজার স্মারক-দিনরূপে উদিত হইয়াছেন।

অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবের পূজাও অপ্রাকৃত। জড় হাড়মাসের দ্বারা, জড় দ্রব্যের দ্বারা শ্রীগুরুপূজা হয় না।

আজ এই শুভক্ষণে, শুভদিনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভৃঙ্গগণ—শ্রীগুরুদেবের একান্ত নিজজনগণ যে কিরূপ আনন্দ, উৎসাহ, ব্যগ্রতা ও ব্যস্ততায় নিমগ্ন, মনে-প্রাণে অন্তরে-বাহিরে কিরূপ অনির্ব্বচনীয়, অভাবনীয় ভাবে বিভোর, তাহা কে বর্ণনা করিবে? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহাদের হৃদয় বিমল আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। আজ প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া তাঁহারা 'আরাধ্য দেবতার' পূজা ক'রবে—আজ সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাঁহার কমলাবনিন্দিত শ্রীচরণযুগলে প্রস্ফুট আত্মাঞ্জলি প্রদান করিয়া জীবন সফল করিবেন—অস্ফুট, স্ফুটপ্রায় কলিকা-নিচয়কে প্রভুপাদপদ্মে পূর্ণতঃ—নিবেদিত হইতে সাহায্য করিবেন, এই আশায় তাঁহারা সতত ভরপুর। দেহের চিন্তায়, স্নানাহারে তাঁহাদের দৃক্‌পাত নাই। একমাত্র প্রভুর চিন্তায় তাঁহাদের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা আজ সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বতোভাবে গুরুপূজার জন্য ব্যাকুল। বাহিরের কোন ব্যাপারে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট নাই।

এত বড় অপূর্ব্ব, অমূল্য, সুযোগ পাইয়াও আমি বঞ্চিত। আমি দম্ভ, গর্ব্ব, কপটতার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শ্রীগুরুপূজার আড়ম্বর-প্রদর্শনকারী। শ্রীগুরুদেব একান্ত শরণাগতের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমি সর্ব্বাত্ম-সমর্পিত হইয়াছি কিনা একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি কি? বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ আমাকে পিষ্ট করিতেছে কেন? অমৃতের সন্ধান পাইয়াও আমি মৃত্যুর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছি কেন? কাঞ্চনের সন্ধান পাইয়াও আমি কাচের জন্য লালায়িত কেন?

হে পতিতপাবন, দীনজনপাল শ্রীগুরুদেব! আপনার সুস্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমার কোনই অবস্থা গোপনীয় নাই। যাহা আমার স্থূল দৃষ্টিতে প্রতীয়মান, তাহাও আপনি অবগত আছেন। আমার লক্ষ্যের বাহিরে, ধারণার বাহিরে, কল্পনার বাহিরে যাহা আছে, এমন কি, আমার যে অবস্থা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না তাহাও আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। আমি যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে ও আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছি, আমাকে ফাঁকি দিতেছি, তাহাও আপনার সুস্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়িতেছে। কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈব, মায়ার এমনই প্রহেলিকা যে, এত জানিয়া শুনিয়াও উন্মুখতা জাগিতেছে না—বিষয়ভোগের পিপাসা নিবৃত্ত হইতেছে না। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ ভোগে প্রমত্ত। ইন্দ্রিয়াধিপতি মন সর্ব্বদাই আপনার শ্রীপাদপদ্ম হইতে আমাকে দূরে রাখিতে চেষ্টান্বিত। এই দুরবস্থায় আপনার অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র ভরসা। আমার কোন সাধনবল নাই, আমার সদ্গুণ নাই, আমি সর্ব্বদা অসৎ কার্য্যে ধাবমান, অসৎ কথা হইতে আমার চিত্ত বিরত হয় নাই। পরচর্চ্চা, পরনিন্দায়, জীবোদ্বেগ প্রদানে আমার রুচি রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার শ্রীপাদপদ্ম পূজা ত' দূরের কথা, এই শুভদিবসেও আপনার পদযুগল পূজা করিবার জন্য আমার তীব্র রুচির উদয় হইতেছে না। আপনার শ্রীপাদপদ্ম-পূজার আরতির শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। আপনার শ্রীপদপূজার কোন উপকরণ আমার নাই। আমি অন্ধ হইতেও অন্ধ, পঙ্গু হইতে পঙ্গু, মূক হইতেও মূক। আপনি অন্ধের চক্ষু উন্মীলিত করেন, পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করাইতে পারেন, মূককে বাচাল করেন এবং কাককে গরুড় করেন, এত বড় আপনার অসীম কৃপা। আমি সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, আর আপনি পতিতপাবনবর। 'যে যত অযোগ্য হয়, তত দয়া তত তার।' কত বড় আশার কথা, কিন্তু প্রভো, আমি ত' শুধু অযোগ্য নই, আমার মত পাপী আর কেহ নাই, শুধু পাপী নই আমি কোটী কোটী অপরাধে অপরাধী। অপরাধের ফলে আমার চিত্ত পাষাণের ন্যায় কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। চেতনতার লেশ [illegible] না। আমার কি শুধু অপরাধই সার হইবে? আমি কি শুধুশুধু বঞ্চিত হইব? আমি কি আপনার কৃপা পাইব না? আমি যেন আপনার পাদপদ্মমধুলুব্ধ [illegible], আপনার অন্তরঙ্গ জনগণের [illegible] বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে ছুটিতে [illegible]। তাহা হইলে আমারও শ্রীপাদপদ্মে [illegible] নিবেদিত হইবার সৌভাগ্য একদিন না একদিন হইবেই হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅখণ্ডমন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
সেবক—শ্রীভববন্ধু দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীশুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীবড়াবতার দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধর মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীদামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীজগদানন্দদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
রাউতারা (শ্রীবাস হরের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীপুরুকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়ন মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ তাঁমলুকি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরাম-স্মরণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদবাশ্রবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাপাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীবৃন্দাবনচৈতন্যমঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রশেখর দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা মথুরা
সেবক—শ্রীরামশরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখশাহী
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপাভিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীধর্ম্মাণ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমরদি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরদি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাণীবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দ্র ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাঙ্কেষ্টার রোড, ষ্টাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅভয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরাবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীযতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৪৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ লিখিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রপ্রমাণে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারগণের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ টীকা পদ্যানুবাদসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ স্বভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থ শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহাশয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ পারমার্থিক জীবনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও [illegible] যে মৌলিকত্ব অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা [illegible] প্রত্যেক [illegible] অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশ্লোক [illegible] সমস্ত পদার্থ শ্লোকের সঙ্গে তাহার অন্বয় ও ব্যাখ্যা। তাহার [illegible] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, শ্রী [illegible] [illegible] এই সংস্করণে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার [illegible] অতি সুলভ ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷° আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-২৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-২৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯		..	১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬ ৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	..	. .	৯-৩১	.	..	.	....	..
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-১৯	৮-৭০	১০-৬	১৫-৫৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪ ৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
দমদম" ১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫১
" ছাঃ ১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৪
(বদল) ছাঃ ১৩ ৪১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪ ৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ ১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-৩৩

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৬-১৪	৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "		৬-২৩	৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-৫৭	৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ		..	.	.	১৫-৫৬	১৭-৪২		..
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১ ২৫	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৪-১
মহেশগঞ্জ " ১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-৪৪
ছাঃ ১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-২৭
(বদল) ছাঃ ১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ ১৮-৫৯
" ছাঃ ১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ ২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপার্থিব বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সজ্জনসংঘের যে সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸° আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::o::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৶° দশ আনা, বড় বোতল ১৶° আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
বেহালা, ২৪ প

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C 1544

অত্যাশ্চর্য্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এ গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২২ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১২ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ২৯শে আগষ্ট ইং ১৯৪১, শুক্রবার {১৪৭-৪৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ হৃষীকেশ নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::*::——

যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই ভক্তির অধিকারী। শ্রদ্ধাবান্ অশুদ্ধ নহেন। যাহার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার শ্রদ্ধা নাই। যে প্রতিষ্ঠারূপ শৌকরী বিষ্ঠা মাখে, তাহার 'হরিভজনই আমার একমাত্র কৃত্য' বলিয়া শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নাই, জানিতে হইবে। যদি ভগবৎসাক্ষাৎকারই তাহার প্রয়োজন হয়, তবে সে ভক্তিবাধক প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা মাখিয়া অপবিত্র হইবার জন্য লালায়িত হইবে কেন? প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা-লোলুপ চিত্তে ভগবান্ কখনও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না। অকিঞ্চনতাই শ্রদ্ধার লক্ষণ। যিনি শ্রদ্ধাবান্, তিনি অকিঞ্চন। ভক্ত অকিঞ্চন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার আশা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। জাগতিক কোন কিছুর জন্য আশা বা পিপাসা না থাকাই অকিঞ্চনতা। অকিঞ্চনই কৃষ্ণের প্রিয়। যে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু চায় না, সেই ত' অকিঞ্চন। অকিঞ্চনকেই গুরুকৃষ্ণ কৃপা করেন। সকিঞ্চনের প্রতি তাঁহারা সাধারণতঃ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁহাদের সাভিনিবেশ শুভদৃষ্টি অকিঞ্চনের উপর পতিত হইয়া তাহাকে আকৃষ্ট করে। অকিঞ্চনই সাধুর কৃপায় সাধুত্ব লাভ করিয়া ধন্য হয়। অকিঞ্চন বা কৃপাপ্রার্থী না হইয়া সাধুগুরুর কৃপালাভের আশা দুরাশা মাত্র। সাধু স্বতন্ত্র। ভগবদিচ্ছা সাধুর ইচ্ছার অধীন। তাঁহারা যখন তখন যাহাকে তাহাকে যথেচ্ছভাবে কৃপা করিতে পারেন। তবে এইরূপ অযাচিত কৃপা খুব বিরল। সাধু ব্যতীত ভগবৎকৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। সাধুর কৃপাদৃষ্টিই ভগবৎ-সান্মুখ্যলাভের একমাত্র উপায়। সাধুর অনুগত—সাধুর সুখানুসন্ধানরত ব্যক্তিই প্রকৃত সাধুসঙ্গী। তিনি নিশ্চয়ই কৃপা পাইবেন। সাধুই যাঁহার সর্ব্বস্ব, সাধুই যাঁহার জীবাতু, সাধু যাঁহার প্রিয়, তিনি সাধুকৃপা নিশ্চয়ই পাইবেন।

চেতনের ধর্ম্মই প্রীতি এবং এই প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। সকলেই প্রীতির সন্ধান করিতেছে। প্রীতিলাভের আশায় জীব নানা ভোগবিলাসে প্রমত্ত হইতেছে; নিজ-সুখের জন্য জীব কত শুভাশুভ কর্ম্মেরই না অনুষ্ঠান করিতেছে। পুত্রশোককাতরা জননী প্রীতিলাভের আশায় শোক করিতেছে, হরিবিমুখ জীব যে যাহাই করিতেছে—সবই নিজসুখের জন্য। বদ্ধজীব যে প্রীতির অনুসন্ধান করে, তাহা সসীম ও অনিত্য। তাই সুখানুসন্ধান করিতে গিয়া দুঃখই তাহাদের ফলরূপে লভ্য হয়। নিত্য প্রীতিময়বিগ্রহ যে শ্রীকৃষ্ণ—এ কথা তাহারা ধারণা করিতে পারে না। বদ্ধজীব অনিত্য সুখলালসায় প্রমত্ত, কিন্তু সেবোন্মুখ ভক্তগণ কৃষ্ণসুখলালসায় ব্যগ্র। হরিবিমুখতাবশতঃ বদ্ধজীবগণ অনিত্য ও মায়িক বস্তুকে আদর করিলেও ভক্তগণ ভগবান্, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হন না। বিমুখের সহিত উন্মুখের পার্থক্য এই যে, ভক্ত দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্য প্রীতির আশায় ছাড়িতে চায় না। দুঃসঙ্গ ছাড়িতে না পারার জন্যই তাহাদের অনিত্য অভিনিবেশ বা জড়াভিনিবেশ যাইতে চায় না। প্রাকৃত বস্তুসঙ্গে রত থাকিলে কেহ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া জানিতে পারে না। অসৎসঙ্গ যতদিন সুখকর বলিয়া মনে হয়, ততদিন সৎসঙ্গের চিত্তাকর্ষী মধুর আস্বাদন পাওয়া যায় না, সুতরাং সে সতের আকর্ষণের মধ্যে কি করিয়া পড়িবে? অসৎ-সঙ্গের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুরূহ হইলেও তাহা না ছাড়িতে পারিলে কোন দিন মঙ্গল হইবে না। অনর্থনিবৃত্তি করিতে করিতে অর্থের দিকে যাওয়া যায় না। সৎসঙ্গের ফলে অর্থপ্রবৃত্তি হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। ভজনাগ্রহ তীব্র হইলেই ভজন-প্রতিবন্ধক বিষয়গুলি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। ভজনশীল সাধুর সঙ্গপ্রভাবেই জীবের এই সৌভাগ্যলাভ হয়। দুঃসঙ্গ ত্যাগ না করিয়া নিত্যপ্রীতিলাভের আশা দুরাশা মাত্র।

কাষ্ঠের সিংহ যেমন হিংসা করিতে পারে না, কোমকেশ যেরূপ প্রকৃত স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান্ হয় না, সেইরূপ অনিত্যবস্তুতে আকৃষ্ট ব্যক্তি নিত্যসুখের সন্ধান পাইতে পারে না। চক্ষু বা কর্ণদ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিয়া যেরূপ ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু মুখদ্বারা খাদ্য গৃহীত হইয়া উদরস্থ হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মের দ্বারা ফল-ভোগ হয়, জ্ঞানের দ্বারা ফল ত্যাগ হয়, যথেচ্ছাচার দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয়, কিন্তু ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। গুরুবৈষ্ণবভগবানই একমাত্র প্রীতি বা ভালবাসার বস্তু। ইঁহাদের প্রতি প্রিয়ত্ব-বোধই সকল মঙ্গলের মূল। প্রিয়-লোক তাঁহাদের সুখের জন্য ব্যস্ততাই নিত্যসুখের আকর। আর দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ অনিত্যসুখের প্রতি লোলুপতাই বিবিধ দুঃখের জনক।

সাধুগণ ভগবানের সহিত প্রণয়বন্ধনদ্বারা আবদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধীর প্রতি তাঁহাদের কোন বিতৃষ্ণা নাই। আবার কৃপাপাত্রের প্রতিও তাঁহারা সকল সময় কোন বাহ্য অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না। ভক্ত বলেন, - আমার প্রীতিভাজন বা বিরাগভাজন কেহ নাই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। ভক্তের একটি ঐশী শক্তি এই যে, তাঁহার কৃপা না হইলে তাঁহার নিকট থাকিয়াও কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। ভক্ত অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবালাভের ফলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। প্রকৃত ভক্তগণ ভক্তের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া তাঁহার অতুলনীয় নিষ্কপট স্নেহে, তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তৎপাদপদ্মকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন।

ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন এবং সকলকে হরিকীর্ত্তন করিতে বলেন। ভক্ত ধর্ম্মার্থকাম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, ঐহিক ও পারত্রিক সুখকর অর্থার্জ্জন বা [illegible] সুখকর কামনা চান না। তাঁহারা স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, প্রজা, বন্ধুবান্ধব ও [illegible] নহেন। [illegible] তাঁহাদের নাই। [illegible] তাঁহারা [illegible] কোন অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। [illegible] হইয়া [illegible] ব্যস্ত না হইয়া [illegible] করেন। যশোলিপ্সাবিরহিত, চিত্তশুদ্ধিপ্রদা, কৃষ্ণানন্দদা, শুদ্ধা, কেবলা, অকিঞ্চনা, অবিমিশ্রা ভক্তিই তাঁহাদের কাম্য।

ভক্তগণ তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সদা হরিকীর্ত্তন

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

করেন। বিষয়বিরক্তিজনিত দৈন্য, নির্ম্মৎসরালুতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপ অমানিত্ব এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দান তাঁহাদের স্বভাব। বদ্ধজীব সাধুগুরুকৃপায় এই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হরিভজন করিয়া ধন্য হয়। চৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামের আবির্ভাবে বিষয়বিরক্তি স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণদাস জীব অণুচৈতন্যস্বরূপ। জড়বিষয় তাঁহার প্রয়োজনীয় নয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাদোষবশতঃ তাঁহার আজ এত দুর্দ্দশা। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত সংসার নিবৃত্ত হয় না জানিয়া জীব সম্বন্ধজ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য দ্বারা কায়মনোবাক্যে জীবনধারণোপযোগী যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করিবে। বদ্ধাবস্থায় সুখদুঃখাদি প্রারব্ধ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। চিৎস্বরূপ আমার জড়বিষয়ে কোন আবশ্যক নাই—ইহা জানিয়া দৈন্যের সহিত 'হে কৃষ্ণ! কবে আমি আপনার শুদ্ধদাস্য লাভ করিতে পারিব' বলিতে বলিতে সেবা করিতে হইবে। তৃণের জাগতিক বস্তুত্বাভিমান কিছু স্বরূপবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু বিকৃতস্বরূপ আমার জাগতিক বস্তুত্ব অভিমান সুন্দর নয়। সুতরাং কৃষ্ণদাস জীবের তৃণাদপি সুনীচত্বই বাস্তব। গুরুকৃষ্ণের দাসানুদাসত্বই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচত্ব। 'আমি হরির দাস'—এই অভিমান কীর্ত্তনকারিমাত্রেরই আছে ও থাকিবে। ইহাই কীর্ত্তনকারীর প্রথম লক্ষণ।

তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা কীর্ত্তনকারীর দ্বিতীয় লক্ষণ। তরু ছায়া ও ফলদানে ছেদনকারীর উপকার করিয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তের দয়া তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। দয়ালু কৃষ্ণভক্ত সকলের প্রতি দয়াশীল। তিনি শত্রু-মিত্র সকলেরই উপকার নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। পরদুঃখদুঃখী হইয়া তিনি জীবের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অমানিত্ব কীর্ত্তনকারীর তৃতীয় লক্ষণ। মিথ্যা-অভিমানশূন্যতাই অমানিত্ব। বদ্ধজীবের স্থূললিঙ্গদেহে যে জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী বা প্রতিষ্ঠাদি-জনিত অভিমান, তাহাই মিথ্যা অভিমান। ভক্তের বর্ণ বা আশ্রমের অভিমান নাই। শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারী ভক্ত মানদ অর্থাৎ তিনি সকলকে যথাযোগ্য মানদান করিয়া থাকেন। সকলকে কৃষ্ণদাস জানিয়া তিনি কাহারও হিংসা বা প্রতিহিংসা করেন না। তিনি মধুর বাক্যে সদুপদেশ দ্বারা সকলের মঙ্গলবিধান ক'রিয়া থাকেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণকে দৈন্যের সহিত বহুমানন করেন এবং তাঁহাদের নিকট হরিভক্তি প্রার্থনা করেন। তিনি শুদ্ধভক্তগণে সর্ব্বতোভাবে সেবা ক'রিয়া থাকেন। হরি সর্ব্বদা শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়। আদৌ শ্রবণদশা। কিন্তু এই শ্রবণের প্রতি যেখানে অন্ধত্ব, সেখানে দর্শন, স্মরণ বা কীর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব? কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের বহির্ম্মুখ দশা দূর হয়। তখন কৃষ্ণকথা-শ্রবণলালসা হইয়া থাকে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকটই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষ-শেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহাঃ॥

(ভাঃ ৪।২৯।৪০)

হে নৃপ, মহজ্জনের শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতসার নদী বহিতে থাকে, যাঁহারা একান্তচিত্তানুগত কর্ণে বিতৃষ্ণাশূন্য হইয়া সেই অমৃতসার পান করেন, তাঁহাদিগের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

বহির্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা শ্রবণ এবং অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা শ্রবণ—এ দু'য়ে অনেক ভেদ আছে। বহির্ম্মুখদিগের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কোন ঘটনাক্রমে হয়, শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইয়া কোন জন্মে শ্রদ্ধার উদয় করাইবে। শ্রবণ দুইপ্রকার—ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণ এবং ক্রমহীন-শ্রবণ। কৃষ্ণকথা অসংলগ্নভাবে শ্রবণ করার নাম ক্রমহীন শ্রবণ, আর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত সংলগ্নরূপে যে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, তাহাই ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণ। ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণই প্রয়োজন। ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণ না হইলে মঙ্গল সুদূরপরাহত। এই শ্রবণ নিত্য। যেখানে শ্রবণে উদাসীনতা, সেখানে মঙ্গলের আশা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁ'দের বাক্য সর্ব্বতোভাবে শ্রোতব্য। সুতরাং বহু জন্মজন্মান্তর পর মানবজন্ম পেয়ে মানবকে আক্রমণ বা হিংসা করা উচিত নয়। মানবজন্মের একমাত্র সার্থকতা যে হরিভজন, সেই হরিভজনে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-চেষ্টা দ্বারা যে বাধাপ্রদান, তা'ই মানবের প্রতি অত্যন্ত স্বজাতীয় হিংসা। আমাদের চিৎবৃদ্ধি বিবেক আছে, তথাপি যদি আমরা পশুভাবের সহিত আনাদিগকে এক মনে করি, তবে আমাদিগকে কেউ প্রশংসা ক'রবে না।

যা' ধ্বংসশীল—যা' নিত্য নয়, যা' চিৎ নয়, তা'র প্রতি আমাদের সেবা-বৃত্তি প্রযুক্ত হ'লে আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব। যা' অচ্যুত, তা'র সেবাই কর্ত্তব্য। আত্মবিষয়ই আলোচ্য। যদি তা' না হয়, তবে আমাদের অমঙ্গল নিশ্চয়।

কৃষ্ণপাদপ্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ—পূর্ণবস্তু, পরিপূর্ণ রসপরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ। একমাত্র ভগবদনুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল-সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতে তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণ জ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবা দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবনভ্রমণের যোগ্যতা আমাদের আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে যে খোলসে যে যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা-পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালকোঠা অবস্থা অবলম্বনে জীব সকল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেন। জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণ দ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূল-দেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মদেহে পুনরায় ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থানকালেও চিন্তাদ্বারা ঊর্দ্ধলোকে গমন ক'রতে পারি।

গুরুর আনুগত্যবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুকৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য উপায়ে যত উপাদেয়তা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা চরম উপাদেয়তা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় বর্ত্তমান। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র সেব্য—আমরা সেবক; আমাদের অনুষ্ঠান কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আমাদের নাই। গৌরসুন্দরের বাক্য হইতে জানিয়াছি, কৃষ্ণই তিনি। কৃষ্ণের পরমপরিপূর্ণতা গৌরে আছে। এই ধারণা, বিশ্বাস আমাদের যতদিন বৃদ্ধি পাইবে, শ্রীগৌর-পাদপদ্মের সেবাও সেই পরিমাণে বাড়িবে।

কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার অভিলাভের সম্ভাবনা।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় অধিকার প্রদান করেন। আমা হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ তিনি। আমা অপেক্ষা নিম্নবস্তু গুরুতত্ত্ব নহেন, তাহা লঘুত্ব। গুরুতত্ত্বে কোনপ্রকার লঘুতা আরোপিত হইতে পারে না। আমার সর্ব্বশেষ উৎকণ্ঠা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে আশ্রয়লাভ। কৈতবযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুপাদপদ্ম জ্ঞান করিলে আশ্রয় করিলে আত্মবঞ্চনাই লভ্য হয়।

মানুষ কেবল মর্য্যাদা-পথে থাকিবে, এজন্য তাঁহার সৃষ্টি হয় নাই। আত্মার সম্বন্ধ-বিচারে কৃষ্ণই সেব্য, কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন।

কৃষ্ণানুশীলন দ্বারাই কৃষ্ণপ্রীতি জন্মে। কৃষ্ণানুশীলনের মাঝে ভক্তি: কর্ম্ম জ্ঞানের আবরণের দ্বারা সেই জিনিষটিকে তফাৎ করিবার যত্ন যেন না হয়। দাগির লওয়া ধর্ম্মই আবরণ। শাখা-পল্লবের পৃথক্ভাবে আলোচনা করা অপেক্ষা মূলের আলোচনা করাই ত' সমীচীন। ভগবদ্ভক্তি-নীতির আলোচনাই মূল বস্তু; অন্যনীতি ত' তাহারই অন্তর্গত।

ভক্ত ভজনীয় বস্তুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানেন ও তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তাঁহার সেবা করেন। ভগবদ্ভক্ত বলেন—ভগবান্ প্রাকৃত দর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। চক্ষুদ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা সঙ্গীত, নাসা দ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা রস, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র মালিক তিনি। ভগবদ্ভক্ত নিজের সেবাময় নিত্য স্বরূপটী ভগবানের দৃশ্য পদার্থরূপে উপস্থিত করেন। ভগবান্কে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না, এই কার্য্যটিকে তিনি আত্মভোগ বলিয়াই জানেন। ভগবান্ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, এইটাই ভক্তের ইচ্ছা। ভগবদ্ভক্ত ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। নিজে 'বাহবা' পাইবার জন্য নহে—ভগবানের শ্রুতিসুখ উদয় করিবার জন্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রীতিসাধনের জন্য যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া ভগবৎসমীপে গমন করেন। ভগবানের রসনেন্দ্রিয়ের তর্পণের জন্য যাবতীয় সুস্বাদু দ্রব্য ভগবানে নিবেদন করেন।

সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শুরুপাদপদ্মের সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম। আমার সেবোন্মুখতার জন্য যাঁ'রা সহায়তা করেন, তাঁ'রাই আমার মিত্র, আমার কৃষ্ণবিমুখতায় যাঁ'রা সহায়তা করে, তা'রাই আমার ভীষণ শত্রু। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নন্দনন্দনের সেবা করছেন।

গুরুপাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তিসাধনের অধিকার। এইজন্যই নিখিল আশ্রিত সেবককুলের গুরুদেবস্বরূপ অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুপাদ স্ব-কৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে প্রতিপাদ্য ভক্ত্যঙ্গলক্ষণ-সমূহের বর্ণন-প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে "গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্"॥ নিজের নিত্য চরমকল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে তত্ত্ববৎপ্রকাশ সদ্গুরুর শরণাগত হইবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোনপ্রকারে কাহারও অনর্থ-সাগর হইতে উদ্ধারলাভ ঘটে না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌতবিধিমতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত কোন উপায় নাই। দুর্দ্দশায় কোন শুভগতি নাই।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শ্রীগুরুদেব

——::•(*)::•——

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু উভয়েই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ—ব্রজজন—অভিন্ন-শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীগুরুদেব বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগুরুদেব নিত্য ব্রজবাসী। কৃষ্ণসেবা ছাড়া তিনি অজ্ঞানে অবশেও অন্য কিছু করেন না। ভগবান্ দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুবর্গও পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচারণ করিয়া থাকেন। তিনি কৃষ্ণভক্তির শিক্ষক, ভক্তিপথ-প্রদর্শক। তিনিই দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জীবের অবিদ্যা-মোহ নাশ করেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা জীবের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া দেন—তাঁহার অহৈতুকী কৃপাতেই জীবের সংসারবাসনা-বীজ ধ্বংস হয়। তাঁহার প্রতিকার্য্য, প্রতি বিচার, প্রতি সিদ্ধান্ত, প্রতি কথা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই কৃষ্ণসেবাময়। তিনি স্ত্রীসঙ্গী ও অন্যাভিলাষিগণের মূলোৎপাটনকারী। শ্রীগুরুদেব অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে রত। কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কার্য্য তাঁহার নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মই মুখ্যকীর্ত্তনকারী আর অন্যান্য সকলেই তাঁহার দোহার অর্থাৎ তাঁহার অনুকীর্ত্তনকারী। তাঁহার আনুগত্য ও কৃপা ব্যতীত কেহ কখনও হরিভজন করিতে পারে না। কৃষ্ণ তাঁহারই একান্ত নিজ সম্পত্তি। তিনি ইচ্ছা করিলে যখন তখন যাহাকে তাহাকে কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক করিয়া দিতে পারেন। 'এই জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হউক' বলিয়া তাঁহার একটু শুভেচ্ছা হইলে সেই জীবের তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসম্প্রাপ্তি অনিবার্য্য-রূপে হইবে। সেইজন্য তাঁহার শুভদৃষ্টির মধ্যে পড়িবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য—একমাত্র সাধন-ভজন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষবিধানই হরিভজন। ভগবানের সেবা হইতেও তাঁহার সেবা বড়। এত বড় বস্তু আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই। কেবল লীলাগত ও রসগত বৈচিত্র্য আছে মাত্র। শ্রীগুরুদেব ভোক্তা নহেন—তিনি সেবক-ভগবান্। তিনি কৃষ্ণ হইতে কোন অংশে কম নহেন। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত বৈচিত্র্য থাকিলেও তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ প্রভুতত্ত্ব হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সেবকবিগ্রহরূপে জীবে দয়া করিবার জন্য অবতীর্ণ। তিনি আলোর অবতার—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বলিতে কুণ্ঠাবোধ করে, তাহাদের মুখদর্শন করা উচিত নহে। যাহারা গুরুতত্ত্বে ভেদবুদ্ধি করে—অপ্রকট গুরুপাদপদ্ম হইতে প্রকট গুরুপাদপদ্মকে কিছু কম মনে করে, সেই সকল পাষণ্ডীর যেন স্বপ্নেও মুখদর্শন না হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র আরাধ্যদেব বা অভীষ্টদেব। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পূজা ও সেবাই একমাত্র কৃত্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখেই সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবা হয়। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—কায়, মন ও বাক্য—এই তিনটীকে আশ্রয় করিয়াই সেবা হয়। তাহা হইলে আর মায়ার আকর্ষণ ও বিকর্ষণের হস্তে পতিত হইতে হইবে না। 'আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য,—এই অভিমান অসৎসঙ্গ হইতে [illegible] রাখে। [illegible] মমত্ববুদ্ধি হইলে অসতের প্রতি প্রীতি থাকিবে না।

আম্নায়ধারা বা গুরুপরম্পরা নিত্য। জগতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকট না থাকিলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যাইত। ভগবান্ যেমন যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মও স্বেচ্ছায় বা কৃষ্ণেচ্ছায় এই প্রপঞ্চে আবির্ভাবলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। জীবের উদ্ধারের জন্য ভগবৎকৃপা প্রাথমিক হইলেও ভক্তকৃপা—শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই মুখ্য। গুরুবৈষ্ণববিমুখ জীবের প্রতি ভগবানের কৃপা কার্য্যকরী হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"চৈত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্মপ্রদর্শক, মহান্ত দীক্ষাগুরু এবং মহান্ত শিক্ষাগুরুর পাদপদ্ম লাভ করিবার কোন প্রকারই যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণ-সেবায় প্রবৃত্তি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে পারেন না। যে কালে জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ কৈতবচতুষ্টয় প্রবল থাকে, তৎকালে চৈত্যগুরু জীবকে [illegible] বিবেকানন্দ করায়। কিন্তু ভক্তিবিবেকের মহিমা-পাঠের যোগ্যতা হইলে চৈত্যগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণব-মহান্ত-দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুগণের প্রতি বিশ্বাস করিবার প্রসাদ প্রদান করেন।

মহান্তগুরু আদিশিক্ষাগুরুরূপে জীবের ত্রিগুণতাড়িত অহঙ্কারশোধনকল্পে যত্ন করিয়া থাকেন এবং সেই যত্নের ফলে জীব মহান্তদীক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠলীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অবলম্বনরজ্জু—ভগবদ্ভক্তি। তিনি নিমজ্জমান প্রাণিগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা পরিহারপূর্ব্বক আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হন না।

চৈত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দ্দিষ্ট হন। দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক অনেক নহেন। যেহেতু তিনি অদ্বয়জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক। শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাস্তবজ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিচারকে নিয়মিত করে। এইজন্য শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও অদ্বয়জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দিব্যজ্ঞানদাতা জীবের স্বরূপ উদিত হয়, উন্মেষিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার [illegible], তাহার উপদেশকগণের নামই শিক্ষাগুরু। এই [illegible] বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু শিক্ষাগুরুর [illegible]। [illegible] দীক্ষাগুরুদাতা মহান্তগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের [illegible] দয়া-লীলার [illegible] বিধান করেন। [illegible] স্রোতে প্রবহমান, সেই সকল [illegible] সদ্বুদ্ধিপ্রদান ও [illegible] কৃষ্ণসেবা-[illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] জগতে আগমন। [illegible] ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয় [illegible]। গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের [illegible] ধারণা অবলম্বনপূর্ব্বক [illegible] সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন। [illegible] ভক্তিভাবনিবিষ্ট বিষয়াসক্ত জনগণ। বিরুদ্ধ [illegible] করেন। [illegible] হিংসাপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া [illegible] নিঃশ্রেয়সী চেষ্টাকে তাঁহাদেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানে তাঁহার সেবাবিমুখ হন। এখানে চৈত্যগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রেয়ঃপন্থার অনুমোদন করিয়া [illegible] করান, [illegible] তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] চৈত্যগুরু [illegible] অকপটে [illegible] আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্তগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভক্তের প্রায় নিজ, পারিবারিক, মহত্তম সজ্জন [illegible] অন্য কেহই নাই। [illegible] মহাভাগবত শ্রীগুরুদেব [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] হন।

শাস্ত্র আরো শ্রীগুরুপূজা করিতে বলিয়াছেন [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষবিধানের প্রতি লক্ষ্য কম থাকে। [illegible] গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আছে, এরূপ মনে হয়। সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয় করিয়া আমাদের গুরুসেবার প্রতিযোগিতায়, [illegible] মায়ার চক্রান্ত। [illegible] চক্রান্তে পতিত হইলেও একরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং [illegible] দেবতাঃ।
যয়োঃ প্রীতা এব বিষ্ণুঃ [illegible]
গুরৌ [illegible] ॥

দেবতাগণ সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি বা সেবাবৃত্তি অনেক সময় [illegible] করিয়া দেন। তাহার কারণ, ঐ সকল দেবতা মনে করেন, শিষ্য একমাত্র গুরুর প্রতি ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া নিশ্চিতরূপে হরিপাদপদ্ম লাভ করিবে। সুতরাং এ জগতের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ যে গুরুসেবায় বাধা-প্রদান করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

যাঁহার নিকট গুরুসেবাবৃত্তি আছে, তিনিই হরিভজন করেন। তিনি নিষ্কপট [illegible] করেন, তিনি বৈষ্ণব—তিনিই [illegible]। [illegible] শ্রীগুরুর প্রতি, বৈষ্ণবের [illegible] আছে, তিনিই ভক্ত। বাহিক সেবার আড়ম্বর বা বাহ্যিক [illegible] সেবক নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। [illegible] হইলেও [illegible] প্রীতি-ভক্তি [illegible], তিনিই সেবক হইবেন। [illegible]। শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] তাঁহার [illegible] সুনিশ্চিত। তাঁহার [illegible] বা অনর্থ তাহা [illegible] নষ্ট [illegible] বলিয়াছেন,—
[illegible]।
প্রায় [illegible] ॥

[illegible] হইয়া [illegible] নিষ্কপট ভক্তের [illegible] হন না।

[illegible] বা [illegible] নাই। শ্রীগুরু-[illegible] পর্য্যন্ত [illegible]। [illegible] করিতে পারেন। [illegible] কামনা [illegible] করেন।

[illegible] ভগবানের [illegible]। [illegible] তাহারা [illegible] কোন দিন [illegible] না। [illegible] ছাড়িয়া [illegible] কৃষ্ণপ্রার্থী বা [illegible] না।

———

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীধামে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহামহোৎসব

"গত ২৭শে আগষ্ট; ১১ই ভাদ্র আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজামহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচিত হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনন্তর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীধামবাসী সকলকেই সুবিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

অপরাহ্নে অনিন্দ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইলে হরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু ও শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু যথাক্রমে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ পাঠ করেন। তৎপরে মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অলৌকিক মহিমার কথা প্রায় দুই ঘণ্টা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব, বি-এ মহোদয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীর অনুসরণে বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও শুদ্ধভক্তিলাভের উপায় কি, এ সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের পরে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

ঐ দিবস ভক্তগণ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, দার্জ্জিলিং, পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ কাশী, দিল্লী, মিরাট, সিমলা, কুরুক্ষেত্র, কভুর, মাদ্রাজ, বম্বে, চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুণ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে তারযোগে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

গৌড়ীয়নন্দনের বিচারে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহলীলার প্রকটকারী। নিত্যানন্দস্বরূপ অভিন্ন-প্রকাশ তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয়তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়তত্ত্ব; শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্, শ্রীগুরুদেব স্বয়ং-প্রকাশ বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকান্তা—অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবীর প্রকাশ। এই শ্রীগুরুদেবের দাস্যই পূর্ণতম স্বাধীনতা। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে নিত্যদাস্য—প্রেম এই স্বাধীনতার চরমসীমা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে বাস্তবসত্য অনায়াসে করায়ত্ত হয়। গুরু-ব্যতীত ভগবৎসাক্ষাৎকারের অন্য কোন উপায়ই নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই জীবের কর্ত্তব্য। আম্নায়-পন্থা গ্রহণ ব্যতীত সত্যোপলব্ধির অন্য কোন উপায় নাই।

অণুচেতনের একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। চব্বিশঘণ্টা ভগবানের অনুশীলন করিলে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন। সেবোন্মুখতা বা শ্রবণোন্মুখতাই মঙ্গললাভের একমাত্র যোগ্যতা। যেকাল পর্য্যন্ত জীবের চেতনবৃত্তি প্রস্ফুটিত না হইবে, ততদিন বদ্ধজীবাভিমান থাকিবেই। গুরু-কৃপাতেই জড়াভিমান দূর হয়। শ্রীগুরুদেবই ভগবানের পবিত্রবৈশিষ্ট্য। তাঁহাতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ নির্ভরতা আসিলেই মঙ্গল। শ্রীগুরুদেব লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী। আমরা সেই শ্রৌত গুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর। শ্রীগুরুদেব আমাদের নিত্য নিয়ামক। আমরা শ্রীগুরুদেবের অযোগ্য ভৃত্য, অত্যন্ত অযোগ্য হইলেও তাঁহার নিত্যকিঙ্কর। শ্রীগুরুদেব আত্মবিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ।

আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, বাস্তব বস্তু সদ্গুরুর পদাশ্রয় বিনা কেহ কোনদিন হরিভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে না। শ্রীগুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন, তিনি গৌরশক্তিস্বরূপ—রূপানুগবর। তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। চিদ-চিদ্রাজ্যে যত জীব আছে, তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত কাহারও গতি নাই। শ্রীগুরুদেব ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন। তাঁহার ন্যায় শ্রীগৌরকৃষ্ণের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহ নাই। মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ। শ্রীনাম তাঁহার প্রেমবাধ্য।

কৃষ্ণোন্মুখী বা পরেশানুভূতিই সম্বন্ধ। জগতে টান বলিয়া যে একটী কথা আছে, সেই টানই সম্বন্ধের মূল। যাঁহাদের তত্ত্বকথা-শ্রবণে উন্মুখতা আছে, তাঁহাদের হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা-কার্য্যকে ইহ ও পরকালের একমাত্র কার্য্য বলিয়া টান আছেই। তত্ত্বকথা-শ্রবণের ফলে গুরুকৃষ্ণের প্রতি আমার-বুদ্ধি বা 'আপনার' বলিয়া টান বাড়ে। টান না হইলে তত্ত্বকথা শ্রবণ হইতেছে না, জানিতে হইবে। চেতনময় শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণব্যতীত অন্য কিছু নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করিলে দুর্ব্বলতা ধ্বংস হইয়া হৃদয়ে প্রচুর বললাভ হইবে। শ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রত্যেক দ্রব্যকে কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণাভিন্নজ্ঞানে বিভুরূপে আমার সেব্যরূপে—আমার ভোক্তৃরূপে—পরিচালক বা চেতনময়রূপে জানিবার সৌভাগ্য হউক, ইহাই গুরুবর্গের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

হরিসেবোন্মুখগণ শুদ্ধ চেতনময়ী সেবা-বৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তুকে নির্দ্দেশ করেন 'ঈশাবাস্য' অর্থাৎ আমার স্রষ্টা, আমার পরিচালক, বিভু-ব্যাপক বিষ্ণু বা বিষ্ণুবৈভব। জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা চেতনময় সদ্গুরুর চেতনময়ী কীর্ত্তনবাণীতে দূর হইলে জীবের হৃদয়ে ভগবদুন্মুখী চেষ্টা বা সুদর্শন দেখা যাইবে। অনুক্ষণ প্রতি বস্তুকে হরিসম্বন্ধী বা চিদ্বৈভবজ্ঞানে শ্রদ্ধানত-হৃদয়ে কায়-মনোবাক্য ভগবৎসেবা-কার্য্যে-ব্যাপৃত রাখিলে বিষ্ণুস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুসেবা লাভ এবং তাহা হইলেই সিদ্ধির পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতিতে ব্যবধান বা বাধা না থাকায় সেবায় সুষ্ঠুতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের সুষ্ঠুতা লাভ হয়। সাধনরাজ্যে যে পর্য্যন্ত না রুচি বা আসক্তি লাভ হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত সাধক খুব সতর্ক থাকিবেন। রুচি বা আসক্তি হইতে ক্রমশঃ কৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তখনই সুষ্ঠু, শুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয়। হ্লাদিনী-কৃপায় রুচিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবশকারিতা আরম্ভ হয়। তখন জীবস্বরূপের যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌন্দর্য্যবলে সকলসুন্দরসেবকশিরোমণি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে জীব শ্রীরাধাগোবিন্দ-চরণকমলে উপনীত হন। তখনই শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হরিভজনের পরিচয় ও সার্থকতা।

শ্রীধামে গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

——:•:(:•:):•:——

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ২৭শে আগষ্ট, ৮ই ভাদ্র, সোমবার প্রাতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কতিপয় ভক্তবৃন্দ সহ রওনা হইয়া পথিমধ্যে কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরে কিছুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক দ্বিপ্রহরে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহই মঠবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ শ্রীধামে আগমন করিতেছেন।

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ এ যাবৎকাল নিয়মিতভাবে দুই সীটে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছেন। আগস্তিক রাষ্ট্রবিপ্লববশতঃ কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ভগবদিচ্ছায় আগামী ১৫১ সংখ্যা হইতে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ এক সীটে প্রকাশিত হইবেন।

মহৎ কিঞ্চিৎ

——:•:[৭]:•:——

মহতের সেবাই বিমুক্তির দ্বার। মহৎ দুইপ্রকার—ব্রহ্মোপাসক ও ভগবদুপাসক। সৎসঙ্গই ভগবৎসান্মুখ্যের দ্বার। যে সাধু-ব্যক্তিগণ সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধহীন ও সকলের সুহৃৎ, তাঁহারাই মহৎ অথবা যাঁহারা ঈশ্বরে সৌহৃদ্য স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকেই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, এবং দেহরক্ষক অন্নপানাদিবার্ত্তায় আসক্ত পুরুষগণের প্রতি ও জায়াপুত্রধনাদিযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন এবং জীবনরক্ষার উপযোগী ধনের অধিক স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ। সিদ্ধই মহৎ।

স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। ভগবদ্দাস্য বা ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মহৎ-সেবা। যে সেব্যের নিকট হইতে কিছু চায় বা গ্রহণ করে, সে সেবক নহে। আর যিনি প্রভুর সেবককে অপস্বার্থতর্পণপর বস্তু প্রদান করেন, তিনিও প্রভু নহেন। প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বা হিতাকাঙ্ক্ষী আশ্রয়প্রার্থীকে কখনও বিষ প্রদান করিতে পারেন না। যেখানে সেবাদ্বারা সেব্যের সুখবিধান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারান্তর উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে যতই পরিচর্য্যা বা মনোহভাবোৎপাদনের অভিনয় হউক না কেন, তাহা কখনই সেবা নহে।

মহৎসেবার প্রথমেই মহতের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা হইতেই সেবাতে নিষ্ঠা ও রুচি আসে। যে পরিমাণে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে চিত্ত সেব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। সেব্যের আচরণ, গমন, বিচরণ, মনের ভাব, চিন্তাধারা সকলই সেবকের সুপরিজ্ঞাত। সেবক সর্ব্বদাই সেব্যের অনুগমন করেন, সেব্যকে কখনও নিজের অনুগমন করাইতে চাহেন না। "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে"—মহতের প্রতি এই বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। সেবার পরিবর্ত্তে মহতের নিকট প্রার্থনীয় কিছুই নাই। সেবার পরিবর্ত্তে সেবা প্রার্থনা—ইহাই মহৎসেবকের কর্ত্তব্য। মহতের সেবাই সেবকের পরিপূর্ণ লাভ—এ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া অন্য বুদ্ধি আসিলেই তাঁহার প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া সেবককে বঞ্চিত করিবে।

প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাবের জন্য মহতের প্রতি মৎসরতা কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে আসিয়া জীবহৃদয়ে প্রবেশ করে। মহতের কৃপাশাসনে না থাকিলে এইরূপ অবাস্তব চিন্তা আসিয়া মহতের কৃপা হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।

মহতের অনুগমনই মহতের সেবা। অনুগমন সম্ভব হয় মহতের কৃপা দ্বারা। সর্ব্বদা মহতের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হওয়াই মহতের শিষ্যত্ব। আচার এবং বিচারের মধ্য দিয়া মহদ্গণের শিক্ষা বিস্তারিত হয়। শ্রদ্ধাহীন মহতের আচরণ বুঝিতে ভুল করে, বিপরীত মনে করে।

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীঅবধবন ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
সেবক—শ্রীঅবধজিহ্ন দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়া-পুরপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপত্তাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীভবিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীধামদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া
সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)
সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট
চাঁচড়াপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
সেবক—শ্রীমনসিংহ ব্রহ্মচারী

পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা
সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটী, পোঃ ভারারি, ঢাকা
সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীউমঠ
পোঃ কমলাপুর, ঢাকা
সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ
পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
সেবক—শ্রীশিবদাসবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম
সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী

সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)
সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাংবিল্ডিং, দার্জ্জিলিং
সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি
সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মিঠাপুর, পাটনা
সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরাসং, বেনারস সিটি
সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)
সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।
সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন
সেবক—শ্রীমহাবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ
সেবক—শ্রীচন্দ্রসখ দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ
বর্ষাণা, মথুরা
সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী
পোঃ কোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ
৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোবালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং
বোম্বে নং ২৬
সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ
সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)
সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আর্ত্তাশ্রম
(ভগবৎ-কৃপার্ত্তিবর্দ্ধক)
পুরী
সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী
স্বর্গদ্বার
সেবক—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী
সেবক—শ্রীমদ্রমণ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
সেবক—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ
বাঁলগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা
সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
সেবক—শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ
সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
৪৪ ল্যাক্সটোন রোড, হাউড্ গ্রীন
লণ্ডন, এন্ ৪
সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ
পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং
লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি
সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম
সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
বহরমপুর (গঞ্জাম)
সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,
নিমসার (ইউ, পি)
সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন
সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সেবক—শ্রীগতিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য চিকিৎসালয়
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিখিলভারত-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের সৌভাগ্যবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

———

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত ও শ্রীপাদ বলদেব যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

———

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা করণের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অদ্ভুত পূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত সুপারিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা

———

সদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—২৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

———

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আধুনিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী,

বিজ্ঞান প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন।

বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস ফ্রী। ইংরাজী কিম্বা

উর্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল ওল্ড ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটী

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

…তম্ সমগ্র)

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

৩। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ১৲

৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲

সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; তৃতীয় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।৹

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।৹

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩ হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹

১৮। দ্বাদশ আলবর ॥৹

১৯। ভক্তি বেক ।৹

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶৹

২২। ভজন-রহস্য ॥৹

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্বভাষ্য ॥৹

২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসারঃ (সানুবাদ)

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৶৹ বাঁধা ৸৹)

৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵৹

৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵৹

৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥৹

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹

৩৫। গীতমালা ৴১৹

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৶৹

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹

৪০। শরণাগতি ৵৹

৪১। গীতাবলী ৴১৹

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹

৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২॥৹

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴১৹

৪৬। অর্থপঞ্চক ৴১৹

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴১৹

৪৮। কল্যাণকল্পতরু ৴১৹

৪৯। অর্চ্চনকণ ।৹

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴৹

৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥৹

৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹

৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹

৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ ।৹

৬৬। তত্ত্বক্রমম্ ।৹

৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৵৹

৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ

৬৯। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ ॥৹

৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥৹

৭২। নামভজন ৴৹

৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অণ্টলজ ॥৹

৭৪। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶৹

৭৫। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥৹

৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥৹

৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹

৭৮। দি ভাগবত ।৹

৭৯। থিয়োরেটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।৹

৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲

৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲

৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸৹

৮৫। সাধনপথ ॥৹

৮৬ কল্যাণকল্পতরু ৴১৹

৮৭। গীতাবলী ৴১৹

শরণাগতি ৴৹

৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ।৶৹

৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ॥৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে-সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।০ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ হিন্দি পদ্যানুবাদসহ সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭।০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬।০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৭০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অদ্বিতীয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের মূলশিক্ষা তৎপরে বোল্ড অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় তাহার প্রতিশব্দ, তৎপরে শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, মূল-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতা পাঠ করিয়া সকলেই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার বাঁধাই অতি সুন্দর ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

					শনিবার ব্যতীত			
					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১৬	১৬-১৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩ ২৯	......	......	১৮ ৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭ ৫৮	৯-১৮	১৪ ৫০	১৬-৪৮	১৮-০১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	......	......	৯-৩৯	....	......	......	....	......
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০
লাইট রেল (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-৬	১৪-৫০	১৭-৪০			২০-৩০	
মহেশগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫			২১-৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩			২১-১৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
মহেশগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন

					শনিবার ব্যতীত			
					অন্য দিন	শনিবার		
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪		৯-১২		১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
মহেশগঞ্জ "	৬-২৩		৯-২১		১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭		৯-৫৫		১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	
(বদল) ছাঃ	৬-০১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬ ৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২ ০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	....	....	....	.....	১৫-৫৬	১৭-৪২	......	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩ ৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩ ১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
মহেশগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ রূপানুগাবরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::০::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

:—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C 1544

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵৹

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীস্তবমালা

বিভিন্ন স্তব ও প্রণতি এই গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে অন্বয় ও অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভিক্ষা ৮০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৫ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫ ; ১৫ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১লা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, সোমবার {১৪৯-৫০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ হৃষীকেশ সর্ব্বশিব সর্ব্বশ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::০::——

মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান—অসম্পূর্ণ; তাই মানব-জ্ঞান বিশ্বের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করতে অসমর্থ। মানব—বদ্ধদর্শন বা বদ্ধশ্রবণ ইত্যাদিতে আবদ্ধ। পরিক্রমণের দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার পাদসেবনরূপা উপাসনা হয়। তীর্থ-পরিভ্রমণে বাস্তব-বস্তুর কথার শ্রবণ, বাস্তব-সত্যের রূপ-দর্শন, গুণ-বৈশিষ্ট্য-শ্রবণ প্রভৃতির সুযোগ-লাভ হ'য়ে থাকে। আমরা যখন নিত্যমুক্ত-ভূমি এখনও লাভ করি নাই, তখন বদ্ধ-অবস্থায় আমাদের সাধনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। নববিধা ভক্তিই সাধন। মুক্ত-ভূমিতে বা ভাবরাজ্যে সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সম্মিলনে যে রসোদয় হয়, তা'ই সিদ্ধি বা প্রয়োজন। শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ শ্রীধাম-স্বরূপে বিরাজমান। শ্রীঅর্চ্চার সেবা হ'তেই আমাদের মঙ্গলের উদয় হয়। নিরন্তর ভগবৎপ্রীতি ভক্তসঙ্গ-হৃদয়ে নিত্যকাল উদয় করাবার জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিপন্ন ও পতিত। যথাসম্ভব ২৪-ঘণ্টা কেবল অভাব দূর করবার ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরই চেষ্টা করছি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অসম্পূর্ণ এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা' লাভ করা যায়, তা'ও অসম্পূর্ণ। এই সকল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের সুখলাভের যে চেষ্টা, তাহার পরিণতি—মৃত্যু। এই সংসাররূপ মৃত্যু হ'তে উদ্ধার পে'য়ে হরিভজন করতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

গুরুপদাশ্রয় ক'রে দীক্ষাদি-গ্রহণকার্য্য ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার; ভগবদ্-ভজনের জন্য ব্রহ্মা এই অন্তর্দ্বীপে ধ্যান ক'রেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই স্থানে অবতীর্ণ হ'য়ে যে লীলা প্রদর্শন করলেন, তা' ব্রহ্মার লক্ষিতব্য হ'য়েছিল। আমরা মহাজনের অনুসরণ ক'রে হরিভজন-রাজ্যে অগ্রসর হ'ব। বলিরাজা যেমন সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে ভগবানের সেবা ক'রেছিলেন, আমরাও তাঁ'র অনুসরণ ক'রে, সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের শরণাগত হ'ব। সেবা-বিমুখগণ অমঙ্গলে পতিত। হরিবিমুখ হ'লে দেব-ঋষিগণেরও পতনযোগ্যতা আছে।

সকলকে ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ করাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত। উহাই মায়ার প্রভুত্ব ছাড়বার একমাত্র উপায়। কৃষ্ণোন্মুখ ক'রে সকলের পরম-মঙ্গলবিধান করাই একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবানের সেবা ছে'ড়ে দিলেই সংসার। একমাত্র ভগবানের সেবাতেই নিত্য মঙ্গল নিহিত। আমাদের আত্মীয়তা-বোধ কেবল মঙ্গল-প্রার্থিগণের জন্য। যাঁ'রা ভগবানের প্রকৃষ্ট সঙ্গবিমুখ হ'য়েছে, তা'রা সংসারে পতিত এবং ভগবৎসেবায় সর্ব্বদা উদাসীন। যে কাল পর্য্যন্ত তা'রা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তা'রা জানে না—'কা'কে সেবা করবে?' প্রস্তর, বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মানব, দেবতা, ভক্ত প্রভৃতি দেহাভিমানের বিচার হ'তে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিরূপের ধর্ম্ম ভুলে' স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হওয়াই আবশ্যক। বৃক্ষের বাক্ষ-বিচার, প্রস্তরের প্রাস্তর-বিচার, পশুর পাশব-বিচার, মানবের মানবোচিত বিচার হ'তে মুক্ত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবকের বিচারই সকলের পক্ষে গ্রহণীয়।

ভক্তগণ ভগবৎ-সেবা ব্যতীত আর কিছু করেন না। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভগবানের প্রীতি বা সন্তোষবিধান। ভগবানের সেবা হ'তেও তাঁ'র সেবকের সেবা আরও বড়। ভগবানের ভক্তের সেবা করা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। ভগবান্‌কে যিনি সেবা করেন বা অর্চ্চন করেন, তিনিই তদীয়। যাঁ'রা জগতের জীবের জন্য প্রকৃতপক্ষে দুঃখী, তাঁ'দের সেবা করা আবশ্যক। হরিভক্তের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকতে হ'বে।

শুধু মনুষ্যমাত্রই নয়, জীবমাত্রেই বৈষ্ণব; যা'রা তা' না বুঝে ভগবদ্বিদ্বেষ করে, তা'দের সঙ্গ কোনমতেই করা উচিত নয়। অঘ, বক, অরিষ্ট প্রভৃতি ব্রজের বিঘ্নকারী অসুরসকলের, অথবা রাবণের অনুচর আমরা অনেক সময় ভগবানের বিদ্বেষ করাকে 'ধর্ম্ম' ব'লে মনে করি, ভগবদ্ভক্তের ভজনের ব্যাঘাত করবার চেষ্টা করি। ছয় প্রকার রিপু সর্ব্বদা আমাদের ঘাড়ে চেপে র'য়েছে। বিষয়-পরিক্রমণ কিংবা গৃহ-পরিক্রমণ অপেক্ষা ভগবানের ধাম-পরিক্রমণ করলেই নিত্যমঙ্গলের সূত্রপাত হয় এবং তা'ই আমাদের করা কর্ত্তব্য। আপনারা কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুসকলের দাস্য পরিত্যাগ ক'রে অন্তর্দ্বীপ আশ্রয় করুন, শ্রীধামে বাস করুন, শ্রীধামের বিগ্রহাদির সেবা করুন, শ্রীধামবাসিগণের সেবা করুন, সকলেই যাহাতে শ্রীধামে বাস করতে পারেন, তজ্জন্য যত্ন করুন। শ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর দান কৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর বেশী কিছুই নাই।

ভোগী বা ত্যাগী হ'বার চেষ্টা করলে অন্ধকার হ'তে গভীরতর অন্ধকার-রাজ্যে পতিত হ'তে হ'বে। শুধু প্রাকৃত অভাব নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করলে অন্ধ হ'য়ে জীব অন্ধতম নরকে প্রবেশ ক'রবেন। অমঙ্গলের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়াই আমাদের প্রধান কার্য্য। নবধা ভক্তির আশ্রয়ে যখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম আশ্রয় করব, তখনই আমাদের নিত্য পরম বাস্তব মঙ্গলের উদয় হ'বে। বলি মহারাজের ন্যায় কায়মনো-বাক্যরূপ ত্রিপাদ-বিভূতি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করবার যোগ্যতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের আবশ্যক। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে—"যুয়ং প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি"।

আমাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিযুক্ত হউক। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে হেলা করা উচিত নয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল নেই। গুরুভক্ত-সঙ্গক্রমেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ সুষ্ঠুতা লাভ করবে। আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈদ্যুতিক চক্রের ন্যায় নবধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য চক্রাকারে নিরন্তর করতে হ'বে। এরূপ নবধা ভক্তির currentএর মধ্যে প'ড়ে থাকলে আপনারা অমঙ্গলের অবরতা হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিসেবায় অধিকার পা'বেন। যাবতীয় ভজনাঙ্গের কেন্দ্রে আত্মনিবেদনকে রাখতে হ'বে। জীব যখন ঐ আত্মনিবেদনের বিচারে ভরপূর হ'বে, তখন নবদ্বারবিশিষ্ট শরীর ভোগের দিকে আর যা'বে না; তখনই আমাদের বাস্তব সুবিধা হ'বে।

কৃপা

—ঃঃ[*]ঃঃ—

অকপট ক্রন্দনই কৃপালাভের একমাত্র উপায়। এই ক্রন্দনের মূলে বিরহ—অভাববোধ বা জ্বালাবোধ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা আমার দ্বারা হইল না, তাঁহার সুখবিধান করিতে পারিলাম না, সেবার বাধাসমূহ অপসারিত হইল না—এই বলিয়া ক্রন্দন। অকপট কৃপালাভের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন জানাইলে কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। এই কৃপা-ক্রন্দন যাঁহার যত নিরন্তর হইবে—যত ব্যবধানরহিত হইবে, তিনি তত শীঘ্র কৃপালাভ করিতে পারিবেন।

এই ক্রন্দনের মধ্যে হতাশা বা নৈরাশ্য বলিয়া কিছু নাই। অভীষ্টবস্তু নিশ্চয়ই লাভ করিব—কৃপা নিশ্চয়ই পাইব, এ বিষয় ক্রন্দনকারী সুদৃঢ়ভাবে জানেন। গুরুপাদপদ্ম কৃপা করিবেন, এ বিষয়ে তাঁহার সংশয় নাই। সেইজন্য তাঁহার হতাশা বলিয়া কিছু নাই। আবার যে পরিমাণে সেবা করা যায়, সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ফলও পাওয়া যায়। আমার প্রত্যেক কার্য্যকলাপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখবিধান করিতেছে কিনা ইহা প্রত্যেক নিষ্কপট শরণাগত সেবক স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার কি কি বাধা আছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন। সেই বাধাসমূহ এড়াইয়া সেবার জন্য তিনি যখন যেভাবে যত্ন করেন, তখন সেইভাবে সাড়া পাইয়া থাকেন। ভক্তিরাজ্যে প্রত্যেক ব্যাপারই চিৎপ্রত্যক্ষের ব্যাপার; সুতরাং হতাশা বলিয়া কিছু নাই। আর যেখানে কৃপাময়ের প্রতি সংশয়, নিজের প্রতি সংশয়, সেখানে হতাশা বা নৈরাশ্য আছেই।

হৃদয়ে দীনতা ও কৃপার জন্য কাতর ক্রন্দন যুগপৎ হয়। কৃপা ছাড়া গতি নাই। কৃপাপ্রার্থনা যত জাগিবে, হৃদয়ে দীনতা, নিজের অযোগ্যতা তত উপলব্ধি হইবে। দীন হীন কাঙ্গাল না হইলে কৃপা পাওয়া যায় না।

গুরুকৃষ্ণ ছাড়া আমার আর কেহ আশ্রয় নাই—ইহা যত উপলব্ধি হইবে, ততই কৃপার জন্য অ... ...কথা জাগিবে। ... ... করিয়া যাঁহা... ...র গুরুরূপে জানাইয়াছেন, যাঁহার পদতে ...কে রাখিয়াছেন, আমি তাঁহার সেবাতেই মনোনিবেশ করিব, তাহাতে নিজ সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃক্পাত করিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বতন্ত্র, তিনি আমাকে যখন যেখানে রাখেন তখন সেখানে থাকিয়া তাঁহার ... প্রার্থনামুখে সেবা করিতে হইবে। তাঁর আমার প্রতি যাহাই বরুন না কেন, সবই তাঁহার কৃপা। আমাকে কেবল চাতকের ন্যায় তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা করিতে হইবে। আকাশ হইতে বজ্রই আসুক বা সুশীতল জলই আসুক, তাহাতে চাতক যেরূপ কেবল আকাশের দিকে তাকাইয়া জল-প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোন জলাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে না, সেইরূপ গুরুপাদপদ্ম হইতে তাঁহার হৃদ্গ্রন্থি ছেদন করা কৃপা যে আকারেই আসুক না কেন, আমাদিগকে তাহারই প্রার্থী হইতে হইবে। একমাত্র তাঁহাকে ষোল-আনা চাহিতে হইবে। অন্য কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না বা অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করিতে হইবে না। আমাদের ঐকান্তিকতা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন—তাঁহাকে আমাদের নিজ নিত্যপ্রভু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

কৃপালাভ করিতে হইলে সরলতা, দৃঢ়তা ও অভিনিবেশ থাকা প্রয়োজন। ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইলে শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপাই একমাত্র সম্বল। সরল হইয়া অর্থাৎ শ্রীহরিনামের, শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতিবিধান ছাড়া হৃদয়ে অন্য কোন অভিলাষ না রাখিয়া কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হইবে, তবেই কৃপা হইবে। ক্রন্দনের মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকিলে তাঁহার কৃপা নিশ্চয়ই উপলব্ধি হয়। ক্রন্দন অর্থাৎ কৃপা-প্রার্থনার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না। 'আমি গুরুপাদপদ্ম কিছুতেই ছাড়িব না' হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ এইরূপ দৃঢ়তা রাখিতে হইবে এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কৃপার চিন্তাতেই মনোনিবেশ করিতে হইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃপা পাওয়া যাইবে।

অনুক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃপা-প্রার্থনা করা দরকার। যদি প্রাণ না কাঁদে—জ্বালা-বোধ না হয় তাহা হইলে 'কেন আমার জ্বালাবোধ হইতেছে না' বলিয়া আর্ত্তি জানাইতে হইবে। নামপরায়ণ সাধুর নিকট যাইয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাইতে হইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"এ গৌরসুন্দরকে প্রভুবরকে আমি চাই-ই, শত জন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁ'কে চাই-ই, কারণ তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নেই—গতি নেই—এইরূপ আকুলতা থাকা দরকার। তাঁ'কে পাওয়াই আমাদের সত্তা, আমাদের স্বভাব, আর আমাদের অন্য কোন রাস্তা নেই। তিনি আমাকে দৈহিক, মানসিক কষ্ট যতই দিন, অথবা নাও-ই দিন, তথাপি তিনি ছাড়া আর আমার গতি নেই। আমার যোগ্যতা কিছুই নেই, তবু তিনি আত্মসাৎ করুন—এই প্রার্থনা অকপটে অনুক্ষণ না হ'লে হ'বে না। আমি কৃষ্ণকে পাইলাম না—সেবকের সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তা।

'হে ঠাকুর! আমাকে ছেড়ো না, আমি বড় কাঙ্গাল। আমি বড় অযোগ্য, তোমার কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই। আমার কি সাধ্য আছে যে, তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পা'রব'—এই ব'লে কাঁদতে হ'বে।"

নিজের সুখশান্তি, অশন-ভূষণ সব ত্যাগ করিয়া কেবল আকুলপ্রাণে কাতরকণ্ঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি জানাইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বড় দয়াল। জীবের দুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। সেবকের দুঃখকষ্ট তিনি দেখিতে পারেন না। তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা—

গুরুদেব! নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান॥
কবে হেন কৃপা লভিয়া এজন
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাৎ॥
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

———

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—'স্বধামগত', 'নিত্যধামগত' ও 'নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট' শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য কি আছে?

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব—'স্বধামগত' শব্দটী, যাঁহারা এ জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এইরূপ সকলশ্রেণীর ব্যক্তির প্রতিই ব্যবহৃত হইতে পারে। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ অতল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত, অথবা বিরজা, ব্রহ্মলোক বা উহাদের অতীত বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক, যে স্থানেই প্রয়াণ হউক, সকলক্ষেত্রেই 'স্বধামগত' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

প্রঃ—'ধাম' বলিতে অপ্রাকৃত স্থানকে বুঝায়। অতল-বিতলাদি অবরলোকে যাহারা গমন করে বা নরকস্থ হয়, তাহাদিগের প্রতিও কি 'স্বধামগত' শব্দ ব্যবহৃত হইবে?

উঃ—'ধাম' শব্দ জড়ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিও প্রযুক্ত হয়, যেমন 'দেবীধাম।' 'স্বধাম' বলিতে স্ব-স্ব পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মার্জ্জিত স্থান অথবা স্ব-স্ব শুদ্ধভক্তিসাধনলব্ধ বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি শ্রীধাম উভয়কেই বুঝায়।

প্রঃ—তাহা হইলে কি 'ধাম' ও 'শ্রীধাম' শব্দের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে?

উঃ—হাঁ, 'ধাম' বলিতে যে-কোন স্থান, তাহা দেবীধামের অন্তর্গতও হইতে পারে, কিন্তু 'শ্রীধাম' বলিতে 'শ্রী' অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির নিত্য স্থান বুঝায়। স্বরূপ-শক্তি বা যোগমায়ার ছায়াশক্তি মহামায়ার স্থানই—'দেবীধাম।'

প্রঃ—'নিত্যধামগত' ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট'—এই দুইটী শব্দ কি একই তাৎপর্য্যপর, না উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে?

উঃ - শ্রীবৈকুণ্ঠে প্রেমসেবারহিত 'মোক্ষ' লাভ করিলে তাঁহাকে 'নিত্যধামগত' বলা যায়; আর যিনি গোলোকে প্রেমসেবা লাভ করেন, তাঁহাকে 'নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট' বলা যায়। রতির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেমভূমিকা লাভ হয় না।

প্রঃ—যদি কোন গুরুসেবক গুরুদেব বা সম্প্রদায়ের সেবার জন্য গুরুবিরোধিগণের অত্যাচারে বা আক্রমণে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন, তবে তাঁহার কি গতি হইবে? তিনি কি পরমমুক্ত পুরুষগণের ন্যায় গতি লাভ করিয়া থাকেন?

উঃ—যদি হিংসা বা প্রতিহিংসার ভাব হৃদয়ে না থাকে, তিনি যদি একমাত্র শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবে সমর্পিতাত্মা হন, তবেই তাঁহার শ্রেষ্ঠগতি হইতে পারে, কিন্তু যদি দ্রোহ বা প্রতিহিংসার কোন ভাব মৃত্যুকালে হৃদয়ে থাকে, তবে মঙ্গল হইবে না। কারণ, ঐ সকল রজস্তমোগুণের ক্রিয়া।

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্
মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি
নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং
ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা
তদ্ভাবভাবিতঃ॥"
(গীতা ৮।৫-৬)

শ্রীগীতার এই দুইটী শ্লোকানুসারে অন্তিমকালে হৃদয়ে যে-ভাব স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করা যায়, তদুচিত লোকই লাভ হইয়া থাকে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকালে তাঁহার অনুস্মরণের কথা বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর"। দ্রোহের প্রতিদান—গ্রাহ্য নহে। যেখানে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-প্রীতির নিদর্শন, তথায় মার খাইতে হয়, কিন্তু মার দিতে নাই। যাঁহার হৃদয়ে প্রীতির লেশও আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহাতে প্রতিহিংসার আভাসও নাই, তবে পাষণ্ডদলনের জন্য বাহিরে ক্রোধের আভাস থাকিবে মাত্র, কিন্তু অনুষ্ঠানে কোন দৌরাত্ম্য থাকিবে না।

প্রঃ—তবে যে শ্রীহনুমদাদি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণের মধ্যেও লঙ্কাদহনাদি-রূপ দৌরাত্ম্যের সাক্ষ্য পাওয়া যায়?

উঃ—শ্রীহনুমানজী সিদ্ধপরিকর। শ্রীরামলীলার সহায়ক শ্রীহনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের অসুর-বিনাশাদি-লীলার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। শ্রীহনুমান্ না হইলে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাই প্রকাশিত হইত না। অতএব শ্রীহনুমানের লঙ্কাদহনাদি-কার্য্য দৌরাত্ম্য নহে, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের লীলার অংশস্বরূপ, কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধক-জীবের পক্ষে অনুসরণীয় হইবে—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আদর্শ। শ্রীদাক্ষায়ণী দক্ষকে প্রাণে বিনাশ করিতে যান নাই, দক্ষের প্রতি ক্রোধাভাস প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজের প্রাণ 'বলি'

দিয়াছেন, কিন্তু দক্ষের প্রতি প্রতিহিংসার ভাব বা তৎপ্রতি কোন আনুষ্ঠানিক দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করেন নাই।

প্রঃ—শ্রীদাক্ষায়ণী অবলা ; সুতরাং তিনি আনুষ্ঠানিক দৌরাত্ম্য-প্রদর্শনের সুযোগ কিরূপে পাইবেন ?

উঃ—শ্রীশিব-গৃহিণী শ্রীদাক্ষায়ণীর দক্ষ হইতে ক্ষমতা অনন্তকোটিগুণে ও অতুলনীয়-রূপে অধিক। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীবৈষ্ণবী শক্তি—ঁ তাঁহার ভ্রূভঙ্গীর আভাসে কোটি কোটি দক্ষ দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে, তথাপি তিনি সেইরূপ প্রতিহিংসামূলক ক্রোধ প্রদর্শন না করিয়া নিজের উপরই সমস্ত অত্যাচারকে-বরণ করিয়া লইয়া নিজের দেহ বিসর্জন করিয়াছেন। শ্রীদাক্ষায়ণী এই লীলাদ্বারা এই শিক্ষা দিয়াছেন,—সাধারণ জীবের জন্য বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে স্ব-প্রাণত্যাগ, অসমর্থপক্ষে স্থান-ত্যাগ কর্ত্তব্য।

প্রঃ—স্থান-ত্যাগের দ্বারা কি কাপুরুষতা প্রমাণিত হয় না ?

উঃ—শ্রীভাগবতভক্ত ভয়ের জন্য পলায়ন করেন না; পাছে তাঁহার ক্রোধাভাসও অনর্থকরী ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর প্রতিও প্রতিহিংসার উদয় করায়, সেজন্যই তিনি স্থান ত্যাগ করেন, তিনি নিজহস্তে আইন গ্রহণ করেন না। কারণ তিনি জানেন,—কারণার্ণবশায়ীই যাহা বিধান করিবার, তাহা করিবেন। আর তিনি জানেন,—যে ব্যক্তি অনন্তকাল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ক্লেশ লাভ করিবে, সেই ব্যক্তিই বৈষ্ণবনিন্দাপঙ্কে পতিত হয়। তিনি বৈষ্ণবনিন্দক বা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বিরোধিগণের ক্রিয়া, বাক্য, মুদ্রা প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া "অহো বিষ্ণুমায়া 'বার' হৈল মহা-হাস॥"—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের এই বিচারের অনুসরণে বিমুখ-মায়ামোহিত শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের দুঃখের পরাকাষ্ঠার কথা চিন্তা করেন, নিজে আর হিংসা করেন না। হাইকোর্ট হইতেই ত' উহাদের চরম দণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে—শাস্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে; নতুবা কেন শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা করিবে—তাঁহাদের দ্রোহাচরণ করিতে ধাবিত হইবে ? ইহা অপেক্ষা বিমুখতার চরম দণ্ড আর কি হইতে পারে ? শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীবলদেবের—শ্রীমন্নিত্যানন্দের বৈভব। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণে স্থানত্যাগ কাপুরুষতা নহে—তেজস্বিতার পরাকাষ্ঠা। মহাভাগবত-বর বিদুরের স্থান ত্যাগ তেজস্বিতারই পরাকাষ্ঠা। সকল জীবের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা ধর্ম্মরাজ যমই বিদুর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আবার কাহাকে ভয় করিবেন ? তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও বান্ধব পাণ্ডবগণের বিরোধাচরণকারী ধৃতরাষ্ট্র-দুর্য্যোধনাদির সভায় বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ না করিয়া স্থান ত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা-পুরে গমন করিয়া দুর্য্যোধনের প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিদুরের ভিক্ষান্ন সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীভীষ্ম হইতেও শ্রীবিদুর শ্রেষ্ঠ। শ্রীভীষ্ম বরং লোকশিক্ষার জন্য নীতিবাদের বহুমানন করিয়াছেন ; আশ্রয়দাতা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া রাজদ্রোহিতা করা অপেক্ষা বরং সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছেন এবং কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি হইয়া যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের প্রতিও বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। নৈতিক ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রই প্রত্যহ "ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়" বলিয়া ভীষ্মের তর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ নীতিবাদের শিক্ষক অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিদুরের প্রীতিময়ী সেবাকে বহুমানন করিয়াছেন, কেন না, তিনি ভক্তবৎসল শ্রীহরি। প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থার কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

> যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
> ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
> ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
> যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥
> (ভাঃ ১।১৮।২২)

শ্রীহরিতে অনুরক্ত ধীরগণ অবিলম্বেই দেহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারমহংস্যের শেষসীমা প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় প্রতিহিংসা বা মৎসরতা-বৃত্তি থাকে না বলিয়া ভগবানে নিষ্ঠা স্বভাবসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান থাকে।

প্রশ্ন—তাহা হইলে শ্রীঅগস্ত্যমুনি কি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে ও শ্রীনারদ মণিগ্রীবকে অভিশাপ এবং শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শমীকমুনির গলদেশে মৃতসর্প দান করেন নাই ?

উঃ—এ সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বমান্য হইবে—"অগস্ত্যস্য চেন্দ্রদ্যুম্ন স্বাবমাননয়া ন কোপঃ, কিন্তু বৈষ্ণবোচিতমহদাদরচর্য্যায়াঃ পরিত্যাগে শিক্ষার্থমেব মন্তব্যঃ। তয়োরনু-গ্রহার্থায় শাপং দাসাদিবৎ জগৌ ইতিবৎ। অথ শ্রীপরীক্ষিতো ব্রাহ্মণাবমাননা চ শ্রীকৃষ্ণস্য তত্যাজেন স্বপার্শ্বনয়নেচ্ছাত এব। তস্যৈব মেহধস্য পরাবরেশো ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষু-ভীক্ষ্ণম্। নির্ব্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্ত ইতি তদুক্তেঃ। এব-মন্যত্রাপি যোজনীয়ম্।" (শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ, ৭৬ অনুচ্ছেদ)—নিজের অপমানের জন্য শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীঅগস্ত্যের অভিশাপ—'ক্রোধ' নহে, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত মহতের আদর ও পরিচর্য্যার অভাব দেখিয়া লোক-শিক্ষার জন্য তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন, ইহাই জানিতে হইবে। 'শ্রীনলকুবর-মণিগ্রীবের প্রতি কৃপাপ্রকাশার্থই শাপ দিবার সময় এই গান করিয়াছিলেন," শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য হইতে নলকুবর মণিগ্রীবের প্রতি কৃপাপ্রকাশার্থই শ্রীনারদের অভিশাপ-লীলার কথা জানা যায়। গোকুলে জন্ম ও শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ-লাভকে নিগ্রহ বা বৈষ্ণবাব-মাননার ফল বলা যায় না, উহা পরম কৃপার ফল। অগস্ত্যের অভিশাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন গজেন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন কুম্ভীরের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া আর্ত্ত গজেন্দ্রের শ্রীহরির সাক্ষাৎকার হয়, ইহা শ্রীঅগস্ত্যের পরম অনুগ্রহ ব্যতীত নিগ্রহ নহে। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রাহ্মণের অবমাননাও তাঁহার ক্রোধের পরিচায়ক নহে। পরীক্ষিৎকে সেই ছলে নিজ পার্শ্বে গ্রহণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছারই কার্য্য। ইহা শ্রীপরীক্ষিতের দৈন্যোক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে,—"কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবানও আমাকে কৃপা করিয়াছেন। একে আমি নিরন্তর গৃহে একান্ত আসক্ত, তাহার উপর আবার ব্রাহ্মণের অপমান করিয়া পাপাচরণ করিয়াছি ; বোধ হয়, ভগবান্ ভাবিলেন যে, ভয়ই বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির নির্ব্বেদের কারণ, জড়ের প্রতি নির্ব্বেদ না হইলে ত' তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই, তাই তিনি নিজেই নির্ব্বেদ-লাভের মূল কারণ দ্বিজ-শাপরূপে রূপ ধারণ করিলেন।" শ্রীশ্রীজীব প্রভু অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমান্ পুরুষগণের সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করিতে বলিয়াছেন।

প্রঃ—শ্রীভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীঅর্জ্জুনাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই কি তিনি সাযুজ্য-মুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হইয়াছিলেন ? কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
> সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে॥
> (ভাঃ ১।৯।৪৫)

নিষ্কল ব্রহ্মে শ্রীভীষ্মদেবকে লীন হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ সকলেই দিনা-বসানে পক্ষিগণের মত নীরব হইয়া অবস্থান করিলেন।

উঃ শ্রীভীষ্মদেবের ব্রহ্মকৈবল্যের পর ক্রমভগবৎ-প্রাপ্তির নীতি অনুসারে শ্রীঅর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবাই লাভ হইয়াছিল। কারণ শ্রীভীষ্ম তাঁহার নির্য্যাণের সময় শ্রীকৃষ্ণকে নির্নিমেষনেত্রে দর্শন করিতে করিতে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন,—

> ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
> রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
> বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
> বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা॥
> (ভাঃ ১।৯।৩৩)

ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র সুন্দর তমালবর্ণ, প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় নির্ম্মল পীতবসনাবৃত, কুঞ্চিত-অলকাবলী আননমুখপদ্মশোভিত শরীরধারী এই অর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার অহৈতুকী ফলা-ভিসন্ধিরহিতা রতি হউক !

শ্রীচৈতন্যমঠে
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ৩০শে আগষ্ট ১৩ই ভাদ্র শনিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তন ও উপবাসমুখে পালিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ রাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রায় দুইঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বেলা ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক অবিষ্ঠাহরণ নাট্যমন্দিরে বেলা ৯॥ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদরাধাবিভাস'-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী' প্রবন্ধটী পাঠ হয়। অনন্তর উচ্চ-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাট্যমন্দিরে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীপাদ নন্দকিশোরদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীশ্রীবার্ষভানবী-দেবীর তত্ত্ব আলোচিত হয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হইলে পুনরায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরাধাতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা করেন। শুদ্ধভজন কখন আরম্ভ হয়, ভজনের বাধা কি কি, সেবক ও সেব্যতত্ত্ব, জড়-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, কর্ম্ম ও সেবার পার্থক্য, হরিভজন হয় না কেন প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বহুক্ষণ ধরিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহাজনপদাবলী ও নামকীর্ত্তন হয়।

গৌরহরি শ্রীপাদ আচার্য্যদেব প্রাতে ও অপরাহ্ণে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর ভোগারাত্রিকের পর শ্রীধামবাসী সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

তদুপলক্ষে শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বিচিত্র পত্র-পুষ্প বস্ত্র-দ্বারা সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আলেখ্য স্থাপন করা হয়।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কএকটী বৈশিষ্ট্য ও কৃপার নিদর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বেলা ১২ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

মধ্যাহ্নকাল হইতে বহুক্ষণ যাবৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত-শ্রবণসদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ পাঠ হয়।

সভা ভঙ্গের পর প্রায় চারিশত ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান হয়।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৭শে আগষ্ট, বুধবার গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-বাসরে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শুভমঙ্গলময় আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থনামুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, "গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া"-"ওহে! বৈষ্ণব ঠাকুর" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা"-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চা শ্রীমঠের শ্রবণসদনে বিচিত্র বস্ত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত একটি মঞ্চোপরি স্থাপিত হন। তৎপরে মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণ পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা-প্রার্থনামুখে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে "ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি" প্রদান করেন।

অনন্তর ১৭শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে "শ্রীশ্রীগুরুপূজাবাসরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ" ও হিন্দি মাসিক পত্রিকা ভাগবত হইতে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা" প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যার পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদ গোবিন্দানন্দজীউর যথারীতি ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যবাণী আলোচনা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবন্দনা, "শ্রীগুরুপরম্পরা," পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ১৭শ বর্ষ গৌড়ীয়ের শ্রীগুরুপূজা সংখ্যা হইতে "শ্রীল গুরুপাদপদ্মাবির্ভাব" প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৭শে আগষ্ট, ১০ই ভাদ্র শ্রীসীতা-ঠাকুরাণী-তিথিতে গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-মিশনের পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শুভমঙ্গলময়ী শুভ-আবির্ভাবতিথিপূজা তদীয় শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান, তাঁহার অতিমর্ত্ত্য গুণাবলী কীর্ত্তন ও কৃপাপ্রার্থনামুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, 'গৌর বৈষ্ণবপদ', 'নিতাইপদকমল' গীত কীর্ত্তনান্তে ১৫শ বর্ষ দৈনিক 'নদীয়া প্রকাশের "শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা' হইতে "শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব" প্রবন্ধটি আলোচিত হয়। পাঠান্তে 'ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে একটি উচ্চ মঞ্চোপরি পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীআলেখ্য পত্রপুষ্পাদিদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণ "শ্রীআচার্য্য-বন্দনা ও "শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রণতি" আবৃত্তি-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে পঞ্চতত্ত্ব, 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া', 'কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া', প্রভৃতি কীর্ত্তন ও ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হয়, অতঃপর উপস্থিত ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গৌড়ীয় শ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা হইতে "শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও কৃপার নিদর্শন" ও ১৭শ বর্ষের শ্রীশ্রীগুরুপূজাসংখ্যা গৌড়ীয় হইতে 'সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের উপায়' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি আলোচিত হয়। পরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থ হইতে "ভগবদ্দর্শনলাভের উপায়"-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর ভাগবত পত্রিকা হইতে 'শ্রীশ্রীগুরুপূজা'-শীর্ষক হিন্দী প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

গত ১০ই ভাদ্র বুধবার পরমারাধ্যতম-পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটতিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

বেলা ১২ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর হরিনাম-সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমার পর গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে গৌড়ীয় শ্রীশ্রীগুরু-পূজা-সংখ্যা পাঠ হয়। পাঠের পর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রোতাগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অ.যাধ্যারাম মাহাতি জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মাহাতি জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রতাপকুমার মাহাতি বৈষ্ণবাগ্রী, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র জানা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র জানা, শ্রীযুক্ত পুরন্দর জানা প্রভৃতি ভদ্র-ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বধামে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ

গত ২৯শে আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪॥ টা পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার অফিসে কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারবিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং মিশনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে অনেক হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তে তাঁহার আত্মার নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমরা আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীগুরুপূজায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

(প্রাপ্ত)

একি রে সহসা সমগ্র নগরী
নবীন প্রাণের পরশে যেন,
জাগিল কেন রে বরষায় নব
নবীন জীবনে তটিনী হেন!
কর্ম্ম-কোলাহল- ডুবিয়ে মরতে
মায়িক জগতে একি রে শুনি,
মহা-সংকীর্ত্তনে সহস্র বদনে
মায়াতীত হরিবোলের ধ্বনি!
মেঘ গরজনে মধুর গম্ভীর
মৃদঙ্গ দুন্দুভি শত করতালে,
সমবেতকণ্ঠে কত মরি মরি
কি শুভ সঙ্গীত, কি সুধা ঢালে!
আসিল কি মোর প্রাণের নিতাই
অঘরতাপিত লোকে আবার,
চির অনার্পিত সেই নামামৃত
বিলা'তে অপূর্ব্ব প্রবাহ-স্রোত'র?
মরি, মরি, মরি, সহস্র শ্রবণ
থাকিত হায়রে আজিকে যাহ,
শোষিতাম ঐ আনন্দ-মদিরা
অমর দুর্লভ অমৃতনদী!
ধন্য মহা-প্রাণ! কে তুমি মহান্
বিকল্পে বিহ্বল মানবগণে,
দুর্দ্দিনে এমন দিলে নব প্রাণ
করি দান গুপ্ত গোলোকের ধনে!
দাও শক্তি সেই ভক্তি ভাব ভাষা
পূর্ণ করি আশা তৃষা আজি সবে,
শুভলগ্নে এই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া
গাহি গুণ তার সুগভীর রবে।
হে গৌরজন হে ভারতবাসি
আসমুদ্র হিমাচলে যে যথায়
জান কি তোমরা কোন্ মহাপ্রাণ
আসিলেন আজি এ মরতে হায়?
গাহ, গাহ সবে গাহ যে সঘনে
গৌড়ীয় জনের মিলনে আজ,
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ!! জয় নিত্যানন্দ!!
রাখ একবার মায়ার কাজ।

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ এ যাবৎকাল নিয়মিতভাবে দুই সীটে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছেন। আগামী রাষ্ট্রবিপ্লববশতঃ কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ভগবদিচ্ছায় আগামী ১৫১ সংখ্যা হইতে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ এক সীটে প্রকাশিত হইবেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসুখময় ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

সেবক—শ্রীঅবদ্ধকৃষ্ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল

শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

কাজির সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী

শ্রীগৌরগদাধরমঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীমাধবদাস অধিকারী

সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

সেবক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী

রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সেবক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেবক—শ্রীপ্রভুদাস দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

সেবক—শ্রীঅনুরাগানন্দ সেবাবিলাস

ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রাহ্মনমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া)

সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী

পুড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পুঁড়া, চব্বিশপরগণা

সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

গোপালজীমঠ

পোঃ কমলাপুর, ঢাকা

সেবক—শ্রীবামনরূপ ব্রহ্মচারী

গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নূতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

সেবক—শ্রীশিবদাস স্বরূপ বিদ্যারত্ন বি-এ

গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

সেবক—শ্রীব্রজমোহন দাস অধিকারী

সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা রোড, দার্জ্জিলিং

সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী

সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চ[illegible]র, জিঃ সাহারাণপুর ইউ, পি

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মিঠাপুর, পাটনা

সেবক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

সনাতন গৌড়ীয়মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

সেবক—শ্রীগদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

সেবক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ

পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী

মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা।

সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

সেবক—শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

সেবক—শ্রীমাধবীর দাসাধিকারী

শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

সেবক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

কুঞ্জবিহারীমঠ

সেবক—শ্রীব্রজেশ্বর দাসাধিকারী

রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

সেবক—শ্রীনিমাইচরণ ভক্তিলোচন

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী

সঙ্কেতবিহারীমঠ

বর্ষাণা, মথুরা

সেবক—শ্রীরামচরণ দাস

গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপারা

পোঃ কোড়োল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

সেবক—শ্রীঅনন্তগোপাল ব্রহ্মচারী

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

সেবক—শ্রীঅপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং

বোম্বে নং ২৬

সেবক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীব্রজসুন্দর দাসাধিকারী

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী, মাদ্রাজ

সেবক—শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাস অধিকারী

আর্ত্তাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী

আত্মাশ্রম

(ভগবৎ-কৃপাভিলাষক)

পুরী

সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস

পুরুষোত্তমমঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

ভক্তিকুটী

স্বর্গদ্বার

সেবক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

লীলাকুটী

সেবক—শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ দাসাধিকারী

ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

সেবক—শ্রীনয়ানিধি ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা

সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী

বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

সেবক—শ্রীরাসবিলাস ব্রহ্মচারী

ভাগবতজনানন্দমঠ

চিজলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দাসাধিকারী

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

সেবক—শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান

সেবক—শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

সেবক—শ্রীশ্রবণানন্দ ব্রহ্মচারী

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং মিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ

সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৩৪ ল্যাডব্রোক রোড, হাউণ্ড গ্রীন

লণ্ডন, এন্ ৪

সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ

পরমেশ্বরী দয়াল বিল্ডিং

লাটুশ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি

সেবক—শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী

বিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

সেবক—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস

বহরমপুর (গঞ্জাম)

সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

পরবিদ্যাপীঠ,

শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

পরবিদ্যাপীঠ, নৈমিষারণ্য,

নিমসার (ইউ, পি)

সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী

শ্রীধরঅঙ্গন

সেবক—শ্রীহরিবিনোদদাস অধিকারী

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী

পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সেবক—শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য

চিকিৎসালয়,

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সেবক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক নিখিলভারত-পরিচিত মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ইহাই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্রও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefa.es), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

অণুভাষ্যম্

বেদান্তসূত্রাত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গ্রথিত ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র যতি-বিরচিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' টীকা তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ক্রমে মুদ্রিত। বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ মাত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা' টীকা ও অর্থের আলেখ্য ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত সুপারঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষা ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্য মুমুক্ষুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়পেজী আকারে ৬৭৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৫৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

'মেডিকেল ডিগ্রী' সংগ্রহ করুন

আয়ুর্ব্বেদিক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, ডিগ্রী প্রভৃতি পরীক্ষা ঘরে বসিয়া দিন। বিনা খরচে প্রস্পেক্টাস লউন। ইংরাজী কিম্বা উর্দ্দু ভাষায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

প্রিন্সিপ্যাল এণ্ড ইন্‌চার্জ

মেডিক্যাল কলেজ

আম্বালা সিটি

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা

২। প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৪। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৶০; ২য় খণ্ড—১৲, তৃতীয় খণ্ড—৶০ ৪র্থ খণ্ড—৶০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৶০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৶০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১।০
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৶০
১৪। সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৶০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। যামুন আলবন্দার ॥০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধবভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমালিকা গুপ্তসৌ ভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রতত্ত্বসার: (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (অবাঁধা ॥৵০ বাঁধা ৶০)
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৶০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (ছোট) ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৶
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী /১০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৶০
৪৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর (সমগ্র) ২।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশ
৪৬। অর্থপঞ্চক /১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (চারিখণ্ড একত্রে) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৶০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ /০
৬০। সাংখ্যবাণী /০
৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২॥০
৬২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৲

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৫। সটীকা শিক্ষাদশমূলম্ঃ ।০
৬৬। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৭। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৮। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৯। সাবাংশবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৭০। রায় রামানন্দ
৭১। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ॥০
৭২ নামভজন /০
৭৩। বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ।০
৭৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৫। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ॥০
৭৬। বৈষ্ণবীজম্ ॥০
৭৭। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৮। দি ভাগবত ।০
৭৯। হরো টক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনপ্যারালেলড ডিভোশন ।০
৮০। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৲
৮২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৬৲
৮৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৶০
৮৫। সাধনপথ ॥০
৮৬ কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৭। গীতাবলী /১০
শরণাগতি /০
৮৯। শ্রীসচ্চিদানন্দবাণী ॥৵০
৯০। শ্রীগৌড়ীয়বাণী ॥০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৯১। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৯২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

তিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

অবতারী ও অবতার

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-রচিত বিভিন্ন অবতারসম্বন্ধে বিশদ শ্রৌতগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রযুক্তিমূলে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বহু চিত্রের (chart এর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতারতত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অথবা

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লৌকিক উপাখ্যান, গল্প, প্রবাদ ও ন্যায়ের মধ্য দিয়া যে সকল পারমার্থিক উপদেশ সাধারণের সহজ-বোধগম্য করিবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা এই গ্রন্থদ্বয়ে অতি সরল ভাষায় বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি মনোরম। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ১ম খণ্ডের ভিক্ষা ১।৹ এবং ২য় খণ্ডের ভিক্ষা ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই গ্রন্থ বিশদ পদ্যানুবাদসহ মাত্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে ১০ম শ্রেণী হইতে ৭ম শ্রেণী মাত্র ৭৷৹ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী মাত্র ৬৷৹ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। গত ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে পর পর দুই বৎসর দুইটি ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত, এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট, গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, এম্-এ মহোদয় তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার আদর্শ শরণাগতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই সংস্করণে যে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়ের কথাসার, প্রত্যেক অধ্যায়ের সমালোচনা [illegible] অক্ষরে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ, প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার অন্বয় ও বঙ্গভাষায় [illegible], শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা, ঐ টীকার সরল বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় এই সংস্করণে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] প্রচুর [illegible] আকারে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার [illegible] অতি সুন্দর। ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ — শনিবার ব্যতীত

					শনিবার	অন্য দিন		
কলিকাতা ছাঃ	৪-৪৬	৬-২১	৭-১৪	১৩-১৬	১৫-১০	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
দমদম	৪-৫৬	৬-৩১	৭-২৮	১৩-২৯	......	......	১৮-৫	২২-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৬-১২	৭-৫৮	৯-১৮	১৪-৫০	১৬-৪৮	১৮-৩১	১৯-৩৩	০-২৫
(বদল) ছাঃ	......	......	৯-৩৩	...	......	......	......	......
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৯	৮-৪০	১০-৬	১৫-৩৮	১৭-৩১	১৯-১৫	২০-২০	১-১০

কৃষ্ণনগর (বদল) ছাঃ	৭-১০	১০-১৬	১৪-৫০	১৭-৪০	২০-৩০
স্বরূপগঞ্জ "	৭ ৪৫	১০-৫১	১০-২৫	১৮-১৫	২১-৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫৩	১০-৫৯	১৫-৩৩	১৮-২৩	২১-১৩

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
দমদম "	১১-১৮
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫১
" ছাঃ	১২-৫৬
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৪
(বদল) ছাঃ	১৩ ৪২ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩০
স্বরূপগঞ্জ ছাঃ	১৫-২৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৩০

ডাউন — শনিবার ব্যতীত

				অন্য দিন	শনিবার	
নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৬-১৪	৯-১২	১৬-৩	১৬-৩১	১৮-৩৮	
স্বরূপগঞ্জ "	৬-২৩	৯-২১	১৬-১২	১৬-৪০	১৮-৪৭	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-৫৭	৯-৫৫	১৬-৪৬	১৭-১৪	১৯-২১	

(বদল) ছাঃ	৬-৩১	৭-১০	৮-৫২	১১-১৬	১৫-৪	১৬-৫৬	১৯-২৮	২০-৪৬
রাণাঘাট পৌঃ	৪-১০	৭-৪৬	৯-২৫	১২-০	১৫-৪৫	১৭-৩০	২০-৩	২১-১৯
(বদল) ছাঃ	......	......	......	....	১৫-৫৬	১৭-৪২	.....	......
দমদম			১১-৪		১৭-৩৬	১৯-৯	২১-২৬	২২-৫৮
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-১৬	১৩-৫০	১৭-৪৬	১৯-২৬	২১-৪০	২৩-১০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৪-১
স্বরূপগঞ্জ "	১৪-১০
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৪৪
ছাঃ	১৫-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-২৭
(বদল) ছাঃ	১৮-৩১
রাণাঘাট পৌঃ	১৮-৫৯
" ছাঃ	১৯-২০
কলিকাতা পৌঃ	২১-৪

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। সচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী সজ্জনগণের সহিত যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে হইয়াছে। শ্রীশ্রী... সিদ্ধান্তসমূহ ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্মমঙ্গলকামীরই পাঠ্য।

ভিক্ষা— ৸০ আনা মাত্র

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষার "পরমার্থী" নামক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র ... বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং ... পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইল কি না। ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডায়মণ্ডহারবার রোড, কবিকণ্ঠ
বেহালা, ২৪ পরগণা